Contents

Contents

আল-কুরআনুল করীম

ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ

Contents

আল-কুরআনুল করীম
ইফাবা প্রকাশনা : ২/৩৫
ইফাবা গ্রন্থাগার : ২৯৭.১২২৫
ISBN : 984-06-0345-x

প্রথম প্রকাশ
শাওয়াল ১৩৮৭
মাঘ ১৩৭৪
ফেব্রুয়ারি ১৯৬৮

ছত্রিশতম মুদ্রণ
যিলকদ ১৪২৮
অগ্রহায়ণ ১৪১৪
ডিসেম্বর ২০০৭

মহাপরিচালক
মোঃ ফজলুর রহমান

প্রকাশক
মোহাম্মদ আবদুর রব
পরিচালক, প্রকাশনা বিভাগ
ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ
আগারগাঁও, শেরেবাংলা নগর, ঢাকা-১২০৭
ফোন : ৮১২৮০৬৮

প্রচ্ছদ
জসিমউদ্দিন

মুদ্রণ ও বাঁধাই
মুহাম্মদ আবদুর রহীম শেখ
প্রকল্প ব্যবস্থাপক, ইসলামিক ফাউন্ডেশন প্রেস
আগারগাঁও, শেরেবাংলা নগর, ঢাকা-১২০৭
ফোন : ৯১১২২৭১

হাদিয়া : তিনশত কুড়ি টাকা মাত্র

AL-QURANUL KARIM : Bangla translation of the Holy Quran by a Board of Translators, published by Muhammad Abdur Rab, Director, Publication, Islamic Foundation Bangladesh, Dhaka and printed and bound by Islamic Foundation Press, Agargaon, Sher-e-Bangla Nagar, Dhaka-1207. Phone : 8128068

December 2007

E-mail : islamicfoundationbd@yahoo.com
Website : www. islamicfoundation.org.bd

Price : Tk 320.00 ; US Dollar : 10.00

Contents

সূচী

Contents

মহাপরিচালকের কথা

نحمده ونصلى على رسوله الكريم

আল-কুরআন মানবজাতির কল্যাণ ও মুক্তির জন্য প্রেরিত আল্লাহ্‌র কালাম। সর্বশেষ নবী হযরত মুহাম্মদ (সা)-এর উপর অবতীর্ণ সর্বশেষ ও সর্বশ্রেষ্ঠ আসমানী কিতাব এবং কিয়ামত পর্যন্ত সকল মানুষের জন্য একমাত্র জীবনবিধান। পথভ্রান্ত এবং সত্য-বিচ্যুত মানুষকে সত্য পথে, সঠিক পথে পরিচালিত করিবার জন্য ইহা তাহাদের প্রতি আল্লাহ্‌র এক অশেষ নিয়ামত। সেইজন্য সকলেরই পবিত্র কুরআন তিলাওয়াত ও উহার অর্থ অনুধাবন করা আবশ্যক। ইহা ব্যতীত দুনিয়া ও আখিরাতের জীবনে মানব জাতির কল্যাণ লাভের আর কোন বিকল্প নাই। পবিত্র কুরআনের মর্ম ও শিক্ষা যথাযথভাবে অনুধাবন এবং তদনুযায়ী জীবন গঠন করিতে হইলে সকলকেই নিজ নিজ মাতৃভাষায় আল-কুরআন বুঝিতে হইবে। সেই লক্ষ্যে বাংলা ভাষায় কুরআন শরীফের একখানা সার্থক ও নির্ভরযোগ্য অনুবাদের প্রয়োজনীয়তা দীর্ঘদিন ধরিয়া অনুভূত হইতেছিল। এই অভাব পূরণের জন্য সাবেক ইসলামিক একাডেমী (বর্তমানে ইসলামিক ফাউন্ডেশন) পরিকল্পনা গ্রহণ করে। দেশের প্রখ্যাত ওলামা-ই-কিরাম, ইসলামী চিন্তাবিদ ও সাহিত্যিকদের সমন্বয়ে গঠিত একটি বোর্ডের মাধ্যমে অনূদিত তিন খণ্ডে সমাপ্ত এই তরজমার প্রথম খণ্ড প্রকাশিত হয় ১৩৭৪ বাংলা মোতাবেক ১৯৬৮ খ্রিস্টাব্দে। অতঃপর ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ হইতে তিন খণ্ডে আল-কুরআনুল করীম মুদ্রিত ও প্রকাশিত হয়। পরবর্তীতে উহা এক খণ্ডে 'আল-কুরআনুল করীম' নামে প্রকাশিত হইতে থাকে। প্রামাণ্য, নির্ভরযোগ্য ও উন্নতমানের বাংলা তরজমা হিসাবে ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ প্রকাশিত এই আল-কুরআনুল করীম দেশের সকল মহলের নিকট সমাদৃত, প্রশংসিত ও গৃহীত হইয়া আসিতেছে।

ইতিপূর্বে দেশের বিভিন্ন অঞ্চলের পাঠকমণ্ডলী ও সচেতন ধর্মপরায়ণ ব্যক্তিবর্গের বেশ কিছু পরামর্শ ও সংশোধনী প্রস্তাব আমাদের হস্তগত হয়। সেই প্রেক্ষিতে পূর্বতন সংস্করণগুলির সম্মানিত সম্পাদকমণ্ডলীর সহিত আরও কয়েকজন ইসলামী ব্যক্তিত্ব সমন্বয়ে উচ্চ পর্যায়ের একটি সম্পাদনা পরিষদ গঠন করা হয়। তাঁহারা অক্লান্ত পরিশ্রম করিয়া বাংলা তরজমাকে আরও সুন্দর, স্বচ্ছ, সাবলীল ও সুখপাঠ্য করিবার জন্য বিশেষ ভূমিকা রাখেন। এই মহাগ্রন্থের তরজমায় এবং উহার পরিমার্জনায় এ যাবত যাঁহারা অংশগ্রহণ

করিয়াছেন, তাঁহাদের সকলকেই জানাই আন্তরিক মুবারকবাদ। বর্তমানে উহার ৩৫তম মুদ্রণ পাঠক-পাঠিকাদের খিদমতে পেশ করিতে পারিয়া আমরা মহান আল্লাহ্ রাব্বুল আলামীনের অশেষ শুকরিয়া জ্ঞাপন করিতেছি। প্রথম প্রকাশ থেকে ৩৩তম মুদ্রণ পর্যন্ত বেশ কয়েকজন অনুবাদক ও সম্পাদক ইন্তিকাল করিয়াছেন। আল্লাহ্ তাঁহাদের সকলকে জান্নাত নসীব করুন।

আল-কুরআনুল করীমের যে সকল পাঠক-পাঠিকা বিভিন্ন সময়ে ইহার অনুবাদ, টীকা ও বর্ণমালা ইত্যাদি সম্পর্কে আমাদিগকে মূল্যবান পরামর্শ দিয়াছেন এবং বিভিন্ন বিষয়ে অবহিত করিয়াছেন, তাঁহাদের সকলকে জানাই আন্তরিক মুবারকবাদ। ভবিষ্যতেও আমরা তাঁহাদের নিকট হইতে অনুরূপ পরামর্শ পাওয়ার আশা রাখি। আমরা কামনা করি আল্লাহ্‌র কালাম তিলাওয়াত ও ইহার অর্থ অনুধাবনের প্রতি দেশবাসী আরও আগ্রহী ও সচেতন হইবেন ; আমাদের ভবিষ্যত বংশধরগণ মানব জাতির একমাত্র মুক্তির দিশারী আল-কুরআনের অনির্বাণ আলোয় আলোকিত হইবে এবং পৃথিবীর সকল মানুষকে সত্য ও আলোর সন্ধান দিতে ব্রতী হইবে।

আল-কুরআনুল করীমের একটি সহজে বহনযোগ্য সংস্করণ প্রকাশের জন্য দীর্ঘদিন ধরিয়া পাঠকবর্গের চাহিদা ছিল। সম্মানিত পাঠকবর্গের চাহিদা ও প্রত্যাশা পূরণের লক্ষ্যে আমরা এই সংস্করণটি ষষ্ঠবারের মত প্রকাশ করিলাম।

পরিশেষে আল্লাহ্ রাব্বুল আলামীনের দরবারে মুনাজাত, তিনি স্বীয় করুণায় আমাদের এই নেক প্রচেষ্টা কবূল করুন ; এই কুরআনুল করীম সুন্দর, নির্ভুল ও স্বচ্ছরূপে প্রকাশনার জন্য যাঁহারা দিবারাত্রি অক্লান্ত পরিশ্রম করিয়াছেন, তাঁহাদিগকে তিনি উত্তম বিনিময় প্রদান করুন এবং আমাদের সকলের জন্য ইহাকে হিদায়াত ও নাজাতের উসিলা হিসাবে কবূল করুন। আমীন !

মোঃ ফজলুর রহমান
মহাপরিচালক
ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ

তৃতীয় সংস্করণের সম্পাদকমণ্ডলী

ডক্টর সিরাজুল হক
ডক্টর কাজী দীন মুহম্মদ
জনাব আ.ফ.ম. আবদুল হক ফরিদী
ডক্টর এ.কে.এম. আইউব আলী
ডক্টর মুহাম্মদ মুস্তাফিজুর রহমান
ডক্টর এম. শমশের আলী
জনাব দাউদ–উজ–জামান চৌধুরী
জনাব আহমদ হুসাইন
জনাব মাওলানা আতাউর রহমান খান
জনাব মাওলানা ওবায়দুল হক
জনাব আ.ত.ম. মুছলেহ্ উদ্দীন
জনাব মোহাম্মদ ফেরদাউস খান
জনাব মাওলানা রিজাউল করীম ইসলামাবাদী
জনাব মাওলানা ফরীদ উদ্দীন মাসঊদ
জনাব এ.এফ.এম. আবদুর রহমান
অধ্যাপক শাহেদ আলী
মুফতী মুহাম্মদ নূরুদ্দীন
অধ্যাপক মোহাম্মদ মোশাররফ হোসাইন

প্রকাশকের কথা

আল-কুরআন আসমানী কিতাবসমূহের মধ্যে সর্বশেষ কিতাব। ইহা কিয়ামত পর্যন্ত সকল মানুষের জন্য একমাত্র হিদায়াত — পথনির্দেশক গ্রন্থ। ইহা মানব জাতির কল্যাণ ও নাজাতের একমাত্র পাথেয়। বাংলা ভাষা পৃথিবীর এক বৃহৎ মুসলিম জনগোষ্ঠীর ভাষা। এই বৃহৎ জনগোষ্ঠী যাহাতে মাতৃভাষায় এই মহাগ্রন্থ অনুধাবন করিতে পারে, সেই লক্ষ্যেই সাবেক ইসলামিক একাডেমী বাংলা ভাষায় আল-কুরআনুল করীমের তরজমা প্রকাশের উদ্যোগ গ্রহণ করে। বাংলা ভাষায় অনূদিত ও প্রকাশিত কুরআন শরীফের তরজমাসমূহের মধ্যে ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ প্রকাশিত অনুবাদ 'আল-কুরআনুল করীম' নির্ভরযোগ্য অনুবাদ হিসেবে সর্বত্র গৃহীত ও সমাদৃত হইয়া আসিতেছে। এই অনুবাদ প্রথম প্রকাশিত হয় ১৯৬৮ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে। দেশের তৎকালীন স্বনামখ্যাত আলিম, ভাষাতত্ত্ববিদ, সাহিত্যিক ও ইসলামী চিন্তাবিদগণ এই অনুবাদকর্মের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট ছিলেন। দেশ ও বিদেশের অগণিত পাঠকের পরামর্শের ভিত্তিতে ১৯৯৩ সালে সপ্তদশ মুদ্রণের সময় অনুবাদ পরিমার্জন করা হয়। এই পরিমার্জন কার্যটিও দেশের শীর্ষস্থানীয় ১৯ জন আলিম ও শিক্ষাবিদ সমন্বয়ে গঠিত 'সম্পাদকমণ্ডলী' দ্বারা সম্পন্ন হয়। পরবর্তী সময়ে অষ্টাদশ মুদ্রণের প্রাক্কালে পাঠকমহলের পরামর্শের ভিত্তিতে ১৮ সদস্য বিশিষ্ট 'সম্পাদকমণ্ডলী' দ্বারা অনুবাদ আরও স্বচ্ছ, সুন্দর, নির্ভুল ও সাবলীল করার লক্ষ্যে কিছু সংশোধন ও টীকা সংযোজন করা হয়। বর্তমান সংস্করণ পর্যায়েও পাঠকমহলের পরামর্শের ভিত্তিতে প্রযোজ্য ক্ষেত্রে পরিমার্জন করা হইয়াছে। ইহার পরও সচেতন পাঠক-পাঠিকাদের নজরে কোন ভুলত্রুটি ধরা পড়িলে আমাদিগকে অবহিত করিবার জন্য সবিনয় অনুরোধ জানাইতেছি। আমরা তাহা যথাসময়ে সংশোধনের ব্যবস্থা করিব ইনশাআল্লাহ্।

আল-কুরআনুল করীমের সম্মানিত পাঠকবর্গের বহু দিনের চাহিদা ও প্রত্যাশার প্রেক্ষিতে একটি সহজে বহনযোগ্য সংস্করণ প্রকাশের প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করিয়া আমরা এই সংস্করণটি ষষ্ঠবারের মত প্রকাশ করিলাম।

[নয়]

বিভিন্ন পর্যায়ে আল-কুরআনুল করীম তরজমা, সম্পাদনা ও প্রকাশের সাথে যাঁহারা সংশ্লিষ্ট ছিলেন এবং অনুবাদকর্মকে সুন্দর ও নির্ভুল করার জন্য যে সকল পাঠক বিভিন্ন সময় পরামর্শ দিয়া সহযোগিতা করিয়াছেন, তাঁহাদের সকলের প্রতি আমরা আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করিতেছি। তাঁহাদের দুনিয়া ও আখিরাতের কল্যাণের জন্য আল্লাহ্ রাব্বুল আলামীনের নিকট মুনাজাত করি।

মহান আল্লাহ্ আমাদের সকল নেক প্রচেষ্টা কবূল করুন। আমীন!

মোহাম্মদ আবদুর রব
পরিচালক, প্রকাশনা বিভাগ
ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ

দ্বিতীয় সংস্করণের সম্পাদকমণ্ডলী

জনাব আ.ফ.ম. আবদুল হক ফরিদী
ডক্টর সিরাজুল হক
ডক্টর এ.কে.এম. আইউব আলী
ডক্টর কাজী দীন মুহম্মদ
জনাব আহমদ হুসাইন
জনাব মোহাম্মদ ফেরদাউস খান
ডক্টর মুহাম্মদ মুস্তাফিজুর রহমান
ডক্টর এম. শমশের আলী
জনাব মাওলানা ওবায়দুল হক
জনাব কে.এম.এ. মুনিম
জনাব আ.ত.ম. মুছলেহ্ উদ্দীন
জনাব মাওলানা রিজাউল করীম ইসলামাবাদী
জনাব মাওলানা কাজী মু'তাসিম বিল্লাহ্
জনাব মাওলানা ফরীদ উদ্দীন মাসঊদ
জনাব মাওলানা মুহাম্মাদ আবদুর রহীম
জনাব এ.এফ.এম. আবদুর রহমান
অধ্যাপক শাহেদ আলী
অধ্যাপক আবদুল গফুর
হাফেজ মঈনুল ইসলাম

দ্বিতীয় সংস্করণের

সম্পাদকমণ্ডলীর কথা

[সপ্তম মুদ্রণ]

হিজরী ১৩৮৭ সালের শাওয়াল মাসে/বাংলা ১৩৭৪ সালের মাঘ মাসে/খ্রীস্টীয় ১৯৬৮ সালের ফেব্রুয়ারী মাসে আল-কুরআনুল করীমের তরজমা প্রথম প্রকাশিত হইবার পর হইতে বহু 'উলামায়ে কিরাম ও পাঠক সাধারণ উহার মূল পাঠের মুদ্রণ ত্রুটি এবং উহার তরজমার স্থানে স্থানে সংশোধনী, শানে নুযূল ও টীকা সংযোজনের প্রয়োজনীয়তার কথা উল্লেখ করিয়া আসিতেছেন। গ্রন্থখানির ষষ্ঠ মুদ্রণ পর্যন্ত সামান্য মুদ্রণ প্রমাদের সংশোধন ছাড়া কোন পরিমার্জন ও সংযোজন নানা কারণে সম্ভবপর হইয়া উঠে নাই।

হিজরী ১৪০০ সালে, বাংলা ১৩৮৭ সালে ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ নির্ভরযোগ্য ও আধুনিক ব্যাখ্যা-সম্বলিত ত্রিশ খণ্ডে আল-কুরআনের একখানি বৃহদাকার তফসীর প্রণয়নের কর্মসূচী গ্রহণ করে। এতদুদ্দেশ্যে পূর্ব পৃষ্ঠায় বর্ণিত উনিশ জন সদস্য সমবায়ে একটি তফসীর সম্পাদনা পরিষদ গঠিত হয়।

এই পরিষদের সদস্যদের মধ্যে জনাব আ. ফ. ম. আবদুল হক ফরিদী, ডক্টর সিরাজুল হক, জনাব আহমদ হুসাইন, ডক্টর কাজী দীন মুহম্মদ, অধ্যাপক শাহেদ আলী এবং হাফেজ মঈনুল ইসলাম এই ছয়জন প্রথম তরজমা উপদেষ্টা পরিষদের সদস্য। সকল সদস্যের সম্মতিক্রমে জনাব আ. ফ. ম. ফরিদী নিয়মানুগ সভাপতির দায়িত্ব গ্রহণ করেন।

পরিকল্পিত বৃহদাকার তফসীর প্রণয়নে দীর্ঘ সময়ের প্রয়োজন বিবেচনা করিয়া এবং বর্তমান তরজমাটির উত্তরোত্তর সংশোধনী প্রস্তাব ও চাহিদার পরিপ্রেক্ষিতে যথাসত্বর আল-কুরআনুল করীমের বর্তমান তরজমার ভুল-ত্রুটি সংশোধন এবং ইহাতে প্রয়োজনীয় সংক্ষিপ্ত শানে নুযূল ও টীকা সংযোজন করিয়া নূতন সংস্করণের সম্পাদনার ভার এই পরিষদের উপর ন্যস্ত হয়। সংস্করণের কাজ ত্বরান্বিত করিবার জন্য পরিষদের সদস্যগণ পরিকল্পিত বৃহদাকার তফসীরের কাজ স্থগিত রাখিয়া বর্তমান তরজমার সংস্করণের কাজটি আগে সমাপ্ত করিবার পরিকল্পনা গ্রহণ করেন। পরিষদ তরজমার সংশোধন ও টীকা সংযোজন প্রয়োজনীয় মনে করেন। প্রয়োজনীয় টীকা সংযোজনের জন্য জনাব আ. ত. ম. মুছলেহ উদ্দীন ও মাওলানা কাজী মু'তাসিম বিল্লাহ্‌কে লইয়া দুই সদস্যের একটি খসড়া প্রণয়ন উপ-পরিষদ গঠিত হয়। ইঁহারা তফসীর সম্পাদনা পরিষদের পরামর্শ ও উপদেশ অনুযায়ী টীকা প্রস্তুত করিয়া পরিষদের সভায় পেশ করেন। তরজমা ও টীকা সম্পর্কে বিস্তরিত আলোচনার পর তাহা অনুমোদিত হয়। পরিষদ কর্তৃক গৃহীত তরজমার সংশোধিত পাণ্ডুলিপিতে গ্রহণ, বর্জন, টীকা ও শানে নুযূল সংযোজন যথাযথভাবে লিপিবদ্ধ হইয়াছে কিনা পরীক্ষা করিবার জন্য মূল পরিষদ হইতে ছয় সদস্যের একটি উপ-পরিষদ গঠন করা হয়। এই উপ-পরিষদের সদস্য ছিলেন ঃ

১. জনাব আ. ফ. ম. আবদুল হক ফরিদী

২. জনাব আহমদ হুসাইন

৩. ডক্টর এ. কে. এম. আইউব আলী
৪. ডক্টর কাজী দীন মুহম্মদ
৫. মাওলানা ফরীদ উদ্দীন মাসউদ
৬. জনাব আ. ত. ম. মুছলেহ্ উদ্দীন

মাওলানা আ. ত. ম. মুছলেহ্ উদ্দীন সংশোধিত পাদটীকা সম্বলিত অংশ পরিষদের সম্মুখে পেশ করেন এবং আলোচনা ও পরীক্ষার পর তাহা চূড়ান্তভাবে গৃহীত হয়। আজ আল–কুরআনুল করীমের পরিমার্জিত, সংশোধিত ও সরলীকৃত দ্বিতীয় সংস্করণ পাঠক সাধারণের হাতে তুলিয়া দিতে পারিয়া আমরা করুণাময় আল্লাহ্‌র অশেষ শোকরিয়া আদায় করিতেছি।

বিভাগীয় নানাবিধ কর্তব্যের চাপে ও ব্যক্তিগত অসুবিধায় মাওলানা ফরীদ উদ্দীন মাসউদ, অধ্যাপক শাহেদ আলী, হাফেজ মঈনুল ইসলাম, অধ্যাপক আবদুল গফূর, মাওলানা মুহাম্মাদ আবদুর রহীম এবং সাবেক মহাপরিচালক আ. জ. ম. শামসুল আলম তাফসীর পরিষদের বৈঠকে নিয়মিত উপস্থিত থাকিতে না পারিলেও তাঁহাদের উৎসাহ, উপদেশ ও নির্দেশ এই সংস্করণের অগ্রগতির কার্যে অনেকখানি সহায়ক হইয়াছে। বিশেষ করিয়া মহাপরিচালক সাহেবের সার্বক্ষণিক সজাগ দৃষ্টি, অনুপ্রেরণা, সহানুভূতি, কার্যকরী সহযোগিতা ও সময়োপযোগী ব্যবস্থা অবলম্বন সম্পাদনার কাজ সুষ্ঠু ও ত্বরান্বিত করিতে সহায়ক হইয়াছে। তাঁহার কাছে আমাদের ঋণ অপরিশোধ্য।

অপর সকল সদস্যের সমবেত ঐকান্তিকতা, নিষ্ঠা, আন্তরিকতা ও অক্লান্ত পরিশ্রমের ফলে, বিশেষ করিয়া জনাব আ. ফ. ম. আবদুল হক ফরিদী সাহেবের সুষ্ঠু পরিচালনায় সমগ্র কাজটি যথাশীঘ্র নিখুঁতভাবে সম্পন্ন করা সম্ভবপর হইয়াছে। তাঁহাদের কাছে আমরা কৃতজ্ঞ।

বর্তমান সংস্করণের কতকগুলি বৈশিষ্ট্য লক্ষণীয় ঃ

১. কতকগুলি পারিভাষিক শব্দের অনুবাদ না করিয়া মূল শব্দই রাখা হইয়াছে। যেমন, 'পরলোক' বা 'পরকাল' অপেক্ষা বাংলা ভাষাভাষী শিক্ষিত ও সাধারণ মুসলিম পাঠকের কাছে 'আখিরাত' বেশী অর্থবহ। এইরূপ 'বিশ্বাস' অপেক্ষা 'ঈমান', 'প্রত্যাদেশ' অপেক্ষা 'ওহী', 'সত্য প্রত্যাখ্যানকারী' অপেক্ষা 'কাফির', বিচার দিবস', কিংবা 'পুনরুত্থান দিবস' অপেক্ষা 'কিয়ামত', 'বিশ্বাসী' অপেক্ষা 'মু'মিন', 'সাবধানী' বা 'ধর্মভীরু' অপেক্ষা 'মুত্তাকী'। 'আবদ–এর বাংলা 'দাস' অপেক্ষা 'বান্দা' বেশি স্পষ্ট ও হৃদয়গ্রাহ্য।
২. মূলের অনুবাদে সাধারণত বিশেষ্যের অনুবাদ বিশেষ্যে, বিশেষণের অনুবাদ বিশেষণে এবং ক্রিয়াপদের অনুবাদ ক্রিয়াপদে করার চেষ্টা করা হইয়াছে।
৩. আরবী শব্দের প্রচলিত বাংলা বানান উচ্চারণে ভুল হইবার আশংকা অধিক, এইজন্য ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ কর্তৃক প্রকাশিত প্রতিবর্ণায়ন পদ্ধতি বিশেষভাবে অবলম্বন করা হইয়াছে। প্রয়োজনবোধে কোথাও কোথাও সুপরিচিত শব্দের সংশোধিত

কিংবা প্রচলিত বানানও রাখা হইয়াছে। সাধারণ পাঠকের চোখে প্রতিবর্ণায়ন রীতির বানানে বাংলা বানানের পাশাপাশি দুই আকার, যথা আনফাল, উর্ধ্ব উল্টা কমা যথা 'ইমরাান প্রভৃতি প্রথম প্রথম সামান্য চোখে লাগিলেও ইহা দ্বারা সাবধানী পাঠকের পক্ষে মূল আরবী উচ্চারণে সতর্কতা অবলম্বন সহজতর হইবে মনে করি।

৪. মূল পাঠে রুকূ' সংখ্যা ও সিজদার আয়াতের নির্দেশনা স্পষ্টতর ও লক্ষণীয় করা হইয়াছে।

৫. সহজবোধ্য ও মূলানুগ করিবার জন্য তরজমার কোথাও কোথাও সামান্য পরিবর্তন করা হইয়াছে।

৬. প্রয়োজনীয় টীকা ও শানে নুযূল যথাসম্ভব সংক্ষেপে দেওয়া হইয়াছে। আকৃতি-প্রকৃতি ও বৈশিষ্ট্যের দিকে লক্ষ্য রাখিয়া দীর্ঘ পাদটীকা পরিযোজনে সংযত হইতে হইয়াছে। এইরূপ স্থলে পাঠককে সূত্র ধরাইয়া দিবার চেষ্টা করা হইয়াছে মাত্র।

৭. পাঠক সাধারণের প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া ভূমিকায় স্বতন্ত্রভাবে 'আওকাফ'সমূহের সংকেতসূত্র সংক্ষেপে ব্যাখ্যা করা হইয়াছে।

৮. প্রথম প্রকাশের ন্যায় এই সংস্করণেও ইসলামিক ফাউন্ডেশন ও অপরাপর গ্রন্থাগারে প্রাপ্ত আরবী, ফারসী, ইংরেজী, উর্দু ও বাংলা অনুবাদ এবং তাফসীরসমূহের সাহায্য গ্রহণ করা হইয়াছে।

টীকা সংযোজনায় প্রধানত নিম্নলিখিত গ্রন্থসমূহ বেশী ব্যবহার করা হইয়াছে ঃ

১। আবূ মুহাম্মদ আল-হুসায়ন ইবন মাস্'উদ আল-ফারা' আল-বাগাবী-তাফসীর আল-বাগাবী।
২। আবূ আল-কাসিম জার আল্লাহ্ মাহ্মূদ ইবন 'উমার আয-যামাখ্শারী আল-কাশ্শাফ আল-হাকাইক আত-তান্যীল ওয়া 'উয়ূন আল-আকাবীল ফী উজূহ আত-তা'বীল;
৩। ইমাম ফাখর আল-দীন 'উমার রাযী-মাফাতীহ আল-গায়ব সাধারণত তাফসীর কাবীর নামে প্রসিদ্ধ;
৪। আবূ 'আব্দ আল্লাহ্ মুহাম্মদ ইবন আহমদ আল-আনসারী আল-কুরতুবী আল-জামি' লি আহকাম আল-কুরআন;
৫। 'আব্দ আল্লাহ্ ইবন 'উমার আল-বায়দাবী-আনওয়ার আত-তানযীল ওয়া আসরার আত-তা'বীল;
৬। 'আলা' আল-দীন 'আলী ইবন মুহাম্মদ ইবন ইব্রাহীম আল-বাগদাদী (আল-খাযিন নামে খ্যাত) তাফসীর আল-খাযিন;
৭। জালাল আল-দীন মাহাল্লী ও জালাল আল-দীন আস-সুয়ূতী-তাফসীর আল-জালালায়ন;
৮। আবূ সা'উদ-ইরশাদ আল-'আক্ল আল-সালীম;
৯। কাদী মুহাম্মাদ ছানা' আল্লাহ্ আল-'উছমানী-আত-তাফসীর আল-মাজ্হারী;
১০। মুফতী মুহাম্মাদ 'আবদুহ-তাফসীর আল-মানার;
১১। মাওলানা মাহ্মূদ হাসান (শায়খ আল-হিন্দ)-এর উর্দু তরজমা মাওলানা শাব্বীর আহমদ 'উছমানী টীকাসহ;
১২। মাওলানা আশরাফ 'আলী থানাবী-তাফসীরে বায়ান আল-কুরআন;
১৩। 'আবদ আল-মাজিদ দরিয়াবাদী-তাফসীর মাজিদী;
১৪। মাওলানা আবূ আল-কালাম আযাদ তারজুমান আল-কুরআন;
১৫। মুফতী মুহাম্মাদ শাফী'-মা'আরিফ আল-কুরআন; কুরআন-এর অভিধান সংক্রান্ত গ্রন্থ;
১৬। আল-হুসায়ন ইবন মুহাম্মাদ আর-রাগিব আল-ইসফাহানী-আল-মুফরাদাত ফী গারীব আল-কুরআন;
১৭। মুহাম্মাদ 'আব্দ আর-রাশীদ আল-নু'মানী-লুগাত আল-কুরআন;
১৮। আল-মুন্জাদ (অভিধান)।

ইহা সকলেই জানেন যে, যে-কোন ভাষা ভাষান্তরিতকরণ অত্যন্ত দুরূহ ব্যাপার। বিশেষ করিয়া আল-কুরআনের ভাষার শব্দ যোজনা, ধ্বনি-ব্যঞ্জনা ও সর্বোপরি বাগার্থ সম্পদ বাংলায় অনুবাদ করা প্রায় অসম্ভব। তবু আমাদের চেষ্টার ত্রুটি হয় নাই।

বহু চেষ্টা সত্ত্বেও তরজমাটি ত্রুটি ও প্রমাদশূন্য হইয়াছে-এমন দাবী করা যায় না। পাঠক সাধারণ ক্ষমাসুন্দর দৃষ্টিতে দেখিয়া গঠনমূলক সংশোধনের প্রস্তাব দিলে ভবিষ্যৎ সংস্করণে সংযোজন সম্ভবপর হইবে।

যাঁহাদের ঐকান্তিক চেষ্টা ও অক্লান্ত পরিশ্রমের ফলে সত্বর ইহার প্রকাশনা সম্ভবপর হইয়াছে, তাঁহাদের সকলের কাছে আমরা কৃতজ্ঞ। পাঠক সাধারণের কাছে আগের মতই তরজমাখানি গৃহীত হইবে বলিয়া আশা পোষণ করি।

তরজমা ও সম্পাদনা

শামসুল 'উলামা বেলায়েত হোসেন

মাওলানা আবদুর রহমান কাশগরী

মুহম্মদ মাহমূদ মুস্তফা শা'বান

শামসুল 'উলামা মুহম্মদ আমীন 'আব্বাসী

ডক্টর মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্

প্রিন্সিপাল ইব্রাহীম খাঁ

ডক্টর সিরাজুল হক

ডক্টর কাজী দীন মুহম্মদ

মাওলানা ফজলুল করীম

এ.এফ.এম. আবদুল হক ফরিদী

আহমদ হুসাইন

মাওলানা আলাউদ্দীন আল-আজহারী

অধ্যক্ষ এ.এইচ. এম. আবদুল কুদ্দুস

মাওলানা মীর আবদুস সালাম

অধ্যাপক শাহেদ আলী

মাওলানা মুহাম্মদ এমদাদ উল্লাহ্

হাফেজ মঈনুল ইসলাম

আবুল হাশিম

প্রকাশকের কথা–প্রথম প্রকাশ

ঢাকা ইসলামিক একাডেমী আল–কুরআনুল করীমের একখানি নির্ভরযোগ্য ও প্রামাণিক বাংলা তরজমা প্রকাশের দায়িত্ব গ্রহণ করিয়াছেন। সিদ্ধান্ত করা হইয়াছিল, প্রতিটি পারার তরজমা পৃথক পৃথকভাবে প্রকাশ করা হইবে এবং তরজমা সম্পূর্ণ হইবার পর সমগ্র কুরআনুল করীম দুই খণ্ডে প্রকাশিত হইবে। প্রথম তিন পারা পৃথকভাবে প্রকাশ করার পর এই সিদ্ধান্তের কিছুটা রদবদল করা হইয়াছে; এখন সমগ্র তরজমা দুই খণ্ডের বদলে মোট তিন খণ্ডে প্রকাশিত হইবে। দ্বাদশ পারা পর্যন্ত তরজমা ও সম্পাদনার পর আমরা পাঠক–পাঠিকাদের অনুরোধ রক্ষার্থে আল–কুরআনের সর্বশেষ পারা 'আমপারা'র তরজমা করিয়া প্রকাশ করি। এই পর্যন্ত সতর পারার তরজমা ও সম্পাদনা শেষ হইয়াছে। সূরা তাওবাসহ প্রথম দশ পারার তরজমা লইয়া এইবার প্রথম খণ্ডটি প্রকাশিত হইল।

বাংলা ভাষায় অনেক কয়েকটি তাফসীর এবং তরজমা থাকা সত্ত্বেও ইসলামিক একাডেমী আরেকখানি তরজমা প্রকাশের দায়িত্ব কেন গ্রহণ করিল, সে সম্পর্কে দুটি কথা শুরুতেই বলা প্রয়োজন। প্রথমত কুরআনুল করীমের ভাষায় যে গতি–স্বাচ্ছন্দ্য, ধ্বনি–গাম্ভীর্য ও ব্যঞ্জনা রহিয়াছে বাংলা তাফসীর ও তরজমাগুলিতে তাহা পাওয়া যায় না; মূলের ভাবোদ্দীপনা তরজমায় রক্ষিত না হওয়ায় কুরআনুল করীমের অনন্য মাহাত্ম্য সম্পর্কে পাঠক–পাঠিকাদের কোন ধারণাই জন্মে না। দ্বিতীয়ত মামুলী রচনারীতি তথা ভাষার দুর্বলতা ও আড়ষ্টতার দরুন বহু ক্ষেত্রেই কুরআনুল করীমের আয়াতসমূহের নিগূঢ় তাৎপর্য ও অর্থ ঢাকা পড়িয়া গিয়াছে; তৃতীয়ত বাংলা ভাষায় এখনো মূলানুগ অথচ সুখপাঠ্য একখানি সার্থক তরজমার অভাব রহিয়াছে, এ কথা বলাই বাহুল্য। এই অভাব পূরণের জন্য ঢাকা ইসলামিক একাডেমী একটি পাঁচশালা পরিকল্পনা গ্রহণ করিলে কেন্দ্রীয় পাকিস্তান সরকার প্রয়োজনীয় অর্থ বরাদ্দ করেন। পরিকল্পনাটি বাস্তবায়নের জন্য প্রয়োজনীয় সকল পুঁথি–পুস্তক, তাফসীর এবং আরবী অভিধান সংগ্রহ করা হইয়াছে এবং উপযুক্ত কর্মচারী নিয়োগ ছাড়াও পূর্ব পাকিস্তানের শ্রেষ্ঠ 'উলামা, পণ্ডিত ও সাহিত্যিকদের সাহায্য গ্রহণ করা হইয়াছে। একাডেমীর বিভাগীয় কর্মচারিগণ ব্যতীত এই তরজমার সহিত প্রত্যক্ষভাবে জড়িত রহিয়াছেন শামসুল 'উলামা বেলায়েত হোসেন, শামসুল 'উলামা মুহম্মদ আমীন 'আব্বাসী, ঢাকা আলীয়া মাদ্রাসার অধ্যাপক মাওলানা আবদুর রহমান কাশগরী, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের 'আরবী ভাষা ও ইসলামী বিষয়সমূহের অধ্যক্ষ ডক্টর সিরাজুল হক, বিখ্যাত মিশকাত শরীফের অনুবাদক মাওলানা ফজলুল করীম, আল–আজহার বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষাপ্রাপ্ত মাওলানা আলাউদ্দীন আল–আজহারী, বাঙলা একাডেমীর পরিচালক ডক্টর কাজী দীন মুহম্মদ, মাওলানা মীর আবদুস সালাম, মুহম্মদ মুস্তফা শা'বান, অধ্যাপক শাহেদ আলী ও ইসলামিক একাডেমীর পরিচালক জনাব আবুল হাশিম। জনাব ডক্টর মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্ প্রথম তিন পারার তরজমার সঙ্গে এবং প্রিন্সিপাল ইবরাহীম খাঁ কেবল প্রথম পারার

তরজমার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট ছিলেন। পূর্ব পাকিস্তানে সংযুক্ত আরব প্রজাতন্ত্রের সাংস্কৃতিক প্রতিনিধি মুহম্মদ মাহমূদ মুস্তফা শা'বান একজন বিশিষ্ট 'আরবী সাহিত্যিক ও ভাষাবিজ্ঞানী। আল-কুরআনুল করীমে ব্যবহৃত বিশেষ 'আরবী বাগধারা, অলংকার ও প্রবচনগুলির মর্মোদ্ধারে তাঁহার পরামর্শ মূল্যবান বিবেচিত হইয়াছে। তরজমার ভাষা যাহাতে বাংলা বাক-রীতিসম্মত, প্রাঞ্জল ও সাহিত্যগুণসম্পন্ন হয় সেদিকে লক্ষ্য রাখিবার জন্য বিশিষ্ট ভাষাবিজ্ঞানী ডক্টর কাজী দীন মুহম্মদ ও বিশিষ্ট সাহিত্যিক অধ্যাপক শাহেদ আলীকে তরজমায় শরীক করা হইয়াছে। বলা বাহুল্য, একাডেমীর পরিচালক জনাব আবুল হাশিমের প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে সম্পাদনা পরিষদের সক্রিয় সহযোগিতায় এই তরজমা কার্য সম্পন্ন হইতেছে। পরিচালকের ব্যক্তিগত তত্ত্বাবধানে আল-কুরআনের যে অংশ তরজমা করা হয় তাহাই প্রতি শুক্রবারে সম্পাদকীয় পরিষদের সামনে অনুমোদনের জন্য পেশ করা হইয়া থাকে। পরিষদ কর্তৃক তাহা সম্পাদনা ও অনুমোদনের পর তরজমার চূড়ান্ত পাঠ গৃহীত হয়।

প্রতিটি ভাষারই নিজস্ব বাকভঙ্গি ও বাক্য গঠন-প্রণালী রহিয়াছে। ইসলামিক একাডেমীর এই তরজমাটিতে মূলকে অক্ষুণ্ন রাখিয়া বাংলা ভাষার প্রকৃতিকে সাধ্যমত রক্ষা করার চেষ্টা করা হইয়াছে। এজন্য কোন বন্ধনীর ব্যবহার না করিয়া ভাষার স্বাভাবিক গতি তথা প্রবহমানতাকে অব্যাহত রাখা হইয়াছে। শাব্দিক তরজমায় কুরআনুল করীমে ব্যবহৃত বিশেষ 'আরবী বাগধারা, অলংকার ও প্রবচনগুলির অর্থ অনেক ক্ষেত্রেই সুস্পষ্ট হয় না। এইজন্য এই তরজমাটিতে যথাসম্ভব এই সব বাগধারা, অলংকার ও প্রবচনের সমার্থবোধক বাংলা বাগধারা ও অলংকার ব্যবহৃত হইয়াছে। যেসব ক্ষেত্রে সমার্থবোধক বাংলা বাগধারা ও অলংকার পাওয়া যায় নাই, সে সকল স্থানে তরজমায় মর্মার্থ দেওয়া হইয়াছে এবং টীকায় মূল 'আরবী ও তার শাব্দিক অর্থ প্রদত্ত হইয়াছে। ইহা ছাড়া মতবাদ বা সংস্কারের প্রভাব যাহাতে অর্থের বিকৃতি না ঘটায় সেদিকেও বিশেষভাবে নজর রাখা হইয়াছে।

তরজমায় মূলের ভাবোদ্দীপনা সঞ্চার করা খুবই কঠিন। আল-কুরআনুল করীমের ভাষায় যে গতি-স্বাচ্ছন্দ্য, ধ্বনি-গাম্ভীর্য ও ব্যঞ্জনা রহিয়াছে তাহা অনুপম। মূল 'আরবীর অর্থ-গৌরব, ব্যঞ্জনা, ধ্বনি-মাহাত্ম্য তথা বাক্যগুণের কিছুটা এই তরজমায় ধরিয়া দেওয়া সম্ভবপর হইয়াছে কিনা তাহা সুধী পাঠক-পাঠিকাই বিচার করিবেন। সম্মিলিত চেষ্টার ফল এই তরজমাটিতে মূলের সঠিক অর্থটি দিবার জন্য চেষ্টা করা হইয়াছে, তবুও মানুষ ভুল-ত্রুটির উর্ধ্বে নয়, ত্রুটি সংশোধন ও ভাষায় মার্জনার জন্য কেউ আন্তরিক পরামর্শ দিলে তাহা পরম যত্নের সহিত বিবেচিত হইবে।

আমাদের তরজমার প্রথম খণ্ডটি পাঠক-পাঠিকাদের হাতে তুলিয়া দিতে পারিয়া আজ আমরা আল্লাহ্‌র দরবারে শোকরিয়া আদায় করিতেছি।

বিরাম চিহ্ন (রামুয-ই-আওকাফ)-এর বিবরণ

○ –বাক্যের শেষে এই চিহ্ন থাকে, ইহা 'ওয়াক্ফ তাম'–এর সংক্ষেপ, বিরতির চিহ্ন, একটি আয়াতের শেষ বুঝায়। কিন্তু ইহার উপরে অন্য কোন চিহ্ন থাকিলে তাহা অনুযায়ী 'আমল করিতে হইবে।

م –ইহাকে 'ওয়াক্ফ লাযিম' বলে। এইরূপ চিহ্নিত স্থানে বিরতি দেওয়া (ওয়াক্ফ করা) আবশ্যক, না করিলে কোন কোন ক্ষেত্রে অর্থ বিকৃত হইয়া যাইতে পারে।

ط –ইহা 'ওয়াক্ফ মুত্লাক'। এইরূপ চিহ্নিত স্থানে বিরতি উত্তম।

ج –ইহা 'ওয়াক্ফ জাইয'। এইরূপ চিহ্নিত স্থানে থামা না থামা উভয়ের অনুমতি আছে। থামাই ভাল।

ز –ইহা 'ওয়াক্ফ মাজাওওয়াজ'। এখানে না থামাই ভাল।

ص –ইহা 'ওয়াক্ফ মুরাখ্খাস'। এইরূপ চিহ্নিত স্থানে না থামিয়া মিলাইয়া পড়া ভাল। তবে দমে না কুলাইলে বিরতি দেওয়া যায়।

ق –ইহা 'কীলা 'আলায়হি ওয়াক্ফ'–এর সংক্ষেপ অর্থাৎ এখানে থামার ব্যাপারে মতভেদ আছে। থামিবে না।

قف –ইহা 'ওয়াক্ফ আম্‌র'। অর্থাৎ থামার নির্দেশ। এখানে থামা উচিত।

لا –ইহা 'লা ওয়াক্ফ 'আলায়হি'–এর সংক্ষেপ। এখানে থামা যাইবে না। আয়াতের মধ্যখানে থাকিলে মোটেই থামিবে না আর শেষে গোল চিহ্নের উপর থাকিলে থামিতে পারা যায়।

صل –ইহা 'কাদ 'ইউসালু'–এর সংক্ষেপ অর্থাৎ মিলাইয়া লওয়া হইয়াছে। এই স্থানে থামা ও না থামা দুইই চলে। তবে থামাই ভাল।

صلے –ইহা 'আল–ওয়াস্‌লু আওলা'–এর সংক্ষেপ। অর্থাৎ মিলাইয়া পড়া উত্তম (এই অর্থ প্রকাশ করে)।

س یا سکتہ –এ স্থানে পড়া ক্ষান্ত দিয়া কিঞ্চিত থামিতে হয়, কিন্তু দম ছাড়িতে হয় না। কুরআনের ৮ স্থানে ইহা আছে।

وقفہ –ইহা سکتۃ –এর ন্যায়, কিঞ্চিত দীর্ঘ বিরতি দিতে হয়। দম এখানেও ছাড়িতে হইবে না।

معانقہ / مع / ∴ –ইহা 'মু'আনাকাঃ' নামে অভিহিত। আয়াতের বা শব্দের ডান এবং বামে উক্ত তিন বিন্দু অথবা مع চিহ্ন থাকে। তিলাওয়াতের সময় এক স্থানে থামিলে দ্বিতীয় স্থানে মিলাইয়া পড়িতে হয়।

ك –কুফী আয়াতে চিহ্ন, ইহাতে মতভেদ রহিয়াছে, তবে থামিয়া যাওয়াই উত্তম। অবশ্য ইহার উপর অন্য কোন চিহ্ন থাকিলে উহার অনুসরণ করিতে হইবে।

বিশেষ দ্রষ্টব্য ঃ কোন স্থানে একাধিক চিহ্ন থাকিলে উপরে লিখিত চিহ্ন অনুযায়ী ওয়াক্ফ করিতে হইবে।

وقف النبی – কোন কোন রিওয়ায়াত মুতাবিক হযরত মুহাম্মদ (সা) এখানে ওয়াক্ফ করিয়াছিলেন।

وقف جبرئیل –এইরূপ চিহ্নিত স্থানে থামিলে বরকত লাভ হয় বলিয়া রিওয়ায়াত আছে।

وقف غفران –এই চিহ্নিত স্থানে ওয়াক্ফ করিলে গুনাহ মাফ হওয়ার আশা করা যায়।

কতিপয় জ্ঞাতব্য বিষয়

الربع।-এক-চতুর্থাংশ অর্থাৎ পারার এক-চতুর্থাংশ।
النصف।-অর্ধাংশ অর্থাৎ পারার অর্ধাংশ।
الثلثة।-তিন-চতুর্থাংশ অর্থাৎ পারার তিন-চতুর্থাংশ।
منزل(মান্‌যিল) অবতরণের স্থান, গন্তব্য স্থান।
কুরআন মজীদকে সাত দিনে একবার খতম (শেষ) করার নিয়ম পালিত হওয়ার রীতি রহিয়াছে। এইরূপ তিলাওয়াতের সুবিধার জন্য এখানে কুরআন মজীদকে ৭ মানযিলে বিভক্ত করা হইয়াছে; যথা ঃ

প্রথম	মানযিল	সূরা	ফাতিহা	হইতে	আন-নিসা-এর	শেষ	পর্যন্ত
দ্বিতীয়	"	"	মায়িদা	"	আত-তাওবা-এর	"	"
তৃতীয়	"	"	ইউনুস	"	আন-নাহ্‌ল-এর	"	"
চতুর্থ	"	"	বনী ইস্‌রাঈল	"	আল-ফুরকান-এর	"	"
পঞ্চম	"	"	আশ-শু'আরা'	"	ইয়াসীন-এর	"	"
ষষ্ঠ	"	"	আস-সাফ্‌ফাত	"	আল-হুজুরাত-এর	"	"
সপ্তম	"	"	কাফ	"	শেষ সূরা		পর্যন্ত

ع-ইহা রুকূ'-র চিহ্ন। সালাতের এক রাক'আতে কিরাআত যতটুকু পড়া যায়, ততটুকু লইয়া এক রুকূ' করা হইয়াছে। রুকূ'-এর গঠনে সাধারণত আলোচ্য বিষয়ের প্রতিও লক্ষ্য রাখা হইয়াছে।

আল-কুরআনুল করীমে মোট রুকূ'র সংখ্যা ৫৫৮।
আল-কুরআনুল কারীম ৩০ পারা پارہ বা জুয' جزء-এ বিভক্ত। ইহার সূরার সংখ্যা ১১৪। এইগুলির মধ্যে ৮৬টি মক্কী ও ২৮টি মাদানী।

কুরআন শরীফ তিলাওয়াতের কতিপয় আদাব

পবিত্র কুরআন আল্লাহ পাকের কালাম। মাহাত্ম্য ও মর্যাদায় এই বাণী অতুলনীয়। যাবতীয় সৃষ্টির ইহলৌকিক ও পারলৌকিক মংগল এই কিতাবে বর্ণিত বিধি-নিষেধ মানিয়া চলিবার মধ্যে নিহিত। কাজেই এই পবিত্র কালাম তিলাওয়াতের সময় উহার মান ও মাহাত্ম্যের প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া উহার আদাব রক্ষা করা একান্ত অপরিহার্য কর্তব্য। কুরআন শরীফ তিলাওয়াতের কিছু নিয়ম-কানূন বা আদাব তিলাওয়াতকারীদের জ্ঞাতার্থে এ স্থলে সন্নিবেশিত করা হইল। বাহ্যিক আদাব রক্ষার সাথে সাথে মানসিক প্রস্তুতি গ্রহণ করা দরকার। তিলাওয়াতের সময় নিজের মনকে যাবতীয় কলুষ হইত মুক্ত করিয়া আল্লাহ্‌র অভিমুখী হইয়া তিলাওয়াত শুরু করা উচিত। তিলাওয়াতের আগে করণীয় কাজের সংক্ষিপ্ত বর্ণনাঃ

১. মিসওয়াক ও ওযূ করিয়া পবিত্রতা হাসিল করিবেন। নীরব ও পবিত্র স্থানে কেবলামুখী হইয়া নামাযে বসিবার মত আদাবের সাথে বসিবেন। কোন কিছুর উপর হেলান দিয়া বা কুরআন শরীফের উপর ভর করিয়া বসিবেন না। কুরআন শরীফকে কোন কিছুর উপরে রাখিয়া তিলাওয়াত করিবেন।

২. তিলাওয়াতের পূর্বে কয়েকবার দরূদ শরীফ পড়িবেন তারপর আউযুবিল্লাহ ও বিসমিল্লাহ পড়িয়া তিলাওয়াত শুরু করিবেন।

৩. হিফজ বা মুখস্থ করিবার নিয়ত না থাকিলে সাধারণ গতিতে ধীরে স্থিরে অক্ষরের সঠিক উচ্চারণ করিয়া তিলাওয়াত করিবেন। অন্যান্য কিতাবের মত তাড়াহুড়া করিয়া পড়িবেন না। রীতিমত থামিয়া থামিয়া মিষ্টি স্বরে সুন্দর ইলহানে তিলাওয়াত করিবেন। মিষ্টি-মধুর স্বরে পড়িবার জন্য হাদীস শরীফে তাকীদ আসিয়াছে: কিন্তু মিষ্টি মধুর স্বরে পড়িবার সময় যেন পবিত্র কুরআনের মাহাত্ম্য ও গুরুত্ব লাঘব না হয় সেই দিকে বিশেষভাবে খেয়াল রাখিবেন।

৪. যদি সম্ভব হয় কালামে পাকের অর্থ বুঝিয়া তিলাওয়াতের চেষ্টা করিবেন। অর্থ না বুঝিলে যে শব্দগুলি পড়িবেন উহাদের প্রতি দৃঢ়ভাবে খেয়াল রাখিবেন।

৫.তিলাওয়াতকারী নিজের শ্রবণ শক্তিকে সদা সজাগ রাখিবেন এবং মনে করিবেন আল্লাহর নির্দেশে তাঁহার কালামের তিলাওয়াত হইতেছে এবং তাহা আপনি নিজ কানে শুনিতেছেন, আল্লাহ্ তা'আলাও তাহা শুনিতেছেন।

৬. একমাত্র আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশ্যে কালামে পাক তিলাওয়াত করিবেন। অপর কাহাকেও দেখাইবার উদ্দেশ্যে তিলাওয়াত করিলে কোন সওয়াব হইবে না। 'রিয়ার' বা লোক দেখানোর আশংকা থাকিলে বা অন্য কাহারও কষ্ট বা অসুবিধা হইলে আস্তে আস্তে পড়িবেন; অন্যথায় স্বাভাবিক আওয়াজের সাথে পড়াই শ্রেয়।

৭. রহমতের আয়াত বা যেসব আয়াতে আল্লাহর রহমতের কথা উল্লেখিত আছে তাহা তিলাওয়াতের সময় আনন্দিত হইবেন আর আযাবের আয়াত তিলাওয়াতের সময় ভীত-সন্ত্রস্ত হইয়া কাঁদিবেন অথবা কাঁদিবার চেষ্টা করিবেন এবং মনে মনে আল্লাহর নিকট মাগফিরাত কামনা করিবেন। আল্লাহ পাকের মাহাত্ম্য ও পবিত্রতা বিষয়ক আয়াত আবৃত্তি করিলে 'সুবহানাল্লাহ' বলিবেন।

৮. সিজদার আয়াত পাঠ করিলে সংগে সংগে উঠিয়া 'আল্লাহ আকবর' বলিয়া সিজদায় যাইবেন এবং সিজদার তাসবীহ 'সুবহানা রাব্বিয়াল আ'লা' তিনবার পড়িবেন, পুনরায় আল্লাহ আকবর বলিয়া বসিবেন এবং পূর্ণ বিসমিল্লাহ পড়িয়া পুনরায় তিলাওয়াত শুরু করিবেন।

৯. তিলাওয়াতের সময় হাসি-তামাশা করিবেন না, বাজে কথা বলিবেন না, কথা বলিবার বিশেষ দরকার হইলে কুরআন শরীফ বন্ধ করিয়া বলিবেন, কথা শেষ হইলে পুনরায় আউযুবিল্লাহ ও বিসমিল্লাহ পুরা পড়িয়া তিলাওয়াত শুরু করিবেন।

১০. রসুন, পিয়াজ, বিড়ি-তামাক ইত্যাদির দুর্গন্ধ মুখ হইতে দূর করিয়া তিলাওয়াত শুরু করিবেন।

১১. *পূর্বের সূরার সাথে মিলাইয়া পড়িলে সূরা তাওবার পূর্বে বিস্মিল্লাহ্ পড়িতে হয় না।* সূরা তাওবা হইতে তিলাওয়াত শুরু করিলে যথারীতি আউযুবিল্লাহ ও বিস্মিল্লাহ পূর্ণ পড়িতে হইবে।

১২. কুরআন শরীফ তিলাওয়াত শেষে উহা খুব তাযীম ও সম্মানের সাথে কোন উঁচু স্থানে রাখিয়া দিবেন। কুরআন শরীফের প্রতি যে কোন সময় কোন বে-তাযীমী যেন না হয় সেই দিকে বিশেষভাবে খেয়াল রাখিতে হইবে।

১৩. কুরআন শরীফের মর্যাদা সর্বোপরি। যে কেহ কুরআনের তাযীম করে সে মূলতঃ আল্লাহ ও তাঁহার রসূল (সা)-এর তাযীম করিল আর যে বে-তাযীমী করে সে প্রকৃতপক্ষে আল্লাহ ও তাঁহার রসূলের বে-তাযীমী করিল।

القرآن الكريم

আল
কুরআনুল
করীম

سُوْرَةُ الْفَاتِحَةِ مَكِّيَّةٌ وَّهِيَ سَبْعُ اٰيَاتٍ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ ۝١ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ۝٢ مٰلِكِ يَوْمِ الدِّيْنِ ۝٣ اِيَّاكَ نَعْبُدُ وَاِيَّاكَ نَسْتَعِيْنُ ۝٤ اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيْمَ ۝٥ صِرَاطَ الَّذِيْنَ اَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ ۝٦ غَيْرِ الْمَغْضُوْبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّآلِّيْنَ ۝٧

১. সূরা ফাতিহা

৭ আয়াত, ১ রুকূ', মক্কী[১]

।। দয়াময় পরম দয়ালু আল্লাহ্‌র নামে ।।

১। সকল প্রশংসা জগতসমূহের প্রতিপালক[২] আল্লাহ্‌রই,

২। যিনি দয়াময়, পরম দয়ালু,[৩]

৩। কর্মফল[৪] দিবসের মালিক।

৪। আমরা শুধু তোমারই 'ইবাদত করি, শুধু তোমারই সাহায্য প্রার্থনা করি,

৫। আমাদিগকে সরল পথ প্রদর্শন কর,

৬। তাহাদের পথ, যাহাদিগকে তুমি অনুগ্রহ দান করিয়াছ,

৭। তাহাদের পথ নহে যাহারা ক্রোধ-নিপতিত ও পথভ্রষ্ট।[৫]

১। যে সকল আয়াত ও সূরা হিজরতের পূর্বে অবতীর্ণ তাহা মক্কী, হিজরতের পরে যাহা অবতীর্ণ তাহা মাদানী।

২। رب শব্দটির অর্থ প্রতিপালক, স্রষ্টা, সংরক্ষক ও বিবর্ধক। যিনি প্রতিপালক তিনিই আদিতে স্রষ্টা, পরে সংরক্ষক ও বিবর্ধক। সুতরাং 'রব্'-এর অনুবাদ প্রতিপালক করা হইয়াছে।

৩। আল্লাহ্‌র অবদান দুই প্রকার ঃ (ক) আয়াস-নিরপেক্ষ অবদান—বিনা ক্লেশে জাতি-ধর্ম ও পাপী-পুণ্যবান নির্বিশেষে জীবমাত্রই যাহা লাভ করে, যথা-প্যানি, বায়ু, সূর্যকিরণ ইত্যাদি, (খ) আয়াসলভ্য অবদান-পরিশ্রমের বিনিময়ে জীব যাহা লাভ করে, যথা-ক্ষেতের ফসল, প্রাণীর আহার সংস্থান, আত্মার বিকাশ ইত্যাদি। আল্লাহ্‌র যে গুণ দ্বারা জীব প্রথমোক্ত অবদানগুলি লাভ করে তাঁহার সেই গুণবাচক নাম 'রাহমান', আর যে গুণ দ্বারা জীব শেষোক্ত অবদানগুলি লাভ করে আল্লাহ্‌র সেই গুণবাচক নাম 'রাহীম'।

৪। 'দীন' অর্থ ধর্ম, ন্যায়বিচার ও কর্মফল। এখানে দীন 'কর্মফল' অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে।

৫। এই সূরা পাঠশেষে آمين পড়া সুন্নাত, অর্থ, কবূল কর। শব্দটি সূরার অংশ নহে।

২. সূরা বাকারা

২৮৬ আয়াত, ৪০ রুকূ', মাদানী

।। দয়াময়, পরম দয়ালু আল্লাহ্‌র নামে ।।

১। আলিফ্-লাম-মীম,[৬]

١- الٓمّٓ ۚ

২। ইহা সেই কিতাব; ইহাতে কোন সন্দেহ নাই, মুত্তাকীদের[৭] জন্য ইহা পথ-নির্দেশ,

٢- ذٰلِكَ الْكِتٰبُ لَا رَيْبَ ۛ فِيْهِ ۛ هُدًى لِّلْمُتَّقِيْنَ ۙ

৩। যাহারা অদৃশ্যে[৮] ঈমান আনে, সালাত কায়েম[৯] করে ও তাহাদিগকে যে জীবনোপকরণ দান করিয়াছি তাহা হইতে ব্যয় করে,[১০]

٣- الَّذِيْنَ يُؤْمِنُوْنَ بِالْغَيْبِ وَيُقِيْمُوْنَ الصَّلٰوةَ وَمِمَّا رَزَقْنٰهُمْ يُنْفِقُوْنَ ۙ

৪। এবং তোমার প্রতি যাহা নাযিল হইয়াছে ও তোমার পূর্বে যাহা নাযিল হইয়াছে তাহাতে যাহারা ঈমান আনে ও আখিরাতে যাহারা নিশ্চিত বিশ্বাসী,

٤- وَالَّذِيْنَ يُؤْمِنُوْنَ بِمَآ اُنْزِلَ اِلَيْكَ وَمَآ اُنْزِلَ مِنْ قَبْلِكَ ۚ وَبِالْاٰخِرَةِ هُمْ يُوْقِنُوْنَ ۙ

৬। এই বিচ্ছিন্ন অক্ষরগুলিকে হুরূফ আল-মুকাত্‌তা'আত (الحروف المقطعات) বলা হয়। কুরআনের বহু সূরার প্রারম্ভে এইরূপ অক্ষর ব্যবহৃত হইয়াছে। ইহার অন্তর্নিহিত তাৎপর্য আল্লাহ্‌ই অবগত আছেন।

৭। (ক) وَقٰى ধাতু হইতে নির্গত; অর্থ কষ্টদায়ক বস্তু হইতে সাবধানতা অবলম্বন করা।

(খ) তাক্‌ওয়ার আভিধানিক অর্থ-ভীতিপ্রদ বস্তু হইতে আত্মরক্ষা করা। ইসলামী পরিভাষায় পাপাচার হইতে আত্মরক্ষা করার নাম তাক্‌ওয়া-(রাগিব)। প্রসংগত উল্লেখযোগ্য, একদা হযরত 'উমর (রাঃ) হযরত উবায় ইব্‌ন কা'ব (রাঃ)-কে তাক্‌ওয়ার ব্যাখ্যা দিতে অনুরোধ করিয়াছিলেন। তিনি উত্তরে বলিয়াছিলেন, 'আপনি কি কখনও কন্টকাকীর্ণ পথ অতিক্রম করিয়াছেন?' হযরত 'উমর (রাঃ) বলিলেন, 'হাঁ।' 'আপনি তখন কি করিয়াছিলেন?' তিনি বলিলেন, 'আমি সাবধানতা অবলম্বন করিয়া দ্রুত গতিতে ঐ পথ অতিক্রম করিয়াছিলাম।' হযরত উবায় ইব্‌ন কা'ব (রাঃ) বলিলেন, 'ইহাই তাক্‌ওয়া' (-কুরতুবী)।

৮। অদৃশ্য, দৃষ্টির অন্তরালের বস্তু, যাহা ইন্দ্রিয়ানুভূতির অতীত, যেমন, আল্লাহ্, মালাইকা, আখিরাত, জান্নাত, জাহান্নাম ইত্যাদি।

৯। সালাত কায়েম করা দ্বারা যথাযথভাবে, যথানিয়মে, যথাসময়ে সকল শর্ত পালন করিয়া নিষ্ঠার সহিত সালাত সম্পাদন করিয়া যাওয়া বুঝায়।

১০। শরী'আতসম্মতভাবে নিজের ও অপরের জন্য।

Contents

٥- أُولَٰٓئِكَ عَلَىٰ هُدًى مِّن رَّبِّهِمْ ۖ وَأُولَٰٓئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ۝

৫। তাহারাই তাহাদের প্রতিপালক নির্দেশিত পথে রহিয়াছে এবং তাহারাই সফলকাম।

٦- إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا سَوَآءٌ عَلَيْهِمْ ءَأَنذَرْتَهُمْ أَمْ لَمْ تُنذِرْهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ ۝

৬। যাহারা কুফরী[১১] করিয়াছে তুমি তাহাদিগকে সতর্ক কর বা না কর, তাহাদের পক্ষে উভয়ই সমান; তাহারা ঈমান আনিবে না।

٧- خَتَمَ اللَّهُ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ وَعَلَىٰ سَمْعِهِمْ ۖ وَعَلَىٰٓ أَبْصَارِهِمْ غِشَاوَةٌ ۖ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ ۝

৭। আল্লাহ্ তাহাদের হৃদয় ও কর্ণ মোহর করিয়া দিয়াছেন,[১২] তাহাদের চক্ষুর উপর আবরণ রহিয়াছে এবং তাহাদের জন্য রহিয়াছে মহাশাস্তি।

[২]

٨- وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ ءَامَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْءَاخِرِ وَمَا هُم بِمُؤْمِنِينَ ۝

৮। আর মানুষের মধ্যে এমন লোকও রহিয়াছে যাহারা বলে, 'আমরা আল্লাহ্ ও আখিরাতে ঈমান আনিয়াছি', কিন্তু তাহারা মু'মিন নহে;

٩- يُخَٰدِعُونَ اللَّهَ وَالَّذِينَ ءَامَنُوا وَمَا يَخْدَعُونَ إِلَّآ أَنفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ ۝

৯। আল্লাহ্ এবং মু'মিনগণকে তাহারা প্রতারিত করিতে চাহে। অথচ তাহারা যে নিজদিগকে ভিন্ন কাহাকেও প্রতারিত করে না, ইহা তাহারা বুঝিতে পারে না।

١٠- فِى قُلُوبِهِم مَّرَضٌ فَزَادَهُمُ اللَّهُ مَرَضًا ۖ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌۢ بِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ ۝

১০। তাহাদের অন্তরে ব্যাধি[১৩] রহিয়াছে। অতঃপর আল্লাহ্ তাহাদের ব্যাধি বৃদ্ধি করিয়াছেন ও তাহাদের জন্য রহিয়াছে কষ্টদায়ক শাস্তি, কারণ তাহারা মিথ্যাবাদী।

١١- وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِى الْأَرْضِ قَالُوٓا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ ۝

১১। তাহাদিগকে যখন বলা হয়, 'পৃথিবীতে অশান্তি সৃষ্টি করিও না', তাহারা বলে, 'আমরাই তো শান্তি স্থাপনকারী'।

১১। কাফার-'কুফরুন' (كُفْرٌ) ধাতু হইতে নির্গত। ইহার আভিধানিক অর্থ 'আবৃত করা' বা 'ঢাকিয়া ফেলা'। শরী'আতের পরিভাষায় কাফির অর্থঃ যে ব্যক্তি কুরআন নির্দেশিত সত্য গোপন করে বা প্রত্যাখ্যান করে।

১২। কাফিররা কুরআন কর্তৃক নির্দেশিত পথ ত্যাগ করিয়া অসত্যের পথে নিজদিগকে পরিচালিত করায় উহাদের অন্তর সদুপদেশ গ্রহণে অযোগ্য, কর্ণ হিতোপদেশ শ্রবণে অসমর্থ ও চক্ষু সৎ পথ দর্শনে বাধাপ্রাপ্ত। ইহাকে রূপক অর্থে মোহর করিয়া দেওয়া ও দৃষ্টিশক্তির উপর আবরণ বলা হইয়াছে। মোহর করিয়া দেওয়ার শাব্দিক অর্থ 'সীল করিয়া বন্ধ করিয়া দেওয়া'।

১৩। তাহাদের অন্তরে কপটতা-ব্যাধি রহিয়াছে। এই ব্যাধি আল্লাহ্র অলংঘ্য নিয়মে নিজেই ক্রমশ বৃদ্ধি পাইয়া থাকে। এই অর্থে বলা হইয়াছে যে, আল্লাহ্ তাহাদের ব্যাধি বৃদ্ধি করিয়াছেন।

১২। সাবধান! ইহারাই অশান্তি সৃষ্টিকারী, কিন্তু ইহারা বুঝিতে পারে না।

١٢- اَلَآ اِنَّهُمْ هُمُ الْمُفْسِدُوْنَ وَلٰكِنْ لَّا يَشْعُرُوْنَ ○

১৩। যখন তাহাদিগকে বলা হয়, যে সকল লোক ঈমান আনিয়াছে তোমরাও তাহাদের মত ঈমান আনয়ন কর, তাহারা বলে, 'নির্বোধগণ যেরূপ ঈমান আনিয়াছে আমরাও কি সেইরূপ ঈমান আনিব ?' সাবধান! ইহারাই নির্বোধ, কিন্তু ইহারা জানে না।

١٣- وَاِذَا قِيْلَ لَهُمْ اٰمِنُوْا كَمَآ اٰمَنَ النَّاسُ قَالُوْٓا اَنُؤْمِنُ كَمَآ اٰمَنَ السُّفَهَآءُ ۭ اَلَآ اِنَّهُمْ هُمُ السُّفَهَآءُ وَلٰكِنْ لَّا يَعْلَمُوْنَ ○

১৪। যখন তাহারা মু'মিনগণের সংস্পর্শে আসে তখন বলে, 'আমরা ঈমান আনিয়াছি', আর যখন তাহারা নিভৃতে তাহাদের শয়তানদের[১৪] সহিত মিলিত হয় তখন বলে, 'আমরা তো তোমাদের সাথেই রহিয়াছি ; আমরা শুধু তাহাদের সহিত ঠাট্টা-তামাশা করিয়া থাকি।'

١٤- وَاِذَا لَقُوا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا قَالُوْٓا اٰمَنَّا ۚ وَاِذَا خَلَوْا اِلٰى شَيٰطِيْنِهِمْ ۙ قَالُوْٓا اِنَّا مَعَكُمْ ۙ اِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِءُوْنَ ○

১৫। আল্লাহ্ তাহাদের সহিত তামাশা করেন,[১৫] এবং তাহাদিগকে তাহাদের অবাধ্যতায় বিভ্রান্তের ন্যায় ঘুরিয়া বেড়াইবার অবকাশ দেন।

١٥- اَللّٰهُ يَسْتَهْزِئُ بِهِمْ وَيَمُدُّهُمْ فِىْ طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُوْنَ ○

১৬। ইহারাই হিদায়াতের বিনিময়ে ভ্রান্তি ক্রয় করিয়াছে। সুতরাং তাহাদের ব্যবসা লাভজনক হয় নাই, তাহারা সৎপথেও পরিচালিত নহে।

١٦- اُولٰٓئِكَ الَّذِيْنَ اشْتَرَوُا الضَّلٰلَةَ بِالْهُدٰى ۠ فَمَا رَبِحَتْ تِّجَارَتُهُمْ وَمَا كَانُوْا مُهْتَدِيْنَ ○

১৭। তাহাদের উপমা, যেমন এক ব্যক্তি অগ্নি প্রজ্বলিত করিল; উহা যখন তাহার চতুর্দিক আলোকিত করিল আল্লাহ্ তখন তাহাদের জ্যোতি অপসারিত করিলেন এবং তাহাদিগকে ঘোর অন্ধকারে ফেলিয়া দিলেন, তাহারা কিছুই দেখিতে পায় না—

١٧- مَثَلُهُمْ كَمَثَلِ الَّذِى اسْتَوْقَدَ نَارًا ۚ فَلَمَّآ اَضَآءَتْ مَا حَوْلَهٗ ذَهَبَ اللّٰهُ بِنُوْرِهِمْ وَتَرَكَهُمْ فِىْ ظُلُمٰتٍ لَّا يُبْصِرُوْنَ ○

১৪। শায়তান—শাতানুন (شَطْنٌ) ধাতু হইতে আগত। ইহার অর্থ 'সত্য ও উত্তম পথ হইতে দূরে সরিয়া যাওয়া'। শয়তান সত্য প্রত্যাখ্যান করিয়া সরল সহজ পথ হইতে দূরে সরিয়া গিয়াছিল। সুতরাং মুনাফিক দলপতিগণকে সত্য প্রত্যাখ্যান করার জন্য আয়াতে 'শায়াতীন' ('শায়তান'-এর বহুবচন) বলা হইয়াছে।

১৫। তাহাদের এই দুষ্কার্যের জন্য আল্লাহ্র অমোঘ নিয়মে তাহারা ঠাট্টা-তামাশার পাত্র হইবে।

Contents

১৮। তাহারা বধির, মূক, অন্ধ,[১৬] সুতরাং তাহারা ফিরিবে না।

١٨-صُمٌّۢ بُكْمٌ عُمْىٌ فَهُمْ لَا يَرْجِعُوْنَ ۙ

১৯। কিংবা যেমন আকাশের বর্ষণমুখর ঘন মেঘ, যাহাতে রহিয়াছে ঘোর অন্ধকার, বজ্রধ্বনি ও বিদ্যুৎ চমক। বজ্রধ্বনিতে মৃত্যুভয়ে তাহারা তাহাদের কর্ণে অঙ্গুলি প্রবেশ করায়। আল্লাহ্ কাফিরদিগকে পরিবেষ্টন করিয়া রহিয়াছেন।

١٩-اَوْ كَصَيِّبٍ مِّنَ السَّمَآءِ فِيْهِ ظُلُمٰتٌ وَّ
رَعْدٌ وَّ بَرْقٌ ۚ
يَجْعَلُوْنَ اَصَابِعَهُمْ فِىْۤ اٰذَانِهِمْ مِّنَ الصَّوَاعِقِ
حَذَرَ الْمَوْتِ ؕ وَاللّٰهُ مُحِيْطٌۢ بِالْكٰفِرِيْنَ ○

২০। বিদ্যুৎ চমক তাহাদের দৃষ্টিশক্তি প্রায় কাড়িয়া লয়। যখনই বিদ্যুতালোক তাহাদের সম্মুখে উদ্ভাসিত হয় তাহারা তখনই পথ চলিতে থাকে এবং যখন অন্ধকারাচ্ছন্ন হয় তখন তাহারা থম্‌কিয়া দাঁড়ায়। আল্লাহ্ ইচ্ছা করিলে তাহাদের শ্রবণ ও দৃষ্টিশক্তি হরণ করিতেন। আল্লাহ্ সর্ববিষয়ে সর্বশক্তিমান।

٢٠-يَكَادُ الْبَرْقُ يَخْطَفُ اَبْصَارَهُمْ ؕ كُلَّمَاۤ
اَضَآءَ لَهُمْ مَّشَوْا فِيْهِ ۙ وَاِذَاۤ اَظْلَمَ عَلَيْهِمْ
قَامُوْا ؕ وَلَوْ شَآءَ اللّٰهُ لَذَهَبَ بِسَمْعِهِمْ
وَاَبْصَارِهِمْ ؕ
اِنَّ اللّٰهَ عَلٰى كُلِّ شَىْءٍ قَدِيْرٌ ○ ع

[৩]

২১। হে মানুষ! তোমরা তোমাদের সেই প্রতিপালকের 'ইবাদত কর যিনি তোমাদিগকে ও তোমাদের পূর্ববর্তীগণকে সৃষ্টি করিয়াছেন যাহাতে তোমরা মুত্তাকী হইতে পার,

٢١-يٰۤاَيُّهَا النَّاسُ اعْبُدُوْا رَبَّكُمُ الَّذِىْ
خَلَقَكُمْ وَالَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ
تَتَّقُوْنَ ۙ

২২। যিনি পৃথিবীকে তোমাদের জন্য বিছানা ও আকাশকে ছাদ করিয়াছেন এবং আকাশ হইতে পানি বর্ষণ করিয়া তদ্দ্বারা তোমাদের জীবিকার জন্য ফলমূল উৎপাদন করেন। সুতরাং তোমরা জানিয়া শুনিয়া কাহাকেও আল্লাহ্‌র সমকক্ষ দাঁড় করাইও না।

٢٢-الَّذِىْ جَعَلَ لَكُمُ الْاَرْضَ فِرَاشًا وَّالسَّمَآءَ
بِنَآءً ۖ وَّاَنْزَلَ مِنَ السَّمَآءِ مَآءً فَاَخْرَجَ
بِهٖ مِنَ الثَّمَرٰتِ رِزْقًا لَّكُمْ ۚ فَلَا تَجْعَلُوْا
لِلّٰهِ اَنْدَادًا وَّاَنْتُمْ تَعْلَمُوْنَ ○

২৩। আমি আমার বান্দার প্রতি যাহা অবতীর্ণ করিয়াছি তাহাতে তোমাদের কোন সন্দেহ থাকিলে তোমরা ইহার অনুরূপ কোন সূরা আনয়ন কর এবং তোমরা যদি সত্যবাদী

٢٣-وَاِنْ كُنْتُمْ فِىْ رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلٰى
عَبْدِنَا فَاْتُوْا بِسُوْرَةٍ مِّنْ مِّثْلِهٖ ۖ وَادْعُوْا
شُهَدَآءَكُمْ مِّنْ دُوْنِ اللّٰهِ

১৬। সত্য কথা শুনে না ও বলে না এবং সত্য পথ দেখিতে অসমর্থ (দ্রঃ টীকা নং ১২)।

إِنْ كُنْتُمْ صٰدِقِيْنَ ○

হও[১৭] তবে আল্লাহ্ ব্যতীত তোমাদের সকল সাহায্যকারীকে[১৮] আহ্বান কর।

٢٤- فَإِنْ لَّمْ تَفْعَلُوْا وَلَنْ تَفْعَلُوْا فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِيْ وَقُوْدُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ ۖ أُعِدَّتْ لِلْكٰفِرِيْنَ ○

২৪। যদি তোমরা আনয়ন[১৯] না কর এবং কখনই করিতে পারিবে না,[২০] তবে সেই আগুনকে ভয় কর, মানুষ ও পাথর হইবে যাহার ইন্ধন, কাফিরদের জন্য যাহা প্রস্তুত করিয়া রাখা হইয়াছে।

٢٥- وَبَشِّرِ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ أَنَّ لَهُمْ جَنّٰتٍ تَجْرِيْ مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهٰرُ ۖ كُلَّمَا رُزِقُوْا مِنْهَا مِنْ ثَمَرَةٍ رِّزْقًا ۙ قَالُوْا هٰذَا الَّذِيْ رُزِقْنَا مِنْ قَبْلُ ۙ وَأُتُوْا بِهٖ مُتَشَابِهًا ۖ وَلَهُمْ فِيْهَا أَزْوَاجٌ مُّطَهَّرَةٌ ۙ وَّهُمْ فِيْهَا خٰلِدُوْنَ ○

২৫। যাহারা ঈমান আনয়ন করে ও সৎকর্ম করে তাহাদিগকে শুভ সংবাদ দাও যে, তাহাদের জন্য রহিয়াছে জান্নাত, যাহার নিম্নদেশে নদী প্রবাহিত। যখনই তাহাদিগকে ফলমূল খাইতে দেওয়া হইবে তখনই তাহারা বলিবে, 'আমাদিগকে পূর্বে জীবিকারূপে যাহা দেওয়া হইত ইহা তো তাহাই'; তাহাদিগকে অনুরূপ ফলই দেওয়া হইবে এবং সেখানে তাহাদের জন্য পবিত্র সঙ্গিনী[২১] রহিয়াছে, তাহারা সেখানে স্থায়ী হইবে।

٢٦- إِنَّ اللّٰهَ لَا يَسْتَحْيٖٓ أَنْ يَّضْرِبَ مَثَلًا مَّا بَعُوْضَةً فَمَا فَوْقَهَا ۖ فَأَمَّا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا فَيَعْلَمُوْنَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَّبِّهِمْ ۚ وَأَمَّا الَّذِيْنَ كَفَرُوْا فَيَقُوْلُوْنَ مَاذَآ أَرَادَ اللّٰهُ بِهٰذَا مَثَلًا ۘ يُضِلُّ بِهٖ كَثِيْرًا ۙ

وقف لازم

২৬। আল্লাহ্ মশা কিংবা তদপেক্ষা ক্ষুদ্র কোন বস্তুর উপমা দিতে সংকোচ বোধ করেন না।[২২] সুতরাং যাহারা ঈমান আনিয়াছে তাহারা জানে যে, নিশ্চয়ই ইহা সত্য—যাহা তাহাদের প্রতিপালকের নিকট হইতে আসিয়াছে। কিন্তু যাহারা কাফির তাহারা বলে যে, আল্লাহ্ কি অভিপ্রায়ে এই উপমা পেশ করিয়াছেন? ইহা দ্বারা অনেককেই তিনি বিভ্রান্ত করেন,

---

১৭। সত্যবাদী হও তোমাদের দাবিতে।

১৮। 'শুহাদা', এক বচনে শাহিদ। শাহিদ অর্থ সাক্ষী। শাহাদাতুন شهادة ক্রিয়ামূল হইতে নির্গত, অর্থ ঃ উপস্থিত হওয়া ও প্রত্যক্ষদর্শী হিসাবে কোন কিছুর বর্ণনা দেওয়া। এখানে সাহায্যকারী অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে।

১৯। 'আনয়ন' শব্দটি মূল আরবীতে উহ্য রহিয়াছে।-নাসাফী

২০। অতীতে পার নাই, ভবিষ্যতেও পারিবে না।

২১। এখানে 'হুম' আরবী পুরুষবাচক সর্বনাম ব্যবহৃত হইলেও বেহেশ্তবাসিনী নারীও ইহার অন্তর্ভুক্ত। নারী-পুরুষ উভয়ের জন্য শুধু পুরুষবাচক সর্বনাম ব্যবহার কুরআনের বিভিন্ন স্থানে পরিলক্ষিত হয়। যথা (২ ঃ ১৮৩) كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ এখানে 'কুম' পুরুষবাচক হইলেও নর-নারী উভয়ের প্রতি প্রযোজ্য।

২২। কুরআনের উপমা প্রদান প্রসংগে মাকড়সা (২৯ ঃ ৪১) ও মাছির (২২ ঃ ৭৩) উল্লেখ করা হইয়াছে। ইহাতে বিরুদ্ধবাদীরা আপত্তি করে যে, আল্লাহ্ মহান, তাঁহার কালামে এই ধরনের নগণ্য ও নিকৃষ্ট প্রাণীর বর্ণনা কিভাবে থাকিতে পারে? ইহার পরিপ্রেক্ষিতে এই আয়াত অবতীর্ণ হয়। فَوْقَ -এর অর্থ উপর, উচ্চ। এখানে ক্ষুদ্রত্বের নিরিখে উচ্চ অর্থাৎ 'ক্ষুদ্রতর'।

Contents

وَّيَهْدِىْ بِهٖ كَثِيْرًا ۭ وَمَا يُضِلُّ بِهٖٓ اِلَّا الْفٰسِقِيْنَ ۝

আবার বহু লোককে সৎপথে পরিচালিত করেন। বস্তুত তিনি পথ পরিত্যাগিগণ[২৩] ব্যতীত আর কাহাকেও বিভ্রান্ত করেন না—

٢٧- الَّذِيْنَ يَنْقُضُوْنَ عَهْدَ اللّٰهِ مِنْۢ بَعْدِ مِيْثَاقِهٖ ۠ وَيَقْطَعُوْنَ مَآ اَمَرَ اللّٰهُ بِهٖٓ اَنْ يُّوْصَلَ وَيُفْسِدُوْنَ فِى الْاَرْضِ ۭ اُولٰۗىِٕكَ ھُمُ الْخٰسِرُوْنَ ۝

২৭। যাহারা আল্লাহ্‌র সহিত দৃঢ় অঙ্গীকারে[২৪] আবদ্ধ হইবার পর উহা ভঙ্গ করে, যে সম্পর্ক অক্ষুণ্ন রাখিতে আল্লাহ্‌ আদেশ করিয়াছেন তাহা ছিন্ন করে এবং দুনিয়ায় অশান্তি সৃষ্টি করিয়া বেড়ায়, তাহারাই ক্ষতিগ্রস্ত।

٢٨- كَيْفَ تَكْفُرُوْنَ بِاللّٰهِ وَكُنْتُمْ اَمْوَاتًا فَاَحْيَاكُمْ ۚ ثُمَّ يُمِيْتُكُمْ ثُمَّ يُحْيِيْكُمْ ثُمَّ اِلَيْهِ تُرْجَعُوْنَ ۝

২৮। তোমরা কিরূপে আল্লাহ্‌কে অস্বীকার কর? অথচ তোমরা ছিলে প্রাণহীন, তিনি তোমাদিগকে জীবন্ত করিয়াছেন, আবার তোমাদের মৃত্যু ঘটাইবেন ও পুনরায় জীবন্ত করিবেন, পরিণামে তাঁহার দিকেই তোমাদিগকে ফিরাইয়া আনা হইবে।

٢٩- هُوَ الَّذِىْ خَلَقَ لَكُمْ مَّا فِى الْاَرْضِ جَمِيْعًا ۤ ثُمَّ اسْتَوٰٓى اِلَى السَّمَاۗءِ فَسَوّٰىھُنَّ سَبْعَ سَمٰوٰتٍ ۭ وَھُوَ بِكُلِّ شَىْءٍ عَلِيْمٌ ۝

২৯। তিনি পৃথিবীর সব কিছু তোমাদের জন্য সৃষ্টি করিয়াছেন, তৎপর তিনি আকাশের দিকে মনোসংযোগ করেন এবং উহাকে সপ্তাকাশে বিন্যস্ত করেন; তিনি সর্ব বিষয়ে সবিশেষ অবহিত।

[৪]

٣٠- وَاِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلٰۗىِٕكَةِ اِنِّىْ جَاعِلٌ فِى الْاَرْضِ خَلِيْفَةً ۭ قَالُوْٓا اَتَجْعَلُ فِيْهَا مَنْ يُّفْسِدُ فِيْهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاۗءَ ۚ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ

৩০। স্মরণ কর,[২৫] যখন তোমার প্রতিপালক ফিরিশতাদের বলিলেন, 'আমি পৃথিবীতে প্রতিনিধি সৃষ্টি করিতেছি,' তাহারা বলিল, 'আপনি কি সেখানে এমন কাহাকেও সৃষ্টি করিবেন যে অশান্তি ঘটাইবে ও রক্তপাত করিবে? আমরাই তো আপনার সপ্রশংস

২৩। ফাসিকুন, একবচনে ফাসিক (فاسق) অর্থ ঃ অবাধ্য হওয়া, আল্লাহ্‌র আদেশ পরিত্যাগ করিয়া সৎপথ হইতে সরিয়া যাওয়া। অতএব সত্যত্যাগী, অবাধ্য, পাপী, দুষ্কৃতকারী প্রভৃতিকে ফাসিক বলা হয়।

২৪। আল্লাহ্‌কে প্রতিপালক স্বীকার করিয়া সকল মানব সন্তান সৃষ্টির আদি (আযল)-তে যে অঙ্গীকার করিয়াছিল (৭ ঃ ১৭২)।

২৫। 'স্মরণ কর' (اُذْكُرْ) কথাটি আরবীতে উহ্য রহিয়াছে। আরবী বাগধারা অনুযায়ী বাক্যের প্রথমে থাকিলে 'স্মরণ কর' ক্রিয়াটি প্রায়ই উহ্য থাকে। কুরআন মাজীদে এইরূপ বহু দৃষ্টান্ত রহিয়াছে।

وَنُقَدِّسُ لَكَ ؕ قَالَ اِنِّیۡۤ اَعۡلَمُ مَا لَا تَعۡلَمُوۡنَ ○

স্তুতিগান ও পবিত্রতা ঘোষণা করি।[২৬] তিনি বলিলেন, নিশ্চয়ই 'আমি যাহা জানি, তাহা তোমরা জান না।'

٣١- وَعَلَّمَ اٰدَمَ الۡاَسۡمَآءَ کُلَّهَا ثُمَّ عَرَضَهُمۡ عَلَی الۡمَلٰٓئِکَةِ ٭ فَقَالَ اَنۡۢبِـُٔوۡنِیۡ بِاَسۡمَآءِ هٰۤؤُلَآءِ اِنۡ کُنۡتُمۡ صٰدِقِیۡنَ ○

৩১। আর তিনি আদমকে যাবতীয় নাম[২৭] শিক্ষা দিলেন, তৎপর সে সমুদয় ফিরিশতাদের সম্মুখে প্রকাশ করিলেন এবং বলিলেন, 'এই সমুদয়ের নাম আমাকে বলিয়া দাও, যদি তোমরা সত্যবাদী হও।'[২৮]

٣٢- قَالُوۡا سُبۡحٰنَکَ لَا عِلۡمَ لَنَاۤ اِلَّا مَا عَلَّمۡتَنَا ؕ اِنَّکَ اَنۡتَ الۡعَلِیۡمُ الۡحَکِیۡمُ ○

৩২। তাহারা বলিল, 'আপনি মহান, পবিত্র। আপনি আমাদিগকে যাহা শিক্ষা দিয়াছেন তাহা ছাড়া আমাদের তো কোন জ্ঞানই নাই। বস্তুত আপনি জ্ঞানময় ও প্রজ্ঞাময়।'

٣٣- قَالَ یٰۤاٰدَمُ اَنۡۢبِئۡهُمۡ بِاَسۡمَآئِهِمۡ ۚ فَلَمَّاۤ اَنۡۢبَاَهُمۡ بِاَسۡمَآئِهِمۡ ۙ قَالَ اَلَمۡ اَقُلۡ لَّکُمۡ اِنِّیۡۤ اَعۡلَمُ غَیۡبَ السَّمٰوٰتِ وَالۡاَرۡضِ ٭ وَاَعۡلَمُ مَا تُبۡدُوۡنَ وَمَا کُنۡتُمۡ تَکۡتُمُوۡنَ ○

৩৩। তিনি বলিলেন, 'হে আদম! তাহাদিগকে এই সকল নাম বলিয়া দাও।' সে তাহাদিগকে এই সকলের নাম বলিয়া দিলে তিনি বলিলেন, 'আমি কি তোমাদিগকে বলি নাই যে, আকাশমণ্ডল ও পৃথিবীর অদৃশ্য বস্তু সম্বন্ধে আমি নিশ্চিতভাবে অবহিত এবং তোমরা যাহা ব্যক্ত কর বা গোপন রাখ আমি তাহাও জানি ?'

٣٤- وَاِذۡ قُلۡنَا لِلۡمَلٰٓئِکَةِ اسۡجُدُوۡا لِاٰدَمَ فَسَجَدُوۡۤا اِلَّاۤ اِبۡلِیۡسَ ؕ اَبٰی وَاسۡتَکۡبَرَ ٭ وَکَانَ مِنَ الۡکٰفِرِیۡنَ ○

৩৪। যখন আমি ফিরিশতাদের বলিলাম, 'আদমকে সিজদা কর', তখন ইব্‌লীস ব্যতীত সকলেই সিজদা করিল; সে অমান্য করিল ও অহংকার করিল। সুতরাং সে কাফিরদের অন্তর্ভুক্ত হইল।

٣٥- وَقُلۡنَا یٰۤاٰدَمُ اسۡکُنۡ اَنۡتَ وَزَوۡجُکَ الۡجَنَّةَ وَکُلَا مِنۡهَا رَغَدًا حَیۡثُ شِئۡتُمَا ۪ وَلَا تَقۡرَبَا هٰذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَکُوۡنَا مِنَ الظّٰلِمِیۡنَ ○

৩৫। এবং আমি বলিলাম, 'হে আদম! তুমি ও তোমার স্ত্রী জান্নাতে বসবাস কর এবং যেথা ইচ্ছা স্বচ্ছন্দে আহার কর, কিন্তু এই বৃক্ষের নিকটবর্তী হইও না; হইলে তোমরা অন্যায়কারীদের অন্তর্ভুক্ত হইবে।'

২৬। খলীফা সৃষ্টির উদ্দেশ্য কি তাহা জানিবার জন্য ফিরিশ্‌তারা এইরূপ বলিয়াছিলেন।
২৭। বস্তুজগতের জ্ঞান।
২৮। সত্যবাদী হও তোমাদের বক্তব্যে।

٣٦- فَاَزَلَّهُمَا الشَّيْطٰنُ عَنْهَا فَاَخْرَجَهُمَا مِمَّا كَانَا فِيْهِ ۖ وَقُلْنَا اهْبِطُوْا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ ۚ وَلَكُمْ فِى الْاَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَّمَتَاعٌ اِلٰى حِيْنٍ ○

৩৬। কিন্তু শয়তান উহা হইতে তাহাদের পদস্খলন ঘটাইল এবং তাহারা যেখানে ছিল সেখান হইতে তাহাদিগকে বহিষ্কৃত করিল। আমি বলিলাম, 'তোমরা একে অন্যের শত্রুরূপে নামিয়া যাও, পৃথিবীতে কিছু কালের জন্য তোমাদের বসবাস ও জীবিকা রহিল।'

٣٧- فَتَلَقّٰۤى اٰدَمُ مِنْ رَّبِّهٖ كَلِمٰتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ ؕ اِنَّهٗ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيْمُ ○

৩৭। অতঃপর আদম তাহার প্রতিপালকের নিকট হইতে কিছু বাণী প্রাপ্ত হইল। আল্লাহ্ তাহার প্রতি ক্ষমাপরবশ হইলেন। নিশ্চয়ই তিনি অত্যন্ত ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।

٣٨- قُلْنَا اهْبِطُوْا مِنْهَا جَمِيْعًا ۚ فَاِمَّا يَاْتِيَنَّكُمْ مِّنِّىْ هُدًى فَمَنْ تَبِعَ هُدَاىَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُوْنَ ○

৩৮। আমি বলিলাম, তোমরা সকলেই এই স্থান হইতে নামিয়া যাও। পরে যখন আমার পক্ষ হইতে তোমাদের নিকট সৎপথের কোন নির্দেশ আসিবে তখন যাহারা আমার সৎপথের নির্দেশ অনুসরণ করিবে তাহাদের কোন ভয় নাই এবং তাহারা দুঃখিতও হইবে না।'

٣٩- وَالَّذِيْنَ كَفَرُوْا وَكَذَّبُوْا بِاٰيٰتِنَاۤ اُولٰٓئِكَ اَصْحٰبُ النَّارِ ۚ هُمْ فِيْهَا خٰلِدُوْنَ ○

৩৯। যাহারা কুফরী করে এবং আমার নিদর্শনসমূহকে অস্বীকার করে তাহারাই অগ্নিবাসী, সেখানে তাহারা স্থায়ী হইবে।

[৫]

٤٠- يٰبَنِىْۤ اِسْرَآءِيْلَ اذْكُرُوْا نِعْمَتِىَ الَّتِىْۤ اَنْعَمْتُ عَلَيْكُمْ وَاَوْفُوْا بِعَهْدِىْۤ اُوْفِ بِعَهْدِكُمْ ۚ وَاِيَّاىَ فَارْهَبُوْنِ ○

৪০। হে বনী ইস্রাঈল![২৯] আমার সেই অনুগ্রহকে তোমরা স্মরণ কর যদ্দ্বারা আমি তোমাদিগকে অনুগৃহীত করিয়াছি এবং আমার সঙ্গে তোমাদের অঙ্গীকার পূর্ণ কর, আমিও তোমাদের সঙ্গে আমার অঙ্গীকার পূর্ণ করিব। আর তোমরা শুধু আমাকেই ভয় কর।

২৯। হযরত ইসহাক (আঃ)-এর পুত্র ইয়া'কূব (আঃ), তাঁহার আর এক নাম ইস্রাঈল, তাঁহারই বংশধর বনী ইস্রাঈল নামে পরিচিত।

৪১। আমি যাহা অবতীর্ণ করিয়াছি তোমরা তাহাতে ঈমান আন।[৩০] ইহা তোমাদের নিকট যাহা আছে উহার প্রত্যয়নকারী। আর তোমরাই উহার প্রথম প্রত্যাখ্যান-কারী হইও না এবং আমার আয়াতের বিনিময়ে তুচ্ছ মূল্য গ্রহণ করিও না। তোমরা শুধু আমাকেই ভয় কর।

٤١- وَاٰمِنُوْا بِمَآ اَنْزَلْتُ مُصَدِّقًا لِّمَا مَعَكُمْ وَلَا تَكُوْنُوْٓا اَوَّلَ كَافِرٍۭ بِهٖ ۪ وَلَا تَشْتَرُوْا بِاٰيٰتِىْ ثَمَنًا قَلِيْلًا ز وَّاِيَّاىَ فَاتَّقُوْنِ ۝

৪২। তোমরা সত্যকে মিথ্যার সহিত মিশ্রিত করিও না এবং জানিয়া শুনিয়া সত্য গোপন করিও না।

٤٢- وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ وَاَنْتُمْ تَعْلَمُوْنَ ۝

৪৩। তোমরা সালাত কায়েম কর ও যাকাত দাও এবং যাহারা রুকূ' করে তাহাদের সহিত রুকূ' কর।[৩১]

٤٣- وَاَقِيْمُوا الصَّلٰوةَ وَاٰتُوا الزَّكٰوةَ وَارْكَعُوْا مَعَ الرّٰكِعِيْنَ ۝

৪৪। তোমরা কি মানুষকে সৎকার্যের নির্দেশ দাও, আর নিজদিগকে বিস্মৃত হও ? অথচ তোমরা কিতাব অধ্যয়ন কর। তবে কি তোমরা বুঝ না ?

٤٤- اَتَاْمُرُوْنَ النَّاسَ بِالْبِرِّ وَتَنْسَوْنَ اَنْفُسَكُمْ وَاَنْتُمْ تَتْلُوْنَ الْكِتٰبَ ط اَفَلَا تَعْقِلُوْنَ ۝

৪৫। তোমরা ধৈর্য ও সালাতের মাধ্যমে সাহায্য প্রার্থনা কর এবং ইহা বিনীতগণ ব্যতীত আর সকলের নিকট নিশ্চিতভাবে কঠিন।

٤٥- وَاسْتَعِيْنُوْا بِالصَّبْرِ وَالصَّلٰوةِ ط وَاِنَّهَا لَكَبِيْرَةٌ اِلَّا عَلَى الْخٰشِعِيْنَ ۝ۙ

৪৬। তাহারাই বিনীত[৩২] যাহারা বিশ্বাস করে যে, তাহাদের প্রতিপালকের সহিত নিশ্চিতভাবে তাহাদের সাক্ষাতকার ঘটিবে এবং তাঁহারই দিকে তাহারা ফিরিয়া যাইবে।

٤٦- الَّذِيْنَ يَظُنُّوْنَ اَنَّهُمْ مُّلٰقُوْا رَبِّهِمْ وَاَنَّهُمْ اِلَيْهِ رٰجِعُوْنَ ۝ ع

[৬]

৪৭। হে বনী ইসরাঈল! আমার সেই অনুগ্রহকে স্মরণ কর যদ্দ্বারা আমি তোমাদিগকে অনুগৃহীত করিয়াছিলাম এবং বিশ্বে সবার উপরে শ্রেষ্ঠত্ব দিয়াছিলাম।

٤٧- يٰبَنِىْٓ اِسْرَآءِيْلَ اذْكُرُوْا نِعْمَتِىَ الَّتِىْٓ اَنْعَمْتُ عَلَيْكُمْ وَاَنِّىْ فَضَّلْتُكُمْ عَلَى الْعٰلَمِيْنَ ۝

৩০। মূল তাওরাত ও ইন্‌জীলের প্রতি ইঙ্গিত করা হইয়াছে।

৩১। ركوع, অর্থ মাথা নত করা, শরী'আতের পরিভাষায় সালাতের একটি রুকন। আয়াতে ফরয সালাত জামা'আতের সংগে কায়েম করার নির্দেশ রহিয়াছে।

৩২। 'তাহারাই বিনীত' কথাটি আরবীতে উহ্য আছে।

৪৮। তোমরা সেই দিনকে ভয় কর যেদিন কেহ কাহারও কোন কাজে আসিবে না, কাহারও সুপারিশ গ্রহণ করা হইবে না, কাহারও নিকট হইতে বিনিময় গৃহীত হইবে না এবং তাহারা কোন প্রকার সাহায্যপ্রাপ্তও হইবে না।

٤٨- وَاتَّقُوْا يَوْمًا لَّا تَجْزِىْ نَفْسٌ عَنْ نَّفْسٍ شَيْـًٔا وَّلَا يُقْبَلُ مِنْهَا شَفَاعَةٌ وَّلَا يُؤْخَذُ مِنْهَا عَدْلٌ وَّلَا هُمْ يُنْصَرُوْنَ ○

৪৯। স্মরণ কর, যখন আমি ফির'আওনী[৩৩] সম্প্রদায় হইতে তোমাদিগকে নিষ্কৃতি দিয়াছিলাম, যাহারা তোমাদের পুত্রগণকে যবেহ করিয়া ও তোমাদের নারীগণকে জীবিত রাখিয়া তোমাদিগকে মর্মান্তিক যন্ত্রণা দিত; এবং উহাতে তোমাদের প্রতিপালকের পক্ষ হইতে এক মহাপরীক্ষা ছিল;

٤٩- وَاِذْ نَجَّيْنٰكُمْ مِّنْ اٰلِ فِرْعَوْنَ يَسُوْمُوْنَكُمْ سُوْٓءَ الْعَذَابِ يُذَبِّحُوْنَ اَبْنَآءَكُمْ وَيَسْتَحْيُوْنَ نِسَآءَكُمْ ؕ وَفِىْ ذٰلِكُمْ بَلَآءٌ مِّنْ رَّبِّكُمْ عَظِيْمٌ ○

৫০। যখন তোমাদের জন্য সাগরকে দ্বিধাবিভক্ত করিয়াছিলাম এবং তোমাদিগকে উদ্ধার করিয়াছিলাম[৩৪] ও ফির'আওনী সম্প্রদায়কে নিমজ্জিত করিয়াছিলাম আর তোমরা উহা প্রত্যক্ষ করিতেছিলে।

٥٠- وَاِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ فَاَنْجَيْنٰكُمْ وَاَغْرَقْنَآ اٰلَ فِرْعَوْنَ وَاَنْتُمْ تَنْظُرُوْنَ ○

৫১। —যখন মূসার জন্য চল্লিশ রাত্রি নির্ধারিত করিয়াছিলাম[৩৫], তাহার প্রস্থানের পর তোমরা তখন গো-বৎসকে[৩৬] উপাস্যরূপে গ্রহণ করিয়াছিলে; আর তোমরা তো যালিম।

٥١- وَاِذْ وٰعَدْنَا مُوْسٰٓى اَرْبَعِيْنَ لَيْلَةً ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ مِنْۢ بَعْدِهٖ وَاَنْتُمْ ظٰلِمُوْنَ ○

৩৩। ফির'আওন মিসরীয় নৃপতিদের উপাধি, দ্বিতীয় রেমেসিস ছিল মূসা (আঃ)-এর সমসাময়িক ফির'আওন, রাজত্বকাল আনু. খৃস্টপূর্ব ১৩৫২-১২৮৫ সাল।
মূসা (আঃ)-এর পিতার নাম 'ইমরান, তিনি মিসরে জন্মগ্রহণ করেন। তাওরাত কিতাব তাঁহার উপর অবতীর্ণ হইয়াছিল। তিনি বনী ইস্রাঈলকে ফির'আওনের দাসত্ব হইতে মুক্ত করিয়াছিলেন।

৩৪। মূসা (আঃ)-এর সঙ্গে বনী ইস্রাঈল মিসর ত্যাগ করিয়া যাওয়ার সময় ফির'আওন সসৈন্যে তাহাদের পশ্চাদ্ধাবন করিয়াছিল। পথিমধ্যে সাগর পড়ে, আল্লাহ্র ইচ্ছায় সাগর দ্বিধাবিভক্ত হয়, বনী ইস্রাঈল পার হইয়া যায় আর ফির'আওন তাহার দলবলসহ ডুবিয়া যায়।

৩৫। মূসা (আঃ) আল্লাহ্র আদেশে চল্লিশ দিন ও চল্লিশ রাত তূর পাহাড়ে 'ইবাদতে মশগুল থাকার পর প্রতিশ্রুত তাওরাত কিতাব লাভ করিয়াছিলেন (দ্রঃ ৭ ঃ ১৪২-৪৫)।

৩৬। সামিরী নামক এক ব্যক্তি গো-বৎসের একটি প্রতিকৃতি নির্মাণ করিয়াছিল (দ্রঃ ৭ ঃ ১৪৮; ২০ ঃ ৮৫, ৯৫, ৯৬)। তাহার প্ররোচনায় কিছু সংখ্যক বনী ইসরাঈল উক্ত গো-বৎসকে উপাস্যরূপে গ্রহণ করিয়াছিল।

৫২। ইহার পরও আমি তোমাদিগকে ক্ষমা করিয়াছি যাহাতে তোমরা কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন কর।

٥٢-ثُمَّ عَفَوْنَا عَنْكُمْ مِّنْ بَعْدِ ذٰلِكَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُوْنَ ○

৫৩। —আর যখন আমি মূসাকে কিতাব ও 'ফুরকান'[৩৭] দান করিয়াছিলাম যাহাতে তোমরা হিদায়াতপ্রাপ্ত হও।

٥٣-وَاِذْ اٰتَيْنَا مُوْسَى الْكِتٰبَ وَالْفُرْقَانَ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُوْنَ ○

৫৪। —আর যখন মূসা আপন সম্প্রদায়ের লোককে বলিল, 'হে আমার সম্প্রদায়! গো-বৎসকে উপাস্যরূপে গ্রহণ করিয়া তোমরা নিজেদের প্রতি ঘোর অত্যাচার করিয়াছ[৩৮], সুতরাং তোমরা তোমাদের স্রষ্টার পানে ফিরিয়া যাও এবং তোমরা নিজদিগকে হত্যা[৩৯] কর। তোমাদের স্রষ্টার নিকট ইহাই শ্রেয়। তিনি তোমাদের প্রতি ক্ষমাপরবশ হইবেন। তিনি অত্যন্ত ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।'

٥٤-وَاِذْ قَالَ مُوْسٰى لِقَوْمِهٖ يٰقَوْمِ اِنَّكُمْ ظَلَمْتُمْ اَنْفُسَكُمْ بِاتِّخَاذِكُمُ الْعِجْلَ فَتُوْبُوْٓا اِلٰى بَارِئِكُمْ فَاقْتُلُوْٓا اَنْفُسَكُمْ ط ذٰلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ عِنْدَ بَارِئِكُمْ ط فَتَابَ عَلَيْكُمْ ط اِنَّهٗ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيْمُ ○

৫৫। —যখন তোমরা বলিয়াছিলে, 'হে মূসা! আমরা আল্লাহ্‌কে প্রত্যক্ষভাবে না দেখা পর্যন্ত তোমাকে কখনও বিশ্বাস করিব না,' তখন তোমরা বজ্রাহত হইয়াছিলে[৪০] আর তোমরা নিজেরাই দেখিতেছিলে।

٥٥-وَاِذْ قُلْتُمْ يٰمُوْسٰى لَنْ نُّؤْمِنَ لَكَ حَتّٰى نَرَى اللّٰهَ جَهْرَةً فَاَخَذَتْكُمُ الصّٰعِقَةُ وَاَنْتُمْ تَنْظُرُوْنَ ○

৫৬। অতঃপর তোমাদের মৃত্যুর পর আমি তোমাদিগকে পুনর্জীবিত করিলাম[৪১] যাহাতে তোমরা কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন কর।

٥٦-ثُمَّ بَعَثْنٰكُمْ مِّنْ بَعْدِ مَوْتِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُوْنَ ○

৩৭। ফুর্‌কান (فرقان) ف ر ق ধাতু হইতে নির্গত, অর্থ ঃ বিভক্ত করা ও দ্বিখণ্ডিত করা। যাহা সত্যকে অসত্য হইতে পৃথক করিয়া দেয় তাহাকে ফুর্‌কান বলে।

৩৮। তাহারা গো-বৎসের পূজা করিয়া নিজের উপর অত্যাচার করিয়াছিল।

৩৯। কাত্‌লুন্ (قتل) অর্থ প্রাণ নাশ করা। তোমাদের স্বজনদের মধ্যে গো-বৎসের পূজা করিয়া যাহারা অপরাধী হইয়াছিল তাহাদিগকে হত্যা কর। 'কাত্‌লুন্-নাফ্‌স' কুপ্রবৃত্তি দমন করা এবং আত্মাকে সংযত করা অর্থেও ব্যবহৃত হয় (-রাগিব)। কেহ কেহ এখানে দ্বিতীয় অর্থও গ্রহণ করিয়াছেন।

৪০। আল্লাহ্‌কে প্রকাশ্যে দেখিবার দাবি করায় শাস্তিস্বরূপ তাহাদের ৭০ জন প্রতিনিধির মৃত্যু ঘটে; (৭ ঃ ১৫৫)।

৪১। অতঃপর মূসা (আঃ)-এর দু'আয় আল্লাহ্ তাহাদিগকে পুনর্জীবিত করিয়াছিলেন।

৫৭। আমি মেঘ দ্বারা তোমাদের উপর ছায়া বিস্তার করিলাম এবং তোমাদের নিকট মান্না[৪২] ও সাল্ওয়া[৪৩] প্রেরণ করিলাম। বলিয়াছিলাম,[৪৪] 'তোমাদিগকে যে উত্তম জীবিকা দান করিয়াছি তাহা হইতে আহার কর।' তাহারা আমার প্রতি কোন জুলুম করে নাই, বরং তাহারা তাহাদের প্রতিই জুলুম করিয়াছিল।

৫৭- وَظَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ وَأَنْزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوٰى ۖ كُلُوا مِنْ طَيِّبٰتِ مَا رَزَقْنٰكُمْ ۖ وَمَا ظَلَمُونَا وَلٰكِنْ كَانُوٓا أَنْفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ ○

৫৮। স্মরণ কর, যখন আমি বলিলাম, 'এই জনপদে[৪৫] প্রবেশ কর, যথা ও যেথা ইচ্ছা স্বচ্ছন্দে আহার কর, নতশিরে প্রবেশ কর দ্বার দিয়া এবং বল ঃ 'ক্ষমা চাই'। আমি তোমাদের অপরাধ ক্ষমা করিব এবং সৎকর্মপরায়ণ লোকদের প্রতি আমার দান বৃদ্ধি করিব।'

৫৮- وَإِذْ قُلْنَا ادْخُلُوا هٰذِهِ الْقَرْيَةَ فَكُلُوا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ رَغَدًا وَّادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا وَّقُولُوا حِطَّةٌ نَّغْفِرْ لَكُمْ خَطٰيٰكُمْ ۚ وَسَنَزِيدُ الْمُحْسِنِينَ ○

৫৯। কিন্তু যাহারা অন্যায় করিয়াছিল তাহারা তাহাদিগকে যাহা বলা হইয়াছিল তাহার পরিবর্তে অন্য কথা বলিল। সুতরাং অনাচারীদের প্রতি আমি আকাশ হইতে শাস্তি প্রেরণ করিলাম; কারণ তাহারা সত্য ত্যাগ করিয়াছিল।

৫৯- فَبَدَّلَ الَّذِينَ ظَلَمُوا قَوْلًا غَيْرَ الَّذِي قِيلَ لَهُمْ فَأَنْزَلْنَا عَلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا رِجْزًا مِّنَ السَّمَآءِ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ ○ ع

[৭]

৬০। স্মরণ কর, যখন মূসা তাহার সম্প্রদায়ের জন্য পানি প্রার্থনা করিল, আমি বলিলাম, 'তোমার লাঠি দ্বারা পাথরে আঘাত কর।' ফলে উহা হইতে দ্বাদশ[৪৬] প্রস্রবণ প্রবাহিত হইল। প্রত্যেক গোত্র নিজ নিজ পান-স্থান চিনিয়া লইল। বলিলাম,[৪৭] 'আল্লাহ্-প্রদত্ত

৬০- وَإِذِ اسْتَسْقٰى مُوسٰى لِقَوْمِهِ فَقُلْنَا اضْرِبْ بِّعَصَاكَ الْحَجَرَ ۖ فَانْفَجَرَتْ مِنْهُ اثْنَتَا عَشْرَةَ عَيْنًا ۖ قَدْ عَلِمَ كُلُّ أُنَاسٍ مَّشْرَبَهُمْ ۖ كُلُوا وَاشْرَبُوا مِنْ رِّزْقِ اللّٰهِ

৪২। 'মান্না' এক প্রকার সুস্বাদু খাদ্য, শিশির বিন্দুর ন্যায় গাছের পাতায় ও ঘাসের উপর জমিয়া থাকিত।

৪৩। 'সালওয়া' এক প্রকার পাখীর গোশ্ত। উভয় প্রকার খাদ্য ইস্রাঈল-সন্তানগণকে 'তীহ' প্রান্তরে আল্লাহ্ প্রেরণ করিয়াছিলেন।

৪৪। আরবীতে 'বলিয়াছিলাম' কথাটি উহ্য রহিয়াছে।

৪৫। জনপদটি ছিল বায়তুল মুকাদ্দাস অথবা আরীহা'(-কুরতুবী)।

৪৬। বনী ইসরাঈলের ১২টি গোত্র ছিল (দ্রঃ ৫ ঃ ১২)।

৪৭। 'বলিলাম' কথাটি আরবীতে উহ্য আছে।

وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ ○

জীবিকা হইতে তোমরা পানাহার কর এবং দুষ্কৃতিকারীরূপে পৃথিবীতে নৈরাজ্য সৃষ্টি করিয়া বেড়াইও না।'

٦١- وَإِذْ قُلْتُمْ يَٰمُوسَىٰ لَن نَّصْبِرَ عَلَىٰ طَعَامٍ وَٰحِدٍ فَادْعُ لَنَا رَبَّكَ يُخْرِجْ لَنَا مِمَّا تُنۢبِتُ الْأَرْضُ مِنۢ بَقْلِهَا وَقِثَّآئِهَا وَفُومِهَا وَعَدَسِهَا وَبَصَلِهَا ۖ قَالَ أَتَسْتَبْدِلُونَ الَّذِي هُوَ أَدْنَىٰ بِالَّذِي هُوَ خَيْرٌ ۚ اهْبِطُوا مِصْرًا فَإِنَّ لَكُم مَّا سَأَلْتُمْ ۗ وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ وَالْمَسْكَنَةُ وَبَآءُو بِغَضَبٍ مِّنَ اللَّهِ ۗ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ كَانُوا يَكْفُرُونَ بِـَٔايَٰتِ اللَّهِ وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّـۧنَ بِغَيْرِ الْحَقِّ ۗ ذَٰلِكَ بِمَا عَصَوا وَّكَانُوا يَعْتَدُونَ ○ ع

৬১। যখন তোমরা বলিয়াছিলে, 'হে মূসা! আমরা একই রকম খাদ্যে কখনও ধৈর্য ধারণ করিব না। সুতরাং তুমি তোমার প্রতিপালকের নিকট আমাদের জন্য প্রার্থনা কর—তিনি যেন ভূমিজাত দ্রব্য শাক-সব্জি কাঁকুড়, গম[৪৮], মসুর ও পেঁয়াজ আমাদের জন্য উৎপাদন করেন।' মূসা বলিল, 'তোমরা কি উৎকৃষ্টতর বস্তুকে নিকৃষ্টতর বস্তুর সহিত বদল করিতে চাও? তবে কোন নগরে অবতরণ কর। তোমরা যাহা চাও তাহা সেখানে আছে।' তাহারা লাঞ্ছনা ও দারিদ্র্যগ্রস্ত হইল এবং তাহারা আল্লাহ্‌র ক্রোধের পাত্র হইল। ইহা এইজন্য যে, তাহারা আল্লাহ্‌র আয়াতকে[৪৯] অস্বীকার করিত এবং নবীগণকে অন্যায়ভাবে হত্যা করিত। অবাধ্যতা ও সীমালংঘন করিবার জন্যই তাহাদের এই পরিণতি হইয়াছিল।

[৮]

٦٢- إِنَّ الَّذِينَ ءَامَنُوا وَالَّذِينَ هَادُوا وَالنَّصَٰرَىٰ وَالصَّٰبِـِٔينَ مَنْ ءَامَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْءَاخِرِ وَعَمِلَ صَٰلِحًا فَلَهُمْ أَجْرُهُمْ عِندَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ ○

৬২। নিশ্চয়ই যাহারা ঈমান আনিয়াছে, যাহারা ইয়াহূদী হইয়াছে এবং খৃস্টান ও সাবিঈন[৫০]—যাহারাই আল্লাহ্ ও আখিরাতে ঈমান আনে[৫১] ও সৎকাজ করে, তাহাদের জন্য পুরস্কার আছে তাহাদের প্রতিপালকের নিকট। তাহাদের কোন ভয় নাই এবং তাহারা দুঃখিতও হইবে না।

৪৮। 'ফূমুন্' (فوم) অর্থ গম ও শস্য, কোন কোন ভাষ্যকার 'রসুন' অর্থেও ব্যবহার করিয়াছেন।

৪৯। আল্লাহ্‌র আহকাম অথবা মূসা (আঃ)-এর মু'জিযাগুলিকে অস্বীকার করিত।

৫০। 'সাবিঈন' বহুবচন, সাবী এক বচন, অর্থ ঃ যে নিজের দীন পরিত্যাগ করিয়া অন্য দীন গ্রহণ করে (কুরতুবী)। তৎকালে প্রচলিত সকল দীন হইতে তাহাদের পসন্দমত কিছু কিছু বিষয় তাহারা গ্রহণ করিয়া লইয়াছিল। তাহারা নক্ষত্র ও ফিরিশ্‌তা পূজা করিত। 'উমর (রাঃ) তাহাদিগকে কিতাবীদের মধ্যে গণ্য করিয়াছেন।

৫১। আল্লাহ্‌র সকল নির্দেশের উপর বিশ্বাস স্থাপন করা বুঝায়।

Contents

٦٣-وَاِذْ اَخَذْنَا مِيْثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّوْرَ ؕ خُذُوْا مَآ اٰتَيْنٰكُمْ بِقُوَّةٍ وَّاذْكُرُوْا مَا فِيْهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُوْنَ ○

৬৩। স্মরণ কর, যখন তোমাদের অঙ্গীকার লইয়াছিলাম এবং 'তূর'-কে[৫২] তোমাদের ঊর্ধ্বে উত্তোলন করিয়াছিলাম[৫৩]; বলিয়াছিলাম,[৫৪] 'আমি যাহা দিলাম দৃঢ়তার সহিত গ্রহণ কর এবং তাহাতে যাহা আছে তাহা স্মরণ রাখ, যাহাতে তোমরা সাবধান হইয়া চলিতে পার।'

٦٤- ثُمَّ تَوَلَّيْتُمْ مِّنْۢ بَعْدِ ذٰلِكَ ۚ فَلَوْلَا فَضْلُ اللّٰهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهٗ لَكُنْتُمْ مِّنَ الْخٰسِرِيْنَ ○

৬৪। ইহার পরেও তোমরা মুখ ফিরাইলে! আল্লাহ্‌র অনুগ্রহ এবং অনুকম্পা তোমাদের প্রতি না থাকিলে তোমরা অবশ্য ক্ষতিগ্রস্ত হইতে।

٦٥- وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِيْنَ اعْتَدَوْا مِنْكُمْ فِى السَّبْتِ فَقُلْنَا لَهُمْ كُوْنُوْا قِرَدَةً خٰسِـِٕيْنَ ○ۚ

৬৫। তোমাদের মধ্যে যাহারা শনিবার[৫৫] সম্পর্কে সীমালংঘন করিয়াছিল তাহাদিগকে তোমরা নিশ্চিতভাবে জান। আমি তাহাদিগকে বলিয়াছিলাম, 'তোমরা ঘৃণিত বানর হও।'

٦٦-فَجَعَلْنٰهَا نَكَالًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهَا وَمَا خَلْفَهَا وَمَوْعِظَةً لِّلْمُتَّقِيْنَ ○

৬৬। আমি ইহা তাহাদের সমসাময়িক ও পরবর্তিগণের শিক্ষা গ্রহণের জন্য দৃষ্টান্ত ও মুত্তাকীদের জন্য উপদেশ স্বরূপ করিয়াছি।

٦٧-وَاِذْ قَالَ مُوْسٰى لِقَوْمِهٖٓ اِنَّ اللّٰهَ يَاْمُرُكُمْ اَنْ تَذْبَحُوْا بَقَرَةً ؕ قَالُوْٓا اَتَتَّخِذُنَا هُزُوًا ؕ قَالَ اَعُوْذُ بِاللّٰهِ اَنْ اَكُوْنَ مِنَ الْجٰهِلِيْنَ ○

৬৭। স্মরণ কর, যখন মূসা আপন সম্প্রদায়কে বলিয়াছিল, 'আল্লাহ্ তোমাদিগকে একটি গরু যবেহ্-এর আদেশ দিয়াছেন',[৫৬] তাহারা বলিয়াছিল, 'তুমি কি আমাদের সঙ্গে ঠাট্টা করিতেছ?' মূসা বলিল, 'আল্লাহ্‌র শরণ লইতেছি যাহাতে আমি অজ্ঞদের অন্তর্ভুক্ত না হই।'

৫২। 'সিনাই' এলাকায় অবস্থিত 'তূর' পাহাড়, যেখানে মূসা (আঃ) আল্লাহ্‌র সংগে কথোপকথন করিয়াছিলেন।

৫৩। মূসা (আঃ)-এর উম্মতগণ একটি ধর্মবিধান চাহিয়াছিল। তাওরাতে বিধান প্রদত্ত হইলে তাহারা উহা মানিতে অস্বীকার করে। তখন তাহাদের মাথার উপর পাহাড় উত্তোলন করিয়া তাহাদিগকে শাস্তি দেওয়ার ভয় দেখাইলে তাহারা উহা গ্রহণ করে (৭ ঃ ১৭১)।

৫৪। 'বলিয়াছিলাম' কথাটি আরবীতে উহ্য রহিয়াছে।

৫৫। তাহাদের দীনে সপ্তাহের এই একটি দিন আল্লাহ্‌র 'ইবাদতের জন্য নির্দিষ্ট ছিল। এই দিনে দুনিয়ার কাজকর্ম ছিল নিষিদ্ধ। ইহার অমান্যকারীর শাস্তি ছিল মৃত্যুদণ্ড। লোহিত সাগরের উপকূলবর্তী ঈলাঃ (Elath) নামক স্থানের (বর্তমানে আকাবা) অধিবাসীরা এই দিনে মৎস্য শিকার করিয়া আল্লাহ্‌র আদেশ লংঘন করায় তাহাদিগকে আল্লাহ্ শাস্তি প্রদান করিয়াছিলেন।

৫৬। বনী ইস্‌রাঈলের এক ব্যক্তি নিহত হইয়াছিল, তাহার হত্যাকারী কে, ইহা জানা যাইতেছিল না। তখন আল্লাহ্‌র নির্দেশে মূসা (আঃ) তাহাদিগকে একটি গরু যবেহ্ করিয়া উহার এক খণ্ড গোশত দ্বারা নিহত ব্যক্তির দেহে আঘাত করিতে বলিলেন। তাহারা আদেশমত কাজ করিলে নিহত ব্যক্তিটি জীবিত হইয়া উঠে ও হত্যাকারীর নাম বলিয়া পুনরায় মারা যায়।

Contents

٦٨- قَالُوا ادْعُ لَنَا رَبَّكَ يُبَيِّنْ لَّنَا مَا هِيَ ۚ
قَالَ إِنَّهُ يَقُولُ إِنَّهَا بَقَرَةٌ لَّا فَارِضٌ وَّ
لَا بِكْرٌ ۚ عَوَانٌ بَيْنَ ذٰلِكَ ۚ
فَافْعَلُوا مَا تُؤْمَرُونَ ○

৬৮। তাহারা বলিল, 'আমাদের জন্য তোমার প্রতিপালককে স্পষ্টভাবে জানাইয়া দিতে বল উহা কিরূপ?' মূসা বলিল, 'আল্লাহ্ বলিতেছেন, উহা এমন গরু যাহা বৃদ্ধও নহে, অল্পবয়স্কও নহে—মধ্যবয়সী। সুতরাং তোমরা যাহা আদিষ্ট হইয়াছ তাহা কর।'

٦٩- قَالُوا ادْعُ لَنَا رَبَّكَ يُبَيِّنْ لَّنَا مَا لَوْنُهَا ۚ
قَالَ إِنَّهُ يَقُولُ إِنَّهَا بَقَرَةٌ صَفْرَاءُ ۙ
فَاقِعٌ لَّوْنُهَا تَسُرُّ النّٰظِرِينَ ○

৬৯। তাহারা বলিল, 'আমাদের জন্য তোমার প্রতিপালককে স্পষ্টভাবে জানাইয়া দিতে বল উহার রং কি?' মূসা বলিল, 'আল্লাহ্ বলিতেছেন, উহা হলুদ বর্ণের গরু, উহার রং উজ্জ্বল গাঢ়, যাহা দর্শকদিগকে আনন্দ দেয়।'

٧٠- قَالُوا ادْعُ لَنَا رَبَّكَ يُبَيِّنْ لَّنَا مَا هِيَ ۙ
إِنَّ الْبَقَرَ تَشٰبَهَ عَلَيْنَا ۚ
وَإِنَّا إِنْ شَاءَ اللّٰهُ لَمُهْتَدُونَ ○

৭০। তাহারা বলিল, 'আমাদের জন্য তোমার প্রতিপালককে স্পষ্টভাবে জানাইয়া দিতে বল উহা কোন্‌টি? আমরা গরুটি সম্পর্কে সন্দেহে পতিত হইয়াছি এবং আল্লাহ্ ইচ্ছা করিলে নিশ্চয় আমরা দিশা পাইব।'

٧١- قَالَ إِنَّهُ يَقُولُ إِنَّهَا بَقَرَةٌ لَّا ذَلُولٌ تُثِيرُ
الْأَرْضَ وَلَا تَسْقِي الْحَرْثَ ۚ مُسَلَّمَةٌ لَّا
شِيَةَ فِيهَا ۚ قَالُوا الْـٰٔنَ جِئْتَ بِالْحَقِّ ۚ
فَذَبَحُوهَا وَمَا كَادُوا يَفْعَلُونَ ○

৭১। মূসা বলিল, 'তিনি বলিতেছেন, উহা এমন এক গরু যাহা জমি চাষে ও ক্ষেতে পানি সেচের জন্য ব্যবহৃত হয় নাই—সুস্থ নিখুঁত।' তাহারা বলিল, 'এখন তুমি সত্য আনিয়াছ।' যদিও তাহারা যবেহ্ করিতে উদ্যত ছিল না তবুও তাহারা উহাকে যবেহ্ করিল।

[৯]

٧٢- وَإِذْ قَتَلْتُمْ نَفْسًا فَادّٰرَءْتُمْ فِيهَا ۚ
وَاللّٰهُ مُخْرِجٌ مَّا كُنْتُمْ
تَكْتُمُونَ ○

৭২। স্মরণ কর, যখন তোমরা এক ব্যক্তিকে হত্যা করিয়াছিলে এবং একে অন্যের প্রতি দোষারোপ করিতেছিলে[৫৭]—তোমরা যাহা গোপন রাখিতেছিলে আল্লাহ্ তাহা ব্যক্ত করিতেছেন।

৫৭। দ্রঃ টীকা নং ৫৬।

৭৩। আমি বলিলাম, 'ইহার[৫৮] কোন অংশ দ্বারা উহাকে আঘাত কর।' এইভাবে আল্লাহ্ মৃতকে জীবিত করেন এবং তাঁহার নিদর্শন তোমাদিগকে দেখাইয়া থাকেন, যাহাতে তোমরা অনুধাবন করিতে পার।

٧٣- فَقُلْنَا اضْرِبُوْهُ بِبَعْضِهَا ۚ كَذٰلِكَ يُحْيِ اللّٰهُ الْمَوْتٰى ۙ وَيُرِيْكُمْ اٰيٰتِهٖ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُوْنَ ○

৭৪। ইহার পরও তোমাদের হৃদয় কঠিন হইয়া গেল, উহা পাষাণ কিংবা তদপেক্ষা কঠিন। পাথরও কতক এমন যে, উহা হইতে নদী-নালা প্রবাহিত হয় এবং কতক এইরূপ যে, বিদীর্ণ হওয়ার পর উহা হইতে পানি নির্গত হয়, আবার কতক এমন যাহা আল্লাহ্‌র ভয়ে ধ্বসিয়া পড়ে এবং তোমরা যাহা কর আল্লাহ্ সে সম্বন্ধে অনবহিত নহেন।

٧٤- ثُمَّ قَسَتْ قُلُوْبُكُمْ مِّنْۢ بَعْدِ ذٰلِكَ فَهِيَ كَالْحِجَارَةِ اَوْ اَشَدُّ قَسْوَةً ۚ وَاِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ لَمَا يَتَفَجَّرُ مِنْهُ الْاَنْهٰرُ ۚ وَاِنَّ مِنْهَا لَمَا يَشَّقَّقُ فَيَخْرُجُ مِنْهُ الْمَآءُ ۚ وَاِنَّ مِنْهَا لَمَا يَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللّٰهِ ۚ وَمَا اللّٰهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُوْنَ ○

৭৫। তোমরা[৫৯] কি এই আশা কর যে, তাহারা তোমাদের কথায় ঈমান আনিবে—যখন তাহাদের একদল আল্লাহ্‌র বাণী শ্রবণ করে অতঃপর তাহারা উহা হৃদয়ঙ্গম করার পরও বিকৃত করে, অথচ তাহারা জানে।

٧٥- اَفَتَطْمَعُوْنَ اَنْ يُّؤْمِنُوْا لَكُمْ وَقَدْ كَانَ فَرِيْقٌ مِّنْهُمْ يَسْمَعُوْنَ كَلٰمَ اللّٰهِ ثُمَّ يُحَرِّفُوْنَهٗ مِنْۢ بَعْدِ مَا عَقَلُوْهُ وَهُمْ يَعْلَمُوْنَ ○

৭৬। তাহারা যখন মু'মিনদের সংস্পর্শে আসে তখন বলে, 'আমরা ঈমান আনিয়াছি', আবার যখন তাহারা নিভৃতে একে অন্যের সহিত মিলিত হয় তখন বলে, 'আল্লাহ্ তোমাদের কাছে যাহা ব্যক্ত করিয়াছেন তোমরা কি তাহা তাহাদিগকে বলিয়া দাও?

ইহা দ্বারা তাহারা তোমাদের প্রতি-পালকের সম্মুখে তোমাদের বিরুদ্ধে যুক্তি পেশ করিবে; তোমরা কি অনুধাবন কর না?'

٧٦- وَاِذَا لَقُوا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا قَالُوْٓا اٰمَنَّا ۚۖ وَاِذَا خَلَا بَعْضُهُمْ اِلٰى بَعْضٍ قَالُوْٓا اَتُحَدِّثُوْنَهُمْ بِمَا فَتَحَ اللّٰهُ عَلَيْكُمْ لِيُحَآجُّوْكُمْ بِهٖ عِنْدَ رَبِّكُمْ ۚ اَفَلَا تَعْقِلُوْنَ ○

৭৭। তাহারা কি জানে না যে, যাহা তাহারা গোপন রাখে কিংবা ঘোষণা করে নিশ্চিতভাবে আল্লাহ্ তাহা জানেন?

٧٧- اَوَلَا يَعْلَمُوْنَ اَنَّ اللّٰهَ يَعْلَمُ مَا يُسِرُّوْنَ وَمَا يُعْلِنُوْنَ ○

৫৮। এ স্থলে 'ইহা' অর্থ গরু এবং 'উহা' অর্থ নিহত ব্যক্তি।
৫৯। তোমরা অর্থাৎ মুসলিমগণ।

Contents

৭৮। তাহাদের মধ্যে এমন কতক নিরক্ষর লোক আছে যাহাদের মিথ্যা আশা ব্যতীত কিতাব সম্বন্ধে কোন জ্ঞান নাই, তাহারা শুধু অমূলক ধারণা পোষণ করে।

٧٨-وَمِنْهُمْ اُمِّيُّوْنَ لَا يَعْلَمُوْنَ الْكِتٰبَ اِلَّاۤ اَمَانِيَّ وَاِنْ هُمْ اِلَّا يَظُنُّوْنَ ۝

৭৯। সুতরাং দুর্ভোগ তাহাদের জন্য যাহারা নিজ হাতে কিতাব রচনা করে এবং তুচ্ছ মূল্য প্রাপ্তির জন্য বলে, 'ইহা আল্লাহ্র নিকট হইতে।' তাহাদের হাত যাহা রচনা করিয়াছে তাহার জন্য শাস্তি তাহাদের এবং যাহা তাহারা উপার্জন করে তাহার জন্য শাস্তি তাহাদের।

٧٩-فَوَيْلٌ لِّلَّذِيْنَ يَكْتُبُوْنَ الْكِتٰبَ بِاَيْدِيْهِمْ ثُمَّ يَقُوْلُوْنَ هٰذَا مِنْ عِنْدِ اللّٰهِ لِيَشْتَرُوْا بِهٖ ثَمَنًا قَلِيْلًا فَوَيْلٌ لَّهُمْ مِّمَّا كَتَبَتْ اَيْدِيْهِمْ وَوَيْلٌ لَّهُمْ مِّمَّا يَكْسِبُوْنَ ۝

৮০। তাহারা বলে, 'দিন কতক ব্যতীত অগ্নি আমাদিগকে কখনও স্পর্শ করিবে না।' বল, 'তোমরা কি আল্লাহ্র নিকট হইতে অঙ্গীকার নিয়াছ; অতএব আল্লাহ্ তাঁহার অঙ্গীকার কখনও ভঙ্গ করিবেন না কিংবা আল্লাহ্ সম্বন্ধে এমন কিছু বলিতেছ যাহা তোমরা জান না?'

٨٠-وَقَالُوْا لَنْ تَمَسَّنَا النَّارُ اِلَّاۤ اَيَّامًا مَّعْدُوْدَةً قُلْ اَتَّخَذْتُمْ عِنْدَ اللّٰهِ عَهْدًا فَلَنْ يُّخْلِفَ اللّٰهُ عَهْدَهٗۤ اَمْ تَقُوْلُوْنَ عَلَى اللّٰهِ مَا لَا تَعْلَمُوْنَ ۝

৮১। হাঁ, যাহারা পাপ কার্য করে এবং যাহাদের পাপরাশি তাহাদিগকে পরিবেষ্টন করে তাহারাই অগ্নিবাসী, সেখানে তাহারা স্থায়ী হইবে।

٨١-بَلٰى مَنْ كَسَبَ سَيِّئَةً وَّاَحَاطَتْ بِهٖ خَطِيْٓـَٔتُهٗ فَاُولٰٓئِكَ اَصْحٰبُ النَّارِ هُمْ فِيْهَا خٰلِدُوْنَ ۝

৮২। আর যাহারা ঈমান আনে ও সৎকার্য করে তাহারাই জান্নাতবাসী, তাহারা সেখানে স্থায়ী হইবে।

٨٢-وَالَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ اُولٰٓئِكَ اَصْحٰبُ الْجَنَّةِ هُمْ فِيْهَا خٰلِدُوْنَ ۝

[১০]

৮৩। স্মরণ কর, যখন ইস্রাঈল-সন্তানদের অঙ্গীকার নিয়াছিলাম যে, তোমরা আল্লাহ্ ব্যতীত অন্য কাহারও 'ইবাদত করিবে না, মাতা-পিতা, আত্মীয়-স্বজন, পিতৃহীন ও দরিদ্রদের প্রতি সদয় ব্যবহার করিবে এবং মানুষের সহিত

٨٣-وَاِذْ اَخَذْنَا مِيْثَاقَ بَنِيْۤ اِسْرَآءِيْلَ لَا تَعْبُدُوْنَ اِلَّا اللّٰهَ وَبِالْوَالِدَيْنِ اِحْسَانًا وَّذِي الْقُرْبٰى وَالْيَتٰمٰى وَالْمَسٰكِيْنِ

وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا وَّاَقِيمُوا الصَّلٰوةَ وَاٰتُوا الزَّكٰوةَ ط ثُمَّ تَوَلَّيْتُمْ اِلَّا قَلِيْلًا مِّنْكُمْ وَاَنْتُمْ مُّعْرِضُوْنَ ۝

সদালাপ করিবে, সালাত কায়েম করিবে ও যাকাত দিবে, কিন্তু স্বল্প সংখ্যক লোক ব্যতীত[৬০] তোমরা বিরুদ্ধভাবাপন্ন হইয়া মুখ ফিরাইয়া লইয়াছিলে—

٨٤- وَاِذْ اَخَذْنَا مِيْثَاقَكُمْ لَا تَسْفِكُوْنَ دِمَآءَكُمْ وَلَا تُخْرِجُوْنَ اَنْفُسَكُمْ مِّنْ دِيَارِكُمْ ثُمَّ اَقْرَرْتُمْ وَاَنْتُمْ تَشْهَدُوْنَ ۝

৮৪। — যখন তোমাদের অঙ্গীকার নিয়াছিলাম যে, তোমরা পরস্পরের রক্তপাত করিবে না এবং আপনজনকে স্বদেশ হইতে বহিষ্কার করিবে না, অতঃপর তোমরা ইহা স্বীকার করিয়াছিলে, আর এই বিষয়ে তোমরাই সাক্ষী।

٨٥- ثُمَّ اَنْتُمْ هٰۤؤُلَآءِ تَقْتُلُوْنَ اَنْفُسَكُمْ وَتُخْرِجُوْنَ فَرِيْقًا مِّنْكُمْ مِّنْ دِيَارِهِمْ ز تَظٰهَرُوْنَ عَلَيْهِمْ بِالْاِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ط وَاِنْ يَّاْتُوْكُمْ اُسٰرٰى تُفٰدُوْهُمْ وَهُوَ مُحَرَّمٌ عَلَيْكُمْ اِخْرَاجُهُمْ ط اَفَتُؤْمِنُوْنَ بِبَعْضِ الْكِتٰبِ وَتَكْفُرُوْنَ بِبَعْضٍ ج فَمَا جَزَآءُ مَنْ يَّفْعَلُ ذٰلِكَ مِنْكُمْ اِلَّا خِزْىٌ فِى الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا ج وَيَوْمَ الْقِيٰمَةِ يُرَدُّوْنَ اِلٰۤى اَشَدِّ الْعَذَابِ ط وَمَا اللّٰهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُوْنَ ۝

৮৫। তোমরাই তাহারা যাহারা অতঃপর একে অন্যকে হত্যা করিতেছ এবং তোমাদের এক দলকে স্বদেশ হইতে বহিষ্কৃত করিতেছ, তোমরা নিজেরা তাহাদের বিরুদ্ধে অন্যায় ও সীমালংঘন দ্বারা পরস্পরের পৃষ্ঠপোষকতা করিতেছ এবং তাহারা যখন বন্দীরূপে তোমাদের নিকট উপস্থিত হয় তখন তোমরা মুক্তিপণ দাও; অথচ তাহাদের বহিষ্করণই তোমাদের জন্য অবৈধ ছিল।[৬১] তবে কি তোমরা কিতাবের কিছু অংশে বিশ্বাস কর এবং কিছু অংশকে প্রত্যাখ্যান কর? সুতরাং তোমাদের যাহারা এরূপ করে তাহাদের একমাত্র প্রতিফল পার্থিব জীবনে হীনতা এবং কিয়ামতের দিন তাহারা কঠিনতম শাস্তির দিকে নিক্ষিপ্ত হইবে। তাহারা যাহা করে আল্লাহ্ সে সম্বন্ধে অনবহিত নহেন।

৬০। তাহাদের মধ্যে 'আবদুল্লাহ্ ইব্ন সালাম (রাঃ) ও তাঁহার সঙ্গীরা ব্যতীত আর সকলে হযরত মুহাম্মদ (সাঃ)-এর প্রতি ঈমান আনার নির্দেশ অমান্য করিয়াছিল।

৬১। আওস ও খায্রাজ নামক দুই গোত্র ছিল মদীনার অধিবাসী। বানূ কুরায়জা, বানূ কায়নুকা ও বানূ নাদীর ইয়াহূদী গোত্রত্রয়ও মদীনায় বাস করিত। আওস ও খায্রাজের মধ্যে যুদ্ধ-কলহ প্রায়ই সংঘটিত হইত। এইসব যুদ্ধে উস্কানি দেওয়া এবং প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে নিজেদের সুযোগ-সুবিধামত মদদ দেওয়াই ছিল ইয়াহূদীদের নীতি। বিনিময়ে তাহারা যুদ্ধলব্ধ ধন-সম্পদের হিস্সা পাইত। তদুপরি তাহারা পরাজিতদিগকে দেশ হইতে বহিষ্কার করিত। ইয়াহূদীদের নিজেদের মধ্যেও লড়াই-ফাসাদ যথেষ্ট হইত। কিন্তু ধার্মিকতা প্রদর্শনের জন্য যুদ্ধবন্দী মুক্ত করিতে ঘটা করিয়া চাঁদা প্রদান করিত। অথচ যুদ্ধ না করার ও অযথা নির্বাসন না দেওয়ার ওয়াদা ভংগ করিতে তাহারা দ্বিধা করে নাই।

٨٦- أُولَٰئِكَ الَّذِينَ اشْتَرَوُا الْحَيٰوةَ الدُّنْيَا بِالْاٰخِرَةِ ز فَلَا يُخَفَّفُ عَنْهُمُ الْعَذَابُ وَلَا هُمْ يُنْصَرُوْنَ ۝ ع

৮৬। তাহারাই আখিরাতের বিনিময়ে পার্থিব জীবন ক্রয় করে; সুতরাং তাহাদের শাস্তি লাঘব করা হইবে না এবং তাহারা কোন সাহায্যপ্রাপ্ত হইবে না।

[১১]

٨٧- وَلَقَدْ اٰتَيْنَا مُوْسَى الْكِتٰبَ وَقَفَّيْنَا مِنْۢ بَعْدِهٖ بِالرُّسُلِ ز وَاٰتَيْنَا عِيْسَى ابْنَ مَرْيَمَ الْبَيِّنٰتِ وَاَيَّدْنٰهُ بِرُوْحِ الْقُدُسِ ط اَفَكُلَّمَا جَآءَكُمْ رَسُوْلٌۢ بِمَا لَا تَهْوٰٓى اَنْفُسُكُمُ اسْتَكْبَرْتُمْ ج فَفَرِيْقًا كَذَّبْتُمْ وَفَرِيْقًا تَقْتُلُوْنَ ۝

৮৭। এবং নিশ্চয় আমি মূসাকে কিতাব দিয়াছি এবং তাহার পরে পর্যায়ক্রমে রাসূলগণকে প্রেরণ করিয়াছি,মার্‌ইয়াম-তনয় 'ঈসাকে স্পষ্ট প্রমাণ[৬২] দিয়াছি এবং 'পবিত্র আত্মা'[৬৩] দ্বারা তাহাকে শক্তিশালী করিয়াছি। তবে কি যখনই কোন রাসূল তোমাদের নিকট এমন কিছু আনিয়াছে যাহা তোমাদের মনঃপূত নহে তখনই তোমরা অহংকার করিয়াছ আর কতককে অস্বীকার করিয়াছ এবং কতককে হত্যা করিয়াছ?

٨٨- وَقَالُوْا قُلُوْبُنَا غُلْفٌ ط بَلْ لَّعَنَهُمُ اللّٰهُ بِكُفْرِهِمْ فَقَلِيْلًا مَّا يُؤْمِنُوْنَ ۝

৮৮। তাহারা বলিয়াছিল, 'আমাদের হৃদয় আচ্ছাদিত',[৬৪] বরং কুফরীর জন্য আল্লাহ্ তাহাদিগকে লা'নত করিয়াছেন। সুতরাং তাহাদের অল্প সংখ্যকই ঈমান আনে।[৬৫]

٨٩- وَلَمَّا جَآءَهُمْ كِتٰبٌ مِّنْ عِنْدِ اللّٰهِ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَهُمْ لا وَكَانُوْا مِنْ قَبْلُ يَسْتَفْتِحُوْنَ عَلَى الَّذِيْنَ كَفَرُوْا ج فَلَمَّا جَآءَهُمْ مَّا عَرَفُوْا كَفَرُوْا بِهٖ ز فَلَعْنَةُ اللّٰهِ عَلَى الْكٰفِرِيْنَ ۝

৮৯। তাহাদের নিকট যাহা আছে আল্লাহ্‌র নিকট হইতে যখন তাহার সমর্থক কিতাব আসিল; যদিও পূর্বে সত্য প্রত্যাখ্যান-কারীদের[৬৬] বিরুদ্ধে তাহারা ইহার সাহায্যে বিজয় প্রার্থনা করিত, তবুও তাহারা যাহা জ্ঞাত ছিল উহা যখন তাহাদের নিকট আসিল তখন তাহারা উহা প্রত্যাখ্যান করিল। সুতরাং কাফিরদের প্রতি আল্লাহ্‌র লা'নত।

৬২। 'প্রমাণ' অর্থে এখানে মু'জিযা (দ্রঃ ৩ ঃ ৪৯)।

৬৩। এই স্থলে 'পবিত্র আত্মা' দ্বারা জিবরাঈল ফিরিশ্‌তাকে বুঝায়।

৬৪। রাসূলুল্লাহ্ (সাঃ) যাহাই বলুন না কেন তাঁহার কোন কথাই আমাদের অন্তরে প্রবেশ করিবে না।

৬৫। ইহার অর্থ 'অতি অল্পই বিশ্বাস করে'-ও হয়।

৬৬। এখানে 'সত্য প্রত্যাখ্যানকারী' বলিতে মুশরিকদের বুঝান হইয়াছে। ইয়াহূদীরা কখনও মুশরিকদের নিকট পরাজিত হইলে শেষ নবীর ওসীলায় বিজয় প্রার্থনা করিত। ইহাও বলিত যে, শেষ নবী তাহাদের মধ্যেই আগমন করিবেন। কিন্তু নবীর আগমনের পর তাহারা তাঁহার বিরোধিতা করিতে থাকে।

Contents

৯০- بِئْسَمَا اشْتَرَوْا بِهٖٓ اَنْفُسَهُمْ اَنْ يَّكْفُرُوْا بِمَآ اَنْزَلَ اللّٰهُ بَغْيًا اَنْ يُّنَزِّلَ اللّٰهُ مِنْ فَضْلِهٖ عَلٰى مَنْ يَّشَآءُ مِنْ عِبَادِهٖ ۚ فَبَآءُوْ بِغَضَبٍ عَلٰى غَضَبٍ ؕ وَلِلْكٰفِرِيْنَ عَذَابٌ مُّهِيْنٌ ○

৯০। উহা কত নিকৃষ্ট যাহার বিনিময়ে তাহারা তাহাদের আত্মাকে বিক্রয় করিয়াছে—উহা এই যে, আল্লাহ্ যাহা অবতীর্ণ করিয়াছেন, জিদের বশবর্তী হইয়া[৬৭] তাহারা তাহাকে প্রত্যাখ্যান করিত শুধু এই কারণে যে, আল্লাহ্ তাঁহার বান্দাদের মধ্য হইতে যাহাকে ইচ্ছা অনুগ্রহ করেন। সুতরাং তাহারা ক্রোধের উপর ক্রোধের পাত্র হইল। কাফিরদের জন্য লাঞ্ছনাদায়ক শাস্তি রহিয়াছে।

৯১- وَاِذَا قِيْلَ لَهُمْ اٰمِنُوْا بِمَآ اَنْزَلَ اللّٰهُ قَالُوْا نُؤْمِنُ بِمَآ اُنْزِلَ عَلَيْنَا وَيَكْفُرُوْنَ بِمَا وَرَآءَهٗ ۚ وَهُوَ الْحَقُّ مُصَدِّقًا لِّمَا مَعَهُمْ ؕ قُلْ فَلِمَ تَقْتُلُوْنَ اَنْۢبِيَآءَ اللّٰهِ مِنْ قَبْلُ اِنْ كُنْتُمْ مُّؤْمِنِيْنَ ○

৯১। এবং যখন তাহাদিগকে বলা হয়, 'আল্লাহ্ যাহা অবতীর্ণ করিয়াছেন তাহাতে ঈমান আনয়ন কর', তাহারা বলে, 'আমাদের প্রতি যাহা অবতীর্ণ হইয়াছে আমরা তাহাতে বিশ্বাস করি।' অথচ তাহা ব্যতীত সব কিছুই তাহারা প্রত্যাখ্যান করে, যদিও উহা সত্য এবং যাহা তাহাদের নিকট আছে তাহার সমর্থক। বল, 'যদি তোমরা মু'মিন হইতে তবে কেন তোমরা অতীতে আল্লাহ্র নবীগণকে হত্যা করিয়াছিলে?'

৯২- وَلَقَدْ جَآءَكُمْ مُّوْسٰى بِالْبَيِّنٰتِ ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ مِنْۢ بَعْدِهٖ وَاَنْتُمْ ظٰلِمُوْنَ ○

৯২। এবং নিশ্চয় মূসা তোমাদের নিকট স্পষ্ট প্রমাণসহ আসিয়াছে, তাহার পরে তোমরা গো-বৎসকে উপাস্যরূপে গ্রহণ করিয়াছিলে। আর তোমরা তো যালিম।

৯৩- وَاِذْ اَخَذْنَا مِيْثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّوْرَ ؕ خُذُوْا مَآ اٰتَيْنٰكُمْ بِقُوَّةٍ وَّاسْمَعُوْا ؕ قَالُوْا سَمِعْنَا وَعَصَيْنَا ۗ

৯৩। স্মরণ কর, যখন তোমাদের অঙ্গীকার লইয়াছিলাম এবং তূরকে তোমাদের ঊর্ধ্বে উত্তোলন করিয়াছিলাম, বলিয়াছিলাম[৬৮], 'যাহা দিলাম দৃঢ়রূপে গ্রহণ কর এবং শ্রবণ কর।' তাহারা বলিয়াছিল, 'আমরা শ্রবণ করিলাম ও অমান্য করিলাম।[৬৯] কুফরী হেতু

৬৭। অন্যদের (কুরায়শদের) মধ্যে শেষ নবীর আগমন হওয়ায় ইয়াহূদীরা ঈর্ষান্বিত হইয়াছিল।
৬৮। 'বলিয়াছিলাম'-কথাটি আরবীতে উহ্য রহিয়াছে।
৬৯। মুখে বলিয়াছিল 'শ্রবণ করিলাম' কিন্তু মনে মনে বলিয়াছিল 'অমান্য করিলাম'।

Contents

وَأُشْرِبُوا فِي قُلُوبِهِمُ الْعِجْلَ بِكُفْرِهِمْ ۚ
قُلْ بِئْسَمَا يَأْمُرُكُمْ بِهِ إِيمَانُكُمْ
إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ ○

তাহাদের হৃদয়ে গো-বৎস-প্রীতি সিঞ্চিত হইয়াছিল। বল, 'যদি তোমরা ঈমানদার হও, তবে তোমাদের ঈমান যাহার নির্দেশ দেয় উহা কত নিকৃষ্ট!'

٩٤- قُلْ إِنْ كَانَتْ لَكُمُ الدَّارُ الْآخِرَةُ
عِنْدَ اللَّهِ خَالِصَةً مِنْ دُونِ النَّاسِ
فَتَمَنَّوُا الْمَوْتَ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ ○

৯৪। বল, 'যদি আল্লাহ্‌র নিকট আখিরাতের বাসস্থান অন্য লোক ব্যতীত বিশেষভাবে শুধু তোমাদের জন্যই হয় তবে তোমরা মৃত্যু কামনা কর—যদি সত্যবাদী হও।'

٩٥- وَلَنْ يَتَمَنَّوْهُ أَبَدًا
بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ ۗ
وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِالظَّالِمِينَ ○

৯৫। কিন্তু তাহাদের কৃতকর্মের জন্য তাহারা কখনও উহা কামনা করিবে না এবং আল্লাহ্ যালিমদের সম্বন্ধে অবহিত।

٩٦- وَلَتَجِدَنَّهُمْ أَحْرَصَ النَّاسِ
عَلَىٰ حَيَاةٍ ۚ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا ۚ
يَوَدُّ أَحَدُهُمْ لَوْ يُعَمَّرُ أَلْفَ سَنَةٍ ۚ
وَمَا هُوَ بِمُزَحْزِحِهِ مِنَ الْعَذَابِ
أَنْ يُعَمَّرَ ۗ وَاللَّهُ بَصِيرٌ بِمَا
يَعْمَلُونَ ○

৯৬। তুমি নিশ্চয় তাহাদিগকে জীবনের প্রতি সমস্ত মানুষ, এমন কি মুশরিক অপেক্ষা অধিক লোভী দেখিতে পাইবে। তাহাদের প্রত্যেকে আকাঙ্ক্ষা করে যদি সহস্র বৎসর আয়ু দেওয়া হইত; কিন্তু দীর্ঘায়ু তাহাকে শাস্তি হইতে দূরে রাখিতে পারিবে না। তাহারা যাহা করে আল্লাহ্ উহার দ্রষ্টা।

[১২]

٩٧- قُلْ مَنْ كَانَ عَدُوًّا لِجِبْرِيلَ فَإِنَّهُ
نَزَّلَهُ عَلَىٰ قَلْبِكَ بِإِذْنِ اللَّهِ مُصَدِّقًا
لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ وَهُدًى وَبُشْرَىٰ
لِلْمُؤْمِنِينَ ○

৯৭। বল, 'যে কেহ জিব্‌রীলের শত্রু এইজন্য যে, সে আল্লাহ্‌র নির্দেশে তোমার হৃদয়ে কুরআন পৌঁছাইয়া দিয়াছে, যাহা উহার পূর্ববর্তী কিতাবের সমর্থক এবং যাহা মু'মিনদের জন্য পথপ্রদর্শক ও শুভ সংবাদ'—

٩٨- مَنْ كَانَ عَدُوًّا لِلَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَرُسُلِهِ
وَجِبْرِيلَ وَمِيكَالَ فَإِنَّ اللَّهَ
عَدُوٌّ لِلْكَافِرِينَ ○

৯৮। 'যে কেহ আল্লাহ্‌র, তাঁহার ফিরিশতাগণের, তাঁহার রাসূলগণের এবং জিব্‌রীল ও মীকাঈলের শত্রু, সে জানিয়া রাখুক, আল্লাহ্ নিশ্চয় কাফিরদের শত্রু।

৯৯-وَلَقَدْ اَنْزَلْنَآ اِلَيْكَ اٰيٰتٍۭ بَيِّنٰتٍ ۚ وَمَا يَكْفُرُ بِهَآ اِلَّا الْفٰسِقُوْنَ ○

৯৯। এবং নিশ্চয় আমি তোমার প্রতি স্পষ্ট নিদর্শন অবতীর্ণ করিয়াছি। ফাসিকরা ব্যতীত অন্য কেহ তাহা প্রত্যাখ্যান করে না।

১০০-اَوَكُلَّمَا عٰهَدُوْا عَهْدًا نَّبَذَهٗ فَرِيْقٌ مِّنْهُمْ ؕ بَلْ اَكْثَرُهُمْ لَا يُؤْمِنُوْنَ ○

১০০। তবে কি যখনই তাহারা অঙ্গীকারাবদ্ধ হইয়াছে তখনই তাহাদের কোন একদল তাহা ভঙ্গ করিয়াছে? বরং তাহাদের অধিকাংশই বিশ্বাস করে না।

১০১-وَلَمَّا جَآءَهُمْ رَسُوْلٌ مِّنْ عِنْدِ اللّٰهِ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَهُمْ نَبَذَ فَرِيْقٌ مِّنَ الَّذِيْنَ اُوْتُوا الْكِتٰبَ ۙ كِتٰبَ اللّٰهِ وَرَآءَ ظُهُوْرِهِمْ كَاَنَّهُمْ لَا يَعْلَمُوْنَ ○

১০১। যখন আল্লাহ্‌র পক্ষ হইতে তাহাদের নিকট রাসূল[৭০] আসিল, যে তাহাদের নিকট যাহা রহিয়াছে উহার সমর্থক, তখন যাহাদিগকে কিতাব দেওয়া হইয়াছিল তাহাদের একদল আল্লাহ্‌র কিতাবটিকে পশ্চাতে নিক্ষেপ করিল, যেন তাহারা জানে না।

১০২-وَاتَّبَعُوْا مَا تَتْلُوا الشَّيٰطِيْنُ عَلٰى مُلْكِ سُلَيْمٰنَ ۚ وَمَا كَفَرَ سُلَيْمٰنُ وَلٰكِنَّ الشَّيٰطِيْنَ كَفَرُوْا يُعَلِّمُوْنَ النَّاسَ السِّحْرَ ۗ وَمَآ اُنْزِلَ عَلَى الْمَلَكَيْنِ بِبَابِلَ هَارُوْتَ وَمَارُوْتَ ؕ وَمَا يُعَلِّمٰنِ مِنْ اَحَدٍ حَتّٰى يَقُوْلَآ اِنَّمَا نَحْنُ فِتْنَةٌ فَلَا تَكْفُرْ ؕ فَيَتَعَلَّمُوْنَ مِنْهُمَا مَا يُفَرِّقُوْنَ بِهٖ بَيْنَ

১০২। এবং সুলায়মানের[৭১] রাজত্বে শয়তানরা যাহা আবৃত্তি করিত তাহারা তাহা অনুসরণ করিত।[৭২] সুলায়মান কুফরী করে নাই, কিন্তু শয়তানরাই কুফরী করিয়াছিল। তাহারা মানুষকে যাদু শিক্ষা দিত—এবং যাহা[৭৩] বাবিল শহরে[৭৪] হারূত ও মারূত ফিরিশতাদ্বয়ের[৭৫] উপর অবতীর্ণ হইয়াছিল। তাহারা কাহাকেও শিক্ষা দিত না এই কথা না বলিয়া যে, 'আমরা পরীক্ষাস্বরূপ; সুতরাং তুমি কুফরী করিও না।'[৭৬] তাহারা উভয়ের নিকট

৭০। রাসূল অর্থাৎ হযরত মুহাম্মাদ (সাঃ)।

৭১। দাঊদ (আঃ)-এর পুত্র সুলায়মান (আঃ) নবী ও বাদশাহ ছিলেন। খৃস্টপূর্ব ৯৯০-৯৩০ সালে প্যালেস্টাইনে তাঁহার রাজত্ব ছিল। ইস্‌রাঈলী বাদশাহগণের মধ্যে ক্ষমতায় ও শান-শওকতে তিনিই ছিলেন শ্রেষ্ঠ। কিন্তু বাইবেলের বর্ণনা মুতাবিক সুলায়মান (আঃ) যাদুবিদ্যার সাহায্যে এই ক্ষমতা লাভ করিয়াছিলেন। তাহারা তাঁহার প্রতি কুফরীর অপবাদও দিয়াছে।

৭২। ইয়াহূদীরা তাওরাত না পড়িয়া (জিন্ন ও মানুষ) শয়তানদের নিকট যাদু শিখিত ও উহার উপর আমল করিত।

৭৩। ما অর্থ 'যাহা', 'না'। প্রথম অর্থে موصولة ও দ্বিতীয় অর্থে نافية বলে। এখানে ما 'মাওসূলা'রূপে ব্যবহৃত হইয়াছে।

৭৪। বাবিল বা ব্যাবিলন শহরটি ফুরাত নদীর তীরে অবস্থিত ছিল। খৃস্টপূর্ব ৩০০০ সালে ইহা তৎকালীন পৃথিবীতে একটি অতি উন্নত শহর বলিয়া গণ্য হইত।

৭৫। এক কালে বাবিলে যাদুবিদ্যার চরম উন্নতি সাধিত হইয়াছিল। ফলে লোকেরা যাদুর প্রতি আকৃষ্ট হইয়া পড়ে এবং যাদুকরদের অনুসরণ করিতে থাকে। আল্লাহ্ মানুষকে যাদুর স্বরূপ সম্পর্কে অবহিত করার জন্য তখন হারূত ও মারূত নামক দুই ফিরিশ্‌তা প্রেরণ করেন।

৭৬। যাদুতে বিশ্বাস করা ও উহার অনুসরণ করা কুফ্‌র।

الْمَرْءِ وَزَوْجِهٖ ؕ وَمَا هُمْ بِضَآرِّيْنَ بِهٖ مِنْ اَحَدٍ اِلَّا بِاِذْنِ اللّٰهِ ؕ وَيَتَعَلَّمُوْنَ مَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنْفَعُهُمْ ؕ وَلَقَدْ عَلِمُوْا لَمَنِ اشْتَرٰىهُ مَا لَهٗ فِى الْاٰخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ ۛ وَلَبِئْسَ مَا شَرَوْا بِهٖٓ اَنْفُسَهُمْ ؕ لَوْ كَانُوْا يَعْلَمُوْنَ ○

হইতে স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে যাহা বিচ্ছেদ সৃষ্টি করে তাহা শিক্ষা করিত, অথচ আল্লাহ্‌র নির্দেশ ব্যতীত তাহারা কাহারও কোন ক্ষতি সাধন করিতে পারিত না। তাহারা যাহা শিক্ষা করিত তাহা তাহাদের ক্ষতি সাধন করিত এবং কোন উপকারে আসিত না; আর তাহারা নিশ্চিতভাবে জানিত যে, যে কেহ উহা ক্রয় করে পরকালে তাহার কোন অংশ নাই। উহা কত নিকৃষ্ট যাহার বিনিময়ে তাহারা স্বীয় আত্মাকে বিক্রয় করিয়াছে, যদি তাহারা জানিত!

١٠٣- وَلَوْ اَنَّهُمْ اٰمَنُوْا وَاتَّقَوْا لَمَثُوْبَةٌ مِّنْ عِنْدِ اللّٰهِ خَيْرٌ ؕ لَوْ كَانُوْا يَعْلَمُوْنَ ○ ع

১০৩। যদি তাহারা ঈমান আনয়ন করিত ও মুত্তাকী হইত, তবে নিশ্চিতভাবে তাহাদের প্রতিফল আল্লাহ্‌র নিকট অধিক কল্যাণকর হইত, যদি তাহারা জানিত!

[১৩]

١٠٤- يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تَقُوْلُوْا رَاعِنَا وَقُوْلُوا انْظُرْنَا وَاسْمَعُوْا ؕ وَلِلْكٰفِرِيْنَ عَذَابٌ اَلِيْمٌ ○

১০৪। হে মু'মিনগণ! 'রাইনা'[৭৭] বলিও না, বরং 'উনজুরনা' বলিও এবং শুনিয়া রাখ,[৭৮] কাফিরদের জন্য মর্মন্তুদ শাস্তি রহিয়াছে।

١٠٥- مَا يَوَدُّ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا مِنْ اَهْلِ الْكِتٰبِ وَلَا الْمُشْرِكِيْنَ اَنْ يُّنَزَّلَ عَلَيْكُمْ مِّنْ خَيْرٍ مِّنْ رَّبِّكُمْ ؕ وَاللّٰهُ يَخْتَصُّ بِرَحْمَتِهٖ مَنْ يَّشَآءُ ؕ

১০৫। কিতাবীদের[৭৮(ক)] মধ্যে যাহারা কুফরী করিয়াছে তাহারা এবং মুশরিকরা ইহা চাহে না যে, তোমাদের প্রতিপালকের নিকট হইতে তোমাদের প্রতি কোন কল্যাণ অবতীর্ণ হউক। অথচ আল্লাহ্‌ যাহাকে ইচ্ছা নিজ রহমতের জন্য

৭৭। 'রা'ইনা' مراعاة হইতে উদ্‌গত; رعى অর্থ অন্যকে রক্ষা করা বা দেখাশুনা করা। মু'মিনগণ রাসূলুল্লাহ্‌ (সাঃ)-এর সহিত কথোপকথনের সময় এই শব্দ ব্যবহার করিত। অর্থ-'আমাদের দিকে লক্ষ্য করুন ও ধীরে বলুন।' এই শব্দটি ইয়াহূদীদের ভাষায় 'ভর্ৎসনা' অর্থে ব্যবহৃত হইত। رعونة হইতে নির্গত অর্থে-'হে বোকা'। মু'মিনগণকে এই শব্দ ব্যবহার করিতে দেখিয়া তাহারাও রাসূলুল্লাহ্‌র সহিত ইহা ব্যবহার করিয়া পরস্পরের মধ্যে হাসি-ঠাট্টা করিত। সুতরাং মু'মিনগণকে ইহা পরিত্যাগ করিয়া পরিষ্কার অর্থবোধক 'উনজুরনা' শব্দ, যাহার অর্থ 'আমাদের প্রতি লক্ষ্য করুন' ব্যবহার করিতে বলা হইয়াছে।

৭৮। অর্থাৎ আল্লাহ্‌র আদেশ-নিষেধগুলি রাসূলের নিকট শুনিবে ও মানিয়া চলিবে।

৭৮-ক। কিতাব যাহাদের উপর অবতীর্ণ হইয়াছে তাহারা কিতাবী, যথাঃ ইয়াহূদী ও খৃষ্টান যাহাদের উপর যথাক্রমে তাওরাত ও ইন্‌জীল নাযিল হইয়াছিল। কুরআনে বিভিন্ন স্থানে اهل الكتب ও الذين اوتوا الكتب বলিয়া তাহাদের উল্লেখ করা হইয়াছে।

বিশেষরূপে মনোনীত করেন এবং আল্লাহ্ মহা অনুগ্রহশীল।

وَاللّٰهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيْمِ ○

১০৬। আমি কোন আয়াত রহিত[৭৯] করিলে কিংবা বিস্মৃত হইতে দিলে তাহা হইতে উত্তম কিংবা তাহার সমতুল্য কোন আয়াত আনয়ন করি। তুমি কি জান না যে, আল্লাহ্ই সর্ব বিষয়ে সর্বশক্তিমান।

١٠٦- مَا نَنْسَخْ مِنْ اٰيَةٍ اَوْ نُنْسِهَا نَاْتِ بِخَيْرٍ مِّنْهَآ اَوْ مِثْلِهَا ؕ اَلَمْ تَعْلَمْ اَنَّ اللّٰهَ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ ○

১০৭। তুমি কি জান না, আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীর সার্বভৌমত্ব একমাত্র আল্লাহ্রই? এবং আল্লাহ্ ছাড়া তোমাদের কোন অভিভাবকও নাই, সাহায্যকারীও নাই।

١٠٧- اَلَمْ تَعْلَمْ اَنَّ اللّٰهَ لَهٗ مُلْكُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ ؕ وَمَا لَكُمْ مِّنْ دُوْنِ اللّٰهِ مِنْ وَّلِيٍّ وَّلَا نَصِيْرٍ ○

১০৮। তোমরা কি তোমাদের রাসূলকে সেইরূপ প্রশ্ন করিতে চাও যেইরূপ পূর্বে মূসাকে প্রশ্ন করা হইয়াছিল?[৮০] এবং যে কেহ ঈমানের পরিবর্তে কুফরী গ্রহণ করে নিশ্চিতভাবে সে সরল পথ হারায়।

١٠٨- اَمْ تُرِيْدُوْنَ اَنْ تَسْـَٔلُوْا رَسُوْلَكُمْ كَمَا سُئِلَ مُوْسٰى مِنْ قَبْلُ ؕ وَمَنْ يَّتَبَدَّلِ الْكُفْرَ بِالْاِيْمَانِ فَقَدْ ضَلَّ سَوَآءَ السَّبِيْلِ ○

১০৯। তাহাদের নিকট সত্য প্রকাশিত হওয়ার পরও, কিতাবীদের মধ্যে অনেকেই তোমাদের ঈমান আনিবার পর ঈর্ষা-মূলক মনোভাব বশত আবার তোমা-দিগকে কাফিররূপে ফিরিয়া পাওয়ার আকাঙ্ক্ষা করে। অতএব তোমরা ক্ষমা কর ও উপেক্ষা কর যতক্ষণ না আল্লাহ্ কোন নির্দেশ দেন—নিশ্চয়ই আল্লাহ্ সর্ব বিষয়ে সর্বশক্তিমান।

١٠٩- وَدَّ كَثِيْرٌ مِّنْ اَهْلِ الْكِتٰبِ لَوْ يَرُدُّوْنَكُمْ مِّنْ بَعْدِ اِيْمَانِكُمْ كُفَّارًا ۚۖ حَسَدًا مِّنْ عِنْدِ اَنْفُسِهِمْ مِّنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمُ الْحَقُّ ۚ فَاعْفُوْا وَاصْفَحُوْا حَتّٰى يَاْتِيَ اللّٰهُ بِاَمْرِهٖ ؕ اِنَّ اللّٰهَ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ ○

১১০। তোমরা সালাত কায়েম কর ও যাকাত দাও। তোমরা উত্তম কাজের যাহা কিছু নিজেদের জন্য পূর্বে প্রেরণ করিবে

١١٠- وَاَقِيْمُوا الصَّلٰوةَ وَاٰتُوا الزَّكٰوةَ ؕ وَمَا تُقَدِّمُوْا لِاَنْفُسِكُمْ مِّنْ خَيْرٍ تَجِدُوْهُ

৭৯। نسخ -এর অর্থ এক বস্তুকে (পরবর্তীতে) অন্য এক বস্তু দ্বারা রহিত করা। আয়াতটির ব্যাখ্যায় বলা হইয়াছেঃ (১) হযরত (সাঃ)-এর উপর অবতীর্ণ কিতাব (আল্-কুরআন) বা শরী'আত দ্বারা তাঁহার পূর্ববর্তী রাসূল (আঃ)-গণের উপর অবতীর্ণ কিতাব বা শরী'আত রহিত হইয়াছে; (২) ফকীহ্দের মতে নাসূখ শরী'আতের কোন হুকুম পরবর্তীতে আগত কোন হুকুম দ্বারা পরিবর্তিত বা রহিত হওয়া, মূলনীতিতে পরিবর্তন বা রহিত করা হয় না।

৮০। তাহারা কি ধরনের প্রশ্ন করিত উহার জন্য দ্রঃ ২ ঃ ৫৫, ৬১; ৪ ঃ ১৫৩।

عِنْدَ اللّٰهِ ۭ اِنَّ اللّٰهَ بِمَا تَعْمَلُوْنَ بَصِيْرٌ ○

আল্লাহ্‌র নিকট তাহা পাইবে। তোমরা যাহা কর আল্লাহ্ তাহার দ্রষ্টা।

١١١- وَقَالُوْا لَنْ يَّدْخُلَ الْجَنَّةَ اِلَّا مَنْ كَانَ هُوْدًا اَوْ نَصٰرٰى ۭ تِلْكَ اَمَانِيُّهُمْ ۭ قُلْ هَاتُوْا بُرْهَانَكُمْ اِنْ كُنْتُمْ صٰدِقِيْنَ ○

১১১। এবং তাহারা বলে, 'ইয়াহূদী বা খৃস্টান ছাড়া অন্য কেহ কখনই জান্নাতে প্রবেশ করিবে না।' ইহা তাহাদের মিথ্যা আশা। বল, 'যদি তোমরা সত্যবাদী হও তবে তোমাদের প্রমাণ পেশ কর।'

١١٢- بَلٰى ۚ مَنْ اَسْلَمَ وَجْهَهٗ لِلّٰهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ فَلَهٗٓ اَجْرُهٗ عِنْدَ رَبِّهٖ ۠ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُوْنَ ○ ع

১১২। হাঁ, যে কেহ আল্লাহ্‌র নিকট সম্পূর্ণরূপে আত্মসমর্পণ করে এবং সৎকর্মপরায়ণ হয় তাহার ফল তাহার প্রতিপালকের নিকট রহিয়াছে এবং তাহাদের কোন ভয় নাই ও তাহারা দুঃখিত হইবে না।

[১৪]

١١٣- وَقَالَتِ الْيَهُوْدُ لَيْسَتِ النَّصٰرٰى عَلٰى شَيْءٍ ۠ وَّقَالَتِ النَّصٰرٰى لَيْسَتِ الْيَهُوْدُ عَلٰى شَيْءٍ ۙ وَّهُمْ يَتْلُوْنَ الْكِتٰبَ ۭ كَذٰلِكَ قَالَ الَّذِيْنَ لَا يَعْلَمُوْنَ مِثْلَ قَوْلِهِمْ ۚ فَاللّٰهُ يَحْكُمُ بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ فِيْمَا كَانُوْا فِيْهِ يَخْتَلِفُوْنَ ○

১১৩। ইয়াহূদীরা বলে, 'খৃস্টানদের কোন ভিত্তি নাই' এবং খৃস্টানরা বলে, 'ইয়াহূদীদের কোন ভিত্তি নাই'; অথচ তাহারা কিতাব পাঠ করে। এইভাবে যাহারা কিছুই জানে না তাহারাও অনুরূপ কথা বলে। সুতরাং যে বিষয়ে তাহারা মতভেদ করিত কিয়ামতের দিন আল্লাহ্ উহার মীমাংসা করিবেন।

١١٤- وَمَنْ اَظْلَمُ مِمَّنْ مَّنَعَ مَسٰجِدَ اللّٰهِ اَنْ يُّذْكَرَ فِيْهَا اسْمُهٗ وَسَعٰى فِيْ خَرَابِهَا ۭ اُولٰٓئِكَ مَا كَانَ لَهُمْ اَنْ يَّدْخُلُوْهَآ اِلَّا خَآئِفِيْنَ ۬ لَهُمْ فِي الدُّنْيَا خِزْيٌ وَّلَهُمْ فِي الْاٰخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيْمٌ ○

১১৪। যে কেহ আল্লাহ্‌র মসজিদসমূহে তাঁহার নাম স্মরণ করিতে বাধা প্রদান করে এবং উহাদের বিনাশ সাধনে প্রয়াসী হয় তাহার অপেক্ষা বড় যালিম কে হইতে পারে? অথচ ভয়-বিহ্বল না হইয়া তাহাদের জন্য মসজিদে প্রবেশ করা সংগত ছিল না। পৃথিবীতে তাহাদের জন্য লাঞ্ছনা ভোগ ও পরকালে তাহাদের জন্য মহাশাস্তি রহিয়াছে।

١١٥- وَلِلّٰهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللّٰهِ ۚ إِنَّ اللّٰهَ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ○

১১৫। পূর্ব ও পশ্চিম আল্লাহ্‌রই; এবং যেদিকেই তোমরা মুখ ফিরাও না কেন, সেদিকই আল্লাহ্‌র দিক। নিশ্চয়ই আল্লাহ্ সর্বব্যাপী, সর্বজ্ঞ।

١١٦- وَقَالُوا اتَّخَذَ اللّٰهُ وَلَدًا ۙ سُبْحٰنَهُ ۚ بَلْ لَّهُ مَا فِي السَّمٰوٰتِ وَالْأَرْضِ ۚ كُلٌّ لَّهُ قٰنِتُونَ ○

১১৬। এবং তাহারা বলে, 'আল্লাহ্ সন্তান গ্রহণ করিয়াছেন।'[৮১] তিনি অতি পবিত্র। বরং আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীতে যাহা কিছু আছে সব আল্লাহ্‌রই। সব কিছু তাঁহারই একান্ত অনুগত।

١١٧- بَدِيعُ السَّمٰوٰتِ وَالْأَرْضِ ۚ وَإِذَا قَضٰى أَمْرًا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ ○

১১৭। আল্লাহ্ আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীর স্রষ্টা[৮২] এবং যখন তিনি কোন কিছু করিতে সিদ্ধান্ত করেন তখন উহার জন্য শুধু বলেন, 'হও', আর উহা হইয়া যায়।

١١٨- وَقَالَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ لَوْلَا يُكَلِّمُنَا اللّٰهُ أَوْ تَأْتِينَا آيَةٌ ۚ كَذٰلِكَ قَالَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ مِّثْلَ قَوْلِهِمْ ۚ تَشَابَهَتْ قُلُوبُهُمْ ۚ قَدْ بَيَّنَّا الْآيٰتِ لِقَوْمٍ يُّوقِنُونَ ○

১১৮। এবং যাহারা কিছু জানে না তাহারা বলে,[৮৩] 'আল্লাহ্ আমাদের সাথে কথা বলেন না কেন? কিংবা কোন নিদর্শন আমাদের নিকট আসে না কেন?' এইভাবে তাহাদের পূর্ববর্তীরাও তাহাদের অনুরূপ কথা বলিত। তাহাদের অন্তর একই রকম। আমি দৃঢ় প্রত্যয়শীলদের জন্য নিদর্শনাবলী স্পষ্টভাবে বিবৃত করিয়াছি।

١١٩- إِنَّا أَرْسَلْنٰكَ بِالْحَقِّ بَشِيرًا وَّنَذِيرًا ۙ وَّلَا تُسْـَٔلُ عَنْ أَصْحٰبِ الْجَحِيمِ ○

১১৯। আমি তোমাকে সত্যসহ শুভ সংবাদদাতা ও সতর্ককারীরূপে প্রেরণ করিয়াছি। জাহান্নামীদের সম্বন্ধে তোমাকে কোন প্রশ্ন করা হইবে না।

١٢٠- وَلَنْ تَرْضٰى عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصٰرٰى حَتّٰى تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ ۗ قُلْ إِنَّ هُدَى اللّٰهِ هُوَ الْهُدٰى ۗ

১২০। ইয়াহূদী ও খৃস্টানগণ তোমার প্রতি কখনও সন্তুষ্ট হইবে না, যতক্ষণ না তুমি তাহাদের ধর্মাদর্শ অনুসরণ কর। বল, 'আল্লাহ্‌র পথনির্দেশই প্রকৃত পথনির্দেশ।' জ্ঞান

৮১। ইয়াহূদীগণ হযরত 'উযায়র (আঃ)-কে, খৃস্টানগণ হযরত ঈসা (আঃ)-কে আল্লাহ্‌র পুত্র (৯ ঃ ২৯) এবং আরবের মুশরিকরা ফিরিশ্‌তাদিগকে আল্লাহ্‌র কন্যা (১৬ ঃ ৫৭) বলিত।

৮২। بديع অর্থ যিনি অনস্তিত্ব হইতে কোন কিছুকে অস্তিত্বে আনয়ন করেন।

৮৩। রাফি' ইব্‌ন খাযীমা নামক এক বিধর্মী মহানবী (সাঃ)-কে বলিয়াছিল, 'যদি আপনি আল্লাহ্‌র রাসূল হইয়া থাকেন তবে আল্লাহ্‌কে আমাদের সংগে কথা বলিতে অনুরোধ করুন, যাহাতে আমরা তাঁহার কথা শুনিতে পারি', তখন এই আয়াত অবতীর্ণ হয় (-ইব্‌ন জারীর)।

وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ اَهْوَآءَهُمْ بَعْدَ الَّذِىْ جَآءَكَ مِنَ الْعِلْمِ ۙ مَا لَكَ مِنَ اللّٰهِ مِنْ وَّلِىٍّ وَّلَا نَصِيْرٍ ○

প্রাপ্তির পর তুমি যদি তাহাদের খেয়াল-খুশীর অনুসরণ কর তবে আল্লাহ্‌র বিপক্ষে তোমার কোন অভিভাবক থাকিবে না এবং কোন সাহায্যকারীও থাকিবে না।

১২১-اَلَّذِيْنَ اٰتَيْنٰهُمُ الْكِتٰبَ يَتْلُوْنَهٗ حَقَّ تِلَاوَتِهٖ ؕ اُولٰٓئِكَ يُؤْمِنُوْنَ بِهٖ ؕ وَمَنْ يَّكْفُرْ بِهٖ فَاُولٰٓئِكَ هُمُ الْخٰسِرُوْنَ ○

১২১। যাহাদিগকে আমি কিতাব দিয়াছি তাহাদের যাহারা যথাযথভাবে ইহা তিলাওয়াত করে[৮৪] তাহারাই ইহাতে বিশ্বাস করে, আর যাহারা ইহা প্রত্যাখ্যান করে তাহারা ক্ষতিগ্রস্ত।

[১৫]

১২২-يٰبَنِىْٓ اِسْرَآءِيْلَ اذْكُرُوْا نِعْمَتِىَ الَّتِىْٓ اَنْعَمْتُ عَلَيْكُمْ وَاَنِّىْ فَضَّلْتُكُمْ عَلَى الْعٰلَمِيْنَ ○

১২২। হে ইস্‌রাঈল-সন্তানগণ! আমার সেই অনুগ্রহকে স্মরণ কর যদ্দ্বারা আমি তোমাদিগকে অনুগৃহীত করিয়াছি এবং বিশ্বে সকলের উপরে শ্রেষ্ঠত্ব দিয়াছি।

১২৩-وَاتَّقُوْا يَوْمًا لَّا تَجْزِىْ نَفْسٌ عَنْ نَّفْسٍ شَيْـًٔا وَّلَا يُقْبَلُ مِنْهَا عَدْلٌ وَّلَا تَنْفَعُهَا شَفَاعَةٌ وَّلَا هُمْ يُنْصَرُوْنَ ○

১২৩। এবং তোমরা সেই দিনকে ভয় কর যেদিন কেহ কাহারও কোন উপকারে আসিবে না, কাহারও নিকট হইতে কোন বিনিময় গৃহীত হইবে না এবং কোন সুপারিশ কাহারও পক্ষে লাভজনক হইবে না এবং তাহারা সাহায্য প্রাপ্তও হইবে না।

১২৪-وَاِذِ ابْتَلٰٓى اِبْرٰهٖمَ رَبُّهٗ بِكَلِمٰتٍ فَاَتَمَّهُنَّ ؕ قَالَ اِنِّىْ جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ اِمَامًا ؕ قَالَ وَمِنْ ذُرِّيَّتِىْ ؕ

১২৪। এবং স্মরণ কর, যখন ইব্‌রাহীমকে[৮৫] তাহার প্রতিপালক কয়েকটি কথা দ্বারা পরীক্ষা[৮৬] করিয়াছিলেন এবং সেইগুলি সে পূর্ণ করিয়াছিল, আল্লাহ্ বলিলেন, 'আমি তোমাকে মানবজাতির নেতা করিতেছি।' সে বলিল, 'আমার বংশধরগণের মধ্য

৮৪। অর্থাৎ নির্দেশ মুতাবিক কাজ করে।

৮৫। হযরত ইব্‌রাহীম (আঃ) ইয়াহূদী, খৃস্টান ও মুসলিম সকলের 'আকীদা মুতাবিক বড় পয়গাম্বর ছিলেন। আরবের মুশরিকগণও তাঁহার প্রতি শ্রদ্ধাশীল ছিল। তিনি ব্যবিলনের (বর্তমান ইরাক) 'উর' নামক শহরে আনু. খৃঃ পূঃ ২১৬০ সালে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি 'দীন' প্রচারের উদ্দেশ্যে প্যালেস্টাইনে চলিয়া যান এবং তথায় খৃঃ পূঃ ১৯৮৫ সালে ইন্‌তিকাল করেন। হযরত ইসমা'ঈল ও হযরত ইসহাক (আঃ) তাঁহার পুত্র। জ্যেষ্ঠ পুত্র হযরত ইসমা'ঈল (আঃ)-এর বংশধর হইলেন কুরায়শসহ হিজায ও নাজদের অধিকাংশ আরব কবীলা।

৮৬। ইব্‌রাহীম (আঃ)-কে আল্লাহ্ পরীক্ষা করিয়াছিলেন; অগ্নিতে নিক্ষেপ (২১ ঃ ৬৮), দেশ হইতে হিজরত, সন্তানের কুরবানী করিতে নির্দেশ (৩৭ ঃ ১০২) ইত্যাদি দ্বারা। ভিন্নমতে তাঁহাকে মানবজাতির নেতৃত্বের اِمَامًا দায়িত্ব প্রদান করিয়া পরীক্ষা করিয়াছিলেন (ইব্‌ন কাছীর)।

قَالَ لَا يَنَالُ عَهْدِي الظّٰلِمِيْنَ ○

হইতেও?' আল্লাহ বলিলেন, 'আমার প্রতিশ্রুতি যালিমদের প্রতি প্রযোজ্য নহে।'

١٢٥- وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِّلنَّاسِ وَاَمْنًا ؕ وَاتَّخِذُوْا مِنْ مَّقَامِ اِبْرٰهٖمَ مُصَلًّى ؕ وَعَهِدْنَآ اِلٰٓى اِبْرٰهٖمَ وَ اِسْمٰعِيْلَ اَنْ طَهِّرَا بَيْتِيَ لِلطَّآئِفِيْنَ وَالْعٰكِفِيْنَ وَالرُّكَّعِ السُّجُوْدِ ○

১২৫। এবং সেই সময়কে স্মরণ কর, যখন কা'বাগৃহকে মানবজাতির মিলনকেন্দ্র ও নিরাপত্তাস্থল করিয়াছিলাম এবং বলিয়াছিলাম[৮৭], 'তোমরা মাকামে ইবরাহীমকে[৮৮] সালাতের স্থানরূপে গ্রহণ কর।' এবং ইবরাহীম ও ইস্মা'ঈলকে তাওয়াফকারী[৮৯], ই'তিকাফকারী[৯০], রুকূ' ও সিজ্দাকারীদের[৯১] জন্য আমার গৃহকে পবিত্র রাখিতে আদেশ দিয়াছিলাম।

١٢٦- وَإِذْ قَالَ اِبْرٰهٖمُ رَبِّ اجْعَلْ هٰذَا بَلَدًا اٰمِنًا وَّارْزُقْ اَهْلَهٗ مِنَ الثَّمَرٰتِ مَنْ اٰمَنَ مِنْهُمْ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ ؕ قَالَ وَمَنْ كَفَرَ فَاُمَتِّعُهٗ قَلِيْلًا ثُمَّ اَضْطَرُّهٗٓ اِلٰى عَذَابِ النَّارِ ؕ وَبِئْسَ الْمَصِيْرُ ○

১২৬। স্মরণ কর, যখন ইবরাহীম বলিয়াছিলেন, 'হে আমার প্রতিপালক! ইহাকে[৯২] নিরাপদ শহর করিও, আর ইহার অধিবাসীদের মধ্যে যাহারা আল্লাহ্ ও আখিরাতে ঈমান আনে তাহাদিগকে ফলমূল হইতে জীবিকা প্রদান করিও।' তিনি বলিলেন, 'যে কেহ কুফরী করিবে তাহাকেও কিছু কালের জন্য জীবনোপভোগ করিতে দিব, অতঃপর তাহাকে জাহান্নামের শাস্তি ভোগ করিতে বাধ্য করিব এবং কত নিকৃষ্ট তাহাদের প্রত্যাবর্তনস্থল!

١٢٧- وَإِذْ يَرْفَعُ اِبْرٰهٖمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَاِسْمٰعِيْلُ ؕ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا ؕ اِنَّكَ اَنْتَ السَّمِيْعُ الْعَلِيْمُ ○

১২৭। স্মরণ কর, যখন ইবরাহীম ও ইসমা'ঈল কা'বাগৃহের প্রাচীর তুলিতেছিল তখন তাহারা বলিয়াছিল, 'হে আমাদের প্রতিপালক! আমাদের এই কাজ গ্রহণ কর, নিশ্চয় তুমি সর্বশ্রোতা, সর্বজ্ঞাতা।'

৮৭। 'এবং বলিয়াছিলাম' শব্দ দুইটি আরবীতে উহ্য রহিয়াছে।
৮৮। যে পাথরের উপর দাঁড়াইয়া ইব্রাহীম (আঃ) কা'বাগৃহ নির্মাণ করিয়াছিলেন (দ্রঃ ২ ঃ ১২৭)।
৮৯। তাওয়াফঃ কা'বাগৃহ প্রদক্ষিণ করাকে 'তাওয়াফ' বলা হয়, ইহা হজ্জের একটি বিশেষ রুক্ন।
৯০। কিছু কালের জন্য বিশেষ নিয়মে সংসার হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া মসজিদে আল্লাহ্র 'ইবাদতে মশগুল থাকাকে 'ইতিকাফ' বলা হয়। রামযানের শেষ দশ দিন ইহা পালন করা সুন্নাতে কিফায়া।
৯১। রুকূ' ও সিজদা সালাতের বিশেষ দুইটি রুক্ন।
৯২। অর্থাৎ মক্কা শরীফকে।

Contents

١٢٨- رَبَّنَا وَاجْعَلْنَا مُسْلِمَيْنِ لَكَ وَمِنْ ذُرِّيَّتِنَآ اُمَّةً مُّسْلِمَةً لَّكَ ۪ وَاَرِنَا مَنَاسِكَنَا وَتُبْ عَلَيْنَا ۚ اِنَّكَ اَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيْمُ ○

১২৮। 'হে আমাদের প্রতিপালক! আমাদের উভয়কে তোমার একান্ত অনুগত কর এবং আমাদের বংশধর হইতে তোমার এক অনুগত উম্মত করিও। আমাদিগকে 'ইবাদতের নিয়ম-পদ্ধতি দেখাইয়া দাও এবং আমাদের প্রতি ক্ষমাশীল হও। তুমি অত্যন্ত ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।

١٢٩- رَبَّنَا وَابْعَثْ فِيْهِمْ رَسُوْلًا مِّنْهُمْ يَتْلُوْا عَلَيْهِمْ اٰيٰتِكَ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتٰبَ وَالْحِكْمَةَ وَيُزَكِّيْهِمْ ۭ اِنَّكَ اَنْتَ الْعَزِيْزُ الْحَكِيْمُ ○ ع ١٥

১২৯। 'হে আমাদের প্রতিপালক! তাহাদের মধ্য হইতে তাহাদের নিকট এক রাসূল প্রেরণ করিও যে তোমার আয়াতসমূহ তাহাদের নিকট তিলাওয়াত করিবে; তাহাদিগকে কিতাব ও হিকমত[৯৩] শিক্ষা দিবে এবং তাহাদিগকে পবিত্র করিবে। তুমি তো পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়।'

[১৬]

١٣٠- وَمَنْ يَّرْغَبُ عَنْ مِّلَّةِ اِبْرٰهٖمَ اِلَّا مَنْ سَفِهَ نَفْسَهٗ ۭ وَلَقَدِ اصْطَفَيْنٰهُ فِى الدُّنْيَا ۚ وَاِنَّهٗ فِى الْاٰخِرَةِ لَمِنَ الصّٰلِحِيْنَ ○

১৩০। যে নিজেকে নির্বোধ করিয়াছে সে ব্যতীত ইব্‌রাহীমের ধর্মাদর্শ হইতে আর কে বিমুখ হইবে! পৃথিবীতে তাহাকে আমি মনোনীত করিয়াছি; আর আখিরাতেও সে অবশ্যই সৎকর্ম-পরায়ণগণের অন্যতম।

١٣١- اِذْ قَالَ لَهٗ رَبُّهٗٓ اَسْلِمْ ۙ قَالَ اَسْلَمْتُ لِرَبِّ الْعٰلَمِيْنَ ○

১৩১। তাহার প্রতিপালক যখন তাহাকে বলিয়াছিলেন, 'আত্মসমর্পণ কর,' সে বলিয়াছিল, 'জগতসমূহের প্রতিপালকের নিকট আত্মসমর্পণ করিলাম।'

١٣٢- وَوَصّٰى بِهَآ اِبْرٰهٖمُ بَنِيْهِ وَيَعْقُوْبُ ۭ يٰبَنِىَّ اِنَّ اللّٰهَ اصْطَفٰى لَكُمُ الدِّيْنَ فَلَا تَمُوْتُنَّ اِلَّا وَاَنْتُمْ مُّسْلِمُوْنَ ○

১৩২। এবং ইব্‌রাহীম ও ইয়া'কূব এই সম্বন্ধে তাহাদের পুত্রগণকে নির্দেশ দিয়া বলিয়াছিল, 'হে পুত্রগণ! আল্লাহ্‌ই তোমাদের জন্য এই দীনকে[৯৪] মনোনীত করিয়াছেন। সুতরাং আত্মসমর্পণকারী না হইয়া তোমরা কখনও মৃত্যুবরণ করিও না।[৯৫]

৯৩। যাবতীয় বিষয়বস্তুকে সঠিক জ্ঞান দ্বারা জানাকে হিকমত বলে।
৯৪। 'দীন' অর্থ ইসলাম।
৯৫। অর্থাৎ আমরণ ইসলামে কায়েম থাকিবে।

١٣٣- اَمْ كُنْتُمْ شُهَدَآءَ اِذْ حَضَرَ يَعْقُوْبَ الْمَوْتُ ۙ اِذْ قَالَ لِبَنِيْهِ مَا تَعْبُدُوْنَ مِنْۢ بَعْدِيْ ؕ قَالُوْا نَعْبُدُ اِلٰهَكَ وَاِلٰهَ اٰبَآئِكَ اِبْرٰهٖمَ وَاِسْمٰعِيْلَ وَاِسْحٰقَ اِلٰهًا وَّاحِدًا ۚۖ وَّنَحْنُ لَهٗ مُسْلِمُوْنَ ○

১৩৩। ইয়া'কূবের নিকট যখন মৃত্যু আসিয়াছিল তোমরা কি তখন উপস্থিত ছিলে? সে যখন পুত্রগণকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিল, 'আমার পরে তোমরা কিসের 'ইবাদত করিবে?' তাহারা তখন বলিয়াছিল, 'আমরা আপনার ইলাহ্-এর[৯৬] এবং আপনার পিতৃপুরুষ ইব্‌রাহীম, ইস্‌মা'ঈল ও ইসহাকের ইলাহ্-এরই 'ইবাদত করিব। তিনি একমাত্র ইলাহ্ এবং আমরা তাঁহার নিকট আত্মসমর্পণকারী।'

١٣٤- تِلْكَ اُمَّةٌ قَدْ خَلَتْ ۚ لَهَا مَا كَسَبَتْ وَلَكُمْ مَّا كَسَبْتُمْ ۚ وَلَا تُسْـَٔلُوْنَ عَمَّا كَانُوْا يَعْمَلُوْنَ ○

১৩৪। সেই ছিল এক উম্মত তাহা অতীত হইয়াছে। তাহারা যাহা অর্জন করিয়াছে তাহা তাহাদের। তোমরা যাহা অর্জন কর তাহা তোমাদের। তাহারা যাহা করিত সে সম্বন্ধে তোমাদিগকে কোন প্রশ্ন করা হইবে না।

١٣٥- وَقَالُوْا كُوْنُوْا هُوْدًا اَوْ نَصٰرٰى تَهْتَدُوْا ؕ قُلْ بَلْ مِلَّةَ اِبْرٰهٖمَ حَنِيْفًا ؕ وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِيْنَ ○

১৩৫। তাহারা বলে, 'ইয়াহূদী বা খৃস্টান হও, ঠিক পথ পাইবে।' বল, 'বরং একনিষ্ঠ হইয়া আমরা ইব্‌রাহীমের ধর্মাদর্শ অনুসরণ করিব এবং সে মুশরিকদের অন্তর্ভুক্ত ছিল না।'

١٣٦- قُوْلُوْٓا اٰمَنَّا بِاللّٰهِ وَمَآ اُنْزِلَ اِلَيْنَا وَمَآ اُنْزِلَ اِلٰٓى اِبْرٰهٖمَ وَاِسْمٰعِيْلَ وَاِسْحٰقَ وَيَعْقُوْبَ وَالْاَسْبَاطِ وَمَآ اُوْتِيَ مُوْسٰى وَعِيْسٰى وَمَآ اُوْتِيَ النَّبِيُّوْنَ مِنْ رَّبِّهِمْ ۚ لَا نُفَرِّقُ بَيْنَ اَحَدٍ مِّنْهُمْ ۖ وَنَحْنُ لَهٗ مُسْلِمُوْنَ ○

১৩৬। তোমরা বল, 'আমরা আল্লাহ্‌তে ঈমান রাখি, এবং যাহা আমাদের প্রতি এবং ইব্‌রাহীম, ইসমা'ঈল, ইসহাক, ইয়া'কূব ও তাহার বংশধরগণের প্রতি অবতীর্ণ হইয়াছে, এবং যাহা তাহাদের প্রতিপালকের নিকট হইতে মূসা, 'ঈসা ও অন্যান্য নবীগণকে দেওয়া হইয়াছে। আমরা তাহাদের মধ্যে কোন পার্থক্য করি না এবং আমরা তাঁহারই নিকট আত্মসমর্পণকারী।'

৯৬। ইলাহ্ অর্থ মা'বূদ।

Contents

১৩৭। তোমরা যাহাতে ঈমান আনয়ন করিয়াছ তাহারা যদি সেইরূপ ঈমান আনয়ন করে তবে নিশ্চয় তাহারা হিদায়াত পাইবে। আর যদি তাহারা মুখ ফিরাইয়া লয়, তবে তাহারা নিশ্চয়ই বিরুদ্ধভাবাপন্ন এবং তাহাদের বিরুদ্ধে তোমার[৯৭] জন্য আল্লাহ্ই যথেষ্ট। আর তিনি সর্বশ্রোতা, সর্বজ্ঞ।

١٣٧- فَإِنْ اٰمَنُوْا بِمِثْلِ مَآ اٰمَنْتُمْ بِهٖ فَقَدِ اهْتَدَوْا ۚ وَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا هُمْ فِيْ شِقَاقٍ ۚ فَسَيَكْفِيْكَهُمُ اللّٰهُ ۚ وَهُوَ السَّمِيْعُ الْعَلِيْمُ ۝

১৩৮। আমরা গ্রহণ করিলাম আল্লাহ্র রং,[৯৮] রঙে আল্লাহ্ অপেক্ষা কে অধিকতর সুন্দর? এবং আমরা তাঁহারই 'ইবাদতকারী।

١٣٨- صِبْغَةَ اللّٰهِ ۚ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللّٰهِ صِبْغَةً ۫ وَّنَحْنُ لَهٗ عٰبِدُوْنَ ۝

১৩৯। বল, 'আল্লাহ্ সম্বন্ধে তোমরা কি আমাদের সঙ্গে বিতর্কে লিপ্ত হইতে চাও? যখন তিনি আমাদের প্রতিপালক এবং তোমাদেরও প্রতিপালক! আমাদের কর্ম আমাদের এবং তোমাদের কর্ম তোমাদের; এবং আমরা তাঁহার প্রতি একনিষ্ঠ।'

١٣٩- قُلْ أَتُحَآجُّوْنَنَا فِي اللّٰهِ وَهُوَ رَبُّنَا وَرَبُّكُمْ ۚ وَلَنَآ أَعْمَالُنَا وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ ۚ وَنَحْنُ لَهٗ مُخْلِصُوْنَ ۝

১৪০। তোমরা কি বল, 'ইব্রাহীম, ইসমা'ঈল, ইসহাক, ইয়া'কূব ও তাহার বংশধরগণ অবশ্যই ইয়াহূদী কিংবা খৃস্টান ছিল?' বল, 'তোমরা কি বেশী জান, না আল্লাহ্?' আল্লাহ্র নিকট হইতে তাহার কাছে যে প্রমাণ আছে তাহা যে গোপন করে তাহার অপেক্ষা অধিকতর যালিম আর কে হইতে পারে? তোমরা যাহা কর আল্লাহ্ সে সম্বন্ধে অনবহিত নহেন।

١٤٠- أَمْ تَقُوْلُوْنَ إِنَّ إِبْرٰهٖمَ وَإِسْمٰعِيْلَ وَإِسْحٰقَ وَيَعْقُوْبَ وَالْأَسْبَاطَ كَانُوْا هُوْدًا أَوْ نَصٰرٰى ؕ قُلْ ءَأَنْتُمْ أَعْلَمُ أَمِ اللّٰهُ ؕ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ كَتَمَ شَهَادَةً عِنْدَهٗ مِنَ اللّٰهِ ؕ وَمَا اللّٰهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُوْنَ ۝

১৪১। সেই ছিল এক উম্মত, তাহা অতীত হইয়াছে। তাহারা যাহা অর্জন করিয়াছে তাহা তাহাদের। তোমরা যাহা অর্জন কর তাহা তোমাদের। তাহারা যাহা করিত সে সম্বন্ধে তোমাদিগকে কোন প্রশ্ন করা হইবে না।

١٤١- تِلْكَ أُمَّةٌ قَدْ خَلَتْ ۚ لَهَا مَا كَسَبَتْ وَلَكُمْ مَّا كَسَبْتُمْ ۚ وَلَا تُسْـَٔلُوْنَ عَمَّا كَانُوْا يَعْمَلُوْنَ ۝ ع

৯৭। রাসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-এর জন্য।

৯৮। বিভিন্ন ধর্মে আনুষ্ঠানিকভাবে রঙিন পানিতে ডুবাইয়া দীক্ষা দানের রীতি প্রচলিত রহিয়াছে। এখানে এই ধরনের রীতির অসারতা প্রতিপন্ন করার জন্য আল্লাহ্র রঙ صبغة অর্থাৎ আল্লাহ্র দীন গ্রহণ করার নির্দেশ দেওয়া হইয়াছে। অনুষ্ঠানের মধ্যে নয়, একনিষ্ঠভাবে আল্লাহ্র দীন গ্রহণ করাতেই সফলতা নিহিত। আয়াতে 'আমরা গ্রহণ করিলাম' বাক্যটি উহ্য আছে।

দ্বিতীয় পারা

[১৭]

الجزء ٢

١٤٢- سَيَقُولُ السُّفَهَآءُ مِنَ النَّاسِ مَا وَلّٰىهُمْ عَنْ قِبْلَتِهِمُ الَّتِىْ كَانُوْا عَلَيْهَا ؕ قُلْ لِّلّٰهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ ؕ يَهْدِىْ مَنْ يَّشَآءُ اِلٰى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيْمٍ ○

১৪২। নির্বোধ লোকেরা অচিরেই বলিবে যে, তাহারা এ যাবত যে কিবলা অনুসরণ করিয়া আসিতেছিল উহা হইতে কিসে[৯৯] তাহাদিগকে ফিরাইয়া দিল? বল, 'পূর্ব ও পশ্চিম আল্লাহ্‌রই। তিনি যাহাকে ইচ্ছা সরল পথে পরিচালিত করেন।'

١٤٣- وَكَذٰلِكَ جَعَلْنٰكُمْ اُمَّةً وَّسَطًا لِّتَكُوْنُوْا شُهَدَآءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُوْنَ الرَّسُوْلُ عَلَيْكُمْ شَهِيْدًا ؕ وَمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِىْ كُنْتَ عَلَيْهَآ اِلَّا لِنَعْلَمَ مَنْ يَّتَّبِعُ الرَّسُوْلَ مِمَّنْ يَّنْقَلِبُ عَلٰى عَقِبَيْهِ ؕ وَاِنْ كَانَتْ لَكَبِيْرَةً اِلَّا عَلَى الَّذِيْنَ هَدَى اللّٰهُ ؕ وَمَا كَانَ اللّٰهُ لِيُضِيْعَ اِيْمَانَكُمْ ؕ اِنَّ اللّٰهَ بِالنَّاسِ لَرَءُوْفٌ رَّحِيْمٌ ○

১৪৩। এইভাবে আমি তোমাদিগকে এক মধ্যপন্থী[১০০] জাতিরূপে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছি, যাহাতে তোমরা মানবজাতির জন্য সাক্ষীস্বরূপ এবং রাসূল তোমাদের জন্য সাক্ষীস্বরূপ হইবে[১০১]। তুমি এ যাবত যে কিবলা অনুসরণ করিতেছিলে উহাকে আমি এই উদ্দেশ্যে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলাম যাহাতে জানিতে পারি[১০২] কে রাসূলের অনুসরণ করে এবং কে ফিরিয়া যায়? আল্লাহ্ যাহাদিগকে সৎপথে পরিচালিত করিয়াছেন তাহারা ব্যতীত অপরের নিকট ইহা নিশ্চয় কঠিন। আল্লাহ্ এইরূপ নহেন যে, তোমাদের ঈমানকে ব্যর্থ করেন[১০৩]। নিশ্চয় আল্লাহ্ মানুষের প্রতি দয়ার্দ্র, পরম দয়ালু।

١٤٤- قَدْ نَرٰى تَقَلُّبَ وَجْهِكَ فِى السَّمَآءِ ۚ فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضٰىهَا ص

১৪৪। আকাশের দিকে তোমার বারবার তাকানোকে আমি অবশ্য লক্ষ্য করি। সুতরাং তোমাকে অবশ্যই এমন কিবলার দিকে ফিরাইয়া দিতেছি যাহা তুমি পসন্দ কর।

৯৯। হযরত মুহাম্মাদ (সাঃ) হিজরতের পর মদীনায় ১৬/১৭ মাস বায়তুল মুকাদ্দাসের দিকে মুখ করিয়া সালাত কায়েম করিতেন। অতঃপর তাঁহাকে বায়তুল্লাহ্‌র দিকে মুখ করিয়া সালাত কায়েম করিতে নির্দেশ দেওয়া হয়। যে দিকে মুখ করিয়া সালাত কায়েম করা হয় সে দিককে 'কিবলা' বলে। কিবলা পরিবর্তনের পরিপ্রেক্ষিতে সংশ্লিষ্ট আয়াত কয়টি অবতীর্ণ হয়।

১০০। 'উম্মাঃ ওয়াসাতান' اُمَّةً وَّسَطًا অর্থ মধ্যপন্থী উম্মত। হাদীছে ইহার ব্যাখ্যায় বলা হইয়াছে, মধ্য পন্থাই উৎকৃষ্ট পন্থা। চরম ও নরম উভয় পন্থাই বর্জনীয়।

১০১। কিয়ামত দিবসে নূহ (আঃ)-এর উম্মতগণ বলিবে, 'আমাদের নিকট কোন সতর্ককারী আসে নাই।' তখন নূহ (আঃ) বলিবেন, 'আমি হিদায়াতের বাণী তাহাদের নিকট পৌঁছাইয়াছি, হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) ও তাঁহার উম্মত আমার সাক্ষী।'-বুখারী।

১০২। আল্লাহ্ জানেন, তবে মানব সমাজে উহা প্রকাশ করিয়া দেওয়ার উদ্দেশ্যে।

১০৩। কিবলা পরিবর্তনের নির্দেশের পূর্বে যাঁহারা ইন্তিকাল করিয়াছিলেন তাঁহারা বায়তুল মুকাদ্দাসের দিকে মুখ করিয়া সালাত কায়েম করিয়াছিলেন। তাঁহাদের ঈমান ও সালাত কবূল হইয়াছে কি না ইহা লইয়া কাহারও কাহারও মনে সন্দেহের সৃষ্টি হয়, তখন ইরশাদ হয়।

فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ ؕ وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوْا وُجُوْهَكُمْ شَطْرَهٗ ؕ وَاِنَّ الَّذِيْنَ اُوْتُوا الْكِتٰبَ لَيَعْلَمُوْنَ اَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَّبِّهِمْ ؕ وَمَا اللّٰهُ بِغَافِلٍ عَمَّا يَعْمَلُوْنَ ○

অতএব তুমি মসজিদুল হারামের[১০৪] দিকে মুখ ফিরাও। তোমরা যেখানেই থাক না কেন উহার দিকে মুখ ফিরাও এবং যাহাদিগকে কিতাব দেওয়া হইয়াছে তাহারা নিশ্চিতভাবে জানে যে,[১০৫] উহা তাহাদের প্রতিপালকের প্রেরিত সত্য। তাহারা যাহা করে সে সম্বন্ধে আল্লাহ্ অনবহিত নহেন।

١٤٥- وَلَئِنْ اَتَيْتَ الَّذِيْنَ اُوْتُوا الْكِتٰبَ بِكُلِّ اٰيَةٍ مَّا تَبِعُوْا قِبْلَتَكَ ۚ وَمَا اَنْتَ بِتَابِعٍ قِبْلَتَهُمْ ۚ وَمَا بَعْضُهُمْ بِتَابِعٍ قِبْلَةَ بَعْضٍ ؕ وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ اَهْوَآءَهُمْ مِّنْۢ بَعْدِ مَا جَآءَكَ مِنَ الْعِلْمِ ۙ اِنَّكَ اِذًا لَّمِنَ الظّٰلِمِيْنَ ○

১৪৫। যাহাদিগকে কিতাব দেওয়া হইয়াছে তুমি যদি তাহাদের নিকট সমস্ত দলীল পেশ কর, তবুও তাহারা তোমার কিবলার অনুসরণ করিবে না; এবং তুমিও তাহাদের কিবলার অনুসারী নও, এবং তাহারাও পরস্পরের কিবলার অনুসারী নহে[১০৬]। তোমার নিকট জ্ঞান আসিবার পর তুমি যদি তাহাদের খেয়াল-খুশীর অনুসরণ কর নিশ্চয়ই তখন তুমি যালিমদের অন্তর্ভুক্ত হইবে।

١٤٦- اَلَّذِيْنَ اٰتَيْنٰهُمُ الْكِتٰبَ يَعْرِفُوْنَهٗ كَمَا يَعْرِفُوْنَ اَبْنَآءَهُمْ ؕ وَاِنَّ فَرِيْقًا مِّنْهُمْ لَيَكْتُمُوْنَ الْحَقَّ وَهُمْ يَعْلَمُوْنَ ○

১৪৬। আমি যাহাদিগকে কিতাব দিয়াছি তাহারা তাহাকে সেইরূপ জানে যেইরূপ তাহারা নিজেদের সন্তানগণকে চিনে[১০৭] এবং তাহাদের একদল জানিয়া-শুনিয়া সত্য গোপন করিয়া থাকে।

١٤٧- اَلْحَقُّ مِنْ رَّبِّكَ فَلَا تَكُوْنَنَّ مِنَ الْمُمْتَرِيْنَ ○

১৪৭। সত্য তোমার প্রতিপালকের নিকট হইতে প্রেরিত। সুতরাং তুমি সন্দিহানদের অন্তর্ভুক্ত হইও না।

[১৮]

١٤٨- وَلِكُلٍّ وِّجْهَةٌ هُوَ مُوَلِّيْهَا فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرٰتِ ؕ اَيْنَ مَا تَكُوْنُوْا

১৪৮। প্রত্যেকের একটি দিক রহিয়াছে, যেদিকে সে মুখ করে। অতএব তোমরা সৎকর্মে প্রতিযোগিতা কর। তোমরা যেখানেই

১০৪। মহাসম্মানিত মসজিদ—মক্কার সেই মসজিদ যাহা কা'বাকে পরিবেষ্টন করিয়া রাখিয়াছে।
১০৫। পূর্ববর্তী ধর্মগ্রন্থে উল্লিখিত ভবিষ্যদ্বাণীর মাধ্যমে কিতাবীরা জানিত, হযরত মুহাম্মাদ (সাঃ) ও তাঁহার উম্মতের কিবলা বায়তুল্লাহ্ই নির্ধারিত হইবে।
১০৬। ইয়াহূদীরা খৃষ্টানদের ও খৃষ্টানরা ইয়াহূদীদের কিবলার অনুসারী নহে।
১০৭। তাহাদের ধর্মগ্রন্থে হযরত মুহাম্মাদ (সাঃ)-এর শুভাগমনের ভবিষ্যদ্বাণী বর্ণিত ছিল।

থাক না কেন আল্লাহ্ তোমাদের সকলকে একত্র করিবেন। নিশ্চয়ই আল্লাহ্ সর্ব বিষয়ে সর্বশক্তিমান।

يَأْتِ بِكُمُ اللّٰهُ جَمِيعًا ۚ
إِنَّ اللّٰهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ○

১৪৯। যেখান হইতেই তুমি বাহির হও না কেন মসজিদুল হারামের দিকে মুখ ফিরাও। ইহা নিশ্চয় তোমার প্রতিপালকের নিকট হইতে প্রেরিত সত্য। তোমরা যাহা কর সে সম্বন্ধে আল্লাহ্ অনবহিত নহেন।

١٤٩- وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ
شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ ۖ وَإِنَّهُ لَلْحَقُّ
مِنْ رَبِّكَ ۗ وَمَا اللّٰهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ ○

১৫০। তুমি যেখান হইতেই বাহির হও না কেন মসজিদুল হারামের দিকে মুখ ফিরাও এবং তোমরা যেখানেই থাক না কেন উহার দিকে মুখ ফিরাইবে, যাহাতে তাহাদের মধ্যে যালিমদের ব্যতীত অপর লোকের তোমাদের বিরুদ্ধে বিতর্কের কিছু না থাকে। সুতরাং তাহাদিগকে ভয় করিও না, শুধু আমাকেই ভয় কর। যাহাতে আমি আমার নি'মাত তোমাদিগকে পূর্ণরূপে দান করিতে পারি এবং যাহাতে তোমরা সৎপথে পরিচালিত হইতে পার।

١٥٠- وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ
شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ ۖ وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ
فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ لِئَلَّا يَكُونَ
لِلنَّاسِ عَلَيْكُمْ حُجَّةٌ ۙ
إِلَّا الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ
فَلَا تَخْشَوْهُمْ وَاخْشَوْنِي ۙ
وَلِأُتِمَّ نِعْمَتِي عَلَيْكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ ○

১৫১। যেমন আমি তোমাদের মধ্য হইতে তোমাদের নিকট রাসূল প্রেরণ করিয়াছি, যে আমার আয়াতসমূহ তোমাদের নিকট তিলাওয়াত করে, তোমাদিগকে পবিত্র করে এবং কিতাব ও হিকমত শিক্ষা দেয় আর তোমরা যাহা জানিতে না তাহা শিক্ষা দেয়।

١٥١- كَمَا أَرْسَلْنَا فِيكُمْ رَسُولًا مِنْكُمْ
يَتْلُوا عَلَيْكُمْ آيَاتِنَا
وَيُزَكِّيكُمْ وَيُعَلِّمُكُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ
وَيُعَلِّمُكُمْ مَا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ ○

১৫২। সুতরাং তোমরা আমাকেই স্মরণ কর, আমিও তোমাদিগকে স্মরণ করিব। তোমরা আমার প্রতি কৃতজ্ঞ হও এবং কৃতঘ্ন হইও না।

١٥٢- فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ
وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونِ ○

[১৯]

১৫৩। হে মু'মিনগণ! ধৈর্য ও সালাতের মাধ্যমে তোমরা সাহায্য প্রার্থনা কর। নিশ্চয়ই আল্লাহ্ ধৈর্যশীলদের সহিত আছেন।

١٥٣- يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اسْتَعِينُوا
بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ ۚ إِنَّ اللّٰهَ مَعَ الصَّابِرِينَ ○

Contents

١٥٤- وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُّقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللّٰهِ
أَمْوَاتٌ ؕ بَلْ أَحْيَاءٌ وَّلٰكِنْ لَّا تَشْعُرُونَ ○

১৫৪। আল্লাহ্‌র পথে যাহারা নিহত হয় তাহাদিগকে মৃত বলিও না, বরং তাহারা জীবিত;[১০৮] কিন্তু তোমরা উপলব্ধি করিতে পার না।

١٥٥- وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ
وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ
وَالْأَنْفُسِ وَالثَّمَرٰتِ ؕ وَبَشِّرِ الصّٰبِرِينَ ○

১৫৫। আমি তোমাদিগকে কিছু ভয়, ক্ষুধা এবং ধন-সম্পদ, জীবন ও ফল-ফসলের ক্ষয়ক্ষতি দ্বারা অবশ্যই পরীক্ষা করিব। তুমি শুভ সংবাদ দাও ধৈর্যশীলগণকে—

١٥٦- الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُّصِيبَةٌ ۙ
قَالُوا إِنَّا لِلّٰهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رٰجِعُونَ ○

১৫৬। যাহারা তাহাদের উপর বিপদ আপতিত হইলে বলে, 'আমরা তো আল্লাহ্‌রই এবং নিশ্চিতভাবে তাঁহার দিকেই প্রত্যাবর্তনকারী।'

١٥٧- أُولٰٓئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوٰتٌ مِّنْ رَّبِّهِمْ
وَرَحْمَةٌ ۟
وَأُولٰٓئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ ○

১৫৭। ইহারাই তাহারা যাহাদের প্রতি তাহাদের প্রতিপালকের নিকট হইতে বিশেষ অনুগ্রহ ও রহমত বর্ষিত হয়, আর ইহারাই সৎপথে পরিচালিত।

١٥٨- إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَآئِرِ اللّٰهِ ۚ
فَمَنْ حَجَّ الْبَيْتَ أَوِ اعْتَمَرَ
فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِ أَنْ يَّطَّوَّفَ بِهِمَا ؕ
وَمَنْ تَطَوَّعَ خَيْرًا ۙ فَإِنَّ اللّٰهَ شَاكِرٌ عَلِيمٌ ○

১৫৮। নিশ্চয়ই সাফা ও মারওয়া[১০৯] আল্লাহ্‌র নিদর্শনসমূহের অন্তর্ভুক্ত। সুতরাং যে কেহ কা'বা গৃহের হজ্জ কিংবা 'উমরা সম্পন্ন করে এই দুইটির মধ্যে সা'ঈ করিলে তাহার কোন পাপ নাই[১১০] আর কেহ স্বতঃস্ফূর্তভাবে সৎকার্য করিলে আল্লাহ্ তো পুরস্কারদাতা,[১১১] সর্বজ্ঞ।

١٥٩- إِنَّ الَّذِينَ يَكْتُمُونَ مَا
أَنْزَلْنَا مِنَ الْبَيِّنٰتِ وَالْهُدٰى

১৫৯। নিশ্চয়ই আমি যে সব স্পষ্ট নিদর্শন ও পথনির্দেশ অবতীর্ণ করিয়াছি মানুষের

১০৮। দ্রঃ ৩ ঃ ১৬৯।

১০৯। সাফা ও মারওয়া কা'বা শরীফের নিকটস্থ দুইটি পাহাড়। শিশু ইসমা'ঈল (আঃ) ও তাঁহার মাতা বিবি হাজিরার জনমানবহীন মরু প্রান্তরে নির্বাসন (১৪ ঃ ৩৭), খাদ্য ও পানির অভাবে ইসমা'ঈলের মৃতপ্রায় অবস্থা এবং তজ্জনিত মাতা হাজিরার নিদারুণ মর্মপীড়ার কথা স্মরণ করাইয়া দেয় এই দুই পাহাড়। এখানে এককালে সবরের পূর্ণ বিকাশ ঘটিয়াছিল, আল্লাহ্‌র অনুগ্রহে প্রস্রবণ (যম্‌যম্) প্রবাহিত হইয়াছিল এবং সর্বোপরি একটি মহান আদর্শ প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। কাজেই এই পাহাড় দুইটি আল্লাহ্‌র নিদর্শনাদির অন্তর্ভুক্ত বলিয়া পরিগণিত।

১১০। হজ্জ ও 'উমরার সময় সাফা ও মারওয়া পাহাড়ের মধ্যবর্তী স্থানে বিশেষ নিয়মে দৌড়ানোর (সা'ঈ) নিয়ম ইব্‌রাহীম (আঃ)-এর সময় হইতে প্রচলিত রহিয়াছে। মুশরিকগণ হজ্জ ও 'উমরার অনুষ্ঠানাদিতে শির্‌ক ও বিদ'আতের প্রবর্তন করিয়াছিল। তাহারা এই পাহাড়দ্বয়ে দেবমূর্তি স্থাপন করিয়া সা'ঈ-এর সময়ে এইগুলি প্রদক্ষিণ করিত। এই কারণে কোন কোন সাহাবী, বিশেষত আনসারদের অনেকে সেখানে সা'ঈ করা গুনাহ্‌র কাজ বলিয়া মনে করিতেন। *এই পরিপ্রেক্ষিতে আয়াতটি অবতীর্ণ হয়। এখানে তাওয়াফ সা'ঈ অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে।*

১১১। শাকিরুন شاكر -এর শাব্দিক অর্থ কৃতজ্ঞ। ইহা আল্লাহ্‌র প্রতি প্রযোজ্য হইলে ইহার অর্থ হয় গুণগ্রাহী বা পুরস্কারদাতা।

مِنْۢ بَعْدِ مَا بَيَّنّٰهُ لِلنَّاسِ فِى الْكِتٰبِ ۙ اُولٰٓئِكَ يَلْعَنُهُمُ اللّٰهُ وَيَلْعَنُهُمُ اللّٰعِنُوْنَ ۙ

জন্য কিতাবে উহা স্পষ্টভাবে ব্যক্ত করার পরও যাহারা উহা গোপন রাখে আল্লাহ্ তাহাদিগকে লা'নত দেন[১১২] এবং অভিশাপকারিগণও তাহাদিগকে অভিশাপ দেয়[১১৩]।

١٦٠- اِلَّا الَّذِيْنَ تَابُوْا وَاَصْلَحُوْا وَبَيَّنُوْا فَاُولٰٓئِكَ اَتُوْبُ عَلَيْهِمْ ۚ وَاَنَا التَّوَّابُ الرَّحِيْمُ ○

১৬০। কিন্তু যাহারা তওবা করে এবং নিজদিগকে সংশোধন করে আর সত্যকে সুস্পষ্টভাবে ব্যক্ত করে, ইহারাই তাহারা যাহাদের তওবা আমি কবূল করি, আমি অতিশয় তওবা গ্রহণকারী, পরম দয়ালু।

١٦١- اِنَّ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا وَمَاتُوْا وَهُمْ كُفَّارٌ اُولٰٓئِكَ عَلَيْهِمْ لَعْنَةُ اللّٰهِ وَالْمَلٰٓئِكَةِ وَالنَّاسِ اَجْمَعِيْنَ ۙ

১৬১। নিশ্চয়ই যাহারা কুফরী করে এবং কাফিররূপে মারা যায় তাহাদের উপর লা'নত আল্লাহ্ এবং ফিরিশতাগণ ও সকল মানুষের।

١٦٢- خٰلِدِيْنَ فِيْهَا ۚ لَا يُخَفَّفُ عَنْهُمُ الْعَذَابُ وَلَا هُمْ يُنْظَرُوْنَ ○

১৬২। উহাতে[১১৪] তাহারা স্থায়ী হইবে। তাহাদের শাস্তি লঘু করা হইবে না এবং তাহাদিগকে কোন বিরামও দেওয়া হইবে না।

١٦٣- وَاِلٰهُكُمْ اِلٰهٌ وَّاحِدٌ ۚ لَآ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ الرَّحْمٰنُ الرَّحِيْمُ ○ ع

১৬৩। আর তোমাদের ইলাহ্ এক ইলাহ্, তিনি ব্যতীত অন্য কোন ইলাহ্ নাই। তিনি দয়াময়, অতি দয়ালু।

[২০]

١٦٤- اِنَّ فِىْ خَلْقِ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ وَاخْتِلَافِ الَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَالْفُلْكِ الَّتِىْ تَجْرِىْ فِى الْبَحْرِ بِمَا يَنْفَعُ النَّاسَ وَمَآ اَنْزَلَ اللّٰهُ مِنَ السَّمَآءِ مِنْ مَّآءٍ فَاَحْيَا بِهِ الْاَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا

১৬৪। নিশ্চয়ই আকাশমণ্ডল ও পৃথিবীর সৃষ্টিতে, রাত্রি ও দিবসের পরিবর্তনে, যাহা মানুষের হিত সাধন করে তাহা সহ সমুদ্রে বিচরণশীল নৌযানসমূহে, আল্লাহ্ আকাশ হইতে যে বারিবর্ষণ দ্বারা ধরিত্রীকে তাহার মৃত্যুর পর পুনর্জীবিত করেন তাহাতে এবং তাহার মধ্যে যাবতীয় জীবজন্তুর বিস্তারণে,

১১২। আল্লাহ্র রহমত হইতে তাহারা বিতাড়িত।

১১৩। তাহাদের গুনাহ্র ফলে সৃষ্টিতে বিপর্যয় আসে বলিয়া আল্লাহ্র অনুগত সকল সৃষ্টি তাহাদের জন্য বদ-দু'আ করে।

১১৪। উহাতে অর্থাৎ লা'নতে ও অভিশপ্ত অবস্থায়।

وَبَثَّ فِيهَا مِن كُلِّ دَآبَّةٍ وَتَصْرِيفِ الرِّيٰحِ وَالسَّحَابِ الْمُسَخَّرِ بَيْنَ السَّمَآءِ وَالْأَرْضِ لَاٰيٰتٍ لِّقَوْمٍ يَعْقِلُونَ ○

বায়ুর দিক পরিবর্তনে, আকাশ ও পৃথিবীর মধ্যে নিয়ন্ত্রিত মেঘমালাতে জ্ঞানবান জাতির জন্য নিদর্শন রহিয়াছে।

١٦٥- وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَندَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ ۖ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِّلَّهِ ۗ وَلَوْ يَرَى الَّذِينَ ظَلَمُوا إِذْ يَرَوْنَ الْعَذَابَ ۙ أَنَّ الْقُوَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا ۙ وَأَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعَذَابِ ○

১৬৫। তথাপি মানুষের মধ্যে কেহ কেহ আল্লাহ্ ছাড়া অপরকে আল্লাহ্র সমকক্ষরূপে গ্রহণ করে এবং আল্লাহ্কে ভালবাসার ন্যায় তাহাদিগকে ভালবাসে; কিন্তু যাহারা ঈমান আনিয়াছে আল্লাহ্র প্রতি ভালবাসায় তাহারা সুদৃঢ়। যালিমেরা শাস্তি প্রত্যক্ষ করিলে যেমন বুঝিবে, হায়! এখন যদি তাহারা তেমন বুঝিত যে, সমস্ত শক্তি আল্লাহ্রই এবং আল্লাহ্ শাস্তি দানে অত্যন্ত কঠোর!

١٦٦- إِذْ تَبَرَّأَ الَّذِينَ اتُّبِعُوا مِنَ الَّذِينَ اتَّبَعُوا وَرَأَوُا الْعَذَابَ وَتَقَطَّعَتْ بِهِمُ الْأَسْبَابُ ○

১৬৬। যখন অনুসৃতগণ[১১৫] অনুসরণকারীদের দায়িত্ব অস্বীকার করিবে এবং তাহারা শাস্তি প্রত্যক্ষ করিবে ও তাহাদের মধ্যকার সমস্ত সম্পর্ক ছিন্ন হইয়া যাইবে,

١٦٧- وَقَالَ الَّذِينَ اتَّبَعُوا لَوْ أَنَّ لَنَا كَرَّةً فَنَتَبَرَّأَ مِنْهُمْ كَمَا تَبَرَّءُوا مِنَّا ۗ كَذَٰلِكَ يُرِيهِمُ اللَّهُ أَعْمَالَهُمْ حَسَرَاتٍ عَلَيْهِمْ ۖ وَمَا هُم بِخَارِجِينَ مِنَ النَّارِ ○

১৬৭। আর যাহারা অনুসরণ করিয়াছিল তাহারা বলিবে, 'হায়! যদি একবার আমাদের প্রত্যাবর্তন ঘটিত তবে আমরাও তাহাদের সম্পর্ক ছিন্ন করিতাম যেমন তাহারা আমাদের সম্পর্ক ছিন্ন করিল।' এইভাবে আল্লাহ্ তাহাদের কার্যাবলী তাহাদের পরিতাপরূপে তাহাদিগকে দেখাইবেন আর তাহারা কখনও অগ্নি হইতে বাহির হইতে পারিবে না।

[২১]

١٦٨- يَا أَيُّهَا النَّاسُ كُلُوا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلَالًا طَيِّبًا وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ ۚ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ ○

১৬৮। হে মানবজাতি! পৃথিবীতে যাহা কিছু বৈধ ও পবিত্র খাদ্যবস্তু রহিয়াছে তাহা হইতে তোমরা আহার কর এবং শয়তানের পদাঙ্ক অনুসরণ করিও না, নিশ্চয় সে তোমাদের প্রকাশ্য শত্রু।

১১৫। অনুসৃতগণ হইতেছে তাহাদের নেতৃবৃন্দ যাহারা তাহাদিগকে বিপথে পরিচালিত করিয়াছে।

১৬৯। সে তো কেবল তোমাদিগকে মন্দ ও অশ্লীল কার্যের এবং আল্লাহ্ সম্বন্ধে তোমরা জান না এমন সব বিষয় বলার নির্দেশ দেয়।

١٦٩- اِنَّمَا يَاْمُرُكُمْ بِالسُّوْٓءِ وَ الْفَحْشَآءِ وَ اَنْ تَقُوْلُوْا عَلَى اللّٰهِ مَا لَا تَعْلَمُوْنَ ۝

১৭০। যখন তাহাদিগকে বলা হয়, 'আল্লাহ্ যাহা অবতীর্ণ করিয়াছেন তাহা তোমরা অনুসরণ কর', তাহারা বলে, 'না, বরং আমরা আমাদের পিতৃপুরুষদিগকে যাহাতে পাইয়াছি তাহার অনুসরণ করিব।' এমন কি, তাহাদের পিতৃ-পুরুষগণ যদিও কিছুই বুঝিত না এবং তাহারা সৎপথেও পরিচালিত ছিল না, তথাপিও?

١٧٠- وَ اِذَا قِيْلَ لَهُمُ اتَّبِعُوْا مَآ اَنْزَلَ اللّٰهُ قَالُوْا بَلْ نَتَّبِعُ مَآ اَلْفَيْنَا عَلَيْهِ اٰبَآءَنَا ؕ اَوَ لَوْ كَانَ اٰبَآؤُهُمْ لَا يَعْقِلُوْنَ شَيْئًا وَّ لَا يَهْتَدُوْنَ ۝

১৭১। যাহারা কুফরী করে তাহাদের উপমা যেমন কোন ব্যক্তি এমন কিছুকে ডাকে যাহা হাঁক-ডাক ছাড়া আর কিছুই শ্রবণ করে না—বধির, মূক, অন্ধ,[১১৬] সুতরাং তাহারা বুঝিবে না।

١٧١- وَ مَثَلُ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا كَمَثَلِ الَّذِيْ يَنْعِقُ بِمَا لَا يَسْمَعُ اِلَّا دُعَآءً وَّ نِدَآءً ؕ صُمٌّۢ بُكْمٌ عُمْيٌ فَهُمْ لَا يَعْقِلُوْنَ ۝

১৭২। হে মু'মিনগণ! তোমাদিগকে আমি যে সব পবিত্র বস্তু দিয়াছি তাহা হইতে আহার কর এবং আল্লাহ্‌র নিকট কৃতজ্ঞতা প্রকাশ কর যদি তোমরা শুধু তাঁহারই 'ইবাদত কর।

١٧٢- يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا كُلُوْا مِنْ طَيِّبٰتِ مَا رَزَقْنٰكُمْ وَ اشْكُرُوْا لِلّٰهِ اِنْ كُنْتُمْ اِيَّاهُ تَعْبُدُوْنَ ۝

১৭৩। নিশ্চয় আল্লাহ্ মৃত জন্তু, রক্ত,[১১৭] শূকর-মাংস এবং যাহার উপর আল্লাহ্‌র নাম ব্যতীত অন্যের নাম উচ্চারিত হইয়াছে[১১৭ক], তাহা তোমাদের জন্য হারাম করিয়াছেন। কিন্তু যে অনন্যোপায় অথচ নাফরমান কিংবা সীমালংঘনকারী নয় তাহার কোন পাপ

١٧٣- اِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَ الدَّمَ وَ لَحْمَ الْخِنْزِيْرِ وَ مَآ اُهِلَّ بِهٖ لِغَيْرِ اللّٰهِ ۚ فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَّ لَا عَادٍ فَلَآ اِثْمَ عَلَيْهِ ؕ

১১৬। দ্রঃ টীকা নং ১২।
১১৭। প্রবাহিত রক্ত, যবাহ্ করার পর ধমনী ও শিরা হইতে নির্গত প্রবহমান রক্ত, ইহা হারাম ও নাপাক (৬ ঃ ১৪৫); জমাট রক্তও তদ্রূপ।
১১৭ ক। যবাহ্-এর কালে।

إِنَّ اللّٰهَ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ ○

হইবে না।[১১৮] নিশ্চয়ই আল্লাহ্ অতি ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।

١٧٤-إِنَّ الَّذِيْنَ يَكْتُمُوْنَ مَآ أَنْزَلَ اللّٰهُ مِنَ الْكِتٰبِ وَيَشْتَرُوْنَ بِهٖ ثَمَنًا قَلِيْلًا ۙ أُولٰٓئِكَ مَا يَأْكُلُوْنَ فِيْ بُطُوْنِهِمْ إِلَّا النَّارَ وَلَا يُكَلِّمُهُمُ اللّٰهُ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ وَلَا يُزَكِّيْهِمْ ۚ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيْمٌ ○

১৭৪। আল্লাহ্ যে কিতাব অবতীর্ণ করিয়াছেন যাহারা তাহা গোপন রাখে ও বিনিময়ে তুচ্ছ মূল্য[১১৯] গ্রহণ করে তাহারা নিজেদের জঠরে অগ্নি ব্যতীত আর কিছু পুরে না। কিয়ামতের দিন আল্লাহ্ তাহাদের সাথে কথা বলিবেন না এবং তাহাদিগকে পবিত্র করিবেন না। তাহাদের জন্য মর্মন্তুদ শাস্তি রহিয়াছে।

١٧٥-أُولٰٓئِكَ الَّذِيْنَ اشْتَرَوُا الضَّلٰلَةَ بِالْهُدٰى وَالْعَذَابَ بِالْمَغْفِرَةِ ۚ فَمَآ أَصْبَرَهُمْ عَلَى النَّارِ ○

১৭৫। তাহারাই সৎ পথের বিনিময়ে ভ্রান্ত পথ এবং ক্ষমার পরিবর্তে শাস্তি ক্রয় করিয়াছে; আগুন সহ্য করিতে তাহারা কতই না ধৈর্যশীল!

١٧٦-ذٰلِكَ بِأَنَّ اللّٰهَ نَزَّلَ الْكِتٰبَ بِالْحَقِّ ۗ وَإِنَّ الَّذِيْنَ اخْتَلَفُوْا فِي الْكِتٰبِ لَفِيْ شِقَاقٍ بَعِيْدٍ ○ ع

১৭৬। ইহা এইহেতু যে, আল্লাহ্ সত্যসহ কিতাব অবতীর্ণ করিয়াছেন এবং যাহারা কিতাব সম্বন্ধে মতভেদ সৃষ্টি করিয়াছে নিশ্চয় তাহারা দুস্তর মতভেদে রহিয়াছে।

[২২]

١٧٧-لَيْسَ الْبِرَّ أَنْ تُوَلُّوْا وُجُوْهَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَلٰكِنَّ الْبِرَّ مَنْ اٰمَنَ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ وَالْمَلٰٓئِكَةِ وَالْكِتٰبِ وَالنَّبِيّٖنَ ۚ وَاٰتَى الْمَالَ عَلٰى حُبِّهٖ ذَوِي الْقُرْبٰى وَالْيَتٰمٰى وَالْمَسٰكِيْنَ وَابْنَ السَّبِيْلِ ۙ وَالسَّآئِلِيْنَ وَفِي الرِّقَابِ ۚ وَأَقَامَ الصَّلٰوةَ وَاٰتَى الزَّكٰوةَ ۚ وَالْمُوْفُوْنَ بِعَهْدِهِمْ

১৭৭। পূর্ব এবং পশ্চিম দিকে তোমাদের মুখ ফিরানোতে কোন পুণ্য নাই; কিন্তু পুণ্য আছে কেহ আল্লাহ্, পরকাল, ফিরিশতা-গণ, সমস্ত কিতাব এবং নবীগণে ঈমান আনয়ন করিলে এবং আল্লাহ্-প্রেমে[১২০] আত্মীয়-স্বজন, পিতৃহীন, অভাবগ্রস্ত, পর্যটক, সাহায্যপ্রার্থিগণকে এবং দাসমুক্তির জন্য অর্থ দান করিলে, সালাত কায়েম করিলে ও যাকাত প্রদান করিলে এবং প্রতিশ্রুতি দিয়া তাহা পূর্ণ করিলে,

১১৮। অনন্যোপায় হইয়া কেবলমাত্র প্রাণ রক্ষার জন্য বর্ণিত হারাম বস্তু হইতে প্রয়োজন অনুযায়ী কিছু ভক্ষণ করিলে গুনাহ্ হইবে না।

১১৯। দুনিয়ার সম্পদ মাত্রই তুচ্ছ।

১২০। وَاٰتَى الْمَالَ عَلٰى حُبِّهٖ আয়াতের حبه শব্দটির ه সর্বনাম দ্বারা আল্লাহ্ অথবা ধন-সম্পদ উভয়কেই বুঝায়। এখানে على حبه -এর অর্থ আল্লাহ্-প্রেম লওয়া হইয়াছে। আল্লাহ্-প্রেমে উদ্বুদ্ধ হইয়া দীন-দরিদ্রকে দান করাই নিঃস্বার্থ দান।

اِذَا عٰهَدُوْا ۚ وَالصّٰبِرِيْنَ فِى الْبَاْسَآءِ وَالضَّرَّآءِ وَحِيْنَ الْبَاْسِ ؕ اُولٰٓئِكَ الَّذِيْنَ صَدَقُوْا ؕ وَاُولٰٓئِكَ هُمُ الْمُتَّقُوْنَ ○

অর্থ-সংকটে, দুঃখ-ক্লেশে ও সংগ্রাম-সংকটে ধৈর্য ধারণ করিলে। ইহারাই তাহারা যাহারা সত্যপরায়ণ এবং ইহারাই মুত্তাকী।

١٧٨- يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِى الْقَتْلٰى ؕ اَلْحُرُّ بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ وَالْاُنْثٰى بِالْاُنْثٰى ؕ فَمَنْ عُفِىَ لَهٗ مِنْ اَخِيْهِ شَىْءٌ فَاتِّبَاعٌ ۢ بِالْمَعْرُوْفِ وَاَدَآءٌ اِلَيْهِ بِاِحْسَانٍ ؕ ذٰلِكَ تَخْفِيْفٌ مِّنْ رَّبِّكُمْ وَرَحْمَةٌ ؕ فَمَنِ اعْتَدٰى بَعْدَ ذٰلِكَ فَلَهٗ عَذَابٌ اَلِيْمٌ ○

১৭৮। হে মু'মিনগণ! নিহতদের ব্যাপারে তোমাদের জন্য কিসাসের[১২১] বিধান দেওয়া হইয়াছে। স্বাধীন ব্যক্তির বদলে স্বাধীন ব্যক্তি, ক্রীতদাসের বদলে ক্রীতদাস ও নারীর বদলে নারী[১২২], কিন্তু তাহার ভাইয়ের পক্ষ হইতে কিছুটা ক্ষমা প্রদর্শন করা হইলে যথাযথ বিধির অনুসরণ করা ও সততার সহিত তাহার দেয় আদায় বিধেয়[১২৩]। ইহা তোমাদের প্রতিপালকের পক্ষ হইতে ভার লাঘব ও অনুগ্রহ। ইহার পরও যে সীমা লংঘন করে তাহার জন্য মর্মন্তুদ শাস্তি রহিয়াছে।

١٧٩- وَلَكُمْ فِى الْقِصَاصِ حَيٰوةٌ يّٰٓاُولِى الْاَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُوْنَ ○

১৭৯। হে বোধসম্পন্ন ব্যক্তিগণ! কিসাসের মধ্যে তোমাদের জন্য জীবন রহিয়াছে[১২৪], যাহাতে তোমরা সাবধান হইতে পার।

١٨٠- كُتِبَ عَلَيْكُمْ اِذَا حَضَرَ اَحَدَكُمُ الْمَوْتُ اِنْ تَرَكَ خَيْرَا ۖۚ اِلْوَصِيَّةُ لِلْوَالِدَيْنِ وَالْاَقْرَبِيْنَ بِالْمَعْرُوْفِ ۚ

১৮০। তোমাদের মধ্যে কাহারও মৃত্যুকাল উপস্থিত হইলে সে যদি ধন-সম্পত্তি রাখিয়া যায় তবে ন্যায়ানুগ প্রথামত তাহার পিতা-মাতা ও আত্মীয়-স্বজনের জন্য ওসিয়াত করার[১২৫] বিধান তোমাদিগকে

১২১। القود - تتبع الدم بالقود طلب الدم بالقود প্রতিশোধ গ্রহণ করার জন্য হত্যার দাবি করা। সজ্ঞানে অন্যায়ভাবে কেহ কাহাকে হত্যা করিলে বিনিময়ে হত্যাকারীকে হত্যা করার যে বিধান রহিয়াছে, ইসলামী পরিভাষায় তাহাকে 'কিসাস' বলে।

১২২। জাহিলী যুগে নরহত্যার শাস্তির ব্যাপারে গোত্রে গোত্রে, প্রবলে দুর্বলে ও কুলীনে অকুলীনে পার্থক্য করার নিয়ম ছিল। সম্ভ্রান্ত বা শক্তিশালী দলের এক ব্যক্তি দুর্বল অথবা নিম্নশ্রেণীর কাহারো দ্বারা নিহত হইলে হত্যাকারীর সংগে তাহার গোত্রের বা দলের আরো কিছু লোককে হত্যা করা হইত। অন্যদিকে হত্যাকারী সবল বা সম্ভ্রান্ত হইলে প্রাণদণ্ড এড়াইয়া যাইত। এই ধরনের নিয়ম রহিত করিয়া কেবলমাত্র হত্যাকারীকে, সে যে-ই হউক না কেন, প্রাণদণ্ড দানের নির্দেশ দেওয়া হইয়াছে (দ্রঃ ৫ ঃ ৪৫) اخيه তাহার ভাই, এখানে ভ্রাতৃত্ববোধ জাগ্রত করার জন্য উত্তরাধিকারীকে ভাই বলা হইয়াছে।

১২৩। নিহত ব্যক্তির উত্তরাধিকারী হত্যাকারীকে ক্ষমা করিলে হত্যাকারীর নিকট বিধিমত دية অর্থাৎ অর্থদণ্ডের দাবি করিতে পারে। এরূপ ক্ষেত্রে হত্যাকারীকে যথাযথভাবে উক্ত দাবি পূর্ণ করিতে হইবে।

১২৪। কিসাসের বিধান অন্যায় হত্যা বন্ধ করিয়া জীবনের নিরাপত্তার নিশ্চয়তা প্রদান করিয়াছে।

১২৫। মৃত্যুর পূর্বে সম্পত্তি বন্টনের নির্দেশ দানকে ওসিয়াত বলা হয়।

حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِيْنَ ○

দেওয়া হইল[১২৬]। ইহা মুত্তাকীদের জন্য একটি কর্তব্য।

١٨١-فَمَنْۢ بَدَّلَهٗ بَعْدَ مَا سَمِعَهٗ فَاِنَّمَاۤ اِثْمُهٗ عَلَى الَّذِيْنَ يُبَدِّلُوْنَهٗ ؕ اِنَّ اللّٰهَ سَمِيْعٌ عَلِيْمٌ ○

১৮১। উহা শ্রবণ করিবার পর যদি কেহ উহার পরিবর্তন সাধন করে, তবে যাহারা পরিবর্তন করিবে অপরাধ তাহাদেরই। নিশ্চয়ই আল্লাহ্ সর্বশ্রোতা, সর্বজ্ঞ।

١٨٢-فَمَنْ خَافَ مِنْ مُّوْصٍ جَنَفًا اَوْ اِثْمًا فَاَصْلَحَ بَيْنَهُمْ فَلَاۤ اِثْمَ عَلَيْهِ ؕ اِنَّ اللّٰهَ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ ○ ع ٢٢

১৮২। তবে যদি কেহ ওসিয়াতকারীর পক্ষপাতিত্ব কিংবা অন্যায়ের আশংকা করে, অতঃপর সে তাহাদের মধ্যে মীমাংসা করিয়া দেয়, তবে তাহার কোন অপরাধ নাই। নিশ্চয়ই আল্লাহ্ ক্ষমাপরায়ণ, পরম দয়ালু।

[২৩]

١٨٣-يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُوْنَ ○

১৮৩। হে মু'মিনগণ! তোমাদের জন্য সিয়ামের[১২৭] বিধান দেওয়া হইল, যেমন বিধান তোমাদের পূর্ববর্তিগণকে দেওয়া হইয়াছিল, যাহাতে তোমরা মুত্তাকী হইতে পার—

١٨٤-اَيَّامًا مَّعْدُوْدٰتٍ ؕ فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَّرِيْضًا اَوْ عَلٰى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ اَيَّامٍ اُخَرَ ؕ وَعَلَى الَّذِيْنَ يُطِيْقُوْنَهٗ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِيْنٍ ؕ فَمَنْ تَطَوَّعَ خَيْرًا فَهُوَ خَيْرٌ لَّهٗ ؕ وَاَنْ تَصُوْمُوْا خَيْرٌ لَّكُمْ اِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُوْنَ ○

১৮৪। সিয়াম নির্দিষ্ট কয়েক দিনের। তোমাদের মধ্যে কেহ পীড়িত হইলে বা সফরে থাকিলে অন্য সময় এই সংখ্যা পূরণ করিয়া লইতে হইবে। ইহা যাহাদিগকে সাতিশয় কষ্ট[১২৮] দেয় তাহাদের কর্তব্য ইহার পরিবর্তে ফিদ্‌য়া—একজন অভাবগ্রস্তকে খাদ্য দান[১২৯] করা। যদি কেহ স্বতঃস্ফূর্তভাবে সৎকাজ করে তবে উহা তাহার পক্ষে অধিক কল্যাণকর। আর সিয়াম পালন করাই তোমাদের জন্য অধিকতর কল্যাণপ্রসূ যদি তোমরা জানিতে।

১২৬। পরবর্তীতে মীরাছের আয়াতে (৪ ঃ ১১, ১২, ১৭৬) সম্পত্তিতে যাহাদের অংশ নির্ধারিত করিয়া দেওয়া হইয়াছে তাহাদের পক্ষে ওসিয়াতের আর প্রয়োজন নাই, সুতরাং তাহাদের জন্য ওসিয়াত রহিত করা হইয়াছে। অনধিক এক-তৃতীয়াংশ সম্পত্তির ওসয়াত (শর্তাধীনে) করা যায়। উহা বাধ্যতামূলক নহে।

১২৭। সুব্‌হে সাদিক হইতে সূর্যাস্ত পর্যন্ত পানাহার ও স্ত্রী-সংগম হইতে বিরত থাকাকে ইসলামী পরিভাষায় 'সিয়াম' বলে।

১২৮। এমন কষ্ট যাহা শরী'আতের দৃষ্টিতে ওযর বলিয়া গণ্য, যেমন অতি বার্ধক্য, চিররোগ ইত্যাদি।

১২৯। অর্থাৎ এক দিনের সাওমের পরিবর্তে একজন দরিদ্রকে দুইবেলা পেট ভরিয়া খাইতে দেওয়া।

١٨٥- شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِيْٓ اُنْزِلَ فِيْهِ الْقُرْاٰنُ هُدًى لِّلنَّاسِ وَبَيِّنٰتٍ مِّنَ الْهُدٰى وَالْفُرْقَانِ ۚ فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ ۖ وَمَنْ كَانَ مَرِيْضًا اَوْ عَلٰى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ اَيَّامٍ اُخَرَ ۖ يُرِيْدُ اللّٰهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيْدُ بِكُمُ الْعُسْرَ وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللّٰهَ عَلٰى مَا هَدٰىكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُوْنَ ○

১৮৫। রামাযান মাস, ইহাতে মানুষের দিশারী এবং সৎপথের স্পষ্ট নিদর্শন ও সত্যাসত্যের পার্থক্যকারীরূপে কুরআন অবতীর্ণ হইয়াছে। সুতরাং তোমাদের মধ্যে যাহারা এই মাস পাইবে তাহারা যেন এই মাসে সিয়াম পালন করে। এবং কেহ পীড়িত থাকিলে কিংবা সফরে থাকিলে অন্য সময় এই সংখ্যা পূরণ করিবে। আল্লাহ্ তোমাদের জন্য যাহা সহজ তাহা চাহেন এবং যাহা তোমাদের জন্য ক্লেশকর তাহা চাহেন না, এইজন্য যে, তোমরা সংখ্যা পূর্ণ করিবে এবং তোমাদিগকে সৎপথে পরিচালিত করিবার কারণে তোমরা আল্লাহ্র মহিমা ঘোষণা করিবে এবং যাহাতে তোমরা কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিতে পার।

١٨٦- وَاِذَا سَاَلَكَ عِبَادِيْ عَنِّيْ فَاِنِّيْ قَرِيْبٌ ۖ اُجِيْبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ اِذَا دَعَانِ ۙ فَلْيَسْتَجِيْبُوْا لِيْ وَلْيُؤْمِنُوْا بِيْ لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُوْنَ ○

১৮৬। আমার বান্দাগণ যখন আমার সম্বন্ধে তোমাকে প্রশ্ন করে, আমি তো নিকটেই। আহ্বানকারী যখন আমাকে আহ্বান করে আমি তাহার আহ্বানে সাড়া দেই। সুতরাং তাহারাও আমার ডাকে সাড়া দিক এবং আমাতে ঈমান আনুক যাহাতে তাহারা ঠিক পথে চলিতে পারে।

١٨٧- اُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ اِلٰى نِسَآئِكُمْ ۖ هُنَّ لِبَاسٌ لَّكُمْ وَاَنْتُمْ لِبَاسٌ لَّهُنَّ ۖ عَلِمَ اللّٰهُ اَنَّكُمْ كُنْتُمْ تَخْتَانُوْنَ اَنْفُسَكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ وَعَفَا عَنْكُمْ ۚ فَالْـٰٔنَ بَاشِرُوْهُنَّ وَابْتَغُوْا مَا كَتَبَ اللّٰهُ لَكُمْ ۚ وَكُلُوْا وَاشْرَبُوْا

১৮৭। সিয়ামের রাত্রে তোমাদের জন্য স্ত্রী-সম্ভোগ বৈধ করা হইয়াছে।[১৩০] তাহারা তোমাদের পরিচ্ছদ এবং তোমরা তাহাদের পরিচ্ছদ। আল্লাহ্ জানেন যে, তোমরা নিজেদের প্রতি অবিচার করিতেছিলে। অতঃপর তিনি তোমাদের প্রতি ক্ষমাশীল হইয়াছেন এবং তোমাদের অপরাধ ক্ষমা করিয়াছেন। সুতরাং এখন তোমরা তাহাদের সহিত সংগত হও এবং আল্লাহ্ যাহা তোমাদের জন্য বিধিবদ্ধ করিয়াছেন তাহা কামনা কর।

১৩০। প্রথম দিকে রামাযানের রাত্রিতে ঘুমাইয়া গেলে পর পুনরায় জাগিয়া খাদ্য গ্রহণ এবং স্ত্রী-গমনের নিয়ম ছিল না। সাহাবীদের কেহ কেহ এই বিধি কখনও কখনও লংঘন করিয়া ফেলিতেন ও ইহাতে অনুতপ্ত হইতেন। এই পরিপ্রেক্ষিতে আয়াতটি নাযিল হয়।

حَتّٰى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْاَبْيَضُ مِنَ
الْخَيْطِ الْاَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ۪
ثُمَّ اَتِمُّوا الصِّيَامَ اِلَى الَّيْلِ ۚ
وَلَا تُبَاشِرُوْهُنَّ وَاَنْتُمْ عٰكِفُوْنَ ۙ
فِي الْمَسٰجِدِ ؕ تِلْكَ حُدُوْدُ اللّٰهِ فَلَا
تَقْرَبُوْهَا ؕ كَذٰلِكَ يُبَيِّنُ اللّٰهُ اٰيٰتِهٖ لِلنَّاسِ
لَعَلَّهُمْ يَتَّقُوْنَ ۝

আর তোমরা পানাহার কর যতক্ষণ রাত্রির কৃষ্ণরেখা হইতে উষার শুভ্র রেখা স্পষ্টরূপে তোমাদের নিকট প্রতিভাত না হয়। অতঃপর নিশাগম পর্যন্ত সিয়াম পূর্ণ কর। তোমরা মসজিদে ই'তিকাফরত[131] অবস্থায় তাহাদের সহিত সংগত হইও না। এইগুলি আল্লাহ্‌র সীমারেখা। সুতরাং এইগুলির নিকটবর্তী হইও না। এইভাবে আল্লাহ্ তাঁহার নিদর্শনাবলী মানব জাতির জন্য সুস্পষ্টভাবে ব্যক্ত করেন, যাহাতে তাহারা মুত্তাকী হইতে পারে।

١٨٨- وَلَا تَاْكُلُوْٓا اَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ
وَتُدْلُوْا بِهَآ اِلَى الْحُكَّامِ
لِتَاْكُلُوْا فَرِيْقًا مِّنْ اَمْوَالِ النَّاسِ بِالْاِثْمِ
وَاَنْتُمْ تَعْلَمُوْنَ ۝

১৮৮। তোমরা নিজেদের মধ্যে একে অন্যের অর্থ-সম্পদ অন্যায়ভাবে গ্রাস করিও না এবং মানুষের ধন-সম্পত্তির কিয়দংশ জানিয়া শুনিয়া অন্যায়রূপে গ্রাস করিবার উদ্দেশ্যে উহা বিচারকগণের নিকট পেশ করিও না।

[২৪]

١٨٩- يَسْـَٔلُوْنَكَ عَنِ الْاَهِلَّةِ ؕ
قُلْ هِيَ مَوَاقِيْتُ لِلنَّاسِ وَالْحَجِّ ؕ
وَلَيْسَ الْبِرُّ بِاَنْ تَاْتُوا الْبُيُوْتَ مِنْ
ظُهُوْرِهَا وَلٰكِنَّ الْبِرَّ مَنِ اتَّقٰى ۚ
وَاْتُوا الْبُيُوْتَ مِنْ اَبْوَابِهَا ۪
وَاتَّقُوا اللّٰهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُوْنَ ۝

১৮৯। লোকে তোমাকে নূতন চাঁদ সম্বন্ধে প্রশ্ন করে। বল, 'উহা মানুষ এবং হজ্জের জন্য সময়-নির্দেশক।' পশ্চাৎ দিক[132] দিয়া তোমাদের গৃহে প্রবেশ করাতে কোন পুণ্য নাই; কিন্তু পুণ্য আছে কেহ তাক্ওয়া অবলম্বন করিলে। সুতরাং তোমরা দ্বার দিয়া গৃহে প্রবেশ কর, তোমরা আল্লাহ্‌কে ভয় কর, যাহাতে তোমরা সফলকাম হইতে পার।

١٩٠- وَقَاتِلُوْا فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ الَّذِيْنَ
يُقَاتِلُوْنَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوْا ؕ
اِنَّ اللّٰهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِيْنَ ۝

১৯০। যাহারা তোমাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে তোমরাও আল্লাহ্‌র পথে তাহাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ কর; কিন্তু সীমা লংঘন করিও না। নিশ্চয়ই আল্লাহ্ সীমালংঘন-কারিগণকে ভালবাসেন না।

১৩১। ৯০ নং টীকা দ্রষ্টব্য।

১৩২। অন্ধকার যুগে হজ্জ বা 'উমরার ইহরাম বাঁধিয়া গৃহের সম্মুখ দ্বার দিয়া প্রবেশ করিলে মহাপাপ ও পশ্চাদ্দ্বার দিয়া প্রবেশ করিলে পুণ্য লাভ হয় বলিয়া লোকেরা মনে করিত। তাহাদের এই কুসংস্কারের প্রতিবাদ করিয়া উক্ত ব্যাপারে ও জীবনের সকল ক্ষেত্রে স্বাভাবিক পথে চলার নির্দেশ প্রদান করা হইয়াছে।

Contents

১৯১। যেখানে তাহাদিগকে পাইবে হত্যা করিবে এবং যে স্থান হইতে তাহারা তোমাদিগকে বহিষ্কৃত করিয়াছে তোমরাও সেই স্থান হইতে তাহাদিগকে বহিষ্কার করিবে। ফিতনা[১৩৩] হত্যা অপেক্ষা গুরুতর। মসজিদুল হারামের নিকট তোমরা তাহাদের সহিত যুদ্ধ করিবে না যে পর্যন্ত তাহারা সেখানে তোমাদের সহিত যুদ্ধ না করে। যদি তাহারা তোমাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে তবে তোমরা তাহাদিগকে[১৩৪] হত্যা করিবে, ইহাই কাফিরদের পরিণাম।

١٩١- وَاقْتُلُوْهُمْ حَيْثُ ثَقِفْتُمُوْهُمْ وَاَخْرِجُوْهُمْ مِّنْ حَيْثُ اَخْرَجُوْكُمْ وَالْفِتْنَةُ اَشَدُّ مِنَ الْقَتْلِ ۚ وَلَا تُقٰتِلُوْهُمْ عِنْدَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ حَتّٰى يُقٰتِلُوْكُمْ فِيْهِ ۚ فَاِنْ قٰتَلُوْكُمْ فَاقْتُلُوْهُمْ ؕ كَذٰلِكَ جَزَآءُ الْكٰفِرِيْنَ ○

১৯২। যদি তাহারা বিরত হয় তবে নিশ্চয় আল্লাহ্ ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।

١٩٢- فَاِنِ انْتَهَوْا فَاِنَّ اللّٰهَ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ ○

১৯৩। আর তোমরা তাহাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিতে থাকিবে যাবত ফিতনা দূরীভূত না হয় এবং আল্লাহ্‌র দীন প্রতিষ্ঠিত না হয়। যদি তাহারা বিরত হয় তবে যালিমদিগকে ব্যতীত আর কাহাকেও আক্রমণ করা চলিবে না।[১৩৫]

١٩٣- وَقٰتِلُوْهُمْ حَتّٰى لَا تَكُوْنَ فِتْنَةٌ وَّيَكُوْنَ الدِّيْنُ لِلّٰهِ ؕ فَاِنِ انْتَهَوْا فَلَا عُدْوَانَ اِلَّا عَلَى الظّٰلِمِيْنَ ○

১৯৪। পবিত্র মাস পবিত্র মাসের[১৩৬] বিনিময়ে। যাহার পবিত্রতা অলঙ্ঘনীয় তাহার অবমাননা সকলের জন্য সমান।[১৩৭] সুতরাং যে কেহ তোমাদিগকে আক্রমণ করিবে তোমরাও তাহাকে অনুরূপ আক্রমণ করিবে এবং তোমরা আল্লাহ্‌কে ভয় কর এবং জানিয়া রাখ যে, আল্লাহ্ অবশ্যই মুত্তাকীদের সহিত থাকেন।

١٩٤- اَلشَّهْرُ الْحَرَامُ بِالشَّهْرِ الْحَرَامِ وَالْحُرُمٰتُ قِصَاصٌ ؕ فَمَنِ اعْتَدٰى عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوْا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدٰى عَلَيْكُمْ ص وَاتَّقُوا اللّٰهَ وَاعْلَمُوْٓا اَنَّ اللّٰهَ مَعَ الْمُتَّقِيْنَ ○

১৩৩। ফিতনা অর্থ পরীক্ষা, প্রলোভন, দাঙ্গা, বিশৃঙ্খলা, গৃহযুদ্ধ, শির্‌ক, কুফ্‌র, ধর্মীয় নির্যাতন ইত্যাদি।
১৩৪। যুদ্ধরত শত্রুদিগকে।
১৩৫। নারী, শিশু, পঙ্গু, রুগ্ন, সাধু-সন্ন্যাসী প্রভৃতি যাহারা তোমাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিতে বা যুদ্ধে সহায়তা করিতে অক্ষম।
১৩৬। যিল্‌কা'দাঃ, যিলহাজ্জ, মুহার্‌রাম ও রাজাব এই চারি মাস الشهر الحرام (পবিত্র মাস)। এই চারি মাস আরববাসীদের নিকট অতি পবিত্র ছিল, সেইহেতু তাহারা এই চারি মাসে যুদ্ধ-বিগ্রহে লিপ্ত হইত না।
১৩৭। কোন বস্তুর পবিত্রতা উভয় পক্ষের সমভাবে রক্ষণীয়। এই আয়াতে ইহার প্রতি ইঙ্গিত করা হইয়াছে। যেহেতু মুশরিকরা পবিত্র মাসগুলিতে যুদ্ধ-বিগ্রহে লিপ্ত হইয়াছিল সেইহেতু মুসলমানগণকেও এই আয়াতে যুদ্ধ করিতে বলা হইয়াছে।

১৯৫। তোমরা আল্লাহ্‌র পথে ব্যয় কর এবং নিজেদের হাতে নিজদিগকে ধ্বংসের মধ্যে নিক্ষেপ করিও না।[১৩৮] তোমরা সৎকাজ কর, আল্লাহ্ সৎকর্মপরায়ণ লোককে ভালবাসেন।

١٩٥- وَاَنْفِقُوْا فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ وَلَا تُلْقُوْا بِاَيْدِيْكُمْ اِلَى التَّهْلُكَةِ ۛ وَاَحْسِنُوْا ۛ اِنَّ اللّٰهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِيْنَ ۝

১৯৬। তোমরা আল্লাহ্‌র উদ্দেশ্যে হজ্জ ও 'উমরা পূর্ণ কর, কিন্তু তোমরা যদি বাধাপ্রাপ্ত হও তবে সহজলভ্য কুরবানী করিও। যে পর্যন্ত কুরবানীর পশু উহার স্থানে না পৌঁছে তোমরা মস্তক মুণ্ডন করিও না। তোমাদের মধ্যে যদি কেহ পীড়িত হয় কিংবা মাথায় ক্লেশ[১৩৯] থাকে তবে সিয়াম কিংবা সাদাকা অথবা কুরবানীর দ্বারা উহার ফিদ্‌য়া[১৪০] দিবে। যখন তোমরা নিরাপদ হইবে তখন তোমাদের মধ্যে যে ব্যক্তি হজ্জের প্রাক্কালে 'উমরা দ্বারা লাভবান হইতে চায়[১৪১] সে সহজলভ্য কুরবানী করিবে। কিন্তু যদি কেহ উহা না পায় তবে তাহাকে হজ্জের সময় তিন দিন এবং গৃহে প্রত্যাবর্তনের পর সাত দিন এই পূর্ণ দশ দিন সিয়াম[১৪১ক] পালন করিতে হইবে। ইহা তাহাদের জন্য, যাহাদের পরিজনবর্গ মসজিদুল হারামের বাসিন্দা নহে। আল্লাহ্‌কে ভয় কর এবং জানিয়া রাখ যে, নিশ্চয় আল্লাহ্ শাস্তি দানে কঠোর।

١٩٦- وَاَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلّٰهِ ۭ فَاِنْ اُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ ۚ وَلَا تَحْلِقُوْا رُءُوْسَكُمْ حَتّٰى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهٗ ۭ فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَّرِيْضًا اَوْ بِهٖٓ اَذًى مِّنْ رَّاْسِهٖ فَفِدْيَةٌ مِّنْ صِيَامٍ اَوْ صَدَقَةٍ اَوْ نُسُكٍ ۚ فَاِذَآ اَمِنْتُمْ ۟ فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ اِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ ۚ فَمَنْ لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلٰثَةِ اَيَّامٍ فِي الْحَجِّ وَسَبْعَةٍ اِذَا رَجَعْتُمْ ۭ تِلْكَ عَشَرَةٌ كَامِلَةٌ ۭ ذٰلِكَ لِمَنْ لَّمْ يَكُنْ اَهْلُهٗ حَاضِرِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ ۭ وَاتَّقُوا اللّٰهَ وَاعْلَمُوْٓا اَنَّ اللّٰهَ شَدِيْدُ الْعِقَابِ ۝

১৩৮। জিহাদ পরিত্যাগ করিয়া বা জিহাদের প্রস্তুতি গ্রহণ হইতে বিমুখ হইয়া।

১৩৯। এবং সে অবস্থায় যদি সে নির্দিষ্ট সময়ের পূর্বে মস্তক মুণ্ডন করে তবে তাহাকে সিয়াম কিংবা দান-খয়রাত অথবা কুরবানী দ্বারা ফিদ্‌য়া দিতে হইবে।

১৪০। বিধিসঙ্গত কারণবশত ধর্মীয় কোন অনুষ্ঠান সম্পন্ন করিতে অক্ষম হইলে তৎপরিবর্তে যে অনুষ্ঠান বা অর্থ প্রদানের বিধান রহিয়াছে উহাকে ফিদ্‌য়া বলে।

১৪১। 'মীকাত' (ইহ্‌রাম বাঁধিবার নির্দিষ্ট স্থান) হইতে হজ্জ ও 'উমরার ইহ্‌রাম বাঁধিয়া একই সঙ্গে উভয় 'ইবাদত আদায় করাকে হজ্জে 'কিরান' বলে।

মীকাত হইতে প্রথমে 'উমরার ও 'উমরা সম্পন্ন করিয়া মক্কা হইতে হজ্জের ইহ্‌রাম বাঁধিয়া একই সফরে উভয় 'ইবাদত আদায় করাকে 'তামাত্তু' (লাভবান হওয়া অর্থাৎ এক সঙ্গে দুই পুণ্য অর্জন) বলে।

মীকাত হইতে শুধু হজ্জের ইহ্‌রাম বাঁধিয়া উক্ত সফরে কেবল হজ্জ আদায় করাকে হজ্জে 'ইফ্‌রাদ' বলে।

১৪১ক। ১২৭ নং টীকা দ্রষ্টব্য।

[২৫]

١٩٧- اَلْحَجُّ اَشْهُرٌ مَّعْلُوْمٰتٌ ۚ
فَمَنْ فَرَضَ فِيْهِنَّ الْحَجَّ فَلَا رَفَثَ
وَلَا فُسُوْقَ ۙ وَلَا جِدَالَ فِي الْحَجِّ ؕ
وَمَا تَفْعَلُوْا مِنْ خَيْرٍ يَّعْلَمْهُ اللّٰهُ ؕ
وَتَزَوَّدُوْا فَاِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوٰى ۚ
وَاتَّقُوْنِ يٰۤاُولِي الْاَلْبَابِ ○

وقف النبي صلى الله عليه وسلم

১৯৭। হজ্জ হয় সুনির্দিষ্ট মাসসমূহে। অতঃপর যে কেহ এই মাসগুলিতে হজ্জ করা স্থির করে[১৪২] তাহার জন্য হজ্জের সময়ে স্ত্রী-সম্ভোগ, অন্যায় আচরণ ও কলহ-বিবাদ বিধেয় নহে। তোমরা উত্তম কাজের যাহা কিছু কর আল্লাহ্ তাহা জানেন এবং তোমরা পাথেয়ের ব্যবস্থা করিও, আত্মসংযমই শ্রেষ্ঠ পাথেয়।[১৪৩] হে বোধসম্পন্ন ব্যক্তিগণ! তোমরা আমাকে ভয় কর।

١٩٨- لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ
اَنْ تَبْتَغُوْا فَضْلًا مِّنْ رَّبِّكُمْ ؕ
فَاِذَاۤ اَفَضْتُمْ مِّنْ عَرَفٰتٍ
فَاذْكُرُوا اللّٰهَ عِنْدَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ ۪
وَاذْكُرُوْهُ كَمَا هَدٰىكُمْ ۚ
وَاِنْ كُنْتُمْ مِّنْ قَبْلِهٖ لَمِنَ الضَّآلِّيْنَ ○

১৯৮। তোমাদের প্রতিপালকের অনুগ্রহ সন্ধান করাতে তোমাদের কোন পাপ নাই।[১৪৪] যখন তোমরা 'আরাফাত হইতে প্রত্যাবর্তন করিবে তখন মাশ'আরুল হারামের[১৪৫] নিকট পৌঁছিয়া আল্লাহ্‌কে স্মরণ করিবে এবং তিনি যেভাবে নির্দেশ দিয়াছেন ঠিক সেইভাবে তাঁহাকে স্মরণ করিবে। যদিও ইতিপূর্বে তোমরা বিভ্রান্তদের অন্তর্ভুক্ত ছিলে।

١٩٩- ثُمَّ اَفِيْضُوْا مِنْ حَيْثُ اَفَاضَ
النَّاسُ وَاسْتَغْفِرُوا اللّٰهَ ؕ
اِنَّ اللّٰهَ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ ○

১৯৯। অতঃপর অন্যান্য লোক যেখান হইতে প্রত্যাবর্তন করে তোমরাও সেই স্থান হইতে প্রত্যাবর্তন করিবে।[১৪৬] আর আল্লাহ্‌র নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করিবে, বস্তুত আল্লাহ্ ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।

১৪২। হজ্জের ইহ্‌রাম বাঁধার মাধ্যমে।

১৪৩। এক শ্রেণীর লোক তাওয়াক্কুল ও তাকওয়ার নামে হজ্জের সফরে প্রয়োজনীয় পাথেয় সংগ্রহ না করিয়া মানুষের নিকট ভিক্ষার হস্ত প্রসারিত করে। এইরূপ কাজের নিন্দা করিয়া প্রয়োজনীয় পাথেয় সংগ্রহের নির্দেশ দেওয়া হইয়াছে। সফলতার জন্য 'তাকওয়া'র পাথেয় অর্জনের প্রতি গুরুত্ব প্রদান করা হইয়াছে।

১৪৪। অর্থাৎ হজ্জের সময় ব্যবসা-বাণিজ্য নিষেধ নহে।

১৪৫। 'আরাফাত ও মিনার মধ্যবর্তী মুয্‌দালিফা নামক উপত্যকায় অবস্থিত পাহাড়কে 'মাশ'আরুল হারাম' বলা হয়। যিলহাজ্জ মাসের ৯ম তারিখ দিবাগত রাত্রে উক্ত উপত্যকায় অবস্থানকালীন উল্লিখিত পাহাড়ের পাদদেশে উপস্থিত হইয়া আল্লাহ্ তা'আলার অধিক যিক্‌র করিতে বলা হইয়াছে।

১৪৬। কুরায়শগণ আভিজাত্যের অন্ধ অহমিকায় মক্কার সীমার বাহিরে অবস্থিত 'আরাফাতের ময়দানের পরিবর্তে মুয্‌দালিফা উপত্যকায় ৯ম তারিখের 'উকূফ' (অবস্থান) আদায় করিত। আলোচ্য আয়াতে এইরূপ অহমিকা পরিত্যাগ করিয়া সকলের সহিত 'আরাফাত' ময়দানে অবস্থান করিয়া প্রত্যাবর্তনের নির্দেশ প্রদান করা হইয়াছে।

٢٠٠- فَإِذَا قَضَيْتُمْ مَّنَاسِكَكُمْ
فَاذْكُرُوا اللّٰهَ
كَذِكْرِكُمْ اٰبَآءَكُمْ اَوْ اَشَدَّ ذِكْرًا ؕ
فَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَّقُوْلُ رَبَّنَآ اٰتِنَا
فِى الدُّنْيَا
وَمَا لَهٗ فِى الْاٰخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ ۝

২০০। **অতঃপর যখন তোমরা হজ্জের অনুষ্ঠানাদি সমাপ্ত করিবে তখন আল্লাহ্কে এমনভাবে স্মরণ করিবে যেমন** তোমরা তোমাদের পিতৃপুরুষগণকে[১৪৭] স্মরণ করিতে, অথবা তদপেক্ষা অভিনিবেশ সহকারে। মানুষের মধ্যে যাহারা বলে, 'হে আমাদের প্রতিপালক! আমাদিগকে ইহকালেই দাও,' বস্তুত পরকালে তাহাদের জন্য কোন অংশ নাই।

٢٠١- وَمِنْهُمْ مَّنْ يَّقُوْلُ رَبَّنَآ اٰتِنَا
فِى الدُّنْيَا حَسَنَةً وَّفِى الْاٰخِرَةِ حَسَنَةً
وَّقِنَا عَذَابَ النَّارِ ۝

২০১। আর তাহাদের মধ্যে যাহারা বলে, 'হে আমাদের প্রতিপালক! আমাদের দুনিয়াতে কল্যাণ দাও এবং আখিরাতে কল্যাণ দাও এবং আমাদিগকে অগ্নির শাস্তি হইতে রক্ষা কর—'

٢٠٢- اُولٰٓئِكَ لَهُمْ نَصِيْبٌ مِّمَّا
كَسَبُوْا ؕ وَاللّٰهُ سَرِيْعُ الْحِسَابِ ۝

২০২। তাহারা যাহা অর্জন করিয়াছে তাহার প্রাপ্য অংশ তাহাদেরই। বস্তুতঃ আল্লাহ্ হিসাব গ্রহণে অত্যন্ত তৎপর।

٢٠٣- وَاذْكُرُوا اللّٰهَ فِىْٓ اَيَّامٍ مَّعْدُوْدٰتٍ ؕ
فَمَنْ تَعَجَّلَ فِىْ يَوْمَيْنِ
فَلَآ اِثْمَ عَلَيْهِ ۚ
وَمَنْ تَاَخَّرَ فَلَآ اِثْمَ عَلَيْهِ ۙ لِمَنِ اتَّقٰى ؕ
وَاتَّقُوا اللّٰهَ
وَاعْلَمُوْٓا اَنَّكُمْ اِلَيْهِ تُحْشَرُوْنَ ۝

২০৩। তোমরা নির্দিষ্ট সংখ্যক দিনগুলিতে,[১৪৮] আল্লাহ্কে স্মরণ করিবে। যদি কেহ তাড়াতাড়ি করিয়া দুই দিনে চলিয়া আসে তবে তাহার কোন পাপ নাই[১৪৯], আর যদি কেহ বিলম্ব করে তবে তাহারও কোন পাপ নাই। ইহা তাহার জন্য, যে তাক্ওয়া অবলম্বন করে। তোমরা আল্লাহ্কে ভয় কর এবং জানিয়া রাখ যে, তোমাদিগকে অবশ্যই তাঁহার নিকট একত্র করা হইবে।

٢٠٤- وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يُّعْجِبُكَ
قَوْلُهٗ فِى الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا

২০৪। আর মানুষের মধ্যে এমন ব্যক্তি আছে, পার্থিব জীবন সম্বন্ধে যাহার কথাবার্তা তোমাকে চমৎকৃত করে এবং তাহার

১৪৭। অন্ধকার যুগে হজ্জ সমাপনান্তে মিনার ময়দানে একত্র হইয়া কবিতা, লোক-গাথা ইত্যাদির মাধ্যমে পূর্বপুরুষদের শৌর্য-বীর্য বর্ণনার প্রথা ছিল, তৎপরিবর্তে নিষ্ঠা ও একাগ্রতার সহিত আল্লাহ্ তা'আলাকে স্মরণ করিতে বলা হইয়াছে।

১৪৮। অর্থাৎ 'আয়্যামে তাশরীক'-এর মধ্যে অর্থাৎ যিলহাজ্জের ১১, ১২ ও ১৩ তারিখে বিশেষভাবে যিক্র করিতে বলা হইয়াছে।

১৪৯। যিলহাজ্জের ১১ ও ১২ তারিখে মিনায় অবস্থান অবশ্য কর্তব্য। আর ১৩ তারিখেও অবস্থান করা ভাল।

وَيُشْهِدُ اللّٰهَ عَلٰى مَا فِيْ قَلْبِهٖ ۙ وَهُوَ اَلَدُّ الْخِصَامِ ○

অন্তরে যাহা আছে সে সম্বন্ধে সে আল্লাহ্‌কে সাক্ষী রাখে। প্রকৃতপক্ষে সে ভীষণ কলহপ্রিয়।

٢٠٥- وَاِذَا تَوَلّٰى سَعٰى فِي الْاَرْضِ لِيُفْسِدَ فِيْهَا وَيُهْلِكَ الْحَرْثَ وَالنَّسْلَ ؕ وَاللّٰهُ لَا يُحِبُّ الْفَسَادَ ○

২০৫। যখন সে প্রস্থান করে তখন সে পৃথিবীতে অশান্তি সৃষ্টির এবং শস্যক্ষেত্র ও জীবজন্তু নিপাতের চেষ্টা করে। আর আল্লাহ্ অশান্তি পসন্দ করেন না।

٢٠٦- وَاِذَا قِيْلَ لَهُ اتَّقِ اللّٰهَ اَخَذَتْهُ الْعِزَّةُ بِالْاِثْمِ فَحَسْبُهٗ جَهَنَّمُ ؕ وَلَبِئْسَ الْمِهَادُ ○

২০৬। যখন তাহাকে বলা হয়, 'তুমি আল্লাহ্‌কে ভয় কর', তখন তাহার আত্মাভিমান তাহাকে পাপানুষ্ঠানে লিপ্ত করে, সুতরাং জাহান্নামই তাহার জন্য যথেষ্ট। নিশ্চয় উহা নিকৃষ্ট বিশ্রামস্থল।

٢٠٧- وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَّشْرِيْ نَفْسَهُ ابْتِغَآءَ مَرْضَاتِ اللّٰهِ ؕ وَاللّٰهُ رَءُوْفٌۢ بِالْعِبَادِ ○

২০৭। মানুষের মধ্যে এমন লোকও আছে, যে আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টি লাভার্থে আত্ম-বিক্রয় করিয়া থাকে। আল্লাহ্ তাঁহার বান্দাগণের প্রতি অত্যন্ত দয়ার্দ্র।

٢٠٨- يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوا ادْخُلُوْا فِي السِّلْمِ كَآفَّةً ۪ وَلَا تَتَّبِعُوْا خُطُوٰتِ الشَّيْطٰنِ ؕ اِنَّهٗ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِيْنٌ ○

২০৮। হে মু'মিনগণ! তোমরা সর্বাত্মকভাবে ইসলামে প্রবেশ কর[১৫০] এবং শয়তানের পদাংক অনুসরণ করিও না। নিশ্চয় সে তোমাদের প্রকাশ্য শত্রু।

٢٠٩- فَاِنْ زَلَلْتُمْ مِّنْۢ بَعْدِ مَا جَآءَتْكُمُ الْبَيِّنٰتُ فَاعْلَمُوْۤا اَنَّ اللّٰهَ عَزِيْزٌ حَكِيْمٌ ○

২০৯। সুস্পষ্ট নিদর্শন তোমাদের নিকট আসিবার পর যদি তোমাদের পদস্খলন ঘটে তবে জানিয়া রাখ, নিশ্চয়ই আল্লাহ্ মহাপরাক্রান্ত, প্রজ্ঞাময়।

٢١٠- هَلْ يَنْظُرُوْنَ اِلَّاۤ اَنْ يَّاْتِيَهُمُ اللّٰهُ فِيْ ظُلَلٍ مِّنَ الْغَمَامِ وَالْمَلٰٓئِكَةُ وَقُضِيَ الْاَمْرُ ؕ وَاِلَى اللّٰهِ تُرْجَعُ الْاُمُوْرُ ○

২১০। তাহারা শুধু ইহার প্রতীক্ষায় রহিয়াছে যে, আল্লাহ্ ও ফিরিশতাগণ মেঘের ছায়ায় তাহাদের নিকট উপস্থিত হইবেন, তৎপর সব কিছুর মীমাংসা হইয়া যাইবে। সমস্ত বিষয় আল্লাহ্‌রই নিকট প্রত্যাবর্তিত হইবে।

১৫০। ইয়াহূদীদের মধ্যে যাহারা ইসলাম গ্রহণ করিয়াছিলেন তাঁহারা ইয়াহূদী ধর্মের কোন কোন কাজ পূর্ববৎ করিতে ইচ্ছা করিয়াছিলেন। তখন নির্দেশ দেয়া হয়, প্রত্যেক মুসলিমের কর্তব্য আল্লাহ্ ও রাসূলের আদেশ-নিষেধগুলি পুরাপুরিভাবে পালন করা। অন্য মত বা পথের অনুসরণ করা কোন অবস্থাতেই তাহার পক্ষে সমীচীন নহে।

[২৬]

٢١١- سَلْ بَنِيٓ اِسْرَآءِيْلَ كَمْ اٰتَيْنٰهُمْ مِّنْ اٰيَةٍۭ بَيِّنَةٍ ؕ وَمَنْ يُّبَدِّلْ نِعْمَةَ اللّٰهِ مِنْۢ بَعْدِ مَا جَآءَتْهُ فَاِنَّ اللّٰهَ شَدِيْدُ الْعِقَابِ ○

২১১। বনী ইস্রাঈলকে জিজ্ঞাসা কর, আমি তাহাদিগকে কত স্পষ্ট নিদর্শন প্রদান করিয়াছি! আল্লাহ্র অনুগ্রহ আসিবার পর কেহ উহার পরিবর্তন করিলে আল্লাহ্ তো শাস্তি দানে কঠোর।

٢١٢- زُيِّنَ لِلَّذِيْنَ كَفَرُوا الْحَيٰوةُ الدُّنْيَا وَيَسْخَرُوْنَ مِنَ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا ۘ وَالَّذِيْنَ اتَّقَوْا فَوْقَهُمْ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ ؕ وَاللّٰهُ يَرْزُقُ مَنْ يَّشَآءُ بِغَيْرِ حِسَابٍ ○

২১২। যাহারা কুফরী করে তাহাদের নিকট পার্থিব জীবন সুশোভিত করা হইয়াছে, তাহারা মু'মিনদিগকে ঠাট্টা-বিদ্রূপ করিয়া থাকে। আর যাহারা তাকওয়া অবলম্বন করে কিয়ামতের দিন তাহারা তাহাদের ঊর্ধ্বে থাকিবে। আল্লাহ্ যাহাকে ইচ্ছা অপরিমিত রিয্ক দান করেন।

٢١٣- كَانَ النَّاسُ اُمَّةً وَّاحِدَةً ۟ فَبَعَثَ اللّٰهُ النَّبِيّٖنَ مُبَشِّرِيْنَ وَمُنْذِرِيْنَ ۪ وَاَنْزَلَ مَعَهُمُ الْكِتٰبَ بِالْحَقِّ لِيَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ فِيْمَا اخْتَلَفُوْا فِيْهِ ؕ وَمَا اخْتَلَفَ فِيْهِ اِلَّا الَّذِيْنَ اُوْتُوْهُ مِنْۢ بَعْدِ مَا جَآءَتْهُمُ الْبَيِّنٰتُ بَغْيًۢا بَيْنَهُمْ ۚ فَهَدَى اللّٰهُ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لِمَا اخْتَلَفُوْا فِيْهِ مِنَ الْحَقِّ بِاِذْنِهٖ ؕ وَاللّٰهُ يَهْدِيْ مَنْ يَّشَآءُ اِلٰى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيْمٍ ○

২১৩। সমস্ত মানুষ ছিল একই উম্মত। অতঃপর আল্লাহ্ নবীগণকে সুসংবাদদাতা ও সতর্ককারীরূপে প্রেরণ করেন। মানুষেরা যে বিষয়ে মতভেদ করিত তাহাদের মধ্যে সে বিষয়ে মীমাংসার জন্য তিনি তাহাদের সহিত সত্যসহ কিতাব অবতীর্ণ করেন এবং যাহাদিগকে তাহা দেওয়া হইয়াছিল, স্পষ্ট নিদর্শন তাহাদের নিকট আসিবার পরে, তাহারা শুধু পরস্পর বিদ্বেষবশত সেই বিষয়ে বিরোধিতা করিত। যাহারা বিশ্বাস করে, তাহারা যে বিষয়ে ভিন্নমত পোষণ করিত, আল্লাহ্ তাহাদিগকে সে বিষয়ে নিজ অনুগ্রহে সত্য পথে পরিচালিত করেন। আল্লাহ্ যাহাকে ইচ্ছা সরল পথে পরিচালিত করেন।

٢١٤- اَمْ حَسِبْتُمْ اَنْ تَدْخُلُوا الْجَنَّةَ وَلَمَّا يَاْتِكُمْ مَّثَلُ الَّذِيْنَ خَلَوْا مِنْ قَبْلِكُمْ ؕ مَسَّتْهُمُ الْبَاْسَآءُ وَالضَّرَّآءُ وَزُلْزِلُوْا

২১৪। তোমরা কি মনে কর যে, তোমরা জান্নাতে প্রবেশ করিবে, যদিও এখনও তোমাদের নিকট তোমাদের পূর্ববর্তীদের অনুরূপ অবস্থা আসে নাই? অর্থ-সংকট ও দুঃখ-ক্লেশ তাহাদিগকে স্পর্শ করিয়াছিল এবং তাহারা ভীত ও কম্পিত হইয়াছিল।

حَتّٰى يَقُوْلَ الرَّسُوْلُ وَالَّذِيْنَ اٰمَنُوْا مَعَهٗ مَتٰى نَصْرُ اللّٰهِ ؕ اَلَاۤ اِنَّ نَصْرَ اللّٰهِ قَرِيْبٌ ○

এমন কি রাসূল এবং তাঁহার সহিত ঈমান আনয়নকারিগণ বলিয়া উঠিয়াছিল, 'আল্লাহ্‌র সাহায্য কখন আসিবে?' জানিয়া রাখ, অবশ্যই আল্লাহ্‌র সাহায্য নিকটে।

٢١٥-يَسْـَٔلُوْنَكَ مَاذَا يُنْفِقُوْنَ ۬ؕ قُلْ مَاۤ اَنْفَقْتُمْ مِّنْ خَيْرٍ فَلِلْوَالِدَيْنِ وَالْاَقْرَبِيْنَ وَالْيَتٰمٰى وَالْمَسٰكِيْنِ وَابْنِ السَّبِيْلِ ؕ وَمَا تَفْعَلُوْا مِنْ خَيْرٍ فَاِنَّ اللّٰهَ بِهٖ عَلِيْمٌ ○

২১৫। লোকে কি ব্যয় করিবে সে সম্বন্ধে তোমাকে প্রশ্ন করে। বল, 'যে ধন-সম্পদ তোমরা ব্যয় করিবে তাহা পিতা-মাতা, আত্মীয়-স্বজন, ইয়াতীম, মিসকীন এবং মুসাফিরদের জন্য। উত্তম কাজের যাহা কিছু তোমরা কর না কেন আল্লাহ্ তো সে সম্বন্ধে অবহিত।

٢١٦-كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِتَالُ وَهُوَ كُرْهٌ لَّكُمْ ۚ وَعَسٰۤى اَنْ تَكْرَهُوْا شَيْـًٔا وَّهُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ ۚ وَعَسٰۤى اَنْ تُحِبُّوْا شَيْـًٔا وَّهُوَ شَرٌّ لَّكُمْ ؕ وَاللّٰهُ يَعْلَمُ وَاَنْتُمْ لَا تَعْلَمُوْنَ ○

২১৬। তোমাদের জন্য যুদ্ধের বিধান দেওয়া হইল যদিও তোমাদের নিকট ইহা অপ্রিয়। কিন্তু তোমরা যাহা অপসন্দ কর সম্ভবত তাহা তোমাদের জন্য কল্যাণকর এবং যাহা ভালবাস সম্ভবত তাহা তোমাদের জন্য অকল্যাণকর। আল্লাহ্ জানেন আর তোমরা জান না।

[২৭]

٢١٧-يَسْـَٔلُوْنَكَ عَنِ الشَّهْرِ الْحَرَامِ قِتَالٍ فِيْهِ ؕ قُلْ قِتَالٌ فِيْهِ كَبِيْرٌ ؕ وَصَدٌّ عَنْ سَبِيْلِ اللّٰهِ وَكُفْرٌۢ بِهٖ وَالْمَسْجِدِ الْحَرَامِ ۗ وَاِخْرَاجُ اَهْلِهٖ مِنْهُ اَكْبَرُ عِنْدَ اللّٰهِ ۚ وَالْفِتْنَةُ اَكْبَرُ مِنَ الْقَتْلِ ؕ وَلَا يَزَالُوْنَ يُقَاتِلُوْنَكُمْ حَتّٰى يَرُدُّوْكُمْ

২১৭। পবিত্র মাসে[১৫১] যুদ্ধ করা সম্পর্কে লোকে তোমাকে জিজ্ঞাসা করে; বল, 'উহাতে যুদ্ধ করা ভীষণ অন্যায়। কিন্তু আল্লাহ্‌র পথে বাধা দান করা, আল্লাহ্‌কে অস্বীকার করা, মসজিদুল হারামে[১৫১ক] বাধা দেওয়া এবং উহার বাসিন্দাকে উহা হইতে বহিষ্কার করা আল্লাহ্‌র নিকট তদপেক্ষা অধিক অন্যায়; ফিতনা[১৫২] হত্যা অপেক্ষা গুরুতর অন্যায়। তাহারা সর্বদা তোমাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিতে থাকিবে যে পর্যন্ত তোমাদিগকে

১৫১। ১৩৭ নং টীকা দ্রঃ।
১৫১ক। প্রবেশে বাধা।
১৫২। ১৩৩ নং টীকা দ্রঃ।

عَنْ دِيْنِكُمْ اِنِ اسْتَطَاعُوْا ؕ
وَمَنْ يَّرْتَدِدْ مِنْكُمْ عَنْ دِيْنِهٖ فَيَمُتْ
وَهُوَ كَافِرٌ فَاُولٰٓئِكَ حَبِطَتْ اَعْمَالُهُمْ
فِي الدُّنْيَا وَالْاٰخِرَةِ ۚ وَاُولٰٓئِكَ
اَصْحٰبُ النَّارِ ۚ هُمْ فِيْهَا خٰلِدُوْنَ ○

তোমাদের দীন হইতে ফিরাইয়া না দেয়, যদি তাহারা সক্ষম হয়। তোমাদের মধ্যে যে কেহ স্বীয় দীন হইতে ফিরিয়া যায় এবং কাফিররূপে মৃত্যুমুখে পতিত হয়, দুনিয়া ও আখিরাতে তাহাদের কর্ম নিষ্ফল হইয়া যায়। ইহারাই অগ্নিবাসী, সেথায় তাহারা স্থায়ী হইবে।

٢١٨- اِنَّ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَالَّذِيْنَ هَاجَرُوْا
وَجٰهَدُوْا فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ ۙ
اُولٰٓئِكَ يَرْجُوْنَ رَحْمَتَ اللّٰهِ ؕ
وَاللّٰهُ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ ○

২১৮। যাহারা ঈমান আনে এবং যাহারা হিজরত করে এবং জিহাদ[১৫৩] করে আল্লাহ্‌র পথে, তাহারাই আল্লাহ্‌র অনুগ্রহ প্রত্যাশা করে। আল্লাহ্ ক্ষমাপরায়ণ, পরম দয়ালু।

٢١٩- يَسْـَٔلُوْنَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ ؕ
قُلْ فِيْهِمَآ اِثْمٌ كَبِيْرٌ وَّمَنَافِعُ لِلنَّاسِ ۫
وَاِثْمُهُمَآ اَكْبَرُ مِنْ نَّفْعِهِمَا ؕ
وَيَسْـَٔلُوْنَكَ مَاذَا يُنْفِقُوْنَ ؕ
قُلِ الْعَفْوَ ؕ كَذٰلِكَ يُبَيِّنُ اللّٰهُ لَكُمُ الْاٰيٰتِ
لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُوْنَ ○

২১৯। লোকে তোমাকে মদ ও জুয়া সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করে। **বল,** 'উভয়ের মধ্যে আছে মহাপাপ এবং মানুষের জন্য উপকারও; কিন্তু উহাদের পাপ উপকার অপেক্ষা অধিক।' লোকে তোমাকে জিজ্ঞাসা করে, কী তাহারা ব্যয় করিবে? বল, 'যাহা উদ্বৃত্ত।' এইভাবে আল্লাহ্ তাঁহার বিধান তোমাদের জন্য সুস্পষ্টরূপে ব্যক্ত করেন, যাহাতে তোমরা চিন্তা কর—

٢٢٠- فِي الدُّنْيَا وَالْاٰخِرَةِ ؕ
وَيَسْـَٔلُوْنَكَ عَنِ الْيَتٰمٰى ؕ
قُلْ اِصْلَاحٌ لَّهُمْ خَيْرٌ ؕ
وَاِنْ تُخَالِطُوْهُمْ فَاِخْوَانُكُمْ ؕ
وَاللّٰهُ يَعْلَمُ الْمُفْسِدَ مِنَ الْمُصْلِحِ ؕ
وَلَوْ شَآءَ اللّٰهُ لَاَعْنَتَكُمْ ؕ
اِنَّ اللّٰهَ عَزِيْزٌ حَكِيْمٌ ○

২২০। দুনিয়া ও আখিরাত সম্বন্ধে। লোকে তোমাকে ইয়াতীমদের সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করে; **বল,** 'তাহাদের জন্য সুব্যবস্থা করা উত্তম।' তোমরা যদি তাহাদের সহিত একত্র থাক তবে তাহারা তো তোমাদেরই ভাই। আল্লাহ্ জানেন কে হিতকারী এবং কে অনিষ্টকারী। আল্লাহ্ ইচ্ছা করিলে এ বিষয়ে তোমাদিগকে অবশ্যই কষ্টে ফেলিতে পারিতেন। বস্তুতঃ আল্লাহ্ প্রবল পরাক্রান্ত, প্রজ্ঞাময়।

১৫৩। جهاد শব্দ جهد হইতে উদ্ভূত। جهد অর্থ চেষ্টা করা ও অক্লান্ত পরিশ্রম করা। দীন প্রতিষ্ঠা ও রক্ষার্থে যে সংগ্রাম করা হয় উহাকে 'জিহাদ' বলে।

٢٢١- وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكٰتِ حَتّٰى يُؤْمِنَّ ۭ وَلَاَمَةٌ مُّؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِّنْ مُّشْرِكَةٍ وَّلَوْ اَعْجَبَتْكُمْ ۚ وَلَا تُنْكِحُوا الْمُشْرِكِيْنَ حَتّٰى يُؤْمِنُوْا ۭ وَلَعَبْدٌ مُّؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّنْ مُّشْرِكٍ وَّلَوْ اَعْجَبَكُمْ ۭ اُولٰۗىِٕكَ يَدْعُوْنَ اِلَى النَّارِ ښ وَاللّٰهُ يَدْعُوْٓا اِلَى الْجَنَّةِ وَالْمَغْفِرَةِ بِاِذْنِهٖ ۚ وَيُبَيِّنُ اٰيٰتِهٖ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُوْنَ ۝

২২১। মুশরিক নারীকে ঈমান না আনা পর্যন্ত তোমরা বিবাহ করিও না। মুশরিক নারী তোমাদিগকে মুগ্ধ করিলেও, নিশ্চয় মু'মিন ক্রীতদাসী তাহা অপেক্ষা উত্তম। ঈমান না আনা পর্যন্ত মুশরিক পুরুষের সহিত তোমরা বিবাহ দিও না, মুশরিক পুরুষ তোমাদিগকে মুগ্ধ করিলেও মু'মিন ক্রীতদাস তাহা অপেক্ষা উত্তম। উহারা অগ্নির দিকে আহ্বান করে এবং আল্লাহ্ তোমাদিগকে নিজ অনুগ্রহে জান্নাত ও ক্ষমার দিকে আহ্বান করেন। তিনি মানুষের জন্য স্বীয় বিধান সুস্পষ্টভাবে ব্যক্ত করেন, যাহাতে তাহারা উহা হইতে শিক্ষা গ্রহণ করিতে পারে।

[২৮]

٢٢٢- وَيَسْـَٔلُوْنَكَ عَنِ الْمَحِيْضِ ۭ قُلْ هُوَ اَذًى ۙ فَاعْتَزِلُوا النِّسَاۗءَ فِي الْمَحِيْضِ ۙ وَلَا تَقْرَبُوْھُنَّ حَتّٰى يَطْهُرْنَ ۚ فَاِذَا تَطَهَّرْنَ فَاْتُوْھُنَّ مِنْ حَيْثُ اَمَرَكُمُ اللّٰهُ ۭ اِنَّ اللّٰهَ يُحِبُّ التَّوَّابِيْنَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِيْنَ ۝

২২২। লোকে তোমাকে রজঃস্রাব সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করে। বল, 'উহা অশুচি।' সুতরাং তোমরা রজঃস্রাবকালে স্ত্রী-সংগম বর্জন করিবে এবং পবিত্র না হওয়া পর্যন্ত স্ত্রী-সংগম করিবে না। অতঃপর তাহারা যখন উত্তমরূপে পরিশুদ্ধ হইবে তখন তাহাদের নিকট ঠিক সেইভাবে গমন করিবে যেভাবে আল্লাহ্ তোমাদিগকে আদেশ দিয়াছেন। নিশ্চয়ই আল্লাহ্ তওবাকারীকে[১৫৪] ভালবাসেন এবং যাহারা পবিত্র থাকে তাহাদিগকেও ভালবাসেন।

٢٢٣- نِسَاۗؤُكُمْ حَرْثٌ لَّكُمْ ۠ فَاْتُوْا حَرْثَكُمْ اَنّٰى شِئْتُمْ ۡ وَقَدِّمُوْا لِاَنْفُسِكُمْ ۭ وَاتَّقُوا اللّٰهَ

২২৩। তোমাদের স্ত্রীগণ তোমাদের শস্য-ক্ষেত্র[১৫৫]। অতএব তোমরা তোমাদের শস্যক্ষেত্রে যেভাবে ইচ্ছা গমন করিতে পার। তোমরা তোমাদের ভবিষ্যতের জন্য কিছু করিও এবং আল্লাহ্‌কে ভয় করিও।

১৫৪। পাপানুষ্ঠানের পর যাহারা অনুতপ্ত হয় ও পরবর্তী কালে পাপের পুনরাবৃত্তি করিবে না—এই সংকল্প করে তাহারাই তওবাকারী।

১৫৫। বৈবাহিক সম্পর্ক শুধু ভোগ-উপভোগের জন্য নয়। সুন্দর শান্তিপূর্ণ জীবন প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে সৎ সন্তান জন্ম দেওয়া ও উহাদের সুষ্ঠু লালন-পালন ইহার অন্যতম উদ্দেশ্য। নিয়্যাত সঠিক হইলে ইসলামের দৃষ্টিতে ইহাও অতি ছওয়াবের কাজ। কাজেই শরী'আতসম্মত জীবন যাপন করিয়া আখিরাতের জন্য পাথেয় সংগ্রহ করিতে নির্দেশ দেওয়া হইয়াছে।

وَاعْلَمُوْٓا اَنَّكُمْ مُّلٰقُوْهُ ؕ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِيْنَ ○

আর জানিয়া রাখিও যে, তোমরা আল্লাহ্‌র সম্মুখীন হইতে যাইতেছ এবং মু'মিন-গণকে সুসংবাদ দাও।

٢٢٤- وَلَا تَجْعَلُوا اللّٰهَ عُرْضَةً لِّاَيْمَانِكُمْ اَنْ تَبَرُّوْا وَتَتَّقُوْا وَتُصْلِحُوْا بَيْنَ النَّاسِ ؕ وَاللّٰهُ سَمِيْعٌ عَلِيْمٌ ○

২২৪। তোমরা সৎকার্য, আত্মসংযম ও মানুষের মধ্যে শান্তি স্থাপন হইতে বিরত রহিবে—এই শপথের জন্য আল্লাহ্‌র নামকে তোমরা অজুহাত করিও না। আল্লাহ্ সর্বশ্রোতা, সর্বজ্ঞ।

٢٢٥- لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللّٰهُ بِاللَّغْوِ فِيْٓ اَيْمَانِكُمْ وَلٰكِنْ يُّؤَاخِذُكُمْ بِمَا كَسَبَتْ قُلُوْبُكُمْ ؕ وَاللّٰهُ غَفُوْرٌ حَلِيْمٌ ○

২২৫। তোমাদের অর্থহীন শপথের জন্য আল্লাহ্ তোমাদিগকে দায়ী করিবেন না; কিন্তু তিনি তোমাদের অন্তরের সংকল্পের জন্য দায়ী করিবেন। আল্লাহ্ ক্ষমাপরায়ণ, ধৈর্যশীল।

٢٢٦- لِلَّذِيْنَ يُؤْلُوْنَ مِنْ نِّسَآئِهِمْ تَرَبُّصُ اَرْبَعَةِ اَشْهُرٍ ۚ فَاِنْ فَآءُوْ فَاِنَّ اللّٰهَ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ ○

২২৬। যাহারা স্ত্রীর সহিত সংগত না হওয়ার শপথ করে তাহারা চারি মাস অপেক্ষা করিবে[১৫৬]। অতঃপর যদি তাহারা প্রত্যাগত হয় তবে নিশ্চয়ই আল্লাহ্ ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।

٢٢٧- وَاِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَاِنَّ اللّٰهَ سَمِيْعٌ عَلِيْمٌ ○

২২৭। আর যদি তাহারা তালাক দেওয়ার সংকল্প করে তবে আল্লাহ্ তো সর্বশ্রোতা, সর্বজ্ঞ।

٢٢٨- وَالْمُطَلَّقٰتُ يَتَرَبَّصْنَ بِاَنْفُسِهِنَّ ثَلٰثَةَ قُرُوْٓءٍ ؕ وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ اَنْ يَّكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللّٰهُ فِيْٓ اَرْحَامِهِنَّ اِنْ كُنَّ يُؤْمِنَّ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ ؕ وَبُعُوْلَتُهُنَّ اَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِيْ ذٰلِكَ اِنْ اَرَادُوْٓا اِصْلَاحًا ؕ

২২৮। তালাকপ্রাপ্তা স্ত্রী তিন রজঃস্রাব কাল প্রতীক্ষায় থাকিবে। তাহারা আল্লাহ্ এবং আখিরাতে বিশ্বাসী হইলে তাহাদের গর্ভাশয়ে আল্লাহ্ যাহা সৃষ্টি করিয়াছেন তাহা গোপন রাখা তাহাদের পক্ষে বৈধ নহে। যদি তাহারা আপোস-নিষ্পত্তি করিতে চায় তবে উহাতে[১৫৭] তাহাদের পুনঃ গ্রহণে তাহাদের স্বামিগণ অধিক হকদার। নারীদের তেমনি ন্যায়সংগত

১৫৬। يؤلون অর্থ স্ত্রী-গমন না করার শপথ করে। চারি মাস বা তদূর্ধ্ব সময়ে এইরূপ সংগত না হওয়ার শপথ করাকে শরী'আতের পরিভাষায় ঈলা (ايلاء) বলা হয়। শপথ অনুযায়ী চারি মাসের মধ্যে স্ত্রীর সহিত সংগত না হইলে চারি মাস অতিবাহিত হওয়ামাত্রই তালাক প্রদান ছাড়াই এক তালাক 'বাইন' হইয়া যাইবে, চারি মাসের মধ্যে সংগত হইলে শপথ ভঙ্গের কাফ্‌ফারা দিতে হইবে, তালাক হইবে না।

১৫৭। স্বামীর মৃত্যু অথবা তালাকের পর যে সময়সীমার মধ্যে স্ত্রীর জন্য অন্য বিবাহ বৈধ নহে, এই সময়সীমাকেই 'ইদ্দাত' বলে।

وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

অধিকার আছে যেমন আছে তাহাদের উপর পুরুষদের ; কিন্তু নারীদের উপর পুরুষদের মর্যাদা আছে। আল্লাহ্ মহা-পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়।

[২৯]

২২৯- اَلطَّلَاقُ مَرَّتٰنِ فَاِمْسَاكٌۢ بِمَعْرُوْفٍ اَوْ تَسْرِيْحٌۢ بِاِحْسَانٍ وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ اَنْ تَاْخُذُوْا مِمَّآ اٰتَيْتُمُوْهُنَّ شَيْـًٔا اِلَّآ اَنْ يَّخَافَآ اَلَّا يُقِيْمَا حُدُوْدَ اللّٰهِ فَاِنْ خِفْتُمْ اَلَّا يُقِيْمَا حُدُوْدَ اللّٰهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيْمَا افْتَدَتْ بِهٖ تِلْكَ حُدُوْدُ اللّٰهِ فَلَا تَعْتَدُوْهَا وَمَنْ يَّتَعَدَّ حُدُوْدَ اللّٰهِ فَاُولٰٓئِكَ هُمُ الظّٰلِمُوْنَ

২২৯। এই তালাক[১৫৮] দুইবার। অতঃপর স্ত্রীকে হয় বিধিমত রাখিয়া দিবে অথবা সদয়ভাবে মুক্ত করিয়া দিবে। তোমরা তোমাদের স্ত্রীকে যাহা প্রদান করিয়াছ তন্মধ্য হইতে কোন কিছু গ্রহণ করা তোমাদের পক্ষে বৈধ নহে। অবশ্য যদি তাহাদের উভয়ের আশংকা হয় যে, তাহারা আল্লাহ্‌র সীমারেখা রক্ষা করিয়া চলিতে পারিবে না এবং তোমরা যদি আশংকা কর যে, তাহারা আল্লাহ্‌র সীমারেখা রক্ষা করিয়া চলিতে পারিবে না, তবে স্ত্রী কোন কিছুর বিনিময়ে নিষ্কৃতি পাইতে চাহিলে[১৫৯] তাহাতে তাহাদের কাহারও কোন অপরাধ নাই। এই সব আল্লাহ্‌র সীমারেখা। তোমরা উহা লংঘন করিও না। যাহারা এই সব সীমারেখা লংঘন করে তাহারাই যালিম।

২৩০- فَاِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهٗ مِنْۢ بَعْدُ حَتّٰى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهٗ فَاِنْ طَلَّقَهَا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَآ اَنْ يَّتَرَاجَعَآ اِنْ ظَنَّآ اَنْ يُّقِيْمَا حُدُوْدَ اللّٰهِ وَتِلْكَ حُدُوْدُ اللّٰهِ يُبَيِّنُهَا لِقَوْمٍ يَّعْلَمُوْنَ

২৩০। অতঃপর যদি সে তাহাকে তালাক[১৬০] দেয় তবে সে তাহার জন্য বৈধ হইবে না, যে পর্যন্ত সে অন্য স্বামীর সহিত সংগত না হইবে। অতঃপর সে যদি তাহাকে তালাক দেয় আর তাহারা উভয়ে মনে করে যে, তাহারা আল্লাহ্‌র সীমারেখা রক্ষা করিতে সমর্থ হইবে, তবে তাহাদের পুনর্মিলনে কাহারও কোন অপরাধ হইবে না। এইগুলি আল্লাহ্‌র বিধান, জ্ঞানী সম্প্রদায়ের জন্য আল্লাহ্ ইহা স্পষ্টভাবে বর্ণনা করেন।

১৫৮। যে তালাকের পর 'ইদ্দাতের মধ্যে ইচ্ছা করিলে স্ত্রীকে পুনঃ গ্রহণ করা যায়, এখানে সেই 'তালাকে রাজ'ঈ'র কথা বলা হইয়াছে।

১৫৯। 'মাহর' অথবা কিছু অর্থ-সম্পদের বিনিময়ে স্ত্রী স্বামীর নিকট তালাক চাহিতে পারে। শরী'আতের পরিভাষায় ইহাকে 'খুলা'' বলে।

১৬০। দুই তালাকের পর তৃতীয় তালাক দিলে স্বামী স্ত্রীকে পুনঃ গ্রহণ করিতে পারে না।

২৩১। যখন তোমরা স্ত্রীকে তালাক দাও এবং তাহারা 'ইদ্দাত পূর্তির নিকটবর্তী হয় তখন তোমরা হয় যথাবিধি তাহাদিগকে রাখিয়া দিবে অথবা বিধিমত মুক্ত করিয়া দিবে। কিন্তু তাহাদের ক্ষতি করিয়া সীমালংঘন উদ্দেশ্যে তাহাদিগকে তোমরা আটকাইয়া রাখিও না। যে এইরূপ করে, সে নিজের প্রতি জুলুম করে। এবং তোমরা আল্লাহ্‌র বিধানকে ঠাট্টা-তামাশার বস্তু করিও না এবং তোমাদের প্রতি আল্লাহ্‌র নি'মাত ও কিতাব এবং হিকমত[১৬১] যাহা তোমাদের প্রতি অবতীর্ণ করিয়াছেন, যদ্দ্বারা তিনি তোমাদিগকে উপদেশ দেন, তাহা স্মরণ কর। তোমরা আল্লাহ্‌কে ভয় কর এবং জানিয়া রাখ যে, নিশ্চয়ই আল্লাহ্ সর্ব বিষয়ে জ্ঞানময়।

٢٣١- وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ
أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ
أَوْ سَرِّحُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ
وَلَا تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَارًا لِتَعْتَدُوا
وَمَنْ يَفْعَلْ ذَٰلِكَ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ
وَلَا تَتَّخِذُوا آيَاتِ اللَّهِ هُزُوًا
وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ
وَمَا أَنْزَلَ عَلَيْكُمْ
مِنَ الْكِتَابِ وَالْحِكْمَةِ
يَعِظُكُمْ بِهِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا
أَنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ○

[৩০]

২৩২। তোমরা যখন স্ত্রীদিগকে তালাক দাও এবং তাহারা তাহাদের 'ইদ্দাতকাল পূর্ণ করে, তাহারা যদি বিধিমত পরস্পর সম্মত হয়, তবে স্ত্রীগণ নিজেদের স্বামীদিগকে বিবাহ করিতে চাহিলে তোমরা তাহাদিগকে বাধা দিও না। ইহা দ্বারা তোমাদের মধ্যে যে কেহ আল্লাহ্ ও আখিরাতে ঈমান রাখে, তাহাকে উপদেশ দেওয়া হয়। ইহা তোমাদের জন্য শুদ্ধতম ও পবিত্রতম। আল্লাহ্ জানেন, তোমরা জান না।

٢٣٢- وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ
أَجَلَهُنَّ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَنْ يَنْكِحْنَ
أَزْوَاجَهُنَّ إِذَا تَرَاضَوْا بَيْنَهُمْ بِالْمَعْرُوفِ
ذَٰلِكَ يُوعَظُ بِهِ مَنْ كَانَ مِنْكُمْ
يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ
ذَٰلِكُمْ أَزْكَىٰ لَكُمْ وَأَطْهَرُ
وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ ○

২৩৩। যে স্তন্য পানকাল পূর্ণ করিতে চাহে তাহার জন্য জননীগণ তাহাদের সন্তানদিগকে পূর্ণ দুই বৎসর স্তন্য পান করাইবে। জনকের কর্তব্য যথাবিধি তাহাদের ভরণ-পোষণ করা। কাহাকেও তাহার সাধ্যাতীত কার্যভার দেওয়া হয় না। কোন জননীকে তাহার সন্তানের

٢٣٣- وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ
حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ
الرَّضَاعَةَ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ
وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ
لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا

১৬১। ৯৩ নং টীকা দ্রঃ।

لَا تُضَآرَّ وَالِدَةٌۢ بِوَلَدِهَا
وَلَا مَوْلُوْدٌ لَّهٗ
بِوَلَدِهٖ ۚ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذٰلِكَ ۚ
فَاِنْ اَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِّنْهُمَا
وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا ؕ
وَاِنْ اَرَدْتُّمْ اَنْ تَسْتَرْضِعُوْٓا اَوْلَادَكُمْ
فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ اِذَا سَلَّمْتُمْ مَّآ اٰتَيْتُمْ
بِالْمَعْرُوْفِ ؕ وَاتَّقُوا اللّٰهَ وَاعْلَمُوْٓا اَنَّ
اللّٰهَ بِمَا تَعْمَلُوْنَ بَصِيْرٌ ۝

জন্য এবং কোন জনককে তাহার সন্তানের জন্য ক্ষতিগ্রস্ত করা হইবে না। এবং উত্তরাধিকারীরও অনুরূপ কর্তব্য। কিন্তু যদি তাহারা পরস্পরের সম্মতি ও পরামর্শক্রমে স্তন্য পান বন্ধ রাখিতে চাহে তবে তাহাদের কাহারও কোন অপরাধ নাই। তোমরা যাহা বিধিমত দিতে চাহিয়াছিলে, তাহা যদি অর্পণ কর তবে ধাত্রী দ্বারা তোমাদের সন্তানকে স্তন্য পান করাইতে চাহিলে তোমাদের কোন গুনাহ নাই। আল্লাহ্‌কে ভয় কর এবং জানিয়া রাখ যে, তোমরা যাহা কর নিশ্চয়ই আল্লাহ্ উহার সম্যক দ্রষ্টা।

٢٣٤- وَالَّذِيْنَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُوْنَ
اَزْوَاجًا يَّتَرَبَّصْنَ بِاَنْفُسِهِنَّ اَرْبَعَةَ اَشْهُرٍ
وَّعَشْرًا ۚ فَاِذَا بَلَغْنَ اَجَلَهُنَّ
فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيْمَا
فَعَلْنَ فِيْٓ اَنْفُسِهِنَّ بِالْمَعْرُوْفِ ؕ
وَاللّٰهُ بِمَا تَعْمَلُوْنَ خَبِيْرٌ ۝

২৩৪। তোমাদের মধ্যে যাহারা স্ত্রী রাখিয়া মৃত্যু-মুখে পতিত হয় তাহাদের স্ত্রীগণ চারি মাস দশ দিন প্রতীক্ষায় থাকিবে[১৬২]। যখন তাহারা তাহাদের 'ইদ্দাতকাল পূর্ণ করিবে তখন যথাবিধি নিজেদের জন্য যাহা করিবে তাহাতে তোমাদের কোন গুনাহ নাই। তোমরা যাহা কর আল্লাহ্ সে সম্বন্ধে সবিশেষ অবহিত।

٢٣٥- وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيْمَا عَرَّضْتُمْ بِهٖ
مِنْ خِطْبَةِ النِّسَآءِ اَوْ اَكْنَنْتُمْ فِيْٓ اَنْفُسِكُمْ ؕ
عَلِمَ اللّٰهُ اَنَّكُمْ سَتَذْكُرُوْنَهُنَّ
وَلٰكِنْ لَّا تُوَاعِدُوْهُنَّ سِرًّا اِلَّآ اَنْ تَقُوْلُوْا
قَوْلًا مَّعْرُوْفًا ؕ وَلَا تَعْزِمُوْا عُقْدَةَ
النِّكَاحِ حَتّٰى يَبْلُغَ الْكِتٰبُ اَجَلَهٗ ؕ
وَاعْلَمُوْٓا اَنَّ اللّٰهَ يَعْلَمُ مَا فِيْٓ اَنْفُسِكُمْ
فَاحْذَرُوْهُ ۚ وَاعْلَمُوْٓا اَنَّ اللّٰهَ غَفُوْرٌ حَلِيْمٌ ۝ ع

২৩৫। স্ত্রীলোকদের নিকট তোমরা ইংগিতে বিবাহের প্রস্তাব করিলে অথবা তোমাদের অন্তরে গোপন রাখিলে তোমাদের কোন পাপ নাই[১৬৩]। আল্লাহ্ জানেন যে, তোমরা তাহাদের সম্বন্ধে অবশ্যই আলোচনা করিবে; কিন্তু বিধিমত কথাবার্তা ব্যতীত গোপনে তাহাদের নিকট কোন অঙ্গীকার করিও না; নির্দিষ্ট কাল[১৬৪] পূর্ণ না হওয়া পর্যন্ত বিবাহ কার্য সম্পন্ন করার সংকল্প করিও না। এবং জানিয়া রাখ যে, নিশ্চয়ই আল্লাহ্ তোমাদের মনোভাব জানেন। সুতরাং তাঁহাকে ভয় কর এবং জানিয়া রাখ যে, নিশ্চয়ই আল্লাহ্ ক্ষমাপরায়ণ, পরম সহনশীল।

১৬২। স্ত্রী গর্ভধারণ করিয়াছে এমন অবস্থায় স্বামীর মৃত্যু হইলে সন্তান ভূমিষ্ট হওয়া পর্যন্ত 'ইদ্দাত পালন করিতে হইবে।

১৬৩। এ স্থলে বৈধব্যবশত 'ইদ্দাত পালনরতা স্ত্রীলোকের নিকট বিবাহের প্রস্তাব সম্বন্ধে বলা হইয়াছে।

১৬৪। এ স্থলে নির্দিষ্ট কালের অর্থ 'ইদ্দাত।

[৩১]

২৩৬। যে পর্যন্ত না তোমরা তোমাদের স্ত্রীকে স্পর্শ করিয়াছ এবং তাহাদের জন্য মাহ্‌র ধার্য করিয়াছ, তাহাদিগকে তালাক দিলে তোমাদের কোন পাপ নাই। তোমরা তাহাদের সংস্থানের ব্যবস্থা করিও, সচ্ছল তাহার সাধ্যমত এবং অসচ্ছল তাহার সামর্থ্যানুযায়ী বিধিমত খরচপত্রের ব্যবস্থা করিবে, ইহা নেককার লোকদের কর্তব্য।

٢٣٦-لَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ
إِنْ طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ
مَا لَمْ تَمَسُّوهُنَّ
أَوْ تَفْرِضُوا لَهُنَّ فَرِيضَةً ۚ وَمَتِّعُوهُنَّ ۚ
عَلَى الْمُوسِعِ قَدَرُهُ وَعَلَى الْمُقْتِرِ قَدَرُهُ ۚ
مَتَاعًا بِالْمَعْرُوفِ ۚ حَقًّا عَلَى الْمُحْسِنِينَ ○

২৩৭। তোমরা যদি তাহাদিগকে স্পর্শ করার পূর্বে তালাক দাও, অথচ মাহ্‌র ধার্য করিয়া থাক তবে যাহা তোমরা ধার্য করিয়াছ তাহার অর্ধেক,[১৬৫] যদি না স্ত্রী অথবা যাহার হাতে বিবাহ-বন্ধন রহিয়াছে সে মাফ করিয়া দেয়; এবং মাফ করিয়া দেওয়াই তাক্‌ওয়ার নিকটতর। তোমরা নিজেদের মধ্যে সদাশয়তার কথা বিস্মৃত হইও না। তোমরা যাহা কর নিশ্চয়ই আল্লাহ্ তাহার সম্যক দ্রষ্টা।

٢٣٧-وَإِنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ
أَنْ تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ
فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ
إِلَّا أَنْ يَعْفُونَ أَوْ يَعْفُوَا الَّذِي بِيَدِهٖ
عُقْدَةُ النِّكَاحِ ۚ وَأَنْ تَعْفُوا أَقْرَبُ
لِلتَّقْوٰى ۚ وَلَا تَنْسَوُا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ ۚ
إِنَّ اللّٰهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ○

২৩৮। তোমরা সালাতের প্রতি যত্নবান হইবে[১৬৬] বিশেষত মধ্যবর্তী সালাতের এবং আল্লাহ্‌র উদ্দেশ্যে তোমরা বিনীতভাবে দাঁড়াইবে;

٢٣٨-حٰفِظُوا عَلَى الصَّلَوٰتِ
وَالصَّلٰوةِ الْوُسْطٰى ۚ
وَقُومُوا لِلّٰهِ قٰنِتِينَ ○

২৩৯। যদি তোমরা আশংকা কর তবে পদচারী অথবা আরোহী অবস্থায় সালাত আদায় করিবে। আর যখন তোমরা নিরাপদ বোধ কর তখন আল্লাহ্‌কে স্মরণ করিবে, যেভাবে তিনি তোমাদিগকে শিক্ষা দিয়াছেন, যাহা তোমরা জানিতে না।

٢٣٩-فَإِنْ خِفْتُمْ فَرِجَالًا أَوْ رُكْبَانًا ۚ
فَإِذَا أَمِنْتُمْ فَاذْكُرُوا اللّٰهَ
كَمَا عَلَّمَكُمْ مَا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ ○

১৬৫। এই অবস্থায় নির্ধারিত মাহরের অর্ধেক দেওয়াই বিধেয়। স্বামী সম্পূর্ণ মাহর দিয়া থাকিলে উহার অর্ধেক ফেরত না লওয়া, আর না দিয়া থাকিলে সম্পূর্ণ মাহর দিয়া দেওয়া তাকওয়ার পরিচায়ক।

১৬৬। এখানে সর্বপ্রকার সালাতের, বিশেষত 'আসরের সালাতের প্রতি যত্নবান হইতে নির্দেশ দেওয়া হইয়াছে এবং আল্লাহ্‌র উদ্দেশ্যে বিনীতভাবে দাঁড়াইতে বলা হইয়াছে। যুদ্ধের সময় অথবা বিপদাশংকায় সালাত কায়েম করার নিয়ম সম্পর্কে দ্রঃ ৪ ঃ ১০১।

٢٤٠- وَالَّذِيْنَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُوْنَ اَزْوَاجًا ۚۖ وَّصِيَّةً لِّاَزْوَاجِهِمْ مَّتَاعًا اِلَى الْحَوْلِ غَيْرَ اِخْرَاجٍ ۚ فَاِنْ خَرَجْنَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيْ مَا فَعَلْنَ فِيْۤ اَنْفُسِهِنَّ مِنْ مَّعْرُوْفٍ ؕ وَاللّٰهُ عَزِيْزٌ حَكِيْمٌ ○

২৪০। তোমাদের মধ্যে যাহাদের মৃত্যু আসন্ন এবং স্ত্রী রাখিয়া যায় তাহারা যেন তাহাদের স্ত্রীদিগকে গৃহ হইতে বহিষ্কার না করিয়া তাহাদের এক বৎসরের ভরণ-পোষণের ওসিয়াত করে। কিন্তু যদি তাহারা বাহির হইয়া যায় তবে বিধিমত নিজেদের জন্য তাহারা যাহা করিবে তাহাতে তোমাদের কোন গুনাহ নাই। আল্লাহ্ পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়।

٢٤١- وَلِلْمُطَلَّقٰتِ مَتَاعٌۢ بِالْمَعْرُوْفِ ؕ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِيْنَ ○

২৪১। তালাকপ্রাপ্তা নারীদিগকে প্রথামত[১৬৭] ভরণ-পোষণ করা মুত্তাকীদের কর্তব্য।

٢٤٢- كَذٰلِكَ يُبَيِّنُ اللّٰهُ لَكُمْ اٰيٰتِهٖ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُوْنَ ○

২৪২। এইভাবে আল্লাহ্ তাঁহার বিধান স্পষ্টভাবে বর্ণনা করেন যাহাতে তোমরা বুঝিতে পার।

[৩২]

٢٤٣- اَلَمْ تَرَ اِلَى الَّذِيْنَ خَرَجُوْا مِنْ دِيَارِهِمْ وَهُمْ اُلُوْفٌ حَذَرَ الْمَوْتِ ۪ فَقَالَ لَهُمُ اللّٰهُ مُوْتُوْا ۟ ثُمَّ اَحْيَاهُمْ ؕ اِنَّ اللّٰهَ لَذُوْ فَضْلٍ عَلَى النَّاسِ وَلٰكِنَّ اَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَشْكُرُوْنَ ○

২৪৩। তুমি কি তাহাদিগকে দেখ নাই যাহারা মৃত্যুভয়ে হাজারে হাজারে স্বীয় আবাসভূমি পরিত্যাগ করিয়াছিল[১৬৮]? অতঃপর আল্লাহ্ তাহাদিগকে বলিয়াছিলেন, 'তোমাদের মৃত্যু হউক'। তারপর আল্লাহ্ তাহাদিগকে জীবিত করিয়াছিলেন। নিশ্চয়ই আল্লাহ্ মানুষের প্রতি অনুগ্রহশীল; কিন্তু অধিকাংশ লোক কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে না।

٢٤٤- وَقَاتِلُوْا فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ وَاعْلَمُوْۤا اَنَّ اللّٰهَ سَمِيْعٌ عَلِيْمٌ ○

২৪৪। তোমরা আল্লাহ্‌র পথে যুদ্ধ কর এবং জানিয়া রাখ যে, নিশ্চয়ই আল্লাহ্ সর্বশ্রোতা, সর্বজ্ঞ।

٢٤٥- مَنْ ذَا الَّذِيْ يُقْرِضُ اللّٰهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضٰعِفَهٗ لَهٗۤ اَضْعَافًا كَثِيْرَةً ؕ

২৪৫। কে সে, যে আল্লাহ্‌কে করযে হাসানা[১৬৯] প্রদান করিবে? তিনি তাহার জন্য ইহা

১৬৭। 'ইদ্দাত পূর্তি পর্যন্ত।
১৬৮। পূর্ববর্তী কোন এক সম্প্রদায়ের ঘটনা এখানে বর্ণনা করা হইয়াছে।
১৬৯। যে ঋণ নিঃস্বার্থভাবে দেওয়া হয় উহা 'কার্‌য-হাসানা'।

Contents

وَاللّٰهُ يَقْبِضُ وَيَبْصُۜطُ ص
وَاِلَيْهِ تُرْجَعُوْنَ ○

বহু গুণে বৃদ্ধি করিবেন। আর আল্লাহ্ সংকুচিত ও সম্প্রসারিত করেন এবং তাঁহার পানেই তোমরা প্রত্যানীত হইবে।

٢٤٦- اَلَمْ تَرَ اِلَى الْمَلَاِ
مِنْۢ بَنِيْٓ اِسْرَآءِيْلَ مِنْۢ بَعْدِ مُوْسٰى م
اِذْ قَالُوْا لِنَبِيٍّ
لَّهُمُ ابْعَثْ لَنَا مَلِكًا نُّقَاتِلْ
فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ ط قَالَ هَلْ عَسَيْتُمْ
اِنْ كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِتَالُ اَلَّا تُقَاتِلُوْا ط
قَالُوْا وَمَا لَنَآ اَلَّا نُقَاتِلَ فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ
وَقَدْ اُخْرِجْنَا مِنْ دِيَارِنَا وَاَبْنَآئِنَا ط
فَلَمَّا كُتِبَ عَلَيْهِمُ الْقِتَالُ
تَوَلَّوْا اِلَّا قَلِيْلًا مِّنْهُمْ ط
وَاللّٰهُ عَلِيْمٌۢ بِالظّٰلِمِيْنَ ○

২৪৬। তুমি কি মূসার পরবর্তী বনী ইসরাঈল প্রধানদিগকে দেখ নাই? তাহারা যখন তাহাদের নবীকে[১৭০] বলিয়াছিল, 'আমাদের জন্য এক রাজা নিযুক্ত কর যাহাতে আমরা আল্লাহ্র পথে যুদ্ধ করিতে পারি', সে বলিল, 'ইহা তো হইবে না যে, তোমাদের প্রতি যুদ্ধের বিধান দেওয়া হইলে তখন আর তোমরা যুদ্ধ করিবে না'? তাহারা বলিল, 'আমরা যখন স্ব স্ব আবাসভূমি ও স্বীয় সন্তান-সন্ততি হইতে বহিষ্কৃত হইয়াছি, তখন আল্লাহ্র পথে কেন যুদ্ধ করিব না'? অতঃপর যখন তাহাদের প্রতি যুদ্ধের বিধান দেওয়া হইল তখন তাহাদের স্বল্প সংখ্যক ব্যতীত সকলেই পৃষ্ঠ প্রদর্শন করিল। এবং আল্লাহ্ যালিমদের সম্বন্ধে সবিশেষ অবহিত।

٢٤٧- وَقَالَ لَهُمْ نَبِيُّهُمْ
اِنَّ اللّٰهَ قَدْ بَعَثَ لَكُمْ طَالُوْتَ مَلِكًا ط
قَالُوْٓا اَنّٰى يَكُوْنُ لَهُ الْمُلْكُ عَلَيْنَا
وَنَحْنُ اَحَقُّ بِالْمُلْكِ مِنْهُ
وَلَمْ يُؤْتَ سَعَةً مِّنَ الْمَالِ ط قَالَ اِنَّ اللّٰهَ
اصْطَفٰىهُ عَلَيْكُمْ وَزَادَهٗ بَسْطَةً
فِي الْعِلْمِ وَالْجِسْمِ ط وَاللّٰهُ يُؤْتِيْ
مُلْكَهٗ مَنْ يَّشَآءُ ط وَاللّٰهُ وَاسِعٌ عَلِيْمٌ ○

২৪৭। আর তাহাদের নবী তাহাদিগকে বলিয়াছিল, আল্লাহ্ অবশ্যই তালূতকে তোমাদের রাজা করিয়াছেন। তাহারা বলিল, 'আমাদের উপর তাহার রাজত্ব কিরূপে হইবে, যখন আমরা তাহা অপেক্ষা রাজত্বের অধিক হকদার এবং তাহাকে প্রচুর ঐশ্বর্য দেওয়া হয় নাই!' নবী বলিল, 'আল্লাহ্ অবশ্যই তাহাকে তোমাদের জন্য মনোনীত করিয়াছেন এবং তিনি তাহাকে জ্ঞানে ও দেহে সমৃদ্ধ করিয়াছেন।' আল্লাহ্ যাহাকে ইচ্ছা স্বীয় রাজত্ব দান করেন। আল্লাহ্ প্রাচুর্যময়, প্রজ্ঞাময়।

১৭০। শামওয়ীল (আঃ)।

২৪৮। আর তাহাদের নবী তাহাদিগকে বলিয়াছিল, 'তাহার রাজত্বের নিদর্শন এই যে, তোমাদের নিকট সেই তাবূত[১৭১] আসিবে যাহাতে তোমাদের প্রতিপালকের নিকট হইতে চিত্ত-প্রশান্তি এবং মূসা ও হারূন বংশীয়গণ যাহা পরিত্যাগ করিয়াছে তাহার অবশিষ্টাংশ থাকিবে; ফিরিশতাগণ ইহা বহন করিয়া আনিবে। তোমরা যদি মু'মিন হও তবে অবশ্যই তোমাদের জন্য ইহাতে নিদর্শন আছে।'

٢٤٨- وَقَالَ لَهُمْ نَبِيُّهُمْ اِنَّ اٰيَةَ مُلْكِهٖٓ اَنْ يَّاْتِيَكُمُ التَّابُوْتُ فِيْهِ سَكِيْنَةٌ مِّنْ رَّبِّكُمْ وَبَقِيَّةٌ مِّمَّا تَرَكَ اٰلُ مُوْسٰى وَاٰلُ هٰرُوْنَ تَحْمِلُهُ الْمَلٰٓئِكَةُ ؕ اِنَّ فِيْ ذٰلِكَ لَاٰيَةً لَّكُمْ اِنْ كُنْتُمْ مُّؤْمِنِيْنَ ۟

[৩৩]

২৪৯। অতঃপর তালূত যখন সৈন্যবাহিনীসহ বাহির হইল[১৭২] সে তখন বলিল, 'আল্লাহ্ এক নদী[১৭৩] দ্বারা তোমাদের পরীক্ষা করিবেন। যে কেহ উহা হইতে পান করিবে সে আমার দলভুক্ত নহে; আর যে কেহ উহার স্বাদ গ্রহণ করিবে না সে আমার দলভুক্ত; ইহা ছাড়া যে কেহ তাহার হস্তে এক কোষ পানি গ্রহণ করিবে সেও'। অতঃপর অল্প সংখ্যক ব্যতীত তাহারা উহা হইতে পান করিল। সে এবং তাহার সংগী ঈমানদারগণ যখন উহা অতিক্রম করিল তখন তাহারা বলিল, 'জালূত ও তাহার সৈন্যবাহিনীর বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার মত শক্তি আজ আমাদের নাই। কিন্তু যাহাদের প্রত্যয় ছিল আল্লাহ্র সহিত তাহাদের সাক্ষাত ঘটিবে তাহারা বলিল, 'আল্লাহ্র হুকুমে কত ক্ষুদ্র দল কত বৃহৎ দলকে পরাভূত করিয়াছে'! আল্লাহ্ ধৈর্যশীলদের সহিত রহিয়াছেন।

٢٤٩- فَلَمَّا فَصَلَ طَالُوْتُ بِالْجُنُوْدِ ۙ قَالَ اِنَّ اللّٰهَ مُبْتَلِيْكُمْ بِنَهَرٍ ۚ فَمَنْ شَرِبَ مِنْهُ فَلَيْسَ مِنِّيْ ۚ وَمَنْ لَّمْ يَطْعَمْهُ فَاِنَّهٗ مِنِّيْٓ اِلَّا مَنِ اغْتَرَفَ غُرْفَةً ۢ بِيَدِهٖ ۚ فَشَرِبُوْا مِنْهُ اِلَّا قَلِيْلًا مِّنْهُمْ ؕ فَلَمَّا جَاوَزَهٗ هُوَ وَالَّذِيْنَ اٰمَنُوْا مَعَهٗ ۙ قَالُوْا لَا طَاقَةَ لَنَا الْيَوْمَ بِجَالُوْتَ وَجُنُوْدِهٖ ؕ قَالَ الَّذِيْنَ يَظُنُّوْنَ اَنَّهُمْ مُّلٰقُوا اللّٰهِ ۙ كَمْ مِّنْ فِئَةٍ قَلِيْلَةٍ غَلَبَتْ فِئَةً كَثِيْرَةً ۢ بِاِذْنِ اللّٰهِ ؕ وَاللّٰهُ مَعَ الصّٰبِرِيْنَ ۝

১৭১। ইস্রাঈলীদের পবিত্র সিন্দুক। বিধর্মীদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ পরিচালনাকালে হযরত মূসা (আঃ) ইহা সম্মুখে স্থাপন করিতেন। ইহাতে বনী ইস্রাঈল দৃঢ়-সংকল্প হইয়া যুদ্ধ করিত।
১৭২। প্যালেস্টাইন দখল করিতে।
১৭৩। জর্ডান নদী।

٢٥٠- وَلَمَّا بَرَزُوْا لِجَالُوْتَ وَجُنُوْدِهٖ قَالُوْا رَبَّنَآ اَفْرِغْ عَلَيْنَا صَبْرًا وَّثَبِّتْ اَقْدَامَنَا وَانْصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكٰفِرِيْنَ ۝

২৫০। তাহারা যখন যুদ্ধার্থে জালূত ও তাহার সৈন্যবাহিনীর সম্মুখীন হইল তখন তাহারা বলিল, 'হে আমাদের প্রতিপালক! আমাদিগকে ধৈর্য দান কর, আমাদের পা অবিচলিত রাখ এবং কাফির সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে আমাদিগকে সাহায্য দান কর'।

٢٥١- فَهَزَمُوْهُمْ بِاِذْنِ اللّٰهِ ۙ وَقَتَلَ دَاوٗدُ جَالُوْتَ وَاٰتٰىهُ اللّٰهُ الْمُلْكَ وَالْحِكْمَةَ وَعَلَّمَهٗ مِمَّا يَشَآءُ ؕ وَلَوْلَا دَفْعُ اللّٰهِ النَّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ ۙ لَّفَسَدَتِ الْاَرْضُ وَلٰكِنَّ اللّٰهَ ذُوْ فَضْلٍ عَلَى الْعٰلَمِيْنَ ۝

২৫১। সুতরাং তাহারা আল্লাহ্‌র হুকুমে উহাদিগকে পরাভূত করিল; দাউদ জালূতকে সংহার করিল, আল্লাহ্ তাহাকে রাজত্ব ও হিক্‌মত দান করিলেন এবং যাহা তিনি ইচ্ছা করিলেন তাহা তাহাকে শিক্ষা দিলেন। আল্লাহ্ যদি মানবজাতির এক দলকে অন্য দল দ্বারা প্রতিহত না করিতেন তবে পৃথিবী বিপর্যস্ত হইয়া যাইত। কিন্তু আল্লাহ্ জগতসমূহের প্রতি অনুগ্রহশীল।

٢٥٢- تِلْكَ اٰيٰتُ اللّٰهِ نَتْلُوْهَا عَلَيْكَ بِالْحَقِّ ؕ وَاِنَّكَ لَمِنَ الْمُرْسَلِيْنَ ۝

২৫২। এই সকল আল্লাহ্‌র আয়াত, আমি তোমার নিকট উহা যথাযথভাবে তিলাওয়াত করিতেছি, আর নিশ্চয়ই তুমি রাসূলগণের অন্তর্ভুক্ত।

তৃতীয় পারা

٢٥٣- تِلْكَ الرُّسُلُ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلٰى بَعْضٍ ۘ مِنْهُمْ مَّنْ كَلَّمَ اللّٰهُ وَرَفَعَ بَعْضَهُمْ دَرَجٰتٍ ؕ وَاٰتَيْنَا عِيْسَى ابْنَ مَرْيَمَ الْبَيِّنٰتِ وَاَيَّدْنٰهُ بِرُوْحِ الْقُدُسِ ؕ وَلَوْ شَآءَ اللّٰهُ مَا اقْتَتَلَ الَّذِيْنَ مِنْۢ بَعْدِهِمْ مِّنْۢ بَعْدِ مَا جَآءَتْهُمُ الْبَيِّنٰتُ وَلٰكِنِ اخْتَلَفُوْا فَمِنْهُمْ مَّنْ اٰمَنَ وَمِنْهُمْ مَّنْ كَفَرَ ؕ وَلَوْ شَآءَ اللّٰهُ مَا اقْتَتَلُوْا ۟ وَلٰكِنَّ اللّٰهَ يَفْعَلُ مَا يُرِيْدُ ۝

২৫৩। এই রাসূলগণ, তাহাদের মধ্যে কাহাকেও কাহারও উপর শ্রেষ্ঠত্ব দিয়াছি। তাহাদের মধ্যে এমন কেহ রহিয়াছে যাহার সহিত আল্লাহ্ কথা বলিয়াছেন, আবার কাহাকেও উচ্চ মর্যাদায় উন্নীত করিয়াছেন। মার্‌ইয়াম-তনয় 'ঈসাকে স্পষ্ট প্রমাণ প্রদান করিয়াছি ও পবিত্র আত্মা[১৭৪] দ্বারা তাহাকে শক্তিশালী করিয়াছি। আল্লাহ্ ইচ্ছা করিলে তাহাদের পরবর্তীরা তাহাদের নিকট স্পষ্ট প্রমাণ সমাগত হওয়ার পরও পারস্পরিক যুদ্ধ-বিগ্রহে লিপ্ত হইত না; কিন্তু তাহাদের মধ্যে মতভেদ ঘটিল। ফলে তাহাদের কতক ঈমান আনিল এবং কতক কুফরী করিল। আল্লাহ্ ইচ্ছা করিলে তাহারা পারস্পরিক যুদ্ধ-বিগ্রহে লিপ্ত হইত না; কিন্তু আল্লাহ্ যাহা ইচ্ছা তাহা করেন।

[৩৪]

٢٥٤- يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْۤا اَنْفِقُوْا مِمَّا رَزَقْنٰكُمْ مِّنْ قَبْلِ اَنْ يَّاْتِىَ يَوْمٌ لَّا بَيْعٌ فِيْهِ وَلَا خُلَّةٌ وَّلَا شَفَاعَةٌ ؕ وَالْكٰفِرُوْنَ هُمُ الظّٰلِمُوْنَ ۝

২৫৪। হে মু'মিনগণ! আমি যাহা তোমাদিগকে দিয়াছি তাহা হইতে তোমরা ব্যয় কর সেই দিন আসিবার পূর্বে, যেই দিন ক্রয়-বিক্রয়, বন্ধুত্ব ও সুপারিশ থাকিবে না এবং কাফিররাই যালিম।

٢٥٥- اَللّٰهُ لَاۤ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ ۚ اَلْحَىُّ الْقَيُّوْمُ ۚ لَا تَاْخُذُهٗ سِنَةٌ وَّلَا نَوْمٌ ؕ لَهٗ مَا فِى السَّمٰوٰتِ وَمَا فِى الْاَرْضِ ؕ مَنْ ذَا الَّذِىْ يَشْفَعُ عِنْدَهٗۤ اِلَّا بِاِذْنِهٖ ؕ

২৫৫। আল্লাহ্, তিনি ব্যতীত কোন ইলাহ্ নাই। তিনি চিরঞ্জীব, সর্বসত্তার ধারক।[১৭৫] তাঁহাকে তন্দ্রা অথবা নিদ্রা স্পর্শ করে না। আকাশ ও পৃথিবীতে যাহা কিছু আছে সমস্ত তাঁহারই। কে সে, যে তাঁহার অনুমতি ব্যতীত তাঁহার নিকট

১৭৪। ৬৩ নং টীকা দ্রষ্টব্য।

১৭৫। সৃষ্টির তত্ত্বাবধান ও রক্ষণাবেক্ষণের জন্য যে সত্তা অনাদি ও অনন্তকালব্যাপী বিরাজমান, আপন সত্তার জন্য যিনি কাহারও মুখাপেক্ষী নহেন অথচ সর্বসত্তার যিনি ধারক, তাঁহাকেই কাইয়্যুম বলা হয়।

يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ ۖ وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِۦٓ إِلَّا بِمَا شَآءَ ۚ وَسِعَ كُرْسِيُّهُ ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَٱلْأَرْضَ ۖ وَلَا يَـُٔودُهُۥ حِفْظُهُمَا ۚ وَهُوَ ٱلْعَلِيُّ ٱلْعَظِيمُ ○

সুপারিশ করিবে ? তাহাদের সম্মুখে ও পশ্চাতে যাহা কিছু আছে তাহা তিনি অবগত। যাহা তিনি ইচ্ছা করেন তদ্ব্যতীত তাঁহার জ্ঞানের কিছুই তাহারা আয়ত্ত করিতে পারে না। তাঁহার 'কুরসী' আকাশ ও পৃথিবীময় পরিব্যাপ্ত; ইহাদের রক্ষণাবেক্ষণ তাঁহাকে ক্লান্ত করে না; আর তিনি মহান, শ্রেষ্ঠ।[১৭৬]

٢٥٦- لَآ إِكْرَاهَ فِى ٱلدِّينِ ۖ قَد تَّبَيَّنَ ٱلرُّشْدُ مِنَ ٱلْغَىِّ ۚ فَمَن يَكْفُرْ بِٱلطَّٰغُوتِ وَيُؤْمِنۢ بِٱللَّهِ فَقَدِ ٱسْتَمْسَكَ بِٱلْعُرْوَةِ ٱلْوُثْقَىٰ لَا ٱنفِصَامَ لَهَا ۗ وَٱللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ○

২৫৬। দীন সম্পর্কে জোর-জবরদস্তি নাই; সত্য পথ ভ্রান্ত পথ হইতে সুস্পষ্ট হইয়াছে। যে তাগূতকে[১৭৭] অস্বীকার করিবে ও আল্লাহে ঈমান আনিবে সে এমন এক মযবূত হাতল ধরিবে যাহা কখনও ভাঙ্গিবে না। আল্লাহ্ সর্বশ্রোতা, প্রজ্ঞাময়।

٢٥٧- ٱللَّهُ وَلِىُّ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ يُخْرِجُهُم مِّنَ ٱلظُّلُمَٰتِ إِلَى ٱلنُّورِ ۖ وَٱلَّذِينَ كَفَرُوٓا۟ أَوْلِيَآؤُهُمُ ٱلطَّٰغُوتُ يُخْرِجُونَهُم مِّنَ ٱلنُّورِ إِلَى ٱلظُّلُمَٰتِ ۗ أُو۟لَٰٓئِكَ أَصْحَٰبُ ٱلنَّارِ ۖ هُمْ فِيهَا خَٰلِدُونَ ○

২৫৭। যাহারা ঈমান আনে আল্লাহ্ তাহাদের অভিভাবক, তিনি তাহাদিগকে অন্ধকার হইতে বাহির করিয়া আলোকে লইয়া যান। আর যাহারা কুফরী করে তাগূত তাহাদের অভিভাবক, ইহারা তাহাদিগকে আলোক হইতে অন্ধকারে লইয়া যায়। উহারাই অগ্নি-অধিবাসী, সেখানে তাহারা স্থায়ী হইবে।

[৩৫]

٢٥٨- أَلَمْ تَرَ إِلَى ٱلَّذِى حَآجَّ إِبْرَٰهِۦمَ فِى رَبِّهِۦٓ أَنْ ءَاتَىٰهُ ٱللَّهُ ٱلْمُلْكَ إِذْ قَالَ إِبْرَٰهِۦمُ رَبِّىَ ٱلَّذِى يُحْىِۦ وَيُمِيتُ قَالَ أَنَا۠ أُحْىِۦ وَأُمِيتُ ۖ قَالَ إِبْرَٰهِۦمُ فَإِنَّ ٱللَّهَ يَأْتِى بِٱلشَّمْسِ مِنَ ٱلْمَشْرِقِ فَأْتِ بِهَا مِنَ ٱلْمَغْرِبِ

২৫৮। তুমি কি ঐ ব্যক্তিকে দেখ নাই, যে ইব্‌রাহীমের সহিত তাহার প্রতিপালক সম্বন্ধে বিতর্কে লিপ্ত হইয়াছিল, যেহেতু আল্লাহ্ তাহাকে কর্তৃত্ব দিয়াছিলেন। যখন ইব্‌রাহীম বলিল, 'তিনি আমার প্রতিপালক যিনি জীবন দান করেন ও মৃত্যু ঘটান', সে বলিল, 'আমিও তো জীবন দান করি ও মৃত্যু ঘটাই'। ইব্‌রাহীম বলিল, 'আল্লাহ্ সূর্যকে পূর্ব দিক হইতে উদয় করান, তুমি উহাকে পশ্চিম দিক হইতে উদয় করাও তো'।

১৭৬। এই আয়াতটিকে 'আয়াত আল-কুর্‌সী' বলা হয়।

১৭৭। তাগূতের আভিধানিক অর্থ সীমালংঘনকারী, দুষ্কৃতির মূল বস্তু, যাহা মানুষকে বিভ্রান্ত করে ইত্যাদি। শয়তান, কল্পিত দেবদেবী এবং যাবতীয় বিভ্রান্তিকর উপায়-উপকরণ 'তাগূতের' অন্তর্ভুক্ত।

Contents

فَبُهِتَ الَّذِي كَفَرَ ۗ
وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ ۝

অতঃপর যে কুফরী করিয়াছিল সে হতবুদ্ধি হইয়া গেল। আল্লাহ্ যালিম সম্প্রদায়কে সৎপথে পরিচালিত করেন না।

٢٥٩- أَوْ كَالَّذِي مَرَّ عَلَىٰ قَرْيَةٍ
وَهِيَ خَاوِيَةٌ عَلَىٰ عُرُوشِهَا ۚ
قَالَ أَنَّىٰ يُحْيِي هَٰذِهِ اللَّهُ بَعْدَ مَوْتِهَا ۖ
فَأَمَاتَهُ اللَّهُ مِائَةَ عَامٍ
ثُمَّ بَعَثَهُ ۖ قَالَ كَمْ لَبِثْتَ ۖ
قَالَ لَبِثْتُ يَوْمًا أَوْ بَعْضَ يَوْمٍ ۖ
قَالَ بَلْ لَبِثْتَ مِائَةَ عَامٍ فَانْظُرْ
إِلَىٰ طَعَامِكَ وَشَرَابِكَ لَمْ يَتَسَنَّهْ ۚ
وَانْظُرْ إِلَىٰ حِمَارِكَ وَلِنَجْعَلَكَ
آيَةً لِلنَّاسِ وَانْظُرْ إِلَى الْعِظَامِ
كَيْفَ نُنْشِزُهَا ثُمَّ نَكْسُوهَا لَحْمًا ۖ
فَلَمَّا تَبَيَّنَ لَهُ ۙ قَالَ أَعْلَمُ
أَنَّ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ۝

২৫৯। অথবা তুমি কি সেই ব্যক্তিকে[১৭৮] দেখ নাই, যে এমন এক নগরে উপনীত হইয়াছিল যাহা ধ্বংসস্তূপে পরিণত হইয়াছিল। সে বলিল, 'মৃত্যুর পর কিরূপে আল্লাহ্ ইহাকে জীবিত করিবেন?' তৎপর আল্লাহ্ তাহাকে এক শত বৎসর মৃত রাখিলেন। পরে তাহাকে পুনর্জীবিত করিলেন। আল্লাহ্ বলিলেন, 'তুমি কত কাল অবস্থান করিলে?' সে বলিল, 'এক দিন অথবা এক দিনেরও কিছু কম অবস্থান করিয়াছি।' তিনি বলিলেন, 'না, বরং তুমি এক শত বৎসর অবস্থান করিয়াছ। তোমার খাদ্যসামগ্রী ও পানীয় বস্তুর প্রতি লক্ষ্য কর, উহা অবিকৃত রহিয়াছে এবং তোমার গর্দভটির প্রতি লক্ষ্য কর, কারণ তোমাকে মানবজাতির জন্য নিদর্শনস্বরূপ করিব। আর অস্থিগুলির প্রতি লক্ষ্য কর; কিভাবে সেইগুলিকে সংযোজিত করি এবং গোশত দ্বারা ঢাকিয়া দেই।' যখন ইহা তাহার নিকট স্পষ্ট হইল তখন সে বলিয়া উঠিল, 'আমি জানি যে, আল্লাহ্ নিশ্চয়ই সর্ববিষয়ে সর্বশক্তিমান'।

٢٦٠- وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ أَرِنِي كَيْفَ
تُحْيِي الْمَوْتَىٰ ۖ قَالَ أَوَلَمْ تُؤْمِنْ ۖ
قَالَ بَلَىٰ وَلَٰكِنْ لِيَطْمَئِنَّ قَلْبِي ۖ
قَالَ فَخُذْ أَرْبَعَةً مِنَ الطَّيْرِ
فَصُرْهُنَّ إِلَيْكَ ثُمَّ اجْعَلْ عَلَىٰ كُلِّ
جَبَلٍ مِنْهُنَّ جُزْءًا
ثُمَّ ادْعُهُنَّ يَأْتِينَكَ سَعْيًا ۚ

২৬০। যখন ইব্‌রাহীম বলিল, 'হে আমার প্রতিপালক! কিভাবে তুমি মৃতকে জীবিত কর আমাকে দেখাও', তিনি বলিলেন, 'তবে কি তুমি বিশ্বাস কর না?' সে বলিল, 'কেন করিব না, তবে ইহা কেবল আমার চিত্ত প্রশান্তির জন্য!' তিনি বলিলেন, 'তবে চারিটি পাখী লও এবং উহাদিগকে তোমার বশীভূত করিয়া লও। তৎপর তাহাদের এক এক অংশ এক এক পাহাড়ে স্থাপন কর। অতঃপর উহাদিগকে ডাক দাও, উহারা দ্রুতগতিতে তোমার নিকট আসিবে।

১৭৮। অনেকের মতে ইনি ছিলেন ইস্‌রাঈলী নবী হযরত 'উযায়র (আঃ); দ্রঃ ৯ ঃ ৩০।

وَاعْلَمْ اَنَّ اللّٰهَ عَزِيْزٌ حَكِيْمٌ ۝

জানিয়া রাখ যে, নিশ্চয়ই আল্লাহ্ প্রবল পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়'।

[৩৬]

٢٦١- مَثَلُ الَّذِيْنَ يُنْفِقُوْنَ اَمْوَالَهُمْ فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ اَنْۢبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلَ فِيْ كُلِّ سُنْۢبُلَةٍ مِّائَةُ حَبَّةٍ ؕ وَاللّٰهُ يُضٰعِفُ لِمَنْ يَّشَآءُ ؕ وَاللّٰهُ وَاسِعٌ عَلِيْمٌ ۝

২৬১। যাহারা নিজেদের ধনৈশ্বর্য আল্লাহ্‌র পথে ব্যয় করে তাহাদের উপমা একটি শস্যবীজ, যাহা সাতটি শীষ উৎপাদন করে, প্রত্যেক শীষে এক শত শস্যদানা। আল্লাহ্ যাহাকে ইচ্ছা বহু গুণে বৃদ্ধি করিয়া দেন। আল্লাহ্ প্রাচুর্যময়, সর্বজ্ঞ।

٢٦٢- اَلَّذِيْنَ يُنْفِقُوْنَ اَمْوَالَهُمْ فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ ثُمَّ لَا يُتْبِعُوْنَ مَآ اَنْفَقُوْا مَنًّا وَّلَآ اَذًى ۙ لَّهُمْ اَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ ۚ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُوْنَ ۝

২৬২। যাহারা আল্লাহ্‌র পথে ধনৈশ্বর্য ব্যয় করে অতঃপর যাহা ব্যয় করে তাহার কথা বলিয়া বেড়ায় না এবং ক্লেশও দেয় না, তাহাদের পুরস্কার তাহাদের প্রতিপালকের নিকট আছে। তাহাদের কোন ভয় নাই এবং তাহারা দুঃখিতও হইবে না।

٢٦٣- قَوْلٌ مَّعْرُوْفٌ وَّمَغْفِرَةٌ خَيْرٌ مِّنْ صَدَقَةٍ يَّتْبَعُهَآ اَذًى ؕ وَاللّٰهُ غَنِيٌّ حَلِيْمٌ ۝

২৬৩। যে দানের পর ক্লেশ দেওয়া হয় তাহা অপেক্ষা ভাল কথা ও ক্ষমা শ্রেয়। আল্লাহ্ অভাবমুক্ত, পরম সহনশীল।

٢٦٤- يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تُبْطِلُوْا صَدَقٰتِكُمْ بِالْمَنِّ وَالْاَذٰى ۙ كَالَّذِيْ يُنْفِقُ مَالَهٗ رِئَآءَ النَّاسِ وَلَا يُؤْمِنُ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ ؕ فَمَثَلُهٗ كَمَثَلِ صَفْوَانٍ عَلَيْهِ تُرَابٌ فَاَصَابَهٗ وَابِلٌ فَتَرَكَهٗ صَلْدًا ؕ لَا يَقْدِرُوْنَ عَلٰى شَيْءٍ مِّمَّا كَسَبُوْا ؕ وَاللّٰهُ لَا يَهْدِى الْقَوْمَ الْكٰفِرِيْنَ ۝

২৬৪। হে মু'মিনগণ! দানের কথা বলিয়া বেড়াইয়া এবং ক্লেশ দিয়া তোমরা তোমাদের দানকে ঐ ব্যক্তির ন্যায় নিষ্ফল করিও না যে নিজের ধন লোক দেখানোর জন্য ব্যয় করিয়া থাকে এবং আল্লাহ্ ও আখিরাতে ঈমান রাখে না। তাহার উপমা একটি মসৃণ পাথর যাহার উপর কিছু মাটি থাকে, অতঃপর উহার উপর প্রবল বৃষ্টিপাত উহাকে পরিষ্কার করিয়া রাখিয়া দেয়। যাহা তাহারা উপার্জন করিয়াছে তাহার কিছুই তাহারা তাহাদের কাজে লাগাইতে পারিবে না। আল্লাহ্ কাফির সম্প্রদায়কে সৎপথে পরিচালিত করেন না।

٢٦٥- وَمَثَلُ الَّذِيْنَ يُنْفِقُوْنَ اَمْوَالَهُمُ ابْتِغَآءَ مَرْضَاتِ اللّٰهِ وَتَثْبِيْتًا مِّنْ اَنْفُسِهِمْ كَمَثَلِ جَنَّةٍ بِرَبْوَةٍ اَصَابَهَا وَابِلٌ

২৬৫। আর যাহারা আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টি লাভার্থে ও নিজেদের আত্মা বলিষ্ঠ করণার্থে ধনৈশ্বর্য ব্যয় করে তাহাদের উপমা কোন উচ্চ ভূমিতে অবস্থিত একটি উদ্যান, যাহাতে মুষলধারে বৃষ্টি হয়, ফলে তাহার ফলমূল

فَاٰتَتْ اُكُلَهَا ضِعْفَيْنِ ۚ فَاِنْ لَّمْ يُصِبْهَا وَابِلٌ فَطَلٌّ ط وَاللّٰهُ بِمَا تَعْمَلُوْنَ بَصِيْرٌ ○

দ্বিগুণ জন্মে। যদি মুষলধারে বৃষ্টি নাও হয় তবে লঘু বৃষ্টিই যথেষ্ট। তোমরা যাহা কর আল্লাহ্ তাহার সম্যক দ্রষ্টা।

٢٦٦- اَيَوَدُّ اَحَدُكُمْ اَنْ تَكُوْنَ لَهٗ جَنَّةٌ مِّنْ نَّخِيْلٍ وَّاَعْنَابٍ تَجْرِيْ مِنْ تَحْتِهَا الْاَنْهٰرُ ۙ لَهٗ فِيْهَا مِنْ كُلِّ الثَّمَرٰتِ ۙ وَاَصَابَهُ الْكِبَرُ وَلَهٗ ذُرِّيَّةٌ ضُعَفَآءُ ۚ فَاَصَابَهَآ اِعْصَارٌ فِيْهِ نَارٌ فَاحْتَرَقَتْ ط كَذٰلِكَ يُبَيِّنُ اللّٰهُ لَكُمُ الْاٰيٰتِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُوْنَ ○ ع

২৬৬। তোমাদের কেহ কি চায় যে, তাহার খেজুর ও আঙুরের একটি বাগান থাকে যাহার পাদদেশে নদী প্রবাহিত এবং যাহাতে সর্বপ্রকার ফলমূল আছে, যখন সে ব্যক্তি বার্ধক্যে উপনীত হয় এবং তাহার সন্তান-সন্ততি দুর্বল, অতঃপর উহার উপর এক অগ্নিক্ষরা ঘূর্ণিঝড় আপতিত হয় ও উহা জ্বলিয়া যায়;[১৭৯] এইভাবে আল্লাহ্ তাঁহার নিদর্শন তোমাদের জন্য সুস্পষ্টভাবে ব্যক্ত করেন যাহাতে তোমরা অনুধাবন করিতে পার।

[৩৭]

٢٦٧- يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْۤا اَنْفِقُوْا مِنْ طَيِّبٰتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّاۤ اَخْرَجْنَا لَكُمْ مِّنَ الْاَرْضِ ص وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيْثَ مِنْهُ تُنْفِقُوْنَ وَلَسْتُمْ بِاٰخِذِيْهِ اِلَّاۤ اَنْ تُغْمِضُوْا فِيْهِ ط وَاعْلَمُوْۤا اَنَّ اللّٰهَ غَنِيٌّ حَمِيْدٌ ○

২৬৭। হে মু'মিনগণ! তোমরা যাহা উপার্জন কর এবং আমি যাহা ভূমি হইতে তোমাদের জন্য উৎপাদন করিয়া দেই তন্মধ্যে যাহা উৎকৃষ্ট তাহা ব্যয় কর; এবং উহার নিকৃষ্ট বস্তু ব্যয় করার সংকল্প করিও না;[১৮০] অথচ তোমরা উহা গ্রহণ করিবার নও, যদি না তোমরা চক্ষু বন্ধ করিয়া থাক। এবং জানিয়া রাখ যে, নিশ্চয়ই আল্লাহ্ অভাবমুক্ত, প্রশংসিত।

٢٦٨- اَلشَّيْطٰنُ يَعِدُكُمُ الْفَقْرَ وَيَاْمُرُكُمْ بِالْفَحْشَآءِ ۚ وَاللّٰهُ يَعِدُكُمْ مَّغْفِرَةً مِّنْهُ وَفَضْلًا ط وَاللّٰهُ وَاسِعٌ عَلِيْمٌ ○

২৬৮। শয়তান তোমাদিগকে দারিদ্র্যের ভয় দেখায় এবং অশ্লীলতার[১৮১] নির্দেশ দেয়। আর আল্লাহ্ তোমাদিগকে তাঁহার ক্ষমা এবং অনুগ্রহের প্রতিশ্রুতি প্রদান করেন। আল্লাহ্ প্রাচুর্যময়, সর্বজ্ঞ।

٢٦٩- يُّؤْتِي الْحِكْمَةَ مَنْ يَّشَآءُ ۚ وَمَنْ يُّؤْتَ الْحِكْمَةَ فَقَدْ اُوْتِيَ خَيْرًا كَثِيْرًا ط

২৬৯। তিনি যাহাকে ইচ্ছা হিক্‌মত[১৮২] প্রদান করেন এবং যাহাকে হিক্‌মত প্রদান করা হয় তাহাকে প্রভূত কল্যাণ দান করা হয়;

১৭৯ লোক দেখানোর জন্য দান করিলে অথবা দান করিয়া গঞ্জনা ও ক্লেশ দিলে সেই দানে কোন পুণ্য নাই। আয়াতে উহারই উপমা দেওয়া হইয়াছে।

১৮০। হালালভাবে উপার্জিত অর্থ-সম্পদ হইতে আল্লাহ্‌র রাস্তায় দান করিতে হইবে। হারাম উপায়ে অর্জিত বস্তু আল্লাহ্ কবুল করেন না।

১৮১। فحشاء অর্থ অশ্লীলতা এবং কার্পণ্য।

১৮২। ৯৩ নং টীকা দ্রষ্টব্য।

وَمَا يَذَّكَّرُ إِلَّآ أُولُوا الْأَلْبَابِ ○

এবং বোধশক্তিসম্পন্ন লোকেরাই শুধু শিক্ষা গ্রহণ করে।

٢٧٠- وَمَآ أَنْفَقْتُمْ مِّنْ نَّفَقَةٍ أَوْ نَذَرْتُمْ مِّنْ نَّذْرٍ فَإِنَّ اللّٰهَ يَعْلَمُهُ ۗ وَمَا لِلظّٰلِمِيْنَ مِنْ أَنْصَارٍ ○

২৭০। যাহা কিছু তোমরা ব্যয় কর অথবা যাহা কিছু তোমরা মানত কর নিশ্চয়ই আল্লাহ্ তাহা জানেন। আর যালিমদের জন্য কোন সাহায্যকারী নাই।

٢٧١- إِنْ تُبْدُوا الصَّدَقٰتِ فَنِعِمَّا هِيَ ۚ وَإِنْ تُخْفُوْهَا وَتُؤْتُوْهَا الْفُقَرَآءَ فَهُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ ۚ وَيُكَفِّرُ عَنْكُمْ مِّنْ سَيِّاٰتِكُمْ ۚ وَاللّٰهُ بِمَا تَعْمَلُوْنَ خَبِيْرٌ ○

২৭১। তোমরা যদি প্রকাশ্যে দান কর তবে উহা ভাল; আর যদি তাহা গোপনে কর এবং অভাবগ্রস্তকে দাও তাহা তোমাদের জন্য আরও ভাল; এবং তিনি তোমাদের কিছু কিছু পাপ মোচন করিবেন[১৮৩]; তোমরা যাহা কর আল্লাহ্ তাহা সম্যক অবহিত।

٢٧٢- لَيْسَ عَلَيْكَ هُدٰىهُمْ وَلٰكِنَّ اللّٰهَ يَهْدِيْ مَنْ يَّشَآءُ ۗ وَمَا تُنْفِقُوْا مِنْ خَيْرٍ فَلِأَنْفُسِكُمْ ۗ وَمَا تُنْفِقُوْنَ إِلَّا ابْتِغَآءَ وَجْهِ اللّٰهِ ۗ وَمَا تُنْفِقُوْا مِنْ خَيْرٍ يُّوَفَّ إِلَيْكُمْ وَأَنْتُمْ لَا تُظْلَمُوْنَ ○

২৭২। তাহাদের সৎপথ গ্রহণের দায়িত্ব তোমার নহে; বরং আল্লাহ্ যাহাকে ইচ্ছা সৎপথে পরিচালিত করেন। যে ধন-সম্পদ তোমরা ব্যয় কর তাহা তোমাদের নিজেদের জন্য[১৮৪] এবং তোমরা তো শুধু আল্লাহ্র সন্তুষ্টি লাভার্থেই ব্যয় করিয়া থাক। যে ধন-সম্পদ তোমরা ব্যয় কর তাহার পুরস্কার তোমাদিগকে পুরাপুরিভাবে প্রদান করা হইবে এবং তোমাদের প্রতি অন্যায় করা হইবে না।

٢٧٣- لِلْفُقَرَآءِ الَّذِيْنَ أُحْصِرُوْا فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ لَا يَسْتَطِيْعُوْنَ ضَرْبًا فِي الْأَرْضِ ؗ يَحْسَبُهُمُ الْجَاهِلُ أَغْنِيَآءَ مِنَ التَّعَفُّفِ ۚ تَعْرِفُهُمْ بِسِيْمٰهُمْ ۚ لَا يَسْـَٔلُوْنَ النَّاسَ إِلْحَافًا ۗ وَمَا تُنْفِقُوْا مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ اللّٰهَ بِهٖ عَلِيْمٌ ○ ع

২৭৩। ইহা প্রাপ্য অভাবগ্রস্ত[১৮৫] লোকদের; যাহারা আল্লাহ্র পথে এমনভাবে ব্যাপৃত যে, দেশময়[১৮৬] ঘুরাফিরা করিতে পারে না; যাচ্ঞা না করার কারণে অজ্ঞ লোকেরা তাহাদিগকে অভাবমুক্ত বলিয়া মনে করে; তুমি তাহাদের লক্ষণ দেখিয়া চিনিতে পারিবে। তাহারা মানুষের নিকট নাছোড় হইয়া যাচ্ঞা করে না। যে ধন-সম্পদ তোমরা ব্যয় কর আল্লাহ তো তাহা সবিশেষ অবহিত।

১৮৩। দান-খয়রাতের ফলে আল্লাহ্ ছোট (সাগীরাঃ) গুনাহ্ মা'ফ করিয়া দেন (১১ ঃ ১১৪)।

১৮৪। আল্লাহ্র সন্তুষ্টির জন্য ব্যয় করিলেই পরিণামে উহা নিজের জন্য কল্যাণকর হইবে।

১৮৫। যে সকল লোক দীনের কাজে ব্যস্ত বা কোন না কোনভাবে জিহাদে লিপ্ত থাকার কারণে উপার্জন করিতে পারে না, তাহাদের জন্য ব্যয় করার কথা বলা হইয়াছে। এইরূপ লোকদের উদাহরণ হইল 'আসহাব আল-সুফ্ফাঃ' যাঁহারা হযরত মুহাম্মাদ (সাঃ)-এর সময়ে দীনী শিক্ষালাভের জন্য এবং প্রয়োজনে জিহাদে শরীক হওয়ার জন্য মদীনার মসজিদে নাবাবীর সংলগ্ন স্থানে সর্বদা অবস্থান করিতেন।

১৮৬। ضرب فى الارض -এর অর্থ, এ স্থলে জীবিকার সন্ধানে ঘুরাফিরা করা।

[৩৮]

২৭৪- اَلَّذِيْنَ يُنْفِقُوْنَ اَمْوَالَهُمْ بِالَّيْلِ وَالنَّهَارِ سِرًّا وَّعَلَانِيَةً فَلَهُمْ اَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ ۚ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُوْنَ ○

২৭৪। যাহারা নিজেদের ধনৈশ্বর্য রাত্রে ও দিবসে, গোপনে ও প্রকাশ্যে ব্যয় করে তাহাদের পুণ্য ফল তাহাদের প্রতিপালকের নিকট রহিয়াছে, তাহাদের কোন ভয় নাই এবং তাহারা দুঃখিতও হইবে না।

২৭৫- اَلَّذِيْنَ يَاْكُلُوْنَ الرِّبٰوا لَا يَقُوْمُوْنَ اِلَّا كَمَا يَقُوْمُ الَّذِىْ يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطٰنُ مِنَ الْمَسِّ ؕ ذٰلِكَ بِاَنَّهُمْ قَالُوْٓا اِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبٰوا ۘ وَاَحَلَّ اللّٰهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبٰوا ؕ فَمَنْ جَآءَهٗ مَوْعِظَةٌ مِّنْ رَّبِّهٖ فَانْتَهٰى فَلَهٗ مَا سَلَفَ ؕ وَاَمْرُهٗٓ اِلَى اللّٰهِ ؕ وَمَنْ عَادَ فَاُولٰٓئِكَ اَصْحٰبُ النَّارِ ۚ هُمْ فِيْهَا خٰلِدُوْنَ ○

২৭৫। যাহারা সূদ খায় তাহারা সেই ব্যক্তিরই ন্যায় দাঁড়াইবে যাহাকে শয়তান স্পর্শ দ্বারা পাগল করে। ইহা এইজন্য যে, তাহারা বলে, 'ক্রয়-বিক্রয় তো সূদের মত'। অথচ আল্লাহ্ ক্রয়-বিক্রয়কে হালাল ও সূদকে হারাম করিয়াছেন। যাহার নিকট তাহার প্রতিপালকের উপদেশ আসিয়াছে এবং সে বিরত হইয়াছে, তবে অতীতে যাহা হইয়াছে তাহা তাহারই; এবং তাহার ব্যাপার আল্লাহ্‌র ইখতিয়ারে। আর যাহারা পুনরায় আরম্ভ করিবে তাহারাই অগ্নি-অধিবাসী, সেখানে তাহারা স্থায়ী হইবে।

২৭৬- يَمْحَقُ اللّٰهُ الرِّبٰوا وَيُرْبِى الصَّدَقٰتِ ؕ وَاللّٰهُ لَا يُحِبُّ كُلَّ كَفَّارٍ اَثِيْمٍ ○

২৭৬। আল্লাহ্ সূদকে নিশ্চিহ্ন করেন এবং দানকে বর্ধিত করেন। আল্লাহ্ কোন অকৃতজ্ঞ পাপীকে ভালবাসেন না।

২৭৭- اِنَّ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ وَاَقَامُوا الصَّلٰوةَ وَاٰتَوُا الزَّكٰوةَ لَهُمْ اَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ ۚ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُوْنَ ○

২৭৭। যাহারা ঈমান আনে, সৎকার্য করে, সালাত কায়েম করে এবং যাকাত দেয়, তাহাদের পুরস্কার তাহাদের প্রতিপালকের নিকট আছে। তাহাদের কোন ভয় নাই এবং তাহারা দুঃখিতও হইবে না।

২৭৮- يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوا اتَّقُوا اللّٰهَ وَذَرُوْا مَا بَقِىَ مِنَ الرِّبٰوٓا اِنْ كُنْتُمْ مُّؤْمِنِيْنَ ○

২৭৮। হে মু'মিনগণ! তোমরা আল্লাহ্‌কে ভয় কর এবং সূদের যাহা বকেয়া আছে তাহা ছাড়িয়া দাও যদি তোমরা মু'মিন হও।

২৭৯- فَاِنْ لَّمْ تَفْعَلُوْا فَاْذَنُوْا بِحَرْبٍ مِّنَ اللّٰهِ وَرَسُوْلِهٖ ۚ وَاِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوْسُ اَمْوَالِكُمْ ۚ لَا تَظْلِمُوْنَ وَلَا تُظْلَمُوْنَ ○

২৭৯। যদি তোমরা না ছাড় তবে আল্লাহ্ ও তাঁহার রাসূলের সহিত যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হও। কিন্তু যদি তোমরা তওবা কর তবে তোমাদের মূলধন তোমাদেরই। ইহাতে তোমরা অত্যাচার করিবে না এবং অত্যাচারিতও হইবে না।

Contents

٢٨٠-وَاِنْ كَانَ ذُوْ عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ اِلٰى مَيْسَرَةٍ ؕ وَ اَنْ تَصَدَّقُوْا خَيْرٌ لَّكُمْ اِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُوْنَ ○

২৮০। যদি খাতক[১৮৭] অভাবগ্রস্ত হয় তবে সচ্ছলতা পর্যন্ত তাহাকে অবকাশ দেওয়া বিধেয়। আর যদি তোমরা ছাড়িয়া দাও তবে উহা তোমাদের জন্য কল্যাণকর, যদি তোমরা জানিতে।

٢٨١-وَاتَّقُوْا يَوْمًا تُرْجَعُوْنَ فِيْهِ اِلَى اللّٰهِ ۗ ثُمَّ تُوَفّٰى كُلُّ نَفْسٍ مَّا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُوْنَ ○

২৮১। তোমরা সেই দিনকে ভয় কর যে দিন তোমরা আল্লাহ্‌র দিকে প্রত্যানীত হইবে। অতঃপর প্রত্যেককে তাহার কর্মের ফল পুরাপুরি প্রদান করা হইবে, আর তাহাদের প্রতি কোনরূপ অন্যায় করা হইবে না।

[৩৯]

٢٨٢- يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْۤا اِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ اِلٰۤى اَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوْهُ ؕ وَلْيَكْتُبْ بَّيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ ۪ وَلَا يَاْبَ كَاتِبٌ اَنْ يَّكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللّٰهُ فَلْيَكْتُبْ ۚ وَلْيُمْلِلِ الَّذِىْ عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللّٰهَ رَبَّهٗ وَلَا يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْـًٔا ؕ فَاِنْ كَانَ الَّذِىْ عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيْهًا اَوْ ضَعِيْفًا اَوْ لَا يَسْتَطِيْعُ اَنْ يُّمِلَّ هُوَ فَلْيُمْلِلْ وَلِيُّهٗ بِالْعَدْلِ ؕ وَاسْتَشْهِدُوْا شَهِيْدَيْنِ مِنْ رِّجَالِكُمْ ۚ فَاِنْ لَّمْ يَكُوْنَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَّامْرَاَتٰنِ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَآءِ اَنْ تَضِلَّ اِحْدٰىهُمَا فَتُذَكِّرَ اِحْدٰىهُمَا الْاُخْرٰى ؕ وَلَا يَاْبَ الشُّهَدَآءُ اِذَا مَا دُعُوْا ؕ وَلَا تَسْـَٔمُوْۤا اَنْ تَكْتُبُوْهُ صَغِيْرًا اَوْ كَبِيْرًا

২৮২। হে মু'মিনগণ! তোমরা যখন একে অন্যের সহিত নির্ধারিত সময়ের জন্য ঋণের কারবার কর তখন উহা লিখিয়া রাখিও; তোমাদের মধ্যে কোন লেখক যেন ন্যায্যভাবে লিখিয়া দেয়; লেখক লিখিতে অস্বীকার করিবে না। যেমন আল্লাহ্ তাহাকে শিক্ষা দিয়াছেন, সুতরাং সে যেন লিখে; এবং ঋণগ্রহীতা যেন লেখার বিষয়বস্তু বলিয়া দেয় এবং তাহার প্রতিপালক আল্লাহ্‌কে ভয় করে, আর উহার কিছু যেন না কমায়; কিন্তু ঋণ গ্রহীতা যদি নির্বোধ অথবা দুর্বল হয় অথবা লেখার বিষয়বস্তু বলিয়া দিতে না পারে তবে যেন তাহার অভিভাবক ন্যায্যভাবে লেখার বিষয়বস্তু বলিয়া দেয়। সাক্ষীদের মধ্যে যাহাদের উপর তোমরা রাযী তাহাদের মধ্যে দুইজন পুরুষ সাক্ষী রাখিবে, যদি দুইজন পুরুষ না থাকে তবে একজন পুরুষ ও দুইজন স্ত্রীলোক; স্ত্রীলোকদের মধ্যে একজন ভুল করিলে তাহাদের একজন অপরজনকে স্মরণ করাইয়া দিবে। সাক্ষিগণকে যখন ডাকা হইবে তখন তাহারা যেন অস্বীকার না করে। ইহা[১৮৮] ছোট হউক অথবা বড়

১৮৭। 'খাতক' শব্দটি আরবীতে উহ্য রহিয়াছে।
১৮৮। ঋণ।

إِلَىٰٓ أَجَلِهِۦ ۚ ذَٰلِكُمْ أَقْسَطُ عِندَ ٱللَّهِ
وَأَقْوَمُ لِلشَّهَٰدَةِ وَأَدْنَىٰٓ أَلَّا تَرْتَابُوٓا۟
إِلَّآ أَن تَكُونَ تِجَٰرَةً حَاضِرَةً
تُدِيرُونَهَا بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ
عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَلَّا تَكْتُبُوهَا ۗ
وَأَشْهِدُوٓا۟ إِذَا تَبَايَعْتُمْ ۚ
وَلَا يُضَآرَّ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ ۚ
وَإِن تَفْعَلُوا۟ فَإِنَّهُۥ فُسُوقٌۢ بِكُمْ ۗ
وَٱتَّقُوا۟ ٱللَّهَ ۖ وَيُعَلِّمُكُمُ ٱللَّهُ ۗ
وَٱللَّهُ بِكُلِّ شَىْءٍ عَلِيمٌ ۝

হউক, মেয়াদসহ লিখিতে তোমরা কোনরূপ বিরক্ত হইও না। আল্লাহ্‌র নিকট ইহা ন্যায্যতর ও প্রমাণের জন্য দৃঢ়তর এবং তোমাদের মধ্যে সন্দেহ উদ্রেক না হওয়ার নিকটতর;[১৮৯] কিন্তু তোমরা পরস্পর যে ব্যবসার নগদ আদান-প্রদান কর তাহা তোমরা না লিখিলে কোন দোষ নাই। তোমরা যখন পরস্পরের মধ্যে বেচাকেনা কর তখন সাক্ষী রাখিও, লেখক এবং সাক্ষী যেন ক্ষতিগ্রস্ত না হয়। যদি তোমরা ক্ষতিগ্রস্ত কর তবে ইহা তোমাদের জন্য পাপ। তোমরা আল্লাহ্‌কে ভয় কর। এবং তিনি তোমাদিগকে শিক্ষা দেন। আল্লাহ্ সর্ববিষয়ে সবিশেষ অবহিত।

٢٨٣- وَإِن كُنتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ
وَلَمْ تَجِدُوا۟ كَاتِبًا فَرِهَٰنٌ مَّقْبُوضَةٌ ۖ
فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُم بَعْضًا
فَلْيُؤَدِّ ٱلَّذِى ٱؤْتُمِنَ أَمَٰنَتَهُۥ
وَلْيَتَّقِ ٱللَّهَ رَبَّهُۥ ۗ وَلَا تَكْتُمُوا۟ ٱلشَّهَٰدَةَ ۚ
وَمَن يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُۥٓ ءَاثِمٌ قَلْبُهُۥ ۗ
وَٱللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ ۝

২৮৩। যদি তোমরা সফরে থাক এবং কোন লেখক না পাও তবে হস্তান্তরকৃত বন্ধক রাখিবে। তোমাদের একে অপরকে বিশ্বাস করিলে, যাহাকে বিশ্বাস করা হয়, সে যেন আমানত প্রত্যর্পণ করে এবং তাহার প্রতিপালক আল্লাহ্‌কে ভয় করে। তোমরা সাক্ষ্য গোপন করিও না, যে কেহ উহা গোপন করে অবশ্যই তাহার অন্তর পাপী। তোমরা যাহা কর আল্লাহ্ তাহা সবিশেষ অবহিত।

[৪০]

٢٨٤- لِّلَّهِ مَا فِى ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَمَا فِى ٱلْأَرْضِ ۗ
وَإِن تُبْدُوا۟ مَا فِىٓ أَنفُسِكُمْ
أَوْ تُخْفُوهُ يُحَاسِبْكُم بِهِ ٱللَّهُ ۖ
فَيَغْفِرُ لِمَن يَشَآءُ وَيُعَذِّبُ مَن يَشَآءُ ۗ
وَٱللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَىْءٍ قَدِيرٌ ۝

২৮৪। আসমান ও যমীনে যাহা কিছু আছে সমস্ত আল্লাহ্‌রই। তোমাদের মনে যাহা আছে তাহা প্রকাশ কর অথবা গোপন রাখ, আল্লাহ্ উহার হিসাব তোমাদের নিকট হইতে গ্রহণ করিবেন। অতঃপর যাহাকে ইচ্ছা তিনি ক্ষমা করিবেন এবং যাহাকে খুশী শাস্তি দিবেন। আল্লাহ্ সর্ববিষয়ে সর্বশক্তিমান।

১৮৯। ধারে ক্রয়-বিক্রয় বা কারবারের জন্য এই বিধান। এই ধরনের লেনদেন লিখিয়া রাখা ও ইহার জন্য সাক্ষী রাখা উত্তম (মুস্তাহাব)।

٢٨٥- اٰمَنَ الرَّسُوْلُ بِمَآ اُنْزِلَ اِلَيْهِ
مِنْ رَّبِّهٖ وَالْمُؤْمِنُوْنَ ط
كُلٌّ اٰمَنَ بِاللّٰهِ وَمَلٰٓئِكَتِهٖ
وَكُتُبِهٖ وَرُسُلِهٖ قف
لَا نُفَرِّقُ بَيْنَ اَحَدٍ مِّنْ رُّسُلِهٖ قف
وَقَالُوْا سَمِعْنَا وَاَطَعْنَا ق
غُفْرَانَكَ رَبَّنَا
وَاِلَيْكَ الْمَصِيْرُ ○

২৮৫। রাসূল, তাহার প্রতি তাহার প্রতিপালকের পক্ষ হইতে যাহা অবতীর্ণ হইয়াছে তাহাতে ঈমান আনিয়াছে এবং মু'মিনগণও। তাহাদের সকলে আল্লাহে, তাঁহার ফিরিশতাগণে, তাঁহার কিতাবসমূহে এবং তাঁহার রাসূলগণে ঈমান আনয়ন করিয়াছে। তাহারা বলে[১৯০], 'আমরা তাঁহার রাসূলগণের মধ্যে কোন তারতম্য করি না', আর তাহারা বলে, 'আমরা শুনিয়াছি এবং পালন করিয়াছি! হে আমাদের প্রতিপালক! আমরা তোমার ক্ষমা চাই[১৯১] আর প্রত্যাবর্তন তোমারই নিকট'।

٢٨٦- لَا يُكَلِّفُ اللّٰهُ نَفْسًا اِلَّا وُسْعَهَا ط
لَهَا مَا كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا اكْتَسَبَتْ ط
رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَآ اِنْ نَّسِيْنَآ
اَوْ اَخْطَاْنَا ج
رَبَّنَا وَلَا تَحْمِلْ عَلَيْنَآ
اِصْرًا كَمَا حَمَلْتَهٗ
عَلَى الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِنَا ج
رَبَّنَا وَلَا تُحَمِّلْنَا مَا لَا طَاقَةَ لَنَا بِهٖ ج
وَاعْفُ عَنَّا قف
وَاغْفِرْ لَنَا قف
وَارْحَمْنَا قف اَنْتَ مَوْلٰنَا
فَانْصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكٰفِرِيْنَ ○ ع

২৮৬। আল্লাহ্ কাহারও উপর এমন কোন কষ্টদায়ক দায়িত্ব অর্পণ করেন না যাহা তাহার সাধ্যাতীত। সে ভাল যাহা উপার্জন করে তাহার প্রতিফল তাহারই এবং সে মন্দ যাহা উপার্জন করে তাহার প্রতিফল তাহারই। 'হে আমাদের প্রতিপালক যদি আমরা বিস্মৃত হই অথবা ভুল করি তবে তুমি আমাদিগকে পাকড়াও করিও না। হে আমাদের প্রতিপালক! আমাদের পূর্ববর্তিগণের উপর যেমন গুরুদায়িত্ব অর্পণ করিয়াছিলে আমাদের উপর তেমন দায়িত্ব অর্পণ করিও না। হে আমাদের প্রতিপালক! এমন ভার আমাদের উপর অর্পণ করিও না যাহা বহন করার শক্তি আমাদের নাই। আমাদের পাপ মোচন কর, আমাদিগকে ক্ষমা কর, আমাদের প্রতি দয়া কর, তুমিই আমাদের অভিভাবক। সুতরাং কাফির সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে আমাদিগকে সাহায্য কর'।

১৯০। ইহা আরবীতে উহ্য রহিয়াছে।
১৯১। ইহা আরবীতে উহ্য রহিয়াছে।

৩-সূরা আলে-'ইমরান

২০০ আয়াত, ২০ রুকূ', মাদানী

।। দয়াময়, পরম দয়ালু আল্লাহ্‌র নামে ।।

১। আলিফ্-লাম-মীম,

২। আল্লাহ্ ব্যতীত অন্য কোন ইলাহ্ নাই, তিনি চিরঞ্জীব, সর্বসত্তার ধারক।[১৯২]

৩। তিনি সত্যসহ তোমার প্রতি কিতাব অবতীর্ণ করিয়াছেন, যাহা উহার পূর্বের কিতাবের সমর্থক। আর তিনি অবতীর্ণ করিয়াছিলেন তাওরাত ও ইনজীল—

৪। ইতিপূর্বে মানবজাতির সৎপথ প্রদর্শনের জন্য; আর তিনি ফুরকান অবতীর্ণ করিয়াছেন। যাহারা আল্লাহ্‌র নিদর্শনকে প্রত্যাখ্যান করে তাহাদের জন্য কঠোর শাস্তি আছে। আল্লাহ্ মহাপরাক্রমশালী, দণ্ডদাতা।

৫। আল্লাহ্, নিশ্চয়ই আসমান ও যমীনে কিছুই তাঁহার নিকট গোপন থাকে না।

৬। তিনিই মাতৃগর্ভে যেভাবে ইচ্ছা তোমাদের আকৃতি গঠন করেন। তিনি ব্যতীত অন্য কোন ইলাহ্ নাই; তিনি প্রবল পরাক্রম-শালী, প্রজ্ঞাময়।

৭। তিনিই তোমার প্রতি এই কিতাব অবতীর্ণ করিয়াছেন যাহার কতক আয়াত 'মুহ্‌কাম', এইগুলি কিতাবের মূল; আর অন্যগুলি 'মুতাশাবিহ্', যাহাদের অন্তরে সত্য-লংঘন প্রবণতা রহিয়াছে শুধু তাহারাই ফিত্‌না[১৯৩] এবং ভুল ব্যাখ্যার উদ্দেশ্যে মুতাশাবিহাতের অনুসরণ করে।
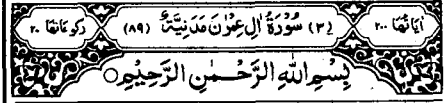
١-الٓمٓ ۙ

٢-اَللّٰهُ لَآ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ ۙ الْحَیُّ الْقَیُّوْمُ ۙ

٣-نَزَّلَ عَلَیْكَ الْكِتٰبَ بِالْحَقِّ مُصَدِّقًا لِّمَا بَیْنَ یَدَیْهِ وَ اَنْزَلَ التَّوْرٰىةَ وَ الْاِنْجِیْلَ ۙ

٤-مِنْ قَبْلُ هُدًى لِّلنَّاسِ وَ اَنْزَلَ الْفُرْقَانَ ؕ اِنَّ الَّذِیْنَ كَفَرُوْا بِاٰیٰتِ اللّٰهِ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِیْدٌ ؕ وَ اللّٰهُ عَزِیْزٌ ذُو انْتِقَامٍ ○

٥-اِنَّ اللّٰهَ لَا یَخْفٰى عَلَیْهِ شَیْءٌ فِی الْاَرْضِ وَ لَا فِی السَّمَآءِ ؕ

٦-هُوَ الَّذِیْ یُصَوِّرُكُمْ فِی الْاَرْحَامِ كَیْفَ یَشَآءُ ؕ لَآ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ الْعَزِیْزُ الْحَكِیْمُ ○

٧-هُوَ الَّذِیْۤ اَنْزَلَ عَلَیْكَ الْكِتٰبَ مِنْهُ اٰیٰتٌ مُّحْكَمٰتٌ هُنَّ اُمُّ الْكِتٰبِ وَ اُخَرُ مُتَشٰبِهٰتٌ ؕ فَاَمَّا الَّذِیْنَ فِیْ قُلُوْبِهِمْ زَیْغٌ فَیَتَّبِعُوْنَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ ابْتِغَآءَ الْفِتْنَةِ وَ ابْتِغَآءَ تَاْوِیْلِهٖ ؔ

وقف النبي صلى الله عليه وسلم

১৯২। ১৭৭ নং টীকা দ্রষ্টব্য।
১৯৩। ১৩৩ নং টীকা দ্রষ্টব্য।

وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيْلَهٗٓ اِلَّا اللّٰهُ ۘ وَالرّٰسِخُوْنَ فِي الْعِلْمِ يَقُوْلُوْنَ اٰمَنَّا بِهٖ ۙ كُلٌّ مِّنْ عِنْدِ رَبِّنَا ۚ وَمَا يَذَّكَّرُ اِلَّآ اُولُوا الْاَلْبَابِ ۝

আল্লাহ্ ব্যতীত অন্য কেহ ইহার ব্যাখ্যা জানে না। আর যাহারা জ্ঞানে সুগভীর তাহারা বলে, 'আমরা ইহা বিশ্বাস করি, সমস্তই আমাদের প্রতিপালকের নিকট হইতে আগত' এবং বোধশক্তিসম্পন্নেরা ব্যতীত অপর কেহ শিক্ষা গ্রহণ করে না।

٨- رَبَّنَا لَا تُزِغْ قُلُوْبَنَا بَعْدَ اِذْ هَدَيْتَنَا وَهَبْ لَنَا مِنْ لَّدُنْكَ رَحْمَةً ۚ اِنَّكَ اَنْتَ الْوَهَّابُ ۝

৮। হে আমাদের প্রতিপালক! সরল পথ প্রদর্শনের পর তুমি আমাদের অন্তরকে সত্য লংঘনপ্রবণ করিও না এবং তোমার নিকট হইতে আমাদিগকে করুণা দাও, নিশ্চয়ই তুমি মহাদাতা।

٩- رَبَّنَآ اِنَّكَ جَامِعُ النَّاسِ لِيَوْمٍ لَّا رَيْبَ فِيْهِ ۭ اِنَّ اللّٰهَ لَا يُخْلِفُ الْمِيْعَادَ ۝

৯। 'হে আমাদের প্রতিপালক! তুমি মানব জাতিকে একদিন একত্রে সমাবেশ করিবে ইহাতে কোন সন্দেহ নাই; নিশ্চয়ই আল্লাহ্ ওয়াদা খেলাফ করেন না।'

[২]

١٠- اِنَّ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا لَنْ تُغْنِيَ عَنْهُمْ اَمْوَالُهُمْ وَلَآ اَوْلَادُهُمْ مِّنَ اللّٰهِ شَيْـًٔا ۭ وَاُولٰۤىِٕكَ هُمْ وَقُوْدُ النَّارِ ۝

১০। যাহারা কুফরী করে আল্লাহ্‌র নিকট তাহাদের ধনৈশ্বর্য ও সন্তান-সন্ততি কোন কাজে লাগিবে না এবং ইহারাই অগ্নির ইন্ধন।

١١- كَدَاْبِ اٰلِ فِرْعَوْنَ ۙ وَالَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِهِمْ ۭ كَذَّبُوْا بِاٰيٰتِنَا ۚ فَاَخَذَهُمُ اللّٰهُ بِذُنُوْبِهِمْ ۭ وَاللّٰهُ شَدِيْدُ الْعِقَابِ ۝

১১। তাহাদের অভ্যাস ফির'আওনী সম্প্রদায় ও তাহাদের পূর্ববর্তিগণের অভ্যাসের ন্যায়, উহারা আমার আয়াতসমূহ অস্বীকার করিয়াছিল, ফলে আল্লাহ্ তাহাদের পাপের জন্য তাহাদিগকে শাস্তিদান করিয়াছিলেন। আল্লাহ্ শাস্তিদানে অত্যন্ত কঠোর।

١٢- قُلْ لِّلَّذِيْنَ كَفَرُوْا سَتُغْلَبُوْنَ وَتُحْشَرُوْنَ اِلٰى جَهَنَّمَ ۭ وَبِئْسَ الْمِهَادُ ۝

১২। যাহারা কুফরী করে তাহাদিগকে বল, 'তোমরা শীঘ্রই পরাভূত হইবে এবং তোমাদিগকে একত্রিত করিয়া জাহান্নামের দিকে লইয়া যাওয়া হইবে। আর উহা কত নিকৃষ্ট আবাসস্থল!'

Contents

١٣- قَدْ كَانَ لَكُمْ اٰيَةٌ
فِيْ فِئَتَيْنِ الْتَقَتَا ۭ فِئَةٌ تُقَاتِلُ
فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ وَاُخْرٰى كَافِرَةٌ يَّرَوْنَهُمْ
مِّثْلَيْهِمْ رَاْيَ الْعَيْنِ ۭ
وَاللّٰهُ يُؤَيِّدُ بِنَصْرِهٖ مَنْ يَّشَاۗءُ ۭ
اِنَّ فِيْ ذٰلِكَ لَعِبْرَةً لِّاُولِي الْاَبْصَارِ ○

১৩। দুইটি দলের[১৯৪] পরস্পর সম্মুখীন হওয়ার মধ্যে তোমাদের জন্য অবশ্যই নিদর্শন রহিয়াছে। একদল আল্লাহ্‌র পথে যুদ্ধ করিতেছিল, অন্যদল কাফির ছিল; উহারা[১৯৫] তাহাদিগকে চোখের দেখায় দ্বিগুণ দেখিতেছিল। আল্লাহ্ যাহাকে ইচ্ছা নিজ সাহায্য দ্বারা শক্তিশালী করেন। নিশ্চয় ইহাতে অন্তর্দৃষ্টিসম্পন্ন লোকের জন্য শিক্ষা রহিয়াছে।

١٤- زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوٰتِ مِنَ
النِّسَاۗءِ وَالْبَنِيْنَ وَالْقَنَاطِيْرِ الْمُقَنْطَرَةِ مِنَ
الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ
وَالْاَنْعَامِ وَالْحَرْثِ ۭ ذٰلِكَ مَتَاعُ الْحَيٰوةِ
الدُّنْيَا ۚ وَاللّٰهُ عِنْدَهٗ حُسْنُ الْمَاٰبِ ○

১৪। নারী, সন্তান, রাশিকৃত স্বর্ণরৌপ্য আর চিহ্নিত অশ্বরাজি, গবাদি পশু এবং ক্ষেত-খামারের প্রতি আসক্তি[১৯৬] মানুষের নিকট সুশোভিত করা হইয়াছে। এইসব ইহজীবনের ভোগ্য বস্তু। আর আল্লাহ্, তাঁহারই নিকট রহিয়াছে উত্তম আশ্রয়স্থল।

١٥- قُلْ اَؤُنَبِّئُكُمْ بِخَيْرٍ مِّنْ ذٰلِكُمْ ۭ
لِلَّذِيْنَ اتَّقَوْا عِنْدَ رَبِّهِمْ جَنّٰتٌ
تَجْرِيْ مِنْ تَحْتِهَا الْاَنْهٰرُ
خٰلِدِيْنَ فِيْهَا وَاَزْوَاجٌ مُّطَهَّرَةٌ
وَّرِضْوَانٌ مِّنَ اللّٰهِ ۭ
وَاللّٰهُ بَصِيْرٌۢ بِالْعِبَادِ ○

১৫। বল, 'আমি কি তোমাদিগকে এই সব বস্তু হইতে উৎকৃষ্টতর কোন কিছুর সংবাদ দিব? যাহারা তাকওয়া অবলম্বন করিয়া চলে তাহাদের জন্য জান্নাতসমূহ রহিয়াছে যাহার পাদদেশে নদী প্রবাহিত। আর সেখানে তাহারা স্থায়ী হইবে, তাহাদের জন্য পবিত্র সঙ্গিগণ এবং আল্লাহ্‌র নিকট হইতে সন্তুষ্টি রহিয়াছে। আল্লাহ্ বান্দাদের সম্পর্কে সম্যক দ্রষ্টা।

١٦- اَلَّذِيْنَ يَقُوْلُوْنَ رَبَّنَآ
اِنَّنَآ اٰمَنَّا فَاغْفِرْ لَنَا ذُنُوْبَنَا
وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ ○

১৬। যাহারা বলে, 'হে আমাদের প্রতিপালক! আমরা ঈমান আনিয়াছি; সুতরাং তুমি আমাদের পাপ ক্ষমা কর এবং আমাদিগকে আগুনের 'আযাব হইতে রক্ষা কর;'

١٧- اَلصّٰبِرِيْنَ وَالصّٰدِقِيْنَ وَالْقٰنِتِيْنَ
وَالْمُنْفِقِيْنَ وَالْمُسْتَغْفِرِيْنَ بِالْاَسْحَارِ ○

১৭। তাহারা ধৈর্যশীল, সত্যবাদী, অনুগত, ব্যয়কারী এবং শেষ রাত্রে ক্ষমাপ্রার্থী।

১৯৪। বদরের যুদ্ধ।
১৯৫। এ স্থলে 'উহারা' অর্থ কাফিরগণ ও 'তাহাদিগকে' অর্থ মুসলমানগণ।
১৯৬। حب الشهوت অর্থ-আসক্তি, ভোগাসক্তি, মায়া-মহব্বত, চিত্তাকর্ষণ ইত্যাদি।

১৮। আল্লাহ্ সাক্ষ্য দেন যে, নিশ্চয়ই তিনি ব্যতীত কোন ইলাহ্ নাই, ফিরিশতাগণ এবং জ্ঞানিগণও; আল্লাহ্ ন্যায়নীতিতে প্রতিষ্ঠিত, তিনি ব্যতীত অন্য কোন ইলাহ্ নাই, তিনি পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়।

١٨-شَهِدَ اللّٰهُ اَنَّهٗ لَاۤ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ ۙ
وَالْمَلٰٓئِكَةُ وَاُولُوا الْعِلْمِ قَآئِمًا ۢ بِالْقِسْطِ ؕ
لَاۤ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ الْعَزِيْزُ الْحَكِيْمُ ۝

১৯। নিঃসন্দেহে ইসলামই আল্লাহ্‌র নিকট একমাত্র দীন। যাহাদিগকে কিতাব দেওয়া হইয়াছিল তাহারা পরস্পর বিদ্বেষবশত তাহাদের নিকট জ্ঞান আসিবার পর মতানৈক্য ঘটাইয়াছিল। আর কেহ আল্লাহ্‌র নিদর্শনকে অস্বীকার করিলে আল্লাহ্ তো হিসাব গ্রহণে অত্যন্ত তৎপর।

١٩-اِنَّ الدِّيْنَ عِنْدَ اللّٰهِ الْاِسْلَامُ ۫
وَمَا اخْتَلَفَ الَّذِيْنَ اُوْتُوا الْكِتٰبَ
اِلَّا مِنْۢ بَعْدِ مَا جَآءَهُمُ الْعِلْمُ بَغْيًا ۢ
بَيْنَهُمْ ؕ وَمَنْ يَّكْفُرْ بِاٰيٰتِ اللّٰهِ
فَاِنَّ اللّٰهَ سَرِيْعُ الْحِسَابِ ۝

২০। যদি তাহারা তোমার সহিত বিতর্কে লিপ্ত হয় তবে তুমি বল, 'আমি আল্লাহ্‌র নিকট আত্মসমর্পণ করিয়াছি এবং আমার অনুসারিগণও।' আর যাহাদিগকে কিতাব দেওয়া হইয়াছে তাহাদিগকে ও নিরক্ষরদিগকে[১৯৭] বল, 'তোমরাও কি আত্মসমর্পণ করিয়াছ?' যদি তাহারা আত্মসমর্পণ করে তবে নিশ্চয় তাহারা পথ পাইবে। আর যদি তাহারা মুখ ফিরাইয়া লয় তবে তোমার কর্তব্য শুধু প্রচার করা। আল্লাহ্ বান্দাদের সম্পর্কে সম্যক দ্রষ্টা।

٢٠-فَاِنْ حَآجُّوْكَ فَقُلْ اَسْلَمْتُ وَجْهِيَ
لِلّٰهِ وَمَنِ اتَّبَعَنِ ؕ
وَقُلْ لِّلَّذِيْنَ اُوْتُوا الْكِتٰبَ
وَالْاُمِّيّٖنَ ءَاَسْلَمْتُمْ ؕ
فَاِنْ اَسْلَمُوْا فَقَدِ اهْتَدَوْا ۚ
وَاِنْ تَوَلَّوْا فَاِنَّمَا
عَلَيْكَ الْبَلٰغُ ؕ
وَاللّٰهُ بَصِيْرٌ ۢ بِالْعِبَادِ ۝

[৩]

২১। যাহারা আল্লাহ্‌র আয়াত অস্বীকার করে, অন্যায়রূপে নবীদের হত্যা করে এবং মানুষের মধ্যে যাহারা ন্যায়পরায়ণতার নির্দেশ দেয় তাহাদিগকে হত্যা করে, তুমি তাহাদিগকে মর্মন্তুদ শাস্তির সংবাদ দাও।

٢١-اِنَّ الَّذِيْنَ يَكْفُرُوْنَ بِاٰيٰتِ اللّٰهِ
وَيَقْتُلُوْنَ النَّبِيّٖنَ بِغَيْرِ حَقٍّ ۙ وَّيَقْتُلُوْنَ
الَّذِيْنَ يَاْمُرُوْنَ بِالْقِسْطِ مِنَ النَّاسِ ۙ
فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ اَلِيْمٍ ۝

১৯৭। মক্কার মুশরিকরা।

২২। এইসব লোক, ইহাদের কার্যাবলী দুনিয়া ও আখিরাতে নিষ্ফল হইবে এবং তাহাদের কোন সাহায্যকারী নাই।

٢٢- اُولٰٓئِكَ الَّذِيْنَ حَبِطَتْ اَعْمَالُهُمْ فِى الدُّنْيَا وَالْاٰخِرَةِ ز وَمَا لَهُمْ مِّنْ نّٰصِرِيْنَ ○

২৩। তুমি কি তাহাদিগকে দেখ নাই যাহাদিগকে কিতাবের অংশ প্রদান করা হইয়াছিল? তাহাদিগকে আল্লাহ্‌র কিতাবের[১৯৮] দিকে আহ্‌বান করা হইয়াছিল যাহাতে উহা তাহাদের মধ্যে মীমাংসা করিয়া দেয়; অতঃপর তাহাদের একদল ফিরিয়া দাঁড়ায়, আর তাহারাই পরাঙ্মুখ;

٢٣- اَلَمْ تَرَ اِلَى الَّذِيْنَ اُوْتُوْا نَصِيْبًا مِّنَ الْكِتٰبِ يُدْعَوْنَ اِلٰى كِتٰبِ اللّٰهِ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ يَتَوَلّٰى فَرِيْقٌ مِّنْهُمْ وَهُمْ مُّعْرِضُوْنَ ○

২৪। এইহেতু যে, তাহারা বলিয়া থাকে, 'দিন কতক ব্যতীত আমাদিগকে অগ্নি কখনই স্পর্শ করিবে না।[১৯৯] তাহাদের নিজেদের দীন সম্বন্ধে তাহাদের মিথ্যা উদ্ভাবন তাহাদিগকে প্রবঞ্চিত করিয়াছে।

٢٤- ذٰلِكَ بِاَنَّهُمْ قَالُوْا لَنْ تَمَسَّنَا النَّارُ اِلَّآ اَيَّامًا مَّعْدُوْدٰتٍ ص وَغَرَّهُمْ فِىْ دِيْنِهِمْ مَّا كَانُوْا يَفْتَرُوْنَ ○

২৫। কিন্তু সেইদিন, যাহাতে কোন সন্দেহ নাই, তাহাদের কি অবস্থা হইবে? যে দিন আমি তাহাদিগকে একত্র করিব এবং প্রত্যেককে তাহার অর্জিত কর্মের প্রতিদান পূর্ণভাবে দেওয়া হইবে, আর তাহাদের প্রতি কোন অন্যায় করা হইবে না!

٢٥- فَكَيْفَ اِذَا جَمَعْنٰهُمْ لِيَوْمٍ لَّا رَيْبَ فِيْهِ قف وَوُفِّيَتْ كُلُّ نَفْسٍ مَّا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُوْنَ ○

২৬। বল, 'হে সার্বভৌম শক্তির মালিক আল্লাহ্! তুমি যাহাকে ইচ্ছা ক্ষমতা প্রদান কর এবং যাহার নিকট হইতে ইচ্ছা ক্ষমতা কাড়িয়া লও; যাহাকে ইচ্ছা তুমি ইজ্জত দান কর, আর যাহাকে ইচ্ছা তুমি হীন কর। কল্যাণ তোমার হাতেই। নিশ্চয়ই তুমি সকল বিষয়ে সর্বশক্তিমান।

٢٦- قُلِ اللّٰهُمَّ مٰلِكَ الْمُلْكِ تُؤْتِى الْمُلْكَ مَنْ تَشَآءُ وَتَنْزِعُ الْمُلْكَ مِمَّنْ تَشَآءُ ز وَتُعِزُّ مَنْ تَشَآءُ وَتُذِلُّ مَنْ تَشَآءُ ط بِيَدِكَ الْخَيْرُ ط اِنَّكَ عَلٰى كُلِّ شَىْءٍ قَدِيْرٌ ○

২৭। 'তুমিই রাত্রিকে দিবসে পরিণত এবং দিবসকে রাত্রিতে পরিণত কর; তুমিই

٢٧- تُوْلِجُ الَّيْلَ فِى النَّهَارِ وَتُوْلِجُ النَّهَارَ

১৯৮। অর্থাৎ কুরআন।
১৯৯। তাহাদের বিশ্বাসমতে যত দিন তাহারা গো-বৎসের পূজা করিয়াছিল শুধু তত দিন তাহারা শাস্তি ভোগ করিবে।

فِي الَّيْلِ ز وَتُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَتُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ ز وَتَرْزُقُ مَنْ تَشَآءُ بِغَيْرِ حِسَابٍ ○

মৃত হইতে জীবন্তের আবির্ভাব ঘটাও, আবার জীবন্ত হইতে মৃতের আবির্ভাব ঘটাও। তুমি যাহাকে ইচ্ছা অপরিমিত জীবনোপকরণ দান কর।'

٢٨- لَا يَتَّخِذِ الْمُؤْمِنُوْنَ الْكٰفِرِيْنَ اَوْلِيَآءَ مِنْ دُوْنِ الْمُؤْمِنِيْنَ ج وَمَنْ يَّفْعَلْ ذٰلِكَ فَلَيْسَ مِنَ اللّٰهِ فِيْ شَيْءٍ اِلَّآ اَنْ تَتَّقُوْا مِنْهُمْ تُقٰىةً ط وَيُحَذِّرُكُمُ اللّٰهُ نَفْسَهٗ ط وَاِلَى اللّٰهِ الْمَصِيْرُ ○

২৮। মু'মিনগণ যেন মু'মিনগণ ব্যতীত কাফিরদিগকে বন্ধুরূপে গ্রহণ না করে। যে কেহ এইরূপ করিবে তাহার সহিত আল্লাহ্‌র কোন সম্পর্ক থাকিবে না;[২০০] তবে ব্যতিক্রম, যদি তোমরা তাহাদের নিকট হইতে আত্মরক্ষার জন্য সতর্কতা অবলম্বন কর। আর আল্লাহ্ তাঁহার নিজের সম্বন্ধে তোমাদিগকে সাবধান করিতেছেন এবং আল্লাহ্‌র দিকেই প্রত্যাবর্তন।

٢٩- قُلْ اِنْ تُخْفُوْا مَا فِيْ صُدُوْرِكُمْ اَوْ تُبْدُوْهُ يَعْلَمْهُ اللّٰهُ ط وَيَعْلَمُ مَا فِي السَّمٰوٰتِ وَمَا فِي الْاَرْضِ ط وَاللّٰهُ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ ○

২৯। বল, 'তোমাদের অন্তরে যাহা আছে তাহা যদি তোমরা গোপন অথবা ব্যক্ত কর আল্লাহ্ উহা অবগত আছেন এবং আস্‌মান ও যমীনে যাহা কিছু আছে তাহাও অবগত আছেন। আল্লাহ্ সর্ব-বিষয়ে সর্বশক্তিমান'।

٣٠- يَوْمَ تَجِدُ كُلُّ نَفْسٍ مَّا عَمِلَتْ مِنْ خَيْرٍ مُّحْضَرًا ۛ وَّمَا عَمِلَتْ مِنْ سُوْٓءٍ ۛ تَوَدُّ لَوْ اَنَّ بَيْنَهَا وَبَيْنَهٗٓ اَمَدًا ۢ بَعِيْدًا ط وَيُحَذِّرُكُمُ اللّٰهُ نَفْسَهٗ ط وَاللّٰهُ رَءُوْفٌۢ بِالْعِبَادِ ○ ع

৩০। যেদিন প্রত্যেকে সে যে ভাল কাজ করিয়াছে এবং সে যে মন্দ কাজ করিয়াছে তাহা বিদ্যমান পাইবে, সেদিন সে তাহার ও উহার[২০১] মধ্যে দূর ব্যবধান কামনা করিবে। আল্লাহ্ তাঁহার নিজের সম্বন্ধে তোমাদিগকে সাবধান করিতেছেন। আল্লাহ্ বান্দাদের প্রতি অত্যন্ত দয়ার্দ্র।

[৪]

٣١- قُلْ اِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّوْنَ اللّٰهَ فَاتَّبِعُوْنِيْ يُحْبِبْكُمُ اللّٰهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوْبَكُمْ ط وَاللّٰهُ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ ○

৩১। বল, 'তোমরা যদি আল্লাহ্‌কে ভালবাস তবে আমাকে অনুসরণ কর, আল্লাহ্ তোমাদিগকে ভালবাসিবেন এবং তোমাদের অপরাধ ক্ষমা করিবেন। আল্লাহ্ অত্যন্ত ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।'

২০০। আল্লাহ্‌র দীনের সঙ্গে তাহার কোন সম্পর্ক নাই বলিয়া সে আল্লাহ্‌র রহমত হইতে দূরীভূত।
২০১। এ স্থলে 'তাহার' অর্থ সেই ব্যক্তি এবং 'উহার' অর্থ মন্দ কর্মফল।

٣٢- قُلْ اَطِيْعُوا اللّٰهَ وَالرَّسُوْلَ ۚ فَاِنْ تَوَلَّوْا فَاِنَّ اللّٰهَ لَا يُحِبُّ الْكٰفِرِيْنَ ○

৩২। বল, 'আল্লাহ্ ও রাসূলের অনুগত হও।' যদি তাহারা মুখ ফিরাইয়া লয় তবে জানিয়া রাখ, আল্লাহ্ তো কাফিরদিগকে পসন্দ করেন না।

٣٣- اِنَّ اللّٰهَ اصْطَفٰۤى اٰدَمَ وَ نُوْحًا وَّ اٰلَ اِبْرٰهِيْمَ وَ اٰلَ عِمْرٰنَ عَلَى الْعٰلَمِيْنَ ○

৩৩। নিশ্চয়ই আল্লাহ্ আদমকে, নূহকে ও ইব্‌রাহীমের বংশধর এবং 'ইমরানের[২০২] বংশধরকে বিশ্বজগতে মনোনীত করিয়াছেন।

٣٤- ذُرِّيَّةًۢ بَعْضُهَا مِنْۢ بَعْضٍ ؕ وَاللّٰهُ سَمِيْعٌ عَلِيْمٌ ۚ

৩৪। ইহারা একে অপরের বংশধর। আল্লাহ্ সর্বশ্রোতা, সর্বজ্ঞ।

٣٥- اِذْ قَالَتِ امْرَاَتُ عِمْرٰنَ رَبِّ اِنِّىْ نَذَرْتُ لَكَ مَا فِىْ بَطْنِىْ مُحَرَّرًا فَتَقَبَّلْ مِنِّىْ ۚ اِنَّكَ اَنْتَ السَّمِيْعُ الْعَلِيْمُ ○

৩৫। স্মরণ কর, যখন 'ইমরানের স্ত্রী বলিয়াছিল, 'হে আমার প্রতিপালক! আমার গর্ভে যাহা আছে তাহা একান্ত তোমার জন্য আমি উৎসর্গ করিলাম। সুতরাং তুমি আমার নিকট হইতে উহা কবূল কর, নিশ্চয়ই তুমি সর্বশ্রোতা, সর্বজ্ঞ।'

٣٦- فَلَمَّا وَضَعَتْهَا قَالَتْ رَبِّ اِنِّىْ وَضَعْتُهَاۤ اُنْثٰى ؕ وَاللّٰهُ اَعْلَمُ بِمَا وَضَعَتْ ؕ وَلَيْسَ الذَّكَرُ كَالْاُنْثٰى ۚ وَاِنِّىْ سَمَّيْتُهَا مَرْيَمَ وَاِنِّىْۤ اُعِيْذُهَا بِكَ وَذُرِّيَّتَهَا مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيْمِ ○

৩৬। অতঃপর যখন সে উহাকে প্রসব করিল তখন সে বলিল, 'হে আমার প্রতিপালক! আমি কন্যা প্রসব করিয়াছি।' সে যাহা প্রসব করিয়াছে আল্লাহ্ তাহা সম্যক অবগত। 'আর ছেলে তো এই মেয়ের মত নয়, আমি উহার নাম মার্‌ইয়াম' রাখিয়াছি এবং অভিশপ্ত শয়তান হইতে তাহার ও তাহার বংশধরদের জন্য তোমার শরণ লইতেছি।'

٣٧- فَتَقَبَّلَهَا رَبُّهَا بِقَبُوْلٍ حَسَنٍ وَّاَنْۢبَتَهَا نَبَاتًا حَسَنًا ۙ وَّكَفَّلَهَا زَكَرِيَّا ۚ كُلَّمَا دَخَلَ عَلَيْهَا زَكَرِيَّا الْمِحْرَابَ ۙ وَجَدَ عِنْدَهَا رِزْقًا ۚ

৩৭। অতঃপর তাহার প্রতিপালক তাহাকে ভালরূপে কবূল করিলেন এবং তাহাকে উত্তমরূপে লালন-পালন করিলেন এবং তিনি তাহাকে যাকারিয়ার তত্ত্বাবধানে রাখিয়াছিলেন। যখনই যাকারিয়া কক্ষে তাহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে যাইত তখনই তাহার নিকট খাদ্য-সামগ্রী

২০২। মূসা (আঃ)-এর পিতার নাম 'ইমরান এবং 'ঈসা (আঃ)-এর মাতা মার্‌য়াম (আঃ)-এর পিতার নামও 'ইমরান। এখানে উভয় অর্থই করা যায়, তবে পরবর্তী প্রসংগ মার্‌য়াম ও তাঁহার মাতার।

Contents

قَالَ يٰمَرْيَمُ اَنّٰى لَكِ هٰذَا ؕ قَالَتْ هُوَ مِنْ عِنْدِ اللّٰهِ ؕ اِنَّ اللّٰهَ يَرْزُقُ مَنْ يَّشَآءُ بِغَيْرِ حِسَابٍ ○

দেখিতে পাইত। সে বলিত, 'হে মার্‌ইয়াম! এই সব তুমি কোথায় পাইলে?' সে বলিত, 'উহা আল্লাহ্‌র নিকট হইতে।' নিশ্চয়ই আল্লাহ্ যাহাকে ইচ্ছা অপরিমিত রিয্‌ক দান করেন।

৩৮- هُنَالِكَ دَعَا زَكَرِيَّا رَبَّهٗ ۚ قَالَ رَبِّ هَبْ لِيْ مِنْ لَّدُنْكَ ذُرِّيَّةً طَيِّبَةً ۚ اِنَّكَ سَمِيْعُ الدُّعَآءِ ○

৩৮। সেখানেই যাকারিয়া তাহার প্রতিপালকের নিকট প্রার্থনা করিয়া বলিল, 'হে আমার প্রতিপালক! আমাকে তুমি তোমার নিকট হইতে সৎ বংশধর দান কর। নিশ্চয়ই তুমি প্রার্থনা শ্রবণকারী।'

৩৯- فَنَادَتْهُ الْمَلٰٓئِكَةُ وَهُوَ قَآئِمٌ يُّصَلِّيْ فِي الْمِحْرَابِ ۙ اَنَّ اللّٰهَ يُبَشِّرُكَ بِيَحْيٰى مُصَدِّقًۢا بِكَلِمَةٍ مِّنَ اللّٰهِ وَسَيِّدًا وَّحَصُوْرًا وَّنَبِيًّا مِّنَ الصّٰلِحِيْنَ ۝٣٩

৩৯। যখন যাকারিয়া কক্ষে সালাতে দাঁড়াইয়াছিলেন তখন ফিরিশতাগণ তাহাকে সম্বোধন করিয়া বলিল, 'আল্লাহ্ তোমাকে ইয়াহ্‌ইয়ার সুসংবাদ দিতেছেন, সে হইবে আল্লাহ্‌র বাণীর সমর্থক, নেতা, স্ত্রী বিরাগী এবং পুণ্যবানদের মধ্যে একজন নবী।'

৪০- قَالَ رَبِّ اَنّٰى يَكُوْنُ لِيْ غُلٰمٌ وَّقَدْ بَلَغَنِيَ الْكِبَرُ وَامْرَاَتِيْ عَاقِرٌ ؕ قَالَ كَذٰلِكَ اللّٰهُ يَفْعَلُ مَا يَشَآءُ ○

৪০। সে বলিল, 'হে আমার প্রতিপালক! আমার পুত্র হইবে কিরূপে? আমার তো বার্ধক্য আসিয়াছে এবং আমার স্ত্রী বন্ধ্যা।' তিনি বলিলেন 'এইভাবেই।' আল্লাহ্ যাহা ইচ্ছা তাহা করেন।

৪১- قَالَ رَبِّ اجْعَلْ لِّيْٓ اٰيَةً ؕ قَالَ اٰيَتُكَ اَلَّا تُكَلِّمَ النَّاسَ ثَلٰثَةَ اَيَّامٍ اِلَّا رَمْزًا ؕ وَاذْكُرْ رَّبَّكَ كَثِيْرًا وَّسَبِّحْ بِالْعَشِيِّ وَالْاِبْكَارِ ○

৪১। সে বলিল, 'হে আমার প্রতিপালক! আমাকে একটি নিদর্শন দাও।' তিনি বলিলেন, 'তোমার নিদর্শন এই যে, তিন দিন তুমি ইংগিত ব্যতীত কথা বলিতে পারিবে না, আর তোমার প্রতিপালককে অধিক স্মরণ করিবে এবং সন্ধ্যায় ও প্রভাতে তাঁহার পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা করিবে।'

[৫]

৪২- وَاِذْ قَالَتِ الْمَلٰٓئِكَةُ يٰمَرْيَمُ اِنَّ اللّٰهَ اصْطَفٰىكِ وَطَهَّرَكِ وَاصْطَفٰىكِ عَلٰى نِسَآءِ الْعٰلَمِيْنَ ۝٤٢

৪২। স্মরণ কর, যখন ফিরিশতাগণ বলিয়াছিল, 'হে মার্‌ইয়াম! আল্লাহ্ তোমাকে মনোনীত ও পবিত্র করিয়াছেন এবং বিশ্বের নারীগণের মধ্যে তোমাকে মনোনীত করিয়াছেন।'

٤٣- يٰمَرْيَمُ اقْنُتِيْ لِرَبِّكِ وَاسْجُدِيْ وَارْكَعِيْ مَعَ الرّٰكِعِيْنَ ○

৪৩। 'হে মার্‌ইয়াম! তোমার প্রতিপালকের অনুগত হও ও সিজ্‌দা কর এবং যাহারা রুকূ' করে তাহাদের সহিত রুকূ' কর।'

٤٤- ذٰلِكَ مِنْ اَنْۢبَآءِ الْغَيْبِ نُوْحِيْهِ اِلَيْكَ ۚ وَمَا كُنْتَ لَدَيْهِمْ اِذْ يُلْقُوْنَ اَقْلَامَهُمْ اَيُّهُمْ يَكْفُلُ مَرْيَمَ ۪ وَمَا كُنْتَ لَدَيْهِمْ اِذْ يَخْتَصِمُوْنَ ○

৪৪। ইহা অদৃশ্য বিষয়ের সংবাদ—যাহা তোমাকে ওহী দ্বারা অবহিত করিতেছি। মার্‌ইয়ামের তত্ত্বাবধানের দায়িত্ব তাহাদের মধ্যে কে গ্রহণ করিবে ইহার জন্য যখন তাহারা তাহাদের কলম[২০৩] নিক্ষেপ করিতেছিল তুমি তখন তাহাদের নিকট ছিলে না এবং তাহারা যখন বাদানুবাদ করিতেছিল তখনও তুমি তাহাদের নিকট ছিলে না।

٤٥- اِذْ قَالَتِ الْمَلٰٓئِكَةُ يٰمَرْيَمُ اِنَّ اللّٰهَ يُبَشِّرُكِ بِكَلِمَةٍ مِّنْهُ ۖ اسْمُهُ الْمَسِيْحُ عِيْسَى ابْنُ مَرْيَمَ وَجِيْهًا فِي الدُّنْيَا وَالْاٰخِرَةِ وَمِنَ الْمُقَرَّبِيْنَ ○

৪৫। স্মরণ কর, যখন ফিরিশতাগণ বলিল, 'হে মার্‌ইয়াম! নিশ্চয়ই আল্লাহ্ তোমাকে তাঁহার পক্ষ হইতে একটি কালেমার[২০৪] সুসংবাদ দিতেছেন। তাহার নাম মসীহ্[২০৫] মার্‌ইয়াম-তনয় 'ঈসা, সে দুনিয়া ও আখিরাতে সম্মানিত এবং সান্নিধ্যপ্রাপ্তগণের অন্যতম হইবে।

٤٦- وَيُكَلِّمُ النَّاسَ فِي الْمَهْدِ وَكَهْلًا وَّمِنَ الصّٰلِحِيْنَ ○

৪৬। 'সে দোলনায় থাকা অবস্থায় ও পরিণত বয়সে মানুষের সহিত কথা বলিবে এবং সে হইবে পুণ্যবানদের একজন।'

٤٧- قَالَتْ رَبِّ اَنّٰى يَكُوْنُ لِيْ وَلَدٌ وَّلَمْ يَمْسَسْنِيْ بَشَرٌ ۚ قَالَ كَذٰلِكِ اللّٰهُ يَخْلُقُ مَا يَشَآءُ ۚ اِذَا قَضٰٓى اَمْرًا فَاِنَّمَا يَقُوْلُ لَهٗ كُنْ فَيَكُوْنُ ○

৪৭। সে বলিল, 'হে আমার প্রতিপালক! আমাকে কোন পুরুষ স্পর্শ করে নাই, আমার সন্তান হইবে কীভাবে?' তিনি বলিলেন, 'এইভাবেই', আল্লাহ্ যাহা ইচ্ছা সৃষ্টি করেন। তিনি যখন কিছু স্থির করেন তখন বলেন, 'হও' এবং উহা হইয়া যায়।

২০৩। قلم -এর অর্থ লেখনী, অন্য অর্থ তীর।
২০৪। كلمة অর্থ-যাহা মানুষ বলে। এই বিশেষ স্থলে এই কথাটির অর্থ মার্‌য়ামের পুত্র সম্ভাবনা।
২০৫। المسيح। -এর অর্থ কোন কিছুর উপর যে হাত বুলায়, রোগীর উপর হাত বুলাইয়া হযরত 'ঈসা (আঃ) রোগীকে রোগমুক্ত করিতেন এই অর্থে তাঁহাকে মসীহ্ বলা হইত। পর্যটক অর্থেও ব্যবহৃত হয়।

٤٨- وَ يُعَلِّمُهُ الْكِتٰبَ وَ الْحِكْمَةَ وَ التَّوْرٰىةَ وَ الْاِنْجِيْلَ ۚ

৪৮। ‘এবং তিনি তাহাকে শিক্ষা দিবেন কিতাব, হিকমত, তাওরাত ও ইন্‌জীল।

٤٩- وَ رَسُوْلًا اِلٰى بَنِىْٓ اِسْرَآءِيْلَ ۙ اَنِّىْ قَدْ جِئْتُكُمْ بِاٰيَةٍ مِّنْ رَّبِّكُمْ ۙ اَنِّىْٓ اَخْلُقُ لَكُمْ مِّنَ الطِّيْنِ كَهَيْـَٔةِ الطَّيْرِ فَاَنْفُخُ فِيْهِ فَيَكُوْنُ طَيْرًۢا بِاِذْنِ اللّٰهِ ۚ وَ اُبْرِئُ الْاَكْمَهَ وَ الْاَبْرَصَ وَ اُحْىِ الْمَوْتٰى بِاِذْنِ اللّٰهِ ۚ وَ اُنَبِّئُكُمْ بِمَا تَاْكُلُوْنَ وَ مَا تَدَّخِرُوْنَ ۙ فِىْ بُيُوْتِكُمْ ؕ اِنَّ فِىْ ذٰلِكَ لَاٰيَةً لَّكُمْ اِنْ كُنْتُمْ مُّؤْمِنِيْنَ ۚ

৪৯। ‘এবং তাহাকে বনী ইসরাঈলের জন্য রাসূল করিবেন।’ সে বলিবে, ‘আমি তোমাদের প্রতিপালকের পক্ষ হইতে তোমাদের নিকট নিদর্শন লইয়া আসিয়াছি। আমি তোমাদের জন্য কর্দম দ্বারা একটি পক্ষীসদৃশ আকৃতি গঠন করিব; অতঃপর উহাতে আমি ফুৎকার দিব; ফলে আল্লাহ্‌র হুকুমে উহা পাখী হইয়া যাইবে। আমি জন্মান্ধ ও কুষ্ঠ ব্যাধিগ্রস্তকে নিরাময় করিব এবং আল্লাহ্‌র হুকুমে মৃতকে জীবন্ত করিব। তোমরা তোমাদের গৃহে যাহা আহার কর ও মওজুদ কর তাহা তোমাদিগকে বলিয়া দিব। তোমরা যদি মু’মিন হও তবে ইহাতে তোমাদের জন্য নিদর্শন রহিয়াছে।

٥٠- وَ مُصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَىَّ مِنَ التَّوْرٰىةِ وَ لِاُحِلَّ لَكُمْ بَعْضَ الَّذِىْ حُرِّمَ عَلَيْكُمْ وَ جِئْتُكُمْ بِاٰيَةٍ مِّنْ رَّبِّكُمْ ۟ فَاتَّقُوا اللّٰهَ وَ اَطِيْعُوْنِ ۚ

৫০। ‘আর আমি আসিয়াছি[২০৬] আমার সম্মুখে তাওরাতের যাহা রহিয়াছে উহার সমর্থকরূপে ও তোমাদের জন্য যাহা নিষিদ্ধ ছিল উহার কতকগুলিকে বৈধ করিতে। এবং আমি তোমাদের প্রতিপালকের পক্ষ হইতে তোমাদের নিকট নিদর্শন লইয়া আসিয়াছি। সুতরাং আল্লাহ্‌কে ভয় কর আর আমাকে অনুসরণ কর।

٥١- اِنَّ اللّٰهَ رَبِّىْ وَ رَبُّكُمْ فَاعْبُدُوْهُ ؕ هٰذَا صِرَاطٌ مُّسْتَقِيْمٌ ۚ

৫১। ‘নিশ্চয়ই আল্লাহ্ আমার প্রতিপালক এবং তোমাদেরও প্রতিপালক, সুতরাং তোমরা তাঁহার ‘ইবাদত করিবে। ইহাই সরল পথ।’

٥٢- فَلَمَّآ اَحَسَّ عِيْسٰى مِنْهُمُ الْكُفْرَ قَالَ مَنْ اَنْصَارِىْٓ اِلَى اللّٰهِ ؕ

৫২। যখন ‘ঈসা তাহাদের অবিশ্বাস উপলব্ধি করিল তখন সে বলিল, ‘আল্লাহ্‌র পথে কাহারা আমার সাহায্যকারী?’

২০৬। ‘আমি আসিয়াছি’ কথাটি আরবীতে উহ্য রহিয়াছে।

قَالَ الْحَوَارِيُّوْنَ نَحْنُ اَنْصَارُ اللّٰهِ ۚ
اٰمَنَّا بِاللّٰهِ ۚ
وَاشْهَدْ بِاَنَّا مُسْلِمُوْنَ ○

হাওয়ারীগণ[২০৭] বলিল, 'আমরাই আল্লাহ্‌র পথে সাহায্যকারী। আমরা আল্লাহে ঈমান আনিয়াছি। আমরা আত্মসমর্পণকারী, তুমি ইহার সাক্ষী থাক।

٥٣- رَبَّنَآ اٰمَنَّا بِمَآ اَنْزَلْتَ
وَاتَّبَعْنَا الرَّسُوْلَ
فَاكْتُبْنَا مَعَ الشّٰهِدِيْنَ ○

৫৩। হে আমাদের প্রতিপালক! তুমি যাহা অবতীর্ণ করিয়াছ তাহাতে আমরা ঈমান আনিয়াছি এবং আমরা এই রাসূলের অনুসরণ করিয়াছি। সুতরাং আমাদিগকে সাক্ষ্যদানকারীদের তালিকাভুক্ত কর।'

٥٤- وَمَكَرُوْا وَمَكَرَ اللّٰهُ ۗ
وَاللّٰهُ خَيْرُ الْمٰكِرِيْنَ ○

৫৪। আর তাহারা চক্রান্ত করিয়াছিল আল্লাহ্‌ও কৌশল করিয়াছিলেন; আল্লাহ্ কৌশলীদের শ্রেষ্ঠ।

[৬]

٥٥- اِذْ قَالَ اللّٰهُ يٰعِيْسٰٓى اِنِّىْ مُتَوَفِّيْكَ
وَرَافِعُكَ اِلَىَّ وَمُطَهِّرُكَ
مِنَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا
وَجَاعِلُ الَّذِيْنَ اتَّبَعُوْكَ فَوْقَ
الَّذِيْنَ كَفَرُوْٓا اِلٰى يَوْمِ الْقِيٰمَةِ ۚ
ثُمَّ اِلَىَّ مَرْجِعُكُمْ
فَاَحْكُمُ بَيْنَكُمْ
فِيْمَا كُنْتُمْ فِيْهِ تَخْتَلِفُوْنَ ○

৫৫। স্মরণ কর, যখন আল্লাহ্ বলিলেন, 'হে 'ঈসা! আমি তোমার কাল পূর্ণ করিতেছি এবং আমার নিকট তোমাকে তুলিয়া লইতেছি এবং যাহারা কুফরী করিয়াছে তাহাদের মধ্য হইতে তোমাকে পবিত্র[২০৮] করিতেছি। আর তোমার অনুসারিগণকে[২০৯] কিয়ামত পর্যন্ত কাফিরদের উপর প্রাধান্য দিতেছি, অতঃপর আমার কাছে তোমাদের প্রত্যাবর্তন।' তারপর যে বিষয়ে তোমাদের মতান্তর ঘটিতেছে আমি উহা মীমাংসা করিয়া দিব।

٥٦- فَاَمَّا الَّذِيْنَ كَفَرُوْا فَاُعَذِّبُهُمْ
عَذَابًا شَدِيْدًا فِى الدُّنْيَا وَالْاٰخِرَةِ ۫
وَمَا لَهُمْ مِّنْ نّٰصِرِيْنَ ○

৫৬। যাহারা কুফরী করিয়াছে আমি তাহাদিগকে দুনিয়ায় ও আখিরাতে কঠোর শাস্তি প্রদান করিব এবং তাহাদের কোন সাহায্যকারী নাই।

২০৭। হাওয়ারী-'ঈসা (আঃ)-এর খাস অনুসারিগণ।
২০৮। ইয়াহূদীরা 'ঈসা (আঃ)-কে হত্যা করার ষড়যন্ত্র করিয়াছিল। আল্লাহ্ 'ঈসা (আঃ)-কে এই ষড়যন্ত্র হইতে রক্ষা করিয়া আসমানে তুলিয়া লইয়াছেন। طهر يطهر অর্থ, পবিত্র করা। এ স্থলে হযরত 'ঈসা (আঃ)-কে তাঁহার বিরুদ্ধবাদীদের কবল হইতে মুক্ত করা বুঝাইতেছে।
২০৯। হযরত মুহাম্মাদ (সাঃ)-এর আবির্ভাবের পর মুসলমানগণই হযরত 'ঈসা (আঃ)-এর প্রকৃত অনুসারী। খৃষ্টানগণ বর্তমানে 'ঈসা (আঃ)-এর প্রকৃত অনুসারী নহেন (দ্রঃ ৫ ঃ ৭৩)।

Contents

৫৭- وَاَمَّا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ فَيُوَفِّيْهِمْ اُجُوْرَهُمْ ؕ وَاللّٰهُ لَا يُحِبُّ الظّٰلِمِيْنَ ۝

৫৭। আর যাহারা ঈমান আনিয়াছে এবং সৎকার্য করিয়াছে তিনি তাহাদের প্রতিফল পুরাপুরিভাবে প্রদান করিবেন। আল্লাহ্ যালিমদিগকে পসন্দ করেন না।

৫৮- ذٰلِكَ نَتْلُوْهُ عَلَيْكَ مِنَ الْاٰيٰتِ وَالذِّكْرِ الْحَكِيْمِ ۝

৫৮। ইহা আমি তোমার নিকট তিলাওয়াত করিতেছি আয়াতসমূহ ও সারগর্ভ বাণী হইতে।

৫৯- اِنَّ مَثَلَ عِيْسٰى عِنْدَ اللّٰهِ كَمَثَلِ اٰدَمَ ؕ خَلَقَهٗ مِنْ تُرَابٍ ثُمَّ قَالَ لَهٗ كُنْ فَيَكُوْنُ ۝

৫৯। আল্লাহ্র নিকট নিশ্চয়ই 'ঈসার দৃষ্টান্ত[২১০] আদমের দৃষ্টান্তসদৃশ। তিনি তাহাকে মৃত্তিকা হইতে সৃষ্টি করিয়াছিলেন; অতঃপর তাহাকে বলিয়াছিলেন, 'হও', ফলে সে হইয়া গেল।

৬০- اَلْحَقُّ مِنْ رَّبِّكَ فَلَا تَكُنْ مِّنَ الْمُمْتَرِيْنَ ۝

৬০। সত্য তো তোমার প্রতিপালকের নিকট হইতে, সুতরাং তুমি সংশয়বাদীদের অন্তর্ভুক্ত হইও না।

৬১- فَمَنْ حَآجَّكَ فِيْهِ مِنْ بَعْدِ مَا جَآءَكَ مِنَ الْعِلْمِ فَقُلْ تَعَالَوْا نَدْعُ اَبْنَآءَنَا وَاَبْنَآءَكُمْ وَنِسَآءَنَا وَنِسَآءَكُمْ وَاَنْفُسَنَا وَاَنْفُسَكُمْ ۟ ثُمَّ نَبْتَهِلْ فَنَجْعَلْ لَّعْنَتَ اللّٰهِ عَلَى الْكٰذِبِيْنَ ۝

৬১। তোমার নিকট জ্ঞান আসিবার পর যে কেহ এই বিষয়ে তোমার সহিত তর্ক করে তাহাকে বল[২১১] 'আইস, আমরা আহ্বান করি আমাদের পুত্রগণকে ও তোমাদের পুত্রগণকে, আমাদের নারীগণকে ও তোমাদের নারীগণকে, আমাদের নিজদিগকে ও তোমাদের নিজদিগকে, অতঃপর আমরা বিনীত আবেদন করি এবং মিথ্যাবাদীদের উপর দেই আল্লাহ্র লা'নত।

৬২- اِنَّ هٰذَا لَهُوَ الْقَصَصُ الْحَقُّ ۚ وَمَا مِنْ اِلٰهٍ اِلَّا اللّٰهُ ؕ وَاِنَّ اللّٰهَ لَهُوَ الْعَزِيْزُ الْحَكِيْمُ ۝

৬২। নিশ্চয়ই ইহা সত্য বৃত্তান্ত। আল্লাহ্ ব্যতীত অন্য ইলাহ্ নাই। নিশ্চয় আল্লাহ্ পরম প্রতাপশালী, প্রজ্ঞাময়।

২১০। 'ঈসা (আঃ) আল্লাহ্র বান্দা ও রাসূল; হযরত (সাঃ) এই সত্য প্রকাশ করিলে খৃস্টানগণ বলে, 'ঈসা (আঃ) আল্লাহ্র পুত্র, বান্দা নহেন।' যদি তাহা না হয় তবে বলিয়া দাও, 'তাঁহার পিতা কে?' তখন এই আয়াত অবতীর্ণ হয় (কুরতুবী)

২১১। নাজরান অঞ্চলের খৃস্টানগণ 'ঈসা (আঃ) সম্পর্কে কুরআনের বর্ণনা স্বীকার না করিলে আল্লাহ্র নির্দেশে হযরত (সাঃ) তাহাদিগকে মুবাহালাঃ (দুই পক্ষের পরস্পরের জন্য বদদু'আ করা) করার জন্য আহ্বান জানান। কিন্তু খৃস্টান পাদ্রীগণ ভীত হইয়া ইহা হইতে বিরত থাকেন ও জিযয়াঃ দিতে স্বীকার করিয়া সন্ধি করেন-(জালালায়ন)।

٦٣- فَاِنْ تَوَلَّوْا فَاِنَّ اللّٰهَ
عَلِيْمٌۢ بِالْمُفْسِدِيْنَ ۝

৬৩। যদি তাহারা মুখ ফিরাইয়া লয়, তবে নিশ্চয় আল্লাহ্ ফাসাদকারীদের সম্বন্ধে সম্যক অবহিত।

[৭]

٦٤- قُلْ يٰۤاَهْلَ الْكِتٰبِ تَعَالَوْا اِلٰى كَلِمَةٍ
سَوَآءٍۢ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ اَلَّا نَعْبُدَ اِلَّا اللّٰهَ
وَلَا نُشْرِكَ بِهٖ شَيْـًٔا وَّلَا يَتَّخِذَ
بَعْضُنَا بَعْضًا اَرْبَابًا
مِّنْ دُوْنِ اللّٰهِ ؕ فَاِنْ تَوَلَّوْا
فَقُوْلُوا اشْهَدُوْا بِاَنَّا مُسْلِمُوْنَ ۝

৬৪। তুমি বল, 'হে কিতাবীগণ! আইস সে কথায় যাহা আমাদের ও তোমাদের মধ্যে একই; যেন আমরা আল্লাহ্ ব্যতীত কাহারও 'ইবাদত না করি, কোন কিছুকেই তাঁহার শরীক না করি এবং আমাদের কেহ কাহাকেও আল্লাহ্ ব্যতীত রব হিসাবে গ্রহণ না করে।' যদি তাহারা মুখ ফিরাইয়া লয় তবে বল, 'তোমরা সাক্ষী থাক, অবশ্যই আমরা মুসলিম।'

٦٥- يٰۤاَهْلَ الْكِتٰبِ لِمَ تُحَآجُّوْنَ فِيْۤ
اِبْرٰهِيْمَ وَمَاۤ اُنْزِلَتِ التَّوْرٰىةُ وَالْاِنْجِيْلُ
اِلَّا مِنْۢ بَعْدِهٖ ؕ اَفَلَا تَعْقِلُوْنَ ۝

৬৫। হে কিতাবীগণ! ইব্‌রাহীম সম্বন্ধে কেন তোমরা তর্ক কর, অথচ তাওরাত ও ইন্‌জীল তো তাহার পরেই অবতীর্ণ হইয়াছিল? তোমরা কি বুঝ না?

٦٦- هٰۤاَنْتُمْ هٰۤؤُلَآءِ حَاجَجْتُمْ
فِيْمَا لَكُمْ بِهٖ عِلْمٌ
فَلِمَ تُحَآجُّوْنَ فِيْمَا
لَيْسَ لَكُمْ بِهٖ عِلْمٌ ؕ
وَاللّٰهُ يَعْلَمُ وَاَنْتُمْ لَا تَعْلَمُوْنَ ۝

৬৬। হাঁ, তোমরা তো সেই সব লোক, যে বিষয়ে তোমাদের সামান্য জ্ঞান আছে সে বিষয়ে তোমরাই তো তর্ক করিয়াছ, তবে যে বিষয়ে তোমাদের কোন জ্ঞান নাই সে বিষয়ে কেন তর্ক করিতেছ? আল্লাহ্ জ্ঞাত আছেন এবং তোমরা জ্ঞাত নহ।

٦٧- مَا كَانَ اِبْرٰهِيْمُ يَهُوْدِيًّا
وَّلَا نَصْرَانِيًّا وَّلٰكِنْ كَانَ حَنِيْفًا مُّسْلِمًا ؕ
وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِيْنَ ۝

৬৭। ইব্‌রাহীম ইয়াহূদীও ছিল না, খৃস্টানও ছিল না; সে ছিল একনিষ্ঠ আত্মসমর্পণকারী এবং সে মুশরিকদের অন্তর্ভুক্তও ছিল না।

٦٨- اِنَّ اَوْلَى النَّاسِ بِاِبْرٰهِيْمَ
لَلَّذِيْنَ اتَّبَعُوْهُ وَهٰذَا النَّبِيُّ وَالَّذِيْنَ
اٰمَنُوْا ؕ وَاللّٰهُ وَلِيُّ الْمُؤْمِنِيْنَ ۝

৬৮। নিশ্চয়ই মানুষের মধ্যে তাহারা ইব্‌রাহীমের ঘনিষ্ঠতম যাহারা তাহার অনুসরণ করিয়াছে এবং এই নবী ও যাহারা ঈমান আনিয়াছে; আর আল্লাহ্ মু'মিনদের অভিভাবক।

৬৯-وَدَّتْ طَّآئِفَةٌ مِّنْ اَهْلِ الْكِتٰبِ لَوْ يُضِلُّوْنَكُمْ ؕ وَمَا يُضِلُّوْنَ اِلَّآ اَنْفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُوْنَ ○

৬৯। কিতাবীদের একদল চাহে যেন তোমাদিগকে বিপথগামী করিতে পারে, অথচ তাহারা নিজদিগকেই বিপথগামী করে, কিন্তু তাহারা উপলব্ধি করে না।

৭০-يٰٓاَهْلَ الْكِتٰبِ لِمَ تَكْفُرُوْنَ بِاٰيٰتِ اللّٰهِ وَاَنْتُمْ تَشْهَدُوْنَ ○

৭০। হে কিতাবীগণ! তোমরা কেন আল্লাহ্র আয়াতকে অস্বীকার কর, যখন তোমরাই সাক্ষ্য[২১২] বহন কর?

৭১-يٰٓاَهْلَ الْكِتٰبِ لِمَ تَلْبِسُوْنَ الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَتَكْتُمُوْنَ الْحَقَّ وَاَنْتُمْ تَعْلَمُوْنَ ○ ع

৭১। হে কিতাবীগণ! তোমরা কেন সত্যকে মিথ্যার সহিত মিশ্রিত কর এবং সত্য গোপন কর,[২১৩] যখন তোমরা জান?

[৮]

৭২-وَقَالَتْ طَّآئِفَةٌ مِّنْ اَهْلِ الْكِتٰبِ اٰمِنُوْا بِالَّذِيْٓ اُنْزِلَ عَلَى الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَجْهَ النَّهَارِ وَاكْفُرُوْٓا اٰخِرَهٗ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُوْنَ ○

৭২। কিতাবীদের একদল বলিল, 'যাহারা ঈমান আনিয়াছে তাহাদের প্রতি যাহা অবতীর্ণ হইয়াছে তোমরা দিনের প্রারম্ভে তাহা বিশ্বাস কর এবং দিনের শেষে তাহা প্রত্যাখ্যান কর; হয়ত তাহারা ফিরিবে।

৭৩-وَلَا تُؤْمِنُوْٓا اِلَّا لِمَنْ تَبِعَ دِيْنَكُمْ ؕ قُلْ اِنَّ الْهُدٰى هُدَى اللّٰهِ ۙ اَنْ يُّؤْتٰٓى اَحَدٌ مِّثْلَ مَآ اُوْتِيْتُمْ اَوْ يُحَآجُّوْكُمْ عِنْدَ رَبِّكُمْ ؕ قُلْ اِنَّ الْفَضْلَ بِيَدِ اللّٰهِ ۚ يُؤْتِيْهِ مَنْ يَّشَآءُ ؕ وَاللّٰهُ وَاسِعٌ عَلِيْمٌ ○

৭৩। 'আর যে ব্যক্তি তোমাদের দীনের অনুসরণ করে তাহাদিগকে ব্যতীত আর কাহাকেও বিশ্বাস করিও না।' বল, 'আল্লাহ্র নির্দেশিত পথই একমাত্র পথ। ইহা[২১৪] এইজন্য যে, তোমাদিগকে যাহা দেওয়া হইয়াছে অনুরূপ আর কাহাকেও দেওয়া হইবে অথবা তোমাদের প্রতিপালকের সম্মুখে তাহারা তোমাদিগেক যুক্তিতে পরাভূত করিবে। বল, 'অনুগ্রহ আল্লাহ্রই হাতে; তিনি যাহাকে ইচ্ছা তাহা প্রদান করেন। আল্লাহ্ প্রাচুর্যময়, সর্বজ্ঞ।

২১২। তাওরাত ও ইন্‌জীল যে আস্‌মানী কিতাব ইয়াহূদী ও খৃস্টানগণও এই সাক্ষ্য দেয়। ঐ কিতাবদ্বয়ে হযরত (সাঃ) ও কুরআনের সত্যতা ও আগমন বার্তা বর্ণিত ছিল (দ্রঃ ২ ঃ ১৪৬; ৩ ঃ ৮১; ৬১ ঃ ৬)। মহানবী (সাঃ) এবং কুরআনকে মানিতে অস্বীকার করিয়া তাহারা বস্তুত তাওরাত ও ইন্‌জীলকে অস্বীকার করিতেছে। তাহারা তাওরাত ও ইন্‌জীলের পাঠ স্থানে স্থানে পরিবর্তন ও বিকৃত করিয়াছে।

২১৩। ইয়াহূদীরা লোকদেরকে ইসলাম হইতে বিরত রাখিবার জন্য এই চক্রান্ত করিয়াছিল; সকালে ইসলাম গ্রহণ করিয়া বিকালে উহা প্রত্যাখ্যান করিত এই বলিয়া, 'আমরা পরীক্ষা-নিরীক্ষা দ্বারা বুঝিতে পারিয়াছি, ইনি সেই নবী নন যাঁহার আগমন সম্বন্ধে আমাদের কিতাবে উল্লেখ আছে' (কুরতুবী)।

২১৪। ইহা ইয়াহূদীদের পূর্বোক্ত বক্তব্য।

٧٤- يَّخْتَصُّ بِرَحْمَتِهٖ مَنْ يَّشَآءُ ؕ وَاللّٰهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيْمِ ۝

৭৪। তিনি স্বীয় অনুগ্রহের জন্য যাহাকে ইচ্ছা বিশেষ করিয়া বাছিয়া লন। আল্লাহ্ মহা অনুগ্রহশীল।

٧٥- وَمِنْ اَهْلِ الْكِتٰبِ مَنْ اِنْ تَاْمَنْهُ بِقِنْطَارٍ يُّؤَدِّهٖٓ اِلَيْكَ ۚ وَمِنْهُمْ مَّنْ اِنْ تَاْمَنْهُ بِدِيْنَارٍ لَّا يُؤَدِّهٖٓ اِلَيْكَ اِلَّا مَا دُمْتَ عَلَيْهِ قَآئِمًا ؕ ذٰلِكَ بِاَنَّهُمْ قَالُوْا لَيْسَ عَلَيْنَا فِى الْاُمِّيّٖنَ سَبِيْلٌ ۚ وَيَقُوْلُوْنَ عَلَى اللّٰهِ الْكَذِبَ وَهُمْ يَعْلَمُوْنَ ۝

৭৫। কিতাবীদের মধ্যে এমন লোক রহিয়াছে, যে বিপুল সম্পদ[২১৫] আমানত রাখিলেও ফেরত দিবে; আবার এমন লোকও আছে যাহার নিকট একটি দীনারও আমানত রাখিলে তাহার পিছনে লাগিয়া না থাকিলে সে ফেরত দিবে না, ইহা এই কারণে যে, তাহারা বলে, 'নিরক্ষর-দের[২১৬] প্রতি আমাদের কোন বাধ্যবাধকতা নাই', এবং তাহারা জানিয়া শুনিয়া আল্লাহ্র সম্পর্কে মিথ্যা বলে।

٧٦- بَلٰى مَنْ اَوْفٰى بِعَهْدِهٖ وَاتَّقٰى فَاِنَّ اللّٰهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِيْنَ ۝

৭৬। হাঁ, কেহ তাহার অংগীকার পূর্ণ করিলে এবং তাক্ওয়া অবলম্বন করিয়া চলিলে আল্লাহ্ অবশ্যই মুত্তাকীদিগকে ভালবাসেন।

٧٧- اِنَّ الَّذِيْنَ يَشْتَرُوْنَ بِعَهْدِ اللّٰهِ وَاَيْمَانِهِمْ ثَمَنًا قَلِيْلًا اُولٰٓئِكَ لَا خَلَاقَ لَهُمْ فِى الْاٰخِرَةِ وَلَا يُكَلِّمُهُمُ اللّٰهُ وَلَا يَنْظُرُ اِلَيْهِمْ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ وَلَا يُزَكِّيْهِمْ ۖ وَلَهُمْ عَذَابٌ اَلِيْمٌ ۝

৭৭। যাহারা আল্লাহ্র সহিত কৃত প্রতিশ্রুতি এবং নিজেদের শপথকে তুচ্ছ মূল্যে বিক্রয় করে[২১৭] পরকালে তাহাদের কোন অংশ নাই। কিয়ামতের দিন আল্লাহ্ তাহাদের সহিত কথা বলিবেন না এবং তাহাদের দিকে চাহিবেন না এবং তাহাদিগকে পরিশুদ্ধ করিবেন না; তাহাদের জন্য মর্মন্তুদ শাস্তি রহিয়াছে।

٧٨- وَاِنَّ مِنْهُمْ لَفَرِيْقًا يَّلْوٗنَ اَلْسِنَتَهُمْ بِالْكِتٰبِ لِتَحْسَبُوْهُ مِنَ الْكِتٰبِ وَمَا هُوَ مِنَ الْكِتٰبِ ۚ وَيَقُوْلُوْنَ هُوَ مِنْ عِنْدِ اللّٰهِ وَمَا هُوَ مِنْ عِنْدِ اللّٰهِ ۚ

৭৮। আর নিশ্চয়ই তাহাদের মধ্যে একদল লোক আছেই যাহারা কিতাবকে জিহ্বা দ্বারা বিকৃত করে যাহাতে তোমরা উহাকে আল্লাহ্র কিতাবের অংশ মনে কর; কিন্তু উহা কিতাবের অংশ নহে এবং তাহারা বলে, 'উহা আল্লাহ্র পক্ষ হইতে'; কিন্তু উহা আল্লাহ্র পক্ষ হইতে প্রেরিত নহে।

২১৫। 'কিনতার', ইহা আরবদেশে প্রচলিত ওযন বিশেষ, ইহা দ্বারা প্রচুর সম্পদ বুঝায়।

২১৬। ইয়াহূদীদের বিশ্বাস মতে আরবরা মূর্খ ও ধর্মহীন, কাজেই আরবদের অর্থ আত্মসাৎ করা ইয়াহূদীদের জন্য বৈধ।

২১৭। ইয়াহূদী ও খৃষ্টানগণ মহানবী (সাঃ)-এর প্রতি ঈমান আনার ও আমানত আদায় করার অংগীকার করিয়াছিল, তাহারা উহা ভঙ্গ করিয়া এবং আল্লাহ্র নামে মিথ্যা কসম করিয়া তুচ্ছ পার্থিব সম্পদ অর্জন করে।

وَيَقُولُونَ عَلَى اللّٰهِ الْكَذِبَ وَهُمْ يَعْلَمُونَ ۝

তাহারা জানিয়া শুনিয়া আল্লাহ্‌র সম্পর্কে মিথ্যা বলে।

٧٩- مَا كَانَ لِبَشَرٍ اَنْ يُّؤْتِيَهُ اللّٰهُ الْكِتٰبَ وَالْحُكْمَ وَالنُّبُوَّةَ ثُمَّ يَقُوْلَ لِلنَّاسِ كُوْنُوْا عِبَادًا لِّيْ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ وَلٰكِنْ كُوْنُوْا رَبّٰنِيّٖنَ بِمَا كُنْتُمْ تُعَلِّمُوْنَ الْكِتٰبَ وَبِمَا كُنْتُمْ تَدْرُسُوْنَ ۝

৭৯। কোন ব্যক্তিকে আল্লাহ্ কিতাব, হিকমত ও নুবূওয়াত দান করিবার পর সে মানুষকে বলিবে, 'আল্লাহ্‌র পরিবর্তে তোমরা আমার দাস হইয়া যাও', ইহা তাহার জন্য সঙ্গত নহে; বরং সে বলিবে, 'তোমরা রব্বানী[২১৮] হইয়া যাও, যেহেতু তোমরা কিতাব শিক্ষা দান কর এবং যেহেতু তোমরা অধ্যয়ন কর।'

٨٠- وَلَا يَاْمُرَكُمْ اَنْ تَتَّخِذُوا الْمَلٰٓئِكَةَ وَالنَّبِيّٖنَ اَرْبَابًا ؕ اَيَاْمُرُكُمْ بِالْكُفْرِ بَعْدَ اِذْ اَنْتُمْ مُّسْلِمُوْنَ ۝

৮০। ফিরিশতাগণকে ও নবীগণকে প্রতিপালকরূপে গ্রহণ করিতে সে তোমাদিগকে নির্দেশ দিতে পারে না। তোমাদের মুসলিম হওয়ার পর সে কি তোমাদিগকে কুফরীর নির্দেশ দিবে?

[৯]

٨١- وَاِذْ اَخَذَ اللّٰهُ مِيْثَاقَ النَّبِيّٖنَ لَمَآ اٰتَيْتُكُمْ مِّنْ كِتٰبٍ وَّحِكْمَةٍ ثُمَّ جَآءَكُمْ رَسُوْلٌ مُّصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهٖ وَلَتَنْصُرُنَّهٗ ؕ قَالَ ءَاَقْرَرْتُمْ وَاَخَذْتُمْ عَلٰى ذٰلِكُمْ اِصْرِيْ ؕ قَالُوْٓا اَقْرَرْنَا ؕ قَالَ فَاشْهَدُوْا وَاَنَا مَعَكُمْ مِّنَ الشّٰهِدِيْنَ ۝

৮১। স্মরণ কর, যখন আল্লাহ্ নবীদের অংগীকার লইয়াছিলেন যে, তোমাদিগকে কিতাব ও হিকমত যাহা কিছু দিয়াছি অতঃপর তোমাদের কাছে যাহা আছে তাহার সমর্থকরূপে যখন একজন রাসূল আসিবে তখন তোমরা অবশ্যই তাহার প্রতি ঈমান আনিবে এবং তাহাকে সাহায্য করিবে।' তিনি বলিলেন, 'তোমরা কি স্বীকার করিলে? এবং এই সম্পর্কে আমার অংগীকার কি তোমরা গ্রহণ করিলে?' তাহারা বলিল, 'আমরা স্বীকার করিলাম।' তিনি বলিলেন, 'তবে তোমরা সাক্ষী থাক এবং আমিও তোমাদের সহিত সাক্ষী রহিলাম।'

٨٢- فَمَنْ تَوَلّٰى بَعْدَ ذٰلِكَ فَاُولٰٓئِكَ هُمُ الْفٰسِقُوْنَ ۝

৮২। ইহার পর যাহারা মুখ ফিরাইবে তাহারাই সত্যপথত্যাগী।

২১৮। 'রব্বানী' অর্থ ইলাহের সাধক। রব্ব হইতে রব্বানী করা হইয়াছে যাহার বিশেষ অর্থ আল্লাহ্‌র জ্ঞানে যে জ্ঞানী এবং কর্মে উহার বাস্তবায়নে যে বিশ্বাসী, সে-ই রব্বানী। আল্লাহ্‌র গুণবাচক নাম 'রব্ব' গুণে গুণান্বিত হওয়ার দিকেও ইংগিত পাওয়া যায়।

৮৩। তাহারা কি চাহে আল্লাহ্‌র দীনের পরিবর্তে অন্য দীন?—যখন আকাশে ও পৃথিবীতে যাহা কিছু রহিয়াছে সমস্তই স্বেচ্ছায় অথবা অনিচ্ছায় তাঁহার নিকট আত্মসমর্পণ করিয়াছে! আর তাঁহার দিকেই তাহারা প্রত্যানীত হইবে।

٨٣- اَفَغَيْرَ دِيْنِ اللّٰهِ يَبْغُوْنَ وَلَهٗٓ اَسْلَمَ مَنْ فِي السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ طَوْعًا وَّكَرْهًا وَّاِلَيْهِ يُرْجَعُوْنَ ○

৮৪। বল, 'আমরা আল্লাহ্‌তে এবং আমাদের প্রতি যাহা অবতীর্ণ হইয়াছে এবং ইব্‌রাহীম, ইসমা'ঈল, ইসহাক, ইয়া'কূব ও তাঁহার বংশধরগণের প্রতি যাহা অবতীর্ণ হইয়াছিল এবং যাহা মূসা, 'ঈসা ও অন্যান্য নবীগণকে তাহাদের প্রতিপালকের নিকট হইতে প্রদান করা হইয়াছে তাহাতে ঈমান আনিয়াছি, আমরা তাহাদের মধ্যে কোন তারতম্য করি না এবং আমরা তাঁহারই নিকট আত্মসমর্পণকারী।'

٨٤- قُلْ اٰمَنَّا بِاللّٰهِ وَمَآ اُنْزِلَ عَلَيْنَا وَمَآ اُنْزِلَ عَلٰٓى اِبْرٰهِيْمَ وَاِسْمٰعِيْلَ وَاِسْحٰقَ وَيَعْقُوْبَ وَالْاَسْبَاطِ وَمَآ اُوْتِيَ مُوْسٰى وَعِيْسٰى وَالنَّبِيُّوْنَ مِنْ رَّبِّهِمْ ۖ لَا نُفَرِّقُ بَيْنَ اَحَدٍ مِّنْهُمْ ۚ وَنَحْنُ لَهٗ مُسْلِمُوْنَ ○

৮৫। কেহ ইসলাম ব্যতীত অন্য কোন দীন গ্রহণ করিতে চাহিলে তাহা কখনও কবূল করা হইবে না এবং সে হইবে আখিরাতে ক্ষতিগ্রস্তদের অন্তর্ভুক্ত।

٨٥- وَمَنْ يَّبْتَغِ غَيْرَ الْاِسْلَامِ دِيْنًا فَلَنْ يُّقْبَلَ مِنْهُ ۚ وَهُوَ فِي الْاٰخِرَةِ مِنَ الْخٰسِرِيْنَ ○

৮৬। আল্লাহ্ কিরূপে সৎপথে পরিচালিত করিবেন সেই সম্প্রদায়কে যাহারা ঈমান আনয়নের পর ও রাসূলকে সত্য বলিয়া সাক্ষ্যদান করিবার পর এবং তাহাদের নিকট স্পষ্ট নিদর্শন আসিবার পর কুফরী করে? আল্লাহ্ যালিম সম্প্রদায়কে সৎপথে পরিচালিত করেন না।

٨٦- كَيْفَ يَهْدِي اللّٰهُ قَوْمًا كَفَرُوْا بَعْدَ اِيْمَانِهِمْ وَشَهِدُوْٓا اَنَّ الرَّسُوْلَ حَقٌّ وَّ جَآءَهُمُ الْبَيِّنٰتُ ۚ وَاللّٰهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظّٰلِمِيْنَ ○

৮৭। ইহারাই তাহারা যাহাদের কর্মফল এই যে, তাহাদের উপর আল্লাহ্‌র, ফিরিশতা-গণের এবং মানুষ সকলেরই লা'নত।

٨٧- اُولٰٓئِكَ جَزَآؤُهُمْ اَنَّ عَلَيْهِمْ لَعْنَةَ اللّٰهِ وَالْمَلٰٓئِكَةِ وَالنَّاسِ اَجْمَعِيْنَ ○ۙ

Contents

٨٨- خٰلِدِيْنَ فِيْهَا ۚ لَا يُخَفَّفُ عَنْهُمُ الْعَذَابُ وَلَا هُمْ يُنْظَرُوْنَ ۝

৮৮। তাহারা ইহাতে স্থায়ী হইবে, তাহাদের শাস্তি লঘু করা হইবে না এবং তাহাদিগকে বিরামও দেওয়া হইবে না;

٨٩- اِلَّا الَّذِيْنَ تَابُوْا مِنْۢ بَعْدِ ذٰلِكَ وَاَصْلَحُوْا ۗ فَاِنَّ اللّٰهَ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ ۝

৮৯। তবে ইহার পর যাহারা তওবা করে ও নিজদিগকে সংশোধন করিয়া লয় তাহারা ব্যতিরেকে। নিশ্চয়ই আল্লাহ্ ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।

٩٠- اِنَّ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا بَعْدَ اِيْمَانِهِمْ ثُمَّ ازْدَادُوْا كُفْرًا لَّنْ تُقْبَلَ تَوْبَتُهُمْ ۚ وَاُولٰٓئِكَ هُمُ الضَّآلُّوْنَ ۝

৯০। ঈমান আনার পর যাহারা কুফরী করে এবং যাহাদের সত্য প্রত্যাখ্যান-প্রবৃত্তি বৃদ্ধি পাইতে থাকে তাহাদের তওবা কখনও কবূল হইবে না। ইহারাই পথভ্রষ্ট।

٩١- اِنَّ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا وَمَاتُوْا وَهُمْ كُفَّارٌ فَلَنْ يُّقْبَلَ مِنْ اَحَدِهِمْ مِّلْءُ الْاَرْضِ ذَهَبًا وَّلَوِ افْتَدٰى بِهٖ ؕ اُولٰٓئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ اَلِيْمٌ وَّمَا لَهُمْ مِّنْ نّٰصِرِيْنَ ۝ ع

৯১। যাহারা কুফরী করে এবং কাফিররূপে যাহাদের মৃত্যু ঘটে তাহাদের কাহারও নিকট হইতে পৃথিবীপূর্ণ স্বর্ণ বিনিময়-স্বরূপ প্রদান করিলেও তাহা কখনও কবূল করা হইবে না।[২১৯] ইহারাই তাহারা যাহাদের জন্য মর্মন্তুদ শাস্তি রহিয়াছে; ইহাদের কোন সাহায্যকারী নাই।

২১৯। দ্রঃ ৫ ঃ ৩৬ আয়াত।

চতুর্থ পারা

[১০]

৯২। তোমরা যাহা ভালবাস তাহা হইতে ব্যয় না করা পর্যন্ত তোমরা কখনও পুণ্য লাভ করিবে না। তোমরা যাহা কিছু ব্যয় কর আল্লাহ্ অবশ্যই সে সম্বন্ধে সবিশেষ অবহিত।

৯৩। তাওরাত অবতীর্ণ হওয়ার পূর্বে ইস্রাঈল[২২০] নিজের জন্য যাহা হারাম করিয়াছিল তাহা ব্যতীত বনী ইস্রাঈলের জন্য যাবতীয় খাদ্যই হালাল ছিল। বল, 'যদি তোমরা সত্যবাদী হও তবে তাওরাত আন এবং পাঠ কর।'

৯৪। ইহার পরও যাহারা আল্লাহ্ সম্পর্কে মিথ্যা সৃষ্টি করে তাহারাই যালিম।

৯৫। বল, 'আল্লাহ্ সত্য বলিয়াছেন। সুতরাং তোমরা একনিষ্ঠ ইব্রাহীমের ধর্মাদর্শ অনুসরণ কর, সে মুশরিকদের অন্তর্ভুক্ত নহে।'

৯৬। নিশ্চয়ই মানবজাতির জন্য সর্বপ্রথম যে গৃহ প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল তাহা তো বাক্কায়[২২১], উহা বরকতময় ও বিশ্বজগতের দিশারী।

৯৭। উহাতে অনেক সুস্পষ্ট নিদর্শন আছে, যেমন[২২২] মাকামে ইব্রাহীম। আর যে কেহ সেথায় প্রবেশ করে সে নিরাপদ। মানুষের মধ্যে যাহার সেখানে যাওয়ার সামর্থ্য আছে, আল্লাহ্র উদ্দেশ্যে ঐ গৃহের হজ্জ করা তাহার অবশ্য কর্তব্য। এবং কেহ প্রত্যাখ্যান করিলে সে

الجزء ٤

٩٢- لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتّٰى تُنْفِقُوْا مِمَّا تُحِبُّوْنَ ۚ وَمَا تُنْفِقُوْا مِنْ شَيْءٍ فَاِنَّ اللّٰهَ بِهٖ عَلِيْمٌ ○

٩٣- كُلُّ الطَّعَامِ كَانَ حِلًّا لِّبَنِيْٓ اِسْرَآءِيْلَ اِلَّا مَا حَرَّمَ اِسْرَآءِيْلُ عَلٰى نَفْسِهٖ مِنْ قَبْلِ اَنْ تُنَزَّلَ التَّوْرٰىةُ ۭ قُلْ فَاْتُوْا بِالتَّوْرٰىةِ فَاتْلُوْهَآ اِنْ كُنْتُمْ صٰدِقِيْنَ ○

٩٤- فَمَنِ افْتَرٰى عَلَى اللّٰهِ الْكَذِبَ مِنْۢ بَعْدِ ذٰلِكَ فَاُولٰٓئِكَ هُمُ الظّٰلِمُوْنَ ○

وقف جبرئيل عليه السلام

٩٥- قُلْ صَدَقَ اللّٰهُ قف فَاتَّبِعُوْا مِلَّةَ اِبْرٰهِيْمَ حَنِيْفًا ۭ وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِيْنَ ○

٩٦- اِنَّ اَوَّلَ بَيْتٍ وُّضِعَ لِلنَّاسِ لَلَّذِيْ بِبَكَّةَ مُبٰرَكًا وَّهُدًى لِّلْعٰلَمِيْنَ ○

٩٧- فِيْهِ اٰيٰتٌۢ بَيِّنٰتٌ مَّقَامُ اِبْرٰهِيْمَ ۚ وَمَنْ دَخَلَهٗ كَانَ اٰمِنًا ۭ وَلِلّٰهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ اِلَيْهِ سَبِيْلًا ۭ

২২০। দ্রঃ ২৯ নং টীকা।
২২১। মক্কার অপর নাম 'বাক্কা'।
২২২। 'যেমন' শব্দটি মূল আরবীতে উহ্য আছে।

وَمَنْ كَفَرَ فَاِنَّ اللّٰهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعٰلَمِيْنَ ○

জানিয়া রাখুক,[২২৩] নিশ্চয়ই আল্লাহ্ বিশ্বজগতের মুখাপেক্ষী নহেন।

٩٨- قُلْ يٰٓاَهْلَ الْكِتٰبِ لِمَ تَكْفُرُوْنَ بِاٰيٰتِ اللّٰهِ ۖ وَاللّٰهُ شَهِيْدٌ عَلٰى مَا تَعْمَلُوْنَ ○

৯৮। বল, 'হে কিতাবীগণ! তোমরা আল্লাহ্‌র নিদর্শনকে কেন প্রত্যাখ্যান কর? তোমরা যাহা কর আল্লাহ্ উহার সাক্ষী।'

٩٩- قُلْ يٰٓاَهْلَ الْكِتٰبِ لِمَ تَصُدُّوْنَ عَنْ سَبِيْلِ اللّٰهِ مَنْ اٰمَنَ تَبْغُوْنَهَا عِوَجًا وَّاَنْتُمْ شُهَدَآءُ ؕ وَمَا اللّٰهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُوْنَ ○

৯৯। বল, 'হে কিতাবীগণ! যে ব্যক্তি ঈমান আনিয়াছে তাহাকে কেন আল্লাহ্‌র পথে বাধা দিতেছ, উহাতে বক্রতা অন্বেষণ করিয়া? অথচ তোমরা সাক্ষী। তোমরা যাহা কর, আল্লাহ্ সে সম্বন্ধে অনবহিত নহেন।'

١٠٠- يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْٓا اِنْ تُطِيْعُوْا فَرِيْقًا مِّنَ الَّذِيْنَ اُوْتُوا الْكِتٰبَ يَرُدُّوْكُمْ بَعْدَ اِيْمَانِكُمْ كٰفِرِيْنَ ○

১০০। হে মু'মিনগণ! যাহাদিগকে কিতাব দেওয়া হইয়াছে, তোমরা যদি তাহাদের দল বিশেষের আনুগত্য কর, তবে তাহারা তোমাদিগকে ঈমান আনার পর আবার কাফির বানাইয়া ছাড়িবে।

١٠١- وَكَيْفَ تَكْفُرُوْنَ وَاَنْتُمْ تُتْلٰى عَلَيْكُمْ اٰيٰتُ اللّٰهِ وَفِيْكُمْ رَسُوْلُهٗ ؕ وَمَنْ يَّعْتَصِمْ بِاللّٰهِ فَقَدْ هُدِيَ اِلٰى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيْمٍ ○ ع

১০১। কিরূপে তোমরা সত্য প্রত্যাখ্যান করিবে[২২৪] যখন আল্লাহ্‌র আয়াতসমূহ তোমাদের নিকট পঠিত হয় এবং তোমাদের মধ্যে তাঁহার রাসূল রহিয়াছে? কেহ আল্লাহ্‌কে দৃঢ়ভাবে অবলম্বন করিলে সে অবশ্যই সরল পথে পরিচালিত হইবে।

[১১]

١٠٢- يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوا اتَّقُوا اللّٰهَ حَقَّ تُقٰتِهٖ وَلَا تَمُوْتُنَّ اِلَّا وَاَنْتُمْ مُّسْلِمُوْنَ ○

১০২। হে মু'মিনগণ! তোমরা আল্লাহ্‌কে যথার্থভাবে ভয় কর[২২৫] এবং তোমরা আত্মসমর্পণকারী না হইয়া কোন অবস্থায় মরিও না।

২২৩। আরবীতে উহ্য উহ্য রহিয়াছে।

২২৪। আওস ও খায্‌রাজ আনসারের দুই গোত্র। একবার এক ইয়াহূদী আনসারের এক মজলিসে জাহিলী যুগের বু'আছ যুদ্ধ (আনুমানিক ৬১৭ খৃঃ-এ আওস ও খায্‌রাজের মধ্যে সংঘটিত) সংক্রান্ত কিছু কবিতা আবৃত্তি করে। উপস্থিত আনসার দল ইহাতে উত্তেজিত হইয়া উঠেন ও তাঁহাদের মধ্যে ঝগড়া শুরু হওয়ার উপক্রম হয়। খবর পাইয়া মহানবী (সাঃ) সেখানে যান। তখন সকলেই শান্ত হন ও নিজেদের ভুল বুঝিতে পারিয়া অনুতপ্ত হন। আয়াতটি এই উপলক্ষে অবতীর্ণ হয়।

২২৫। যথার্থ ভয় করার ব্যাখ্যায় হাদীছে আছে, আল্লাহ্‌র অনুগত হইবে, অবাধ্য হইবে না, আল্লাহ্‌কে স্মরণ করিবে, ভুলিবে না, আল্লাহ্‌র কৃতজ্ঞ হইবে, কৃতঘ্ন হইবে না।

১০৩। তোমরা সকলে আল্লাহ্‌র রজ্জু[২২৬] দৃঢ়ভাবে ধর এবং পরস্পর বিচ্ছিন্ন হইও না। তোমাদের প্রতি আল্লাহ্‌র অনুগ্রহ স্মরণ কর ঃ তোমরা ছিলে পরস্পর শত্রু এবং তিনি তোমাদের হৃদয়ে প্রীতির সঞ্চার করেন, ফলে তাঁহার অনুগ্রহে তোমরা পরস্পর ভাই হইয়া গেলে। তোমরা তো অগ্নিকুণ্ডের প্রান্তে ছিলে, আল্লাহ্ উহা হইতে তোমাদিগকে রক্ষা করিয়াছেন। এইরূপে আল্লাহ্ তোমাদের জন্য তাঁহার নিদর্শনসমূহ স্পষ্টভাবে বিবৃত করেন যাহাতে তোমরা সৎ পথ পাইতে পার।

١٠٣- وَاعْتَصِمُوْا بِحَبْلِ اللّٰهِ جَمِيْعًا وَّلَا تَفَرَّقُوْا ۪ وَاذْكُرُوْا نِعْمَتَ اللّٰهِ عَلَيْكُمْ اِذْ كُنْتُمْ اَعْدَآءً فَاَلَّفَ بَيْنَ قُلُوْبِكُمْ فَاَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهٖۤ اِخْوَانًا ۚ وَكُنْتُمْ عَلٰى شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ فَاَنْقَذَكُمْ مِّنْهَا ۗ كَذٰلِكَ يُبَيِّنُ اللّٰهُ لَكُمْ اٰيٰتِهٖ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُوْنَ ۝

১০৪। তোমাদের মধ্যে এমন একদল হউক যাহারা কল্যাণের দিকে আহ্বান করিবে এবং সৎকার্যের নির্দেশ দিবে ও অসৎ কার্যে নিষেধ করিবে; ইহারাই সফলকাম।

١٠٤- وَلْتَكُنْ مِّنْكُمْ اُمَّةٌ يَّدْعُوْنَ اِلَى الْخَيْرِ وَيَاْمُرُوْنَ بِالْمَعْرُوْفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ ۗ وَاُولٰٓئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُوْنَ ۝

১০৫। তোমরা তাহাদের মত হইও না যাহারা তাহাদের নিকট স্পষ্ট নিদর্শন আসিবার পর বিচ্ছিন্ন হইয়াছে ও নিজেদের মধ্যে মতান্তর সৃষ্টি করিয়াছে। তাহাদের জন্য মহাশাস্তি রহিয়াছে,

١٠٥- وَلَا تَكُوْنُوْا كَالَّذِيْنَ تَفَرَّقُوْا وَاخْتَلَفُوْا مِنْۢ بَعْدِ مَا جَآءَهُمُ الْبَيِّنٰتُ ۗ وَاُولٰٓئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ عَظِيْمٌ ۝

১০৬। সেদিন কতক মুখ উজ্জ্বল হইবে এবং কতক মুখ কাল হইবে; যাহাদের মুখ কাল হইবে তাহাদিগকে বলা হইবে,[২২৭] 'ঈমান আনয়নের পর কি তোমরা কুফরী করিয়াছিলে? সুতরাং তোমরা শাস্তি ভোগ কর, যেহেতু তোমরা কুফরী করিতে।'

١٠٦- يَّوْمَ تَبْيَضُّ وُجُوْهٌ وَّتَسْوَدُّ وُجُوْهٌ ۚ فَاَمَّا الَّذِيْنَ اسْوَدَّتْ وُجُوْهُهُمْ ۣ اَكَفَرْتُمْ بَعْدَ اِيْمَانِكُمْ فَذُوْقُوا الْعَذَابَ بِمَا كُنْتُمْ تَكْفُرُوْنَ ۝

১০৭। আর যাহাদের মুখ উজ্জ্বল হইবে তাহারা আল্লাহ্‌র অনুগ্রহে থাকিবে, সেখানে তাহারা স্থায়ী হইবে।

١٠٧- وَاَمَّا الَّذِيْنَ ابْيَضَّتْ وُجُوْهُهُمْ فَفِيْ رَحْمَةِ اللّٰهِ ۗ هُمْ فِيْهَا خٰلِدُوْنَ ۝

২২৬। حبل -এর প্রাথমিক অর্থ রজ্জু। এই স্থলে আল্লাহ্‌র রজ্জু অর্থে কুরআন ও ইসলাম।
২২৭। 'তাহাদিগকে বলা হইবে' আরবীতে উহ্য রহিয়াছে।

١٠٨- تِلْكَ اٰيٰتُ اللّٰهِ نَتْلُوْهَا عَلَيْكَ بِالْحَقِّ ؕ وَمَا اللّٰهُ يُرِيْدُ ظُلْمًا لِّلْعٰلَمِيْنَ ۝

১০৮। এইগুলি আল্লাহ্‌র আয়াত, তোমার নিকট যথাযথভাবে তিলাওয়াত করিতেছি। আল্লাহ্ বিশ্বজগতের প্রতি জুলুম করিতে চাহেন না।

١٠٩- وَلِلّٰهِ مَا فِى السَّمٰوٰتِ وَمَا فِى الْاَرْضِ ؕ وَاِلَى اللّٰهِ تُرْجَعُ الْاُمُوْرُ ۝

১০৯। আসমানে যাহা কিছু আছে ও যমীনে যাহা কিছু আছে সব আল্লাহ্‌রই; আল্লাহ্‌র নিকটই সব কিছু প্রত্যানীত হইবে।

[১২]

١١٠- كُنْتُمْ خَيْرَ اُمَّةٍ اُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَاْمُرُوْنَ بِالْمَعْرُوْفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَتُؤْمِنُوْنَ بِاللّٰهِ ؕ وَلَوْ اٰمَنَ اَهْلُ الْكِتٰبِ لَكَانَ خَيْرًا لَّهُمْ ؕ مِنْهُمُ الْمُؤْمِنُوْنَ وَاَكْثَرُهُمُ الْفٰسِقُوْنَ ۝

১১০। তোমরাই শ্রেষ্ঠ উম্মত, মানবজাতির জন্য তোমাদের আবির্ভাব হইয়াছে; তোমরা সৎকার্যের নির্দেশ দান কর, অসৎকার্যে নিষেধ কর এবং আল্লাহে বিশ্বাস কর। কিতাবীগণ যদি ঈমান আনিত তবে তাহাদের জন্য ভাল হইত। তাহাদের মধ্যে কিছু সংখ্যক মু'মিন আছে; কিন্তু তাহাদের অধিকাংশ সত্যত্যাগী।

١١١- لَنْ يَّضُرُّوْكُمْ اِلَّاۤ اَذًى ؕ وَاِنْ يُّقَاتِلُوْكُمْ يُوَلُّوْكُمُ الْاَدْبَارَ ۙ ثُمَّ لَا يُنْصَرُوْنَ ۝

১১১। সামান্য ক্লেশ দেওয়া ছাড়া তাহারা তোমাদের কোন ক্ষতি করিতে পারিবে না। যদি তাহারা তোমাদের সহিত যুদ্ধ করে তবে তাহারা পৃষ্ঠ প্রদর্শন করিবে; অতঃপর তাহারা সাহায্যপ্রাপ্ত হইবে না।

١١٢- ضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ اَيْنَ مَا ثُقِفُوْۤا اِلَّا بِحَبْلٍ مِّنَ اللّٰهِ وَحَبْلٍ مِّنَ النَّاسِ وَبَآءُوْ بِغَضَبٍ مِّنَ اللّٰهِ وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الْمَسْكَنَةُ ؕ ذٰلِكَ بِاَنَّهُمْ كَانُوْا يَكْفُرُوْنَ بِاٰيٰتِ اللّٰهِ وَيَقْتُلُوْنَ الْاَنْۢبِيَآءَ بِغَيْرِ حَقٍّ ؕ ذٰلِكَ بِمَا عَصَوْا وَّكَانُوْا يَعْتَدُوْنَ ۝

১১২। আল্লাহ্‌র প্রতিশ্রুতি ও মানুষের প্রতিশ্রুতির[২২৮] বাহিরে যেখানেই তাহাদিগকে পাওয়া গিয়াছে সেখানেই তাহারা লাঞ্ছিত হইয়াছে। তাহারা আল্লাহ্‌র ক্রোধের পাত্র হইয়াছে এবং হীনতাগ্রস্ত হইয়াছে। ইহা এইহেতু যে, তাহারা আল্লাহ্‌র আয়াতসমূহ প্রত্যাখ্যান করিত এবং অন্যায়রূপে নবীগণকে হত্যা করিত; ইহা এইজন্য যে, তাহারা অবাধ্য হইয়াছিল এবং সীমালংঘন করিত।

২২৮। বৃদ্ধ, নারী, শিশু, অসুস্থ ব্যক্তি, মঠে বসবাসকারী সাধু-সন্ন্যাসী ইত্যাদির উপর হাত তোলা নিষেধ, ইহাই আল্লাহ্‌র প্রতিশ্রুতি। আর সন্ধি ও চুক্তির মাধ্যমে নিরাপত্তা প্রদান ইহা মানুষের প্রতিশ্রুতি।

١١٣- لَيْسُوْا سَوَآءً ۗ مِنْ اَهْلِ الْكِتٰبِ اُمَّةٌ قَآئِمَةٌ يَّتْلُوْنَ اٰيٰتِ اللّٰهِ اٰنَآءَ الَّيْلِ وَهُمْ يَسْجُدُوْنَ ○

১১৩। তাহারা সকলে এক রকম নহে। কিতাবীদের মধ্যে অবিচলিত একদল আছে; তাহারা রাত্রিকালে আল্লাহ্‌র আয়াতসমূহ তিলাওয়াত করে এবং সিজ্‌দা করে।২২৯

١١٤- يُؤْمِنُوْنَ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ وَيَاْمُرُوْنَ بِالْمَعْرُوْفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُسَارِعُوْنَ فِى الْخَيْرٰتِ ۗ وَاُولٰٓئِكَ مِنَ الصّٰلِحِيْنَ ○

১১৪। তাহারা আল্লাহ্‌ এবং শেষ দিনে বিশ্বাস করে, সৎকার্যের নির্দেশ দেয়, অসৎকার্যে নিষেধ করে এবং তাহারা কল্যাণকর কাজে প্রতিযোগিতা করে। তাহারাই সজ্জনদের অন্তর্ভুক্ত।

١١٥- وَمَا يَفْعَلُوْا مِنْ خَيْرٍ فَلَنْ يُّكْفَرُوْهُ ۗ وَاللّٰهُ عَلِيْمٌ ۢبِالْمُتَّقِيْنَ ○

১১৫। উত্তম কাজের যাহা কিছু তাহারা করে তাহা হইতে তাহাদিগকে কখনও বঞ্চিত করা হইবে না। আল্লাহ্‌ মুত্তাকীদের সম্বন্ধে সবিশেষ অবহিত।

١١٦- اِنَّ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا لَنْ تُغْنِىَ عَنْهُمْ اَمْوَالُهُمْ وَلَآ اَوْلَادُهُمْ مِّنَ اللّٰهِ شَيْـًٔا ۗ وَاُولٰٓئِكَ اَصْحٰبُ النَّارِ ۚ هُمْ فِيْهَا خٰلِدُوْنَ ○

১১৬। যাহারা কুফরী করে তাহাদের ধনৈশ্বর্য ও সন্তান-সন্ততি আল্লাহ্‌র নিকট কখনও কোন কাজে আসিবে না। তাহারাই অগ্নিবাসী, সেখানে তাহারা স্থায়ী হইবে।

١١٧- مَثَلُ مَا يُنْفِقُوْنَ فِىْ هٰذِهِ الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا كَمَثَلِ رِيْحٍ فِيْهَا صِرٌّ اَصَابَتْ حَرْثَ قَوْمٍ ظَلَمُوْٓا اَنْفُسَهُمْ فَاَهْلَكَتْهُ ۗ وَمَا ظَلَمَهُمُ اللّٰهُ وَلٰكِنْ اَنْفُسَهُمْ يَظْلِمُوْنَ ○

১১৭। এই পার্থিব জীবনে যাহা তাহারা ব্যয় করে তাহার দৃষ্টান্ত হিমশীতল বায়ু, উহা যে জাতি নিজেদের প্রতি যুলুম করিয়াছে তাহাদের শস্যক্ষেত্রকে আঘাত করে ও বিনষ্ট করে। আল্লাহ্‌ তাহাদের প্রতি কোন যুলুম করেন নাই, তাহারাই নিজেদের প্রতি যুলুম করে।

١١٨- يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تَتَّخِذُوْا بِطَانَةً مِّنْ دُوْنِكُمْ لَا يَاْلُوْنَكُمْ خَبَالًا ۗ وَدُّوْا مَا عَنِتُّمْ ۚ قَدْ بَدَتِ الْبَغْضَآءُ مِنْ اَفْوَاهِهِمْ ۚ

১১৮। হে মু'মিনগণ! তোমাদের আপনজন ব্যতীত অপর কাহাকেও অন্তরংগ বন্ধুরূপে গ্রহণ করিও না। তাহারা তোমাদের অনিষ্ট করিতে ত্রুটি করিবে না; যাহা তোমাদিগকে বিপন্ন করে তাহাই তাহারা কামনা করে। তাহাদের

২২৯। অর্থাৎ সালাতে রত থাকে।

وَمَا تُخْفِيْ صُدُوْرُهُمْ اَكْبَرُ ؕ
قَدْ بَيَّنَّا لَكُمُ
الْاٰيٰتِ اِنْ كُنْتُمْ تَعْقِلُوْنَ ○

মুখে বিদ্বেষ প্রকাশ পায় এবং তাহাদের হৃদয় যাহা গোপন রাখে তাহা আরও গুরুতর। তোমাদের জন্য নিদর্শনসমূহ বিশদভাবে বিবৃত করিয়াছি, যদি তোমরা অনুধাবন কর।

١١٩- هٰٓاَنْتُمْ اُولَآءِ تُحِبُّوْنَهُمْ
وَلَا يُحِبُّوْنَكُمْ وَتُؤْمِنُوْنَ بِالْكِتٰبِ كُلِّهٖ ۚ
وَاِذَا لَقُوْكُمْ قَالُوْٓا اٰمَنَّا ۚ
وَاِذَا خَلَوْا عَضُّوْا
عَلَيْكُمُ الْاَنَامِلَ مِنَ الْغَيْظِ ؕ
قُلْ مُوْتُوْا بِغَيْظِكُمْ ؕ
اِنَّ اللّٰهَ عَلِيْمٌۢ بِذَاتِ الصُّدُوْرِ ○

১১৯। দেখ, তোমরাই তাহাদিগকে ভালবাস কিন্তু তাহারা তোমাদিগকে ভালবাসে না অথচ তোমরা সমস্ত কিতাবে ঈমান রাখ আর তাহারা যখন তোমাদের সংস্পর্শে আসে তখন বলে, 'আমরা বিশ্বাস করি; কিন্তু তাহারা যখন একান্তে মিলিত হয় তখন তোমাদের প্রতি আক্রোশে তাহারা নিজেদের অঙ্গুলির অগ্রভাগ দাঁতে কাটিয়া থাকে।[২৩০] বল, 'তোমাদের আক্রোশেই তোমরা মর।' অন্তরে যাহা রহিয়াছে সে সম্বন্ধে আল্লাহ্ সবিশেষ অবহিত।

١٢٠- اِنْ تَمْسَسْكُمْ حَسَنَةٌ تَسُؤْهُمْ ۡ
وَاِنْ تُصِبْكُمْ سَيِّئَةٌ يَّفْرَحُوْا بِهَا ؕ
وَاِنْ تَصْبِرُوْا وَتَتَّقُوْا
لَا يَضُرُّكُمْ كَيْدُهُمْ شَيْـًٔا ؕ
اِنَّ اللّٰهَ بِمَا يَعْمَلُوْنَ مُحِيْطٌ ○ ع

১২০। তোমাদের মঙ্গল হইলে উহা তাহাদিগকে কষ্ট দেয় আর তোমাদের অমঙ্গল হইলে তাহারা উহাতে আনন্দিত হয়। তোমরা যদি ধৈর্যশীল হও এবং মুত্তাকী হও তবে তাহাদের ষড়যন্ত্র তোমাদের কিছুই ক্ষতি করিতে পারিবে না। তাহারা যাহা করে নিশ্চয়ই আল্লাহ্ তাহা পরিবেষ্টন করিয়া রহিয়াছেন।

[১৩]

١٢١- وَاِذْ غَدَوْتَ مِنْ اَهْلِكَ
تُبَوِّئُ الْمُؤْمِنِيْنَ مَقَاعِدَ لِلْقِتَالِ ؕ
وَاللّٰهُ سَمِيْعٌ عَلِيْمٌ ○

১২১। স্মরণ কর, যখন তুমি তোমার পরিজন-বর্গের নিকট হইতে প্রত্যূষে বাহির হইয়া যুদ্ধের জন্য মু'মিনগণকে ঘাঁটিতে বিন্যস্ত করিতেছিলে; এবং আল্লাহ্ সর্বশ্রোতা, সর্বজ্ঞ;

২৩০। আরবী ভাষায় চরম ক্রোধ ও বিরক্তি প্রকাশের জন্য 'ক্রোধে অঙ্গুলির অগ্রভাগ দংশন করা' ব্যবহৃত হয়।

Contents

১২২। যখন তোমাদের মধ্যে দুই দলের সাহস হারাইবার উপক্রম হইয়াছিল[২৩১] অথচ আল্লাহ্ উভয়ের বন্ধু ছিলেন, আল্লাহ্র প্রতিই যেন মু'মিনগণ নির্ভর করে।

١٢٢- اِذْ هَمَّتْ طَّآئِفَتٰنِ مِنْكُمْ اَنْ تَفْشَلَا ۙ وَ اللّٰهُ وَلِيُّهُمَا ؕ وَ عَلَى اللّٰهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُوْنَ ○

১২৩। আর বদরের যুদ্ধে যখন তোমরা হীনবল ছিলে আল্লাহ্ তো তোমাদিগকে সাহায্য করিয়াছিলেন।[২৩২] সুতরাং তোমরা আল্লাহ্কে ভয় কর, যাহাতে তোমরা কৃতজ্ঞতা প্রকাশ কর।

١٢٣- وَ لَقَدْ نَصَرَكُمُ اللّٰهُ بِبَدْرٍ وَّ اَنْتُمْ اَذِلَّةٌ ۚ فَاتَّقُوا اللّٰهَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُوْنَ ○

১২৪। স্মরণ কর, যখন তুমি মু'মিনগণকে বলিতেছিলে, 'ইহা কি তোমাদের জন্য যথেষ্ট নয় যে, তোমাদের প্রতিপালক প্রেরিত তিন সহস্র ফিরিশ্তা দ্বারা তোমাদিগকে সহায়তা করিবেন?'

١٢٤- اِذْ تَقُوْلُ لِلْمُؤْمِنِيْنَ اَلَنْ يَّكْفِيَكُمْ اَنْ يُّمِدَّكُمْ رَبُّكُمْ بِثَلٰثَةِ اٰلٰفٍ مِّنَ الْمَلٰٓئِكَةِ مُنْزَلِيْنَ ○

১২৫। হাঁ, নিশ্চয়, যদি তোমরা ধৈর্য ধারণ কর এবং সাবধান হইয়া চল তবে তাহারা দ্রুতগতিতে তোমাদের উপর আক্রমণ করিলে আল্লাহ্ পাঁচ সহস্র চিহ্নিত ফিরিশ্তা দ্বারা তোমাদের সাহায্য করিবেন।

١٢٥- بَلٰٓى ۙ اِنْ تَصْبِرُوْا وَ تَتَّقُوْا وَ يَاْتُوْكُمْ مِّنْ فَوْرِهِمْ هٰذَا يُمْدِدْكُمْ رَبُّكُمْ بِخَمْسَةِ اٰلٰفٍ مِّنَ الْمَلٰٓئِكَةِ مُسَوِّمِيْنَ ○

১২৬। ইহা তো আল্লাহ্ তোমাদের জন্য শুধু সুসংবাদ ও তোমাদের চিত্ত প্রশান্তির জন্য করিয়াছেন এবং সাহায্য তো শুধু পরাক্রান্ত, প্রজ্ঞাময় আল্লাহ্র নিকট হইতেই হয়,

١٢٦- وَ مَا جَعَلَهُ اللّٰهُ اِلَّا بُشْرٰى لَكُمْ وَ لِتَطْمَئِنَّ قُلُوْبُكُمْ بِهٖ ؕ وَ مَا النَّصْرُ اِلَّا مِنْ عِنْدِ اللّٰهِ الْعَزِيْزِ الْحَكِيْمِ ○

১২৭। কাফিরদের এক অংশকে নিশ্চিহ্ন করার জন্য অথবা লাঞ্ছিত করার জন্য; ফলে তাহারা নিরাশ হইয়া ফিরিয়া যায়।

١٢٧- لِيَقْطَعَ طَرَفًا مِّنَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْٓا اَوْ يَكْبِتَهُمْ فَيَنْقَلِبُوْا خَآئِبِيْنَ ○

১২৮। তিনি তাহাদের প্রতি ক্ষমাশীল হইবেন অথবা তাহাদিগকে শাস্তি দিবেন—এই

١٢٨- لَيْسَ لَكَ مِنَ الْاَمْرِ شَيْءٌ

২৩১। উহুদের যুদ্ধের প্রারম্ভে মুনাফিকদের সরদার 'আবদুল্লাহ্ ইবন উবায়্যি তিন শত ব্যক্তিসহ ময়দান ত্যাগ করিয়া চলিয়া গেলে আনসারদের দুই শাখা-গোত্র বানূ হারিছাঃ ও বানূ সালামার লোকজনদের মধ্যে ভীতির সঞ্চার হইয়াছিল (জালালায়ন)।

২৩২। দ্রঃ ৮ ঃ ৯-১২।

أَوْ يَتُوبَ عَلَيْهِمْ أَوْ يُعَذِّبَهُمْ فَإِنَّهُمْ ظَٰلِمُونَ ۝

বিষয়ে তোমার করণীয় কিছুই নাই; কারণ তাহারা তো যালিম।

١٢٩- وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَٰوَٰتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ ۚ يَغْفِرُ لِمَن يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ ۚ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ۝

১২৯। আস্‌মানে যাহা কিছু আছে ও যমীনে যাহা কিছু আছে সমস্ত আল্লাহ্‌রই। তিনি যাহাকে ইচ্ছা ক্ষমা করেন এবং যাহাকে ইচ্ছা শাস্তি দান করেন। আল্লাহ্ ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।

[১৪]

١٣٠- يَٰٓأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا الرِّبَوٰٓا أَضْعَٰفًا مُّضَٰعَفَةً ۖ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ۝

১৩০। হে মু'মিনগণ! তোমরা সূদ খাইও না ক্রমবর্ধমান[২৩৩] এবং আল্লাহ্‌কে ভয় কর যাহাতে তোমরা সফলকাম হইতে পার।

١٣١- وَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِيٓ أُعِدَّتْ لِلْكَٰفِرِينَ ۝

১৩১। এবং তোমরা সেই অগ্নিকে ভয় কর যাহা কাফিরদের জন্য প্রস্তুত রাখা হইয়াছে।

١٣٢- وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ ۝

১৩২। তোমরা আল্লাহ্ ও রাসূলের আনুগত্য কর যাহাতে তোমরা কৃপা লাভ করিতে পার।

١٣٣- وَسَارِعُوٓا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَٰوَٰتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ ۝

১৩৩। তোমরা ধাবমান হও স্বীয় প্রতিপালকের ক্ষমার দিকে এবং সেই জান্নাতের দিকে যাহার বিস্তৃতি আস্‌মান ও যমীনের ন্যায়[২৩৪], যাহা প্রস্তুত রাখা হইয়াছে মুত্তাকীদের জন্য,

١٣٤- الَّذِينَ يُنفِقُونَ فِي السَّرَّآءِ وَالضَّرَّآءِ وَالْكَٰظِمِينَ الْغَيْظَ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ ۗ وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ ۝

১৩৪। যাহারা সচ্ছল ও অসচ্ছল অবস্থায় ব্যয় করে এবং যাহারা ক্রোধ সংবরণকারী এবং মানুষের প্রতি ক্ষমাশীল; আল্লাহ্ সৎকর্মপরায়ণদিগকে ভালবাসেন;

١٣٥- وَالَّذِينَ إِذَا فَعَلُوا فَٰحِشَةً أَوْ ظَلَمُوٓا أَنفُسَهُمْ ذَكَرُوا اللَّهَ فَاسْتَغْفَرُوا لِذُنُوبِهِمْ

১৩৫। এবং যাহারা কোন অশ্লীল কার্য করিয়া ফেলিলে অথবা নিজেদের প্রতি যুলুম করিলে আল্লাহ্‌কে স্মরণ করে এবং নিজেদের পাপের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করে। আল্লাহ্ ব্যতীত কে পাপ ক্ষমা

২৩৩। কম বা বেশী পরিমাণ যাহাই হউক না কেন, সূদ মাত্রই হারাম। দ্রঃ ২ ঃ ২৭৫-৭৯।

২৩৪। সূরা হাদীদের ২১ নং আয়াতে عَرْضُهَا كَعَرْضِ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ উল্লেখ রহিয়াছে। সে স্থলেও এই মর্মে 'আসমান-যমীনের ন্যায়' অনুবাদ করা হইয়াছে।

وَمَنْ يَّغْفِرُ الذُّنُوْبَ اِلَّا اللّٰهُ ۟ۙ
وَلَمْ يُصِرُّوْا عَلٰى مَا فَعَلُوْا
وَهُمْ يَعْلَمُوْنَ ○

করিবে? এবং তাহারা যাহা করিয়া ফেলে, জানিয়া শুনিয়া তাহারই পুনরাবৃত্তি করে না।

١٣٦- اُولٰٓئِكَ جَزَآؤُهُمْ
مَّغْفِرَةٌ مِّنْ رَّبِّهِمْ وَ جَنّٰتٌ تَجْرِىْ مِنْ
تَحْتِهَا الْاَنْهٰرُ خٰلِدِيْنَ فِيْهَا ؕ
وَنِعْمَ اَجْرُ الْعٰمِلِيْنَ ○

১৩৬। উহারাই তাহারা, যাহাদের পুরস্কার তাহাদের প্রতিপালকের ক্ষমা এবং জান্নাত, যাহার পাদদেশে নদী প্রবাহিত; সেখানে তাহারা স্থায়ী হইবে এবং সৎকর্মশীলদের পুরস্কার কত উত্তম!

١٣٧- قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِكُمْ سُنَنٌ ۙ
فَسِيْرُوْا فِى الْاَرْضِ فَانْظُرُوْا كَيْفَ كَانَ
عَاقِبَةُ الْمُكَذِّبِيْنَ ○

১৩৭। তোমাদের পূর্বে বহু বিধান ব্যবস্থা গত হইয়াছে, সুতরাং তোমরা পৃথিবী ভ্রমণ কর এবং দেখ মিথ্যাশ্রয়ীদের কি পরিণাম!

١٣٨- هٰذَا بَيَانٌ لِّلنَّاسِ
وَهُدًى وَّمَوْعِظَةٌ لِّلْمُتَّقِيْنَ ○

১৩৮। ইহা মানবজাতির জন্য স্পষ্ট বর্ণনা এবং মুত্তাকীদের জন্য হিদায়াত ও উপদেশ।

١٣٩- وَلَا تَهِنُوْا وَلَا تَحْزَنُوْا
وَاَنْتُمُ الْاَعْلَوْنَ اِنْ كُنْتُمْ مُّؤْمِنِيْنَ ○

১৩৯। তোমরা হীনবল হইও না এবং দুঃখিতও হইও না; তোমরাই বিজয়ী যদি তোমরা মু'মিন হও।

١٤٠- اِنْ يَّمْسَسْكُمْ قَرْحٌ
فَقَدْ مَسَّ الْقَوْمَ قَرْحٌ مِّثْلُهٗ ؕ
وَتِلْكَ الْاَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ ۚ
وَلِيَعْلَمَ اللّٰهُ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا
وَيَتَّخِذَ مِنْكُمْ شُهَدَآءَ ؕ
وَاللّٰهُ لَا يُحِبُّ الظّٰلِمِيْنَ ○ۙ

১৪০। যদি তোমাদের আঘাত লাগিয়া থাকে, অনুরূপ আঘাত তো উহাদেরও লাগিয়াছিল। মানুষের মধ্যে এই দিনগুলির[২৩৫] পর্যায়ক্রমে আমি আবর্তন ঘটাই, যাহাতে আল্লাহ্ মু'মিনগণকে জানিতে পারেন এবং তোমাদের মধ্য হইতে কতককে শহীদরূপে গ্রহণ করিতে পারেন এবং আল্লাহ্ যালিমদিগকে পসন্দ করেন না;

١٤١- وَلِيُمَحِّصَ اللّٰهُ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا
وَيَمْحَقَ الْكٰفِرِيْنَ ○

১৪১। এবং যাহাতে আল্লাহ্ মু'মিনদিগকে পরিশোধন করিতে পারেন এবং কাফিরদিগকে নিশ্চিহ্ন করিতে পারেন।

١٤٢- اَمْ حَسِبْتُمْ اَنْ تَدْخُلُوا الْجَنَّةَ وَلَمَّا

১৪২। তোমরা কি মনে কর যে, তোমরা জান্নাতে প্রবেশ করিবে, অথচ আল্লাহ্ তোমাদের

২৩৫। সুদিন-দুর্দিন বা জয়-পরাজয়।

يَعْلَمِ اللّٰهُ الَّذِيْنَ جٰهَدُوْا مِنْكُمْ وَيَعْلَمَ الصّٰبِرِيْنَ ○

মধ্যে কে জিহাদ করিয়াছে আর কে ধৈর্যশীল তাহা এখনও প্রকাশ করেন নাই?

١٤٣- وَلَقَدْ كُنْتُمْ تَمَنَّوْنَ الْمَوْتَ مِنْ قَبْلِ اَنْ تَلْقَوْهُ ۖ فَقَدْ رَاَيْتُمُوْهُ وَ اَنْتُمْ تَنْظُرُوْنَ ○

১৪৩। মৃত্যুর সম্মুখীন হওয়ার পূর্বে তোমরা তো উহা কামনা করিতে, এখন তো তোমরা তাহা স্বচক্ষে দেখিলে।

[১৫]

١٤٤- وَمَا مُحَمَّدٌ اِلَّا رَسُوْلٌ ۚ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ الرُّسُلُ ۗ اَفَا۟ئِنْ مَّاتَ اَوْ قُتِلَ انْقَلَبْتُمْ عَلٰٓى اَعْقَابِكُمْ ۗ وَمَنْ يَّنْقَلِبْ عَلٰى عَقِبَيْهِ فَلَنْ يَّضُرَّ اللّٰهَ شَيْـًٔا ۗ وَسَيَجْزِى اللّٰهُ الشّٰكِرِيْنَ ○

১৪৪। মুহাম্মাদ একজন রাসূল মাত্র; তাহার পূর্বে বহু রাসূল গত হইয়াছে। সুতরাং যদি সে মারা যায় অথবা সে নিহত হয় তবে তোমরা কি পৃষ্ঠ প্রদর্শন[২৩৬] করিবে? এবং কেহ পৃষ্ঠ প্রদর্শন করিলে সে কখনও আল্লাহ্‌র ক্ষতি করিবে না; বরং আল্লাহ্ শীঘ্রই কৃতজ্ঞদিগকে পুরস্কৃত করিবেন।

١٤٥- وَمَا كَانَ لِنَفْسٍ اَنْ تَمُوْتَ اِلَّا بِاِذْنِ اللّٰهِ كِتٰبًا مُّؤَجَّلًا ۗ وَمَنْ يُّرِدْ ثَوَابَ الدُّنْيَا نُؤْتِهٖ مِنْهَا ۚ وَمَنْ يُّرِدْ ثَوَابَ الْاٰخِرَةِ نُؤْتِهٖ مِنْهَا ۗ وَسَنَجْزِى الشّٰكِرِيْنَ ○

১৪৫। আল্লাহ্‌র অনুমতি ব্যতীত কাহারও মৃত্যু হইতে পারে না, যেহেতু উহার মেয়াদ অবধারিত। কেহ পার্থিব পুরস্কার চাহিলে আমি তাহাকে তাহার কিছু দেই এবং কেহ পারলৌকিক পুরস্কার চাহিলে আমি তাহাকে তাহার কিছু দেই এবং শীঘ্রই কৃতজ্ঞদিগকে পুরস্কৃত করিব।

١٤٦- وَكَاَيِّنْ مِّنْ نَّبِيٍّ قٰتَلَ ۙ مَعَهٗ رِبِّيُّوْنَ كَثِيْرٌ ۚ فَمَا وَهَنُوْا لِمَآ اَصَابَهُمْ فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ وَمَا ضَعُفُوْا وَمَا اسْتَكَانُوْا ۗ وَاللّٰهُ يُحِبُّ الصّٰبِرِيْنَ ○

১৪৬। এবং কত নবী যুদ্ধ করিয়াছে, তাহাদের সাথে বহু আল্লাহ্‌ওয়ালা ছিল। আল্লাহ্‌র পথে তাহাদের যে বিপর্যয় ঘটিয়াছিল তাহাতে তাহারা হীনবল হয় নাই, দুর্বল হয় নাই এবং নত হয় নাই। আল্লাহ্ ধৈর্যশীলদিগকে ভালবাসেন।

١٤٧- وَمَا كَانَ قَوْلَهُمْ اِلَّآ اَنْ قَالُوْا رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا ذُنُوْبَنَا وَاِسْرَافَنَا فِيْٓ اَمْرِنَا وَثَبِّتْ اَقْدَامَنَا

১৪৭। এই কথা ব্যতীত তাহাদের আর কোন কথা ছিল না, 'হে আমাদের প্রতিপালক! আমাদের পাপ এবং আমাদের কার্যে সীমালংঘন তুমি ক্ষমা কর, আমাদের পা

২৩৬। মূল আরবীর শাব্দিক অর্থ 'পায়ের গোড়ালিতে ফিরিয়া যাওয়া' অর্থাৎ পৃষ্ঠ প্রদর্শন।

وَانْصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكٰفِرِيْنَ ○

সুদৃঢ় রাখ এবং কাফির সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে আমাদিগকে সাহায্য কর।'

١٤٨- فَاٰتٰىهُمُ اللّٰهُ ثَوَابَ الدُّنْيَا وَحُسْنَ ثَوَابِ الْاٰخِرَةِ ؕ وَاللّٰهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِيْنَ ○

১৪৮। অতঃপর আল্লাহ্ তাহাদিগকে পার্থিব পুরস্কার এবং উত্তম পারলৌকিক পুরস্কার দান করেন। আল্লাহ্ সৎকর্মপরায়ণ-দিগকে ভালবাসেন।

[১৬]

١٤٩- يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْۤا اِنْ تُطِيْعُوا الَّذِيْنَ كَفَرُوْا يَرُدُّوْكُمْ عَلٰۤى اَعْقَابِكُمْ فَتَنْقَلِبُوْا خٰسِرِيْنَ ○

১৪৯। হে মু'মিনগণ! যদি তোমরা কাফিরদের আনুগত্য কর তবে তাহারা তোমা-দিগকে বিপরীত দিকে[২৩৭] ফিরাইয়া দিবে এবং তোমরা ক্ষতিগ্রস্ত হইয়া পড়িবে।

١٥٠- بَلِ اللّٰهُ مَوْلٰىكُمْ ۚ وَهُوَ خَيْرُ النّٰصِرِيْنَ ○

১৫০। আল্লাহ্ই তো তোমাদের অভিভাবক এবং তিনিই শ্রেষ্ঠ সাহায্যকারী।

١٥١- سَنُلْقِيْ فِيْ قُلُوْبِ الَّذِيْنَ كَفَرُوا الرُّعْبَ بِمَاۤ اَشْرَكُوْا بِاللّٰهِ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهٖ سُلْطٰنًا ۚ وَمَاْوٰىهُمُ النَّارُ ؕ وَبِئْسَ مَثْوَى الظّٰلِمِيْنَ ○

১৫১। আমি কাফিরদের হৃদয়ে ভীতির সঞ্চার করিব[২৩৮], যেহেতু তাহারা আল্লাহ্র শরীক করিয়াছে, যাহার স্বপক্ষে আল্লাহ্ কোন সনদ পাঠান নাই। জাহান্নাম তাহাদের আবাস; কত নিকৃষ্ট আবাসস্থল যালিমদের!

١٥٢- وَلَقَدْ صَدَقَكُمُ اللّٰهُ وَعْدَهٗۤ اِذْ تَحُسُّوْنَهُمْ بِاِذْنِهٖ ۚ حَتّٰۤى اِذَا فَشِلْتُمْ وَتَنَازَعْتُمْ فِى الْاَمْرِ وَعَصَيْتُمْ مِّنْۢ بَعْدِ مَاۤ اَرٰىكُمْ مَّا تُحِبُّوْنَ ؕ مِنْكُمْ مَّنْ يُّرِيْدُ الدُّنْيَا

১৫২। আল্লাহ্ তোমাদের সহিত তাঁহার প্রতিশ্রুতি পূর্ণ করিয়াছিলেন যখন তোমরা আল্লাহ্র অনুমতিক্রমে তাহাদিগকে বিনাশ করিতেছিলে, যে পর্যন্ত না তোমরা সাহস হারাইলে এবং নির্দেশ সম্বন্ধে মতভেদ সৃষ্টি করিলে[২৩৯] এবং যাহা তোমরা ভালবাস তাহা তোমাদিগকে দেখাইবার পর তোমরা অবাধ্য হইলে। তোমাদের কতক ইহকাল

২৩৭। মূল আরবীর শাব্দিক অর্থ 'পায়ের গোড়ালিতে ফিরাইয়া দেওয়া' অর্থাৎ পিছন দিকে ফিরাইয়া দেওয়া।
২৩৮। কুরায়শরা উহুদের যুদ্ধে সুযোগ পাইয়াও মুসলিম বাহিনীকে পুনঃ আক্রমণ না করিয়া মক্কার দিকে প্রত্যাবর্তন করে (রূহুল মা'আনী)।
২৩৯। উহুদের যুদ্ধে প্রথম পর্যায়ে মুসলিমগণ জয়যুক্ত হইয়াছিলেন এবং কুরায়শ বাহিনী পরাজিত হইয়া পলায়ন করিতেছিল, পাহাড়ের ঘাঁটিতে মোতায়েনকৃত মুসলিম সৈনিক দলের এক অংশ তখন মহানবী (সাঃ)-এর নির্দেশ অমান্য করিয়া অন্যদের সংগে আসিয়া মিলিত হইয়াছিলেন। তাঁহাদের ধারণা ছিল জয়লাভের পরে সেখানে অবস্থান নিরর্থক। কুরায়শ বাহিনীর একদল সুযোগ দেখিয়া পশ্চাৎ দিক হইতে মুসলিমদের আক্রমণ করিলে তাঁহারা বিপর্যয়ের সম্মুখীন হন। ঘটনাটি উল্লেখ করিয়া ভবিষ্যতের জন্য সতর্ক করা হইতেছে।

وَمِنْكُمْ مَّنْ يُّرِيْدُ الْاٰخِرَةَ ۚ
ثُمَّ صَرَفَكُمْ
عَنْهُمْ لِيَبْتَلِيَكُمْ ۚ وَلَقَدْ عَفَا عَنْكُمْ ۗ
وَاللّٰهُ ذُوْ فَضْلٍ عَلَى الْمُؤْمِنِيْنَ ○

চাহিতেছিল এবং কতক পরকাল চাহিতেছিল। অতঃপর তিনি পরীক্ষা করার জন্য তোমাদিগকে তাহাদের হইতে ফিরাইয়া দিলেন। অবশ্য তিনি তোমাদিগকে ক্ষমা করিলেন এবং আল্লাহ্ মু'মিনদের প্রতি অনুগ্রহশীল।

١٥٣-اِذْ تُصْعِدُوْنَ وَلَا تَلْوٗنَ
عَلٰۤى اَحَدٍ وَّالرَّسُوْلُ
يَدْعُوْكُمْ فِيْۤ اُخْرٰىكُمْ
فَاَثَابَكُمْ غَمًّاۢ بِغَمٍّ
لِّكَيْلَا تَحْزَنُوْا عَلٰى مَا فَاتَكُمْ
وَلَا مَاۤ اَصَابَكُمْ ۗ
وَاللّٰهُ خَبِيْرٌۢ بِمَا تَعْمَلُوْنَ ○

১৫৩। স্মরণ কর, তোমরা যখন উপরের দিকে ছুটিতেছিলে এবং পিছন ফিরিয়া কাহারও প্রতি লক্ষ্য করিতেছিলে না, আর রাসূল তোমাদিগকে পিছন দিক হইতে আহ্বান করিতেছিল। ফলে তিনি তোমাদিগকে বিপদের উপর বিপদ দিলেন যাহাতে তোমরা যাহা হারাইয়াছ অথবা যে বিপদ তোমাদের উপর আসিয়াছে তাহার জন্য তোমরা দুঃখিত না হও।[২৪০] তোমরা যাহা কর আল্লাহ্ তাহা বিশেষভাবে অবহিত।

١٥٤-ثُمَّ اَنْزَلَ عَلَيْكُمْ مِّنْۢ بَعْدِ الْغَمِّ
اَمَنَةً نُّعَاسًا يَّغْشٰى طَاۤىِٕفَةً مِّنْكُمْ ۙ
وَطَاۤىِٕفَةٌ قَدْ اَهَمَّتْهُمْ اَنْفُسُهُمْ
يَظُنُّوْنَ بِاللّٰهِ غَيْرَ الْحَقِّ ظَنَّ الْجَاهِلِيَّةِ ۗ
يَقُوْلُوْنَ هَلْ لَّنَا مِنَ الْاَمْرِ مِنْ شَيْءٍ ۗ
قُلْ اِنَّ الْاَمْرَ كُلَّهٗ لِلّٰهِ ۗ يُخْفُوْنَ
فِيْۤ اَنْفُسِهِمْ مَّا لَا يُبْدُوْنَ لَكَ ۗ
يَقُوْلُوْنَ لَوْ كَانَ لَنَا مِنَ الْاَمْرِ شَيْءٌ
مَّا قُتِلْنَا هٰهُنَا ۗ قُلْ لَّوْ كُنْتُمْ
فِيْ بُيُوْتِكُمْ لَبَرَزَ الَّذِيْنَ
كُتِبَ عَلَيْهِمُ

১৫৪। অতঃপর দুঃখের পর তিনি তোমাদিগকে প্রদান করিলেন প্রশান্তি তন্দ্রারূপে, যাহা তোমাদের একদলকে আচ্ছন্ন করিয়াছিল। এবং একদল জাহিলী যুগের অজ্ঞের ন্যায় আল্লাহ্ সম্বন্ধে অবাস্তব ধারণা করিয়া নিজেরাই নিজদিগকে উদ্বিগ্ন করিয়াছিল এই বলিয়া যে, 'আমাদের কি কোন অধিকার আছে?' বল, 'সমস্ত বিষয় আল্লাহ্রই ইখ্তিয়ারে।' যাহা তাহারা তোমার নিকট প্রকাশ করে না, তাহারা তাহাদের অন্তরে উহা গোপন রাখে, আর বলে, 'এই ব্যাপারে আমাদের কোন অধিকার থাকিলে আমরা এই স্থানে নিহত হইতাম না।' বল, 'যদি তোমরা তোমাদের গৃহে অবস্থান করিতে তবুও নিহত হওয়া যাহাদের জন্য অবধারিত

২৪০। মহানবী (সাঃ)-এর নির্দেশ অমান্য করায় তোমরা এই সাময়িক দুঃখ পাইয়াছ। ইহা তোমাদেরই কর্মফল। এই কথা উপলব্ধি করার পর তোমাদের দুঃখিত হওয়ার কারণ নাই।

الْقَتْلُ اِلٰى مَضَاجِعِهِمْ ۚ وَلِيَبْتَلِيَ اللّٰهُ مَا فِيْ صُدُوْرِكُمْ وَلِيُمَحِّصَ مَا فِيْ قُلُوْبِكُمْ ؕ وَاللّٰهُ عَلِيْمٌۢ بِذَاتِ الصُّدُوْرِ ○

ছিল তাহারা নিজেদের মৃত্যুস্থানে[২৪১] বাহির হইত। ইহা এইজন্য যে, আল্লাহ্ তোমাদের অন্তরে যাহা আছে তাহা পরীক্ষা করেন এবং তোমাদের অন্তরে যাহা আছে তাহা পরিশোধন করেন। অন্তরে যাহা আছে আল্লাহ্ সে সম্পর্কে বিশেষভাবে অবহিত।

١٥٥- اِنَّ الَّذِيْنَ تَوَلَّوْا مِنْكُمْ يَوْمَ الْتَقَى الْجَمْعٰنِ ۙ اِنَّمَا اسْتَزَلَّهُمُ الشَّيْطٰنُ بِبَعْضِ مَا كَسَبُوْا ۚ وَلَقَدْ عَفَا اللّٰهُ عَنْهُمْ ؕ اِنَّ اللّٰهَ غَفُوْرٌ حَلِيْمٌ ○

১৫৫। যেদিন দুই দল পরস্পরের সম্মুখীন হইয়াছিল সেই দিন তোমাদের মধ্য হইতে যাহারা পৃষ্ঠ প্রদর্শন করিয়াছিল, তাহাদের কোন কৃতকর্মের জন্য শয়তানই তাহাদের পদস্খলন ঘটাইয়াছিল। অবশ্য আল্লাহ্ তাহাদিগকে ক্ষমা করিয়াছেন। আল্লাহ্ ক্ষমাপরায়ণ ও পরম সহনশীল।

[১৭]

١٥٦- يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تَكُوْنُوْا كَالَّذِيْنَ كَفَرُوْا وَقَالُوْا لِاِخْوَانِهِمْ اِذَا ضَرَبُوْا فِي الْاَرْضِ اَوْ كَانُوْا غُزًّى لَّوْ كَانُوْا عِنْدَنَا مَا مَاتُوْا وَمَا قُتِلُوْا ۚ لِيَجْعَلَ اللّٰهُ ذٰلِكَ حَسْرَةً فِيْ قُلُوْبِهِمْ ؕ وَاللّٰهُ يُحْيٖ وَيُمِيْتُ ؕ وَاللّٰهُ بِمَا تَعْمَلُوْنَ بَصِيْرٌ ○

১৫৬। হে মু'মিনগণ! তোমরা তাহাদের মত হইও না যাহারা কুফরী করে এবং তাহাদের ভ্রাতাগণ যখন দেশে দেশে সফর করে অথবা যুদ্ধে লিপ্ত হয় তাহাদের সম্পর্কে বলে, 'তাহারা যদি আমাদের নিকট থাকিত তবে তাহারা মরিত না এবং নিহত হইত না।' ফলে আল্লাহ্ ইহাই তাহাদের মনস্তাপে পরিণত করেন; আল্লাহ্ই জীবন দান করেন ও মৃত্যু ঘটান, তোমরা যাহা কর আল্লাহ্ উহার সম্যক দ্রষ্টা।

١٥٧- وَلَئِنْ قُتِلْتُمْ فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ اَوْ مُتُّمْ لَمَغْفِرَةٌ مِّنَ اللّٰهِ وَرَحْمَةٌ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُوْنَ ○

১৫৭। তোমরা আল্লাহ্‌র পথে নিহত হইলে অথবা মৃত্যু বরণ করিলে, যাহা তাহারা জমা করে, আল্লাহ্‌র ক্ষমা এবং দয়া অবশ্য তাহা অপেক্ষা শ্রেয়।

١٥٨- وَلَئِنْ مُّتُّمْ اَوْ قُتِلْتُمْ لَاِلَى اللّٰهِ تُحْشَرُوْنَ ○

১৫৮। এবং তোমাদের মৃত্যু হইলে অথবা তোমরা নিহত হইলে আল্লাহ্‌রই নিকট তোমাদিগকে একত্র করা হইবে।

২৪১। مضجع অর্থ শয়ন স্থান। এখানে মৃত্যুস্থান।

১৫৯। আল্লাহ্‌র দয়ায় তুমি তাহাদের প্রতি কোমল-হৃদয় হইয়াছিলে; যদি তুমি রূঢ় ও কঠোরচিত্ত হইতে তবে তাহারা তোমার আশপাশ হইতে সরিয়া পড়িত। সুতরাং তুমি তাহাদিগকে ক্ষমা কর এবং তাহাদের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা কর এবং কাজে-কর্মে তাহাদের সহিত পরামর্শ কর[২৪২], অতঃপর তুমি কোন সংকল্প করিলে আল্লাহ্‌র উপর নির্ভর করিবে; যাহারা নির্ভর করে আল্লাহ্ তাহাদিগকে ভালবাসেন।

١٥٩- فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللّٰهِ لِنْتَ لَهُمْ ۚ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيْظَ الْقَلْبِ لَانْفَضُّوْا مِنْ حَوْلِكَ ۪ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْاَمْرِ ۚ فَاِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللّٰهِ ؕ اِنَّ اللّٰهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِيْنَ ○

১৬০। আল্লাহ্ তোমাদিগকে সাহায্য করিলে তোমাদের উপর জয়ী হইবার কেহই থাকিবে না। আর তিনি তোমাদিগকে সাহায্য না করিলে, তিনি ছাড়া কে এমন আছে, যে তোমাদিগকে সাহায্য করিবে? মু'মিনগণ আল্লাহ্‌র উপরই নির্ভর করুক।

١٦٠- اِنْ يَّنْصُرْكُمُ اللّٰهُ فَلَا غَالِبَ لَكُمْ ۚ وَاِنْ يَّخْذُلْكُمْ فَمَنْ ذَا الَّذِيْ يَنْصُرُكُمْ مِّنْۢ بَعْدِهٖ ؕ وَعَلَى اللّٰهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُوْنَ ○

১৬১। অন্যায়ভাবে কোন বস্তু গোপন করিবে, ইহা নবীর পক্ষে অসম্ভব।[২৪৩] এবং কেহ অন্যায়ভাবে কিছু গোপন করিলে, যাহা সে অন্যায়ভাবে গোপন করিবে কিয়ামতের দিন সে তাহা লইয়া আসিবে। অতঃপর প্রত্যেককে, যাহা সে অর্জন করিয়াছে তাহা পূর্ণ মাত্রায় দেওয়া হইবে। তাহাদের প্রতি কোন যুলুম করা হইবে না।

١٦١- وَمَا كَانَ لِنَبِيٍّ اَنْ يَّغُلَّ ؕ وَمَنْ يَّغْلُلْ يَاْتِ بِمَا غَلَّ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ ۚ ثُمَّ تُوَفّٰى كُلُّ نَفْسٍ مَّا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُوْنَ ○

১৬২। আল্লাহ্ যাহাতে রাযী, যে তাহারই অনুসরণ করে, সে কি উহার মত যে আল্লাহ্‌র ক্রোধের পাত্র হইয়াছে এবং জাহান্নামই যাহার আবাস? এবং উহা কত নিকৃষ্ট প্রত্যাবর্তনস্থল!

١٦٢- اَفَمَنِ اتَّبَعَ رِضْوَانَ اللّٰهِ كَمَنْۢ بَآءَ بِسَخَطٍ مِّنَ اللّٰهِ وَمَاْوٰىهُ جَهَنَّمُ ؕ وَبِئْسَ الْمَصِيْرُ ○

২৪২। যেই সব ব্যাপারে আল্লাহ্‌র স্পষ্ট নির্দেশ নাই শুধুমাত্র সেই সব বিষয়ে বিচক্ষণ ব্যক্তিদের পরামর্শক্রমে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিতে হইবে। জনমতের উপর ইসলাম গুরুত্ব দিয়াছে (দ্রঃ ৪২ ঃ ৩৮)।

২৪৩। বদ্‌রের গনীমতের (যুদ্ধলব্ধ) মালের মধ্য হইতে একটি চাদর পাওয়া যাইতেছিল না, তখন এক ব্যক্তি বলিয়াছিল, হয়তো বা নবী (সাঃ) ইহা লইয়াছেন। এই প্রসংগে আয়াতটি অবতীর্ণ হয় (আবূ দাঊদ)।

১৬৩। আল্লাহ্‌র নিকট তাহারা বিভিন্ন স্তরের; তাহারা যাহা করে আল্লাহ্ তাহার সম্যক দ্রষ্টা।

١٦٣- هُمْ دَرَجٰتٌ عِنْدَ اللّٰهِ ؕ وَاللّٰهُ بَصِيْرٌ ۢبِمَا يَعْمَلُوْنَ ○

১৬৪। আল্লাহ্ মু'মিনদের প্রতি অবশ্যই অনুগ্রহ করিয়াছেন যে, তিনি তাহাদের নিজেদের মধ্য হইতে তাহাদের নিকট রাসূল প্রেরণ করিয়াছেন, যে তাঁহার আয়াতসমূহ তাহাদের নিকট তিলাওয়াত করে, তাহাদিগকে পরিশোধন করে এবং কিতাব ও হিকমত[২৪৪] শিক্ষা দেয়, যদিও তাহারা পূর্বে স্পষ্ট বিভ্রান্তিতেই ছিল।

١٦٤- لَقَدْ مَنَّ اللّٰهُ عَلَى الْمُؤْمِنِيْنَ اِذْ بَعَثَ فِيْهِمْ رَسُوْلًا مِّنْ اَنْفُسِهِمْ يَتْلُوْا عَلَيْهِمْ اٰيٰتِهٖ وَيُزَكِّيْهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتٰبَ وَالْحِكْمَةَ ۚ وَاِنْ كَانُوْا مِنْ قَبْلُ لَفِيْ ضَلٰلٍ مُّبِيْنٍ ○

১৬৫। কি ব্যাপার! যখন তোমাদের উপর মুসীবত আসিল তখন তোমরা বলিলে, 'ইহা কোথা হইতে আসিল?'[২৪৫] অথচ তোমরা তো দ্বিগুণ বিপদ ঘটাইয়াছিলে।[২৪৬] বল, 'ইহা তোমাদের নিজেদেরই নিকট হইতে'; নিশ্চয়ই আল্লাহ্ সর্ববিষয়ে সর্বশক্তিমান।

١٦٥- اَوَلَمَّآ اَصَابَتْكُمْ مُّصِيْبَةٌ قَدْ اَصَبْتُمْ مِّثْلَيْهَا ۙ قُلْتُمْ اَنّٰى هٰذَا ؕ قُلْ هُوَ مِنْ عِنْدِ اَنْفُسِكُمْ ؕ اِنَّ اللّٰهَ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ ○

১৬৬। যেদিন দুই দল পরস্পরের সম্মুখীন হইয়াছিল, সেদিন তোমাদের উপর যে বিপর্যয় ঘটিয়াছিল তাহা আল্লাহ্‌রই হুকুমে; ইহা মু'মিনগণকে জানিবার জন্য

١٦٦- وَمَآ اَصَابَكُمْ يَوْمَ الْتَقَى الْجَمْعٰنِ فَبِاِذْنِ اللّٰهِ وَلِيَعْلَمَ الْمُؤْمِنِيْنَ ○

১৬৭। এবং মুনাফিকদিগকে জানিবার জন্য এবং তাহাদিগকে বলা হইয়াছিল, 'আইস, তোমরা আল্লাহ্‌র পথে যুদ্ধ কর অথবা প্রতিরোধ কর।' তাহারা বলিয়াছিল, 'যদি যুদ্ধ জানিতাম[২৪৭] তবে নিশ্চিতভাবে তোমাদের অনুসরণ করিতাম।' সেদিন তাহারা ঈমান অপেক্ষা কুফরীর নিকটতর ছিল। যাহা তাহাদের অন্তরে নাই তাহারা তাহা মুখে

١٦٧- وَلِيَعْلَمَ الَّذِيْنَ نَافَقُوْا ۚۖ وَقِيْلَ لَهُمْ تَعَالَوْا قَاتِلُوْا فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ اَوِ ادْفَعُوْا ؕ قَالُوْا لَوْ نَعْلَمُ قِتَالًا لَّا اتَّبَعْنٰكُمْ ؕ هُمْ لِلْكُفْرِ يَوْمَئِذٍ اَقْرَبُ مِنْهُمْ لِلْاِيْمَانِ ۚ يَقُوْلُوْنَ بِاَفْوَاهِهِمْ

২৪৪। ৯৩ নং টীকা দ্রষ্টব্য।

২৪৫। 'আসিল' শব্দটি আরবীতে নাই; আয়াতের অর্থ স্পষ্ট করার জন্য ইহা ব্যবহৃত হইয়াছে।

২৪৬। 'দ্বিগুণ বিপদ' অর্থ—বদ্‌রের যুদ্ধে ৭০ জন কাফির নিহত ও ৭০ জন বন্দী হইয়াছিল। পক্ষান্তরে উহুদ যুদ্ধে ৭০ জন মুসলিম শহীদ হইয়াছিলেন।

২৪৭। যুদ্ধবিদ্যা জানিতাম অথবা যুদ্ধ সংঘটিত হইবে জানিতাম।

مَّا لَيْسَ فِىْ قُلُوْبِهِمْ ؕ وَاللّٰهُ اَعْلَمُ بِمَا يَكْتُمُوْنَ ۚ

বলে; তাহারা যাহা গোপন রাখে আল্লাহ্ তাহা বিশেষভাবে অবহিত।

١٦٨- اَلَّذِيْنَ قَالُوْا لِاِخْوَانِهِمْ وَقَعَدُوْا لَوْ اَطَاعُوْنَا مَا قُتِلُوْا ؕ قُلْ فَادْرَءُوْا عَنْ اَنْفُسِكُمُ الْمَوْتَ اِنْ كُنْتُمْ صٰدِقِيْنَ ○

১৬৮। যাহারা ঘরে[২৪৮] বসিয়া রহিল এবং তাহাদের ভাইদের সম্বন্ধে বলিল যে, তাহারা তাহাদের কথামত চলিলে নিহত হইত না, তাহাদিগকে বল, 'যদি তোমরা সত্যবাদী হও তবে নিজদিগকে মৃত্যু হইতে রক্ষা কর।'

١٦٩- وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِيْنَ قُتِلُوْا فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ اَمْوَاتًا ؕ بَلْ اَحْيَآءٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُوْنَ ۙ

১৬৯। যাহারা আল্লাহ্র পথে নিহত হইয়াছে তাহাদিগকে কখনই মৃত মনে করিও না, বরং তাহারা জীবিত এবং তাহাদের প্রতিপালকের নিকট হইতে তাহারা জীবিকাপ্রাপ্ত।

١٧٠- فَرِحِيْنَ بِمَآ اٰتٰهُمُ اللّٰهُ مِنْ فَضْلِهٖ ۙ وَيَسْتَبْشِرُوْنَ بِالَّذِيْنَ لَمْ يَلْحَقُوْا بِهِمْ مِّنْ خَلْفِهِمْ ۙ اَلَّا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُوْنَ ۘ

وقف لازم

১৭০। আল্লাহ্ নিজ অনুগ্রহে তাহাদিগকে যাহা দিয়াছেন তাহাতে তাহারা আনন্দিত এবং তাহাদের পিছনে যাহারা এখনও তাহাদের সহিত মিলিত হয় নাই তাহাদের জন্য আনন্দ প্রকাশ করে, এইজন্য যে, তাহাদের কোন ভয় নাই এবং তাহারা দুঃখিতও হইবে না।

١٧١- يَسْتَبْشِرُوْنَ بِنِعْمَةٍ مِّنَ اللّٰهِ وَفَضْلٍ ۙ وَّاَنَّ اللّٰهَ لَا يُضِيْعُ اَجْرَ الْمُؤْمِنِيْنَ ۚۛ

ع

১৭১। আল্লাহ্র নিয়ামত ও অনুগ্রহের জন্য তাহারা আনন্দ প্রকাশ করে এবং ইহা এই কারণে যে, আল্লাহ্ মু'মিনদের শ্রমফল নষ্ট করেন না।

[১৮]

١٧٢- اَلَّذِيْنَ اسْتَجَابُوْا لِلّٰهِ وَالرَّسُوْلِ مِنْۢ بَعْدِ مَآ اَصَابَهُمُ الْقَرْحُ ۛؕ لِلَّذِيْنَ اَحْسَنُوْا مِنْهُمْ وَاتَّقَوْا اَجْرٌ عَظِيْمٌ ۚ

مع

১৭২। যখম হওয়ার পর যাহারা আল্লাহ্ ও রাসূলের ডাকে সাড়া দিয়াছে[২৪৯] তাহাদের মধ্যে যাহারা সৎকার্য করে এবং তাক্ওয়া অবলম্বন করিয়া চলে তাহাদের জন্য মহাপুরস্কার রহিয়াছে।

২৪৮। 'ঘরে' শব্দটি আরবীতে নাই। বাংলা বাকভংগীর প্রয়োজনে উহা ব্যবহৃত হইয়াছে।

২৪৯। উহুদ যুদ্ধের শেষ পর্যায়ে মহানবী (সাঃ)-এর আহ্বানে সাহাবীগণ আহত অবস্থায়ই কুরায়শ বাহিনীর পশ্চাদ্ধাবন করিয়াছিলেন; আয়াতে উহার উল্লেখ করা হইয়াছে (দ্রঃ ৪ ঃ ১০৪)।

١٧٣- اَلَّذِيْنَ قَالَ لَهُمُ النَّاسُ
اِنَّ النَّاسَ قَدْ جَمَعُوْا لَكُمْ
فَاخْشَوْهُمْ
فَزَادَهُمْ اِيْمَانًا ۖ
وَّقَالُوْا حَسْبُنَا اللّٰهُ وَنِعْمَ الْوَكِيْلُ ○

১৭৩। ইহাদিগকে লোকে বলিয়াছিল, তোমাদের বিরুদ্ধে লোক জমায়েত হইয়াছে,[২৫০] সুতরাং তোমরা তাহাদিগকে ভয় কর; কিন্তু ইহা তাহাদের ঈমান দৃঢ়তর করিয়াছিল এবং তাহারা বলিয়াছিল, 'আল্লাহ্‌ই আমাদের জন্য যথেষ্ট এবং তিনি কত উত্তম কর্মবিধায়ক!'

١٧٤- فَانْقَلَبُوْا بِنِعْمَةٍ مِّنَ اللّٰهِ وَفَضْلٍ
لَّمْ يَمْسَسْهُمْ سُوْٓءٌ ۙ
وَّاتَّبَعُوْا رِضْوَانَ اللّٰهِ ۗ
وَاللّٰهُ ذُوْ فَضْلٍ عَظِيْمٍ ○

১৭৪। তারপর তাহারা আল্লাহ্‌র নিয়ামত ও অনুগ্রহসহ ফিরিয়া আসিয়াছিল, কোন অনিষ্ট তাহাদিগকে স্পর্শ করে নাই এবং আল্লাহ্ যাহাতে রাযী তাহারা তাহারই অনুসরণ করিয়াছিল এবং আল্লাহ্ মহা অনুগ্রহশীল।

١٧٥- اِنَّمَا ذٰلِكُمُ الشَّيْطٰنُ يُخَوِّفُ اَوْلِيَآءَهٗ ۖ
فَلَا تَخَافُوْهُمْ
وَخَافُوْنِ اِنْ كُنْتُمْ مُّؤْمِنِيْنَ ○

১৭৫। ইহারাই শয়তান, তোমাদিগকে তাহার বন্ধুদের ভয় দেখায়; সুতরাং যদি তোমরা মু'মিন হও তবে তোমরা তাহাদিগকে ভয় করিও না, আমাকেই ভয় কর।

١٧٦- وَلَا يَحْزُنْكَ الَّذِيْنَ يُسَارِعُوْنَ
فِى الْكُفْرِ ۚ اِنَّهُمْ لَنْ يَّضُرُّوا اللّٰهَ شَيْـًٔا ۗ
يُرِيْدُ اللّٰهُ اَلَّا يَجْعَلَ لَهُمْ حَظًّا
فِى الْاٰخِرَةِ ۚ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيْمٌ ○

১৭৬। যাহারা কুফরীতে ত্বরিতগতি, তাহাদের আচরণ যেন তোমাকে দুঃখ না দেয়। তাহারা কখনও আল্লাহ্‌র কোন ক্ষতি করিতে পারিবে না। আল্লাহ্ আখিরাতে তাহাদিগকে কোন অংশ দিবার ইচ্ছা করেন না, তাহাদের জন্য মহাশাস্তি রহিয়াছে।

١٧٧- اِنَّ الَّذِيْنَ اشْتَرَوُا الْكُفْرَ بِالْاِيْمَانِ
لَنْ يَّضُرُّوا اللّٰهَ شَيْـًٔا ۚ
وَلَهُمْ عَذَابٌ اَلِيْمٌ ○

১৭৭। যাহারা ঈমানের বিনিময়ে কুফরী ক্রয় করিয়াছে তাহারা কখনও আল্লাহ্‌র কোন ক্ষতি করিতে পারিবে না। তাহাদের জন্য যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি রহিয়াছে।

١٧٨- وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِيْنَ كَفَرُوْٓا اَنَّمَا
نُمْلِىْ لَهُمْ خَيْرٌ لِّاَنْفُسِهِمْ ۗ اِنَّمَا نُمْلِىْ

১৭৮। কাফিরগণ যেন কিছুতেই মনে না করে যে, আমি অবকাশ দেই তাহাদের মঙ্গলের জন্য; আমি অবকাশ দিয়া থাকি যাহাতে

২৫০। অর্থাৎ কুরায়শ আবার মদীনা আক্রমণের জন্য বড় রকমের প্রস্তুতি গ্রহণ করিতেছে, কিন্তু পরবর্তী বৎসর তাহারা কথামত আগমন করিতে সাহস করে নাই।

Contents

لَهُمْ لِيَزْدَادُوْٓا اِثْمًا ۚ وَلَهُمْ عَذَابٌ مُّهِيْنٌ ۝

তাহাদের পাপ বৃদ্ধি পায় এবং তাহাদের জন্য লাঞ্ছনাদায়ক শাস্তি রহিয়াছে।

١٧٩- مَا كَانَ اللّٰهُ لِيَذَرَ الْمُؤْمِنِيْنَ عَلٰى مَآ اَنْتُمْ عَلَيْهِ حَتّٰى يَمِيْزَ الْخَبِيْثَ مِنَ الطَّيِّبِ ۗ وَمَا كَانَ اللّٰهُ لِيُطْلِعَكُمْ عَلَى الْغَيْبِ وَلٰكِنَّ اللّٰهَ يَجْتَبِيْ مِنْ رُّسُلِهٖ مَنْ يَّشَآءُ ۖ فَاٰمِنُوْا بِاللّٰهِ وَرُسُلِهٖ ۚ وَاِنْ تُؤْمِنُوْا وَتَتَّقُوْا فَلَكُمْ اَجْرٌ عَظِيْمٌ ۝

১৭৯। অসৎকে সৎ হইতে পৃথক না করা পর্যন্ত তোমরা যে অবস্থায় রহিয়াছ আল্লাহ্ মু'মিনগণকে সেই অবস্থায় ছাড়িয়া দিতে পারেন না। অদৃশ্য সম্পর্কে তোমাদিগকে আল্লাহ্ অবহিত করিবার নহেন; তবে আল্লাহ্ তাঁহার রাসূলগণের মধ্যে যাহাকে ইচ্ছা মনোনীত করেন। সুতরাং তোমরা আল্লাহ্ ও তাঁহার রাসূলগণের উপর ঈমান আন। তোমরা ঈমান আনিলে ও তাক্ওয়া অবলম্বন করিয়া চলিলে তোমাদের জন্য মহাপুরস্কার রহিয়াছে।

١٨٠- وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِيْنَ يَبْخَلُوْنَ بِمَآ اٰتٰىهُمُ اللّٰهُ مِنْ فَضْلِهٖ هُوَ خَيْرًا لَّهُمْ ۗ بَلْ هُوَ شَرٌّ لَّهُمْ ۗ سَيُطَوَّقُوْنَ مَا بَخِلُوْا بِهٖ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ ۗ وَلِلّٰهِ مِيْرَاثُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ ۗ وَاللّٰهُ بِمَا تَعْمَلُوْنَ خَبِيْرٌ ۝ ع

১৮০। আর আল্লাহ্ নিজ অনুগ্রহে যাহা তোমাদিগকে দিয়াছেন তাহাতে যাহারা কৃপণতা করে তাহাদের জন্য উহা মঙ্গল, ইহা যেন তাহারা কিছুতেই মনে না করে। না, ইহা তাহাদের জন্য অমঙ্গল। যাহাতে তাহারা কৃপণতা করিবে কিয়ামতের দিন উহাই তাহাদের গলায় বেড়ি হইবে।[২৫১] আস্মান ও যমীনের স্বত্বাধিকার একমাত্র আল্লাহ্রই। তোমরা যাহা কর আল্লাহ্ তাহা বিশেষভাবে অবহিত।

[১৯]

١٨١- لَقَدْ سَمِعَ اللّٰهُ قَوْلَ الَّذِيْنَ قَالُوْٓا اِنَّ اللّٰهَ فَقِيْرٌ وَّنَحْنُ اَغْنِيَآءُ ۘ سَنَكْتُبُ مَا قَالُوْا وَقَتْلَهُمُ الْاَنْۢبِيَآءَ بِغَيْرِ حَقٍّ ۙ وَّنَقُوْلُ ذُوْقُوْا عَذَابَ الْحَرِيْقِ ۝

১৮১। যাহারা বলে, 'আল্লাহ্ অবশ্যই অভাবগ্রস্ত[২৫২] আর আমরা অভাবমুক্ত', তাহাদের কথা আল্লাহ্ শুনিয়াছেন। তাহারা যাহা বলিয়াছে তাহা এবং নবীদিগকে অন্যায়ভাবে হত্যা করার বিষয় আমি লিখিয়া রাখিব এবং বলিব, 'তোমরা দহন যন্ত্রণা ভোগ কর।'

২৫১। হাদীছে আছে, যে ব্যক্তি মালের যাকাত দেয় না কিয়ামতে তাহার মাল বিষধর সর্পে পরিণত হইয়া তাহার গলায় ঝুলিবে, তাহার উভয় অধর প্রান্তে দংশন করিবে ও বলিবে, 'আমিই তোমার ধন' (বুখারী)।

২৫২। 'কে আল্লাহ্কে উত্তম ঋণ দিবে?' (২ ঃ ২৪৫), এই আয়াত অবতীর্ণ হওয়ায় ইয়াহূদীরা ঠাট্টা করিয়া বলিয়াছিল, 'তোমাদের আল্লাহ্ অভাবগ্রস্ত, তাইতো তিনি ঋণ চাহেন', ইহার জবাবে আয়াতটি অবতীর্ণ হয়।

১৮২। ইহা তোমাদের কৃতকর্মের ফল[২৫৩] এবং উহা এই কারণে যে, আল্লাহ্ বান্দাদের প্রতি যালিম নহেন।

١٨٢- ذٰلِكَ بِمَا قَدَّمَتْ اَيْدِيْكُمْ وَاَنَّ اللّٰهَ لَيْسَ بِظَلَّامٍ لِّلْعَبِيْدِ ۝

১৮৩। যাহারা বলে, 'আল্লাহ্ আমাদিগকে আদেশ দিয়াছেন যে, আমরা যেন কোন রাসূলের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন না করি যতক্ষণ পর্যন্ত সে আমাদের নিকট এমন কুরবানী উপস্থিত না করিবে যাহা অগ্নি গ্রাস করিবে;[২৫৪] তাহাদিগকে বল, 'আমার পূর্বে অনেক রাসূল স্পষ্ট নিদর্শনসহ এবং তোমরা যাহা বলিতেছ তাহাসহ তোমাদের নিকট আসিয়াছিল, যদি তোমরা সত্যবাদী হও তবে কেন তাহাদিগকে হত্যা করিয়াছিলে?'

١٨٣- اَلَّذِيْنَ قَالُوْٓا اِنَّ اللّٰهَ عَهِدَ اِلَيْنَآ اَلَّا نُؤْمِنَ لِرَسُوْلٍ حَتّٰى يَاْتِيَنَا بِقُرْبَانٍ تَاْكُلُهُ النَّارُ ؕ قُلْ قَدْ جَآءَكُمْ رُسُلٌ مِّنْ قَبْلِىْ بِالْبَيِّنٰتِ وَبِالَّذِىْ قُلْتُمْ فَلِمَ قَتَلْتُمُوْهُمْ اِنْ كُنْتُمْ صٰدِقِيْنَ ۝

১৮৪। তাহারা যদি তোমাকে অস্বীকার করে, তোমার পূর্বে যে সকল রাসূল স্পষ্ট নিদর্শন, আসমানী সহীফা এবং দীপ্তিমান কিতাবসহ আসিয়াছিল তাহাদিগকেও তো অস্বীকার করা হইয়াছিল।

١٨٤- فَاِنْ كَذَّبُوْكَ فَقَدْ كُذِّبَ رُسُلٌ مِّنْ قَبْلِكَ جَآءُوْ بِالْبَيِّنٰتِ وَالزُّبُرِ وَالْكِتٰبِ الْمُنِيْرِ ۝

১৮৫। জীবমাত্রই মৃত্যুর স্বাদ গ্রহণ করিবে। কিয়ামতের দিন তোমাদিগকে তোমাদের কর্মফল পূর্ণ মাত্রায় দেওয়া হইবে। যাহাকে অগ্নি হইতে দূরে রাখা হইবে এবং জান্নাতে দাখিল করা হইবে সে-ই সফলকাম এবং পার্থিব জীবন ছলনাময় ভোগ ব্যতীত কিছুই নয়।

١٨٥- كُلُّ نَفْسٍ ذَآئِقَةُ الْمَوْتِ ؕ وَاِنَّمَا تُوَفَّوْنَ اُجُوْرَكُمْ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ ؕ فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَاُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ ؕ وَمَا الْحَيٰوةُ الدُّنْيَآ اِلَّا مَتَاعُ الْغُرُوْرِ ۝

১৮৬। তোমাদিগকে নিশ্চয় তোমাদের ধনৈশ্বর্য ও জীবন সম্বন্ধে পরীক্ষা করা হইবে। তোমাদের পূর্বে যাহাদিগকে কিতাব দেওয়া হইয়াছিল তাহাদের এবং মুশরিকদের

١٨٦- لَتُبْلَوُنَّ فِىْٓ اَمْوَالِكُمْ وَاَنْفُسِكُمْ ۗ وَلَتَسْمَعُنَّ مِنَ الَّذِيْنَ اُوْتُوا الْكِتٰبَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَمِنَ الَّذِيْنَ اَشْرَكُوْٓا

২৫৩। مَا قَدَّمَتْ اَيْدِيْكُمْ 'যাহা তোমাদের হস্ত পূর্বে পাঠাইয়াছে'; অর্থাৎ তোমাদের কৃতকর্মের ফল।
২৫৪। প্রাচীন কালে কোন কোন নবী এই ধরনের মু'জিযা দেখাইয়াছিলেন বলিয়া বাইবেলে উল্লেখ আছে। আদম (আঃ)-এর পুত্র হাবীলের কুরবানী (৫ ঃ ২৭) কবূল হওয়া সম্পর্কেও এইরূপ রিওয়ায়াত করা হইয়াছে।

Contents

أَذًى كَثِيرًا ۚ وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ ذَٰلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ ○

নিকট হইতে তোমরা অনেক কষ্টদায়ক কথা শুনিবে। যদি তোমরা ধৈর্য ধারণ কর এবং তাক্ওয়া অবলম্বন কর তবে নিশ্চয়ই উহা হইবে দৃঢ় সংকল্পের কাজ।

١٨٧- وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ لَتُبَيِّنُنَّهُ لِلنَّاسِ وَلَا تَكْتُمُونَهُ فَنَبَذُوهُ وَرَاءَ ظُهُورِهِمْ وَاشْتَرَوْا بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا ۖ فَبِئْسَ مَا يَشْتَرُونَ ○

১৮৭। স্মরণ কর, যাহাদিগকে কিতাব দেওয়া হইয়াছিল আল্লাহ্ তাহাদের প্রতিশ্রুতি লইয়াছিলেন ঃ 'তোমরা উহা[২৫৫] মানুষের নিকট স্পষ্টভাবে প্রকাশ করিবে এবং উহা গোপন করিবে না।' ইহার পরও তাহারা উহা অগ্রাহ্য[২৫৬] করে ও তুচ্ছ মূল্যে বিক্রয় করে; সুতরাং তাহারা যাহা ক্রয় করে তাহা কত নিকৃষ্ট!

١٨٨- لَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَفْرَحُونَ بِمَا أَتَوا وَّيُحِبُّونَ أَن يُحْمَدُوا بِمَا لَمْ يَفْعَلُوا فَلَا تَحْسَبَنَّهُم بِمَفَازَةٍ مِّنَ الْعَذَابِ ۖ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ○

১৮৮। যাহারা নিজেরা যাহা করিয়াছে তাহাতে আনন্দ প্রকাশ করে এবং যাহা নিজেরা করে নাই এমন কার্যের জন্য প্রশংসিত হইতে ভালবাসে, তাহারা শাস্তি হইতে মুক্তি পাইবে—এইরূপ তুমি কখনও মনে করিও না। তাহাদের জন্য মর্মন্তুদ শাস্তি রহিয়াছে।

١٨٩- وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ ۗ وَاللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ۝١٨٩ ع

১৮৯। আস্মান ও যমীনের সার্বভৌম ক্ষমতা একমাত্র আল্লাহ্রই; আল্লাহ্ সর্ববিষয়ে সর্বশক্তিমান।

[২০]

١٩٠- إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ لَآيَاتٍ لِّأُولِي الْأَلْبَابِ ۝١٩٠

১৯০। আকাশমণ্ডল ও পৃথিবীর সৃষ্টিতে, দিবস ও রাত্রির পরিবর্তনে নিদর্শনাবলী রহিয়াছে বোধশক্তি সম্পন্ন লোকের জন্য,

١٩١- الَّذِينَ يَذْكُرُونَ اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَىٰ جُنُوبِهِمْ وَيَتَفَكَّرُونَ

১৯১। যাহারা দাঁড়াইয়া, বসিয়া ও শুইয়া আল্লাহ্র স্মরণ করে এবং আকাশমণ্ডল ও পৃথিবীর সৃষ্টি সম্বন্ধে চিন্তা করে ও

২৫৫। 'উহা' অর্থাৎ কিতাব।

২৫৬। نَبَذُ وَرَاءَ ظُهُورِهِمْ-এর শাব্দিক অর্থ 'পৃষ্ঠের পিছনে নিক্ষেপ করা।' ইহা আরবী বাগধারায় 'অগ্রাহ্য করা' অর্থে ব্যবহৃত হয়।

فِيْ خَلْقِ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ ۚ رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ هٰذَا بَاطِلًا ۚ سُبْحٰنَكَ فَقِنَا عَذَابَ النَّارِ ○

বলে[২৫৭], 'হে আমাদের প্রতিপালক! তুমি ইহা নিরর্থক সৃষ্টি কর নাই, তুমি পবিত্র, তুমি আমাদিগকে অগ্নিশাস্তি হইতে রক্ষা কর।

١٩٢- رَبَّنَآ اِنَّكَ مَنْ تُدْخِلِ النَّارَ فَقَدْ اَخْزَيْتَهٗ ۭ وَمَا لِلظّٰلِمِيْنَ مِنْ اَنْصَارٍ ○

১৯২। 'হে আমাদের প্রতিপালক! কাহাকেও তুমি অগ্নিতে নিক্ষেপ করিলে তাহাকে তো তুমি নিশ্চয় হেয় করিলে এবং যালিমদের কোন সাহায্যকারী নাই;

١٩٣- رَبَّنَآ اِنَّنَا سَمِعْنَا مُنَادِيًا يُّنَادِيْ لِلْاِيْمَانِ اَنْ اٰمِنُوْا بِرَبِّكُمْ فَاٰمَنَّا ۖ رَبَّنَا فَاغْفِرْ لَنَا ذُنُوْبَنَا وَكَفِّرْ عَنَّا سَيِّاٰتِنَا وَتَوَفَّنَا مَعَ الْاَبْرَارِ ○

১৯৩। 'হে আমাদের প্রতিপালক! আমরা এক আহ্বায়ককে ঈমানের দিকে আহ্বান করিতে শুনিয়াছি, 'তোমরা তোমাদের প্রতিপালকের প্রতি ঈমান আন।' সুতরাং আমরা ঈমান আনিয়াছি। হে আমাদের প্রতিপালক! তুমি আমাদের পাপ ক্ষমা কর, আমাদের মন্দ কার্যগুলি দূরীভূত কর এবং আমাদিগকে সৎকর্মপরায়ণদের সহগামী করিয়া মৃত্যু দিও।

١٩٤- رَبَّنَا وَاٰتِنَا مَا وَعَدْتَّنَا عَلٰى رُسُلِكَ وَلَا تُخْزِنَا يَوْمَ الْقِيٰمَةِ ۭ اِنَّكَ لَا تُخْلِفُ الْمِيْعَادَ ○

১৯৪। 'হে আমাদের প্রতিপালক! তোমার রাসূলগণের মাধ্যমে আমাদিগকে যাহা দিতে প্রতিশ্রুতি দিয়াছ তাহা আমাদিগকে দাও এবং কিয়ামতের দিন আমাদিগকে হেয় করিও না। নিশ্চয়ই তুমি প্রতিশ্রুতির ব্যতিক্রম কর না।'

١٩٥- فَاسْتَجَابَ لَهُمْ رَبُّهُمْ اَنِّيْ لَآ اُضِيْعُ عَمَلَ عَامِلٍ مِّنْكُمْ مِّنْ ذَكَرٍ اَوْ اُنْثٰى ۚ بَعْضُكُمْ مِّنْۢ بَعْضٍ ۚ فَالَّذِيْنَ هَاجَرُوْا وَاُخْرِجُوْا مِنْ دِيَارِهِمْ وَاُوْذُوْا فِيْ سَبِيْلِيْ وَقٰتَلُوْا وَقُتِلُوْا لَاُكَفِّرَنَّ عَنْهُمْ سَيِّاٰتِهِمْ وَلَاُدْخِلَنَّهُمْ

১৯৫। অতঃপর তাহাদের প্রতিপালক তাহাদের ডাকে সাড়া দিয়া বলেন, 'আমি তোমাদের মধ্যে কর্মে নিষ্ঠ কোন নর অথবা নারীর কর্ম বিফল করি না; তোমরা একে অপরের অংশ। সুতরাং যাহারা হিজরত করিয়াছে, নিজ গৃহ হইতে উৎখাত হইয়াছে, আমার পথে নির্যাতিত হইয়াছে এবং যুদ্ধ করিয়াছে ও নিহত হইয়াছে আমি তাহাদের পাপ কার্যগুলি অবশ্যই দূরীভূত করিব এবং অবশ্যই

২৫৭। ইহা আরবীতে উহ্য রহিয়াছে।

Contents

جَنّٰتٍ تَجْرِيْ مِنْ تَحْتِهَا الْاَنْهٰرُ ۚ ثَوَابًا مِّنْ عِنْدِ اللّٰهِ ؕ وَاللّٰهُ عِنْدَهٗ حُسْنُ الثَّوَابِ ۝

তাহাদিগকে দাখিল করিব জান্নাতে, যাহার পাদদেশে নদী প্রবাহিত। ইহা আল্লাহ্‌র নিকট হইতে পুরস্কার; উত্তম পুরস্কার আল্লাহ্‌রই নিকট।

١٩٦- لَا يَغُرَّنَّكَ تَقَلُّبُ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا فِي الْبِلَادِ ۝

১৯৬। যাহারা কুফরী করিয়াছে, দেশে দেশে তাহাদের অবাধ বিচরণ যেন কিছুতেই তোমাকে বিভ্রান্ত না করে।

١٩٧- مَتَاعٌ قَلِيْلٌ ۟ ثُمَّ مَاْوٰىهُمْ جَهَنَّمُ ؕ وَبِئْسَ الْمِهَادُ ۝

১৯৭। ইহা স্বল্পকালীন ভোগ মাত্র; অতঃপর জাহান্নাম তাহাদের আবাস; আর উহা কত নিকৃষ্ট ঠিকানা।

١٩٨- لٰكِنِ الَّذِيْنَ اتَّقَوْا رَبَّهُمْ لَهُمْ جَنّٰتٌ تَجْرِيْ مِنْ تَحْتِهَا الْاَنْهٰرُ خٰلِدِيْنَ فِيْهَا نُزُلًا مِّنْ عِنْدِ اللّٰهِ ؕ وَمَا عِنْدَ اللّٰهِ خَيْرٌ لِّلْاَبْرَارِ ۝

১৯৮। কিন্তু যাহারা তাহাদের প্রতিপালককে ভয় করে তাহাদের জন্য রহিয়াছে জান্নাত, যাহার পাদদেশে নদী প্রবাহিত, সেখানে তাহারা স্থায়ী হইবে। ইহা আল্লাহ্‌র পক্ষ হইতে আতিথ্য; আল্লাহ্‌র নিকট যাহা আছে তাহা সৎকর্মপরায়ণদের জন্য শ্রেয়।

١٩٩- وَاِنَّ مِنْ اَهْلِ الْكِتٰبِ لَمَنْ يُّؤْمِنُ بِاللّٰهِ وَمَآ اُنْزِلَ اِلَيْكُمْ وَمَآ اُنْزِلَ اِلَيْهِمْ خٰشِعِيْنَ لِلّٰهِ ۙ لَا يَشْتَرُوْنَ بِاٰيٰتِ اللّٰهِ ثَمَنًا قَلِيْلًا ؕ اُولٰٓئِكَ لَهُمْ اَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ ؕ اِنَّ اللّٰهَ سَرِيْعُ الْحِسَابِ ۝

১৯৯। কিতাবীদের মধ্যে এমন লোক আছে যাহারা আল্লাহ্‌র প্রতি বিনয়াবনত হইয়া তাঁহার প্রতি এবং তিনি যাহা তোমাদের ও তাহাদের প্রতি অবতীর্ণ করিয়াছেন তাহাতে অবশ্যই ঈমান আনে এবং আল্লাহ্‌র আয়াত তুচ্ছ মূল্যে বিক্রয় করে না। ইহারাই তাহারা যাহাদের জন্য আল্লাহ্‌র নিকট পুরস্কার রহিয়াছে। নিশ্চয়ই আল্লাহ্ দ্রুত হিসাব গ্রহণকারী।

٢٠٠- يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوا اصْبِرُوْا وَصَابِرُوْا وَرَابِطُوْا ۟ وَاتَّقُوا اللّٰهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُوْنَ ۝

২০০। হে ঈমানদারগণ! তোমরা ধৈর্য ধারণ কর, ধৈর্যে প্রতিযোগিতা কর এবং সদা যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত থাক, আল্লাহ্‌কে ভয় কর যাহাতে তোমরা সফলকাম হইতে পার।

৪-সূরা নিসা

১৭৬ আয়াত, ২৪ রুকূ', মাদানী

।। দয়াময়, পরম দয়ালু আল্লাহ্‌র নামে ।।

١- يَاَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوْا رَبَّكُمُ الَّذِىْ خَلَقَكُمْ مِّنْ نَّفْسٍ وَّاحِدَةٍ وَّخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيْرًا وَّنِسَاۤءً ۚ وَاتَّقُوا اللّٰهَ الَّذِىْ تَسَاۤءَلُوْنَ بِهٖ وَالْاَرْحَامَ ۗ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيْبًا ○
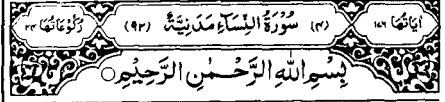
১। হে মানব! তোমরা তোমাদের প্রতি-পালককে ভয় কর যিনি তোমাদিগকে এক ব্যক্তি হইতেই সৃষ্টি করিয়াছেন ও যিনি তাহা হইতে তাহার স্ত্রী সৃষ্টি করেন, যিনি তাহাদের দুইজন হইতে বহু নর-নারী ছড়াইয়া দেন; এবং আল্লাহ্‌কে ভয় কর যাঁহার নামে তোমরা একে অপরের নিকট যাচ্ঞা কর, এবং সতর্ক থাক জ্ঞাতি-বন্ধন[২৫৮] সম্পর্কে। নিশ্চয়ই আল্লাহ্ তোমাদের উপর তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখেন।

٢- وَاٰتُوا الْيَتٰمٰۤى اَمْوَالَهُمْ وَلَا تَتَبَدَّلُوا الْخَبِيْثَ بِالطَّيِّبِ ۪ وَلَا تَاْكُلُوْۤا اَمْوَالَهُمْ اِلٰۤى اَمْوَالِكُمْ ۗ اِنَّهٗ كَانَ حُوْبًا كَبِيْرًا ○

২। ইয়াতীমদিগকে তাহাদের ধন-সম্পদ সমর্পণ করিবে এবং ভালর সহিত মন্দ বদল করিবে না।[২৫৯] তোমাদের সম্পদের সহিত তাহাদের সম্পদ মিশাইয়া গ্রাস করিও না; নিশ্চয়ই ইহা মহাপাপ।

٣- وَاِنْ خِفْتُمْ اَلَّا تُقْسِطُوْا فِى الْيَتٰمٰى فَانْكِحُوْا مَا طَابَ لَكُمْ مِّنَ النِّسَاۤءِ مَثْنٰى وَثُلٰثَ وَرُبٰعَ ۚ فَاِنْ خِفْتُمْ اَلَّا تَعْدِلُوْا فَوَاحِدَةً اَوْ مَا مَلَكَتْ اَيْمَانُكُمْ ۗ ذٰلِكَ اَدْنٰۤى اَلَّا تَعُوْلُوْا ○

৩। তোমরা যদি আশংকা কর যে, ইয়াতীম মেয়েদের প্রতি সুবিচার করিতে পারিবে না, তবে বিবাহ করিবে নারীদের[২৬০] মধ্যে যাহাকে তোমাদের ভাল লাগে, দুই, তিন অথবা চার[২৬১]; আর যদি আশংকা কর যে, সুবিচার করিতে পারিবে না তবে একজনকে অথবা তোমাদের অধিকারভুক্ত দাসীকে।[২৬২] ইহাতে পক্ষপাতিত্ব না করার অধিকতর সম্ভাবনা।

২৫৮। জ্ঞাতির হক আদায় ও সম্পর্ক অটুট রাখার ব্যাপারে সতর্ক থাক।

২৫৯। ইয়াতীমের ভাল মাল তোমার মন্দ মালের বিনিময়ে গ্রহণ করিও না।

২৬০। এ স্থলে 'নারী' অর্থ স্বাধীনা নারী, কারণ ইহার পরই দাসীর উল্লেখ রহিয়াছে।

২৬১। অন্ধকার যুগে ইয়াতীম মেয়েদের বিবাহ ও মাহ্‌র ইত্যাদির ব্যাপারে ওয়ালী (যেমন চাচাত ভাই) অবিচার করিত। ইয়াতীমের সম্পর্কে ইনসাফের জোর তাকীদ নাযিল হওয়ায় সাহাবায়ে কিরাম ইয়াতীমের ব্যাপারে বিব্রত বোধ করিলে এই আয়াতে বলা হইল যে, ইয়াতীম মেয়ের ব্যাপারে ইনসাফ করিতে পারিবে না— এই আশংকা থাকিলে, ইনসাফের ভিত্তিতে অন্য মেয়েদেরকে অনূর্ধ্ব চার পর্যন্ত বিবাহ করিতে পার।

২৬২। দাসী অর্থে ক্রীতদাসী অথবা যুদ্ধ-বন্দিনী উভয়কেই বুঝায়।

٤-وَ اٰتُوا النِّسَآءَ صَدُقٰتِهِنَّ نِحْلَةً ؕ فَاِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَیْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا فَكُلُوْهُ هَنِیْٓـًٔا مَّرِیْٓـًٔا ○

৪। আর তোমরা নারীদিগকে তাহাদের মাহ্‌র স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া প্রদান করিবে; সন্তুষ্ট চিত্তে তাহারা মাহরের কিয়দংশ ছাড়িয়া দিলে তোমরা তাহা স্বচ্ছন্দে ভোগ করিবে।

٥-وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَآءَ اَمْوَالَكُمُ الَّتِیْ جَعَلَ اللّٰهُ لَكُمْ قِیٰمًا وَّارْزُقُوْهُمْ فِیْهَا وَاكْسُوْهُمْ وَقُوْلُوْا لَهُمْ قَوْلًا مَّعْرُوْفًا ○

৫। তোমাদের সম্পদ, যাহা আল্লাহ্ তোমাদের জন্য উপজীবিকা করিয়াছেন, তাহা নির্বোধ মালিকগণের হাতে অর্পণ করিও না; উহা হইতে তাহাদের গ্রাসাচ্ছাদনের ব্যবস্থা করিবে এবং তাহাদের সহিত সদালাপ করিবে।

٦-وَابْتَلُوا الْیَتٰمٰی حَتّٰۤی اِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ ۚ فَاِنْ اٰنَسْتُمْ مِّنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوْۤا اِلَیْهِمْ اَمْوَالَهُمْ ۚ وَلَا تَاْكُلُوْهَاۤ اِسْرَافًا وَّبِدَارًا اَنْ یَّكْبَرُوْا ؕ وَمَنْ كَانَ غَنِیًّا فَلْیَسْتَعْفِفْ ۚ وَمَنْ كَانَ فَقِیْرًا فَلْیَاْكُلْ بِالْمَعْرُوْفِ ؕ فَاِذَا دَفَعْتُمْ اِلَیْهِمْ اَمْوَالَهُمْ فَاَشْهِدُوْا عَلَیْهِمْ ؕ وَكَفٰی بِاللّٰهِ حَسِیْبًا ○

৬। ইয়াতীমদিগকে যাচাই করিবে যে পর্যন্ত না তাহারা বিবাহযোগ্য হয়; এবং তাহাদের মধ্যে ভাল-মন্দ বিচারের জ্ঞান দেখিলে তাহাদের সম্পদ তাহাদিগকে ফিরাইয়া দিবে। তাহারা বড় হইয়া যাইবে বলিয়া অপচয় করিয়া তাড়াতাড়ি খাইয়া ফেলিও না। যে অভাবমুক্ত সে যেন নিবৃত্ত থাকে এবং যে বিত্তহীন সে যেন সংগত পরিমাণে ভোগ করে। তোমরা যখন তাহাদিগকে তাহাদের সম্পদ সমর্পণ করিবে তখন সাক্ষী রাখিও। হিসাব গ্রহণে আল্লাহ্‌ই যথেষ্ট।

٧-لِلرِّجَالِ نَصِیْبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدٰنِ وَالْاَقْرَبُوْنَ ۪ وَلِلنِّسَآءِ نَصِیْبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدٰنِ وَالْاَقْرَبُوْنَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ اَوْ كَثُرَ ؕ نَصِیْبًا مَّفْرُوْضًا ○

৭। পিতা-মাতা এবং আত্মীয়-স্বজনের পরিত্যক্ত সম্পত্তিতে পুরুষের অংশ আছে এবং পিতা-মাতা ও আত্মীয়-স্বজনের পরিত্যক্ত সম্পত্তিতে নারীরও অংশ আছে, উহা অল্পই হউক অথবা বেশীই হউক, এক নির্ধারিত অংশ।

٨-وَاِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ اُولُوا الْقُرْبٰی وَالْیَتٰمٰی وَالْمَسٰكِیْنُ فَارْزُقُوْهُمْ مِّنْهُ وَقُوْلُوْا لَهُمْ قَوْلًا مَّعْرُوْفًا ○

৮। সম্পত্তি বণ্টনকালে আত্মীয়[২৬৩], ইয়াতীম এবং অভাবগ্রস্ত লোক উপস্থিত থাকিলে তাহাদিগকে উহা হইতে কিছু দিবে এবং তাহাদের সহিত সদালাপ করিবে।

২৬৩। যাহারা উত্তরাধিকারী নয় এমন আত্মীয়।

٩- وَلْيَخْشَ الَّذِيْنَ لَوْ تَرَكُوْا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعٰفًا خَافُوْا عَلَيْهِمْ ۖ فَلْيَتَّقُوا اللّٰهَ وَلْيَقُوْلُوْا قَوْلًا سَدِيْدًا ○

৯। তাহারা যেন ভয় করে যে, অসহায় সন্তান পিছনে ছাড়িয়া গেলে তাহারাও তাহাদের সম্বন্ধে উদ্বিগ্ন হইত।[২৬৪] সুতরাং তাহারা যেন আল্লাহ্‌কে ভয় করে এবং সংগত কথা বলে।

١٠- اِنَّ الَّذِيْنَ يَاْكُلُوْنَ اَمْوَالَ الْيَتٰمٰى ظُلْمًا اِنَّمَا يَاْكُلُوْنَ فِيْ بُطُوْنِهِمْ نَارًا ۗ وَسَيَصْلَوْنَ سَعِيْرًا ○ ع

১০। যাহারা ইয়াতীমদের সম্পদ অন্যায়ভাবে গ্রাস করে তাহারা তো তাহাদের উদরে অগ্নি ভক্ষণ করে; তাহারা অচিরেই জ্বলন্ত আগুনে জ্বলিবে।

[২]

١١- يُوْصِيْكُمُ اللّٰهُ فِيْۤ اَوْلَادِكُمْ ۚ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْاُنْثَيَيْنِ ۚ فَاِنْ كُنَّ نِسَآءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ ۚ وَاِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ ۗ وَلِاَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ اِنْ كَانَ لَهٗ وَلَدٌ ۚ فَاِنْ لَّمْ يَكُنْ لَّهٗ وَلَدٌ وَّ وَرِثَهٗۤ اَبَوٰهُ فَلِاُمِّهِ الثُّلُثُ ۚ فَاِنْ كَانَ لَهٗۤ اِخْوَةٌ فَلِاُمِّهِ السُّدُسُ مِنْۢ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُّوْصِيْ بِهَاۤ اَوْ دَيْنٍ ۗ اٰبَآؤُكُمْ وَاَبْنَآؤُكُمْ لَا تَدْرُوْنَ اَيُّهُمْ اَقْرَبُ لَكُمْ نَفْعًا ۗ فَرِيْضَةً مِّنَ اللّٰهِ ۗ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ عَلِيْمًا حَكِيْمًا ○

১১। আল্লাহ্‌ তোমাদের সন্তান সম্বন্ধে নির্দেশ দিতেছেন ঃ এক পুত্রের[২৬৫] অংশ দুই কন্যার অংশের সমান; কিন্তু কেবল কন্যা দুই-এর অধিক থাকিলে তাহাদের জন্য পরিত্যক্ত সম্পত্তির দুই-তৃতীয়াংশ, আর মাত্র এক কন্যা থাকিলে তাহার জন্য অর্ধাংশ। তাহার সন্তান থাকিলে তাহার পিতা-মাতা প্রত্যেকের জন্য পরিত্যক্ত সম্পত্তির এক-ষষ্ঠাংশ; সে নিঃসন্তান হইলে এবং পিতা-মাতাই উত্তরাধিকারী হইলে তাহার মাতার জন্য এক-তৃতীয়াংশ; তাহার ভাই-বোন থাকিলে মাতার জন্য এক-ষষ্ঠাংশ; এ সবই[২৬৬] সে যাহা ওসিয়াত[২৬৭] করে তাহা দেওয়ার এবং ঋণ পরিশোধের পর।[২৬৮] তোমাদের পিতা ও সন্তানদের মধ্যে উপকারে কে তোমাদের নিকটতর তাহা তোমরা অবগত নহ। নিশ্চয়ই ইহা আল্লাহ্‌র বিধান; আল্লাহ্‌ সর্বজ্ঞ, প্রজ্ঞাময়।

২৬৪। ইয়াতীমের তত্ত্বাবধায়কদিগকে সতর্ক হইবার নির্দেশ দেওয়া হইতেছিল। প্রসংগক্রমে অন্যদেরও বলা হইতেছে ঃ তোমার মৃত্যুর পর তোমার সন্তান অসহায় অবস্থায় পড়িলে তুমি কেমন উদ্বিগ্ন হইবে, তাহা ভাবিয়া দেখিও।

২৬৫। ذكر و انثى শব্দ দুইটির অর্থ যথাক্রমে 'নর' ও 'নারী' এ স্থলে পুত্র ও কন্যা অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে।

২৬৬। 'এ সবই' কথাটি আরবীতে নাই।

২৬৭। ১২৬ নং টীকা দ্রষ্টব্য।

২৬৮। কাফন-দাফনের খরচ বাদে মৃতের সম্পত্তি হইতে ঋণ থাকিলে তাহা প্রথমে পরিশোধ করিতে হইবে, অতঃপর ওসিয়াত পূর্ণ করা হইবে, কিন্তু ১/৩ অংশ সম্পত্তির অধিক নহে।

١٢- وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ اَزْوَاجُكُمْ اِنْ لَّمْ يَكُنْ لَّهُنَّ وَلَدٌ ۚ فَاِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُّوْصِيْنَ بِهَآ اَوْ دَيْنٍ ؕ وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ اِنْ لَّمْ يَكُنْ لَّكُمْ وَلَدٌ ۚ فَاِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ مِّنْۢ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوْصُوْنَ بِهَآ اَوْ دَيْنٍ ؕ وَاِنْ كَانَ رَجُلٌ يُّوْرَثُ كَلٰلَةً اَوِ امْرَاَةٌ وَّلَهٗٓ اَخٌ اَوْ اُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ ۚ فَاِنْ كَانُوْٓا اَكْثَرَ مِنْ ذٰلِكَ فَهُمْ شُرَكَآءُ فِى الثُّلُثِ مِنْۢ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُّوْصٰى بِهَآ اَوْ دَيْنٍ ۙ غَيْرَ مُضَآرٍّ ۚ وَصِيَّةً مِّنَ اللّٰهِ ؕ وَاللّٰهُ عَلِيْمٌ حَلِيْمٌ ۝

১২। তোমাদের স্ত্রীদের পরিত্যক্ত সম্পত্তির অর্ধাংশ তোমাদের জন্য, যদি তাহাদের কোন সন্তান না থাকে এবং তাহাদের সন্তান থাকিলে তোমাদের জন্য তাহাদের পরিত্যক্ত সম্পত্তির এক-চতুর্থাংশ; ওসিয়াত পালন এবং ঋণ পরিশোধের পর। তোমাদের সন্তান না থাকিলে তাহাদের জন্য তোমাদের পরিত্যক্ত সম্পত্তির এক-চতুর্থাংশ, আর তোমাদের সন্তান থাকিলে তাহাদের জন্য তোমাদের পরিত্যক্ত সম্পত্তির এক-অষ্টমাংশ; তোমরা যাহা ওসিয়াত করিবে তাহা দেওয়ার পর এবং ঋণ পরিশোধের পর। যদি পিতা-মাতা ও সন্তানহীন কোন পুরুষ অথবা নারীর উত্তরাধিকারী থাকে তাহার এক বৈপিত্রেয় ভাই অথবা ভগ্নী,[২৬৯] তবে প্রত্যেকের জন্য এক-ষষ্ঠাংশ। তাহারা ইহার অধিক হইলে সকলে সম অংশীদার হইবে এক-তৃতীয়াংশে; ইহা যাহা ওসিয়াত করা হয় তাহা দেওয়ার এবং ঋণ পরিশোধের পর, যদি কাহারও জন্য ক্ষতিকর না হয়।[২৭০] ইহা আল্লাহ্‌র নির্দেশ, আল্লাহ্ সর্বজ্ঞ, সহনশীল।

١٣- تِلْكَ حُدُوْدُ اللّٰهِ ؕ وَمَنْ يُّطِعِ اللّٰهَ وَرَسُوْلَهٗ يُدْخِلْهُ جَنّٰتٍ تَجْرِىْ مِنْ تَحْتِهَا الْاَنْهٰرُ خٰلِدِيْنَ فِيْهَا ؕ وَذٰلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيْمُ ۝

১৩। এইসব আল্লাহ্‌র নির্ধারিত সীমা। কেহ আল্লাহ্ ও তাঁহার রাসূলের আনুগত্য করিলে আল্লাহ্ তাহাকে দাখিল করিবেন জান্নাতে, যাহার পাদদেশে নদী প্রবাহিত; সেখানে তাহারা স্থায়ী হইবে এবং ইহা মহাসাফল্য।

١٤- وَمَنْ يَّعْصِ اللّٰهَ وَرَسُوْلَهٗ وَيَتَعَدَّ حُدُوْدَهٗ يُدْخِلْهُ نَارًا خَالِدًا فِيْهَا ص

১৪। আর কেহ আল্লাহ্ ও তাঁহার রাসূলের অবাধ্য হইলে এবং তাঁহার নির্ধারিত সীমা লংঘন করিলে তিনি তাহাকে অগ্নিতে নিক্ষেপ করিবেন; সেখানে সে

২৬৯। এখানে ভাই ও বোন অর্থ বৈপিত্রেয় ভাই-বোন।

২৭০। অর্থাৎ ওসিয়াত ক্ষতিকর না হয় এইভাবে যে, সম্পত্তির এক-তৃতীয়াংশের অধিকের ওসিয়াত বা উত্তরাধিকারীদের কাহারও জন্য ওসিয়াত বা ঋণ না থাকা সত্ত্বেও ঋণের ঘোষণা ইত্যাদির মাধ্যমে।

وَلَهٗ عَذَابٌ مُّهِيْنٌ ۝ ع

স্থায়ী হইবে এবং তাহার জন্য লাঞ্ছনা-দায়ক শাস্তি রহিয়াছে।

[৩]

١٥- وَالّٰتِيْ يَاْتِيْنَ الْفَاحِشَةَ مِنْ نِّسَآئِكُمْ فَاسْتَشْهِدُوْا عَلَيْهِنَّ اَرْبَعَةً مِّنْكُمْ ۚ فَاِنْ شَهِدُوْا فَاَمْسِكُوْهُنَّ فِي الْبُيُوْتِ حَتّٰى يَتَوَفّٰهُنَّ الْمَوْتُ اَوْ يَجْعَلَ اللّٰهُ لَهُنَّ سَبِيْلًا ۝

১৫। তোমাদের নারীদের মধ্যে যাহারা ব্যভিচার করে তাহাদের বিরুদ্ধে তোমাদের মধ্য হইতে চারজন সাক্ষী তলব করিবে। যদি তাহারা সাক্ষ্য দেয় তবে তাহাদিগকে গৃহে অবরুদ্ধ করিবে, যে পর্যন্ত না তাহাদের মৃত্যু হয় অথবা আল্লাহ্ তাহাদের জন্য অন্য কোন ব্যবস্থা করেন।[২৭১]

١٦- وَالَّذٰنِ يَاْتِيٰنِهَا مِنْكُمْ فَاٰذُوْهُمَا ۚ فَاِنْ تَابَا وَاَصْلَحَا فَاَعْرِضُوْا عَنْهُمَا ؕ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ تَوَّابًا رَّحِيْمًا ۝

১৬। তোমাদের মধ্যে যে দুইজন ইহাতে[২৭২] লিপ্ত হইবে তাহাদিগকে শাস্তি দিবে। যদি তাহারা তওবা করে এবং নিজদিগকে সংশোধন করিয়া লয় তবে তাহা হইতে নিবৃত্ত থাকিবে। নিশ্চয়ই আল্লাহ্ পরম তওবা কবূলকারী ও পরম দয়ালু।

١٧- اِنَّمَا التَّوْبَةُ عَلَى اللّٰهِ لِلَّذِيْنَ يَعْمَلُوْنَ السُّوْٓءَ بِجَهَالَةٍ ثُمَّ يَتُوْبُوْنَ مِنْ قَرِيْبٍ فَاُولٰٓئِكَ يَتُوْبُ اللّٰهُ عَلَيْهِمْ ؕ وَكَانَ اللّٰهُ عَلِيْمًا حَكِيْمًا ۝

১৭। আল্লাহ্ অবশ্যই সেইসব লোকের তওবা কবূল করিবেন যাহারা ভুলবশত মন্দ কার্য করে এবং সত্বর তওবা করে, ইহারাই তাহারা, যাহাদের তওবা আল্লাহ্ কবূল করেন। আল্লাহ্ সর্বজ্ঞ, প্রজ্ঞাময়।

١٨- وَلَيْسَتِ التَّوْبَةُ لِلَّذِيْنَ يَعْمَلُوْنَ السَّيِّاٰتِ ۚ حَتّٰٓى اِذَا حَضَرَ اَحَدَهُمُ الْمَوْتُ قَالَ اِنِّيْ تُبْتُ الْـٰٔنَ وَلَا الَّذِيْنَ يَمُوْتُوْنَ وَهُمْ كُفَّارٌ ؕ اُولٰٓئِكَ اَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابًا اَلِيْمًا ۝

১৮। তওবা তাহাদের জন্য নহে যাহারা আজীবন[২৭৩] মন্দ কার্য করে, অবশেষে তাহাদের কাহারও মৃত্যু উপস্থিত হইলে সে বলে, 'আমি এখন তওবা করিতেছি' এবং তাহাদের জন্যও নহে, যাহাদের মৃত্যু হয় কাফির অবস্থায়। ইহারাই তাহারা যাহাদের জন্য মর্মন্তুদ শাস্তির ব্যবস্থা করিয়াছি।

২৭১। দ্রঃ ২৪ ঃ ২,৩।
২৭২। এ স্থলে 'ব্যভিচার'।
২৭৩। حتى অর্থ এ স্থলে আজীবন করা হইয়াছে। মৃত্যুর সুস্পষ্ট নিদর্শন প্রকাশিত হইলে তওবা কবূল হয় না।

Contents

১৯। হে ঈমানদারগণ! নারীদিগকে যবরদস্তি উত্তরাধিকার গণ্য করা তোমাদের জন্য বৈধ নহে।[২৭৪] তোমরা তাহাদিগকে যাহা দিয়াছ তাহা হইতে কিছু আত্মসাৎ করার উদ্দেশ্যে তাহাদিগকে অবরুদ্ধ করিয়া রাখিও না, যদি না তাহারা স্পষ্ট ব্যভিচার করে। তাহাদের সহিত সৎভাবে জীবন যাপন করিবে; তোমরা যদি তাহাদিগকে অপসন্দ কর তবে এমন হইতে পারে যে, আল্লাহ্ যাহাতে প্রভূত কল্যাণ রাখিয়াছেন তোমরা তাহাকেই অপসন্দ করিতেছ।

١٩- يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا يَحِلُّ لَكُمْ اَنْ تَرِثُوا النِّسَآءَ كَرْهًا ۚ وَلَا تَعْضُلُوْهُنَّ لِتَذْهَبُوْا بِبَعْضِ مَآ اٰتَيْتُمُوْهُنَّ اِلَّآ اَنْ يَّاْتِيْنَ بِفَاحِشَةٍ مُّبَيِّنَةٍ ۚ وَعَاشِرُوْهُنَّ بِالْمَعْرُوْفِ ۚ فَاِنْ كَرِهْتُمُوْهُنَّ فَعَسٰٓى اَنْ تَكْرَهُوْا شَيْئًا وَّيَجْعَلَ اللّٰهُ فِيْهِ خَيْرًا كَثِيْرًا ○

২০। তোমরা যদি এক স্ত্রীর স্থলে অন্য স্ত্রী গ্রহণ করা স্থির কর এবং তাহাদের একজনকে অগাধ অর্থও দিয়া থাক, তবুও উহা হইতে কিছুই প্রতিগ্রহণ করিও না।[২৭৫] তোমরা কি মিথ্যা অপবাদ এবং প্রকাশ্য পাপাচরণ দ্বারা উহা গ্রহণ করিবে?

٢٠- وَاِنْ اَرَدْتُّمُ اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَّكَانَ زَوْجٍ ۙ وَّاٰتَيْتُمْ اِحْدٰىهُنَّ قِنْطَارًا فَلَا تَاْخُذُوْا مِنْهُ شَيْئًا ؕ اَتَاْخُذُوْنَهٗ بُهْتَانًا وَّاِثْمًا مُّبِيْنًا ○

২১। আর কিরূপে তোমরা উহা গ্রহণ করিবে, যখন তোমরা একে অপরের সহিত সংগত হইয়াছ এবং তাহারা তোমাদের নিকট হইতে দৃঢ় প্রতিশ্রুতি লইয়াছে?

٢١- وَكَيْفَ تَاْخُذُوْنَهٗ وَقَدْ اَفْضٰى بَعْضُكُمْ اِلٰى بَعْضٍ وَّاَخَذْنَ مِنْكُمْ مِّيْثَاقًا غَلِيْظًا ○

২২। নারীদের মধ্যে তোমাদের পিতৃপুরুষ যাহাদিগকে বিবাহ করিয়াছে, তোমরা তাহাদিগকে বিবাহ করিও না; পূর্বে যাহা হইয়াছে নিশ্চয়ই ইহা অশ্লীল, অতিশয় ঘৃণ্য ও নিকৃষ্ট আচরণ।

٢٢- وَلَا تَنْكِحُوْا مَا نَكَحَ اٰبَآؤُكُمْ مِّنَ النِّسَآءِ اِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ ؕ اِنَّهٗ كَانَ فَاحِشَةً وَّمَقْتًا ؕ وَسَآءَ سَبِيْلًا ○ ع

২৭৪। জাহিলী যুগে আরবদেশে ওয়ারিছরা পরিত্যক্ত সম্পত্তির ন্যায় মৃত ব্যক্তির স্ত্রীকে যবরদস্তি অধিকার করিয়া লইত। তাহার কিছু সম্পত্তি থাকিলে উহা হস্তগত করার জন্য মাহ্‌র না দিয়াই তাহাকে নিজে বিবাহ করিত অথবা বিবাহ না করিয়াই আটকাইয়া রাখিত। আর অন্যত্র বিবাহ দিলেও মাহ্‌র নিজেই আত্মসাৎ করিত। এই সব নিষিদ্ধ করিয়া আয়াতটি অবতীর্ণ হয়।

২৭৫। দাম্পত্য জীবন দুর্বিসহ হইয়া উঠিলে স্বামী-স্ত্রীর বিচ্ছেদও ন্যায়সংগতভাবে হইতে পারে। কিন্তু স্বামী মাহ্‌র ও অন্য সামগ্রী যাহা স্ত্রীকে প্রদান করিয়াছে তাহার কিছু ফিরাইয়া লইতে পারিবে না।

٢٣- حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهٰتُكُمْ وَ بَنٰتُكُمْ وَ أَخَوٰتُكُمْ وَعَمّٰتُكُمْ وَخٰلٰتُكُمْ وَ بَنٰتُ الْأَخِ وَ بَنٰتُ الْأُخْتِ وَ أُمَّهٰتُكُمُ الّٰتِيْٓ أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوٰتُكُمْ مِّنَ الرَّضَاعَةِ وَأُمَّهٰتُ نِسَآئِكُمْ وَرَبَآئِبُكُمُ الّٰتِيْ فِيْ حُجُوْرِكُمْ مِّنْ نِّسَآئِكُمُ الّٰتِيْ دَخَلْتُمْ بِهِنَّ ز فَإِنْ لَّمْ تَكُوْنُوْا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ ز وَحَلَآئِلُ أَبْنَآئِكُمُ الَّذِيْنَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ لا وَأَنْ تَجْمَعُوْا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ ط إِنَّ اللّٰهَ كَانَ غَفُوْرًا رَّحِيْمًا ۝

[৪]

২৩। তোমাদের জন্য হারাম করা হইয়াছে তোমাদের মাতা, কন্যা, ভগ্নী[২৭৬], ফুফু, খালা, ভ্রাতুষ্পুত্রী, ভাগিনেয়ী, দুগ্ধ-মাতা, দুগ্ধ-ভগিনী, শাশুড়ী ও তোমাদের স্ত্রীদের মধ্যে যাহার সহিত সংগত হইয়াছ তাহার পূর্ব স্বামীর ঔরসে তাহার গর্ভজাত কন্যা, যাহারা তোমাদের অভিভাবকত্বে আছে[২৭৭], তবে যদি তাহাদের[২৭৮] সহিত সংগত না হইয়া থাক, তাহাতে তোমাদের কোন অপরাধ নাই। এবং তোমাদের জন্য নিষিদ্ধ[২৭৯] তোমাদের ঔরসজাত পুত্রের স্ত্রী ও দুই ভগ্নীকে একত্র করা[২৮০], পূর্বে যাহা হইয়াছে, হইয়াছে। নিশ্চয়ই আল্লাহ্ ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।

২৭৬। নাসাবী (পিতার ঔরসজাত ও মাতার গর্ভজাত) ও রাযা'ঈ (দুধপান সম্পর্কের) উভয় প্রকার ভগ্নী।
২৭৭। অভিভাবকত্বে না থাকিলেও এই কন্যার সহিত বিবাহ অবৈধ। 'অভিভাবকত্বের' কথাটি প্রসংগক্রমে প্রচলিত প্রথার একটি উল্লেখ মাত্র।
২৭৮। এই স্থলে 'তাহাদের' অর্থ উক্ত কন্যার মাতা।
২৭৯। 'ইহা' এই স্থলে না থাকিলেও ভাষার প্রয়োজনে যোগ করা হইয়াছে।
২৮০। দুই ভগ্নীকে একত্রে স্ত্রীরূপে গ্রহণ করা।

পঞ্চম পারা

২৪। এবং নারীর মধ্যে তোমাদের অধিকারভুক্ত দাসী ব্যতীত সকল সধবা তোমাদের জন্য নিষিদ্ধ[২৮১], তোমাদের জন্য ইহা আল্লাহ্‌র বিধান। উল্লিখিত নারীগণ ব্যতীত অন্য নারীকে অর্থব্যয়ে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ করিতে চাওয়া তোমাদের জন্য বৈধ করা হইল, অবৈধ যৌন সম্পর্কের জন্য নহে। তাহাদের মধ্যে যাহাদিগকে তোমরা সম্ভোগ করিয়াছ তাহাদের নির্ধারিত মাহ্‌র অর্পণ করিবে। মাহ্‌র নির্ধারণের পর কোন বিষয়ে পরস্পর রাযী হইলে তাহাতে তোমাদের কোন দোষ নাই। নিশ্চয়ই আল্লাহ্‌ সর্বজ্ঞ, প্রজ্ঞাময়।

٢٤- وَّالْمُحْصَنٰتُ مِنَ النِّسَآءِ اِلَّا مَا مَلَكَتْ اَيْمَانُكُمْ ۚ كِتٰبَ اللّٰهِ عَلَيْكُمْ ۚ وَاُحِلَّ لَكُمْ مَّا وَرَآءَ ذٰلِكُمْ اَنْ تَبْتَغُوْا بِاَمْوَالِكُمْ مُّحْصِنِيْنَ غَيْرَ مُسٰفِحِيْنَ ؕ فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهٖ مِنْهُنَّ فَاٰتُوْهُنَّ اُجُوْرَهُنَّ فَرِيْضَةً ؕ وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيْمَا تَرٰضَيْتُمْ بِهٖ مِنْۢ بَعْدِ الْفَرِيْضَةِ ؕ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ عَلِيْمًا حَكِيْمًا ○

২৫। তোমাদের মধ্যে কাহারও স্বাধীনা ঈমানদার নারী বিবাহের সামর্থ্য না থাকিলে তোমরা তোমাদের অধিকারভুক্ত ঈমানদার দাসী বিবাহ করিবে; আল্লাহ্‌ তোমাদের ঈমান সম্বন্ধে পরিজ্ঞাত। তোমরা একে অপরের সমান; সুতরাং তাহাদিগকে বিবাহ করিবে তাহাদের মালিকের অনুমতিক্রমে এবং তাহাদিগকে তাহাদের মাহ্‌র ন্যায়সংগতভাবে দিবে। তাহারা হইবে সচ্চরিত্রা, ব্যভিচারিণী নহে ও উপপতি গ্রহণকারিণীও নহে। বিবাহিতা হইবার পর যদি তাহারা ব্যভিচার করে তবে তাহাদের শাস্তি স্বাধীনা নারীর অর্ধেক; তোমাদের মধ্যে যাহারা ব্যভিচারকে ভয় করে ইহা তাহাদের জন্য; ধৈর্য ধারণ করা তোমাদের জন্য মঙ্গল। আল্লাহ্‌ ক্ষমাপরায়ণ, পরম দয়ালু।

٢٥- وَمَنْ لَّمْ يَسْتَطِعْ مِنْكُمْ طَوْلًا اَنْ يَّنْكِحَ الْمُحْصَنٰتِ الْمُؤْمِنٰتِ فَمِنْ مَّا مَلَكَتْ اَيْمَانُكُمْ مِّنْ فَتَيٰتِكُمُ الْمُؤْمِنٰتِ ؕ وَاللّٰهُ اَعْلَمُ بِاِيْمَانِكُمْ ؕ بَعْضُكُمْ مِّنْۢ بَعْضٍ ۚ فَانْكِحُوْهُنَّ بِاِذْنِ اَهْلِهِنَّ وَاٰتُوْهُنَّ اُجُوْرَهُنَّ بِالْمَعْرُوْفِ مُحْصَنٰتٍ غَيْرَ مُسٰفِحٰتٍ وَّلَا مُتَّخِذٰتِ اَخْدَانٍ ۚ فَاِذَآ اُحْصِنَّ فَاِنْ اَتَيْنَ بِفَاحِشَةٍ فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَا عَلَى الْمُحْصَنٰتِ مِنَ الْعَذَابِ ؕ ذٰلِكَ لِمَنْ خَشِيَ الْعَنَتَ مِنْكُمْ ؕ وَاَنْ تَصْبِرُوْا خَيْرٌ لَّكُمْ ؕ وَاللّٰهُ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ ۝

২৮১। সধবা দাসী কাহারও অধিকারভুক্ত হইলে তাহার পূর্ব বিবাহ রদ হইয়া যায়। সুতরাং তাহাকে বিবাহ করা অবৈধ নহে।

[৫]

২৬। আল্লাহ্ ইচ্ছা করেন তোমাদের নিকট বিশদভাবে বিবৃত করিতে, তোমাদের পূর্ববর্তীদের রীতিনীতি তোমাদিগকে অবহিত করিতে এবং তোমাদিগকে ক্ষমা করিতে। আল্লাহ্ সর্বজ্ঞ, প্রজ্ঞাময়।

٢٦- يُرِيْدُ اللّٰهُ لِيُبَيِّنَ لَكُمْ وَيَهْدِيَكُمْ سُنَنَ الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَيَتُوْبَ عَلَيْكُمْ ؕ وَاللّٰهُ عَلِيْمٌ حَكِيْمٌ ○

২৭। আল্লাহ্ তোমাদিগকে ক্ষমা করিতে চাহেন, আর যাহারা কুপ্রবৃত্তির অনুসরণ করে তাহারা চাহে যে, তোমরা ভীষণভাবে পথচ্যুত হও।

٢٧- وَاللّٰهُ يُرِيْدُ اَنْ يَّتُوْبَ عَلَيْكُمْ ۫ وَيُرِيْدُ الَّذِيْنَ يَتَّبِعُوْنَ الشَّهَوٰتِ اَنْ تَمِيْلُوْا مَيْلًا عَظِيْمًا ○

২৮। আল্লাহ্ তোমাদের ভার লঘু করিতে চাহেন; মানুষ সৃষ্টি করা হইয়াছে দুর্বলরূপে।

٢٨- يُرِيْدُ اللّٰهُ اَنْ يُّخَفِّفَ عَنْكُمْ ۚ وَخُلِقَ الْاِنْسَانُ ضَعِيْفًا ○

২৯। হে মু'মিনগণ! তোমরা একে অপরের সম্পত্তি অন্যায়ভাবে গ্রাস করিও না; কিন্তু তোমাদের পরস্পর রাযী হইয়া ব্যবসায় করা বৈধ;[২৮২] এবং একে অপরকে হত্যা করিও না; নিশ্চয়ই আল্লাহ্ তোমাদের প্রতি পরম দয়ালু।

٢٩- يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تَاْكُلُوْۤا اَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ اِلَّاۤ اَنْ تَكُوْنَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ ۫ وَلَا تَقْتُلُوْۤا اَنْفُسَكُمْ ؕ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيْمًا ○

৩০। আর যে কেহ সীমালংঘন করিয়া অন্যায়ভাবে উহা করিবে তাহাকে অগ্নিতে দগ্ধ করিব; ইহা আল্লাহ্‌র পক্ষে সহজ।

٣٠- وَمَنْ يَّفْعَلْ ذٰلِكَ عُدْوَانًا وَّظُلْمًا فَسَوْفَ نُصْلِيْهِ نَارًا ؕ وَكَانَ ذٰلِكَ عَلَى اللّٰهِ يَسِيْرًا ○

৩১। তোমাদিগকে যাহা নিষেধ করা হইয়াছে তাহার মধ্যে যাহা গুরুতর তাহা হইতে বিরত থাকিলে তোমাদের লঘুতর পাপগুলি মোচন করিব এবং তোমাদিগকে সম্মানজনক স্থানে দাখিল করিব।

٣١- اِنْ تَجْتَنِبُوْا كَبَآئِرَ مَا تُنْهَوْنَ عَنْهُ نُكَفِّرْ عَنْكُمْ سَيِّاٰتِكُمْ وَنُدْخِلْكُمْ مُّدْخَلًا كَرِيْمًا ○

৩২। যদ্দ্বারা আল্লাহ্ তোমাদের কাহাকেও কাহারও উপর শ্রেষ্ঠত্ব দান করিয়াছেন তোমরা তাহার লালসা করিও না। পুরুষ

٣٢- وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللّٰهُ بِهٖ بَعْضَكُمْ عَلٰى بَعْضٍ ؕ لِلرِّجَالِ

২৮২। 'বৈধ' শব্দটি উহ্য রহিয়াছে।

Contents

نَصِيْبٌ مِّمَّا اكْتَسَبُوْا ۚ
وَلِلنِّسَآءِ نَصِيْبٌ مِّمَّا اكْتَسَبْنَ ۚ
وَسْـَٔلُوا اللّٰهَ مِنْ فَضْلِهٖ ۚ
اِنَّ اللّٰهَ كَانَ بِكُلِّ شَیْءٍ عَلِيْمًا ○

যাহা অর্জন করে তাহা তাহার প্রাপ্য অংশ এবং নারী যাহা অর্জন করে তাহা তাহার প্রাপ্য অংশ। আল্লাহ্‌র নিকট তাঁহার অনুগ্রহ প্রার্থনা কর, নিশ্চয়ই আল্লাহ্ সর্ববিষয়ে সর্বজ্ঞ।

٣٣- وَلِكُلٍّ جَعَلْنَا مَوَالِیَ مِمَّا تَرَكَ
الْوَالِدٰنِ وَالْاَقْرَبُوْنَ ۚ
وَالَّذِيْنَ عَقَدَتْ اَيْمَانُكُمْ فَاٰتُوْهُمْ
نَصِيْبَهُمْ ۚ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ
عَلٰی كُلِّ شَیْءٍ شَهِيْدًا ○

৩৩। পিতা-মাতা ও আত্মীয়-স্বজনের পরিত্যক্ত সম্পত্তির প্রত্যেকটির জন্য আমি উত্তরাধিকারী করিয়াছি এবং যাহাদের সহিত তোমরা অংগীকারাবদ্ধ তাহাদিগকে তাহাদের অংশ দিবে। নিশ্চয়ই আল্লাহ্ সর্ববিষয়ের দ্রষ্টা।

[৬]

٣٤- اَلرِّجَالُ قَوّٰمُوْنَ عَلَی النِّسَآءِ
بِمَا فَضَّلَ اللّٰهُ بَعْضَهُمْ عَلٰی بَعْضٍ
وَّبِمَآ اَنْفَقُوْا مِنْ اَمْوَالِهِمْ ۚ
فَالصّٰلِحٰتُ قٰنِتٰتٌ حٰفِظٰتٌ لِّلْغَيْبِ
بِمَا حَفِظَ اللّٰهُ ۚ
وَالّٰتِیْ تَخَافُوْنَ نُشُوْزَهُنَّ فَعِظُوْهُنَّ
وَاهْجُرُوْهُنَّ فِی الْمَضَاجِعِ
وَاضْرِبُوْهُنَّ ۚ فَاِنْ اَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوْا
عَلَيْهِنَّ سَبِيْلًا ۚ
اِنَّ اللّٰهَ كَانَ عَلِيًّا كَبِيْرًا ○

৩৪। পুরুষ নারীর কর্তা, কারণ আল্লাহ্ তাহাদের একককে অপরের উপর শ্রেষ্ঠত্ব দান করিয়াছেন এবং এইজন্য যে, পুরুষ তাহাদের ধন-সম্পদ ব্যয় করে। সুতরাং সাধ্বী স্ত্রীরা অনুগতা এবং লোকচক্ষুর অন্তরালে আল্লাহ্ যাহা সংরক্ষিত করিয়াছেন তাহা হিফাজত করে।[২৮৩] স্ত্রীদের মধ্যে যাহাদের অবাধ্যতার আশংকা কর তাহাদিগকে সদুপদেশ দাও, তারপর তাদের শয্যা বর্জন কর এবং তাহাদিগকে প্রহার কর।[২৮৪] যদি তাহারা তোমাদের অনুগত হয় তবে তাহাদের বিরুদ্ধে কোন পথ অন্বেষণ করিও না। নিশ্চয়ই আল্লাহ্ মহান, শ্রেষ্ঠ।

٣٥- وَاِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوْا
حَكَمًا مِّنْ اَهْلِهٖ وَحَكَمًا مِّنْ اَهْلِهَا ۚ

৩৫। তাহাদের উভয়ের মধ্যে বিরোধ আশংকা করিলে তোমরা তাহার[২৮৫] পরিবার হইতে একজন ও উহার[২৮৬] পরিবার হইতে একজন সালিস নিযুক্ত করিবে;

২৮৩। স্বামীর অনুপস্থিতিতে আল্লাহ্‌র নির্দেশমত সতীত্ব ও স্বামীর আর সব অধিকারের হিফাজত করে।
২৮৪। সংশোধনের জন্য প্রথম ও দ্বিতীয় অবস্থা ফলপ্রসূ না হইলে সর্বশেষে তৃতীয় ব্যবস্থা অবলম্বন করা যায়। এইগুলি তালাকের পূর্বাবস্থায় প্রযোজ্য।
২৮৫। 'তাহার' অর্থ স্বামীর।
২৮৬। 'উহার' অর্থ স্ত্রীর।

إِنْ يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللّٰهُ بَيْنَهُمَا ۗ إِنَّ اللّٰهَ كَانَ عَلِيمًا خَبِيرًا ○

তাহারা উভয়ে নিষ্পত্তি চাহিলে আল্লাহ্ তাহাদের মধ্যে মীমাংসার অনুকূল অবস্থা সৃষ্টি করিবেন। নিশ্চয়ই আল্লাহ্ সর্বজ্ঞ, সবিশেষ অবহিত।

٣٦- وَاعْبُدُوا اللّٰهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَّبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَّبِذِي الْقُرْبٰى وَالْيَتٰمٰى وَالْمَسٰكِينِ وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبٰى وَالْجَارِ الْجُنُبِ وَالصَّاحِبِ بِالْجَنْۢبِ وَابْنِ السَّبِيلِ ۙ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۗ إِنَّ اللّٰهَ لَا يُحِبُّ مَنْ كَانَ مُخْتَالًا فَخُورًا ۙ

৩৬। তোমরা আল্লাহ্র 'ইবাদত করিবে ও কোন কিছুকে তাঁহার শরীক করিবে না; এবং পিতা-মাতা, আত্মীয়-স্বজন, ইয়াতীম, অভাবগ্রস্ত, নিকট-প্রতিবেশী, দূর-প্রতিবেশী, সংগী-সাথী, মুসাফির ও তোমাদের অধিকারভুক্ত দাস-দাসীদের প্রতি সদ্ব্যবহার করিবে। নিশ্চয়ই আল্লাহ্ পসন্দ করেন না দাম্ভিক, অহংকারীকে।

٣٧- الَّذِينَ يَبْخَلُونَ وَيَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبُخْلِ وَيَكْتُمُونَ مَا آتٰهُمُ اللّٰهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَأَعْتَدْنَا لِلْكٰفِرِينَ عَذَابًا مُّهِينًا ۚ

৩৭। যাহারা কৃপণতা করে এবং মানুষকে কৃপণতার নির্দেশ দেয় এবং আল্লাহ্ নিজ অনুগ্রহে তাহাদিগকে যাহা দিয়াছেন তাহা গোপন করে, আর আমি আখিরাতে কাফিরদের জন্য লাঞ্ছনাদায়ক শাস্তি প্রস্তুত করিয়া রাখিয়াছি।

٣٨- وَالَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ رِئَاءَ النَّاسِ وَلَا يُؤْمِنُونَ بِاللّٰهِ وَلَا بِالْيَوْمِ الْآخِرِ ۗ وَمَنْ يَّكُنِ الشَّيْطٰنُ لَهُ قَرِينًا فَسَاءَ قَرِينًا ○

৩৮। এবং যাহারা মানুষকে দেখাইবার জন্য তাহাদের ধন-সম্পদ ব্যয় করে এবং আল্লাহ্ ও আখিরাতে বিশ্বাস করে না আল্লাহ্ তাহাদিগকে ভালবাসেন না।[২৮৭] আর শয়তান কাহারও সংগী হইলে সে সংগী কত মন্দ!

٣٩- وَمَاذَا عَلَيْهِمْ لَوْ آمَنُوا بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَأَنْفَقُوا مِمَّا رَزَقَهُمُ اللّٰهُ ۗ وَكَانَ اللّٰهُ بِهِمْ عَلِيمًا ○

৩৯। তাহারা আল্লাহ্ ও আখিরাতে বিশ্বাস করিলে এবং আল্লাহ্ তাহাদিগকে যাহা প্রদান করিয়াছেন তাহা হইতে ব্যয় করিলে তাহাদের কী ক্ষতি হইত? আল্লাহ্ তাহাদিগকে ভালভাবে জানেন।

٤٠- إِنَّ اللّٰهَ لَا يَظْلِمُ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ ۚ وَإِنْ تَكُ حَسَنَةً

৪০। আল্লাহ্ অণু পরিমাণও যুলুম করেন না। আর কোন পুণ্য কার্য হইলে আল্লাহ্

২৮৭। 'আল্লাহ্ তাহাদিগকে ভালবাসেন না' এই বাক্যটি আরবীতে উহ্য রহিয়াছে।

يُضٰعِفْهَا وَيُؤْتِ مِنْ لَّدُنْهُ اَجْرًا عَظِيْمًا ۝

উহাকে দ্বিগুণ করেন এবং আল্লাহ্ তাঁহার নিকট হইতে মহাপুরস্কার প্রদান করেন।

٤١- فَكَيْفَ اِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ اُمَّةٍۭ بِشَهِيْدٍ وَّجِئْنَا بِكَ عَلٰى هٰۤؤُلَآءِ شَهِيْدًا ۝

৪১। যখন আমি প্রত্যেক উম্মত হইতে একজন সাক্ষী উপস্থিত করিব এবং তোমাকে উহাদের বিরুদ্ধে সাক্ষীরূপে[২৮৮] উপস্থিত করিব তখন কী অবস্থা হইবে?

٤٢- يَوْمَئِذٍ يَّوَدُّ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا وَعَصَوُا الرَّسُوْلَ لَوْ تُسَوّٰى بِهِمُ الْاَرْضُ ؕ وَلَا يَكْتُمُوْنَ اللّٰهَ حَدِيْثًا ۝

৪২। যাহারা কুফরী করিয়াছে এবং রাসূলের অবাধ্য হইয়াছে তাহারা সেদিন কামনা করিবে, যদি তাহারা মাটির সহিত মিশিয়া যাইত! আর তাহারা আল্লাহ্ হইতে কোন কথাই গোপন করিতে পারিবে না।

[৭]

٤٣- يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تَقْرَبُوا الصَّلٰوةَ وَاَنْتُمْ سُكٰرٰى حَتّٰى تَعْلَمُوْا مَا تَقُوْلُوْنَ وَلَا جُنُبًا اِلَّا عَابِرِىْ سَبِيْلٍ حَتّٰى تَغْتَسِلُوْا ؕ وَاِنْ كُنْتُمْ مَّرْضٰۤى اَوْ عَلٰى سَفَرٍ اَوْ جَآءَ اَحَدٌ مِّنْكُمْ مِّنَ الْغَآئِطِ اَوْ لٰمَسْتُمُ النِّسَآءَ فَلَمْ تَجِدُوْا مَآءً فَتَيَمَّمُوْا صَعِيْدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوْا بِوُجُوْهِكُمْ وَاَيْدِيْكُمْ ؕ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ عَفُوًّا غَفُوْرًا ۝

৪৩। হে মু'মিনগণ! নেশাগ্রস্ত অবস্থায় তোমরা সালাতের নিকটবর্তী হইও না,[২৮৯] যতক্ষণ না তোমরা যাহা বল তাহা বুঝিতে পার, এবং যদি তোমরা মুসাফির না হও তবে অপবিত্র অবস্থাতেও নহে, যতক্ষণ পর্যন্ত না তোমরা গোসল কর। আর যদি তোমরা পীড়িত হও অথবা সফরে থাক অথবা তোমাদের কেহ শৌচস্থান হইতে আসে অথবা তোমরা নারী-সম্ভোগ কর এবং পানি না পাও তবে পবিত্র মাটির দ্বারা তায়াম্মুম[২৯০] করিবে এবং মসেহ করিবে মুখমণ্ডল ও হাত, নিশ্চয়ই আল্লাহ্ পাপ মোচনকারী, ক্ষমাশীল।

২৮৮। কিয়ামতের দিন প্রত্যেক উম্মতের সাক্ষী হইবেন তাহাদের নবী। আর হযরত মুহাম্মাদ (সাঃ) হইবেন সকল নবীর পক্ষে সাক্ষী।

২৮৯। মদ্য হারাম হওয়ার পূর্বে এই হুকুম ছিল (দ্রঃ ৫ ঃ ৯)।

২৯০। تيمم - يمم অর্থ قصد - جهد চেষ্টা করা, ইচ্ছা করা। উযূ কিংবা গোসল অপরিহার্য হইলে এবং পানি না পাওয়া গেলে পবিত্র মাটি দ্বারা মুখমণ্ডল ও হাত (কনুই পর্যন্ত) মুছিয়া ফেলার ব্যবস্থাকে ইসলামী পরিভাষায় 'তায়াম্মুম' বলে।

٤٤- اَلَمْ تَرَ اِلَى الَّذِيْنَ اُوْتُوْا نَصِيْبًا مِّنَ الْكِتٰبِ يَشْتَرُوْنَ الضَّلٰلَةَ وَيُرِيْدُوْنَ اَنْ تَضِلُّوا السَّبِيْلَ ۝

৪৪। তুমি কি তাহাদিগকে দেখ নাই যাহাদিগকে কিতাবের এক অংশ দেওয়া হইয়াছিল? তাহারা ভ্রান্ত পথ ক্রয় করে এবং তোমরাও পথভ্রষ্ট হও—ইহাই তাহারা চাহে।

٤٥- وَاللّٰهُ اَعْلَمُ بِاَعْدَآئِكُمْ ؕ وَكَفٰى بِاللّٰهِ وَلِيًّا ۙ وَّكَفٰى بِاللّٰهِ نَصِيْرًا ۝

৪৫। আল্লাহ্ তোমাদের শত্রুদিগকে ভালভাবে জানেন। অভিভাবকত্বে আল্লাহ্ই যথেষ্ট এবং সাহায্যে আল্লাহ্ই যথেষ্ট।

٤٦- مِنَ الَّذِيْنَ هَادُوْا يُحَرِّفُوْنَ الْكَلِمَ عَنْ مَّوَاضِعِهٖ وَيَقُوْلُوْنَ سَمِعْنَا وَعَصَيْنَا وَاسْمَعْ غَيْرَ مُسْمَعٍ وَّرَاعِنَا لَيًّا بِاَلْسِنَتِهِمْ وَطَعْنًا فِى الدِّيْنِ ؕ وَلَوْ اَنَّهُمْ قَالُوْا سَمِعْنَا وَاَطَعْنَا وَاسْمَعْ وَانْظُرْنَا لَكَانَ خَيْرًا لَّهُمْ وَاَقْوَمَ ۙ وَلٰكِنْ لَّعَنَهُمُ اللّٰهُ بِكُفْرِهِمْ فَلَا يُؤْمِنُوْنَ اِلَّا قَلِيْلًا ۝

৪৬। ইয়াহূদীদের মধ্যে কতক লোক কথাগুলি স্থানচ্যুত করিয়া বিকৃত করে এবং বলে, 'শ্রবণ করিলাম ও অমান্য করিলাম' এবং শোন না শোনার মত; আর নিজেদের জিহ্বা কুঞ্চিত করিয়া এবং দীনের প্রতি তাচ্ছিল্য করিয়া বলে, 'রাইনা'।[২৯১] কিন্তু তাহারা যদি বলিত, 'শ্রবণ করিলাম ও মান্য করিলাম এবং শ্রবণ কর ও আমাদের প্রতি লক্ষ্য কর', তবে উহা তাহাদের জন্য ভাল ও সংগত হইত। কিন্তু তাহাদের কুফরীর জন্য আল্লাহ্ তাহাদিগকে লা'নত করিয়াছেন। তাহাদের অল্প সংখ্যকই বিশ্বাস করে।

٤٧- يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اُوْتُوا الْكِتٰبَ اٰمِنُوْا بِمَا نَزَّلْنَا مُصَدِّقًا لِّمَا مَعَكُمْ مِّنْ قَبْلِ اَنْ نَّطْمِسَ وُجُوْهًا فَنَرُدَّهَا عَلٰۤى اَدْبَارِهَاۤ اَوْ نَلْعَنَهُمْ كَمَا لَعَنَّاۤ اَصْحٰبَ السَّبْتِ ؕ وَكَانَ اَمْرُ اللّٰهِ مَفْعُوْلًا ۝

৪৭। ওহে! যাহাদিগকে কিতাব দেওয়া হইয়াছে, তোমাদের নিকট যাহা আছে তাহার সমর্থকরূপে আমি যাহা অবতীর্ণ করিয়াছি তাহাতে তোমরা ঈমান আন, আমি মুখমণ্ডলসমূহ বিকৃত করিয়া অতঃপর সেইগুলিকে পিছনের দিকে ফিরাইয়া দেওয়ার পূর্বে অথবা আস্হাবুস্ সাব্তকে[২৯২] যেরূপ লা'নত করিয়াছিলাম সেইরূপ তাহাদিগকে লা'নত করিবার পূর্বে। আল্লাহ্র আদেশ কার্যকরী হইয়াই থাকে।

২৯১। ৭৭ নং টীকা দ্রষ্টব্য।

২৯২। ৫৫ নং টীকা দ্রঃ; আরও দ্রঃ ৪ ঃ ১৫৪ এবং ৭ ঃ ১৬৩ আয়াত।

٤٨- اِنَّ اللّٰهَ لَا يَغْفِرُ اَنْ يُّشْرَكَ بِهٖ وَيَغْفِرُ مَا دُوْنَ ذٰلِكَ لِمَنْ يَّشَآءُ ۚ وَمَنْ يُّشْرِكْ بِاللّٰهِ فَقَدِ افْتَرٰٓى اِثْمًا عَظِيْمًا ○

৪৮। নিশ্চয়ই আল্লাহ্ তাঁহার সহিত শরীক করা ক্ষমা করেন না। ইহা ব্যতীত অন্যান্য অপরাধ যাহাকে ইচ্ছা ক্ষমা করেন; এবং যে কেহ আল্লাহ্‌র শরীক করে সে এক মহাপাপ করে।

٤٩- اَلَمْ تَرَ اِلَى الَّذِيْنَ يُزَكُّوْنَ اَنْفُسَهُمْ ؕ بَلِ اللّٰهُ يُزَكِّيْ مَنْ يَّشَآءُ وَلَا يُظْلَمُوْنَ فَتِيْلًا ○

৪৯। তুমি কি তাহাদিগকে দেখ নাই, যাহারা নিজদিগকে পবিত্র মনে করে? বরং আল্লাহ্ যাহাকে ইচ্ছা পবিত্র করেন। এবং তাহাদের উপর সামান্য পরিমাণও যুলুম করা হইবে না।

٥٠- اُنْظُرْ كَيْفَ يَفْتَرُوْنَ عَلَى اللّٰهِ الْكَذِبَ ؕ وَكَفٰى بِهٖٓ اِثْمًا مُّبِيْنًا ○ ع

৫০। দেখ! তাহারা আল্লাহ্ সম্বন্ধে কিরূপ মিথ্যা উদ্ভাবন করে; এবং প্রকাশ্য পাপ হিসাবে ইহাই যথেষ্ট।

[৮]

٥١- اَلَمْ تَرَ اِلَى الَّذِيْنَ اُوْتُوْا نَصِيْبًا مِّنَ الْكِتٰبِ يُؤْمِنُوْنَ بِالْجِبْتِ وَالطَّاغُوْتِ وَيَقُوْلُوْنَ لِلَّذِيْنَ كَفَرُوْا هٰٓؤُلَآءِ اَهْدٰى مِنَ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا سَبِيْلًا ○

৫১। তুমি কি তাহাদিগকে দেখ নাই যাহাদিগকে কিতাবের এক অংশ দেওয়া হইয়াছিল, তাহারা জিব্‌ত[২৯৩] ও তাগূতে[২৯৪] বিশ্বাস করে? তাহারা কাফিরদের সম্বন্ধে বলে, 'ইহাদেরই পথ মু'মিনদের অপেক্ষা প্রকৃষ্টতর।'

٥٢- اُولٰٓئِكَ الَّذِيْنَ لَعَنَهُمُ اللّٰهُ ؕ وَمَنْ يَّلْعَنِ اللّٰهُ فَلَنْ تَجِدَ لَهٗ نَصِيْرًا ○

৫২। ইহারাই তাহারা, যাহাদিগকে আল্লাহ্ লা'নত করিয়াছেন এবং আল্লাহ্ যাহাকে লা'নত করেন তুমি কখনও তাহার কোন সাহায্যকারী পাইবে না।

٥٣- اَمْ لَهُمْ نَصِيْبٌ مِّنَ الْمُلْكِ فَاِذًا لَّا يُؤْتُوْنَ النَّاسَ نَقِيْرًا ○

৫৩। তবে কি রাজশক্তিতে তাহাদের কোন অংশ আছে? সে ক্ষেত্রেও তো তাহারা কাহাকেও এক কপর্দকও দিবে না।

২৯৩। প্রতিমার নাম এবং আল্লাহ্ ব্যতীত সকল পূজ্য সত্তা।
২৯৪। ১৭৭ নং টীকা দ্রষ্টব্য।

٥٤- أَمْ يَحْسُدُونَ النَّاسَ
عَلَىٰ مَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۚ
فَقَدْ آتَيْنَا آلَ إِبْرَاهِيمَ الْكِتَابَ
وَالْحِكْمَةَ وَآتَيْنَاهُمْ مُلْكًا عَظِيمًا ○

৫৪। অথবা আল্লাহ্ নিজ অনুগ্রহে মানুষকে যাহা দিয়াছেন সেজন্য কি তাহারা তাহাদিগকে ঈর্ষা করে? আমি ইব্রাহীমের বংশধরকেও তো কিতাব ও হিকমত প্রদান করিয়াছিলাম এবং তাহাদিগকে বিশাল রাজ্য দান করিয়াছিলাম।

٥٥- فَمِنْهُمْ مَنْ آمَنَ بِهِ وَمِنْهُمْ
مَنْ صَدَّ عَنْهُ ۚ
وَكَفَىٰ بِجَهَنَّمَ سَعِيرًا ○

৫৫। অতঃপর তাহাদের কতক উহাতে বিশ্বাস করিয়াছিল এবং কতক উহা হইতে মুখ ফিরাইয়া লইয়াছিল; দগ্ধ করার জন্য জাহান্নামই যথেষ্ট।

٥٦- إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بِآيَاتِنَا
سَوْفَ نُصْلِيهِمْ نَارًا ۖ كُلَّمَا نَضِجَتْ
جُلُودُهُمْ بَدَّلْنَاهُمْ جُلُودًا غَيْرَهَا
لِيَذُوقُوا الْعَذَابَ ۗ إِنَّ اللَّهَ
كَانَ عَزِيزًا حَكِيمًا ○

৫৬। যাহারা আমার আয়াতকে প্রত্যাখ্যান করে তাহাদিগকে অগ্নিতে দগ্ধ করিবই; যখনই তাহাদের চর্ম দগ্ধ[২৯৫] হইবে তখনই উহার স্থলে নূতন চর্ম সৃষ্টি করিব, যাহাতে তাহারা শাস্তি ভোগ করে। নিশ্চয়ই আল্লাহ্ পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়।

٥٧- وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ
سَنُدْخِلُهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي
مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا ۖ
لَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ ۖ
وَنُدْخِلُهُمْ ظِلًّا ظَلِيلًا ○

৫৭। যাহারা ঈমান আনে ও ভাল কাজ করে তাহাদিগকে দাখিল করিব জান্নাতে যাহার পাদদেশে নদী প্রবাহিত; সেখানে তাহারা চিরস্থায়ী হইবে, সেখানে তাহাদের জন্য পবিত্র স্ত্রী থাকিবে এবং তাহাদিগকে চির স্নিগ্ধ ছায়ায় দাখিল করিব।

٥٨- إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ
إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ
بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ ۚ
إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ ۗ
إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا ○

৫৮। নিশ্চয়ই আল্লাহ্ তোমাদিগকে নির্দেশ দিতেছেন আমানত[২৯৬] উহার হকদারকে প্রত্যর্পণ করিতে। তোমরা যখন মানুষের মধ্যে বিচারকার্য পরিচালনা করিবে তখন ন্যায়পরায়ণতার সহিত বিচার করিবে। আল্লাহ্ তোমাদিগকে যে উপদেশ দেন তাহা কত উৎকৃষ্ট! আল্লাহ্ সর্বশ্রোতা, সর্বদ্রষ্টা।

২৯৫। نضج অর্থ পাকা। আরবী বাগধারায় চামড়া পাকিয়া যাওয়া অর্থ জ্বলিয়া যাওয়া।

২৯৬। 'আমানত' ব্যাপক অর্থে গ্রহণ করা হইয়াছে, প্রত্যেক হকদারকে তাহার হক প্রত্যর্পণ করার অর্থেই আমানত আদায় করা বুঝায়।

৫৯। হে মু'মিনগণ! যদি তোমরা আল্লাহ্ ও আখিরাতে বিশ্বাস কর তবে তোমরা আনুগত্য কর আল্লাহ্‌র, আনুগত্য কর রাসূলের এবং তাহাদের, যাহারা তোমাদের মধ্যে[২৯৭] ক্ষমতার অধিকারী; কোন বিষয়ে তোমাদের মধ্যে মতভেদ ঘটিলে উহা উপস্থাপিত কর আল্লাহ্ ও রাসূলের নিকট। ইহাই উত্তম এবং পরিণামে প্রকৃষ্টতর।

٥٩-يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْٓا
اَطِيْعُوا اللّٰهَ وَاَطِيْعُوا الرَّسُوْلَ
وَاُولِى الْاَمْرِ مِنْكُمْ ۚ
فَاِنْ تَنَازَعْتُمْ فِيْ شَيْءٍ
فَرُدُّوْهُ اِلَى اللّٰهِ وَالرَّسُوْلِ
اِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُوْنَ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ ۗ
ذٰلِكَ خَيْرٌ وَّاَحْسَنُ تَاْوِيْلًا ۝

[৯]

৬০। তুমি কি তাহাদিগকে দেখ নাই যাহারা দাবি করে যে, তোমার প্রতি যাহা অবতীর্ণ হইয়াছে এবং তোমার পূর্বে যাহা অবতীর্ণ হইয়াছে তাহাতে তাহারা বিশ্বাস করে, অথচ তাহারা তাগূতের কাছে বিচারপ্রার্থী হইতে চায়, যদিও উহা প্রত্যাখ্যান করার জন্য তাহাদিগকে নির্দেশ দেওয়া হইয়াছে এবং শয়তান তাহাদিগকে ভীষণভাবে পথভ্রষ্ট করিতে চায়?

٦٠-اَلَمْ تَرَ اِلَى الَّذِيْنَ
يَزْعُمُوْنَ اَنَّهُمْ اٰمَنُوْا بِمَآ اُنْزِلَ اِلَيْكَ
وَمَآ اُنْزِلَ مِنْ قَبْلِكَ
يُرِيْدُوْنَ اَنْ يَّتَحَاكَمُوْٓا اِلَى الطَّاغُوْتِ
وَقَدْ اُمِرُوْٓا اَنْ يَّكْفُرُوْا بِهٖ ۗ
وَيُرِيْدُ الشَّيْطٰنُ اَنْ يُّضِلَّهُمْ ضَلٰلًاۢ
بَعِيْدًا ۝

৬১। তাহাদিগকে যখন বলা হয় আল্লাহ্ যাহা অবতীর্ণ করিয়াছেন তাহার দিকে এবং রাসূলের দিকে আইস, তখন মুনাফিকদিগকে তুমি তোমার নিকট হইতে মুখ একেবারে ফিরাইয়া লইতে দেখিবে।

٦١-وَاِذَا قِيْلَ لَهُمْ تَعَالَوْا اِلٰى مَآ اَنْزَلَ
اللّٰهُ وَاِلَى الرَّسُوْلِ رَاَيْتَ الْمُنٰفِقِيْنَ
يَصُدُّوْنَ عَنْكَ صُدُوْدًا ۝

৬২। তাহাদের কৃতকর্মের জন্য যখন তাহাদের কোন মুসীবত হইবে তখন তাহাদের কী অবস্থা হইবে? অতঃপর তাহারা আল্লাহ্‌র নামে শপথ করিয়া তোমার নিকট আসিয়া বলিবে, 'আমরা কল্যাণ এবং সম্প্রীতি ব্যতীত অন্য কিছুই চাহি নাই।'

٦٢-فَكَيْفَ اِذَآ اَصَابَتْهُمْ مُّصِيْبَةٌۢ
بِمَا قَدَّمَتْ اَيْدِيْهِمْ
ثُمَّ جَآءُوْكَ يَحْلِفُوْنَ ۖ
بِاللّٰهِ اِنْ اَرَدْنَآ اِلَّآ اِحْسَانًا وَّتَوْفِيْقًا ۝

২৯৭। এ আয়াতে মু'মিনগণকে সম্বোধন করা হইয়াছে, সুতরাং এই স্থলে 'তোমাদের মধ্যে' অর্থ মু'মিনদের মধ্যে, কাফির এবং মুশরিকদের মধ্যে নহে।

٦٣- أُولَٰئِكَ الَّذِينَ يَعْلَمُ اللَّهُ مَا فِي قُلُوبِهِمْ ق فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ وَعِظْهُمْ وَقُلْ لَهُمْ فِي أَنْفُسِهِمْ قَوْلًا بَلِيغًا ○

৬৩। ইহারাই তাহারা, যাহাদের অন্তরে কী আছে আল্লাহ্ তাহা জানেন। সুতরাং তুমি তাহাদিগকে উপেক্ষা কর, তাহাদিগকে সদুপদেশ দাও এবং তাহাদিগকে তাহাদের মর্ম স্পর্শ করে— এমন কথা বল।

٦٤- وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ رَسُولٍ إِلَّا لِيُطَاعَ بِإِذْنِ اللَّهِ ط وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا ○

৬৪। রাসূল এই উদ্দেশ্যেই প্রেরণ করিয়াছি যে, আল্লাহ্‌র নির্দেশ অনুসারে তাহার আনুগত্য করা হইবে। যখন তাহারা নিজেদের প্রতি যুলুম করে তখন তাহারা তোমার নিকট আসিলে ও আল্লাহ্‌র ক্ষমা প্রার্থনা করিলে এবং রাসূলও তাহাদের জন্য ক্ষমা চাহিলে তাহারা অবশ্যই আল্লাহ্‌কে পরম ক্ষমাশীল ও পরম দয়ালুরূপে পাইবে।

٦٥- فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّىٰ يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنْفُسِهِمْ حَرَجًا مِمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا ○

৬৫। কিন্তু না, তোমার প্রতিপালকের শপথ! তাহারা মু'মিন হইবে না যতক্ষণ পর্যন্ত তাহারা তাহাদের নিজেদের বিবাদ-বিসম্বাদের বিচার ভার তোমার উপর অর্পণ না করে; অতঃপর তোমার সিদ্ধান্ত সম্বন্ধে তাহাদের মনে কোন দ্বিধা না থাকে এবং সর্বান্তঃকরণে উহা মানিয়া লয়।

٦٦- وَلَوْ أَنَّا كَتَبْنَا عَلَيْهِمْ أَنِ اقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ أَوِ اخْرُجُوا مِنْ دِيَارِكُمْ مَا فَعَلُوهُ إِلَّا قَلِيلٌ مِنْهُمْ ط وَلَوْ أَنَّهُمْ فَعَلُوا مَا يُوعَظُونَ بِهِ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ وَأَشَدَّ تَثْبِيتًا ○ لا

٦٧- وَإِذًا لَآتَيْنَاهُمْ مِنْ لَدُنَّا أَجْرًا عَظِيمًا ○ لا

৬৬। যদি তাহাদিগকে আদেশ দিতাম যে, তোমরা নিজদিগকে হত্যা কর অথবা আপন গৃহ ত্যাগ কর তবে তাহাদের অল্প সংখ্যকই ইহা করিত। যাহা করিতে তাহাদিগকে উপদেশ দেওয়া হইয়াছিল তাহারা তাহা করিলে তাহাদের ভাল হইত এবং চিত্তস্থিরতায় তাহারা দৃঢ়তর হইত।

৬৭। এবং তখন আমি আমার নিকট হইতে তাহাদিগকে নিশ্চয় মহাপুরস্কার প্রদান করিতাম;

৬৮। এবং তাহাদিগকে নিশ্চয় সরল পথে পরিচালিত করিতাম।

٦٨- وَّلَهَدَيْنٰهُمْ صِرَاطًا مُّسْتَقِيْمًا ○

৬৯। আর কেহ্ আল্লাহ্ এবং রাসূলের আনুগত্য করিলে সে নবী, সত্যনিষ্ঠ, শহীদ ও সৎকর্মপরায়ণ—যাহাদের প্রতি আল্লাহ্ অনুগ্রহ করিয়াছেন—তাহাদের সংগী হইবে এবং তাহারা কত উত্তম সংগী!

٦٩- وَمَنْ يُّطِعِ اللّٰهَ وَالرَّسُوْلَ فَاُولٰٓئِكَ مَعَ الَّذِيْنَ اَنْعَمَ اللّٰهُ عَلَيْهِمْ مِّنَ النَّبِيّٖنَ وَالصِّدِّيْقِيْنَ وَالشُّهَدَآءِ وَالصّٰلِحِيْنَ ۚ وَحَسُنَ اُولٰٓئِكَ رَفِيْقًا ○

৭০। ইহা আল্লাহ্‌র অনুগ্রহ। সর্বজ্ঞ হিসাবে আল্লাহ্ই যথেষ্ট।

٧٠- ذٰلِكَ الْفَضْلُ مِنَ اللّٰهِ ؕ وَكَفٰى بِاللّٰهِ عَلِيْمًا ○ ع

[১০]

৭১। হে মু'মিনগণ! সতর্কতা অবলম্বন কর; অতঃপর হয় দলে দলে বিভক্ত হইয়া অগ্রসর হও অথবা একসংগে অগ্রসর হও।

٧١- يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا خُذُوْا حِذْرَكُمْ فَانْفِرُوْا ثُبَاتٍ اَوِ انْفِرُوْا جَمِيْعًا ○

৭২। তোমাদের মধ্যে[২৯৮] এমন লোক আছে, যে গড়িমসি করিবেই। তোমাদের কোন মুসীবত হইলে সে বলিবে, 'তাহাদের সংগে না থাকায় আল্লাহ্ আমার প্রতি অনুগ্রহ করিয়াছেন।'

٧٢- وَاِنَّ مِنْكُمْ لَمَنْ لَّيُبَطِّئَنَّ ۚ فَاِنْ اَصَابَتْكُمْ مُّصِيْبَةٌ قَالَ قَدْ اَنْعَمَ اللّٰهُ عَلَيَّ اِذْ لَمْ اَكُنْ مَّعَهُمْ شَهِيْدًا ○

৭৩। আর তোমাদের প্রতি আল্লাহ্‌র অনুগ্রহ হইলে, যেন তোমাদের ও তাহার মধ্যে কোন সম্পর্ক নাই এমনভাবে বলিবেই, 'হায়! যদি তাহাদের সহিত থাকিতাম তবে আমিও বিরাট সাফল্য লাভ করিতাম।'

٧٣- وَلَئِنْ اَصَابَكُمْ فَضْلٌ مِّنَ اللّٰهِ لَيَقُوْلَنَّ كَاَنْ لَّمْ تَكُنْۢ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهٗ مَوَدَّةٌ يّٰلَيْتَنِيْ كُنْتُ مَعَهُمْ فَاَفُوْزَ فَوْزًا عَظِيْمًا ○

৭৪। সুতরাং যাহারা আখিরাতের বিনিময়ে পার্থিব জীবন বিক্রয় করে তাহারা আল্লাহ্‌র পথে সংগ্রাম করুক এবং কেহ আল্লাহ্‌র পথে সংগ্রাম করিলে সে নিহত হউক অথবা বিজয়ী হউক আমি তাহাকে মহাপুরস্কার দান করিবই।

٧٤- فَلْيُقَاتِلْ فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ الَّذِيْنَ يَشْرُوْنَ الْحَيٰوةَ الدُّنْيَا بِالْاٰخِرَةِ ؕ وَمَنْ يُّقَاتِلْ فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ فَيُقْتَلْ اَوْ يَغْلِبْ فَسَوْفَ نُؤْتِيْهِ اَجْرًا عَظِيْمًا ○

২৯৮। ইহারা 'আবদুল্লাহ্ ইব্ন উবায়্য ইব্ন সালূল-এর দল—মুনাফিকগণ। বাহ্যিক ইস্‌লাম প্রকাশ করায় ইহাদিগকে 'তোমাদের মধ্যে' বলা হইয়াছে, অথবা ইহারা মদীনার আনসার আওস ও খাযরাজ গোত্রের অন্তর্ভুক্ত বলিয়া 'তোমাদের মধ্যে' বলা হইয়াছে।

৭৫। তোমাদের কী হইল যে, তোমরা যুদ্ধ করিবে না[২৯৯] আল্লাহ্‌র পথে এবং অসহায় নরনারী এবং শিশুগণের জন্য, যাহারা বলে, 'হে আমাদের প্রতিপালক! এই জনপদ—যাহার অধিবাসী যালিম, উহা হইতে আমাদিগকে অন্যত্র লইয়া যাও; তোমার নিকট হইতে কাহাকেও আমাদের অভিভাবক কর এবং তোমার নিকট হইতে কাহাকেও আমাদের সহায় কর।'

٧٥- وَمَا لَكُمْ لَا تُقَاتِلُوْنَ فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ وَالْمُسْتَضْعَفِيْنَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَآءِ وَالْوِلْدَانِ الَّذِيْنَ يَقُوْلُوْنَ رَبَّنَآ اَخْرِجْنَا مِنْ هٰذِهِ الْقَرْيَةِ الظَّالِمِ اَهْلُهَا ۚ وَاجْعَلْ لَّنَا مِنْ لَّدُنْكَ وَلِيًّا ۚ وَّاجْعَلْ لَّنَا مِنْ لَّدُنْكَ نَصِيْرًا ۝

৭৬। যাহারা মু'মিন তাহারা আল্লাহ্‌র পথে যুদ্ধ করে এবং যাহারা কাফির তাহারা তাগূতের পথে যুদ্ধ করে। সুতরাং তোমরা শয়তানের বন্ধুদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ কর; শয়তানের কৌশল অবশ্যই দুর্বল।

٧٦- اَلَّذِيْنَ اٰمَنُوْا يُقَاتِلُوْنَ فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ ۚ وَالَّذِيْنَ كَفَرُوْا يُقَاتِلُوْنَ فِيْ سَبِيْلِ الطَّاغُوْتِ فَقَاتِلُوْٓا اَوْلِيَآءَ الشَّيْطٰنِ ۚ اِنَّ كَيْدَ الشَّيْطٰنِ كَانَ ضَعِيْفًا ۝ ع

[১১]

৭৭। তুমি কি তাহাদিগকে দেখ নাই যাহাদিগকে বলা হইয়াছিল, 'তোমরা তোমাদের হস্ত সংবরণ কর,[৩০০] সালাত কায়েম কর এবং যাকাত দাও?' অতঃপর যখন তাহাদিগকে যুদ্ধের বিধান দেওয়া হইল তখন তাহাদের একদল মানুষকে ভয় করিতেছিল আল্লাহ্‌কে ভয় করার মত অথবা তদপেক্ষা অধিক, এবং বলিতে লাগিল, 'হে আমাদের প্রতিপালক! আমাদের জন্য যুদ্ধের বিধান কেন দিলে? আমাদিগকে কিছু দিনের অবকাশ দাও না?' বল, 'পার্থিব ভোগ সামান্য এবং যে মুত্তাকী তাহার জন্য পরকালই উত্তম। তোমাদের প্রতি সামান্য পরিমাণও যুলুম করা হইবে না।'

٧٧- اَلَمْ تَرَ اِلَى الَّذِيْنَ قِيْلَ لَهُمْ كُفُّوْٓا اَيْدِيَكُمْ وَاَقِيْمُوا الصَّلٰوةَ وَاٰتُوا الزَّكٰوةَ ۚ فَلَمَّا كُتِبَ عَلَيْهِمُ الْقِتَالُ اِذَا فَرِيْقٌ مِّنْهُمْ يَخْشَوْنَ النَّاسَ كَخَشْيَةِ اللّٰهِ اَوْ اَشَدَّ خَشْيَةً ۚ وَقَالُوْا رَبَّنَا لِمَ كَتَبْتَ عَلَيْنَا الْقِتَالَ ۚ لَوْلَآ اَخَّرْتَنَآ اِلٰٓى اَجَلٍ قَرِيْبٍ ؕ قُلْ مَتَاعُ الدُّنْيَا قَلِيْلٌ ۚ وَالْاٰخِرَةُ خَيْرٌ لِّمَنِ اتَّقٰى ۫ وَلَا تُظْلَمُوْنَ فَتِيْلًا ۝

২৯৯। মদীনায় হিজরতের পরেও কিছু সংখ্যক মুসলিম শিশু ও নারী মক্কায় অবস্থান করিতেছিল, যাহাদের হিজরত করিবার কোন সুযোগ-সুবিধা ছিল না। আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টি লাভের সহিত ইহাদিগকেও যুক্ত করিবার উদ্দেশ্যে জিহাদে উদ্বুদ্ধ করা হইতেছে। মক্কা বিজয়ের মধ্য দিয়া তাহাদের প্রার্থনা পূর্ণ হইয়াছিল।

৩০০। 'হস্ত সংবরণ করা' একটি আরবী বাগধারা। এ ক্ষেত্রে ইহার অর্থ হইতেছে বিরত থাকা।

৭৮- اَيْنَ مَا تَكُوْنُوْا يُدْرِكْكُّمُ الْمَوْتُ وَلَوْ كُنْتُمْ فِيْ بُرُوْجٍ مُّشَيَّدَةٍ ؕ وَاِنْ تُصِبْهُمْ حَسَنَةٌ يَّقُوْلُوْا هٰذِهٖ مِنْ عِنْدِ اللّٰهِ ۚ وَاِنْ تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ يَّقُوْلُوْا هٰذِهٖ مِنْ عِنْدِكَ ؕ قُلْ كُلٌّ مِّنْ عِنْدِ اللّٰهِ ؕ فَمَالِ هٰۤؤُلَآءِ الْقَوْمِ لَا يَكَادُوْنَ يَفْقَهُوْنَ حَدِيْثًا ۝

৭৮। তোমরা যেখানেই থাক না কেন মৃত্যু তোমাদের নাগাল পাইবেই, এমনকি সুউচ্চ সুদৃঢ় দুর্গে অবস্থান করিলেও। যদি তাহাদের কোন কল্যাণ হয় তবে তাহারা বলে, 'ইহা আল্লাহ্‌র নিকট হইতে। আর যদি তাহাদের কোন অকল্যাণ হয় তবে তাহারা বলে, 'ইহা তোমার নিকট হইতে।' বল, 'সব কিছুই আল্লাহ্‌র নিকট হইতে।'[৩০১] এই সম্প্রদায়ের হইল কী যে, ইহারা একেবারেই কোন কথা বোঝে না!

৭৯- مَاۤ اَصَابَكَ مِنْ حَسَنَةٍ فَمِنَ اللّٰهِ ۫ وَمَاۤ اَصَابَكَ مِنْ سَيِّئَةٍ فَمِنْ نَّفْسِكَ ؕ وَاَرْسَلْنٰكَ لِلنَّاسِ رَسُوْلًا ؕ وَكَفٰى بِاللّٰهِ شَهِيْدًا ۝

৭৯। কল্যাণ যাহা তোমার হয় তাহা আল্লাহ্‌র নিকট হইতে এবং অকল্যাণ যাহা তোমার হয় তাহা তোমার নিজের কারণে এবং তোমাকে মানুষের জন্য রাসূলরূপে প্রেরণ করিয়াছি; সাক্ষী হিসাবে আল্লাহ্‌ই যথেষ্ট।

৮০- مَنْ يُّطِعِ الرَّسُوْلَ فَقَدْ اَطَاعَ اللّٰهَ ۚ وَمَنْ تَوَلّٰى فَمَاۤ اَرْسَلْنٰكَ عَلَيْهِمْ حَفِيْظًا ۝ؕ

৮০। কেহ রাসূলের আনুগত্য করিলে সে তো আল্লাহ্‌রই আনুগত্য করিল এবং মুখ ফিরাইয়া লইলে তোমাকে তাহাদের উপর তত্ত্বাবধায়ক প্রেরণ করি নাই।

৮১- وَيَقُوْلُوْنَ طَاعَةٌ ۫ فَاِذَا بَرَزُوْا مِنْ عِنْدِكَ بَيَّتَ طَآئِفَةٌ مِّنْهُمْ غَيْرَ الَّذِيْ تَقُوْلُ ؕ وَاللّٰهُ يَكْتُبُ مَا يُبَيِّتُوْنَ ۚ فَاَعْرِضْ عَنْهُمْ وَتَوَكَّلْ عَلَى اللّٰهِ ؕ وَكَفٰى بِاللّٰهِ وَكِيْلًا ۝

৮১। তাহারা বলে, 'আনুগত্য করি';[৩০২] অতঃপর যখন তাহারা তোমার নিকট হইতে চলিয়া যায় তখন রাত্রে তাহাদের একদল যাহা বলে তাহার বিপরীত পরামর্শ করে। তাহারা যাহা রাত্রে পরামর্শ করে আল্লাহ্ তাহা লিপিবদ্ধ করিয়া রাখেন। সুতরাং তুমি তাহাদিগকে উপেক্ষা কর এবং আল্লাহ্‌র প্রতি ভরসা কর; কর্মবিধায়ক হিসাবে আল্লাহ্‌ই যথেষ্ট।

৩০১। নিঃসন্দেহে কল্যাণ ও অকল্যাণ সব কিছুর স্রষ্টা আল্লাহ্ তা'আলা, অবশ্য অকল্যাণ মানুষের কর্মের ফল—যাহা আল্লাহ্‌র অলংঘনীয় নিয়ম মুতাবিক মানুষের উপর আপতিত হয়, আর কল্যাণ আল্লাহ্‌র অনুগ্রহ ও দয়ার প্রকাশ মাত্র।
৩০২। 'করি' শব্দটি উহ্য আছে।

৮২। তবে কি তাহারা কুরআন সম্বন্ধে অনুধাবন করে না? ইহা যদি আল্লাহ্ ব্যতীত অন্য কাহারও নিকট হইতে আসিত তবে তাহারা উহাতে অনেক অসংগতি পাইত।

٨٢- اَفَلَا يَتَدَبَّرُوْنَ الْقُرْاٰنَ ؕ وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللّٰهِ لَوَجَدُوْا فِيْهِ اخْتِلَافًا كَثِيْرًا ۝

৮৩। যখন শান্তি অথবা শংকার কোন সংবাদ তাহাদের নিকট আসে তখন তাহারা উহা প্রচার করিয়া থাকে। যদি তাহারা উহা রাসূল কিংবা তাহাদের মধ্যে যাহারা ক্ষমতার অধিকারী তাহাদের গোচরে আনিত, তবে তাহাদের মধ্যে যাহারা তথ্য অনুসন্ধান করে তাহারা উহার যথার্থতা নির্ণয় করিতে পারিত। তোমাদের প্রতি যদি আল্লাহ্র অনুগ্রহ ও দয়া না থাকিত তবে তোমাদের অল্প সংখ্যক ব্যতীত সকলে শয়তানের অনুসরণ করিত।

٨٣- وَاِذَا جَآءَهُمْ اَمْرٌ مِّنَ الْاَمْنِ اَوِ الْخَوْفِ اَذَاعُوْا بِهٖ ؕ وَلَوْ رَدُّوْهُ اِلَى الرَّسُوْلِ وَاِلٰۤى اُولِى الْاَمْرِ مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ الَّذِيْنَ يَسْتَنْۢبِطُوْنَهٗ مِنْهُمْ ؕ وَلَوْلَا فَضْلُ اللّٰهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهٗ لَاتَّبَعْتُمُ الشَّيْطٰنَ اِلَّا قَلِيْلًا ۝

৮৪। সুতরাং আল্লাহ্র পথে যুদ্ধ কর; তোমাকে শুধু তোমার নিজের জন্য দায়ী করা হইবে এবং মু'মিনগণকে উদ্বুদ্ধ কর, হয়তো আল্লাহ্ কাফিরদের শক্তি সংযত করিবেন।[৩০৩] আল্লাহ্ শক্তিতে প্রবলতর ও শাস্তিদানে কঠোরতর।

٨٤- فَقَاتِلْ فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ ۚ لَا تُكَلَّفُ اِلَّا نَفْسَكَ وَحَرِّضِ الْمُؤْمِنِيْنَ ۚ عَسَى اللّٰهُ اَنْ يَّكُفَّ بَاْسَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا ؕ وَاللّٰهُ اَشَدُّ بَاْسًا وَّاَشَدُّ تَنْكِيْلًا ۝

৮৫। কেহ কোন ভাল কাজের সুপারিশ করিলে উহাতে তাহার অংশ থাকিবে এবং কেহ কোন মন্দ কাজের সুপারিশ করিলে উহাতে তাহার অংশ থাকিবে। আল্লাহ্ সর্ববিষয়ে নজর রাখেন।

٨٥- مَنْ يَّشْفَعْ شَفَاعَةً حَسَنَةً يَّكُنْ لَّهٗ نَصِيْبٌ مِّنْهَا ۚ وَمَنْ يَّشْفَعْ شَفَاعَةً سَيِّئَةً يَّكُنْ لَّهٗ كِفْلٌ مِّنْهَا ؕ وَكَانَ اللّٰهُ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ مُّقِيْتًا ۝

৮৬। তোমাদিগকে যখন অভিবাদন করা হয় তখন তোমরাও উহা অপেক্ষা উত্তম প্রত্যাভিবাদন করিবে অথবা উহারই অনুরূপ করিবে; নিশ্চয় আল্লাহ্ সর্ববিষয়ে হিসাব গ্রহণকারী।

٨٦- وَاِذَا حُيِّيْتُمْ بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوْا بِاَحْسَنَ مِنْهَاۤ اَوْ رُدُّوْهَا ؕ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ حَسِيْبًا ۝

النصف

৩০৩। উহুদের পর তৃতীয় হিজরীর যুল-কা'দায় মহানবী (সাঃ) ৭০ জন সাহাবীসহ মক্কার মুশরিকদের মুকাবিলার জন্য বাহির হইয়াছিলেন। কিন্তু প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী মুশরিকগণ আসে নাই। ইহাই 'বদ্‌রে সুগরার গাযওয়া' নামে অভিহিত। আয়াতে এই ঘটনার প্রতি ইঙ্গিত করা হইয়াছে।

٨٧- اَللّٰهُ لَاۤ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ ؕ لَيَجْمَعَنَّكُمْ اِلٰى يَوْمِ الْقِيٰمَةِ لَا رَيْبَ فِيْهِ ؕ وَمَنْ اَصْدَقُ مِنَ اللّٰهِ حَدِيْثًا ○

৮৭। আল্লাহ্, তিনি ব্যতীত অন্য কোন ইলাহ্ নাই; তিনি তোমাদিগকে কিয়ামতের দিন একত্র করিবেনই, ইহাতে কোন সন্দেহ নাই। কে আল্লাহ্ অপেক্ষা অধিক সত্যবাদী?

[১২]

٨٨- فَمَا لَكُمْ فِى الْمُنٰفِقِيْنَ فِئَتَيْنِ وَاللّٰهُ اَرْكَسَهُمْ بِمَا كَسَبُوْا ؕ اَتُرِيْدُوْنَ اَنْ تَهْدُوْا مَنْ اَضَلَّ اللّٰهُ ؕ وَمَنْ يُّضْلِلِ اللّٰهُ فَلَنْ تَجِدَ لَهٗ سَبِيْلًا ○

৮৮। তোমাদের কী হইল যে, তোমরা মুনাফিকদের সম্বন্ধে দুই দল হইয়া গেলে[৩০৪], যখন আল্লাহ্ তাহাদিগকে তাহাদের কৃতকর্মের জন্য পূর্বাবস্থায় ফিরাইয়া দিয়াছেন।[৩০৫] আল্লাহ্ যাহাকে পথভ্রষ্ট করেন তোমরা কি তাহাকে সৎপথে পরিচালিত করিতে চাও? এবং আল্লাহ্ কাহাকেও পথভ্রষ্ট করিলে তুমি তাহার জন্য কখনও কোন পথ পাইবে না।[৩০৬]

٨٩- وَدُّوْا لَوْ تَكْفُرُوْنَ كَمَا كَفَرُوْا فَتَكُوْنُوْنَ سَوَآءً فَلَا تَتَّخِذُوْا مِنْهُمْ اَوْلِيَآءَ حَتّٰى يُهَاجِرُوْا فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ ؕ فَاِنْ تَوَلَّوْا فَخُذُوْهُمْ وَاقْتُلُوْهُمْ حَيْثُ وَجَدْتُّمُوْهُمْ ۪ وَلَا تَتَّخِذُوْا مِنْهُمْ وَلِيًّا وَّلَا نَصِيْرًا ○

৮৯। তাহারা ইহাই কামনা করে যে, তাহারা যেরূপ কুফরী করিয়াছে তোমরাও সেইরূপ কুফরী কর, যাহাতে তোমরা তাহাদের সমান হইয়া যাও। সুতরাং আল্লাহ্‌র পথে হিজরত না করা পর্যন্ত তাহাদের মধ্য হইতে কাহাকেও বন্ধুরূপে গ্রহণ করিবে না। যদি তাহারা মুখ ফিরাইয়া লয় তবে তাহাদিগকে যেখানে পাইবে গ্রেফতার করিবে এবং হত্যা করিবে এবং তাহাদের মধ্য হইতে কাহাকেও বন্ধু ও সহায়রূপে গ্রহণ করিবে না।

٩٠- اِلَّا الَّذِيْنَ يَصِلُوْنَ اِلٰى قَوْمٍۭ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِّيْثَاقٌ

৯০। কিন্তু তাহাদিগকে নহে যাহারা এমন এক সম্প্রদায়ের সহিত মিলিত হয় যাহাদের সহিত তোমরা অংগীকারাবদ্ধ, অথবা যাহারা তোমাদের নিকট এমন অবস্থায়

৩০৪। মুনাফিকদের ব্যাপারে কঠোর অথবা নম্র হওয়া লইয়া সাহাবীদের মধ্যে মতানৈক্য হইয়াছিল।
৩০৫। অর্থাৎ মুনাফিকদের কৃতকর্মের জন্য আল্লাহ্ তাহাদিগকে কুফরীর দিকে পুনঃ ফিরাইয়া দিয়াছেন।
৩০৬। ১২ নং টীকা দ্রষ্টব্য।

Contents

أَوْ جَآءُوْكُمْ حَصِرَتْ صُدُوْرُهُمْ
أَنْ يُّقَاتِلُوْكُمْ أَوْ يُقَاتِلُوْا قَوْمَهُمْ ط
وَلَوْ شَآءَ اللّٰهُ لَسَلَّطَهُمْ عَلَيْكُمْ فَلَقٰتَلُوْكُمْ ج
فَاِنِ اعْتَزَلُوْكُمْ
فَلَمْ يُقَاتِلُوْكُمْ
وَاَلْقَوْا اِلَيْكُمُ السَّلَمَ لا
فَمَا جَعَلَ اللّٰهُ لَكُمْ
عَلَيْهِمْ سَبِيْلًا ۝

আগমন করে যখন তাহাদের মন তোমাদের সহিত অথবা তাহাদের সম্প্রদায়ের সহিত যুদ্ধ করিতে সংকুচিত হয়। আল্লাহ্ যদি ইচ্ছা করিতেন তবে তাহাদিগকে তোমাদের উপর ক্ষমতা দিতেন এবং তাহারা নিশ্চয় তোমাদের সহিত যুদ্ধ করিত। সুতরাং তাহারা যদি তোমাদের নিকট হইতে সরিয়া দাঁড়ায়, তোমাদের সহিত যুদ্ধ না করে এবং তোমাদের নিকট শান্তি প্রস্তাব করে তবে আল্লাহ্ তোমাদের জন্য তাহাদের বিরুদ্ধে কোন ব্যবস্থা অবলম্বনের পথ রাখেন না।

٩١- سَتَجِدُوْنَ اٰخَرِيْنَ
يُرِيْدُوْنَ اَنْ يَّاْمَنُوْكُمْ وَيَاْمَنُوْا
قَوْمَهُمْ ط كُلَّمَا رُدُّوْٓا اِلَى الْفِتْنَةِ اُرْكِسُوْا
فِيْهَا ج فَاِنْ لَّمْ يَعْتَزِلُوْكُمْ
وَيُلْقُوْٓا اِلَيْكُمُ السَّلَمَ وَيَكُفُّوْٓا اَيْدِيَهُمْ
فَخُذُوْهُمْ وَاقْتُلُوْهُمْ حَيْثُ
ثَقِفْتُمُوْهُمْ ط وَاُولٰٓئِكُمْ جَعَلْنَا لَكُمْ
ع عَلَيْهِمْ سُلْطٰنًا مُّبِيْنًا ۝

৯১। তোমরা অপর কতক লোক পাইবে যাহারা তোমাদের সহিত ও তাহাদের সম্প্রদায়ের সহিত শান্তি চাহিবে। যখনই তাহাদিগকে ফিত্নার[৩০৭] দিকে আহ্বান করা হয় তখনই এই ব্যাপারে তাহারা তাহাদের পূর্বাবস্থায় প্রত্যাবৃত্ত হয়। যদি তাহারা তোমাদের নিকট হইতে চলিয়া না যায়, তোমাদের নিকট শান্তি প্রস্তাব না করে এবং তাহাদের হস্ত সংবরণ না করে তবে তাহাদিগকে যেখানেই পাইবে গ্রেফতার করিবে ও হত্যা করিবে এবং তোমাদিগকে ইহাদের বিরুদ্ধাচরণের স্পষ্ট অধিকার দিয়াছি।

[১৩]

٩٢- وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ اَنْ يَّقْتُلَ مُؤْمِنًا
اِلَّا خَطَـًٔا ج وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا
خَطَـًٔا فَتَحْرِيْرُ رَقَبَةٍ مُّؤْمِنَةٍ
وَّدِيَةٌ مُّسَلَّمَةٌ اِلٰٓى اَهْلِهٖٓ
اِلَّآ اَنْ يَّصَّدَّقُوْا ط
فَاِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ عَدُوٍّ لَّكُمْ

৯২। কোন মু'মিনকে হত্যা করা কোন মু'মিনের কাজ নহে, তবে ভুলবশত করিলে উহা স্বতন্ত্র; এবং কেহ কোন মু'মিনকে ভুলবশত হত্যা করিলে এক মু'মিন দাস মুক্ত করা এবং তাহার পরিজনবর্গকে রক্তপণ অর্পণ করা বিধেয়, যদি না তাহারা ক্ষমা করে। যদি সে তোমাদের শত্রুপক্ষের

৩০৭। ১৩৩ নং টীকা দ্রষ্টব্য।

وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَتَحْرِيْرُ رَقَبَةٍ مُّؤْمِنَةٍ ۖ وَاِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍۢ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِّيْثَاقٌ فَدِيَةٌ مُّسَلَّمَةٌ اِلٰۤى اَهْلِهٖ وَتَحْرِيْرُ رَقَبَةٍ مُّؤْمِنَةٍ ۚ فَمَنْ لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ تَوْبَةً مِّنَ اللّٰهِ ۗ وَكَانَ اللّٰهُ عَلِيْمًا حَكِيْمًا ○

লোক হয় এবং মু'মিন হয় তবে এক মু'মিন দাস মুক্ত করা বিধেয়। আর যদি সে এমন এক সম্প্রদায়ভুক্ত হয় যাহার সহিত তোমরা অংগীকারাবদ্ধ তবে তাহার পরিজনবর্গকে রক্তপণ অর্পণ এবং মু'মিন দাস মুক্ত করা বিধেয়, এবং যে সংগতিহীন সে একাদিক্রমে দুই মাস সিয়াম পালন করিবে। তওবার জন্য ইহা আল্লাহ্‌র ব্যবস্থা এবং আল্লাহ্ সর্বজ্ঞ, প্রজ্ঞাময়।

٩٣- وَمَنْ يَّقْتُلْ مُؤْمِنًا مُّتَعَمِّدًا فَجَزَآؤُهٗ جَهَنَّمُ خٰلِدًا فِيْهَا وَغَضِبَ اللّٰهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهٗ وَاَعَدَّ لَهٗ عَذَابًا عَظِيْمًا ○

৯৩। কেহ ইচ্ছাকৃতভাবে কোন মু'মিনকে হত্যা করিলে[৩০৮] তাহার শাস্তি জাহান্নাম; সেখানে সে স্থায়ী হইবে এবং আল্লাহ্ তাহার প্রতি রুষ্ট হইবেন, তাহাকে লা'নত করিবেন এবং তাহার জন্য মহাশাস্তি প্রস্তুত রাখিবেন।

٩٤- يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْۤا اِذَا ضَرَبْتُمْ فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ فَتَبَيَّنُوْا وَلَا تَقُوْلُوْا لِمَنْ اَلْقٰۤى اِلَيْكُمُ السَّلٰمَ لَسْتَ مُؤْمِنًا ۚ تَبْتَغُوْنَ عَرَضَ الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا ۫ فَعِنْدَ اللّٰهِ مَغَانِمُ كَثِيْرَةٌ ۗ كَذٰلِكَ كُنْتُمْ مِّنْ قَبْلُ فَمَنَّ اللّٰهُ عَلَيْكُمْ فَتَبَيَّنُوْا ۗ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُوْنَ خَبِيْرًا ○

৯৪। হে মু'মিনগণ! তোমরা যখন আল্লাহ্‌র পথে যাত্রা করিবে তখন পরীক্ষা করিয়া লইবে এবং কেহ তোমাদিগকে সালাম করিলে[৩০৯] ইহ জীবনের সম্পদের আকাঙ্ক্ষায় তাহাকে বলিও না, 'তুমি মু'মিন নহ', কারণ আল্লাহ্‌র নিকট অনায়াসলভ্য সম্পদ প্রচুর[৩১০] রহিয়াছে। তোমরা তো পূর্বে এইরূপই ছিলে, অতঃপর আল্লাহ্ তোমাদের প্রতি অনুগ্রহ করিয়াছেন; সুতরাং তোমরা পরীক্ষা করিয়া লইবে। তোমরা যাহা কর আল্লাহ্ তো সে বিষয়ে সবিশেষ অবহিত।

٩٥- لَا يَسْتَوِى الْقٰعِدُوْنَ مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ غَيْرُ اُولِى الضَّرَرِ

৯৫। মু'মিনদের মধ্যে যাহারা অক্ষম নহে অথচ ঘরে বসিয়া থাকে ও যাহারা আল্লাহ্‌র

৩০৮। ইচ্ছাকৃত হত্যার হুকুমের জন্য দ্রঃ ২ ঃ ১৭৮ ও ৫ ঃ ৪৫।

৩০৯। রাসূলুল্লাহ (সাঃ) কতিপয় সাহাবীকে এক গোত্রের নিকট প্রেরণ করিয়াছিলেন। সে গোত্রের এক ব্যক্তি ইসলাম কবূল করিয়াছিল, কিন্তু তাহার ইসলাম গ্রহণের বিষয়টি সাহাবীদের জানা ছিল না বলিয়া সে ইসলামী রীতিতে সালাম করা সত্ত্বেও তাহাকে হত্যা করা হইয়াছিল। আয়াতটি এই প্রসংগে নাযিল হয়।

৩১০। مغانم বহুবচন مغنم এক বচন; অর্থ, যাহা অনায়াসে লাভ করা যায়; বিশেষ স্থলে ইহা যুদ্ধলব্ধ দ্রব্য অর্থে ব্যবহৃত হয়।

وَالْمُجٰهِدُوْنَ فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ بِاَمْوَالِهِمْ وَاَنْفُسِهِمْ ؕ فَضَّلَ اللّٰهُ الْمُجٰهِدِيْنَ بِاَمْوَالِهِمْ وَاَنْفُسِهِمْ عَلَى الْقٰعِدِيْنَ دَرَجَةً ؕ وَكُلًّا وَّعَدَ اللّٰهُ الْحُسْنٰى ؕ وَفَضَّلَ اللّٰهُ الْمُجٰهِدِيْنَ عَلَى الْقٰعِدِيْنَ اَجْرًا عَظِيْمًا ۙ

পথে স্বীয় ধন-প্রাণ দ্বারা জিহাদ[৩১১] করে তাহারা সমান নহে। যাহারা স্বীয় ধন-প্রাণ দ্বারা জিহাদ করে আল্লাহ্ তাহাদিগকে, যাহারা ঘরে বসিয়া থাকে[৩১২] তাহাদের উপর মর্যাদা দিয়াছেন; আল্লাহ্ সকলকেই কল্যাণের প্রতিশ্রুতি দিয়াছেন। যাহারা ঘরে বসিয়া থাকে তাহাদের উপর যাহারা জিহাদ করে তাহাদিগকে আল্লাহ্ মহাপুরস্কারের ক্ষেত্রে শ্রেষ্ঠত্ব দিয়াছেন।

٩٦- دَرَجٰتٍ مِّنْهُ وَمَغْفِرَةً وَّرَحْمَةً ؕ وَكَانَ اللّٰهُ غَفُوْرًا رَّحِيْمًا ۝ ع ١٣

৯৬। ইহা তাঁহার নিকট হইতে মর্যাদা, ক্ষমা ও দয়া; আল্লাহ্ ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।

[১৪]

٩٧- اِنَّ الَّذِيْنَ تَوَفّٰهُمُ الْمَلٰٓئِكَةُ ظَالِمِيْٓ اَنْفُسِهِمْ قَالُوْا فِيْمَ كُنْتُمْ ؕ قَالُوْا كُنَّا مُسْتَضْعَفِيْنَ فِي الْاَرْضِ ؕ قَالُوْٓا اَلَمْ تَكُنْ اَرْضُ اللّٰهِ وَاسِعَةً فَتُهَاجِرُوْا فِيْهَا ؕ فَاُولٰٓئِكَ مَاْوٰىهُمْ جَهَنَّمُ ؕ وَسَآءَتْ مَصِيْرًا ۙ

৯৭। যাহারা নিজেদের উপর যুলুম করে তাহাদের প্রাণ গ্রহণের সময় ফিরিশতাগণ বলে,'তোমরা কী অবস্থায় ছিলে?' তাহারা বলে, 'দুনিয়ায় আমরা অসহায় ছিলাম;' তাহারা বলে, 'আল্লাহ্র যমীন কি এমন প্রশস্ত ছিল না যেথায় তোমরা[৩১৩] হিজরত করিতে?' ইহাদেরই আবাসস্থল জাহান্নাম, আর উহা কত মন্দ আবাস!

٩٨- اِلَّا الْمُسْتَضْعَفِيْنَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَآءِ وَالْوِلْدَانِ لَا يَسْتَطِيْعُوْنَ حِيْلَةً وَّلَا يَهْتَدُوْنَ سَبِيْلًا ۙ

৯৮। তবে যেসব অসহায় পুরুষ, নারী ও শিশু কোন উপায় অবলম্বন করিতে পারে না এবং কোন পথও পায় না,

٩٩- فَاُولٰٓئِكَ عَسَى اللّٰهُ اَنْ يَّعْفُوَ عَنْهُمْ ؕ وَكَانَ اللّٰهُ عَفُوًّا غَفُوْرًا ۝

৯৯। আল্লাহ্ অচিরেই তাহাদের পাপ মোচন করিবেন, কারণ আল্লাহ্ পাপ মোচনকারী, ক্ষমাশীল।

١٠٠- وَمَنْ يُّهَاجِرْ فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ يَجِدْ فِي الْاَرْضِ مُرٰغَمًا كَثِيْرًا وَّسَعَةً ؕ

১০০। কেহ আল্লাহ্র পথে হিজরত করিলে সে দুনিয়ায় বহু আশ্রয়স্থল এবং প্রাচুর্য লাভ

৩১১। ১৫৩ নং টীকা দ্রষ্টব্য।

৩১২। ইচ্ছা থাকা সত্ত্বেও শারীরিক কোন অসুবিধার জন্য যাহারা জিহাদে যোগ দিতে পারে নাই তাহাদের সম্বন্ধে এই আয়াতে বলা হইয়াছে। সঙ্গত কারণ না থাকা সত্ত্বেও জিহাদ হইতে বিরত থাকা জায়েয নহে।

৩১৩। প্রকাশ্যে ইসলামের কর্তব্যাদি পালন যে দেশে সম্ভব নয় সে দেশ হইতে হিজরত করা মুসলিমদের জন্য ফরয।

وَمَنْ يَّخْرُجْ مِنْۢ بَيْتِهٖ مُهَاجِرًا اِلَى اللّٰهِ وَرَسُوْلِهٖ ثُمَّ يُدْرِكْهُ الْمَوْتُ فَقَدْ وَقَعَ اَجْرُهٗ عَلَى اللّٰهِ ؕ وَكَانَ اللّٰهُ غَفُوْرًا رَّحِيْمًا ۞

করিবে এবং কেহ আল্লাহ্ ও রাসূলের উদ্দেশ্যে নিজ গৃহ হইতে মুহাজির হইয়া বাহির হইলে এবং তাহার মৃত্যু ঘটিলে তাহার পুরস্কারের ভার আল্লাহ্র উপর; আল্লাহ্ ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।

[১৫]

١٠١- وَاِذَا ضَرَبْتُمْ فِى الْاَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ اَنْ تَقْصُرُوْا مِنَ الصَّلٰوةِ ۖ اِنْ خِفْتُمْ اَنْ يَّفْتِنَكُمُ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا ؕ اِنَّ الْكٰفِرِيْنَ كَانُوْا لَكُمْ عَدُوًّا مُّبِيْنًا ۞

১০১। তোমরা যখন দেশ-বিদেশে সফর করিবে তখন যদি তোমাদের আশংকা হয় যে, কাফিরগণ তোমাদের জন্য ফিতনা[৩১৪] সৃষ্টি করিবে, তবে সালাত সংক্ষিপ্ত করিলে তোমাদের কোন দোষ নাই।[৩১৫] নিশ্চয়ই কাফিরগণ তোমাদের প্রকাশ্য শত্রু।

١٠٢- وَاِذَا كُنْتَ فِيْهِمْ فَاَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلٰوةَ فَلْتَقُمْ طَآئِفَةٌ مِّنْهُمْ مَّعَكَ وَلْيَاْخُذُوْٓا اَسْلِحَتَهُمْ فَاِذَا سَجَدُوْا فَلْيَكُوْنُوْا مِنْ وَّرَآئِكُمْ ۠ وَلْتَاْتِ طَآئِفَةٌ اُخْرٰى لَمْ يُصَلُّوْا فَلْيُصَلُّوْا مَعَكَ وَلْيَاْخُذُوْا حِذْرَهُمْ وَاَسْلِحَتَهُمْ ۚ وَدَّ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا لَوْ تَغْفُلُوْنَ عَنْ اَسْلِحَتِكُمْ وَاَمْتِعَتِكُمْ فَيَمِيْلُوْنَ عَلَيْكُمْ مَّيْلَةً وَّاحِدَةً ؕ وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ اِنْ كَانَ بِكُمْ اَذًى مِّنْ مَّطَرٍ اَوْ كُنْتُمْ مَّرْضٰٓى اَنْ تَضَعُوْٓا اَسْلِحَتَكُمْ ۚ وَخُذُوْا حِذْرَكُمْ ؕ

১০২। আর তুমি যখন তাহাদের মধ্যে অবস্থান করিবে ও তাহাদের সংগে সালাত কায়েম করিবে তখন তাহাদের একদল তোমার সহিত যেন দাঁড়ায় এবং তাহারা যেন সশস্ত্র থাকে। তাহাদের সিজ্দা করা হইলে তাহারা যেন তোমাদের পিছনে অবস্থান করে; আর অপর একদল যাহারা সালাতে শরীক হয় নাই তাহারা তোমার সহিত যেন সালাতে শরীক হয় এবং তাহারা যেন সতর্ক ও সশস্ত্র থাকে।[৩১৬] কাফিরগণ কামনা করে যেন তোমরা তোমাদের অস্ত্রশস্ত্র ও আসবাবপত্র সম্বন্ধে অসতর্ক হও যাহাতে তাহারা তোমাদের উপর একেবারে ঝাঁপাইয়া পড়িতে পারে। যদি তোমরা বৃষ্টির জন্য কষ্ট পাও অথবা পীড়িত থাক তবে তোমরা অস্ত্র রাখিয়া দিলে তোমাদের কোন দোষ নাই; কিন্তু তোমরা সতর্কতা অবলম্বন করিবে।

৩১৪। ১৩৩ নং টীকা দ্রষ্টব্য।

৩১৫। আয়াতে অমুসলিমদের আক্রমণের আশংকা থাকিলে সালাত কাস্র করার নির্দেশ দেওয়া হইয়াছে। কিন্তু মহানবী (সাঃ) তদ্রূপ কোন আশংকা ব্যতীতও সফরে সালাত কাস্র করিয়াছেন।

৩১৬। শরী'আতের পরিভাষায় ইহা 'সালাতুল্ খাওফ'।

إِنَّ اللّٰهَ أَعَدَّ لِلْكٰفِرِيْنَ عَذَابًا مُّهِيْنًا ۝

আল্লাহ্ কাফিরদের জন্য লাঞ্ছনাদায়ক শাস্তি প্রস্তুত রাখিয়াছেন।

١٠٣- فَإِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلٰوةَ فَاذْكُرُوا اللّٰهَ قِيٰمًا وَّ قُعُوْدًا وَّعَلٰى جُنُوْبِكُمْ ۚ فَإِذَا اطْمَأْنَنْتُمْ فَأَقِيْمُوا الصَّلٰوةَ ۚ إِنَّ الصَّلٰوةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِيْنَ كِتٰبًا مَّوْقُوْتًا ۝

১০৩। যখন তোমরা সালাত সমাপ্ত করিবে তখন দাঁড়াইয়া, বসিয়া এবং শুইয়া আল্লাহ্কে স্মরণ করিবে, যখন তোমরা নিরাপদ হইবে তখন যথাযথ সালাত কায়েম করিবে; নির্ধারিত সময়ে সালাত কায়েম করা মু'মিনদের জন্য অবশ্য কর্তব্য।

١٠٤- وَلَا تَهِنُوْا فِي ابْتِغَآءِ الْقَوْمِ ۖ إِنْ تَكُوْنُوْا تَأْلَمُوْنَ فَإِنَّهُمْ يَأْلَمُوْنَ كَمَا تَأْلَمُوْنَ ۚ وَتَرْجُوْنَ مِنَ اللّٰهِ مَا لَا يَرْجُوْنَ ۗ وَكَانَ اللّٰهُ عَلِيْمًا حَكِيْمًا ۝

১০৪। শত্রু সম্প্রদায়ের সন্ধানে তোমরা হতোদ্যম হইও না। যদি তোমরা যন্ত্রণা পাও তবে তাহারাও তো তোমাদের মতই যন্ত্রণা পায়[৩১৭] এবং আল্লাহ্র নিকট তোমরা যাহা আশা কর উহারা তাহা আশা করে না। আল্লাহ্ সর্বজ্ঞ, প্রজ্ঞাময়।

[১৬]

١٠٥- إِنَّآ أَنْزَلْنَآ إِلَيْكَ الْكِتٰبَ بِالْحَقِّ لِتَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ بِمَآ أَرٰىكَ اللّٰهُ ۖ وَلَا تَكُنْ لِّلْخَآئِنِيْنَ خَصِيْمًا ۝

১০৫। আমি তো তোমার প্রতি সত্যসহ কিতাব অবতীর্ণ করিয়াছি যাহাতে তুমি আল্লাহ্ তোমাকে যাহা জানাইয়াছেন সেই অনুসারে মানুষের মধ্যে বিচার মীমাংসা কর এবং বিশ্বাস ভংগকারীদের[৩১৮] সমর্থনে তর্ক করিও না।

١٠٦- وَّاسْتَغْفِرِ اللّٰهَ ۖ إِنَّ اللّٰهَ كَانَ غَفُوْرًا رَّحِيْمًا ۝

১০৬। আর আল্লাহ্র নিকট ক্ষমা প্রার্থনা কর; নিশ্চয়ই আল্লাহ্ ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।

١٠٧- وَلَا تُجَادِلْ عَنِ الَّذِيْنَ يَخْتَانُوْنَ أَنْفُسَهُمْ ۖ إِنَّ اللّٰهَ لَا يُحِبُّ مَنْ كَانَ خَوَّانًا أَثِيْمًا ۝

১০৭। যাহারা নিজদিগকে প্রতারিত করে তাহাদের পক্ষে বাদ-বিসম্বাদ করিও না, নিশ্চয়ই আল্লাহ্ বিশ্বাস ভংগকারী পাপীকে পসন্দ করেন না।

৩১৭। উহুদের যুদ্ধের পরপরই আহত অবস্থায় মহানবী (সাঃ) সাহাবীদিগকে সংগে লইয়া কুরায়শদের পশ্চাদ্ধাবন করিয়া 'হামরাউল আসাদ' নামক স্থান পর্যন্ত গমন করেন। কুরায়শ দল পুনঃ আক্রমণের পরিকল্পনা করে ও পরে উহা পরিত্যাগ করিয়া পলায়ন করে। এখানে সেই ঘটনাটির প্রতি ইঙ্গিত করা হইয়াছে (দ্রঃ ৩ ঃ ১৭২)।

৩১৮। মদীনায় এক দুর্বলচিত্ত মুসলিম (ভিন্নমতে মুনাফিক) চুরি করিয়া চোরাই মাল এক ইয়াহূদীর নিকট গচ্ছিত রাখে। পরে ধরা পড়িলে সে ইয়াহূদীকে দোষারোপ করিয়া নিজে বাঁচিতে চায়, কিন্তু মুসলিমও তাহার পক্ষ অবলম্বন করে। সেই প্রসংগে এই আয়াতগুলি অবতীর্ণ হয়।

١٠٨- يَّسْتَخْفُوْنَ مِنَ النَّاسِ وَلَا يَسْتَخْفُوْنَ مِنَ اللّٰهِ وَهُوَ مَعَهُمْ اِذْ يُبَيِّتُوْنَ مَا لَا يَرْضٰى مِنَ الْقَوْلِ ؕ وَكَانَ اللّٰهُ بِمَا يَعْمَلُوْنَ مُحِيْطًا ○

১০৮। তাহারা মানুষ হইতে গোপন করিতে চাহে[৩১৯] কিন্তু আল্লাহ্‌ হইতে গোপন করে না, অথচ তিনি তাহাদের সংগেই আছেন রাত্রে যখন তাহারা, তিনি যাহা পসন্দ করেন না—এমন বিষয়ে পরামর্শ করে এবং তাহারা যাহা করে তাহা সর্বতোভাবে আল্লাহ্‌র জ্ঞানায়ত্ত।

١٠٩- هٰۤاَنْتُمْ هٰۤؤُلَآءِ جٰدَلْتُمْ عَنْهُمْ فِى الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا قف فَمَنْ يُّجَادِلُ اللّٰهَ عَنْهُمْ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ اَمْ مَّنْ يَّكُوْنُ عَلَيْهِمْ وَكِيْلًا ○

১০৯। দেখ, তোমরাই ইহজীবনে তাহাদের পক্ষে বিতর্ক করিতেছ; কিন্তু কিয়ামতের দিন আল্লাহ্‌র সম্মুখে কে তাহাদের পক্ষে বিতর্ক করিবে অথবা কে তাহাদের উকীল হইবে?

١١٠- وَمَنْ يَّعْمَلْ سُوْٓءًا اَوْ يَظْلِمْ نَفْسَهٗ ثُمَّ يَسْتَغْفِرِ اللّٰهَ يَجِدِ اللّٰهَ غَفُوْرًا رَّحِيْمًا ○

১১০। কেহ কোন মন্দ কার্য করিয়া অথবা নিজের প্রতি যুলুম করিয়া পরে আল্লাহ্‌র নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করিলে আল্লাহ্‌কে সে ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু পাইবে।

١١١- وَمَنْ يَّكْسِبْ اِثْمًا فَاِنَّمَا يَكْسِبُهٗ عَلٰى نَفْسِهٖ ؕ وَكَانَ اللّٰهُ عَلِيْمًا حَكِيْمًا ○

১১১। কেহ পাপকার্য করিলে সে উহা নিজের ক্ষতির জন্যই করে। আল্লাহ্‌ সর্বজ্ঞ, প্রজ্ঞাময়।

١١٢- وَمَنْ يَّكْسِبْ خَطِيْٓئَةً اَوْ اِثْمًا ثُمَّ يَرْمِ بِهٖ بَرِيْٓـًٔا فَقَدِ احْتَمَلَ بُهْتَانًا وَّاِثْمًا مُّبِيْنًا ○

১১২। কেহ কোন দোষ বা পাপ করিয়া পরে উহা কোন নির্দোষ ব্যক্তির প্রতি আরোপ করিলে সে তো মিথ্যা অপবাদ ও স্পষ্ট পাপের বোঝা বহন করে।

[১৭]

١١٣- وَلَوْلَا فَضْلُ اللّٰهِ عَلَيْكَ وَرَحْمَتُهٗ لَهَمَّتْ طَّآئِفَةٌ مِّنْهُمْ اَنْ يُّضِلُّوْكَ ؕ وَمَا يُضِلُّوْنَ اِلَّآ اَنْفُسَهُمْ وَمَا يَضُرُّوْنَكَ مِنْ شَىْءٍ ؕ

১১৩। তোমার প্রতি আল্লাহ্‌র অনুগ্রহ ও দয়া না থাকিলে তাহাদের একদল তোমাকে পথভ্রষ্ট করিতে চাহিতই। কিন্তু তাহারা নিজদিগকে ব্যতীত আর কাহাকেও পথভ্রষ্ট করে না এবং তোমার কোনই ক্ষতি করিতে পারে না। আল্লাহ্‌ তোমার

৩১৯। লজ্জায় বা ভয়ে নিজের দোষ গোপন করিতে চাহে।

وَاَنْزَلَ اللّٰهُ عَلَيْكَ الْكِتٰبَ وَالْحِكْمَةَ وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمُ ۗ وَكَانَ فَضْلُ اللّٰهِ عَلَيْكَ عَظِيْمًا ۝

প্রতি কিতাব ও হিকমত[৩২০] অবতীর্ণ করিয়াছেন এবং তুমি যাহা জানিতে না তাহা তোমাকে শিক্ষা দিয়াছেন, তোমার প্রতি আল্লাহ্‌র মহা অনুগ্রহ রহিয়াছে।

١١٤- لَا خَيْرَ فِيْ كَثِيْرٍ مِّنْ نَّجْوٰىهُمْ اِلَّا مَنْ اَمَرَ بِصَدَقَةٍ اَوْ مَعْرُوْفٍ اَوْ اِصْلَاحٍۢ بَيْنَ النَّاسِ ۗ وَمَنْ يَّفْعَلْ ذٰلِكَ ابْتِغَآءَ مَرْضَاتِ اللّٰهِ فَسَوْفَ نُؤْتِيْهِ اَجْرًا عَظِيْمًا ۝

১১৪। তাহাদের অধিকাংশ গোপন পরামর্শে কোন কল্যাণ নাই, তবে কল্যাণ আছে যে নির্দেশ দেয় দান-খয়রাত, সৎকার্য ও মানুষের মধ্যে শান্তি স্থাপনের; আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টি লাভের আকাঙক্ষায় কেহ উহা করিলে তাহাকে অবশ্যই আমি মহাপুরস্কার দিব।

١١٥- وَمَنْ يُّشَاقِقِ الرَّسُوْلَ مِنْۢ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدٰى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيْلِ الْمُؤْمِنِيْنَ نُوَلِّهٖ مَا تَوَلّٰى وَنُصْلِهٖ جَهَنَّمَ ۗ وَسَآءَتْ مَصِيْرًا ۝

১১৫। কাহারও নিকট সৎপথ প্রকাশ হওয়ার পর সে যদি রাসূলের বিরুদ্ধাচরণ করে এবং মু'মিনদের পথ ব্যতীত অন্য পথ অনুসরণ করে, তবে যেদিকে সে ফিরিয়া যায় সেদিকেই তাহাকে ফিরাইয়া দিব এবং জাহান্নামে তাহাকে দগ্ধ করিব, আর উহা কত মন্দ আবাস!

[১৮]

١١٦- اِنَّ اللّٰهَ لَا يَغْفِرُ اَنْ يُّشْرَكَ بِهٖ وَيَغْفِرُ مَا دُوْنَ ذٰلِكَ لِمَنْ يَّشَآءُ ۗ وَمَنْ يُّشْرِكْ بِاللّٰهِ فَقَدْ ضَلَّ ضَلٰلًاۢ بَعِيْدًا ۝

১১৬। নিশ্চয়ই আল্লাহ্ তাঁহার সহিত শরীক করাকে ক্ষমা করেন না; ইহা ব্যতীত সব কিছু যাহাকে ইচ্ছা ক্ষমা করেন, এবং কেহ আল্লাহ্‌র শরীক করিলে সে ভীষণভাবে পথভ্রষ্ট হয়।

١١٧- اِنْ يَّدْعُوْنَ مِنْ دُوْنِهٖٓ اِلَّآ اِنٰثًا ۚ وَاِنْ يَّدْعُوْنَ اِلَّا شَيْطٰنًا مَّرِيْدًا ۝

১১৭। তাঁহার পরিবর্তে তাহারা দেবীরই পূজা করে এবং বিদ্রোহী শয়তানেরই পূজা করে—

١١٨- لَّعَنَهُ اللّٰهُ ۘ وَقَالَ لَاَتَّخِذَنَّ مِنْ عِبَادِكَ نَصِيْبًا مَّفْرُوْضًا ۝

১১৮। আল্লাহ্ তাহাকে লা'নত করেন এবং সে বলে, 'আমি অবশ্যই তোমার বান্দাদের এক নির্দিষ্ট অংশকে আমার অনুসারী করিয়া লইব।

৩২০। ৯৩ নং টীকা দ্রষ্টব্য।

١١٩- وَّلَاُضِلَّنَّهُمْ وَلَاُمَنِّيَنَّهُمْ وَلَاٰمُرَنَّهُمْ فَلَيُبَتِّكُنَّ اٰذَانَ الْاَنْعَامِ وَلَاٰمُرَنَّهُمْ فَلَيُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللّٰهِ ؕ وَمَنْ يَّتَّخِذِ الشَّيْطٰنَ وَلِيًّا مِّنْ دُوْنِ اللّٰهِ فَقَدْ خَسِرَ خُسْرَانًا مُّبِيْنًا ۝

১১৯। আমি তাহাদিগকে পথভ্রষ্ট করিবই; তাহাদের হৃদয়ে মিথ্যা বাসনার সৃষ্টি করিবই, আমি তাহাদিগকে নিশ্চয় নির্দেশ দিব আর তাহারা পশুর কর্ণচ্ছেদ করিবেই৩২১, এবং তাহাদিগকে নিশ্চয় নির্দেশ দিব আর তাহারা আল্লাহ্‌র সৃষ্টি বিকৃত করিবেই।' আল্লাহ্‌র পরিবর্তে কেহ শয়তানকে অভিভাবকরূপে গ্রহণ করিলে সে স্পষ্টতঃই ক্ষতিগ্রস্ত হয়।

١٢٠- يَعِدُهُمْ وَيُمَنِّيْهِمْ ؕ وَمَا يَعِدُهُمُ الشَّيْطٰنُ اِلَّا غُرُوْرًا ۝

১২০। সে তাহাদিগকে প্রতিশ্রুতি দেয় এবং তাহাদের হৃদয়ে মিথ্যা বাসনার সৃষ্টি করে, আর শয়তান তাহাদিগকে যে প্রতিশ্রুতি দেয় তাহা ছলনামাত্র।

١٢١- اُولٰٓئِكَ مَاْوٰىهُمْ جَهَنَّمُ ز وَلَا يَجِدُوْنَ عَنْهَا مَحِيْصًا ۝

১২১। ইহাদেরই আশ্রয়স্থল জাহান্নাম, উহা হইতে তাহারা নিষ্কৃতির উপায় পাইবে না।

١٢٢- وَالَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ سَنُدْخِلُهُمْ جَنّٰتٍ تَجْرِيْ مِنْ تَحْتِهَا الْاَنْهٰرُ خٰلِدِيْنَ فِيْهَآ اَبَدًا ؕ وَعْدَ اللّٰهِ حَقًّا ؕ وَمَنْ اَصْدَقُ مِنَ اللّٰهِ قِيْلًا ۝

১২২। আর যাহারা ঈমান আনে ও সৎ কাজ করে তাহাদিগকে দাখিল করিব জান্নাতে, যাহার পাদদেশে নদী প্রবাহিত, সেখানে তাহারা চিরস্থায়ী হইবে; আল্লাহ্‌র প্রতিশ্রুতি সত্য, কে আল্লাহ্ অপেক্ষা কথায় অধিক সত্যবাদী?

١٢٣- لَيْسَ بِاَمَانِيِّكُمْ وَلَآ اَمَانِيِّ اَهْلِ الْكِتٰبِ ؕ مَنْ يَّعْمَلْ سُوْٓءًا يُّجْزَ بِهٖ ۙ وَلَا يَجِدْ لَهٗ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ وَلِيًّا وَّلَا نَصِيْرًا ۝

১২৩। তোমাদের খেয়াল-খুশী ও কিতাবীদের খেয়াল-খুশী অনুসারে কাজ হইবে না; কেহ মন্দ কাজ করিলে তাহার প্রতিফল সে পাইবে এবং আল্লাহ ব্যতীত তাহার জন্য সে কোন অভিভাবক ও সহায় পাইবে না।

١٢٤- وَمَنْ يَّعْمَلْ مِنَ الصّٰلِحٰتِ مِنْ ذَكَرٍ اَوْ اُنْثٰى وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَاُولٰٓئِكَ يَدْخُلُوْنَ الْجَنَّةَ وَلَا يُظْلَمُوْنَ نَقِيْرًا ۝

১২৪। পুরুষ অথবা নারীর মধ্যে কেহ সৎ কাজ করিলে ও মু'মিন হইলে তাহারা জান্নাতে দাখিল হইবে এবং তাহাদের প্রতি অণু পরিমাণও যুলুম করা হইবে না।

৩২১। আরবের মুশরিকরা বিশেষ ধরনের নর উষ্ট্র শাবককে কর্ণচ্ছেদন করিয়া দেব-দেবীর নামে ছাড়িয়া দিত (দ্রঃ ৫ ঃ ১০৩)।

Contents

١٢٥-وَمَنْ اَحْسَنُ دِيْنًا مِّمَّنْ اَسْلَمَ وَجْهَهٗ لِلّٰهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ
وَّ اتَّبَعَ مِلَّةَ اِبْرٰهِيْمَ حَنِيْفًا ؕ
وَاتَّخَذَ اللّٰهُ اِبْرٰهِيْمَ خَلِيْلًا ○

১২৫। তাহার অপেক্ষা দীনে কে উত্তম যে সৎকর্মপরায়ণ হইয়া আল্লাহ্‌র নিকট আত্মসমর্পণ করে এবং একনিষ্ঠভাবে ইব্‌রাহীমের ধর্মাদর্শ অনুসরণ করে? এবং আল্লাহ্ ইব্‌রাহীমকে বন্ধুরূপে গ্রহণ করিয়াছেন।

١٢٦-وَلِلّٰهِ مَا فِي السَّمٰوٰتِ
وَمَا فِي الْاَرْضِ ؕ
وَكَانَ اللّٰهُ بِكُلِّ شَيْءٍ مُّحِيْطًا ○ ع

১২৬। আস্‌মান ও যমীনে যাহা কিছু আছে সব আল্লাহ্‌রই এবং সব কিছুকে আল্লাহ্ পরিবেষ্টন করিয়া রহিয়াছেন।

[১৯]

١٢٧-وَيَسْتَفْتُوْنَكَ فِي النِّسَآءِ ؕ
قُلِ اللّٰهُ يُفْتِيْكُمْ فِيْهِنَّ ۙ وَمَا يُتْلٰى عَلَيْكُمْ
فِي الْكِتٰبِ فِيْ يَتٰمَى النِّسَآءِ الّٰتِيْ
لَا تُؤْتُوْنَهُنَّ مَا كُتِبَ لَهُنَّ
وَتَرْغَبُوْنَ اَنْ تَنْكِحُوْهُنَّ
وَالْمُسْتَضْعَفِيْنَ مِنَ الْوِلْدَانِ ۙ
وَاَنْ تَقُوْمُوْا لِلْيَتٰمٰى بِالْقِسْطِ ؕ
وَمَا تَفْعَلُوْا مِنْ خَيْرٍ
فَاِنَّ اللّٰهَ كَانَ بِهٖ عَلِيْمًا ○

১২৭। আর লোকে তোমার নিকট নারীদের বিষয়ে ব্যবস্থা জানিতে চায়। বল, 'আল্লাহ্ তোমাদিগকে তাহাদের সম্বন্ধে ব্যবস্থা জানাইতেছেন এবং ইয়াতীম নারী সম্পর্কে যাহাদের প্রাপ্য তোমরা প্রদান কর না, অথচ তোমরা তাহাদিগকে বিবাহ করিতে চাহ এবং অসহায় শিশুদের সম্বন্ধে ও ইয়াতীমদের প্রতি তোমাদের ন্যায়বিচার সম্পর্কে যাহা কিতাবে তোমাদিগকে শুনান হয়, তাহাও পরিষ্কারভাবে জানাইয়া দেন'।[৩২২] আর যেকোন সৎকাজ তোমরা কর আল্লাহ্ তো তাহা সবিশেষ অবহিত।

١٢٨-وَاِنِ امْرَاَةٌ خَافَتْ مِنْۢ بَعْلِهَا
نُشُوْزًا اَوْ اِعْرَاضًا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَآ
اَنْ يُّصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا ؕ وَالصُّلْحُ خَيْرٌ ؕ
وَاُحْضِرَتِ الْاَنْفُسُ الشُّحَّ ؕ
وَاِنْ تُحْسِنُوْا وَتَتَّقُوْا فَاِنَّ اللّٰهَ
كَانَ بِمَا تَعْمَلُوْنَ خَبِيْرًا ○

১২৮। কোন স্ত্রী যদি তাহার স্বামীর দুর্ব্যবহার কিংবা উপেক্ষার আশংকা করে তবে তাহারা আপোস-নিষ্পত্তি করিতে চাহিলে তাহাদের কোন গুনাহ্ নাই এবং আপোস-নিষ্পত্তিই শ্রেয়। মানুষ লোভহেতু স্বভাবত কৃপণ; এবং যদি তোমরা সৎকর্মপরায়ণ হও ও মুত্তাকী হও, তবে তোমরা যাহা কর আল্লাহ্ তো তাহার খবর রাখেন।

৩২২। জাহিলী যুগে সাধারণত আরবরা নারী ও শিশুদিগকে সম্পত্তির অংশ দিত না, কারণ তাহারা যুদ্ধ করিতে পারিত না। মীরাছের হুকুম (৪ ঃ ১১, ১২ ও ১৭৬) নাযিল হওয়ায় কেহ কেহ কিছুটা বিব্রত বোধ করিল এবং বিষয়টি সম্পর্কে আরও পরিষ্কার বিধান চাহিল। তখন আদেশ হইল, সামাজিক রীতি বা প্রথা নয়, আল্লাহ্‌র হুকুমই পালন করিতে হইবে। উহাতেই মঙ্গল নিহিত।

১২৯। আর তোমরা যতই ইচ্ছা কর না কেন তোমাদের স্ত্রীদের প্রতি সমান ব্যবহার করিতে কখনই পারিবে না, তবে তোমরা কোন একজনের দিকে সম্পূর্ণভাবে ঝুঁকিয়া পড়িও না ও অপরকে ঝুলানো অবস্থায় রাখিও না; যদি তোমরা নিজদিগকে সংশোধন কর ও সাবধান হও তবে নিশ্চয়ই আল্লাহ্ ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।

١٢٩- وَلَنْ تَسْتَطِيْعُوْٓا اَنْ تَعْدِلُوْا بَيْنَ النِّسَآءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ فَلَا تَمِيْلُوْا كُلَّ الْمَيْلِ فَتَذَرُوْهَا كَالْمُعَلَّقَةِ ؕ وَاِنْ تُصْلِحُوْا وَ تَتَّقُوْا فَاِنَّ اللّٰهَ كَانَ غَفُوْرًا رَّحِيْمًا ○

১৩০। যদি তাহারা পরস্পর পৃথক হইয়া যায় তবে আল্লাহ্ তাঁহার প্রাচুর্য দ্বারা তাহাদের প্রত্যেককে অভাবমুক্ত করিবেন। আল্লাহ্ প্রাচুর্যময়, প্রজ্ঞাময়।

١٣٠- وَاِنْ يَّتَفَرَّقَا يُغْنِ اللّٰهُ كُلًّا مِّنْ سَعَتِهٖ ؕ وَكَانَ اللّٰهُ وَاسِعًا حَكِيْمًا ○

১৩১। আস্‌মানে যাহা আছে ও যমীনে যাহা আছে সব আল্লাহ্‌রই; তোমাদের পূর্বে যাহাদিগকে কিতাব দেওয়া হইয়াছে তাহাদিগকে এবং তোমাদিগকেও নির্দেশ দিয়াছি যে, তোমরা আল্লাহ্‌কে ভয় করিবে এবং তোমরা কুফরী করিলেও আস্‌মানে যাহা আছে ও যমীনে যাহা আছে তাহা আল্লাহ্‌রই এবং আল্লাহ্ অভাবমুক্ত, প্রশংসাভাজন।

١٣١- وَلِلّٰهِ مَا فِى السَّمٰوٰتِ وَمَا فِى الْاَرْضِ ؕ وَلَقَدْ وَصَّيْنَا الَّذِيْنَ اُوْتُوا الْكِتٰبَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَاِيَّاكُمْ اَنِ اتَّقُوا اللّٰهَ ؕ وَاِنْ تَكْفُرُوْا فَاِنَّ لِلّٰهِ مَا فِى السَّمٰوٰتِ وَمَا فِى الْاَرْضِ ؕ وَكَانَ اللّٰهُ غَنِيًّا حَمِيْدًا ○

১৩২। আস্‌মানে যাহা আছে ও যমীনে যাহা আছে সব আল্লাহ্‌রই এবং কর্মবিধানে আল্লাহ্‌ই যথেষ্ট।

١٣٢- وَلِلّٰهِ مَا فِى السَّمٰوٰتِ وَمَا فِى الْاَرْضِ ؕ وَكَفٰى بِاللّٰهِ وَكِيْلًا ○

১৩৩। হে মানুষ! তিনি ইচ্ছা করিলে তোমাদিগকে অপসারিত করিতে ও অপরকে আনিতে পারেন; আল্লাহ্ ইহা করিতে সম্পূর্ণ সক্ষম।

١٣٣- اِنْ يَّشَاْ يُذْهِبْكُمْ اَيُّهَا النَّاسُ وَيَاْتِ بِاٰخَرِيْنَ ؕ وَكَانَ اللّٰهُ عَلٰى ذٰلِكَ قَدِيْرًا ○

১৩৪। কেহ দুনিয়ার পুরস্কার চাহিলে তবে আল্লাহ্‌র নিকট দুনিয়া ও আখিরাতে পুরস্কার রহিয়াছে। আল্লাহ্ সর্বশ্রোতা, সর্বদ্রষ্টা।

١٣٤- مَنْ كَانَ يُرِيْدُ ثَوَابَ الدُّنْيَا فَعِنْدَ اللّٰهِ ثَوَابُ الدُّنْيَا وَ الْاٰخِرَةِ ؕ وَكَانَ اللّٰهُ سَمِيْعًا بَصِيْرًا ○ ع

[২০]

١٣٥- يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا كُوْنُوْا قَوّٰمِيْنَ
بِالْقِسْطِ شُهَدَآءَ لِلّٰهِ
وَلَوْ عَلٰٓى اَنْفُسِكُمْ اَوِ الْوَالِدَيْنِ
وَالْاَقْرَبِيْنَ ۚ اِنْ يَّكُنْ غَنِيًّا اَوْ فَقِيْرًا
فَاللّٰهُ اَوْلٰى بِهِمَا ۖ
فَلَا تَتَّبِعُوا الْهَوٰٓى اَنْ تَعْدِلُوْا ۚ
وَاِنْ تَلْوٗٓا اَوْ تُعْرِضُوْا
فَاِنَّ اللّٰهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُوْنَ خَبِيْرًا ○

১৩৫। হে মু'মিনগণ! তোমরা ন্যায়বিচারে দৃঢ় প্রতিষ্ঠিত থাকিবে আল্লাহ্‌র সাক্ষীস্বরূপ; যদিও ইহা তোমাদের নিজেদের অথবা পিতা-মাতা এবং আত্মীয়-স্বজনের বিরুদ্ধে হয়; সে বিত্তবান হউক অথবা বিত্তহীন হউক আল্লাহ্ উভয়েরই ঘনিষ্ঠতর। সুতরাং তোমরা ন্যায়বিচার করিতে প্রবৃত্তির অনুগামী হইও না। যদি তোমরা পেঁচালো কথা বল অথবা পাশ কাটাইয়া যাও তবে তোমরা যাহা কর আল্লাহ্ তো তাহার সম্যক খবর রাখেন।

١٣٦- يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْٓا
اٰمِنُوْا بِاللّٰهِ وَرَسُوْلِهٖ
وَالْكِتٰبِ الَّذِيْ نَزَّلَ عَلٰى رَسُوْلِهٖ
وَالْكِتٰبِ الَّذِيْٓ اَنْزَلَ مِنْ قَبْلُ ط
وَمَنْ يَّكْفُرْ بِاللّٰهِ
وَمَلٰٓئِكَتِهٖ وَكُتُبِهٖ وَرُسُلِهٖ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ
فَقَدْ ضَلَّ ضَلٰلًاۢ بَعِيْدًا ○

১৩৬। হে মু'মিনগণ! তোমরা আল্লাহে, তাঁহার রাসূলে, তিনি যে কিতাব তাঁহার রাসূলের প্রতি অবতীর্ণ করিয়াছেন তাহাতে এবং যে কিতাব তিনি পূর্বে অবতীর্ণ করিয়াছেন তাহাতে ঈমান আন। এবং কেহ আল্লাহ্, তাঁহার ফিরিশ্‌তা, তাঁহার কিতাব, তাঁহার রাসূল এবং আখিরাতকে প্রত্যাখ্যান করিলে সে তো ভীষণভাবে পথভ্রষ্ট হইয়া পড়িবে।

١٣٧- اِنَّ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا ثُمَّ كَفَرُوْا
ثُمَّ اٰمَنُوْا ثُمَّ كَفَرُوْا
ثُمَّ ازْدَادُوْا كُفْرًا
لَّمْ يَكُنِ اللّٰهُ لِيَغْفِرَ لَهُمْ
وَلَا لِيَهْدِيَهُمْ سَبِيْلًا ○

১৩৭। যাহারা ঈমান আনে ও পরে কুফরী করে এবং আবার ঈমান আনে, আবার কুফরী করে[৩২৩], অতঃপর তাহাদের কুফরী প্রবৃত্তি বৃদ্ধি পায়, আল্লাহ্ তাহাদিগকে কিছুতেই ক্ষমা করিবেন না এবং তাহাদিগকে কোন পথে পরিচালিত করিবেন না।

١٣٨- بَشِّرِ الْمُنٰفِقِيْنَ بِاَنَّ لَهُمْ عَذَابًا اَلِيْمًا ○

১৩৮। মুনাফিকদিগকে শুভ সংবাদ[৩২৪] দাও যে, তাহাদের জন্য মর্মন্তুদ শাস্তি রহিয়াছে।

৩২৩। অন্তরের ইয়াকীন বা দৃঢ় বিশ্বাসের নাম ঈমান, মুনাফিকগণ স্বার্থসিদ্ধির উদ্দেশ্যে 'ঈমান আনিয়াছি' বলিয়া মুখে প্রকাশ করিত, আবার সুযোগ সুবিধা পাইলে উহা অস্বীকার করিতে দ্বিধাবোধ করিত না, আলোচ্য আয়াতে উহাদের সম্পর্কে বলা হইয়াছে।

৩২৪। এখানে 'শুভ সংবাদ' কথাটি বিদ্রূপাত্মক অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে।

١٣٩- الَّذِيْنَ يَتَّخِذُوْنَ الْكٰفِرِيْنَ اَوْلِيَآءَ مِنْ دُوْنِ الْمُؤْمِنِيْنَ ؕ اَيَبْتَغُوْنَ عِنْدَهُمُ الْعِزَّةَ فَاِنَّ الْعِزَّةَ لِلّٰهِ جَمِيْعًا ؕ

১৩৯। মু'মিনগণের পরিবর্তে যাহারা কাফির-দিগকে বন্ধুরূপে গ্রহণ করে তাহারা কি উহাদের নিকট ইয্যত চায়? সমস্ত ইয্যত তো আল্লাহ্‌রই।

١٤٠- وَقَدْ نَزَّلَ عَلَيْكُمْ فِى الْكِتٰبِ اَنْ اِذَا سَمِعْتُمْ اٰيٰتِ اللّٰهِ يُكْفَرُ بِهَا وَيُسْتَهْزَاُ بِهَا فَلَا تَقْعُدُوْا مَعَهُمْ حَتّٰى يَخُوْضُوْا فِىْ حَدِيْثٍ غَيْرِهٖۤ ۖ اِنَّكُمْ اِذًا مِّثْلُهُمْ ؕ اِنَّ اللّٰهَ جَامِعُ الْمُنٰفِقِيْنَ وَالْكٰفِرِيْنَ فِىْ جَهَنَّمَ جَمِيْعًا ۙ

১৪০। কিতাবে তোমাদের প্রতি তিনি তো অবতীর্ণ করিয়াছেন যে, যখন তোমরা শুনিবে, আল্লাহ্‌র আয়াত প্রত্যাখ্যাত হইতেছে এবং উহাকে বিদ্রূপ করা হইতেছে, তখন যে পর্যন্ত তাহারা অন্য প্রসংগে লিপ্ত না হইবে তোমরা তাহাদের সহিত বসিও না, অন্যথায় তোমরাও উহাদের মত হইবে। মুনাফিক এবং কাফির সকলকেই আল্লাহ্ তো জাহান্নামে একত্র করিবেন।

١٤١- الَّذِيْنَ يَتَرَبَّصُوْنَ بِكُمْ ۚ فَاِنْ كَانَ لَكُمْ فَتْحٌ مِّنَ اللّٰهِ قَالُوْۤا اَلَمْ نَكُنْ مَّعَكُمْ ۖ وَاِنْ كَانَ لِلْكٰفِرِيْنَ نَصِيْبٌ ۙ قَالُوْۤا اَلَمْ نَسْتَحْوِذْ عَلَيْكُمْ وَنَمْنَعْكُمْ مِّنَ الْمُؤْمِنِيْنَ ؕ فَاللّٰهُ يَحْكُمُ بَيْنَكُمْ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ ؕ وَلَنْ يَّجْعَلَ اللّٰهُ لِلْكٰفِرِيْنَ عَلَى الْمُؤْمِنِيْنَ سَبِيْلًا ۧ

১৪১। যাহারা তোমাদের অমঙ্গলের প্রতীক্ষায় থাকে তাহারা আল্লাহ্‌র পক্ষ হইতে তোমাদের জয় হইলে বলে, 'আমরা কি তোমাদের সঙ্গে ছিলাম না।' আর যদি কাফিরদের কিছু বিজয় হয়, তবে তাহারা বলে, 'আমরা কি তোমাদের পরিবেষ্টন করিয়া রাখিয়াছিলাম না? এবং আমরা কি তোমাদিগকে মু'মিনদের হাত হইতে রক্ষা করি নাই?' আল্লাহ্ কিয়ামতের দিন তোমাদের মধ্যে বিচার মীমাংসা করিবেন এবং আল্লাহ্ কখনই মু'মিনদের বিরুদ্ধে কাফিরদের জন্য কোন পথ রাখিবেন না।

[২১]

١٤٢- اِنَّ الْمُنٰفِقِيْنَ يُخٰدِعُوْنَ اللّٰهَ وَهُوَ خَادِعُهُمْ ۚ وَاِذَا قَامُوْۤا اِلَى الصَّلٰوةِ قَامُوْا كُسَالٰى ۙ يُرَآءُوْنَ النَّاسَ وَلَا يَذْكُرُوْنَ اللّٰهَ اِلَّا قَلِيْلًا ۙ

১৪২। নিশ্চয়ই মুনাফিকগণ আল্লাহ্‌র সহিত ধোঁকাবাজি করে; বস্তুতঃ তিনি তাহাদিগকে উহার শাস্তি দেন আর যখন তাহারা সালাতে দাঁড়ায় তখন শৈথিল্যের সহিত দাঁড়ায়, কেবল লোক দেখানোর জন্য এবং আল্লাহ্‌কে তাহারা অল্পই স্মরণ করে;

Contents

১৪৩। দোটানায় দোদুল্যমান, না ইহাদের দিকে, না উহাদের দিকে! এবং আল্লাহ্ যাহাকে পথভ্রষ্ট করেন তুমি তাহার জন্য কখনও কোন পথ পাইবে না।

١٤٣-مُّذَبْذَبِيْنَ بَيْنَ ذٰلِكَ ۖ لَآ اِلٰى هٰٓؤُلَآءِ وَلَآ اِلٰى هٰٓؤُلَآءِ ؕ وَمَنْ يُّضْلِلِ اللّٰهُ فَلَنْ تَجِدَ لَهٗ سَبِيْلًا ○

১৪৪। হে মু'মিনগণ! মু'মিনগণের পরিবর্তে কাফিরদিগকে বন্ধুরূপে গ্রহণ করিও না। তোমরা কি আল্লাহ্কে তোমাদের বিরুদ্ধে স্পষ্ট প্রমাণ দিতে চাও?

١٤٤-يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تَتَّخِذُوا الْكٰفِرِيْنَ اَوْلِيَآءَ مِنْ دُوْنِ الْمُؤْمِنِيْنَ ؕ اَتُرِيْدُوْنَ اَنْ تَجْعَلُوْا لِلّٰهِ عَلَيْكُمْ سُلْطٰنًا مُّبِيْنًا ○

১৪৫। মুনাফিকগণ তো জাহান্নামের নিম্নতম স্তরে থাকিবে এবং তাহাদের জন্য তুমি কখনও কোন সহায় পাইবে না।

١٤٥-اِنَّ الْمُنٰفِقِيْنَ فِى الدَّرْكِ الْاَسْفَلِ مِنَ النَّارِ ۚ وَلَنْ تَجِدَ لَهُمْ نَصِيْرًا ○ۙ

১৪৬। কিন্তু যাহারা তওবা করে, নিজদিগকে সংশোধন করে, আল্লাহ্কে দৃঢ়ভাবে অবলম্বন করে এবং আল্লাহ্র উদ্দেশ্যে তাহাদের দীনে একনিষ্ঠ থাকে, তাহারা মু'মিনদের সংগে থাকিবে এবং মু'মিনগণকে আল্লাহ্ অবশ্যই মহাপুরস্কার দিবেন।

١٤٦- اِلَّا الَّذِيْنَ تَابُوْا وَاَصْلَحُوْا وَاعْتَصَمُوْا بِاللّٰهِ وَاَخْلَصُوْا دِيْنَهُمْ لِلّٰهِ فَاُولٰٓئِكَ مَعَ الْمُؤْمِنِيْنَ ؕ وَسَوْفَ يُؤْتِ اللّٰهُ الْمُؤْمِنِيْنَ اَجْرًا عَظِيْمًا ○

১৪৭। তোমরা যদি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ কর ও ঈমান আন তবে তোমাদের শাস্তিতে আল্লাহ্র কি কাজ? আল্লাহ্ পুরস্কার-দাতা,[৩২৫] সর্বজ্ঞ।

١٤٧-مَا يَفْعَلُ اللّٰهُ بِعَذَابِكُمْ اِنْ شَكَرْتُمْ وَاٰمَنْتُمْ ؕ وَكَانَ اللّٰهُ شَاكِرًا عَلِيْمًا ○

৩২৫। ১১১ নং টীকা দ্রষ্টব্য।

ষষ্ঠ পারা

١٤٨-لَا يُحِبُّ اللّٰهُ الْجَهْرَ بِالسُّوْٓءِ
مِنَ الْقَوْلِ اِلَّا مَنْ ظُلِمَ ؕ
وَكَانَ اللّٰهُ سَمِيْعًا عَلِيْمًا ○

১৪৮। মন্দ কথার প্রচারণা আল্লাহ্ পসন্দ করেন না; তবে যাহার উপর যুলুম করা হইয়াছে সে ব্যতীত। আর আল্লাহ্ সর্বশ্রোতা, সর্বজ্ঞ।

١٤٩-اِنْ تُبْدُوْا خَيْرًا اَوْ تُخْفُوْهُ
اَوْ تَعْفُوْا عَنْ سُوْٓءٍ
فَاِنَّ اللّٰهَ كَانَ عَفُوًّا قَدِيْرًا ○

১৪৯। তোমরা সৎকর্ম প্রকাশ্যে করিলে অথবা তাহা গোপনে করিলে কিংবা দোষ ক্ষমা করিলে তবে আল্লাহ্ও দোষ মোচনকারী, শক্তিমান।

١٥٠-اِنَّ الَّذِيْنَ يَكْفُرُوْنَ بِاللّٰهِ وَرُسُلِهٖ
وَيُرِيْدُوْنَ اَنْ يُّفَرِّقُوْا بَيْنَ اللّٰهِ وَرُسُلِهٖ
وَيَقُوْلُوْنَ نُؤْمِنُ بِبَعْضٍ وَّنَكْفُرُ بِبَعْضٍ ۙ
وَّيُرِيْدُوْنَ اَنْ
يَّتَّخِذُوْا بَيْنَ ذٰلِكَ سَبِيْلًا ○ۙ

১৫০। যাহারা আল্লাহ্কে অস্বীকার করে ও তাঁহার রাসূলদিগকেও এবং আল্লাহে ও তাঁহার রাসূলের মধ্যে ঈমানের[৩২৬] ব্যাপারে তারতম্য করিতে চাহে এবং বলে, 'আমরা কতককে বিশ্বাস করি ও কতককে অবিশ্বাস করি' আর তাহারা মধ্যবর্তী কোন পথ অবলম্বন করিতে চাহে,

١٥١-اُولٰٓئِكَ هُمُ الْكٰفِرُوْنَ حَقًّا ۚ
وَاَعْتَدْنَا لِلْكٰفِرِيْنَ عَذَابًا مُّهِيْنًا ○

১৫১। ইহারাই প্রকৃত কাফির, এবং কাফিরদের জন্য লাঞ্ছনাদায়ক শাস্তি প্রস্তুত রাখিয়াছি।

١٥٢-وَالَّذِيْنَ اٰمَنُوْا بِاللّٰهِ وَرُسُلِهٖ
وَلَمْ يُفَرِّقُوْا بَيْنَ اَحَدٍ مِّنْهُمْ
اُولٰٓئِكَ سَوْفَ يُؤْتِيْهِمْ اُجُوْرَهُمْ ؕ
وَكَانَ اللّٰهُ غَفُوْرًا رَّحِيْمًا ○ع

১৫২। যাহারা আল্লাহ্ ও তাঁহার রাসূলগণে ঈমান আনে এবং তাহাদের একের সহিত অপরের পার্থক্য করে না উহাদিগকে তিনি অবশ্যই পুরস্কার দিবেন এবং আল্লাহ্ ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।

[২২]

١٥٣-يَسْـَٔلُكَ اَهْلُ الْكِتٰبِ اَنْ تُنَزِّلَ
عَلَيْهِمْ كِتٰبًا مِّنَ السَّمَآءِ فَقَدْ سَاَلُوْا مُوْسٰٓى
اَكْبَرَ مِنْ ذٰلِكَ فَقَالُوْٓا اَرِنَا اللّٰهَ جَهْرَةً
فَاَخَذَتْهُمُ الصّٰعِقَةُ بِظُلْمِهِمْ ۚ

১৫৩। কিতাবীগণ তোমাকে তাহাদের জন্য আসমান হইতে কিতাব অবতীর্ণ করিতে বলে; কিন্তু তাহারা মূসার নিকট ইহা অপেক্ষাও বড় দাবি করিয়াছিল। তাহারা বলিয়াছিল, 'আমাদিগকে প্রকাশ্যে আল্লাহ্কে দেখাও।' তাহাদের সীমালংঘনের জন্য তাহারা বজ্রাহত হইয়াছিল;

৩২৬। এ স্থলে 'ঈমান' শব্দটি আয়াতের প্রকৃত অর্থ প্রকাশের জন্য যোগ করা হইয়াছে।

ثُمَّ اتَّخَذُوا الْعِجْلَ مِنْ بَعْدِ مَا جَآءَتْهُمُ الْبَيِّنٰتُ فَعَفَوْنَا عَنْ ذٰلِكَ ۚ وَاٰتَيْنَا مُوْسٰى سُلْطٰنًا مُّبِيْنًا ۝

অতঃপর স্পষ্ট প্রমাণ তাহাদের নিকট প্রকাশ হওয়ার পরও তাহারা গো-বৎসকে উপাস্যরূপে গ্রহণ করিয়াছিল; ইহাও ক্ষমা করিয়াছিলাম এবং মূসাকে স্পষ্ট প্রমাণ প্রদান করিয়াছিলাম।

١٥٤- وَرَفَعْنَا فَوْقَهُمُ الطُّوْرَ بِمِيْثَاقِهِمْ وَقُلْنَا لَهُمُ ادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا وَّقُلْنَا لَهُمْ لَا تَعْدُوْا فِي السَّبْتِ وَاَخَذْنَا مِنْهُمْ مِّيْثَاقًا غَلِيْظًا ۝

১৫৪। তাহাদের অঙ্গীকারের জন্য 'তূর' পর্বতকে আমি তাহাদের ঊর্ধ্বে উত্তোলন করিয়াছিলাম এবং তাহাদিগকে বলিয়াছিলাম, 'নত শিরে দ্বারে প্রবেশ কর।' তাহাদিগকে আরও বলিয়াছিলাম, 'শনিবারে[৩২৭] সীমালংঘন করিও না'; এবং তাহাদের নিকট হইতে দৃঢ় অঙ্গীকার লইয়াছিলাম।

١٥٥- فَبِمَا نَقْضِهِمْ مِّيْثَاقَهُمْ وَكُفْرِهِمْ بِاٰيٰتِ اللّٰهِ وَقَتْلِهِمُ الْاَنْۢبِيَآءَ بِغَيْرِ حَقٍّ وَّقَوْلِهِمْ قُلُوْبُنَا غُلْفٌ ؕ بَلْ طَبَعَ اللّٰهُ عَلَيْهَا بِكُفْرِهِمْ فَلَا يُؤْمِنُوْنَ اِلَّا قَلِيْلًا ۝

১৫৫। এবং তাহারা লা'নতগ্রস্ত হইয়াছিল[৩২৮] তাহাদের অঙ্গীকার ভঙ্গের জন্য, আল্লাহ্‌র আয়াতকে প্রত্যাখ্যান করার জন্য, নবীগণকে অন্যায়ভাবে হত্যা করার জন্য এবং 'আমাদের হৃদয় আচ্ছাদিত' তাহাদের এই উক্তির জন্য; বরং তাহাদের কুফরীর কারণে আল্লাহ্ উহা মোহর করিয়াছেন। সুতরাং তাহাদের অল্প সংখ্যক লোকই বিশ্বাস করে।

١٥٦- وَّبِكُفْرِهِمْ وَقَوْلِهِمْ عَلٰى مَرْيَمَ بُهْتَانًا عَظِيْمًا ۝

১৫৬। এবং তাহারা লা'নতগ্রস্ত[৩২৯] হইয়াছিল তাহাদের কুফরীর জন্য ওমার্‌ইয়ামের বিরুদ্ধে গুরুতর অপবাদের জন্য,

١٥٧- وَّقَوْلِهِمْ اِنَّا قَتَلْنَا الْمَسِيْحَ عِيْسَى ابْنَ مَرْيَمَ رَسُوْلَ اللّٰهِ ۚ وَمَا قَتَلُوْهُ وَمَا صَلَبُوْهُ وَلٰكِنْ شُبِّهَ لَهُمْ ؕ وَاِنَّ الَّذِيْنَ اخْتَلَفُوْا فِيْهِ

১৫৭। আর 'আমরা আল্লাহ্‌র রাসূল মার্‌ইয়াম-তনয় 'ঈসা মসীহ্‌কে হত্যা করিয়াছি' তাহাদের এই উক্তির জন্য। অথচ তাহারা তাহাকে হত্যা করে নাই, ক্রুশবিদ্ধও করে নাই; কিন্তু তাহাদের এইরূপ বিভ্রম হইয়াছিল। যাহারা তাহার সম্বন্ধে মতভেদ করিয়াছিল, তাহারা নিশ্চয় এই

৩২৭। ৫৫ নং টীকা দ্রষ্টব্য।
৩২৮। 'অভিশপ্ত হইয়াছিল' ক্রিয়াটি মূল আরবীতে উহ্য রহিয়াছে।
৩২৯। 'লা'নতগ্রস্ত হইয়াছিল' ক্রিয়াটি মূল আরবীতে উহ্য রহিয়াছে।

لَفِي شَكٍّ مِّنْهُ ۚ مَا لَهُم بِهِ مِنْ عِلْمٍ إِلَّا اتِّبَاعَ الظَّنِّ ۚ وَمَا قَتَلُوهُ يَقِينًا ۝

সম্বন্ধে সংশয়যুক্ত ছিল; এই সম্পর্কে অনুমানের অনুসরণ ব্যতীত তাহাদের কোন জ্ঞানই ছিল না। ইহা নিশ্চিত যে, তাহারা তাহাকে হত্যা করে নাই,

١٥٨- بَل رَّفَعَهُ اللَّهُ إِلَيْهِ ۚ وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا ۝

১৫৮। বরং আল্লাহ্ তাহাকে তাঁহার নিকট তুলিয়া লইয়াছেন এবং আল্লাহ্ পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়।

١٥٩- وَإِن مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ إِلَّا لَيُؤْمِنَنَّ بِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ ۖ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكُونُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا ۝

১৫৯। কিতাবীদের মধ্যে প্রত্যেকে নিজেদের মৃত্যুর পূর্বে তাহাকে বিশ্বাস করিবেই[৩৩০] এবং কিয়ামতের দিন সে তাহাদের বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দিবে।

١٦٠- فَبِظُلْمٍ مِّنَ الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ طَيِّبَاتٍ أُحِلَّتْ لَهُمْ وَبِصَدِّهِمْ عَن سَبِيلِ اللَّهِ كَثِيرًا ۝

১৬০। ভাল ভাল যাহা ইয়াহূদীদের জন্য বৈধ ছিল আমি তাহা উহাদের জন্য অবৈধ করিয়াছি তাহাদের সীমালংঘনের জন্য এবং আল্লাহ্‌র পথে অনেককে বাধা দেওয়ার জন্য,

١٦١- وَأَخْذِهِمُ الرِّبَا وَقَدْ نُهُوا عَنْهُ وَأَكْلِهِمْ أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ ۚ وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ مِنْهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا ۝

১৬১। এবং তাহাদের সূদ গ্রহণের জন্য, যদিও উহা তাহাদের জন্য নিষিদ্ধ করা হইয়াছিল; এবং অন্যায়ভাবে লোকের ধন-সম্পদ গ্রাস করার জন্য। তাহাদের মধ্যে যাহারা কাফির তাহাদের জন্য মর্মন্তুদ শাস্তি প্রস্তুত রাখিয়াছি।

١٦٢- لَّٰكِنِ الرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ مِنْهُمْ وَالْمُؤْمِنُونَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنزِلَ مِن قَبْلِكَ ۚ وَالْمُقِيمِينَ الصَّلَاةَ ۚ وَالْمُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَالْمُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ أُولَٰئِكَ سَنُؤْتِيهِمْ أَجْرًا عَظِيمًا ۝ ع

১৬২। কিন্তু তাহাদের মধ্যে যাহারা জ্ঞানে সুগভীর তাহারা ও মু'মিনগণ তোমার প্রতি যাহা অবতীর্ণ করা হইয়াছে এবং তোমার পূর্বে যাহা অবতীর্ণ করা হইয়াছে তাহাতেও ঈমান আনে এবং যাহারা সালাত কায়েম করে, যাকাত দেয় এবং আল্লাহ্ ও পরকালে ঈমান রাখে, আমি উহাদিগকেই মহা পুরস্কার দিব।

৩৩০। এ স্থলে 'তাহাকে' অর্থ হযরত 'ঈসা (আঃ)-কে।

[২৩]

১৬৩। আমি তো তোমার নিকট 'ওহী'৩৩১ প্রেরণ করিয়াছি যেমন নূহ্ ও তাহার পরবর্তী নবীগণের নিকট ওহী প্রেরণ করিয়াছিলাম, ইব্‌রাহীম, ইসমা'ঈল, ইসহাক, ইয়াকূব ও তাহার বংশধরগণ, 'ঈসা, আইউব, ইউনুস, হারূন ও সুলায়মানের নিকটও 'ওহী' প্রেরণ করিয়াছিলাম এবং দাউদকে যাবূর দিয়াছিলাম।

١٦٣- إِنَّآ أَوْحَيْنَآ إِلَيْكَ
كَمَآ أَوْحَيْنَآ إِلَىٰ نُوحٍ وَّالنَّبِيّٖنَ مِنْۢ بَعْدِهٖ ۚ
وَأَوْحَيْنَآ إِلَىٰٓ إِبْرٰهِيمَ وَإِسْمٰعِيلَ وَإِسْحٰقَ
وَيَعْقُوبَ وَالْأَسْبَاطِ وَعِيسٰى وَأَيُّوبَ
وَيُونُسَ وَهٰرُونَ وَسُلَيْمٰنَ ۚ
وَاٰتَيْنَا دَاوٗدَ زَبُوْرًا ۝

১৬৪। অনেক রাসূল প্রেরণ৩৩২ করিয়াছি যাহাদের কথা পূর্বে আমি তোমাকে বলিয়াছি এবং অনেক রাসূল, যাহাদের কথা তোমাকে বলি নাই। এবং মূসার সহিত আল্লাহ্ সাক্ষাত বাক্যালাপ করিয়াছিলেন।

١٦٤- وَرُسُلًا قَدْ قَصَصْنٰهُمْ عَلَيْكَ مِنْ
قَبْلُ وَرُسُلًا لَّمْ نَقْصُصْهُمْ عَلَيْكَ ؕ
وَكَلَّمَ اللّٰهُ مُوسٰى تَكْلِيمًا ۝

১৬৫। সুসংবাদদাতা ও সাবধানকারী রাসূল প্রেরণ করিয়াছি, যাহাতে রাসূল আসার৩৩৩ পর আল্লাহ্‌র বিরুদ্ধে মানুষের কোন অভিযোগ না থাকে। আল্লাহ্ পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়।

١٦٥- رُسُلًا مُّبَشِّرِينَ وَمُنْذِرِينَ لِئَلَّا
يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَى اللّٰهِ حُجَّةٌ
بَعْدَ الرُّسُلِ ؕ وَكَانَ اللّٰهُ عَزِيزًا حَكِيمًا ۝

১৬৬। পরন্তু আল্লাহ্ সাক্ষ্য দেন তোমার প্রতি যাহা অবতীর্ণ করিয়াছেন তাহার মাধ্যমে। তিনি তাহা অবতীর্ণ করিয়াছেন নিজ জ্ঞানে এবং ফিরিশতাগণও সাক্ষী দেয়। আর সাক্ষী হিসাবে আল্লাহ্ই যথেষ্ট।

١٦٦- لٰكِنِ اللّٰهُ يَشْهَدُ بِمَآ أَنْزَلَ إِلَيْكَ
أَنْزَلَهٗ بِعِلْمِهٖ ۚ وَالْمَلٰٓئِكَةُ يَشْهَدُونَ ؕ
وَكَفٰى بِاللّٰهِ شَهِيدًا ۝

১৬৭। যাহারা কুফরী করে ও আল্লাহ্‌র পথে বাধা দেয় তাহারা তো ভীষণভাবে পথভ্রষ্ট হইয়াছে।

١٦٧- إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَصَدُّوا عَنْ
سَبِيلِ اللّٰهِ قَدْ ضَلُّوا ضَلٰلًا بَعِيدًا ۝

৩৩১। আল্লাহ্‌র ওহী যাহা নবীদের নিকট প্রেরণ করা হয়।
৩৩২। এ স্থলে 'প্রেরণ করিয়াছি' ক্রিয়াটি মূল আরবীতে উহ্য রহিয়াছে।
৩৩৩। বাংলায় অর্থ সম্পূর্ণরূপে প্রকাশ করার জন্য 'আসা' শব্দটি অতিরিক্ত ব্যবহৃত হইয়াছে।

١٦٨- اِنَّ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا وَظَلَمُوْا
لَمْ يَكُنِ اللّٰهُ لِيَغْفِرَ لَهُمْ
وَلَا لِيَهْدِيَهُمْ طَرِيْقًا ﴿١٦٨﴾

১৬৮। যাহারা কুফরী করিয়াছে ও সীমালংঘন করিয়াছে আল্লাহ্ তাহাদিগকে কখনও ক্ষমা করিবেন না এবং তাহাদিগকে কোন পথও দেখাইবেন না,

١٦٩- اِلَّا طَرِيْقَ جَهَنَّمَ خٰلِدِيْنَ فِيْهَآ
اَبَدًا ؕ وَكَانَ ذٰلِكَ عَلَى اللّٰهِ يَسِيْرًا ○

১৬৯। জাহান্নামের পথ ব্যতীত; সেখানে তাহারা চিরস্থায়ী হইবে এবং ইহা আল্লাহ্র পক্ষে সহজ।

١٧٠- يٰۤاَيُّهَا النَّاسُ قَدْ جَآءَكُمُ الرَّسُوْلُ
بِالْحَقِّ مِنْ رَّبِّكُمْ فَاٰمِنُوْا خَيْرًا لَّكُمْ ؕ
وَاِنْ تَكْفُرُوْا فَاِنَّ لِلّٰهِ مَا فِى السَّمٰوٰتِ
وَالْاَرْضِ ؕ وَكَانَ اللّٰهُ عَلِيْمًا حَكِيْمًا ○

১৭০। হে মানব! রাসূল তোমাদের প্রতিপালকের নিকট হইতে সত্য আনিয়াছে; সুতরাং তোমরা ঈমান আন, ইহা তোমাদের জন্য কল্যাণকর হইবে। এবং তোমরা অস্বীকার করিলেও আসমান ও যমীনে যাহা আছে সব আল্লাহ্রই এবং আল্লাহ্ সর্বজ্ঞ, প্রজ্ঞাময়।

١٧١- يٰۤاَهْلَ الْكِتٰبِ لَا تَغْلُوْا فِىْ دِيْنِكُمْ
وَلَا تَقُوْلُوْا عَلَى اللّٰهِ اِلَّا الْحَقَّ ؕ
اِنَّمَا الْمَسِيْحُ عِيْسَى ابْنُ مَرْيَمَ
رَسُوْلُ اللّٰهِ وَكَلِمَتُهٗ ۚ
اَلْقٰهَآ اِلٰى مَرْيَمَ وَرُوْحٌ مِّنْهُ ؗ
فَاٰمِنُوْا بِاللّٰهِ وَرُسُلِهٖ ۚ وَلَا تَقُوْلُوْا ثَلٰثَةٌ ؕ
اِنْتَهُوْا خَيْرًا لَّكُمْ ؕ
اِنَّمَا اللّٰهُ اِلٰهٌ وَّاحِدٌ ؕ
سُبْحٰنَهٗۤ اَنْ يَّكُوْنَ لَهٗ وَلَدٌ ۘ
لَهٗ مَا فِى السَّمٰوٰتِ وَمَا فِى الْاَرْضِ ؕ
وَكَفٰى بِاللّٰهِ وَكِيْلًا ○

১৭১। হে কিতাবীগণ! তোমাদের দীনের ব্যাপারে বাড়াবাড়ি করিও না ও আল্লাহ্ সম্বন্ধে সত্য ব্যতীত বলিও না। মার্‌ইয়াম-তনয় 'ঈসা মসীহ্[৩৩৪] তো আল্লাহ্র রাসূল এবং তাঁহার বাণী,[৩৩৫] যাহা তিনি মার্‌ইয়ামের নিকট প্রেরণ করিয়াছিলেন ও তাঁহার আদেশ[৩৩৬]। সুতরাং তোমরা আল্লাহ্ ও তাঁহার রাসূলে ঈমান আন এবং বলিও না, 'তিন[৩৩৭]!' নিবৃত্ত হও, ইহা তোমাদের জন্য কল্যাণকর হইবে। আল্লাহ্ তো একমাত্র ইলাহ্; তাঁহার সন্তান হইবে—তিনি ইহা হইতে পবিত্র। আস্‌মানে যাহা কিছু আছে ও যমীনে যাহা কিছু আছে সব আল্লাহ্রই; কর্ম-বিধানে আল্লাহ্ই যথেষ্ট।

৩৩৪। ২০৫ নং টীকা দ্রষ্টব্য।

৩৩৫। ২০৪ নং টীকা দ্রষ্টব্য।

৩৩৬। 'রূহ্' অর্থ আত্মা ও আদেশ। জীবের ক্ষেত্রে ইহার অর্থ আত্মা এবং আল্লাহ্র ক্ষেত্রে ইহার অর্থ আদেশ; যথা ঃ روح الله অর্থ আল্লাহ্র আদেশ।

৩৩৭। তাহাদের মতে, খোদা, 'ঈসা, জিব্‌রাঈল (মতান্তরে বিবি মার্‌য়াম) এই তিন মা'বূদ। এইরূপ তিন মা'বূদ বলার শির্‌ক হইতে নিবৃত্ত হইয়া তাওহীদে বিশ্বাসী হইলে তাহাদের জন্য কল্যাণকর হইবে।

[২৪]

১৭২। মসীহ্ আল্লাহ্‌র বান্দা হওয়াকে কখনও হেয় জ্ঞান করে না, এবং ঘনিষ্ঠ ফিরিশ্‌তাগণও করে না। আর কেহ তাঁহার 'ইবাদতকে হেয় জ্ঞান করিলে এবং অহংকার করিলে তিনি অবশ্যই তাহাদের সকলকে তাঁহার নিকট একত্র করিবেন।

١٧٢- لَنْ يَّسْتَنْكِفَ الْمَسِيْحُ اَنْ يَّكُوْنَ عَبْدًا لِّلّٰهِ وَلَا الْمَلٰٓئِكَةُ الْمُقَرَّبُوْنَ ۚ وَمَنْ يَّسْتَنْكِفْ عَنْ عِبَادَتِهٖ وَيَسْتَكْبِرْ فَسَيَحْشُرُهُمْ اِلَيْهِ جَمِيْعًا ○

১৭৩। যাহারা ঈমান আনে ও সৎকার্য করে তিনি তাহাদিগকে পূর্ণ পুরস্কার দান করিবেন এবং নিজ অনুগ্রহে আরও বেশী দিবেন। কিন্তু যাহারা হেয় জ্ঞান করে ও অহংকার করে তাহাদিগকে তিনি মর্মন্তুদ শাস্তি দান করিবেন এবং আল্লাহ্ ব্যতীত তাহাদের জন্য তাহারা কোন অভিভাবক ও সহায় পাইবে না।

١٧٣- فَاَمَّا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ فَيُوَفِّيْهِمْ اُجُوْرَهُمْ وَيَزِيْدُهُمْ مِّنْ فَضْلِهٖ ۚ وَاَمَّا الَّذِيْنَ اسْتَنْكَفُوْا وَاسْتَكْبَرُوْا فَيُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا اَلِيْمًا ۙ وَّلَا يَجِدُوْنَ لَهُمْ مِّنْ دُوْنِ اللّٰهِ وَلِيًّا وَّلَا نَصِيْرًا ○

১৭৪। হে মানব! তোমাদের প্রতিপালকের নিকট হইতে তোমাদের নিকট প্রমাণ আসিয়াছে এবং আমি তোমাদের প্রতি স্পষ্ট জ্যোতি[৩৩৮] অবতীর্ণ করিয়াছি।

١٧٤- يٰۤاَيُّهَا النَّاسُ قَدْ جَآءَكُمْ بُرْهَانٌ مِّنْ رَّبِّكُمْ وَاَنْزَلْنَآ اِلَيْكُمْ نُوْرًا مُّبِيْنًا ○

১৭৫। যাহারা আল্লাহে ঈমান আনে ও তাঁহাকে দৃঢ়ভাবে অবলম্বন করে তাহাদিগকে তিনি অবশ্যই তাঁহার দয়া ও অনুগ্রহের মধ্যে দাখিল করিবেন এবং তাহাদিগকে সরল পথে তাঁহার দিকে পরিচালিত করিবেন।

١٧٥- فَاَمَّا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا بِاللّٰهِ وَاعْتَصَمُوْا بِهٖ فَسَيُدْخِلُهُمْ فِيْ رَحْمَةٍ مِّنْهُ وَفَضْلٍ ۙ وَّيَهْدِيْهِمْ اِلَيْهِ صِرَاطًا مُّسْتَقِيْمًا ○

১৭৬। লোকে তোমার নিকট ব্যবস্থা জানিতে চায়। বল, 'পিতা-মাতাহীন নিঃসন্তান ব্যক্তি সম্বন্ধে তোমাদিগকে আল্লাহ্ ব্যবস্থা জানাইতেছেন, কোন পুরুষ মারা গেলে সে যদি সন্তানহীন হয় এবং তাহার এক

١٧٦- يَسْتَفْتُوْنَكَ ۚ قُلِ اللّٰهُ يُفْتِيْكُمْ فِي الْكَلٰلَةِ ۚ اِنِ امْرُؤٌا هَلَكَ لَيْسَ لَهٗ وَلَدٌ وَّلَهٗٓ

৩৩৮। এ স্থলে 'প্রমাণ' ও 'স্পষ্ট জ্যোতি' অর্থ আল্-কুরআন।

أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ ۚ
وَهُوَ يَرِثُهَا
إِنْ لَّمْ يَكُنْ لَّهَا وَلَدٌ ۚ
فَإِنْ كَانَتَا اثْنَتَيْنِ
فَلَهُمَا الثُّلُثٰنِ مِمَّا تَرَكَ ۚ وَإِنْ كَانُوْٓا إِخْوَةً
رِّجَالًا وَّنِسَآءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ ۚ
يُبَيِّنُ اللّٰهُ لَكُمْ أَنْ تَضِلُّوْا ۚ
وَاللّٰهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيْمٌ ۝

ভগ্নি থাকে তবে তাহার জন্য পরিত্যক্ত সম্পত্তির অর্ধাংশ এবং সে যদি সন্তানহীনা হয় তবে তাহার ভাই তাহার উত্তরাধিকারী হইবে, আর দুই ভগ্নি থাকিলে তাহাদের জন্য তাহার পরিত্যক্ত সম্পত্তির দুই-তৃতীয়াংশ, আর যদি ভাই-বোন উভয়ে থাকে তবে এক পুরুষের অংশ দুই নারীর অংশের সমান।' তোমরা পথভ্রষ্ট হইবে—এই আশংকায় আল্লাহ্ তোমাদিগকে পরিষ্কারভাবে জানাইতেছেন এবং আল্লাহ্ সর্ববিষয়ে সবিশেষ অবহিত।

৫-সূরা মায়িদা

১২০ আয়াত, ১৬ রুকূ', মাদানী

দয়াময়, পরম দয়ালু আল্লাহ্‌র নামে ।

المنزل ٢

١- يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْٓا اَوْفُوْا بِالْعُقُوْدِ ۚ اُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيْمَةُ الْاَنْعَامِ اِلَّا مَا يُتْلٰى عَلَيْكُمْ غَيْرَ مُحِلِّى الصَّيْدِ وَاَنْتُمْ حُرُمٌ ۗ اِنَّ اللّٰهَ يَحْكُمُ مَا يُرِيْدُ ①

১। হে মু'মিনগণ! তোমরা অংগীকার পূর্ণ করিবে। যাহা তোমাদের নিকট বর্ণিত হইতেছে[৩৩৯] তাহা ব্যতীত চতুষ্পদ আন্‌'আম[৩৪০] তোমাদের জন্য হালাল করা হইল, তবে 'ইহ্‌রাম[৩৪১] অবস্থায় শিকার করাকে বৈধ মনে করিবে না। নিশ্চয়ই আল্লাহ্ যাহা ইচ্ছা আদেশ করেন।

٢- يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تُحِلُّوْا شَعَآئِرَ اللّٰهِ وَلَا الشَّهْرَ الْحَرَامَ وَلَا الْهَدْيَ وَلَا الْقَلَآئِدَ وَلَآ اٰمِّيْنَ الْبَيْتَ الْحَرَامَ يَبْتَغُوْنَ فَضْلًا مِّنْ رَّبِّهِمْ وَرِضْوَانًا ۗ وَاِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوْا ۗ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ اَنْ صَدُّوْكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ اَنْ تَعْتَدُوْا ۘ وَتَعَاوَنُوْا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوٰى ۖ وَلَا تَعَاوَنُوْا عَلَى الْاِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ۖ وَاتَّقُوا اللّٰهَ ۗ اِنَّ اللّٰهَ شَدِيْدُ الْعِقَابِ ②

وقف لازم

২। হে মু'মিনগণ! আল্লাহ্‌র নিদর্শনের, পবিত্র মাসের, কুরবানীর জন্য কা'বায় প্রেরিত পশুর, গলায় পরান চিহ্নবিশিষ্ট পশুর[৩৪২] এবং নিজ প্রতিপালকের অনুগ্রহ ও সন্তোষলাভের আশায় পবিত্র গৃহ অভিমুখে যাত্রীদের পবিত্রতার অবমাননা করিবে না। যখন তোমরা ইহ্‌রামমুক্ত হইবে তখন শিকার করিতে পার। তোমাদিগকে মস্‌জিদুল্ হারামে প্রবেশে বাধা দেওয়ার কারণে[৩৪৩] কোন সম্প্রদায়ের প্রতি বিদ্বেষ তোমাদিগকে যেন কখনই সীমালংঘনে প্ররোচিত না করে। সৎকর্ম ও তাক্‌ওয়ায় তোমরা পরস্পর সাহায্য করিবে এবং পাপ ও সীমালংঘনে একে অন্যের সাহায্য করিবে না। আল্লাহ্‌কে ভয় করিবে। নিশ্চয়ই আল্লাহ্ শাস্তিদানে কঠোর।

৩৩৯। এই সূরার তৃতীয় আয়াতে সে সব হারাম বস্তু ও জন্তুর নাম উল্লিখিত হইয়াছে।

৩৪০। 'আন'আম' দ্বারা উট, গরু, মেষ, ছাগল এবং অন্যান্য অহিংস্র ও রোমন্থনকারী জন্তুকে বুঝায় ; যথা ঃ হরিণ, নীলগাই, মহিষ ইত্যাদি, কিন্তু ঘোড়া, গাধা ইহার অন্তর্ভুক্ত নহে।

৩৪১। হজ্জ অথবা 'উমরা' পালনের উদ্দেশ্যে হারামে প্রবেশ করার পূর্বে বিশেষ নিয়মে নিয়্যাত করার নাম 'ইহ্‌রাম'। ইহ্‌রাম অবস্থায় কতক বৈধ কর্ম অবৈধ হয়।

৩৪২। قلادة -এর বহু বচন, অর্থ ঃ হার, মালা, হারামে কুরবানীর জন্য প্রেরিত পশুর গলায় চিহ্নস্বরূপ কিছু ঝুলাইয়া দেওয়ার রীতি ছিল, যাহাতে কেহ উহার ক্ষতি না করে।

৩৪৩। মক্কার কাফিরগণ ৬ষ্ঠ হিজরীতে মুসলিমদিগকে আল-মস্‌জিদুল হারামে 'উমরা' করিতে বাধা দিয়াছিল।

Contents

٣- حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ وَلَحْمُ
الْخِنْزِيرِ وَمَآ أُهِلَّ لِغَيْرِ اللّٰهِ بِهٖ
وَالْمُنْخَنِقَةُ وَالْمَوْقُوذَةُ وَالْمُتَرَدِّيَةُ
وَالنَّطِيحَةُ وَمَآ أَكَلَ السَّبُعُ إِلَّا
مَا ذَكَّيْتُمْ وَمَا ذُبِحَ عَلَى النُّصُبِ
وَأَنْ تَسْتَقْسِمُوا بِالْأَزْلَامِ ذٰلِكُمْ فِسْقٌ
اَلْيَوْمَ يَئِسَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ دِينِكُمْ
فَلَا تَخْشَوْهُمْ وَاخْشَوْنِ
اَلْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ
وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي
وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا
فَمَنِ اضْطُرَّ فِي مَخْمَصَةٍ غَيْرَ مُتَجَانِفٍ
لِإِثْمٍ فَإِنَّ اللّٰهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿٣﴾

৩। তোমাদের জন্য হারাম করা হইয়াছে মৃত জন্তু, রক্ত, শূকরমাংস, আল্লাহ্ ব্যতীত অপরের নামে যবেহ্কৃত পশু আর শ্বাসরোধে মৃত জন্তু, প্রহারে মৃত জন্তু, পতনে মৃত জন্তু, শৃংগাঘাতে মৃত জন্তু এবং হিংস্র পশুতে খাওয়া জন্তু; তবে যাহা তোমরা যবেহ্ করিতে পারিয়াছ তাহা ব্যতীত, আর যাহা মূর্তি পূজার বেদীর[৩৪৪] উপর বলি দেওয়া হয় তাহা এবং জুয়ার তীর দ্বারা ভাগ্য নির্ণয় করা, এই সব পাপকার্য; আজ কাফিরগণ তোমাদের দীনের বিরুদ্ধাচরণে হতাশ হইয়াছে; সুতরাং তাহাদিগকে ভয় করিও না, শুধু আমাকে ভয় কর। আজ তোমাদের জন্য তোমাদের দীন পূর্ণাংগ করিলাম ও তোমাদের প্রতি আমার অনুগ্রহ সম্পূর্ণ করিলাম এবং ইসলামকে তোমাদের দীন মনোনীত করিলাম।[৩৪৫] তবে কেহ পাপের দিকে না ঝুঁকিয়া ক্ষুধার তাড়নায় বাধ্য হইলে তখন আল্লাহ্ তো ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।

٤- يَسْـَٔلُونَكَ مَاذَآ أُحِلَّ لَهُمْ
قُلْ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبٰتُ
وَمَا عَلَّمْتُمْ مِّنَ الْجَوَارِحِ مُكَلِّبِينَ
تُعَلِّمُونَهُنَّ مِمَّا عَلَّمَكُمُ اللّٰهُ
فَكُلُوا مِمَّآ أَمْسَكْنَ عَلَيْكُمْ
وَاذْكُرُوا اسْمَ اللّٰهِ عَلَيْهِ وَاتَّقُوا اللّٰهَ
إِنَّ اللّٰهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ ﴿٤﴾

৪। লোকে তোমাকে প্রশ্ন করে, তাহাদের জন্য কী কী হালাল করা হইয়াছে? বল, 'সমস্ত ভাল জিনিস তোমাদের জন্য হালাল করা হইয়াছে এবং শিকারী পশু-পক্ষী যাহাদিগকে তোমরা শিকার শিক্ষা দিয়াছ যেভাবে আল্লাহ্ তোমাদিগকে শিক্ষা দিয়াছেন।[৩৪৬] উহারা যাহা তোমাদের জন্য ধরিয়া আনে তাহা ভক্ষণ করিবে এবং ইহাতে আল্লাহ্র নাম লইবে আর আল্লাহ্কে ভয় করিবে, নিশ্চয়ই আল্লাহ্ হিসাব গ্রহণে অত্যন্ত তৎপর।'

٥- اَلْيَوْمَ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبٰتُ
وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتٰبَ حِلٌّ لَّكُمْ

৫। আজ তোমাদের জন্য সমস্ত ভাল জিনিস হালাল করা হইল, যাহাদিগকে কিতাব

৩৪৪। কা'বা গৃহের পার্শ্বে এবং আরবের বিভিন্ন স্থানে প্রতিষ্ঠিত পাথরসমূহ যাহার উপরে মুশ্‌রিকগণ মূর্তি পূজার উদ্দেশ্যে পশু বলি দিত।

৩৪৫। বিদায় হজ্জে ১০ম হিজরীর ৯ই যু'লহিজ্জা তারিখে 'আরাফাতে অবতীর্ণ হইয়াছে।

৩৪৬। আল্লাহ্র প্রদত্ত জ্ঞানে মানুষ অভিজ্ঞতার মাধ্যমে যে শিক্ষার পদ্ধতি উদ্ভাবন করিয়াছে।

Contents

وَطَعَامُكُمْ حِلٌّ لَّهُمْ ز
وَالْمُحْصَنٰتُ مِنَ الْمُؤْمِنٰتِ
وَالْمُحْصَنٰتُ مِنَ الَّذِيْنَ اُوْتُوا الْكِتٰبَ
مِنْ قَبْلِكُمْ اِذَآ اٰتَيْتُمُوْهُنَّ
اُجُوْرَهُنَّ مُحْصِنِيْنَ
غَيْرَ مُسٰفِحِيْنَ وَلَا مُتَّخِذِيْٓ اَخْدَانٍ ؕ
وَمَنْ يَّكْفُرْ بِالْاِيْمَانِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهٗ ز
وَهُوَ فِي الْاٰخِرَةِ مِنَ الْخٰسِرِيْنَ ۝ ع

দেওয়া হইয়াছে তাহাদের খাদ্যদ্রব্য৩৪৭ তোমাদের জন্য হালাল ও তোমাদের খাদ্যদ্রব্য তাহাদের জন্য বৈধ; এবং মু'মিন সচ্চরিত্রা নারী ও তোমাদের পূর্বে যাহাদিগকে কিতাব দেওয়া হইয়াছে তাহাদের সচ্চরিত্রা নারী তোমাদের জন্য বৈধ করা হইল যদি তোমরা তাহাদের মাহ্র প্রদান কর বিবাহের জন্য, প্রকাশ্য ব্যভিচার অথবা গোপন প্রণয়িনী গ্রহণের জন্য নহে। কেহ ঈমান প্রত্যাখ্যান করিলে তাহার কর্ম নিষ্ফল হইবে এবং সে আখিরাতে ক্ষতিগ্রস্তদের অন্তর্ভুক্ত হইবে।

[২]

٦- يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْٓا اِذَا قُمْتُمْ اِلَى
الصَّلٰوةِ فَاغْسِلُوْا وُجُوْهَكُمْ وَاَيْدِيَكُمْ
اِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوْا بِرُءُوْسِكُمْ وَاَرْجُلَكُمْ
اِلَى الْكَعْبَيْنِ ؕ وَاِنْ كُنْتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوْا ؕ
وَاِنْ كُنْتُمْ مَّرْضٰٓى اَوْ عَلٰى
سَفَرٍ اَوْ جَآءَ اَحَدٌ مِّنْكُمْ مِّنَ الْغَآئِطِ
اَوْ لٰمَسْتُمُ النِّسَآءَ فَلَمْ تَجِدُوْا مَآءً
فَتَيَمَّمُوْا صَعِيْدًا طَيِّبًا
فَامْسَحُوْا بِوُجُوْهِكُمْ وَاَيْدِيْكُمْ مِّنْهُ ؕ
مَا يُرِيْدُ اللّٰهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُمْ مِّنْ حَرَجٍ
وَّلٰكِنْ يُّرِيْدُ لِيُطَهِّرَكُمْ
وَلِيُتِمَّ نِعْمَتَهٗ عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُوْنَ ۝

৬। হে মু'মিনগণ! যখন তোমরা সালাতের জন্য প্রস্তুত হইবে তখন তোমরা তোমাদের মুখমণ্ডল ও হাত কনুই পর্যন্ত ধৌত করিবে এবং তোমাদের মাথায় মসেহ করিবে এবং পা গ্রন্থি পর্যন্ত ধৌত করিবে; যদি তোমরা অপবিত্র৩৪৮ থাক, তবে বিশেষভাবে পবিত্র হইবে। তোমরা যদি পীড়িত হও অথবা সফরে থাক অথবা তোমাদের কেহ শৌচস্থান হইতে আগমন করে, অথবা তোমরা স্ত্রীর সহিত সংগত হও এবং পানি না পাও তবে পবিত্র মাটির দ্বারা তায়াম্মুম করিবে এবং উহা তোমাদের মুখমণ্ডলে ও হাতে মাসেহ করিবে। আল্লাহ্ তোমাদিগকে কষ্ট দিতে চাহেন না; বরং তিনি তোমাদিগকে পবিত্র করিতে চাহেন ও তোমাদের প্রতি তাঁহার অনুগ্রহ সম্পূর্ণ করিতে চাহেন, যাহাতে তোমরা কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন কর।

৩৪৭। তাহাদের যবেহ্কৃত হালাল পশু।

৩৪৮। الجنب স্ত্রীর সহিত সংগত হওয়া বা যে কোন প্রকারের রেতঃপাতহেতু যে অপবিত্র হয় তাহাকে জুনুব বা অপবিত্র বলে।

٧- وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَمِيثَاقَهُ الَّذِي وَاثَقَكُم بِهِ إِذْ قُلْتُمْ سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا ۖ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ

৭। স্মরণ কর, তোমাদের প্রতি আল্লাহ্‌র অনুগ্রহ এবং যে অংগীকারে তিনি তোমাদিগকে আবদ্ধ করিয়াছিলেন তাহা। যখন তোমরা বলিয়াছিলে, 'শ্রবণ করিলাম ও মান্য করিলাম' এবং আল্লাহ্‌কে ভয় কর; অন্তরে যাহা আছে সে সম্বন্ধে আল্লাহ্ তো সবিশেষ অবহিত।

٨- يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ ۖ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا ۚ اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ ۖ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ

৮। হে মু'মিনগণ! আল্লাহ্‌র উদ্দেশ্যে ন্যায় সাক্ষ্যদানে তোমরা অবিচল থাকিবে; কোন সম্প্রদায়ের প্রতি বিদ্বেষ তোমাদিগকে যেন কখনও সুবিচার বর্জনে প্ররোচিত না করে, সুবিচার করিবে, ইহা তাকওয়ার[৩৪৯] নিকটতর এবং আল্লাহ্‌কে ভয় করিবে, তোমরা যাহা কর নিশ্চয়ই আল্লাহ্ তাহার সম্যক খবর রাখেন।

٩- وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ ۙ لَهُم مَّغْفِرَةٌ وَأَجْرٌ عَظِيمٌ

৯। যাহারা ঈমান আনে ও সৎকার্য করে আল্লাহ্ তাহাদিগকে প্রতিশ্রুতি দিয়াছেন, তাহাদের জন্য ক্ষমা এবং মহাপুরস্কার আছে।

١٠- وَالَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا أُولَٰئِكَ أَصْحَابُ الْجَحِيمِ

১০। যাহারা কুফরী করে এবং আমার আয়াতকে মিথ্যা জ্ঞান করে তাহারা প্রজ্বলিত অগ্নির অধিবাসী।

١١- يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ هَمَّ قَوْمٌ أَن يَبْسُطُوا إِلَيْكُمْ أَيْدِيَهُمْ فَكَفَّ أَيْدِيَهُمْ عَنكُمْ ۖ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ

১১। হে মু'মিনগণ! তোমাদের প্রতি আল্লাহ্‌র অনুগ্রহ স্মরণ কর যখন এক সম্প্রদায় তোমাদের বিরুদ্ধে হস্ত উত্তোলন করিতে চাহিয়াছিল, তখন আল্লাহ্ তাহাদের হাত তোমাদিগ হইতে নিবৃত্ত করিয়াছিলেন; এবং আল্লাহ্‌কে ভয় কর আর আল্লাহ্‌রই প্রতি মু'মিনগণ নির্ভর করুক।

৩৪৯। ৭ নং টীকা দ্রষ্টব্য।

[৩]

١٢ وَلَقَدْ أَخَذَ اللّٰهُ مِيْثَاقَ بَنِيْٓ إِسْرَآءِيْلَ ۚ وَبَعَثْنَا مِنْهُمُ اثْنَيْ عَشَرَ نَقِيْبًا ۖ وَقَالَ اللّٰهُ إِنِّيْ مَعَكُمْ ۖ لَئِنْ أَقَمْتُمُ الصَّلٰوةَ وَآتَيْتُمُ الزَّكٰوةَ وَآمَنْتُمْ بِرُسُلِيْ وَعَزَّرْتُمُوْهُمْ وَأَقْرَضْتُمُ اللّٰهَ قَرْضًا حَسَنًا لَّأُكَفِّرَنَّ عَنْكُمْ سَيِّاٰتِكُمْ وَلَأُدْخِلَنَّكُمْ جَنّٰتٍ تَجْرِيْ مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهٰرُ ۚ فَمَنْ كَفَرَ بَعْدَ ذٰلِكَ مِنْكُمْ فَقَدْ ضَلَّ سَوَآءَ السَّبِيْلِ ○

১২। আর আল্লাহ্ তো বনী ইসরাঈলের অংগীকার গ্রহণ করিয়াছিলেন[৩৫০] এবং তাহাদের মধ্য হইতে দ্বাদশ নেতা নিযুক্ত করিয়াছিলাম[৩৫১] আর আল্লাহ্ বলিয়াছিলেন, 'আমি তোমাদের সংগে আছি; তোমরা যদি সালাত কায়েম কর, যাকাত দাও, আমার রাসূলগণে ঈমান আন ও উহাদিগকে সম্মান কর এবং আল্লাহ্‌কে উত্তম ঋণ[৩৫২] প্রদান কর, তবে তোমাদের পাপ অবশ্যই মোচন করিব এবং নিশ্চয় তোমাদিগকে দাখিল করিব জান্নাতে যাহার পাদদেশে নদী প্রবাহিত। ইহার পরও কেহ কুফরী করিলে সে তো সরল পথ হারাইবে।

١٣- فَبِمَا نَقْضِهِمْ مِّيْثَاقَهُمْ لَعَنّٰهُمْ وَجَعَلْنَا قُلُوْبَهُمْ قٰسِيَةً ۚ يُحَرِّفُوْنَ الْكَلِمَ عَنْ مَّوَاضِعِهٖ ۙ وَنَسُوْا حَظًّا مِّمَّا ذُكِّرُوْا بِهٖ ۚ وَلَا تَزَالُ تَطَّلِعُ عَلٰى خَآئِنَةٍ مِّنْهُمْ إِلَّا قَلِيْلًا مِّنْهُمْ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاصْفَحْ ۗ إِنَّ اللّٰهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِيْنَ ○

১৩। তাহাদের অংগীকার ভংগের জন্য আমি তাহাদিগকে লা'নত করিয়াছি ও তাহাদের হৃদয় কঠিন করিয়াছি; তাহারা শব্দগুলির আসল অর্থ বিকৃত করে এবং তাহারা যাহা উপদিষ্ট হইয়াছিল উহার এক অংশ ভুলিয়া গিয়াছে। তুমি সর্বদা উহাদের অল্প সংখ্যক ব্যতীত সকলকেই বিশ্বাসঘাতকতা করিতে দেখিতে পাইবে, সুতরাং উহাদিগকে ক্ষমা কর ও উপেক্ষা কর, নিশ্চয়ই আল্লাহ্ সৎকর্মপরায়ণ-দিগকে ভালবাসেন।

١٤- وَمِنَ الَّذِيْنَ قَالُوْٓا إِنَّا نَصٰرٰٓى أَخَذْنَا مِيْثَاقَهُمْ فَنَسُوْا حَظًّا مِّمَّا ذُكِّرُوْا بِهٖ ص فَأَغْرَيْنَا بَيْنَهُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَآءَ إِلٰى يَوْمِ الْقِيٰمَةِ ۗ

১৪। যাহারা বলে, 'আমরা খৃস্টান', তাহাদেরও অংগীকার গ্রহণ করিয়াছিলাম; কিন্তু তাহারা যাহা উপদিষ্ট হইয়াছিল তাহার এক অংশ ভুলিয়া গিয়াছে। সুতরাং আমি তাহাদের মধ্যে কিয়ামত পর্যন্ত স্থায়ী শত্রুতা ও বিদ্বেষ জাগরূক রাখিয়াছি;

৩৫০। পরস্পর সংলগ্ন দুইটি বাক্যে একই কর্তার উত্তম ও তৃতীয় পুরুষের ব্যবহার আরবী অলংকার শাস্ত্র সম্মত।

৩৫১। বনী ইসরাঈল-এর ১২টি গোত্র ছিল। হযরত মূসা (আঃ) ১২ গোত্রের জন্য ১২ জন نقيب নেতা মনোনীত করিয়াছিলেন, ২ ঃ ৬০ ও ৭ ঃ ১৬০ আয়াত দ্রষ্টব্য।

৩৫২। সূরা বাকারার ২৪৫ নম্বর আয়াত ও ১৬৯ নম্বর টীকা দ্রষ্টব্য।

Contents

وَسَوْفَ يُنَبِّئُهُمُ اللّٰهُ بِمَا كَانُوْا يَصْنَعُوْنَ ○

তাহারা যাহা করিত আল্লাহ্ তাহাদিগকে অচিরেই তাহা জানাইয়া দিবেন।

١٥-يٰٓاَهْلَ الْكِتٰبِ قَدْ جَآءَكُمْ رَسُوْلُنَا يُبَيِّنُ لَكُمْ كَثِيْرًا مِّمَّا كُنْتُمْ تُخْفُوْنَ مِنَ الْكِتٰبِ وَيَعْفُوْا عَنْ كَثِيْرٍ ؕ قَدْ جَآءَكُمْ مِّنَ اللّٰهِ نُوْرٌ وَّكِتٰبٌ مُّبِيْنٌ ○

১৫। হে কিতাবীগণ! আমার রাসূল তোমাদের নিকট আসিয়াছে, তোমরা কিতাবের যাহা গোপন করিতে সে উহার অনেক তোমাদের নিকট প্রকাশ করে এবং অনেক উপেক্ষা করিয়া থাকে। আল্লাহ্‌র নিকট হইতে এক জ্যোতি ও স্পষ্ট কিতাব তোমাদের নিকট আসিয়াছে।

١٦-يَّهْدِيْ بِهِ اللّٰهُ مَنِ اتَّبَعَ رِضْوَانَهٗ سُبُلَ السَّلٰمِ وَيُخْرِجُهُمْ مِّنَ الظُّلُمٰتِ اِلَى النُّوْرِ بِاِذْنِهٖ وَيَهْدِيْهِمْ اِلٰى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيْمٍ ○

১৬। যাহারা আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টি লাভ করিতে চাহে, ইহা দ্বারা তিনি তাহাদিগকে শান্তির পথে পরিচালিত করেন এবং নিজ অনুমতিক্রমে অন্ধকার হইতে বাহির করিয়া আলোর দিকে লইয়া যান এবং উহাদিগকে সরল পথে পরিচালিত করেন।

١٧-لَقَدْ كَفَرَ الَّذِيْنَ قَالُوْٓا اِنَّ اللّٰهَ هُوَ الْمَسِيْحُ ابْنُ مَرْيَمَ ؕ قُلْ فَمَنْ يَّمْلِكُ مِنَ اللّٰهِ شَيْـًٔا اِنْ اَرَادَ اَنْ يُّهْلِكَ الْمَسِيْحَ ابْنَ مَرْيَمَ وَاُمَّهٗ وَمَنْ فِى الْاَرْضِ جَمِيْعًا ؕ وَلِلّٰهِ مُلْكُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا ؕ يَخْلُقُ مَا يَشَآءُ ؕ وَاللّٰهُ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ ○

১৭। যাহারা বলে, মার্‌ইয়াম-তনয় মসীহই আল্লাহ্', তাহারা তো কুফরী করিয়াছেই। বল, 'আল্লাহ্ মার্‌ইয়াম-তনয় মসীহ্, তাঁহার মাতা এবং দুনিয়ার সকলকে যদি ধ্বংস করিতে ইচ্ছা করেন তবে তাঁহাকে বাধা দিবার শক্তি কাহার আছে?' আসমান ও যমীনের এবং ইহাদের মধ্যে যাহা কিছু আছে তাহার সার্বভৌমত্ব আল্লাহ্‌রই। তিনি যাহা ইচ্ছা সৃষ্টি করেন এবং আল্লাহ্ সর্ববিষয়ে সর্বশক্তিমান।

١٨-وَقَالَتِ الْيَهُوْدُ وَالنَّصٰرٰى نَحْنُ اَبْنٰٓؤُا اللّٰهِ وَاَحِبَّآؤُهٗ ؕ قُلْ فَلِمَ يُعَذِّبُكُمْ بِذُنُوْبِكُمْ ؕ بَلْ اَنْتُمْ بَشَرٌ مِّمَّنْ خَلَقَ ؕ يَغْفِرُ لِمَنْ يَّشَآءُ وَيُعَذِّبُ مَنْ يَّشَآءُ ؕ

১৮। ইয়াহূদী ও খৃস্টানগণ বলে, 'আমরা আল্লাহ্‌র পুত্র ও তাঁহার প্রিয়।' বল, 'তবে কেন তিনি তোমাদের পাপের জন্য তোমাদিগকে শাস্তি দেন? না, তোমরা মানুষ তাহাদেরই মতো যাহাদিগকে আল্লাহ্ সৃষ্টি করিয়াছেন।' যাহাকে ইচ্ছা তিনি ক্ষমা করেন এবং যাহাকে ইচ্ছা তিনি শাস্তি দেন; আস্‌মান ও যমীনের

وَلِلّٰهِ مُلْكُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ
وَمَا بَيْنَهُمَا ۚ وَاِلَيْهِ الْمَصِيْرُ ○

এবং ইহাদের মধ্যে যাহা কিছু আছে তাহার সার্বভৌমত্ব আল্লাহ্‌রই, আর প্রত্যাবর্তন তাঁহারই দিকে।

١٩-يٰۤاَهْلَ الْكِتٰبِ قَدْ جَآءَكُمْ رَسُوْلُنَا
يُبَيِّنُ لَكُمْ عَلٰى فَتْرَةٍ مِّنَ الرُّسُلِ
اَنْ تَقُوْلُوْا مَا جَآءَنَا مِنْۢ بَشِيْرٍ
وَّلَا نَذِيْرٍ ؗ
فَقَدْ جَآءَكُمْ بَشِيْرٌ وَّنَذِيْرٌ ؕ
وَاللّٰهُ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ ○ ع

১৯। হে কিতাবীগণ! রাসূল প্রেরণে বিরতির পর আমার রাসূল তোমাদের নিকট আসিয়াছে। সে তোমাদের নিকট স্পষ্ট ব্যাখ্যা করিতেছে যাহাতে তোমরা বলিতে না পার, 'কোন সুসংবাদবাহী ও সাবধানকারী আমাদের নিকট আসে নাই। এখন তো তোমাদের নিকট একজন সুসংবাদদাতা ও সাবধানকারী আসিয়াছে। আল্লাহ্ সর্ববিষয়ে সর্বশক্তিমান।

[৪]

٢٠-وَاِذْ قَالَ مُوْسٰى لِقَوْمِهٖ
يٰقَوْمِ اذْكُرُوْا نِعْمَةَ اللّٰهِ عَلَيْكُمْ
اِذْ جَعَلَ فِيْكُمْ اَنْۢبِيَآءَ وَجَعَلَكُمْ مُّلُوْكًا ۖ
وَّاٰتٰىكُمْ مَّا لَمْ يُؤْتِ اَحَدًا
مِّنَ الْعٰلَمِيْنَ ○

২০। স্মরণ কর, মূসা তাহার সম্প্রদায়কে বলিয়াছিল, 'হে আমার সম্প্রদায়! তোমরা তোমাদের প্রতি আল্লাহ্‌র অনুগ্রহ স্মরণ কর যখন তিনি তোমাদের মধ্য হইতে নবী করিয়াছিলেন ও তোমাদিগকে রাজ্যাধিপতি করিয়াছিলেন এবং বিশ্বজগতে কাহাকেও যাহা তিনি দেন নাই তাহা তোমাদিগকে দিয়াছিলেন।

٢١-يٰقَوْمِ ادْخُلُوا الْاَرْضَ الْمُقَدَّسَةَ
الَّتِيْ كَتَبَ اللّٰهُ لَكُمْ
وَلَا تَرْتَدُّوْا عَلٰۤى اَدْبَارِكُمْ
فَتَنْقَلِبُوْا خٰسِرِيْنَ ○

২১। 'হে আমার সম্প্রদায়! আল্লাহ্ তোমাদের জন্য যে পবিত্র ভূমি[৩৫৩] নির্দিষ্ট করিয়াছেন তাহাতে তোমরা প্রবেশ কর এবং পশ্চাদপসরণ করিও না, করিলে তোমরা ক্ষতিগ্রস্ত হইয়া পড়িবে।'

٢٢-قَالُوْا يٰمُوْسٰۤى اِنَّ فِيْهَا قَوْمًا جَبَّارِيْنَ ۖ
وَاِنَّا لَنْ نَّدْخُلَهَا
حَتّٰى يَخْرُجُوْا مِنْهَا ۚ
فَاِنْ يَّخْرُجُوْا مِنْهَا فَاِنَّا دٰخِلُوْنَ ○

২২। তাহারা বলিল, 'হে মূসা! সেখানে এক দুর্দান্ত সম্প্রদায়[৩৫৪] রহিয়াছে এবং তাহারা সেই স্থান হইতে বাহির না হওয়া পর্যন্ত আমরা কখনই সেখানে কিছুতেই প্রবেশ করিব না; তাহারা সেই স্থান হইতে বাহির হইয়া গেলেই আমরা প্রবেশ করিব।'

৩৫৩। পবিত্র ভূমি অর্থাৎ তৎকালীন শাম (বর্তমান সিরিয়া, ফিলিস্তীন ও জর্দানের কিছু অংশ)।
৩৫৪। ইহারা ছিল 'আমালিকা' নামক গোষ্ঠী।

٢٣- قَالَ رَجُلٰنِ مِنَ الَّذِيْنَ يَخَافُوْنَ أَنْعَمَ اللّٰهُ عَلَيْهِمَا ادْخُلُوْا عَلَيْهِمُ الْبَابَ ۚ فَإِذَا دَخَلْتُمُوْهُ فَإِنَّكُمْ غٰلِبُوْنَ ۚ وَعَلَى اللّٰهِ فَتَوَكَّلُوْٓا إِنْ كُنْتُمْ مُّؤْمِنِيْنَ ○

২৩। যাহারা ভয় করিতেছিল তাহাদের মধ্যে দুইজন, যাহাদের প্রতি আল্লাহ্ অনুগ্রহ করিয়াছিলেন, তাহারা বলিল, 'তোমরা তাহাদের মুকাবিলা করিয়া দ্বারে প্রবেশ কর, প্রবেশ করিলেই তোমরা জয়ী হইবে এবং তোমরা মু'মিন হইলে আল্লাহ্র উপরই নির্ভর কর।'

٢٤- قَالُوْا يٰمُوْسٰٓى إِنَّا لَنْ نَّدْخُلَهَآ أَبَدًا مَّا دَامُوْا فِيْهَا فَاذْهَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلَآ إِنَّا هٰهُنَا قٰعِدُوْنَ ○

২৪। তাহারা বলিল, 'হে মূসা! তাহারা যত দিন সেখানে থাকিবে তত দিন আমরা সেখানে প্রবেশ করিবই না; সুতরাং তুমি আর তোমার প্রতিপালক যাও এবং যুদ্ধ কর, আমরা এইখানেই বসিয়া থাকিব।'

٢٥- قَالَ رَبِّ إِنِّيْ لَآ أَمْلِكُ إِلَّا نَفْسِيْ وَأَخِيْ فَافْرُقْ بَيْنَنَا وَبَيْنَ الْقَوْمِ الْفٰسِقِيْنَ ○

২৫। সে বলিল, 'হে আমার প্রতিপালক! আমার ও আমার ভ্রাতা ব্যতীত অপর কাহারও উপর আমার আধিপত্য নাই, সুতরাং তুমি আমাদের ও সত্যত্যাগী সম্প্রদায়ের মধ্যে ফয়সালা করিয়া দাও।'

٢٦- قَالَ فَإِنَّهَا مُحَرَّمَةٌ عَلَيْهِمْ أَرْبَعِيْنَ سَنَةً ۚ يَتِيْهُوْنَ فِي الْأَرْضِ ۚ فَلَا تَأْسَ عَلَى الْقَوْمِ الْفٰسِقِيْنَ ○ ع

২৬। আল্লাহ্ বলিলেন, 'তবে ইহা চল্লিশ বৎসর তাহাদের জন্য নিষিদ্ধ রহিল, তাহারা পৃথিবীতে উদ্ভ্রান্ত হইয়া ঘুরিয়া বেড়াইবে, সুতরাং তুমি সত্যত্যাগী সম্প্রদায়ের জন্য দুঃখ করিও না।'

[৫]

٢٧- وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنَيْ اٰدَمَ بِالْحَقِّ ۘ إِذْ قَرَّبَا قُرْبَانًا فَتُقُبِّلَ مِنْ أَحَدِهِمَا وَلَمْ يُتَقَبَّلْ مِنَ الْاٰخَرِ ۚ قَالَ لَأَقْتُلَنَّكَ ۚ قَالَ إِنَّمَا يَتَقَبَّلُ اللّٰهُ مِنَ الْمُتَّقِيْنَ ○

২৭। আদমের দুই পুত্রের[৩৫৫] বৃত্তান্ত তুমি তাহাদিগকে যথাযথভাবে শোনাও। যখন তাহারা উভয়ে কুরবানী করিয়াছিল তখন একজনের কুরবানী কবূল হইল এবং অন্যজনের কবূল হইল না। সে বলিল, 'আমি তোমাকে হত্যা করিবই।' অপরজন বলিল, 'অবশ্যই আল্লাহ্ মুত্তাকীদের কুরবানী কবূল করেন।'

৩৫৫। তাঁহারা ছিলেন কাবীল ও হাবীল।

٢٨- لَئِنْۢ بَسَطْتَّ اِلَيَّ يَدَكَ لِتَقْتُلَنِيْ مَآ اَنَا بِبَاسِطٍ يَّدِيَ اِلَيْكَ لِاَقْتُلَكَ ۚ اِنِّيْٓ اَخَافُ اللّٰهَ رَبَّ الْعٰلَمِيْنَ ○

২৮। 'আমাকে হত্যা করার জন্য তুমি হাত তুলিলেও তোমাকে হত্যা করার জন্য আমি হাত তুলিব না; আমি তো জগতসমূহের প্রতিপালক আল্লাহ্‌কে ভয় করি।'

٢٩- اِنِّيْٓ اُرِيْدُ اَنْ تَبُوْٓاَ بِاِثْمِيْ وَ اِثْمِكَ فَتَكُوْنَ مِنْ اَصْحٰبِ النَّارِ ۚ وَ ذٰلِكَ جَزٰٓؤُا الظّٰلِمِيْنَ ○ۚ

২৯। 'তুমি আমার ও তোমার পাপের ভার বহন কর এবং অগ্নিবাসী হও ইহাই আমি চাহি এবং ইহা যালিমদের কর্মফল।'

٣٠- فَطَوَّعَتْ لَهٗ نَفْسُهٗ قَتْلَ اَخِيْهِ فَقَتَلَهٗ فَاَصْبَحَ مِنَ الْخٰسِرِيْنَ ○

৩০। অতঃপর তাহার চিত্ত ভ্রাতৃহত্যায় তাহাকে উত্তেজিত করিল। ফলে সে তাহাকে হত্যা করিল; তাই সে ক্ষতিগ্রস্তদের অন্তর্ভুক্ত হইল।

٣١- فَبَعَثَ اللّٰهُ غُرَابًا يَّبْحَثُ فِي الْاَرْضِ لِيُرِيَهٗ كَيْفَ يُوَارِيْ سَوْءَةَ اَخِيْهِ ؕ قَالَ يٰوَيْلَتٰٓى اَعَجَزْتُ اَنْ اَكُوْنَ مِثْلَ هٰذَا الْغُرَابِ فَاُوَارِيَ سَوْءَةَ اَخِيْ ۚ فَاَصْبَحَ مِنَ النّٰدِمِيْنَ ○ۛ

৩১। অতঃপর আল্লাহ্ এক কাক পাঠাইলেন, যে তাহার ভ্রাতার শবদেহ কিভাবে গোপন করা যায় তাহা দেখাইবার জন্য মাটি খনন করিতে লাগিল। সে বলিল, 'হায়! আমি কি এই কাকের মতও হইতে পারিলাম না, যাহাতে আমার ভ্রাতার শবদেহ গোপন করিতে পারি?' অতঃপর সে অনুতপ্ত হইল।

٣٢- مِنْ اَجْلِ ذٰلِكَ ۛ كَتَبْنَا عَلٰى بَنِيْٓ اِسْرَآءِيْلَ اَنَّهٗ مَنْ قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ اَوْ فَسَادٍ فِي الْاَرْضِ فَكَاَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيْعًا ؕ وَ مَنْ اَحْيَاهَا فَكَاَنَّمَآ اَحْيَا النَّاسَ جَمِيْعًا ؕ وَ لَقَدْ جَآءَتْهُمْ رُسُلُنَا بِالْبَيِّنٰتِ ز ثُمَّ اِنَّ كَثِيْرًا مِّنْهُمْ بَعْدَ ذٰلِكَ فِي الْاَرْضِ لَمُسْرِفُوْنَ ○

৩২। এই কারণেই বনী ইস্‌রাঈলের প্রতি এই বিধান দিলাম যে, নরহত্যা অথবা দুনিয়ায় ধ্বংসাত্মক কার্য করা হেতু ব্যতীত কেহ কাহাকেও হত্যা করিলে সে যেন দুনিয়ার সকল মানুষকেই হত্যা করিল[৩৫৬], আর কেহ কাহারও প্রাণ রক্ষা করিলে সে যেন সকল মানুষের প্রাণ রক্ষা করিল। তাহাদের নিকট তো আমার রাসূলগণ স্পষ্ট প্রমাণ আনিয়াছিল, কিন্তু ইহার পরও তাহাদের অনেকে দুনিয়ায় সীমালংঘনকারীই রহিয়া গেল।

৩৫৬। অন্যায় হত্যার মন্দ পরিণতির কারণে।

Contents

٣٣- إِنَّمَا جَزٰٓؤُا الَّذِيْنَ يُحَارِبُوْنَ اللّٰهَ
وَرَسُوْلَهٗ وَيَسْعَوْنَ فِى الْاَرْضِ فَسَادًا
اَنْ يُّقَتَّلُوْٓا اَوْ يُصَلَّبُوْٓا اَوْ تُقَطَّعَ
اَيْدِيْهِمْ وَاَرْجُلُهُمْ مِّنْ خِلَافٍ
اَوْ يُنْفَوْا مِنَ الْاَرْضِ ط
ذٰلِكَ لَهُمْ خِزْيٌ فِى الدُّنْيَا
وَلَهُمْ فِى الْاٰخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيْمٌ ۝

৩৩। যাহারা আল্লাহ্ ও তাঁহার রাসূলের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে এবং দুনিয়ায় ধ্বংসাত্মক কার্য করিয়া বেড়ায় ইহাই তাহাদের শাস্তি যে, তাহাদিগকে হত্যা করা হইবে অথবা ক্রুশবিদ্ধ করা হইবে অথবা বিপরীত দিক[৩৫৭] হইতে তাহাদের হাত ও পা কাটিয়া ফেলা হইবে অথবা তাহাদিগকে দেশ হইতে নির্বাসিত করা হইবে। দুনিয়ায় ইহাই তাহাদের লাঞ্ছনা ও পরকালে তাহাদের জন্য মহাশাস্তি রহিয়াছে,

٣٤- اِلَّا الَّذِيْنَ تَابُوْا
مِنْ قَبْلِ اَنْ تَقْدِرُوْا عَلَيْهِمْ ج
فَاعْلَمُوْٓا اَنَّ اللّٰهَ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ ۝ ع

৩৪। তবে, তোমাদের আয়ত্তাধীনে আসিবার পূর্বে যাহারা তওবা করিবে তাহাদের জন্য নহে। সুতরাং জানিয়া রাখ যে, আল্লাহ্ অবশ্যই ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।

[৬]

٣٥- يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوا اتَّقُوا اللّٰهَ
وَابْتَغُوْٓا اِلَيْهِ الْوَسِيْلَةَ وَجَاهِدُوْا
فِىْ سَبِيْلِهٖ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُوْنَ ۝

৩৫। হে মু'মিনগণ! আল্লাহ্‌কে ভয় কর, তাঁহার নৈকট্য লাভের উপায় অন্বেষণ কর ও তাঁহার পথে সংগ্রাম কর, যাহাতে তোমরা সফলকাম হইতে পার।

٣٦- اِنَّ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا
لَوْ اَنَّ لَهُمْ مَّا فِى الْاَرْضِ جَمِيْعًا
وَّمِثْلَهٗ مَعَهٗ
لِيَفْتَدُوْا بِهٖ مِنْ عَذَابِ يَوْمِ الْقِيٰمَةِ
مَا تُقُبِّلَ مِنْهُمْ ج وَلَهُمْ عَذَابٌ اَلِيْمٌ ۝

৩৬। যাহারা কুফরী করিয়াছে, কিয়ামতের দিন শাস্তি হইতে মুক্তির জন্য পণস্বরূপ দুনিয়ায় যাহা কিছু আছে যদি তাহাদের তাহার সমস্তই থাকে এবং তাহার সহিত সমপরিমাণ আরও থাকে, তবুও তাহাদের নিকট হইতে তাহা গৃহীত হইবে না এবং তাহাদের জন্য মর্মন্তুদ শাস্তি রহিয়াছে।

٣٧- يُرِيْدُوْنَ اَنْ يَّخْرُجُوْا مِنَ النَّارِ
وَمَا هُمْ بِخٰرِجِيْنَ مِنْهَا ز
وَلَهُمْ عَذَابٌ مُّقِيْمٌ ۝

৩৭। তাহারা অগ্নি হইতে বাহির হইতে চাহিবে; কিন্তু তাহারা উহা হইতে বাহির হইবার নহে এবং তাহাদের জন্য স্থায়ী শাস্তি রহিয়াছে।

৩৫৭। 'বিপরীত দিক হইতে' অর্থ ডান হাত, বাম পা অথবা বাম হাত, ডান পা কর্তন করা হইবে।

৩৮। পুরুষ চোর এবং নারী চোর, তাহাদের হস্তচ্ছেদন কর; ইহা তাহাদের কৃতকর্মের ফল এবং আল্লাহ্‌র পক্ষ হইতে আদর্শ দণ্ড; আল্লাহ্ পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়।

٣٨- وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوْٓا اَيْدِيَهُمَا جَزَآءًۢ بِمَا كَسَبَا نَكَالًا مِّنَ اللّٰهِ ؕ وَاللّٰهُ عَزِيْزٌ حَكِيْمٌ ○

৩৯। কিন্তু সীমালংঘন করার পর কেহ তওবা করিলে ও নিজেকে সংশোধন করিলে অবশ্যই আল্লাহ্ তাহার তওবা কবূল করিবেন; আল্লাহ্ তো ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।

٣٩- فَمَنْ تَابَ مِنْۢ بَعْدِ ظُلْمِهٖ وَاَصْلَحَ فَاِنَّ اللّٰهَ يَتُوْبُ عَلَيْهِ ؕ اِنَّ اللّٰهَ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ ○

৪০। তুমি কি জান না যে, আসমান ও যমীনের সার্বভৌমত্ব আল্লাহ্‌রই? যাহাকে ইচ্ছা তিনি শাস্তি দেন আর যাহাকে ইচ্ছা তিনি ক্ষমা করেন এবং আল্লাহ্ সর্ব বিষয়ে শক্তিমান।

٤٠- اَلَمْ تَعْلَمْ اَنَّ اللّٰهَ لَهٗ مُلْكُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ ؕ يُعَذِّبُ مَنْ يَّشَآءُ وَيَغْفِرُ لِمَنْ يَّشَآءُ ؕ وَاللّٰهُ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ ○

৪১। হে রাসূল! তোমাকে যেন দুঃখ না দেয় যাহারা কুফরীর দিকে দ্রুত ধাবিত হয়—যাহারা মুখে বলে, 'ঈমান আনয়ন করিয়াছি' অথচ তাহাদের অন্তর ঈমান আনে না এবং ইয়াহূদীদের মধ্যে যাহারা অসত্য শ্রবণে তৎপর, তোমার নিকট আসে না এমন এক ভিন্ন দলের[৩৫৮] পক্ষে যাহারা কান পাতিয়া থাকে।[৩৫৯] শব্দগুলি যথাযথ সুবিন্যস্ত থাকার পরও তাহারা সেগুলির অর্থ বিকৃত করে। তাহারা বলে, 'এই প্রকার বিধান দিলে গ্রহণ করিও এবং উহা না দিলে বর্জন করিও।' এবং আল্লাহ্ যাহার পথচ্যুতি চাহেন তাহার জন্য আল্লাহ্‌র নিকট তোমার কিছুই করিবার নাই। তাহাদের হৃদয়কে আল্লাহ্ বিশুদ্ধ করিতে চাহেন না; তাহাদের জন্য আছে দুনিয়ায় লাঞ্ছনা আর আখিরাতে রহিয়াছে তাহাদের জন্য মহাশাস্তি।

٤١- يٰٓاَيُّهَا الرَّسُوْلُ لَا يَحْزُنْكَ الَّذِيْنَ يُسَارِعُوْنَ فِى الْكُفْرِ مِنَ الَّذِيْنَ قَالُوْٓا اٰمَنَّا بِاَفْوَاهِهِمْ وَلَمْ تُؤْمِنْ قُلُوْبُهُمْ ۛۚ وَمِنَ الَّذِيْنَ هَادُوْا ۛۚ سَمّٰعُوْنَ لِلْكَذِبِ سَمّٰعُوْنَ لِقَوْمٍ اٰخَرِيْنَ ۙ لَمْ يَاْتُوْكَ ؕ يُحَرِّفُوْنَ الْكَلِمَ مِنْۢ بَعْدِ مَوَاضِعِهٖ ۚ يَقُوْلُوْنَ اِنْ اُوْتِيْتُمْ هٰذَا فَخُذُوْهُ وَاِنْ لَّمْ تُؤْتَوْهُ فَاحْذَرُوْا ؕ وَمَنْ يُّرِدِ اللّٰهُ فِتْنَتَهٗ فَلَنْ تَمْلِكَ لَهٗ مِنَ اللّٰهِ شَيْـًٔا ؕ اُولٰٓئِكَ الَّذِيْنَ لَمْ يُرِدِ اللّٰهُ اَنْ يُّطَهِّرَ قُلُوْبَهُمْ ؕ لَهُمْ فِى الدُّنْيَا خِزْيٌ ۖۚ وَّلَهُمْ فِى الْاٰخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيْمٌ ○

৩৫৮। ভিন্ন দল অর্থে ইয়াহূদী ধর্মযাজক।
৩৫৯। ইহার অন্যতম উদ্দেশ্য গুপ্তচরবৃত্তি।

٤٢- سَمّٰعُوْنَ لِلْكَذِبِ اَكّٰلُوْنَ لِلسُّحْتِ ۭ فَاِنْ جَآءُوْكَ فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ اَوْ اَعْرِضْ عَنْهُمْ ۚ وَاِنْ تُعْرِضْ عَنْهُمْ فَلَنْ يَّضُرُّوْكَ شَيْـًٔا ۭ وَاِنْ حَكَمْتَ فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ ۭ اِنَّ اللّٰهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِيْنَ ○

৪২। তাহারা মিথ্যা শ্রবণে অত্যন্ত আগ্রহশীল এবং অবৈধ[৩৬০] ভক্ষণে অত্যন্ত আসক্ত; তাহারা যদি তোমার নিকট আসে তবে তাহাদের বিচার নিষ্পত্তি করিও অথবা তাহাদিগকে উপেক্ষা করিও। তুমি যদি তাহাদিগকে উপেক্ষা কর তবে তাহারা তোমার কোন ক্ষতি করিতে পারিবে না। আর যদি বিচার নিষ্পত্তি কর তবে তাহাদের মধ্যে ন্যায়বিচার করিও; নিশ্চয়ই আল্লাহ্ ন্যায়পরায়ণদিগকে ভালবাসেন।

٤٣- وَكَيْفَ يُحَكِّمُوْنَكَ وَعِنْدَهُمُ التَّوْرٰىةُ فِيْهَا حُكْمُ اللّٰهِ ثُمَّ يَتَوَلَّوْنَ مِنْۢ بَعْدِ ذٰلِكَ ۭ وَمَآ اُولٰٓئِكَ بِالْمُؤْمِنِيْنَ ○ ع

৪৩। তাহারা তোমার উপর কিরূপে বিচারভার ন্যস্ত করিবে[৩৬১] অথচ তাহাদের নিকট রহিয়াছে তাওরাত যাহাতে আল্লাহ্‌র আদেশ আছে? ইহার পরও তাহারা মুখ ফিরাইয়া লয় এবং উহারা মু'মিন নহে।

[৭]

٤٤- اِنَّآ اَنْزَلْنَا التَّوْرٰىةَ فِيْهَا هُدًى وَّنُوْرٌ ۚ يَحْكُمُ بِهَا النَّبِيُّوْنَ الَّذِيْنَ اَسْلَمُوْا لِلَّذِيْنَ هَادُوْا وَالرَّبّٰنِيُّوْنَ وَالْاَحْبَارُ بِمَا اسْتُحْفِظُوْا مِنْ كِتٰبِ اللّٰهِ وَكَانُوْا عَلَيْهِ شُهَدَآءَ ۚ فَلَا تَخْشَوُا النَّاسَ وَاخْشَوْنِ وَلَا تَشْتَرُوْا بِاٰيٰتِيْ ثَمَنًا قَلِيْلًا ۭ وَمَنْ لَّمْ يَحْكُمْ بِمَآ اَنْزَلَ اللّٰهُ فَاُولٰٓئِكَ هُمُ الْكٰفِرُوْنَ ○

৪৪। নিশ্চয়ই আমি তাওরাত অবতীর্ণ করিয়াছিলাম; উহাতে ছিল পথনির্দেশ ও আলো; নবীগণ, যাহারা আল্লাহ্‌র অনুগত ছিল তাহারা ইয়াহূদীদিগকে তদনুসারে বিধান দিত, আরও বিধান দিত রাব্বানীগণ[৩৬২] এবং বিদ্বানগণ, কারণ তাহাদিগকে আল্লাহ্‌র কিতাবের রক্ষক করা হইয়াছিল এবং তাহারা ছিল উহার সাক্ষী। সুতরাং মানুষকে ভয় করিও না, আমাকেই ভয় কর এবং আমার আয়াতসমূহ তুচ্ছ মূল্যে বিক্রয় করিও না। আল্লাহ যাহা অবতীর্ণ করিয়াছেন তদনুসারে যাহারা বিধান দেয় না, তাহারাই কাফির।

٤٥- وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيْهَآ اَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ ۙ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ

৪৫। আমি তাহাদের জন্য উহাতে বিধান দিয়াছিলাম যে, প্রাণের বদলে প্রাণ, চোখের

৩৬০। অবৈধ উপায়ে লব্ধ বস্তু। যথা ঃ ঘুষ, সূদ ইত্যাদি।
৩৬১। প্রকৃতপক্ষে তাওরাতের উপর তাহারা 'আমল করে না, তাহারা মহানবী (সাঃ)-এর নিকট বিচার চায় বিভ্রান্তি সৃষ্টির উদ্দেশ্যে।
৩৬২। ২১৮ নং টীকা দ্রষ্টব্য।

وَالْاَنْفَ بِالْاَنْفِ وَالْاُذُنَ بِالْاُذُنِ وَالسِّنَّ بِالسِّنِّ ۙ وَالْجُرُوْحَ قِصَاصٌ ؕ فَمَنْ تَصَدَّقَ بِهٖ فَهُوَ كَفَّارَةٌ لَّهٗ ؕ وَمَنْ لَّمْ يَحْكُمْ بِمَآ اَنْزَلَ اللّٰهُ فَاُولٰٓئِكَ هُمُ الظّٰلِمُوْنَ ○

বদলে চোখ, নাকের বদলে নাক, কানের বদলে কান, দাঁতের বদলে দাঁত এবং যখমের বদলে অনুরূপ যখম। অতঃপর কেহ উহা ক্ষমা করিলে উহাতে তাহারই পাপ মোচন হইবে। আল্লাহ্ যাহা অবতীর্ণ করিয়াছেন তদনুসারে যাহারা বিধান দেয় না, তাহারাই যালিম।

٤٦- وَقَفَّيْنَا عَلٰٓى اٰثَارِهِمْ بِعِيْسَى ابْنِ مَرْيَمَ مُصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ التَّوْرٰىةِ ۪ وَاٰتَيْنٰهُ الْاِنْجِيْلَ فِيْهِ هُدًى وَّنُوْرٌ ۙ وَّمُصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ التَّوْرٰىةِ وَهُدًى وَّمَوْعِظَةً لِّلْمُتَّقِيْنَ ○

৪৬। মার্‌ইয়াম-তনয় ‘ঈসাকে তাহার পূর্বে অবতীর্ণ তাওরাতের সমর্থকরূপে উহাদের পশ্চাতে প্রেরণ করিয়াছিলাম এবং তাহারা পূর্বে অবতীর্ণ তাওরাতের সমর্থকরূপে এবং মুত্তাকীদের জন্য পথের নির্দেশ ও উপদেশরূপে তাহাকে ইনজীল দিয়াছিলাম; উহাতে ছিল পথের নির্দেশ ও আলো।

٤٧- وَلْيَحْكُمْ اَهْلُ الْاِنْجِيْلِ بِمَآ اَنْزَلَ اللّٰهُ فِيْهِ ؕ وَمَنْ لَّمْ يَحْكُمْ بِمَآ اَنْزَلَ اللّٰهُ فَاُولٰٓئِكَ هُمُ الْفٰسِقُوْنَ ○

৪৭। ইনজীল অনুসারিগণ যেন আল্লাহ্ উহাতে যাহা অবতীর্ণ করিয়াছেন তদনুসারে বিধান দেয়। আল্লাহ্ যাহা অবতীর্ণ করিয়াছেন তদনুসারে যাহারা বিধান দেয় না, তাহারাই ফাসিক।

٤٨- وَاَنْزَلْنَآ اِلَيْكَ الْكِتٰبَ بِالْحَقِّ مُصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ الْكِتٰبِ وَمُهَيْمِنًا عَلَيْهِ فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَآ اَنْزَلَ اللّٰهُ وَلَا تَتَّبِعْ اَهْوَآءَهُمْ عَمَّا جَآءَكَ مِنَ الْحَقِّ ؕ لِكُلٍّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَّمِنْهَاجًا ؕ وَلَوْ شَآءَ اللّٰهُ لَجَعَلَكُمْ اُمَّةً وَّاحِدَةً وَّلٰكِنْ لِّيَبْلُوَكُمْ فِيْ مَآ اٰتٰىكُمْ

৪৮। আমি তোমার প্রতি সত্যসহ কিতাব অবতীর্ণ করিয়াছি ইহার পূর্বে অবতীর্ণ কিতাবের সমর্থক ও সংরক্ষকরূপে। সুতরাং আল্লাহ্ যাহা অবতীর্ণ করিয়াছেন তদনুসারে তুমি তাহাদের বিচার নিষ্পত্তি করিও এবং যে সত্য তোমার নিকট আসিয়াছে তাহা ত্যাগ করিয়া তাহাদের খেয়াল-খুশীর অনুসরণ করিও না। তোমাদের প্রত্যেকের জন্য শরী‘আত[৩৬৩] ও স্পষ্ট পথ[৩৬৪] নির্ধারণ করিয়াছি। ইচ্ছা করিলে আল্লাহ্ তোমাদিগকে এক জাতি করিতে পারিতেন, কিন্তু তিনি তোমাদিগকে যাহা দিয়াছেন তদ্দ্বারা তোমাদিগকে পরীক্ষা

৩৬৩। দীনের বিধানসমূহ।

৩৬৪। সরল পথ منهاج ।

করিতে চাহেন। সুতরাং সৎকর্মে তোমরা প্রতিযোগিতা কর। আল্লাহ্‌র দিকেই তোমাদের সকলের প্রত্যাবর্তন। অতঃপর তোমরা যে বিষয়ে মতভেদ করিতেছিলে, সে সম্বন্ধে তিনি তোমাদিগকে অবহিত করিবেন।

فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرٰتِ ط اِلَى اللّٰهِ مَرْجِعُكُمْ جَمِيْعًا فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ فِيْهِ تَخْتَلِفُوْنَ ۝

৪৯। কিতাব অবতীর্ণ করিয়াছি[৩৬৫] যাহাতে তুমি আল্লাহ্ যাহা অবতীর্ণ করিয়াছেন তদনুযায়ী তাহাদের বিচার নিষ্পত্তি কর, তাহাদের খেয়াল-খুশীর অনুসরণ না কর এবং তাহাদের সম্বন্ধে সতর্ক হও যাহাতে আল্লাহ্ যাহা তোমার প্রতি অবতীর্ণ করিয়াছেন উহারা তাহার কিছু হইতে তোমাকে বিচ্যুত না করে। যদি তাহারা মুখ ফিরাইয়া লয় তবে জানিয়া রাখ যে, তাহাদের কোন কোন পাপের জন্য আল্লাহ্ তাহাদিগকে শাস্তি দিতে চাহেন[৩৬৬] এবং মানুষের মধ্যে অনেকেই তো সত্যত্যাগী।

٤٩- وَاَنِ احْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَآ اَنْزَلَ اللّٰهُ وَلَا تَتَّبِعْ اَهْوَآءَهُمْ وَاحْذَرْهُمْ اَنْ يَّفْتِنُوْكَ عَنْۢ بَعْضِ مَآ اَنْزَلَ اللّٰهُ اِلَيْكَ ط فَاِنْ تَوَلَّوْا فَاعْلَمْ اَنَّمَا يُرِيْدُ اللّٰهُ اَنْ يُّصِيْبَهُمْ بِبَعْضِ ذُنُوْبِهِمْ ط وَاِنَّ كَثِيْرًا مِّنَ النَّاسِ لَفٰسِقُوْنَ ۝

৫০। তবে কি তাহারা জাহিলী যুগের বিধি-বিধান কামনা করে? নিশ্চিত বিশ্বাসী সম্প্রদায়ের জন্য বিধানদানে আল্লাহ্ অপেক্ষা কে শ্রেষ্ঠতর?

٥٠- اَفَحُكْمَ الْجَاهِلِيَّةِ يَبْغُوْنَ ط وَمَنْ اَحْسَنُ مِنَ اللّٰهِ حُكْمًا لِّقَوْمٍ يُّوْقِنُوْنَ ۝ ع

[৮]

৫১। হে মু'মিনগণ! তোমরা ইয়াহূদী ও খৃস্টানদিগকে বন্ধুরূপে গ্রহণ করিও না, তাহারা পরস্পর পরস্পরের বন্ধু। তোমাদের মধ্যে কেহ তাহাদিগকে বন্ধুরূপে গ্রহণ করিলে সে তাহাদেরই একজন হইবে। নিশ্চয়ই আল্লাহ্ যালিম সম্প্রদায়কে সৎপথে পরিচালিত করেন না।

٥١- يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تَتَّخِذُوا الْيَهُوْدَ وَالنَّصٰرٰٓى اَوْلِيَآءَ م بَعْضُهُمْ اَوْلِيَآءُ بَعْضٍ ط وَمَنْ يَّتَوَلَّهُمْ مِّنْكُمْ فَاِنَّهٗ مِنْهُمْ ط اِنَّ اللّٰهَ لَا يَهْدِى الْقَوْمَ الظّٰلِمِيْنَ ۝

৩৬৫। পূর্ববর্তী আয়াতের 'কিতাব অবতীর্ণ করিয়াছি' বাক্যটির সহিত এই আয়াতটি সম্পর্কিত বলিয়া এখানে ইহার পুনরুল্লেখ করা হইয়াছে।
৩৬৬। পার্থিব জীবনে।

৫২। এবং যাহাদের অন্তঃকরণে ব্যাধি রহিয়াছে[৩৬৭] তুমি তাহাদিগকে সত্বর তাহাদের সহিত[৩৬৮] মিলিত হইতে দেখিবে এই বলিয়া, 'আমাদের আশংকা হয় আমাদের ভাগ্য বিপর্যয় ঘটিবে।' হয়তো আল্লাহ্ বিজয় অথবা তাঁহার নিকট হইতে এমন কিছু দিবেন যাহাতে তাহারা তাহাদের অন্তরে যাহা গোপন রাখিয়াছিল তজ্জন্য অনুতপ্ত হইবে।

٥٢- فَتَرَى الَّذِيْنَ فِيْ قُلُوْبِهِمْ مَّرَضٌ يُّسَارِعُوْنَ فِيْهِمْ يَقُوْلُوْنَ نَخْشٰٓى اَنْ تُصِيْبَنَا دَآئِرَةٌ ؕ فَعَسَى اللّٰهُ اَنْ يَّاْتِيَ بِالْفَتْحِ اَوْ اَمْرٍ مِّنْ عِنْدِهٖ فَيُصْبِحُوْا عَلٰى مَآ اَسَرُّوْا فِيْٓ اَنْفُسِهِمْ نٰدِمِيْنَ ۞

৫৩। এবং মু'মিনগণ বলিবে, 'ইহারাই কি তাহারা যাহারা আল্লাহ্‌র নামে দৃঢ়ভাবে শপথ করিয়াছিল যে, তাহারা তোমাদের সংগেই আছে?' তাহাদের কার্য নিষ্ফল হইয়াছে; ফলে তাহারা ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছে।

٥٣- وَيَقُوْلُ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْٓا اَهٰٓؤُلَآءِ الَّذِيْنَ اَقْسَمُوْا بِاللّٰهِ جَهْدَ اَيْمَانِهِمْ ۙ اِنَّهُمْ لَمَعَكُمْ ؕ حَبِطَتْ اَعْمَالُهُمْ فَاَصْبَحُوْا خٰسِرِيْنَ ۞

৫৪। হে মু'মিনগণ! তোমাদের মধ্যে কেহ[৩৬৯] দীন হইতে ফিরিয়া গেলে নিশ্চয়ই আল্লাহ্ এমন এক সম্প্রদায় আনিবেন যাহাদিগকে তিনি ভালবাসিবেন এবং যাহারা তাঁহাকে ভালবাসিবে; তাহারা মু'মিনদের প্রতি কোমল ও কাফিরদের প্রতি কঠোর হইবে; তাহারা আল্লাহ্‌র পথে জিহাদ করিবে এবং কোন নিন্দুকের নিন্দার ভয় করিবে না; ইহা আল্লাহ্‌র অনুগ্রহ, যাহাকে ইচ্ছা তিনি দান করেন এবং আল্লাহ্ প্রাচুর্যময়, সর্বজ্ঞ।

٥٤- يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا مَنْ يَّرْتَدَّ مِنْكُمْ عَنْ دِيْنِهٖ فَسَوْفَ يَاْتِي اللّٰهُ بِقَوْمٍ يُّحِبُّهُمْ وَيُحِبُّوْنَهٗٓ ۙ اَذِلَّةٍ عَلَى الْمُؤْمِنِيْنَ اَعِزَّةٍ عَلَى الْكٰفِرِيْنَ ۫ يُجَاهِدُوْنَ فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ وَلَا يَخَافُوْنَ لَوْمَةَ لَآئِمٍ ؕ ذٰلِكَ فَضْلُ اللّٰهِ يُؤْتِيْهِ مَنْ يَّشَآءُ ؕ وَاللّٰهُ وَاسِعٌ عَلِيْمٌ ۞

৫৫। তোমাদের বন্ধু তো আল্লাহ্, তাঁহার রাসূল ও মু'মিনগণ—যাহারা বিনত হইয়া সালাত কায়েম করে ও যাকাত দেয়।

٥٥- اِنَّمَا وَلِيُّكُمُ اللّٰهُ وَرَسُوْلُهٗ وَالَّذِيْنَ اٰمَنُوا الَّذِيْنَ يُقِيْمُوْنَ الصَّلٰوةَ وَيُؤْتُوْنَ الزَّكٰوةَ وَهُمْ رٰكِعُوْنَ ۞

৫৬। কেহ আল্লাহ্, তাঁহার রাসূল এবং মু'মিনদিগকে বন্ধুরূপে গ্রহণ করিলে আল্লাহ্‌র দলই তো বিজয়ী হইবে।

٥٦- وَمَنْ يَّتَوَلَّ اللّٰهَ وَرَسُوْلَهٗ وَالَّذِيْنَ اٰمَنُوْا فَاِنَّ حِزْبَ اللّٰهِ هُمُ الْغٰلِبُوْنَ ۞

৩৬৭। তাহারা মুনাফিক।
৩৬৮। ইয়াহূদী, খৃস্টান ও মুশরিকদের সহিত।
৩৬৯। এ স্থলে من ('কেহ') শব্দ দ্বারা কোন বিশেষ ব্যক্তিকে বুঝায় না; কোন এক সম্প্রদায় বা জাতিকে বুঝায়।

[৯]

٥٧- يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا
لَا تَتَّخِذُوا الَّذِيْنَ اتَّخَذُوْا دِيْنَكُمْ
هُزُوًا وَّلَعِبًا مِّنَ الَّذِيْنَ اُوْتُوا الْكِتٰبَ
مِنْ قَبْلِكُمْ وَالْكُفَّارَ اَوْلِيَآءَ ۚ
وَاتَّقُوا اللّٰهَ اِنْ كُنْتُمْ مُّؤْمِنِيْنَ ○

৫৭। হে মু'মিনগণ! তোমাদের পূর্বে যাহাদিগকে কিতাব দেওয়া হইয়াছে তাহাদের মধ্যে যাহারা তোমাদের দীনকে হাসি-তামাশা ও ক্রীড়ার বস্তুরূপে গ্রহণ করে তাহাদিগকে ও কাফিরদিগকে তোমরা বন্ধুরূপে গ্রহণ করিও না এবং যদি তোমরা মু'মিন হও তবে আল্লাহ্‌কে ভয় কর।

٥٨- وَاِذَا نَادَيْتُمْ اِلَى الصَّلٰوةِ
اتَّخَذُوْهَا هُزُوًا وَّلَعِبًا ؕ
ذٰلِكَ بِاَنَّهُمْ قَوْمٌ لَّا يَعْقِلُوْنَ ○

৫৮। তোমরা যখন সালাতের জন্য আহ্‌বান কর তখন তাহারা উহাকে হাসি-তামাশা ও ক্রীড়ার বস্তুরূপে গ্রহণ করে—ইহা এইহেতু যে, তাহারা এমন এক সম্প্রদায় যাহাদের বোধশক্তি নাই।

٥٩- قُلْ يٰۤاَهْلَ الْكِتٰبِ
هَلْ تَنْقِمُوْنَ مِنَّاۤ اِلَّاۤ اَنْ اٰمَنَّا بِاللّٰهِ
وَمَاۤ اُنْزِلَ اِلَيْنَا وَمَاۤ اُنْزِلَ مِنْ
قَبْلُ ۙ وَاَنَّ اَكْثَرَكُمْ فٰسِقُوْنَ ○

৫৯। বল, 'হে কিতাবীগণ! একমাত্র এই কারণেই না তোমরা আমাদের প্রতি শত্রুতা পোষণ কর যে, আমরা আল্লাহ্ ও আমাদের প্রতি যাহা অবতীর্ণ হইয়াছে এবং যাহা পূর্বে অবতীর্ণ হইয়াছে তাহাতে আমরা ঈমান আনিয়াছি এবং তোমাদের অধিকাংশই তো ফাসিক।'

٦٠- قُلْ هَلْ اُنَبِّئُكُمْ بِشَرٍّ مِّنْ ذٰلِكَ
مَثُوْبَةً عِنْدَ اللّٰهِ ؕ مَنْ لَّعَنَهُ اللّٰهُ
وَغَضِبَ عَلَيْهِ وَجَعَلَ مِنْهُمُ الْقِرَدَةَ
وَالْخَنَازِيْرَ وَعَبَدَ الطَّاغُوْتَ ؕ اُولٰٓئِكَ
شَرٌّ مَّكَانًا وَّاَضَلُّ عَنْ سَوَآءِ
السَّبِيْلِ ○

৬০। বল, 'আমি কি তোমাদিগকে ইহা অপেক্ষা নিকৃষ্ট পরিণামের সংবাদ দিব যাহা আল্লাহ্‌র নিকট আছে? যাহাকে আল্লাহ্ লা'নত করিয়াছেন, যাহার উপর তিনি ক্রোধান্বিত, যাহাদের কতককে তিনি বানর ও কতককে শূকর করিয়াছেন এবং যাহারা তাগূতের[৩৭০] 'ইবাদত করে, মর্যাদায় তাহারাই নিকৃষ্ট এবং সরল পথ হইতে সর্বাধিক বিচ্যুত।'

৩৭০। ১৭৭ নম্বর টীকা দ্রষ্টব্য।

٦١-وَإِذَا جَآءُوكُمْ قَالُوٓا اٰمَنَّا
وَقَدْ دَّخَلُوا بِالْكُفْرِ
وَهُمْ قَدْ خَرَجُوا بِهٖ ؕ
وَاللّٰهُ اَعْلَمُ بِمَا كَانُوا يَكْتُمُوْنَ ۝

৬১। তাহারা যখন তোমাদের নিকট আসে তখন বলে, 'আমরা ঈমান আনিয়াছি', কিন্তু তাহারা কুফর লইয়াই প্রবেশ করে এবং উহা লইয়াই বাহির হইয়া যায়। তাহারা যাহা গোপন করে, আল্লাহ্ তাহা বিশেষভাবে অবহিত।

٦٢-وَتَرٰى كَثِيْرًا مِّنْهُمْ يُسَارِعُوْنَ
فِى الْاِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاَكْلِهِمُ السُّحْتَ ؕ
لَبِئْسَ مَا كَانُوْا يَعْمَلُوْنَ ۝

৬২। তাহাদের অনেককেই তুমি দেখিবে পাপে, সীমালংঘনে ও অবৈধ[৩৭১] ভক্ষণে তৎপর; তাহারা যাহা করে নিশ্চয় তাহা নিকৃষ্ট।

٦٣-لَوْلَا يَنْهٰهُمُ الرَّبّٰنِيُّوْنَ وَالْاَحْبَارُ
عَنْ قَوْلِهِمُ الْاِثْمَ وَاَكْلِهِمُ السُّحْتَ ؕ
لَبِئْسَ مَا كَانُوْا يَصْنَعُوْنَ ۝

৬৩। রাব্বানীগণ ও পণ্ডিতগণ[৩৭২] কেন তাহাদিগকে পাপ কথা বলিতে ও অবৈধ ভক্ষণে নিষেধ করে না? ইহারা যাহা করে নিশ্চয় তাহাও নিকৃষ্ট।

٤٦-وَقَالَتِ الْيَهُوْدُ يَدُ اللّٰهِ مَغْلُوْلَةٌ ؕ
غُلَّتْ اَيْدِيْهِمْ وَلُعِنُوْا بِمَا قَالُوْا ۘ
بَلْ يَدٰهُ مَبْسُوْطَتٰنِ ۙ يُنْفِقُ كَيْفَ يَشَآءُ ؕ
وَلَيَزِيْدَنَّ كَثِيْرًا مِّنْهُمْ مَّآ اُنْزِلَ
اِلَيْكَ مِنْ رَّبِّكَ طُغْيَانًا وَّكُفْرًا ؕ
وَاَلْقَيْنَا بَيْنَهُمُ الْعَدَاوَةَ
وَالْبَغْضَآءَ اِلٰى يَوْمِ الْقِيٰمَةِ ؕ
كُلَّمَآ اَوْقَدُوْا نَارًا لِّلْحَرْبِ اَطْفَاَهَا اللّٰهُ ۙ
وَيَسْعَوْنَ فِى الْاَرْضِ فَسَادًا ؕ
وَاللّٰهُ لَا يُحِبُّ الْمُفْسِدِيْنَ ۝

৬৪। ইয়াহূদীগণ বলে, 'আল্লাহ্‌র হাত রুদ্ধ'[৩৭৩] উহারাই রুদ্ধহস্ত এবং উহারা যাহা বলে তজ্জন্য উহারা অভিশপ্ত, বরং আল্লাহ্‌র উভয় হস্তই প্রসারিত; যেভাবে ইচ্ছা তিনি দান করেন। তোমার প্রতিপালকের নিকট হইতে যাহা তোমার প্রতি অবতীর্ণ হইয়াছে তাহা তাহাদের অনেকের ধর্মদ্রোহিতা ও কুফরী বৃদ্ধি করিবেই। তাহাদের মধ্যে আমি কিয়ামত পর্যন্ত স্থায়ী শত্রুতা ও বিদ্বেষ সঞ্চার করিয়াছি। যতবার তাহারা যুদ্ধের অগ্নি প্রজ্বলিত করে ততবার আল্লাহ্ উহা নির্বাপিত করেন এবং তাহারা দুনিয়ায় ধ্বংসাত্মক কার্য করিয়া বেড়ায়; আল্লাহ্ ধ্বংসাত্মক কার্যে লিপ্তদিগকে ভালবাসেন না।

৩৭১। ৩৬০ নম্বর টীকা দ্রষ্টব্য।

৩৭২। احبار অর্থ পণ্ডিতগণ, এখানে ইয়াহূদী ধর্মযাজকগণকে বুঝাইতেছে।

৩৭৩। হাতরুদ্ধ দ্বারা কৃপণতা বুঝান হইয়াছে।

٦٥- وَلَوْ اَنَّ اَهْلَ الْكِتٰبِ اٰمَنُوْا وَ اتَّقَوْا لَكَفَّرْنَا عَنْهُمْ سَيِّاٰتِهِمْ وَ لَاَدْخَلْنٰهُمْ جَنّٰتِ النَّعِيْمِ ○

৬৫। কিতাবীগণ যদি ঈমান আনিত ও ভয় করিত তাহা হইলে আমি তাহাদের দোষ অবশ্যই অপনোদন করিতাম এবং তাহাদিগকে সুখময় জান্নাতে দাখিল করিতাম।

٦٦- وَلَوْ اَنَّهُمْ اَقَامُوا التَّوْرٰىةَ وَ الْاِنْجِيْلَ وَمَآ اُنْزِلَ اِلَيْهِمْ مِّنْ رَّبِّهِمْ لَاَكَلُوْا مِنْ فَوْقِهِمْ وَمِنْ تَحْتِ اَرْجُلِهِمْ ؕ مِنْهُمْ اُمَّةٌ مُّقْتَصِدَةٌ ؕ وَكَثِيْرٌ مِّنْهُمْ سَآءَ مَا يَعْمَلُوْنَ ○

৬৬। তাহারা যদি তাওরাত, ইন্‌জীল ও তাহাদের প্রতিপালকের নিকট হইতে তাহাদের প্রতি যাহা অবতীর্ণ হইয়াছে তাহা প্রতিষ্ঠিত করিত, তাহা হইলে তাহারা তাহাদের উপর ও পদতল হইতে আহার্য লাভ করিত। তাহাদের মধ্যে একদল রহিয়াছে যাহারা মধ্যপন্থী; কিন্তু তাহাদের অধিকাংশ যাহা করে তাহা নিকৃষ্ট।

[১০]

ع

٦٧- يٰۤاَيُّهَا الرَّسُوْلُ بَلِّغْ مَآ اُنْزِلَ اِلَيْكَ مِنْ رَّبِّكَ ؕ وَاِنْ لَّمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهٗ ؕ وَ اللّٰهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ ؕ اِنَّ اللّٰهَ لَا يَهْدِى الْقَوْمَ الْكٰفِرِيْنَ ○

৬৭। হে রাসূল! তোমার প্রতিপালকের নিকট হইতে তোমার প্রতি যাহা অবতীর্ণ হইয়াছে তাহা প্রচার কর; যদি না কর তবে তো তুমি তাঁহার বার্তা প্রচার করিলে না।[৩৭৪] আল্লাহ্ তোমাকে মানুষ হইতে রক্ষা করিবেন। নিশ্চয়ই আল্লাহ্ কাফির সম্প্রদায়কে সৎপথে পরিচালিত করেন না।

٦٨- قُلْ يٰۤاَهْلَ الْكِتٰبِ لَسْتُمْ عَلٰى شَىْءٍ حَتّٰى تُقِيْمُوا التَّوْرٰىةَ وَ الْاِنْجِيْلَ وَمَآ اُنْزِلَ اِلَيْكُمْ مِّنْ رَّبِّكُمْ ؕ وَلَيَزِيْدَنَّ كَثِيْرًا مِّنْهُمْ مَّآ اُنْزِلَ اِلَيْكَ مِنْ رَّبِّكَ طُغْيَانًا وَّ كُفْرًا ۚ فَلَا تَاْسَ عَلَى الْقَوْمِ الْكٰفِرِيْنَ ○

৬৮। বল, 'হে কিতাবীগণ! তাওরাত, ইন্‌জীল ও যাহা তোমাদের প্রতিপালকের নিকট হইতে তোমাদের প্রতি অবতীর্ণ হইয়াছে তোমরা তাহা প্রতিষ্ঠিত না করা পর্যন্ত তোমাদের কোন ভিত্তিই নাই।' তোমার প্রতিপালকের নিকট হইতে তোমার প্রতি যাহা অবতীর্ণ হইয়াছে তাহা তাহাদের অনেকের ধর্মদ্রোহিতা ও অবিশ্বাসই বর্ধিত করিবে। সুতরাং তুমি কাফির সম্প্রদায়ের জন্য দুঃখ করিও না।

৩৭৪। কাহারও নিকট অপ্রীতিকর হইলেও উহা প্রচারে তিনি আদিষ্ট হইয়াছেন।

٦٩- إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَالَّذِينَ هَادُوا وَالصَّابِئُونَ وَالنَّصَارَىٰ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَعَمِلَ صَالِحًا فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ ○

৬৯। মু'মিনগণ, ইয়াহূদীগণ, সাবীগণ৩৭৫ ও খৃস্টানগণের মধ্যে কেহ আল্লাহ্ ও আখিরাতে ঈমান আনিলে এবং সৎকার্য করিলে তাহাদের কোন ভয় নাই এবং তাহারা দুঃখিতও হইবে না।

٧٠- لَقَدْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ وَأَرْسَلْنَا إِلَيْهِمْ رُسُلًا ۖ كُلَّمَا جَاءَهُمْ رَسُولٌ بِمَا لَا تَهْوَىٰ أَنفُسُهُمْ ۙ فَرِيقًا كَذَّبُوا وَفَرِيقًا يَقْتُلُونَ ○

৭০। আমি বনী ইসরাঈলের নিকট হইতে অংগীকার গ্রহণ করিয়াছিলাম ও তাহাদের নিকট রাসূল প্রেরণ করিয়াছিলাম। যখনই কোন রাসূল তাহাদের নিকট এমন কিছু আনে যাহা তাহাদের মনঃপূত নয়, তখনই তাহারা কতককে মিথ্যাবাদী বলে ও কতককে হত্যা করে।

٧١- وَحَسِبُوا أَلَّا تَكُونَ فِتْنَةٌ فَعَمُوا وَصَمُّوا ثُمَّ تَابَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ ثُمَّ عَمُوا وَصَمُّوا كَثِيرٌ مِّنْهُمْ ۚ وَاللَّهُ بَصِيرٌ بِمَا يَعْمَلُونَ ○

৭১। তাহারা মনে করিয়াছিল যে, তাহাদের কোন শাস্তি হইবে না; ফলে তাহারা অন্ধ ও বধির হইয়া গিয়াছিল। অতঃপর আল্লাহ্ তাহাদের প্রতি ক্ষমাশীল হইয়াছিলেন। পুনরায় তাহাদের অনেকেই অন্ধ ও বধির হইয়াছিল। তাহারা যাহা করে আল্লাহ্ তাহার সম্যক দ্রষ্টা।

٧٢- لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْمَسِيحُ ابْنُ مَرْيَمَ ۖ وَقَالَ الْمَسِيحُ يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ اعْبُدُوا اللَّهَ رَبِّي وَرَبَّكُمْ ۖ إِنَّهُ مَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ وَمَأْوَاهُ النَّارُ ۖ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنصَارٍ ○

৭২। যাহারা বলে, 'আল্লাহ্ই মার্ইয়াম-তনয় মসীহ্', তাহারা তো কুফরী করিয়াছেই। অথচ মসীহ্ বলিয়াছিল, 'হে বনী ইস্রাঈল! তোমরা আমার প্রতিপালক ও তোমাদের প্রতিপালক আল্লাহ্র 'ইবাদত কর।' কেহ আল্লাহ্র শরীক করিলে আল্লাহ্ তাহার জন্য জান্নাত অবশ্যই নিষিদ্ধ করিবেন এবং তাহার আবাস জাহান্নাম। যালিমদের জন্য কোন সাহায্যকারী নাই।

٧٣- لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ ثَالِثُ ثَلَاثَةٍ ۘ وَمَا مِنْ إِلَٰهٍ إِلَّا إِلَٰهٌ وَاحِدٌ ۚ

وقف لازم

৭৩। যাহারা বলে, 'আল্লাহ্ তো তিনের মধ্যে একজন, তাহারা তো কুফরী করিয়াছেই—যদিও এক ইলাহ্ ব্যতীত অন্য কোন ইলাহ্ নাই। তাহারা যাহা

৩৭৫। ৫০ নম্বর টীকা দ্রষ্টব্য।

وَ اِنْ لَّمْ يَنْتَهُوْا عَمَّا يَقُوْلُوْنَ لَيَمَسَّنَّ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا مِنْهُمْ عَذَابٌ اَلِيْمٌ ○

বলে তাহা হইতে নিবৃত্ত না হইলে তাহাদের মধ্যে যাহারা কুফরী করিয়াছে, তাহাদের উপর অবশ্যই মর্মন্তুদ শাস্তি আপতিত হইবেই।

٧٤-اَفَلَا يَتُوْبُوْنَ اِلَى اللّٰهِ وَ يَسْتَغْفِرُوْنَهٗ ؕ وَ اللّٰهُ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ ○

৭৪। তবে কি তাহারা আল্লাহ্‌র দিকে প্রত্যাবর্তন করিবে না ও তাঁহার নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করিবে না? আল্লাহ্ তো ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।

٧٥-مَا الْمَسِيْحُ ابْنُ مَرْيَمَ اِلَّا رَسُوْلٌ ۚ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ الرُّسُلُ ؕ وَ اُمُّهٗ صِدِّيْقَةٌ ؕ كَانَا يَاْكُلٰنِ الطَّعَامَ ؕ اُنْظُرْ كَيْفَ نُبَيِّنُ لَهُمُ الْاٰيٰتِ ثُمَّ انْظُرْ اَنّٰى يُؤْفَكُوْنَ ○

৭৫। মার্‌ইয়াম তনয় মসীহ্ তো কেবল একজন রাসূল। তাহার পূর্বে বহু রাসূল গত হইয়াছে এবং তাহার মাতা সত্যনিষ্ঠ ছিল। তাহারা উভয়ে খাদ্যাহার করিত। দেখ, আমি উহাদের জন্য আয়াতসমূহ কিরূপ বিশদভাবে বর্ণনা করি; আরও দেখ, উহারা কিভাবে সত্যবিমুখ হয়!

٧٦-قُلْ اَتَعْبُدُوْنَ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ مَا لَا يَمْلِكُ لَكُمْ ضَرًّا وَّ لَا نَفْعًا ؕ وَ اللّٰهُ هُوَ السَّمِيْعُ الْعَلِيْمُ ○

৭৬। বল, 'তোমরা কি আল্লাহ্ ব্যতীত এমন কিছুর 'ইবাদত কর যাহার তোমাদের ক্ষতি বা উপকার করার কোন ক্ষমতা নাই? আল্লাহ্ সর্বশ্রোতা, সর্বজ্ঞ।'

٧٧-قُلْ يٰۤاَهْلَ الْكِتٰبِ لَا تَغْلُوْا فِيْ دِيْنِكُمْ غَيْرَ الْحَقِّ وَ لَا تَتَّبِعُوْۤا اَهْوَآءَ قَوْمٍ قَدْ ضَلُّوْا مِنْ قَبْلُ وَ اَضَلُّوْا كَثِيْرًا وَّ ضَلُّوْا عَنْ سَوَآءِ السَّبِيْلِ ○ ع

৭৭। বল, 'হে কিতাবীগণ! তোমরা তোমাদের দীন সম্বন্ধে অন্যায় বাড়াবাড়ি করিও না; এবং যে সম্প্রদায় ইতিপূর্বে পথভ্রষ্ট হইয়াছে, অনেককে পথভ্রষ্ট করিয়াছে ও সরল পথ হইতে বিচ্যুত হইয়াছে, তাহাদের খেয়াল-খুশীর অনুসরণ করিও না।'

[১১]

٧٨-لُعِنَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا مِنْۢ بَنِيْۤ اِسْرَآءِيْلَ عَلٰى لِسَانِ دَاوٗدَ وَ عِيْسَى ابْنِ مَرْيَمَ ؕ ذٰلِكَ بِمَا عَصَوْا وَّ كَانُوْا يَعْتَدُوْنَ ○

৭৮। বনী ইস্‌রাঈলের মধ্যে যাহারা কুফরী করিয়াছিল তাহারা দাঊদ ও মার্‌ইয়াম তনয় কর্তৃক অভিশপ্ত হইয়াছিল—ইহা এইহেতু যে, তাহারা ছিল অবাধ্য ও সীমালংঘনকারী।

Contents

৭৯। তাহারা যেসব গর্হিত কার্য করিত উহা হইতে তাহারা একে অন্যকে বারণ করিত না। তাহারা যাহা করিত তাহা কতই না নিকৃষ্ট!

٧٩- كَانُوْا لَا يَتَنَاهَوْنَ عَنْ مُّنْكَرٍ فَعَلُوْهُ ۚ لَبِئْسَ مَا كَانُوْا يَفْعَلُوْنَ ○

৮০। তাহাদের অনেককে তুমি কাফিরদের সহিত বন্ধুত্ব করিতে দেখিবে। কত নিকৃষ্ট তাহাদের কৃতকর্ম—যে কারণে আল্লাহ্ তাহাদের উপর ক্রোধান্বিত হইয়াছেন। তাহাদের শাস্তিভোগ স্থায়ী হইবে।

٨٠- تَرٰى كَثِيْرًا مِّنْهُمْ يَتَوَلَّوْنَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا ۚ لَبِئْسَ مَا قَدَّمَتْ لَهُمْ اَنْفُسُهُمْ اَنْ سَخِطَ اللّٰهُ عَلَيْهِمْ وَفِي الْعَذَابِ هُمْ خٰلِدُوْنَ ○

৮১। তাহারা আল্লাহে, নবীতে ও তাহার[৩৭৬] প্রতি যাহা অবতীর্ণ হইয়াছে তাহাতে ঈমান আনিলে উহাদিগকে বন্ধুরূপে গ্রহণ করিত না, কিন্তু তাহাদের অনেকে ফাসিক।

٨١- وَلَوْ كَانُوْا يُؤْمِنُوْنَ بِاللّٰهِ وَ النَّبِيِّ وَمَآ اُنْزِلَ اِلَيْهِ مَا اتَّخَذُوْهُمْ اَوْلِيَآءَ وَ لٰكِنَّ كَثِيْرًا مِّنْهُمْ فٰسِقُوْنَ ○

৮২। অবশ্য মু'মিনদের প্রতি শত্রুতায় মানুষের মধ্যে ইয়াহূদী ও মুশরিকদিগকেই তুমি সর্বাধিক উগ্র দেখিবে এবং যাহারা বলে 'আমরা খৃস্টান' মানুষের মধ্যে তাহাদিগকেই তুমি মু'মিনদের নিকটতর বন্ধুত্বে দেখিবে, কারণ তাহাদের মধ্যে অনেক পণ্ডিত ও সংসার-বিরাগী আছে, আর তাহারা অহংকারও করে না।

٨٢- لَتَجِدَنَّ اَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً لِّلَّذِيْنَ اٰمَنُوا الْيَهُوْدَ وَ الَّذِيْنَ اَشْرَكُوْا ۚ وَلَتَجِدَنَّ اَقْرَبَهُمْ مَّوَدَّةً لِّلَّذِيْنَ اٰمَنُوا الَّذِيْنَ قَالُوْٓا اِنَّا نَصٰرٰى ۚ ذٰلِكَ بِاَنَّ مِنْهُمْ قِسِّيْسِيْنَ وَرُهْبَانًا وَّ اَنَّهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُوْنَ ○

৩৭৬। 'তাহার' অর্থ হযরত মুহাম্মাদ (সাঃ)।

٨٣- وَاِذَا سَمِعُوْا مَآ اُنْزِلَ اِلَى الرَّسُوْلِ تَرٰٓى اَعْيُنَهُمْ تَفِيْضُ مِنَ الدَّمْعِ مِمَّا عَرَفُوْا مِنَ الْحَقِّ ۚ يَقُوْلُوْنَ رَبَّنَآ اٰمَنَّا فَاكْتُبْنَا مَعَ الشّٰهِدِيْنَ ○

৮৩। রাসূলের প্রতি যাহা অবতীর্ণ হইয়াছে তাহা যখন তাহারা শ্রবণ করে তখন তাহারা যে সত্য উপলব্ধি করে তাহার জন্য তুমি তাহাদের চক্ষু অশ্রু বিগলিত দেখিবে। তাহারা বলে, 'হে আমাদের প্রতিপালক! আমরা ঈমান আনিয়াছি; সুতরাং তুমি আমাদিগকে সাক্ষ্যবহদের তালিকাভুক্ত কর।'

٨٤- وَمَا لَنَا لَا نُؤْمِنُ بِاللّٰهِ وَمَا جَآءَنَا مِنَ الْحَقِّ ۙ وَنَطْمَعُ اَنْ يُّدْخِلَنَا رَبُّنَا مَعَ الْقَوْمِ الصّٰلِحِيْنَ ○

৮৪। 'আল্লাহে ও আমাদের নিকট আগত সত্যে আমাদের ঈমান না আনার কী কারণ থাকিতে পারে যখন আমরা প্রত্যাশা করি, 'আল্লাহ্ আমাদিগকে সৎকর্মপরায়ণদের অন্তর্ভুক্ত করুন?'

٨٥- فَاَثَابَهُمُ اللّٰهُ بِمَا قَالُوْا جَنّٰتٍ تَجْرِيْ مِنْ تَحْتِهَا الْاَنْهٰرُ خٰلِدِيْنَ فِيْهَا ۗ وَذٰلِكَ جَزَآءُ الْمُحْسِنِيْنَ ○

৮৫। এবং তাহাদের এই কথার জন্য আল্লাহ্ তাহাদের পুরস্কার নির্দিষ্ট করিয়াছেন জান্নাত, যাহার পাদদেশে নদী প্রবাহিত; তাহারা সেখানে স্থায়ী হইবে। ইহা সৎকর্মপরায়ণদের পুরস্কার।

٨٦- وَالَّذِيْنَ كَفَرُوْا وَكَذَّبُوْا بِاٰيٰتِنَآ اُولٰٓئِكَ اَصْحٰبُ الْجَحِيْمِ ○ ع

৮৬। যাহারা কুফরী করিয়াছে ও আমার আয়াতসমূহকে অস্বীকার করিয়াছে তাহারাই জাহান্নামবাসী।

[১২]

٨٧- يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تُحَرِّمُوْا طَيِّبٰتِ مَآ اَحَلَّ اللّٰهُ لَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوْا ۗ اِنَّ اللّٰهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِيْنَ ○

৮৭। হে মু'মিনগণ! আল্লাহ্ তোমাদের জন্য উৎকৃষ্ট যেসব বস্তু হালাল করিয়াছেন সেই সমুদয়কে তোমরা হারাম করিও না এবং সীমালংঘন করিও না। নিশ্চয়ই আল্লাহ্ সীমালংঘনকারীকে পসন্দ করেন না।

٨٨- وَكُلُوْا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللّٰهُ حَلٰلًا طَيِّبًا ۖ وَّاتَّقُوا اللّٰهَ الَّذِيْٓ اَنْتُمْ بِهٖ مُؤْمِنُوْنَ ○

৮৮। আল্লাহ্ তোমাদিগকে যে হালাল ও উৎকৃষ্ট জীবিকা দিয়াছেন তাহা হইতে ভক্ষণ কর এবং ভয় কর আল্লাহ্কে, যাঁহার প্রতি তোমরা মু'মিন।

Contents

৮৯। তোমাদের বৃথা শপথের জন্য আল্লাহ্ তোমাদিগকে দায়ী করিবেন না, কিন্তু যে সব শপথ তোমরা ইচ্ছাকৃতভাবে কর সেই সকলের জন্য তিনি তোমাদিগকে দায়ী করিবেন। অতঃপর ইহার কাফ্‌ফারা দশজন দরিদ্রকে মধ্যম ধরনের আহার্যদান, যাহা তোমরা তোমাদের পরিজনদিগকে খাইতে দাও, অথবা তাহাদিগকে বস্ত্রদান, কিংবা একজন দাস মুক্তি এবং যাহার সামর্থ্য নাই তাহার জন্য তিন দিন সিয়াম[৩৭৭] পালন। তোমরা শপথ করিলে ইহাই তোমাদের শপথের কাফ্‌ফারা, তোমরা তোমাদের শপথ রক্ষা করিও। এইভাবে আল্লাহ্ তোমাদের জন্য তাঁহার নিদর্শনসমূহ বিশদভাবে বর্ণনা করেন যেন তোমরা কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন কর।

٨٩- لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللّٰهُ بِاللَّغْوِ فِيْٓ اَيْمَانِكُمْ
وَلٰكِنْ يُّؤَاخِذُكُمْ بِمَا عَقَّدْتُّمُ الْاَيْمَانَ ۚ
فَكَفَّارَتُهٗٓ اِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسٰكِيْنَ
مِنْ اَوْسَطِ مَا تُطْعِمُوْنَ اَهْلِيْكُمْ
اَوْ كِسْوَتُهُمْ اَوْ تَحْرِيْرُ رَقَبَةٍ ۭ
فَمَنْ لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلٰثَةِ اَيَّامٍ ۭ ذٰلِكَ
كَفَّارَةُ اَيْمَانِكُمْ اِذَا حَلَفْتُمْ ۭ
وَاحْفَظُوْٓا اَيْمَانَكُمْ ۭ
كَذٰلِكَ يُبَيِّنُ اللّٰهُ لَكُمْ اٰيٰتِهٖ
لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُوْنَ ○

৯০। হে মু'মিনগণ! মদ, জুয়া, মূর্তিপূজার বেদী ও ভাগ্য নির্ণায়ক শর ঘৃণ্য বস্তু, শয়তানের কার্য। সুতরাং তোমরা উহা বর্জন কর—যাহাতে তোমরা সফলকাম হইতে পার।

٩٠- يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْٓا اِنَّمَا الْخَمْرُ
وَالْمَيْسِرُ وَالْاَنْصَابُ وَالْاَزْلَامُ
رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطٰنِ
فَاجْتَنِبُوْهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُوْنَ ○

৯১। শয়তান তো মদ ও জুয়া দ্বারা তোমাদের মধ্যে শত্রুতা ও বিদ্বেষ ঘটাইতে চাহে এবং তোমাদিগকে আল্লাহ্‌র স্মরণে ও সালাতে বাধা দিতে চাহে। তবে কি তোমরা নিবৃত্ত হইবে না?

٩١- اِنَّمَا يُرِيْدُ الشَّيْطٰنُ
اَنْ يُّوْقِعَ بَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَآءَ فِي
الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ وَيَصُدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللّٰهِ
وَعَنِ الصَّلٰوةِ ۚ فَهَلْ اَنْتُمْ مُّنْتَهُوْنَ ○

৯২। তোমরা আল্লাহ্‌র আনুগত্য কর ও রাসূলের আনুগত্য কর এবং সতর্ক হও; যদি তোমরা মুখ ফিরাইয়া লও তবে জানিয়া রাখ যে, স্পষ্ট প্রচারই আমার রাসূলের কর্তব্য।

٩٢- وَاَطِيْعُوا اللّٰهَ وَاَطِيْعُوا الرَّسُوْلَ
وَاحْذَرُوْا ۚ فَاِنْ تَوَلَّيْتُمْ فَاعْلَمُوْٓا
اَنَّمَا عَلٰى رَسُوْلِنَا الْبَلٰغُ الْمُبِيْنُ ○

৩৭৭। ১২৯ নম্বর টীকা দ্রষ্টব্য।

٩٣- لَيْسَ عَلَى الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ جُنَاحٌ فِيْمَا طَعِمُوْٓا اِذَا مَا اتَّقَوْا وَّ اٰمَنُوْا وَ عَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ ثُمَّ اتَّقَوْا وَّ اٰمَنُوْا ثُمَّ اتَّقَوْا وَّ اَحْسَنُوْا ۭ وَاللّٰهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِيْنَ ۝

৯৩। যাহারা ঈমান আনে ও সৎকর্ম করে তাহারা পূর্বে যাহা ভক্ষণ করিয়াছে তজ্জন্য তাহাদের কোন গুনাহ্ নাই, যদি তাহারা সাবধান হয় এবং ঈমান আনে ও সৎকর্ম করে, সাবধান হয় ও বিশ্বাস করে, পুনরায় সাবধান হয় ও সৎকর্ম করে এবং আল্লাহ্ সৎকর্মপরায়ণদিগকে ভালবাসেন।

[১৩]

٩٤- يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَيَبْلُوَنَّكُمُ اللّٰهُ بِشَيْءٍ مِّنَ الصَّيْدِ تَنَالُهٗٓ اَيْدِيْكُمْ وَرِمَاحُكُمْ لِيَعْلَمَ اللّٰهُ مَنْ يَّخَافُهٗ بِالْغَيْبِ ۚ فَمَنِ اعْتَدٰى بَعْدَ ذٰلِكَ فَلَهٗ عَذَابٌ اَلِيْمٌ ۝

৯৪। হে মু'মিনগণ! তোমাদের হাত ও বর্শা যাহা শিকার করে সে বিষয়ে আল্লাহ্ অবশ্যই তোমাদিগকে পরীক্ষা করিবেন,[৩৭৮] যাহাতে আল্লাহ্ অবহিত হন কে তাঁহাকে না দেখিয়াও ভয় করে। সুতরাং ইহার পর কেহ সীমালংঘন করিলে তাহার জন্য মর্মন্তুদ শাস্তি রহিয়াছে।

٩٥- يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تَقْتُلُوا الصَّيْدَ وَاَنْتُمْ حُرُمٌ ۭ وَمَنْ قَتَلَهٗ مِنْكُمْ مُّتَعَمِّدًا فَجَزَآءٌ مِّثْلُ مَا قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ يَحْكُمُ بِهٖ ذَوَا عَدْلٍ مِّنْكُمْ هَدْيًۢا بٰلِغَ الْكَعْبَةِ اَوْ كَفَّارَةٌ طَعَامُ مَسٰكِيْنَ اَوْ عَدْلُ ذٰلِكَ صِيَامًا لِّيَذُوْقَ وَبَالَ اَمْرِهٖ ۭ عَفَا اللّٰهُ عَمَّا سَلَفَ ۭ وَمَنْ عَادَ فَيَنْتَقِمُ اللّٰهُ مِنْهُ ۭ وَاللّٰهُ عَزِيْزٌ ذُو انْتِقَامٍ ۝

৯৫। হে মু'মিনগণ! ইহ্রামে[৩৭৯] থাকাকালে তোমরা শিকার-জন্তু হত্যা করিও না; তোমাদের মধ্যে কেহ ইচ্ছাকৃতভাবে উহা হত্যা করিলে যাহা সে হত্যা করিল তাহার বিনিময় হইতেছে অনুরূপ গৃহপালিত জন্তু, যাহার ফয়সালা করিবে তোমাদের মধ্যে দুইজন ন্যায়বান লোক—কা'বাতে প্রেরিতব্য কুরবানী-রূপে। অথবা উহার কাফ্ফারা[৩৮০] হইবে দরিদ্রকে খাদ্য দান করা কিংবা সমসংখ্যক সিয়াম পালন করা, যাহাতে সে আপন কৃতকর্মের ফল ভোগ করে। যাহা গত হইয়াছে আল্লাহ্ তাহা ক্ষমা করিয়াছেন। কেহ উহা পুনরায় করিলে আল্লাহ্ তাহার শাস্তি দিবেন এবং আল্লাহ্ পরাক্রমশালী, শাস্তিদাতা।

৩৭৮ ইহ্রামের অবস্থায় শিকার করা নিষিদ্ধ—সেই বিষয়ে।

৩৭৯। ৩৪১ নম্বর টীকা দ্রষ্টব্য।

৩৮০। অনুরূপ গৃহপালিত জন্তুর নির্ধারিত মূল্যও দান করা যায় এইভাবে যে, প্রতিটি মিস্কীনকে এক সদকাঃ আল-ফিত্রাঃ পরিমাণ দান করিবে অথবা সেই পরিমাণ খরচ করিয়া খাওয়াইবে অথবা যতজন মিসকীনকে ঐভাবে দান করা যায় ততটি সিয়াম পালন করিবে।

٩٦- اُحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ وَطَعَامُهٗ مَتَاعًا لَّكُمْ وَلِلسَّيَّارَةِ ۚ وَحُرِّمَ عَلَيْكُمْ صَيْدُ الْبَرِّ مَا دُمْتُمْ حُرُمًا ۗ وَاتَّقُوا اللّٰهَ الَّذِيْٓ اِلَيْهِ تُحْشَرُوْنَ ○

৯৬। তোমাদের জন্য সমুদ্রের শিকার ও উহা ভক্ষণ হালাল করা হইয়াছে, তোমাদের ও পর্যটকদের ভোগের জন্য। তোমরা যতক্ষণ ইহ্‌রামে থাকিবে ততক্ষণ স্থলের শিকার তোমাদের জন্য হারাম। তোমরা ভয় কর আল্লাহ্‌কে, যাঁহার নিকট তোমাদিগকে একত্র করা হইবে।

٩٧- جَعَلَ اللّٰهُ الْكَعْبَةَ الْبَيْتَ الْحَرَامَ قِيٰمًا لِّلنَّاسِ وَالشَّهْرَ الْحَرَامَ وَالْهَدْيَ وَالْقَلَآئِدَ ۗ ذٰلِكَ لِتَعْلَمُوْٓا اَنَّ اللّٰهَ يَعْلَمُ مَا فِي السَّمٰوٰتِ وَمَا فِي الْاَرْضِ وَاَنَّ اللّٰهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيْمٌ ○

৯৭। পবিত্র কা'বাগৃহ, পবিত্র মাস, কুরবানীর জন্য কা'বায় প্রেরিত পশু ও গলায় মালা পরিহিত পশুকে[৩৮১] আল্লাহ্ মানুষের কল্যাণের জন্য নির্ধারিত করিয়াছেন। ইহা এই হেতু যে, তোমরা যেন জানিতে পার যাহা কিছু আসমান ও যমীনে আছে আল্লাহ্ তাহা জানেন এবং আল্লাহ্ তো সর্ব বিষয়ে সর্বজ্ঞ।

٩٨- اِعْلَمُوْٓا اَنَّ اللّٰهَ شَدِيْدُ الْعِقَابِ وَاَنَّ اللّٰهَ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ ○

৯৮। জানিয়া রাখ, নিশ্চয়ই আল্লাহ্ শাস্তিদানে কঠোর এবং আল্লাহ্ পরম ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।

٩٩- مَا عَلَى الرَّسُوْلِ اِلَّا الْبَلٰغُ ۗ وَاللّٰهُ يَعْلَمُ مَا تُبْدُوْنَ وَمَا تَكْتُمُوْنَ ○

৯৯। প্রচার করাই কেবল রাসূলের কর্তব্য। আর তোমরা যাহা প্রকাশ কর ও গোপন রাখ আল্লাহ্ তাহা জানেন।

١٠٠- قُلْ لَّا يَسْتَوِي الْخَبِيْثُ وَالطَّيِّبُ وَلَوْ اَعْجَبَكَ كَثْرَةُ الْخَبِيْثِ ۚ فَاتَّقُوا اللّٰهَ يٰٓاُولِي الْاَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُوْنَ ○ ع

১০০। বল, 'মন্দ ও ভাল এক নহে যদিও মন্দের আধিক্য তোমাকে চমৎকৃত করে। সুতরাং হে বোধশক্তিসম্পন্নেরা! আল্লাহ্‌কে ভয় কর—যাহাতে তোমরা সফলকাম হইতে পার।'

৩৮১। হজ্জযাত্রিগণ কুরবানীর উদ্দেশ্যে যে সকল পশুকে গলায় মালা পরাইয়া সংগে লইয়া যায় উহাদিগকে قلائد বা গলায় মালা পরিহিত পশু বলা হয় (দ্রঃ টীকা নং ৩৪৬)।

[১৪]

١٠١- يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تَسْـَٔلُوْا
عَنْ اَشْيَآءَ اِنْ تُبْدَ لَكُمْ تَسُؤْكُمْ ۚ
وَاِنْ تَسْـَٔلُوْا
عَنْهَا حِيْنَ يُنَزَّلُ الْقُرْاٰنُ تُبْدَ لَكُمْ ۗ
عَفَا اللّٰهُ عَنْهَا ۗ
وَ اللّٰهُ غَفُوْرٌ حَلِيْمٌ ○

১০১। হে মু'মিনগণ! তোমরা সেই সব বিষয়ে প্রশ্ন করিও না যাহা তোমাদের নিকট প্রকাশ হইলে তাহা তোমাদিগকে কষ্ট দিবে। কুরআন অবতরণের কালে তোমরা যদি সেই সব বিষয়ে প্রশ্ন কর তবে উহা তোমাদের নিকট প্রকাশ করা হইবে।[৩৮২] আল্লাহ্ সেই সব ক্ষমা করিয়াছেন এবং আল্লাহ্ ক্ষমাশীল, সহনশীল।

١٠٢- قَدْ سَاَلَهَا قَوْمٌ مِّنْ قَبْلِكُمْ
ثُمَّ اَصْبَحُوْا بِهَا كٰفِرِيْنَ ○

১০২। তোমাদের পূর্বেও তো এক সম্প্রদায় এই প্রকার প্রশ্ন করিয়াছিল; অতঃপর তাহারা উহা প্রত্যাখ্যান করে।

١٠٣- مَا جَعَلَ اللّٰهُ مِنْۢ بَحِيْرَةٍ
وَّ لَا سَآئِبَةٍ وَّلَا وَصِيْلَةٍ وَّ لَا حَامٍ ۙ
وَّ لٰكِنَّ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا يَفْتَرُوْنَ
عَلَى اللّٰهِ الْكَذِبَ ۗ وَ اَكْثَرُهُمْ لَا يَعْقِلُوْنَ ○

১০৩। বাহীরাঃ[৩৮৩] সাইবাঃ[৩৮৪], ওয়াসীলাঃ[৩৮৫] ও হাম[৩৮৬] আল্লাহ্ স্থির করেন নাই; কিন্তু কাফিরগণ আল্লাহ্‌র প্রতি মিথ্যা আরোপ করে এবং তাহাদের অধিকাংশই উপলব্ধি করে না।

١٠٤- وَاِذَا قِيْلَ لَهُمْ تَعَالَوْا اِلٰى مَآ اَنْزَلَ
اللّٰهُ وَ اِلَى الرَّسُوْلِ
قَالُوْا حَسْبُنَا مَا وَجَدْنَا عَلَيْهِ اٰبَآءَنَا ۗ
اَوَ لَوْ كَانَ اٰبَآؤُهُمْ لَا يَعْلَمُوْنَ شَيْـًٔا
وَّلَا يَهْتَدُوْنَ ○

১০৪। যখন তাহাদিগকে বলা হয়, 'আল্লাহ্ যাহা অবতীর্ণ করিয়াছেন তাহার দিকে ও রাসূলের দিকে আইস', তাহারা বলে, 'আমরা আমাদের পূর্বপুরুষদিগকে যাহাতে পাইয়াছি তাহাই আমাদের জন্য যথেষ্ট।' যদিও তাহাদের পূর্বপুরুষগণ কিছুই জানিত না এবং সৎপথপ্রাপ্তও ছিল না, তবুও কি?

৩৮২। হজ্জ ফরয হওয়ার হুকুম হইলে এক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-কে জিজ্ঞাসা করিয়াছিল, হজ্জ কি প্রতি বৎসর ফরয? উত্তরে মহানবী (সাঃ) বলিয়াছিলেন, 'যদি আমি হাঁ বলি তবে তাহাই হইবে। যে বিষয়ে তোমাদিগকে ইখতিয়ার দেওয়া হইয়াছে সে বিষয়ে আমাকে জিজ্ঞাসা করিও না।' -তিরমিযী

৩৮৩। আয়াতে বর্ণিত কয়েকটি শব্দের বিভিন্ন ব্যাখ্যা করা হইয়াছে। বুখারীতে বর্ণিত ব্যাখ্যা নিম্নে উদ্ধৃত হইল ঃ বাহীরা —যে জন্তুর দুধ প্রতিমার উদ্দেশ্যে উৎসর্গ করা হইত।

৩৮৪। সাইবাঃ—যে জন্তু প্রতিমার নামে ছাড়িয়া দেওয়া হইত।

৩৮৫। ওয়াসীলাঃ—যে উষ্ট্রী উপর্যুপরি মাদী বাচ্চা প্রসব করিত উহাকেও প্রতিমার নামে ছাড়িয়া দেওয়া হইত।

৩৮৬। হাম—যে নর উষ্ট্র দ্বারা বিশেষ সংখ্যক প্রজননের কাজ লওয়া হইয়াছে উহাকেও প্রতিমার নামে ছাড়িয়া দেওয়া হইত। কাফিরগণ উপরিউক্ত জন্তুগুলিকে কোন কাজে লাগান তাহাদের জন্য নিষিদ্ধ করিয়া লইয়াছিল।

Contents

১০৫- يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا عَلَيْكُمْ اَنْفُسَكُمْ ۚ
لَا يَضُرُّكُمْ مَّنْ ضَلَّ اِذَا اهْتَدَيْتُمْ ۗ
اِلَى اللّٰهِ مَرْجِعُكُمْ جَمِيْعًا
فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُوْنَ ○

১০৫। হে মু'মিনগণ! তোমাদের দায়িত্ব তোমাদেরই উপর। তোমরা যদি সৎপথে পরিচালিত হও তবে যে পথভ্রষ্ট হইয়াছে সে তোমাদের কোন ক্ষতি করিতে পারিবে না। আল্লাহ্‌র দিকেই তোমাদের সকলের প্রত্যাবর্তন; অতঃপর তোমরা যাহা করিতে তিনি সে সম্বন্ধে তোমাদিগকে অবহিত করিবেন।

১০৬- يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا شَهَادَةُ بَيْنِكُمْ
اِذَا حَضَرَ اَحَدَكُمُ الْمَوْتُ
حِيْنَ الْوَصِيَّةِ اثْنٰنِ ذَوَا عَدْلٍ مِّنْكُمْ
اَوْ اٰخَرٰنِ مِنْ غَيْرِكُمْ
اِنْ اَنْتُمْ ضَرَبْتُمْ فِى الْاَرْضِ
فَاَصَابَتْكُمْ مُّصِيْبَةُ الْمَوْتِ ۗ
تَحْبِسُوْنَهُمَا مِنْۢ بَعْدِ الصَّلٰوةِ
فَيُقْسِمٰنِ بِاللّٰهِ
اِنِ ارْتَبْتُمْ لَا نَشْتَرِىْ بِهٖ ثَمَنًا
وَّلَوْ كَانَ ذَا قُرْبٰى ۙ وَلَا نَكْتُمُ شَهَادَةَ
اللّٰهِ اِنَّاۤ اِذًا لَّمِنَ الْاٰثِمِيْنَ ○

১০৬। হে মু'মিনগণ! তোমাদের কাহারও যখন মৃত্যু উপস্থিত হয় তখন ওসিয়াত[৩৮৭] করার সময় তোমাদের মধ্য হইতে দুইজন ন্যায়পরায়ণ লোককে সাক্ষী রাখিবে; তোমরা সফরে থাকিলে এবং তোমাদের মৃত্যুর বিপদ উপস্থিত হইলে তোমাদের ছাড়া অন্য লোকদের মধ্য হইতে দুইজন সাক্ষী মনোনীত করিবে।[৩৮৮] তোমাদের সন্দেহ হইলে সালাতের পর তাহাদিগকে অপেক্ষমাণ রাখিবে। অতঃপর তাহারা আল্লাহ্‌র নামে শপথ করিয়া বলিবে, 'আমরা উহার বিনিময়ে কোন মূল্য গ্রহণ করিব না যদি সে আত্মীয়ও হয় এবং আমরা আল্লাহ্‌র সাক্ষ্য গোপন করিব না, করিলে অবশ্যই পাপীদের অন্তর্ভুক্ত হইব।'

১০৭- فَاِنْ عُثِرَ عَلٰۤى اَنَّهُمَا اسْتَحَقَّاۤ اِثْمًا
فَاٰخَرٰنِ يَقُوْمٰنِ مَقَامَهُمَا
مِنَ الَّذِيْنَ اسْتَحَقَّ عَلَيْهِمُ الْاَوْلَيٰنِ
فَيُقْسِمٰنِ بِاللّٰهِ لَشَهَادَتُنَاۤ اَحَقُّ
مِنْ شَهَادَتِهِمَا وَمَا اعْتَدَيْنَاۤ ۖ
اِنَّاۤ اِذًا لَّمِنَ الظّٰلِمِيْنَ ○

১০৭। যদি ইহা প্রকাশ পায় যে, তাহারা দুইজন অপরাধে লিপ্ত হইয়াছে তবে যাহাদের স্বার্থহানি ঘটিয়াছে তাহাদের মধ্য হইতে নিকটতম দুইজন তাহাদের স্থলবর্তী হইবে এবং আল্লাহ্‌র নামে শপথ করিয়া বলিবে, 'আমাদের সাক্ষ্য অবশ্যই তাহাদের সাক্ষ্য হইতে অধিকতর সত্য এবং আমরা সীমালংঘন করি নাই, করিলে অবশ্যই আমরা যালিমদের অন্তর্ভুক্ত হইব।'

৩৮৭। ১২৬নম্বর টীকা দ্রষ্টব্য।
৩৮৮। সফরে মুসলিম ব্যক্তির অভাবে অমুসলিম ব্যক্তিকে সাক্ষী মনোনীত করা যায়।

১০৮। এই পদ্ধতিতেই অধিকতর সম্ভাবনা আছে লোকের যথাযথ সাক্ষ্যদানের অথবা শপথের পর আবার তাহাদিগকে শপথ করান হইবে—এই ভয়ের। আল্লাহ্‌কে ভয় কর এবং শ্রবণ কর; আল্লাহ্ সত্যত্যাগী সম্প্রদায়কে সৎপথে পরিচালিত করেন না।

١٠٨- ذٰلِكَ اَدْنٰۤى اَنْ يَّاْتُوْا بِالشَّهَادَةِ عَلٰى وَجْهِهَاۤ اَوْ يَخَافُوْۤا اَنْ تُرَدَّ اَيْمَانٌۢ بَعْدَ اَيْمَانِهِمْ ؕ وَاتَّقُوا اللّٰهَ وَاسْمَعُوْا ؕ وَاللّٰهُ لَا يَهْدِى الْقَوْمَ الْفٰسِقِيْنَ ۝ ع

[১৫]

১০৯। স্মরণ কর, যে দিন আল্লাহ্ রাসূলগণকে একত্র করিবেন এবং জিজ্ঞাসা করিবেন, 'তোমরা কী উত্তর পাইয়াছিলে?' তাহারা বলিবে, 'এই বিষয়ে আমাদের কোন জ্ঞানই নাই; তুমিই তো অদৃশ্য সম্বন্ধে সম্যক পরিজ্ঞাত।'

١٠٩- يَوْمَ يَجْمَعُ اللّٰهُ الرُّسُلَ فَيَقُوْلُ مَاذَاۤ اُجِبْتُمْ ؕ قَالُوْا لَا عِلْمَ لَنَا ؕ اِنَّكَ اَنْتَ عَلَّامُ الْغُيُوْبِ ۝

১১০। স্মরণ কর, আল্লাহ্ বলিবেন, 'হে মার্‌ইয়াম-তনয় 'ঈসা! তোমার প্রতি ও তোমার জননীর প্রতি আমার অনুগ্রহ স্মরণ কর ঃ পবিত্র আত্মা[৩৮৯] দ্বারা আমি তোমাকে শক্তিশালী করিয়াছিলাম এবং তুমি দোলনায় থাকা অবস্থায় ও পরিণত বয়সে মানুষের সহিত কথা বলিতে; তোমাকে কিতাব, হিকমত[৩৯০], তাওরাত ও ইন্‌জীল শিক্ষা দিয়াছিলাম; তুমি কর্দম দ্বারা আমার অনুমতিক্রমে পাখীসদৃশ আকৃতি গঠন করিতে এবং উহাতে ফুৎকার দিতে, ফলে আমার অনুমতিক্রমে উহা পাখী হইয়া যাইত; জন্মান্ধ ও কুষ্ঠ ব্যাধিগ্রস্তকে তুমি আমার অনুমতিক্রমে নিরাময় করিতে এবং আমার অনুমতিক্রমে তুমি মৃতকে জীবিত করিতে; আমি তোমা হইতে বনী ইস্‌রাঈলকে নিবৃত্ত রাখিয়াছিলাম; তুমি যখন তাহাদের নিকট স্পষ্ট নিদর্শন আনিয়াছিলে

١١٠- اِذْ قَالَ اللّٰهُ يٰعِيْسَى ابْنَ مَرْيَمَ اذْكُرْ نِعْمَتِىْ عَلَيْكَ وَعَلٰى وَالِدَتِكَ ۘ اِذْ اَيَّدْتُّكَ بِرُوْحِ الْقُدُسِ ۙ تُكَلِّمُ النَّاسَ فِى الْمَهْدِ وَكَهْلًا ۚ وَاِذْ عَلَّمْتُكَ الْكِتٰبَ وَالْحِكْمَةَ وَالتَّوْرٰىةَ وَالْاِنْجِيْلَ ۚ وَاِذْ تَخْلُقُ مِنَ الطِّيْنِ كَهَيْـَٔةِ الطَّيْرِ بِاِذْنِىْ فَتَنْفُخُ فِيْهَا فَتَكُوْنُ طَيْرًاۢ بِاِذْنِىْ وَتُبْرِئُ الْاَكْمَهَ وَالْاَبْرَصَ بِاِذْنِىْ ۚ وَاِذْ تُخْرِجُ الْمَوْتٰى بِاِذْنِىْ ۚ وَاِذْ كَفَفْتُ بَنِىْۤ اِسْرَآءِيْلَ عَنْكَ اِذْ جِئْتَهُمْ بِالْبَيِّنٰتِ

৩৮৯। ৬৩ নম্বর টীকা দ্রষ্টব্য।
৩৯০। ৯৩ নম্বর টীকা দ্রষ্টব্য।

فَقَالَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا مِنْهُمْ
اِنْ هٰذَآ اِلَّا سِحْرٌ مُّبِيْنٌ ○

তখন তাহাদের মধ্যে যাহারা কুফরী করিয়াছিল তাহারা বলিতেছিল, 'ইহা তো স্পষ্ট জাদু।'

١١١- وَاِذْ اَوْحَيْتُ اِلَى الْحَوَارِيّٖنَ
اَنْ اٰمِنُوْا بِيْ وَبِرَسُوْلِيْ ۚ
قَالُوْٓا اٰمَنَّا
وَاشْهَدْ بِاَنَّنَا مُسْلِمُوْنَ ○

১১১। আরও স্মরণ কর, আমি যখন 'হাওয়ারী-দিগকে[৩৯১] এই আদেশ দিয়াছিলাম যে, 'তোমরা আমার প্রতি ও আমার রাসূলের প্রতি ঈমান আন', তাহারা বলিয়াছিল, 'আমরা ঈমান আনিলাম এবং তুমি সাক্ষী থাক যে, আমরা তো মুসলিম।'

١١٢- اِذْ قَالَ الْحَوَارِيُّوْنَ يٰعِيْسَى ابْنَ مَرْيَمَ
هَلْ يَسْتَطِيْعُ رَبُّكَ اَنْ يُّنَزِّلَ
عَلَيْنَا مَآئِدَةً مِّنَ السَّمَآءِ ؕ قَالَ اتَّقُوا اللّٰهَ
اِنْ كُنْتُمْ مُّؤْمِنِيْنَ ○

১১২। স্মরণ কর, হাওয়ারীগণ বলিয়াছিল, 'হে মার্‌ইয়াম-তনয় 'ঈসা! তোমার প্রতিপালক কি আমাদের জন্য আসমান হইতে খাদ্য পরিপূর্ণ খাঞ্চা প্রেরণ করিতে সক্ষম?' সে বলিয়াছিল, 'আল্লাহ্‌কে ভয় কর, যদি তোমরা মু'মিন হও।'

١١٣- قَالُوْا نُرِيْدُ اَنْ نَّاْكُلَ مِنْهَا
وَتَطْمَئِنَّ قُلُوْبُنَا
وَنَعْلَمَ اَنْ قَدْ صَدَقْتَنَا
وَنَكُوْنَ عَلَيْهَا مِنَ الشّٰهِدِيْنَ ○

১১৩। তাহারা বলিয়াছিল, 'আমরা চাহি যে, উহা হইতে কিছু খাইব ও আমাদের চিত্ত প্রশান্তি লাভ করিবে। আর আমরা জানিতে চাহি যে, তুমি আমাদিগকে সত্য বলিয়াছ এবং আমরা উহার সাক্ষী থাকিতে চাহি।'

١١٤- قَالَ عِيْسَى ابْنُ مَرْيَمَ اللّٰهُمَّ رَبَّنَآ
اَنْزِلْ عَلَيْنَا مَآئِدَةً مِّنَ السَّمَآءِ
تَكُوْنُ لَنَا عِيْدًا لِّاَوَّلِنَا وَاٰخِرِنَا
وَاٰيَةً مِّنْكَ ۚ
وَارْزُقْنَا وَاَنْتَ خَيْرُ الرّٰزِقِيْنَ ○

১১৪। মার্‌ইয়াম-তনয় 'ঈসা বলিল, 'হে আল্লাহ্‌ আমাদের প্রতিপালক! আমাদের জন্য আসমান হইতে খাদ্যপূর্ণ খাঞ্চা প্রেরণ কর; ইহা আমাদের ও আমাদের পূর্ববর্তী ও পরবর্তী সকলের জন্য হইবে আনন্দোৎসব স্বরূপ এবং তোমার নিকট হইতে নিদর্শন। আর আমাদিগকে জীবিকা দান কর; তুমিই তো শ্রেষ্ঠ জীবিকাদাতা।'

৩৯১। 'ঈসা (আঃ)-এর খাস অনুসারিগণ।

١١٥- قَالَ اللّٰهُ اِنِّیْ مُنَزِّلُهَا عَلَیْكُمْ ۚ فَمَنْ یَّكْفُرْ بَعْدُ مِنْكُمْ فَاِنِّیْۤ اُعَذِّبُهٗ عَذَابًا لَّاۤ اُعَذِّبُهٗۤ اَحَدًا مِّنَ الْعٰلَمِیْنَ ۝

১১৫। আল্লাহ্ বলিলেন, 'আমিই তোমাদের নিকট উহা প্রেরণ করিব; কিন্তু ইহার পর তোমাদের মধ্যে কেহ কুফরী করিলে তাহাকে এমন শাস্তি দিব, যে শাস্তি বিশ্বজগতের অপর কাহাকেও দিব না।'

[১৬]

١١٦- وَاِذْ قَالَ اللّٰهُ یٰعِیْسَی ابْنَ مَرْیَمَ ءَاَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ اتَّخِذُوْنِیْ وَاُمِّیَ اِلٰهَیْنِ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ ؕ قَالَ سُبْحٰنَكَ مَا یَكُوْنُ لِیْۤ اَنْ اَقُوْلَ مَا لَیْسَ لِیْ ۗ بِحَقٍّ ؕ اِنْ كُنْتُ قُلْتُهٗ فَقَدْ عَلِمْتَهٗ ؕ تَعْلَمُ مَا فِیْ نَفْسِیْ وَلَاۤ اَعْلَمُ مَا فِیْ نَفْسِكَ ؕ اِنَّكَ اَنْتَ عَلَّامُ الْغُیُوْبِ ۝

১১৬। আল্লাহ্ যখন বলিবেন, 'হে মার্‌ইয়াম-তনয় 'ঈসা! তুমি কি লোকদিগকে বলিয়াছিলে যে, তোমরা আল্লাহ্ ব্যতীত আমাকে ও আমার জননীকে দুই ইলাহ্‌রূপে গ্রহণ কর?' সে বলিবে, 'তুমিই মহিমান্বিত! যাহা বলার অধিকার আমার নাই তাহা বলা আমার পক্ষে শোভন নহে। যদি আমি তা বলিতাম তবে তুমি তো তাহা জানিতে। আমার অন্তরের কথা তো তুমি অবগত আছ, কিন্তু তোমার অন্তরের কথা আমি অবগত নহি; তুমি তো অদৃশ্য সম্বন্ধে সম্যক পরিজ্ঞাত।'

١١٧- مَا قُلْتُ لَهُمْ اِلَّا مَاۤ اَمَرْتَنِیْ بِهٖۤ اَنِ اعْبُدُوا اللّٰهَ رَبِّیْ وَرَبَّكُمْ ۚ وَكُنْتُ عَلَیْهِمْ شَهِیْدًا مَّا دُمْتُ فِیْهِمْ ۚ فَلَمَّا تَوَفَّیْتَنِیْ كُنْتَ اَنْتَ الرَّقِیْبَ عَلَیْهِمْ ؕ وَاَنْتَ عَلٰی كُلِّ شَیْءٍ شَهِیْدٌ ۝

১১৭। তুমি আমাকে যে আদেশ করিয়াছ তাহা ব্যতীত তাহাদিগকে আমি কিছুই বলি নাই, তাহা এই ঃ 'তোমরা আমার প্রতিপালক ও তোমাদের প্রতিপালক আল্লাহ্‌র 'ইবাদত কর এবং যত দিন আমি তাহাদের মধ্যে ছিলাম তত দিন আমি ছিলাম তাহাদের কার্যকলাপের সাক্ষী, কিন্তু যখন তুমি আমাকে তুলিয়া লইলে তখন তুমিই তো ছিলে তাহাদের কার্যকলাপের তত্ত্বাবধায়ক এবং তুমিই সর্ববিষয়ে সাক্ষী।'

١١٨- إِنْ تُعَذِّبْهُمْ فَإِنَّهُمْ عِبَادُكَ ۚ
وَإِنْ تَغْفِرْ لَهُمْ
فَإِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ○

১১৮। 'তুমি যদি তাহাদিগকে শাস্তি দাও তবে তাহারা তো তোমারই বান্দা, আর যদি তাহাদিগকে ক্ষমা কর তবে তুমি তো পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়।'

١١٩- قَالَ اللَّهُ هَٰذَا يَوْمُ يَنْفَعُ الصَّٰدِقِينَ
صِدْقُهُمْ ط لَهُمْ جَنَّٰتٌ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا
الْأَنْهَٰرُ خَٰلِدِينَ فِيهَا أَبَدًا ط
رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ ط
ذَٰلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ ○

১১৯। আল্লাহ্ বলিবেন, 'এই সেই দিন যেদিন সত্যবাদিগণ তাহাদের সত্যতার জন্য উপকৃত হইবে, তাহাদের জন্য আছে জান্নাত যাহার পাদদেশে নদী প্রবাহিত। তাহারা সেখানে চিরস্থায়ী হইবে; আল্লাহ্ তাহাদের প্রতি প্রসন্ন এবং তাহারাও তাঁহার প্রতি সন্তুষ্ট; ইহা মহাসফলতা।'

١٢٠- لِلَّهِ مُلْكُ السَّمَٰوَٰتِ وَالْأَرْضِ
وَمَا فِيهِنَّ ط
وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ○ ع

১২০। আস্‌মান ও যমীন এবং উহাদের মধ্যে যাহা কিছু আছে তাহার সার্বভৌমত্ব আল্লাহ্‌রই এবং তিনি সর্ববিষয়ে শক্তিমান।

৬-সূরা আন্‘আম

১৬৫ আয়াত, ২০ রুকূ‘ মক্কী

।। দয়াময়, পরম দয়ালু আল্লাহ্‌র নামে ।।
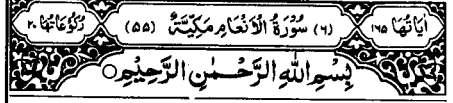
১। সকল প্রশংসা আল্লাহ্‌রই যিনি আস্‌মান ও যমীন সৃষ্টি করিয়াছেন, আর সৃষ্টি করিয়াছেন অন্ধকার ও আলো। এতদ্‌সত্ত্বেও কাফিরগণ তাহাদের প্রতিপালকের সমকক্ষ দাঁড় করায়।

١- اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِىْ خَلَقَ السَّمٰوٰتِ وَ الْاَرْضَ وَجَعَلَ الظُّلُمٰتِ وَالنُّوْرَ ۬ۙ ثُمَّ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا بِرَبِّهِمْ يَعْدِلُوْنَ ○

২। তিনিই তোমাদিগকে মৃত্তিকা হইতে সৃষ্টি করিয়াছেন, অতঃপর এক কাল নির্দিষ্ট করিয়াছেন এবং আর একটি নির্ধারিত কাল[৩৯২] আছে যাহা তিনিই জ্ঞাত, এতদ্‌সত্ত্বেও তোমরা সন্দেহ কর।

٢- هُوَ الَّذِىْ خَلَقَكُمْ مِّنْ طِيْنٍ ثُمَّ قَضٰٓى اَجَلًا ؕ وَ اَجَلٌ مُّسَمًّى عِنْدَهٗ ثُمَّ اَنْتُمْ تَمْتَرُوْنَ ○

৩। আসমান ও যমীনে তিনিই আল্লাহ্, তোমাদের গোপন ও প্রকাশ্য সব কিছু তিনি জানেন এবং তোমরা যাহা অর্জন কর তাহাও তিনি অবগত আছেন।

٣- وَهُوَ اللّٰهُ فِى السَّمٰوٰتِ وَ فِى الْاَرْضِ ؕ يَعْلَمُ سِرَّكُمْ وَجَهْرَكُمْ وَيَعْلَمُ مَا تَكْسِبُوْنَ ○

৪। তাহাদের প্রতিপালকের নিদর্শনাবলীর এমন কোন নিদর্শন তাহাদের নিকট উপস্থিত হয় না যাহা হইতে তাহারা মুখ না ফিরায়।

٤- وَمَا تَاْتِيْهِمْ مِّنْ اٰيَةٍ مِّنْ اٰيٰتِ رَبِّهِمْ اِلَّا كَانُوْا عَنْهَا مُعْرِضِيْنَ ○

৫। সত্য যখন তাহাদের নিকট আসিয়াছে তাহারা উহা প্রত্যাখ্যান করিয়াছে। যাহা লইয়া তাহারা ঠাট্টা-বিদ্রূপ করিত উহার যথার্থ সংবাদ অচিরেই তাহাদের নিকট পৌঁছিবে।

٥- فَقَدْ كَذَّبُوْا بِالْحَقِّ لَمَّا جَآءَهُمْ ؕ فَسَوْفَ يَاْتِيْهِمْ اَنْۢبٰٓؤُا مَا كَانُوْا بِهٖ يَسْتَهْزِءُوْنَ ○

৩৯২। অর্থাৎ কিয়ামত; দ্রঃ ৩১ ঃ ৩৪।

٦- اَلَمْ يَرَوْا كَمْ اَهْلَكْنَا مِنْ قَبْلِهِمْ مِّنْ قَرْنٍ مَّكَّنّٰهُمْ فِى الْاَرْضِ مَا لَمْ نُمَكِّنْ لَّكُمْ وَاَرْسَلْنَا السَّمَآءَ عَلَيْهِمْ مِّدْرَارًا ص وَّجَعَلْنَا الْاَنْهٰرَ تَجْرِىْ مِنْ تَحْتِهِمْ فَاَهْلَكْنٰهُمْ بِذُنُوْبِهِمْ وَاَنْشَاْنَا مِنْۢ بَعْدِهِمْ قَرْنًا اٰخَرِيْنَ ○

৬। তাহারা কি দেখে না যে, আমি তাহাদের পূর্বে কত মানবগোষ্ঠীকে বিনাশ করিয়াছি; তাহাদিগকে দুনিয়ায় এমন-ভাবে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলাম যেমনটি তোমাদিগকেও করি নাই এবং তাহাদের উপর মুষলধারে বৃষ্টি বর্ষণ করিয়াছিলাম আর তাহাদের পাদদেশে নদী প্রবাহিত করিয়াছিলাম; অতঃপর তাহাদের পাপের দরুন তাহাদিগকে বিনাশ করিয়াছি এবং তাহাদের পরে অপর মানবগোষ্ঠী সৃষ্টি করিয়াছি।

٧- وَلَوْ نَزَّلْنَا عَلَيْكَ كِتٰبًا فِىْ قِرْطَاسٍ فَلَمَسُوْهُ بِاَيْدِيْهِمْ لَقَالَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْٓا اِنْ هٰذَآ اِلَّا سِحْرٌ مُّبِيْنٌ ○

৭। আমি যদি তোমার প্রতি কাগজে লিখিত কিতাবও নাযিল করিতাম আর তাহারা যদি উহা হস্ত দ্বারা স্পর্শও করিত তবুও কাফিরগণ বলিত, ‘ইহা স্পষ্ট যাদু ব্যতীত আর কিছুই নয়।’

٨- وَقَالُوْا لَوْلَآ اُنْزِلَ عَلَيْهِ مَلَكٌ ط وَلَوْ اَنْزَلْنَا مَلَكًا لَّقُضِىَ الْاَمْرُ ثُمَّ لَا يُنْظَرُوْنَ ○

৮। তাহারা বলে, ‘তাহার নিকট কোন ফিরিশ্‌তা কেন প্রেরিত হয় না?’ যদি আমি ফিরিশ্‌তা প্রেরণ করিতাম তাহা হইলে চূড়ান্ত ফয়সালাই তো হইয়া যাইত আর তাহাদিগকে কোন অবকাশ দেওয়া হইত না।

٩- وَلَوْ جَعَلْنٰهُ مَلَكًا لَّجَعَلْنٰهُ رَجُلًا وَّلَلَبَسْنَا عَلَيْهِمْ مَّا يَلْبِسُوْنَ ○

৯। যদি তাহাকে ফিরিশ্‌তা করিতাম তবে তাহাকে মানুষের আকৃতিতেই প্রেরণ করিতাম আর তাহাদিগকে সেরূপ বিভ্রমে ফেলিতাম যেরূপ বিভ্রমে তাহারা এখন রহিয়াছে।

١٠- وَلَقَدِ اسْتُهْزِئَ بِرُسُلٍ مِّنْ قَبْلِكَ فَحَاقَ بِالَّذِيْنَ سَخِرُوْا مِنْهُمْ مَّا كَانُوْا بِهٖ يَسْتَهْزِءُوْنَ ○ ع

১০। তোমার পূর্বেও অনেক রাসূলকেই ঠাট্টা-বিদ্রূপ করা হইয়াছে। তাহারা যাহা লইয়া ঠাট্টা-বিদ্রূপ করিতেছিল পরিণামে তাহাই বিদ্রূপকারীদিগকে পরিবেষ্টন করিয়াছে।[৩৯৩]

৩৯৩। পরিণামে আযাব তাহাদিগকে পরিবেষ্টন করিয়াছিল।

[২]

১১। বল, 'তোমরা পৃথিবীতে পরিভ্রমণ কর, অতঃপর দেখ, যাহারা সত্যকে অস্বীকার করিয়াছে তাহাদের পরিণাম৩৯৪ কী হইয়াছিল।'

١١- قُلْ سِيْرُوْا فِي الْاَرْضِ ثُمَّ انْظُرُوْا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُكَذِّبِيْنَ ○

১২। বল, 'আস্‌মান ও যমীনে যাহা আছে তাহা কাহার?' বল, 'আল্লাহ্‌রই', দয়া করা তিনি তাঁহার কর্তব্য বলিয়া স্থির করিয়াছেন। কিয়ামতের দিন তিনি তোমাদিগকে অবশ্যই একত্র করিবেন, ইহাতে কোনই সন্দেহ নাই। যাহারা নিজেরাই নিজদের ক্ষতি করিয়াছে তাহারা ঈমান আনিবে না।

١٢- قُلْ لِّمَنْ مَّا فِي السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ ۭ قُلْ لِّلّٰهِ ۭ كَتَبَ عَلٰى نَفْسِهِ الرَّحْمَةَ ۭ لَيَجْمَعَنَّكُمْ اِلٰى يَوْمِ الْقِيٰمَةِ لَا رَيْبَ فِيْهِ ۭ اَلَّذِيْنَ خَسِرُوْٓا اَنْفُسَهُمْ فَهُمْ لَا يُؤْمِنُوْنَ ○

১৩। রাত্রি ও দিবসে যাহা কিছু থাকে তাহা তাঁহারই এবং তিনি সর্বশ্রোতা, সর্বজ্ঞ।

١٣- وَلَهٗ مَا سَكَنَ فِي الَّيْلِ وَالنَّهَارِ ۭ وَهُوَ السَّمِيْعُ الْعَلِيْمُ ○

১৪। বল, 'আমি কি আস্‌মান ও যমীনের স্রষ্টা আল্লাহ্‌ ব্যতীত অন্যকে অভিভাবকরূপে গ্রহণ করিব? তিনিই আহার্য দান করেন কিন্তু তাঁহাকে কেহ আহার্য দান করে না,' এবং বল, 'আমি আদিষ্ট হইয়াছি যেন আত্মসমর্পণকারীদের মধ্যে আমি প্রথম ব্যক্তি হই,' আমাকে আরও আদেশ করা হইয়াছে,৩৯৫ 'তুমি মুশরিকদের অন্তর্ভুক্ত হইও না।'

١٤- قُلْ اَغَيْرَ اللّٰهِ اَتَّخِذُ وَلِيًّا فَاطِرِ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ وَهُوَ يُطْعِمُ وَلَا يُطْعَمُ ۭ قُلْ اِنِّيْٓ اُمِرْتُ اَنْ اَكُوْنَ اَوَّلَ مَنْ اَسْلَمَ وَلَا تَكُوْنَنَّ مِنَ الْمُشْرِكِيْنَ ○

১৫। বল, 'আমি যদি আমার প্রতিপালকের অবাধ্যতা করি তবে আমি ভয় করি মহাদিনের শাস্তির।

١٥- قُلْ اِنِّيْٓ اَخَافُ اِنْ عَصَيْتُ رَبِّيْ عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيْمٍ ○

১৬। 'সেই দিন যাহাকে উহা হইতে৩৯৬ রক্ষা করা হইবে তাহার প্রতি তিনি তো দয়া করিবেন এবং ইহাই স্পষ্ট সফলতা।'

١٦- مَنْ يُّصْرَفْ عَنْهُ يَوْمَئِذٍ فَقَدْ رَحِمَهٗ ۭ وَذٰلِكَ الْفَوْزُ الْمُبِيْنُ ○

৩৯৪। পরিণামে 'আযাব তাহাদিগকে পরিবেষ্টন করিয়াছিল।
৩৯৫। 'আমাকে আরও আদেশ করা হইয়াছে'—এই বাক্যটি মূল আরবীতে উহ্য রহিয়াছে।
৩৯৬। শাস্তি হইতে।

১৭। আল্লাহ্ তোমাকে ক্লেশ দিলে তিনি ব্যতীত উহা মোচনকারী আর কেহ নাই। আর তিনি তোমার কল্যাণ করিলে তবে তিনিই তো সর্ব বিষয়ে শক্তিমান।

١٧- وَاِنْ يَّمْسَسْكَ اللّٰهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهٗۤ اِلَّا هُوَ ؕ وَاِنْ يَّمْسَسْكَ بِخَيْرٍ فَهُوَ عَلٰى كُلِّ شَیْءٍ قَدِیْرٌ ۝

১৮। তিনি আপন বান্দাদের উপর পরাক্রমশালী, তিনি প্রজ্ঞাময়, জ্ঞাতা।

١٨- وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهٖ ؕ وَهُوَ الْحَكِیْمُ الْخَبِیْرُ ۝

১৯। বল, 'সাক্ষ্যতে সর্বশ্রেষ্ঠ বিষয় কী?' বল, 'আল্লাহ্ আমার ও তোমাদের মধ্যে সাক্ষী এবং এই কুরআন আমার নিকট প্রেরিত হইয়াছে যেন তোমাদিগকে এবং যাহার নিকট ইহা পৌঁছিবে তাহাদিগকে এতদ্বারা আমি সতর্ক করি। তোমরা কি এই সাক্ষ্য দাও যে, আল্লাহ্‌র সহিত অন্য ইলাহ্‌ও আছে?' বল, 'আমি সে সাক্ষ্য দেই না'। বল, 'তিনি তো এক ইলাহ্ এবং তোমরা যে শরীক কর তাহা হইতে আমি অবশ্যই নির্লিপ্ত।'

١٩- قُلْ اَیُّ شَیْءٍ اَكْبَرُ شَهَادَةً ؕ قُلِ اللّٰهُ ۙ۫ شَهِیْدٌۢ بَیْنِیْ وَبَیْنَكُمْ ۫ وَاُوْحِیَ اِلَیَّ هٰذَا الْقُرْاٰنُ لِاُنْذِرَكُمْ بِهٖ وَمَنْۢ بَلَغَ ؕ اَىِٕنَّكُمْ لَتَشْهَدُوْنَ اَنَّ مَعَ اللّٰهِ اٰلِهَةً اُخْرٰی ؕ قُلْ لَّاۤ اَشْهَدُ ۚ قُلْ اِنَّمَا هُوَ اِلٰهٌ وَّاحِدٌ وَّاِنَّنِیْ بَرِیْٓءٌ مِّمَّا تُشْرِكُوْنَ ۝

وقف لازم باختلاف

২০। আমি যাহাদিগকে কিতাব দিয়াছি তাহারা তাহাকে[৩৯৭] সেইরূপ চিনে যেইরূপ চিনে তাহাদের সন্তানগণকে। যাহারা নিজেরাই নিজেদের ক্ষতি করিয়াছে, তাহারা বিশ্বাস করিবে না।

٢٠- اَلَّذِیْنَ اٰتَیْنٰهُمُ الْكِتٰبَ یَعْرِفُوْنَهٗ كَمَا یَعْرِفُوْنَ اَبْنَآءَهُمْ ۘ اَلَّذِیْنَ خَسِرُوْۤا اَنْفُسَهُمْ فَهُمْ لَا یُؤْمِنُوْنَ ۝ ع

وقف لازم

[৩]

২১। যে ব্যক্তি আল্লাহ্ সম্বন্ধে মিথ্যা রচনা করে অথবা তাঁহার নিদর্শনকে প্রত্যাখ্যান করে তাহার অপেক্ষা অধিক যালিম আর কে? যালিমগণ আদৌ সফলকাম হয় না।

٢١- وَمَنْ اَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرٰی عَلَی اللّٰهِ كَذِبًا اَوْ كَذَّبَ بِاٰیٰتِهٖ ؕ اِنَّهٗ لَا یُفْلِحُ الظّٰلِمُوْنَ ۝

২২। স্মরণ কর, যেদিন তাহাদের সকলকে একত্র করিব, অতঃপর মুশরিকদিগকে বলিব, 'যাহাদিগকে তোমরা আমার[৩৯৮] শরীক মনে করিতে, তাহারা কোথায়?'

٢٢- وَیَوْمَ نَحْشُرُهُمْ جَمِیْعًا ثُمَّ نَقُوْلُ لِلَّذِیْنَ اَشْرَكُوْۤا اَیْنَ شُرَكَآؤُكُمُ الَّذِیْنَ كُنْتُمْ تَزْعُمُوْنَ ۝

৩৯৭। 'তাহাকে' অর্থাৎ নবী (সাঃ)-কে ; দ্রঃ-২ ৪ ১৪৬।
৩৯৮। 'আমার' শব্দটি আরবীতে উহ্য রহিয়াছে।

Contents

٢٣- ثُمَّ لَمْ تَكُنْ فِتْنَتُهُمْ
اِلَّآ اَنْ قَالُوْا وَاللّٰهِ
رَبِّنَا مَا كُنَّا مُشْرِكِيْنَ ○

২৩। অতঃপর তাহাদের ইহা ভিন্ন বলিবার অন্য কোন অজুহাত থাকিবে না ঃ ‘আমাদের প্রতিপালক আল্লাহ্‌র শপথ! আমরা তো মুশরিকই ছিলাম না।’

٢٤- اُنْظُرْ كَيْفَ كَذَبُوْا عَلٰٓى اَنْفُسِهِمْ
وَضَلَّ عَنْهُمْ مَّا كَانُوْا يَفْتَرُوْنَ ○

২৪। দেখ, তাহারা নিজেদের প্রতি কিরূপ মিথ্যা আরোপ করে এবং যে মিথ্যা তাহারা রচনা করিত উহা কিভাবে তাহাদিগ হইতে উধাও হইয়া গেল।

٢٥- وَمِنْهُمْ مَّنْ يَّسْتَمِعُ اِلَيْكَ ج
وَجَعَلْنَا عَلٰى قُلُوْبِهِمْ اَكِنَّةً
اَنْ يَّفْقَهُوْهُ وَفِىْٓ اٰذَانِهِمْ وَقْرًا ط
وَاِنْ يَّرَوْا كُلَّ اٰيَةٍ لَّا يُؤْمِنُوْا بِهَا ط
حَتّٰٓى اِذَا جَآءُوْكَ يُجَادِلُوْنَكَ
يَقُوْلُ الَّذِيْنَ كَفَرُوْٓا
اِنْ هٰذَآ اِلَّآ اَسَاطِيْرُ الْاَوَّلِيْنَ ○

২৫। তাহাদের মধ্যে কতক তোমার দিকে কান পাতিয়া রাখে, কিন্তু আমি তাহাদের অন্তরের উপর আবরণ দিয়াছি যেন তাহারা তাহা উপলব্ধি করিতে না পারে; তাহাদিগকে বধির করিয়াছি এবং সমস্ত নিদর্শন প্রত্যক্ষ করিলেও তাহারা উহাতে ঈমান আনিবে না; এমনকি তাহারা যখন তোমার নিকট উপস্থিত হইয়া বিতর্কে লিপ্ত হয় তখন কাফিরগণ বলে, ‘ইহা তো পূর্ববর্তীদের উপকথা ব্যতীত আর কিছুই নহে।’

٢٦- وَهُمْ يَنْهَوْنَ عَنْهُ وَيَنْـَٔوْنَ عَنْهُ ج
وَاِنْ يُّهْلِكُوْنَ
اِلَّآ اَنْفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُوْنَ ○

২৬। তাহারা অন্যকে উহা শ্রবণে বিরত রাখে এবং নিজেরাও উহা হইতে দূরে থাকে, আর তাহারা নিজেরাই শুধু নিজদিগকে ধ্বংস করে, অথচ তাহারা উপলব্ধি করে না।

٢٧- وَلَوْ تَرٰٓى اِذْ وُقِفُوْا عَلَى النَّارِ
فَقَالُوْا يٰلَيْتَنَا نُرَدُّ وَلَا نُكَذِّبَ
بِاٰيٰتِ رَبِّنَا
وَنَكُوْنَ مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ ○

২৭। তুমি যদি দেখিতে পাইতে যখন তাহাদিগকে অগ্নির পার্শ্বে দাঁড় করান হইবে এবং তাহারা বলিবে, ‘হায়! যদি আমাদের প্রত্যাবর্তন ঘটিত তবে আমরা আমাদের প্রতিপালকের নিদর্শনকে অস্বীকার করিতাম না এবং আমরা মু’মিনদের অন্তর্ভুক্ত হইতাম।’

Contents

২৮। না, পূর্বে তাহারা যাহা গোপন করিত তাহা এখন তাহাদের নিকট প্রকাশ পাইয়াছে এবং তাহারা প্রত্যাবর্তিত হইলেও যাহা করিতে তাহাদিগকে নিষেধ করা হইয়াছিল পুনরায় তাহারা তাহাই করিত এবং নিশ্চয় তাহারা মিথ্যাবাদী।

٢٨- بَلْ بَدَا لَهُمْ مَّا كَانُوْا يُخْفُوْنَ مِنْ قَبْلُ ۖ
وَلَوْ رُدُّوْا لَعَادُوْا لِمَا نُهُوْا عَنْهُ
وَاِنَّهُمْ لَكٰذِبُوْنَ ○

২৯। তাহারা বলে, 'আমাদের পার্থিব জীবনই একমাত্র জীবন এবং আমরা পুনরুত্থিতও হইব না।'

٢٩- وَقَالُوْٓا اِنْ هِيَ اِلَّا حَيَاتُنَا الدُّنْيَا
وَمَا نَحْنُ بِمَبْعُوْثِيْنَ ○

৩০। তুমি যদি দেখিতে পাইতে তাহাদিগকে যখন তাহাদের প্রতিপালকের সম্মুখে দাঁড় করান হইবে এবং তিনি বলিবেন, 'ইহা কি প্রকৃত সত্য নহে?' তাহারা বলিবে, 'আমাদের প্রতিপালকের শপথ! নিশ্চয়ই সত্য'। তিনি বলিবেন, 'তবে তোমরা যে কুফরী করিতে তজ্জন্য তোমরা এখন শাস্তি ভোগ কর।'

٣٠- وَلَوْ تَرٰٓى اِذْ وُقِفُوْا عَلٰى رَبِّهِمْ ۖ
قَالَ اَلَيْسَ هٰذَا بِالْحَقِّ ۖ
قَالُوْا بَلٰى وَرَبِّنَا ۖ
قَالَ فَذُوْقُوا الْعَذَابَ
بِمَا كُنْتُمْ تَكْفُرُوْنَ ○ ع

[৪]

৩১। যাহারা আল্লাহ্‌র সম্মুখীন হওয়াকে মিথ্যা বলিয়াছে তাহারা অবশ্যই ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছে, এমনকি অকস্মাৎ তাহাদের নিকট যখন কিয়ামত উপস্থিত হইবে তখন তাহারা বলিবে, 'হায়! ইহাকে আমরা যে অবহেলা করিয়াছি তজ্জন্য আক্ষেপ।' তাহারা তাহাদের পৃষ্ঠে নিজেদের পাপ বহন করিবে; দেখ, তাহারা যাহা বহন করিবে তাহা অতি নিকৃষ্ট!

٣١- قَدْ خَسِرَ الَّذِيْنَ كَذَّبُوْا بِلِقَآءِ اللّٰهِ ۖ
حَتّٰٓى اِذَا جَآءَتْهُمُ السَّاعَةُ بَغْتَةً
قَالُوْا يٰحَسْرَتَنَا عَلٰى مَا فَرَّطْنَا فِيْهَا ۙ
وَهُمْ يَحْمِلُوْنَ اَوْزَارَهُمْ
عَلٰى ظُهُوْرِهِمْ ۖ
اَلَا سَآءَ مَا يَزِرُوْنَ ○

৩২। পার্থিব জীবন তো ক্রীড়া-কৌতুক ব্যতীত আর কিছুই নয় এবং যাহারা তাকওয়া অবলম্বন করে তাহাদের জন্য আখিরাতের আবাসই শ্রেয়; তোমরা কি অনুধাবন কর না?

٣٢- وَمَا الْحَيٰوةُ الدُّنْيَآ اِلَّا لَعِبٌ وَّلَهْوٌ ۖ
وَلَلدَّارُ الْاٰخِرَةُ خَيْرٌ
لِّلَّذِيْنَ يَتَّقُوْنَ ۖ اَفَلَا تَعْقِلُوْنَ ○

৩৩। আমি অবশ্য জানি যে, তাহারা যাহা বলে তাহা তোমাকে নিশ্চিতই কষ্ট দেয়; কিন্তু তাহারা তোমাকে তো মিথ্যাবাদী বলে না[৩৯৯], বরং যালিমেরা আল্লাহ্‌র আয়াতকে অস্বীকার করে।

٣٣- قَدْ نَعْلَمُ اِنَّهٗ لَيَحْزُنُكَ الَّذِىْ يَقُوْلُوْنَ فَاِنَّهُمْ لَا يُكَذِّبُوْنَكَ وَلٰكِنَّ الظّٰلِمِيْنَ بِاٰيٰتِ اللّٰهِ يَجْحَدُوْنَ ○

৩৪। তোমার পূর্বেও অনেক রাসূলকে অবশ্যই মিথ্যাবাদী বলা হইয়াছিল; কিন্তু তাহাদিগকে মিথ্যাবাদী বলা ও ক্লেশ দেওয়া সত্ত্বেও তাহারা ধৈর্য ধারণ করিয়াছিল যে পর্যন্ত না আমার সাহায্য তাহাদের নিকট আসিয়াছে। আল্লাহ্‌র আদেশ কেহ পরিবর্তন করিতে পারে না, রাসূলগণের সম্বন্ধে কিছু সংবাদ তো তোমার নিকট আসিয়াছে।

٣٤- وَلَقَدْ كُذِّبَتْ رُسُلٌ مِّنْ قَبْلِكَ فَصَبَرُوْا عَلٰى مَا كُذِّبُوْا وَ اُوْذُوْا حَتّٰىٓ اَتٰىهُمْ نَصْرُنَا ۚ وَلَا مُبَدِّلَ لِكَلِمٰتِ اللّٰهِ ۚ وَلَقَدْ جَآءَكَ مِنْ نَّبَاِى الْمُرْسَلِيْنَ ○

৩৫। যদি তাহাদের উপেক্ষা তোমার নিকট কষ্টকর হয় তবে পারিলে ভূগর্ভে সুড়ঙ্গ অথবা আকাশে সোপান অন্বেষণ কর এবং তাহাদের নিকট কোন নিদর্শন আন। আল্লাহ্‌ ইচ্ছা করিলে তাহাদের সকলকে অবশ্য সৎপথে একত্র করিতেন। সুতরাং তুমি মূর্খদের অন্তর্ভুক্ত হইও না।

٣٥- وَاِنْ كَانَ كَبُرَ عَلَيْكَ اِعْرَاضُهُمْ فَاِنِ اسْتَطَعْتَ اَنْ تَبْتَغِىَ نَفَقًا فِى الْاَرْضِ اَوْ سُلَّمًا فِى السَّمَآءِ فَتَاْتِيَهُمْ بِاٰيَةٍ ؕ وَلَوْ شَآءَ اللّٰهُ لَجَمَعَهُمْ عَلَى الْهُدٰى فَلَا تَكُوْنَنَّ مِنَ الْجٰهِلِيْنَ ○

৩৬। যাহারা শ্রবণ করে[৪০০] শুধু তাহারাই ডাকে সাড়া দেয়। আর মৃতকে আল্লাহ্‌ পুনর্জীবিত করিবেন; অতঃপর তাঁহার দিকেই তাহারা প্রত্যানীত হইবে।

٣٦- اِنَّمَا يَسْتَجِيْبُ الَّذِيْنَ يَسْمَعُوْنَ ؕ وَالْمَوْتٰى يَبْعَثُهُمُ اللّٰهُ ثُمَّ اِلَيْهِ يُرْجَعُوْنَ ○

৩৭। তাহারা বলে, 'তাহার প্রতিপালকের নিকট হইতে তাহার নিকট কোন নিদর্শন অবতীর্ণ হয় না কেন?' বল, 'নিদর্শন নাযিল করিতে আল্লাহ্‌ অবশ্যই সক্ষম,' কিন্তু তাহাদের অধিকাংশই জানে না।

٣٧- وَقَالُوْا لَوْلَا نُزِّلَ عَلَيْهِ اٰيَةٌ مِّنْ رَّبِّهٖ ؕ قُلْ اِنَّ اللّٰهَ قَادِرٌ عَلٰٓى اَنْ يُّنَزِّلَ اٰيَةً وَّلٰكِنَّ اَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُوْنَ ○

الصفة · وقف غفران · وقف منزل

৩৯৯। হযরত মুহাম্মাদ (সাঃ) যে সত্যবাদী ছিলেন ইহা কাফিরগণও স্বীকার করিত, কিন্তু তাঁহার নিকট ওহী আসার বিষয়টি অস্বীকার করিত।

৪০০। যাহারা হিদায়াত গ্রহণ করার ইচ্ছায় আন্তরিকতার সহিত শ্রবণ করে।

৩৮-وَمَا مِنْ دَآبَّةٍ فِي الْاَرْضِ وَلَا طٰٓئِرٍ يَّطِيْرُ بِجَنَاحَيْهِ اِلَّآ اُمَمٌ اَمْثَالُكُمْ ؕ مَا فَرَّطْنَا فِي الْكِتٰبِ مِنْ شَيْءٍ ثُمَّ اِلٰى رَبِّهِمْ يُحْشَرُوْنَ ○

৩৮। ভূ-পৃষ্ঠে বিচরণশীল এমন জীব নাই অথবা নিজ ডানার সাহায্যে এমন কোন পাখী উড়ে না কিন্তু উহারা তো তোমাদের মত এক একটি উম্মত।[৪০১] কিতাবে[৪০২] কোন কিছুই আমি বাদ দেই নাই; অতঃপর স্বীয় প্রতিপালকের দিকে তাহাদেরকে একত্র করা হইবে।

৩৯-وَالَّذِيْنَ كَذَّبُوْا بِاٰيٰتِنَا صُمٌّ وَّبُكْمٌ فِي الظُّلُمٰتِ ؕ مَنْ يَّشَاِ اللّٰهُ يُضْلِلْهُ ؕ وَمَنْ يَّشَاْ يَجْعَلْهُ عَلٰى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيْمٍ ○

৩৯। যাহারা আমার আয়াতসমূহকে অস্বীকার করে তাহারা বধির ও মূক, অন্ধকারে রহিয়াছে। যাহাকে ইচ্ছা আল্লাহ্ বিপথগামী করেন এবং যাহাকে ইচ্ছা তিনি সরল পথে স্থাপন করেন।

৪০-قُلْ اَرَءَيْتَكُمْ اِنْ اَتٰىكُمْ عَذَابُ اللّٰهِ اَوْ اَتَتْكُمُ السَّاعَةُ اَغَيْرَ اللّٰهِ تَدْعُوْنَ ۚ اِنْ كُنْتُمْ صٰدِقِيْنَ ○

৪০। বল, ‘তোমরা ভাবিয়া দেখ যে, আল্লাহ্র শাস্তি তোমাদের উপর আপতিত হইলে অথবা তোমাদের নিকট কিয়ামত উপস্থিত হইলে তোমরা কি আল্লাহ্ ব্যতীত অন্য কাহাকেও ডাকিবে, যদি তোমরা সত্যবাদী হও?

৪১-بَلْ اِيَّاهُ تَدْعُوْنَ فَيَكْشِفُ مَا تَدْعُوْنَ اِلَيْهِ اِنْ شَآءَ وَتَنْسَوْنَ مَا تُشْرِكُوْنَ ○ ع

৪১। ‘না, তোমরা শুধু তাঁহাকেই ডাকিবে, তোমরা যে দুঃখের জন্য তাঁহাকে ডাকিতেছ তিনি ইচ্ছা করিলে তোমাদের সেই দুঃখ দূর করিবেন এবং যাহাকে তোমরা তাঁহার শরীক করিতে তাহা তোমরা বিস্মৃত হইবে।’

[৫]

৪২-وَلَقَدْ اَرْسَلْنَآ اِلٰٓى اُمَمٍ مِّنْ قَبْلِكَ فَاَخَذْنٰهُمْ بِالْبَاْسَآءِ وَالضَّرَّآءِ لَعَلَّهُمْ يَتَضَرَّعُوْنَ ○

৪২। তোমার পূর্বেও আমি বহু জাতির নিকট রাসূল প্রেরণ করিয়াছি; অতঃপর তাহাদিগকে অর্থসংকট ও দুঃখ-ক্লেশ দ্বারা পীড়িত করিয়াছি, যাহাতে তাহারা বিনীত হয়।

৪০১। বিভিন্ন প্রাণী বিভিন্ন শ্রেণীতে বিন্যস্ত, তাহারাও আল্লাহ্ প্রদত্ত স্বাভাবিক নিয়মে জীবন যাপন করে।
৪০২। অর্থাৎ লাওহ্ মাহ্ফূজে অথবা কুরআনে।

Contents

٤٣- فَلَوْلَآ اِذْ جَآءَهُمْ بَاْسُنَا تَضَرَّعُوْا وَلٰكِنْ قَسَتْ قُلُوْبُهُمْ وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطٰنُ مَا كَانُوْا يَعْمَلُوْنَ ○

৪৩। আমার শাস্তি যখন তাহাদের উপর আপতিত হইল তখন তাহারা কেন বিনীত হইল না? অধিকন্তু তাহাদের হৃদয় কঠিন হইয়াছিল এবং তাহারা যাহা করিতেছিল শয়তান তাহা তাহাদের দৃষ্টিতে শোভন করিয়াছিল।

٤٤- فَلَمَّا نَسُوْا مَا ذُكِّرُوْا بِهٖ فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ اَبْوَابَ كُلِّ شَيْءٍ ؕ حَتّٰٓى اِذَا فَرِحُوْا بِمَآ اُوْتُوْٓا اَخَذْنٰهُمْ بَغْتَةً فَاِذَا هُمْ مُّبْلِسُوْنَ ○

৪৪। তাহাদিগকে যে উপদেশ দেওয়া হইয়াছিল তাহারা যখন তাহা বিস্মৃত হইল তখন আমি তাহাদের জন্য সমস্ত কিছুর দ্বার উন্মুক্ত করিয়া দিলাম; অবেশেষে তাহাদিগকে যাহা দেওয়া হইল যখন তাহারা তাহাতে উল্লসিত হইল তখন অকস্মাৎ তাহাদিগকে ধরিলাম; ফলে তখনি তাহারা নিরাশ হইল।

٤٥- فَقُطِعَ دَابِرُ الْقَوْمِ الَّذِيْنَ ظَلَمُوْا ؕ وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ ○

৪৫। অতঃপর জালিম সম্প্রদায়ের মূলোচ্ছেদ করা হইল এবং সমস্ত প্রশংসা আল্লাহ্‌রই; যিনি জগতসমূহের প্রতিপালক।

٤٦- قُلْ اَرَءَيْتُمْ اِنْ اَخَذَ اللّٰهُ سَمْعَكُمْ وَاَبْصَارَكُمْ وَخَتَمَ عَلٰى قُلُوْبِكُمْ مَّنْ اِلٰهٌ غَيْرُ اللّٰهِ يَاْتِيْكُمْ بِهٖ ؕ اُنْظُرْ كَيْفَ نُصَرِّفُ الْاٰيٰتِ ثُمَّ هُمْ يَصْدِفُوْنَ ○

৪৬। বল, 'তোমরা কি ভাবিয়া দেখিয়াছ, আল্লাহ্ যদি তোমাদের শ্রবণশক্তি ও দৃষ্টিশক্তি কাড়িয়া লন এবং তোমাদের হৃদয় মোহর করিয়া দেন তবে আল্লাহ্ ব্যতীত কোন্ ইলাহ্ আছে যে তোমাদিগকে এইগুলি ফিরাইয়া দিবে?' দেখ, আমি কিরূপে আয়াতসমূহ বিশদভাবে বর্ণনা করি; এতদ্‌সত্ত্বেও তাহারা মুখ ফিরাইয়া লয়।

٤٧- قُلْ اَرَءَيْتَكُمْ اِنْ اَتٰىكُمْ عَذَابُ اللّٰهِ بَغْتَةً اَوْ جَهْرَةً هَلْ يُهْلَكُ اِلَّا الْقَوْمُ الظّٰلِمُوْنَ ○

৪৭। বল, 'তোমরা কি ভাবিয়া দেখিয়াছ, আল্লাহ্‌র শাস্তি অকস্মাৎ অথবা প্রকাশ্যে তোমাদের উপর আপতিত হইলে যালিম সম্প্রদায় ব্যতীত আর কেহ ধ্বংস হইবে কি?'

৪৮। আমি রাসূলগণকে তো শুধু সুসংবাদবাহী ও সতর্ককারীরূপেই প্রেরণ করি। কেহ ঈমান আনিলে ও নিজকে সংশোধন করিলে তাহার কোন ভয় নাই এবং সে দুঃখিতও হইবে না।

٤٨- وَمَا نُرْسِلُ الْمُرْسَلِيْنَ اِلَّا مُبَشِّرِيْنَ وَمُنْذِرِيْنَ ۚ فَمَنْ اٰمَنَ وَاَصْلَحَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُوْنَ ○

৪৯। যাহারা আমার নিদর্শনসমূহকে মিথ্যা বলিয়াছে সত্য ত্যাগের জন্য তাহাদের উপর শাস্তি আপতিত হইবে।

٤٩- وَالَّذِيْنَ كَذَّبُوْا بِاٰيٰتِنَا يَمَسُّهُمُ الْعَذَابُ بِمَا كَانُوْا يَفْسُقُوْنَ ○

৫০। বল, 'আমি তোমাদিগকে ইহা বলি না যে, আমার নিকট আল্লাহ্‌র ধনভাণ্ডার আছে, অদৃশ্য সম্বন্ধেও আমি অবগত নহি; এবং তোমাদিগকে ইহাও বলি না যে, আমি ফিরিশ্‌তা, আমার প্রতি যাহা ওহী হয় আমি শুধু তাহারই অনুসরণ করি।' বল, 'অন্ধ ও চক্ষুষ্মান কি সমান?' তোমরা কি অনুধাবন কর না?

٥٠- قُلْ لَّآ اَقُوْلُ لَكُمْ عِنْدِيْ خَزَآئِنُ اللّٰهِ وَلَآ اَعْلَمُ الْغَيْبَ وَلَآ اَقُوْلُ لَكُمْ اِنِّيْ مَلَكٌ ۚ اِنْ اَتَّبِعُ اِلَّا مَا يُوْحٰٓى اِلَيَّ ؕ قُلْ هَلْ يَسْتَوِى الْاَعْمٰى وَالْبَصِيْرُ ؕ اَفَلَا تَتَفَكَّرُوْنَ ○ ع

[৬]

৫১। তুমি ইহা[৪০৩] দ্বারা তাহাদিগকে সতর্ক করিয়া দাও যাহারা ভয় করে যে, তাহাদিগকে তাহাদের প্রতিপালকের নিকট সমবেত করা হইবে এমন অবস্থায় যে, তিনি ব্যতীত তাহাদের কোন অভিভাবক বা সুপারিশকারী থাকিবে না; হয়ত তাহারা সাবধান হইবে।

٥١- وَاَنْذِرْ بِهِ الَّذِيْنَ يَخَافُوْنَ اَنْ يُّحْشَرُوْٓا اِلٰى رَبِّهِمْ لَيْسَ لَهُمْ مِّنْ دُوْنِهٖ وَلِيٌّ وَّلَا شَفِيْعٌ لَّعَلَّهُمْ يَتَّقُوْنَ ○

৫২। যাহারা তাহাদের প্রতিপালককে প্রাতে ও সন্ধ্যায় তাঁহার সন্তুষ্টি লাভার্থে ডাকে তাহাদিগকে তুমি বিতাড়িত করিও না।[৪০৪] তাহাদের কর্মের জবাবদিহির দায়িত্ব তোমার নয় এবং তোমার কোন কর্মের জবাবদিহির দায়িত্ব তাহাদের

٥٢- وَلَا تَطْرُدِ الَّذِيْنَ يَدْعُوْنَ رَبَّهُمْ بِالْغَدٰوةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيْدُوْنَ وَجْهَهٗ ؕ مَا عَلَيْكَ مِنْ حِسَابِهِمْ مِّنْ شَيْءٍ وَّمَا مِنْ حِسَابِكَ عَلَيْهِمْ

৪০৩। অর্থাৎ আল-কুরআন দ্বারা।

৪০৪। কাফিরগণ রাসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-এর নিকট দাবি করে, 'আপনার নিকট যে সকল নিম্ন শ্রেণীর লোক (দরিদ্র মুসলিমগণ) ভিড় করে তাহাদিগকে বহিষ্কার করিলে আমরা আপনার কথা শুনিতে পারি।' ইহার পরিপ্রেক্ষিতে আয়াতটি নাযিল হয়।

مِّنْ شَيْءٍ فَتَطْرُدَهُمْ
فَتَكُوْنَ مِنَ الظّٰلِمِيْنَ ○

নয় যে, তুমি তাহাদিগকে বিতাড়িত করিবে; করিলে তুমি যালিমদের অন্তর্ভুক্ত হইবে।

٥٣- وَكَذٰلِكَ فَتَنَّا بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ
لِّيَقُوْلُوْٓا اَهٰٓؤُلَآءِ مَنَّ اللّٰهُ عَلَيْهِمْ
مِّنْۢ بَيْنِنَا ؕ
اَلَيْسَ اللّٰهُ بِاَعْلَمَ بِالشّٰكِرِيْنَ ○

৫৩। আমি এইভাবে তাহাদের একদলকে অন্যদল দ্বারা পরীক্ষা করিয়াছি যেন তাহারা বলে, 'আমাদের মধ্যে কি ইহাদের প্রতিই আল্লাহ্ অনুগ্রহ করিলেন?' আল্লাহ্ কি কৃতজ্ঞ লোকদের সম্বন্ধে সবিশেষ অবহিত নহেন?

٥٤- وَاِذَا جَآءَكَ الَّذِيْنَ يُؤْمِنُوْنَ بِاٰيٰتِنَا
فَقُلْ سَلٰمٌ عَلَيْكُمْ
كَتَبَ رَبُّكُمْ عَلٰى نَفْسِهِ الرَّحْمَةَ ۙ
اَنَّهٗ مَنْ عَمِلَ مِنْكُمْ سُوْٓءًۢا بِجَهَالَةٍ ثُمَّ
تَابَ مِنْۢ بَعْدِهٖ وَاَصْلَحَ
فَاَنَّهٗ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ ○

৫৪। যাহারা আমার আয়াতসমূহে ঈমান আনে তাহারা যখন তোমার নিকট আসে তখন তাহাদিগকে তুমি বলিও ঃ 'তোমাদের প্রতি শান্তি বর্ষিত হউক', তোমাদের প্রতিপালক দয়া করা তাঁহার কর্তব্য বলিয়া স্থির করিয়াছেন। তোমাদের মধ্যে কেহ অজ্ঞতাবশত যদি মন্দ কার্য করে, অতঃপর তওবা করে এবং সংশোধন করে তবে তো আল্লাহ্ ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।

٥٥- وَكَذٰلِكَ نُفَصِّلُ الْاٰيٰتِ
وَلِتَسْتَبِيْنَ سَبِيْلُ الْمُجْرِمِيْنَ ○ ع

৫৫। এইভাবে আমি আয়াতসমূহ বিশদভাবে বর্ণনা করি; আর ইহাতে অপরাধীদের পথ স্পষ্টভাবে প্রকাশ পায়।

[৭]

٥٦- قُلْ اِنِّيْ نُهِيْتُ اَنْ اَعْبُدَ
الَّذِيْنَ تَدْعُوْنَ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ ؕ
قُلْ لَّآ اَتَّبِعُ اَهْوَآءَكُمْ ۙ
قَدْ ضَلَلْتُ اِذًا
وَّمَآ اَنَا مِنَ الْمُهْتَدِيْنَ ○

৫৬। বল, 'তোমরা আল্লাহ্ ব্যতীত যাহাদিগকে আহ্‌বান কর তাহাদের 'ইবাদত করিতে আমাকে নিষেধ করা হইয়াছে। বল, 'আমি তোমাদের খেয়াল-খুশীর অনুসরণ করি না; করিলে আমি বিপথগামী হইব এবং সৎপথপ্রাপ্তদের অন্তর্ভুক্ত থাকিব না।'

٥٧- قُلْ اِنِّيْ عَلٰى بَيِّنَةٍ مِّنْ رَّبِّيْ
وَكَذَّبْتُمْ بِهٖ ؕ مَا عِنْدِيْ
مَا تَسْتَعْجِلُوْنَ بِهٖ ؕ

৫৭। বল, 'অবশ্যই আমি আমার প্রতিপালকের স্পষ্ট প্রমাণের উপর প্রতিষ্ঠিত; অথচ তোমরা উহাকে প্রত্যাখ্যান করিয়াছ। তোমরা যাহা সত্বর চাহিতেছ তাহা

Contents

إِنِ الْحُكْمُ إِلَّا لِلّٰهِ ؕ
يَقُصُّ الْحَقَّ وَهُوَ خَيْرُ الْفٰصِلِيْنَ ○

আমার নিকট নাই। কর্তৃত্ব তো আল্লাহ্‌রই, তিনি সত্য বিবৃত করেন এবং ফয়সালাকারীদের মধ্যে তিনিই শ্রেষ্ঠ।'

٥٨- قُلْ لَّوْ اَنَّ عِنْدِىْ مَا تَسْتَعْجِلُوْنَ بِهٖ
لَقُضِيَ الْاَمْرُ بَيْنِىْ وَ بَيْنَكُمْ ؕ
وَاللّٰهُ اَعْلَمُ بِالظّٰلِمِيْنَ ○

৫৮। বল, 'তোমরা যাহা সত্বর চাহিতেছ[৪০৫] তাহা যদি আমার নিকট থাকিত তবে আমার ও তোমাদের মধ্যকার ব্যাপারে তো ফয়সালাই হইয়া যাইত এবং আল্লাহ্ যালিমদের সম্বন্ধে সবিশেষ অবহিত।'

٥٩- وَعِنْدَهٗ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ
لَا يَعْلَمُهَآ اِلَّا هُوَ ؕ
وَيَعْلَمُ مَا فِى الْبَرِّ وَالْبَحْرِ ؕ
وَمَا تَسْقُطُ مِنْ وَّرَقَةٍ اِلَّا يَعْلَمُهَا
وَلَا حَبَّةٍ فِىْ ظُلُمٰتِ الْاَرْضِ وَلَا رَطْبٍ
وَّلَا يَابِسٍ اِلَّا فِىْ كِتٰبٍ مُّبِيْنٍ ○

৫৯। অদৃশ্যের কুঞ্জি তাঁহারই নিকট রহিয়াছে, তিনি ব্যতীত অন্য কেহ তাহা জানে না। জলে ও স্থলে যাহা কিছু আছে তাহা তিনিই অবগত, তাঁহার অজ্ঞাতসারে একটি পাতাও পড়ে না। মৃত্তিকার অন্ধকারে এমন কোন শস্যকণাও অংকুরিত হয় না অথবা রসযুক্ত কিংবা শুষ্ক এমন কোন বস্তু নাই যাহা সুস্পষ্ট কিতাবে[৪০৬] নাই।

٦٠- وَهُوَ الَّذِىْ يَتَوَفّٰىكُمْ بِالَّيْلِ
وَيَعْلَمُ مَا جَرَحْتُمْ بِالنَّهَارِ
ثُمَّ يَبْعَثُكُمْ فِيْهِ لِيُقْضٰٓى اَجَلٌ مُّسَمًّى ۚ
ثُمَّ اِلَيْهِ مَرْجِعُكُمْ ثُمَّ يُنَبِّئُكُمْ
بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُوْنَ ○ ع

৬০। তিনিই রাত্রিকালে তোমাদের মৃত্যু ঘটান[৪০৭] এবং দিবসে তোমরা যাহা কর তাহা তিনি জানেন। অতঃপর দিবসে তোমাদিগকে তিনি পুনর্জাগরিত করেন যাহাতে নির্ধারিত কাল পূর্ণ হয়। অতঃপর তাঁহার দিকেই তোমাদের প্রত্যাবর্তন। অনন্তর তোমরা যাহা কর সে সম্বন্ধে তোমাদিগকে তিনি অবহিত করিবেন।

[৮]

٦١- وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهٖ
وَيُرْسِلُ عَلَيْكُمْ حَفَظَةً ؕ حَتّٰٓى اِذَا جَآءَ
اَحَدَكُمُ الْمَوْتُ

৬১। তিনিই স্বীয় বান্দাদের উপর পরাক্রমশালী এবং তিনিই তোমাদের রক্ষক প্রেরণ করেন। অবশেষে যখন তোমাদের কাহারও মৃত্যু উপস্থিত

৪০৫। কাফিরগণ বলিত, 'কুরআন মাজীদ আল্লাহ্‌র নিকট হইতে সত্যই অবতীর্ণ হইলে আল্লাহ্ আমাদের উপর পাথর বৃষ্টি করুন অথবা আমাদিগকে কঠিন শাস্তি প্রদান করুন।' ইহার পরিপ্রেক্ষিতে আয়াতটি নাযিল হয়।
৪০৬। অর্থাৎ লাওহে মাহফূজ; দ্রঃ ৮৫ ঃ ২২।
৪০৭। নিদ্রারূপ মৃত্যু।

Contents

تَوَفَّتْهُ رُسُلُنَا وَهُمْ لَا يُفَرِّطُوْنَ ○

হয় তখন আমার প্রেরিতরা তাহার মৃত্যু ঘটায় এবং তাহারা কোন ত্রুটি করে না।

٦٢- ثُمَّ رُدُّوْٓا اِلَى اللّٰهِ مَوْلٰىهُمُ الْحَقِّ ؕ
اَلَا لَهُ الْحُكْمُ
وَهُوَ اَسْرَعُ الْحٰسِبِيْنَ ○

৬২। অতঃপর তাহাদের প্রকৃত প্রতিপালক আল্লাহ্‌র দিকে তাহারা প্রত্যানীত হয়। দেখ, কর্তৃত্ব তো তাঁহারই এবং হিসাব গ্রহণে তিনিই সর্বাপেক্ষা তৎপর।

٦٣- قُلْ مَنْ يُّنَجِّيْكُمْ
مِّنْ ظُلُمٰتِ الْبَرِّ وَالْبَحْرِ
تَدْعُوْنَهٗ تَضَرُّعًا وَّخُفْيَةً ۚ
لَئِنْ اَنْجٰنَا مِنْ هٰذِهٖ
لَنَكُوْنَنَّ مِنَ الشّٰكِرِيْنَ ○

৬৩। বল, 'কে তোমাদিগকে ত্রাণ করে স্থলভাগের ও সমুদ্রের[৪০৮] অন্ধকার হইতে যখন তোমরা কাতরভাবে এবং গোপনে তাঁহার নিকট অনুনয় কর? 'আমাদিগকে ইহা হইতে ত্রাণ করিলে আমরা অবশ্যই কৃতজ্ঞদের অন্তর্ভুক্ত হইব।'

٦٤- قُلِ اللّٰهُ يُنَجِّيْكُمْ مِّنْهَا
وَمِنْ كُلِّ كَرْبٍ ثُمَّ اَنْتُمْ تُشْرِكُوْنَ ○

৬৪। বল, 'আল্লাহ্‌ই তোমাদিগকে উহা হইতে এবং সমস্ত দুঃখ-কষ্ট হইতে ত্রাণ করেন। এতদ্‌সত্ত্বেও তোমরা তাঁহার শরীক কর।'

٦٥- قُلْ هُوَ الْقَادِرُ عَلٰٓى اَنْ يَّبْعَثَ عَلَيْكُمْ
عَذَابًا مِّنْ فَوْقِكُمْ
اَوْ مِنْ تَحْتِ اَرْجُلِكُمْ اَوْ يَلْبِسَكُمْ
شِيَعًا وَّيُذِيْقَ بَعْضَكُمْ بَاْسَ بَعْضٍ ؕ
اُنْظُرْ كَيْفَ نُصَرِّفُ الْاٰيٰتِ
لَعَلَّهُمْ يَفْقَهُوْنَ ○

৬৫। বল, 'তোমাদের ঊর্ধ্বদেশ অথবা পাদদেশ হইতে শাস্তি প্রেরণ করিতে, অথবা তোমাদিগকে বিভিন্ন দলে বিভক্ত করিতে অথবা এক দলকে অপর দলের সংঘর্ষের আস্বাদ গ্রহণ করাইতে তিনিই সক্ষম।' দেখ, আমি কিরূপে বিভিন্ন প্রকারে আয়াতসমূহ বিবৃত করি যাহাতে তাহারা অনুধাবন করে।

٦٦- وَكَذَّبَ بِهٖ قَوْمُكَ وَهُوَ الْحَقُّ ؕ
قُلْ لَّسْتُ عَلَيْكُمْ بِوَكِيْلٍ ○

৬৬। তোমার সম্প্রদায় তো উহাকে[৪০৯] মিথ্যা বলিয়াছে অথচ উহা সত্য। বল, 'আমি তোমাদের কার্যনির্বাহক নহি।'

৪০৮। অর্থাৎ কঠিন বিপদ-আপদে।
৪০৯। অর্থাৎ আযাবকে—দুনিয়ায় বা আখিরাতে।

٦٧- لِكُلِّ نَبَاٍ مُّسْتَقَرٌّ ز وَّسَوْفَ تَعْلَمُوْنَ ○

৬৭। প্রত্যেক বার্তার জন্য নির্ধারিত কাল রহিয়াছে এবং শীঘ্রই তোমরা অবহিত হইবে।

٦٨- وَاِذَا رَاَيْتَ الَّذِيْنَ يَخُوْضُوْنَ فِيْٓ اٰيٰتِنَا فَاَعْرِضْ عَنْهُمْ حَتّٰى يَخُوْضُوْا فِيْ حَدِيْثٍ غَيْرِهٖ ط وَاِمَّا يُنْسِيَنَّكَ الشَّيْطٰنُ فَلَا تَقْعُدْ بَعْدَ الذِّكْرٰى مَعَ الْقَوْمِ الظّٰلِمِيْنَ ○

৬৮। তুমি যখন দেখ, তাহারা আমার আয়াতসমূহ সম্বন্ধে উপহাসমূলক আলোচনায় মগ্ন হয় তখন তুমি তাহাদের হইতে সরিয়া পড়িবে, যে পর্যন্ত না তাহারা অন্য প্রসংগে প্রবৃত্ত হয় এবং শয়তান যদি তোমাকে ভ্রমে ফেলে তবে স্মরণ হওয়ার পরে যালিম সম্প্রদায়ের সহিত বসিবে না।

٦٩- وَمَا عَلَى الَّذِيْنَ يَتَّقُوْنَ مِنْ حِسَابِهِمْ مِّنْ شَيْءٍ وَّلٰكِنْ ذِكْرٰى لَعَلَّهُمْ يَتَّقُوْنَ ○

৬৯। উহাদের কর্মের জবাবদিহির দায়িত্ব তাহাদের নয় যাহারা তাকওয়া অবলম্বন করে। তবে উপদেশ দেওয়া তাহাদের কর্তব্য যাহাতে উহারাও তাকওয়া অবলম্বন করে।

٧٠- وَذَرِ الَّذِيْنَ اتَّخَذُوْا دِيْنَهُمْ لَعِبًا وَّلَهْوًا وَّغَرَّتْهُمُ الْحَيٰوةُ الدُّنْيَا وَذَكِّرْ بِهٖٓ اَنْ تُبْسَلَ نَفْسٌۢ بِمَا كَسَبَتْ ۖ لَيْسَ لَهَا مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ وَلِيٌّ وَّلَا شَفِيْعٌ ۚ وَاِنْ تَعْدِلْ كُلَّ عَدْلٍ لَّا يُؤْخَذْ مِنْهَا ط اُولٰٓئِكَ الَّذِيْنَ اُبْسِلُوْا بِمَا كَسَبُوْا ۚ لَهُمْ شَرَابٌ مِّنْ حَمِيْمٍ وَّعَذَابٌ اَلِيْمٌۢ بِمَا كَانُوْا يَكْفُرُوْنَ ○ ع

৭০। যাহারা তাহাদের দীনকে[৪১০] ক্রীড়া-কৌতুকরূপে গ্রহণ করে এবং পার্থিব জীবন যাহাদিগকে প্রতারিত করে তুমি তাহাদের সংগ বর্জন কর এবং ইহা দ্বারা[৪১১] তাহাদিগকে উপদেশ দাও, যাহাতে কেহ নিজ কৃতকর্মের জন্য ধ্বংস না হয়, যখন আল্লাহ্ ব্যতীত তাহার কোন অভিভাবক ও সুপারিশকারী থাকিবে না এবং বিনিময়ে সব কিছু দিলেও তাহা গৃহীত হইবে না। ইহারাই নিজেদের কৃতকর্মের জন্য ধ্বংস হইবে; কুফরীহেতু ইহাদের জন্য রহিয়াছে অত্যুষ্ণ পানীয় ও মর্মন্তুদ শাস্তি।

৪১০। ৪ নম্বর টীকা দ্রষ্টব্য।
৪১১। এ স্থলে 'ইহা' অর্থ আল-কুরআন।

[৯]

٧١- قُلْ اَنَدْعُوْا مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ
مَا لَا يَنْفَعُنَا وَ لَا يَضُرُّنَا وَ نُرَدُّ عَلٰۤى
اَعْقَابِنَا بَعْدَ اِذْ هَدٰىنَا اللّٰهُ كَالَّذِى
اسْتَهْوَتْهُ الشَّيٰطِيْنُ
فِى الْاَرْضِ حَيْرَانَ
لَهٗۤ اَصْحٰبٌ يَّدْعُوْنَهٗۤ اِلَى الْهُدَى ائْتِنَا
قُلْ اِنَّ هُدَى اللّٰهِ
هُوَ الْهُدٰى
وَ اُمِرْنَا لِنُسْلِمَ لِرَبِّ الْعٰلَمِيْنَ ۝

৭১। বল, ‘আল্লাহ্ ব্যতীত আমরা কি এমন কিছুকে ডাকিব যাহা আমাদের কোন উপকার কিংবা অপকার করিতে পারে না? আল্লাহ্ আমাদিগকে সৎপথ প্রদর্শনের পর আমরা কি সেই ব্যক্তির ন্যায় পূর্বাবস্থায় ফিরিয়া যাইব যাহাকে শয়তান দুনিয়ায় পথ ভুলাইয়া হয়রান করিয়াছে, যদিও তাহার সহচরগণ তাহাকে ঠিক পথে আহ্বান করিয়া বলে, ‘আমাদিগের নিকট আইস?’ বল, ‘আল্লাহ্র পথই পথ এবং আমরা আদিষ্ট হইয়াছি জগতসমূহের প্রতিপালকের নিকট আত্মসমর্পণ করিতে

٧٢- وَ اَنْ اَقِيْمُوا الصَّلٰوةَ
وَ اتَّقُوْهُ وَ هُوَ الَّذِىْۤ اِلَيْهِ تُحْشَرُوْنَ ۝

৭২। ‘এবং সালাত কায়েম করিতে ও তাঁহাকে ভয় করিতে; এবং তাঁহারই নিকট তোমাদিগকে সমবেত করা হইবে।’

٧٣- وَهُوَ الَّذِىْ خَلَقَ السَّمٰوٰتِ
وَ الْاَرْضَ بِالْحَقِّ وَ يَوْمَ يَقُوْلُ كُنْ
فَيَكُوْنُ قَوْلُهُ الْحَقُّ وَ لَهُ الْمُلْكُ يَوْمَ
يُنْفَخُ فِى الصُّوْرِ عٰلِمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ
وَهُوَ الْحَكِيْمُ الْخَبِيْرُ ۝

৭৩। তিনিই যথাবিধি আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবী সৃষ্টি করিয়াছেন। যখন তিনি বলেন, ‘হও’, তখনই হইয়া যায়। তাঁহার কথাই সত্য। যেদিন শিংগায় ফুৎকার দেওয়া হইবে সেদিনকার কর্তৃত্ব তো তাঁহারই। অদৃশ্য ও দৃশ্য সব কিছু সম্বন্ধে তিনি পরিজ্ঞাত; আর তিনিই প্রজ্ঞাময়, সবিশেষ অবহিত।

٧٤- وَاِذْ قَالَ اِبْرٰهِيْمُ لِاَبِيْهِ اٰزَرَ
اَتَتَّخِذُ اَصْنَامًا اٰلِهَةً
اِنِّىْۤ اَرٰىكَ وَ قَوْمَكَ فِىْ ضَلٰلٍ مُّبِيْنٍ ۝

৭৪। স্মরণ কর, ইব্রাহীম তাহার পিতা আযরকে বলিয়াছিল, ‘আপনি কি মূর্তিকে ইলাহ্রূপে গ্রহণ করেন? আমি তো আপনাকে ও আপনার সম্প্রদায়কে স্পষ্ট ভ্রান্তিতে দেখিতেছি।’

٧٥- وَ كَذٰلِكَ نُرِىْۤ اِبْرٰهِيْمَ مَلَكُوْتَ
السَّمٰوٰتِ وَ الْاَرْضِ وَ لِيَكُوْنَ
مِنَ الْمُوْقِنِيْنَ ۝

৭৫। এইভাবে আমি ইব্রাহীমকে আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীর পরিচালন ব্যবস্থা[৪১২] দেখাই, যাহাতে সে নিশ্চিত বিশ্বাসীদের অন্তর্ভুক্ত হয়।

৪১২। অর্থাৎ স্রষ্টা, মালিক, প্রতিপালক ও সংরক্ষক হিসাবে আল্লাহ্র অসীম ক্ষমতা এবং সুষ্ঠু ও সুবিন্যস্ত পরিচালন ব্যবস্থা।

Contents

৭৬। অতঃপর রাত্রির অন্ধকার যখন তাহাকে আচ্ছন্ন করিল তখন সে নক্ষত্র দেখিয়া বলিল, 'ইহাই আমার প্রতিপালক।' অতঃপর যখন উহা অস্তমিত হইল তখন সে বলিল, 'যাহা অস্তমিত হয় তাহা আমি পসন্দ করি না।'

٧٦- فَلَمَّا جَنَّ عَلَيْهِ الَّيْلُ رَاٰ كَوْكَبًا ۚ قَالَ هٰذَا رَبِّىْ ۚ فَلَمَّاۤ اَفَلَ قَالَ لَاۤ اُحِبُّ الْاٰفِلِيْنَ ○

৭৭। অতঃপর যখন সে চন্দ্রকে সমুজ্জ্বলরূপে উদিত হইতে দেখিল তখন বলিল, 'ইহা আমার প্রতিপালক।' যখন ইহাও অস্তমিত হইল তখন বলিল, 'আমাকে আমার প্রতিপালক সৎপথ প্রদর্শন না করিলে আমি অবশ্যই পথভ্রষ্টদের অন্তর্ভুক্ত হইব।'

٧٧- فَلَمَّا رَاَ الْقَمَرَ بَازِغًا قَالَ هٰذَا رَبِّىْ ۚ فَلَمَّاۤ اَفَلَ قَالَ لَئِنْ لَّمْ يَهْدِنِىْ رَبِّىْ لَاَكُوْنَنَّ مِنَ الْقَوْمِ الضَّآلِّيْنَ ○

৭৮। অতঃপর যখন সে সূর্যকে দীপ্তিমানরূপে উদিত হইতে দেখিল তখন বলিল, 'ইহা আমার প্রতিপালক, ইহা সর্ববৃহৎ।[৪১৩] যখন ইহাও অস্তমিত হইল, তখন সে বলিল, 'হে আমার সম্প্রদায়! তোমরা যাহাকে আল্লাহ্‌র[৪১৪] শরীক কর তাহার সহিত আমার কোন সংশ্রব নাই।

٧٨- فَلَمَّا رَاَ الشَّمْسَ بَازِغَةً قَالَ هٰذَا رَبِّىْ هٰذَاۤ اَكْبَرُ ۚ فَلَمَّاۤ اَفَلَتْ قَالَ يٰقَوْمِ اِنِّىْ بَرِىْٓءٌ مِّمَّا تُشْرِكُوْنَ ○

৭৯। 'আমি একনিষ্ঠভাবে তাঁহার দিকে মুখ ফিরাইতেছি যিনি আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবী সৃষ্টি করিয়াছেন এবং আমি মুশরিকদের অন্তর্ভুক্ত নহি।'

٧٩- اِنِّىْ وَجَّهْتُ وَجْهِىَ لِلَّذِىْ فَطَرَ السَّمٰوٰتِ وَ الْاَرْضَ حَنِيْفًا وَّمَاۤ اَنَا مِنَ الْمُشْرِكِيْنَ ○ۚ

৮০। তাহার সম্প্রদায় তাহার সহিত বিতর্কে লিপ্ত হইল। সে বলিল, 'তোমরা কি আল্লাহ্ সম্বন্ধে আমার সহিত বিতর্কে লিপ্ত হইবে? তিনি তো আমাকে সৎপথে পরিচালিত করিয়াছেন। আমার প্রতিপালক অন্যবিধ ইচ্ছা না করিলে তোমরা যাহাকে তাঁহার শরীক কর তাহাকে আমি ভয় করি না, সব কিছুই আমার প্রতিপালকের জ্ঞানায়ত্ত, তবে কি তোমরা অনুধাবন করিবে না?

٨٠- وَحَآجَّهٗ قَوْمُهٗ ۗ قَالَ اَتُحَآجُّوْٓنِّىْ فِى اللّٰهِ وَقَدْ هَدٰىنِ ۗ وَلَاۤ اَخَافُ مَا تُشْرِكُوْنَ بِهٖۤ اِلَّاۤ اَنْ يَّشَآءَ رَبِّىْ شَيْئًا ۗ وَسِعَ رَبِّىْ كُلَّ شَىْءٍ عِلْمًا ۗ اَفَلَا تَتَذَكَّرُوْنَ ○

৪১৩। এই সকল জ্যোতিষ্ক আল্লাহ্‌র সৃষ্ট ও তাঁহার নির্দেশ মুতাবিক কার্য করে। ইহারা আল্লাহ্‌র আজ্ঞাবহ ইহারা আল্লাহ্‌র শরীক হইতে পারে না। ইব্‌রাহীম (আঃ) শির্‌ক খণ্ডনের উদ্দেশ্যে এই জাতীয় প্রমাণ উপস্থাপিত করিয়াছিলেন।

৪১৪। এই স্থলে 'আল্লাহ্' শব্দটি উহ্য রহিয়াছে।

৮১। 'তোমরা যাহাকে আল্লাহ্‌র শরীক কর আমি তাহাকে কিরূপে ভয় করিব? অথচ তোমরা আল্লাহ্‌র শরীক করিতে ভয় কর না, যে বিষয়ে তিনি তোমাদিগকে কোন সনদ দেন নাই। সুতরাং যদি তোমরা জান তবে বল, দুই দলের মধ্যে কোন্‌ দল নিরাপত্তা লাভের বেশী হকদার।'

٨١- وَكَيْفَ أَخَافُ مَآ أَشْرَكْتُمْ وَلَا تَخَافُونَ أَنَّكُمْ أَشْرَكْتُم بِاللّٰهِ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهٖ عَلَيْكُمْ سُلْطٰنًا ؕ فَأَيُّ الْفَرِيقَيْنِ أَحَقُّ بِالْأَمْنِ ۚ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ ۝

৮২। যাহারা ঈমান আনিয়াছে এবং তাহাদের ঈমানকে যুলুম দ্বারা[৪১৫] কলুষিত করে নাই, নিরাপত্তা তাহাদেরই জন্য এবং তাহারাই সৎপথপ্রাপ্ত।

٨٢- اَلَّذِينَ اٰمَنُوا وَلَمْ يَلْبِسُوٓا إِيمَانَهُم بِظُلْمٍ أُولٰٓئِكَ لَهُمُ الْأَمْنُ وَهُم مُّهْتَدُونَ ۝

[১০]

৮৩। আর ইহা আমার যুক্তি-প্রমাণ যাহা ইব্‌রাহীমকে দিয়াছিলাম তাহার সম্প্রদায়ের মুকাবিলায়; যাহাকে ইচ্ছা মর্যাদায় আমি উন্নীত করি। নিশ্চয়ই তোমার প্রতিপালক প্রজ্ঞাময়, সর্বজ্ঞ।

٨٣- وَتِلْكَ حُجَّتُنَآ اٰتَيْنٰهَآ إِبْرٰهِيمَ عَلٰى قَوْمِهٖ ؕ نَرْفَعُ دَرَجٰتٍ مَّن نَّشَآءُ ؕ إِنَّ رَبَّكَ حَكِيمٌ عَلِيمٌ ۝

৮৪। আর আমি তাহাকে দান করিয়াছিলাম ইসহাক ও ইয়া'কূব,[৪১৬] ইহাদের প্রত্যেককে সৎপথে পরিচালিত করিয়াছিলাম; পূর্বে নূহ্‌কেও সৎপথে পরিচালিত করিয়াছিলাম এবং তাহার বংশধর দাঊদ, সুলায়মান ও আইউব, ইউসুফ, মূসা ও হারূনকেও; আর এইভাবেই সৎকর্মপরায়ণদিগকে পুরস্কৃত করি;

٨٤- وَوَهَبْنَا لَهٗٓ إِسْحٰقَ وَيَعْقُوبَ ؕ كُلًّا هَدَيْنَا ۚ وَنُوحًا هَدَيْنَا مِن قَبْلُ وَمِن ذُرِّيَّتِهٖ دَاوٗدَ وَسُلَيْمٰنَ وَأَيُّوبَ وَيُوسُفَ وَمُوسٰى وَهٰرُونَ ؕ وَكَذٰلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ ۝

৮৫। এবং যাকারিয়া, ইয়াহ্‌য়া, 'ঈসা এবং ইল্‌য়াসকেও সৎপথে পরিচালিত করিয়াছিলাম। ইহারা সকলে সজ্জনদের অন্তর্ভুক্ত;

٨٥- وَزَكَرِيَّا وَيَحْيٰى وَعِيسٰى وَإِلْيَاسَ ؕ كُلٌّ مِّنَ الصّٰلِحِينَ ۝

৪১৫। এ স্থলে যুলুমের অর্থ শির্‌ক, যেমন লুক্‌মান নিজ পুত্রকে সম্বোধন করিয়া বলিয়াছেন, ان الشرك لظلم عظيم (শির্‌ক করা বড় যুলুম)।

৪১৬। ২৯ নং টীকা দ্রঃ।

٨٦- وَاِسْمٰعِيْلَ وَالْيَسَعَ وَيُوْنُسَ وَلُوْطًا ۭ وَكُلًّا فَضَّلْنَا عَلَى الْعٰلَمِيْنَ ۝

৮৬। আরও সৎপথে পরিচালিত করিয়াছিলাম ইস্মা‘ঈল, আল্-য়াসা‘আ, ইয়ূনুস্ ও লূতকে; এবং শ্রেষ্ঠত্ব দান করিয়াছিলাম বিশ্বজগতের উপর প্রত্যেককে-

٨٧- وَمِنْ اٰبَاۗىِٕهِمْ وَذُرِّيّٰتِهِمْ وَاِخْوَانِهِمْ ۚ وَاجْتَبَيْنٰهُمْ وَهَدَيْنٰهُمْ اِلٰى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيْمٍ ۝

৮৭। এবং ইহাদের পিতৃ-পুরুষ, বংশধর ও ভ্রাতৃবৃন্দের কতককে। আমি তাহাদিগকে মনোনীত করিয়াছিলাম এবং সরল পথে পরিচালিত করিয়াছিলাম।

٨٨- ذٰلِكَ هُدَى اللّٰهِ يَهْدِيْ بِهٖ مَنْ يَّشَاۗءُ مِنْ عِبَادِهٖ ۭ وَلَوْ اَشْرَكُوْا لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَّا كَانُوْا يَعْمَلُوْنَ ۝

৮৮। ইহা আল্লাহ্‌র হিদায়াত, স্বীয় বান্দাদের মধ্যে যাহাকে ইচ্ছা তিনি ইহা দ্বারা সৎপথে পরিচালিত করেন। তাহারা যদি শির্‌ক করিত তবে তাহাদের কৃতকর্ম নিষ্ফল হইত।

٨٩- اُولٰۗىِٕكَ الَّذِيْنَ اٰتَيْنٰهُمُ الْكِتٰبَ وَالْحُكْمَ وَالنُّبُوَّةَ ۚ فَاِنْ يَّكْفُرْ بِهَا هٰٓؤُلَاۗءِ فَقَدْ وَكَّلْنَا بِهَا قَوْمًا لَّيْسُوْا بِهَا بِكٰفِرِيْنَ ۝

৮৯। আমি উহাদিগকেই কিতাব, কর্তৃত্ব ও নুবূওয়াত দান করিয়াছি, অতঃপর যদি ইহারা[৪১৭] এইগুলিকে প্রত্যাখ্যানও করে তবে আমি তো এমন এক সম্প্রদায়ের[৪১৮] প্রতি এইগুলির ভার অর্পণ করি-য়াছি যাহারা এইগুলি প্রত্যাখ্যান করিবে না।

٩٠- اُولٰۗىِٕكَ الَّذِيْنَ هَدَى اللّٰهُ فَبِهُدٰىهُمُ اقْتَدِهْ ۭ قُلْ لَّآ اَسْـَٔــلُكُمْ عَلَيْهِ اَجْرًا ۭ اِنْ هُوَ اِلَّا ذِكْرٰى لِلْعٰلَمِيْنَ ۝

৯০। উহাদিগকেই আল্লাহ্ সৎপথে পরিচালিত করিয়াছেন, সুতরাং তুমি তাহাদের পথের অনুসরণ কর। বল, ‘ইহার জন্য আমি তোমাদের নিকট পারিশ্রমিক চাহি না, ইহা তো শুধু বিশ্বজগতের জন্য উপদেশ।’

[১১]

٩١- وَمَا قَدَرُوا اللّٰهَ حَقَّ قَدْرِهٖٓ اِذْ قَالُوْا مَآ اَنْزَلَ اللّٰهُ عَلٰى بَشَرٍ مِّنْ شَيْءٍ ۭ قُلْ مَنْ اَنْزَلَ الْكِتٰبَ الَّذِيْ جَاۗءَ بِهٖ مُوْسٰى

৯১। তাহারা আল্লাহ্‌র যথার্থ মর্যাদা উপলব্ধি করে নাই যখন তাহারা বলে, ‘আল্লাহ্ মানুষের নিকট কিছুই নাযিল করেন নাই’। বল, ‘কে নাযিল করিয়াছেন মূসার আনীত কিতাব যাহা মানুষের জন্য

৪১৭। ইহারা অর্থাৎ মহানবী (সাঃ)-এর সময়ের বিধর্মীরা।

৪১৮। এক সম্প্রদায় অর্থে যাঁহারা রাসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-এর উপর ঈমান আনিয়াছেন, তাঁহারা।

Contents

نُوْرًا وَّهُدًى لِّلنَّاسِ تَجْعَلُوْنَهٗ قَرَاطِيْسَ تُبْدُوْنَهَا وَتُخْفُوْنَ كَثِيْرًا ۚ وَعُلِّمْتُمْ مَّا لَمْ تَعْلَمُوْٓا اَنْتُمْ وَلَآ اٰبَآؤُكُمْ ؕ قُلِ اللّٰهُ ۙ ثُمَّ ذَرْهُمْ فِىْ خَوْضِهِمْ يَلْعَبُوْنَ ○

আলো ও পথনির্দেশ ছিল, তাহা তোমরা বিভিন্ন পৃষ্ঠায় লিপিবদ্ধ করিয়া কিছু প্রকাশ কর ও যাহার অনেকাংশ গোপন রাখ এবং যাহা তোমাদের পিতৃপুরুষগণ ও তোমরা জানিতে না তাহাও শিক্ষা দেওয়া হইয়াছিল? বল, 'আল্লাহ্‌ই'; অতঃপর তাহাদিগকে তাহাদের নিরর্থক আলোচনারূপ খেলায় মগ্ন হইতে দাও।

٩٢- وَهٰذَا كِتٰبٌ اَنْزَلْنٰهُ مُبٰرَكٌ مُّصَدِّقُ الَّذِىْ بَيْنَ يَدَيْهِ وَلِتُنْذِرَ اُمَّ الْقُرٰى وَمَنْ حَوْلَهَا ؕ وَالَّذِيْنَ يُؤْمِنُوْنَ بِالْاٰخِرَةِ يُؤْمِنُوْنَ بِهٖ وَهُمْ عَلٰى صَلَاتِهِمْ يُحَافِظُوْنَ ○

৯২। আমি এই কল্যাণময় কিতাব নাযিল করিয়াছি যাহা উহার পূর্বেকার কিতাবের সমর্থক এবং যাহা দ্বারা তুমি মক্কা[৪১৯] ও উহার চতুষ্পার্শ্বের লোকদিগকে সতর্ক কর। যাহারা আখিরাতে বিশ্বাস করে তাহারা উহাতে বিশ্বাস করে এবং তাহারা তাহাদের সালাতের হিফাজত করে।

٩٣- وَمَنْ اَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرٰى عَلَى اللّٰهِ كَذِبًا اَوْ قَالَ اُوْحِىَ اِلَىَّ وَلَمْ يُوْحَ اِلَيْهِ شَىْءٌ وَّمَنْ قَالَ سَاُنْزِلُ مِثْلَ مَآ اَنْزَلَ اللّٰهُ ؕ وَلَوْ تَرٰٓى اِذِ الظّٰلِمُوْنَ فِىْ غَمَرٰتِ الْمَوْتِ وَالْمَلٰٓئِكَةُ بَاسِطُوْٓا اَيْدِيْهِمْ ۚ اَخْرِجُوْٓا اَنْفُسَكُمْ ؕ اَلْيَوْمَ تُجْزَوْنَ عَذَابَ الْهُوْنِ بِمَا كُنْتُمْ تَقُوْلُوْنَ عَلَى اللّٰهِ غَيْرَ الْحَقِّ وَكُنْتُمْ عَنْ اٰيٰتِهٖ تَسْتَكْبِرُوْنَ ○

৯৩। তাহার চেয়ে বড় যালিম আর কে যে আল্লাহ্ সম্বন্ধে মিথ্যা রচনা করে কিংবা বলে, 'আমার নিকট ওহী হয়,' যদিও তাহার প্রতি নাযিল হয় না এবং যে বলে, 'আল্লাহ্ যাহা নাযিল করিয়াছেন আমিও উহার অনুরূপ নাযিল করিব? যদি তুমি দেখিতে পাইতে যখন যালিমগণ মৃত্যু যন্ত্রণায় রহিবে এবং ফিরিশ্‌তাগণ হাত বাড়াইয়া বলিবে, 'তোমাদের প্রাণ বাহির কর। তোমরা আল্লাহ্ সম্বন্ধে অন্যায় বলিতে ও তাঁহার নিদর্শন সম্বন্ধে ঔদ্ধত্য প্রকাশ করিতে, সেজন্য আজ তোমাদিগকে অবমাননাকর শাস্তি দেওয়া হইবে।'

٩٤- وَلَقَدْ جِئْتُمُوْنَا فُرَادٰى كَمَا خَلَقْنٰكُمْ اَوَّلَ مَرَّةٍ

৯৪। তোমরা তো আমার নিকট নিঃসংগ অবস্থায় আসিয়াছ যেমন আমি প্রথমে তোমাদিগকে সৃষ্টি করিয়াছিলাম; তোমা-

৪১৯। মক্কাকে أم القرى (শহরসমূহের মাতা) বলা হয়, কারণ ইহা আদি শহর ছিল।

وَتَرَكْتُمْ مَّا خَوَّلْنٰكُمْ وَرَآءَ ظُهُوْرِكُمْ ۚ وَمَا نَرٰى مَعَكُمْ شُفَعَآءَكُمُ الَّذِيْنَ زَعَمْتُمْ اَنَّهُمْ فِيْكُمْ شُرَكٰٓؤُا ۭ لَقَدْ تَّقَطَّعَ بَيْنَكُمْ وَضَلَّ عَنْكُمْ مَّا كُنْتُمْ تَزْعُمُوْنَ ۝

দিগকে যাহা দিয়াছিলাম তাহা তোমরা পশ্চাতে ফেলিয়া আসিয়াছ, তোমরা যাহাদিগকে তোমাদের ব্যাপারে শরীক মনে করিতে।[৪২০] তোমাদের সেই সুপারিশকারিগণকেও তোমাদের সহিত দেখিতেছি না; তোমাদের মধ্যকার সম্পর্ক অবশ্যই ছিন্ন হইয়াছে এবং তোমরা যাহা ধারণা করিয়াছিলে তাহাও নিষ্ফল হইয়াছে।

[১২]

৯৫- اِنَّ اللّٰهَ فَالِقُ الْحَبِّ وَالنَّوٰى ۭ يُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَمُخْرِجُ الْمَيِّتِ مِنَ الْحَيِّ ۭ ذٰلِكُمُ اللّٰهُ فَاَنّٰى تُؤْفَكُوْنَ ۝

৯৫। আল্লাহ্ই শস্য-বীজ ও আঁটি অংকুরিত করেন, তিনিই প্রাণহীন হইতে জীবন্তকে বাহির করেন এবং জীবন্ত হইতে প্রাণহীনকে বাহির করেন। তিনিই তো আল্লাহ্, সুতরাং তোমরা কোথায় ফিরিয়া যাইবে?

৯৬- فَالِقُ الْاِصْبَاحِ ۚ وَجَعَلَ الَّيْلَ سَكَنًا وَّالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ حُسْبَانًا ۭ ذٰلِكَ تَقْدِيْرُ الْعَزِيْزِ الْعَلِيْمِ ۝

৯৬। তিনিই ঊষার উন্মেষ ঘটান, তিনিই বিশ্রামের জন্য রাত্রি এবং গণনার জন্য সূর্য ও চন্দ্র সৃষ্টি করিয়াছেন; এই সবই পরাক্রমশালী সর্বজ্ঞের নিরূপণ।

৯৭- وَهُوَ الَّذِيْ جَعَلَ لَكُمُ النُّجُوْمَ لِتَهْتَدُوْا بِهَا فِيْ ظُلُمٰتِ الْبَرِّ وَالْبَحْرِ ۭ قَدْ فَصَّلْنَا الْاٰيٰتِ لِقَوْمٍ يَّعْلَمُوْنَ ۝

৯৭। তিনিই তোমাদের জন্য নক্ষত্র সৃষ্টি করিয়াছেন যেন তদ্দ্বারা স্থলের ও সমুদ্রের অন্ধকারে তোমরা পথ পাও। জ্ঞানী সম্প্রদায়ের জন্য আমি তো নিদর্শন বিশদভাবে বিবৃত করিয়াছি।

৯৮- وَهُوَ الَّذِيْٓ اَنْشَاَكُمْ مِّنْ نَّفْسٍ وَّاحِدَةٍ فَمُسْتَقَرٌّ وَّمُسْتَوْدَعٌ ۭ قَدْ فَصَّلْنَا الْاٰيٰتِ لِقَوْمٍ يَّفْقَهُوْنَ ۝

৯৮। তিনিই তোমাদিগকে একই ব্যক্তি হইতে সৃষ্টি করিয়াছেন এবং তোমাদের জন্য দীর্ঘ ও স্বল্পকালীন বাসস্থান[৪২১] রহিয়াছে। অনুধাবনকারী সম্প্রদায়ের জন্য আমি তো নিদর্শনসমূহ বিশদভাবে বিবৃত করিয়াছি।

৪২০। আল্লাহ্‌র শরীক ‘ইবাদতে ও নিজেদের হিতাহিত ব্যাপারে।

৪২১। مستقر অবস্থান করার জায়গা, مستودع আমানত রাখা হয় যে স্থানে তাহা, ইহাদের ব্যাখ্যায় বিভিন্ন মত রহিয়াছে। একটি মত হইল, প্রথমে মাতৃগর্ভে রাখা হয়, তথায় দুনিয়ার কিছু সংস্পর্শ পাওয়ার পর দুনিয়ায় আসে, এখানে মৃত্যু হয় ও কবরস্থ করা হয়, কবরে আখিরাতের প্রভাব তাহার উপর প্রতিফলিত হইতে থাকে, সর্বশেষে কর্মফল অনুযায়ী জান্নাতে অথবা জাহান্নামে যাইয়া অবস্থান করে। ইহাই তাহার আসল ঠিকানা।

٩٩- وَهُوَ الَّذِيْٓ اَنْزَلَ مِنَ السَّمَآءِ مَآءً ۚ فَاَخْرَجْنَا بِهٖ نَبَاتَ كُلِّ شَيْءٍ فَاَخْرَجْنَا مِنْهُ خَضِرًا نُّخْرِجُ مِنْهُ حَبًّا مُّتَرَاكِبًا ۚ وَمِنَ النَّخْلِ مِنْ طَلْعِهَا قِنْوَانٌ دَانِيَةٌ وَّجَنّٰتٍ مِّنْ اَعْنَابٍ وَّالزَّيْتُوْنَ وَ الرُّمَّانَ مُشْتَبِهًا وَّغَيْرَ مُتَشَابِهٍ ۗ اُنْظُرُوْٓا اِلٰى ثَمَرِهٖٓ اِذَآ اَثْمَرَ وَيَنْعِهٖ ۗ اِنَّ فِيْ ذٰلِكُمْ لَاٰيٰتٍ لِّقَوْمٍ يُّؤْمِنُوْنَ ○

৯৯। তিনিই আকাশ হইতে বারি বর্ষণ করেন, অতঃপর উহা দ্বারা আমি সর্বপ্রকার উদ্ভিদের চারা উদ্‌গম করি; অনন্তর উহা হইতে সবুজ পাতা উদ্‌গত করি, পরে উহা হইতে ঘন সন্নিবিষ্ট শস্যদানা উৎপাদন করি, এবং খেজুর বৃক্ষের মাথি হইতে ঝুলন্ত কাঁদি নির্গত করি আর আংগুরের উদ্যান সৃষ্টি করি এবং যায়তূন[৪২২] ও দাড়িম্বও। ইহারা একে অন্যের সদৃশ এবং বিসদৃশও। লক্ষ্য কর, উহার ফলের প্রতি যখন উহা ফলবান হয় এবং উহার পরিপক্বতা প্রাপ্তির প্রতি। মু'মিন সম্প্রদায়ের জন্য উহাতে অবশ্যই নিদর্শন রহিয়াছে।

١٠٠- وَجَعَلُوْا لِلّٰهِ شُرَكَآءَ الْجِنَّ وَخَلَقَهُمْ وَخَرَقُوْا لَهٗ بَنِيْنَ وَبَنٰتٍۢ بِغَيْرِ عِلْمٍ ۗ سُبْحٰنَهٗ وَتَعٰلٰى عَمَّا يَصِفُوْنَ ○ ع

১০০। তাহারা জিন্নকে আল্লাহ্‌র শরীক করে, অথচ তিনিই ইহাদিগকে সৃষ্টি করিয়াছেন এবং উহারা অজ্ঞতাবশত আল্লাহ্‌র প্রতি পুত্র-কন্যা আরোপ করে; তিনি পবিত্র—মহিমান্বিত! এবং উহারা যাহা বলে তিনি তাহার ঊর্ধ্বে।

[১৩]

١٠١- بَدِيْعُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ ۗ اَنّٰى يَكُوْنُ لَهٗ وَلَدٌ وَّلَمْ تَكُنْ لَّهٗ صَاحِبَةٌ ۗ وَخَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ ۚ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيْمٌ ○

১০১। তিনি আস্‌মান ও যমীনের স্রষ্টা, তাঁহার সন্তান হইবে কিরূপে? তাঁহার তো কোন ভার্যা নাই। তিনিই তো সমস্ত কিছু সৃষ্টি করিয়াছেন এবং প্রত্যেক বস্তু সম্বন্ধে তিনিই সবিশেষ অবহিত।

١٠٢- ذٰلِكُمُ اللّٰهُ رَبُّكُمْ ۚ لَآ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ ۚ

১০২। তিনিই তো আল্লাহ্‌, তোমাদের প্রতি-পালক; তিনি ব্যতীত কোন ইলাহ্‌ নাই।

৪২২। যায়তুন, জলপাই জাতীয় আরবদেশের ফল বিশেষ, ইহার তৈল খাবার তৈলরূপে ব্যবহৃত হয়।

خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ فَاعْبُدُوْهُ ۚ وَهُوَ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ وَّكِيْلٌ ○

তিনিই সব কিছুর স্রষ্টা; সুতরাং তোমরা তাঁহার 'ইবাদত কর; তিনি সব কিছুর তত্ত্বাবধায়ক।

١٠٣- لَا تُدْرِكُهُ الْاَبْصَارُ ز وَهُوَ يُدْرِكُ الْاَبْصَارَ ۚ وَهُوَ اللَّطِيْفُ الْخَبِيْرُ ○

১০৩। দৃষ্টি তাঁহাকে অবধারণ করিতে পারে না কিন্তু তিনি অবধারণ করেন সকল দৃষ্টি এবং তিনিই সূক্ষ্মদর্শী, সম্যক পরিজ্ঞাত।

١٠٤- قَدْ جَآءَكُمْ بَصَآئِرُ مِنْ رَّبِّكُمْ ۚ فَمَنْ اَبْصَرَ فَلِنَفْسِهٖ ۚ وَمَنْ عَمِيَ فَعَلَيْهَا ۗ وَمَآ اَنَا عَلَيْكُمْ بِحَفِيْظٍ ○

১০৪। তোমাদের প্রতিপালকের নিকট হইতে তোমাদের নিকট স্পষ্ট প্রমাণ অবশ্যই আসিয়াছে। সুতরাং কেহ উহা দেখিলে উহা দ্বারা সে নিজেই লাভবান হইবে, আর কেহ না দেখিলে তাহাতে সে নিজেই ক্ষতিগ্রস্ত হইবে। আমি[৪২৩] তোমাদের সংরক্ষক নহি।

١٠٥- وَكَذٰلِكَ نُصَرِّفُ الْاٰيٰتِ وَلِيَقُوْلُوْا دَرَسْتَ وَلِنُبَيِّنَهٗ لِقَوْمٍ يَّعْلَمُوْنَ ○

১০৫। আমি এইভাবে নিদর্শনাবলী বিভিন্ন প্রকারে বিবৃত করি। ফলে, উহারা[৪২৪] বলে, 'তুমি পড়িয়া লইয়াছ[৪২৫]?' কিন্তু আমি তো সুস্পষ্টভাবে বিবৃত করি জ্ঞানী সম্প্রদায়ের জন্য।

١٠٦- اِتَّبِعْ مَآ اُوْحِيَ اِلَيْكَ مِنْ رَّبِّكَ ۚ لَآ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ ۚ وَاَعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِيْنَ ○

১০৬। তোমার প্রতিপালকের নিকট হইতে তোমার প্রতি যাহা ওহী হয় তুমি তাহারই অনুসরণ কর, তিনি ব্যতীত অন্য কোন ইলাহ্ নাই এবং মুশরিকদের হইতে মুখ ফিরাইয়া লও।

١٠٧- وَلَوْ شَآءَ اللّٰهُ مَآ اَشْرَكُوْا ۗ وَمَا جَعَلْنٰكَ عَلَيْهِمْ حَفِيْظًا ۚ وَمَآ اَنْتَ عَلَيْهِمْ بِوَكِيْلٍ ○

১০৭। আল্লাহ্ যদি ইচ্ছা করিতেন তবে তাহারা শির্‌ক করিত না এবং তোমাকে তাহাদের জন্য রক্ষক নিযুক্ত করি নাই; আর তুমি তাহাদের অভিভাবকও নহ।

৪২৩। আমি অর্থাৎ হযরত মুহাম্মাদ (সাঃ)।
৪২৪। উহারা অর্থাৎ অবিশ্বাসীরা অর্থাৎ পূর্ববর্তী কিতাবসমূহ অধ্যয়ন করিয়াছে।
৪২৫। একজন 'উম্মী' মানুষের মুখে এমন জ্ঞান ও সত্যের বাণী শুনিয়া তাহাদের উচিত ছিল তাঁহার প্রতি ঈমান আনা। কিন্তু তাহারা বলে, 'আপনি কাহারও নিকট পড়িয়া লইয়াছেন।'

১০৮। আল্লাহ্‌কে ছাড়িয়া যাহাদিগকে তাহারা ডাকে তাহাদিগকে তোমরা গালি দিও না। কেননা তাহারা সীমালংঘন করিয়া অজ্ঞানতাবশত আল্লাহ্‌কেও গালি দিবে; এইভাবে আমি প্রত্যেক জাতির দৃষ্টিতে তাহাদের কার্যকলাপ সুশোভন করিয়াছি[৪২৬]; অতঃপর তাহাদের প্রতিপালকের নিকট তাহাদের প্রত্যাবর্তন। অনন্তর তিনি তাহাদিগকে তাহাদের কৃতকার্য সম্বন্ধে অবহিত করিবেন।

١٠٨- وَلَا تَسُبُّوا الَّذِيْنَ يَدْعُوْنَ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ فَيَسُبُّوا اللّٰهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ ؕ كَذٰلِكَ زَيَّنَّا لِكُلِّ اُمَّةٍ عَمَلَهُمْ ۪ ثُمَّ اِلٰى رَبِّهِمْ مَّرْجِعُهُمْ فَيُنَبِّئُهُمْ بِمَا كَانُوْا يَعْمَلُوْنَ ○

১০৯। তাহারা আল্লাহ্‌র নামে কঠিন শপথ করিয়া বলে, তাহাদের নিকট যদি কোন নিদর্শন আসিত তবে অবশ্যই তাহারা ইহাতে ঈমান আনিত। বল, ‘নিদর্শন তো আল্লাহ্‌র ইখতিয়ারভুক্ত। তাহাদের নিকট নিদর্শন আসিলেও তাহারা যে ঈমান আনিবে না ইহা কিভাবে তোমাদের বোধগম্য করান যাইবে?

١٠٩- وَاَقْسَمُوْا بِاللّٰهِ جَهْدَ اَيْمَانِهِمْ لَئِنْ جَآءَتْهُمْ اٰيَةٌ لَّيُؤْمِنُنَّ بِهَا ؕ قُلْ اِنَّمَا الْاٰيٰتُ عِنْدَ اللّٰهِ وَمَا يُشْعِرُكُمْ ۙ اَنَّهَآ اِذَا جَآءَتْ لَا يُؤْمِنُوْنَ ○

১১০। তাহারা যেমন প্রথমবারে উহাতে ঈমান আনে নাই তেমনি আমিও তাহাদের মনোভাবের ও দৃষ্টিভঙ্গির পরিবর্তন করিয়া দিব এবং তাহাদিগকে তাহাদের অবাধ্যতায় উদ্‌ভ্রান্তের ন্যায় ঘুরিয়া বেড়াইতে দিব।

١١٠- وَنُقَلِّبُ اَفْـِٕدَتَهُمْ وَاَبْصَارَهُمْ كَمَا لَمْ يُؤْمِنُوْا بِهٖٓ اَوَّلَ مَرَّةٍ وَّنَذَرُهُمْ فِيْ طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُوْنَ ○ ع

৪২৬। দ্রঃ ২ ঃ ১৪৮ ও ২৭ ঃ ৪।

Contents

অষ্টম পারা

[১৪]

١١١- وَلَوْ اَنَّنَا نَزَّلْنَآ اِلَيْهِمُ الْمَلٰٓئِكَةَ وَكَلَّمَهُمُ الْمَوْتٰى وَحَشَرْنَا عَلَيْهِمْ كُلَّ شَیْءٍ قُبُلًا مَّا كَانُوْا لِيُؤْمِنُوْٓا اِلَّآ اَنْ يَّشَآءَ اللّٰهُ وَلٰكِنَّ اَكْثَرَهُمْ يَجْهَلُوْنَ ○

১১১। আমি[৪২৭] তাহাদের নিকট ফিরিশ্‌তা প্রেরণ করিলেও এবং মৃতেরা তাহাদের সহিত কথা বলিলেও এবং সকল বস্তুকে তাহাদের সম্মুখে হাযির করিলেও যদি না আল্লাহ্ ইচ্ছা করেন তবে তাহারা ঈমান আনিবে না; কিন্তু তাহাদের অধিকাংশই অজ্ঞ।

١١٢- وَكَذٰلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا شَيٰطِيْنَ الْاِنْسِ وَالْجِنِّ يُوْحِیْ بَعْضُهُمْ اِلٰى بَعْضٍ زُخْرُفَ الْقَوْلِ غُرُوْرًا ۭ وَلَوْ شَآءَ رَبُّكَ مَا فَعَلُوْهُ فَذَرْهُمْ وَمَا يَفْتَرُوْنَ ○

১১২। এইরূপে আমি মানব ও জিন্নের মধ্যে শয়তানদিগকে প্রত্যেক নবীর শত্রু করিয়াছি, প্রতারণার উদ্দেশ্যে তাহাদের একে অন্যকে চমকপ্রদ বাক্য দ্বারা প্ররোচিত করে। যদি তোমার প্রতিপালক ইচ্ছা করিতেন তবে তাহারা ইহা করিত না; সুতরাং তুমি তাহাদিগকে ও তাহাদের মিথ্যা রচনাকে বর্জন কর।

١١٣- وَلِتَصْغٰٓى اِلَيْهِ اَفْئِدَةُ الَّذِيْنَ لَا يُؤْمِنُوْنَ بِالْاٰخِرَةِ وَلِيَرْضَوْهُ وَلِيَقْتَرِفُوْا مَا هُمْ مُّقْتَرِفُوْنَ ○

১১৩। আর তাহারা এই উদ্দেশ্যে প্ররোচিত করে যে, যাহারা আখিরাতে বিশ্বাস করে না তাহাদের মন যেন উহার প্রতি অনুরাগী হয় এবং উহাতে যেন তাহারা পরিতুষ্ট হয় আর তাহারা যে অপকর্ম করে তাহাই যেন তাহারা করিতে থাকে।

١١٤- اَفَغَيْرَ اللّٰهِ اَبْتَغِیْ حَكَمًا وَّهُوَ الَّذِیْٓ اَنْزَلَ اِلَيْكُمُ الْكِتٰبَ مُفَصَّلًا ۭ وَالَّذِيْنَ اٰتَيْنٰهُمُ الْكِتٰبَ يَعْلَمُوْنَ اَنَّهٗ مُنَزَّلٌ مِّنْ رَّبِّكَ بِالْحَقِّ فَلَا تَكُوْنَنَّ مِنَ الْمُمْتَرِيْنَ ○

১১৪। বল[৪২৮], 'তবে কি আমি আল্লাহ্ ব্যতীত অন্যকে সালিস মানিব—যদিও তিনিই তোমাদের প্রতি সুস্পষ্ট কিতাব অবতীর্ণ করিয়াছেন!' আমি যাহাদিগকে কিতাব দিয়াছি তাহারা জানে যে, উহা তোমার প্রতিপালকের নিকট হইতে সত্যসহ অবতীর্ণ হইয়াছে। সুতরাং তুমি সন্দিহানদের অন্তর্ভুক্ত হইও না।

৪২৭। 'আমি' অর্থাৎ আল্লাহ্।
৪২৮। 'বল' শব্দটি আরবীতে উহ্য আছে।

১১৫। সত্য ও ন্যায়ের দিক দিয়া তোমার প্রতিপালকের বাণী পরিপূর্ণ। তাঁহার বাক্য পরিবর্তন করিবার কেহ নাই। আর তিনি সর্বশ্রোতা, সর্বজ্ঞ।

١١٥- وَتَمَّتْ كَلِمَتُ رَبِّكَ صِدْقًا وَّعَدْلًا ۚ لَا مُبَدِّلَ لِكَلِمٰتِهٖ ۚ وَهُوَ السَّمِيْعُ الْعَلِيْمُ ○

১১৬। যদি তুমি দুনিয়ার অধিকাংশ লোকের কথামত চল তবে তাহারা তোমাকে আল্লাহ্‌র পথ হইতে বিচ্যুত করিবে। তাহারা তো শুধু অনুমানের অনুসরণ করে; আর তাহারা শুধু অনুমানভিত্তিক কথা বলে।

١١٦- وَاِنْ تُطِعْ اَكْثَرَ مَنْ فِى الْاَرْضِ يُضِلُّوْكَ عَنْ سَبِيْلِ اللّٰهِ ۚ اِنْ يَّتَّبِعُوْنَ اِلَّا الظَّنَّ وَاِنْ هُمْ اِلَّا يَخْرُصُوْنَ ○

১১৭। তাঁহার পথ ছাড়িয়া কে বিপথগামী হয় সে সম্বন্ধে তোমার প্রতিপালক তো সবিশেষ অবহিত এবং সৎপথে যাহারা আছে তাহাও তিনি সবিশেষ অবহিত।

١١٧- اِنَّ رَبَّكَ هُوَ اَعْلَمُ مَنْ يَّضِلُّ عَنْ سَبِيْلِهٖ ۚ وَهُوَ اَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِيْنَ ○

১১৮। তোমরা তাঁহার নিদর্শনে বিশ্বাসী হইলে যাহাতে আল্লাহ্‌র নাম লওয়া হইয়াছে তাহা হইতে আহার কর;

١١٨- فَكُلُوْا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللّٰهِ عَلَيْهِ اِنْ كُنْتُمْ بِاٰيٰتِهٖ مُؤْمِنِيْنَ ○

১১৯। তোমাদের কী হইয়াছে যে, যাহাতে আল্লাহ্‌র নাম লওয়া হইয়াছে[৪২৯] তোমরা তাহা হইতে আহার করিবে না? যাহা তোমাদের জন্য তিনি হারাম করিয়াছেন তাহা তিনি বিশদভাবেই তোমাদের নিকট বিবৃত করিয়াছেন, তবে তোমরা নিরুপায় হইলে তাহা স্বতন্ত্র। অনেকে অজ্ঞানতাবশত নিজেদের খেয়াল-খুশী দ্বারা অবশ্যই অন্যকে বিপথগামী করে; নিশ্চয়ই তোমার প্রতিপালক সীমালংঘনকারীদের সম্বন্ধে সবিশেষ অবহিত।

١١٩- وَمَا لَكُمْ اَلَّا تَاْكُلُوْا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللّٰهِ عَلَيْهِ وَقَدْ فَصَّلَ لَكُمْ مَّا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ اِلَّا مَا اضْطُرِرْتُمْ اِلَيْهِ ۗ وَاِنَّ كَثِيْرًا لَّيُضِلُّوْنَ بِاَهْوَآئِهِمْ بِغَيْرِ عِلْمٍ ۗ اِنَّ رَبَّكَ هُوَ اَعْلَمُ بِالْمُعْتَدِيْنَ ○

১২০। তোমরা প্রকাশ্য এবং প্রচ্ছন্ন পাপ বর্জন কর; যাহারা পাপ করে তাহাদিগকে অচিরেই তাহাদের পাপের সমুচিত শাস্তি দেওয়া হইবে।

١٢٠- وَذَرُوْا ظَاهِرَ الْاِثْمِ وَبَاطِنَهٗ ۗ اِنَّ الَّذِيْنَ يَكْسِبُوْنَ الْاِثْمَ سَيُجْزَوْنَ بِمَا كَانُوْا يَقْتَرِفُوْنَ ○

৪২৯। আল্লাহ্‌র নাম লইয়া যবেহ্‌ করা হইয়াছে।

১২১। যাহাতে আল্লাহ্‌র নাম লওয়া হয় নাই তাহার কিছুই তোমরা আহার করিও না; উহা অবশ্যই পাপ। নিশ্চয়ই শয়তানেরা তাহাদের বন্ধুদিগকে তোমাদের সহিত বিবাদ করিতে প্ররোচনা দেয়; যদি তোমরা তাহাদের কথামত চল তবে তোমরা অবশ্যই মুশরিক হইবে।

١٢١- وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللهِ عَلَيْهِ وَإِنَّهُ لَفِسْقٌ ۗ وَإِنَّ الشَّيٰطِينَ لَيُوحُونَ إِلَىٰ أَوْلِيَآئِهِمْ لِيُجَادِلُوكُمْ ۚ وَإِنْ أَطَعْتُمُوهُمْ إِنَّكُمْ لَمُشْرِكُونَ ○

[১৫]

১২২। যে ব্যক্তি মৃত[৪৩০] ছিল, যাহাকে আমি পরে জীবিত করিয়াছি এবং যাহাকে মানুষের মধ্যে চলিবার জন্য আলোক দিয়াছি সেই ব্যক্তি কি ঐ ব্যক্তির ন্যায় যে অন্ধকারে রহিয়াছে এবং সেই স্থান হইতে বাহির হইবার নহে? এইরূপে কাফিরদের দৃষ্টিতে তাহাদের কৃতকর্ম শোভন করিয়া দেওয়া হইয়াছে।

١٢٢- أَوَمَنْ كَانَ مَيْتًا فَأَحْيَيْنٰهُ وَجَعَلْنَا لَهُ نُورًا يَمْشِي بِهِ فِي النَّاسِ كَمَنْ مَثَلُهُ فِي الظُّلُمٰتِ لَيْسَ بِخَارِجٍ مِنْهَا ۚ كَذٰلِكَ زُيِّنَ لِلْكٰفِرِينَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ○

১২৩। এইরূপে আমি প্রত্যেক জনপদে তথাকার অপরাধীদের প্রধানকে সেখানে চক্রান্ত করার অবকাশ দিয়াছি; কিন্তু তাহারা শুধু তাহাদের নিজেদের বিরুদ্ধে চক্রান্ত করে, অথচ তাহারা উপলব্ধি করে না।

١٢٣- وَكَذٰلِكَ جَعَلْنَا فِي كُلِّ قَرْيَةٍ أَكٰبِرَ مُجْرِمِيهَا لِيَمْكُرُوا فِيهَا ۖ وَمَا يَمْكُرُونَ إِلَّا بِأَنْفُسِهِمْ وَمَا يَشْعُرُونَ ○

১২৪। যখন তাহাদের নিকট কোন নিদর্শন আসে তাহারা তখন বলে, 'আল্লাহ্‌র রাসূলগণকে যাহা দেওয়া হইয়াছিল আমাদিগকেও তাহা না দেওয়া পর্যন্ত আমরা কখনও বিশ্বাস করিব না।' আল্লাহ্ তাঁহার রিসালাতের[৪৩১] ভার কাহার উপর অর্পণ করিবেন তাহা তিনিই ভাল জানেন। যাহারা অপরাধ করিয়াছে, চক্রান্তের জন্য আল্লাহ্‌র নিকট হইতে লাঞ্ছনা ও কঠোর শাস্তি তাহাদের উপর আপতিত হইবেই।

١٢٤- وَإِذَا جَآءَتْهُمْ اٰيَةٌ قَالُوا لَنْ نُؤْمِنَ حَتّٰى نُؤْتٰى مِثْلَ مَآ أُوتِيَ رُسُلُ اللهِ ؕ اَللهُ أَعْلَمُ حَيْثُ يَجْعَلُ رِسَالَتَهُ ۗ سَيُصِيبُ الَّذِينَ أَجْرَمُوا صَغَارٌ عِنْدَ اللهِ وَعَذَابٌ شَدِيدٌ بِمَا كَانُوا يَمْكُرُونَ ○

৪৩০। অর্থাৎ আধ্যাত্মিকভাবে মৃত।
৪৩১। রাসূলের পদ ও দায়িত্ব।

١٢٥- فَمَنْ يُّرِدِ اللّٰهُ اَنْ يَّهْدِيَهٗ يَشْرَحْ صَدْرَهٗ لِلْاِسْلَامِ ۚ وَمَنْ يُّرِدْ اَنْ يُّضِلَّهٗ يَجْعَلْ صَدْرَهٗ ضَيِّقًا حَرَجًا كَاَنَّمَا يَصَّعَّدُ فِى السَّمَآءِ ؕ كَذٰلِكَ يَجْعَلُ اللّٰهُ الرِّجْسَ عَلَى الَّذِيْنَ لَا يُؤْمِنُوْنَ ○

১২৫। আল্লাহ্ কাহাকেও সৎপথে পরিচালিত করিতে চাহিলে তিনি তাহার বক্ষ ইসলামের জন্য প্রশস্ত করিয়া দেন এবং কাহাকেও বিপথগামী করিতে চাহিলে তিনি তাহার বক্ষ অতিশয় সংকীর্ণ করিয়া দেন; তাহার কাছে ইসলাম অনুসরণ আকাশে আরোহণের মতই দুঃসাধ্য হইয়া পড়ে।[৪৩২] যাহারা বিশ্বাস করে না আল্লাহ্ তাহাদিগকে এইরূপে লাঞ্ছিত করেন।

١٢٦- وَهٰذَا صِرَاطُ رَبِّكَ مُسْتَقِيْمًا ؕ قَدْ فَصَّلْنَا الْاٰيٰتِ لِقَوْمٍ يَّذَّكَّرُوْنَ ○

১২৬। ইহাই তোমার প্রতিপালক নির্দেশিত সরল পথ। যাহারা উপদেশ গ্রহণ করে আমি তাহাদের জন্য নিদর্শনসমূহ বিশদভাবে বিবৃত করিয়াছি।

١٢٧- لَهُمْ دَارُ السَّلٰمِ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَهُوَ وَلِيُّهُمْ بِمَا كَانُوْا يَعْمَلُوْنَ ○

১২৭। তাহাদের প্রতিপালকের নিকট তাহাদের জন্য রহিয়াছে শান্তির আলয় এবং তাহারা যাহা করিত তজ্জন্য তিনিই তাহাদের অভিভাবক।

١٢٨- وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ جَمِيْعًا ۚ يٰمَعْشَرَ الْجِنِّ قَدِ اسْتَكْثَرْتُمْ مِّنَ الْاِنْسِ ۚ وَقَالَ اَوْلِيٰٓؤُهُمْ مِّنَ الْاِنْسِ رَبَّنَا اسْتَمْتَعَ بَعْضُنَا بِبَعْضٍ وَّبَلَغْنَآ اَجَلَنَا الَّذِىْٓ اَجَّلْتَ لَنَا ؕ قَالَ النَّارُ مَثْوٰىكُمْ خٰلِدِيْنَ فِيْهَآ اِلَّا مَا شَآءَ اللّٰهُ ؕ اِنَّ رَبَّكَ حَكِيْمٌ عَلِيْمٌ ○

১২৮। যেদিন তিনি তাহাদের সকলকে একত্র করিবেন এবং বলিবেন[৪৩৩], 'হে জিন্ন সম্প্রদায়! তোমরা তো অনেক লোককে তোমাদের অনুগামী করিয়াছিলে' এবং মানব সমাজের মধ্যে তাহাদের বন্ধুগণ বলিবে, 'হে আমাদের প্রতিপালক! আমাদের মধ্যে কতক অপরের দ্বারা লাভবান হইয়াছে এবং তুমি আমাদের জন্য যে সময় নির্ধারিত করিয়াছিলে এখন আমরা উহাতে উপনীত হইয়াছি'। সেদিন আল্লাহ্ বলিবেন, জাহান্নামই তোমাদের বাসস্থান, তোমরা সেথায় স্থায়ী হইবে,' যদি না আল্লাহ্ অন্য রকম ইচ্ছা করেন।[৪৩৪] তোমার প্রতিপালক অবশ্যই প্রজ্ঞাময়, সবিশেষ অবহিত।

৪৩২। صعود في السماء একটি আরবী বাগধারা, ইহার অর্থ কোন কাজ আকাশে উঠার মত দুঃসাধ্য হইয়া যাওয়া।
৪৩৩। 'এবং বলিবেন' শব্দ দুইটি এ স্থলে মূল আরবীতে উহ্য আছে।
৪৩৪। মুশরিকদের জন্য চিরস্থায়ী শাস্তির সিদ্ধান্ত আল্লাহ্ তাঁহার নবীদের মারফত জানাইয়া দিয়াছেন। ইহাই আল্লাহ্‌র ইচ্ছা, আল্লাহ্ যাহা ইচ্ছা তাহাই করেন।

Contents

١٢٩- وَكَذٰلِكَ نُوَلِّيْ بَعْضَ الظّٰلِمِيْنَ بَعْضًاۢ بِمَا كَانُوْا يَكْسِبُوْنَ ۝ ع

১২৯। এইরূপে উহাদের কৃতকর্মের জন্য আমি যালিমদের একদলকে অন্যদলের বন্ধু করিয়া থাকি।

[১৬]

١٣٠- يٰمَعْشَرَ الْجِنِّ وَ الْاِنْسِ اَلَمْ يَاْتِكُمْ رُسُلٌ مِّنْكُمْ يَقُصُّوْنَ عَلَيْكُمْ اٰيٰتِيْ وَيُنْذِرُوْنَكُمْ لِقَآءَ يَوْمِكُمْ هٰذَا ۭ قَالُوْا شَهِدْنَا عَلٰٓى اَنْفُسِنَا وَغَرَّتْهُمُ الْحَيٰوةُ الدُّنْيَا وَ شَهِدُوْا عَلٰٓى اَنْفُسِهِمْ اَنَّهُمْ كَانُوْا كٰفِرِيْنَ ۝

১৩০। আমি উহাদিগকে বলিব[৪৩৫], 'হে জিন্ন ও মানব সম্প্রদায়! তোমাদের মধ্য হইতে কি রাসূলগণ তোমাদের নিকট আসে নাই যাহারা আমার নিদর্শন তোমাদের নিকট বিবৃত করিত এবং তোমাদিগকে এই দিনের সম্মুখীন হওয়া সম্বন্ধে সতর্ক করিত?' উহারা বলিবে, 'আমরা আমাদের বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দিলাম।' বস্তুত পার্থিব জীবন উহাদিগকে প্রতারিত করিয়াছিল, আর উহারা নিজেদের বিরুদ্ধে এ সাক্ষ্যও দিবে, তাহারা কাফির ছিল।

١٣١- ذٰلِكَ اَنْ لَّمْ يَكُنْ رَّبُّكَ مُهْلِكَ الْقُرٰى بِظُلْمٍ وَّ اَهْلُهَا غٰفِلُوْنَ ۝

১৩১। ইহা এইহেতু যে, অধিবাসীবৃন্দ যখন অনবহিত, তখন কোন জনপদকে উহার অন্যায় আচরণের জন্য ধ্বংস করা তোমার প্রতিপালকের কাজ নয়।

١٣٢- وَ لِكُلٍّ دَرَجٰتٌ مِّمَّا عَمِلُوْا ۭ وَمَا رَبُّكَ بِغَافِلٍ عَمَّا يَعْمَلُوْنَ ۝

১৩২। প্রত্যেকে যাহা করে তদনুসারে তাহার স্থান রহিয়াছে এবং উহারা যাহা করে সে সম্বন্ধে তোমার প্রতিপালক অনবহিত নহেন।

١٣٣- وَرَبُّكَ الْغَنِيُّ ذُو الرَّحْمَةِ ۭ اِنْ يَّشَاْ يُذْهِبْكُمْ وَ يَسْتَخْلِفْ مِنْۢ بَعْدِكُمْ مَّا يَشَآءُ كَمَآ اَنْشَاَكُمْ مِّنْ ذُرِّيَّةِ قَوْمٍ اٰخَرِيْنَ ۝

১৩৩। তোমার প্রতিপালক অভাবমুক্ত, দয়াশীল। তিনি ইচ্ছা করিলে তোমাদিগকে অপসারিত করিতে এবং তোমাদের পরে যাহাকে ইচ্ছা তোমাদের স্থলাভিষিক্ত করিতে পারেন, যেমন তোমাদিগকে তিনি অন্য এক সম্প্রদায়ের বংশ হইতে সৃষ্টি করিয়াছেন।

৪৩৫। 'আমি উহাদিগকে বলিব' এই বাক্যটি আরবীতে উহ্য আছে (কুরতুবী, নাসাফী ইত্যাদি)।

١٣٤- إِنَّ مَا تُوعَدُونَ لَآتٍ ۙ وَّمَآ أَنْتُمْ بِمُعْجِزِيْنَ ○

১৩৪। তোমাদের সহিত যাহা ওয়াদা করা হইতেছে উহা বাস্তবায়িত হইবেই, তোমরা তাহা ব্যর্থ করিতে পারিবে না।

١٣٥- قُلْ يٰقَوْمِ اعْمَلُوْا عَلٰى مَكَانَتِكُمْ إِنِّيْ عَامِلٌ ۚ فَسَوْفَ تَعْلَمُوْنَ ۙ مَنْ تَكُوْنُ لَهٗ عَاقِبَةُ الدَّارِ ۗ إِنَّهٗ لَا يُفْلِحُ الظّٰلِمُوْنَ ○

১৩৫। বল, 'হে আমার সম্প্রদায়! তোমরা যেখানে যাহা করিতেছ, করিতে থাক; আমিও আমার কাজ করিতেছি। তোমরা শীঘ্রই জানিতে পারিবে, কাহার পরিণাম মঙ্গলময়। যালিমগণ কখনও সফলকাম হইবে না।'

١٣٦- وَجَعَلُوْا لِلّٰهِ مِمَّا ذَرَاَ مِنَ الْحَرْثِ وَالْأَنْعَامِ نَصِيْبًا فَقَالُوْا هٰذَا لِلّٰهِ بِزَعْمِهِمْ وَهٰذَا لِشُرَكَآئِنَا ۚ فَمَا كَانَ لِشُرَكَآئِهِمْ فَلَا يَصِلُ إِلَى اللّٰهِ ۚ وَمَا كَانَ لِلّٰهِ فَهُوَ يَصِلُ إِلٰى شُرَكَآئِهِمْ ۗ سَآءَ مَا يَحْكُمُوْنَ ○

১৩৬। আল্লাহ্ যে শস্য ও গবাদি পশু সৃষ্টি করিয়াছেন তন্মধ্য হইতে তাহারা আল্লাহ্‌র জন্য এক অংশ নির্দিষ্ট করে এবং নিজেদের ধারণা অনুযায়ী বলে, 'ইহা আল্লাহ্‌র জন্য এবং ইহা আমাদের দেবতাদের জন্য'। যাহা তাহাদের দেবতাদের অংশ তাহা আল্লাহ্‌র কাছে পৌঁছায় না এবং যাহা আল্লাহ্‌র অংশ তাহা তাহাদের দেবতাদের কাছে পৌঁছায়, তাহারা যাহা মীমাংসা করে তাহা নিকৃষ্ট![৪৩৬]

١٣٧- وَكَذٰلِكَ زَيَّنَ لِكَثِيْرٍ مِّنَ الْمُشْرِكِيْنَ قَتْلَ أَوْلَادِهِمْ شُرَكَآؤُهُمْ لِيُرْدُوْهُمْ وَلِيَلْبِسُوْا عَلَيْهِمْ دِيْنَهُمْ ۖ وَلَوْ شَآءَ اللّٰهُ مَا فَعَلُوْهُ فَذَرْهُمْ وَمَا يَفْتَرُوْنَ ○

১৩৭। এইরূপে তাহাদের দেবতাগণ বহু মুশরিকের দৃষ্টিতে তাহাদের সন্তানদের হত্যাকে শোভন করিয়াছে তাহাদের ধ্বংস সাধনের জন্য এবং তাহাদের ধর্ম সম্বন্ধে তাহাদের বিভ্রান্তি সৃষ্টির জন্য; আল্লাহ্ ইচ্ছা করিলে তাহারা ইহা করিত না। সুতরাং তাহাদিগকে তাহাদের মিথ্যা লইয়া থাকিতে দাও।

١٣٨- وَقَالُوْا هٰذِهٖٓ أَنْعَامٌ وَّحَرْثٌ حِجْرٌ ۖ لَّا يَطْعَمُهَآ إِلَّا مَنْ نَّشَآءُ

১৩৮। তাহারা তাহাদের ধারণা অনুসারে বলে, 'এইসব গবাদি পশু ও শস্যক্ষেত্র নিষিদ্ধ; আমরা যাহাকে ইচ্ছা করি সে ব্যতীত কেহ এইসব আহার করিতে পারিবে না,' এবং

৪৩৬। অন্ধকার যুগে মুশরিকদের নির্বুদ্ধিতা ও আল্লাহ্ তা'আলার প্রতি ধৃষ্টতাপূর্ণ কার্যের বর্ণনা দেওয়া হইয়াছে। তাহারা উৎপন্ন ফসল বা গবাদি পশু আল্লাহ্ ও দেবতাদের জন্য উৎসর্গ করিত; ভাল ভাল বস্তু দেবতাদের ভাগে দিত. অধিকন্তু আল্লাহ্‌র ভাগ হইতে দেবতাদের ভাগে মিশাইয়া দিত এই বলিয়া যে, আল্লাহ্ মুখাপেক্ষী নহেন, তাঁহার প্রয়োজন নাই, দেবতাগণ মুখাপেক্ষী, তাহাদের প্রয়োজন রহিয়াছে। অথচ তাহারা এতটুকু বুঝিতে চেষ্টা করিত না যে, মুখাপেক্ষী দেবতা কিরূপে মা'বূদ হইতে পারে।

বِزَعْمِهِمْ وَ اَنْعَامٌ حُرِّمَتْ ظُهُوْرُهَا وَ اَنْعَامٌ لَّا يَذْكُرُوْنَ اسْمَ اللّٰهِ عَلَيْهَا افْتِرَآءً عَلَيْهِ ۭ سَيَجْزِيْهِمْ بِمَا كَانُوْا يَفْتَرُوْنَ ○

কতক গবাদি পশুর পৃষ্ঠে আরোহণ নিষিদ্ধ করা হইয়াছে এবং কতক পশু যবেহ্ করিবার সময় তাহারা আল্লাহ্‌র নাম লয় না। এই সমস্তই তাহারা[৪৩৭] আল্লাহ্ সম্বন্ধে মিথ্যা রচনার উদ্দেশ্যে বলে; তাহাদের এই মিথ্যা রচনার প্রতিফল তিনি অবশ্যই তাহাদিগকে দিবেন।

١٣٩- وَ قَالُوْا مَا فِيْ بُطُوْنِ هٰذِهِ الْاَنْعَامِ خَالِصَةٌ لِّذُكُوْرِنَا وَمُحَرَّمٌ عَلٰٓى اَزْوَاجِنَا ۚ وَاِنْ يَّكُنْ مَّيْتَةً فَهُمْ فِيْهِ شُرَكَآءُ ۭ سَيَجْزِيْهِمْ وَصْفَهُمْ ۭ اِنَّهٗ حَكِيْمٌ عَلِيْمٌ ○

১৩৯। তাহারা আরও বলে, 'এইসব গবাদি পশুর গর্ভে যাহা আছে তাহা আমাদের পুরুষদের জন্য নির্দিষ্ট এবং ইহা আমাদের স্ত্রীদের জন্য অবৈধ, আর উহা যদি মৃত হয় তবে সকলেই[৪৩৮] ইহাতে অংশীদার।' তিনি তাহাদের এইরূপ বলিবার প্রতিফল অচিরেই তাহাদিগকে দিবেন; নিশ্চয়ই তিনি প্রজ্ঞাময়, সর্বজ্ঞ।

١٤٠- قَدْ خَسِرَ الَّذِيْنَ قَتَلُوْٓا اَوْلَادَهُمْ سَفَهًاۢ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَّ حَرَّمُوْا مَا رَزَقَهُمُ اللّٰهُ افْتِرَآءً عَلَى اللّٰهِ ۭ قَدْ ضَلُّوْا وَمَا كَانُوْا مُهْتَدِيْنَ ○ ع

১৪০। যাহারা নির্বুদ্ধিতার দরুন ও অজ্ঞানতাবশত নিজেদের সন্তানদিগকে হত্যা করে এবং আল্লাহ্ প্রদত্ত জীবিকাকে আল্লাহ্ সম্বন্ধে মিথ্যা রচনা করিবার উদ্দেশ্যে নিষিদ্ধ গণ্য করে তাহারা তো ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছে। তাহারা অবশ্যই বিপথগামী হইয়াছে এবং তাহারা সৎপথপ্রাপ্ত ছিল না।

[১৭]

١٤١- وَهُوَ الَّذِيْٓ اَنْشَاَ جَنّٰتٍ مَّعْرُوْشٰتٍ وَّغَيْرَ مَعْرُوْشٰتٍ وَّالنَّخْلَ وَ الزَّرْعَ مُخْتَلِفًا اُكُلُهٗ وَالزَّيْتُوْنَ وَ الرُّمَّانَ مُتَشَابِهًا وَّغَيْرَ

১৪১। তিনিই লতা ও বৃক্ষ-উদ্যানসমূহ[৪৩৯] সৃষ্টি করিয়াছেন এবং খেজুর বৃক্ষ, বিভিন্ন স্বাদ বিশিষ্ট খাদ্যশস্য, যায়তুন[৪৪০] ও দাড়িম্বও সৃষ্টি করিয়াছেন—এইগুলি একে অন্যের সদৃশ এবং বিসদৃশও। যখন উহা ফলবান

৪৩৭ 'এই সমস্তই তাহারা বলে' এই বাক্যটি আরবীতে উহ্য রহিয়াছে।

৪৩৮। এ স্থলে هم সর্বনাম 'নারী-পুরুষ' উভয়ের জন্য ব্যবহৃত হইয়াছে।

৪৩৯। معروشات যে লতাযুক্ত গাছে মাচার প্রয়োজন হয়। غير معروشات যে বৃক্ষ নিজের কাণ্ডের উপর দাঁড়াইতে পারে, মাচার প্রয়োজন হয় না।

৪৪০। ৪২২ নং টীকা দ্রঃ।

مُتَشَابِهٍ ۚ كُلُوا مِنْ ثَمَرِهٖٓ اِذَآ اَثْمَرَ
وَاٰتُوا حَقَّهٗ يَوْمَ حَصَادِهٖ ۖ
وَلَا تُسْرِفُوْا ۚ
اِنَّهٗ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِيْنَ ۝

হয় তখন উহার ফল আহার করিবে আর ফসল তুলিবার দিনে উহার হক[৪৪১] প্রদান করিবে এবং অপচয় করিবে না; নিশ্চয়ই তিনি অপচয়কারীদিগকে পসন্দ করেন না।

١٤٢- وَمِنَ الْاَنْعَامِ حَمُوْلَةً وَّفَرْشًا ۚ
كُلُوْا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللّٰهُ
وَلَا تَتَّبِعُوْا خُطُوٰتِ الشَّيْطٰنِ ۚ
اِنَّهٗ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِيْنٌ ۝

১৪২। গবাদি পশুর মধ্যে কতক ভারবাহী ও কতক ক্ষুদ্রাকার পশু সৃষ্টি করিয়াছেন। আল্লাহ্ যাহা রিয্‌করূপে তোমাদিগকে দিয়াছেন তাহা হইতে আহার কর এবং শয়তানের পদাঙ্ক অনুসরণ করিও না;[৪৪২] সে তো তোমাদের প্রকাশ্য শত্রু;

١٤٣- ثَمٰنِيَةَ اَزْوَاجٍ ۚ مِنَ الضَّاْنِ اثْنَيْنِ
وَمِنَ الْمَعْزِ اثْنَيْنِ ۚ قُلْ ءٰٓالذَّكَرَيْنِ حَرَّمَ
اَمِ الْاُنْثَيَيْنِ اَمَّا اشْتَمَلَتْ عَلَيْهِ
اَرْحَامُ الْاُنْثَيَيْنِ ۚ نَبِّئُوْنِيْ بِعِلْمٍ
اِنْ كُنْتُمْ صٰدِقِيْنَ ۝

১৪৩। নর ও মাদী[৪৪৩] আটটি ঃ মেষের দুইটি ও ছাগলের দুইটি; বল, 'নর দুইটিই কি তিনি নিষিদ্ধ করিয়াছেন কিংবা মাদী দুইটিই অথবা মাদী দুইটির গর্ভে যাহা আছে তাহা? তোমরা সত্যবাদী হইলে প্রমাণসহ আমাকে অবহিত কর';

١٤٤- وَمِنَ الْاِبِلِ اثْنَيْنِ
وَمِنَ الْبَقَرِ اثْنَيْنِ ۚ قُلْ ءٰٓالذَّكَرَيْنِ
حَرَّمَ اَمِ الْاُنْثَيَيْنِ اَمَّا اشْتَمَلَتْ عَلَيْهِ
اَرْحَامُ الْاُنْثَيَيْنِ ۚ اَمْ كُنْتُمْ شُهَدَآءَ
اِذْ وَصّٰىكُمُ اللّٰهُ بِهٰذَا ۚ فَمَنْ اَظْلَمُ
مِمَّنِ افْتَرٰى عَلَى اللّٰهِ كَذِبًا لِّيُضِلَّ النَّاسَ
بِغَيْرِ عِلْمٍ ۚ اِنَّ اللّٰهَ لَا يَهْدِى الْقَوْمَ
الظّٰلِمِيْنَ ۝

১৪৪। এবং উটের দুইটি ও গরুর দুইটি। বল, 'নর দুইটিই কি তিনি নিষিদ্ধ করিয়াছেন কিংবা মাদী দুইটিই অথবা মাদী দুইটির গর্ভে যাহা আছে তাহা? এবং আল্লাহ্ যখন তোমাদিগকে এইসব নির্দেশ দান করেন তখন কি তোমরা উপস্থিত ছিলে?' সুতরাং যে ব্যক্তি অজ্ঞানতাবশত মানুষকে বিভ্রান্ত করিবার জন্য আল্লাহ্ সম্বন্ধে মিথ্যা রচনা করে তাহার চেয়ে অধিক যালিম আর কে? আল্লাহ্ তো যালিম সম্প্রদায়কে সৎপথে পরিচালিত করেন না।

ع

৪৪১। কি পরিমাণ 'দেয়' তাহার বিভিন্ন ব্যাখ্যা প্রদান করা হইয়াছে। সর্বোত্তম ব্যাখ্যায় বলা হইয়াছে যে, মক্কায় অবস্থানকালীন ফকীর-মিসকীনদিগকে উৎপন্ন ফসলের এক অনির্ধারিত অংশ প্রদান করা বাধ্যতামূলক ছিল। মদীনায় হিজরতের ২য় বর্ষে উহার পরিমাণ নির্ধারণ করা হয়, $\frac{১}{২০}$ অংশ সেচের পানিতে উৎপন্ন ফসলে, $\frac{১}{১০}$ বৃষ্টির পানিতে উৎপন্ন ফসলে । ইহাকে 'উশ্‌র' বলে, ইহা ফসলের যাকাত স্বরূপ দেয়।

৪৪২। নিজেদের মনগড়া হালাল-হারাম নির্ধারণ করিয়া ও দেবতাদের উদ্দেশ্যে নৈবেদ্য প্রদান করিয়া।

৪৪৩। ازواج একবচন زوج অর্থ জোড়া। জোড়ার এক প্রকারকেও বুঝায়। যে সকল পশুকে তোমরা খেয়াল-খুশীমত হালাল-হারাম করিয়া থাক, তাহা আট প্রকার।

[১৮]

১৪৫। বল, 'আমার প্রতি যে ওহী হইয়াছে তাহাতে, লোকে যাহা আহার করে তাহার মধ্যে আমি কিছুই হারাম পাই না, মৃত, বহমান রক্ত ও শূকরের মাংস ব্যতীত। কেননা এইগুলি অবশ্যই অপবিত্র অথবা যাহা অবৈধ, আল্লাহ্ ছাড়া অন্যের নামে উৎসর্গের কারণে'। তবে কেহ অবাধ্য না হইয়া এবং সীমালংঘন না করিয়া নিরুপায় হইয়া[৪৪৪] উহা আহার করিলে তোমার প্রতিপালক তো ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু,

١٤٥- قُلْ لَّآ اَجِدُ فِيْ مَآ اُوْحِيَ اِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلٰى طَاعِمٍ يَّطْعَمُهٗٓ اِلَّآ اَنْ يَّكُوْنَ مَيْتَةً اَوْ دَمًا مَّسْفُوْحًا اَوْ لَحْمَ خِنْزِيْرٍ فَاِنَّهٗ رِجْسٌ اَوْ فِسْقًا اُهِلَّ لِغَيْرِ اللّٰهِ بِهٖ ۚ فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَّلَا عَادٍ فَاِنَّ رَبَّكَ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ ○

১৪৬। আমি ইয়াহূদীদের জন্য নখরযুক্ত সমস্ত পশু হারাম করিয়াছিলাম এবং গরু ও ছাগলের চর্বিও তাহাদের জন্য হারাম করিয়াছিলাম, তবে এইগুলির পৃষ্ঠের অথবা অন্ত্রের কিংবা অস্থিসংলগ্ন চর্বি ব্যতীত, তাহাদের অবাধ্যতার দরুন তাহাদিগকে এই প্রতিফল দিয়াছিলাম। নিশ্চয়ই আমি সত্যবাদী।

١٤٦- وَعَلَى الَّذِيْنَ هَادُوْا حَرَّمْنَا كُلَّ ذِيْ ظُفُرٍ ۚ وَمِنَ الْبَقَرِ وَالْغَنَمِ حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ شُحُوْمَهُمَآ اِلَّا مَا حَمَلَتْ ظُهُوْرُهُمَآ اَوِ الْحَوَايَآ اَوْ مَا اخْتَلَطَ بِعَظْمٍ ؕ ذٰلِكَ جَزَيْنٰهُمْ بِبَغْيِهِمْ ۖ وَاِنَّا لَصٰدِقُوْنَ ○

১৪৭। অতঃপর যদি তাহারা তোমাকে প্রত্যাখ্যান করে তবে বল, 'তোমাদের প্রতিপালক সর্বব্যাপী দয়ার মালিক এবং অপরাধী সম্প্রদায়ের উপর হইতে তাঁহার শাস্তি রদ করা হয় না।'

١٤٧- فَاِنْ كَذَّبُوْكَ فَقُلْ رَّبُّكُمْ ذُوْ رَحْمَةٍ وَّاسِعَةٍ ۚ وَلَا يُرَدُّ بَاْسُهٗ عَنِ الْقَوْمِ الْمُجْرِمِيْنَ ○

১৪৮। যাহারা শির্‌ক্ করিয়াছে তাহারা বলিবে, 'আল্লাহ্ যদি ইচ্ছা করিতেন তবে আমরা ও আমাদের পূর্বপুরুষগণ শির্‌ক্ করিতাম না এবং কোন কিছুই হারাম করিতাম না।' এইভাবে তাহাদের পূর্ববর্তিগণও প্রত্যাখ্যান করিয়াছিল, অবশেষে তাহারা আমার শাস্তি ভোগ করিয়াছিল। বল,

١٤٨- سَيَقُوْلُ الَّذِيْنَ اَشْرَكُوْا لَوْ شَآءَ اللّٰهُ مَآ اَشْرَكْنَا وَلَآ اٰبَآؤُنَا وَلَا حَرَّمْنَا مِنْ شَيْءٍ ؕ كَذٰلِكَ كَذَّبَ الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِهِمْ حَتّٰى ذَاقُوْا بَاْسَنَا ؕ قُلْ

৪৪৪। দ্রঃ ১১৮ নং টীকা ও ২ ঃ ১৭৩ আয়াত।

هَلْ عِنْدَكُمْ مِّنْ عِلْمٍ فَتُخْرِجُوْهُ لَنَا ؕ
اِنْ تَتَّبِعُوْنَ اِلَّا الظَّنَّ
وَاِنْ اَنْتُمْ اِلَّا تَخْرُصُوْنَ ○

'তোমাদের নিকট কোন যুক্তি আছে কি? থাকিলে আমার নিকট তাহা পেশ কর; তোমরা শুধু কল্পনারই অনুসরণ কর এবং শুধু মনগড়া কথা বল।'

١٤٩- قُلْ فَلِلّٰهِ الْحُجَّةُ الْبَالِغَةُ ج
فَلَوْ شَآءَ لَهَدٰىكُمْ اَجْمَعِيْنَ ○

১৪৯। বল, 'চূড়ান্ত প্রমাণ তো আল্লাহ্‌রই; তিনি যদি ইচ্ছা করিতেন তবে তোমাদের সকলকে অবশ্যই সৎপথে পরিচালিত করিতেন।'

١٥٠- قُلْ هَلُمَّ شُهَدَآءَكُمُ
الَّذِيْنَ يَشْهَدُوْنَ اَنَّ اللّٰهَ حَرَّمَ هٰذَا ج
فَاِنْ شَهِدُوْا فَلَا تَشْهَدْ مَعَهُمْ ج
وَلَا تَتَّبِعْ اَهْوَآءَ الَّذِيْنَ كَذَّبُوْا بِاٰيٰتِنَا
وَالَّذِيْنَ لَا يُؤْمِنُوْنَ بِالْاٰخِرَةِ
وَهُمْ بِرَبِّهِمْ يَعْدِلُوْنَ ○

১৫০। বল, 'আল্লাহ্ যে ইহা নিষিদ্ধ করিয়াছেন এ সম্বন্ধে যাহারা সাক্ষ্য দিবে তাহাদিগকে হাযির কর।' তাহারা সাক্ষ্য দিলেও তুমি তাহাদের সাথে ইহা স্বীকার করিও না। যাহারা আমার আয়াতসমূহকে প্রত্যাখ্যান করিয়াছে, যাহারা পরকালে বিশ্বাস করে না এবং প্রতিপালকের সমকক্ষ দাঁড় করায়, তুমি তাহাদের খেয়াল-খুশীর অনুসরণ করিও না।

[১৯]

١٥١- قُلْ تَعَالَوْا اَتْلُ مَا حَرَّمَ رَبُّكُمْ عَلَيْكُمْ
اَلَّا تُشْرِكُوْا بِهٖ شَيْـًٔا وَّبِالْوَالِدَيْنِ اِحْسَانًا ج
وَلَا تَقْتُلُوْٓا اَوْلَادَكُمْ مِّنْ اِمْلَاقٍ ؕ
نَحْنُ نَرْزُقُكُمْ وَاِيَّاهُمْ ج وَلَا تَقْرَبُوا
الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ ج
وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِيْ حَرَّمَ اللّٰهُ
اِلَّا بِالْحَقِّ ؕ ذٰلِكُمْ وَصّٰىكُمْ بِهٖ
لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُوْنَ ○

১৫১। বল, 'আইস, তোমাদের প্রতিপালক তোমাদের জন্য যাহা হারাম করিয়াছেন তোমাদিগকে তাহা পড়িয়া শুনাই। উহা এই ঃ 'তোমরা তাঁহার কোন শরীক করিবে না, পিতামাতার প্রতি সদ্ব্যবহার করিবে, দারিদ্র্যের ভয়ে তোমরা তোমাদের সন্তানদিগকে হত্যা করিবে না, আমিই তোমাদিগকে ও তাহাদিগকে রিয্ক দিয়া থাকি। প্রকাশ্যে হউক কিংবা গোপনে হউক, অশ্লীল কাজের নিকটেও যাইবে না। আল্লাহ্ যাহার হত্যা নিষিদ্ধ করিয়াছেন যথার্থ কারণ ব্যতিরেকে তোমরা তাহাকে হত্যা করিবে না।' তোমাদিগকে তিনি এই নির্দেশ দিলেন যেন তোমরা অনুধাবন কর।

١٥٢- وَلَا تَقْرَبُوْا مَالَ الْيَتِيْمِ اِلَّا بِالَّتِيْ
هِيَ اَحْسَنُ حَتّٰى يَبْلُغَ اَشُدَّهٗ ج

১৫২। ইয়াতীম বয়ঃপ্রাপ্ত না হওয়া পর্যন্ত উত্তম ব্যবস্থা ব্যতীত তোমরা তাহার সম্পত্তির

নিকটবর্তী হইবে না এবং পরিমাণ ও ওজন ন্যায্যভাবে পুরাপুরি দিবে। আমি কাহাকেও তাহার সাধ্যাতীত ভার অর্পণ করি না। যখন তোমরা কথা বলিবে তখন ন্যায্য বলিবে স্বজনের সম্পর্কে হইলেও এবং আল্লাহ্‌কে প্রদত্ত অঙ্গীকার পূর্ণ করিবে। এইভাবে আল্লাহ্ তোমাদিগকে নির্দেশ দিলেন যেন তোমরা উপদেশ গ্রহণ কর।

وَ اَوْفُوا الْكَيْلَ وَ الْمِيْزَانَ بِالْقِسْطِ ۚ
لَا نُكَلِّفُ نَفْسًا اِلَّا وُسْعَهَا ۚ
وَ اِذَا قُلْتُمْ فَاعْدِلُوْا
وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبٰى ۚ وَ بِعَهْدِ اللّٰهِ اَوْفُوْا ؕ
ذٰلِكُمْ وَصّٰىكُمْ بِهٖ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُوْنَ ۙ

১৫৩। এবং এই পথই আমার সরল পথ। সুতরাং তোমরা ইহারই অনুসরণ করিবে এবং বিভিন্ন পথ অনুসরণ করিবে না, করিলে উহা তোমাদিগকে তাঁহার পথ হইতে বিচ্ছিন্ন করিবে। এইভাবে আল্লাহ্ তোমাদিগকে নির্দেশ দিলেন যেন তোমরা সাবধান হও।

١٥٣- وَ اَنَّ هٰذَا صِرَاطِيْ مُسْتَقِيْمًا
فَاتَّبِعُوْهُ ۚ وَ لَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ
عَنْ سَبِيْلِهٖ ؕ
ذٰلِكُمْ وَصّٰىكُمْ بِهٖ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُوْنَ ۝

১৫৪। অতঃপর আমি মূসাকে দিয়াছিলাম কিতাব যাহা সৎকর্মপরায়ণের জন্য সম্পূর্ণ, যাহা সমস্ত কিছুর বিশদ বিবরণ, পথনির্দেশ এবং দয়াস্বরূপ—যাহাতে তাহারা তাহাদের প্রতিপালকের সাক্ষাত সম্বন্ধে বিশ্বাস করে।

١٥٤- ثُمَّ اٰتَيْنَا مُوْسَى الْكِتٰبَ تَمَامًا
عَلَى الَّذِيْٓ اَحْسَنَ
وَ تَفْصِيْلًا لِّكُلِّ شَيْءٍ
وَّ هُدًى وَّ رَحْمَةً
لَّعَلَّهُمْ بِلِقَآءِ رَبِّهِمْ يُؤْمِنُوْنَ ۝ ع

[২০]

১৫৫। এই কিতাব আমি নাযিল করিয়াছি যাহা কল্যাণময়। সুতরাং উহার অনুসরণ কর এবং সাবধান হও, তাহা হইলে তোমাদের প্রতি দয়া প্রদর্শন করা হইবে;

١٥٥- وَ هٰذَا كِتٰبٌ اَنْزَلْنٰهُ مُبٰرَكٌ
فَاتَّبِعُوْهُ وَ اتَّقُوْا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُوْنَ ۙ

১৫৬। পাছে তোমরা বল, ‘কিতাব তো শুধু আমাদের পূর্বে দুই সম্প্রদায়ের[৪৪৫] প্রতিই অবতীর্ণ হইয়াছিল; আমরা তাহাদের পঠন-পাঠন সম্বন্ধে তো গাফিল ছিলাম,’

١٥٦- اَنْ تَقُوْلُوْٓا اِنَّمَآ اُنْزِلَ الْكِتٰبُ عَلٰى
طَآئِفَتَيْنِ مِنْ قَبْلِنَا ۪ وَ اِنْ كُنَّا عَنْ
دِرَاسَتِهِمْ لَغٰفِلِيْنَ ۙ

৪৪৫। দুই সম্প্রদায় অর্থাৎ ইয়াহূদী ও খৃষ্টান।

١٥٧- أَوْ تَقُولُوْا لَوْ أَنَّآ أُنْزِلَ عَلَيْنَا الْكِتٰبُ لَكُنَّآ أَهْدٰى مِنْهُمْ ۚ فَقَدْ جَآءَكُمْ بَيِّنَةٌ مِّنْ رَّبِّكُمْ وَهُدًى وَّرَحْمَةٌ ۚ فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ كَذَّبَ بِاٰيٰتِ اللّٰهِ وَصَدَفَ عَنْهَا ۗ سَنَجْزِى الَّذِيْنَ يَصْدِفُوْنَ عَنْ اٰيٰتِنَا سُوْٓءَ الْعَذَابِ بِمَا كَانُوْا يَصْدِفُوْنَ ○

১৫৭। কিংবা তোমরা বল, 'যদি কিতাব আমাদের প্রতি অবতীর্ণ হইত তবে আমরা তো তাহাদের অপেক্ষা অধিক হিদায়াতপ্রাপ্ত হইতাম।' এখন তো তোমাদের নিকট তোমাদের প্রতিপালকের পক্ষ হইতে স্পষ্ট প্রমাণ, হিদায়াত ও রহমত আসিয়াছে। অতঃপর যে কেহ আল্লাহ্‌র নিদর্শনকে প্রত্যাখ্যান করিবে এবং উহা হইতে মুখ ফিরাইয়া লইবে তাহার চেয়ে বড় যালিম আর কে? যাহারা আমার নিদর্শনসমূহ হইতে মুখ ফিরাইয়া লয় সত্যবিমুখিতার জন্য আমি তাহাদিগকে নিকৃষ্ট শাস্তি দিব।

١٥٨- هَلْ يَنْظُرُوْنَ إِلَّآ أَنْ تَأْتِيَهُمُ الْمَلٰٓئِكَةُ أَوْ يَأْتِىَ رَبُّكَ أَوْ يَأْتِىَ بَعْضُ اٰيٰتِ رَبِّكَ ۗ يَوْمَ يَأْتِىْ بَعْضُ اٰيٰتِ رَبِّكَ لَا يَنْفَعُ نَفْسًا إِيْمَانُهَا لَمْ تَكُنْ اٰمَنَتْ مِنْ قَبْلُ أَوْ كَسَبَتْ فِىْٓ إِيْمَانِهَا خَيْرًا ۗ قُلِ انْتَظِرُوْٓا إِنَّا مُنْتَظِرُوْنَ ○

১৫৮। তাহারা শুধু ইহারই না প্রতীক্ষা করে যে, তাহাদের নিকট ফিরিশ্‌তা আসিবে, কিংবা তোমার প্রতিপালক আসিবেন, কিংবা তোমার প্রতিপালকের কোন নিদর্শন আসিবে? যেদিন তোমার প্রতিপালকের কোন নিদর্শন আসিবে সেদিন তাহার ঈমান কাজে আসিবে না,[৪৪৬] যে ব্যক্তি পূর্বে ঈমান আনে নাই কিংবা যে ব্যক্তি ঈমানের মাধ্যমে কল্যাণ অর্জন করে নাই। বল, 'তোমরা প্রতীক্ষা কর, আমরাও প্রতীক্ষায় রহিলাম।'

١٥٩- إِنَّ الَّذِيْنَ فَرَّقُوْا دِيْنَهُمْ وَكَانُوْا شِيَعًا لَّسْتَ مِنْهُمْ فِىْ شَىْءٍ ۗ إِنَّمَآ أَمْرُهُمْ إِلَى اللّٰهِ ثُمَّ يُنَبِّئُهُمْ بِمَا كَانُوْا يَفْعَلُوْنَ ○

১৫৯। যাহারা দীন সম্বন্ধে নানা মতের সৃষ্টি করিয়াছে এবং বিভিন্ন দলে বিভক্ত হইয়াছে তাহাদের কোন দায়িত্ব তোমার নয়; তাহাদের বিষয় আল্লাহ্‌র ইখ্‌তিয়ারভুক্ত। আল্লাহ্ তাহাদিগকে তাহাদের কৃতকর্ম সম্বন্ধে অবহিত করিবেন।

١٦٠- مَنْ جَآءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهٗ عَشْرُ أَمْثَالِهَا ۚ وَمَنْ جَآءَ بِالسَّيِّئَةِ فَلَا يُجْزٰٓى إِلَّا مِثْلَهَا وَهُمْ لَا يُظْلَمُوْنَ ○

১৬০। কেহ কোন সৎকার্য করিলে সে তাহার দশ গুণ পাইবে এবং কেহ কোন অসৎ কার্য করিলে তাহাকে শুধু উহারই প্রতিফল দেওয়া হইবে, আর তাহাদের প্রতি যুলুম করা হইবে না।

৪৪৬। কিয়ামতের সুস্পষ্ট নিদর্শন প্রকাশিত হইবার পরে কাফিরের ঈমান ও গুনাহ্‌গারের তওবা কবুল হইবে না।

١٦١- قُلْ اِنَّنِىْ هَدٰىنِىْ رَبِّىْٓ اِلٰى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيْمٍ ۚ دِيْنًا قِيَمًا مِّلَّةَ اِبْرٰهِيْمَ حَنِيْفًا ۚ وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِيْنَ ○

১৬১। বল, 'আমার প্রতিপালক তো আমাকে সৎপথে পরিচালিত করিয়াছেন। উহাই সুপ্রতিষ্ঠিত দীন,[৪৪৭] ইব্‌রাহীমের ধর্মাদর্শ, সে ছিল একনিষ্ঠ এবং সে মুশরিকদের অন্তর্ভুক্ত ছিল না।'

١٦٢- قُلْ اِنَّ صَلَاتِىْ وَنُسُكِىْ وَمَحْيَاىَ وَمَمَاتِىْ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ ○

১৬২। বল, 'আমার সালাত, আমার 'ইবাদত[৪৪৮], আমার জীবন ও আমার মরণ জগতসমূহের প্রতিপালক আল্লাহ্‌রই উদ্দেশ্যে।'

١٦٣- لَا شَرِيْكَ لَهٗ ۚ وَبِذٰلِكَ اُمِرْتُ وَاَنَا اَوَّلُ الْمُسْلِمِيْنَ ○

১৬৩। 'তাঁহার কোন শরীক নাই এবং আমি ইহারই জন্য আদিষ্ট হইয়াছি এবং আমিই প্রথম মুসলিম।[৪৪৯]

١٦٤- قُلْ اَغَيْرَ اللّٰهِ اَبْغِىْ رَبًّا وَّهُوَ رَبُّ كُلِّ شَىْءٍ ۚ وَلَا تَكْسِبُ كُلُّ نَفْسٍ اِلَّا عَلَيْهَا ۚ وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِّزْرَ اُخْرٰى ۚ ثُمَّ اِلٰى رَبِّكُمْ مَّرْجِعُكُمْ فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ فِيْهِ تَخْتَلِفُوْنَ ○

১৬৪। বল, 'আমি কি আল্লাহ্‌কে ছাড়িয়া অন্য প্রতিপালককে খুঁজিব? অথচ তিনিই সব কিছুর প্রতিপালক।' প্রত্যেকে স্বীয় কৃতকর্মের জন্য দায়ী এবং কেহ অন্য কাহারও ভার গ্রহণ করিবে না। অতঃপর তোমাদের প্রত্যাবর্তন তোমাদের প্রতিপালকের নিকটেই, তৎপর যে বিষয়ে তোমরা মতভেদ করিতে তাহা তিনি তোমাদিগকে অবহিত করিবেন।

١٦٥- وَهُوَ الَّذِىْ جَعَلَكُمْ خَلٰٓئِفَ الْاَرْضِ وَرَفَعَ بَعْضَكُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجٰتٍ لِّيَبْلُوَكُمْ فِىْ مَآ اٰتٰىكُمْ ۗ اِنَّ رَبَّكَ سَرِيْعُ الْعِقَابِ ۖ وَاِنَّهٗ لَغَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ ○ ع

১৬৫। তিনিই তোমাদিগকে দুনিয়ার প্রতিনিধি করিয়াছেন এবং যাহা তিনি তোমাদিগকে দিয়াছেন সে সম্বন্ধে পরীক্ষার উদ্দেশ্যে তোমাদের কতককে কতকের উপর মর্যাদায় উন্নীত করিয়াছেন। তোমার প্রতিপালক তো শাস্তি প্রদানে দ্রুত আর তিনি অবশ্যই ক্ষমাশীল, দয়াময়।

৪৪৭। ৪ নম্বর টীকা দ্রষ্টব্য।
৪৪৮। কুরবানী ও হজ্জ।
৪৪৯। আমার এই তাওহীদের দাওয়াতের প্রতি আমিই সর্বপ্রথম অনুগত।

৭-সূরা আ'রাফ

২০৬ আয়াত, ২৪ রুকূ', মক্কী

।। দয়াময়, পরম দয়ালু আল্লাহ্‌র নামে ।।

১। আলিফ, লাম, মীম, সাদ।

١- الٓمّٓصٓ ۚ

২। তোমার নিকট কিতাব অবতীর্ণ করা হইয়াছে, তোমার মনে যেন ইহার সম্পর্কে কোন সঙ্কোচ না থাকে ইহার দ্বারা সতর্কীকরণের ব্যাপারে এবং মু'মিনদের জন্য ইহা উপদেশ।

٢- كِتٰبٌ اُنْزِلَ اِلَيْكَ فَلَا يَكُنْ فِيْ صَدْرِكَ حَرَجٌ مِّنْهُ لِتُنْذِرَ بِهٖ وَذِكْرٰى لِلْمُؤْمِنِيْنَ ۝

৩। তোমাদের প্রতিপালকের নিকট হইতে তোমাদের নিকট যাহা অবতীর্ণ করা হইয়াছে তোমরা তাহার অনুসরণ কর এবং তাঁহাকে ছাড়া অন্য অভিভাবকের অনুসরণ করিও না। তোমরা খুব অল্পই উপদেশ গ্রহণ কর।

٣- اِتَّبِعُوْا مَآ اُنْزِلَ اِلَيْكُمْ مِّنْ رَّبِّكُمْ وَلَا تَتَّبِعُوْا مِنْ دُوْنِهٖٓ اَوْلِيَآءَ ۗ قَلِيْلًا مَّا تَذَكَّرُوْنَ ۝

৪। কত জনপদকে আমি ধ্বংস করিয়াছি! আমার শাস্তি তাহাদের উপর আপতিত হইয়াছিল রাত্রিতে অথবা দ্বিপ্রহরে যখন তাহারা বিশ্রামরত ছিল।

٤- وَكَمْ مِّنْ قَرْيَةٍ اَهْلَكْنٰهَا فَجَآءَهَا بَاْسُنَا بَيَاتًا اَوْ هُمْ قَآئِلُوْنَ ۝

৫। যখন আমার শাস্তি তাহাদের উপর আপতিত হইয়াছিল তখন তাহাদের কথা শুধু ইহাই ছিল যে, 'নিশ্চয় আমরা যালিম ছিলাম।'

٥- فَمَا كَانَ دَعْوٰىهُمْ اِذْ جَآءَهُمْ بَاْسُنَآ اِلَّآ اَنْ قَالُوْٓا اِنَّا كُنَّا ظٰلِمِيْنَ ۝

৬। অতঃপর যাহাদের নিকট রাসূল প্রেরণ করা হইয়াছিল তাহাদিগকে আমি জিজ্ঞাসা করিবই এবং রাসূলগণকেও জিজ্ঞাসা করিব।

٦- فَلَنَسْـَٔلَنَّ الَّذِيْنَ اُرْسِلَ اِلَيْهِمْ وَلَنَسْـَٔلَنَّ الْمُرْسَلِيْنَ ۝

৭। তৎপর তাহাদের নিকট পূর্ণ জ্ঞানের সহিত তাহাদের কার্যাবলী বিবৃত করিবই, আর আমি তো অনুপস্থিত ছিলাম না।

٧- فَلَنَقُصَّنَّ عَلَيْهِمْ بِعِلْمٍ وَّمَا كُنَّا غَآئِبِيْنَ ۝

٨- وَالْوَزْنُ يَوْمَئِذِنِ الْحَقُّ ۚ فَمَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ○

৮। সেদিনের ওজন করা সত্য। যাহাদের পাল্লা ভারী হইবে তাহারাই সফলকাম হইবে।

٩- وَمَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَٰئِكَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنْفُسَهُمْ بِمَا كَانُوا بِآيَاتِنَا يَظْلِمُونَ ○

৯। আর যাহাদের পাল্লা হাল্‌কা হইবে তাহারাই নিজেদের ক্ষতি করিয়াছে, যেহেতু তাহারা আমার নিদর্শনসমূহকে প্রত্যাখ্যান করিত।

١٠- وَلَقَدْ مَكَّنَّٰكُمْ فِي الْأَرْضِ وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَايِشَ ۗ قَلِيلًا مَا تَشْكُرُونَ ○ ع

১০। আমি তো তোমাদিগকে দুনিয়ায় প্রতিষ্ঠিত করিয়াছি এবং উহাতে তোমাদের জীবিকার ব্যবস্থাও করিয়াছি; তোমরা খুব অল্পই কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন কর।

[২]

١١- وَلَقَدْ خَلَقْنَٰكُمْ ثُمَّ صَوَّرْنَٰكُمْ ثُمَّ قُلْنَا لِلْمَلَٰٓئِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوٓا إِلَّآ إِبْلِيسَ ۗ لَمْ يَكُنْ مِنَ السَّٰجِدِينَ ○

১১। আমিই তোমাদিগকে সৃষ্টি করি, অতঃপর তোমাদের আকৃতি দান করি এবং তৎপর ফিরিশ্‌তাদিগকে আদমকে সিজদা করিতে বলি; ইবলীস ব্যতীত সকলেই সিজদা করিল। সে সিজদাকারীদের অন্তর্ভুক্ত হইল না।

١٢- قَالَ مَا مَنَعَكَ أَلَّا تَسْجُدَ إِذْ أَمَرْتُكَ ۖ قَالَ أَنَا خَيْرٌ مِنْهُ ۚ خَلَقْتَنِي مِنْ نَارٍ وَخَلَقْتَهُ مِنْ طِينٍ ○

১২। তিনি বলিলেন, 'আমি যখন তোমাকে আদেশ দিলাম তখন কী তোমাকে নিবৃত্ত করিল যে, তুমি সিজদা করিলে না?' সে বলিল, 'আমি তাহার অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ; তুমি আমাকে অগ্নি দ্বারা সৃষ্টি করিয়াছ এবং তাহাকে কর্দম দ্বারা সৃষ্টি করিয়াছ।'

١٣- قَالَ فَاهْبِطْ مِنْهَا فَمَا يَكُونُ لَكَ أَنْ تَتَكَبَّرَ فِيهَا فَاخْرُجْ إِنَّكَ مِنَ الصَّٰغِرِينَ ○

১৩। তিনি বলিলেন, 'এই স্থান হইতে নামিয়া যাও, এখানে থাকিয়া অহংকার করিবে, ইহা হইতে পারে না। সুতরাং বাহির হইয়া যাও, তুমি অধমদের অন্তর্ভুক্ত।'

١٤- قَالَ أَنْظِرْنِيٓ إِلَىٰ يَوْمِ يُبْعَثُونَ ○

১৪। সে বলিল, 'পুনরুত্থান দিবস পর্যন্ত আমাকে অবকাশ দাও।'

১৫- قَالَ اِنَّكَ مِنَ الْمُنْظَرِيْنَ ○

১৫। তিনি বলিলেন, 'যাহাদিগকে অবকাশ দেওয়া হইয়াছে তুমি অবশ্যই তাহাদের অন্তর্ভুক্ত হইলে।'

১৬- قَالَ فَبِمَآ اَغْوَيْتَنِىْ
لَاَقْعُدَنَّ لَهُمْ صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيْمَ ○

১৬। সে বলিল, 'তুমি আমাকে শাস্তিদান করিলে, এইজন্য আমিও তোমার সরল পথে মানুষের[৪৫০] জন্য নিশ্চয় ওঁত পাতিয়া থাকিব।

১৭- ثُمَّ لَاٰتِيَنَّهُمْ مِّنْۢ بَيْنِ اَيْدِيْهِمْ
وَمِنْ خَلْفِهِمْ وَعَنْ اَيْمَانِهِمْ وَعَنْ
شَمَآئِلِهِمْ ؕ وَلَا تَجِدُ اَكْثَرَهُمْ شٰكِرِيْنَ ○

১৭। 'অতঃপর আমি তাহাদের নিকট আসিবই তাহাদের সম্মুখ, পশ্চাৎ, দক্ষিণ ও বাম দিক হইতে এবং তুমি তাহাদের অধিকাংশকে কৃতজ্ঞ পাইবে না।'

১৮- قَالَ اخْرُجْ مِنْهَا مَذْءُوْمًا مَّدْحُوْرًا ؕ
لَمَنْ تَبِعَكَ مِنْهُمْ لَاَمْلَئَنَّ
جَهَنَّمَ مِنْكُمْ اَجْمَعِيْنَ ○

১৮। তিনি বলিলেন, 'এই স্থান হইতে ধিকৃত ও বিতাড়িত অবস্থায় বাহির হইয়া যাও। মানুষের মধ্যে যাহারা তোমার অনুসরণ করিবে নিশ্চয় আমি তোমাদের সকলের দ্বারা জাহান্নাম পূর্ণ করিবই।'

১৯- وَيٰٓاٰدَمُ اسْكُنْ اَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ
فَكُلَا مِنْ حَيْثُ شِئْتُمَا وَلَا تَقْرَبَا هٰذِهِ
الشَّجَرَةَ فَتَكُوْنَا مِنَ الظّٰلِمِيْنَ ○

১৯। 'হে আদম! তুমি ও তোমার স্ত্রী জান্নাতে বসবাস কর এবং যেথা ইচ্ছা আহার কর, কিন্তু এই বৃক্ষের নিকটবর্তী হইও না, হইলে তোমরা যালিমদের অন্তর্ভুক্ত হইবে।'

২০- فَوَسْوَسَ لَهُمَا الشَّيْطٰنُ لِيُبْدِىَ
لَهُمَا مَاوٗرِىَ عَنْهُمَا مِنْ سَوْاٰتِهِمَا
وَقَالَ مَا نَهٰىكُمَا رَبُّكُمَا عَنْ هٰذِهِ
الشَّجَرَةِ اِلَّآ اَنْ تَكُوْنَا مَلَكَيْنِ اَوْ تَكُوْنَا
مِنَ الْخٰلِدِيْنَ ○

২০। অতঃপর তাহাদের লজ্জাস্থান, যাহা তাহাদের নিকটে গোপন রাখা হইয়াছিল তাহা তাহাদের কাছে প্রকাশ করিবার জন্য শয়তান তাহাদিগকে কুমন্ত্রণা দিল এবং বলিল, 'পাছে তোমরা উভয়ে ফিরিশ্‌তা হইয়া যাও কিংবা তোমরা স্থায়ী হও এইজন্যই তোমাদের প্রতিপালক এই বৃক্ষ সম্বন্ধে তোমাদিগকে নিষেধ করিয়াছেন।'

২১- وَقَاسَمَهُمَآ اِنِّىْ لَكُمَا لَمِنَ
النّٰصِحِيْنَ ○

২১। সে তাহাদের উভয়ের নিকট শপথ করিয়া বলিল, 'আমি তো তোমাদের হিতাকাঙ্ক্ষীদের একজন।'

৪৫০। هم -এর অর্থ 'তাহারা'; এখানে 'মানুষ' অর্থ করা হইয়াছে।

২২। এইভাবে সে তাহাদিগকে প্রবঞ্চনার দ্বারা অধঃপতিত করিল। তৎপর যখন তাহারা সেই বৃক্ষ-ফলের আস্বাদ গ্রহণ করিল, তখন তাহাদের লজ্জাস্থান তাহাদের নিকট প্রকাশ হইয়া পড়িল এবং তাহারা জান্নাতের পাতা দ্বারা নিজদিগকে আবৃত করিতে লাগিল। তখন তাহাদের প্রতিপালক তাহাদিগকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, 'আমি কি তোমাদিগকে এই বৃক্ষের নিকটবর্তী হইতে বারণ করি নাই এবং আমি কি তোমাদিগকে বলি নাই যে, শয়তান তো তোমাদের প্রকাশ্য শত্রু?'

٢٢- فَدَلّٰهُمَا بِغُرُوْرٍ ۚ فَلَمَّا ذَاقَا الشَّجَرَةَ بَدَتْ لَهُمَا سَوْاٰتُهُمَا وَ طَفِقَا يَخْصِفٰنِ عَلَيْهِمَا مِنْ وَّرَقِ الْجَنَّةِ ؕ وَنَادٰىهُمَا رَبُّهُمَآ اَلَمْ اَنْهَكُمَا عَنْ تِلْكُمَا الشَّجَرَةِ وَاَقُلْ لَّكُمَآ اِنَّ الشَّيْطٰنَ لَكُمَا عَدُوٌّ مُّبِيْنٌ ○

২৩। তাহারা বলিল, 'হে আমাদের প্রতিপালক! আমরা নিজেদের প্রতি অন্যায় করিয়াছি, যদি তুমি আমাদিগকে ক্ষমা না কর এবং দয়া না কর তবে তো আমরা ক্ষতিগ্রস্তদের অন্তর্ভুক্ত হইব।'

٢٣- قَالَا رَبَّنَا ظَلَمْنَآ اَنْفُسَنَا ٚ وَاِنْ لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُوْنَنَّ مِنَ الْخٰسِرِيْنَ ○

২৪। তিনি বলিলেন, 'তোমরা নামিয়া যাও,[৪৫১] তোমরা একে অন্যের শত্রু এবং পৃথিবীতে কিছু কালের জন্য তোমাদের বসবাস ও জীবিকা রহিল।'

٢٤- قَالَ اهْبِطُوْا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ ۚ وَلَكُمْ فِي الْاَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَّمَتَاعٌ اِلٰى حِيْنٍ ○

২৫। তিনি বলিলেন, 'সেখানেই তোমরা জীবন যাপন করিবে, সেখানেই তোমাদের মৃত্যু হইবে এবং তথা হইতেই তোমাদিগকে বাহির করিয়া আনা হইবে।'

٢٥- قَالَ فِيْهَا تَحْيَوْنَ وَفِيْهَا تَمُوْتُوْنَ وَمِنْهَا تُخْرَجُوْنَ ۝٢٥ ع

[৩]

২৬। হে বনী আদম! তোমাদের লজ্জাস্থান ঢাকিবার ও বেশ-ভূষার জন্য আমি তোমাদিগকে পরিচ্ছদ দিয়াছি এবং তাকওয়ার পরিচ্ছদ[৪৫২], ইহাই সর্বোৎকৃষ্ট। ইহা আল্লাহ্র নিদর্শনসমূহের অন্যতম, যাহাতে তাহারা উপদেশ গ্রহণ করে।

٢٦- يٰبَنِيْٓ اٰدَمَ قَدْ اَنْزَلْنَا عَلَيْكُمْ لِبَاسًا يُّوَارِيْ سَوْاٰتِكُمْ وَرِيْشًا ؕ وَلِبَاسُ التَّقْوٰى ۙ ذٰلِكَ خَيْرٌ ؕ ذٰلِكَ مِنْ اٰيٰتِ اللّٰهِ لَعَلَّهُمْ يَذَّكَّرُوْنَ ○

৪৫১। আদম সন্তান এবং শয়তান ও তাহার সাঙ্গ-পাঙ্গরা।
৪৫২। তাকওয়ার পরিচ্ছদ অর্থাৎ সৎকাজ ও আল্লাহ্ভীতি।

Contents

২৭। হে বনী আদম! শয়তান যেন তোমাদিগকে কিছুতেই প্রলুব্ধ না করে—যেভাবে তোমাদের পিতামাতাকে সে জান্নাত হইতে বহিষ্কৃত করিয়াছিল, তাহাদিগকে তাহাদের লজ্জাস্থান দেখাইবার জন্য বিবস্ত্র করিয়াছিল। সে নিজে এবং তাহার দল তোমাদিগকে এমনভাবে দেখে যে, তোমরা তাহাদিগকে দেখিতে পাও না। যাহারা ঈমান আনে না, শয়তানকে আমি তাহাদের অভিভাবক করিয়াছি।

٢٧- يٰبَنِيْٓ اٰدَمَ لَا يَفْتِنَنَّكُمُ الشَّيْطٰنُ كَمَآ اَخْرَجَ اَبَوَيْكُمْ مِّنَ الْجَنَّةِ يَنْزِعُ عَنْهُمَا لِبَاسَهُمَا لِيُرِيَهُمَا سَوْاٰتِهِمَا ؕ اِنَّهٗ يَرٰىكُمْ هُوَ وَقَبِيْلُهٗ مِنْ حَيْثُ لَا تَرَوْنَهُمْ ؕ اِنَّا جَعَلْنَا الشَّيٰطِيْنَ اَوْلِيَآءَ لِلَّذِيْنَ لَا يُؤْمِنُوْنَ ○

২৮। যখন তাহারা কোন অশ্লীল আচরণ করে তখন বলে, 'আমরা আমাদের পূর্বপুরুষকে ইহা করিতে দেখিয়াছি এবং আল্লাহ্ও আমাদিগকে ইহার নির্দেশ দিয়াছেন।' বল, 'আল্লাহ্ অশ্লীল আচরণের নির্দেশ দেন না। তোমরা কি আল্লাহ্ সম্বন্ধে এমন কিছু বলিতেছ যাহা তোমরা জান না?'

٢٨- وَاِذَا فَعَلُوْا فَاحِشَةً قَالُوْا وَجَدْنَا عَلَيْهَآ اٰبَآءَنَا وَاللّٰهُ اَمَرَنَا بِهَا ؕ قُلْ اِنَّ اللّٰهَ لَا يَاْمُرُ بِالْفَحْشَآءِ ؕ اَتَقُوْلُوْنَ عَلَى اللّٰهِ مَا لَا تَعْلَمُوْنَ ○

২৯। বল, 'আমার প্রতিপালক নির্দেশ দিয়াছেন ন্যায়বিচারের।'[৪৫৩] প্রত্যেক সালাতে তোমাদের লক্ষ্য স্থির রাখিবে এবং তাঁহারই আনুগত্যে বিশুদ্ধচিত্ত হইয়া একনিষ্ঠভাবে তাঁহাকে ডাকিবে। তিনি যেভাবে প্রথমে তোমাদিগকে সৃষ্টি করিয়াছেন তোমরা সেইভাবে ফিরিয়া আসিবে।

٢٩- قُلْ اَمَرَ رَبِّيْ بِالْقِسْطِ ۫ وَاَقِيْمُوْا وُجُوْهَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ وَّادْعُوْهُ مُخْلِصِيْنَ لَهُ الدِّيْنَ ۬ كَمَا بَدَاَكُمْ تَعُوْدُوْنَ ○

৩০। একদলকে তিনি সৎপথে পরিচালিত করিয়াছেন এবং অপর দলের পথভ্রান্তি নির্ধারিত হইয়াছে। তাহারা আল্লাহ্কে ছাড়িয়া শয়তানকে তাহাদের অভিভাবক করিয়াছিল এবং মনে করিত তাহারাই সৎপথপ্রাপ্ত।

٣٠- فَرِيْقًا هَدٰى وَفَرِيْقًا حَقَّ عَلَيْهِمُ الضَّلٰلَةُ ؕ اِنَّهُمُ اتَّخَذُوا الشَّيٰطِيْنَ اَوْلِيَآءَ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ وَيَحْسَبُوْنَ اَنَّهُمْ مُّهْتَدُوْنَ ○

৪৫৩। এখানে 'মসজিদ' শব্দটি সালাত অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে। -বায়দাবী

٣١- يٰبَنِيْٓ اٰدَمَ خُذُوْا زِيْنَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ وَّكُلُوْا وَاشْرَبُوْا وَلَا تُسْرِفُوْا ۚ اِنَّهٗ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِيْنَ ۝

৩১। হে বনী আদম! প্রত্যেক সালাতের সময় তোমরা সুন্দর পরিচ্ছদ[৪৫৪] পরিধান করিবে, আহার করিবে ও পান করিবে কিন্তু অপচয় করিবে না। নিশ্চয়ই তিনি অপচয়কারীদিগকে পসন্দ করেন না।

[৪]

٣٢- قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِيْنَةَ اللّٰهِ الَّتِيْٓ اَخْرَجَ لِعِبَادِهٖ وَالطَّيِّبٰتِ مِنَ الرِّزْقِ ؕ قُلْ هِيَ لِلَّذِيْنَ اٰمَنُوْا فِي الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا خَالِصَةً يَّوْمَ الْقِيٰمَةِ ؕ كَذٰلِكَ نُفَصِّلُ الْاٰيٰتِ لِقَوْمٍ يَّعْلَمُوْنَ ۝

৩২। বল, 'আল্লাহ্ স্বীয় বান্দাদের জন্য যেসব শোভার বস্তু ও বিশুদ্ধ জীবিকা সৃষ্টি করিয়াছেন তাহা কে হারাম করিয়াছে?' বল, 'পার্থিব জীবনে বিশেষ করিয়া কিয়ামতের দিনে এই সমস্ত তাহাদের জন্য, যাহারা ঈমান আনে।[৪৫৫] এইরূপে আমি জ্ঞানী সম্প্রদায়ের জন্য নিদর্শন বিশদভাবে বিবৃত করি।

٣٣- قُلْ اِنَّمَا حَرَّمَ رَبِّيَ الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ وَالْاِثْمَ وَالْبَغْيَ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَاَنْ تُشْرِكُوْا بِاللّٰهِ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهٖ سُلْطٰنًا وَّاَنْ تَقُوْلُوْا عَلَى اللّٰهِ مَا لَا تَعْلَمُوْنَ ۝

৩৩। বল, 'নিশ্চয়ই আমার প্রতিপালক হারাম করিয়াছেন প্রকাশ্য ও গোপন অশ্লীলতা আর পাপ এবং অসংগত বিরোধিতা এবং কোন কিছুকে আল্লাহ্র শরীক করা— যাহার কোন সনদ তিনি প্রেরণ করেন নাই, এবং আল্লাহ্ সম্বন্ধে এমন কিছু বলা যাহা তোমরা জান না।'

٣٤- وَلِكُلِّ اُمَّةٍ اَجَلٌ ۚ فَاِذَا جَآءَ اَجَلُهُمْ لَا يَسْتَاْخِرُوْنَ سَاعَةً وَّلَا يَسْتَقْدِمُوْنَ ۝

৩৪। প্রত্যেক জাতির এক নির্দিষ্ট সময় আছে। যখন তাহাদের সময় আসিবে তখন তাহারা মুহূর্তকাল বিলম্ব করিতে পারিবে না এবং ত্বরাও করিতে পারিবে না।

٣٥- يٰبَنِيْٓ اٰدَمَ اِمَّا يَاْتِيَنَّكُمْ رُسُلٌ مِّنْكُمْ يَقُصُّوْنَ عَلَيْكُمْ اٰيٰتِيْ ۙ فَمَنِ اتَّقٰى وَاَصْلَحَ

৩৫। হে বনী আদম! যদি তোমাদের মধ্য হইতে কোন রাসূল তোমাদের নিকট আসিয়া আমার নিদর্শন বিবৃত করে তখন যাহারা সাবধান হইবে এবং নিজেদের

৪৫৪। কাফিরগণ হজ্জ ও 'উমরার সময় উলঙ্গ হইয়া কা'বার তাওয়াফ করিত। বিধি মুতাবিক পোশাক পরিধান করিয়া 'ইবাদত করিতে এই আয়াতে নির্দেশ দেওয়া হইয়াছে।

৪৫৫। আল্লাহ্ প্রদত্ত জীবিকা গ্রহণ করিয়া মানুষ আল্লাহ্র 'ইবাদত করিবে, ইহাই ছিল স্বাভাবিক। এই হিসাবে দুনিয়ার সব কিছুই অনুগত বান্দাদের জন্য সৃষ্টি করা হইয়াছে, কিন্তু কাফিরদিগকে দুনিয়ার এই সকল বস্তু হইতে বঞ্চিত করা হয় নাই, অবশ্য আখিরাতে তাহাদের কোন অংশ থাকিবে না।

فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُوْنَ ○

সংশোধন করিবে, তাহা হইলে তাহাদের কোন ভয় থাকিবে না এবং তাহারা দুঃখিতও হইবে না।

٣٦- وَالَّذِيْنَ كَذَّبُوْا بِاٰيٰتِنَا وَاسْتَكْبَرُوْا عَنْهَآ اُولٰٓئِكَ اَصْحٰبُ النَّارِ ۚ هُمْ فِيْهَا خٰلِدُوْنَ ○

৩৬। যাহারা আমার নিদর্শনকে অস্বীকার করিয়াছে এবং সে সম্বন্ধে অহংকার করিয়াছে তাহারাই অগ্নিবাসী, সেখানে তাহারা স্থায়ী হইবে।

٣٧- فَمَنْ اَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرٰى عَلَى اللّٰهِ كَذِبًا اَوْ كَذَّبَ بِاٰيٰتِهٖ ؕ اُولٰٓئِكَ يَنَالُهُمْ نَصِيْبُهُمْ مِّنَ الْكِتٰبِ ؕ حَتّٰٓى اِذَا جَآءَتْهُمْ رُسُلُنَا يَتَوَفَّوْنَهُمْ ۙ قَالُوْٓا اَيْنَ مَا كُنْتُمْ تَدْعُوْنَ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ ؕ قَالُوْا ضَلُّوْا عَنَّا وَشَهِدُوْا عَلٰٓى اَنْفُسِهِمْ اَنَّهُمْ كَانُوْا كٰفِرِيْنَ ○

৩৭। যে ব্যক্তি আল্লাহ্ সম্বন্ধে মিথ্যা রচনা করে কিংবা তাঁহার নিদর্শনকে অস্বীকার করে তাহার অপেক্ষা বড় যালিম আর কে? তাহাদের জন্য যে হিস্সা লিপিবদ্ধ রহিয়াছে উহা তাহাদের নিকট পৌঁছিবে। যতক্ষণ না আমার ফিরিশ্তাগণ[৪৫৬] জান কবজের জন্য তাহাদের নিকট আসিবে ও জিজ্ঞাসা করিবে, 'আল্লাহ্ ছাড়া যাহাদিগকে তোমরা ডাকিতে তাহারা কোথায়?' তাহারা বলিবে, 'তাহারা আমাদের নিকট হইতে অন্তর্হিত হইয়াছে' এবং তাহারা স্বীকার করিবে যে, তাহারা কাফির ছিল।

٣٨- قَالَ ادْخُلُوْا فِيْٓ اُمَمٍ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِكُمْ مِّنَ الْجِنِّ وَالْاِنْسِ فِي النَّارِ ؕ كُلَّمَا دَخَلَتْ اُمَّةٌ لَّعَنَتْ اُخْتَهَا ؕ حَتّٰٓى اِذَا ادَّارَكُوْا فِيْهَا جَمِيْعًا ۙ قَالَتْ اُخْرٰىهُمْ لِاُوْلٰىهُمْ رَبَّنَا هٰٓؤُلَآءِ اَضَلُّوْنَا فَاٰتِهِمْ عَذَابًا ضِعْفًا مِّنَ النَّارِ ۬ؕ قَالَ لِكُلٍّ ضِعْفٌ وَّلٰكِنْ لَّا تَعْلَمُوْنَ ○

৩৮। আল্লাহ্ বলিবেন, 'তোমাদের পূর্বে যে জিন্ন ও মানবদল গত হইয়াছে তাহাদের সহিত তোমরা অগ্নিতে প্রবেশ কর'। যখনই কোন দল উহাতে প্রবেশ করিবে তখনই অপর দলকে তাহারা অভিসম্পাত করিবে, এমনকি যখন সকলে উহাতে একত্র হইবে তখন তাহাদের পরবর্তিগণ পূর্ববর্তীদের সম্পর্কে বলিবে, 'হে আমাদের প্রতিপালক! ইহারাই আমাদিগকে বিভ্রান্ত করিয়াছিল; সুতরাং ইহাদিগকে দ্বিগুণ অগ্নি-শাস্তি দাও।' আল্লাহ্ বলিবেন, 'প্রত্যেকের জন্য দ্বিগুণ রহিয়াছে, কিন্তু তোমরা জান না।'

٣٩- وَقَالَتْ اُوْلٰىهُمْ لِاُخْرٰىهُمْ فَمَا كَانَ لَكُمْ عَلَيْنَا مِنْ فَضْلٍ فَذُوْقُوا الْعَذَابَ بِمَا كُنْتُمْ تَكْسِبُوْنَ ○ ع

৩৯। তাহাদের পূর্ববর্তিগণ পরবর্তীদিগকে বলিবে, 'আমাদের উপর তোমাদের কোন শ্রেষ্ঠত্ব নাই, সুতরাং তোমরা তোমাদের কৃতকর্মের শাস্তি আস্বাদন কর।

৪৫৬। رسول শব্দটি কখনও কখনও ফিরিশ্তা অর্থে ব্যবহৃত হয়। কুরআন শরীফে ইহার অনেক দৃষ্টান্ত রহিয়াছে।

[৫]

٤٠- إِنَّ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا
وَاسْتَكْبَرُوا عَنْهَا لَا تُفَتَّحُ لَهُمْ أَبْوَابُ
السَّمَاءِ وَلَا يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ حَتَّىٰ
يَلِجَ الْجَمَلُ فِي سَمِّ الْخِيَاطِ ۚ
وَكَذَٰلِكَ نَجْزِي الْمُجْرِمِينَ ○

৪০। যাহারা আমার নিদর্শনকে অস্বীকার এবং সে সম্বন্ধে অহংকার করে, তাহাদের জন্য আকাশের দ্বার উন্মুক্ত করা হইবে না[৪৫৭] এবং তাহারা জান্নাতেও প্রবেশ করিতে পারিবে না—যতক্ষণ না সূঁচের ছিদ্রপথে উষ্ট্র প্রবেশ করে।[৪৫৮] এইরূপে আমি অপরাধীদিগকে প্রতিফল দিব।

٤١- لَهُم مِّن جَهَنَّمَ مِهَادٌ وَ
مِن فَوْقِهِمْ غَوَاشٍ ۚ
وَكَذَٰلِكَ نَجْزِي الظَّالِمِينَ ○

৪১। তাহাদের শয্যা হইবে জাহান্নামের এবং তাহাদের উপরের আচ্ছাদনও; এইভাবে আমি যালিমদিগকে প্রতিফল দিব।

٤٢- وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ
لَا نُكَلِّفُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا أُولَٰئِكَ
أَصْحَابُ الْجَنَّةِ ۖ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ○

৪২। আমি কাহাকেও তাহার সাধ্যাতীত ভার অর্পণ করি না। যাহারা ঈমান আনে ও সৎকার্য করে উহারাই জান্নাতবাসী, সেখানে তাহারা স্থায়ী হইবে।

٤٣- وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِم مِّنْ غِلٍّ
تَجْرِي مِن تَحْتِهِمُ الْأَنْهَارُ ۖ
وَقَالُوا الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي هَدَانَا لِهَٰذَا
وَمَا كُنَّا لِنَهْتَدِيَ لَوْلَا أَنْ هَدَانَا اللَّهُ ۖ
لَقَدْ جَاءَتْ رُسُلُ رَبِّنَا بِالْحَقِّ ۖ
وَنُودُوا أَن تِلْكُمُ الْجَنَّةُ
أُورِثْتُمُوهَا بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ ○

৪৩। আমি তাহাদের অন্তর হইতে ঈর্ষা দূর করিব, তাহাদের পাদদেশে প্রবাহিত হইবে নদী এবং তাহারা বলিবে, 'প্রশংসা আল্লাহ্‌রই যিনি আমাদিগকে ইহার পথ দেখাইয়াছেন। আল্লাহ্ আমাদিগকে পথ না দেখাইলে আমরা কখনও পথ পাইতাম না। আমাদের প্রতিপালকের রাসূলগণ তো সত্যবাণী আনিয়াছিল,' এবং তাহাদিগকে সম্বোধন করিয়া বলা হইবে, 'তোমরা যাহা করিতে তাহারই জন্য তোমাদিগকে এই জান্নাতের উত্তরাধিকারী করা হইয়াছে।'

٤٤- وَنَادَىٰ أَصْحَابُ الْجَنَّةِ أَصْحَابَ النَّارِ
أَن قَدْ وَجَدْنَا مَا وَعَدَنَا رَبُّنَا حَقًّا

৪৪। জান্নাতবাসিগণ অগ্নিবাসীদিগকে সম্বোধন করিয়া বলিবে, 'আমাদের প্রতিপালক আমাদিগকে যে প্রতিশ্রুতি দিয়াছিলেন আমরা তো তাহা সত্য পাইয়াছি।

৪৫৭। অর্থাৎ তাহাদের কোন সৎকাজ অথবা দু'আ কবূল হইবে না।
৪৫৮। অর্থাৎ তাহাদের জান্নাতে প্রবেশ অসম্ভব।

فَهَلْ وَجَدْتُّمْ مَّا وَعَدَ رَبُّكُمْ حَقًّا ۚ
قَالُوْا نَعَمْ ۚ
فَاَذَّنَ مُؤَذِّنٌۢ
بَيْنَهُمْ اَنْ لَّعْنَةُ اللّٰهِ عَلَى الظّٰلِمِيْنَ ۙ

তোমাদের প্রতিপালক তোমাদিগকে যে প্রতিশ্রুতি দিয়াছিলেন তোমরা তাহা সত্য পাইয়াছ কি?' উহারা বলিবে, 'হাঁ।' অতঃপর জনৈক ঘোষণাকারী তাহাদের মধ্যে ঘোষণা করিবে, 'আল্লাহ্‌র লা'নত যালিমদের উপর—

٤٥- الَّذِيْنَ يَصُدُّوْنَ عَنْ سَبِيْلِ اللّٰهِ
وَيَبْغُوْنَهَا عِوَجًا ۚ
وَهُمْ بِالْاٰخِرَةِ كٰفِرُوْنَ ۘ

৪৫। 'যাহারা আল্লাহ্‌র পথে প্রতিবন্ধক সৃষ্টি করিত এবং উহাতে বক্রতা অনুসন্ধান করিত; উহারাই আখিরাত সম্বন্ধে অবিশ্বাসী।'

٤٦- وَبَيْنَهُمَا حِجَابٌ ۚ وَعَلَى الْاَعْرَافِ
رِجَالٌ يَّعْرِفُوْنَ كُلًّا ۢ بِسِيْمٰىهُمْ ۚ
وَنَادَوْا اَصْحٰبَ الْجَنَّةِ
اَنْ سَلٰمٌ عَلَيْكُمْ ۣ لَمْ يَدْخُلُوْهَا
وَهُمْ يَطْمَعُوْنَ

৪৬। উভয়ের[৪৫৯] মধ্যে পর্দা আছে এবং আ'রাফে[৪৬০] কিছু লোক থাকিবে যাহারা প্রত্যেককে তাহার লক্ষণ দ্বারা চিনিবে এবং জান্নাতবাসীদিগকে সম্বোধন করিয়া বলিবে, 'তোমাদের শান্তি হউক।' তাহারা তখনও জান্নাতে প্রবেশ করে নাই, কিন্তু আকাঙ্ক্ষা করে।

٤٧- وَاِذَا صُرِفَتْ اَبْصَارُهُمْ
تِلْقَآءَ اَصْحٰبِ النَّارِ ۙ قَالُوْا رَبَّنَا لَا تَجْعَلْنَا
مَعَ الْقَوْمِ الظّٰلِمِيْنَ

৪৭। যখন তাহাদের দৃষ্টি অগ্নিবাসীদের প্রতি ফিরাইয়া দেওয়া হইবে তখন তাহারা বলিবে, 'হে আমাদের প্রতিপালক! আমাদিগকে যালিমদের সংগী করিও না।'

[৬]

٤٨- وَنَادٰٓى اَصْحٰبُ الْاَعْرَافِ رِجَالًا
يَّعْرِفُوْنَهُمْ بِسِيْمٰىهُمْ
قَالُوْا مَآ اَغْنٰى عَنْكُمْ جَمْعُكُمْ
وَمَا كُنْتُمْ تَسْتَكْبِرُوْنَ

৪৮। আ'রাফবাসিগণ যে লোকদিগকে লক্ষণ দ্বারা চিনিবে তাহাদিগকে সম্বোধন করিয়া বলিবে, 'তোমাদের দল ও তোমাদের অহংকার কোন কাজে আসিল না।'

৪৫৯। 'উভয়ের' অর্থ জান্নাত ও জাহান্নাম।
৪৬০। عرف অর্থ উচ্চ স্থান, জান্নাত ও জাহান্নামের মধ্যে অবস্থিত প্রাচীর اعراف নামে অভিহিত।

٤٩- اَهٰٓؤُلَآءِ الَّذِيْنَ اَقْسَمْتُمْ لَا يَنَالُهُمُ اللّٰهُ بِرَحْمَةٍ ۭ اُدْخُلُوا الْجَنَّةَ لَا خَوْفٌ عَلَيْكُمْ وَلَآ اَنْتُمْ تَحْزَنُوْنَ ○

৪৯। ইহারাই কি তাহারা, যাহাদের সম্বন্ধে তোমরা শপথ করিয়া বলিতে যে, আল্লাহ্ ইহাদের প্রতি দয়া প্রদর্শন করিবেন না। ইহাদিগকেই বলা হইবে, 'তোমরা জান্নাতে প্রবেশ কর, তোমাদের কোন ভয় নাই এবং তোমরা দুঃখিতও হইবে না।'

٥٠- وَنَادٰٓى اَصْحٰبُ النَّارِ اَصْحٰبَ الْجَنَّةِ اَنْ اَفِيْضُوْا عَلَيْنَا مِنَ الْمَآءِ اَوْ مِمَّا رَزَقَكُمُ اللّٰهُ ۭ قَالُوْٓا اِنَّ اللّٰهَ حَرَّمَهُمَا عَلَى الْكٰفِرِيْنَ ○

৫০। জাহান্নামীরা জান্নাতবাসীদিগকে সম্বোধন করিয়া বলিবে, 'আমাদের উপর কিছু পানি ঢালিয়া দাও, অথবা আল্লাহ্ জীবিকারূপে তোমাদিগকে যাহা দিয়াছেন তাহা হইতে কিছু দাও।' তাহারা বলিবে, 'আল্লাহ্ তো এই দুইটি হারাম করিয়াছেন কাফিরদের জন্য—

٥١- الَّذِيْنَ اتَّخَذُوْا دِيْنَهُمْ لَهْوًا وَّلَعِبًا وَّغَرَّتْهُمُ الْحَيٰوةُ الدُّنْيَا ۚ فَالْيَوْمَ نَنْسٰىهُمْ كَمَا نَسُوْا لِقَآءَ يَوْمِهِمْ هٰذَا ۙ وَمَا كَانُوْا بِاٰيٰتِنَا يَجْحَدُوْنَ ○

৫১। 'যাহারা তাহাদের দীনকে ক্রীড়া-কৌতুকরূপে গ্রহণ করিয়াছিল এবং পার্থিব জীবন যাহাদিগকে প্রতারিত করিয়াছিল।' সুতরাং আজ আমি তাহাদিগকে বিস্মৃত হইব, যেভাবে তাহারা তাহাদের এই দিনের সাক্ষাতকে ভুলিয়াছিল এবং যেভাবে তাহারা আমার নিদর্শনকে অস্বীকার করিয়াছিল।

٥٢- وَلَقَدْ جِئْنٰهُمْ بِكِتٰبٍ فَصَّلْنٰهُ عَلٰى عِلْمٍ هُدًى وَّرَحْمَةً لِّقَوْمٍ يُّؤْمِنُوْنَ ○

৫২। অবশ্য আমি তাহাদিগকে পৌঁছাইয়াছিলাম এমন এক কিতাব যাহা পূর্ণ জ্ঞান দ্বারা বিশদ ব্যাখ্যা করিয়াছিলাম এবং যাহা ছিল মু'মিন সম্প্রদায়ের জন্য পথনির্দেশ ও দয়া।

٥٣- هَلْ يَنْظُرُوْنَ اِلَّا تَاْوِيْلَهٗ ۭ يَوْمَ يَاْتِيْ تَاْوِيْلُهٗ يَقُوْلُ الَّذِيْنَ نَسُوْهُ مِنْ قَبْلُ قَدْ جَآءَتْ رُسُلُ رَبِّنَا بِالْحَقِّ ۚ فَهَلْ لَّنَا مِنْ شُفَعَآءَ

৫৩। তাহারা কি শুধু উহার[৪৬১] পরিণামের প্রতীক্ষা করে যেদিন উহার পরিণাম প্রকাশ পাইবে সেদিন যাহারা পূর্বে উহার কথা ভুলিয়া গিয়াছিল তাহারা বলিবে, 'আমাদের প্রতিপালকের রাসূলগণ তো সত্যবাণী আনিয়াছিল, আমাদের কি এমন কোন সুপারিশকারী আছে যে আমাদের

৪৬১। এ স্থলে 'উহার' অর্থ যেসব শাস্তির কথা কুরআনে বর্ণিত হইয়াছে।

فَيَشْفَعُوْا لَنَآ اَوْ نُرَدُّ فَنَعْمَلَ غَيْرَ الَّذِىْ كُنَّا نَعْمَلُ ؕ قَدْ خَسِرُوْٓا اَنْفُسَهُمْ وَ ضَلَّ عَنْهُمْ مَّا كَانُوْا يَفْتَرُوْنَ ۟

জন্য সুপারিশ করিবে অথবা আমাদিগকে কি পুনরায় ফিরিয়া যাইতে দেওয়া হইবে,[৪৬২] যেন আমরা পূর্বে যাহা করিতাম তাহা হইতে ভিন্নতর কিছু করিতে পারি?' তাহারা নিজেদেরই ক্ষতি করিয়াছে এবং তাহারা যে মিথ্যা রচনা করিত তাহাও অন্তর্হিত হইয়াছে।

[৭]

٥٤- اِنَّ رَبَّكُمُ اللّٰهُ الَّذِىْ خَلَقَ السَّمٰوٰتِ وَ الْاَرْضَ فِىْ سِتَّةِ اَيَّامٍ ثُمَّ اسْتَوٰى عَلَى الْعَرْشِ ۫ يُغْشِى الَّيْلَ النَّهَارَ يَطْلُبُهٗ حَثِيْثًا ۙ وَّ الشَّمْسَ وَ الْقَمَرَ وَ النُّجُوْمَ مُسَخَّرٰتٍۭ بِاَمْرِهٖ ؕ اَلَا لَهُ الْخَلْقُ وَ الْاَمْرُ ؕ تَبٰرَكَ اللّٰهُ رَبُّ الْعٰلَمِيْنَ ۟

৫৪। তোমাদের প্রতিপালক আল্লাহ্ যিনি আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবী ছয় দিনে[৪৬৩] সৃষ্টি করেন; অতঃপর তিনি 'আরশে[৪৬৪] সমাসীন হন। তিনিই দিবসকে রাত্রি দ্বারা আচ্ছাদিত করেন যাহাতে উহাদের একে অন্যকে দ্রুতগতিতে অনুসরণ করে, আর সূর্য, চন্দ্র ও নক্ষত্ররাজি, যাহা তাঁহারই আজ্ঞাধীন, তাহা তিনিই সৃষ্টি করিয়াছেন। জানিয়া রাখ, সৃজন ও আদেশ তাঁহারই। মহিমময় বিশ্বজগতের প্রতিপালক আল্লাহ্।

٥٥- اُدْعُوْا رَبَّكُمْ تَضَرُّعًا وَّ خُفْيَةً ؕ اِنَّهٗ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِيْنَ ۟

৫৫। তোমরা বিনীতভাবে ও গোপনে তোমাদের প্রতিপালককে ডাক; তিনি যালিমদিগকে পসন্দ করেন না।

٥٦- وَلَا تُفْسِدُوْا فِى الْاَرْضِ بَعْدَ اِصْلَاحِهَا وَادْعُوْهُ خَوْفًا وَّ طَمَعًا ؕ اِنَّ رَحْمَتَ اللّٰهِ قَرِيْبٌ مِّنَ الْمُحْسِنِيْنَ ۟

৫৬। দুনিয়ায় শান্তি স্থাপনের পর তোমরা উহাতে বিপর্যয় ঘটাইও না, তাঁহাকে ভয় ও আশার সহিত ডাকিবে। নিশ্চয়ই আল্লাহ্‌র অনুগ্রহ সৎকর্মপরায়ণদের নিকটবর্তী।

৪৬২। অর্থাৎ পৃথিবীতে।

৪৬৩। ইহা দুনিয়ার ২৪ ঘণ্টার দিন নহে। দ্রঃ ৭০ ঃ ৪।

৪৬৪। 'আর্‌শ' শব্দের শাব্দিক অর্থ ছাদবিশিষ্ট কিছু। আরবদেশে ছাদবিশিষ্ট হাওদাকেও 'আর্‌শ বলে। রাজার আসন বুঝাইতেও 'আর্‌শ শব্দটির ব্যবহার হয়। আল্লাহ্‌র 'আর্‌শ বলিতে সৃষ্টির ব্যাপার বিষয়াদির পরিচালনা-কেন্দ্র বুঝায় (মুফতী 'আবদুহ্)। আল্লাহ্‌র অসীমত্বের কিছুটা ধারণা দেওয়ার জন্য আল-'আর্‌শুল 'আজীম' এই রূপকটি ব্যবহৃত হয় ইমাম রাযী।

৫৭। তিনিই স্বীয় অনুগ্রহের[৪৬৫] প্রাক্কালে বায়ুকে সুসংবাদবাহীরূপে প্রেরণ করেন। যখন উহা ঘন মেঘ বহন করে তখন আমি উহা নির্জীব ভূখণ্ডের দিকে চালনা করি, পরে উহা হইতে বৃষ্টি বর্ষণ করি, তৎপর উহার দ্বারা সর্বপ্রকার ফল উৎপাদন করি। এইভাবে আমি মৃতকে জীবিত করি যাহাতে তোমরা শিক্ষা লাভ কর।

٥٧- وَهُوَ الَّذِيْ يُرْسِلُ الرِّيٰحَ
بُشْرًاۢ بَيْنَ يَدَيْ رَحْمَتِهٖ ؕ
حَتّٰۤى اِذَاۤ اَقَلَّتْ سَحَابًا ثِقَالًا سُقْنٰهُ
لِبَلَدٍ مَّيِّتٍ فَاَنْزَلْنَا بِهِ الْمَآءَ فَاَخْرَجْنَا
بِهٖ مِنْ كُلِّ الثَّمَرٰتِ ؕ
كَذٰلِكَ نُخْرِجُ الْمَوْتٰى لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُوْنَ ○

৫৮। এবং উৎকৃষ্ট ভূমি—ইহার ফসল ইহার প্রতিপালকের আদেশে উৎপন্ন হয় এবং যাহা নিকৃষ্ট তাহাতে কঠোর পরিশ্রম না করিলে কিছুই জন্মায় না।[৪৬৬] এইভাবে আমি কৃতজ্ঞ সম্প্রদায়ের জন্য নিদর্শন বিভিন্নভাবে বিবৃত করি।

٥٨- وَالْبَلَدُ الطَّيِّبُ يَخْرُجُ نَبَاتُهٗ
بِاِذْنِ رَبِّهٖ ۚ وَالَّذِيْ خَبُثَ لَا يَخْرُجُ
اِلَّا نَكِدًا ؕ كَذٰلِكَ نُصَرِّفُ الْاٰيٰتِ لِقَوْمٍ
يَّشْكُرُوْنَ ○ ع

[৮]

৫৯। আমি তো নূহকে পাঠাইয়াছিলাম তাহার সম্প্রদায়ের নিকট এবং সে বলিয়াছিল, 'হে আমার সম্প্রদায়! আল্লাহ্‌র 'ইবাদত কর, তিনি ব্যতীত তোমাদের অন্য কোন ইলাহ্ নাই। আমি তোমাদের জন্য মহাদিনের শাস্তির আশংকা করিতেছি।'

٥٩- لَقَدْ اَرْسَلْنَا نُوْحًا اِلٰى قَوْمِهٖ
فَقَالَ يٰقَوْمِ اعْبُدُوا اللّٰهَ
مَا لَكُمْ مِّنْ اِلٰهٍ غَيْرُهٗ ؕ اِنِّيْۤ اَخَافُ
عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيْمٍ ○

৬০। তাহার সম্প্রদায়ের প্রধানগণ বলিয়াছিল, 'আমরা তো তোমাকে স্পষ্ট ভ্রান্তিতে দেখিতেছি।'

٦٠- قَالَ الْمَلَاُ مِنْ قَوْمِهٖۤ
اِنَّا لَنَرٰىكَ فِيْ ضَلٰلٍ مُّبِيْنٍ ○

৬১। সে বলিয়াছিল, 'হে আমার সম্প্রদায়! আমাতে কোন ভ্রান্তি নাই, বরং আমি তো জগতসমূহের প্রতিপালকের রাসূল।

٦١- قَالَ يٰقَوْمِ لَيْسَ بِيْ ضَلٰلَةٌ
وَّلٰكِنِّيْ رَسُوْلٌ مِّنْ رَّبِّ الْعٰلَمِيْنَ ○

৬২। 'আমার প্রতিপালকের বাণী আমি তোমাদের নিকট পৌঁছাইতেছি ও

٦٢- اُبَلِّغُكُمْ رِسٰلٰتِ رَبِّيْ

৪৬৫। এ স্থলে 'অনুগ্রহ' অর্থ বৃষ্টি।
৪৬৬। সৎ ও অসৎ মানুষের উপমা এই আয়াতে বর্ণনা করা হইয়াছে।

Contents

وَأَنْصَحُ لَكُمْ
وَأَعْلَمُ مِنَ اللّٰهِ مَا لَا تَعْلَمُوْنَ ○

তোমাদিগকে হিতোপদেশ দিতেছি এবং তোমরা যাহা জান না আমি তাহা আল্লাহ্‌র নিকট হইতে জানি।

٦٣- أَوَعَجِبْتُمْ أَنْ جَآءَكُمْ
ذِكْرٌ مِّنْ رَّبِّكُمْ
عَلٰى رَجُلٍ مِّنْكُمْ لِيُنْذِرَكُمْ
وَلِتَتَّقُوْا وَلَعَلَّكُمْ تُرْحَمُوْنَ ○

৬৩। 'তোমরা কি বিস্মিত হইতেছ যে, তোমাদেরই একজনের মাধ্যমে তোমাদের প্রতিপালকের নিকট হইতে তোমাদের নিকট উপদেশ আসিয়াছে যাহাতে সে তোমাদিগকে সতর্ক করে, তোমরা সাবধান হও এবং তোমরা অনুকম্পা লাভ কর।'

٦٤- فَكَذَّبُوْهُ فَأَنْجَيْنٰهُ
وَالَّذِيْنَ مَعَهٗ فِي الْفُلْكِ
وَأَغْرَقْنَا الَّذِيْنَ كَذَّبُوْا بِاٰيٰتِنَا ط
إِنَّهُمْ كَانُوْا قَوْمًا عَمِيْنَ ○

৬৪। অতঃপর তাহারা তাহাকে মিথ্যাবাদী বলে। তাহাকে ও তাহার সংগে যাহারা তরণীতে ছিল আমি তাহাদিগকে উদ্ধার করি[৪৬৭] এবং যাহারা আমার নিদর্শন অস্বীকার করিয়াছিল তাহাদিগকে নিমজ্জিত করি। তাহারা তো ছিল এক অন্ধ সম্প্রদায়।

[৯]

٦٥- وَإِلٰى عَادٍ أَخَاهُمْ هُوْدًا ط
قَالَ يٰقَوْمِ اعْبُدُوا اللّٰهَ
مَا لَكُمْ مِّنْ إِلٰهٍ غَيْرُهٗ ط
أَفَلَا تَتَّقُوْنَ ○

৬৫। 'আদ জাতির নিকট আমি উহাদের ভ্রাতা হূদকে পাঠাইয়াছিলাম। সে বলিয়াছিল, 'হে আমার সম্প্রদায়! তোমরা আল্লাহ্‌র 'ইবাদত কর, তিনি ব্যতীত অন্য কোন ইলাহ্ নাই। তোমরা কি সাবধান হইবে না?'

٦٦- قَالَ الْمَلَأُ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا مِنْ قَوْمِهٖٓ
إِنَّا لَنَرٰىكَ فِيْ سَفَاهَةٍ
وَّإِنَّا لَنَظُنُّكَ مِنَ الْكٰذِبِيْنَ ○

৬৬। তাহার সম্প্রদায়ের প্রধানগণ, যাহারা কুফরী করিয়াছিল, তাহারা বলিয়াছিল, 'আমরা তো দেখিতেছি তুমি নির্বোধ এবং তোমাকে আমরা তো মিথ্যাবাদী মনে করি।'

٦٧- قَالَ يٰقَوْمِ لَيْسَ بِيْ سَفَاهَةٌ
وَّلٰكِنِّيْ رَسُوْلٌ مِّنْ رَّبِّ الْعٰلَمِيْنَ ○

৬৭। সে বলিল, 'হে আমার সম্প্রদায়! আমি নির্বোধ নহি, বরং আমি জগতসমূহের প্রতিপালকের রাসূল।

৪৬৭। হযরত নূহ (আঃ) আল্লাহ্‌র হুকুমে একটি জাহাজ নির্মাণ করিয়াছিলেন। ঝড় ও জলোচ্ছ্বাসের 'আযাব আসিলে তিনি তাঁহার অনুসারীদের লইয়া আল্লাহ্‌র হুকুমে ঐ জাহাজে আরোহণ করেন। দ্রঃ ১১ ঃ ২৫-৪৯।

٦٨- اُبَلِّغُكُمْ رِسٰلٰتِ رَبِّيْ وَاَنَا لَكُمْ نَاصِحٌ اَمِيْنٌ ○

৬৮। 'আমি আমার প্রতিপালকের বাণী তোমাদের নিকট পৌঁছাইতেছি এবং আমি তোমাদের একজন বিশ্বস্ত হিতাকাঙ্ক্ষী।

٦٩- اَوَعَجِبْتُمْ اَنْ جَآءَكُمْ ذِكْرٌ مِّنْ رَّبِّكُمْ عَلٰى رَجُلٍ مِّنْكُمْ لِيُنْذِرَكُمْ ؕ وَاذْكُرُوْٓا اِذْ جَعَلَكُمْ خُلَفَآءَ مِنْۢ بَعْدِ قَوْمِ نُوْحٍ وَّزَادَكُمْ فِى الْخَلْقِ بَصْۜطَةً ۚ فَاذْكُرُوْٓا اٰلَآءَ اللّٰهِ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُوْنَ ○

৬৯। 'তোমরা কি বিস্মিত হইতেছ যে, তোমাদের নিকট তোমাদের একজনের মাধ্যমে তোমাদের প্রতিপালকের নিকট হইতে তোমাদিগকে সতর্ক করিবার জন্য উপদেশ আসিয়াছে? এবং স্মরণ কর, আল্লাহ্ তোমাদিগকে নূহের সম্প্রদায়ের পরে তাহাদের স্থলাভিষিক্ত করিয়াছেন এবং তোমাদের দৈহিক গঠনে অধিকতর হৃষ্টপুষ্ট-বলিষ্ঠ করিয়াছেন। সুতরাং তোমরা আল্লাহ্‌র অনুগ্রহ স্মরণ কর, হয়ত তোমরা সফলকাম হইবে।'

٧٠- قَالُوْٓا اَجِئْتَنَا لِنَعْبُدَ اللّٰهَ وَحْدَهٗ وَنَذَرَ مَا كَانَ يَعْبُدُ اٰبَآؤُنَا ۚ فَاْتِنَا بِمَا تَعِدُنَآ اِنْ كُنْتَ مِنَ الصّٰدِقِيْنَ ○

৭০। তাহারা বলিল, 'তুমি কি আমাদের নিকট এই উদ্দেশ্যে আসিয়াছ যে, আমরা যেন এক আল্লাহ্‌র 'ইবাদত করি এবং আমাদের পূর্বপুরুষগণ যাহার 'ইবাদত করিত তাহা বর্জন করি? সুতরাং তুমি সত্যবাদী হইলে আমাদিগকে যাহার ভয় দেখাইতেছ তাহা আনয়ন কর।'

٧١- قَالَ قَدْ وَقَعَ عَلَيْكُمْ مِّنْ رَّبِّكُمْ رِجْسٌ وَّغَضَبٌ ؕ اَتُجَادِلُوْنَنِيْ فِيْٓ اَسْمَآءٍ سَمَّيْتُمُوْهَآ اَنْتُمْ وَاٰبَآؤُكُمْ مَّا نَزَّلَ اللّٰهُ بِهَا مِنْ سُلْطٰنٍ ؕ فَانْتَظِرُوْٓا اِنِّيْ مَعَكُمْ مِّنَ الْمُنْتَظِرِيْنَ ○

৭১। সে বলিল, 'তোমাদের প্রতিপালকের শাস্তি ও ক্রোধ তো তোমাদের জন্য নির্ধারিত হইয়াই আছে; তবে কি তোমরা আমার সহিত বিতর্কে লিপ্ত হইতে চাহ এমন কতকগুলি নাম[৪৬৮] সম্বন্ধে যাহা তোমরা ও তোমাদের পূর্বপুরুষগণ সৃষ্টি করিয়াছ এবং যে সম্বন্ধে আল্লাহ্ কোন সনদ পাঠান নাই? সুতরাং তোমরা প্রতীক্ষা কর, আমিও তোমাদের সহিত প্রতীক্ষা করিতেছি।'

৪৬৮। অর্থাৎ দেব-দেবীর নাম।

٧٢- فَاَنْجَيْنٰهُ وَالَّذِيْنَ مَعَهٗ بِرَحْمَةٍ مِّنَّا وَقَطَعْنَا دَابِرَ الَّذِيْنَ كَذَّبُوْا بِاٰيٰتِنَا وَمَا كَانُوْا مُؤْمِنِيْنَ ۟

৭২। অতঃপর আমি তাহাকে ও তাহার সংগী-দিগকে আমার অনুগ্রহে উদ্ধার করিয়া-ছিলাম; আর আমার নিদর্শনকে যাহারা অস্বীকার করিয়াছিল এবং যাহারা মু'মিন ছিল না তাহাদিগকে নির্মূল করিয়াছিলাম।

[১০]

٧٣- وَاِلٰى ثَمُوْدَ اَخَاهُمْ صٰلِحًا ۘ قَالَ يٰقَوْمِ اعْبُدُوا اللّٰهَ مَا لَكُمْ مِّنْ اِلٰهٍ غَيْرُهٗ ؕ قَدْ جَآءَتْكُمْ بَيِّنَةٌ مِّنْ رَّبِّكُمْ ؕ هٰذِهٖ نَاقَةُ اللّٰهِ لَكُمْ اٰيَةً فَذَرُوْهَا تَاْكُلْ فِيْۤ اَرْضِ اللّٰهِ وَلَا تَمَسُّوْهَا بِسُوْٓءٍ فَيَاْخُذَكُمْ عَذَابٌ اَلِيْمٌ ۟

৭৩। ছামূদ জাতির নিকট তাহাদের ভ্রাতা সালিহ্‌কে পাঠাইয়াছিলাম। সে বলিয়াছিল, 'হে আমার সম্প্রদায়! তোমরা আল্লাহ্‌র 'ইবাদত কর। তিনি ব্যতীত তোমাদের অন্য কোন ইলাহ্ নাই। তোমাদের নিকট তোমাদের প্রতিপালক হইতে স্পষ্ট নিদর্শন আসিয়াছে। আল্লাহ্‌র এই উষ্ট্রী তোমাদের জন্য একটি নিদর্শন।[৪৬৯] ইহাকে আল্লাহ্‌র জমিতে চরিয়া খাইতে দাও এবং ইহাকে কোন ক্লেশ দিও না, দিলে মর্মন্তুদ শাস্তি তোমাদের উপর আপতিত হইবে।

٧٤- وَاذْكُرُوْۤا اِذْ جَعَلَكُمْ خُلَفَآءَ مِنْ بَعْدِ عَادٍ وَّبَوَّاَكُمْ فِى الْاَرْضِ تَتَّخِذُوْنَ مِنْ سُهُوْلِهَا قُصُوْرًا وَّتَنْحِتُوْنَ الْجِبَالَ بُيُوْتًا ۚ فَاذْكُرُوْۤا اٰلَآءَ اللّٰهِ وَلَا تَعْثَوْا فِى الْاَرْضِ مُفْسِدِيْنَ ۟

৭৪। 'স্মরণ কর, 'আদ জাতির পর তিনি তোমাদিগকে তাহাদের স্থলাভিষিক্ত করিয়াছেন, তিনি তোমাদিগকে পৃথিবীতে এমনভাবে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন যে, তোমরা সমতল ভূমিতে প্রাসাদ নির্মাণ ও পাহাড় কাটিয়া বাসগৃহ নির্মাণ করিতেছ। সুতরাং তোমরা আল্লাহ্‌র অনুগ্রহ স্মরণ কর এবং পৃথিবীতে বিপর্যয় সৃষ্টি করিয়া বেড়াইও না।

٧٥- قَالَ الْمَلَاُ الَّذِيْنَ اسْتَكْبَرُوْا مِنْ قَوْمِهٖ لِلَّذِيْنَ اسْتُضْعِفُوْا لِمَنْ اٰمَنَ مِنْهُمْ اَتَعْلَمُوْنَ اَنَّ صٰلِحًا مُّرْسَلٌ مِّنْ رَّبِّهٖ ؕ

৭৫। তাহার সম্প্রদায়ের দাম্ভিক প্রধানেরা সেই সম্প্রদায়ের ঈমানদার—যাহাদিগকে দুর্বল মনে করা হইত তাহাদিগকে বলিল, 'তোমরা কি জান যে, সালিহ্ আল্লাহ্ কর্তৃক প্রেরিত?' তাহারা বলিল,

৪৬৯। দ্রঃ ২৬ ঃ ১৫৫-৫৮ আয়াত।

Contents

قَالُوٓا اِنَّا بِمَآ اُرْسِلَ بِهٖ مُؤْمِنُوْنَ ○

'তাহার প্রতি যে বাণী প্রেরিত হইয়াছে আমরা তাহাতে বিশ্বাসী।'

٧٦- قَالَ الَّذِيْنَ اسْتَكْبَرُوْٓا اِنَّا بِالَّذِيْٓ اٰمَنْتُمْ بِهٖ كٰفِرُوْنَ ○

৭৬। দাম্ভিকেরা বলিল, 'তোমরা যাহা বিশ্বাস কর আমরা তো তাহা প্রত্যাখ্যান করি।'

٧٧- فَعَقَرُوا النَّاقَةَ وَعَتَوْا عَنْ اَمْرِ رَبِّهِمْ وَقَالُوْا يٰصٰلِحُ ائْتِنَا بِمَا تَعِدُنَآ اِنْ كُنْتَ مِنَ الْمُرْسَلِيْنَ ○

৭৭। অতঃপর তাহারা সেই উষ্ট্রী বধ করে এবং আল্লাহ্‌র আদেশ অমান্য করে এবং বলে, 'হে সালিহ্! তুমি রাসূল হইলে আমাদিগকে যাহার ভয় দেখাইতেছ তাহা আনয়ন কর।'

٧٨- فَاَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ فَاَصْبَحُوْا فِيْ دَارِهِمْ جٰثِمِيْنَ ○

৭৮। অতঃপর তাহারা ভূমিকম্প দ্বারা আক্রান্ত হয়, ফলে তাহাদের প্রভাত হইল নিজগৃহে অধঃমুখে পতিত অবস্থায়।

٧٩- فَتَوَلّٰى عَنْهُمْ وَقَالَ يٰقَوْمِ لَقَدْ اَبْلَغْتُكُمْ رِسَالَةَ رَبِّيْ وَنَصَحْتُ لَكُمْ وَلٰكِنْ لَّا تُحِبُّوْنَ النّٰصِحِيْنَ ○

৭৯। তৎপর সে তাহাদের নিকট হইতে মুখ ফিরাইয়া লইয়া বলিল, 'হে আমার সম্প্রদায়! আমি তো আমার প্রতিপালকের বাণী তোমাদের নিকট পৌঁছাইয়াছিলাম এবং তোমাদিগকে হিতোপদেশ দিয়াছিলাম, কিন্তু তোমরা তো হিতোপদেশ দানকারীদিগকে পসন্দ কর না।'

٨٠- وَلُوْطًا اِذْ قَالَ لِقَوْمِهٖٓ اَتَاْتُوْنَ الْفَاحِشَةَ مَا سَبَقَكُمْ بِهَا مِنْ اَحَدٍ مِّنَ الْعٰلَمِيْنَ ○

৮০। আর আমি লূতকেও পাঠাইয়াছিলাম। সে তাহার সম্প্রদায়কে বলিয়াছিল, 'তোমরা এমন কুকর্ম করিতেছ যাহা তোমাদের পূর্বে বিশ্বে কেহ করে নাই।

٨١- اِنَّكُمْ لَتَاْتُوْنَ الرِّجَالَ شَهْوَةً مِّنْ دُوْنِ النِّسَآءِ ۚ بَلْ اَنْتُمْ قَوْمٌ مُّسْرِفُوْنَ ○

৮১। 'তোমরা তো কাম-তৃপ্তির জন্য নারী ছাড়িয়া পুরুষের নিকট গমন কর, তোমরা তো সীমালংঘনকারী সম্প্রদায়।'

٨٢- وَمَا كَانَ جَوَابَ قَوْمِهٖٓ اِلَّآ اَنْ قَالُوْٓا اَخْرِجُوْهُمْ مِّنْ قَرْيَتِكُمْ ۚ اِنَّهُمْ اُنَاسٌ يَّتَطَهَّرُوْنَ ○

৮২। উত্তরে তাহার সম্প্রদায় শুধু বলিল, 'ইহাদিগকে[৪৭০] তোমাদের জনপদ হইতে বহিষ্কৃত কর, ইহারা তো এমন লোক যাহারা অতি পবিত্র হইতে চাহে।'

৪৭০। ইহাদিগকে অর্থাৎ লূত (আঃ) ও তাঁহার অনুসারিগণকে।

৮৩- فَأَنْجَيْنٰهُ وَأَهْلَهُ إِلَّا امْرَأَتَهُ ۖ كَانَتْ مِنَ الْغٰبِرِينَ ۝

৮৩। অতঃপর আমি তাহাকে ও তাহার স্ত্রী ব্যতীত তাহার পরিজনবর্গকে উদ্ধার করিয়াছিলাম, তাহার স্ত্রী ছিল পশ্চাতে অবস্থানকারীদের অন্তর্ভুক্ত।

৮৪- وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ مَّطَرًا ۖ فَانْظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُجْرِمِينَ ۝

৮৪। আমি তাহাদের উপর ভীষণভাবে বৃষ্টি বর্ষণ করিয়াছিলাম।[৪৭১] সুতরাং অপরাধীদের পরিণাম কী হইয়াছিল তাহা লক্ষ্য কর।

[১১]

৮৫- وَإِلٰى مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا ۗ قَالَ يٰقَوْمِ اعْبُدُوا اللّٰهَ مَا لَكُمْ مِّنْ إِلٰهٍ غَيْرُهُ ۖ قَدْ جَآءَتْكُمْ بَيِّنَةٌ مِّنْ رَّبِّكُمْ فَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَآءَهُمْ وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا ۚ ذٰلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِنْ كُنْتُمْ مُّؤْمِنِينَ ۝

৮৫। আমি মাদ্‌য়ানবাসীদের নিকট তাহাদের ভ্রাতা শু'আয়বকে পাঠাইয়াছিলাম। সে বলিয়াছিল, 'হে আমার সম্প্রদায়! তোমরা আল্লাহ্‌র 'ইবাদত কর, তিনি ব্যতীত তোমাদের অন্য কোন ইলাহ্ নাই; তোমাদের প্রতিপালক হইতে তোমাদের নিকট স্পষ্ট প্রমাণ আসিয়াছে। সুতরাং তোমরা মাপ ও ওজন ঠিকভাবে দিবে, লোকদিগকে তাহাদের প্রাপ্য বস্তু কম দিবে না এবং দুনিয়ায় শান্তি স্থাপনের পর বিপর্যয় ঘটাইবে না; তোমরা মু'মিন হইলে তোমাদের জন্য ইহা কল্যাণকর।

৮৬- وَلَا تَقْعُدُوا بِكُلِّ صِرَاطٍ تُوعِدُونَ وَتَصُدُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللّٰهِ مَنْ اٰمَنَ بِهِ وَتَبْغُونَهَا عِوَجًا ۚ وَاذْكُرُوا إِذْ كُنْتُمْ قَلِيلًا فَكَثَّرَكُمْ ۖ وَانْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُفْسِدِينَ ۝

৮৬। 'তাঁহার প্রতি যাহারা ঈমান আনিয়াছে তাহাদিগকে ভয় প্রদর্শনের জন্য তোমরা কোন পথে বসিয়া থাকিবে না, আল্লাহ্‌র পথে তাহাদিগকে বাধা দিবে না, এবং উহাতে বক্রতা অনুসন্ধান করিবে না।' স্মরণ কর, 'তোমরা যখন সংখ্যায় কম ছিলে, আল্লাহ্ তখন তোমাদের সংখ্যা বৃদ্ধি করিয়াছেন এবং বিপর্যয় সৃষ্টিকারীদের পরিণাম কিরূপ ছিল, তাহা লক্ষ্য কর।

৮৭- وَإِنْ كَانَ طَآئِفَةٌ مِّنْكُمْ اٰمَنُوا بِالَّذِيٓ أُرْسِلْتُ بِهِ وَطَآئِفَةٌ لَّمْ يُؤْمِنُوا فَاصْبِرُوا حَتّٰى يَحْكُمَ اللّٰهُ بَيْنَنَا ۚ وَهُوَ خَيْرُ الْحٰكِمِينَ ۝

৮৭। 'আমি যাহা লইয়া প্রেরিত হইয়াছি তাহাতে যদি তোমাদের কোন দল ঈমান আনে এবং কোন দল ঈমান না আনে তবে ধৈর্য ধারণ কর, যতক্ষণ না আল্লাহ্ আমাদের মধ্যে মীমাংসা করিয়া দেন, আর তিনিই শ্রেষ্ঠ মীমাংসাকারী।'

৪৭১। দ্রঃ ১১ ঃ ৮১ ও ১৫ ঃ ৭৪ আয়াতসমূহ অর্থাৎ প্রস্তর কংকর।

নবম পারা

الجزء ٩

٨٨- قَالَ الْمَلَاُ الَّذِيْنَ اسْتَكْبَرُوْا مِنْ قَوْمِهٖ لَنُخْرِجَنَّكَ يٰشُعَيْبُ وَ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا مَعَكَ مِنْ قَرْيَتِنَاۤ اَوْ لَتَعُوْدُنَّ فِيْ مِلَّتِنَا ؕ قَالَ اَوَلَوْ كُنَّا كٰرِهِيْنَ ۚ

৮৮। তাহার সম্প্রদায়ের দাম্ভিক প্রধানগণ বলিল, 'হে শু'আয়ব! আমরা তোমাকে ও তোমার সহিত যাহারা ঈমান আনিয়াছে তাহাদিগকে আমাদের জনপদ হইতে বহিষ্কৃত করিবই অথবা তোমাদিগকে আমাদের ধর্মাদর্শে ফিরিয়া আসিতে হইবে।' সে বলিল, 'যদিও আমরা উহা ঘৃণা করি তবুও?'

٨٩- قَدِ افْتَرَيْنَا عَلَى اللّٰهِ كَذِبًا اِنْ عُدْنَا فِيْ مِلَّتِكُمْ بَعْدَ اِذْ نَجّٰنَا اللّٰهُ مِنْهَا ؕ وَ مَا يَكُوْنُ لَنَاۤ اَنْ نَّعُوْدَ فِيْهَاۤ اِلَّاۤ اَنْ يَّشَآءَ اللّٰهُ رَبُّنَا ؕ وَسِعَ رَبُّنَا كُلَّ شَيْءٍ عِلْمًا ؕ عَلَى اللّٰهِ تَوَكَّلْنَا ؕ رَبَّنَا افْتَحْ بَيْنَنَا وَ بَيْنَ قَوْمِنَا بِالْحَقِّ وَ اَنْتَ خَيْرُ الْفٰتِحِيْنَ ۝

৮৯। 'তোমাদের ধর্মাদর্শ হইতে আল্লাহ্ আমাদিগকে উদ্ধার করিবার পর যদি আমরা উহাতে ফিরিয়া যাই তবে তো আমরা আল্লাহ্‌র প্রতি মিথ্যা আরোপ করিব। আমাদের প্রতিপালক আল্লাহ্ ইচ্ছা না করিলে আর উহাতে ফিরিয়া যাওয়া আমাদের জন্য সমীচীন নয়। সব কিছুই আমাদের প্রতিপালকের জ্ঞানায়ত্ত, আমরা আল্লাহ্‌র প্রতি নির্ভর করি। হে আমাদের প্রতিপালক! আমাদের ও আমাদের সম্প্রদায়ের মধ্যে ন্যায্যভাবে মীমাংসা করিয়া দাও এবং তুমিই শ্রেষ্ঠ মীমাংসাকারী।'

٩٠- وَ قَالَ الْمَلَاُ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا مِنْ قَوْمِهٖ لَئِنِ اتَّبَعْتُمْ شُعَيْبًا اِنَّكُمْ اِذًا لَّخٰسِرُوْنَ ۝

৯০। তাহার সম্প্রদায়ের অবিশ্বাসী প্রধানগণ বলিল, 'তোমরা যদি শু'আয়বকে অনুসরণ কর তবে তোমরা তো ক্ষতিগ্রস্ত হইবে।'

٩١- فَاَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ فَاَصْبَحُوْا فِيْ دَارِهِمْ جٰثِمِيْنَ ۝ مع

৯১। অতঃপর তাহারা ভূমিকম্প দ্বারা আক্রান্ত হইল, ফলে তাহাদের প্রভাত হইল নিজগৃহে অধঃমুখে পতিত অবস্থায়।

٩٢- الَّذِيْنَ كَذَّبُوْا شُعَيْبًا كَاَنْ لَّمْ يَغْنَوْا فِيْهَا ۛ اَلَّذِيْنَ كَذَّبُوْا شُعَيْبًا كَانُوْا هُمُ الْخٰسِرِيْنَ ۝

৯২। মনে হইল, শু'আয়বকে যাহারা মিথ্যাবাদী বলিয়াছিল তাহারা যেন কখনও সেখানে বসবাস করেই নাই। শু'আয়বকে যাহারা মিথ্যাবাদী বলিয়াছিল তাহারাই ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছিল।

৯৩। সে তাহাদিগ হইতে মুখ ফিরাইল এবং বলিল, 'হে আমার সম্প্রদায়! আমার প্রতিপালকের বাণী আমি তো তোমাদিগকে পৌঁছাইয়া দিয়াছি এবং তোমাদিগকে উপদেশ দিয়াছি, সুতরাং আমি কাফির সম্প্রদায়ের জন্য কি করিয়া আক্ষেপ করি!'

٩٣- فَتَوَلّٰى عَنْهُمْ وَقَالَ يٰقَوْمِ لَقَدْ اَبْلَغْتُكُمْ رِسٰلٰتِ رَبِّيْ وَنَصَحْتُ لَكُمْ ۚ فَكَيْفَ اٰسٰى عَلٰى قَوْمٍ كٰفِرِيْنَ ۝ ع

[১২]

৯৪। আমি কোন জনপদে নবী পাঠাইলে উহার অধিবাসীবৃন্দকে অর্থ-সংকট ও দুঃখ-ক্লেশ দ্বারা আক্রান্ত করি[৪৭২], যাহাতে তাহারা কাকুতি-মিনতি করে।

٩٤- وَمَآ اَرْسَلْنَا فِيْ قَرْيَةٍ مِّنْ نَّبِيٍّ اِلَّآ اَخَذْنَآ اَهْلَهَا بِالْبَاْسَآءِ وَالضَّرَّآءِ لَعَلَّهُمْ يَضَّرَّعُوْنَ ۝

৯৫। অতঃপর আমি অকল্যাণকে কল্যাণে পরিবর্তিত করি। অবশেষে তাহারা প্রাচুর্যের অধিকারী হয় এবং বলে, 'আমাদের পূর্বপুরুষগণও তো দুঃখ-সুখ ভোগ করিয়াছে।' অতঃপর অকস্মাৎ তাহাদিগকে আমি পাকড়াও করি, কিন্তু তাহারা উপলব্ধি করিতে পারে না।

٩٥- ثُمَّ بَدَّلْنَا مَكَانَ السَّيِّئَةِ الْحَسَنَةَ حَتّٰى عَفَوْا وَّقَالُوْا قَدْ مَسَّ اٰبَآءَنَا الضَّرَّآءُ وَالسَّرَّآءُ فَاَخَذْنٰهُمْ بَغْتَةً وَّهُمْ لَا يَشْعُرُوْنَ ۝

৯৬। যদি সেই সকল জনপদের অধিবাসীবৃন্দ ঈমান আনিত ও তাকওয়া অবলম্বন করিত তবে আমি তাহাদের জন্য আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীর কল্যাণ উন্মুক্ত করিতাম, কিন্তু তাহারা প্রত্যাখ্যান করিয়াছিল; সুতরাং তাহাদের কৃতকর্মের জন্য তাহাদিগকে শাস্তি দিয়াছি।

٩٦- وَلَوْ اَنَّ اَهْلَ الْقُرٰٓى اٰمَنُوْا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكٰتٍ مِّنَ السَّمَآءِ وَالْاَرْضِ وَلٰكِنْ كَذَّبُوْا فَاَخَذْنٰهُمْ بِمَا كَانُوْا يَكْسِبُوْنَ ۝

৯৭। তবে কি জনপদের অধিবাসীবৃন্দ ভয় রাখে না যে, আমার শাস্তি তাহাদের উপর আসিবে রাত্রিতে যখন তাহারা থাকিবে নিদ্রামগ্ন?

٩٧- اَفَاَمِنَ اَهْلُ الْقُرٰٓى اَنْ يَّاْتِيَهُمْ بَاْسُنَا بَيَاتًا وَّهُمْ نَآئِمُوْنَ ۝

৪৭২। আল্লাহ্‌র নবীকে অস্বীকার করিলে ও দীন প্রচারে বাধা দিলে তবেই আল্লাহ্‌র 'আযাব নাযিল হয়।

٩٨-اَوَ اَمِنَ اَهْلُ الْقُرٰٓى اَنْ يَّاْتِيَهُمْ بَاْسُنَا ضُحًى وَّهُمْ يَلْعَبُوْنَ ○

৯৮। অথবা জনপদের অধিবাসীবৃন্দ কি ভয় রাখে না যে, আমার শাস্তি তাহাদের উপর আসিবে পূর্বাহ্নে যখন তাহারা থাকিবে ক্রীড়ারত?

٩٩-اَفَاَمِنُوْا مَكْرَ اللّٰهِ ۚ فَلَا يَاْمَنُ مَكْرَ اللّٰهِ اِلَّا الْقَوْمُ الْخٰسِرُوْنَ ○

৯৯। তাহারা কি আল্লাহ্‌র কৌশলের ভয় রাখে না? বস্তুত ক্ষতিগ্রস্ত সম্প্রদায় ব্যতীত কেহই আল্লাহ্‌র কৌশল হইতে নিরাপদ মনে করে না।

[১৩]

١٠٠-اَوَلَمْ يَهْدِ لِلَّذِيْنَ يَرِثُوْنَ الْاَرْضَ مِنْۢ بَعْدِ اَهْلِهَآ اَنْ لَّوْ نَشَآءُ اَصَبْنٰهُمْ بِذُنُوْبِهِمْ ۚ وَنَطْبَعُ عَلٰى قُلُوْبِهِمْ فَهُمْ لَا يَسْمَعُوْنَ ○

১০০। কোন দেশের জনগণের পর যাহারা ঐ দেশের উত্তরাধিকারী হয় তাহাদের নিকট ইহা কি প্রতীয়মান হয় নাই[৪৭৩] যে, আমি ইচ্ছা করিলে তাহাদের পাপের দরুন তাহাদিগকে শাস্তি দিতে পারি? আর আমি তাহাদের হৃদয় মোহর করিয়া দিব, ফলে তাহারা শুনিবে না।

١٠١-تِلْكَ الْقُرٰى نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ اَنْۢبَآئِهَا ۚ وَلَقَدْ جَآءَتْهُمْ رُسُلُهُمْ بِالْبَيِّنٰتِ ۚ فَمَا كَانُوْا لِيُؤْمِنُوْا بِمَا كَذَّبُوْا مِنْ قَبْلُ ۗ كَذٰلِكَ يَطْبَعُ اللّٰهُ عَلٰى قُلُوْبِ الْكٰفِرِيْنَ ○

১০১। এই সকল জনপদের কিছু বৃত্তান্ত আমি তোমার নিকট বিবৃত করিতেছি, তাহাদের নিকট তাহাদের রাসূলগণ তো স্পষ্ট প্রমাণসহ আসিয়াছিল; কিন্তু যাহা তাহারা পূর্বে প্রত্যাখ্যান করিয়াছিল তাহাতে ঈমান আনিবার পাত্র তাহারা ছিল না, এইভাবে আল্লাহ্ কাফিরদিগের হৃদয় মোহর করিয়া দেন।

١٠٢-وَمَا وَجَدْنَا لِاَكْثَرِهِمْ مِّنْ عَهْدٍ ۚ وَاِنْ وَّجَدْنَآ اَكْثَرَهُمْ لَفٰسِقِيْنَ ○

১০২। আমি তাহাদের অধিকাংশকে প্রতিশ্রুতি পালনকারী পাই নাই; বরং তাহাদের অধিকাংশকে তো সত্যত্যাগীই পাইয়াছি।

١٠٣-ثُمَّ بَعَثْنَا مِنْۢ بَعْدِهِمْ مُّوْسٰى بِاٰيٰتِنَآ اِلٰى فِرْعَوْنَ وَمَلَا۟ئِهٖ فَظَلَمُوْا بِهَا ۚ فَانْظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُفْسِدِيْنَ ○

১০৩। তাহাদের পর মূসাকে আমার নিদর্শনসহ ফির'আওন ও তাহার পারিষদবর্গের নিকট পাঠাই; কিন্তু তাহারা উহা অস্বীকার করে। বিপর্যয় সৃষ্টিকারীদের পরিণাম কি হইয়াছিল তাহা লক্ষ্য কর।

৪৭৩। অর্থাৎ যাহারা পূর্বে ধ্বংস হইয়াছিল তাহাদের ন্যায় পরবর্তীরাও আল্লাহ্‌র অবাধ্যতার পরিণামে ধ্বংস হইতে পারে।

١٠٤-وَقَالَ مُوْسٰى يٰفِرْعَوْنُ اِنِّيْ رَسُوْلٌ مِّنْ رَّبِّ الْعٰلَمِيْنَ ۙ

১০৪। মূসা বলিল, 'হে ফির'আওন! আমি তো জগতসমূহের প্রতিপালকের নিকট হইতে প্রেরিত।

١٠٥-حَقِيْقٌ عَلٰٓى اَنْ لَّآ اَقُوْلَ عَلَى اللّٰهِ اِلَّا الْحَقَّ ؕ قَدْ جِئْتُكُمْ بِبَيِّنَةٍ مِّنْ رَّبِّكُمْ فَاَرْسِلْ مَعِيَ بَنِيْٓ اِسْرَآءِيْلَ ؕ

১০৫। 'ইহা স্থির নিশ্চিত যে, আমি আল্লাহ্ সম্বন্ধে সত্য ব্যতীত বলিব না। তোমাদের প্রতিপালকের নিকট হইতে স্পষ্ট প্রমাণ আমি তোমাদের নিকট আনিয়াছি, সুতরাং বনী ইস্‌রাঈলকে তুমি আমার সহিত যাইতে দাও।'

١٠٦- قَالَ اِنْ كُنْتَ جِئْتَ بِاٰيَةٍ فَاْتِ بِهَآ اِنْ كُنْتَ مِنَ الصّٰدِقِيْنَ ۝

১০৬। ফির'আওন বলিল, 'যদি তুমি কোন নিদর্শন আনিয়া থাক তবে তুমি সত্যবাদী হইলে তাহা পেশ কর।'

١٠٧- فَاَلْقٰى عَصَاهُ فَاِذَا هِيَ ثُعْبَانٌ مُّبِيْنٌ ۚ

১০৭। অতঃপর মূসা তাহার লাঠি নিক্ষেপ করিল এবং তৎক্ষণাৎ উহা এক সাক্ষাৎ অজগর হইল।

١٠٨- وَّنَزَعَ يَدَهٗ فَاِذَا هِيَ بَيْضَآءُ لِلنّٰظِرِيْنَ ۙ

১০৮। এবং সে তাহার হাত বাহির করিল[৪৭৪] আর তৎক্ষণাৎ উহা দর্শকদের দৃষ্টিতে শুভ্র উজ্জ্বল প্রতিভাত হইল।

[১৪]

١٠٩-قَالَ الْمَلَاُ مِنْ قَوْمِ فِرْعَوْنَ اِنَّ هٰذَا لَسٰحِرٌ عَلِيْمٌ ۙ

১০৯। ফির'আওন সম্প্রদায়ের প্রধানগণ বলিল, 'এ তো একজন সুদক্ষ জাদুকর,

١١٠- يُّرِيْدُ اَنْ يُّخْرِجَكُمْ مِّنْ اَرْضِكُمْ ۚ فَمَاذَا تَاْمُرُوْنَ ۝

১১০। 'এ তোমাদিগকে তোমাদের দেশ হইতে বহিষ্কৃত করিতে চায়, এখন তোমরা কি পরামর্শ দাও?'

١١١-قَالُوْٓا اَرْجِهْ وَاَخَاهُ وَاَرْسِلْ فِي الْمَدَآئِنِ حٰشِرِيْنَ ۙ

১১১। তাহারা বলিল, 'তাহাকে ও তাহার ভ্রাতাকে কিঞ্চিত অবকাশ দাও এবং নগরে নগরে সংগ্রাহকদিগকে পাঠাও,

৪৭৪। হাত বগলে স্থাপন করিয়া বাহির করিল। দ্রঃ ২০ ঃ ২২ আয়াত।

১১২। 'যেন তাহারা তোমার নিকট প্রতিটি সুদক্ষ জাদুকর উপস্থিত করে।'

١١٢- يَأْتُوكَ بِكُلِّ سٰحِرٍ عَلِيمٍ ○

১১৩। জাদুকরেরা ফির'আওনের নিকট আসিয়া বলিল, 'আমরা যদি বিজয়ী হই তবে আমাদের জন্য পুরস্কার থাকিবে তো?'

١١٣- وَجَآءَ السَّحَرَةُ فِرْعَوْنَ قَالُوٓا إِنَّ لَنَا لَأَجْرًا إِنْ كُنَّا نَحْنُ الْغٰلِبِينَ ○

১১৪। সে বলিল, 'হাঁ এবং তোমরা অবশ্যই আমার সান্নিধ্যপ্রাপ্তদের অন্তর্ভুক্ত হইবে।'

١١٤- قَالَ نَعَمْ وَإِنَّكُمْ لَمِنَ الْمُقَرَّبِينَ ○

১১৫। তাহারা বলিল, 'হে মূসা! তুমিই কি নিক্ষেপ করিবে, না আমরাই নিক্ষেপ করিব?'

١١٥- قَالُوا يٰمُوسٰىٓ إِمَّآ أَنْ تُلْقِيَ وَإِمَّآ أَنْ نَّكُونَ نَحْنُ الْمُلْقِينَ ○

১১৬। সে বলিল, 'তোমরাই নিক্ষেপ কর'। যখন তাহারা নিক্ষেপ করিল[৪৭৫] তখন তাহারা লোকের চোখে জাদু করিল[৪৭৬], তাহাদিগকে আতংকিত করিল এবং তাহারা এক বড় রকমের জাদু দেখাইল।

١١٦- قَالَ أَلْقُوا ۚ فَلَمَّآ أَلْقَوْا سَحَرُوٓا أَعْيُنَ النَّاسِ وَاسْتَرْهَبُوهُمْ وَجَآءُو بِسِحْرٍ عَظِيمٍ ○

১১৭। আমি মূসার প্রতি প্রত্যাদেশ করিলাম, 'তুমিও তোমার লাঠি নিক্ষেপ কর'। সহসা উহা তাহাদের অলীক সৃষ্টিগুলিকে গ্রাস করিতে লাগিল;

١١٧- وَأَوْحَيْنَآ إِلٰى مُوسٰىٓ أَنْ أَلْقِ عَصَاكَ ۚ فَإِذَا هِيَ تَلْقَفُ مَا يَأْفِكُونَ ○ۚ

১১৮। ফলে সত্য প্রতিষ্ঠিত হইল এবং তাহারা যাহা করিতেছিল তাহা মিথ্যা প্রতিপন্ন হইল।

١١٨- فَوَقَعَ الْحَقُّ وَبَطَلَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ○ۚ

১১৯। সেখানে তাহারা পরাভূত হইল ও লাঞ্ছিত হইল,

١١٩- فَغُلِبُوا هُنَالِكَ وَانْقَلَبُوا صٰغِرِينَ ○ۚ

১২০। এবং জাদুকরেরা সিজ্‌দাবনত হইল।

١٢٠- وَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ سٰجِدِينَ ○ۚ

১২১। তাহারা বলিল, 'আমরা ঈমান আনিলাম জগতসমূহের প্রতিপালকের প্রতি—

١٢١- قَالُوٓا اٰمَنَّا بِرَبِّ الْعٰلَمِينَ ○ۙ

৪৭৫। জাদুকররা রজ্জু ও লাঠি নিক্ষেপ করিল। দ্রঃ ২০ ঃ ৬৬ আয়াত।
৪৭৬। অর্থাৎ দৃষ্টি-বিভ্রম ঘটাইল।

١٢٢- رَبِّ مُوْسٰى وَهٰرُوْنَ ۝

১২২। 'যিনি মূসা ও হারূনেরও প্রতিপালক।'

١٢٣- قَالَ فِرْعَوْنُ اٰمَنْتُمْ بِهٖ قَبْلَ اَنْ اٰذَنَ لَكُمْ ۚ اِنَّ هٰذَا لَمَكْرٌ مَّكَرْتُمُوْهُ فِى الْمَدِيْنَةِ لِتُخْرِجُوْا مِنْهَاۤ اَهْلَهَا ۚ فَسَوْفَ تَعْلَمُوْنَ ۝

১২৩। ফির'আওন বলিল, 'কী! আমি তোমাদিগকে অনুমতি দেওয়ার পূর্বে তোমরা উহাতে বিশ্বাস করিলে? ইহা তো এক চক্রান্ত; তোমরা সজ্ঞানে এই চক্রান্ত করিয়াছ নগরবাসীদিগকে উহা হইতে বহিষ্কারের জন্য। আচ্ছা, তোমরা শীঘ্রই ইহার পরিণাম[৪৭৭] জানিবে।

١٢٤- لَاُقَطِّعَنَّ اَيْدِيَكُمْ وَاَرْجُلَكُمْ مِّنْ خِلَافٍ ثُمَّ لَاُصَلِّبَنَّكُمْ اَجْمَعِيْنَ ۝

১২৪। 'আমি তো তোমাদের হস্তপদ বিপরীত দিক হইতে কর্তন করিবই; অতঃপর তোমাদের সকলকে শূলবিদ্ধ করিবই।'

١٢٥- قَالُوْۤا اِنَّاۤ اِلٰى رَبِّنَا مُنْقَلِبُوْنَ ۝

১২৫। তাহারা বলিল, 'আমরা আমাদের প্রতিপালকের নিকট অবশ্যই প্রত্যাবর্তন করিব;

١٢٦- وَمَا تَنْقِمُ مِنَّاۤ اِلَّاۤ اَنْ اٰمَنَّا بِاٰيٰتِ رَبِّنَا لَمَّا جَآءَتْنَا ۗ رَبَّنَاۤ اَفْرِغْ عَلَيْنَا صَبْرًا وَّتَوَفَّنَا مُسْلِمِيْنَ ۝ ع

১২৬। 'তুমি তো আমাদিগকে শাস্তি দিতেছ শুধু এইজন্য যে, আমরা আমাদের প্রতিপালকের নিদর্শনে ঈমান আনিয়াছি যখন উহা আমাদের নিকট আসিয়াছে। হে আমাদের প্রতিপালক! আমাদিগকে ধৈর্য দান কর এবং মুসলমানরূপে আমাদিগকে মৃত্যু দাও।'

[১৫]

١٢٧- وَقَالَ الْمَلَاُ مِنْ قَوْمِ فِرْعَوْنَ اَتَذَرُ مُوْسٰى وَقَوْمَهٗ لِيُفْسِدُوْا فِى الْاَرْضِ وَيَذَرَكَ وَاٰلِهَتَكَ ۗ قَالَ سَنُقَتِّلُ اَبْنَآءَهُمْ وَنَسْتَحْيٖ نِسَآءَهُمْ ۚ وَاِنَّا فَوْقَهُمْ قٰهِرُوْنَ ۝

১২৭। ফির'আওন সম্প্রদায়ের প্রধানগণ বলিল, 'আপনি কি মূসাকে ও তাহার সম্প্রদায়কে রাজ্যে বিপর্যয় সৃষ্টি করিতে এবং আপনাকে ও আপনার দেবতাগণকে বর্জন করিতে দিবেন?' সে বলিল, 'আমরা তাহাদের পুত্রদিগকে হত্যা করিব এবং তাহাদের নারীদিগকে জীবিত রাখিব আর আমরা তো তাহাদের উপর প্রবল।'

৪৭৭। 'পরিণাম' শব্দটি মূল আরবীতে উহ্য আছে।

১২৮। মূসা তাহার সম্প্রদায়কে বলিল, 'আল্লাহ্র নিকট সাহায্য প্রার্থনা কর এবং ধৈর্য ধারণ কর; যমীন তো আল্লাহ্রই। তিনি তাঁহার বান্দাদের মধ্যে যাহাকে ইচ্ছা উহার উত্তরাধিকারী করেন এবং শুভ পরিণাম তো মুত্তাকীদের জন্য।'

١٢٨- قَالَ مُوْسٰى لِقَوْمِهِ
اسْتَعِيْنُوْا بِاللّٰهِ
وَاصْبِرُوْا ۚ اِنَّ الْاَرْضَ لِلّٰهِ ۙ
يُوْرِثُهَا مَنْ يَّشَآءُ مِنْ عِبَادِهٖ ؕ
وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِيْنَ ○

১২৯। তাহারা বলিল, 'আমাদের নিকট তোমার আসিবার পূর্বে আমরা নির্যাতিত হইয়াছি এবং তোমার আসিবার পরেও।' সে বলিল, 'শীঘ্রই তোমাদের প্রতিপালক তোমাদের শত্রু ধ্বংস করিবেন এবং তিনি তোমাদিগকে যমীনে তাহাদের স্থলাভিষিক্ত করিবেন, অতঃপর তোমরা কী কর তাহা তিনি লক্ষ্য করিবেন।'

١٢٩- قَالُوْٓا اُوْذِيْنَا مِنْ قَبْلِ
اَنْ تَاْتِيَنَا وَمِنْۢ بَعْدِ مَا جِئْتَنَا ؕ
قَالَ عَسٰى رَبُّكُمْ
اَنْ يُّهْلِكَ عَدُوَّكُمْ وَيَسْتَخْلِفَكُمْ
فِى الْاَرْضِ فَيَنْظُرَ كَيْفَ تَعْمَلُوْنَ ○ ع

[১৬]

১৩০। আমি তো ফির'আওনের অনুসারিগণকে দুর্ভিক্ষ ও ফল-ফসলের ক্ষতির দ্বারা আক্রান্ত করিয়াছি, যাহাতে তাহারা অনুধাবন করে।

١٣٠- وَلَقَدْ اَخَذْنَآ اٰلَ فِرْعَوْنَ
بِالسِّنِيْنَ وَنَقْصٍ مِّنَ الثَّمَرٰتِ
لَعَلَّهُمْ يَذَّكَّرُوْنَ ○

১৩১। যখন তাহাদের কোন কল্যাণ হইত, তাহারা বলিত, 'ইহা আমাদের প্রাপ্য'। আর যখন কোন অকল্যাণ হইত তখন তাহারা মূসা ও তাহার সংগীদিগকে অলক্ষুণে গণ্য করিত, তাহাদের অকল্যাণ আল্লাহ্র নিয়ন্ত্রণাধীন; কিন্তু তাহাদের অধিকাংশ ইহা জানে না।

١٣١- فَاِذَا جَآءَتْهُمُ الْحَسَنَةُ
قَالُوْا لَنَا هٰذِهٖ ۚ وَاِنْ تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ
يَّطَّيَّرُوْا بِمُوْسٰى وَمَنْ مَّعَهٗ ؕ
اَلَآ اِنَّمَا طٰٓئِرُهُمْ عِنْدَ اللّٰهِ
وَلٰكِنَّ اَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُوْنَ ○

১৩২। তাহারা বলিল, 'আমাদিগকে জাদু করিবার জন্য তুমি যে কোন নিদর্শন আমাদের নিকট পেশ কর না কেন আমরা তোমাতে বিশ্বাস করিব না।'

١٣٢- وَقَالُوْا مَهْمَا تَاْتِنَا بِهٖ مِنْ اٰيَةٍ
لِّتَسْحَرَنَا بِهَا ۙ
فَمَا نَحْنُ لَكَ بِمُؤْمِنِيْنَ ○

১৩৩। অতঃপর আমি তাহাদিগকে প্লাবন, পঙ্গপাল, উকুন, ভেক ও রক্ত দ্বারা ক্লিষ্ট করি। এইগুলি স্পষ্ট নিদর্শন; কিন্তু তাহারা দাম্ভিকই রহিয়া গেল, আর তাহারা ছিল এক অপরাধী সম্প্রদায়।

١٣٣- فَاَرْسَلْنَا عَلَيْهِمُ الطُّوْفَانَ وَ الْجَرَادَ وَ الْقُمَّلَ وَ الضَّفَادِعَ وَ الدَّمَ اٰيٰتٍ مُّفَصَّلٰتٍ فَاسْتَكْبَرُوْا وَ كَانُوْا قَوْمًا مُّجْرِمِيْنَ ○

১৩৪। এবং যখন তাহাদের উপর শাস্তি আসিত তাহারা বলিত, 'হে মূসা! তুমি তোমার প্রতিপালকের নিকট আমাদের জন্য প্রার্থনা কর তোমার সহিত তিনি যে অংগীকার[৪৭৮] করিয়াছেন তদনুযায়ী; যদি তুমি আমাদিগ হইতে শাস্তি অপসারিত কর তবে আমরা তো তোমাতে ঈমান আনিবই এবং বনী ইস্‌রাঈলকেও তোমার সহিত অবশ্যই যাইতে দিব।'

١٣٤- وَلَمَّا وَقَعَ عَلَيْهِمُ الرِّجْزُ قَالُوْا يٰمُوْسَى ادْعُ لَنَا رَبَّكَ بِمَا عَهِدَ عِنْدَكَ لَئِنْ كَشَفْتَ عَنَّا الرِّجْزَ لَنُؤْمِنَنَّ لَكَ وَ لَنُرْسِلَنَّ مَعَكَ بَنِيْٓ اِسْرَآءِيْلَ ○

১৩৫। আমি যখনই তাহাদের উপর হইতে শাস্তি অপসারিত করিতাম এক নির্দিষ্ট কালের জন্য যাহা তাহাদের জন্য নির্ধারিত ছিল, তাহারা তখনই তাহাদের অংগীকার ভংগ করিত।

١٣٥- فَلَمَّا كَشَفْنَا عَنْهُمُ الرِّجْزَ اِلٰٓى اَجَلٍ هُمْ بٰلِغُوْهُ اِذَا هُمْ يَنْكُثُوْنَ ○

১৩৬। সুতরাং আমি তাহাদিগকে শাস্তি দিয়াছি এবং তাহাদিগকে অতল সমুদ্রে নিমজ্জিত করিয়াছি। কারণ তাহারা আমার নিদর্শনকে অস্বীকার করিত এবং এই সম্বন্ধে তাহারা ছিল গাফিল।

١٣٦- فَانْتَقَمْنَا مِنْهُمْ فَاَغْرَقْنٰهُمْ فِى الْيَمِّ بِاَنَّهُمْ كَذَّبُوْا بِاٰيٰتِنَا وَ كَانُوْا عَنْهَا غٰفِلِيْنَ ○

১৩৭। যে সম্প্রদায়কে দুর্বল গণ্য করা হইত তাহাদিগকে আমি আমার কল্যাণপ্রাপ্ত রাজ্যের পূর্ব ও পশ্চিমের উত্তরাধিকারী করি; এবং বনী ইস্‌রাঈল সম্বন্ধে তোমার প্রতিপালকের শুভ বাণী সত্যে পরিণত হইল, যেহেতু তাহারা ধৈর্য ধারণ

١٣٧- وَاَوْرَثْنَا الْقَوْمَ الَّذِيْنَ كَانُوْا يُسْتَضْعَفُوْنَ مَشَارِقَ الْاَرْضِ وَ مَغَارِبَهَا الَّتِىْ بٰرَكْنَا فِيْهَا ۗ وَ تَمَّتْ كَلِمَتُ رَبِّكَ الْحُسْنٰى عَلٰى بَنِىْٓ اِسْرَآءِيْلَ ۙ بِمَا صَبَرُوْا ۗ

৪৭৮। ঈমান আনিলে 'আযাব অপসারিতকরণের অংগীকার।

وَدَمَّرْنَا مَا كَانَ يَصْنَعُ فِرْعَوْنُ وَقَوْمُهُ وَمَا كَانُوا يَعْرِشُونَ ۝

করিয়াছিল, আর ফির'আওন ও তাহার সম্প্রদায়ের শিল্প এবং যে সব প্রাসাদ তাহারা নির্মাণ করিয়াছিল তাহা ধ্বংস করিয়াছি।

١٣٨- وَجٰوَزْنَا بِبَنِيْٓ اِسْرَآءِيْلَ الْبَحْرَ فَاَتَوْا عَلٰى قَوْمٍ يَّعْكُفُوْنَ عَلٰٓى اَصْنَامٍ لَّهُمْ ۚ قَالُوْا يٰمُوْسَى اجْعَلْ لَّنَآ اِلٰهًا كَمَا لَهُمْ اٰلِهَةٌ ۚ قَالَ اِنَّكُمْ قَوْمٌ تَجْهَلُوْنَ ۝

১৩৮। আর আমি বনী ইস্‌রাঈলকে সমুদ্র পার করাইয়া দেই; অতঃপর তাহারা প্রতিমা পূজায় রত এক জাতির নিকট উপস্থিত হয়। তাহারা বলিল, 'হে মূসা! তাহাদের দেবতার ন্যায় আমাদের জন্যও এক দেবতা গড়িয়া দাও। সে বলিল, 'তোমরা তো এক মূর্খ সম্প্রদায়।

١٣٩- اِنَّ هٰٓؤُلَآءِ مُتَبَّرٌ مَّا هُمْ فِيْهِ وَبٰطِلٌ مَّا كَانُوْا يَعْمَلُوْنَ ۝

১৩৯। 'এইসব লোক যাহাতে লিপ্ত রহিয়াছে তাহা তো বিধ্বস্ত হইবে এবং তাহারা যাহা করিতেছে তাহাও অমূলক।'

١٤٠- قَالَ اَغَيْرَ اللّٰهِ اَبْغِيْكُمْ اِلٰهًا وَّهُوَ فَضَّلَكُمْ عَلَى الْعٰلَمِيْنَ ۝

১৪০। সে আরও বলিল, 'আল্লাহ্ ব্যতীত তোমাদের জন্য আমি কি অন্য ইলাহ্ খুঁজিব অথচ তিনি তোমাদিগকে বিশ্বজগতের উপর শ্রেষ্ঠত্ব দিয়াছেন?'

١٤١- وَاِذْ اَنْجَيْنٰكُمْ مِّنْ اٰلِ فِرْعَوْنَ يَسُوْمُوْنَكُمْ سُوْٓءَ الْعَذَابِ ۚ يُقَتِّلُوْنَ اَبْنَآءَكُمْ وَيَسْتَحْيُوْنَ نِسَآءَكُمْ ۚ وَفِيْ ذٰلِكُمْ بَلَآءٌ مِّنْ رَّبِّكُمْ عَظِيْمٌ ۝

১৪১। স্মরণ কর, আমি তোমাদিগকে ফির'আওনের অনুসারীদের হাত হইতে উদ্ধার করিয়াছি যাহারা তোমাদিগকে নিকৃষ্ট শাস্তি দিত। তাহারা তোমাদের পুত্র সন্তানদেরকে হত্যা করিত এবং তোমাদের নারীদিগকে জীবিত রাখিত; ইহাতে ছিল তোমাদের প্রতিপালকের এক মহাপরীক্ষা।

[১৭]

١٤٢- وَوٰعَدْنَا مُوْسٰى ثَلٰثِيْنَ لَيْلَةً وَّاَتْمَمْنٰهَا بِعَشْرٍ فَتَمَّ مِيْقَاتُ رَبِّهٖٓ اَرْبَعِيْنَ لَيْلَةً ۚ

১৪২। স্মরণ কর, মূসার জন্য আমি ত্রিশ রাত্রি নির্ধারিত করি এবং আরও দশ দ্বারা উহা পূর্ণ করি। এইভাবে তাহার প্রতিপালকের নির্ধারিত সময় চল্লিশ রাত্রিতে[৪৭৯] পূর্ণ

৪৭৯। হযরত মূসা (আঃ)-কে তাওরাত প্রাপ্তির জন্য প্রথমে ৩০ দিন আরও পরে ১০ দিন বৃদ্ধি করিয়া মোট চল্লিশ দিন সিয়ামসহ ই'তিকাফের ন্যায় একই স্থানে ধ্যানমগ্ন অবস্থায় থাকিতে হইয়াছিল।

Contents

وَقَالَ مُوْسٰى لِاَخِيْهِ هٰرُوْنَ اخْلُفْنِىْ فِىْ قَوْمِىْ وَاَصْلِحْ وَلَا تَتَّبِعْ سَبِيْلَ الْمُفْسِدِيْنَ ○

হয়। এবং মূসা তাহার ভ্রাতা হারূনকে বলিল, 'আমার অনুপস্থিতিতে আমার সম্প্রদায়ের মধ্যে তুমি আমার প্রতিনিধিত্ব করিবে, সংশোধন করিবে এবং বিপর্যয় সৃষ্টিকারীদের পথ অনুসরণ করিবে না।'

١٤٣- وَلَمَّا جَآءَ مُوْسٰى لِمِيْقَاتِنَا وَكَلَّمَهٗ رَبُّهٗ ۙ قَالَ رَبِّ اَرِنِىْٓ اَنْظُرْ اِلَيْكَ ؕ قَالَ لَنْ تَرٰىنِىْ وَلٰكِنِ انْظُرْ اِلَى الْجَبَلِ فَاِنِ اسْتَقَرَّ مَكَانَهٗ فَسَوْفَ تَرٰىنِىْ ۚ فَلَمَّا تَجَلّٰى رَبُّهٗ لِلْجَبَلِ جَعَلَهٗ دَكًّا وَّخَرَّ مُوْسٰى صَعِقًا ۚ فَلَمَّآ اَفَاقَ قَالَ سُبْحٰنَكَ تُبْتُ اِلَيْكَ وَاَنَا اَوَّلُ الْمُؤْمِنِيْنَ ○

১৪৩ মূসা যখন আমার নির্ধারিত স্থানে উপস্থিত হইল এবং তাহার প্রতিপালক তাহার সহিত কথা বলিলেন তখন সে বলিল, 'হে আমার প্রতিপালক! আমাকে দর্শন দাও, আমি তোমাকে দেখিব'। তিনি বলিলেন, 'তুমি আমাকে কখনই দেখিতে পাইবে না।[৪৮০] তুমি বরং পাহাড়ের প্রতি লক্ষ্য কর, উহা স্বস্থানে স্থির থাকিলে তবে তুমি আমাকে দেখিবে।' যখন তাহার প্রতিপালক পাহাড়ে জ্যোতি প্রকাশ করিলেন তখন উহা পাহাড়কে চূর্ণ-বিচূর্ণ করিল এবং মূসা সংজ্ঞাহীন হইয়া পড়িল। যখন সে জ্ঞান ফিরিয়া পাইল তখন বলিল, 'মহিমময় তুমি, আমি অনুতপ্ত হইয়া তোমাতেই প্রত্যাবর্তন করিলাম এবং মু'মিনদের মধ্যে আমিই প্রথম।'

١٤٤- قَالَ يٰمُوْسٰٓى اِنِّى اصْطَفَيْتُكَ عَلَى النَّاسِ بِرِسٰلٰتِىْ وَبِكَلَامِىْ ۖ فَخُذْ مَآ اٰتَيْتُكَ وَكُنْ مِّنَ الشّٰكِرِيْنَ ○

১৪৪। তিনি বলিলেন, 'হে মূসা! আমি তোমাকে আমার রিসালাত[৪৮১] ও বাক্যালাপ দ্বারা মানুষের মধ্যে শ্রেষ্ঠত্ব দিয়াছি; সুতরাং আমি যাহা দিলাম তাহা গ্রহণ কর এবং কৃতজ্ঞ হও।'

١٤٥- وَكَتَبْنَا لَهٗ فِى الْاَلْوَاحِ مِنْ كُلِّ شَىْءٍ مَّوْعِظَةً وَّتَفْصِيْلًا لِّكُلِّ شَىْءٍ ۚ فَخُذْهَا بِقُوَّةٍ وَّاْمُرْ قَوْمَكَ يَاْخُذُوْا بِاَحْسَنِهَا ؕ

১৪৫। আমি তাহার জন্য ফলকে সর্ববিষয়ে উপদেশ ও সকল বিষয়ের স্পষ্ট ব্যাখ্যা লিখিয়া দিয়াছি; সুতরাং এইগুলি শক্তভাবে ধর এবং তোমার সম্প্রদায়কে উহাদের যাহা উত্তম[৪৮২] তাহা গ্রহণ করিতে নির্দেশ

৪৮০। দুনিয়াতে দেখিবে না, পরকালে জান্নাতে প্রবেশের পরে আল্লাহ্ তা'আলার দর্শন সকল জান্নাতবাসী লাভ করিবে।

৪৮১। রাসূলের মর্যাদা ও দায়িত্ব।

৪৮২। তাওরাতে যে নির্দেশ দেওয়া হইয়াছে তাহাই উত্তম, আর যাহা নিষেধ করা হইয়াছে তাহাই মন্দ। প্রদত্ত বিধানাবলীর মধ্যে কিছু অতি উচ্চ পর্যায়ের সেইগুলির পালন عزيمة অর্থাৎ উচ্চ মানের নিষ্ঠা, আর সাধারণ বিধানের অনুসরণ رخصة অর্থাৎ নিম্ন মানের নিষ্ঠা, যাহাকে জাইয جائز বলা যায়।

سَاُورِيْكُمْ دَارَ الْفٰسِقِيْنَ ○

দাও। আমি শীঘ্র সত্যত্যাগীদের বাসস্থান তোমাদিগকে দেখাইব।

١٤٦- سَاَصْرِفُ عَنْ اٰيٰتِيَ الَّذِيْنَ يَتَكَبَّرُوْنَ
فِي الْاَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ ۖ
وَاِنْ يَّرَوْا كُلَّ اٰيَةٍ لَّا يُؤْمِنُوْا بِهَا ۚ
وَاِنْ يَّرَوْا سَبِيْلَ الرُّشْدِ
لَا يَتَّخِذُوْهُ سَبِيْلًا ۚ
وَاِنْ يَّرَوْا سَبِيْلَ الْغَيِّ يَتَّخِذُوْهُ سَبِيْلًا ۖ
ذٰلِكَ بِاَنَّهُمْ كَذَّبُوْا بِاٰيٰتِنَا
وَكَانُوْا عَنْهَا غٰفِلِيْنَ ○

১৪৬। পৃথিবীতে যাহারা অন্যায়ভাবে দম্ভ করিয়া বেড়ায় তাহাদের দৃষ্টি আমার নিদর্শন হইতে ফিরাইয়া দিব, তাহারা আমার প্রত্যেকটি নিদর্শন দেখিলেও উহাতে বিশ্বাস করিবে না, তাহারা সৎপথ দেখিলেও উহাকে পথ বলিয়া গ্রহণ করিবে না, কিন্তু তাহারা ভ্রান্ত পথ দেখিলে উহাকে তাহারা পথ হিসাবে গ্রহণ করিবে। ইহা এইহেতু যে, তাহারা আমার নিদর্শনকে অস্বীকার করিয়াছে এবং সে সম্বন্ধে তাহারা ছিল গাফিল।

١٤٧- وَالَّذِيْنَ كَذَّبُوْا بِاٰيٰتِنَا وَلِقَآءِ
الْاٰخِرَةِ حَبِطَتْ اَعْمَالُهُمْ ۖ هَلْ يُجْزَوْنَ
اِلَّا مَا كَانُوْا يَعْمَلُوْنَ ○ ع

১৪৭। যাহারা আমার নিদর্শন ও আখিরাতের সাক্ষাতকে অস্বীকার করে তাহাদের কার্য নিষ্ফল হয়। তাহারা যাহা করে তদনুযায়ীই তাহাদিগকে প্রতিফল দেওয়া হইবে।

[১৮]

١٤٨- وَاتَّخَذَ قَوْمُ مُوْسٰى
مِنْۢ بَعْدِهٖ مِنْ حُلِيِّهِمْ
عِجْلًا جَسَدًا لَّهٗ خُوَارٌ ۖ
اَلَمْ يَرَوْا اَنَّهٗ لَا يُكَلِّمُهُمْ
وَلَا يَهْدِيْهِمْ سَبِيْلًا ۘ
اِتَّخَذُوْهُ وَكَانُوْا ظٰلِمِيْنَ ○

১৪৮। মূসার সম্প্রদায় তাহার অনুপস্থিতিতে নিজেদের অলংকার দ্বারা গড়িল এক গো-বৎস, এক অবয়ব, যাহা 'হাম্বা' রব করিত। তাহারা কি দেখিল না যে, উহা তাহাদের সহিত কথা বলে না ও তাহাদিগকে পথও দেখায় না? তাহারা উহাকে উপাস্যরূপে গ্রহণ করিল এবং তাহারা ছিল যালিম।

١٤٩- وَلَمَّا سُقِطَ فِيْٓ اَيْدِيْهِمْ
وَرَاَوْا اَنَّهُمْ قَدْ ضَلُّوْا ۙ
قَالُوْا لَئِنْ لَّمْ يَرْحَمْنَا رَبُّنَا
وَيَغْفِرْ لَنَا لَنَكُوْنَنَّ مِنَ الْخٰسِرِيْنَ ○

১৪৯। তাহারা যখন অনুতপ্ত হইল ও দেখিল যে, তাহারা বিপথগামী হইয়া গিয়াছে, তখন তাহারা বলিল, 'আমাদের প্রতিপালক যদি আমাদের প্রতি দয়া না করেন ও আমাদিগকে ক্ষমা না করেন তবে আমরা তো ক্ষতিগ্রস্ত হইবই।'

১৫০। মূসা যখন ক্রুদ্ধ ও ক্ষুব্ধ হইয়া স্বীয় সম্প্রদায়ের নিকট প্রত্যাবর্তন করিল তখন বলিল, 'আমার অনুপস্থিতিতে তোমরা আমার কত নিকৃষ্ট প্রতিনিধিত্ব করিয়াছ! তোমাদের প্রতিপালকের আদেশের পূর্বে তোমরা ত্বরান্বিত করিলে[৪৮৩]?' এবং সে ফলকগুলি ফেলিয়া দিল আর স্বীয় ভ্রাতাকে চুলে[৪৮৪] ধরিয়া নিজের দিকে টানিয়া আনিল। হারূন বলিল, 'হে আমার সহোদর! লোকেরা তো আমাকে দুর্বল মনে করিয়াছিল এবং আমাকে প্রায় হত্যা করিয়াই ফেলিয়াছিল। তুমি আমার সহিত এমন করিও না যাহাতে শত্রুরা আনন্দিত হয় এবং আমাকে যালিমদের অন্তর্ভুক্ত করিও না।'

١٥٠- وَلَمَّا رَجَعَ مُوْسٰۤى اِلٰى قَوْمِهٖ غَضْبَانَ اَسِفًا ۙ قَالَ بِئْسَمَا خَلَفْتُمُوْنِىْ مِنْۢ بَعْدِىْ ۚ اَعَجِلْتُمْ اَمْرَ رَبِّكُمْ ۚ وَاَلْقَى الْاَلْوَاحَ وَاَخَذَ بِرَاْسِ اَخِيْهِ يَجُرُّهٗۤ اِلَيْهِ ؕ قَالَ ابْنَ اُمَّ اِنَّ الْقَوْمَ اسْتَضْعَفُوْنِىْ وَكَادُوْا يَقْتُلُوْنَنِىْ ۖ فَلَا تُشْمِتْ بِىَ الْاَعْدَآءَ وَلَا تَجْعَلْنِىْ مَعَ الْقَوْمِ الظّٰلِمِيْنَ ○

১৫১। মূসা বলিল, 'হে আমার প্রতিপালক! আমাকে ও আমার ভ্রাতাকে ক্ষমা কর এবং আমাদিগকে তোমার রহমতের মধ্যে দাখিল কর। তুমিই শ্রেষ্ঠ দয়ালু।'

١٥١- قَالَ رَبِّ اغْفِرْ لِىْ وَلِاَخِىْ وَاَدْخِلْنَا فِىْ رَحْمَتِكَ ۖ وَاَنْتَ اَرْحَمُ الرّٰحِمِيْنَ ○

[১৯]

১৫২। যাহারা গো-বৎসকে উপাস্যরূপে গ্রহণ করিয়াছে পার্থিব জীবনে তাহাদের উপর তাহাদের প্রতিপালকের ক্রোধ ও লাঞ্ছনা আপতিত হইবেই। আর এইভাবে আমি মিথ্যা রচনাকারীদিগকে প্রতিফল দিয়া থাকি।

١٥٢- اِنَّ الَّذِيْنَ اتَّخَذُوا الْعِجْلَ سَيَنَالُهُمْ غَضَبٌ مِّنْ رَّبِّهِمْ وَذِلَّةٌ فِى الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا ؕ وَكَذٰلِكَ نَجْزِى الْمُفْتَرِيْنَ ○

১৫৩। যাহারা অসৎকার্য করে তাহারা পরে তওবা করিলে ও ঈমান আনিলে তোমার প্রতিপালক তো পরম ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।

١٥٣- وَالَّذِيْنَ عَمِلُوا السَّيِّاٰتِ ثُمَّ تَابُوْا مِنْۢ بَعْدِهَا وَاٰمَنُوْۤا ۖ اِنَّ رَبَّكَ مِنْۢ بَعْدِهَا لَغَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ ○

৪৮৩। হযরত মূসা (আঃ) বলিলেন, 'আমি তোমাদের প্রতিপালকের নির্দেশ লাভের উদ্দেশ্যে নির্দিষ্ট সময়ের জন্য গিয়াছি, তোমরা আমার প্রত্যাবর্তনের অপেক্ষা না করিয়া এইরূপ ঘৃণ্য কার্য করিয়া ফেলিলে!'

৪৮৪ راس অর্থ মাথা, এখানে 'মাথার চুল'।

Contents

১৫৪। মূসার ক্রোধ যখন প্রশমিত হইল তখন সে ফলকগুলি তুলিয়া লইল। যাহারা তাহাদের প্রতিপালককে ভয় করে তাহাদের জন্য উহাতে যাহা লিখিত ছিল তাহাতে ছিল পথনির্দেশ ও রহমত।

١٥٤- وَلَمَّا سَكَتَ عَنْ مُّوْسَى الْغَضَبُ اَخَذَ الْاَلْوَاحَ ۚ وَفِىْ نُسْخَتِهَا هُدًى وَّرَحْمَةٌ لِّلَّذِيْنَ هُمْ لِرَبِّهِمْ يَرْهَبُوْنَ ○

১৫৫। মূসা স্বীয় সম্প্রদায় হইতে সত্তরজন লোককে আমার নির্ধারিত স্থানে সমবেত হওয়ার জন্য মনোনীত করিল। তাহারা যখন ভূমিকম্প দ্বারা আক্রান্ত হইল, তখন মূসা বলিল, 'হে আমার প্রতিপালক! তুমি ইচ্ছা করিলে পূর্বেই তো ইহাদিগকে এবং আমাকেও ধ্বংস করিতে পারিতে! আমাদের মধ্যে যাহারা নির্বোধ, তাহারা যাহা করিয়াছে সেইজন্য কি তুমি আমাদিগকে ধ্বংস করিবে? ইহা তো শুধু তোমার পরীক্ষা, যদ্বারা তুমি যাহাকে ইচ্ছা বিপথগামী কর এবং যাহাকে ইচ্ছা সৎপথে পরিচালিত কর। তুমিই তো আমাদের অভিভাবক; সুতরাং আমাদিগকে ক্ষমা কর ও আমাদের প্রতি দয়া কর এবং ক্ষমাশীলদের মধ্যে তুমিই তো শ্রেষ্ঠ।

١٥٥- وَاخْتَارَ مُوْسٰى قَوْمَهٗ سَبْعِيْنَ رَجُلًا لِّمِيْقَاتِنَا ۚ فَلَمَّآ اَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ قَالَ رَبِّ لَوْ شِئْتَ اَهْلَكْتَهُمْ مِّنْ قَبْلُ وَاِيَّايَ ۖ اَتُهْلِكُنَا بِمَا فَعَلَ السُّفَهَآءُ مِنَّا ۚ اِنْ هِىَ اِلَّا فِتْنَتُكَ ۖ تُضِلُّ بِهَا مَنْ تَشَآءُ وَتَهْدِىْ مَنْ تَشَآءُ ۖ اَنْتَ وَلِيُّنَا فَاغْفِرْ لَنَا وَارْحَمْنَا وَاَنْتَ خَيْرُ الْغٰفِرِيْنَ ○

১৫৬। 'আমাদের জন্য নির্ধারিত কর দুনিয়া ও আখিরাতে কল্যাণ, আমরা তোমার নিকট প্রত্যাবর্তন করিয়াছি।' আল্লাহ্ বলিলেন, 'আমার শাস্তি যাহাকে ইচ্ছা দিয়া থাকি আর আমার দয়া—তাহা তো প্রত্যেক বস্তুতে ব্যাপ্ত। সুতরাং আমি উহা তাহাদের জন্য নির্ধারিত করিব যাহারা তাকওয়া অবলম্বন করে, যাকাত দেয় ও আমার নিদর্শনে বিশ্বাস করে।

١٥٦- وَاكْتُبْ لَنَا فِىْ هٰذِهِ الدُّنْيَا حَسَنَةً وَّفِى الْاٰخِرَةِ اِنَّا هُدْنَآ اِلَيْكَ ۖ قَالَ عَذَابِىْٓ اُصِيْبُ بِهٖ مَنْ اَشَآءُ ۚ وَرَحْمَتِىْ وَسِعَتْ كُلَّ شَىْءٍ ۖ فَسَاَكْتُبُهَا لِلَّذِيْنَ يَتَّقُوْنَ وَيُؤْتُوْنَ الزَّكٰوةَ وَالَّذِيْنَ هُمْ بِاٰيٰتِنَا يُؤْمِنُوْنَ ○

১৫৭। 'যাহারা অনুসরণ করে বার্তাবাহক উম্মী নবীর, যাহার উল্লেখ তাওরাত ও ইন্জীল, যাহা তাহাদের নিকট আছে তাহাতে

١٥٧- اَلَّذِيْنَ يَتَّبِعُوْنَ الرَّسُوْلَ النَّبِىَّ الْاُمِّىَّ الَّذِىْ يَجِدُوْنَهٗ مَكْتُوْبًا

عِنْدَهُمْ فِي التَّوْرٰىةِ وَالْاِنْجِيْلِ ز يَاْمُرُهُمْ بِالْمَعْرُوْفِ وَيَنْهٰىهُمْ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبٰتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبٰٓئِثَ وَيَضَعُ عَنْهُمْ اِصْرَهُمْ وَالْاَغْلٰلَ الَّتِيْ كَانَتْ عَلَيْهِمْ ط فَالَّذِيْنَ اٰمَنُوْا بِهٖ وَعَزَّرُوْهُ وَنَصَرُوْهُ وَاتَّبَعُوا النُّوْرَ الَّذِيْٓ اُنْزِلَ مَعَهٗٓ لا اُولٰٓئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُوْنَ ○

লিপিবদ্ধ পায়, যে তাহাদিগকে সৎকার্যের নির্দেশ দেয় ও অসৎকার্যে বাধা দেয়, যে তাহাদের জন্য পবিত্র বস্তু হালাল করে ও অপবিত্র বস্তু হারাম করে এবং যে মুক্ত করে তাহাদিগকে তাহাদের গুরুভার হইতে ও শৃংখল[৪৮৫] হইতে যাহা তাহাদের উপর ছিল। সুতরাং যাহারা তাহার প্রতি ঈমান আনে তাহাকে সম্মান করে, তাহাকে সাহায্য করে এবং যে নূর[৪৮৬] তাহার সাথে অবতীর্ণ হইয়াছে উহার অনুসরণ করে তাহারাই সফলকাম।

[২০]

١٥٨- قُلْ يٰٓاَيُّهَا النَّاسُ اِنِّيْ رَسُوْلُ اللّٰهِ اِلَيْكُمْ جَمِيْعًا الَّذِيْ لَهٗ مُلْكُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ ج لَآ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ يُحْيٖ وَيُمِيْتُ ص فَاٰمِنُوْا بِاللّٰهِ وَرَسُوْلِهِ النَّبِيِّ الْاُمِّيِّ الَّذِيْ يُؤْمِنُ بِاللّٰهِ وَكَلِمٰتِهٖ وَاتَّبِعُوْهُ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُوْنَ ○

১৫৮। বল 'হে মানুষ! আমি তোমাদের সকলের জন্য আল্লাহ্‌র রাসূল, যিনি আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীর সার্বভৌমত্বের অধিকারী। তিনি ব্যতীত অন্য কোন ইলাহ্ নাই; তিনিই জীবিত করেন ও মৃত্যু ঘটান। সুতরাং তোমরা ঈমান আন আল্লাহ্‌র প্রতি ও তাঁহার বার্তাবাহক উম্মী নবীর প্রতি যে আল্লাহ্ ও তাঁহার বাণীতে ঈমান আনে এবং তোমরা তাহার অনুসরণ কর, যাহাতে তোমরা সঠিক পথ পাও।'

١٥٩- وَمِنْ قَوْمِ مُوْسٰٓى اُمَّةٌ يَّهْدُوْنَ بِالْحَقِّ وَبِهٖ يَعْدِلُوْنَ ○

১৫৯। মূসার সম্প্রদায়ের মধ্যে এমন দল রহিয়াছে যাহারা অন্যকে ন্যায়ভাবে পথ দেখায় ও সেই মতেই বিচার করে।

١٦٠- وَقَطَّعْنٰهُمُ اثْنَتَيْ عَشْرَةَ اَسْبَاطًا اُمَمًا ط وَاَوْحَيْنَآ اِلٰى مُوْسٰٓى اِذِ اسْتَسْقٰىهُ قَوْمُهٗٓ اَنِ اضْرِبْ بِّعَصَاكَ الْحَجَرَ ج فَانْۢبَجَسَتْ مِنْهُ اثْنَتَا عَشْرَةَ عَيْنًا ط قَدْ عَلِمَ كُلُّ اُنَاسٍ مَّشْرَبَهُمْ ط

১৬০। তাহাদিগকে আমি দ্বাদশ গোত্রে বিভক্ত করিয়াছি। মূসার সম্প্রদায় যখন তাহার নিকট পানি প্রার্থনা করিল, তখন তাহার প্রতি প্রত্যাদেশ করিলাম, 'তোমার লাঠির দ্বারা পাথরে আঘাত কর'; ফলে উহা হইতে দ্বাদশ প্রস্রবণ উৎসারিত হইল। প্রত্যেক গোত্র নিজ নিজ পানস্থান চিনিয়া

৪৮৫। অর্থাৎ কঠিন বিধানাবলী—যাহা পূর্ববর্তী শরী'আতে ছিল, অথবা পরাক্রমশালী শত্রুর অত্যাচার ও পরাধীনতার শৃংখল।
৪৮৬। 'নূর' অর্থাৎ কুরআন।

লইল, এবং মেঘ দ্বারা তাহাদের উপর ছায়া বিস্তার করিয়াছিলাম, তাহাদের নিকট মান্না ও সালওয়া[৪৮৭] পাঠাইয়াছিলাম এবং বলিয়াছিলাম,[৪৮৮] 'ভাল যাহা তোমাদিগকে দিয়াছি তাহা হইতে আহার কর।' তাহারা আমার প্রতি কোন যুলুম করে নাই কিন্তু তাহারা নিজেদের প্রতিই যুলুম করিতেছিল।

وَظَلَّلْنَا عَلَيْهِمُ الْغَمَامَ وَأَنْزَلْنَا عَلَيْهِمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوٰى ۖ كُلُوا مِنْ طَيِّبٰتِ مَا رَزَقْنٰكُمْ ۚ وَمَا ظَلَمُونَا وَلٰكِنْ كَانُوٓا أَنْفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ ○

১৬১। স্মরণ কর, তাহাদিগকে বলা হইয়াছিল, 'তোমরা এই জনপদে বাস কর ও যেথা ইচ্ছা আহার কর এবং বল, 'ক্ষমা চাই' এবং নতশিরে দ্বারে প্রবেশ কর; আমি তোমাদের অপরাধ ক্ষমা করিব। আমি সৎকর্মপরায়ণদিগকে আরও অধিক দান করিব।'

١٦١- وَإِذْ قِيلَ لَهُمُ اسْكُنُوا هٰذِهِ الْقَرْيَةَ وَكُلُوا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ وَقُولُوا حِطَّةٌ وَّادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا نَّغْفِرْ لَكُمْ خَطِيٓـٰٔتِكُمْ ۚ سَنَزِيدُ الْمُحْسِنِينَ ○

১৬২। কিন্তু তাহাদের মধ্যে যাহারা যালিম ছিল তাহাদিগকে যাহা বলা হইয়াছিল, তাহার পরিবর্তে তাহারা অন্য কথা বলিল। সুতরাং আমি আকাশ হইতে তাহাদের প্রতি শাস্তি প্রেরণ করিলাম যেহেতু তাহারা সীমালংঘন করিতেছিল।

١٦٢- فَبَدَّلَ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ قَوْلًا غَيْرَ الَّذِي قِيلَ لَهُمْ فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِجْزًا مِّنَ السَّمَآءِ بِمَا كَانُوا يَظْلِمُونَ ○

[২১]

১৬৩। তাহাদিগকে সমুদ্র তীরবর্তী জনপদবাসীদের সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা কর, তাহারা শনিবারে সীমালংঘন করিত; শনিবার উদ্‌যাপনের দিন মাছ পানিতে ভাসিয়া তাহাদের নিকট আসিত। কিন্তু যেদিন তাহারা শনিবার উদ্‌যাপন করিত না সেদিন উহারা তাহাদের নিকট আসিত না। এইভাবে আমি তাহাদিগকে পরীক্ষা করিয়াছিলাম, যেহেতু তাহারা সত্যত্যাগ করিত।

١٦٣- وَاسْـَٔلْهُمْ عَنِ الْقَرْيَةِ الَّتِي كَانَتْ حَاضِرَةَ الْبَحْرِ إِذْ يَعْدُونَ فِي السَّبْتِ إِذْ تَأْتِيهِمْ حِيتَانُهُمْ يَوْمَ سَبْتِهِمْ شُرَّعًا وَّيَوْمَ لَا يَسْبِتُونَ ۙ لَا تَأْتِيهِمْ ۚ كَذٰلِكَ ۚ نَبْلُوهُمْ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ ○

৪৮৭। ৪২ ও ৪৩ নম্বর টীকা দ্রষ্টব্য।
৪৮৮। 'বলিয়াছিলাম' শব্দটি মূল আরবীতে উহ্য আছে।

Contents

١٦٤- وَإِذْ قَالَتْ أُمَّةٌ مِّنْهُمْ
لِمَ تَعِظُونَ قَوْمًا ۙ اللّٰهُ مُهْلِكُهُمْ
أَوْ مُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا شَدِيدًا ۖ
قَالُوا مَعْذِرَةً إِلَىٰ رَبِّكُمْ
وَلَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ ۝

১৬৪। স্মরণ কর, তাহাদের এক দল বলিয়াছিল, 'আল্লাহ্ যাহাদিগকে ধ্বংস করিবেন কিংবা কঠোর শাস্তি দিবেন, তোমরা তাহাদিগকে সদুপদেশ দাও কেন?' তাহারা বলিয়াছিল, 'তোমাদের প্রতিপালকের নিকট দায়িত্ব-মুক্তির জন্য এবং যাহাতে তাহারা সাবধান হয় এইজন্য।'

١٦٥- فَلَمَّا نَسُوا مَا ذُكِّرُوا بِهِ
أَنجَيْنَا الَّذِينَ يَنْهَوْنَ عَنِ السُّوءِ
وَأَخَذْنَا الَّذِينَ ظَلَمُوا
بِعَذَابٍ بَئِيسٍ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ ۝

১৬৫। যে উপদেশ তাহাদিগকে দেওয়া হইয়াছিল তাহারা যখন উহা বিস্মৃত হয় তখন যাহারা অসৎকার্য হইতে নিবৃত্ত করিত তাহাদিগকে আমি উদ্ধার করি এবং যাহারা যুলুম করে তাহারা কুফরী করিত বলিয়া আমি তাহাদিগকে কঠোর শাস্তি দিই।

١٦٦- فَلَمَّا عَتَوْا عَن مَّا نُهُوا عَنْهُ
قُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ ۝

১৬৬। তাহারা যখন নিষিদ্ধ কার্য ঔদ্ধত্য সহকারে করিতে লাগিল তখন তাহাদিগকে বলিলাম, 'ঘৃণিত বানর হও!'

١٦٧- وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكَ لَيَبْعَثَنَّ عَلَيْهِمْ
إِلَىٰ يَوْمِ الْقِيَامَةِ
مَن يَسُومُهُمْ سُوءَ الْعَذَابِ ۗ
إِنَّ رَبَّكَ لَسَرِيعُ الْعِقَابِ ۖ
وَإِنَّهُ لَغَفُورٌ رَّحِيمٌ ۝

১৬৭। স্মরণ কর, তোমার প্রতিপালক ঘোষণা করেন যে, তিনি তো কিয়ামত পর্যন্ত তাহাদের উপর এমন লোকদিগকে প্রেরণ করিবেন যাহারা তাহাদিগকে কঠিন শাস্তি দিতে থাকিবে, আর তোমার প্রতিপালক তো শাস্তিদানে তৎপর এবং তিনি তো ক্ষমাশীল, পরম দয়াময়।

١٦٨- وَقَطَّعْنَاهُمْ فِي الْأَرْضِ أُمَمًا ۚ
مِّنْهُمُ الصَّالِحُونَ وَمِنْهُمْ دُونَ ذَٰلِكَ ۖ
وَبَلَوْنَاهُم بِالْحَسَنَاتِ وَالسَّيِّئَاتِ
لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ ۝

১৬৮। দুনিয়ায় আমি তাহাদিগকে বিভিন্ন দলে বিভক্ত করি; তাহাদের কতক সৎকর্মপরায়ণ ও কতক অন্যরূপ এবং মঙ্গল ও অমঙ্গল দ্বারা আমি তাহাদিগকে পরীক্ষা করি, যাহাতে তাহারা প্রত্যাবর্তন করে।

١٦٩- فَخَلَفَ مِن بَعْدِهِمْ خَلْفٌ
وَرِثُوا الْكِتَابَ

১৬৯। অতঃপর অযোগ্য উত্তরপুরুষগণ একের পর এক তাহাদের স্থলাভিষিক্তরূপে কিতাবের উত্তরাধিকারী হয়; তাহারা এই

يَاْخُذُوْنَ عَرَضَ هٰذَا الْاَدْنٰى
وَيَقُوْلُوْنَ سَيُغْفَرُ لَنَا ۚ
وَاِنْ يَّاْتِهِمْ عَرَضٌ مِّثْلُهٗ يَاْخُذُوْهُ ؕ
اَلَمْ يُؤْخَذْ عَلَيْهِمْ مِّيْثَاقُ الْكِتٰبِ
اَنْ لَّا يَقُوْلُوْا عَلَى اللّٰهِ اِلَّا الْحَقَّ
وَدَرَسُوْا مَا فِيْهِ ؕ وَالدَّارُ الْاٰخِرَةُ
خَيْرٌ لِّلَّذِيْنَ يَتَّقُوْنَ ؕ
اَفَلَا تَعْقِلُوْنَ ○

তুচ্ছ দুনিয়ার সামগ্রী গ্রহণ করে এবং বলে, 'আমাদিগকে ক্ষমা করা হইবে।' কিন্তু উহার অনুরূপ সামগ্রী তাহাদের নিকট আসিলে উহাও তাহারা গ্রহণ করে; কিতাবের অঙ্গীকার[৪৮৯] কি তাহাদের নিকট হইতে লওয়া হয় নাই যে, তাহারা আল্লাহ্ সম্বন্ধে সত্য ব্যতীত বলিবে না? এবং তাহারা তো উহাতে যাহা আছে তাহা অধ্যয়নও করে। যাহারা তাকওয়া অবলম্বন করে তাহাদের জন্য পরকালের আবাসই শ্রেয়; তোমরা কি ইহা অনুধাবন কর না?

١٧٠- وَالَّذِيْنَ يُمَسِّكُوْنَ بِالْكِتٰبِ
وَاَقَامُوا الصَّلٰوةَ ؕ اِنَّا لَا نُضِيْعُ
اَجْرَ الْمُصْلِحِيْنَ ○

১৭০। যাহারা কিতাবকে দৃঢ়ভাবে ধারণ করে ও সালাত কায়েম করে, আমি তো এইরূপ সৎকর্মপরায়ণদের শ্রমফল নষ্ট করি না।

١٧١- وَاِذْ نَتَقْنَا الْجَبَلَ فَوْقَهُمْ كَاَنَّهٗ
ظُلَّةٌ وَّ ظَنُّوْٓا اَنَّهٗ وَاقِعٌۢ بِهِمْ ۚ خُذُوْا مَآ
اٰتَيْنٰكُمْ بِقُوَّةٍ وَّ اذْكُرُوْا مَا فِيْهِ
لَعَلَّكُمْ تَتَّقُوْنَ ○ ع

১৭১। স্মরণ কর, আমি পর্বতকে তাহাদের ঊর্ধ্বে উত্তোলন করি, আর উহা ছিল যেন এক চন্দ্রাতপ। তাহারা মনে করিল যে, উহা তাহাদের উপর পড়িয়া যাইবে। বলিলাম,[৪৯০] 'আমি যাহা দিলাম তাহা দৃঢ়ভাবে ধারণ কর এবং উহাতে যাহা আছে তাহা স্মরণ কর, যাহাতে তোমরা তাক্ওয়ার অধিকারী হও।'

[২২]

١٧٢- وَاِذْ اَخَذَ رَبُّكَ مِنْۢ بَنِيْٓ اٰدَمَ مِنْ
ظُهُوْرِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَاَشْهَدَهُمْ عَلٰٓى
اَنْفُسِهِمْ ۚ اَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ ؕ
قَالُوْا بَلٰى ۛ شَهِدْنَا ۛ

১৭২। স্মরণ কর, তোমার প্রতিপালক আদম সন্তানের পৃষ্ঠদেশ হইতে তাহার বংশধরকে বাহির করেন এবং তাহাদের নিজেদের সম্বন্ধে স্বীকারোক্তি গ্রহণ করেন এবং বলেন, 'আমি কি তোমাদের প্রতিপালক নহি?' তাহারা বলে, 'হাঁ অবশ্যই আমরা

৪৮৯। অর্থাৎ তাওরাতের অংগীকার।
৪৯০। 'বলিলাম' কথাটি আরবীতে উহ্য রহিয়াছে।

اَنْ تَقُوْلُوْا يَوْمَ الْقِيٰمَةِ اِنَّا كُنَّا عَنْ هٰذَا غٰفِلِيْنَ ۙ

সাক্ষী রহিলাম।' ইহা এইজন্য যে, তোমরা যেন কিয়ামতের দিন না বল, 'আমরা তো এ বিষয়ে গাফিল ছিলাম।'

١٧٣- اَوْ تَقُوْلُوْٓا اِنَّمَآ اَشْرَكَ اٰبَآؤُنَا مِنْ قَبْلُ وَكُنَّا ذُرِّيَّةً مِّنْۢ بَعْدِهِمْ ۚ اَفَتُهْلِكُنَا بِمَا فَعَلَ الْمُبْطِلُوْنَ ۝

১৭৩। কিংবা তোমরা যেন না বল, 'আমাদের পূর্বপুরুষগণই তো আমাদের পূর্বে শির্‌ক করিয়াছে, আর আমরা তো তাহাদের পরবর্তী বংশধর; তবে কি পথভ্রষ্টদের কৃতকর্মের জন্য তুমি আমাদিগকে ধ্বংস করিবে?'

١٧٤- وَكَذٰلِكَ نُفَصِّلُ الْاٰيٰتِ وَلَعَلَّهُمْ يَرْجِعُوْنَ ۝

১৭৪। এইভাবে নিদর্শন বিশদভাবে বিবৃত করি যাহাতে তাহারা প্রত্যাবর্তন করে।

١٧٥- وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَاَ الَّذِيْٓ اٰتَيْنٰهُ اٰيٰتِنَا فَانْسَلَخَ مِنْهَا فَاَتْبَعَهُ الشَّيْطٰنُ فَكَانَ مِنَ الْغٰوِيْنَ ۝

১৭৫। তাহাদিগকে ঐ ব্যক্তির[৪৯১] বৃত্তান্ত পড়িয়া শুনাও যাহাকে আমি দিয়াছিলাম নিদর্শন, অতঃপর সে উহাকে বর্জন করে, পরে শয়তান তাহার পিছনে লাগে, আর সে বিপথগামীদের অন্তর্ভুক্ত হয়।

١٧٦- وَلَوْ شِئْنَا لَرَفَعْنٰهُ بِهَا وَلٰكِنَّهٗٓ اَخْلَدَ اِلَى الْاَرْضِ وَاتَّبَعَ هَوٰىهُ ۚ فَمَثَلُهٗ كَمَثَلِ الْكَلْبِ ۚ اِنْ تَحْمِلْ عَلَيْهِ يَلْهَثْ اَوْ تَتْرُكْهُ يَلْهَثْ ؕ ذٰلِكَ مَثَلُ الْقَوْمِ الَّذِيْنَ كَذَّبُوْا بِاٰيٰتِنَا ۚ فَاقْصُصِ الْقَصَصَ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُوْنَ ۝

১৭৬। আমি ইচ্ছা করিলে ইহা দ্বারা তাহাকে উচ্চ মর্যাদা দান করিতাম, কিন্তু সে দুনিয়ার প্রতি ঝুঁকিয়া পড়ে ও তাহার প্রবৃত্তির অনুসরণ করে। তাহার অবস্থা কুকুরের ন্যায়; উহার উপর তুমি বোঝা চাপাইলে সে হাঁপাইতে থাকে এবং তুমি বোঝা না চাপাইলেও হাঁপায়। যে সম্প্রদায় আমার নিদর্শনকে প্রত্যাখ্যান করে তাহাদের অবস্থাও এইরূপ, তুমি বৃত্তান্ত বিবৃত কর যাহাতে তাহারা চিন্তা করে।

١٧٧- سَآءَ مَثَلَاۨ الْقَوْمُ الَّذِيْنَ كَذَّبُوْا بِاٰيٰتِنَا وَاَنْفُسَهُمْ كَانُوْا يَظْلِمُوْنَ ۝

১৭৭। যে সম্প্রদায় আমার নিদর্শনকে প্রত্যাখ্যান করে ও নিজেদের প্রতি যুলুম করে তাহাদের অবস্থা কত মন্দ!

৪৯১। অর্থাৎ দুর্বলচিত্ত ও লোভী ব্যক্তির।

Contents

১৭৮। আল্লাহ্ যাহাকে পথ দেখান সে-ই পথ পায় এবং যাহাদিগকে তিনি বিপথগামী করেন তাহারাই ক্ষতিগ্রস্ত।

١٧٨- مَنْ يَّهْدِ اللّٰهُ فَهُوَ الْمُهْتَدِيْ ۚ وَمَنْ يُّضْلِلْ فَاُولٰٓئِكَ هُمُ الْخٰسِرُوْنَ ○

১৭৯। আমি তো বহু জিন্ন ও মানবকে জাহান্নামের জন্য সৃষ্টি করিয়াছি; তাহাদের হৃদয় আছে কিন্তু তদ্দারা তাহারা উপলব্ধি করে না, তাহাদের চক্ষু আছে তদ্দারা দেখে না এবং তাহাদের কর্ণ আছে তদ্দারা শ্রবণ করে না; ইহারা পশুর ন্যায়, বরং উহারা অধিক বিভ্রান্ত। উহারাই গাফিল।

١٧٩- وَلَقَدْ ذَرَاْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيْرًا مِّنَ الْجِنِّ وَالْاِنْسِ ۖ لَهُمْ قُلُوْبٌ لَّا يَفْقَهُوْنَ بِهَا ز وَلَهُمْ اَعْيُنٌ لَّا يُبْصِرُوْنَ بِهَا ز وَلَهُمْ اٰذَانٌ لَّا يَسْمَعُوْنَ بِهَا ۚ اُولٰٓئِكَ كَالْاَنْعَامِ بَلْ هُمْ اَضَلُّ ۚ اُولٰٓئِكَ هُمُ الْغٰفِلُوْنَ ○

১৮০। আল্লাহ্‌র[৪৯২] জন্য রহিয়াছে সুন্দর সুন্দর নাম। অতএব তোমরা তাঁহাকে সেই সকল নামেই ডাকিবে; যাহারা তাঁহার নাম বিকৃত করে তাহাদিগকে বর্জন করিবে; তাহাদের কৃতকর্মের ফল তাহাদিগকে দেওয়া হইবে।

١٨٠- وَلِلّٰهِ الْاَسْمَآءُ الْحُسْنٰى فَادْعُوْهُ بِهَا ص وَذَرُوا الَّذِيْنَ يُلْحِدُوْنَ فِيْٓ اَسْمَآئِهٖ ۚ سَيُجْزَوْنَ مَا كَانُوْا يَعْمَلُوْنَ ○

১৮১। যাহাদিগকে আমি সৃষ্টি করিয়াছি তাহাদের মধ্যে একদল লোক আছে যাহারা ন্যায়ভাবে পথ দেখায় এবং ন্যায়ভাবে বিচার করে।

١٨١- وَمِمَّنْ خَلَقْنَآ اُمَّةٌ يَّهْدُوْنَ بِالْحَقِّ وَبِهٖ يَعْدِلُوْنَ ○ ع

[২৩]

১৮২। যাহারা আমার নিদর্শনকে প্রত্যাখ্যান করে আমি তাহাদিগকে এমনভাবে ক্রমে ক্রমে ধ্বংসের দিকে লইয়া যাই যে, তাহারা জানিতেও পারিবে না।

١٨٢- وَالَّذِيْنَ كَذَّبُوْا بِاٰيٰتِنَا سَنَسْتَدْرِجُهُمْ مِّنْ حَيْثُ لَا يَعْلَمُوْنَ ○

১৮৩। আমি তাহাদিগকে সময় দিয়া থাকি[৪৯৩]; আমার কৌশল অত্যন্ত বলিষ্ঠ।

١٨٣- وَاُمْلِيْ لَهُمْ ۚ اِنَّ كَيْدِيْ مَتِيْنٌ ○

১৮৪। তাহারা কি চিন্তা করে না যে, তাহাদের সহচর আদৌ উন্মাদ নহে[৪৯৪]; সে তো এক স্পষ্ট সতর্ককারী।

١٨٤- اَوَلَمْ يَتَفَكَّرُوْا ۜ مَا بِصَاحِبِهِمْ مِّنْ جِنَّةٍ ۚ اِنْ هُوَ اِلَّا نَذِيْرٌ مُّبِيْنٌ ○

৪৯২। কুরআন ও হাদীছে বর্ণিত আল্লাহ্‌র নামসমূহ।

৪৯৩। দ্রঃ ৩ ঃ ১৭৮ আয়াত।

৪৯৪। صاحب অর্থ সঙ্গী, সাথী, সহচর, বন্ধু, অধিকারী ইত্যাদি। কুরায়শরা তাঁহার সমগোত্রীয় ও সমসাময়িক বলিয়া হযরত মুহাম্মাদ (সাঃ)-কে এখানে তাহাদের (সাহিব) বলা হইয়াছে।

Contents

١٨٥- اَوَلَمْ يَنْظُرُوْا فِىْ مَلَكُوْتِ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ وَمَا خَلَقَ اللّٰهُ مِنْ شَىْءٍ ۙ وَّاَنْ عَسٰۤى اَنْ يَّكُوْنَ قَدِ اقْتَرَبَ اَجَلُهُمْ ۚ فَبِاَىِّ حَدِيْثٍۭ بَعْدَهٗ يُؤْمِنُوْنَ ○

১৮৫। তাহারা কি লক্ষ্য করে না, আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীর সার্বভৌম কর্তৃত্ব সম্পর্কে এবং আল্লাহ্ যাহা কিছু সৃষ্টি করিয়াছেন তাহার সম্পর্কে এবং ইহার সম্পর্কেও যে, সম্ভবত তাহাদের নির্ধারিত কাল নিকটবর্তী, সুতরাং ইহার পর তাহারা আর কোন্ কথায় ঈমান আনিবে!

١٨٦- مَنْ يُّضْلِلِ اللّٰهُ فَلَا هَادِىَ لَهٗ ؕ وَيَذَرُهُمْ فِىْ طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُوْنَ ○

১৮৬। আল্লাহ্ যাহাদিগকে বিপথগামী করেন তাহাদের কোন পথপ্রদর্শক নাই, আর তাহাদিগকে তিনি তাহাদের অবাধ্যতায় উদ্‌ভ্রান্তের ন্যায় ঘুরিয়া বেড়াইতে দেন।

١٨٧- يَسْـَٔلُوْنَكَ عَنِ السَّاعَةِ اَيَّانَ مُرْسٰىهَا ؕ قُلْ اِنَّمَا عِلْمُهَا عِنْدَ رَبِّىْ ۚ لَا يُجَلِّيْهَا لِوَقْتِهَاۤ اِلَّا هُوَ ۘؕ ثَقُلَتْ فِى السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ ؕ لَا تَاْتِيْكُمْ اِلَّا بَغْتَةً ؕ يَسْـَٔلُوْنَكَ كَاَنَّكَ حَفِىٌّ عَنْهَا ؕ قُلْ اِنَّمَا عِلْمُهَا عِنْدَ اللّٰهِ وَلٰكِنَّ اَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُوْنَ ○

وقف لازم وقف منزل

১৮৭। তাহারা তোমাকে জিজ্ঞাসা করে কিয়ামত কখন ঘটিবে। বল, 'এ বিষয়ের জ্ঞান শুধু আমার প্রতিপালকেরই আছে। শুধু তিনিই যথাকালে উহা প্রকাশ করিবেন; উহা আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীতে একটি ভয়ংকর ঘটনা হইবে। আকস্মিকভাবেই উহা তোমাদের উপর আসিবে।' তুমি এই বিষয়ে সবিশেষ অবহিত মনে করিয়া তাহারা তোমাকে প্রশ্ন করে। বল, 'এই বিষয়ের জ্ঞান শুধু আল্লাহ্‌রই আছে, কিন্তু অধিকাংশ লোক জানে না।'

١٨٨- قُلْ لَّاۤ اَمْلِكُ لِنَفْسِىْ نَفْعًا وَّلَا ضَرًّا اِلَّا مَا شَآءَ اللّٰهُ ؕ وَلَوْ كُنْتُ اَعْلَمُ الْغَيْبَ لَاسْتَكْثَرْتُ مِنَ الْخَيْرِ ۛۚ وَمَا مَسَّنِىَ السُّوْٓءُ ۛۚ اِنْ اَنَا اِلَّا نَذِيْرٌ وَّبَشِيْرٌ لِّقَوْمٍ يُّؤْمِنُوْنَ ○ ع

১৮৮। বল, 'আল্লাহ্ যাহা ইচ্ছা করেন তাহা ব্যতীত আমার নিজের ভাল-মন্দের উপরও আমার কোন অধিকার নাই। আমি যদি অদৃশ্যের খবর জানিতাম তবে তো আমি প্রভূত কল্যাণই লাভ করিতাম এবং কোন অকল্যাণই আমাকে স্পর্শ করিত না। আমি তো শুধু মু'মিন সম্প্রদায়ের জন্য সতর্ককারী ও সুসংবাদদাতা বৈ আর কিছুই নই।'

[২৪]

١٨٩- هُوَ الَّذِىْ خَلَقَكُمْ مِّنْ نَّفْسٍ وَّاحِدَةٍ وَّجَعَلَ مِنْهَا زَوْجَهَا لِيَسْكُنَ اِلَيْهَا ۚ فَلَمَّا تَغَشّٰهَا حَمَلَتْ حَمْلًا خَفِيْفًا فَمَرَّتْ بِهٖ ۚ فَلَمَّآ اَثْقَلَتْ دَّعَوَا اللّٰهَ رَبَّهُمَا لَئِنْ اٰتَيْتَنَا صَالِحًا لَّنَكُوْنَنَّ مِنَ الشّٰكِرِيْنَ ○

১৮৯। তিনিই তোমাদিগকে এক ব্যক্তি হইতে সৃষ্টি করিয়াছেন ও উহা হইতে তাহার স্ত্রী সৃষ্টি করেন যাহাতে সে তাহার নিকট শান্তি পায়। অতঃপর যখন সে তাহার সহিত সংগত হয় তখন সে এক লঘু গর্ভধারণ করে এবং ইহা লইয়া সে অনায়াসে চলাফেরা করে। গর্ভ যখন গুরুভার হয় তখন তাহারা উভয়ে তাহাদের প্রতিপালক আল্লাহ্‌র নিকট প্রার্থনা করে, 'যদি তুমি আমাদিগকে এক পূর্ণাংগ সন্তান দাও তবে তো আমরা কৃতজ্ঞ থাকিবই।'

١٩٠- فَلَمَّآ اٰتٰهُمَا صَالِحًا جَعَلَا لَهٗ شُرَكَآءَ فِيْمَآ اٰتٰهُمَا ۚ فَتَعٰلَى اللّٰهُ عَمَّا يُشْرِكُوْنَ ○

১৯০। তিনি যখন তাহাদিগকে এক পূর্ণাংগ সন্তান দান করেন, তাহারা তাহাদিগকে যাহা দেওয়া হয় সে সম্বন্ধে আল্লাহ্‌র শরীক করে; কিন্তু তাহারা যাহাকে শরীক করে আল্লাহ্ তাহা অপেক্ষা অনেক উর্ধ্বে।

١٩١- اَيُشْرِكُوْنَ مَا لَا يَخْلُقُ شَيْئًا وَّهُمْ يُخْلَقُوْنَ ○

১৯১। উহারা কি এমন বস্তুকে শরীক করে যাহারা কিছুই সৃষ্টি করে না? বরং উহারা নিজেরাই সৃষ্ট,

١٩٢- وَلَا يَسْتَطِيْعُوْنَ لَهُمْ نَصْرًا وَّلَآ اَنْفُسَهُمْ يَنْصُرُوْنَ ○

১৯২। উহারা না তাহাদিগকে সাহায্য করিতে পারে আর না করিতে পারে নিজদিগকে সাহায্য।

١٩٣- وَاِنْ تَدْعُوْهُمْ اِلَى الْهُدٰى لَا يَتَّبِعُوْكُمْ ؕ سَوَآءٌ عَلَيْكُمْ اَدَعَوْتُمُوْهُمْ اَمْ اَنْتُمْ صَامِتُوْنَ ○

১৯৩। তোমরা উহাদিগকে সৎপথে আহ্‌বান করিলেও উহারা তোমাদিগকে অনুসরণ করিবে না; তোমরা উহাদিগকে আহ্‌বান কর বা চুপ করিয়া থাক, তোমাদের পক্ষে উভয়ই সমান।

١٩٤- اِنَّ الَّذِيْنَ تَدْعُوْنَ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ عِبَادٌ اَمْثَالُكُمْ فَادْعُوْهُمْ فَلْيَسْتَجِيْبُوْا لَكُمْ اِنْ كُنْتُمْ صٰدِقِيْنَ ○

১৯৪। আল্লাহ্ ব্যতীত তোমরা যাহাদিগকে আহ্‌বান কর তাহারা তো তোমাদেরই ন্যায় বান্দা; তোমরা তাহাদিগকে আহ্‌বান কর, তাহারা তোমাদের ডাকে সাড়া দিক, যদি তোমরা সত্যবাদী হও।

Contents

১৯৫। তাহাদের কি পা আছে যাহা দ্বারা উহারা চলে? তাহাদের কি হাত আছে যদ্দ্বারা উহারা ধরে? তাহাদের কি চক্ষু আছে যদ্দ্বারা উহারা দেখে? কিংবা তাহাদের কি কর্ণ আছে যদ্দ্বারা উহারা শ্রবণ করে? বল, তোমরা যাহাদিগকে আল্লাহ্‌র শরীক করিয়াছ তাহাদিগকে ডাক অতঃপর আমার বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র কর এবং আমাকে অবকাশ দিও না;

١٩٥- اَلَهُمْ اَرْجُلٌ يَّمْشُوْنَ بِهَآ ز اَمْ لَهُمْ اَيْدٍ يَّبْطِشُوْنَ بِهَآ ز اَمْ لَهُمْ اَعْيُنٌ يُّبْصِرُوْنَ بِهَآ ز اَمْ لَهُمْ اٰذَانٌ يَّسْمَعُوْنَ بِهَا ط قُلِ ادْعُوْا شُرَكَآءَكُمْ ثُمَّ كِيْدُوْنِ فَلَا تُنْظِرُوْنِ ○

১৯৬। 'আমার অভিভাবক তো আল্লাহ্ যিনি কিতাব অবতীর্ণ করিয়াছেন এবং তিনিই সৎকর্মপরায়ণদের অভিভাবকত্ব করিয়া থাকেন।'

١٩٦- اِنَّ وَلِيِّ َۧ اللّٰهُ الَّذِيْ نَزَّلَ الْكِتٰبَ ۖ وَهُوَ يَتَوَلَّى الصّٰلِحِيْنَ ○

১৯৭। আল্লাহ্ ব্যতীত তোমরা যাহাকে আহ্বান কর তাহারা তো তোমাদিগকে সাহায্য করিতে পারে না এবং তাহাদের নিজদিগকেও নহে।

١٩٧- وَ الَّذِيْنَ تَدْعُوْنَ مِنْ دُوْنِهٖ لَا يَسْتَطِيْعُوْنَ نَصْرَكُمْ وَلَآ اَنْفُسَهُمْ يَنْصُرُوْنَ ○

১৯৮। যদি তাহাদিগকে সৎপথে আহ্বান কর তবে তাহারা শ্রবণ করিবে না এবং তুমি দেখিতে পাইবে যে, তাহারা তোমার দিকে তাকাইয়া আছে; কিন্তু তাহারা দেখে না।

١٩٨- وَاِنْ تَدْعُوْهُمْ اِلَى الْهُدٰى لَا يَسْمَعُوْا ط وَتَرٰىهُمْ يَنْظُرُوْنَ اِلَيْكَ وَهُمْ لَا يُبْصِرُوْنَ ○

১৯৯। তুমি ক্ষমাপরায়ণতা অবলম্বন কর, সৎকার্যের নির্দেশ দাও এবং অজ্ঞদিগকে এড়াইয়া চল।

١٩٩- خُذِ الْعَفْوَ وَ اْمُرْ بِالْعُرْفِ وَ اَعْرِضْ عَنِ الْجٰهِلِيْنَ ○

২০০। যদি শয়তানের কুমন্ত্রণা তোমাকে প্ররোচিত করে তবে আল্লাহ্‌র শরণ লইবে, তিনি সর্বশ্রোতা, সর্বজ্ঞ।

٢٠٠- وَاِمَّا يَنْزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطٰنِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللّٰهِ ط اِنَّهٗ سَمِيْعٌ عَلِيْمٌ ○

২০১। যাহারা তাক্ওয়ার অধিকারী হয় তাহাদিগকে শয়তান যখন কুমন্ত্রণা দেয় তখন তাহারা আল্লাহ্‌কে স্মরণ করে এবং তৎক্ষণাৎ তাহাদের চক্ষু খুলিয়া যায়।

٢٠١- اِنَّ الَّذِيْنَ اتَّقَوْا اِذَا مَسَّهُمْ طٰٓئِفٌ مِّنَ الشَّيْطٰنِ تَذَكَّرُوْا فَاِذَا هُمْ مُّبْصِرُوْنَ ○

Contents

٢٠٢- وَإِخْوَانُهُمْ يَمُدُّونَهُمْ فِي الْغَيِّ
ثُمَّ لَا يُقْصِرُونَ ○

২০২। তাহাদের সংগী-সাথিগণ[৪৯৫] তাহাদিগকে ভ্রান্তির দিকে টানিয়া লয় এবং এ বিষয়ে তাহারা কোন ত্রুটি করে না।

٢٠٣- وَإِذَا لَمْ تَأْتِهِمْ بِآيَةٍ
قَالُوا لَوْلَا اجْتَبَيْتَهَا ۚ
قُلْ إِنَّمَا أَتَّبِعُ مَا يُوحَىٰ إِلَيَّ مِنْ رَبِّي ۚ
هَٰذَا بَصَائِرُ مِنْ رَبِّكُمْ
وَهُدًى وَرَحْمَةٌ
لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ ○

২০৩। তুমি যখন তাহাদের নিকট কোন নিদর্শন উপস্থিত কর না, তখন তাহারা বলে, 'তুমি নিজেই একটি নিদর্শন বাছিয়া লও না কেন?' বল, 'আমার প্রতিপালক দ্বারা আমি যে বিষয়ে প্রত্যাদিষ্ট হই, আমি তো শুধু তাহারই অনুসরণ করি, এই কুরআন তোমাদের প্রতিপালকের নিদর্শন, বিশ্বাসী সম্প্রদায়ের জন্য ইহা হিদায়াত ও রহমত।

٢٠٤- وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ
وَأَنْصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ ○

২০৪। যখন কুরআন পাঠ করা হয় তখন তোমরা মনোযোগের সহিত উহা শ্রবণ করিবে এবং নিশ্চুপ হইয়া থাকিবে যাহাতে তোমাদের প্রতি দয়া করা হয়।

٢٠٥- وَاذْكُرْ رَبَّكَ فِي نَفْسِكَ تَضَرُّعًا وَ
خِيفَةً وَدُونَ الْجَهْرِ مِنَ الْقَوْلِ
بِالْغُدُوِّ وَالْآصَالِ
وَلَا تَكُنْ مِنَ الْغَافِلِينَ ○

২০৫। তোমার প্রতিপালককে মনে মনে সবিনয় ও সশংকচিত্তে অনুচ্চস্বরে প্রত্যূষে ও সন্ধ্যায় স্মরণ করিবে এবং তুমি উদাসীন হইবে না।

٢٠٦- إِنَّ الَّذِينَ عِنْدَ رَبِّكَ
لَا يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِهِ
وَيُسَبِّحُونَهُ وَلَهُ يَسْجُدُونَ ۩

২০৬। যাহারা তোমার প্রতিপালকের সান্নিধ্যে রহিয়াছে তাহারা অহংকারে তাঁহার 'ইবাদতে বিমুখ হয় না ও তাঁহারই মহিমা ঘোষণা করে এবং তাঁহারই নিকট সিজদাবনত হয়।

সিজদা

৪৯৫। শয়তানের অনুসারিগণ কাফির ও মুনাফিক সম্প্রদায়।

Contents

৮-সূরা আনফাল

৭৫ আয়াত, ১০ রুকূ', মাদানী

।। দয়াময়, পরম দয়ালু আল্লাহ্‌র নামে ।।

১। লোকে তোমাকে যুদ্ধলব্ধ সম্পদ[৪৯৬] সম্বন্ধে প্রশ্ন করে; বল, 'যুদ্ধলব্ধ সম্পদ আল্লাহ্ এবং রাসূলের; সুতরাং আল্লাহ্‌কে ভয় কর এবং নিজেদের মধ্যে সদ্‌ভাব স্থাপন কর, এবং আল্লাহ্ ও তাঁহার রাসূলের আনুগত্য কর, যদি তোমরা মু'মিন হও।'

١-يَسْـَٔلُوْنَكَ عَنِ الْاَنْفَالِ ؕ قُلِ الْاَنْفَالُ لِلّٰهِ وَ الرَّسُوْلِ ۚ فَاتَّقُوا اللّٰهَ وَ اَصْلِحُوْا ذَاتَ بَيْنِكُمْ ۪ وَ اَطِيْعُوا اللّٰهَ وَ رَسُوْلَهٗۤ اِنْ كُنْتُمْ مُّؤْمِنِيْنَ ○

২। মু'মিন তো তাহারাই যাহাদের হৃদয় কম্পিত হয় যখন আল্লাহ্‌কে স্মরণ করা হয় এবং যখন তাঁহার আয়াত তাহাদের নিকট পাঠ করা হয়, তখন উহা তাহাদের ঈমান বৃদ্ধি করে[৪৯৭] এবং তাহারা তাহাদের প্রতিপালকের উপরই নির্ভর করে,

٢-اِنَّمَا الْمُؤْمِنُوْنَ الَّذِيْنَ اِذَا ذُكِرَ اللّٰهُ وَجِلَتْ قُلُوْبُهُمْ وَ اِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ اٰيٰتُهٗ زَادَتْهُمْ اِيْمَانًا وَّ عَلٰى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُوْنَ ○

৩। যাহারা সালাত কায়েম করে এবং আমি যাহা দিয়াছি তাহা হইতে ব্যয় করে;

٣-الَّذِيْنَ يُقِيْمُوْنَ الصَّلٰوةَ وَ مِمَّا رَزَقْنٰهُمْ يُنْفِقُوْنَ ○

৪। তাহারাই প্রকৃত মু'মিন। তাহাদের প্রতিপালকের নিকট তাহাদেরই জন্য রহিয়াছে মর্যাদা, ক্ষমা এবং সম্মানজনক জীবিকা।

٤-اُولٰٓئِكَ هُمُ الْمُؤْمِنُوْنَ حَقًّا ؕ لَهُمْ دَرَجٰتٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَ مَغْفِرَةٌ وَّ رِزْقٌ كَرِيْمٌ ○

৫। ইহা এইরূপ, যেমন তোমার প্রতিপালক তোমাকে ন্যায়ভাবে তোমার গৃহ হইতে বাহির করিয়াছিলেন অথচ মু'মিনদের এক দল ইহা পসন্দ করে নাই[৪৯৮]।

٥-كَمَاۤ اَخْرَجَكَ رَبُّكَ مِنْۢ بَيْتِكَ بِالْحَقِّ ۪ وَ اِنَّ فَرِيْقًا مِّنَ الْمُؤْمِنِيْنَ لَكٰرِهُوْنَ ○

৪৯৬। انفال -ইহা نفل -এর বহুবচন, অর্থ অনুগ্রহ, দান-খয়রাত, বাধ্যতামূলক নয় এমন পুণ্য কাজ, যুদ্ধলব্ধ সম্পদকেও বলা হয়, যাহার জন্য গানীমাত (غنيمة) শব্দ সাধারণত ব্যবহৃত হয়। এই যুদ্ধলব্ধ সম্পদের প্রকৃত মালিক আল্লাহ্, তাঁহার অনুগ্রহেই ইহা হস্তগত হইয়াছে, কাহারও বাহুবলে অর্জিত হয় নাই। রাসূলুল্লাহ্ (সাঃ) আল্লাহ্‌র বিধান অনুযায়ী উহা বণ্টন করেন।

৪৯৭। অর্থাৎ ঈমান দৃঢ় ও মজবুত হয়।

৪৯৮। আয়াত নং ৫ হইতে ১৯ পর্যন্ত বদর যুদ্ধের বর্ণনা। বদরের যুদ্ধে বাহির হওয়ার জন্য যেরূপ বিতর্কের সৃষ্টি হইয়াছিল; যুদ্ধলব্ধ সম্পদ সম্বন্ধেও সেইরূপ কথা উঠিয়াছিল, কিন্তু আল্লাহ্‌র ইচ্ছানুযায়ী শেষ পর্যন্ত কার্য সমাধা হইয়াছিল।

٦- يُجَادِلُوْنَكَ فِي الْحَقِّ بَعْدَ مَا تَبَيَّنَ كَاَنَّمَا يُسَاقُوْنَ اِلَى الْمَوْتِ وَهُمْ يَنْظُرُوْنَ ۝

৬। সত্য স্পষ্টভাবে প্রকাশিত হওয়ার পরও তাহারা তোমার সহিত বিতর্কে লিপ্ত হয়। মনে হইতেছিল তাহারা যেন মৃত্যুর দিকে চালিত হইতেছে আর তাহারা যেন উহা প্রত্যক্ষ করিতেছে।

٧- وَاِذْ يَعِدُكُمُ اللّٰهُ اِحْدَى الطَّآئِفَتَيْنِ اَنَّهَا لَكُمْ وَتَوَدُّوْنَ اَنَّ غَيْرَ ذَاتِ الشَّوْكَةِ تَكُوْنُ لَكُمْ وَيُرِيْدُ اللّٰهُ اَنْ يُّحِقَّ الْحَقَّ بِكَلِمٰتِهٖ وَيَقْطَعَ دَابِرَ الْكٰفِرِيْنَ ۝

৭। স্মরণ কর, আল্লাহ্ তোমাদিগকে প্রতিশ্রুতি দেন যে, দুই দলের[৪৯৯] একদল তোমাদের আয়ত্তাধীন হইবে; অথচ তোমরা চাহিতেছিলে যে, নিরস্ত্র দলটি তোমাদের আয়ত্তাধীন হউক। আর আল্লাহ্ চাহিতেছিলেন যে, তিনি সত্যকে তাঁহার বাণী দ্বারা প্রতিষ্ঠিত করেন এবং কাফিরদিগকে নির্মূল করেন;

٨- لِيُحِقَّ الْحَقَّ وَيُبْطِلَ الْبَاطِلَ وَلَوْ كَرِهَ الْمُجْرِمُوْنَ ۝

৮। ইহা এইজন্য যে, তিনি সত্যকে সত্য ও অসত্যকে অসত্য প্রতিপন্ন করেন, যদিও অপরাধিগণ ইহা পসন্দ করে না।

٩- اِذْ تَسْتَغِيْثُوْنَ رَبَّكُمْ فَاسْتَجَابَ لَكُمْ اَنِّيْ مُمِدُّكُمْ بِاَلْفٍ مِّنَ الْمَلٰٓئِكَةِ مُرْدِفِيْنَ ۝

৯। স্মরণ কর, তোমরা তোমাদের প্রতিপালকের নিকট সাহায্য প্রার্থনা করিয়াছিলে; তখন তিনি তোমাদিগকে জবাব দিয়াছিলেন,[৫০০] 'আমি তোমাদিগকে সাহায্য করিব এক সহস্র ফিরিশ্তা দ্বারা, যাহারা একের পর এক আসিবে।'

١٠- وَمَا جَعَلَهُ اللّٰهُ اِلَّا بُشْرٰى وَلِتَطْمَئِنَّ بِهٖ قُلُوْبُكُمْ وَمَا النَّصْرُ اِلَّا مِنْ عِنْدِ اللّٰهِ اِنَّ اللّٰهَ عَزِيْزٌ حَكِيْمٌ ۝

১০। আল্লাহ্ ইহা করেন কেবল শুভ সংবাদ দেওয়ার জন্য এবং এই উদ্দেশ্যে যাহাতে তোমাদের চিত্ত প্রশান্তি লাভ করে; এবং সাহায্য তো শুধু আল্লাহ্র নিকট হইতেই আসে; আল্লাহ্ পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়।

[২]

١١- اِذْ يُغَشِّيْكُمُ النُّعَاسَ اَمَنَةً مِّنْهُ

১১। স্মরণ কর, তিনি তাঁহার পক্ষ হইতে স্বস্তির জন্য তোমাদিগকে তন্দ্রায় আচ্ছন্ন করেন

৪৯৯। একদল আবূ সুফ্য়ানের বাণিজ্য কাফেলা, অন্যদল আবূ জাহ্লের নেতৃত্বে কাফিরদের সশস্ত্র বাহিনী।
৫০০। অর্থাৎ প্রার্থনা কবুল করিয়াছিলেন এবং বলিয়াছিলেন।

وَيُنَزِّلُ عَلَيْكُمْ مِّنَ السَّمَاۤءِ مَاۤءً لِّيُطَهِّرَكُمْ بِهٖ وَيُذْهِبَ عَنْكُمْ رِجْزَ الشَّيْطٰنِ وَلِيَرْبِطَ عَلٰى قُلُوْبِكُمْ وَيُثَبِّتَ بِهِ الْاَقْدَامَ ؕ

এবং আকাশ হইতে তোমাদের উপর বারি বর্ষণ করেন উহা দ্বারা তোমাদিগকে পবিত্র করিবার জন্য, তোমাদিগ হইতে শয়তানের কুমন্ত্রণা অপসারণের জন্য, তোমাদের হৃদয় দৃঢ় করিবার জন্য এবং তোমাদের পা স্থির রাখিবার জন্য।৫০১

١٢- اِذْ يُوْحِيْ رَبُّكَ اِلَى الْمَلٰۤئِكَةِ اَنِّيْ مَعَكُمْ فَثَبِّتُوا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا ؕ سَاُلْقِيْ فِيْ قُلُوْبِ الَّذِيْنَ كَفَرُوا الرُّعْبَ فَاضْرِبُوْا فَوْقَ الْاَعْنَاقِ وَاضْرِبُوْا مِنْهُمْ كُلَّ بَنَانٍ ؕ ﴿١٢﴾

১২। স্মরণ কর, তোমাদের প্রতিপালক ফিরিশ্‌তাগণের প্রতি প্রত্যাদেশ করেন, 'আমি তোমাদের সহিত আছি, সুতরাং মু'মিনগণকে অবিচলিত রাখ'। যাহারা কুফরী করে আমি তাহাদের হৃদয়ে ভীতির সঞ্চার করিব; সুতরাং তোমরা আঘাত কর তাহাদের স্কন্ধে ও আঘাত কর তাহাদের প্রত্যেক আঙ্গুলের অগ্রভাগে।

١٣- ذٰلِكَ بِاَنَّهُمْ شَاۤقُّوا اللّٰهَ وَرَسُوْلَهٗ ۚ وَمَنْ يُّشَاقِقِ اللّٰهَ وَرَسُوْلَهٗ فَاِنَّ اللّٰهَ شَدِيْدُ الْعِقَابِ ۝

১৩। ইহা এইহেতু যে, তাহারা আল্লাহ্ ও তাঁহার রাসূলের বিরোধিতা করে এবং কেহ আল্লাহ্ ও তাঁহার রাসূলের বিরোধিতা করিলে আল্লাহ্ তো শাস্তিদানে কঠোর।

١٤- ذٰلِكُمْ فَذُوْقُوْهُ وَاَنَّ لِلْكٰفِرِيْنَ عَذَابَ النَّارِ ۝

১৪। সুতরাং ইহার আস্বাদ গ্রহণ কর এবং কাফিরদের জন্য অগ্নি-শাস্তি রহিয়াছে।

١٥- يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْۤا اِذَا لَقِيْتُمُ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا زَحْفًا فَلَا تُوَلُّوْهُمُ الْاَدْبَارَ ۚ

১৫। হে মু'মিনগণ! তোমরা যখন কাফির বাহিনীর সম্মুখীন হইবে তখন তোমরা তাহাদের পৃষ্ঠ প্রদর্শন করিবে না;

١٦- وَمَنْ يُّوَلِّهِمْ يَوْمَئِذٍ دُبُرَهٗۤ اِلَّا مُتَحَرِّفًا لِّقِتَالٍ اَوْ مُتَحَيِّزًا اِلٰى فِئَةٍ فَقَدْ بَاۤءَ بِغَضَبٍ مِّنَ اللّٰهِ وَمَاْوٰىهُ جَهَنَّمُ ؕ وَبِئْسَ الْمَصِيْرُ ۝

১৬। সেদিন যুদ্ধ কৌশল অবলম্বন কিংবা দলে স্থান লওয়া ব্যতীত কেহ তাহাদিগকে পৃষ্ঠ প্রদর্শন করিলে সে তো আল্লাহ্‌র বিরাগভাজন হইবে এবং তাহার আশ্রয় জাহান্নাম, আর উহা কত নিকৃষ্ট প্রত্যাবর্তনস্থল।

৫০১। বদর যুদ্ধের ময়দানে এক সময়ে ক্ষণিকের জন্য মুসলিম বাহিনী তন্দ্রাচ্ছন্ন হয়। ইহাতে তাঁহাদের ক্লান্তি ও ভয়-ভীতি দূর হইয়া যায়। যুদ্ধের প্রাক্কালে বৃষ্টি হয়, ফলে বালুকাময় মাটি স্থির হয় ও মুসলিমদের ময়দানে চলাফেরার অসুবিধা ও তাঁহাদের পানির কষ্ট দূরীভূত হয়।

Contents

১৭-فَلَمْ تَقْتُلُوْهُمْ وَ لٰكِنَّ اللّٰهَ قَتَلَهُمْ ۪ وَمَا رَمَيْتَ اِذْ رَمَيْتَ وَ لٰكِنَّ اللّٰهَ رَمٰى ۚ وَلِيُبْلِيَ الْمُؤْمِنِيْنَ مِنْهُ بَلَآءً حَسَنًا ؕ اِنَّ اللّٰهَ سَمِيْعٌ عَلِيْمٌ ○

১৭। তোমরা তাহাদিগকে হত্যা কর নাই, আল্লাহ্ই তাহাদিগকে হত্যা করিয়াছেন, এবং তুমি যখন নিক্ষেপ করিয়াছিলে তখন তুমি নিক্ষেপ কর নাই, আল্লাহ্ই নিক্ষেপ করিয়াছিলেন[৫০২], এবং ইহা মু'মিনগণকে আল্লাহ্র পক্ষ হইতে উত্তমরূপে পরীক্ষা করিবার জন্য; আল্লাহ্ সর্বশ্রোতা, সর্বজ্ঞ।

১৮-ذٰلِكُمْ وَ اَنَّ اللّٰهَ مُوْهِنُ كَيْدِ الْكٰفِرِيْنَ ○

১৮। ইহাই তোমাদের জন্য[৫০৩], আল্লাহ্ কাফিরদের ষড়যন্ত্র দুর্বল করেন।

১৯-اِنْ تَسْتَفْتِحُوْا فَقَدْ جَآءَكُمُ الْفَتْحُ ۚ وَاِنْ تَنْتَهُوْا فَهُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ ۚ وَاِنْ تَعُوْدُوْا نَعُدْ ۚ وَلَنْ تُغْنِيَ عَنْكُمْ فِئَتُكُمْ شَيْئًا وَّ لَوْ كَثُرَتْ ۙ وَ اَنَّ اللّٰهَ مَعَ الْمُؤْمِنِيْنَ ○

১৯। তোমরা[৫০৪] মীমাংসা চাহিয়াছিলে, তাহা তো তোমাদের নিকট আসিয়াছে; যদি তোমরা বিরত হও তবে উহা তোমাদের জন্য কল্যাণকর, যদি তোমরা পুনরায় কর তবে আমিও পুনরায় শাস্তি দিব এবং তোমাদের দল সংখ্যায় অধিক হইলেও তোমাদের কোন কাজে আসিবে না, এবং নিশ্চয় আল্লাহ্ মু'মিনদের সহিত রহিয়াছেন।

[৩]

২০-يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْۤا اَطِيْعُوا اللّٰهَ وَ رَسُوْلَهٗ وَلَا تَوَلَّوْا عَنْهُ وَ اَنْتُمْ تَسْمَعُوْنَ ○

২০। হে মু'মিনগণ! আল্লাহ্ ও তাঁহার রাসূলের আনুগত্য কর এবং তোমরা যখন তাহার কথা শ্রবণ করিতেছ তখন উহা হইতে মুখ ফিরাইও না;

২১-وَلَا تَكُوْنُوْا كَالَّذِيْنَ قَالُوْا سَمِعْنَا وَهُمْ لَا يَسْمَعُوْنَ ○

২১। এবং তোমরা তাহাদের ন্যায় হইও না, যাহারা বলে, 'শ্রবণ করিলাম'; বস্তুত তাহারা শ্রবণ করে না।

২২-اِنَّ شَرَّ الدَّوَآبِّ عِنْدَ اللّٰهِ الصُّمُّ الْبُكْمُ الَّذِيْنَ لَا يَعْقِلُوْنَ ○

২২। আল্লাহ্র নিকট নিকৃষ্টতম জীব সেই বধির ও মূক যাহারা কিছুই বুঝে না।

৫০২। বদরের যুদ্ধে রাসূলুল্লাহ্ (সাঃ) একমুষ্ঠি কংকর শত্রুদলের দিকে নিক্ষেপ করিয়াছিলেন, আল্লাহ্র ইচ্ছায় এই কংকর শত্রুদের চক্ষে পতিত হয়। ফলে তাহারা দুর্বল হইয়া পড়ে ও পরাজিত হয়। আয়াতে উহার প্রতি ইঙ্গিত করা হইয়াছে।

৫০৩। পূর্ববর্তী আয়াতে বর্ণিত বিশেষ অনুগ্রহে অটল ঈমানের পুরস্কারস্বরূপ তাঁহাদিগকে যুদ্ধে জয়যুক্ত করিয়াছিলেন। ذلكم শব্দে ইহার প্রতি ইঙ্গিত করা হইয়াছে।

৫০৪। অর্থাৎ কাফিরগণ।

Contents

٢٣- وَلَوْ عَلِمَ اللّٰهُ فِيْهِمْ خَيْرًا لَّاَسْمَعَهُمْ ؕ وَلَوْ اَسْمَعَهُمْ لَتَوَلَّوْا وَّهُمْ مُّعْرِضُوْنَ ○

২৩। আল্লাহ্ যদি তাহাদের মধ্যে ভাল কিছু দেখিতেন[৫০৫] তবে তিনি তাহাদিগকেও শুনাইতেন, কিন্তু তিনি তাহাদিগকে শুনাইলেও তাহারা উপেক্ষা করিয়া মুখ ফিরাইত।

٢٤- يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوا اسْتَجِيْبُوْا لِلّٰهِ وَلِلرَّسُوْلِ اِذَا دَعَاكُمْ لِمَا يُحْيِيْكُمْ ۚ وَاعْلَمُوْۤا اَنَّ اللّٰهَ يَحُوْلُ بَيْنَ الْمَرْءِ وَقَلْبِهٖ وَاَنَّهٗۤ اِلَيْهِ تُحْشَرُوْنَ ○

২৪। হে মু'মিনগণ! রাসূল যখন তোমাদিগকে এমন কিছুর দিকে আহ্বান করে যাহা তোমাদিগকে প্রাণবন্ত করে, তখন আল্লাহ্ ও রাসূলের আহ্বানে সাড়া দিবে এবং জানিয়া রাখ যে, আল্লাহ্ মানুষ ও তাহার অন্তরের মধ্যবর্তী হইয়া থাকেন[৫০৬], এবং তাঁহারই নিকট তোমাদিগকে একত্র করা হইবে।

٢٥- وَاتَّقُوْا فِتْنَةً لَّا تُصِيْبَنَّ الَّذِيْنَ ظَلَمُوْا مِنْكُمْ خَآصَّةً ۚ وَاعْلَمُوْۤا اَنَّ اللّٰهَ شَدِيْدُ الْعِقَابِ ○

২৫। তোমরা এমন ফিত্নাকে[৫০৭] ভয় কর যাহা বিশেষ করিয়া তোমাদের মধ্যে যাহারা যালিম কেবল তাহাদিগকেই ক্লিষ্ট করিবে না এবং জানিয়া রাখ যে, নিশ্চয় আল্লাহ্ শাস্তিদানে কঠোর।

٢٦- وَاذْكُرُوْۤا اِذْ اَنْتُمْ قَلِيْلٌ مُّسْتَضْعَفُوْنَ فِي الْاَرْضِ تَخَافُوْنَ اَنْ يَّتَخَطَّفَكُمُ النَّاسُ فَاٰوٰىكُمْ وَاَيَّدَكُمْ بِنَصْرِهٖ وَرَزَقَكُمْ مِّنَ الطَّيِّبٰتِ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُوْنَ ○

২৬। স্মরণ কর, তোমরা ছিলে স্বল্প সংখ্যক, পৃথিবীতে তোমরা দুর্বলরূপে পরিগণিত হইতে। তোমরা আশংকা করিতে যে, লোকেরা তোমাদিগকে অকস্মাৎ ধরিয়া লইয়া যাইবে। অতঃপর তিনি তোমাদিগকে আশ্রয় দেন, স্বীয় সাহায্য দ্বারা তোমাদিগকে শক্তিশালী করেন এবং তোমাদিগকে উত্তম বস্তুসমূহ জীবিকারূপে দান করেন যাহাতে তোমরা কৃতজ্ঞ হও।

٢٧- يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تَخُوْنُوا اللّٰهَ وَالرَّسُوْلَ وَتَخُوْنُوْۤا اَمٰنٰتِكُمْ وَاَنْتُمْ تَعْلَمُوْنَ ○

২৭। হে মু'মিনগণ! জানিয়া শুনিয়া আল্লাহ্ ও তাঁহার রাসূলের সহিত বিশ্বাস ভংগ করিবে না এবং তোমাদের পরস্পরের আমানত সম্পর্কেও বিশ্বাস ভংগ করিও না;

৫০৫। এ স্থলে علم দ্বারা যে অর্থ বুঝায় বাংলা বাগধারায় উহা 'দেখা' ক্রিয়া ব্যবহার করিয়া প্রকাশ করা হইয়াছে।
৫০৬। আল্লাহ্ মানুষের অতি নিকটে আছেন। মানুষের মনের উপর আল্লাহ্র পূর্ণ কর্তৃত্ব বিদ্যমান।
৫০৭। ১৩৩ নম্বর টীকা দ্রষ্টব্য।

২৮। এবং জানিয়া রাখ যে, তোমাদের ধন-সম্পদ ও সন্তান-সন্ততি তো এক পরীক্ষা এবং আল্লাহ্‌রই নিকট মহাপুরস্কার রহিয়াছে।

২৮- وَاعْلَمُوْٓا اَنَّمَآ اَمْوَالُكُمْ وَاَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ ۙ وَّاَنَّ اللّٰهَ عِنْدَهٗٓ اَجْرٌ عَظِيْمٌ ○

[৪]

২৯। হে মু'মিনগণ! যদি তোমরা আল্লাহ্‌কে ভয় কর তবে আল্লাহ্ তোমাদিগকে ন্যায়-অন্যায় পার্থক্য করিবার শক্তি দিবেন, তোমাদের পাপ মোচন করিবেন এবং তোমাদিগকে ক্ষমা করিবেন এবং আল্লাহ্ অতিশয় মংগলময়।

২৯- يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْٓا اِنْ تَتَّقُوا اللّٰهَ يَجْعَلْ لَّكُمْ فُرْقَانًا وَّيُكَفِّرْ عَنْكُمْ سَيِّاٰتِكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ؕ وَاللّٰهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيْمِ ○

৩০। স্মরণ কর, কাফিরগণ তোমার বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করে তোমাকে বন্দী করিবার জন্য, হত্যা করিবার অথবা নির্বাসিত করিবার জন্য এবং তাহারা ষড়যন্ত্র করে এবং আল্লাহ্‌ও কৌশল করেন[৫০৮]; আর আল্লাহ্‌ই সর্বশ্রেষ্ঠ কৌশলী।

৩০- وَاِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا لِيُثْبِتُوْكَ اَوْ يَقْتُلُوْكَ اَوْ يُخْرِجُوْكَ ؕ وَيَمْكُرُوْنَ وَيَمْكُرُ اللّٰهُ ؕ وَاللّٰهُ خَيْرُ الْمٰكِرِيْنَ ○

৩১। যখন তাহাদের নিকট আমার আয়াতসমূহ পাঠ করা হয় তাহারা তখন বলে, 'আমরা তো শ্রবণ করিলাম, ইচ্ছা করিলে আমরাও ইহার অনুরূপ বলিতে পারি, ইহা তো শুধু সেকালের লোকদের উপকথা।'

৩১- وَاِذَا تُتْلٰى عَلَيْهِمْ اٰيٰتُنَا قَالُوْا قَدْ سَمِعْنَا لَوْ نَشَآءُ لَقُلْنَا مِثْلَ هٰذَآ ۙ اِنْ هٰذَآ اِلَّآ اَسَاطِيْرُ الْاَوَّلِيْنَ ○

৩২। স্মরণ কর, তাহারা বলিয়াছিল, 'হে আল্লাহ্! ইহা[৫০৯] যদি তোমার পক্ষ হইতে সত্য হয়, তবে আমাদের উপর আকাশ হইতে প্রস্তর বর্ষণ কর কিংবা আমাদিগকে মর্মন্তুদ শাস্তি দাও[৫১০]।'

৩২- وَاِذْ قَالُوا اللّٰهُمَّ اِنْ كَانَ هٰذَا هُوَ الْحَقَّ مِنْ عِنْدِكَ فَاَمْطِرْ عَلَيْنَا حِجَارَةً مِّنَ السَّمَآءِ اَوِ ائْتِنَا بِعَذَابٍ اَلِيْمٍ ○

৩৩। আল্লাহ্ এমন নহেন যে, তুমি[৫১১] তাহাদের মধ্যে থাকিবে অথচ তিনি তাহাদিগকে

৩৩- وَمَا كَانَ اللّٰهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَاَنْتَ فِيْهِمْ ؕ

৫০৮। অর্থাৎ আল্লাহ্ তাহাদের সকল ষড়যন্ত্র নস্যাৎ করেন। দ্রঃ ৩ ঃ ৫৪ আয়াত।
৫০৯। ইহা-এই দীন।
৫১০। আবূ জাহ্‌ল এই প্রার্থনা করিয়াছিল।—বুখারী
৫১১। অর্থাৎ হযরত মুহাম্মাদ (সাঃ)।

শাস্তি দিবেন, এবং আল্লাহ্ এমনও নহেন যে, তাহারা ক্ষমা প্রার্থনা করিবে অথচ তিনি তাহাদিগকে শাস্তি দিবেন।

وَمَا كَانَ اللّٰهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُوْنَ ○

৩৪। এবং তাহাদের কী বা বলিবার আছে যে, আল্লাহ্ তাহাদিগকে শাস্তি দিবেন না, যখন তাহারা লোকদিগকে মসজিদুল হারাম হইতে নিবৃত্ত করে? তাহারা উহার তত্ত্বাবধায়ক[৫১২] নহে, শুধু মুত্তাকীগণই উহার তত্ত্বাবধায়ক; কিন্তু তাহাদের অধিকাংশ ইহা অবগত নহে।

٣٤- وَمَا لَهُمْ اَلَّا يُعَذِّبَهُمُ اللّٰهُ وَهُمْ يَصُدُّوْنَ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَمَا كَانُوْٓا اَوْلِيَآءَهٗ ؕ اِنْ اَوْلِيَآؤُهٗٓ اِلَّا الْمُتَّقُوْنَ وَلٰكِنَّ اَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُوْنَ ○

৩৫। কা'বাগৃহের নিকট শুধু শিস ও করতালি দেওয়াই তাহাদের সালাত, সুতরাং কুফরীর জন্য তোমরা শাস্তি ভোগ কর।

٣٥- وَمَا كَانَ صَلَاتُهُمْ عِنْدَ الْبَيْتِ اِلَّا مُكَآءً وَّتَصْدِيَةً ؕ فَذُوْقُوا الْعَذَابَ بِمَا كُنْتُمْ تَكْفُرُوْنَ ○

৩৬। আল্লাহ্‌র পথ হইতে লোককে নিবৃত্ত করার জন্য কাফিরগণ তাহাদের ধন-সম্পদ ব্যয় করে, তাহারা ধন-সম্পদ ব্যয় করিতেই থাকিবে; অতঃপর উহা তাহাদের মনস্তাপের কারণ হইবে, ইহার পর তাহারা পরাভূত হইবে এবং যাহারা কুফরী করে তাহাদিগকে জাহান্নামে একত্র করা হইবে।

٣٦- اِنَّ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا يُنْفِقُوْنَ اَمْوَالَهُمْ لِيَصُدُّوْا عَنْ سَبِيْلِ اللّٰهِ ؕ فَسَيُنْفِقُوْنَهَا ثُمَّ تَكُوْنُ عَلَيْهِمْ حَسْرَةً ثُمَّ يُغْلَبُوْنَ ۬ؕ وَالَّذِيْنَ كَفَرُوْٓا اِلٰى جَهَنَّمَ يُحْشَرُوْنَ ○

৩৭। ইহা এইজন্য যে, আল্লাহ্ কুজনকে সুজন হইতে পৃথক করিবেন এবং কুজনদের এককে অপরের উপর রাখিবেন, অতঃপর সকলকে স্তূপীকৃত করিয়া জাহান্নামে নিক্ষেপ করিবেন, ইহারাই ক্ষতিগ্রস্ত।

٣٧- لِيَمِيْزَ اللّٰهُ الْخَبِيْثَ مِنَ الطَّيِّبِ وَيَجْعَلَ الْخَبِيْثَ بَعْضَهٗ عَلٰى بَعْضٍ فَيَرْكُمَهٗ جَمِيْعًا فَيَجْعَلَهٗ فِىْ جَهَنَّمَ ؕ اُولٰٓئِكَ هُمُ الْخٰسِرُوْنَ ○

[৫]

৩৮। যাহারা কুফরী করে তাহাদিগকে বল, 'যদি তাহারা বিরত হয় তবে যাহা অতীতে হইয়াছে আল্লাহ্ তাহা ক্ষমা করিবেন;

٣٨- قُلْ لِّلَّذِيْنَ كَفَرُوْٓا اِنْ يَّنْتَهُوْا يُغْفَرْ لَهُمْ مَّا قَدْ سَلَفَ ۚ

৫১২। তাওহীদের উপর প্রতিষ্ঠিত কা'বায় তাহারা মূর্তি পূজার প্রচলন করিয়াছিল; সুতরাং তাহারা কা'বার তত্ত্বাবধানের বৈধ অধিকার লাভ করিতে পারে না।

Contents

وَاِنْ يَّعُوْدُوْا فَقَدْ مَضَتْ سُنَّتُ الْاَوَّلِيْنَ ○

কিন্তু তাহারা যদি অন্যায়ের পুনরাবৃত্তি করে তবে পূর্ববর্তীদের দৃষ্টান্ত তো রহিয়াছে।

٣٩- وَقَاتِلُوْهُمْ حَتّٰى لَا تَكُوْنَ فِتْنَةٌ وَّيَكُوْنَ الدِّيْنُ كُلُّهٗ لِلّٰهِ ۚ فَاِنِ انْتَهَوْا فَاِنَّ اللّٰهَ بِمَا يَعْمَلُوْنَ بَصِيْرٌ ○

৩৯। এবং তোমরা তাহাদের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করিতে থাকিবে যতক্ষণ না ফিত্না[৫১৩] দূরীভূত হয় এবং আল্লাহ্‌র দীন সামগ্রিকভাবে প্রতিষ্ঠিত হয় এবং যদি তাহারা বিরত হয় তবে তাহারা যাহা করে আল্লাহ্ তো তাহার সম্যক দ্রষ্টা।

٤٠- وَاِنْ تَوَلَّوْا فَاعْلَمُوْٓا اَنَّ اللّٰهَ مَوْلٰىكُمْ ۗ نِعْمَ الْمَوْلٰى وَنِعْمَ النَّصِيْرُ ○

৪০। যদি তাহারা মুখ ফিরায় তবে জানিয়া রাখ যে, আল্লাহ্ই তোমাদের অভিভাবক, কত উত্তম অভিভাবক এবং কত উত্তম সাহায্যকারী!

৫১৩। ১৩৩ নম্বর টীকা দ্রষ্টব্য।

Contents

দশম পারা

৪১। আরও জানিয়া রাখ যে, যুদ্ধে যাহা তোমরা লাভ কর তাহার এক-পঞ্চমাংশ আল্লাহ্‌র, রাসূলের, রাসূলের স্বজনদের, ইয়াতীমদের, মিসকীনদের এবং পথচারীদের যদি তোমরা ঈমান রাখ আল্লাহে এবং তাহাতে যাহা মীমাংসার[৫১৪] দিন আমি আমার বান্দার প্রতি অবতীর্ণ করিয়াছিলাম, যেই দিন দুই দল পরস্পরের সম্মুখীন হইয়াছিল এবং আল্লাহ্ সর্ববিষয়ে শক্তিমান।

٤١- وَاعْلَمُوْٓا اَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِّنْ شَيْءٍ فَاَنَّ لِلّٰهِ خُمُسَهٗ وَلِلرَّسُوْلِ وَلِذِي الْقُرْبٰى وَالْيَتٰمٰى وَالْمَسٰكِيْنِ وَابْنِ السَّبِيْلِ اِنْ كُنْتُمْ اٰمَنْتُمْ بِاللّٰهِ وَمَآ اَنْزَلْنَا عَلٰى عَبْدِنَا يَوْمَ الْفُرْقَانِ يَوْمَ الْتَقَى الْجَمْعٰنِ وَاللّٰهُ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ ○

৪২। স্মরণ কর, তোমরা ছিলে উপত্যকার নিকট প্রান্তে এবং তাহারা ছিল দূর প্রান্তে আর উষ্ট্রারোহী দল ছিল তোমাদের অপেক্ষা নিম্নভূমিতে[৫১৫]। যদি তোমরা পরস্পরের মধ্যে যুদ্ধ সম্পর্কে কোন সিদ্ধান্ত করিতে চাহিতে তবে এই সিদ্ধান্ত সম্পর্কে তোমাদের মধ্যে মতভেদ ঘটিত। কিন্তু যাহা ঘটিবার ছিল, আল্লাহ্ তাহা সম্পন্ন করিলেন,[৫১৬] যাহাতে যে কেহ ধ্বংস হইবে সে যেন সত্যাসত্য স্পষ্ট প্রকাশের পর ধ্বংস হয় এবং যে জীবিত থাকিবে সে যেন সত্যাসত্য স্পষ্ট প্রকাশের পর জীবিত থাকে; আল্লাহ্ তো সর্বশ্রোতা, সর্বজ্ঞ।

٤٢- اِذْ اَنْتُمْ بِالْعُدْوَةِ الدُّنْيَا وَهُمْ بِالْعُدْوَةِ الْقُصْوٰى وَالرَّكْبُ اَسْفَلَ مِنْكُمْ وَلَوْ تَوَاعَدْتُّمْ لَاخْتَلَفْتُمْ فِي الْمِيْعٰدِ وَلٰكِنْ لِّيَقْضِيَ اللّٰهُ اَمْرًا كَانَ مَفْعُوْلًا لِّيَهْلِكَ مَنْ هَلَكَ عَنْۢ بَيِّنَةٍ وَّيَحْيٰى مَنْ حَيَّ عَنْۢ بَيِّنَةٍ وَاِنَّ اللّٰهَ لَسَمِيْعٌ عَلِيْمٌ ○

৪৩। স্মরণ কর, আল্লাহ্ তোমাকে স্বপ্নে দেখাইয়াছিলেন যে, তাহারা সংখ্যায় অল্প; যদি তোমাকে দেখাইতেন যে, তাহারা সংখ্যায় অধিক তবে তোমরা সাহস হারাইতে এবং যুদ্ধ বিষয়ে নিজেদের

٤٣- اِذْ يُرِيْكَهُمُ اللّٰهُ فِيْ مَنَامِكَ قَلِيْلًا وَلَوْ اَرٰىكَهُمْ كَثِيْرًا لَّفَشِلْتُمْ

৫১৪। এ স্থলে 'মীমাংসার দিন' অর্থ বদরের যুদ্ধের দিন। মু'মিন ও কাফির উভয় দলের ভাগ্যের মীমাংসা সেই দিন হইয়াছিল।

৫১৫। বদর উপত্যকার যে প্রান্তটি মদীনার নিকটবর্তী, উহা নিকট প্রান্ত। আর বিপরীত দিক, যে দিকে কাফির দল ছিল, উহা দূর প্রান্ত। অন্যদিকে নিম্নভূমি দিয়া অর্থাৎ লোহিত সাগরের উপকূলবর্তী পথ দিয়া মক্কার বিধর্মীদের বাণিজ্যিক কাফেলা চলিয়া যাইতেছিল।

৫১৬। অর্থাৎ উভয় দলকে যুদ্ধক্ষেত্রে সমবেত করিলেন।

وَلَتَنَازَعْتُمْ فِي الْأَمْرِ
وَلٰكِنَّ اللّٰهَ سَلَّمَ ۗ
إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ ○

মধ্যে বিরোধ সৃষ্টি করিতে। কিন্তু আল্লাহ্ তোমাদিগকে রক্ষা করিয়াছিলেন এবং অন্তরে যাহা আছে সে সম্বন্ধে তিনি বিশেষভাবে অবহিত।

٤٤- وَإِذْ يُرِيكُمُوهُمْ
إِذِ الْتَقَيْتُمْ فِي أَعْيُنِكُمْ قَلِيلًا
وَيُقَلِّلُكُمْ فِي أَعْيُنِهِمْ
لِيَقْضِيَ اللّٰهُ أَمْرًا كَانَ مَفْعُولًا ۗ
وَإِلَى اللّٰهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ ○

৪৪। **স্মরণ কর,** তোমরা যখন পরস্পরের সম্মুখীন হইয়াছিলে তখন তিনি তাহাদিগকে তোমাদের দৃষ্টিতে স্বল্প সংখ্যক দেখাইয়াছিলেন এবং তোমাদিগকে তাহাদের দৃষ্টিতে স্বল্প সংখ্যক দেখাইয়াছিলেন, যাহা ঘটিবার ছিল তাহা সম্পন্ন করিবার জন্য। সমস্ত বিষয় আল্লাহ্‌র দিকেই প্রত্যাবর্তিত হয়।

[৬]

٤٥- يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا لَقِيتُمْ فِئَةً
فَاثْبُتُوا وَاذْكُرُوا اللّٰهَ كَثِيرًا
لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ○

৪৫। হে মু'মিনগণ! তোমরা যখন কোন দলের সম্মুখীন হইবে তখন অবিচলিত থাকিবে এবং আল্লাহ্‌কে অধিক স্মরণ করিবে, যাহাতে তোমরা সফলকাম হও।

٤٦- وَأَطِيعُوا اللّٰهَ وَرَسُولَهُ
وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا
وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ وَاصْبِرُوا ۚ
إِنَّ اللّٰهَ مَعَ الصَّابِرِينَ ○

৪৬। তোমরা আল্লাহ্ ও তাঁহার রাসূলের আনুগত্য করিবে ও নিজেদের মধ্যে বিবাদ করিবে না, করিলে তোমরা সাহস হারাইবে এবং তোমাদের শক্তি বিলুপ্ত হইবে। তোমরা ধৈর্য ধারণ কর; নিশ্চয় আল্লাহ্ ধৈর্যশীলদের সহিত রহিয়াছেন।

٤٧- وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ خَرَجُوا
مِنْ دِيَارِهِمْ بَطَرًا وَرِئَاءَ النَّاسِ
وَيَصُدُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللّٰهِ ۚ
وَاللّٰهُ بِمَا يَعْمَلُونَ مُحِيطٌ ○

৪৭। তোমরা তাহাদের ন্যায় হইবে না যাহারা দম্ভভরে ও লোক দেখাইবার জন্য স্বীয় গৃহ হইতে বাহির হইয়াছিল এবং লোককে আল্লাহ্‌র পথ হইতে নিবৃত্ত করে। তাহারা যাহা করে আল্লাহ্ তাহা পরিবেষ্টন করিয়া রহিয়াছেন।

٤٨- وَإِذْ زَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطٰنُ أَعْمَالَهُمْ وَقَالَ لَا غَالِبَ لَكُمُ الْيَوْمَ مِنَ النَّاسِ وَإِنِّي جَارٌ لَّكُمْ ۚ فَلَمَّا تَرَاءَتِ الْفِئَتٰنِ نَكَصَ عَلٰى عَقِبَيْهِ وَقَالَ إِنِّي بَرِيٓءٌ مِّنْكُمْ إِنِّيٓ أَرٰى مَا لَا تَرَوْنَ إِنِّيٓ أَخَافُ اللّٰهَ ۚ وَاللّٰهُ شَدِيدُ الْعِقَابِ ۝ ع

৪৮। স্মরণ কর, শয়তান তাহাদের কার্যাবলী তাহাদের দৃষ্টিতে শোভন করিয়াছিল এবং বলিয়াছিল, 'আজ মানুষের মধ্যে কেহই তোমাদের উপর বিজয়ী হইবে না, আমি তোমাদের পার্শ্বেই থাকিব।' অতঃপর দুই দল যখন পরস্পরের সম্মুখীন হইল তখন সে পিছনে সরিয়া পড়িল ও বলিল, 'তোমাদের সহিত আমার কোন সম্পর্ক রহিল না, তোমরা যাহা দেখিতে পাও না আমি তো তাহা দেখি,[৫১৭] নিশ্চয় আমি আল্লাহ্‌কে ভয় করি,' আর আল্লাহ্ শাস্তিদানে কঠোর।

[৭]

٤٩- إِذْ يَقُولُ الْمُنٰفِقُونَ وَالَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ غَرَّ هٰٓؤُلَآءِ دِينُهُمْ ۗ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللّٰهِ فَإِنَّ اللّٰهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ۝

৪৯। স্মরণ কর, মুনাফিক ও যাহাদের অন্তরে ব্যাধি আছে তাহারা বলে, 'ইহাদের দীন ইহাদিগকে বিভ্রান্ত করিয়াছে।' কেহ আল্লাহ্‌র উপর নির্ভর করিলে আল্লাহ্ তো পরাক্রান্ত ও প্রজ্ঞাময়।

٥٠- وَلَوْ تَرٰىٓ إِذْ يَتَوَفَّى الَّذِينَ كَفَرُوا ۙ الْمَلٰٓئِكَةُ يَضْرِبُونَ وُجُوهَهُمْ وَأَدْبَارَهُمْ ۚ وَذُوقُوا عَذَابَ الْحَرِيقِ ۝

৫০। তুমি যদি দেখিতে পাইতে ফিরিশ্‌তাগণ কাফিরদের মুখমণ্ডলে ও পৃষ্ঠদেশে আঘাত করিয়া তাহাদের প্রাণ হরণ করিতেছে এবং বলিতেছে, 'তোমরা দহনযন্ত্রণা[৫১৮] ভোগ কর।'

٥١- ذٰلِكَ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيكُمْ وَأَنَّ اللّٰهَ لَيْسَ بِظَلَّامٍ لِّلْعَبِيدِ ۝

৫১। ইহা তাহা তোমাদের হস্ত যাহা পূর্বে[৫১৯] প্রেরণ করিয়াছিল, আল্লাহ্ তো তাঁহার বান্দাদের প্রতি অত্যাচারী নহেন।

٥٢- كَدَأْبِ اٰلِ فِرْعَوْنَ ۙ وَالَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ ۚ كَفَرُوا بِاٰيٰتِ اللّٰهِ

৫২। ফির'আওনের স্বজন ও উহাদের পূর্ববর্তিগণের অভ্যাসের ন্যায় ইহারা আল্লাহ্‌র নিদর্শনকে প্রত্যাখ্যান করে;

৫১৭। বদর যুদ্ধে কুরায়শদের উৎসাহ ও শক্তি বর্ধনের উদ্দেশ্যে শয়তান বনী কিনানা গোত্রের নেতা সুরাকা ইব্‌ন মালিকের রূপ ধরিয়া সদলবলে উপস্থিত হইয়াছিল, আসমান হইতে অবতীর্ণ জিব্‌রাঈল ও অন্যান্য ফিরিশ্‌তা দেখিয়া পলায়নোদ্যত হইলে আবূ জাহ্‌লের নিষেধাজ্ঞার উত্তরে শয়তান ইহা বলিয়াছিল।

৫১৮। যদি কাফিরদের প্রতি ফিরিশ্‌তাদের কার্যকলাপ দেখিতে পাইতে তাহা হইলে তোমরা বিস্ময়ে বিমূঢ় হইতে।

৫১৯। অর্থাৎ اعمال -ভাল-মন্দ কর্ম ও কর্মফল।

فَأَخَذَهُمُ اللّٰهُ بِذُنُوْبِهِمْ ۗ
إِنَّ اللّٰهَ قَوِيٌّ شَدِيْدُ الْعِقَابِ ○

সুতরাং আল্লাহ্ ইহাদের পাপের জন্য ইহাদিগকে শাস্তি দেন। নিশ্চয়ই আল্লাহ্ শক্তিমান, শাস্তিদানে কঠোর;

٥٣- ذٰلِكَ بِأَنَّ اللّٰهَ لَمْ يَكُ مُغَيِّرًا
نِّعْمَةً أَنْعَمَهَا عَلٰى قَوْمٍ حَتّٰى يُغَيِّرُوْا
مَا بِأَنْفُسِهِمْ ۙ
وَأَنَّ اللّٰهَ سَمِيْعٌ عَلِيْمٌ ○ۙ

৫৩। ইহা এইজন্য যে, যদি কোন সম্প্রদায় নিজের অবস্থার পরিবর্তন না করে তবে আল্লাহ্ এমন নহেন যে, তিনি উহাদিগকে যে সম্পদ দান করিয়াছেন, উহা পরিবর্তন করিবেন; এবং নিশ্চয়ই আল্লাহ্ সর্বশ্রোতা, সর্বজ্ঞ।

٥٤- كَدَأْبِ اٰلِ فِرْعَوْنَ ۙ
وَالَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِهِمْ ۗ
كَذَّبُوْا بِاٰيٰتِ رَبِّهِمْ
فَأَهْلَكْنٰهُمْ بِذُنُوْبِهِمْ وَأَغْرَقْنَآ اٰلَ
فِرْعَوْنَ ۚ وَكُلٌّ كَانُوْا ظٰلِمِيْنَ ○

৫৪। ফির'আওনের স্বজন ও তাহাদের পূর্ববর্তিগণের অভ্যাসের ন্যায় ইহারা ইহাদের প্রতিপালকের নিদর্শনকে অস্বীকার করে। তাহাদের পাপের জন্য আমি তাহাদিগকে ধ্বংস করিয়াছি এবং ফির'আওনের স্বজনকে নিমজ্জিত করিয়াছি এবং তাহারা সকলেই ছিল যালিম।

٥٥- إِنَّ شَرَّ الدَّوَآبِّ عِنْدَ اللّٰهِ
الَّذِيْنَ كَفَرُوْا فَهُمْ لَا يُؤْمِنُوْنَ ○ۖ

৫৫। আল্লাহ্‌র নিকট নিকৃষ্ট জীব তাহারাই যাহারা কুফরী করে এবং ঈমান আনে না।

٥٦- الَّذِيْنَ عٰهَدْتَّ مِنْهُمْ
ثُمَّ يَنْقُضُوْنَ عَهْدَهُمْ
فِيْ كُلِّ مَرَّةٍ وَّهُمْ لَا يَتَّقُوْنَ ○

৫৬। উহাদের মধ্যে তুমি যাহাদের সহিত চুক্তিতে আবদ্ধ, তাহারা প্রত্যেকবার তাহাদের চুক্তি ভংগ করে এবং তাহারা সাবধান হয় না;

٥٧- فَإِمَّا تَثْقَفَنَّهُمْ فِي الْحَرْبِ
فَشَرِّدْ بِهِمْ مَّنْ خَلْفَهُمْ لَعَلَّهُمْ
يَذَّكَّرُوْنَ ○

৫৭। যুদ্ধে উহাদিগকে তোমরা যদি তোমাদের আয়ত্তে পাও তবে উহাদিগকে উহাদের পশ্চাতে যাহারা আছে, তাহাদের হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া এমনভাবে বিধ্বস্ত করিবে যাহাতে উহারা শিক্ষা লাভ করে।

٥٨- وَإِمَّا تَخَافَنَّ مِنْ قَوْمٍ خِيَانَةً
فَانْۢبِذْ إِلَيْهِمْ عَلٰى سَوَآءٍ ۗ
إِنَّ اللّٰهَ لَا يُحِبُّ الْخَآئِنِيْنَ ○ۧ ع

৫৮। যদি তুমি কোন সম্প্রদায়ের চুক্তি ভংগের আশংকা কর তবে তোমার চুক্তিও তুমি যথাযথ বাতিল করিবে; নিশ্চয়ই আল্লাহ্ চুক্তি ভংগকারীদিগকে পসন্দ করেন না।

Contents

[৮]

٥٩- وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا سَبَقُوْا ؕ اِنَّهُمْ لَا يُعْجِزُوْنَ ○

৫৯। কাফিরগণ যেন কখনও মনে না করে যে, তাহারা পরিত্রাণ পাইয়াছে; নিশ্চয়ই তাহারা মু'মিনগণকে হতবল করিতে পারিবে না।

٦٠- وَ اَعِدُّوْا لَهُمْ مَّا اسْتَطَعْتُمْ مِّنْ قُوَّةٍ وَّمِنْ رِّبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهِبُوْنَ بِهٖ عَدُوَّ اللّٰهِ وَ عَدُوَّكُمْ وَ اٰخَرِيْنَ مِنْ دُوْنِهِمْ ۚ لَا تَعْلَمُوْنَهُمْ ۚ اَللّٰهُ يَعْلَمُهُمْ ؕ وَمَا تُنْفِقُوْا مِنْ شَيْءٍ فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ يُوَفَّ اِلَيْكُمْ وَ اَنْتُمْ لَا تُظْلَمُوْنَ ○

৬০। তোমরা তাহাদের মুকাবিলার জন্য যথাসাধ্য শক্তি ও অশ্ব-বাহিনী প্রস্তুত রাখিবে এতদ্দ্বারা তোমরা সন্ত্রস্ত করিবে আল্লাহ্‌র শত্রুকে, তোমাদের শত্রুকে এবং এতদ্ব্যতীত অন্যদিগকে যাহাদিগকে তোমরা জান না, আল্লাহ্ তাহাদিগকে জানেন। আল্লাহ্‌র পথে তোমরা যাহা কিছু ব্যয় করিবে উহার পূর্ণ প্রতিদান তোমাদিগকে দেওয়া হইবে এবং তোমাদের প্রতি যুলুম করা হইবে না।

٦١- وَاِنْ جَنَحُوْا لِلسَّلْمِ فَاجْنَحْ لَهَا وَ تَوَكَّلْ عَلَى اللّٰهِ ؕ اِنَّهٗ هُوَ السَّمِيْعُ الْعَلِيْمُ ○

৬১। তাহারা যদি সন্ধির দিকে ঝুঁকিয়া পড়ে তবে তুমিও সন্ধির দিকে ঝুঁকিবে এবং আল্লাহ্‌র প্রতি নির্ভর করিবে; তিনিই সর্বশ্রোতা, সর্বজ্ঞ।

٦٢- وَاِنْ يُّرِيْدُوْٓا اَنْ يَّخْدَعُوْكَ فَاِنَّ حَسْبَكَ اللّٰهُ ؕ هُوَ الَّذِيْٓ اَيَّدَكَ بِنَصْرِهٖ وَ بِالْمُؤْمِنِيْنَ ○

৬২। যদি তাহারা তোমাকে প্রতারিত করিতে চাহে তবে তোমার জন্য আল্লাহ্‌ই যথেষ্ট, তিনি তোমাকে স্বীয় সাহায্য ও মু'মিনদের দ্বারা শক্তিশালী করিয়াছেন,

٦٣- وَ اَلَّفَ بَيْنَ قُلُوْبِهِمْ ؕ لَوْ اَنْفَقْتَ مَا فِي الْاَرْضِ جَمِيْعًا مَّآ اَلَّفْتَ بَيْنَ قُلُوْبِهِمْ وَ لٰكِنَّ اللّٰهَ اَلَّفَ بَيْنَهُمْ ؕ اِنَّهٗ عَزِيْزٌ حَكِيْمٌ ○

৬৩। এবং তিনি উহাদের পরস্পরের হৃদয়ের মধ্যে প্রীতি স্থাপন করিয়াছেন। পৃথিবীর যাবতীয় সম্পদ ব্যয় করিলেও তুমি তাহাদের হৃদয়ে প্রীতি স্থাপন করিতে পারিতে না; কিন্তু আল্লাহ্ তাহাদের মধ্যে প্রীতি স্থাপন করিয়াছেন; নিশ্চয়ই তিনি পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়।

٦٤- يٰٓاَيُّهَا النَّبِيُّ حَسْبُكَ اللّٰهُ وَمَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ ○ ع

৬৪। হে নবী! তোমার জন্য ও তোমার অনুসারী মু'মিনদের জন্য আল্লাহ্‌ই যথেষ্ট।

[৯]

٦٥- يٰۤاَيُّهَا النَّبِىُّ حَرِّضِ الْمُؤْمِنِيْنَ عَلَى الْقِتَالِ ؕ اِنْ يَّكُنْ مِّنْكُمْ عِشْرُوْنَ صٰبِرُوْنَ يَغْلِبُوْا مِائَتَيْنِ ۚ وَاِنْ يَّكُنْ مِّنْكُمْ مِّائَةٌ يَّغْلِبُوْۤا اَلْفًا مِّنَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا بِاَنَّهُمْ قَوْمٌ لَّا يَفْقَهُوْنَ ○

৬৫। হে নবী! মু'মিনদিগকে যুদ্ধের জন্য উদ্বুদ্ধ কর; তোমাদের মধ্যে কুড়িজন ধৈর্যশীল থাকিলে তাহারা দুইশত জনের উপর বিজয়ী হইবে এবং তোমাদের মধ্যে একশত জন থাকিলে এক সহস্র কাফিরের উপর বিজয়ী হইবে। কারণ তাহারা এমন এক সম্প্রদায় যাহার বোধশক্তি নাই।

٦٦- اَلْـٰٔنَ خَفَّفَ اللّٰهُ عَنْكُمْ وَعَلِمَ اَنَّ فِيْكُمْ ضَعْفًا ؕ فَاِنْ يَّكُنْ مِّنْكُمْ مِّائَةٌ صَابِرَةٌ يَّغْلِبُوْا مِائَتَيْنِ ۚ وَاِنْ يَّكُنْ مِّنْكُمْ اَلْفٌ يَّغْلِبُوْۤا اَلْفَيْنِ بِاِذْنِ اللّٰهِ ؕ وَاللّٰهُ مَعَ الصّٰبِرِيْنَ ○

৬৬। আল্লাহ্ এখন তোমাদের ভার লাঘব করিলেন। তিনি তো অবগত আছেন যে, তোমাদের মধ্যে দুর্বলতা আছে, সুতরাং তোমাদের মধ্যে একশত জন ধৈর্যশীল থাকিলে তাহারা দুইশত জনের উপর বিজয়ী হইবে। আর তোমাদের মধ্যে এক সহস্র থাকিলে আল্লাহ্‌র অনুজ্ঞাক্রমে তাহারা দুই সহস্রের উপর বিজয়ী হইবে। আল্লাহ্ ধৈর্যশীলদের সহিত রহিয়াছেন।

٦٧- مَا كَانَ لِنَبِىٍّ اَنْ يَّكُوْنَ لَهٗۤ اَسْرٰى حَتّٰى يُثْخِنَ فِى الْاَرْضِ ؕ تُرِيْدُوْنَ عَرَضَ الدُّنْيَا ۖۗ وَاللّٰهُ يُرِيْدُ الْاٰخِرَةَ ؕ وَاللّٰهُ عَزِيْزٌ حَكِيْمٌ ○

৬৭। দেশে ব্যাপকভাবে শত্রুকে পরাভূত না করা পর্যন্ত বন্দী রাখা কোন নবীর জন্য সংগত নহে।[৫২০] তোমরা কামনা কর পার্থিব সম্পদ এবং আল্লাহ্ চাহেন পরলোকের কল্যাণ; আল্লাহ্ পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়।

٦٨- لَوْلَا كِتٰبٌ مِّنَ اللّٰهِ سَبَقَ لَمَسَّكُمْ فِيْمَاۤ اَخَذْتُمْ عَذَابٌ عَظِيْمٌ ○

৬৮। আল্লাহ্‌র পূর্ব বিধান না থাকিলে তোমরা যাহা গ্রহণ করিয়াছ তজ্জন্য তোমাদের উপর মহাশাস্তি আপতিত হইত।[৫২১]

٦٩- فَكُلُوْا مِمَّا غَنِمْتُمْ حَلٰلًا طَيِّبًا ۖ وَّاتَّقُوا اللّٰهَ ؕ اِنَّ اللّٰهَ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ ○

৬৯। যুদ্ধে যাহা তোমরা লাভ করিয়াছ তাহা বৈধ ও উত্তম বলিয়া ভোগ কর[৫২২] এবং আল্লাহ্‌কে ভয় কর, আল্লাহ্ ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।

৫২০। বদরের যুদ্ধবন্দী কুরায়শদিগকে মৃত্যুদণ্ড দেওয়া বা মুক্তিপণের বিনিময়ে ছাড়িয়া দেওয়া উভয় পন্থার যে কোন একটি গ্রহণের অনুমতি ছিল। পরামর্শক্রমে মুক্তিপণ লওয়াই স্থিরীকৃত হয়, কিন্তু পরিস্থিতি অনুসারে হত্যা করাই শ্রেয়। তাহা না করায় এই মৃদু ভর্ৎসনা বাক্য নাযিল হয়।

৫২১। এই বন্দীদের মধ্যে কাহারও কাহারও ঈমান আল্লাহ্‌র অভিপ্রেত ছিল বলিয়া শাস্তি আপতিত হয় নাই।

৫২২। মুক্তিপণ লইয়া বন্দীদের মুক্তি দেওয়ায় ৬৭ নং আয়াতে যে মৃদু ভর্ৎসনা নাযিল হইয়াছিল, তাহাতে গনীমাতের মাল ও মুক্তিপণের অর্থ তাঁহাদের জন্য হালাল কি না এই বিষয়ে সাহাবীগণ সন্দিহান ছিলেন। এই সন্দেহ নিরসনের উদ্দেশ্যে এই আয়াত নাযিল হয়।

[১০]

৭০। হে নবী! তোমাদের করায়ত্ত যুদ্ধবন্দীদিগকে বল, 'আল্লাহ্ যদি তোমাদের হৃদয়ে ভাল কিছু দেখেন[৫২৩] তবে তোমাদের নিকট হইতে যাহা লওয়া হইয়াছে তাহা অপেক্ষা উত্তম কিছু তিনি তোমাদিগকে দান করিবেন এবং তোমাদিগকে ক্ষমা করিবেন। আল্লাহ্ ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।'

٧٠- يٰۤاَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِّمَنْ فِيْۤ اَيْدِيْكُمْ مِّنَ الْاَسْرٰۤى ۙ اِنْ يَّعْلَمِ اللّٰهُ فِيْ قُلُوْبِكُمْ خَيْرًا يُّؤْتِكُمْ خَيْرًا مِّمَّاۤ اُخِذَ مِنْكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ؕ وَاللّٰهُ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ ○

৭১। তাহারা তোমার সহিত বিশ্বাস ভংগ করিতে চাহিলে, তাহারা তো পূর্বে আল্লাহ্‌র সহিতও বিশ্বাস ভংগ করিয়াছে; অতঃপর তিনি তোমাদিগকে তাহাদের উপর শক্তিশালী করিয়াছেন। আল্লাহ্ সর্বজ্ঞ, প্রজ্ঞাময়।

٧١- وَاِنْ يُّرِيْدُوْا خِيَانَتَكَ فَقَدْ خَانُوا اللّٰهَ مِنْ قَبْلُ فَاَمْكَنَ مِنْهُمْ ؕ وَاللّٰهُ عَلِيْمٌ حَكِيْمٌ ○

৭২। যাহারা ঈমান আনিয়াছে, হিজরত করিয়াছে, জীবন ও সম্পদ দ্বারা আল্লাহ্‌র পথে জিহাদ করিয়াছে, আর যাহারা আশ্রয় দান করিয়াছে ও সাহায্য করিয়াছে তাহারা পরস্পর পরস্পরের বন্ধু। আর যাহারা ঈমান আনিয়াছে কিন্তু হিজরত করে নাই, হিজরত না করা পর্যন্ত তাহাদের অভিভাবকত্বের দায়িত্ব তোমাদের নাই; আর দীন সম্বন্ধে যদি তাহারা তোমাদের সাহায্য প্রার্থনা করে তবে তাহাদিগকে সাহায্য করা তোমাদের কর্তব্য, যে সম্প্রদায় ও তোমাদের মধ্যে চুক্তি রহিয়াছে তাহাদের বিরুদ্ধে নহে। তোমরা যাহা কর আল্লাহ্ উহার সম্যক দ্রষ্টা।

٧٢- اِنَّ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَهَاجَرُوْا وَجٰهَدُوْا بِاَمْوَالِهِمْ وَاَنْفُسِهِمْ فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ وَالَّذِيْنَ اٰوَوْا وَّنَصَرُوْۤا اُولٰٓئِكَ بَعْضُهُمْ اَوْلِيَآءُ بَعْضٍ ؕ وَالَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَلَمْ يُهَاجِرُوْا مَا لَكُمْ مِّنْ وَّلَايَتِهِمْ مِّنْ شَيْءٍ حَتّٰى يُهَاجِرُوْا ۚ وَاِنِ اسْتَنْصَرُوْكُمْ فِي الدِّيْنِ فَعَلَيْكُمُ النَّصْرُ اِلَّا عَلٰى قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِّيْثَاقٌ ؕ وَاللّٰهُ بِمَا تَعْمَلُوْنَ بَصِيْرٌ ○

৫২৩। বন্দীদের কেহ কেহ প্রকাশ করিয়াছিল যে, তাহারা অন্তরে মুসলিম, যদিও পরিস্থিতির চাপে তাহাদিগকে যুদ্ধে অংশগ্রহণ করিতে হইয়াছে, যেমন 'আব্বাস (রাঃ)। ইহাদের সম্পর্কে বলা হয়, তাহারা সত্য বলিয়া থাকিলে মুক্তিপণ হিসাবে প্রদত্ত অর্থের বিনিময়ে আল্লাহ্ তাহাদিগকে আরও উত্তম বস্তু দিবেন ও ক্ষমা করিবেন।

৭৩। যাহারা কুফরী করিয়াছে তাহারা পরস্পর পরস্পরের বন্ধু, যদি তোমরা উহা[৫২৪] না কর তবে দেশে ফিত্না ও মহাবিপর্যয় দেখা দিবে।

٧٣- وَالَّذِيْنَ كَفَرُوْا بَعْضُهُمْ اَوْلِيَآءُ بَعْضٍ ؕ اِلَّا تَفْعَلُوْهُ تَكُنْ فِتْنَةٌ فِي الْاَرْضِ وَفَسَادٌ كَبِيْرٌ ؕ

৭৪। যাহারা ঈমান আনিয়াছে, হিজরত করিয়াছে ও আল্লাহ্র পথে জিহাদ করিয়াছে আর যাহারা আশ্রয় দান করিয়াছে ও সাহায্য করিয়াছে, তাহারাই প্রকৃত মু'মিন; তাহাদের জন্য ক্ষমা ও সম্মানজনক জীবিকা রহিয়াছে।

٧٤- وَالَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَهَاجَرُوْا وَجٰهَدُوْا فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ وَالَّذِيْنَ اٰوَوْا وَّنَصَرُوْٓا اُولٰٓئِكَ هُمُ الْمُؤْمِنُوْنَ حَقًّا ؕ لَهُمْ مَّغْفِرَةٌ وَّرِزْقٌ كَرِيْمٌ ۝

৭৫। যাহারা পরে ঈমান আনিয়াছে, হিজরত করিয়াছে ও তোমাদের সঙ্গে থাকিয়া জিহাদ করিয়াছে তাহারাও তোমাদের অন্তর্ভুক্ত এবং আত্মীয়গণ আল্লাহ্র বিধানে একে অন্য অপেক্ষা অধিক হকদার[৫২৫]। নিশ্চয় আল্লাহ্ সর্ববিষয়ে সম্যক অবহিত।

٧٥- وَالَّذِيْنَ اٰمَنُوْا مِنْۢ بَعْدُ وَهَاجَرُوْا وَجٰهَدُوْا مَعَكُمْ فَاُولٰٓئِكَ مِنْكُمْ ؕ وَاُولُوا الْاَرْحَامِ بَعْضُهُمْ اَوْلٰى بِبَعْضٍ فِيْ كِتٰبِ اللّٰهِ ؕ اِنَّ اللّٰهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيْمٌ ۝

৫২৪। 'উহা' অর্থে মু'মিনদের পরস্পরের বন্ধুত্ব সুদৃঢ় করা ও কাফিরদের সহিত সম্পর্ক ছিন্ন করা।

৫২৫। প্রথম পর্যায়ে হিজরত না করিয়া পরে যাঁহারা হিজরত করিয়াছেন তাঁহারাও মুহাজির, কিন্তু পূর্ববর্তী মুহাজিরদের মর্যাদা পরবর্তীদের অপেক্ষা অধিক। এই দুই শ্রেণীর মুহাজিরগণ আত্মীয়ও ছিলেন। মর্যাদার পার্থক্যের জন্য তাঁহারা পরস্পরের ওয়ারিছ হইতে পারিবেন কি না এই প্রশ্ন উঠিয়াছিল। তখন বলা হয়, মর্যাদার পার্থক্য থাকিলেও আল্লাহ্র বিধান অনুযায়ী নির্ধারিত আত্মীয়তার হক সমতুল্য।

৯-সূরা তাওবা[৫২৬]

১২৯ আয়াত, ১৬ রুকূ‘, মাদানী

١- بَرَآءَةٌ مِّنَ اللّٰهِ وَرَسُوْلِهٖٓ اِلَى الَّذِيْنَ عٰهَدْتُّمْ مِّنَ الْمُشْرِكِيْنَ ○

১। ইহা সম্পর্কচ্ছেদ আল্লাহ্ ও তাঁহার রাসূলের পক্ষ হইতে সেই সমস্ত মুশরিকদের সহিত যাহাদের সহিত তোমরা পারস্পরিক চুক্তিতে আবদ্ধ হইয়াছিলে।

٢- فَسِيْحُوْا فِى الْاَرْضِ اَرْبَعَةَ اَشْهُرٍ وَّاعْلَمُوْٓا اَنَّكُمْ غَيْرُ مُعْجِزِى اللّٰهِ ۙ وَاَنَّ اللّٰهَ مُخْزِى الْكٰفِرِيْنَ ○

২। অতঃপর তোমরা দেশে চারি মাসকাল পরিভ্রমণ কর ও জানিয়া রাখ যে, তোমরা আল্লাহ্‌কে হীনবল করিতে পারিবে না এবং নিশ্চয়ই আল্লাহ্ কাফিরদিগকে লাঞ্ছিত করিয়া থাকেন।

٣- وَاَذَانٌ مِّنَ اللّٰهِ وَرَسُوْلِهٖٓ اِلَى النَّاسِ يَوْمَ الْحَجِّ الْاَكْبَرِ اَنَّ اللّٰهَ بَرِىْٓءٌ مِّنَ الْمُشْرِكِيْنَ ۙ وَرَسُوْلُهٗ ؕ فَاِنْ تُبْتُمْ فَهُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ ۚ وَاِنْ تَوَلَّيْتُمْ فَاعْلَمُوْٓا اَنَّكُمْ غَيْرُ مُعْجِزِى اللّٰهِ ؕ وَبَشِّرِ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا بِعَذَابٍ اَلِيْمٍ ○

৩। মহান হজ্জের দিবসে আল্লাহ্ ও তাঁহার রাসূলের পক্ষ হইতে মানুষের প্রতি ইহা এক ঘোষণা যে, নিশ্চয়ই মুশরিকদের সম্পর্কে আল্লাহ্ দায়মুক্ত এবং তাঁহার রাসূলও। তোমরা যদি তওবা কর তবে তাহা তোমাদের জন্য কল্যাণকর। আর তোমরা যদি মুখ ফিরাও তবে জানিয়া রাখ যে, তোমরা আল্লাহ্‌কে হীনবল করিতে পারিবে না এবং কাফিরদিগকে মর্মন্তুদ শাস্তির সংবাদ দাও,

٤- اِلَّا الَّذِيْنَ عٰهَدْتُّمْ مِّنَ الْمُشْرِكِيْنَ ثُمَّ لَمْ يَنْقُصُوْكُمْ شَيْـًٔا وَّلَمْ يُظَاهِرُوْا عَلَيْكُمْ اَحَدًا فَاَتِمُّوْٓا اِلَيْهِمْ عَهْدَهُمْ اِلٰى مُدَّتِهِمْ ؕ اِنَّ اللّٰهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِيْنَ ○

৪। তবে মুশরিকদের মধ্যে যাহাদের সহিত তোমরা চুক্তিতে আবদ্ধ ও পরে যাহারা তোমাদের চুক্তি রক্ষায় কোন ত্রুটি করে নাই এবং তোমাদের বিরুদ্ধে কাহাকেও সাহায্য করে নাই, তাহাদের সহিত নির্দিষ্ট মিয়াদ পর্যন্ত চুক্তি পূর্ণ করিবে; নিশ্চয়ই আল্লাহ্ মুত্তাকীদিগকে পসন্দ করেন।

৫২৬। সাধারণ নিয়ম অনুসারে অন্য সূরা হইতে পৃথক করার জন্য تسمية ‘বিসমিল্লাহ্’ সূরার প্রথমে লিপিবদ্ধ হইত। কিন্তু এই সূরায় মহানবী (সাঃ) উহা লিখান নাই এবং এই সূরা কোন্ সূরার অংশ তাহাও বলেন নাই। সুতরাং মাস্‌হাফ-ই উছমানীতেও [তৃতীয় খলীফা হযরত ‘উছমান (রাঃ) কর্তৃক প্রকাশিত কুরআন] ইহার প্রারম্ভে বিস্‌মিল্লাহ্ লিখা হয় নাই। আন্‌ফাল উহার পূর্বে অবতীর্ণ হওয়ায় উহা ইহার পূর্বে সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। সূরাটি আন্‌ফালের সঙ্গে পঠিত হইলে ইহার পূর্বে বিস্‌মিল্লাহ্ পড়া হয় না, অন্যথায় পড়িতে হয়। সূরাটির আর একটি নাম বারাআ।

٥- فَإِذَا انْسَلَخَ الْأَشْهُرُ الْحُرُمُ فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ وَخُذُوهُمْ وَاحْصُرُوهُمْ وَاقْعُدُوا لَهُمْ كُلَّ مَرْصَدٍ ۚ فَإِنْ تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلٰوةَ وَآتَوُا الزَّكٰوةَ فَخَلُّوا سَبِيلَهُمْ ۚ إِنَّ اللّٰهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ۝

৫। অতঃপর নিষিদ্ধ মাস অতিবাহিত হইলে মুশরিকদিগকে যেখানে পাইবে হত্যা করিবে, তাহাদিগকে বন্দী করিবে, অবরোধ করিবে এবং প্রত্যেক ঘাঁটিতে তাহাদের জন্য ওঁৎ পাতিয়া থাকিবে। কিন্তু যদি তাহারা তওবা করে, সালাত কায়েম করে ও যাকাত দেয় তবে তাহাদের পথ ছাড়িয়া দিবে; নিশ্চয়ই আল্লাহ্ অতিশয় ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।

٦- وَإِنْ أَحَدٌ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ فَأَجِرْهُ حَتّٰى يَسْمَعَ كَلٰمَ اللّٰهِ ثُمَّ أَبْلِغْهُ مَأْمَنَهُ ۚ ذٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَّا يَعْلَمُونَ ۝

৬। মুশরিকদের মধ্যে কেহ তোমার কাছে আশ্রয় প্রার্থনা করিলে তুমি তাহাকে আশ্রয় দিবে যাহাতে সে আল্লাহ্‌র বাণী শুনিতে পায়, অতঃপর তাহাকে তাহার নিরাপদ স্থানে পৌঁছাইয়া দিবে; কারণ তাহারা অজ্ঞ লোক।

[২]

٧- كَيْفَ يَكُونُ لِلْمُشْرِكِينَ عَهْدٌ عِنْدَ اللّٰهِ وَعِنْدَ رَسُولِهٖ إِلَّا الَّذِينَ عٰهَدْتُّمْ عِنْدَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ ۚ فَمَا اسْتَقَامُوا لَكُمْ فَاسْتَقِيمُوا لَهُمْ ۚ إِنَّ اللّٰهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِينَ ۝

৭। আল্লাহ্ ও তাঁহার রাসূলের নিকট মুশরিকদের চুক্তি কি করিয়া বলবৎ থাকিবে? তবে যাহাদের সহিত মসজিদুল হারামের সন্নিকটে তোমরা পারস্পরিক চুক্তিতে আবদ্ধ হইয়াছিলে, যাবৎ তাহারা তোমাদের চুক্তিতে স্থির থাকিবে তোমরাও তাহাদের চুক্তিতে স্থির থাকিবে; নিশ্চয়ই আল্লাহ্ মুত্তাকীদিগকে পসন্দ করেন।

٨- كَيْفَ وَإِنْ يَّظْهَرُوا عَلَيْكُمْ لَا يَرْقُبُوا فِيكُمْ إِلًّا وَّلَا ذِمَّةً ۚ يُرْضُونَكُمْ بِأَفْوَاهِهِمْ وَتَأْبٰى قُلُوبُهُمْ ۚ وَأَكْثَرُهُمْ فٰسِقُونَ ۝

৮। কেমন করিয়া থাকিবে? তাহারা যদি তোমাদের উপর জয়ী হয়, তবে তাহারা তোমাদের আত্মীয়তার ও অংগীকারের কোন মর্যাদা দিবে না; তাহারা মুখে তোমাদিগকে সন্তুষ্ট রাখে; কিন্তু তাহাদের হৃদয় উহা অস্বীকার করে; তাহাদের অধিকাংশ সত্যত্যাগী।

Contents

٩- اِشْتَرَوْا بِاٰيٰتِ اللّٰهِ ثَمَنًا قَلِيْلًا فَصَدُّوْا عَنْ سَبِيْلِهٖ ؕ اِنَّهُمْ سَآءَ مَا كَانُوْا يَعْمَلُوْنَ ○

৯। তাহারা আল্লাহ্র আয়াতকে তুচ্ছ মূল্যে বিক্রয় করে এবং তাহারা লোকদিগকে তাঁহার পথ হইতে নিবৃত্ত করে; নিশ্চয়ই তাহারা যাহা করিয়া থাকে তাহা অতি নিকৃষ্ট।

١٠- لَا يَرْقُبُوْنَ فِىْ مُؤْمِنٍ اِلًّا وَّلَا ذِمَّةً ؕ وَاُولٰٓئِكَ هُمُ الْمُعْتَدُوْنَ ○

১০। তাহারা কোন মু'মিনের সহিত আত্মীয়তার ও অংগীকারের মর্যাদা রক্ষা করে না, তাহারাই সীমালংঘনকারী।

١١- فَاِنْ تَابُوْا وَاَقَامُوا الصَّلٰوةَ وَاٰتَوُا الزَّكٰوةَ فَاِخْوَانُكُمْ فِى الدِّيْنِ ؕ وَنُفَصِّلُ الْاٰيٰتِ لِقَوْمٍ يَّعْلَمُوْنَ ○

১১। অতঃপর তাহারা যদি তওবা করে, সালাত কায়েম করে ও যাকাত দেয় তবে তাহারা তোমাদের দীন সম্পর্কে ভাই; জ্ঞানী সম্প্রদায়ের জন্য আমি নিদর্শন স্পষ্টরূপে বিবৃত করি।

١٢- وَاِنْ نَّكَثُوْٓا اَيْمَانَهُمْ مِّنْۢ بَعْدِ عَهْدِهِمْ وَطَعَنُوْا فِىْ دِيْنِكُمْ فَقَاتِلُوْٓا اَئِمَّةَ الْكُفْرِ ۙ اِنَّهُمْ لَآ اَيْمَانَ لَهُمْ لَعَلَّهُمْ يَنْتَهُوْنَ ○

১২। তাহাদের চুক্তির পর তাহারা যদি তাহাদের প্রতিশ্রুতি ভংগ করে ও তোমাদের দীন সম্বন্ধে বিদ্রূপ করে তবে কাফিরদের প্রধানদের সহিত যুদ্ধ কর; ইহারা এমন লোক যাহাদের কোন প্রতিশ্রুতি রহিল না; যেন তাহারা নিবৃত্ত হয়।

١٣- اَلَا تُقَاتِلُوْنَ قَوْمًا نَّكَثُوْٓا اَيْمَانَهُمْ وَهَمُّوْا بِاِخْرَاجِ الرَّسُوْلِ وَهُمْ بَدَءُوْكُمْ اَوَّلَ مَرَّةٍ ؕ اَتَخْشَوْنَهُمْ ۚ فَاللّٰهُ اَحَقُّ اَنْ تَخْشَوْهُ اِنْ كُنْتُمْ مُّؤْمِنِيْنَ ○

১৩। তোমরা কি সেই সম্প্রদায়ের সহিত যুদ্ধ করিবে না, যাহারা নিজেদের প্রতিশ্রুতি ভংগ করিয়াছে ও রাসূলের বহিষ্করণের জন্য সংকল্প করিয়াছে? উহারাই প্রথম তোমাদের বিরুদ্ধাচরণ করিয়াছে। তোমরা কি তাহাদিগকে ভয় কর? আল্লাহ্কে ভয় করাই তোমাদের পক্ষে অধিক সমীচীন যদি তোমরা মু'মিন হও।

١٤- قَاتِلُوْهُمْ يُعَذِّبْهُمُ اللّٰهُ بِاَيْدِيْكُمْ وَيُخْزِهِمْ وَيَنْصُرْكُمْ عَلَيْهِمْ وَيَشْفِ صُدُوْرَ قَوْمٍ مُّؤْمِنِيْنَ ○

১৪। তোমরা তাহাদের সহিত যুদ্ধ করিবে। তোমাদের হস্তে আল্লাহ্ উহাদিগকে শাস্তি দিবেন, উহাদিগকে লাঞ্ছিত করিবেন, উহাদের উপর তোমাদিগকে বিজয়ী করিবেন ও মু'মিনদের চিত্ত প্রশান্ত করিবেন,

১৫। এবং তিনি উহাদের অন্তরের ক্ষোভ দূর করিবেন। আল্লাহ্ যাহাকে ইচ্ছা তাহার প্রতি ক্ষমাপরায়ণ হন, আল্লাহ্ সর্বজ্ঞ, প্রজ্ঞাময়।

١٥- وَيُذْهِبْ غَيْظَ قُلُوبِهِمْ ۗ
وَيَتُوبُ اللّٰهُ عَلٰى مَنْ يَّشَآءُ ۗ
وَاللّٰهُ عَلِيْمٌ حَكِيْمٌ ○

১৬। তোমরা কি মনে কর যে, তোমাদিগকে এমনি ছাড়িয়া দেওয়া হইবে যখন পর্যন্ত আল্লাহ্ না প্রকাশ করেন[৫২৭] তোমাদের মধ্যে কাহারা মুজাহিদ এবং কাহারা আল্লাহ্ ও তাঁহার রাসূল ও মু'মিনগণ ব্যতীত অন্য কাহাকেও অন্তরঙ্গ বন্ধুরূপে গ্রহণ করে নাই? তোমরা যাহা কর, সে সম্বন্ধে আল্লাহ্ সবিশেষ অবহিত।

١٦- اَمْ حَسِبْتُمْ اَنْ تُتْرَكُوْا وَلَمَّا
يَعْلَمِ اللّٰهُ الَّذِيْنَ جٰهَدُوْا مِنْكُمْ
وَلَمْ يَتَّخِذُوْا مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ
وَلَا رَسُوْلِهٖ وَلَا الْمُؤْمِنِيْنَ وَلِيْجَةً ۗ
وَاللّٰهُ خَبِيْرٌۢ بِمَا تَعْمَلُوْنَ ○ ع ٨

[৩]

১৭। মুশরিকরা যখন নিজেরাই নিজেদের কুফরী স্বীকার করে তখন তাহারা আল্লাহ্র মসজিদের রক্ষণাবেক্ষণ করিবে—এমন হইতে পারে না। উহারা এমন যাহাদের সমস্ত কর্ম ব্যর্থ হইয়াছে এবং উহারা অগ্নিতেই স্থায়ীভাবে অবস্থান করিবে।

١٧- مَا كَانَ لِلْمُشْرِكِيْنَ
اَنْ يَّعْمُرُوْا مَسٰجِدَ اللّٰهِ
شٰهِدِيْنَ عَلٰٓى اَنْفُسِهِمْ
بِالْكُفْرِ ۗ اُولٰٓئِكَ حَبِطَتْ اَعْمَالُهُمْ ۚ
وَفِي النَّارِ هُمْ خٰلِدُوْنَ ○

১৮। তাহারাই তো আল্লাহ্র মস্জিদের রক্ষণাবেক্ষণ করিবে, যাহারা ঈমান আনে আল্লাহ্ ও আখিরাতে এবং সালাত কায়েম করে, যাকাত দেয় এবং আল্লাহ্ ব্যতীত অন্য কাহাকেও ভয় করে না। অতএব আশা করা যায়, তাহারা হইবে সৎপথপ্রাপ্তদের অন্তর্ভুক্ত।

١٨- اِنَّمَا يَعْمُرُ مَسٰجِدَ اللّٰهِ مَنْ اٰمَنَ
بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ وَاَقَامَ الصَّلٰوةَ
وَاٰتَى الزَّكٰوةَ وَلَمْ يَخْشَ اِلَّا اللّٰهَ فَعَسٰٓى
اُولٰٓئِكَ اَنْ يَّكُوْنُوْا مِنَ الْمُهْتَدِيْنَ ○

১৯। হাজীদের জন্য পানি সরবরাহ এবং মসজিদুল হারামের রক্ষণাবেক্ষণ করাকে তোমরা কি তাহাদের পুণ্যের সমজ্ঞান কর, যাহারা আল্লাহ্ ও আখিরাতে ঈমান আনে এবং আল্লাহ্র পথে জিহাদ করে? আল্লাহ্র নিকট উহারা সমতুল্য নহে।

١٩- اَجَعَلْتُمْ سِقَايَةَ الْحَآجِّ
وَعِمَارَةَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ كَمَنْ اٰمَنَ
بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ وَجٰهَدَ فِيْ
سَبِيْلِ اللّٰهِ ۗ لَا يَسْتَوٗنَ عِنْدَ اللّٰهِ ۗ

৫২৭। ولما يعلم الله -এখানে 'আল্লাহ্ জানেন না' অর্থ—'তিনি এ পর্যন্ত প্রকাশ করেন নাই।'

Contents

وَاللّٰهُ لَا يَهْدِى الْقَوْمَ الظّٰلِمِيْنَ ۝

আল্লাহ্ যালিম সম্প্রদায়কে সৎপথ প্রদর্শন করেন না।

٢٠- اَلَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَ هَاجَرُوْا وَجٰهَدُوْا فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ بِاَمْوَالِهِمْ وَاَنْفُسِهِمْ ۙ اَعْظَمُ دَرَجَةً عِنْدَ اللّٰهِ ؕ وَاُولٰٓئِكَ هُمُ الْفَآئِزُوْنَ ۝

২০। যাহারা ঈমান আনে, হিজরত করে এবং নিজেদের সম্পদ ও নিজেদের জীবন দ্বারা আল্লাহ্‌র পথে জিহাদ করে তাহারা আল্লাহ্‌র নিকট মর্যাদায় শ্রেষ্ঠ, আর তাহারাই সফলকাম।

٢١- يُبَشِّرُهُمْ رَبُّهُمْ بِرَحْمَةٍ مِّنْهُ وَرِضْوَانٍ وَّجَنّٰتٍ لَّهُمْ فِيْهَا نَعِيْمٌ مُّقِيْمٌ ۝

২১। উহাদের প্রতিপালক উহাদিগকে সুসংবাদ দিতেছেন, স্বীয় দয়া ও সন্তোষের এবং জান্নাতের, যেখানে আছে তাহাদের জন্য স্থায়ী সুখ-শান্তি।

٢٢- خٰلِدِيْنَ فِيْهَآ اَبَدًا ؕ اِنَّ اللّٰهَ عِنْدَهٗٓ اَجْرٌ عَظِيْمٌ ۝

২২। সেথায় তাহারা চিরস্থায়ী হইবে। নিশ্চয়ই আল্লাহ্‌র নিকট আছে মহাপুরস্কার।

٢٣- يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تَتَّخِذُوْٓا اٰبَآءَكُمْ وَاِخْوَانَكُمْ اَوْلِيَآءَ اِنِ اسْتَحَبُّوا الْكُفْرَ عَلَى الْاِيْمَانِ ؕ وَمَنْ يَّتَوَلَّهُمْ مِّنْكُمْ فَاُولٰٓئِكَ هُمُ الظّٰلِمُوْنَ ۝

২৩। হে মু'মিনগণ! তোমাদের পিতা ও ভ্রাতা যদি ঈমানের মুকাবিলায় কুফরীকে শ্রেয় জ্ঞান করে, তবে উহাদিগকে অন্তরঙ্গরূপে গ্রহণ করিও না। তোমাদের মধ্যে যাহারা উহাদিগকে অন্তরঙ্গরূপে গ্রহণ করে, তাহারাই যালিম।

٢٤- قُلْ اِنْ كَانَ اٰبَآؤُكُمْ وَاَبْنَآؤُكُمْ وَاِخْوَانُكُمْ وَاَزْوَاجُكُمْ وَعَشِيْرَتُكُمْ وَاَمْوَالُ ۣاقْتَرَفْتُمُوْهَا وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا وَمَسٰكِنُ تَرْضَوْنَهَآ اَحَبَّ اِلَيْكُمْ مِّنَ اللّٰهِ وَرَسُوْلِهٖ وَجِهَادٍ فِىْ سَبِيْلِهٖ فَتَرَبَّصُوْا حَتّٰى يَاْتِىَ اللّٰهُ بِاَمْرِهٖ ؕ وَاللّٰهُ لَا يَهْدِى الْقَوْمَ الْفٰسِقِيْنَ ۝

২৪। বল, 'তোমাদের নিকট যদি আল্লাহ্, তাঁহার রাসূল এবং আল্লাহ্‌র পথে জিহাদ করা অপেক্ষা অধিক প্রিয় হয় তোমাদের পিতা, তোমাদের সন্তান, তোমাদের ভ্রাতা, তোমাদের পত্নী, তোমাদের স্বগোষ্ঠী, তোমাদের অর্জিত সম্পদ, তোমাদের ব্যবসা-বাণিজ্য যাহার মন্দা পড়ার আশংকা কর এবং তোমাদের বাসস্থান যাহা তোমরা ভালবাস, তবে অপেক্ষা কর আল্লাহ্‌র বিধান আসা পর্যন্ত।' আল্লাহ্ সত্যত্যাগী সম্প্রদায়কে সৎপথ প্রদর্শন করেন না।

[৪]

২৫। আল্লাহ্ তোমাদিগকে তো সাহায্য করিয়াছেন বহু ক্ষেত্রে এবং হুনায়নের যুদ্ধের দিনে[৫২৮] যখন তোমাদিগকে উৎফুল্ল করিয়াছিল তোমাদের সংখ্যাধিক্য; কিন্তু উহা তোমাদের কোন কাজে আসে নাই এবং বিস্তৃত হওয়া সত্ত্বেও পৃথিবী তোমাদের জন্য সংকুচিত হইয়াছিল ও পরে তোমরা পৃষ্ঠ প্রদর্শন করিয়া পলায়ন করিয়াছিলে।

২৫- لَقَدْ نَصَرَكُمُ اللّٰهُ فِيْ مَوَاطِنَ كَثِيْرَةٍ ۙ وَّ يَوْمَ حُنَيْنٍ ۙ اِذْ اَعْجَبَتْكُمْ كَثْرَتُكُمْ فَلَمْ تُغْنِ عَنْكُمْ شَيْئًا وَّ ضَاقَتْ عَلَيْكُمُ الْاَرْضُ بِمَا رَحُبَتْ ثُمَّ وَلَّيْتُمْ مُّدْبِرِيْنَ ۚ

২৬। অতঃপর আল্লাহ্ তাঁহার নিকট হইতে তাঁহার রাসূল ও মু'মিনদের উপর প্রশান্তি বর্ষণ করেন এবং এমন এক সৈন্যবাহিনী অবতীর্ণ করেন যাহা তোমরা দেখিতে পাও নাই এবং তিনি কাফিরদিগকে শাস্তি প্রদান করেন; ইহাই কাফিরদের কর্মফল।

২৬- ثُمَّ اَنْزَلَ اللّٰهُ سَكِيْنَتَهٗ عَلٰى رَسُوْلِهٖ وَعَلَى الْمُؤْمِنِيْنَ وَ اَنْزَلَ جُنُوْدًا لَّمْ تَرَوْهَا ۚ وَعَذَّبَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا ؕ وَ ذٰلِكَ جَزَآءُ الْكٰفِرِيْنَ

২৭। ইহার পরও যাহার প্রতি ইচ্ছা আল্লাহ্ ক্ষমাপরায়ণ হইবেন; আল্লাহ্ অতি ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।

২৭- ثُمَّ يَتُوْبُ اللّٰهُ مِنْ بَعْدِ ذٰلِكَ عَلٰى مَنْ يَّشَآءُ ؕ وَ اللّٰهُ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ

২৮। হে মু'মিনগণ! মুশরিকরা তো অপবিত্র; সুতরাং এই বৎসরের পর তাহারা যেন মসজিদুল হারামের নিকট না আসে। যদি তোমরা দারিদ্র্যের আশংকা কর[৫২৯] তবে আল্লাহ্ ইচ্ছা করিলে তাঁহার নিজ করুণায় তোমাদিগকে অভাবমুক্ত করিবেন। নিশ্চয়ই আল্লাহ্ সর্বজ্ঞ, প্রজ্ঞাময়।

২৮- يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْۤا اِنَّمَا الْمُشْرِكُوْنَ نَجَسٌ فَلَا يَقْرَبُوا الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ بَعْدَ عَامِهِمْ هٰذَا ۚ وَ اِنْ خِفْتُمْ عَيْلَةً فَسَوْفَ يُغْنِيْكُمُ اللّٰهُ مِنْ فَضْلِهٖۤ اِنْ شَآءَ ؕ اِنَّ اللّٰهَ عَلِيْمٌ حَكِيْمٌ

৫২৮। মক্কা বিজয়ের পরপরই (৮ম হিজরী) হাওয়াযিন ও ছাকীফ গোত্রদ্বয়ের সঙ্গে এই যুদ্ধ সংঘটিত হয়। ১২ হাজার মুজাহিদ এই যুদ্ধে শরীক হইয়াছিলেন। যুদ্ধের প্রথম দিকে মুসলিম বাহিনী সুবিধা করিতে পারে নাই। অবশ্য শেষ পর্যন্ত তাঁহারাই জয়ী হইয়াছিলেন। তাঁহাদের সংখ্যাধিক্যের জন্য নয়, বরং আল্লাহ্‌র সাহায্যেই তাঁহারা সফলতা লাভ করিয়াছিলেন।

৫২৯। হজ্জের মৌসুমে বিভিন্ন গোত্রের সমাবেশে খাদ্যশস্যের আমদানী ও ব্যবসা-বাণিজ্যের সুযোগ-সুবিধা ঘটিত। মুশরিকদের হারামে প্রবেশ নিষিদ্ধ হওয়ায় ঊষর মক্কায় খাদ্যের অভাব ঘটিবে আশংকা করা হইয়াছিল। মক্কা বিজয়ের সাথে সাথে বিভিন্ন গোত্রের দলে দলে ইসলাম গ্রহণ ও অত্যল্প কালের মধ্যে আরবের সীমারেখা অতিক্রম করিয়া ইসলামের বিস্তৃতিলাভে এই আশংকা অমূলক প্রতিপন্ন হইয়াছিল।

٢٩- قَاتِلُوا الَّذِيْنَ لَا يُؤْمِنُوْنَ بِاللّٰهِ وَلَا بِالْيَوْمِ الْاٰخِرِ وَلَا يُحَرِّمُوْنَ مَا حَرَّمَ اللّٰهُ وَرَسُوْلُهٗ وَلَا يَدِيْنُوْنَ دِيْنَ الْحَقِّ مِنَ الَّذِيْنَ اُوْتُوا الْكِتٰبَ حَتّٰى يُعْطُوا الْجِزْيَةَ عَنْ يَّدٍ وَّهُمْ صٰغِرُوْنَ ۝ ع

২৯। যাহাদের প্রতি কিতাব অবতীর্ণ হইয়াছে তাহাদের মধ্যে যাহারা আল্লাহে ঈমান আনে না ও শেষদিনেও নহে এবং আল্লাহ্ ও তাঁহার রাসূল যাহা হারাম করিয়াছেন তাহা হারাম গণ্য করে না এবং সত্য দীন অনুসরণ করে না; তাহাদের সহিত যুদ্ধ করিবে, যে পর্যন্ত না তাহারা নত হইয়া স্বহস্তে জিয্য়া দেয়।৫৩০

[৫]

٣٠- وَقَالَتِ الْيَهُوْدُ عُزَيْرُ ۨ ابْنُ اللّٰهِ وَقَالَتِ النَّصٰرَى الْمَسِيْحُ ابْنُ اللّٰهِ ۗ ذٰلِكَ قَوْلُهُمْ بِاَفْوَاهِهِمْ ۚ يُضَاهِئُوْنَ قَوْلَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا مِنْ قَبْلُ ۗ قٰتَلَهُمُ اللّٰهُ ۚ اَنّٰى يُؤْفَكُوْنَ ۝

৩০। ইয়াহূদীগণ বলে, ‘উযায়র আল্লাহ্র পুত্র’,৫৩১ এবং খৃস্টানগণ বলে, ‘মসীহ আল্লাহ্র পুত্র।’ উহা তাহাদের মুখের কথা। পূর্বে যাহারা কুফরী করিয়াছিল উহারা তাহাদের মত কথা বলে। আল্লাহ্ উহাদিগকে ধ্বংস করুন। আর কোন্ দিকে উহাদিগকে ফিরাইয়া দেওয়া হইয়াছে!

٣١- اِتَّخَذُوْٓا اَحْبَارَهُمْ وَرُهْبَانَهُمْ اَرْبَابًا مِّنْ دُوْنِ اللّٰهِ وَالْمَسِيْحَ ابْنَ مَرْيَمَ ۚ وَمَآ اُمِرُوْٓا اِلَّا لِيَعْبُدُوْٓا اِلٰهًا وَّاحِدًا ۚ لَآ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ ۗ سُبْحٰنَهٗ عَمَّا يُشْرِكُوْنَ ۝

৩১। তাহারা আল্লাহ্ ব্যতীত তাহাদের পণ্ডিতগণকে ও সংসার-বিরাগিগণকে তাহাদের প্রভুরূপে৫৩২ গ্রহণ করিয়াছে এবং মার্ইয়াম-তনয় মসীহ্কেও।৫৩৩ কিন্তু উহারা এক ইলাহের ‘ইবাদত করিবার জন্যই আদিষ্ট হইয়াছিল। তিনি ব্যতীত অন্য কোন ইলাহ্ নাই। তাহারা যাহাকে শরীক করে তাহা হইতে তিনি কত পবিত্র!

٣٢- يُرِيْدُوْنَ اَنْ يُّطْفِئُوْا نُوْرَ اللّٰهِ بِاَفْوَاهِهِمْ وَيَاْبَى اللّٰهُ اِلَّآ اَنْ يُّتِمَّ نُوْرَهٗ وَلَوْ كَرِهَ الْكٰفِرُوْنَ ۝

৩২। তাহারা তাহাদের মুখের ফুৎকারে আল্লাহ্র জ্যোতি নির্বাপিত করিতে চাহে। কাফিরগণ অপ্রীতিকর মনে করিলেও আল্লাহ্ তাঁহার জ্যোতির পূর্ণ উদ্ভাসন ব্যতীত অন্য কিছু চাহেন না।

৫৩০। ইসলামী রাষ্ট্রে অমুসলিমদিগকে নিরাপত্তার ও যুদ্ধের দায়িত্ব হইতে অব্যাহতি লাভের বিনিময়ে যে কর দিতে হয়, তাহাকে জিয্য়া বলে।

৫৩১। ইয়াহূদীদের মধ্যে এক সম্প্রদায় এই ‘আকীদা পোষণ করিত, তাহাদিগকে ‘উযায়রী বলা হইত, কেহ কেহ বলেন, বর্তমানেও ইহাদের বংশধর কোন কোন অঞ্চলে বিদ্যমান রহিয়াছে।

৫৩২। رب -এর বহুবচন ارباب। এখানে ইহার অর্থ হুকুমের মালিক। হালাল-হারাম ঘোষণা করিবার অধিকার একমাত্র আল্লাহ্ তা‘আলা বা তাঁহার পক্ষ হইতে তাঁহার রাসূলের। পণ্ডিতগণ ইহার আলোকে ব্যাখ্যা প্রদান করিতে পারেন, নিজেদের খেয়াল-খুশীমতে কোন বস্তুকে হালাল বা হারাম বলিবার অধিকার তাঁহাদের নাই। ইয়াহূদী-খৃস্টান পণ্ডিতগণ স্বীয় স্বার্থে এইরূপ করিতেন এবং সাধারণ লোক বিনা দ্বিধায় তাহা মানিয়া লইত।

৫৩৩। ২০৫ নং টীকা দ্রঃ।

٣٣- هُوَ الَّذِيْٓ اَرْسَلَ رَسُوْلَهٗ بِالْهُدٰى وَدِيْنِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهٗ عَلَى الدِّيْنِ كُلِّهٖ ۙ وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُوْنَ ○

النصف

৩৩। মুশরিকরা অপ্রীতিকর মনে করিলেও অপর সমস্ত দীনের উপর জয়যুক্ত করিবার জন্য তিনিই পথনির্দেশ ও সত্য দীনসহ তাঁহার রাসূল প্রেরণ করিয়াছেন।

٣٤- يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْٓا اِنَّ كَثِيْرًا مِّنَ الْاَحْبَارِ وَالرُّهْبَانِ لَيَاْكُلُوْنَ اَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ وَيَصُدُّوْنَ عَنْ سَبِيْلِ اللّٰهِ ؕ وَالَّذِيْنَ يَكْنِزُوْنَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يُنْفِقُوْنَهَا فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ ۙ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ اَلِيْمٍ ○

৩৪। হে মু'মিনগণ! পণ্ডিত এবং সংসার-বিরাগীদের মধ্যে অনেকেই লোকের ধন অন্যায়ভাবে ভোগ করিয়া থাকে এবং লোককে আল্লাহ্‌র পথ হইতে নিবৃত্ত করে। আর যাহারা স্বর্ণ ও রৌপ্য পুঞ্জীভূত করে এবং উহা আল্লাহ্‌র পথে ব্যয় করে না উহাদিগকে মর্মন্তুদ শাস্তির সংবাদ দাও।

٣٥- يَّوْمَ يُحْمٰى عَلَيْهَا فِيْ نَارِ جَهَنَّمَ فَتُكْوٰى بِهَا جِبَاهُهُمْ وَجُنُوْبُهُمْ وَظُهُوْرُهُمْ ؕ هٰذَا مَا كَنَزْتُمْ لِاَنْفُسِكُمْ فَذُوْقُوْا مَا كُنْتُمْ تَكْنِزُوْنَ ○

৩৫। যেদিন জাহান্নামের অগ্নিতে উহা উত্তপ্ত করা হইবে এবং উহা দ্বারা তাহাদের ললাট, পার্শ্বদেশ ও পৃষ্ঠদেশে দাগ দেওয়া হইবে সেদিন বলা হইবে,[৫৩৪] 'ইহাই উহা যাহা তোমরা নিজেদের জন্য পুঞ্জীভূত করিতে। সুতরাং তোমরা যাহা পুঞ্জীভূত করিয়াছিলে তাহা আস্বাদন কর।'

٣٦- اِنَّ عِدَّةَ الشُّهُوْرِ عِنْدَ اللّٰهِ اثْنَا عَشَرَ شَهْرًا فِيْ كِتٰبِ اللّٰهِ يَوْمَ خَلَقَ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ مِنْهَآ اَرْبَعَةٌ حُرُمٌ ؕ ذٰلِكَ الدِّيْنُ الْقَيِّمُ ۙ فَلَا تَظْلِمُوْا فِيْهِنَّ اَنْفُسَكُمْ وَقَاتِلُوا الْمُشْرِكِيْنَ كَآفَّةً كَمَا يُقَاتِلُوْنَكُمْ كَآفَّةً ؕ وَاعْلَمُوْٓا اَنَّ اللّٰهَ مَعَ الْمُتَّقِيْنَ ○

৩৬। নিশ্চয়ই আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীর সৃষ্টির দিন হইতেই আল্লাহ্‌র বিধানে আল্লাহ্‌র নিকট মাস গণনায় মাস বারটি, তন্মধ্যে চারটি নিষিদ্ধ[৫৩৫] মাস, ইহাই সুপ্রতিষ্ঠিত বিধান। সুতরাং ইহার মধ্যে তোমরা নিজেদের প্রতি যুলুম করিও না এবং তোমরা মুশরিকদের সহিত সর্বাত্মকভাবে যুদ্ধ করিবে, যেমন তাহারা তোমাদের বিরুদ্ধে সর্বাত্মকভাবে যুদ্ধ করিয়া থাকে। এবং জানিয়া রাখ, আল্লাহ্ তো মুত্তাকীদের সঙ্গে আছেন।

٣٧- اِنَّمَا النَّسِيْٓءُ زِيَادَةٌ فِي الْكُفْرِ يُضَلُّ بِهِ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا

৩৭। এই যে মাসকে পিছাইয়া দেওয়া[৫৩৬] কেবল কুফরীর বৃদ্ধি করা যাহা দ্বারা

৫৩৪। 'সেদিন বলা হইবে' এই কথাটি আরবীতে উহ্য আছে।
৫৩৫। ১৩৬ নম্বর টীকা দ্রষ্টব্য।
৫৩৬। স্বার্থের খাতিরে যুদ্ধের প্রয়োজন দেখা দিলে মুশরিকগণ হারাম মাসকে হালাল মাস ঘোষণা করিত, যেমন এই বৎসর সফর মাস মুহার্‌রাম মাসের পূর্বে আসিবে ইত্যাদি। দ্রঃ ২ ঃ ২১৭।

يُحِلُّوْنَهٗ عَامًا وَّ يُحَرِّمُوْنَهٗ عَامًا لِّيُوَاطِـُٔوْا عِدَّةَ مَا حَرَّمَ اللّٰهُ فَيُحِلُّوْا مَا حَرَّمَ اللّٰهُ ؕ زُيِّنَ لَهُمْ سُوْٓءُ اَعْمَالِهِمْ ؕ وَ اللّٰهُ لَا يَهْدِى الْقَوْمَ الْكٰفِرِيْنَ ۟ ع

কাফিরগণকে বিভ্রান্ত করা হয়। তাহারা উহাকে কোন বৎসর বৈধ করে এবং কোন বৎসর অবৈধ করে যাহাতে তাহারা, আল্লাহ্ যেইগুলিকে নিষিদ্ধ করিয়াছেন, সেইগুলির গণনা পূর্ণ করিতে পারে, অনন্তর আল্লাহ্ যাহা হারাম করিয়াছেন তাহা হালাল করিতে পারে। তাহাদের মন্দ কাজগুলি তাহাদের জন্য শোভনীয় করা হইয়াছে; আল্লাহ্ কাফির সম্প্রদায়কে সৎপথ প্রদর্শন করেন না।

[৬]

৩৮- يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا مَا لَكُمْ اِذَا قِيْلَ لَكُمُ انْفِرُوْا فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ اثَّاقَلْتُمْ اِلَى الْاَرْضِ ؕ اَرَضِيْتُمْ بِالْحَيٰوةِ الدُّنْيَا مِنَ الْاٰخِرَةِ ۚ فَمَا مَتَاعُ الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا فِى الْاٰخِرَةِ اِلَّا قَلِيْلٌ ۝

৩৮। হে মু'মিনগণ! তোমাদের হইল কী যে, যখন তোমাদিগকে আল্লাহ্‌র পথে অভিযানে বাহির হইতে বলা হয় তখন তোমরা ভারাক্রান্ত হইয়া ভূতলে ঝুঁকিয়া পড়? তোমরা কি আখিরাতের পরিবর্তে পার্থিব জীবনে পরিতুষ্ট হইয়াছ? আখিরাতের তুলনায় পার্থিব জীবনের ভোগের উপকরণ তো অকিঞ্চিৎকর!

৩৯- اِلَّا تَنْفِرُوْا يُعَذِّبْكُمْ عَذَابًا اَلِيْمًا ۙ وَّ يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ وَلَا تَضُرُّوْهُ شَيْـًٔا ؕ وَ اللّٰهُ عَلٰى كُلِّ شَىْءٍ قَدِيْرٌ ۝

৩৯। যদি তোমরা অভিযানে বাহির না হও, তবে তিনি তোমাদিগকে মর্মন্তুদ শাস্তি দিবেন এবং অপর জাতিকে তোমাদের স্থলাভিষিক্ত করিবেন এবং তোমরা তাঁহার কোনই ক্ষতি করিতে পারিবে না। আল্লাহ্ সর্ববিষয়ে সর্বশক্তিমান।

৪০- اِلَّا تَنْصُرُوْهُ فَقَدْ نَصَرَهُ اللّٰهُ اِذْ اَخْرَجَهُ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا ثَانِىَ اثْنَيْنِ اِذْ هُمَا فِى الْغَارِ اِذْ يَقُوْلُ لِصَاحِبِهٖ لَا تَحْزَنْ اِنَّ اللّٰهَ مَعَنَا ۚ فَاَنْزَلَ اللّٰهُ سَكِيْنَتَهٗ عَلَيْهِ

৪০। যদি তোমরা তাহাকে[৫৩৭] সাহায্য না কর, তবে আল্লাহ্ তো তাহাকে সাহায্য করিয়াছিলেন যখন কাফিরগণ তাহাকে বহিষ্কার করিয়াছিল এবং সে ছিল দুইজনের দ্বিতীয়জন, যখন তাহারা উভয়ে গুহার মধ্যে ছিল; সে তখন তাহার সংগীকে বলিয়াছিল, 'বিষণ্ন হইও না, আল্লাহ্ তো আমাদের সংগে আছেন।' অতঃপর আল্লাহ্ তাঁহার উপর তাঁহার প্রশান্তি বর্ষণ করেন এবং তাহাকে

৫৩৭। এ স্থলে 'তাহাকে' অর্থ রাসূল (সাঃ)-কে।

وَ اَيَّدَهٗ بِجُنُوْدٍ لَّمْ تَرَوْهَا وَجَعَلَ كَلِمَةَ الَّذِيْنَ كَفَرُوا السُّفْلٰى ؕ وَ كَلِمَةُ اللّٰهِ هِىَ الْعُلْيَا ؕ وَ اللّٰهُ عَزِيْزٌ حَكِيْمٌ ○

শক্তিশালী করেন এমন এক সৈন্যবাহিনী দ্বারা যাহা তোমরা দেখ নাই, এবং তিনি কাফিরদের কথা হেয় করেন। আল্লাহ্‌র কথাই সর্বোপরি এবং আল্লাহ্ পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়।

٤١- اِنْفِرُوْا خِفَافًا وَّ ثِقَالًا وَّ جَاهِدُوْا بِاَمْوَالِكُمْ وَ اَنْفُسِكُمْ فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ ؕ ذٰلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ اِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُوْنَ ○

৪১। অভিযানে বাহির হইয়া পড়, হালকা অবস্থায় হউক অথবা ভারি অবস্থায়,[৫৩৮] এবং সংগ্রাম কর আল্লাহ্‌র পথে তোমাদের সম্পদ ও জীবন দ্বারা। উহাই তোমাদের জন্য শ্রেয়, যদি তোমরা জানিতে!

٤٢- لَوْ كَانَ عَرَضًا قَرِيْبًا وَّ سَفَرًا قَاصِدًا لَّاتَّبَعُوْكَ وَ لٰكِنْۢ بَعُدَتْ عَلَيْهِمُ الشُّقَّةُ ؕ وَسَيَحْلِفُوْنَ بِاللّٰهِ لَوِ اسْتَطَعْنَا لَخَرَجْنَا مَعَكُمْ ۚ يُهْلِكُوْنَ اَنْفُسَهُمْ ۚ وَ اللّٰهُ يَعْلَمُ اِنَّهُمْ لَكٰذِبُوْنَ ○

৪২। আশু সম্পদ লাভের সম্ভাবনা থাকিলে ও সফর সহজ হইলে উহারা নিশ্চয়ই তোমার অনুসরণ করিত, কিন্তু উহাদের নিকট যাত্রাপথ সুদীর্ঘ মনে হইল। উহারা অচিরেই আল্লাহ্‌র নামে শপথ করিয়া বলিবে, 'পারিলে আমরা নিশ্চয়ই তোমাদের সংগে বাহির হইতাম।' উহারা নিজদিগকেই ধ্বংস করে। আল্লাহ্ জানেন উহারা অবশ্যই মিথ্যাচারী।

[৭]

٤٣- عَفَا اللّٰهُ عَنْكَ ۚ لِمَ اَذِنْتَ لَهُمْ حَتّٰى يَتَبَيَّنَ لَكَ الَّذِيْنَ صَدَقُوْا وَ تَعْلَمَ الْكٰذِبِيْنَ ○

৪৩। আল্লাহ্ তোমাকে ক্ষমা করিয়াছেন। কাহারা সত্যবাদী তাহা তোমার নিকট স্পষ্ট না হওয়া পর্যন্ত এবং কাহারা মিথ্যাবাদী তাহা না জানা পর্যন্ত তুমি কেন উহাদিগকে অব্যাহতি দিলে?[৫৩৯]

٤٤- لَا يَسْتَاْذِنُكَ الَّذِيْنَ يُؤْمِنُوْنَ بِاللّٰهِ وَ الْيَوْمِ الْاٰخِرِ اَنْ يُّجَاهِدُوْا بِاَمْوَالِهِمْ وَ اَنْفُسِهِمْ ؕ وَ اللّٰهُ عَلِيْمٌۢ بِالْمُتَّقِيْنَ ○

৪৪। যাহারা আল্লাহে ও শেষ দিবসে ঈমান আনে তাহারা নিজ সম্পদ ও জীবন দ্বারা জিহাদে অব্যাহতি পাইবার প্রার্থনা তোমার নিকট করে না। আল্লাহ্ মুত্তাকীদের সম্বন্ধে সবিশেষ অবহিত।

৫৩৮। خفافا অর্থ হালকা আর ثقالا অর্থ ভারি। এই স্থলে ইহা দ্বারা লঘু রণসম্ভার ও গুরু রণসম্ভার বুঝাইতেছে।
৫৩৯। মুনাফিকরা তাবূক জিহাদে (৯ম হিজরী) অংশগ্রহণ হইতে অব্যাহতিলাভের জন্য মহানবী (সাঃ)-র নিকট ওযর পেশ করে। মহানবী (সাঃ) তাহাদের ওযর কবূল করিয়া তাহাদিগকে অব্যাহতি দেন।

৪৫। তোমার নিকট অব্যাহতি প্রার্থনা করে কেবল উহারাই যাহারা আল্লাহ্ ও শেষ দিবসে ঈমান আনে না এবং যাহাদের চিত্ত সংশয়যুক্ত। উহারা তো আপন সংশয়ে দ্বিধাগ্রস্ত।

٤٥- إِنَّمَا يَسْتَأْذِنُكَ الَّذِيْنَ لَا يُؤْمِنُوْنَ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ وَارْتَابَتْ قُلُوْبُهُمْ فَهُمْ فِيْ رَيْبِهِمْ يَتَرَدَّدُوْنَ ○

৪৬। উহারা বাহির হইতে চাহিলে উহারা নিশ্চয়ই ইহার জন্য প্রস্তুতির ব্যবস্থা করিত, কিন্তু উহাদের অভিযাত্রা আল্লাহ্র মনঃপূত ছিল না।[৫৪০] সুতরাং তিনি উহাদিগকে বিরত রাখেন এবং উহাদিগকে বলা হয়, 'যাহারা বসিয়া আছে তাহাদের সহিত বসিয়া থাক।'

٤٦- وَلَوْ اَرَادُوا الْخُرُوْجَ لَاَعَدُّوْا لَهٗ عُدَّةً وَّلٰكِنْ كَرِهَ اللّٰهُ انْۢبِعَاثَهُمْ فَثَبَّطَهُمْ وَقِيْلَ اقْعُدُوْا مَعَ الْقٰعِدِيْنَ ○

৪৭। উহারা তোমাদের সহিত বাহির হইলে তোমাদের বিভ্রান্তিই বৃদ্ধি করিত এবং তোমাদের মধ্যে ফিত্না[৫৪১] সৃষ্টির উদ্দেশ্যে তোমাদের মধ্যে ছুটাছুটি করিত। তোমাদের মধ্যে উহাদের জন্য কথা শুনিবার লোক আছে। আল্লাহ্ যালিমদের সম্বন্ধে সবিশেষ অবহিত।

٤٧- لَوْ خَرَجُوْا فِيْكُمْ مَّا زَادُوْكُمْ اِلَّا خَبَالًا وَّلَاۡاَوْضَعُوْا خِلٰلَكُمْ يَبْغُوْنَكُمُ الْفِتْنَةَ ۚ وَفِيْكُمْ سَمّٰعُوْنَ لَهُمْ ۗ وَاللّٰهُ عَلِيْمٌۢ بِالظّٰلِمِيْنَ ○

৪৮। পূর্বেও উহারা ফিত্না সৃষ্টি করিতে চাহিয়াছিল এবং উহারা তোমার বহু কর্মে উলট-পালট করিয়াছিল যতক্ষণ না উহাদের ইচ্ছার বিরুদ্ধে সত্য আসিল[৫৪২] এবং আল্লাহ্র আদেশ বিজয়ী হইল।

٤٨- لَقَدِ ابْتَغَوُا الْفِتْنَةَ مِنْ قَبْلُ وَقَلَّبُوْا لَكَ الْاُمُوْرَ حَتّٰى جَآءَ الْحَقُّ وَظَهَرَ اَمْرُ اللّٰهِ وَهُمْ كٰرِهُوْنَ ○

৪৯। এবং উহাদের মধ্যে এমন লোক আছে যে বলে, 'আমাকে অব্যাহতি দাও এবং আমাকে ফিত্নায় ফেলিও না।' সাবধান! উহারাই ফিত্নাতে পড়িয়া আছে। জাহান্নাম তো কাফিরদিগকে বেষ্টন করিয়াই আছে।

٤٩- وَمِنْهُمْ مَّنْ يَّقُوْلُ ائْذَنْ لِّيْ وَلَا تَفْتِنِّيْ ۗ اَلَا فِي الْفِتْنَةِ سَقَطُوْا ۗ وَاِنَّ جَهَنَّمَ لَمُحِيْطَةٌۢ بِالْكٰفِرِيْنَ ○

৫৪০। তাহারা প্রকাশ না করিলেও মনে মনে যুদ্ধে না যাওয়ার ইচ্ছাই পোষণ করিতেছিল। আল্লাহ্ তাহাদের মনের কথাটি প্রকাশ করিয়া দিয়াছেন।

৫৪১। ১৩৫ নম্বর টীকা দ্রষ্টব্য।

৫৪২। অর্থাৎ বদরের বিজয়। প্রথমদিকে মদীনার মুনাফিক ও ইয়াহূদীরা ইসলাম ও মুসলিমদের বিরুদ্ধে গভীর ষড়যন্ত্রে লিপ্ত থাকিত। কিন্তু বদরের পর তাহাদের শক্তি দুর্বল হইয়া পড়ে।

٥٠- اِنْ تُصِبْكَ حَسَنَةٌ تَسُؤْهُمْ ۚ وَاِنْ تُصِبْكَ مُصِيْبَةٌ يَّقُوْلُوْا قَدْ اَخَذْنَاۤ اَمْرَنَا مِنْ قَبْلُ وَيَتَوَلَّوْا وَّهُمْ فَرِحُوْنَ ○

৫০। **তোমার মংগল হইলে** তাহা উহাদিগকে **পীড়া দেয় এবং তোমার বিপদ ঘটিলে উহারা বলে, 'আমরা তো** পূর্বাহ্নেই **আমাদের ব্যাপারে সতর্কতা অবলম্বন করিয়াছিলাম'** এবং উহারা উৎফুল্ল চিত্তে **সরিয়া পড়ে।**

٥١- قُلْ لَّنْ يُّصِيْبَنَاۤ اِلَّا مَا كَتَبَ اللّٰهُ لَنَا ۚ هُوَ مَوْلٰىنَا ۚ وَعَلَى اللّٰهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُوْنَ ○

৫১। **বল,** 'আমাদের জন্য আল্লাহ্ যাহা নির্দিষ্ট করিয়াছেন তাহা ব্যতীত আমাদের অন্য কিছু হইবে না; তিনি আমাদের কর্মবিধায়ক এবং আল্লাহ্র উপরই মু'মিনদের নির্ভর করা উচিত।'

٥٢- قُلْ هَلْ تَرَبَّصُوْنَ بِنَاۤ اِلَّاۤ اِحْدَى الْحُسْنَيَيْنِ ۗ وَنَحْنُ نَتَرَبَّصُ بِكُمْ اَنْ يُّصِيْبَكُمُ اللّٰهُ بِعَذَابٍ مِّنْ عِنْدِهٖۤ اَوْ بِاَيْدِيْنَا ۖ فَتَرَبَّصُوْۤا اِنَّا مَعَكُمْ مُّتَرَبِّصُوْنَ ○

৫২। বল, 'তোমরা আমাদের দুইটি মংগলের[৫৪৩] একটির প্রতীক্ষা করিতেছ এবং আমরা প্রতীক্ষা করিতেছি যে, আল্লাহ্ তোমাদিগকে শাস্তি দিবেন সরাসরি নিজ পক্ষ হইতে অথবা আমাদের হস্ত দ্বারা। অতএব তোমরা প্রতীক্ষা কর, আমরাও তোমাদের সহিত প্রতীক্ষা করিতেছি।'

٥٣- قُلْ اَنْفِقُوْا طَوْعًا اَوْ كَرْهًا لَّنْ يُّتَقَبَّلَ مِنْكُمْ ۗ اِنَّكُمْ كُنْتُمْ قَوْمًا فٰسِقِيْنَ ○

৫৩। বল, 'তোমরা ইচ্ছাকৃত ব্যয় কর অথবা অনিচ্ছাকৃত, তোমাদের নিকট হইতে তাহা কিছুতেই গৃহীত হইবে না; তোমরা তো সত্যত্যাগী সম্প্রদায়।'

٥٤- وَمَا مَنَعَهُمْ اَنْ تُقْبَلَ مِنْهُمْ نَفَقٰتُهُمْ اِلَّاۤ اَنَّهُمْ كَفَرُوْا بِاللّٰهِ وَبِرَسُوْلِهٖ وَلَا يَاْتُوْنَ الصَّلٰوةَ اِلَّا وَهُمْ كُسَالٰى وَلَا يُنْفِقُوْنَ اِلَّا وَهُمْ كٰرِهُوْنَ ○

৫৪। উহাদের[৫৪৪] অর্থসাহায্য গ্রহণ করা নিষেধ করা হইয়াছে এইজন্য যে, উহারা আল্লাহ্ ও তাঁহার রাসূলকে অস্বীকার করে, সালাতে শৈথিল্যের সহিত উপস্থিত হয় এবং অনিচ্ছাকৃতভাবে অর্থ সাহায্য করে।

٥٥- فَلَا تُعْجِبْكَ اَمْوَالُهُمْ وَلَاۤ اَوْلَادُهُمْ ۗ

৫৫। সুতরাং উহাদের সম্পদ ও সন্তান-সন্ততি তোমাকে যেন বিমুগ্ধ না করে, আল্লাহ্

৫৪৩। দুইটি মংগলের একটি শাহাদাত, অপরটি বিজয়।

৫৪৪। মুনাফিকদের কেহ কেহ বলিয়াছিল, 'আমরা নিজেরা জিহাদে অংশগ্রহণ করিতে পারিব না, তবে অর্থ সাহায্য করিতেছি।'

إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُم بِهَا فِي الْحَيَوٰةِ الدُّنْيَا وَتَزْهَقَ أَنفُسُهُمْ وَهُمْ كَٰفِرُونَ ○

তো উহার দ্বারাই উহাদিগকে পার্থিব জীবনে শাস্তি দিতে চাহেন। উহারা কাফির থাকা অবস্থায় উহাদের আত্মা দেহত্যাগ করিবে।

٥٦- وَيَحْلِفُونَ بِاللَّهِ إِنَّهُمْ لَمِنكُمْ ؕ وَمَا هُم مِّنكُمْ وَلَٰكِنَّهُمْ قَوْمٌ يَفْرَقُونَ ○

৫৬। উহারা আল্লাহ্‌র নামে শপথ করে যে, উহারা তোমাদেরই অন্তর্ভুক্ত, কিন্তু উহারা তোমাদের অন্তর্ভুক্ত নহে, বস্তুত উহারা এমন এক সম্প্রদায় যাহারা ভয় করিয়া থাকে।

٥٧- لَوْ يَجِدُونَ مَلْجَأً أَوْ مَغَٰرَٰتٍ أَوْ مُدَّخَلًا لَّوَلَّوْا إِلَيْهِ وَهُمْ يَجْمَحُونَ ○

৫৭। উহারা কোন আশ্রয়স্থল, কোন গিরিগুহা অথবা কোন প্রবেশস্থল পাইলে উহার দিকে পলায়ন করিবে ক্ষিপ্রগতিতে।

٥٨- وَمِنْهُم مَّن يَلْمِزُكَ فِي الصَّدَقَٰتِ ۚ فَإِنْ أُعْطُوا مِنْهَا رَضُوا وَإِن لَّمْ يُعْطَوْا مِنْهَا إِذَا هُمْ يَسْخَطُونَ ○

৫৮। উহাদের মধ্যে এমন লোক আছে, যে সদকা বণ্টন সম্পর্কে তোমাকে দোষারোপ করে, অতঃপর ইহার কিছু উহাদিগকে দেওয়া হইলে উহারা পরিতুষ্ট হয়, আর ইহার কিছু উহাদিগকে না দেওয়া হইলে তৎক্ষণাৎ উহারা বিক্ষুব্ধ হয়।

٥٩- وَلَوْ أَنَّهُمْ رَضُوا مَا آتَٰهُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُۥ وَقَالُوا حَسْبُنَا اللَّهُ سَيُؤْتِينَا اللَّهُ مِن فَضْلِهِۦ وَرَسُولُهُۥٓ إِنَّآ إِلَى اللَّهِ رَٰغِبُونَ ○

৫৯। ভাল হইত যদি উহারা আল্লাহ্ ও তাঁহার রাসূল উহাদিগকে যাহা দিয়াছেন তাহাতে পরিতুষ্ট হইত এবং বলিত, 'আল্লাহ্‌ই আমাদের জন্য যথেষ্ট, আল্লাহ্ আমাদিগকে দিবেন নিজ করুণায় এবং অচিরেই তাঁহার রাসূলও; আমরা আল্লাহ্‌রই প্রতি অনুরক্ত।'

[৮]

٦٠- إِنَّمَا الصَّدَقَٰتُ لِلْفُقَرَآءِ وَالْمَسَٰكِينِ وَالْعَٰمِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَٰرِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ

৬০। সদকা[৫৪৫] তো কেবল নিঃস্ব, অভাবগ্রস্ত ও তৎসংশ্লিষ্ট কর্মচারীদের জন্য, যাহাদের চিত্ত আকর্ষণ করা হয় তাহাদের জন্য,[৫৪৬] দাসমুক্তির জন্য, ঋণ ভারাক্রান্তদের, আল্লাহ্‌র পথে ও

৫৪৫। এখানে 'সদকা' অর্থ যাকাত।

৫৪৬। যে অমুসলিমের ইসলাম গ্রহণ করার আশা আছে, তাহার মন জয় করার জন্য তাহাকে অথবা যে মুসলিমকে কিছু দিলে তাহার ইসলামের প্রতি বিশ্বাস আরও দৃঢ় হইবার আশা আছে, তাহাকে যাকাত হইতে দেওয়া যায়।

وَ ابْنِ السَّبِيْلِ ۚ فَرِيْضَةً مِّنَ اللّٰهِ ۚ وَ اللّٰهُ عَلِيْمٌ حَكِيْمٌ ○

মুসাফিরদের[৫৪৭] জন্য। ইহা আল্লাহ্‌র বিধান। আল্লাহ্ সর্বজ্ঞ, প্রজ্ঞাময়।

٦١- وَ مِنْهُمُ الَّذِيْنَ يُؤْذُوْنَ النَّبِيَّ وَ يَقُوْلُوْنَ هُوَ اُذُنٌ ۚ قُلْ اُذُنُ خَيْرٍ لَّكُمْ يُؤْمِنُ بِاللّٰهِ وَ يُؤْمِنُ لِلْمُؤْمِنِيْنَ وَ رَحْمَةٌ لِّلَّذِيْنَ اٰمَنُوْا مِنْكُمْ ۚ وَ الَّذِيْنَ يُؤْذُوْنَ رَسُوْلَ اللّٰهِ لَهُمْ عَذَابٌ اَلِيْمٌ ○

৬১। এবং উহাদের মধ্যে এমনও লোক আছে যাহারা নবীকে ক্লেশ দেয় এবং বলে, 'সে তো কর্ণপাতকারী।'[৫৪৮] বল, 'তাহার কান তোমাদের জন্য যাহা মংগল তাহাই শুনে।' সে আল্লাহে ঈমান আনে এবং মু'মিনদিগকে বিশ্বাস করে; তোমাদের মধ্যে যাহারা মু'মিন সে তাহাদের জন্য রহমত এবং যাহারা আল্লাহ্‌র রাসূলকে ক্লেশ দেয় তাহাদের জন্য আছে মর্মন্তুদ শাস্তি।

٦٢- يَحْلِفُوْنَ بِاللّٰهِ لَكُمْ لِيُرْضُوْكُمْ ۚ وَ اللّٰهُ وَ رَسُوْلُهٗۤ اَحَقُّ اَنْ يُّرْضُوْهُ اِنْ كَانُوْا مُؤْمِنِيْنَ ○

৬২। উহারা তোমাদিগকে সন্তুষ্ট করিবার জন্য তোমাদের নিকট আল্লাহ্‌র শপথ করে। আল্লাহ্ ও তাঁহার রাসূল ইহারই অধিক হকদার যে, উহারা তাহাদিগকেই সন্তুষ্ট করে যদি উহারা মু'মিন হয়।

٦٣- اَلَمْ يَعْلَمُوْۤا اَنَّهٗ مَنْ يُّحَادِدِ اللّٰهَ وَ رَسُوْلَهٗ فَاَنَّ لَهٗ نَارَ جَهَنَّمَ خَالِدًا فِيْهَا ۚ ذٰلِكَ الْخِزْيُ الْعَظِيْمُ ○

৬৩। উহারা কি জানে না যে, যে ব্যক্তি আল্লাহ্ ও তাঁহার রাসূলের বিরোধিতা করে তাহার জন্য তো আছে জাহান্নামের অগ্নি, যেথায় সে স্থায়ী হইবে? উহাই চরম লাঞ্ছনা।

٦٤- يَحْذَرُ الْمُنٰفِقُوْنَ اَنْ تُنَزَّلَ عَلَيْهِمْ سُوْرَةٌ تُنَبِّئُهُمْ بِمَا فِيْ قُلُوْبِهِمْ ۚ قُلِ اسْتَهْزِءُوْا ۚ اِنَّ اللّٰهَ مُخْرِجٌ مَّا تَحْذَرُوْنَ ○

৬৪। মুনাফিকেরা ভয় করে, তাহাদের সম্পর্কে এমন এক সূরা না অবতীর্ণ হয়, যাহা উহাদের অন্তরের কথা ব্যক্ত করিয়া দিবে! বল, 'বিদ্রূপ করিতে থাক; তোমরা যাহা ভয় কর আল্লাহ্ তাহা প্রকাশ করিয়া দিবেন।'

٦٥- وَ لَئِنْ سَاَلْتَهُمْ لَيَقُوْلُنَّ اِنَّمَا كُنَّا نَخُوْضُ وَ نَلْعَبُ ۚ

৬৫। এবং তুমি উহাদিগকে প্রশ্ন করিলে উহারা নিশ্চয়ই বলিবে, 'আমরা তো আলাপ-আলোচনা ও ক্রীড়া-কৌতুক

৫৪৭। সফরে থাকাকালীন কোন অবস্থায় অভাবগ্রস্ত হইলে।

৫৪৮। اُذُن-এর অর্থ কান, এ স্থলে যাহা তাহাকে বলা হয় উহাই শুনে।

Contents

قُلْ اَبِاللّٰهِ وَ اٰيٰتِهٖ وَ رَسُوْلِهٖ كُنْتُمْ تَسْتَهْزِءُوْنَ ○

করিতেছিলাম।' বল, 'তোমরা কি আল্লাহ্, তাঁহার নিদর্শন ও তাঁহার রাসূলকে বিদ্রূপ করিতেছিলে?

٦٦- لَا تَعْتَذِرُوْا قَدْ كَفَرْتُمْ بَعْدَ اِيْمَانِكُمْ ؕ اِنْ نَّعْفُ عَنْ طَآئِفَةٍ مِّنْكُمْ نُعَذِّبْ طَآئِفَةًۢ بِاَنَّهُمْ كَانُوْا مُجْرِمِيْنَ ○ ع

৬৬। 'তোমরা দোষ স্খালনের চেষ্টা করিও না। তোমরা তো ঈমান আনার পর কুফরী করিয়াছ। তোমাদের মধ্যে কোন দলকে ক্ষমা করিলেও অন্য দলকে শাস্তি দিব—কারণ তাহারা অপরাধী।'

[৯]

٦٧- اَلْمُنٰفِقُوْنَ وَ الْمُنٰفِقٰتُ بَعْضُهُمْ مِّنْۢ بَعْضٍ م يَاْمُرُوْنَ بِالْمُنْكَرِ وَ يَنْهَوْنَ عَنِ الْمَعْرُوْفِ وَ يَقْبِضُوْنَ اَيْدِيَهُمْ ؕ نَسُوا اللّٰهَ فَنَسِيَهُمْ ؕ اِنَّ الْمُنٰفِقِيْنَ هُمُ الْفٰسِقُوْنَ ○

৬৭। মুনাফিক নর ও মুনাফিক নারী একে অপরের অনুরূপ, উহারা অসৎকর্মের নির্দেশ দেয় এবং সৎকর্ম নিষেধ করে, উহারা হাতবদ্ধ করিয়া রাখে[৫৪৯], উহারা আল্লাহ্কে বিস্মৃত হইয়াছে, ফলে তিনিও উহাদিগকে বিস্মৃত হইয়াছেন; মুনাফিকেরা তো পাপাচারী।

٦٨- وَعَدَ اللّٰهُ الْمُنٰفِقِيْنَ وَ الْمُنٰفِقٰتِ وَ الْكُفَّارَ نَارَ جَهَنَّمَ خٰلِدِيْنَ فِيْهَا ؕ هِيَ حَسْبُهُمْ ج وَ لَعَنَهُمُ اللّٰهُ ج وَ لَهُمْ عَذَابٌ مُّقِيْمٌ ○

৬৮। মুনাফিক নর, মুনাফিক নারী ও কাফিরদিগকে আল্লাহ্ প্রতিশ্রুতি দিয়াছেন জাহান্নামের অগ্নির, যেথায় উহারা স্থায়ী হইবে, ইহাই উহাদের জন্য যথেষ্ট এবং আল্লাহ্ উহাদিগকে লা'নত করিয়াছেন এবং উহাদের জন্য রহিয়াছে স্থায়ী শাস্তি;

٦٩- كَالَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِكُمْ كَانُوْٓا اَشَدَّ مِنْكُمْ قُوَّةً وَّ اَكْثَرَ اَمْوَالًا وَّ اَوْلَادًا ؕ فَاسْتَمْتَعُوْا بِخَلَاقِهِمْ فَاسْتَمْتَعْتُمْ بِخَلَاقِكُمْ كَمَا اسْتَمْتَعَ الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِكُمْ

৬৯। তোমরাও[৫৫০] তোমাদের পূর্ববর্তীদের মত যাহারা শক্তিতে তোমাদের অপেক্ষা প্রবল ছিল এবং যাহাদের ধন-সম্পদ ও সন্তান-সন্ততি ছিল তোমাদের অপেক্ষা অধিক, এবং উহারা উহাদের ভাগ্যে যাহা ছিল তাহা ভোগ করিয়াছে; তোমাদের ভাগ্যে যাহা ছিল তোমরাও তাহা ভোগ

৫৪৯। অর্থাৎ ব্যয়কুণ্ঠ।
৫৫০। অর্থাৎ মুনাফিকরা।

Contents

بِخَلَاقِهِمْ وَ خُضْتُمْ كَالَّذِيْ خَاضُوْا ۭ اُولٰٓئِكَ حَبِطَتْ اَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَ الْاٰخِرَةِ ۚ وَ اُولٰٓئِكَ هُمُ الْخٰسِرُوْنَ ○

করিলে, যেমন তোমাদের পূর্ববর্তিগণ উহাদের ভাগ্যে যাহা ছিল তাহা ভোগ করিয়াছে। উহারা যেইরূপ অনর্থক আলাপ-আলোচনায় লিপ্ত ছিল তোমরাও সেইরূপ আলাপ-আলোচনায় লিপ্ত রহিয়াছ। উহারাই তাহারা যাহাদের কর্ম দুনিয়ায় ও আখিরাতে ব্যর্থ এবং উহারাই ক্ষতিগ্রস্ত।

٧٠- اَلَمْ يَاْتِهِمْ نَبَاُ الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِهِمْ قَوْمِ نُوْحٍ وَّ عَادٍ وَّ ثَمُوْدَ ۙ وَ قَوْمِ اِبْرٰهِيْمَ وَ اَصْحٰبِ مَدْيَنَ وَ الْمُؤْتَفِكٰتِ ۭ اَتَتْهُمْ رُسُلُهُمْ بِالْبَيِّنٰتِ ۚ فَمَا كَانَ اللّٰهُ لِيَظْلِمَهُمْ وَلٰكِنْ كَانُوْٓا اَنْفُسَهُمْ يَظْلِمُوْنَ ○

৭০। উহাদের পূর্ববর্তী নূহ, 'আদ ও ছামূদের সম্প্রদায়, ইব্‌রাহীমের সম্প্রদায় এবং মাদ্‌য়ান ও বিধ্বস্ত নগরের[৫৫১] অধিবাসিগণের সংবাদ কি উহাদের নিকট আসে নাই? উহাদের নিকট স্পষ্ট নিদর্শনসহ উহাদের রাসূলগণ আসিয়াছিল। আল্লাহ্ এমন নহেন যে, তাহাদের উপর যুলুম করেন, কিন্তু উহারা নিজেরাই নিজেদের প্রতি যুলুম করে।

٧١- وَ الْمُؤْمِنُوْنَ وَالْمُؤْمِنٰتُ بَعْضُهُمْ اَوْلِيَآءُ بَعْضٍ ۘ يَاْمُرُوْنَ بِالْمَعْرُوْفِ وَ يَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَ يُقِيْمُوْنَ الصَّلٰوةَ وَيُؤْتُوْنَ الزَّكٰوةَ وَ يُطِيْعُوْنَ اللّٰهَ وَ رَسُوْلَهٗ ۭ اُولٰٓئِكَ سَيَرْحَمُهُمُ اللّٰهُ ۭ اِنَّ اللّٰهَ عَزِيْزٌ حَكِيْمٌ ○

৭১। মু'মিন নর ও মু'মিন নারী একে অপরের বন্ধু, ইহারা সৎকার্যের নির্দেশ দেয় এবং অসৎকার্য নিষেধ করে, সালাত কায়েম করে, যাকাত দেয় এবং আল্লাহ্ ও তাঁহার রাসূলের আনুগত্য করে; ইহাদিগকেই আল্লাহ্ কৃপা করিবেন। নিশ্চয়ই আল্লাহ্ পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়।

٧٢-وَعَدَ اللّٰهُ الْمُؤْمِنِيْنَ وَالْمُؤْمِنٰتِ جَنّٰتٍ تَجْرِيْ مِنْ تَحْتِهَا الْاَنْهٰرُ خٰلِدِيْنَ فِيْهَا وَ مَسٰكِنَ طَيِّبَةً فِيْ جَنّٰتِ عَدْنٍ ۭ وَ رِضْوَانٌ مِّنَ اللّٰهِ اَكْبَرُ ۭ ذٰلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيْمُ ○

৭২। আল্লাহ্ মু'মিন নর ও মু'মিন নারীকে প্রতিশ্রুতি দিয়াছেন জান্নাতের— যাহার নিম্নদেশে নদী প্রবাহিত যেথায় তাহারা স্থায়ী হইবে এবং স্থায়ী জান্নাতে উত্তম বাসস্থানের। আল্লাহ্র সন্তুষ্টিই সর্বশ্রেষ্ঠ এবং উহাই মহাসাফল্য।

৫৫১। লূত (আঃ)-এর এলাকা সাদূম, দ্রঃ ১১ ঃ ৮২, ২৫ ঃ ৭৪।

[১০]

٧٣- يٰٓاَيُّهَا النَّبِيُّ جَاهِدِ الْكُفَّارَ وَ الْمُنٰفِقِيْنَ وَاغْلُظْ عَلَيْهِمْ ؕ وَمَاْوٰىهُمْ جَهَنَّمُ ؕ وَبِئْسَ الْمَصِيْرُ ○

৭৩। হে নবী! কাফির ও মুনাফিকদের বিরুদ্ধে জিহাদ কর ও উহাদের প্রতি কঠোর হও; উহাদের আবাসস্থল জাহান্নাম, উহা কত নিকৃষ্ট প্রত্যাবর্তনস্থল!

٧٤- يَحْلِفُوْنَ بِاللّٰهِ مَا قَالُوْا ؕ وَلَقَدْ قَالُوْا كَلِمَةَ الْكُفْرِ وَكَفَرُوْا بَعْدَ اِسْلَامِهِمْ وَهَمُّوْا بِمَا لَمْ يَنَالُوْا ۚ وَمَا نَقَمُوْٓا اِلَّآ اَنْ اَغْنٰىهُمُ اللّٰهُ وَرَسُوْلُهٗ مِنْ فَضْلِهٖ ۚ فَاِنْ يَّتُوْبُوْا يَكُ خَيْرًا لَّهُمْ ۚ وَاِنْ يَّتَوَلَّوْا يُعَذِّبْهُمُ اللّٰهُ عَذَابًا اَلِيْمًا ۙ فِي الدُّنْيَا وَالْاٰخِرَةِ ۚ وَمَا لَهُمْ فِي الْاَرْضِ مِنْ وَّلِيٍّ وَّلَا نَصِيْرٍ ○

৭৪। উহারা আল্লাহ্‌র শপথ করে যে, উহারা কিছু বলে নাই; কিন্তু উহারা তো কুফরীর কথা বলিয়াছে এবং ইসলাম গ্রহণের পর উহারা কাফির হইয়াছে; উহারা যাহা সংকল্প করিয়াছিল তাহা পায় নাই।[৫৫২] আল্লাহ্ ও তাঁহার রাসূল নিজ কৃপায় উহাদিগকে অভাবমুক্ত করিয়াছিলেন বলিয়াই উহারা বিরোধিতা করিয়াছিল।[৫৫৩] উহারা তওবা করিলে উহাদের জন্য ভাল হইবে, কিন্তু উহারা মুখ ফিরাইয়া লইলে আল্লাহ্ দুনিয়ায় ও আখিরাতে উহাদিগকে মর্মন্তুদ শাস্তি দিবেন; পৃথিবীতে উহাদের কোন অভিভাবক নাই এবং কোন সাহায্যকারী নাই।

٧٥- وَمِنْهُمْ مَّنْ عٰهَدَ اللّٰهَ لَئِنْ اٰتٰىنَا مِنْ فَضْلِهٖ لَنَصَّدَّقَنَّ وَلَنَكُوْنَنَّ مِنَ الصّٰلِحِيْنَ ○

৭৫। উহাদের মধ্যে কেহ কেহ আল্লাহ্‌র নিকট অংগীকার করিয়াছিল, 'আল্লাহ্ নিজ কৃপায় আমাদিগকে দান করিলে আমরা নিশ্চয়ই সদকা দিব এবং অবশ্যই সৎকর্মশীলদের অন্তর্ভুক্ত হইব।'

٧٦- فَلَمَّآ اٰتٰىهُمْ مِّنْ فَضْلِهٖ بَخِلُوْا بِهٖ وَتَوَلَّوْا وَّهُمْ مُّعْرِضُوْنَ ○

৭৬। অতঃপর যখন তিনি নিজ কৃপায় উহাদিগকে দান করিলেন, তখন উহারা এই বিষয়ে কার্পণ্য করিল এবং বিরুদ্ধভাবাপন্ন হইয়া মুখ ফিরাইল।

৫৫২। তাবূক যুদ্ধ হইতে প্রত্যাবর্তনকালে রাসূলুল্লাহ্ (সাঃ) এক রাত্রে ঘটনাক্রমে মুসলিম বাহিনী হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া একটি নির্জন পথ দিয়া যাইতেছিলেন, সংগে ছিলেন দুইজন সাহাবী। মুনাফিকদের কয়েকজন এই সুযোগে রাসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-কে আক্রমণ করিতে উদ্যত হইলে একজন সাহাবী সাহস করিয়া তাহাদিগকে প্রবল বাধা দেন। আল্লাহ্‌র অনুগ্রহে মুনাফিকরা পালাইতে বাধ্য হয়। এখানে সেই ঘটনার প্রতি ইংগিত করা হইয়াছে।

৫৫৩। রাসূলুল্লাহ্ (সাঃ) মদীনায় আসিয়া যেসব ব্যবস্থা গ্রহণ করিয়াছিলেন তাহাতে তথায় শান্তি ও স্থিতি প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল, মুসলিমদের সংগে থাকিবার কারণে মুনাফিকরাও এই সকল সুবিধা লাভ করিয়াছিল, তদুপরি গনীমতের অংশও পাইয়াছিল। এতদসত্ত্বেও কৃতজ্ঞ হওয়ার পরিবর্তে তাহারা বিরোধিতা করিয়া চলিয়াছিল। তাহাদের এবংবিধ অসদাচরণের উল্লেখ করিয়া তাহাদিগকে তাওবা করিতে বলা হইয়াছে।

৭৭। পরিণামে তিনি উহাদের অন্তরে কপটতা স্থিত করিলেন আল্লাহ্‌র[৫৫৪] সহিত উহাদের সাক্ষাৎ-দিবস পর্যন্ত, কারণ উহারা আল্লাহ্‌র নিকট যে অংগীকার করিয়াছিল উহা ভংগ করিয়াছিল এবং কারণ উহারা ছিল মিথ্যাচারী।

٧٧- فَاَعْقَبَهُمْ نِفَاقًا فِىْ قُلُوْبِهِمْ اِلٰى يَوْمِ يَلْقَوْنَهٗ بِمَآ اَخْلَفُوا اللّٰهَ مَا وَعَدُوْهُ وَبِمَا كَانُوْا يَكْذِبُوْنَ ○

৭৮। উহারা কি জানিত না যে, উহাদের অন্তরের গোপন কথা ও উহাদের গোপন পরামর্শ আল্লাহ্ অবশ্যই জানেন এবং যাহা অদৃশ্য তাহাও তিনি বিশেষভাবে জানেন?

٧٨- اَلَمْ يَعْلَمُوْٓا اَنَّ اللّٰهَ يَعْلَمُ سِرَّهُمْ وَنَجْوٰىهُمْ وَاَنَّ اللّٰهَ عَلَّامُ الْغُيُوْبِ ○

৭৯। মু'মিনদের মধ্যে যাহারা স্বতঃস্ফূর্তভাবে সদকা দেয় এবং যাহারা নিজ শ্রম ব্যতিরেকে কিছুই পায় না,[৫৫৫] তাহাদের যাহারা দোষারোপ করে ও বিদ্রূপ করে, আল্লাহ্ উহাদিগকে বিদ্রূপ করেন; উহাদের জন্য আছে মর্মন্তুদ শাস্তি।

٧٩- اَلَّذِيْنَ يَلْمِزُوْنَ الْمُطَّوِّعِيْنَ مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ فِى الصَّدَقٰتِ وَالَّذِيْنَ لَا يَجِدُوْنَ اِلَّا جُهْدَهُمْ فَيَسْخَرُوْنَ مِنْهُمْ ؕ سَخِرَ اللّٰهُ مِنْهُمْ ز وَلَهُمْ عَذَابٌ اَلِيْمٌ ○

৮০। তুমি উহাদের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা কর অথবা উহাদের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা না কর একই কথা;[৫৫৬] তুমি সত্তর বার উহাদের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা কবিলেও আল্লাহ্ উহাদিগকে কখনই ক্ষমা করিবেন না। ইহা এইজন্য যে, উহারা আল্লাহ্ ও তাঁহার রাসূলের সহিত কুফরী করিয়াছে। আল্লাহ্ পাপাচারী সম্প্রদায়কে পথ প্রদর্শন করেন না।

٨٠- اِسْتَغْفِرْ لَهُمْ اَوْ لَا تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ ؕ اِنْ تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ سَبْعِيْنَ مَرَّةً فَلَنْ يَّغْفِرَ اللّٰهُ لَهُمْ ؕ ذٰلِكَ بِاَنَّهُمْ كَفَرُوْا بِاللّٰهِ وَرَسُوْلِهٖ ؕ وَاللّٰهُ لَا يَهْدِى الْقَوْمَ الْفٰسِقِيْنَ ○ ع

[১১]

৮১। যাহারা পশ্চাতে রহিয়া গেল তাহারা আল্লাহ্‌র রাসূলের বিরুদ্ধাচরণ করিয়া বসিয়া থাকাতেই আনন্দ বোধ করিল এবং

٨١- فَرِحَ الْمُخَلَّفُوْنَ بِمَقْعَدِهِمْ خِلٰفَ رَسُوْلِ اللّٰهِ وَكَرِهُوْٓا اَنْ يُّجَاهِدُوْا

৫৫৪। এখানে ٥ সর্বনাম দ্বারা আল্লাহ্‌কে বুঝাইতেছে।

৫৫৫। শ্রমলব্ধ অর্থ ব্যতীত তাঁহাদের আর কিছু নাই বলিয়া তাঁহারা অধিক দান করিতে সমর্থ ছিলেন না। এতদ্‌সত্ত্বেও তাঁহারা উহা হইতে অল্প হইলেও দান করেন।

৫৫৬। মুনাফিক সরদার 'আবদুল্লাহ ইব্‌ন উবায় ইব্‌ন সালূল-এর মৃত্যু হইলে মহানবী (সাঃ) তাহার জানাযার সালাত পড়ান ও তাহার জন্য দু'আ করেন। এই প্রসঙ্গে এই আয়াত ও পরবর্তী ৮৪ নং আয়াত অবতীর্ণ হয়।

Contents

بِاَمْوَالِهِمْ وَاَنْفُسِهِمْ فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ وَقَالُوْا لَا تَنْفِرُوْا فِي الْحَرِّ ۗ قُلْ نَارُ جَهَنَّمَ اَشَدُّ حَرًّا ۗ لَوْ كَانُوْا يَفْقَهُوْنَ ○

তাহাদের ধন-সম্পদ ও জীবন দ্বারা আল্লাহ্‌র পথে জিহাদ করা অপসন্দ করিল এবং তাহারা বলিল, 'গরমের মধ্যে অভিযানে বাহির হইও না।' বল, 'উত্তাপে জাহান্নামের আগুন প্রচণ্ডতম,' যদি তাহারা বুঝিত!

٨٢- فَلْيَضْحَكُوْا قَلِيْلًا وَّلْيَبْكُوْا كَثِيْرًا ۚ جَزَآءًۢ بِمَا كَانُوْا يَكْسِبُوْنَ ○

৮২। অতএব তাহারা কিঞ্চিৎ হাসিয়া লউক, তাহারা প্রচুর কাঁদিবে, তাহাদের কৃতকর্মের ফলস্বরূপ।

٨٣- فَاِنْ رَّجَعَكَ اللّٰهُ اِلٰى طَآئِفَةٍ مِّنْهُمْ فَاسْتَاْذَنُوْكَ لِلْخُرُوْجِ فَقُلْ لَّنْ تَخْرُجُوْا مَعِيَ اَبَدًا وَّلَنْ تُقَاتِلُوْا مَعِيَ عَدُوًّا ۗ اِنَّكُمْ رَضِيْتُمْ بِالْقُعُوْدِ اَوَّلَ مَرَّةٍ فَاقْعُدُوْا مَعَ الْخٰلِفِيْنَ ○

৮৩। আল্লাহ্‌ যদি তোমাকে উহাদের কোন দলের নিকট ফেরত আনেন[৫৫৭] এবং উহারা অভিযানে বাহির হইবার জন্য তোমার অনুমতি প্রার্থনা করে, তখন তুমি বলিবে, 'তোমরা তো আমার সহিত কখনও বাহির হইবে না এবং তোমরা আমার সংগী হইয়া কখনও শত্রুর সহিত যুদ্ধ করিবে না। তোমরা তো প্রথমবার বসিয়া থাকাই পসন্দ করিয়াছিলে; সুতরাং যাহারা পিছনে থাকে তাহাদের সহিত বসিয়াই থাক।'

٨٤- وَلَا تُصَلِّ عَلٰٓى اَحَدٍ مِّنْهُمْ مَّاتَ اَبَدًا وَّلَا تَقُمْ عَلٰى قَبْرِهٖ ۗ اِنَّهُمْ كَفَرُوْا بِاللّٰهِ وَرَسُوْلِهٖ وَمَاتُوْا وَهُمْ فٰسِقُوْنَ ○

৮৪। উহাদের মধ্যে কাহারও মৃত্যু হইলে তুমি কখনও উহার জন্য জানাযার সালাত পড়িবে না এবং উহার কবর-পার্শ্বে দাঁড়াইবে না;[৫৫৮] উহারা তো আল্লাহ্‌ ও তাঁহার রাসূলকে অস্বীকার করিয়াছিল এবং পাপাচারী অবস্থায় উহাদের মৃত্যু হইয়াছে।

٨٥- وَلَا تُعْجِبْكَ اَمْوَالُهُمْ وَاَوْلَادُهُمْ ۗ اِنَّمَا يُرِيْدُ اللّٰهُ اَنْ يُّعَذِّبَهُمْ بِهَا فِي الدُّنْيَا وَتَزْهَقَ اَنْفُسُهُمْ وَهُمْ كٰفِرُوْنَ ○

৮৫। সুতরাং উহাদের সম্পদ ও সন্তান-সন্ততি তোমাকে যেন বিমুগ্ধ না করে; আল্লাহ্‌ তো উহার দ্বারাই উহাদিগকে পার্থিব জীবনে শাস্তি দিতে চাহেন; উহারা কাফির থাকা অবস্থায় উহাদের আত্মা দেহ-ত্যাগ করিবে।

৫৫৭। মদীনায়।
৫৫৮। দ্রঃ টীকা নং ৫৫৬।

٨٦- وَ اِذَآ اُنْزِلَتْ سُوْرَةٌ اَنْ اٰمِنُوْا بِاللّٰهِ وَ جَاهِدُوْا مَعَ رَسُوْلِهِ اسْتَاْذَنَكَ اُولُوا الطَّوْلِ مِنْهُمْ وَقَالُوْا ذَرْنَا نَكُنْ مَّعَ الْقٰعِدِيْنَ ○

৮৬। 'আল্লাহে ঈমান আন এবং রাসূলের সংগী হইয়া জিহাদ কর'—এই মর্মে যখন কোন সূরা অবতীর্ণ হয় তখন উহাদের মধ্যে যাহাদের শক্তিসামর্থ্য আছে তাহারা তোমার নিকট অব্যাহতি চাহে এবং বলে, 'আমাদিগকে রেহাই দাও, যাহারা বসিয়া থাকে আমরা তাহাদের সংগেই থাকিব।'

٨٧- رَضُوْا بِاَنْ يَّكُوْنُوْا مَعَ الْخَوَالِفِ وَطُبِعَ عَلٰى قُلُوْبِهِمْ فَهُمْ لَا يَفْقَهُوْنَ ○

৮৭। উহারা অন্তঃপুরবাসিনীদের সংগে অবস্থান করাই পসন্দ করিয়াছে এবং উহাদের অন্তর মোহর করা হইয়াছে; ফলে উহারা বুঝিতে পারে না।

٨٨- لٰكِنِ الرَّسُوْلُ وَ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا مَعَهٗ جٰهَدُوْا بِاَمْوَالِهِمْ وَاَنْفُسِهِمْ ۚ وَ اُولٰٓئِكَ لَهُمُ الْخَيْرٰتُ ز وَاُولٰٓئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُوْنَ ○

৮৮। কিন্তু রাসূল এবং যাহারা তাহার সংগে ঈমান আনিয়াছিল তাহারা নিজ সম্পদ ও জীবন দ্বারা আল্লাহ্‌র পথে জিহাদ করিয়াছে; উহাদের জন্যই কল্যাণ আছে এবং উহারাই সফলকাম।

٨٩- اَعَدَّ اللّٰهُ لَهُمْ جَنّٰتٍ تَجْرِيْ مِنْ تَحْتِهَا الْاَنْهٰرُ خٰلِدِيْنَ فِيْهَا ۚ ذٰلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيْمُ ○ ع

৮৯। আল্লাহ্ উহাদের জন্য প্রস্তুত করিয়া রাখিয়াছেন জান্নাত, যাহার নিম্নদেশে নদী প্রবাহিত, যেথায় তাহারা স্থায়ী হইবে; ইহাই মহাসাফল্য।

[১২]

٩٠- وَ جَآءَ الْمُعَذِّرُوْنَ مِنَ الْاَعْرَابِ لِيُؤْذَنَ لَهُمْ وَقَعَدَ الَّذِيْنَ كَذَبُوا اللّٰهَ وَ رَسُوْلَهٗ ۚ سَيُصِيْبُ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا مِنْهُمْ عَذَابٌ اَلِيْمٌ ○

৯০। মরুবাসীদের মধ্যে কিছু লোক[৫৫৯] অজুহাত পেশ করিতে আসিল যেন ইহাদিগকে অব্যাহতি দেওয়া হয় এবং যাহারা বসিয়া রহিল তাহারা আল্লাহ্ ও তাঁহার রাসূলের সহিত মিথ্যা বলিয়াছিল, উহাদের মধ্যে যাহারা কুফরী করিয়াছে তাহাদের মর্মন্তুদ শাস্তি হইবেই।

৫৫৯। তাবূক যুদ্ধে যাহারা শরীক হয় নাই তাহাদের মধ্যে মদীনার ও মরু এলাকার কিছু মুনাফিক ছিল। মহানবী (সাঃ) ফিরিয়া আসিলে তাহারা তাঁহার নিকট মিথ্যা ওযর পেশ করিতে আসিল। আর কিছু সংখ্যক ছিল যাহারা যুদ্ধেও গেল না এবং ওযর পেশ করিতেও আসিল না। এই দুই দল সম্বন্ধে এখানে বলা হইয়াছে।

٩١- لَيْسَ عَلَى الضُّعَفَاءِ وَلَا عَلَى الْمَرْضٰى وَلَا عَلَى الَّذِيْنَ لَا يَجِدُوْنَ مَا يُنْفِقُوْنَ حَرَجٌ اِذَا نَصَحُوْا لِلّٰهِ وَرَسُوْلِهٖ ۚ مَا عَلَى الْمُحْسِنِيْنَ مِنْ سَبِيْلٍ ۚ وَاللّٰهُ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ ۙ

৯১। যাহারা দুর্বল, যাহারা পীড়িত এবং যাহারা অর্থ সাহায্যে অসমর্থ, তাহাদের কোন অপরাধ নাই[৫৬০], যদি আল্লাহ্ ও রাসূলের প্রতি তাহাদের অবিমিশ্র অনুরাগ থাকে। যাহারা সৎকর্মপরায়ণ তাহাদের বিরুদ্ধে অভিযোগের কোন হেতু নাই;[৫৬১] আল্লাহ্ ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।

٩٢- وَّلَا عَلَى الَّذِيْنَ اِذَا مَاۤ اَتَوْكَ لِتَحْمِلَهُمْ قُلْتَ لَاۤ اَجِدُ مَاۤ اَحْمِلُكُمْ عَلَيْهِ ۠ تَوَلَّوْا وَّ اَعْيُنُهُمْ تَفِيْضُ مِنَ الدَّمْعِ حَزَنًا اَلَّا يَجِدُوْا مَا يُنْفِقُوْنَ ۗ

৯২। উহাদেরও কোন অপরাধ নাই যাহারা তোমার নিকট বাহনের জন্য আসিলে তুমি বলিয়াছিলে, 'তোমাদের জন্য কোন বাহন আমি পাইতেছি না'; উহারা অর্থব্যয়ে অসামর্থ্যজনিত দুঃখে অশ্রুবিগলিত নেত্রে ফিরিয়া গেল।

٩٣- اِنَّمَا السَّبِيْلُ عَلَى الَّذِيْنَ يَسْتَاْذِنُوْنَكَ وَهُمْ اَغْنِيَاۤءُ ۚ رَضُوْا بِاَنْ يَّكُوْنُوْا مَعَ الْخَوَالِفِ ۙ وَطَبَعَ اللّٰهُ عَلٰى قُلُوْبِهِمْ فَهُمْ لَا يَعْلَمُوْنَ

৯৩। যাহারা অভাবমুক্ত হইয়াও অব্যাহতি প্রার্থনা করিয়াছে, অবশ্যই উহাদের বিরুদ্ধে অভিযোগের হেতু আছে। উহারা অন্তঃপুরবাসিনীদের সহিত থাকাই পসন্দ করিয়াছিল; আল্লাহ্ উহাদের অন্তর মোহর করিয়া দিয়াছেন, ফলে উহারা বুঝিতে পারে না।

৫৬০। এ স্থলে 'অপরাধ নাই' অর্থ 'অভিযানে যোগদানে অসমর্থ হওয়ায় কোন অপরাধ নাই।'
৫৬১। প্রকৃত মুসলিমদের মধ্যেও কেহ কেহ বিশেষ অসুবিধার জন্য তাবূক যুদ্ধে অংশগ্রহণ করিতে পারেন নাই, তাঁহাদের ওযর কবূল হওয়ার আশ্বাস এখানে দেওয়া হইয়াছে।

একাদশ পারা

٩٤- يَعْتَذِرُوْنَ اِلَيْكُمْ اِذَا رَجَعْتُمْ اِلَيْهِمْ ؕ قُلْ لَّا تَعْتَذِرُوْا لَنْ نُّؤْمِنَ لَكُمْ قَدْ نَبَّاَنَا اللّٰهُ مِنْ اَخْبَارِكُمْ ؕ وَسَيَرَى اللّٰهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُوْلُهٗ ثُمَّ تُرَدُّوْنَ اِلٰى عٰلِمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُوْنَ ○

৯৪। **তোমরা উহাদের** নিকট ফিরিয়া আসিলে **উহারা** তোমাদের নিকট অজুহাত পেশ **করিবে**। বলিও, 'অজুহাত পেশ করিও না, আমরা তোমাদিগকে কখনও বিশ্বাস করিব না; আল্লাহ্ আমাদিগকে তোমাদের খবর জানাইয়া দিয়াছেন এবং আল্লাহ্ অবশ্যই তোমাদের কার্যকলাপ লক্ষ্য করিবেন এবং তাঁহার রাসূলও। অতঃপর যিনি অদৃশ্য ও দৃশ্যের পরিজ্ঞাতা তাঁহার নিকট তোমাদিগকে প্রত্যাবর্তিত করা হইবে এবং তিনি, তোমরা যাহা করিতে, তাহা তোমাদিগকে জানাইয়া দিবেন।'

٩٥- سَيَحْلِفُوْنَ بِاللّٰهِ لَكُمْ اِذَا انْقَلَبْتُمْ اِلَيْهِمْ لِتُعْرِضُوْا عَنْهُمْ ؕ فَاَعْرِضُوْا عَنْهُمْ ؕ اِنَّهُمْ رِجْسٌ ز وَّمَاْوٰىهُمْ جَهَنَّمُ ۚ جَزَآءًۢ بِمَا كَانُوْا يَكْسِبُوْنَ ○

৯৫। তোমরা উহাদের নিকট ফিরিয়া আসিলে অচিরেই উহারা আল্লাহ্‌র শপথ করিবে যাহাতে তোমরা উহাদের উপেক্ষা কর। সুতরাং তোমরা উহাদিগকে উপেক্ষা করিবে;[৫৬২] উহারা অপবিত্র এবং উহাদের কৃতকর্মের ফলস্বরূপ জাহান্নাম উহাদের আবাসস্থল।

٩٦- يَحْلِفُوْنَ لَكُمْ لِتَرْضَوْا عَنْهُمْ ۚ فَاِنْ تَرْضَوْا عَنْهُمْ فَاِنَّ اللّٰهَ لَا يَرْضٰى عَنِ الْقَوْمِ الْفٰسِقِيْنَ ○

৯৬। উহারা তোমাদের নিকট শপথ করিবে যাহাতে তোমরা উহাদের প্রতি তুষ্ট হও। তোমরা উহাদের প্রতি তুষ্ট হইলেও আল্লাহ্ তো সত্যত্যাগী সম্প্রদায়ের প্রতি তুষ্ট হইবেন না।

٩٧- اَلْاَعْرَابُ اَشَدُّ كُفْرًا وَّنِفَاقًا وَّاَجْدَرُ اَلَّا يَعْلَمُوْا حُدُوْدَ مَآ اَنْزَلَ اللّٰهُ عَلٰى رَسُوْلِهٖ ؕ وَاللّٰهُ عَلِيْمٌ حَكِيْمٌ ○

৯৭। কুফরী ও কপটতায় মরুবাসিগণ[৫৬৩] কঠোরতর; এবং আল্লাহ্ তাঁহার রাসূলের প্রতি যাহা অবতীর্ণ করিয়াছেন, তাহার সীমারেখা সম্পর্কে অজ্ঞ[৫৬৪] থাকার যোগ্যতা ইহাদের অধিক। আল্লাহ্ সর্বজ্ঞ, প্রজ্ঞাময়।

৫৬২। উহাদের দোষত্রুটি উপেক্ষা করিবে।

৫৬৩। عرب - اعراب এর বহুবচন। অর্থ আরবের অধিবাসী বিশেষত ইসমাঈল (আ)-এর বংশধর। বহুবচনে ইহা মরুবাসীদের জন্য প্রযোজ্য।

৫৬৪। দীন ইসলামের অনুশাসন সম্পর্কে অজ্ঞ।

Contents

৯৮- وَمِنَ الْاَعْرَابِ مَنْ يَّتَّخِذُ مَا يُنْفِقُ مَغْرَمًا وَّيَتَرَبَّصُ بِكُمُ الدَّوَآئِرَ ؕ عَلَيْهِمْ دَآئِرَةُ السَّوْءِ ؕ وَاللّٰهُ سَمِيْعٌ عَلِيْمٌ ۝

৯৮। মরুবাসীদের কেহ কেহ, যাহা তাহারা আল্লাহ্‌র পথে[৫৬৫] ব্যয় করে তাহা অর্থদণ্ড বলিয়া গণ্য করে এবং তোমাদের ভাগ্য বিপর্যয়ের প্রতীক্ষা করে। মন্দ ভাগ্যচক্র উহাদেরই হউক। আল্লাহ্‌ সর্বশ্রোতা, সর্বজ্ঞ।

৯৯- وَمِنَ الْاَعْرَابِ مَنْ يُّؤْمِنُ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ وَيَتَّخِذُ مَا يُنْفِقُ قُرُبٰتٍ عِنْدَ اللّٰهِ وَصَلَوٰتِ الرَّسُوْلِ ؕ اَلَآ اِنَّهَا قُرْبَةٌ لَّهُمْ ؕ سَيُدْخِلُهُمُ اللّٰهُ فِيْ رَحْمَتِهٖ ؕ اِنَّ اللّٰهَ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ ۝

৯৯। মরুবাসীদের কেহ কেহ আল্লাহে ও পরকালে ঈমান রাখে এবং যাহা ব্যয় করে তাহাকে আল্লাহ্‌র সান্নিধ্য ও রাসূলের দু'আ লাভের উপায় মনে করে। বাস্তবিকই উহা তাহাদের জন্য আল্লাহ্‌র সান্নিধ্য লাভের উপায়; আল্লাহ্‌ তাহাদিগকে নিজ রহ্‌মতে দাখিল করিবেন। নিশ্চয়ই আল্লাহ্‌ ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।

[১৩]

১০০- وَالسّٰبِقُوْنَ الْاَوَّلُوْنَ مِنَ الْمُهٰجِرِيْنَ وَالْاَنْصَارِ وَالَّذِيْنَ اتَّبَعُوْهُمْ بِاِحْسَانٍ ۙ رَّضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمْ وَرَضُوْا عَنْهُ وَاَعَدَّ لَهُمْ جَنّٰتٍ تَجْرِيْ تَحْتَهَا الْاَنْهٰرُ خٰلِدِيْنَ فِيْهَآ اَبَدًا ؕ ذٰلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيْمُ ۝

১০০। মুহাজির[৫৬৬] ও আনসারদের[৫৬৭] মধ্যে যাহারা প্রথম অগ্রগামী এবং যাহারা নিষ্ঠার সহিত তাহাদের অনুসরণ করে আল্লাহ্‌ তাহাদের প্রতি প্রসন্ন এবং তাহারাও তাহাতে সন্তুষ্ট এবং তিনি তাহাদের জন্য প্রস্তুত করিয়াছেন জান্নাত, যাহার নিম্নদেশে নদী প্রবাহিত, যেথায় তাহারা চিরস্থায়ী হইবে। ইহা মহাসাফল্য।

১০১- وَمِمَّنْ حَوْلَكُمْ مِّنَ الْاَعْرَابِ مُنٰفِقُوْنَ ؕ وَمِنْ اَهْلِ الْمَدِيْنَةِ ؔ مَرَدُوْا عَلَى النِّفَاقِ لَا تَعْلَمُهُمْ ؕ نَحْنُ نَعْلَمُهُمْ ؕ سَنُعَذِّبُهُمْ مَّرَّتَيْنِ ثُمَّ يُرَدُّوْنَ اِلٰى عَذَابٍ عَظِيْمٍ ۝

১০১। মরুবাসীদের মধ্যে যাহারা তোমাদের আশেপাশে আছে তাহাদের কেহ কেহ মুনাফিক এবং মদীনাবাসীদের মধ্যেও কেহ কেহ, উহারা কপটতায় সিদ্ধ। তুমি উহাদিগকে জান না; আমি উহাদিগকে জানি। আমি উহাদিগকে দুইবার শাস্তি দিব ও পরে উহারা প্রত্যাবর্তিত হইবে মহাশাস্তির দিকে।

৫৬৫। মূল আরবীতে 'আল্লাহ্‌র পথে' কথাটি উহ্য রহিয়াছে।—মুফতী 'আবদুহু
৫৬৬। মুহাজির—যাহারা ইসলামের জন্য হিজরত করিয়াছিলেন।
৫৬৭। আনসার—যেসব মদীনাবাসী ইসলাম গ্রহণ করিয়া মুহাজিরদিগকে আশ্রয় দিয়া সাহায্য করিয়াছিলেন।

১০২। এবং অপর কতক লোকে নিজেদের অপরাধ স্বীকার করিয়াছে, উহারা এক সৎকর্মের সহিত অপর অসৎকর্ম মিশ্রিত করিয়াছে; আল্লাহ্ হয়ত উহাদিগকে ক্ষমা করিবেন; নিশ্চয়ই আল্লাহ্ ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।

١٠٢- وَاٰخَرُوْنَ اعْتَرَفُوْا بِذُنُوْبِهِمْ خَلَطُوْا عَمَلًا صَالِحًا وَّاٰخَرَ سَيِّئًا ؕ عَسَى اللّٰهُ اَنْ يَّتُوْبَ عَلَيْهِمْ ؕ اِنَّ اللّٰهَ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ ○

১০৩। উহাদের সম্পদ হইতে 'সদকা' গ্রহণ করিবে। ইহার দ্বারা তুমি উহাদিগকে পবিত্র করিবে এবং পরিশোধিত করিবে। তুমি উহাদিগকে দু'আ করিবে। তোমার দু'আ তো উহাদের জন্য চিত্ত স্বস্তিকর। আল্লাহ্ সর্বশ্রোতা, সর্বজ্ঞ।

١٠٣- خُذْ مِنْ اَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيْهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ ؕ اِنَّ صَلٰوتَكَ سَكَنٌ لَّهُمْ ؕ وَاللّٰهُ سَمِيْعٌ عَلِيْمٌ ○

১০৪। উহারা কি জানে না যে, আল্লাহ্ তো তাঁহার বান্দাদের তাওবা কবূল করেন এবং 'সদকা' গ্রহণ করেন, নিশ্চয়ই আল্লাহ্ ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু?

١٠٤- اَلَمْ يَعْلَمُوْٓا اَنَّ اللّٰهَ هُوَ يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهٖ وَيَاْخُذُ الصَّدَقٰتِ وَاَنَّ اللّٰهَ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيْمُ ○

১০৫। এবং বল, 'তোমরা কর্ম করিতে থাক; আল্লাহ্ তো তোমাদের কার্যকলাপ লক্ষ্য করিবেন এবং তাঁহার রাসূল ও মু'মিনগণও করিবে এবং অচিরেই তোমরা প্রত্যাবর্তিত হইবে অদৃশ্য ও দৃশ্যের পরিজ্ঞাতার নিকট, অতঃপর তিনি তোমরা যাহা করিতে তাহা তোমাদিগকে জানাইয়া দিবেন।'

١٠٥- وَقُلِ اعْمَلُوْا فَسَيَرَى اللّٰهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُوْلُهٗ وَالْمُؤْمِنُوْنَ ؕ وَسَتُرَدُّوْنَ اِلٰى عٰلِمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُوْنَ ○

১০৬। এবং আল্লাহ্র আদেশের প্রতীক্ষায় অপর কতকের সম্পর্কে সিদ্ধান্ত স্থগিত রহিল[৫৬৮] —তিনি উহাদিগকে শাস্তি দিবেন, না ক্ষমা করিবেন। আল্লাহ্ সর্বজ্ঞ, প্রজ্ঞাময়।

١٠٦- وَاٰخَرُوْنَ مُرْجَوْنَ لِاَمْرِ اللّٰهِ اِمَّا يُعَذِّبُهُمْ وَاِمَّا يَتُوْبُ عَلَيْهِمْ ؕ وَاللّٰهُ عَلِيْمٌ حَكِيْمٌ ○

১০৭। এবং যাহারা মসজিদ নির্মাণ করিয়াছে[৫৬৯] ক্ষতিসাধন, কুফরী ও মু'মিনদের মধ্যে

١٠٧- وَالَّذِيْنَ اتَّخَذُوْا مَسْجِدًا ضِرَارًا وَّكُفْرًا وَّتَفْرِيْقًا بَيْنَ الْمُؤْمِنِيْنَ

৫৬৮। ইঁহারা হইলেন কা'ব ইবনে মালিক, মুরারা ইব্ন রাবীআঃ ও হিলাল ইব্ন উমায়্যাঃ (রাঃ)। তাঁহারা আলস্য করিয়া তাবূক যুদ্ধে শরীক হন নাই, এইজন্য তাঁহাদিগকে একঘরে করিয়া রাখা হইয়াছিল। ৫০ দিন এইভাবে থাকার পর আল্লাহ্ তাঁহাদের তাওবা কবূল করেন।

৫৬৯। আবূ 'আমির রাহিব খায্‌রাজী খৃষ্টধর্ম গ্রহণ করিয়া সংসারত্যাগী হইয়াছিল। মদীনার লোকেরা তাহাকে ইসলাম গ্রহণ করিতে আহ্বান করেন, কিন্তু সে অস্বীকার করে এবং মহানবী (সাঃ)-এর সঙ্গে শত্রুতা করিতে থাকে। মদীনার কিছু মুনাফিককে একটি মসজিদ বানাইতে সে পরামর্শ দেয়, যাহাতে মুসলিমদের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টি এবং এই মসজিদে গোপনে মিলিত হইয়া রাসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-এর বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করা যায়। তাহারা মসজিদ বানাইয়া উহাতে সালাত আদায় করিতে মহানবী (সাঃ)-কে অনুরোধ জানায়। তিনি তাবূক হইতে ফিরিয়া আসিয়া সেখানে যাওয়ার ইচ্ছা প্রকাশ করেন, তখন মসজিদটির স্বরূপ প্রকাশ করিয়া আয়াতটি অবতীর্ণ হয়। অতঃপর রাসূলুল্লাহ্ (সাঃ) মসজিদটি জ্বালাইয়া দিতে নির্দেশ দেন।

Contents

وَ اِرْصَادًا لِّمَنْ حَارَبَ اللّٰهَ وَ رَسُوْلَهٗ مِنْ قَبْلُ ؕ وَ لَيَحْلِفُنَّ اِنْ اَرَدْنَاۤ اِلَّا الْحُسْنٰى ؕ وَاللّٰهُ يَشْهَدُ اِنَّهُمْ لَكٰذِبُوْنَ ○

বিভেদ সৃষ্টির উদ্দেশ্যে এবং ইতিপূর্বে আল্লাহ্ ও তাঁহার রাসূলের বিরুদ্ধে যে ব্যক্তি সংগ্রাম করিয়াছে তাহার গোপন ঘাঁটিস্বরূপ ব্যবহারের উদ্দেশ্যে, তাহারা অবশ্যই শপথ করিবে, 'আমরা সদুদ্দেশ্যেই উহা করিয়াছি;' আল্লাহ্ সাক্ষী, তাহারা তো মিথ্যাবাদী।

١٠٨- لَا تَقُمْ فِيْهِ اَبَدًا ؕ لَمَسْجِدٌ اُسِّسَ عَلَى التَّقْوٰى مِنْ اَوَّلِ يَوْمٍ اَحَقُّ اَنْ تَقُوْمَ فِيْهِ ؕ فِيْهِ رِجَالٌ يُّحِبُّوْنَ اَنْ يَّتَطَهَّرُوْا ؕ وَاللّٰهُ يُحِبُّ الْمُطَّهِّرِيْنَ ○

১০৮। তুমি[৫৭০] ইহাতে কখনও দাঁড়াইও না; যে মসজিদের ভিত্তি প্রথম দিন হইতেই স্থাপিত হইয়াছে তাক্ওয়ার উপর, উহাই তোমার সালাতের জন্য অধিক যোগ্য। তথায় এমন লোক আছে যাহারা পবিত্রতা অর্জন ভালবাসে এবং পবিত্রতা অর্জনকারীদিগকে আল্লাহ্ পসন্দ করেন।

١٠٩- اَفَمَنْ اَسَّسَ بُنْيَانَهٗ عَلٰى تَقْوٰى مِنَ اللّٰهِ وَرِضْوَانٍ خَيْرٌ اَمْ مَّنْ اَسَّسَ بُنْيَانَهٗ عَلٰى شَفَا جُرُفٍ هَارٍ فَانْهَارَ بِهٖ فِيْ نَارِ جَهَنَّمَ ؕ وَاللّٰهُ لَا يَهْدِى الْقَوْمَ الظّٰلِمِيْنَ ○

১০৯। যে ব্যক্তি তাহার গৃহের ভিত্তি আল্লাহ্-ভীতি ও আল্লাহ্র সন্তুষ্টির উপর স্থাপন করে সে উত্তম, না ঐ ব্যক্তি উত্তম যে তাহার গৃহের ভিত্তি স্থাপন করে এক খাতের ধসোন্মুখ কিনারায়, ফলে যাহা উহাকেসহ জাহান্নামের অগ্নিতে পতিত হয়? আল্লাহ্ যালিম সম্প্রদায়কে পথ প্রদর্শন করেন না।

١١٠- لَا يَزَالُ بُنْيَانُهُمُ الَّذِىْ بَنَوْا رِيْبَةً فِىْ قُلُوْبِهِمْ اِلَّاۤ اَنْ تَقَطَّعَ قُلُوْبُهُمْ ؕ وَاللّٰهُ عَلِيْمٌ حَكِيْمٌ ○ ع

১১০। উহাদের গৃহ যাহা উহারা নির্মাণ করিয়াছে তাহা উহাদের অন্তরে সন্দেহের কারণ হইয়া থাকিবে—যে পর্যন্ত না উহাদের অন্তর ছিন্ন-বিচ্ছিন্ন হইয়া যায়। আল্লাহ্ সর্বজ্ঞ, প্রজ্ঞাময়।

[১৪]

١١١- اِنَّ اللّٰهَ اشْتَرٰى مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ اَنْفُسَهُمْ وَ اَمْوَالَهُمْ بِاَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةَ ؕ

১১১। নিশ্চয়ই আল্লাহ মু'মিনদের নিকট হইতে তাহাদের জীবন ও সম্পদ ক্রয় করিয়া লইয়াছেন, তাহাদের জন্য জান্নাত আছে

৫৭০। অর্থাৎ সালাতের উদ্দেশ্যে।

يُقَاتِلُوْنَ فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ فَيَقْتُلُوْنَ وَيُقْتَلُوْنَ ۫ وَعْدًا عَلَيْهِ حَقًّا فِي التَّوْرٰىةِ وَالْإِنْجِيْلِ وَالْقُرْاٰنِ ۭ وَمَنْ اَوْفٰى بِعَهْدِهٖ مِنَ اللّٰهِ فَاسْتَبْشِرُوْا بِبَيْعِكُمُ الَّذِيْ بَايَعْتُمْ بِهٖ ۭ وَذٰلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيْمُ ○

ইহার বিনিময়ে। তাহারা আল্লাহ্‌র পথে যুদ্ধ করে, নিধন করে ও নিহত হয়। তাওরাত, ইন্‌জীল ও কুরআনে এই সম্পর্কে তাহাদের দৃঢ় প্রতিশ্রুতি রহিয়াছে। নিজ প্রতিজ্ঞা পালনে আল্লাহ্ অপেক্ষা শ্রেষ্ঠতর কে আছে? তোমরা যে সওদা করিয়াছ সেই সওদার জন্য আনন্দিত হও এবং উহাই তো মহাসাফল্য।

١١٢- اَلتَّآئِبُوْنَ الْعٰبِدُوْنَ الْحٰمِدُوْنَ السَّآئِحُوْنَ الرّٰكِعُوْنَ السّٰجِدُوْنَ الْاٰمِرُوْنَ بِالْمَعْرُوْفِ وَالنَّاهُوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَالْحٰفِظُوْنَ لِحُدُوْدِ اللّٰهِ ۭ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِيْنَ ○

১১২। উহারা তাওবাকারী, 'ইবাদতকারী, আল্লাহ্‌র প্রশংসাকারী, সিয়াম[৫৭১] পালনকারী, রুকূ'কারী, সিজ্‌দাকারী,[৫৭২] সৎকার্যের নির্দেশদাতা, অসৎকার্যে নিষেধকারী এবং আল্লাহ্‌র নির্ধারিত সীমারেখা সংরক্ষণকারী; এই মু'মিনদিগকে তুমি শুভ সংবাদ দাও।

١١٣- مَا كَانَ لِلنَّبِيِّ وَالَّذِيْنَ اٰمَنُوْٓا اَنْ يَّسْتَغْفِرُوْا لِلْمُشْرِكِيْنَ وَلَوْ كَانُوْٓا اُولِيْ قُرْبٰى مِنْۢ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمْ اَنَّهُمْ اَصْحٰبُ الْجَحِيْمِ ○

১১৩। আত্মীয়-স্বজন হইলেও মুশরিকদের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করা নবী এবং মু'মিনদের জন্য সংগত নহে যখন ইহা সুস্পষ্ট[৫৭৩] হইয়া গিয়াছে যে, নিশ্চিতই উহারা জাহান্নামী।

١١٤- وَمَا كَانَ اسْتِغْفَارُ اِبْرٰهِيْمَ لِاَبِيْهِ اِلَّا عَنْ مَّوْعِدَةٍ وَّعَدَهَآ اِيَّاهُ ۚ فَلَمَّا تَبَيَّنَ لَهٗٓ اَنَّهٗ عَدُوٌّ لِّلّٰهِ تَبَرَّاَ مِنْهُ ۭ اِنَّ اِبْرٰهِيْمَ لَاَوَّاهٌ حَلِيْمٌ ○

১১৪। ইব্‌রাহীম তাহার পিতার জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করিয়াছিল, তাহাকে ইহার প্রতিশ্রুতি দিয়াছিল বলিয়া; অতঃপর যখন ইহা তাহার নিকট সুস্পষ্ট হইল যে, সে আল্লাহ্‌র শত্রু তখন ইব্‌রাহীম উহার সম্পর্ক ছিন্ন করিল। ইব্‌রাহীম তো কোমল হৃদয় ও সহনশীল।

١١٥- وَمَا كَانَ اللّٰهُ لِيُضِلَّ قَوْمًۢا بَعْدَ اِذْ هَدٰىهُمْ

১১৫। আল্লাহ্ এমন নহেন যে, তিনি কোন সম্প্রদায়কে পথ প্রদর্শন করিবার পর উহাদিগকে বিভ্রান্ত করিবেন—উহাদিগকে

৫৭১। দ্র. ১২৭ নম্বর টীকা।
৫৭২। দ্র. ৯১ নম্বর টীকা।
৫৭৩। হয় কুফরী অবস্থায় তাহাদের মৃত্যু হইয়াছে অথবা রাসূলুল্লাহ্ (সাঃ) ওহী মারফত জানিতে পারিয়াছেন যে, উহারা জাহান্নামী।

حَتّٰى يُبَيِّنَ لَهُمْ مَّا يَتَّقُوْنَ ۭ اِنَّ اللّٰهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيْمٌ ۝

কী বিষয়ে তাক্ওয়া অবলম্বন করিতে হইবে, ইহা সুস্পষ্টরূপে ব্যক্ত না করা পর্যন্ত; নিশ্চয়ই আল্লাহ্ সর্ববিষয়ে সবিশেষ অবহিত।

١١٦- اِنَّ اللّٰهَ لَهٗ مُلْكُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ ۭ يُحْيٖ وَيُمِيْتُ ۭ وَمَا لَكُمْ مِّنْ دُوْنِ اللّٰهِ مِنْ وَّلِيٍّ وَّلَا نَصِيْرٍ ۝

১১৬। আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীর সার্বভৌম ক্ষমতা আল্লাহ্রই; তিনিই জীবন দান করেন এবং তিনিই মৃত্যু ঘটান। আল্লাহ্ ব্যতীত তোমাদের কোন অভিভাবক নাই, সাহায্যকারীও নাই।

١١٧- لَقَدْ تَّابَ اللّٰهُ عَلَى النَّبِيِّ وَالْمُهٰجِرِيْنَ وَالْاَنْصَارِ الَّذِيْنَ اتَّبَعُوْهُ فِيْ سَاعَةِ الْعُسْرَةِ مِنْۢ بَعْدِ مَا كَادَ يَزِيْغُ قُلُوْبُ فَرِيْقٍ مِّنْهُمْ ثُمَّ تَابَ عَلَيْهِمْ ۭ اِنَّهٗ بِهِمْ رَءُوْفٌ رَّحِيْمٌ ۝

১১৭। আল্লাহ্ অবশ্যই অনুগ্রহপরায়ণ হইলেন নবীর প্রতি এবং মুহাজির ও আনসারদের প্রতি যাহারা তাহার অনুসরণ করিয়াছিল সংকটকালে[৫৭৪]— এমনকি যখন তাহাদের এক দলের চিত্ত-বৈকল্যের উপক্রম হইয়াছিল। পরে আল্লাহ্ উহাদিগকে ক্ষমা করিলেন; তিনি তো উহাদের প্রতি দয়ার্দ্র, পরম দয়ালু।

١١٨- وَّعَلَى الثَّلٰثَةِ الَّذِيْنَ خُلِّفُوْا ۭ حَتّٰٓى اِذَا ضَاقَتْ عَلَيْهِمُ الْاَرْضُ بِمَا رَحُبَتْ وَضَاقَتْ عَلَيْهِمْ اَنْفُسُهُمْ وَظَنُّوْٓا اَنْ لَّا مَلْجَاَ مِنَ اللّٰهِ اِلَّآ اِلَيْهِ ۭ ثُمَّ تَابَ عَلَيْهِمْ لِيَتُوْبُوْا ۭ اِنَّ اللّٰهَ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيْمُ ۝

১১৮। এবং তিনি ক্ষমা করিলেন অপর তিনজনকেও[৫৭৫], যাহাদের সম্পর্কে সিদ্ধান্ত স্থগিত রাখা হইয়াছিল, যে পর্যন্ত না পৃথিবী বিস্তৃত হওয়া সত্ত্বেও তাহাদের জন্য উহা সংকুচিত হইয়াছিল এবং তাহাদের জীবন তাহাদের জন্য দুর্বিষহ হইয়াছিল এবং তাহারা উপলব্ধি করিয়াছিল যে, আল্লাহ্ ব্যতীত কোন আশ্রয়স্থল নাই, তাঁহার দিকে প্রত্যাবর্তন ব্যতীত, পরে তিনি উহাদের তাওবা কবূল করিলেন যাহাতে উহারা তাওবায় স্থির থাকে। নিশ্চয়ই আল্লাহ্ ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।

[১৫]

١١٩- يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوا اتَّقُوا اللّٰهَ وَكُوْنُوْا مَعَ الصّٰدِقِيْنَ ۝

১১৯। হে মু'মিনগণ! তোমরা আল্লাহ্কে ভয় কর এবং সত্যবাদীদের অন্তর্ভুক্ত হও।

৫৭৪। তাবূক যুদ্ধের সময়।
৫৭৫। দ্র. ৫৬১ নং টীকা।

১২০। মদীনাবাসী ও উহাদের পার্শ্ববর্তী মরুবাসীদের জন্য সঙ্গত নহে আল্লাহ্‌র রাসূলের সহগামী না হইয়া পিছনে রহিয়া যাওয়া এবং তাহার জীবন অপেক্ষা তাহাদের নিজেদের জীবনকে প্রিয় জ্ঞান করা; কারণ আল্লাহ্‌র পথে উহাদের তৃষ্ণা, ক্লান্তি এবং ক্ষুধায় ক্লিষ্ট হওয়া এবং কাফিরদের ক্রোধ উদ্রেক করে এমন পদক্ষেপ গ্রহণ করা এবং শত্রুদের নিকট হইতে কিছু প্রাপ্ত হওয়া[৫৭৬] উহাদের সৎকর্মরূপে গণ্য হয়। নিশ্চয়ই আল্লাহ্ সৎকর্মপরায়ণদের শ্রমফল নষ্ট করেন না।

١٢٠- مَا كَانَ لِاَهْلِ الْمَدِيْنَةِ وَمَنْ حَوْلَهُمْ مِّنَ الْاَعْرَابِ اَنْ يَّتَخَلَّفُوْا عَنْ رَّسُوْلِ اللّٰهِ وَلَا يَرْغَبُوْا بِاَنْفُسِهِمْ عَنْ نَّفْسِهٖ ؕ ذٰلِكَ بِاَنَّهُمْ لَا يُصِيْبُهُمْ ظَمَاٌ وَّلَا نَصَبٌ وَّلَا مَخْمَصَةٌ فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ وَلَا يَطَـُٔوْنَ مَوْطِئًا يَّغِيْظُ الْكُفَّارَ وَلَا يَنَالُوْنَ مِنْ عَدُوٍّ نَّيْلًا اِلَّا كُتِبَ لَهُمْ بِهٖ عَمَلٌ صَالِحٌ ؕ اِنَّ اللّٰهَ لَا يُضِيْعُ اَجْرَ الْمُحْسِنِيْنَ ۙ

১২১। এবং উহারা ক্ষুদ্র অথবা বৃহৎ যাহাই ব্যয় করে এবং যে কোন প্রান্তরই অতিক্রম করে তাহা উহাদের অনুকূলে লিপিবদ্ধ হয়—যাহাতে উহারা যাহা করে আল্লাহ্ তাহা অপেক্ষা উৎকৃষ্টতর পুরস্কার উহাদিগকে দিতে পারেন।

١٢١- وَلَا يُنْفِقُوْنَ نَفَقَةً صَغِيْرَةً وَّلَا كَبِيْرَةً وَّلَا يَقْطَعُوْنَ وَادِيًا اِلَّا كُتِبَ لَهُمْ لِيَجْزِيَهُمُ اللّٰهُ اَحْسَنَ مَا كَانُوْا يَعْمَلُوْنَ ۝

১২২। মু'মিনদের সকলের একসঙ্গে অভিযানে বাহির হওয়া সংগত নহে,[৫৭৭] উহাদের প্রত্যেক দলের এক অংশ বহির্গত হয় না কেন, যাহাতে তাহারা দীন সম্বন্ধে জ্ঞানানুশীলন করিতে পারে এবং উহাদের সম্প্রদায়কে সতর্ক করিত পারে, যখন তাহারা তাহাদের নিকট ফিরিয়া আসিবে[৫৭৮] যাহাতে তাহারা সতর্ক হয়।

١٢٢- وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُوْنَ لِيَنْفِرُوْا كَآفَّةً ؕ فَلَوْلَا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِّنْهُمْ طَآئِفَةٌ لِّيَتَفَقَّهُوْا فِي الدِّيْنِ وَلِيُنْذِرُوْا قَوْمَهُمْ اِذَا رَجَعُوْٓا اِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُوْنَ ۝ ع

৫৭৬। আঘাত বা অন্য কোন প্রকারের ক্ষতি।

৫৭৭। শহর খালি করিয়া সকল মুজাহিদের একসঙ্গে বহির্গত হওয়া সমীচীন নহে। তবে অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে রাষ্ট্রনেতা (খলীফা) যথাযথ সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিবেন।

৫৭৮। মুসলিমদের একটি দল দীনী শিক্ষা গ্রহণ ও প্রদানের জন্য সর্বদা নিয়োজিত থাকিবে। ইহা ফারয্-কিফায়া। রাসূলুল্লাহ্ (সাঃ) তাঁহার সাহাবীদিগকে দীনী শিক্ষা দিতেন। আর রাসূলুল্লাহ্ (সাঃ) মদীনায় থাকা অবস্থায় যাঁহারা শহরের বাহিরে যাওয়ার কারণে তাঁহার খেদমতে উপস্থিত থাকিতে পারিতেন না তাঁহারা যাহা শিক্ষা করিতে পারেন নাই তাহা উপস্থিত সাহাবীদের নিকট হইতে শিখিয়া লইতেন। এইরূপে দীনী শিক্ষা ও শিক্ষণের কাজ নিরবচ্ছিন্নভাবে চলিতে থাকিত।

[১৬]

১২৩। হে মু'মিনগণ! কাফিরদের মধ্যে যাহারা তোমাদের নিকটবর্তী তাহাদের সহিত যুদ্ধ কর এবং উহারা যেন তোমাদের মধ্যে কঠোরতা দেখিতে পায়। জানিয়া রাখ, আল্লাহ্ তো মুত্তাকীদের সহিত আছেন।

١٢٣- يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا قَاتِلُوا الَّذِيْنَ يَلُوْنَكُمْ مِّنَ الْكُفَّارِ وَلْيَجِدُوْا فِيْكُمْ غِلْظَةً ؕ وَاعْلَمُوْٓا اَنَّ اللّٰهَ مَعَ الْمُتَّقِيْنَ ○

১২৪। যখনই কোন সূরা অবতীর্ণ হয় তখন উহাদের কেহ কেহ বলে, 'ইহা তোমাদের মধ্যে কাহার ঈমান বৃদ্ধি করিল?' যাহারা মু'মিন ইহা তাহাদেরই ঈমান বৃদ্ধি করে এবং তাহারাই আনন্দিত হয়।

١٢٤- وَاِذَا مَآ اُنْزِلَتْ سُوْرَةٌ فَمِنْهُمْ مَّنْ يَّقُوْلُ اَيُّكُمْ زَادَتْهُ هٰذِهٖٓ اِيْمَانًا ۚ فَاَمَّا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا فَزَادَتْهُمْ اِيْمَانًا وَّهُمْ يَسْتَبْشِرُوْنَ ○

১২৫। এবং যাহাদের অন্তরে ব্যাধি আছে, ইহা তাহাদের কলুষের সহিত আরও কলুষ যুক্ত করে এবং উহাদের মৃত্যু ঘটে কাফির অবস্থায়।

١٢٥- وَاَمَّا الَّذِيْنَ فِيْ قُلُوْبِهِمْ مَّرَضٌ فَزَادَتْهُمْ رِجْسًا اِلٰى رِجْسِهِمْ وَمَاتُوْا وَهُمْ كٰفِرُوْنَ ○

১২৬। উহারা কি দেখে না যে, 'উহাদিগকে প্রতি বৎসর একবার বা দুইবার বিপর্যস্ত করা হয়?' ইহার পরও উহারা তাওবা করে না এবং উপদেশ গ্রহণ করে না,

١٢٦- اَوَلَا يَرَوْنَ اَنَّهُمْ يُفْتَنُوْنَ فِيْ كُلِّ عَامٍ مَّرَّةً اَوْ مَرَّتَيْنِ ثُمَّ لَا يَتُوْبُوْنَ وَلَا هُمْ يَذَّكَّرُوْنَ ○

১২৭। এবং যখনই কোন সূরা অবতীর্ণ হয়, তখন উহারা একে অপরের দিকে তাকায় এবং ইশারায় জিজ্ঞাসা করে[৫৭৯] 'তোমাদিগকে কেহ লক্ষ্য করিতেছে কি?' অতঃপর উহারা সরিয়া পড়ে। আল্লাহ্ উহাদের হৃদয়কে সত্যবিমুখ করিয়াছেন, কারণ উহারা এমন এক সম্প্রদায় যাহাদের বোধশক্তি নাই।

١٢٧- وَاِذَا مَآ اُنْزِلَتْ سُوْرَةٌ نَّظَرَ بَعْضُهُمْ اِلٰى بَعْضٍ ؕ هَلْ يَرٰىكُمْ مِّنْ اَحَدٍ ثُمَّ انْصَرَفُوْا ؕ صَرَفَ اللّٰهُ قُلُوْبَهُمْ بِاَنَّهُمْ قَوْمٌ لَّا يَفْقَهُوْنَ ○

৫৭৯। 'এবং ইশারায় জিজ্ঞাসা করে' এই কথাটি মূল আরবীতে উহ্য আছে।

Contents

١٢٧- لَقَدْ جَآءَكُمْ رَسُوْلٌ مِّنْ اَنْفُسِكُمْ عَزِيْزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيْصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِيْنَ رَءُوْفٌ رَّحِيْمٌ ○

১২৮। **অবশ্যই তোমাদের মধ্য হইতেই তোমাদের নিকট** এক রাসূল আসিয়াছে। **তোমাদিগকে** যাহা বিপন্ন করে উহা **তাহার জন্য** কষ্টদায়ক। সে তোমাদের **মংগলকামী**, মু'মিনদের প্রতি সে দয়ার্দ্র **ও পরম** দয়ালু।

١٢٨- فَاِنْ تَوَلَّوْا فَقُلْ حَسْبِيَ اللّٰهُ ۖ لَآ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ ؕ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيْمِ ○

১২৯। অতঃপর উহারা যদি মুখ ফিরাইয়া লয় তবে তুমি বলিও, 'আমার জন্য আল্লাহ্ই যথেষ্ট, তিনি ব্যতীত অন্য কোন ইলাহ্ নাই। আমি তাঁহারই উপর নির্ভর করি এবং তিনি মহা'আর্‌শের[৫৮০] অধিপতি।'

৫৮০। দ্র. টীকা নং ৪৬১।

Contents

১০-সূরা ইউনুস

১০৯ আয়াত, ১১ রুকূ‘, মক্কী

।। দয়াময়, পরম দয়ালু আল্লাহ্‌র নামে।।

১। আলিফ্-লাম-রা। এইগুলি জ্ঞানগর্ভ কিতাবের আয়াত।

২। মানুষের জন্য ইহা কি আশ্চর্যের বিষয় যে, আমি তাহাদেরই একজনের নিকট ওহী[৫৮১] প্রেরণ করিয়াছি এই মর্মে যে, তুমি মানুষকে সতর্ক কর এবং মু’মিনদিগকে সুসংবাদ দাও যে, তাহাদের জন্য তাহাদের প্রতিপালকের নিকট আছে উচ্চ মর্যাদা![৫৮২] কাফিরগণ বলে, ‘এ তো এক সুস্পষ্ট জাদুকর!’

৩। তোমাদের প্রতিপালক আল্লাহ্, যিনি আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবী ছয় দিনে[৫৮৩] সৃষ্টি করেন, অতঃপর তিনি ‘আর্‌শে[৫৮৪] সমাসীন হন। তিনি সকল বিষয় পরিচালনা করেন। তাঁহার অনুমতি লাভ না করিয়া সুপারিশ করিবার কেহ নাই। ইনিই আল্লাহ্, তোমাদের প্রতিপালক; সুতরাং তাঁহার ‘ইবাদত কর। তবুও কি তোমরা উপদেশ গ্রহণ করিবে না?

৪। তাঁহারই নিকট তোমাদের সকলের প্রত্যাবর্তন; আল্লাহ্‌র প্রতিশ্রুতি সত্য। সৃষ্টিকে তিনিই প্রথম অস্তিত্বে আনেন, অতঃপর উহার পুনরাবর্তন ঘটান যাহারা মু’মিন ও সৎকর্মপরায়ণ তাহাদিগকে ন্যায়বিচারের সহিত কর্মফল প্রদানের জন্য। এবং যাহারা কাফির তাহারা কুফরী করিত বলিয়া তাহাদের জন্য রহিয়াছে অত্যুষ্ণ পানীয় ও মর্মন্তুদ শাস্তি।

١- الٓرٰ تِلْكَ اٰيٰتُ الْكِتٰبِ الْحَكِيْمِ ○
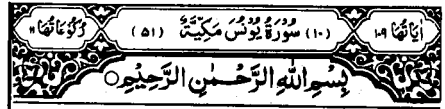
٢- اَكَانَ لِلنَّاسِ عَجَبًا اَنْ اَوْحَيْنَآ اِلٰى رَجُلٍ
مِّنْهُمْ اَنْ اَنْذِرِ النَّاسَ
وَبَشِّرِ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْٓا
اَنَّ لَهُمْ قَدَمَ صِدْقٍ عِنْدَ رَبِّهِمْ ؕ
قَالَ الْكٰفِرُوْنَ اِنَّ هٰذَا لَسٰحِرٌ مُّبِيْنٌ ○

٣- اِنَّ رَبَّكُمُ اللّٰهُ الَّذِىْ خَلَقَ السَّمٰوٰتِ
وَالْاَرْضَ فِىْ سِتَّةِ اَيَّامٍ
ثُمَّ اسْتَوٰى عَلَى الْعَرْشِ يُدَبِّرُ الْاَمْرَ ؕ
مَا مِنْ شَفِيْعٍ اِلَّا مِنْۢ بَعْدِ اِذْنِهٖ ؕ
ذٰلِكُمُ اللّٰهُ رَبُّكُمْ فَاعْبُدُوْهُ ؕ
اَفَلَا تَذَكَّرُوْنَ ○

٤- اِلَيْهِ مَرْجِعُكُمْ جَمِيْعًا ؕ وَعْدَ اللّٰهِ حَقًّا ؕ
اِنَّهٗ يَبْدَؤُا الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيْدُهٗ لِيَجْزِىَ
الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ بِالْقِسْطِ ؕ
وَالَّذِيْنَ كَفَرُوْا لَهُمْ شَرَابٌ مِّنْ حَمِيْمٍ
وَّعَذَابٌ اَلِيْمٌۢ بِمَا كَانُوْا يَكْفُرُوْنَ ○

৫৮১। দ্র. ৪ ঃ ১৬৩ আয়াতে ‘ওহী’-এর টীকা।

৫৮২। এ স্থলে قدم صدق -এর অর্থ ‘উচ্চ মর্যাদা’।—বায়দাবী

৫৮৩। দ্র. ৭ ঃ ৫৪ আয়াত।

৫৮৪। দ্র. ৭ ঃ ৫৪ আয়াতে ‘আরশ-এর টীকা।

Contents

٥-هُوَ الَّذِيْ جَعَلَ الشَّمْسَ ضِيَآءً وَّالْقَمَرَ نُوْرًا وَّقَدَّرَهٗ مَنَازِلَ لِتَعْلَمُوْا عَدَدَ السِّنِيْنَ وَ الْحِسَابَ ۭ مَا خَلَقَ اللّٰهُ ذٰلِكَ اِلَّا بِالْحَقِّ ۚ يُفَصِّلُ الْاٰيٰتِ لِقَوْمٍ يَّعْلَمُوْنَ ○

৫। তিনিই সূর্যকে তেজস্কর ও চন্দ্রকে জ্যোতির্ময় করিয়াছেন এবং উহার মন্‌যিল[৫৮৫] নির্দিষ্ট করিয়াছেন যাহাতে তোমরা বৎসর গণনা ও সময়ের হিসাব জানিতে পার। আল্লাহ্ ইহা নিরর্থক সৃষ্টি করেন নাই। জ্ঞানী সম্প্রদায়ের জন্য তিনি এই সমস্ত নিদর্শন বিশদভাবে বিবৃত করেন।

٦-اِنَّ فِي اخْتِلَافِ الَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَمَا خَلَقَ اللّٰهُ فِي السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ لَاٰيٰتٍ لِّقَوْمٍ يَّتَّقُوْنَ ○

৬। নিশ্চয়ই দিবস ও রাত্রির পরিবর্তনে এবং আল্লাহ্ আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীতে যাহা সৃষ্টি করিয়াছেন তাহাতে নিদর্শন রহিয়াছে মুত্তাকী সম্প্রদায়ের জন্য।

٧-اِنَّ الَّذِيْنَ لَا يَرْجُوْنَ لِقَآءَنَا وَرَضُوْا بِالْحَيٰوةِ الدُّنْيَا وَاطْمَاَنُّوْا بِهَا وَالَّذِيْنَ هُمْ عَنْ اٰيٰتِنَا غٰفِلُوْنَ ○ۙ

৭। নিশ্চয়ই যাহারা আমার সাক্ষাতের আশা[৫৮৬] পোষণ করে না এবং পার্থিব জীবনেই সন্তুষ্ট এবং ইহাতেই পরিতৃপ্ত থাকে এবং যাহারা আমার নিদর্শনাবলী সম্বন্ধে গাফিল

٨-اُولٰٓئِكَ مَاْوٰىهُمُ النَّارُ بِمَا كَانُوْا يَكْسِبُوْنَ ○

৮। উহাদেরই আবাস অগ্নি উহাদের কৃতকর্মের জন্য।

٩-اِنَّ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ يَهْدِيْهِمْ رَبُّهُمْ بِاِيْمَانِهِمْ ۚ تَجْرِيْ مِنْ تَحْتِهِمُ الْاَنْهٰرُ فِيْ جَنّٰتِ النَّعِيْمِ ○

৯। যাহারা মু'মিন ও সৎকর্মপরায়ণ তাহাদের প্রতিপালক তাহাদের ঈমান হেতু তাহাদিগকে পথনির্দেশ করিবেন; সুখদ কাননে তাহাদের পাদদেশে নহরসমূহ প্রবাহিত হইবে।

١٠-دَعْوٰىهُمْ فِيْهَا سُبْحٰنَكَ اللّٰهُمَّ وَتَحِيَّتُهُمْ فِيْهَا سَلٰمٌ ۚ وَاٰخِرُ دَعْوٰىهُمْ اَنِ الْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ ○ ع

১০। সেথায় তাহাদের ধ্বনি হইবে ঃ 'হে আল্লাহ্! তুমি মহান, পবিত্র!' এবং সেথায় তাহাদের অভিবাদন হইবে, 'সালাম'[৫৮৭] এবং তাহাদের শেষ ধ্বনি হইবে এইঃ 'সকল প্রশংসা জগতসমূহের প্রতিপালক আল্লাহ্‌র প্রাপ্য!'

৫৮৫। منازل শব্দটি منزل-এর বহুবচন, আরবী জ্যোতির্বিজ্ঞানে চান্দ্রমাসকে ২৮টি منزل-এ ভাগ করা হইয়াছে। চান্দ্রমাসের এই منزل -কে বাংলায় তিথি বলে।

৫৮৬। এই স্থানে رجاء শব্দটির অর্থ কেহ 'ভয়'ও করিয়াছেন।

৫৮৭। 'সালাম' শব্দের আভিধানিক অর্থ শান্তি।

[২]

১১। আল্লাহ্ যদি মানুষের অকল্যাণ ত্বরান্বিত করিতেন, যেভাবে তাহারা তাহাদের কল্যাণ ত্বরান্বিত করিতে চাহে, তবে অবশ্যই তাহাদের মৃত্যু ঘটিত।[৫৮৮] সুতরাং যাহারা আমার সাক্ষাতের আশা পোষণ করে না তাহাদিগকে আমি তাহাদের অবাধ্যতায় উদ্‌ভ্রান্তের ন্যায় ঘুরিয়া বেড়াইতে দেই।

١١- وَلَوْ يُعَجِّلُ اللّٰهُ لِلنَّاسِ الشَّرَّ اسْتِعْجَالَهُمْ بِالْخَيْرِ لَقُضِيَ اِلَيْهِمْ اَجَلُهُمْ ۗ فَنَذَرُ الَّذِيْنَ لَا يَرْجُوْنَ لِقَآءَنَا فِيْ طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُوْنَ ○

১২। আর মানুষকে যখন দুঃখ-দৈন্য স্পর্শ করে তখন সে শুইয়া, বসিয়া অথবা দাঁড়াইয়া আমাকে ডাকিয়া থাকে। অতঃপর আমি যখন তাহার দুঃখ-দৈন্য দূরীভূত করি, সে এমন পথ অবলম্বন করে, যেন তাহাকে যে দুঃখ-দৈন্য স্পর্শ করিয়াছিল তাহার জন্য সে আমাকে ডাকেই নাই। যাহারা সীমালংঘন করে তাহাদের কর্ম তাহাদের নিকট এইভাবে শোভনীয় করিয়া দেওয়া হইয়াছে।

١٢- وَاِذَا مَسَّ الْاِنْسَانَ الضُّرُّ دَعَانَا لِجَنْۢبِهٖٓ اَوْ قَاعِدًا اَوْ قَآئِمًا ۚ فَلَمَّا كَشَفْنَا عَنْهُ ضُرَّهٗ مَرَّ كَاَنْ لَّمْ يَدْعُنَآ اِلٰى ضُرٍّ مَّسَّهٗ ۗ كَذٰلِكَ زُيِّنَ لِلْمُسْرِفِيْنَ مَا كَانُوْا يَعْمَلُوْنَ ○

১৩। তোমাদের পূর্বে বহু মানবগোষ্ঠীকে আমি তো ধ্বংস করিয়াছি যখন তাহারা সীমা অতিক্রম করিয়াছিল। স্পষ্ট নিদর্শনসহ তাহাদের নিকট তাহাদের রাসূল আসিয়াছিল, কিন্তু তাহারা ঈমান আনিবার জন্য প্রস্তুত[৫৮৯] ছিল না। এইভাবে আমি অপরাধী সম্প্রদায়কে প্রতিফল দিয়া থাকি।

١٣- وَلَقَدْ اَهْلَكْنَا الْقُرُوْنَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَمَّا ظَلَمُوْا ۙ وَجَآءَتْهُمْ رُسُلُهُمْ بِالْبَيِّنٰتِ وَمَا كَانُوْا لِيُؤْمِنُوْا ۗ كَذٰلِكَ نَجْزِي الْقَوْمَ الْمُجْرِمِيْنَ ○

১৪। অতঃপর আমি উহাদের পর পৃথিবীতে তোমাদিগকে স্থলাভিষিক্ত করিয়াছি, তোমরা কিরূপ কর্ম কর তাহা দেখিবার জন্য।

١٤- ثُمَّ جَعَلْنٰكُمْ خَلٰٓئِفَ فِي الْاَرْضِ مِنْۢ بَعْدِهِمْ لِنَنْظُرَ كَيْفَ تَعْمَلُوْنَ ○

১৫। যখন আমার আয়াত, যাহা সুস্পষ্ট, তাহাদের নিকট পাঠ করা হয় তখন

١٥- وَاِذَا تُتْلٰى عَلَيْهِمْ اٰيَاتُنَا بَيِّنٰتٍ ۙ

৫৮৮। اجل -এর অর্থ নির্ধারিত কাল, قضى إليه اجله একটি আরবী বাকভংগি যাহার অর্থ মৃত্যু ঘটানো বা ধ্বংস করা।—কাশ্শাফ

৫৮৯। 'প্রস্তুত' শব্দটি মূল আরবীতে উহ্য রহিয়াছে।

قَالَ الَّذِيْنَ لَا يَرْجُوْنَ لِقَآءَنَا ائْتِ بِقُرْاٰنٍ غَيْرِ هٰذَآ اَوْ بَدِّلْهُ ؕ قُلْ مَا يَكُوْنُ لِيْٓ اَنْ اُبَدِّلَهٗ مِنْ تِلْقَآئِ نَفْسِيْ ۚ اِنْ اَتَّبِعُ اِلَّا مَا يُوْحٰٓى اِلَيَّ ۚ اِنِّيْٓ اَخَافُ اِنْ عَصَيْتُ رَبِّيْ عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيْمٍ ○

যাহারা আমার সাক্ষাতের আশা পোষণ করে না তাহারা বলে, 'অন্য এক কুরআন আন ইহা ছাড়া, অথবা ইহাকে বদলাও।' বল, 'নিজ হইতে ইহা বদলান আমার কাজ নহে। আমার প্রতি যাহা ওহী[৫৯০] হয়, আমি কেবল তাহারই অনুসরণ করি। আমি আমার প্রতিপালকের অবাধ্যতা করিলে অবশ্যই আমি মহাদিবসের শাস্তির আশংকা করি।

১৬- قُلْ لَّوْ شَآءَ اللّٰهُ مَا تَلَوْتُهٗ عَلَيْكُمْ وَلَآ اَدْرٰىكُمْ بِهٖ ۖ فَقَدْ لَبِثْتُ فِيْكُمْ عُمُرًا مِّنْ قَبْلِهٖ ؕ اَفَلَا تَعْقِلُوْنَ ○

১৬। বল, 'আল্লাহ্ যদি চাহিতেন আমিও তোমাদের নিকট ইহা তিলাওয়াত করিতাম না এবং তিনিও তোমাদিগকে এ বিষয়ে অবহিত করিতেন না। আমি তো ইহার পূর্বে তোমাদের মধ্যে জীবনের দীর্ঘকাল অবস্থান করিয়াছি; তবুও কি তোমরা বুঝিতে পার না?'

১৭- فَمَنْ اَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرٰى عَلَى اللّٰهِ كَذِبًا اَوْ كَذَّبَ بِاٰيٰتِهٖ ؕ اِنَّهٗ لَا يُفْلِحُ الْمُجْرِمُوْنَ ○

১৭। যে ব্যক্তি আল্লাহ্ সম্পর্কে মিথ্যা রচনা করে অথবা আল্লাহ্র নিদর্শনকে অস্বীকার করে তাহার অপেক্ষা অধিক যালিম আর কে? নিশ্চয়ই অপরাধিগণ সফলকাম হয় না।

১৮- وَيَعْبُدُوْنَ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ مَا لَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنْفَعُهُمْ وَيَقُوْلُوْنَ هٰٓؤُلَآءِ شُفَعَآؤُنَا عِنْدَ اللّٰهِ ؕ قُلْ اَتُنَبِّئُوْنَ اللّٰهَ بِمَا لَا يَعْلَمُ فِى السَّمٰوٰتِ وَلَا فِى الْاَرْضِ ؕ سُبْحٰنَهٗ وَتَعٰلٰى عَمَّا يُشْرِكُوْنَ ○

১৮। উহারা আল্লাহ্ ব্যতীত যাহার 'ইবাদত করে তাহা উহাদের ক্ষতিও করিতে পারে না, উপকারও করিতে পারে না। উহারা বলে, 'এইগুলি আল্লাহ্র নিকট আমাদের সুপারিশকারী।' বল, 'তোমরা কি আল্লাহ্কে আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীর এমন কিছুর সংবাদ দিবে যাহা তিনি জানেন না? তিনি মহান, পবিত্র' এবং তাহারা যাহাকে শরীক করে তাহা হইতে তিনি ঊর্ধ্বে।

১৯- وَمَا كَانَ النَّاسُ اِلَّآ اُمَّةً وَّاحِدَةً فَاخْتَلَفُوْا ؕ

১৯। মানুষ ছিল একই উম্মত,[৫৯১] পরে উহারা মতভেদ সৃষ্টি করে। তোমার

৫৯০। দ্র. ৪ ঃ ১৬৩ আয়াতে 'ওহী'-এর টীকা।
৫৯১। দ্র. ২ ঃ ২১৩ আয়াত।

وَلَوْلَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِنْ رَّبِّكَ لَقُضِيَ
بَيْنَهُمْ فِيْمَا فِيْهِ يَخْتَلِفُوْنَ ○

প্রতিপালকের পূর্ব-ঘোষণা না থাকিলে তাহারা যে বিষয়ে মতভেদ ঘটায় তাহার মীমাংসা তো হইয়াই যাইত।

٢٠- وَيَقُوْلُوْنَ لَوْلَآ اُنْزِلَ عَلَيْهِ
اٰيَةٌ مِّنْ رَّبِّهٖ ۚ فَقُلْ اِنَّمَا الْغَيْبُ لِلّٰهِ
فَانْتَظِرُوْا ۚ اِنِّيْ مَعَكُمْ
مِّنَ الْمُنْتَظِرِيْنَ ○ ع

২০। উহারা বলে, 'তাহার প্রতিপালকের নিকট হইতে তাহার নিকট কোন নিদর্শন অবতীর্ণ হয় না কেন?'[৫৯২] বল, 'অদৃশ্যের জ্ঞান তো কেবল আল্লাহ্‌রই আছে। সুতরাং তোমরা প্রতীক্ষা কর, আমিও তোমাদের সহিত প্রতীক্ষা করিতেছি।'

[৩]

٢١- وَاِذَآ اَذَقْنَا النَّاسَ رَحْمَةً مِّنْۢ بَعْدِ
ضَرَّآءَ مَسَّتْهُمْ اِذَا لَهُمْ مَّكْرٌ فِيْٓ اٰيَاتِنَا ۚ
قُلِ اللّٰهُ اَسْرَعُ مَكْرًا ۚ اِنَّ رُسُلَنَا
يَكْتُبُوْنَ مَا تَمْكُرُوْنَ ○

২১। আর দুঃখ-দৈন্য তাহাদিগকে স্পর্শ করিবার পর, যখন আমি মানুষকে অনুগ্রহের আস্বাদন করাই তাহারা তখনই আমার নিদর্শনের বিরুদ্ধে অপকৌশল[৫৯৩] করে। বল, 'আল্লাহ্ অপকৌশলের শাস্তিদানে দ্রুততর।' তোমরা যে অপকৌশল কর তাহা অবশ্যই আমার ফিরিশ্‌তাগণ[৫৯৪] লিখিয়া রাখে।

٢٢- هُوَ الَّذِيْ يُسَيِّرُكُمْ فِي الْبَرِّ
وَالْبَحْرِ ۚ حَتّٰٓى اِذَا كُنْتُمْ فِي الْفُلْكِ ۚ
وَجَرَيْنَ بِهِمْ بِرِيْحٍ طَيِّبَةٍ وَّفَرِحُوْا بِهَا
جَآءَتْهَا رِيْحٌ عَاصِفٌ وَّجَآءَهُمُ الْمَوْجُ
مِنْ كُلِّ مَكَانٍ وَّظَنُّوْٓا اَنَّهُمْ اُحِيْطَ بِهِمْ ۙ
دَعَوُا اللّٰهَ مُخْلِصِيْنَ لَهُ الدِّيْنَ ۚ
لَئِنْ اَنْجَيْتَنَا مِنْ هٰذِهٖ لَنَكُوْنَنَّ
مِنَ الشّٰكِرِيْنَ ○

২২। তিনিই তোমাদিগকে জলে-স্থলে ভ্রমণ করান এবং তোমরা যখন নৌকারোহী হও এবং এইগুলি আরোহী লইয়া অনুকূল বাতাসে বহিয়া যায় এবং তাহারা উহাতে আনন্দিত হয়, অতঃপর এইগুলি বাত্যাহত এবং সর্বদিক হইতে তরংগাহত হয় এবং তাহারা উহা দ্বারা পরিবেষ্টিত হইয়া পড়িয়াছে মনে করে, তখন তাহারা আনুগত্যে বিশুদ্ধচিত্ত হইয়া আল্লাহ্‌কে ডাকিয়া বলে ঃ 'তুমি আমাদিগকে ইহা হইতে ত্রাণ করিলে আমরা অবশ্য কৃতজ্ঞদের অন্তর্ভুক্ত হইব।'

٢٣- فَلَمَّآ اَنْجٰهُمْ اِذَا هُمْ

২৩। অতঃপর তিনি যখনই উহাদিগকে বিপদ-মুক্ত করেন তখনই উহারা পৃথিবীতে

৫৯২। সত্যের নিদর্শন বহুবার প্রদর্শিত হইয়াছে। রাসূল (সাঃ) তাঁহার নিজ ইচ্ছায় নিদর্শন (اية) আনিতে পারেন না। সত্যের জয় সুনিশ্চিত, তবে জয় কখন আসিবে তাহা আল্লাহ্‌ই জানেন।
৫৯৩। এখানে مكر -এর অর্থ 'বিদ্রূপ'।— কুরতুবী, জালালায়ন
৫৯৪। رسل শব্দটি কখনও কখনও ফিরিশ্‌তা অর্থে ব্যবহৃত হয়। কুরআন শরীফে ইহার অনেক দৃষ্টান্ত রহিয়াছে।

يَبْغُوْنَ فِي الْاَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ ط
يٰٓاَيُّهَا النَّاسُ اِنَّمَا بَغْيُكُمْ عَلٰٓى اَنْفُسِكُمْ لا
مَّتَاعَ الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا ز
ثُمَّ اِلَيْنَا مَرْجِعُكُمْ
فَنُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُوْنَ ○

অন্যায়ভাবে যুলুম করিতে থাকে। হে মানুষ! তোমাদের যুলুম বস্তুত তোমাদের নিজেদের প্রতিই হইয়া থাকে; পার্থিব জীবনের সুখ ভোগ করিয়া লও, পরে আমারই নিকট তোমাদের প্রত্যাবর্তন। তখন আমি তোমাদিগকে জানাইয়া দিব তোমরা যাহা করিতে।

٢٤- اِنَّمَا مَثَلُ الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا
كَمَآءٍ اَنْزَلْنٰهُ مِنَ السَّمَآءِ
فَاخْتَلَطَ بِهٖ نَبَاتُ الْاَرْضِ
مِمَّا يَاْكُلُ النَّاسُ وَالْاَنْعَامُ ط
حَتّٰٓى اِذَآ اَخَذَتِ الْاَرْضُ زُخْرُفَهَا
وَازَّيَّنَتْ وَظَنَّ اَهْلُهَآ
اَنَّهُمْ قٰدِرُوْنَ عَلَيْهَآ لا اَتٰهَآ اَمْرُنَا لَيْلًا
اَوْ نَهَارًا فَجَعَلْنٰهَا حَصِيْدًا كَاَنْ لَّمْ
تَغْنَ بِالْاَمْسِ ط كَذٰلِكَ نُفَصِّلُ الْاٰيٰتِ
لِقَوْمٍ يَّتَفَكَّرُوْنَ ○

২৪। বস্তুত পার্থিব জীবনের দৃষ্টান্ত এইরূপ ঃ যেমন আমি আকাশ হইতে বারি বর্ষণ করি যদ্দ্বারা ভূমিজ উদ্ভিদ ঘন সন্নিবিষ্ট হইয়া উদ্‌গত হয়, যাহা হইতে মানুষ ও জীব-জন্তু আহার করিয়া থাকে। অতঃপর যখন ভূমি তাহার শোভা ধারণ করে ও নয়নাভিরাম হয় এবং উহার অধিকারিগণ মনে করে উহা তাহাদের আয়ত্তাধীন, তখন দিবসে অথবা রজনীতে আমার নির্দেশ আসিয়া পড়ে ও আমি উহা এমনভাবে নির্মূল করিয়া দেই, যেন গতকালও উহার অস্তিত্ব ছিল না। এইভাবে আমি নিদর্শনাবলী বিশদভাবে বিবৃত করি চিন্তাশীল সম্প্রদায়ের জন্য।

٢٥- وَاللّٰهُ يَدْعُوْٓا اِلٰى دَارِ السَّلٰمِ ط
وَيَهْدِيْ مَنْ يَّشَآءُ اِلٰى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيْمٍ ○

২৫। আল্লাহ্ শান্তির আবাসের দিকে আহ্বান করেন এবং যাহাকে ইচ্ছা সরল পথে পরিচালিত করেন।

٢٦- لِلَّذِيْنَ اَحْسَنُوا الْحُسْنٰى وَزِيَادَةٌ ط
وَلَا يَرْهَقُ وُجُوْهَهُمْ قَتَرٌ وَّلَا ذِلَّةٌ ط
اُولٰٓئِكَ اَصْحٰبُ الْجَنَّةِ ج
هُمْ فِيْهَا خٰلِدُوْنَ ○

২৬। যাহারা মংগলকর কার্য করে তাহাদের জন্য আছে মংগল এবং আরও অধিক। কালিমা ও হীনতা উহাদের মুখমণ্ডলকে আচ্ছন্ন করিবে না। উহারাই জান্নাতের অধিবাসী, সেথায় উহারা স্থায়ী হইবে।

٢٧- وَالَّذِيْنَ كَسَبُوا السَّيِّاٰتِ جَزَآءُ سَيِّئَةٍ
بِمِثْلِهَا لا وَتَرْهَقُهُمْ ذِلَّةٌ ط
مَا لَهُمْ مِّنَ اللّٰهِ مِنْ عَاصِمٍ ج

২৭। যাহারা মন্দ কাজ করে তাহাদের প্রতিফল অনুরূপ মন্দ এবং তাহাদিগকে হীনতা আচ্ছন্ন করিবে; আল্লাহ্ হইতে উহাদিগকে রক্ষা করিবার কেহ নাই;

كَاَنَّمَآ اُغۡشِيَتۡ وُجُوۡهُهُمۡ قِطَعًا مِّنَ الَّيۡلِ مُظۡلِمًا ؕ اُولٰٓٮِٕكَ اَصۡحٰبُ النَّارِ ۚ هُمۡ فِيۡهَا خٰلِدُوۡنَ ○

উহাদের মুখমণ্ডল যেন রাত্রির অন্ধকার আস্তরণে আচ্ছাদিত। উহারা অগ্নির অধিবাসী, সেথায় উহারা স্থায়ী হইবে।

٢٨-وَيَوۡمَ نَحۡشُرُهُمۡ جَمِيۡعًا ثُمَّ نَقُوۡلُ لِلَّذِيۡنَ اَشۡرَكُوۡا مَكَانَكُمۡ اَنۡتُمۡ وَشُرَكَآؤُكُمۡ ۚ فَزَيَّلۡنَا بَيۡنَهُمۡ وَقَالَ شُرَكَآؤُهُمۡ مَّا كُنۡتُمۡ اِيَّانَا تَعۡبُدُوۡنَ ○

২৮। এবং যেদিন আমি উহাদের সকলকে একত্র করিয়া যাহারা মুশরিক তাহাদিগকে বলিব, 'তোমরা এবং তোমরা যাহাদিগকে শরীক করিয়াছিলে তাহারা স্ব স্ব স্থানে অবস্থান কর;' আমি উহাদিগকে পরস্পর হইতে পৃথক করিয়া দিব এবং উহারা যাহাদিগকে শরীক করিয়াছিল তাহারা বলিবে, 'তোমরা তো আমাদের 'ইবাদত করিতে না।

٢٩-فَكَفٰى بِاللّٰهِ شَهِيۡدًاۢ بَيۡنَنَا وَبَيۡنَكُمۡ اِنۡ كُنَّا عَنۡ عِبَادَتِكُمۡ لَغٰفِلِيۡنَ ○

২৯। 'আল্লাহ্ই আমাদের ও তোমাদের মধ্যে সাক্ষী হিসাবে যথেষ্ট যে, তোমরা আমাদের 'ইবাদত করিতে এ বিষয়ে আমরা তো গাফিল ছিলাম।'

٣٠-هُنَالِكَ تَبۡلُوۡا كُلُّ نَفۡسٍ مَّآ اَسۡلَفَتۡ وَرُدُّوۡۤا اِلَى اللّٰهِ مَوۡلٰٮهُمُ الۡحَـقِّ وَضَلَّ عَنۡهُمۡ مَّا كَانُوۡا يَفۡتَرُوۡنَ ○

৩০। সেখানে তাহাদের প্রত্যেকে তাহার পূর্ব কৃতকর্ম পরীক্ষা করিয়া লইবে[৫৯৫] এবং উহাদিগকে উহাদের প্রকৃত অভিভাবক আল্লাহ্‌র নিকট ফিরাইয়া আনা হইবে এবং উহাদের উদ্ভাবিত মিথ্যা উহাদের নিকট হইতে অন্তর্হিত হইবে।

[৪]

٣١-قُلۡ مَنۡ يَّرۡزُقُكُمۡ مِّنَ السَّمَآءِ وَالۡاَرۡضِ اَمَّنۡ يَّمۡلِكُ السَّمۡعَ وَالۡاَبۡصَارَ وَمَنۡ يُّخۡرِجُ الۡحَـىَّ مِنَ الۡمَيِّتِ وَيُخۡرِجُ الۡمَيِّتَ مِنَ الۡحَـىِّ وَمَنۡ يُّدَبِّرُ الۡاَمۡرَ ؕ

৩১। বল, 'কে তোমাদিগকে আকাশ ও পৃথিবী হইতে জীবনোপকরণ সরবরাহ করে অথবা শ্রবণ ও দৃষ্টিশক্তি কাহার কর্তৃত্বাধীন, জীবিতকে মৃত হইতে কে বাহির করে এবং মৃতকে জীবিত হইতে কে বাহির করে এবং সকল বিষয় কে নিয়ন্ত্রিত করে?' তখন তাহারা বলিবে,

৫৯৫। মৃত্যুর পরই মানুষ তাহার কৃতকর্ম সম্বন্ধে মোটামুটি জানিতে পারিবে আর কিয়ামতে বিস্তারিত, এমনকি ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র 'আমলও তাহার চক্ষুর সম্মুখে উদ্ভাসিত হইবে।

فَسَيَقُوْلُوْنَ اللّٰهُ ۚ
فَقُلْ اَفَلَا تَتَّقُوْنَ ○

'আল্লাহ্।' বল, 'তবুও কি তোমরা সাবধান হইবে না?'

٣٢- فَذٰلِكُمُ اللّٰهُ رَبُّكُمُ الْحَقُّ ۚ
فَمَاذَا بَعْدَ الْحَقِّ اِلَّا الضَّلٰلُ ۚ
فَاَنّٰى تُصْرَفُوْنَ ○

৩২। তিনিই আল্লাহ্, তোমাদের সত্য প্রতিপালক। সত্য ত্যাগ করিবার পর বিভ্রান্তি ব্যতীত আর কী থাকে? সুতরাং তোমরা কোথায় চালিত হইতেছ?

٣٣- كَذٰلِكَ حَقَّتْ كَلِمَتُ رَبِّكَ
عَلَى الَّذِيْنَ فَسَقُوْٓا اَنَّهُمْ لَا يُؤْمِنُوْنَ ○

৩৩। এইভাবে সত্যত্যাগীদের সম্পর্কে, তোমার প্রতিপালকের এই বাণী সত্য প্রতিপন্ন হইয়াছে যে, তাহারা তো ঈমান আনিবে না।

٣٤- قُلْ هَلْ مِنْ شُرَكَآئِكُمْ مَّنْ يَّبْدَؤُا
الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيْدُهٗ ؕ
قُلِ اللّٰهُ يَبْدَؤُا الْخَلْقَ
ثُمَّ يُعِيْدُهٗ فَاَنّٰى تُؤْفَكُوْنَ ○

৩৪। বল, 'তোমরা যাহাদের শরীক কর তাহাদের মধ্যে কি এমন কেহ আছে, যে সৃষ্টিকে অস্তিত্বে আনয়ন করে ও পরে উহার পুনরাবর্তন ঘটায়?' বল, 'আল্লাহ্ই সৃষ্টিকে অস্তিত্বে আনয়ন করেন ও পরে উহার পুনরাবর্তন ঘটান,' সুতরাং তোমরা কেমন করিয়া সত্য বিচ্যুত হইতেছ?

٣٥- قُلْ هَلْ مِنْ شُرَكَآئِكُمْ مَّنْ
يَّهْدِيْٓ اِلَى الْحَقِّ ؕ قُلِ اللّٰهُ يَهْدِيْ لِلْحَقِّ ؕ
اَفَمَنْ يَّهْدِيْٓ اِلَى الْحَقِّ
اَحَقُّ اَنْ يُّتَّبَعَ اَمَّنْ لَّا يَهِدِّيْٓ
اِلَّآ اَنْ يُّهْدٰى ۚ فَمَا لَكُمْ ۟ كَيْفَ تَحْكُمُوْنَ ○

৩৫। বল, 'তোমরা যাহাদিগকে শরীক কর তাহাদের মধ্যে কি এমন কেহ আছে, যে সত্যের পথ নির্দেশ করে?' বল, 'আল্লাহ্ই সত্যের পথ নির্দেশ করেন। যিনি সত্যের পথ নির্দেশ করেন তিনি আনুগত্যের অধিকতর হকদার, না যাহাকে পথ না দেখাইলে পথ পায় না—সে? তোমাদের কী হইয়াছে? তোমরা কীভাবে সিদ্ধান্ত করিয়া থাক?'

٣٦- وَمَا يَتَّبِعُ اَكْثَرُهُمْ اِلَّا ظَنًّا ؕ
اِنَّ الظَّنَّ لَا يُغْنِيْ مِنَ الْحَقِّ شَيْئًا ؕ
اِنَّ اللّٰهَ عَلِيْمٌۢ بِمَا يَفْعَلُوْنَ ○

৩৬। উহাদের অধিকাংশ অনুমানেরই অনুসরণ করে, সত্যের পরিবর্তে অনুমান কোন কাজে আসে না, উহারা যাহা করে নিশ্চয়ই আল্লাহ্ সে বিষয়ে সবিশেষ অবহিত।

৩৭। এই কুরআন আল্লাহ্ ব্যতীত অপর কাহারও রচনা নহে। পক্ষান্তরে ইহার পূর্বে যাহা অবতীর্ণ হইয়াছে ইহা তাহার সমর্থন এবং ইহা বিধানসমূহের বিশদ ব্যাখ্যা। ইহাতে কোন সন্দেহ নাই যে, ইহা জগতসমূহের প্রতিপালকের পক্ষ হইতে।

٣٧- وَمَا كَانَ هٰذَا الْقُرْاٰنُ اَنْ يُّفْتَرٰى مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ وَلٰكِنْ تَصْدِيْقَ الَّذِىْ بَيْنَ يَدَيْهِ وَتَفْصِيْلَ الْكِتٰبِ لَا رَيْبَ فِيْهِ مِنْ رَّبِّ الْعٰلَمِيْنَ ○

৩৮। তাহারা কি বলে, 'সে[৫৯৬] ইহা রচনা করিয়াছে?' বল, 'তবে তোমরা ইহার অনুরূপ একটি সূরা আনয়ন কর[৫৯৭] এবং আল্লাহ্ ব্যতীত অপর যাহাকে পার আহ্বান কর, যদি তোমরা সত্যবাদী হও।'

٣٨- اَمْ يَقُوْلُوْنَ افْتَرٰىهُ ؕ قُلْ فَاْتُوْا بِسُوْرَةٍ مِّثْلِهٖ وَادْعُوْا مَنِ اسْتَطَعْتُمْ مِّنْ دُوْنِ اللّٰهِ اِنْ كُنْتُمْ صٰدِقِيْنَ ○

৩৯। পরন্তু উহারা যে বিষয়ের জ্ঞান আয়ত্ত করে নাই তাহা অস্বীকার করে এবং এখনও ইহার পরিণাম উহাদের নিকট উপস্থিত হয় নাই।[৫৯৮] এইভাবে উহাদের পূর্ববর্তিগণও মিথ্যা আরোপ করিয়াছিল, সুতরাং দেখ, যালিমদের পরিণাম কী হইয়াছে!

٣٩- بَلْ كَذَّبُوْا بِمَا لَمْ يُحِيْطُوْا بِعِلْمِهٖ وَلَمَّا يَاْتِهِمْ تَاْوِيْلُهٗ ؕ كَذٰلِكَ كَذَّبَ الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَانْظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الظّٰلِمِيْنَ ○

৪০। উহাদের মধ্যে কেহ ইহাতে বিশ্বাস করে এবং কেহ ইহাতে বিশ্বাস করে না এবং তোমার প্রতিপালক অশান্তি সৃষ্টিকারীদের সম্বন্ধে সম্যক অবহিত।

٤٠- وَمِنْهُمْ مَّنْ يُّؤْمِنُ بِهٖ وَمِنْهُمْ مَّنْ لَّا يُؤْمِنُ بِهٖ ؕ وَرَبُّكَ اَعْلَمُ بِالْمُفْسِدِيْنَ ○ ع

[৫]

৪১। এবং তাহারা যদি তোমার প্রতি মিথ্যা আরোপ করে তবে তুমি বলিও, 'আমার কর্মের দায়িত্ব আমার এবং তোমাদের কর্মের দায়িত্ব তোমাদের। আমি যাহা করি সে বিষয়ে তোমরা দায়মুক্ত এবং তোমরা যাহা কর সে বিষয়ে আমিও দায়মুক্ত।'

٤١- وَاِنْ كَذَّبُوْكَ فَقُلْ لِّىْ عَمَلِىْ وَلَكُمْ عَمَلُكُمْ ۚ اَنْتُمْ بَرِيْٓـُٔوْنَ مِمَّآ اَعْمَلُ وَاَنَا بَرِىْٓءٌ مِّمَّا تَعْمَلُوْنَ ○

৫৯৬। এখানে 'সে' অর্থ হযরত মুহাম্মাদ (সাঃ)।
৫৯৭। দ্র. ২ ঃ ২৩ আয়াত।
৫৯৮। আল্লাহ্‌র দীনকে অস্বীকার করার পরিণাম শাস্তি। সেই শাস্তি এখনও তাহাদের নিকট আসে নাই। ভিন্নমতে تاويل অর্থ এখানে মূল কথা বা সঠিক ব্যাখ্যা অর্থাৎ তাহারা কুরআন বুঝিতে পারে নাই।—রাগিব

Contents

٤٢- وَمِنْهُمْ مَّنْ يَّسْتَمِعُوْنَ اِلَيْكَ ط
اَفَاَنْتَ تُسْمِعُ الصُّمَّ
وَلَوْ كَانُوْا لَا يَعْقِلُوْنَ ○

৪২। উহাদের মধ্যে কেহ কেহ তোমার দিকে কান পাতিয়া রাখে। তুমি কি বধিরকে শুনাইবে, তাহারা না বুঝিলেও?

٤٣- وَمِنْهُمْ مَّنْ يَّنْظُرُ اِلَيْكَ ط
اَفَاَنْتَ تَهْدِى الْعُمْىَ
وَلَوْ كَانُوْا لَا يُبْصِرُوْنَ ○

৪৩। উহাদের মধ্যে কেহ কেহ তোমার দিকে তাকাইয়া থাকে।[৫৯৯] তুমি কি অন্ধকে পথ দেখাইবে, তাহারা না দেখিলেও?

٤٤- اِنَّ اللّٰهَ لَا يَظْلِمُ النَّاسَ شَيْـًٔا
وَّ لٰكِنَّ النَّاسَ اَنْفُسَهُمْ يَظْلِمُوْنَ ○

৪৪। নিশ্চয়ই আল্লাহ্ মানুষের প্রতি কোন যুলুম করেন না, বরং মানুষই নিজেদের প্রতি যুলুম করিয়া থাকে।

٤٥- وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ كَاَنْ لَّمْ يَلْبَثُوْٓا
اِلَّا سَاعَةً مِّنَ النَّهَارِ
يَتَعَارَفُوْنَ بَيْنَهُمْ ط
قَدْ خَسِرَ الَّذِيْنَ كَذَّبُوْا بِلِقَآءِ اللّٰهِ
وَمَا كَانُوْا مُهْتَدِيْنَ ○

৪৫। যেদিন তিনি উহাদিগকে একত্র করিবেন সেদিন উহাদের মনে হইবে[৬০০] যে, উহাদের অবস্থিতি দিবসের মুহূর্তকাল মাত্র ছিল; উহারা পরস্পরকে চিনিবে। আল্লাহ্র সাক্ষাত যাহারা অস্বীকার করিয়াছে তাহারা ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছে এবং তাহারা সৎপথপ্রাপ্ত ছিল না।

٤٦- وَاِمَّا نُرِيَنَّكَ
بَعْضَ الَّذِىْ نَعِدُهُمْ اَوْ نَتَوَفَّيَنَّكَ
فَاِلَيْنَا مَرْجِعُهُمْ
ثُمَّ اللّٰهُ شَهِيْدٌ
عَلٰى مَا يَفْعَلُوْنَ ○

৪৬। আমি উহাদিগকে যে ভীতি প্রদর্শন করিয়াছি তাহার কিছু যদি তোমাকে দেখাইয়াই দেই অথবা তোমার কাল পূর্ণ করিয়াই দেই, উহাদের প্রত্যাবর্তন তো আমারই নিকট; এবং উহারা যাহা করে আল্লাহ্ তাহার সাক্ষী।

٤٧- وَلِكُلِّ اُمَّةٍ رَّسُوْلٌ ج
فَاِذَا جَآءَ رَسُوْلُهُمْ قُضِىَ بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ
وَهُمْ لَا يُظْلَمُوْنَ ○

৪৭। প্রত্যেক জাতির জন্য আছে একজন রাসূল[৬০১] এবং যখন উহাদের রাসূল আসিয়াছে তখন ন্যায়বিচারের সহিত উহাদের মীমাংসা হইয়াছে এবং উহাদের প্রতি যুলুম করা হয় নাই।

৫৯৯। খুঁৎ ধরিবার উদ্দেশ্যে।
৬০০। 'উহাদের মনে হইবে' এই কথাটি মূল আরবীতে উহ্য আছে।
৬০১। অতীতে প্রত্যেক জাতির জন্য এক একজন রাসূল প্রেরিত হইয়াছিল, এখানে তাহারই কথা বলা হইয়াছে।

Contents

٤٨- وَيَقُوْلُوْنَ مَتٰى هٰذَا الْوَعْدُ اِنْ كُنْتُمْ صٰدِقِيْنَ ○

৪৮। উহারা বলে, 'যদি তোমরা সত্যবাদী হও, তবে' 'বল৬০২ এই প্রতিশ্রুতি কবে ফলিবে?'

٤٩- قُلْ لَّآ اَمْلِكُ لِنَفْسِىْ ضَرًّا وَّلَا نَفْعًا اِلَّا مَا شَآءَ اللّٰهُ ؕ لِكُلِّ اُمَّةٍ اَجَلٌ ؕ اِذَا جَآءَ اَجَلُهُمْ فَلَا يَسْتَاْخِرُوْنَ سَاعَةً وَّلَا يَسْتَقْدِمُوْنَ ○

৪৯। বল, 'আল্লাহ্ যাহা ইচ্ছা করেন তাহা ব্যতীত আমার নিজের ভালমন্দের উপর আমার কোন অধিকার নাই।' প্রত্যেক জাতির এক নির্দিষ্ট সময় আছে; যখন তাহাদের সময় আসিবে তখন তাহারা মুহূর্তকালও বিলম্ব বা ত্বরা করিতে পারিবে না।

٥٠- قُلْ اَرَءَيْتُمْ اِنْ اَتٰىكُمْ عَذَابُهٗ بَيَاتًا اَوْ نَهَارًا مَّاذَا يَسْتَعْجِلُ مِنْهُ الْمُجْرِمُوْنَ ○

৫০। বল, 'তোমরা কি ভাবিয়া দেখিয়াছ, যদি তাঁহার শাস্তি তোমাদের উপর রজনীতে অথবা দিবসে আসিয়া পড়ে তবে অপরাধীরা উহার কী ত্বরান্বিত করিতে চাহে?'

٥١- اَثُمَّ اِذَا مَا وَقَعَ اٰمَنْتُمْ بِهٖ ؕ آٰلْئٰنَ وَقَدْ كُنْتُمْ بِهٖ تَسْتَعْجِلُوْنَ ○

৫১। তোমরা কি ইহা ঘটিবার পর ইহা বিশ্বাস করিবে?৬০৩ এখন? তোমরা তো ইহাই ত্বরান্বিত করিতে চাহিয়াছিলে!

٥٢- ثُمَّ قِيْلَ لِلَّذِيْنَ ظَلَمُوْا ذُوْقُوْا عَذَابَ الْخُلْدِ ۚ هَلْ تُجْزَوْنَ اِلَّا بِمَا كُنْتُمْ تَكْسِبُوْنَ ○

৫২। পরে যালিমদিগকে বলা হইবে, 'স্থায়ী শাস্তি আস্বাদন কর; তোমরা যাহা করিতে, তোমাদিগকে তাহারই প্রতিফল দেওয়া হইতেছে।'

٥٣- وَيَسْتَنْۢبِـُٔوْنَكَ اَحَقٌّ هُوَ ؕ قُلْ اِىْ وَرَبِّىْٓ اِنَّهٗ لَحَقٌّ ۚ وَمَآ اَنْتُمْ بِمُعْجِزِيْنَ ○

৫৩। উহারা তোমার নিকট জানিতে চাহে, 'ইহা কি সত্য?' বল, 'হাঁ, আমার প্রতিপালকের শপথ! ইহা অবশ্যই সত্য। এবং তোমরা ইহা৬০৪ ব্যর্থ করিতে পারিবে না।'

[৬]

٥٤- وَلَوْ اَنَّ لِكُلِّ نَفْسٍ ظَلَمَتْ مَا فِى الْاَرْضِ

৫৪। প্রত্যেক সীমালংঘনকারীই পৃথিবীতে যাহা কিছু আছে তাহা যদি তাহার হইত

৬০২। 'তবে বল' কথাটি আরবীতে উহ্য আছে।

৬০৩। কিন্তু 'শাস্তি' আসিয়া পড়িলে ঈমান আর তখন গ্রহণযোগ্য হয় না। এই প্রসঙ্গে দ্র. ৬ ঃ ১৫৮; ১০ ঃ ৯০-৯২ ৩২ ঃ ২৯ ও ৪০ ঃ ৮৫।

৬০৪। 'ইহা' আরবীতে উহ্য আছে।

لَافْتَدَتْ بِهٖ ۗ وَاَسَرُّوا النَّدَامَةَ لَمَّا رَاَوُا الْعَذَابَ ۚ وَقُضِيَ بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ وَهُمْ لَا يُظْلَمُوْنَ ○

তবে সে মুক্তির বিনিময়ে উহা দিয়া দিত; এবং যখন উহারা শাস্তি প্রত্যক্ষ করিবে তখন মনস্তাপ গোপন করিবে। উহাদের মীমাংসা ন্যায়বিচারের সহিত করা হইবে এবং উহাদের প্রতি যুলুম করা হইবে না।

٥٥- اَلَآ اِنَّ لِلّٰهِ مَا فِي السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ ۗ اَلَآ اِنَّ وَعْدَ اللّٰهِ حَقٌّ وَّلٰكِنَّ اَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُوْنَ ○

৫৫। সাবধান! আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীতে যাহা কিছু আছে তাহা আল্লাহ্‌রই। সাবধান! আল্লাহ্‌র প্রতিশ্রুতি সত্য, কিন্তু উহাদের অধিকাংশই অবগত নহে।

٥٦- هُوَ يُحْيٖ وَيُمِيْتُ وَاِلَيْهِ تُرْجَعُوْنَ ○

৫৬। তিনিই জীবন দান করেন এবং মৃত্যু ঘটান এবং তাঁহারই নিকট তোমরা প্রত্যাবর্তিত হইবে।

٥٧- يٰۤاَيُّهَا النَّاسُ قَدْ جَآءَتْكُمْ مَّوْعِظَةٌ مِّنْ رَّبِّكُمْ وَشِفَآءٌ لِّمَا فِي الصُّدُوْرِ ۙ وَهُدًى وَّرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِيْنَ ○

৫৭। হে মানুষ! তোমাদের প্রতি তোমাদের প্রতিপালকের নিকট হইতে আসিয়াছে উপদেশ ও তোমাদের অন্তরে যাহা আছে তাহার আরোগ্য[৬০৫] এবং মু'মিনদের জন্য হিদায়াত ও রহমত।

٥٨- قُلْ بِفَضْلِ اللّٰهِ وَبِرَحْمَتِهٖ فَبِذٰلِكَ فَلْيَفْرَحُوْا ۗ هُوَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُوْنَ ○

৫৮। বল, 'ইহা[৬০৬] আল্লাহ্‌র অনুগ্রহে ও তাঁহার দয়ায়; সুতরাং ইহাতে উহারা আনন্দিত হউক।' উহারা যাহা পুঞ্জীভূত করে তাহা অপেক্ষা ইহা শ্রেয়।

٥٩- قُلْ اَرَءَيْتُمْ مَّآ اَنْزَلَ اللّٰهُ لَكُمْ مِّنْ رِّزْقٍ فَجَعَلْتُمْ مِّنْهُ حَرَامًا وَّحَلٰلًا ۗ قُلْ آٰللّٰهُ اَذِنَ لَكُمْ اَمْ عَلَى اللّٰهِ تَفْتَرُوْنَ ○

৫৯। বল, 'তোমরা কি ভাবিয়া দেখিয়াছ আল্লাহ্ তোমাদের যে রিয্‌ক দিয়াছেন তোমরা যে তাহার কিছু হালাল ও কিছু হারাম করিয়াছ?[৬০৭] বল, 'আল্লাহ্ কি তোমাদিগকে ইহার অনুমতি দিয়াছেন, না তোমরা আল্লাহ্‌র প্রতি মিথ্যা আরোপ করিতেছ?'

৬০৫। কুফ্‌রী ও গুনাহ্-এর ফলে অন্তর কলুষিত ও সত্যবিমুখ হয়। ইহা অন্তরের ব্যাধি। কুরআনের উপদেশ গ্রহণ করিলে অন্তর সেই ব্যাধিমুক্ত হয়। সুস্থ অন্তরের জন্য কুরআন হিদায়াত ও রহমত।

৬০৬। কুরআন আল্লাহ্‌র বড় নি'মাত—দুনিয়া ও ইহার ধন-সম্পদ হইতে কুরআন শ্রেষ্ঠ, ইহাকে মান্য করিলে প্রকৃত আনন্দের ভাগী হওয়া যায়।

৬০৭। নিজ নিজ খেয়াল-খুশীমত কিছু হালাল ও কিছু হারাম বলার অধিকার কাহারও নাই, অথচ মুশরিক ও ইয়াহূদীরা ইহা করিয়াছে। এই প্রসঙ্গে ৬ ঃ ১৩৮, ১৩৯, ১৪০ ও ১৪৪ দ্র.।

٦٠- وَمَا ظَنُّ الَّذِيْنَ يَفْتَرُوْنَ عَلَى اللّٰهِ الْكَذِبَ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ ؕ اِنَّ اللّٰهَ لَذُوْ فَضْلٍ عَلَى النَّاسِ وَلٰكِنَّ اَكْثَرَهُمْ لَا يَشْكُرُوْنَ ۟ ع

৬০। যাহারা আল্লাহ্ সম্বন্ধে মিথ্যা উদ্ভাবন করে, কিয়ামত দিবস সম্বন্ধে তাহাদের কী ধারণা? নিশ্চয়ই আল্লাহ্ মানুষের প্রতি অনুগ্রহপরায়ণ, কিন্তু উহাদের অধিকাংশই কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে না।

[৭]

٦١- وَمَا تَكُوْنُ فِيْ شَاْنٍ وَّمَا تَتْلُوْا مِنْهُ مِنْ قُرْاٰنٍ وَّلَا تَعْمَلُوْنَ مِنْ عَمَلٍ اِلَّا كُنَّا عَلَيْكُمْ شُهُوْدًا اِذْ تُفِيْضُوْنَ فِيْهِ ؕ وَمَا يَعْزُبُ عَنْ رَّبِّكَ مِنْ مِّثْقَالِ ذَرَّةٍ فِي الْاَرْضِ وَلَا فِي السَّمَآءِ وَلَآ اَصْغَرَ مِنْ ذٰلِكَ وَلَآ اَكْبَرَ اِلَّا فِيْ كِتٰبٍ مُّبِيْنٍ ۝

৬১। তুমি যে কোন অবস্থায় থাক এবং তুমি তৎসম্পর্কে কুরআন হইতে যাহা তিলাওয়াত কর এবং তোমরা যে কোন কার্য কর, আমি তোমাদের পরিদর্শক—যখন তোমরা উহাতে প্রবৃত্ত হও। আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীর অণু পরিমাণও তোমার প্রতিপালকের অগোচর নহে এবং উহা অপেক্ষা ক্ষুদ্রতর অথবা বৃহত্তর কিছুই নাই যাহা সুস্পষ্ট কিতাবে৬০৮ নাই।

٦٢- اَلَآ اِنَّ اَوْلِيَآءَ اللّٰهِ لَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُوْنَ ۟

৬২। জানিয়া রাখ! আল্লাহ্‌র বন্ধুদের কোন ভয় নাই এবং তাহারা দুঃখিতও হইবে না।

٦٣- اَلَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَكَانُوْا يَتَّقُوْنَ ۟

৬৩। যাহারা ঈমান আনে এবং তাক্ওয়া অবলম্বন করে,

٦٤- لَهُمُ الْبُشْرٰى فِي الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا وَفِي الْاٰخِرَةِ ؕ لَا تَبْدِيْلَ لِكَلِمٰتِ اللّٰهِ ؕ ذٰلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيْمُ ۟

৬৪। তাহাদের জন্য আছে সুসংবাদ৬০৯ দুনিয়া ও আখিরাতে, আল্লাহ্‌র বাণীর কোন পরিবর্তন নাই; উহাই মহাসাফল্য।

٦٥- وَلَا يَحْزُنْكَ قَوْلُهُمْ ۘ اِنَّ الْعِزَّةَ لِلّٰهِ جَمِيْعًا ؕ هُوَ السَّمِيْعُ الْعَلِيْمُ ۝ وقف لازم

৬৫। উহাদের কথা তোমাকে যেন দুঃখ না দেয়। সমস্ত শক্তিই আল্লাহ্‌র; তিনি সর্বশ্রোতা, সর্বজ্ঞ।

৬০৮। 'লাওহে মাহ্ফূজ' অর্থাৎ সংরক্ষিত কিতাব।

৬০৯। بشرى অর্থ 'সুসংবাদ'। 'তাহাদের কোন ভয় নাই এবং তাহারা দুঃখিতও হইবে না'—এ সুসংবাদ তাঁহারা দুনিয়াতেই পাইয়াছেন, মৃত্যুর সময় উপস্থিত হইলে ফিরিশ্তাগণ তাঁহাদিগকে বলেন, 'ভীত হইও না, চিন্তিত হইও না এবং তোমাদিগকে যে জান্নাতের প্রতিশ্রুতি দেওয়া হইয়াছিল তাহার জন্য আনন্দিত হও' (দ্র.—৪১ ঃ ৩০)। ভিন্নমতে এই সুসংবাদ হইল ভাল স্বপ্ন رؤيا صالحة যাহা তাঁহারা দেখেন অথবা তাঁহাদের সম্বন্ধে অন্যরা দেখেন।—দ্র.-জালালায়ন এই ধরনের স্বপ্নকে হাদীছে مبشرات বলা হইয়াছে।—বুখারী

Contents

٦٦- اَلَآ اِنَّ لِلّٰهِ مَنْ فِى السَّمٰوٰتِ وَمَنْ فِى الْاَرْضِ ۗ وَمَا يَتَّبِعُ الَّذِيْنَ يَدْعُوْنَ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ شُرَكَآءَ ۗ اِنْ يَّتَّبِعُوْنَ اِلَّا الظَّنَّ وَاِنْ هُمْ اِلَّا يَخْرُصُوْنَ ○

৬৬। জানিয়া রাখ! যাহারা আকাশমণ্ডলে আছে এবং যাহারা পৃথিবীতে আছে তাহারা আল্লাহ্রই। যাহারা আল্লাহ্ ব্যতীত অপরকে শরীকরূপে ডাকে, তাহারা কিসের অনুসরণ করে? তাহারা তো শুধু অনুমানেরই অনুসরণ করে এবং তাহারা শুধু মিথ্যাই বলে।

٦٧- هُوَ الَّذِىْ جَعَلَ لَكُمُ الَّيْلَ لِتَسْكُنُوْا فِيْهِ وَالنَّهَارَ مُبْصِرًا ۗ اِنَّ فِىْ ذٰلِكَ لَاٰيٰتٍ لِّقَوْمٍ يَّسْمَعُوْنَ ○

৬৭। তিনিই সৃষ্টি করিয়াছেন তোমাদের জন্য রাত্রি, যেন উহাতে তোমরা বিশ্রাম করিতে পার এবং দিবস দেখিবার জন্য। যে সম্প্রদায় কথা শোনে[৬১০] নিশ্চয়ই তাহাদের জন্য ইহাতে আছে নিদর্শন।

٦٨- قَالُوا اتَّخَذَ اللّٰهُ وَلَدًا سُبْحٰنَهٗ ۗ هُوَ الْغَنِىُّ ۗ لَهٗ مَا فِى السَّمٰوٰتِ وَمَا فِى الْاَرْضِ ۗ اِنْ عِنْدَكُمْ مِّنْ سُلْطٰنٍۭ بِهٰذَا ۗ اَتَقُوْلُوْنَ عَلَى اللّٰهِ مَا لَا تَعْلَمُوْنَ ○

৬৮। তাহারা বলে, 'আল্লাহ্ সন্তান গ্রহণ করিয়াছেন।' তিনি মহান পবিত্র! তিনি অভাবমুক্ত! যাহা কিছু আছে আকাশমণ্ডলে ও যাহা কিছু আছে পৃথিবীতে তাহা তাঁহারই। এ বিষয়ে তোমাদের নিকট কোন সনদ নাই।[৬১১] তোমরা কি আল্লাহ্ সম্বন্ধে এমন কিছু বলিতেছ যে বিষয়ে তোমাদের কোন জ্ঞান নাই?

٦٩- قُلْ اِنَّ الَّذِيْنَ يَفْتَرُوْنَ عَلَى اللّٰهِ الْكَذِبَ لَا يُفْلِحُوْنَ ○

৬৯। বল, 'যাহারা আল্লাহ্ সম্বন্ধে মিথ্যা উদ্ভাবন করিবে তাহারা সফলকাম হইবে না।'

٧٠- مَتَاعٌ فِى الدُّنْيَا ثُمَّ اِلَيْنَا مَرْجِعُهُمْ ثُمَّ نُذِيْقُهُمُ الْعَذَابَ الشَّدِيْدَ بِمَا كَانُوْا يَكْفُرُوْنَ ○ ع

৭০। পৃথিবীতে উহাদের জন্য[৬১২] আছে কিছু সুখ-সম্ভোগ; পরে আমারই নিকট উহাদের প্রত্যাবর্তন। অতঃপর কুফরী হেতু উহাদিগকে আমি কঠোর শাস্তির আস্বাদ গ্রহণ করাইব।

৬১০। অর্থাৎ হিদায়াতের কথা শোনে এবং তদ্রূপ 'আমলও করে।

৬১১। অর্থাৎ আল্লাহ্র শরীক করা ও তিনি সন্তান গ্রহণ করিয়াছেন—তাহাদের এই ধারণার কোন প্রমাণ তাহাদের নিকট নাই।

৬১২। 'উহাদের জন্য' কথাটি আরবীতে উহ্য আছে।

[৮]

৭১। উহাদিগকে নূহ্-এর বৃত্তান্ত শোনাও। সে তাহার সম্প্রদায়কে বলিয়াছিল, 'হে আমার সম্প্রদায়! আমার অবস্থিতি ও আল্লাহ্‌র নিদর্শন দ্বারা আমার উপদেশ দান তোমাদের নিকট যদি দুঃসহ হয় তবে আমি তো আল্লাহ্‌র উপর নির্ভর করি। তোমরা যাহাদিগকে শরীক করিয়াছ তৎসহ তোমাদের কর্তব্য স্থির করিয়া লও, পরে যেন কর্তব্য বিষয়ে তোমাদের কোন সংশয় না থাকে। আমার সম্বন্ধে তোমাদের কর্ম নিষ্পন্ন করিয়া ফেল এবং আমাকে অবকাশ দিও না।৬১৩

٧١- وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَاَ نُوْحٍ م اِذْ قَالَ لِقَوْمِهٖ يٰقَوْمِ اِنْ كَانَ كَبُرَ عَلَيْكُمْ مَّقَامِيْ وَتَذْكِيْرِيْ بِاٰيٰتِ اللّٰهِ فَعَلَى اللّٰهِ تَوَكَّلْتُ فَاَجْمِعُوْٓا اَمْرَكُمْ وَشُرَكَآءَكُمْ ثُمَّ لَا يَكُنْ اَمْرُكُمْ عَلَيْكُمْ غُمَّةً ثُمَّ اقْضُوْٓا اِلَيَّ وَلَا تُنْظِرُوْنِ ○

৭২। 'অতঃপর তোমরা মুখ ফিরাইয়া লইলে লইতে পার,৬১৪ তোমাদের নিকট আমি তো কোন পারিশ্রমিক চাহি নাই, আমার পারিশ্রমিক আছে আল্লাহ্‌র নিকট, আমি তো আত্মসমর্পণকারীদের অন্তর্ভুক্ত হইতে আদিষ্ট হইয়াছি।'

٧٢- فَاِنْ تَوَلَّيْتُمْ فَمَا سَاَلْتُكُمْ مِّنْ اَجْرٍ ط اِنْ اَجْرِيَ اِلَّا عَلَى اللّٰهِ لا وَاُمِرْتُ اَنْ اَكُوْنَ مِنَ الْمُسْلِمِيْنَ ○

৭৩। আর উহারা তাহাকে৬১৫ মিথ্যাবাদী বলে; অতঃপর তাহাকে ও তাহার সংগে যাহারা তরণীতে৬১৬ ছিল তাহাদিগকে আমি উদ্ধার করি এবং তাহাদিগকে স্থলাভিষিক্ত করি ও যাহারা আমার নিদর্শনকে প্রত্যাখ্যান করিয়াছিল তাহাদিগকে নিমজ্জিত করি। সুতরাং দেখ, যাহাদিগকে সতর্ক করা হইয়াছিল তাহাদের পরিণাম কী হইয়াছিল?

٧٣- فَكَذَّبُوْهُ فَنَجَّيْنٰهُ وَمَنْ مَّعَهٗ فِي الْفُلْكِ وَجَعَلْنٰهُمْ خَلٰٓئِفَ وَاَغْرَقْنَا الَّذِيْنَ كَذَّبُوْا بِاٰيٰتِنَا ج فَانْظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُنْذَرِيْنَ ○

৭৪। অনন্তর তাহার পরে আমি রাসূলদিগকে প্রেরণ করি, তাহাদের সম্প্রদায়ের নিকট; তাহারা উহাদের নিকট সুস্পষ্ট নিদর্শনসহ

٧٤- ثُمَّ بَعَثْنَا مِنْ بَعْدِهٖ رُسُلًا اِلٰى قَوْمِهِمْ فَجَآءُوْهُمْ بِالْبَيِّنٰتِ

৬১৩। হযরত নূহ্ (আ) নিজ উম্মতের হিদায়াত সম্বন্ধে নিরাশ হইয়া তাহাদের সঙ্গে এই চূড়ান্ত কথাবার্তা বলিয়াছিলেন।

৬১৪। 'যদি তোমরা মুখ ফিরাইয়া লও' এই শর্তের জবাব উহ্য আছে—অর্থাৎ 'লইতে পার' এই কথাগুলি উহ্য আছে।

৬১৫। এ স্থলে 'তাহাকে' অর্থ হযরত নূহ্ (আঃ)-কে।

৬১৬। নূহ্ (আঃ)-এর তরণীর বিবরণ সম্পর্কে দ্র. ১১ ঃ ৩৭-৪০।

فَمَا كَانُوْا لِيُؤْمِنُوْا بِمَا كَذَّبُوْا بِهٖ مِنْ قَبْلُ ؕ كَذٰلِكَ نَطْبَعُ عَلٰى قُلُوْبِ الْمُعْتَدِيْنَ ○

আসিয়াছিল। কিন্তু উহারা পূর্বে যাহা প্রত্যাখ্যান করিয়াছিল তাহার প্রতি ঈমান আনিবার জন্য প্রস্তুত ছিল না। এইভাবে আমি সীমালংঘনকারীদের হৃদয় মোহর করিয়া দেই।৬১৭

٧٥- ثُمَّ بَعَثْنَا مِنْ بَعْدِهِمْ مُّوْسٰى وَهٰرُوْنَ اِلٰى فِرْعَوْنَ وَمَلَا۠ئِهٖ بِاٰيٰتِنَا فَاسْتَكْبَرُوْا وَكَانُوْا قَوْمًا مُّجْرِمِيْنَ ○

৭৫। পরে আমার নিদর্শনসহ মূসা ও হারূনকে ফির্‘আওন ও তাহার পারিষদবর্গের নিকট প্রেরণ করি। কিন্তু উহারা অহংকার করে এবং উহারা ছিল অপরাধী সম্প্রদায়।

٧٦- فَلَمَّا جَآءَهُمُ الْحَقُّ مِنْ عِنْدِنَا قَالُوْٓا اِنَّ هٰذَا لَسِحْرٌ مُّبِيْنٌ ○

৭৬। অতঃপর যখন উহাদের নিকট আমার নিকট হইতে সত্য আসিল তখন উহারা বলিল, ‘ইহা তো নিশ্চয়ই স্পষ্ট জাদু।’

٧٧- قَالَ مُوْسٰٓى اَتَقُوْلُوْنَ لِلْحَقِّ لَمَّا جَآءَكُمْ ؕ اَسِحْرٌ هٰذَا ؕ وَلَا يُفْلِحُ السّٰحِرُوْنَ ○

৭৭। মূসা বলিল, ‘সত্য যখন তোমাদের নিকট আসিল তখন তৎসম্পর্কে তোমরা এইরূপ৬১৮ বলিতেছ? ইহা কি জাদু? জাদুকরেরা তো সফলকাম হয় না।’

٧٨- قَالُوْٓا اَجِئْتَنَا لِتَلْفِتَنَا عَمَّا وَجَدْنَا عَلَيْهِ اٰبَآءَنَا وَتَكُوْنَ لَكُمَا الْكِبْرِيَآءُ فِى الْاَرْضِ ؕ وَمَا نَحْنُ لَكُمَا بِمُؤْمِنِيْنَ ○

৭৮। উহারা বলিল, ‘আমরা আমাদের পিতৃপুরুষগণকে যাহাতে পাইয়াছি তুমি কি তাহা হইতে আমাদিগকে বিচ্যুত করিবার জন্য আমাদের নিকট আসিয়াছ এবং যাহাতে দেশে তোমাদের দুইজনের প্রতিপত্তি হয়, এইজন্য? আমরা তোমাদিগে বিশ্বাসী নহি।’

٧٩- وَقَالَ فِرْعَوْنُ ائْتُوْنِىْ بِكُلِّ سٰحِرٍ عَلِيْمٍ ○

৭৯। ফির‘আওন বলিল, ‘তোমরা আমার নিকট সকল সুদক্ষ জাদুকরকে লইয়া আইস।’

٨٠- فَلَمَّا جَآءَ السَّحَرَةُ قَالَ لَهُمْ مُّوْسٰٓى اَلْقُوْا مَآ اَنْتُمْ مُّلْقُوْنَ ○

৮০। অতঃপর যখন জাদুকরেরা আসিল তখন উহাদিগকে মূসা বলিল, ‘তোমাদের যাহা নিক্ষেপ করিবার, নিক্ষেপ কর।’

৬১৭। দ্র. সূরা বাকারার ১২ নং টীকা।
৬১৮। ‘এইরূপ’ কথাটি আরবীতে উহ্য আছে।

৮১। অতঃপর যখন তাহারা নিক্ষেপ করিল তখন মূসা বলিল, 'তোমরা যাহা আনিয়াছ তাহা জাদু, নিশ্চয়ই আল্লাহ্ উহাকে অসার করিয়া দিবেন। আল্লাহ্ অবশ্যই অশান্তি সৃষ্টিকারীদের কর্ম সার্থক করেন না।'

٨١- فَلَمَّآ اَلْقَوْا قَالَ مُوْسٰى مَا جِئْتُمْ بِهِ ۙ السِّحْرُ ؕ اِنَّ اللّٰهَ سَيُبْطِلُهٗ ؕ اِنَّ اللّٰهَ لَا يُصْلِحُ عَمَلَ الْمُفْسِدِيْنَ ○

৮২। অপরাধীরা অপ্রীতিকর মনে করিলেও আল্লাহ্ তাঁহার বাণী অনুযায়ী সত্যকে প্রতিষ্ঠিত করিবেন।

٨٢- وَيُحِقُّ اللّٰهُ الْحَقَّ بِكَلِمٰتِهٖ وَلَوْ كَرِهَ الْمُجْرِمُوْنَ ○

[৯]

৮৩। ফির'আওন ও তাহার পারিষদবর্গ নির্যাতন করিবে এই আশংকায় মূসার সম্প্রদায়ের এক দল ব্যতীত৬১৯ আর কেহ তাহার প্রতি ঈমান আনে নাই। বস্তুতঃ ফির'আওন ছিল দেশে পরাক্রমশালী এবং সে অবশ্যই সীমালংঘনকারিগণের অন্তর্ভুক্ত।

٨٣- فَمَآ اٰمَنَ لِمُوْسٰى اِلَّا ذُرِّيَّةٌ مِّنْ قَوْمِهٖ عَلٰى خَوْفٍ مِّنْ فِرْعَوْنَ وَمَلَا۟ئِهِمْ اَنْ يَّفْتِنَهُمْ ؕ وَاِنَّ فِرْعَوْنَ لَعَالٍ فِى الْاَرْضِ ۚ وَاِنَّهٗ لَمِنَ الْمُسْرِفِيْنَ ○

৮৪। মূসা বলিয়াছিল, 'হে আমার সম্প্রদায়! যদি তোমরা আল্লাহ্‌তে ঈমান আনিয়া থাক, যদি তোমরা আত্মসমর্পণকারী হও তবে তোমরা তাঁহারই উপর নির্ভর কর।'

٨٤- وَقَالَ مُوْسٰى يٰقَوْمِ اِنْ كُنْتُمْ اٰمَنْتُمْ بِاللّٰهِ فَعَلَيْهِ تَوَكَّلُوْٓا اِنْ كُنْتُمْ مُّسْلِمِيْنَ ○

৮৫। অতঃপর তাহারা বলিল, 'আমরা আল্লাহ্‌র উপর নির্ভর করিলাম। হে আমাদের প্রতিপালক! আমাদিগকে যালিম সম্প্রদায়ের উৎপীড়নের পাত্র করিও না;

٨٥- فَقَالُوْا عَلَى اللّٰهِ تَوَكَّلْنَا ۚ رَبَّنَا لَا تَجْعَلْنَا فِتْنَةً لِّلْقَوْمِ الظّٰلِمِيْنَ ○

৮৬। 'এবং আমাদিগকে তোমার অনুগ্রহে কাফির সম্প্রদায় হইতে রক্ষা কর।'

٨٦- وَنَجِّنَا بِرَحْمَتِكَ مِنَ الْقَوْمِ الْكٰفِرِيْنَ ○

৮৭। আমি মূসা ও তাহার ভ্রাতাকে প্রত্যাদেশ করিলাম, 'মিসরে তোমাদের সম্প্রদায়ের জন্য গৃহ স্থাপন কর এবং তোমাদের

٨٧- وَاَوْحَيْنَآ اِلٰى مُوْسٰى وَاَخِيْهِ اَنْ تَبَوَّاٰ لِقَوْمِكُمَا بِمِصْرَ بُيُوْتًا

৬১৯। হযরত মূসা (আঃ)-এর প্রতি প্রথমদিকে বনী ইস্‌রাঈলের কিছু সংখ্যক যুবক ঈমান আনিয়াছিলেন। কিছু কাল পরে বনী ইস্‌রাঈলের অন্য সকলেই তাঁহার দলভুক্ত হইয়াছিলেন।

وَّ اجْعَلُوْا بُيُوْتَكُمْ قِبْلَةً وَّ اَقِيْمُوا الصَّلٰوةَ ؕ وَ بَشِّرِ الْمُؤْمِنِيْنَ ○

গৃহগুলিকে 'ইবাদতগৃহ[৬২০] কর, সালাত কায়েম কর এবং মু'মিনদিগকে সুসংবাদ দাও।'

٨٨- وَ قَالَ مُوْسٰى رَبَّنَاۤ اِنَّكَ اٰتَيْتَ فِرْعَوْنَ وَ مَلَاَهٗ زِيْنَةً وَّ اَمْوَالًا فِى الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا ۙ رَبَّنَا لِيُضِلُّوْا عَنْ سَبِيْلِكَ ۚ رَبَّنَا اطْمِسْ عَلٰۤى اَمْوَالِهِمْ وَ اشْدُدْ عَلٰى قُلُوْبِهِمْ فَلَا يُؤْمِنُوْا حَتّٰى يَرَوُا الْعَذَابَ الْاَلِيْمَ ○

৮৮। মূসা বলিল, 'হে আমাদের প্রতিপালক, তুমি তো ফির'আওন ও তাহার পারিষদবর্গকে পার্থিব জীবনে শোভা ও সম্পদ দান করিয়াছ যদ্দ্বারা হে আমাদের প্রতিপালক! উহারা মানুষকে[৬২১] তোমার পথ হইতে ভ্রষ্ট করে। হে আমাদের প্রতিপালক! উহাদের সম্পদ বিনষ্ট কর, উহাদের হৃদয় কঠিন করিয়া দাও, উহারা তো মর্মন্তুদ শাস্তি প্রত্যক্ষ না করা পর্যন্ত ঈমান আনিবে না।'

٨٩-قَالَ قَدْ اُجِيْبَتْ دَّعْوَتُكُمَا فَاسْتَقِيْمَا وَ لَا تَتَّبِعٰٓنِّ سَبِيْلَ الَّذِيْنَ لَا يَعْلَمُوْنَ ○

৮৯। তিনি বলিলেন, 'তোমাদের দুইজনের দু'আ কবূল হইল, সুতরাং তোমরা দৃঢ় থাক এবং তোমরা কখনও অজ্ঞদের পথ অনুসরণ করিও না।'

٩٠-وَجٰوَزْنَا بِبَنِىْۤ اِسْرَآءِيْلَ الْبَحْرَ فَاَتْبَعَهُمْ فِرْعَوْنُ وَجُنُوْدُهٗ بَغْيًا وَّ عَدْوًا ؕ حَتّٰۤى اِذَاۤ اَدْرَكَهُ الْغَرَقُ ۙ قَالَ اٰمَنْتُ اَنَّهٗ لَاۤ اِلٰهَ اِلَّا الَّذِىْۤ اٰمَنَتْ بِهٖ بَنُوْۤا اِسْرَآءِيْلَ وَ اَنَا مِنَ الْمُسْلِمِيْنَ ○

৯০। আমি বনী ইস্‌রাঈলকে সমুদ্র পার করাইলাম এবং ফির'আওন ও তাহার সৈন্যবাহিনী ঔদ্ধত্য সহকারে সীমালংঘন করিয়া তাহাদের পশ্চাদ্ধাবন করিল। পরিশেষে যখন সে নিমজ্জমান হইল তখন বলিল, 'আমি বিশ্বাস করিলাম বনী ইসরাঈল যাঁহাতে বিশ্বাস করে। নিশ্চয়ই তিনি ব্যতীত অন্য কোন ইলাহ্ নাই এবং আমি আত্মসমর্পণকারীদের অন্তর্ভুক্ত।'

٩١-آٰلْـٰٔنَ وَقَدْ عَصَيْتَ قَبْلُ وَكُنْتَ مِنَ الْمُفْسِدِيْنَ ○

৯১। 'এখন! ইতিপূর্বে তো তুমি অমান্য করিয়াছ এবং তুমি অশান্তি সৃষ্টিকারীদের অন্তর্ভুক্ত ছিলে।

৬২০। বনী ইস্‌রাঈল (ইয়াহূদীগণ)-এর প্রতি মসজিদে সালাত আদায় করার হুকুম ছিল, কিন্তু ফির'আওনের অত্যাচারের ভয়ে মসজিদে গমন কষ্টসাধ্য হওয়ায় গৃহের নির্দিষ্ট স্থানে সালাত আদায়ের অনুমতি দেওয়া হইয়াছিল।

৬২১। 'মানুষকে' শব্দটি আরবীতে উহ্য আছে।

Contents

৯২। 'আজ আমি তোমার দেহটি রক্ষা করিব যাহাতে তুমি তোমার পরবর্তীদের জন্য নিদর্শন[৬২২] হইয়া থাক। অবশ্যই মানুষের মধ্যে অনেকে আমার নিদর্শন সম্বন্ধে গাফিল।'

٩٢- فَالْيَوْمَ نُنَجِّيْكَ بِبَدَنِكَ لِتَكُوْنَ لِمَنْ خَلْفَكَ اٰيَةً ؕ وَ اِنَّ كَثِيْرًا مِّنَ النَّاسِ عَنْ اٰيٰتِنَا لَغٰفِلُوْنَ ۟

[১০]

৯৩। আমি তো বনী ইস্‌রাঈলকে উৎকৃষ্ট আবাসভূমিতে বসবাস করাইলাম এবং আমি উহাদিগকে উত্তম জীবনোপকরণ দিলাম, অতঃপর উহাদের নিকট জ্ঞান আসিলে[৬২৩] উহারা বিভেদ সৃষ্টি করিল। উহারা যে বিষয়ে বিভেদ সৃষ্টি করিয়াছিল তোমার প্রতিপালক অবশ্যই তাহাদের মধ্যে কিয়ামতের দিনে উহার ফয়সালা করিয়া দিবেন।

٩٣- وَلَقَدْ بَوَّاْنَا بَنِيْۤ اِسْرَآءِيْلَ مُبَوَّاَ صِدْقٍ وَّ رَزَقْنٰهُمْ مِّنَ الطَّيِّبٰتِ ۚ فَمَا اخْتَلَفُوْا حَتّٰى جَآءَهُمُ الْعِلْمُ ؕ اِنَّ رَبَّكَ يَقْضِيْ بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ فِيْمَا كَانُوْا فِيْهِ يَخْتَلِفُوْنَ ۟

৯৪। আমি তোমার প্রতি যাহা অবতীর্ণ করিয়াছি উহাতে যদি তুমি সন্দেহে থাক[৬২৪] তবে তোমার পূর্বের কিতাব যাহারা পাঠ করে তাহাদিগকে জিজ্ঞাসা কর; তোমার প্রতিপালকের নিকট হইতে তোমার নিকট সত্য অবশ্যই আসিয়াছে। তুমি কখনও সন্দিগ্ধচিত্তদের অন্তর্ভুক্ত হইও না,

٩٤- فَاِنْ كُنْتَ فِيْ شَكٍّ مِّمَّاۤ اَنْزَلْنَاۤ اِلَيْكَ فَسْـَٔلِ الَّذِيْنَ يَقْرَءُوْنَ الْكِتٰبَ مِنْ قَبْلِكَ ۚ لَقَدْ جَآءَكَ الْحَقُّ مِنْ رَّبِّكَ فَلَا تَكُوْنَنَّ مِنَ الْمُمْتَرِيْنَ ۟

৯৫। এবং যাহারা আল্লাহ্‌র নিদর্শন প্রত্যাখ্যান করিয়াছে তুমি কখনও তাহাদের অন্তর্ভুক্ত হইও না— তাহা হইলে তুমিও ক্ষতিগ্রস্তদের অন্তর্ভুক্ত হইবে।

٩٥- وَلَا تَكُوْنَنَّ مِنَ الَّذِيْنَ كَذَّبُوْا بِاٰيٰتِ اللّٰهِ فَتَكُوْنَ مِنَ الْخٰسِرِيْنَ ۟

৯৬। নিশ্চয়ই যাহাদের বিরুদ্ধে তোমার প্রতিপালকের বাক্য সাব্যস্ত হইয়া গিয়াছে, তাহারা ঈমান আনিবে না,

٩٦- اِنَّ الَّذِيْنَ حَقَّتْ عَلَيْهِمْ كَلِمَتُ رَبِّكَ لَا يُؤْمِنُوْنَ ۟

৬২২। কয়েক বৎসর পূর্বে ফির'আওনের দেহ থিবিসের একটি পিরামিড হইতে উদ্ধার করা হয়। বর্তমানে উহা সকলের দেখার জন্য কায়রোর জাতীয় জাদুঘরে রক্ষিত আছে।

৬২৩। তাওরাতের আয়াত লাভের পরে উহার সত্যতা সম্পর্কে বনী ইস্‌রাঈল বিভিন্ন মত পোষণ করে। অনেকের মতে তাওরাত বর্ণিত শেষ নবী সম্পর্কিত ভবিষ্যদ্বাণী রাসূল আকরাম (সাঃ)-এর মধ্যে প্রত্যক্ষ করিয়া তাহারা উহার সত্যতা সম্পর্কে বিভেদ সৃষ্টি করিল; মুষ্টিমেয় কয়েকজন ঈমান আনে, কিন্তু অধিকাংশ হীন স্বার্থে অস্বীকার করে।

৬২৪। নবীকে সম্বোধন করিয়া প্রকৃতপক্ষে সন্দিগ্ধচিত্ত ব্যক্তির সন্দেহ নিরসনের পন্থা বলিয়া দেওয়া হইয়াছে।

٩٧- وَلَوْ جَآءَتْهُمْ كُلُّ اٰيَةٍ حَتّٰى يَرَوُا الْعَذَابَ الْاَلِيْمَ ۝

৯৭। যদিও উহাদের নিকট প্রত্যেকটি নিদর্শন আসে যতক্ষণ না উহারা মর্মন্তুদ শাস্তি প্রত্যক্ষ করিবে।

٩٨- فَلَوْلَا كَانَتْ قَرْيَةٌ اٰمَنَتْ فَنَفَعَهَآ اِيْمَانُهَآ اِلَّا قَوْمَ يُوْنُسَ ۚ لَمَّآ اٰمَنُوْا كَشَفْنَا عَنْهُمْ عَذَابَ الْخِزْيِ فِي الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا وَمَتَّعْنٰهُمْ اِلٰى حِيْنٍ ۝

৯৮। তবে ইউনুসের[৬২৫] সম্প্রদায় ব্যতীত কোন জনপদবাসী কেন এমন হইল না যাহারা ঈমান আনিত এবং তাহাদের ঈমান তাহাদের উপকারে আসিত? তাহারা যখন ঈমান আনিল তখন আমি তাহাদিগ হইতে পার্থিব জীবনের হীনতাজনক শাস্তি দূর করিলাম[৬২৬] এবং উহাদিগকে কিছু কালের জন্য জীবনোপভোগ করিতে দিলাম।

٩٩- وَلَوْ شَآءَ رَبُّكَ لَاٰمَنَ مَنْ فِي الْاَرْضِ كُلُّهُمْ جَمِيْعًا ۚ اَفَاَنْتَ تُكْرِهُ النَّاسَ حَتّٰى يَكُوْنُوْا مُؤْمِنِيْنَ ۝

৯৯। তোমার প্রতিপালক ইচ্ছা করিলে পৃথিবীতে যাহারা আছে তাহারা সকলেই অবশ্যই ঈমান আনিত[৬২৭]; তবে কি তুমি মু'মিন হইবার জন্য মানুষের উপর জবরদস্তি করিবে?

١٠٠- وَمَا كَانَ لِنَفْسٍ اَنْ تُؤْمِنَ اِلَّا بِاِذْنِ اللّٰهِ ۚ وَيَجْعَلُ الرِّجْسَ عَلَى الَّذِيْنَ لَا يَعْقِلُوْنَ ۝

১০০। আল্লাহ্‌র অনুমতি ব্যতীত ঈমান আনা কাহারও সাধ্য নহে এবং যাহারা অনুধাবন করে না আল্লাহ্ তাহাদিগকে কলুষলিপ্ত করেন।

١٠١- قُلِ انْظُرُوْا مَاذَا فِي السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ ۚ وَمَا تُغْنِي الْاٰيٰتُ وَالنُّذُرُ عَنْ قَوْمٍ لَّا يُؤْمِنُوْنَ ۝

১০১। বল, 'আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীতে যাহা কিছু আছে তাহার প্রতি লক্ষ্য কর।' নিদর্শনাবলী ও ভীতি প্রদর্শন অবিশ্বাসী সম্প্রদায়ের উপকারে আসে না।

١٠٢- فَهَلْ يَنْتَظِرُوْنَ اِلَّا مِثْلَ اَيَّامِ الَّذِيْنَ خَلَوْا مِنْ قَبْلِهِمْ ۚ قُلْ فَانْتَظِرُوْٓا اِنِّيْ مَعَكُمْ مِّنَ الْمُنْتَظِرِيْنَ ۝

১০২। ইহারা কি ইহাদের পূর্বে যাহা ঘটিয়াছে উহার অনুরূপ ঘটনারই[৬২৮] প্রতীক্ষা করে? বল, 'তোমরা প্রতীক্ষা কর, আমিও তোমাদের সহিত প্রতীক্ষা করিতেছি।'

৬২৫। হযরত ইউনুস (আঃ) নীনাওয়াবাসীদের নিকট দীন প্রচার করিয়াছিলেন, কিন্তু তাহারা উহা প্রত্যাখ্যান করে। তাহাদের কর্মফলের শাস্তিস্বরূপ 'আযাব আসিলে তাহারা অনুতপ্ত হয় ও তাওবা করে। আল্লাহ্ তাঁহার বিশেষ অনুগ্রহে তাহাদিগকে 'আযাব হইতে মুক্তি দেন। হযরত ইউনুসের জীবন-কথার জন্য দ্র. ২১ ঃ ৮৭-৮৮; ৩৭ ঃ ১৩৯-১৪৮ ও ৬৭ ঃ ৪৮-৫০।

৬২৬। এখানে 'তাহারা' অর্থ হযরত ইউনুস (আঃ)-এর সম্প্রদায়।

৬২৭। প্রচার করাই নবীর দায়িত্ব। কাহাকেও ঈমান আনিতে বাধ্য করা তাঁহার কাজ নয়। দ্র. ২ ঃ ২৫৬।

৬২৮। এখানে ايام শব্দটির অর্থ كل ما مضى من خير او شر فهو ايام অর্থাৎ ভাল-মন্দ যাহা ঘটে তাহাকে আরবী বাগধারায় ايام বলা হয়।—কুরতুবী

Contents

١٠٣- ثُمَّ نُنَجِّيْ رُسُلَنَا وَالَّذِيْنَ اٰمَنُوْا كَذٰلِكَ ۚ حَقًّا عَلَيْنَا نُنْجِ الْمُؤْمِنِيْنَ ۝

১০৩। পরিশেষে আমি আমার রাসূলদিগকে এবং মু'মিনদিগকেও উদ্ধার করি। এইভাবে আমার দায়িত্ব মু'মিনদিগকে উদ্ধার করা।

[১১]

١٠٤- قُلْ يٰٓاَيُّهَا النَّاسُ اِنْ كُنْتُمْ فِيْ شَكٍّ مِّنْ دِيْنِيْ فَلَآ اَعْبُدُ الَّذِيْنَ تَعْبُدُوْنَ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ وَلٰكِنْ اَعْبُدُ اللّٰهَ الَّذِيْ يَتَوَفّٰىكُمْ ۖ وَاُمِرْتُ اَنْ اَكُوْنَ مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ ۝

১০৪। বল, 'হে মানুষ! তোমরা যদি আমার দীনের[৬২৯] প্রতি সংশয়যুক্ত হও তবে জানিয়া রাখ,[৬৩০] তোমরা আল্লাহ্ ব্যতীত যাহাদের 'ইবাদত কর আমি উহাদের 'ইবাদত করি না। পরন্তু আমি 'ইবাদত করি আল্লাহ্‌র যিনি তোমাদের মৃত্যু ঘটান এবং আমি মু'মিনদের অন্তর্ভুক্ত হইবার জন্য আদিষ্ট হইয়াছি,

١٠٥- وَاَنْ اَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّيْنِ حَنِيْفًا ۚ وَلَا تَكُوْنَنَّ مِنَ الْمُشْرِكِيْنَ ۝

১০৫। আর উহাও এই যে, 'তুমি একনিষ্ঠভাবে দীনে প্রতিষ্ঠিত হও এবং কখনই মুশরিকদের অন্তর্ভুক্ত হইও না,

١٠٦- وَلَا تَدْعُ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ مَا لَا يَنْفَعُكَ وَلَا يَضُرُّكَ ۚ فَاِنْ فَعَلْتَ فَاِنَّكَ اِذًا مِّنَ الظّٰلِمِيْنَ ۝

১০৬। 'এবং আল্লাহ্ ব্যতীত অন্য কাহাকেও ডাকিবে না, যাহা তোমার উপকারও করে না, অপকারও করে না, কারণ ইহা করিলে তখন তুমি অবশ্যই যালিমদের অন্তর্ভুক্ত হইবে।'

١٠٧- وَاِنْ يَّمْسَسْكَ اللّٰهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهٗٓ اِلَّا هُوَ ۚ وَاِنْ يُّرِدْكَ بِخَيْرٍ فَلَا رَآدَّ لِفَضْلِهٖ ۚ يُصِيْبُ بِهٖ مَنْ يَّشَآءُ مِنْ عِبَادِهٖ ۚ وَهُوَ الْغَفُوْرُ الرَّحِيْمُ ۝

১০৭। 'এবং আল্লাহ্ তোমাকে ক্লেশ দিলে তিনি ব্যতীত ইহা মোচনকারী আর কেহ নাই এবং আল্লাহ্ যদি তোমার মঙ্গল চাহেন তবে তাঁহার অনুগ্রহ রদ করিবার কেহ নাই। তাঁহার বান্দাদের মধ্যে যাহাকে ইচ্ছা তিনি মঙ্গল দান করেন। তিনি ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।'

৬২৯। সূরা ফাতিহার ৪ নম্বর টীকা দ্র.।
৬৩০। 'জানিয়া রাখ' এই শব্দ দুইটি মূল আরবীতে উহ্য আছে।

১০৮। বল, 'হে মানুষ! তোমাদের প্রতিপালকের নিকট হইতে তোমাদের নিকট সত্য আসিয়াছে। সুতরাং যাহারা সৎপথ অবলম্বন করিবে তাহারা তো নিজেদেরই মঙ্গলের জন্য সৎপথ অবলম্বন করিবে এবং যাহারা পথভ্রষ্ট হইবে তাহারা তো পথভ্রষ্ট হইবে নিজেদেরই ধ্বংসের জন্য এবং আমি তোমাদের কর্মবিধায়ক নহি।'

١٠٨- قُلْ يَاَيُّهَا النَّاسُ قَدْ جَآءَكُمُ الْحَقُّ مِنْ رَّبِّكُمْ ۚ فَمَنِ اهْتَدٰى فَاِنَّمَا يَهْتَدِىْ لِنَفْسِهٖ ۚ وَمَنْ ضَلَّ فَاِنَّمَا يَضِلُّ عَلَيْهَا ۚ وَمَآ اَنَا عَلَيْكُمْ بِوَكِيْلٍ ۝

১০৯। তোমার প্রতি যে ওহী অবতীর্ণ হইয়াছে তুমি তাহার অনুসরণ কর এবং তুমি ধৈর্য ধারণ কর যে পর্যন্ত না আল্লাহ্ ফয়সালা করেন এবং আল্লাহ্ই সর্বোত্তম বিধানকর্তা।

١٠٩- وَاتَّبِعْ مَا يُوْحٰٓى اِلَيْكَ وَاصْبِرْ حَتّٰى يَحْكُمَ اللّٰهُ ۚ وَهُوَ خَيْرُ الْحٰكِمِيْنَ ۝ ع

Contents

১১-সূরা হূদ

১২৩ আয়াত, ১০ রুকূ', মক্কী

।। দয়াময়, পরম দয়ালু আল্লাহ্‌র নামে।।

১। আলিফ-লাম-রা,

এই কিতাব প্রজ্ঞাময়, সর্বজ্ঞের নিকট হইতে; ইহার আয়াতসমূহ সুস্পষ্ট, সুবিন্যস্ত ও পরে বিশদভাবে বিবৃত যে,

١- الۤرٰ ۟ كِتٰبٌ اُحْكِمَتْ اٰيٰتُهٗ ثُمَّ فُصِّلَتْ مِنْ لَّدُنْ حَكِيْمٍ خَبِيْرٍ ۙ

২। তোমরা আল্লাহ্ ব্যতীত অন্যের 'ইবাদত করিবে না, অবশ্যই আমি তাঁহার পক্ষ হইতে তোমাদের জন্য সতর্ককারী ও সুসংবাদদাতা।

٢- اَلَّا تَعْبُدُوْۤا اِلَّا اللّٰهَ ؕ اِنَّنِيْ لَكُمْ مِّنْهُ نَذِيْرٌ وَّ بَشِيْرٌ ۙ

৩। আরও যে, তোমরা তোমাদের প্রতিপালকের নিকট ক্ষমা প্রার্থনা কর ও তাঁহার দিকে প্রত্যাবর্তন কর, তিনি তোমাদিগকে এক নির্দিষ্ট কালের জন্য উত্তম জীবন উপভোগ করিতে দিবেন এবং তিনি প্রত্যেক গুণীজনকে তার প্রাপ্য মর্যাদা দান করিবেন। যদি তোমরা মুখ ফিরাইয়া লও তবে আমি তোমাদের জন্য আশংকা করি মহাদিবসের শাস্তির।

٣- وَّاَنِ اسْتَغْفِرُوْا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوْبُوْۤا اِلَيْهِ يُمَتِّعْكُمْ مَّتَاعًا حَسَنًا اِلٰۤى اَجَلٍ مُّسَمًّى وَّيُؤْتِ كُلَّ ذِيْ فَضْلٍ فَضْلَهٗ ؕ وَاِنْ تَوَلَّوْا فَاِنِّيْۤ اَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ كَبِيْرٍ ۝

৪। আল্লাহ্‌রই নিকট তোমাদের প্রত্যাবর্তন এবং তিনি সর্ববিষয়ে সর্বশক্তিমান।

٤- اِلَى اللّٰهِ مَرْجِعُكُمْ ۚ وَهُوَ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ ۝

৫। সাবধান! নিশ্চয়ই উহারা তাঁহার নিকট গোপন রাখিবার জন্য উহাদের বক্ষ দ্বিভাঁজ করে।৬৩১ সাবধান! উহারা যখন

٥- اَلَاۤ اِنَّهُمْ يَثْنُوْنَ صُدُوْرَهُمْ لِيَسْتَخْفُوْا مِنْهُ ؕ

৬৩১। يثنون صدورهم ইহার শাব্দিক অর্থ 'তাহারা তাহাদের বক্ষ দ্বিভাঁজ করে।' ইহা একটি আরবী বাগধারা, অর্থ তাহারা তাহাদের অন্তরে বিদ্বেষ গোপন রাখে।

Contents

নিজেদেরকে বস্ত্রে আচ্ছাদিত করে৬৩২ তখন উহারা যাহা গোপন করে ও প্রকাশ করে, তিনি তাহা জানেন। অন্তরে যাহা আছে, নিশ্চয়ই তিনি তাহা সবিশেষ অবহিত।	اَلَا حِيْنَ يَسْتَغْشُوْنَ ثِيَابَهُمْ ۙ يَعْلَمُ مَا يُسِرُّوْنَ وَمَا يُعْلِنُوْنَ ۚ اِنَّهٗ عَلِيْمٌۢ بِذَاتِ الصُّدُوْرِ ۝

৬৩২। يستغشون ثيابهم ইহা একটি আরবী বাগধারা, অর্থ তাহারা তাহাদের অভিসন্ধি গোপন করে।

দ্বাদশ পারা

الجزء ١٢

٦- وَمَا مِنْ دَآبَّةٍ فِى الْاَرْضِ اِلَّا عَلَى اللّٰهِ رِزْقُهَا وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا ؕ كُلٌّ فِىْ كِتٰبٍ مُّبِيْنٍ ○

৬। ভূ-পৃষ্ঠে বিচরণকারী সকলের জীবিকার দায়িত্ব আল্লাহ্‌রই। তিনি উহাদের স্থায়ী ও অস্থায়ী অবস্থিতি[৬৩৩] সম্বন্ধে অবহিত; সুস্পষ্ট কিতাবে সব কিছুই আছে।

٧- وَهُوَ الَّذِىْ خَلَقَ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ فِىْ سِتَّةِ اَيَّامٍ وَّكَانَ عَرْشُهٗ عَلَى الْمَآءِ لِيَبْلُوَكُمْ اَيُّكُمْ اَحْسَنُ عَمَلًا ؕ وَلَئِنْ قُلْتَ اِنَّكُمْ مَّبْعُوْثُوْنَ مِنْۢ بَعْدِ الْمَوْتِ لَيَقُوْلَنَّ الَّذِيْنَ كَفَرُوْۤا اِنْ هٰذَاۤ اِلَّا سِحْرٌ مُّبِيْنٌ ○

৭। আর তিনিই আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবী ছয় দিনে সৃষ্টি করেন, তখন তাঁহার 'আর্‌শ[৬৩৪] ছিল পানির উপর, তোমাদের মধ্যে কে কার্যে শ্রেষ্ঠ তাহা পরীক্ষা করিবার জন্য। তুমি যদি বল, 'মৃত্যুর পর তোমরা অবশ্যই উত্থিত হইবে', কাফিরগণ নিশ্চয়ই বলিবে, 'ইহা তো[৬৩৫] সুস্পষ্ট জাদু।'

٨- وَلَئِنْ اَخَّرْنَا عَنْهُمُ الْعَذَابَ اِلٰۤى اُمَّةٍ مَّعْدُوْدَةٍ لَّيَقُوْلُنَّ مَا يَحْبِسُهٗ ؕ اَلَا يَوْمَ يَاْتِيْهِمْ لَيْسَ مَصْرُوْفًا عَنْهُمْ وَحَاقَ بِهِمْ مَّا كَانُوْا بِهٖ يَسْتَهْزِءُوْنَ ○ ع

৮। নির্দিষ্ট কালের জন্য আমি যদি উহাদিগ হইতে শাস্তি স্থগিত রাখি তবে উহারা নিশ্চয় বলিবে, 'কিসে উহা নিবারণ করিতেছে?' সাবধান! যে দিন উহাদের নিকট ইহা আসিবে সেদিন উহাদের নিকট হইতে উহা নিবৃত্ত করা হইবে না এবং যাহা লইয়া উহারা ঠাট্টা-বিদ্রূপ করে তাহা উহাদিগকে পরিবেষ্টন করিবে।

[২]

٩- وَلَئِنْ اَذَقْنَا الْاِنْسَانَ مِنَّا رَحْمَةً ثُمَّ نَزَعْنٰهَا مِنْهُ ۚ اِنَّهٗ لَيَـُٔوْسٌ كَفُوْرٌ ○

৯। যদি আমি মানুষকে আমার নিকট হইতে অনুগ্রহ আস্বাদন করাই ও পরে তাহার নিকট হইতে উহা প্রত্যাহার করি তখন সে অবশ্যই হতাশ ও অকৃতজ্ঞ হইবে।

١٠- وَلَئِنْ اَذَقْنٰهُ نَعْمَآءَ بَعْدَ ضَرَّآءَ مَسَّتْهُ لَيَقُوْلَنَّ ذَهَبَ السَّيِّاٰتُ عَنِّىْ ؕ اِنَّهٗ لَفَرِحٌ فَخُوْرٌ ○

১০। আর যদি দুঃখ-দৈন্য স্পর্শ করিবার পর আমি তাহাকে সুখ-সম্পদ আস্বাদন করাই তখন সে অবশ্যই বলিবে, 'আমার বিপদ-আপদ কাটিয়া গিয়াছে', আর সে তো হয় উৎফুল্ল ও অহংকারী।

৬৩৩। ৬ ঃ ৯৮ ও উহার টীকা দ্র.।
৬৩৪। ৭ ঃ ৫৪ ও উহার টীকা দ্র.।
৬৩৫। এ স্থলে 'ইহা' অর্থ আল্‌-কুরআন।

১১-اِلَّا الَّذِيْنَ صَبَرُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ ۭ اُولٰۗىِٕكَ لَهُمْ مَّغْفِرَةٌ وَّاَجْرٌ كَبِيْرٌ ○

১১। কিন্তু যাহারা ধৈর্যশীল ও সৎকর্মপরায়ণ তাহাদেরই জন্য আছে ক্ষমা ও মহাপুরস্কার।

১২-فَلَعَلَّكَ تَارِكٌۢ بَعْضَ مَا يُوْحٰٓى اِلَيْكَ وَضَاۗىِٕقٌۢ بِهٖ صَدْرُكَ اَنْ يَّقُوْلُوْا لَوْلَآ اُنْزِلَ عَلَيْهِ كَنْزٌ اَوْ جَاۗءَ مَعَهٗ مَلَكٌ ۭ اِنَّمَآ اَنْتَ نَذِيْرٌ ۭ وَاللّٰهُ عَلٰي كُلِّ شَيْءٍ وَّكِيْلٌ ○

১২। তবে কি তোমার প্রতি যাহা অবতীর্ণ হইয়াছে তাহার কিছু তুমি বর্জন করিবে৬৩৬ এবং ইহাতে তোমার মন সংকুচিত হইবে এইজন্য যে, তাহারা বলে, 'তাহার নিকট ধন-ভাণ্ডার প্রেরিত হয় না কেন অথবা তাহার সহিত ফিরিশ্‌তা আসে না কেন?' তুমি তো কেবল সতর্ককারী এবং আল্লাহ্ সর্ব বিষয়ের কর্মবিধায়ক।

১৩- اَمْ يَقُوْلُوْنَ افْتَرٰىهُ ۭ قُلْ فَاْتُوْا بِعَشْرِ سُوَرٍ مِّثْلِهٖ مُفْتَرَيٰتٍ وَّادْعُوْا مَنِ اسْتَطَعْتُمْ مِّنْ دُوْنِ اللّٰهِ اِنْ كُنْتُمْ صٰدِقِيْنَ ○

১৩। তাহারা কি বলে, 'সে৬৩৭ ইহা নিজে রচনা করিয়াছে?' বল, 'তোমরা যদি সত্যবাদী হও তবে তোমরা ইহার অনুরূপ দশটি স্বরচিত সূরা আনয়ন কর৬৩৮ এবং আল্লাহ্ ব্যতীত অপর যাহাকে পার, ডাকিয়া লও।'

১৪-فَاِلَّمْ يَسْتَجِيْبُوْا لَكُمْ فَاعْلَمُوْٓا اَنَّمَآ اُنْزِلَ بِعِلْمِ اللّٰهِ وَاَنْ لَّآ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ ۚ فَهَلْ اَنْتُمْ مُّسْلِمُوْنَ ○

১৪। যদি তাহারা তোমাদের আহ্বানে সাড়া না দেয় তবে জানিয়া রাখ, ইহা তো আল্লাহ্‌র 'ইল্‌ম মুতাবিক অবতীর্ণ এবং তিনি ব্যতীত অন্য কোন ইলাহ্ নাই। তাহা হইলে তোমরা আত্মসমর্পণকারী হইবে কি?

১৫-مَنْ كَانَ يُرِيْدُ الْحَيٰوةَ الدُّنْيَا وَزِيْنَتَهَا نُوَفِّ اِلَيْهِمْ اَعْمَالَهُمْ فِيْهَا وَهُمْ فِيْهَا لَا يُبْخَسُوْنَ ○

১৫। যে কেহ পার্থিব জীবন ও উহার শোভা কামনা করে, দুনিয়াতে আমি উহাদের কর্মের পূর্ণ ফল দান করি এবং সেথায় তাহাদিগকে কম দেওয়া হইবে না।

৬৩৬। রাসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-এর পক্ষে তাঁহার প্রতি যে ওহী অবতীর্ণ হইত উহার সামান্য কিছুও পরিত্যাগ করা সম্ভবপর ছিল না। কিন্তু কাফিরগণ ইহা আকাঙ্ক্ষা করিত যে, রাসূলুল্লাহ্ (সাঃ) তাহাদের দেব-দেবীর ব্যাপারে কিছু নমনীয়তা অবলম্বন করুন। বস্তুত তাহারা এই ধরনের কিছু প্রস্তাবও রাসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-এর নিকট পেশ করিয়াছিল। আল্লাহ্ তাঁহার রাসূলকে সাবধান করিয়া বলিতেছেন, ইহাদের ঈমান আনার আশায় তাঁহার পক্ষে ইহাদের এবংবিধ প্রস্তাব বিবেচনা করা সঙ্গত হইবে না।

৬৩৭। এখানে 'সে' অর্থ হযরত মুহাম্মাদ (সাঃ)।

৬৩৮। প্রথমে দশটি ও পরে একটি সূরা রচনার জন্য চ্যালেঞ্জ দেওয়া হইয়াছিল। দ্র. ২ ঃ ২৩ ও ১০ ঃ ৩৮ আয়াতদ্বয়।

১৬। উহাদের জন্য আখিরাতে অগ্নি ব্যতীত অন্য কিছুই নাই এবং উহারা যাহা করে আখিরাতে তাহা নিষ্ফল হইবে এবং উহারা যাহা করিয়া থাকে তাহা নিরর্থক।

١٦-أُولَٰئِكَ الَّذِينَ لَيْسَ لَهُمْ فِي الْآخِرَةِ إِلَّا النَّارُ ۖ وَحَبِطَ مَا صَنَعُوا فِيهَا وَبَاطِلٌ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ○

১৭। তাহারা কি উহাদের সমতুল্য যাহারা[৬৩৯] প্রতিষ্ঠিত উহাদের প্রতিপালক প্রেরিত স্পষ্ট প্রমাণের উপর[৬৪০], যাহার অনুসরণ করে তাঁহার প্রেরিত সাক্ষী[৬৪১] এবং যাহার পূর্বে ছিল মূসার কিতাব আদর্শ ও অনুগ্রহস্বরূপ? উহারাই ইহাতে[৬৪২] বিশ্বাসী। অন্যান্য দলের যাহারা ইহাকে অস্বীকার করে, অগ্নিই তাহাদের প্রতিশ্রুত স্থান। সুতরাং তুমি ইহাতে সন্দিগ্ধ হইও না। ইহা তো তোমার প্রতিপালক প্রেরিত সত্য, কিন্তু অধিকাংশ মানুষ বিশ্বাস করে না।

١٧-أَفَمَنْ كَانَ عَلَىٰ بَيِّنَةٍ مِنْ رَبِّهِ وَيَتْلُوهُ شَاهِدٌ مِنْهُ وَمِنْ قَبْلِهِ كِتَابُ مُوسَىٰ إِمَامًا وَرَحْمَةً ۚ أُولَٰئِكَ يُؤْمِنُونَ بِهِ ۚ وَمَنْ يَكْفُرْ بِهِ مِنَ الْأَحْزَابِ فَالنَّارُ مَوْعِدُهُ ۚ فَلَا تَكُ فِي مِرْيَةٍ مِنْهُ ۚ إِنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يُؤْمِنُونَ ○

১৮। যাহারা আল্লাহ্ সম্বন্ধে মিথ্যা রচনা করে তাহাদের অপেক্ষা অধিক যালিম আর কে? উহাদিগকে উপস্থিত করা হইবে উহাদের প্রতিপালকের সম্মুখে এবং সাক্ষিগণ[৬৪৩] বলিবে, 'ইহারাই ইহাদের প্রতিপালকের বিরুদ্ধে মিথ্যা আরোপ করিয়াছিল।' সাবধান! আল্লাহ্র লা'নত যালিমদের উপর,

١٨-وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَىٰ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا ۚ أُولَٰئِكَ يُعْرَضُونَ عَلَىٰ رَبِّهِمْ وَيَقُولُ الْأَشْهَادُ هَٰؤُلَاءِ الَّذِينَ كَذَبُوا عَلَىٰ رَبِّهِمْ ۚ أَلَا لَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الظَّالِمِينَ ○

১৯। যাহারা আল্লাহ্র পথে বাধা দেয় এবং উহাতে বক্রতা অনুসন্ধান করে; এবং ইহারাই আখিরাত প্রত্যাখ্যান করে।

١٩-الَّذِينَ يَصُدُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ وَيَبْغُونَهَا عِوَجًا ۖ وَهُمْ بِالْآخِرَةِ هُمْ كَافِرُونَ ○

৬৩৯। এখানে 'যাহারা' অর্থ রাসূলুল্লাহ্ (সাঃ) ও তাঁহার সাহাবীগণ।

৬৪০। এ স্থলে 'স্পষ্ট প্রমাণ' অর্থ আল-কুরআন।

৬৪১। এখানে 'সাক্ষী' দ্বারা হযরত মুহাম্মাদ (সাঃ)-কে বুঝাইতেছে।

৬৪২। এ স্থলে 'ইহাতে' অর্থ আল্-কুরআনে।

৬৪৩। কিয়ামতের দিনে নবী, ফিরিশ্‌তা ও মানুষের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের সাক্ষ্য প্রদানের উল্লেখ আল্-কুরআনের বিভিন্ন আয়াতে পাওয়া যায়, যথা ২ ঃ ১৪৩, ২২ ঃ ৭৮, ৩৬ ঃ ৬৫, ৪১ ঃ ২০ ইত্যাদি।

Contents

২০। উহারা পৃথিবীতে আল্লাহ্‌কে[৬৪৪] অপারগ করিতে পারিত না এবং আল্লাহ্ ব্যতীত উহাদের অপর কোন অভিভাবক ছিল না; উহাদের শাস্তি দ্বিগুণ করা হইবে; উহাদের শুনিবার সামর্থ্যও ছিল না এবং উহারা দেখিতও না।

٢٠- أُولَٰٓئِكَ لَمْ يَكُونُوا مُعْجِزِينَ فِي الْأَرْضِ وَمَا كَانَ لَهُم مِّن دُونِ اللَّهِ مِنْ أَوْلِيَاءَ ۘ يُضَاعَفُ لَهُمُ الْعَذَابُ ۚ مَا كَانُوا يَسْتَطِيعُونَ السَّمْعَ وَمَا كَانُوا يُبْصِرُونَ ○

২১। উহারা নিজেদেরই ক্ষতি করিল এবং উহারা যে অলীক কল্পনা করিত তাহা উহাদের নিকট হইতে উধাও হইয়া গেল।

٢١- أُولَٰٓئِكَ الَّذِينَ خَسِرُوٓا أَنفُسَهُمْ وَضَلَّ عَنْهُم مَّا كَانُوا يَفْتَرُونَ ○

২২। নিঃসন্দেহে উহারাই আখিরাতে সর্বাধিক ক্ষতিগ্রস্ত।

٢٢- لَا جَرَمَ أَنَّهُمْ فِي الْآخِرَةِ هُمُ الْأَخْسَرُونَ ○

২৩। যাহারা মু'মিন, সৎকর্মপরায়ণ এবং তাহাদের প্রতিপালকের প্রতি বিনয়াবনত, তাহারাই জান্নাতের অধিবাসী, সেখানে তাহারা স্থায়ী হইবে।

٢٣- إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَأَخْبَتُوٓا إِلَىٰ رَبِّهِمْ أُولَٰٓئِكَ أَصْحَابُ الْجَنَّةِ ۚ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ○

২৪। দল দুইটির উপমা অন্ধ ও বধিরের এবং চক্ষুষ্মান ও শ্রবণশক্তি সম্পন্নের ন্যায়, তুলনায় এই দুই কি সমান? তবুও কি তোমরা শিক্ষা গ্রহণ করিবে না?

٢٤- مَثَلُ الْفَرِيقَيْنِ كَالْأَعْمَىٰ وَالْأَصَمِّ وَالْبَصِيرِ وَالسَّمِيعِ ۚ هَلْ يَسْتَوِيَانِ مَثَلًا ۚ أَفَلَا تَذَكَّرُونَ ○

[৩]

২৫। আমি তো নূহ্‌কে তাহার সম্প্রদায়ের নিকট পাঠাইয়াছিলাম। সে বলিয়াছিল,[৬৪৫] 'আমি অবশ্যই তোমাদের জন্য প্রকাশ্য সতর্ককারী,

٢٥- وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ ۚ إِنِّي لَكُمْ نَذِيرٌ مُّبِينٌ ○

২৬। যেন তোমরা আল্লাহ্ ব্যতীত অপর কিছুর 'ইবাদত না কর; আমি তো তোমাদের জন্য এক মর্মন্তুদ দিবসের শাস্তি আশংকা করি।'

٢٦- أَن لَّا تَعْبُدُوٓا إِلَّا اللَّهَ ۖ إِنِّيٓ أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ أَلِيمٍ ○

৬৪৪। 'আল্লাহ্‌কে' কথাটি আরবীতে উহ্য আছে।
৬৪৫। 'সে বলিয়াছিল' কথাটি এ স্থলে উহ্য আছে।

Contents

٢٧- فَقَالَ الْمَلَأُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِن قَوْمِهِ مَا نَرَاكَ إِلَّا بَشَرًا مِّثْلَنَا وَمَا نَرَاكَ اتَّبَعَكَ إِلَّا الَّذِينَ هُمْ أَرَاذِلُنَا بَادِيَ الرَّأْيِ ۚ وَمَا نَرَىٰ لَكُمْ عَلَيْنَا مِن فَضْلٍ بَلْ نَظُنُّكُمْ كَاذِبِينَ ○

২৭। তাহার সম্প্রদায়ের প্রধানেরা, যাহারা ছিল কাফির তাহারা বলিল, 'আমরা তোমাকে তো আমাদের মত মানুষ ব্যতীত কিছু দেখিতেছি না; আমরা তো দেখিতেছি, তোমার অনুসরণ করিতেছে তাহারাই, যাহারা আমাদের মধ্যে বাহ্য দৃষ্টিতেই অধম এবং আমরা আমাদের উপর তোমাদের কোন শ্রেষ্ঠত্ব দেখিতেছি না, বরং আমরা তোমাদিগকে মিথ্যাবাদী মনে করি।'

٢٨- قَالَ يَا قَوْمِ أَرَأَيْتُمْ إِن كُنتُ عَلَىٰ بَيِّنَةٍ مِّن رَّبِّي وَآتَانِي رَحْمَةً مِّنْ عِندِهِ فَعُمِّيَتْ عَلَيْكُمْ ۖ أَنُلْزِمُكُمُوهَا وَأَنتُمْ لَهَا كَارِهُونَ ○

২৮। সে বলিল, 'হে আমার সম্প্রদায়! তোমরা আমাকে বল, আমি যদি আমার প্রতিপালক প্রেরিত স্পষ্ট নিদর্শনে প্রতিষ্ঠিত থাকি এবং তিনি যদি আমাকে তাঁহার নিজ অনুগ্রহ হইতে দান করিয়া থাকেন, আর ইহা তোমাদের নিকট গোপন রাখা হইয়াছে, আমি কি এই বিষয়ে তোমাদিগকে বাধ্য করিতে পারি, যখন তোমরা ইহা অপসন্দ কর?

٢٩- وَيَا قَوْمِ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مَالًا ۖ إِنْ أَجْرِيَ إِلَّا عَلَى اللَّهِ ۚ وَمَا أَنَا بِطَارِدِ الَّذِينَ آمَنُوا ۚ إِنَّهُم مُّلَاقُو رَبِّهِمْ وَلَٰكِنِّي أَرَاكُمْ قَوْمًا تَجْهَلُونَ ○

২৯। 'হে আমার সম্প্রদায়! ইহার পরিবর্তে আমি তোমাদের নিকট ধন-সম্পদ যাচ্‌ঞা করি না। আমার পারিশ্রমিক তো আল্লাহ্‌রই নিকট এবং মু'মিনদিগকে তাড়াইয়া দেওয়া আমার কাজ নয়; তাহারা নিশ্চিতভাবে তাহাদের প্রতিপালকের সাক্ষাত লাভ করিবে। কিন্তু আমি তো দেখিতেছি তোমরা এক অজ্ঞ সম্প্রদায়।

٣٠- وَيَا قَوْمِ مَن يَنصُرُنِي مِنَ اللَّهِ إِن طَرَدتُّهُمْ ۚ أَفَلَا تَذَكَّرُونَ ○

৩০। 'হে আমার সম্প্রদায়! আমি যদি তাহাদিগকে তাড়াইয়া দেই, তবে আল্লাহ্ হইতে আমাকে কে রক্ষা করিবে? তবুও কি তোমরা উপদেশ গ্রহণ করিবে না?

٣١- وَلَا أَقُولُ لَكُمْ عِندِي خَزَائِنُ اللَّهِ وَلَا أَعْلَمُ الْغَيْبَ

৩১। 'আমি তোমাদিগকে বলি না, 'আমার নিকট আল্লাহ্‌র ধন-ভাণ্ডার আছে,' আর না অদৃশ্য সম্বন্ধে আমি অবগত এবং

وَلَاۤ اَقُوۡلُ اِنِّىۡ مَلَكٌ
وَّلَاۤ اَقُوۡلُ لِلَّذِيۡنَ تَزۡدَرِىۡۤ اَعۡيُنُكُمۡ
لَنۡ يُّؤۡتِيَهُمُ اللّٰهُ خَيۡرًا ؕ اَللّٰهُ اَعۡلَمُ
بِمَا فِىۡۤ اَنۡفُسِهِمۡ ۖۚ
اِنِّىۡۤ اِذًا لَّمِنَ الظّٰلِمِيۡنَ ○

আমি ইহাও বলি না যে, আমি ফিরিশ্‌তা। তোমাদের দৃষ্টিতে যাহারা হেয় তাহাদের সম্বন্ধে আমি বলি না যে, আল্লাহ্ তাহাদিগকে কখনই মঙ্গল দান করিবেন না; তাহাদের অন্তরে যাহা আছে তাহা আল্লাহ্ সম্যক অবগত। তাহা হইলে আমি অবশ্যই যালিমদের অন্তর্ভুক্ত হইব।'

۳۲- قَالُوۡا يٰنُوۡحُ قَدۡ جٰدَلۡتَنَا
فَاَكۡثَرۡتَ جِدَالَنَا فَاۡتِنَا بِمَا تَعِدُنَاۤ
اِنۡ كُنۡتَ مِنَ الصّٰدِقِيۡنَ ○

৩২। তাহারা বলিল, 'হে নূহ্! তুমি তো আমাদের সহিত বিতণ্ডা করিয়াছ—তুমি বিতণ্ডা করিয়াছ আমাদের সহিত অতি মাত্রায়; সুতরাং তুমি সত্যবাদী হইলে আমাদিগকে যাহার ভয় দেখাইতেছ তাহা আনয়ন কর।'

۳۳- قَالَ اِنَّمَا يَاۡتِيۡكُمۡ بِهِ اللّٰهُ اِنۡ شَآءَ
وَمَاۤ اَنۡتُمۡ بِمُعۡجِزِيۡنَ ○

৩৩। সে বলিল, 'ইচ্ছা করিলে আল্লাহ্ই উহা তোমাদের নিকট উপস্থিত করিবেন এবং তোমরা উহা ব্যর্থ করিতে পারিবে না।

۳۴- وَلَا يَنۡفَعُكُمۡ نُصۡحِىۡۤ
اِنۡ اَرَدۡتُّ اَنۡ اَنۡصَحَ لَكُمۡ
اِنۡ كَانَ اللّٰهُ يُرِيۡدُ اَنۡ يُّغۡوِيَكُمۡ ؕ
هُوَ رَبُّكُمۡ ۟ وَاِلَيۡهِ تُرۡجَعُوۡنَ ؕ

৩৪। 'আমি তোমাদিগকে উপদেশ দিতে চাহিলেও আমার উপদেশ তোমাদের উপকারে আসিবে না, যদি আল্লাহ্ তোমাদিগকে বিভ্রান্ত করিতে চাহেন। তিনিই তোমাদের প্রতিপালক এবং তাঁহারই নিকট তোমাদের প্রত্যাবর্তন।

۳۵- اَمۡ يَقُوۡلُوۡنَ افۡتَرٰٮهُ ؕ
قُلۡ اِنِ افۡتَرَيۡتُهٗ فَعَلَىَّ اِجۡرَامِىۡ
ع وَاَنَا بَرِىۡٓءٌ مِّمَّا تُجۡرِمُوۡنَ ○

৩৫। তাহারা কি বলে যে, সে ইহা রচনা করিয়াছে? বল, 'আমি যদি ইহা রচনা করিয়া থাকি, তবে আমিই আমার অপরাধের জন্য দায়ী হইব। তোমরা যে অপরাধ করিতেছ তাহা হইতে আমি দায়মুক্ত।'

[৪]

۳۶- وَاُوۡحِىَ اِلٰى نُوۡحٍ اَنَّهٗ لَنۡ يُّؤۡمِنَ
مِنۡ قَوۡمِكَ اِلَّا مَنۡ قَدۡ اٰمَنَ

৩৬। নূহের প্রতি প্রত্যাদেশ হইয়াছিল, 'যাহারা ঈমান আনিয়াছে তাহারা ব্যতীত তোমার সম্প্রদায়ের অন্য কেহ কখনও ঈমান

فَلَا تَبْتَئِسْ بِمَا كَانُوْا يَفْعَلُوْنَ ۝

আনিবে না। সুতরাং তাহারা যাহা করে তজ্জন্য তুমি দুঃখিত হইও না।

٣٧- وَاصْنَعِ الْفُلْكَ بِاَعْيُنِنَا وَوَحْيِنَا وَلَا تُخَاطِبْنِيْ فِي الَّذِيْنَ ظَلَمُوْا ۚ اِنَّهُمْ مُّغْرَقُوْنَ ۝

৩৭। 'তুমি আমার তত্ত্বাবধানে ও আমার প্রত্যাদেশ অনুযায়ী নৌকা নির্মাণ কর এবং যাহারা সীমা লংঘন করিয়াছে তাহাদের সম্পর্কে তুমি আমাকে কিছু বলিও না[৬৪৬]; তাহারা তো নিমজ্জিত হইবে।'

٣٨- وَيَصْنَعُ الْفُلْكَ ۗ وَكُلَّمَا مَرَّ عَلَيْهِ مَلَاٌ مِّنْ قَوْمِهٖ سَخِرُوْا مِنْهُ ۗ قَالَ اِنْ تَسْخَرُوْا مِنَّا فَاِنَّا نَسْخَرُ مِنْكُمْ كَمَا تَسْخَرُوْنَ ۝

৩৮। সে নৌকা নির্মাণ করিতে লাগিল এবং যখনই তাহার সম্প্রদায়ের প্রধানেরা তাহার নিকট দিয়া যাইত, তাহাকে উপহাস করিত; সে বলিত, 'তোমরা যদি আমাকে উপহাস কর তবে আমরাও তোমাদিগকে উপহাস করিব[৬৪৭], যেমন তোমরা উপহাস করিতেছ;

٣٩- فَسَوْفَ تَعْلَمُوْنَ ۙ مَنْ يَّاْتِيْهِ عَذَابٌ يُّخْزِيْهِ وَيَحِلُّ عَلَيْهِ عَذَابٌ مُّقِيْمٌ ۝

৩৯। 'এবং তোমরা অচিরে জানিতে পারিবে, কাহার উপর আসিবে লাঞ্ছনাদায়ক শাস্তি আর তাহার উপর আপতিত হইবে স্থায়ী শাস্তি।'

٤٠- حَتّٰٓى اِذَا جَآءَ اَمْرُنَا وَفَارَ التَّنُّوْرُ ۙ قُلْنَا احْمِلْ فِيْهَا مِنْ كُلٍّ زَوْجَيْنِ اثْنَيْنِ وَاَهْلَكَ اِلَّا مَنْ سَبَقَ عَلَيْهِ الْقَوْلُ وَمَنْ اٰمَنَ ۗ وَمَآ اٰمَنَ مَعَهٗٓ اِلَّا قَلِيْلٌ ۝

৪০। অবশেষে যখন আমার আদেশ আসিল এবং উনান উথলিয়া উঠিল[৬৪৮]; আমি বলিলাম, 'ইহাতে উঠাইয়া লও প্রত্যেক শ্রেণীর যুগলের দুইটি, যাহাদের বিরুদ্ধে পূর্ব-সিদ্ধান্ত হইয়াছে তাহারা ব্যতীত তোমার পরিবার-পরিজনকে এবং যাহারা ঈমান আনিয়াছে তাহাদিগকে।' তাহার সঙ্গে ঈমান আনিয়াছিল অল্প কয়েকজন।

٤١- وَقَالَ ارْكَبُوْا فِيْهَا بِسْمِ اللّٰهِ مَجْرٖىهَا وَمُرْسٰىهَا ۗ

৪১। সে বলিল, 'ইহাতে আরোহণ কর, আল্লাহ্‌র নামে ইহার গতি ও স্থিতি,

৬৪৬। অর্থাৎ তাহাদের জন্য সুপারিশ করিও না।
৬৪৭। অদূর ভবিষ্যতে তোমাদের উপর যখন তুফানের শাস্তি আসিবে তখন আমরাও উপহাস করিব।
৬৪৮। অর্থাৎ উনান হইতে পানি উথলিয়া উঠিল, ইহার অর্থ ভূ-পৃষ্ঠ প্লাবিত হইল।

اِنَّ رَبِّیۡ لَغَفُوۡرٌ رَّحِیۡمٌ ○

আমার প্রতিপালক অবশ্যই ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।'

٤٢-وَهِیَ تَجۡرِیۡ بِهِمۡ فِیۡ مَوۡجٍ كَالۡجِبَالِ ۟ وَنَادٰی نُوۡحُ ۣابۡنَهٗ وَكَانَ فِیۡ مَعۡزِلٍ یّٰبُنَیَّ ارۡكَبۡ مَّعَنَا وَلَا تَكُنۡ مَّعَ الۡكٰفِرِیۡنَ ○

৪২। পর্বত-প্রমাণ তরঙ্গের মধ্যে ইহা তাহাদিগকে লইয়া বহিয়া চলিল; নূহ্ তাহার পুত্রকে, যে পৃথক ছিল, আহ্বান করিয়া বলিল, 'হে আমার পুত্র! আমাদের সঙ্গে আরোহণ কর এবং কাফিরদের সঙ্গী হইও না।'

٤٣-قَالَ سَاٰوِیۡۤ اِلٰی جَبَلٍ یَّعۡصِمُنِیۡ مِنَ الۡمَآءِ ؕ قَالَ لَا عَاصِمَ الۡیَوۡمَ مِنۡ اَمۡرِ اللّٰهِ اِلَّا مَنۡ رَّحِمَ ۚ وَحَالَ بَیۡنَهُمَا الۡمَوۡجُ فَكَانَ مِنَ الۡمُغۡرَقِیۡنَ ○

৪৩। সে[৬৪৯] বলিল, 'আমি এমন এক পর্বতে আশ্রয় লইব যাহা আমাকে প্লাবন[৬৫০] হইতে রক্ষা করিবে।' সে[৬৫১] বলিল, 'আজ আল্লাহ্‌র হুকুম হইতে রক্ষা করিবার কেহ নাই, তবে যাহাকে আল্লাহ্ দয়া করিবেন সে ব্যতীত।' ইহার পর তরঙ্গ উহাদিগকে বিচ্ছিন্ন করিয়া দিল এবং সে নিমজ্জিতদের অন্তর্ভুক্ত হইল।

٤٤-وَقِیۡلَ یٰۤاَرۡضُ ابۡلَعِیۡ مَآءَكِ وَیٰسَمَآءُ اَقۡلِعِیۡ وَغِیۡضَ الۡمَآءُ وَقُضِیَ الۡاَمۡرُ وَاسۡتَوَتۡ عَلَی الۡجُوۡدِیِّ وَقِیۡلَ بُعۡدًا لِّلۡقَوۡمِ الظّٰلِمِیۡنَ ○

৪৪। ইহার পর বলা হইল[৬৫২], 'হে পৃথিবী! তুমি তোমার পানি গ্রাস করিয়া লও এবং হে আকাশ! ক্ষান্ত হও।' ইহার পর বন্যা প্রশমিত হইল এবং কার্য সমাপ্ত হইল, নৌকা জুদী[৬৫৩] পর্বতের উপর স্থির হইল এবং বলা হইল, যালিম সম্প্রদায় ধ্বংস হউক।

٤٥-وَنَادٰی نُوۡحٌ رَّبَّهٗ فَقَالَ رَبِّ اِنَّ ابۡنِیۡ مِنۡ اَهۡلِیۡ وَاِنَّ وَعۡدَكَ الۡحَقُّ وَاَنۡتَ اَحۡكَمُ الۡحٰكِمِیۡنَ ○

৪৫। নূহ্ তাহার প্রতিপালককে সম্বোধন করিয়া বলিল, 'হে আমার প্রতিপালক! আমার পুত্র আমার পরিবারভুক্ত এবং আপনার প্রতিশ্রুতি সত্য, আর আপনি তো বিচারকদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ বিচারক।'

৬৪৯। নূহ (আ)-এর পুত্র।
৬৫০। এ স্থলে الماء দ্বারা প্লাবন বুঝাইতেছে।
৬৫১। হযরত নূহ (আ)।
৬৫২। 'বলা হইল' অর্থাৎ আল্লাহ্ বলিলেন।
৬৫৩। আরারাত পর্বতমালার একটি চূড়া।

٤٦- قَالَ يٰنُوْحُ اِنَّهٗ لَيْسَ مِنْ اَهْلِكَ ۚ اِنَّهٗ عَمَلٌ غَيْرُ صَالِحٍ ۖ فَلَا تَسْـَٔلْنِ مَا لَيْسَ لَكَ بِهٖ عِلْمٌ ؕ اِنِّيْۤ اَعِظُكَ اَنْ تَكُوْنَ مِنَ الْجٰهِلِيْنَ ○

৪৬। তিনি বলিলেন, 'হে নূহ্! সে তো তোমার পরিবারভুক্ত নহে। সে অবশ্যই অসৎকর্মপরায়ণ। সুতরাং যে বিষয়ে তোমার জ্ঞান নাই সে বিষয়ে আমাকে অনুরোধ করিও না। আমি তোমাকে উপদেশ দিতেছি, তুমি যেন অজ্ঞদের অন্তর্ভুক্ত না হও।'

٤٧- قَالَ رَبِّ اِنِّيْۤ اَعُوْذُ بِكَ اَنْ اَسْـَٔلَكَ مَا لَيْسَ لِيْ بِهٖ عِلْمٌ ؕ وَ اِلَّا تَغْفِرْ لِيْ وَ تَرْحَمْنِيْۤ اَكُنْ مِّنَ الْخٰسِرِيْنَ ○

৪৭। সে বলিল, 'হে আমার প্রতিপালক! যে বিষয়ে আমার জ্ঞান নাই, সে বিষয়ে যাহাতে আপনাকে অনুরোধ না করি, এইজন্য আমি আপনার শরণ লইতেছি। আপনি যদি আমাকে ক্ষমা না করেন এবং আমাকে দয়া না করেন, তবে আমি ক্ষতিগ্রস্তদের অন্তর্ভুক্ত হইব।'

٤٨- قِيْلَ يٰنُوْحُ اهْبِطْ بِسَلٰمٍ مِّنَّا وَ بَرَكٰتٍ عَلَيْكَ وَ عَلٰۤى اُمَمٍ مِّمَّنْ مَّعَكَ ؕ وَ اُمَمٌ سَنُمَتِّعُهُمْ ثُمَّ يَمَسُّهُمْ مِّنَّا عَذَابٌ اَلِيْمٌ ○

৪৮। বলা হইল, 'হে নূহ্! অবতরণ কর আমার পক্ষ হইতে শান্তি ও কল্যাণসহ এবং তোমার প্রতি ও যে সমস্ত সম্প্রদায় তোমার সঙ্গে আছে তাহাদের প্রতি; অপর সম্প্রদায়সমূহ[৬৫৪]কে আমি জীবন উপভোগ করিতে দিব, পরে আমা হইতে মর্মন্তুদ শাস্তি উহাদিগকে স্পর্শ করিবে;

٤٩- تِلْكَ مِنْ اَنْۢبَآءِ الْغَيْبِ نُوْحِيْهَاۤ اِلَيْكَ ۚ مَا كُنْتَ تَعْلَمُهَاۤ اَنْتَ وَ لَا قَوْمُكَ مِنْ قَبْلِ هٰذَا ۛؕ فَاصْبِرْ ۛؕ اِنَّ الْعَاقِبَةَ لِلْمُتَّقِيْنَ ○

৪৯। 'এই সমস্ত অদৃশ্যলোকের সংবাদ আমি তোমাকে[৬৫৫] ওহী দ্বারা অবহিত করিতেছি, যাহা ইহার পূর্বে তুমি জানিতে না এবং তোমার সম্প্রদায়ও জানিত না। সুতরাং ধৈর্য ধারণ কর, শুভ পরিণাম মুত্তাকীদেরই জন্য।'

[৫]

٥٠- وَ اِلٰى عَادٍ اَخَاهُمْ هُوْدًا ؕ قَالَ يٰقَوْمِ اعْبُدُوا اللّٰهَ مَا لَكُمْ مِّنْ اِلٰهٍ غَيْرُهٗ ؕ اِنْ اَنْتُمْ اِلَّا مُفْتَرُوْنَ ○

৫০। 'আদ্ জাতির নিকট উহাদের ভ্রাতা[৬৫৬] হূদকে পাঠাইয়াছিলাম সে বলিয়াছিল, 'হে আমার সম্প্রদায়। তোমরা আল্লাহ্র 'ইবাদত কর। তিনি ব্যতীত তোমাদের অন্য কোন ইলাহ্ নাই। তোমরা তো কেবল মিথ্যা রচনাকারী।

৬৫৪। অর্থাৎ হযরত নূহ্ (আ)-এর পরবর্তী কালের কাফির সম্প্রদায়।
৬৫৫। এ স্থলে 'তোমাকে' দ্বারা হযরত মুহাম্মাদ (সাঃ)-কে বুঝাইতেছে।
৬৫৬। এখানে 'ভ্রাতা' দ্বারা স্বজাতি-ভ্রাতা বুঝাইতেছে, সহোদর ভ্রাতা নহে।

৫১। 'হে আমার সম্প্রদায়! আমি ইহার পরিবর্তে তোমাদের নিকট পারিশ্রমিক যাচ্ঞা করি না। আমার পারিশ্রমিক আছে তাঁহারই নিকট, যিনি আমাকে সৃষ্টি করিয়াছেন। তোমরা কি তবুও অনুধাবন করিবে না?

٥١- يٰقَوْمِ لَآ اَسْـَٔلُكُمْ عَلَيْهِ اَجْرًا ؕ اِنْ اَجْرِيَ اِلَّا عَلَى الَّذِيْ فَطَرَنِيْ ؕ اَفَلَا تَعْقِلُوْنَ ○

৫২। 'হে আমার সম্প্রদায়! তোমরা তোমাদের প্রতিপালকের নিকট ক্ষমা প্রার্থনা কর, অতঃপর তাঁহার দিকেই ফিরিয়া আস। তিনি তোমাদের জন্য প্রচুর বারি বর্ষাইবেন। তিনি তোমাদিগকে আরও শক্তি দিয়া তোমাদের শক্তি বৃদ্ধি করিবেন এবং তোমরা অপরাধী হইয়া মুখ ফিরাইয়া লইও না।'

٥٢- وَيٰقَوْمِ اسْتَغْفِرُوْا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوْبُوْٓا اِلَيْهِ يُرْسِلِ السَّمَآءَ عَلَيْكُمْ مِّدْرَارًا وَّيَزِدْكُمْ قُوَّةً اِلٰى قُوَّتِكُمْ وَلَا تَتَوَلَّوْا مُجْرِمِيْنَ ○

৫৩। উহারা বলিল, 'হে হূদ! তুমি আমাদের নিকট কোন স্পষ্ট প্রমাণ আনয়ন কর নাই, তোমার কথায় আমরা আমাদের উপাস্যদিগকে পরিত্যাগ করিবার নহি এবং আমরা তোমাতে বিশ্বাসী নহি।

٥٣- قَالُوْا يٰهُوْدُ مَا جِئْتَنَا بِبَيِّنَةٍ وَّمَا نَحْنُ بِتَارِكِيْٓ اٰلِهَتِنَا عَنْ قَوْلِكَ وَمَا نَحْنُ لَكَ بِمُؤْمِنِيْنَ ○

৫৪। 'আমরা তো ইহাই বলি, আমাদের উপাস্যদের মধ্যে কেহ তোমাকে অশুভ দ্বারা আবিষ্ট করিয়াছে।' সে বলিল, 'আমি তো আল্লাহ্‌কে সাক্ষী করিতেছি এবং তোমরাও সাক্ষী হও যে, নিশ্চয়ই আমি তাহা হইতে মুক্ত যাহাকে তোমরা আল্লাহ্‌র শরীক কর,

٥٤- اِنْ نَّقُوْلُ اِلَّا اعْتَرٰىكَ بَعْضُ اٰلِهَتِنَا بِسُوْٓءٍ ؕ قَالَ اِنِّيْٓ اُشْهِدُ اللّٰهَ وَاشْهَدُوْٓا اَنِّيْ بَرِيْٓءٌ مِّمَّا تُشْرِكُوْنَ ○

৫৫ 'আল্লাহ্‌ ব্যতীত। তোমরা সকলে আমার বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র কর; অতঃপর আমাকে অবকাশ দিও না।

٥٥- مِنْ دُوْنِهٖ فَكِيْدُوْنِيْ جَمِيْعًا ثُمَّ لَا تُنْظِرُوْنِ ○

৫৬। 'আমি নির্ভর করি আমার ও তোমাদের প্রতিপালক আল্লাহ্‌র উপর; এমন কোন জীব-জন্তু নাই, যে তাঁহার পূর্ণ আয়ত্তাধীন[৬৫৭] নহে; নিশ্চয়ই আমার প্রতিপালক আছেন সরল পথে।[৬৫৮]

٥٦- اِنِّيْ تَوَكَّلْتُ عَلَى اللّٰهِ رَبِّيْ وَرَبِّكُمْ ؕ مَا مِنْ دَآبَّةٍ اِلَّا هُوَ اٰخِذٌۢ بِنَاصِيَتِهَا ؕ اِنَّ رَبِّيْ عَلٰى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيْمٍ ○

৬৫৭। اخذ بناصية এই শব্দগুলির শাব্দিক অর্থ-মস্তকের সম্মুখভাগের কেশগুচ্ছ ধরিয়া থাকা; এ স্থলে এই কথাগুলি রূপক অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে, যাহার অর্থ সম্পূর্ণ আয়ত্তাধীনে রাখা।—তাফসীর মানার, কাশ্‌শাফ ইত্যাদি

৬৫৮। অর্থাৎ তিনিই সরল পথের হিদায়াত দেন এবং তাঁহার প্রদর্শিত সরল পথে থাকিলেই তাঁহাকে পাওয়া যায়।

٥٧- فَإِنْ تَوَلَّوْا فَقَدْ أَبْلَغْتُكُمْ مَّآ أُرْسِلْتُ بِهٖٓ إِلَيْكُمْ ؕ وَيَسْتَخْلِفُ رَبِّيْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ ۚ وَلَا تَضُرُّوْنَهٗ شَيْـًٔا ؕ إِنَّ رَبِّيْ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ حَفِيْظٌ ○

৫৭। 'অতঃপর তোমরা মুখ ফিরাইয়া লইলেও আমি যাহাসহ তোমাদের নিকট প্রেরিত হইয়াছি, আমি তো তাহা তোমাদের নিকট পৌঁছাইয়া দিয়াছি; এবং আমার প্রতিপালক তোমাদের হইতে ভিন্ন কোন সম্প্রদায়কে তোমাদের স্থলাভিষিক্ত করিবেন এবং তোমরা তাঁহার কোন ক্ষতি সাধন করিতে পারিবে না। নিশ্চয়ই আমার প্রতিপালক সমস্ত কিছুর রক্ষণাবেক্ষণকারী।'

٥٨- وَلَمَّا جَآءَ أَمْرُنَا نَجَّيْنَا هُوْدًا وَّالَّذِيْنَ اٰمَنُوْا مَعَهٗ بِرَحْمَةٍ مِّنَّا ۚ وَنَجَّيْنٰهُمْ مِّنْ عَذَابٍ غَلِيْظٍ ○

৫৮। এবং যখন আমার নির্দেশ৬৫৯ আসিল তখন আমি হূদ ও তাহার সঙ্গে যাহারা ঈমান আনিয়াছিল তাহাদিগকে আমার অনুগ্রহে রক্ষা করিলাম এবং রক্ষা করিলাম তাহাদিগকে কঠিন শাস্তি হইতে।

٥٩- وَتِلْكَ عَادٌ ۟ جَحَدُوْا بِاٰيٰتِ رَبِّهِمْ وَعَصَوْا رُسُلَهٗ وَاتَّبَعُوْٓا أَمْرَ كُلِّ جَبَّارٍ عَنِيْدٍ ○

৫৯। এই 'আদ জাতি তাহাদের প্রতিপালকের নিদর্শন অস্বীকার করিয়াছিল এবং অমান্য করিয়াছিল তাঁহার রাসূলগণকে এবং উহারা প্রত্যেক উদ্ধত স্বৈরাচারীর নির্দেশ অনুসরণ করিয়াছিল।

٦٠- وَأُتْبِعُوْا فِيْ هٰذِهِ الدُّنْيَا لَعْنَةً وَّيَوْمَ الْقِيٰمَةِ ؕ أَلَآ إِنَّ عَادًا كَفَرُوْا رَبَّهُمْ ؕ أَلَا بُعْدًا لِّعَادٍ قَوْمِ هُوْدٍ ○

৬০। এই দুনিয়ায় উহাদিগকে করা হইয়াছিল লা'নতগ্রস্ত এবং লা'নতগ্রস্ত৬৬০ হইবে উহারা কিয়ামতের দিনেও। জানিয়া রাখ! 'আদ সম্প্রদায় তো তাহাদের প্রতিপালককে অস্বীকার করিয়াছিল। জানিয়া রাখ! ধ্বংসই হইল পরিণাম 'আদের, যাহারা হূদের সম্প্রদায়।

[৬]

٦١- وَإِلٰى ثَمُوْدَ أَخَاهُمْ صٰلِحًا ۘ قَالَ يٰقَوْمِ اعْبُدُوا اللّٰهَ مَا لَكُمْ مِّنْ إِلٰهٍ غَيْرُهٗ ؕ

৬১। আমি ছামূদ জাতির নিকট তাহাদের ভ্রাতা সালিহ্‌কে পাঠাইয়াছিলাম। সে বলিয়াছিল, 'হে আমার সম্প্রদায়! 'তোমরা আল্লাহ্‌র 'ইবাদত কর, তিনি ব্যতীত তোমাদের অন্য কোন ইলাহ্ নাই।

৬৫৯। হযরত হূদ (আ)-কে যাহারা অমান্য করিয়াছিল তাহাদিগকে ধ্বংস করিবার নির্দেশ।
৬৬০। 'লা'নতগ্রস্ত হইবে' এই কথাটি মূল আরবীতে উহ্য আছে।

هُوَ اَنْشَاَكُمْ مِّنَ الْاَرْضِ وَاسْتَعْمَرَكُمْ فِيْهَا فَاسْتَغْفِرُوْهُ ثُمَّ تُوْبُوْٓا اِلَيْهِ ؕ اِنَّ رَبِّيْ قَرِيْبٌ مُّجِيْبٌ ○

তিনি তোমাদিগকে মৃত্তিকা হইতে সৃষ্টি করিয়াছেন এবং উহাতেই তিনি তোমাদিগকে বসবাস করাইয়াছেন। সুতরাং তোমরা তাঁহার নিকটে ক্ষমা প্রার্থনা কর আর তাঁহার দিকেই প্রত্যাবর্তন কর। নিশ্চয়ই আমার প্রতিপালক নিকটে, তিনি আহ্বানে সাড়া দেন।'

٦٢- قَالُوْا يٰصٰلِحُ قَدْ كُنْتَ فِيْنَا مَرْجُوًّا قَبْلَ هٰذَآ اَتَنْهٰىنَآ اَنْ نَّعْبُدَ مَا يَعْبُدُ اٰبَآؤُنَا وَاِنَّنَا لَفِيْ شَكٍّ مِّمَّا تَدْعُوْنَآ اِلَيْهِ مُرِيْبٍ ○

৬২। তাহারা বলিল, 'হে সালিহ্! ইহার পূর্বে তুমি ছিলে আমাদের আশাস্থল। তুমি কি আমাদিগকে নিষেধ করিতেছ 'ইবাদত করিতে তাহাদের, যাহাদের 'ইবাদত করিত আমাদের পিতৃ-পুরুষেরা? আমরা অবশ্যই বিভ্রান্তিকর সন্দেহে রহিয়াছি সে বিষয়ে, যাহার প্রতি তুমি আমাদিগকে আহ্বান করিতেছ।'

٦٣- قَالَ يٰقَوْمِ اَرَءَيْتُمْ اِنْ كُنْتُ عَلٰى بَيِّنَةٍ مِّنْ رَّبِّيْ وَاٰتٰىنِيْ مِنْهُ رَحْمَةً فَمَنْ يَّنْصُرُنِيْ مِنَ اللّٰهِ اِنْ عَصَيْتُهٗ قف فَمَا تَزِيْدُوْنَنِيْ غَيْرَ تَخْسِيْرٍ ○

৬৩। সে বলিল, 'হে আমার সম্প্রদায়! তোমরা কি ভাবিয়া দেখিয়াছ, আমি যদি আমার প্রতিপালক প্রেরিত স্পষ্ট প্রমাণে প্রতিষ্ঠিত হইয়া থাকি এবং তিনি যদি আমাকে তাঁহার নিজ অনুগ্রহ দান করিয়া থাকেন, তবে আল্লাহ্র শাস্তি হইতে আমাকে কে রক্ষা করিবে, আমি যদি তাঁহার অবাধ্যতা করি? সুতরাং তোমরা তো কেবল আমার ক্ষতিই বাড়াইয়া দিতেছ।[৬৬১]

٦٤- وَيٰقَوْمِ هٰذِهٖ نَاقَةُ اللّٰهِ لَكُمْ اٰيَةً فَذَرُوْهَا تَاْكُلْ فِيْٓ اَرْضِ اللّٰهِ وَلَا تَمَسُّوْهَا بِسُوْٓءٍ فَيَاْخُذَكُمْ عَذَابٌ قَرِيْبٌ ○

৬৪। 'হে আমার সম্প্রদায়! ইহা আল্লাহ্র উষ্ট্রী তোমাদের জন্য নিদর্শনস্বরূপ।[৬৬২] ইহাকে আল্লাহ্র জমিতে চরিয়া খাইতে দাও। ইহাকে কোন ক্লেশ দিও না, ক্লেশ দিলে আশু শাস্তি তোমাদের উপর আপতিত হইবে।'

٦٥- فَعَقَرُوْهَا فَقَالَ تَمَتَّعُوْا فِيْ دَارِكُمْ ثَلٰثَةَ اَيَّامٍ ؕ

৬৫। কিন্তু উহারা উহাকে বধ করিল। অতঃপর সে বলিল, 'তোমরা তোমাদের গৃহে তিন দিন জীবন উপভোগ করিয়া

৬৬১। আল্লাহ্র দীন প্রচারে বাধা প্রদান করিয়া।

৬৬২। ১৭ ঃ ৫৯ আয়াতে এই উষ্ট্রীকে আল্লাহ্র নিদর্শন বলা হইয়াছে। হযরত সালিহ্ (আ)-এর সম্প্রদায়ের নিকট মু'জিযাস্বরূপ ইহা প্রেরিত হইয়াছিল এবং ইহার কোন ক্ষতি করিতে নিষেধ করা হইয়াছিল। কিন্তু তাহারা উষ্ট্রীকে বধ করে (৭ ঃ ৭৭)।

ذٰلِكَ وَعْدٌ غَيْرُ مَكْذُوْبٍ ○

লও। ইহা একটি প্রতিশ্রুতি যাহা মিথ্যা হইবার নহে।'

٦٦- فَلَمَّا جَآءَ اَمْرُنَا نَجَّيْنَا صٰلِحًا وَّالَّذِيْنَ اٰمَنُوْا مَعَهٗ بِرَحْمَةٍ مِّنَّا وَمِنْ خِزْيِ يَوْمِئِذٍ ؕ اِنَّ رَبَّكَ هُوَ الْقَوِيُّ الْعَزِيْزُ ○

৬৬। যখন আমার নির্দেশ আসিল তখন আমি সালিহ্ ও তাঁহার সঙ্গে যাহারা ঈমান আনিয়াছিল তাহাদিগকে আমার অনুগ্রহে রক্ষা করিলাম এবং রক্ষা করিলাম সেই দিনের লাঞ্ছনা হইতে। তোমার প্রতিপালক তো শক্তিমান, পরাক্রমশালী।

٦٧- وَاَخَذَ الَّذِيْنَ ظَلَمُوا الصَّيْحَةُ فَاَصْبَحُوْا فِيْ دِيَارِهِمْ جٰثِمِيْنَ ○ۙ

৬৭। অতঃপর যাহারা সীমালঙ্ঘন করিয়াছিল মহানাদ তাহাদিগকে আঘাত করিল; ফলে উহারা নিজ নিজ গৃহে নতজানু অবস্থায় শেষ হইয়া গেল;

٦٨- كَاَنْ لَّمْ يَغْنَوْا فِيْهَا ؕ اَلَآ اِنَّ ثَمُوْدَاۡ كَفَرُوْا رَبَّهُمْ ؕ اَلَا بُعْدًا لِّثَمُوْدَ ○ۙ

৬৮। যেন তাহারা সেথায় কখনও বসবাস করে নাই। জানিয়া রাখ! ছামূদ সম্প্রদায় তো তাহাদের প্রতিপালককে অস্বীকার করিয়াছিল। জানিয়া রাখ! ধ্বংসই হইল ছামূদ সম্প্রদায়ের পরিণাম।

[৭]

٦٩- وَلَقَدْ جَآءَتْ رُسُلُنَآ اِبْرٰهِيْمَ بِالْبُشْرٰى قَالُوْا سَلٰمًا ؕ قَالَ سَلٰمٌ فَمَا لَبِثَ اَنْ جَآءَ بِعِجْلٍ حَنِيْذٍ ○

৬৯। আমার ফিরিশ্‌তাগণ[৬৬৩] তো সুসংবাদ লইয়া ইব্‌রাহীমের নিকট আসিল। তাহারা বলিল, 'সালাম।' সেও বলিল, 'সালাম।' সে অবিলম্বে এক কাবাবকৃত গো-বৎস লইয়া আসিল।

٧٠- فَلَمَّا رَاٰۤ اَيْدِيَهُمْ لَا تَصِلُ اِلَيْهِ نَكِرَهُمْ وَاَوْجَسَ مِنْهُمْ خِيْفَةً ؕ قَالُوْا لَا تَخَفْ اِنَّاۤ اُرْسِلْنَاۤ اِلٰى قَوْمِ لُوْطٍ ○ؕ

৭০। সে যখন দেখিল তাহাদের হস্ত উহার দিকে প্রসারিত হইতেছে না, তখন তাহাদিগকে অবাঞ্ছিত মনে করিল এবং তাহাদের সম্বন্ধে তাহার মনে ভীতি সঞ্চার হইল[৬৬৪]। তাহারা বলিল, 'ভয় করিও না, আমরা তো লূতের সম্প্রদায়ের প্রতি প্রেরিত হইয়াছি।'

৬৬৩। হযরত ইব্‌রাহীম (আ)-এর নিকট কতিপয় ফিরিশ্‌তা মানুষের আকৃতিতে প্রেরিত হইয়াছিলেন এবং তাঁহারা তাঁহার স্ত্রী 'সারা'-এর গর্ভে হযরত ইসহাক (আ)-এর জন্মের সুসংবাদ তাঁহাকে দিয়াছিলেন। এই ফিরিশ্‌তাগণই হযরত লূত (আ)-এর সম্প্রদায়কে শাস্তি প্রদানের জন্য আদিষ্ট হইয়া আসিয়াছিলেন।

৬৬৪। হযরত ইব্‌রাহীম (আ) ফিরিশ্‌তাদিগকে চিনিতে পারেন নাই। আল্লাহ্ না জানাইয়া দিলে নবী-রাসূলের পক্ষেও গায়বের বিষয় জানা সম্ভব নয়। তাই ইব্‌রাহীম (আ) তাঁহাদিগকে খাদ্য পরিবেশন করিলেন, কিন্তু তাহারা খাদ্য গ্রহণ না করায় তিনি শংকিত হইলেন(দ্র. ৫১ ঃ ২৪-৩৬)।

৭১। আর তাহার স্ত্রী দণ্ডায়মান এবং সে হাসিয়া ফেলিল৬৬৫। অতঃপর আমি তাহাকে ইস্‌হাকের ও ইস্‌হাকের পরবর্তী ইয়া'কূবের সুসংবাদ দিলাম।

٧١- وَامْرَاَتُهٗ قَآىِٕمَةٌ فَضَحِكَتْ فَبَشَّرْنٰهَا بِاِسْحٰقَ ۙ وَمِنْ وَّرَآءِ اِسْحٰقَ يَعْقُوْبَ ○

৭২। সে বলিল, 'কি আশ্চর্য! সন্তানের জননী হইব আমি, যখন আমি বৃদ্ধা এবং এই আমার স্বামী বৃদ্ধ! ইহা অবশ্যই এক অদ্ভুত ব্যাপার!'

٧٢- قَالَتْ يٰوَيْلَتٰۤى ءَاَلِدُ وَ اَنَا عَجُوْزٌ وَّ هٰذَا بَعْلِىْ شَيْخًا ؕ اِنَّ هٰذَا لَشَىْءٌ عَجِيْبٌ ○

৭৩। তাহারা বলিল, 'আল্লাহ্‌র কাজে তুমি বিস্ময় বোধ করিতেছ? হে পরিবারবর্গ৬৬৬! তোমাদের প্রতি রহিয়াছে আল্লাহ্‌র অনুগ্রহ ও কল্যাণ। তিনি তো প্রশংসার্হ ও সম্মানার্হ।'

٧٣- قَالُوْۤا اَتَعْجَبِيْنَ مِنْ اَمْرِ اللّٰهِ رَحْمَتُ اللّٰهِ وَبَرَكٰتُهٗ عَلَيْكُمْ اَهْلَ الْبَيْتِ ؕ اِنَّهٗ حَمِيْدٌ مَّجِيْدٌ ○

৭৪। অতঃপর যখন ইব্‌রাহীমের ভীতি দূরীভূত হইল এবং তাহার নিকট সুসংবাদ আসিল তখন সে লূতের সম্প্রদায়ের সম্বন্ধে আমার সহিত বাদানুবাদ৬৬৭ করিতে লাগিল।

٧٤- فَلَمَّا ذَهَبَ عَنْ اِبْرٰهِيْمَ الرَّوْعُ وَجَآءَتْهُ الْبُشْرٰى يُجَادِلُنَا فِىْ قَوْمِ لُوْطٍ ؕ ○

৭৫। ইব্‌রাহীম তো অবশ্যই সহনশীল, কোমল হৃদয়, সতত আল্লাহ্‌ অভিমুখী।

٧٥- اِنَّ اِبْرٰهِيْمَ لَحَلِيْمٌ اَوَّاهٌ مُّنِيْبٌ ○

৭৬। হে ইব্‌রাহীম! ইহা হইতে বিরত হও; তোমার প্রতিপালকের বিধান আসিয়া পড়িয়াছে; উহাদের প্রতি তো আসিবে শাস্তি যাহা অনিবার্য।

٧٦- يٰۤاِبْرٰهِيْمُ اَعْرِضْ عَنْ هٰذَا ۚ اِنَّهٗ قَدْ جَآءَ اَمْرُ رَبِّكَ ۚ وَاِنَّهُمْ اٰتِيْهِمْ عَذَابٌ غَيْرُ مَرْدُوْدٍ ○

৭৭। এবং যখন আমার প্রেরিত ফিরিশ্‌তাগণ লূতের নিকট আসিল তখন তাহাদের আগমনে সে বিষণ্ণ হইল এবং নিজকে তাহাদের রক্ষায় অসমর্থ মনে করিল এবং বলিল, 'ইহা নিদারুণ দিন!'

٧٧- وَلَمَّا جَآءَتْ رُسُلُنَا لُوْطًا سِىْٓءَ بِهِمْ وَضَاقَ بِهِمْ ذَرْعًا وَّقَالَ هٰذَا يَوْمٌ عَصِيْبٌ ○

৬৬৫। হযরত ইব্‌রাহীম (আ)-এর স্ত্রী ভয় দূর হওয়ার কারণে হাসিলেন।

৬৬৬। এখানে 'পরিবারবর্গ' দ্বারা হযরত ইব্‌রাহীম (আ)-এর পরিবারবর্গকে বুঝাইতেছে।

৬৬৭। এই স্থলে يجادلنا অর্থাৎ 'আমার সহিত বাদানুবাদ করিতে লাগিল' এই কথাগুলির অর্থ 'আমার প্রেরিত ফিরিশ্‌তাদের সহিত বাদানুবাদ করিতে লাগিল।—কাশ্‌শাফ, তফসীর মুফতী আবদুহু

٧٨- وَجَآءَهٗ قَوْمُهٗ يُهْرَعُوْنَ اِلَيْهِ ۗ وَمِنْ قَبْلُ كَانُوْا يَعْمَلُوْنَ السَّيِّاٰتِ ۗ قَالَ يٰقَوْمِ هٰٓؤُلَآءِ بَنَاتِيْ هُنَّ اَطْهَرُ لَكُمْ فَاتَّقُوا اللّٰهَ وَلَا تُخْزُوْنِ فِيْ ضَيْفِيْ ۗ اَلَيْسَ مِنْكُمْ رَجُلٌ رَّشِيْدٌ ○

৭৮। তাহার সম্প্রদায় তাহার নিকট উদ্‌ভ্রান্ত হইয়া ছুটিয়া আসিল এবং পূর্ব হইতে তাহারা কুকর্মে লিপ্ত ছিল। সে বলিল, 'হে আমার সম্প্রদায়! ইহারা আমার কন্যা,[৬৬৮] তোমাদের জন্য ইহারা পবিত্র। সুতরাং আল্লাহ্‌কে ভয় কর এবং আমার মেহমানদের ব্যাপারে আমাকে হেয় করিও না। তোমাদের মধ্যে কি কোন ভাল মানুষ নাই?'

٧٩- قَالُوْا لَقَدْ عَلِمْتَ مَا لَنَا فِيْ بَنٰتِكَ مِنْ حَقٍّ ۚ وَاِنَّكَ لَتَعْلَمُ مَا نُرِيْدُ ○

৭৯। তাহারা বলিল, 'তুমি তো জান, তোমার কন্যাদিগকে আমাদের কোন প্রয়োজন[৬৬৯] নাই; আমরা কি চাই তাহা তো তুমি জানই।'

٨٠- قَالَ لَوْ اَنَّ لِيْ بِكُمْ قُوَّةً اَوْ اٰوِيْٓ اِلٰى رُكْنٍ شَدِيْدٍ ○

৮০। সে বলিল, 'তোমাদের উপর যদি আমার শক্তি থাকিত অথবা যদি আমি আশ্রয় লইতে পারিতাম কোন সুদৃঢ় স্তম্ভের!

٨١- قَالُوْا يٰلُوْطُ اِنَّا رُسُلُ رَبِّكَ لَنْ يَّصِلُوْٓا اِلَيْكَ فَاَسْرِ بِاَهْلِكَ بِقِطْعٍ مِّنَ الَّيْلِ وَلَا يَلْتَفِتْ مِنْكُمْ اَحَدٌ اِلَّا امْرَاَتَكَ ۗ اِنَّهٗ مُصِيْبُهَا مَآ اَصَابَهُمْ ۗ اِنَّ مَوْعِدَهُمُ الصُّبْحُ ۗ اَلَيْسَ الصُّبْحُ بِقَرِيْبٍ ○

৮১। তাহারা বলিল, 'হে লূত! নিশ্চয়ই আমরা তোমার প্রতিপালক প্রেরিত ফিরিশ্‌তা। উহারা কখনই তোমার নিকট পৌঁছিতে পারিবে না। সুতরাং তুমি রাত্রির কোন এক সময়ে তোমার পরিবারবর্গসহ বাহির হইয়া পড় এবং তোমাদের মধ্যে কেহ পিছন দিকে তাকাইবে না, তোমার স্ত্রী ব্যতীত। উহাদের[৬৭০] যাহা ঘটিবে তাহারও তাহাই ঘটিবে। নিশ্চয়ই প্রভাত উহাদের জন্য নির্ধারিত কাল।[৬৭১] প্রভাত কি নিকটবর্তী নহে?

৬৬৮। অর্থাৎ লূত (আ)-এর সম্প্রদায়ের কন্যাগণ। নবী নিজ সম্প্রদায়ের পিতৃতুল্য, তাই তিনি তাহাদিগকে নিজের কন্যা বলিয়াছেন।

৬৬৯। حق এখানে 'প্রয়োজন' অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে।

৬৭০। এ স্থলে 'উহাদের' অর্থ লূত (আ)-এর সম্প্রদায়ের

৬৭১। অর্থাৎ শাস্তির জন্য নির্ধারিত সময় হইল প্রভাত।

٨٢- فَلَمَّا جَآءَ اَمْرُنَا جَعَلْنَا عَالِيَهَا سَافِلَهَا وَاَمْطَرْنَا عَلَيْهَا حِجَارَةً مِّنْ سِجِّيْلٍ ۙ مَّنْضُوْدٍ ۙ

৮২। অতঃপর যখন আমার আদেশ আসিল তখন আমি জনপদকে৬৭২ উল্টাইয়া দিলাম এবং উহাদের উপর ক্রমাগত বর্ষণ করিলাম প্রস্তর কঙ্কর,

٨٣- مُّسَوَّمَةً عِنْدَ رَبِّكَ ؕ وَمَا هِيَ مِنَ الظّٰلِمِيْنَ بِبَعِيْدٍ ۟

৮৩। যাহা তোমার প্রতিপালকের নিকট চিহ্নিত৬৭৩ ছিল। ইহা৬৭৪ যালিমদিগ হইতে দূরে নহে।

ع ٤ النصف

[৮]

٨٤- وَاِلٰى مَدْيَنَ اَخَاهُمْ شُعَيْبًا ؕ قَالَ يٰقَوْمِ اعْبُدُوا اللّٰهَ مَا لَكُمْ مِّنْ اِلٰهٍ غَيْرُهٗ ؕ وَلَا تَنْقُصُوا الْمِكْيَالَ وَالْمِيْزَانَ اِنِّيْۤ اَرٰىكُمْ بِخَيْرٍ وَّاِنِّيْۤ اَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ مُّحِيْطٍ ۝

৮৪। মাদ্‌ইয়ানবাসীদের নিকট তাহাদের ভ্রাতা শু'আয়বকে আমি পাঠাইয়াছিলাম। সে বলিয়াছিল, 'হে আমার সম্প্রদায়! তোমরা আল্লাহ্‌র 'ইবাদত কর, তিনি ব্যতীত তোমাদের অন্য কোন ইলাহ্ নাই, মাপে ও ওজনে কম করিও না; আমি তোমাদিগকে সমৃদ্ধিশালী দেখিতেছি, কিন্তু আমি তোমাদের জন্য আশঙ্কা করিতেছি এক সর্বগ্রাসী দিবসের শাস্তি।

٨٥- وَيٰقَوْمِ اَوْفُوا الْمِكْيَالَ وَالْمِيْزَانَ بِالْقِسْطِ وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ اَشْيَآءَهُمْ وَلَا تَعْثَوْا فِي الْاَرْضِ مُفْسِدِيْنَ ۝

৮৫। 'হে আমার সম্প্রদায়! তোমরা ন্যায়সঙ্গতভাবে মাপিও ও ওজন করিও, লোকদিগকে তাহাদের প্রাপ্য বস্তু কম দিও না এবং পৃথিবীতে বিপর্যয় সৃষ্টি করিয়া বেড়াইও না।

٨٦- بَقِيَّتُ اللّٰهِ خَيْرٌ لَّكُمْ اِنْ كُنْتُمْ مُّؤْمِنِيْنَ ۚ وَمَآ اَنَا عَلَيْكُمْ بِحَفِيْظٍ ۝

৮৬। 'যদি তোমরা মু'মিন হও তবে আল্লাহ্ অনুমোদিত৬৭৫ যাহা বাকী থাকিবে তোমাদের জন্য তাহা উত্তম; আমি তোমাদের তত্ত্বাবধায়ক নহি।'

٨٧- قَالُوْا يٰشُعَيْبُ اَصَلٰوتُكَ تَاْمُرُكَ اَنْ نَّتْرُكَ مَا يَعْبُدُ اٰبَآؤُنَآ

৮৭। উহারা বলিল, 'হে শু'আয়ব! তোমার সালাত কি তোমাকে নির্দেশ দেয় যে, আমাদের পিতৃ-পুরুষেরা যাহার 'ইবাদত করিত আমাদিগকে তাহা বর্জন করিতে

৬৭২। এখানে ها দ্বারা লূত (আ)-এর দেশের 'জনপদকে' বুঝাইতেছে।
৬৭৩। পাথরগুলি সাধারণ পাথরের মত ছিল না। সেইগুলিতে বিশেষ কিছু চিহ্ন ছিল। ভিন্নমতে উহার আঘাতে যে মৃত্যুবরণ করিবে তাহার নাম উহাতে লিপিবদ্ধ ছিল।
৬৭৪। هي দ্বারা তাহাদের সেই বাসস্থান বুঝাইতেছে।
৬৭৫। ঠিকমত মাপ দেওয়ার পর লাভ যাহা হইবে তাহাই আল্লাহ্ কর্তৃক অনুমোদিত।

اَوْ اَنْ نَّفْعَلَ فِيْٓ اَمْوَالِنَا مَا نَشٰٓؤُاؕ اِنَّكَ لَاَنْتَ الْحَلِيْمُ الرَّشِيْدُ ○

হইবে অথবা আমরা আমাদের ধন-সম্পদ সম্পর্কে যাহা করি তাহাও? তুমি তো অবশ্যই সহিষ্ণু, ভাল মানুষ।'

٨٨- قَالَ يٰقَوْمِ اَرَءَيْتُمْ اِنْ كُنْتُ عَلٰى بَيِّنَةٍ مِّنْ رَّبِّىْ وَرَزَقَنِىْ مِنْهُ رِزْقًا حَسَنًاؕ وَمَآ اُرِيْدُ اَنْ اُخَالِفَكُمْ اِلٰى مَآ اَنْهٰكُمْ عَنْهُؕ اِنْ اُرِيْدُ اِلَّا الْاِصْلَاحَ مَا اسْتَطَعْتُؕ وَمَا تَوْفِيْقِىْٓ اِلَّا بِاللّٰهِؕ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَاِلَيْهِ اُنِيْبُ ○

৮৮। সে বলিল, 'হে আমার সম্প্রদায়! তোমরা ভাবিয়া দেখিয়াছ কি, আমি যদি আমার প্রতিপালক প্রেরিত স্পষ্ট প্রমাণে প্রতিষ্ঠিত হইয়া থাকি এবং তিনি যদি তাঁহার নিকট হইতে আমাকে উৎকৃষ্ট জীবনোপকরণ দান করিয়া থাকেন তবে কি করিয়া আমি আমার কর্তব্য হইতে বিরত থাকিব?[৬৭৬] আমি তোমাদিগকে যাহা নিষেধ করি আমি নিজে তাহা করিতে ইচ্ছা করি না[৬৭৭]। আমি তো আমার সাধ্যমত সংস্কারই করিতে চাহি। আমার কার্যসাধন তো আল্লাহ্‌রই সাহায্যে; আমি তাঁহারই উপর নির্ভর করি এবং আমি তাঁহারই অভিমুখী।

٨٩- وَيٰقَوْمِ لَا يَجْرِمَنَّكُمْ شِقَاقِىْٓ اَنْ يُّصِيْبَكُمْ مِّثْلُ مَآ اَصَابَ قَوْمَ نُوْحٍ اَوْ قَوْمَ هُوْدٍ اَوْ قَوْمَ صٰلِحٍؕ وَمَا قَوْمُ لُوْطٍ مِّنْكُمْ بِبَعِيْدٍ ○

৮৯। 'হে আমার সম্প্রদায়! আমার সহিত বিরোধ যেন কিছুতেই তোমাদিগকে এমন অপরাধ না করায় যাহাতে তোমাদের উপর তাহার অনুরূপ বিপদ আপতিত হইবে যাহা আপতিত হইয়াছিল নূহের সম্প্রদায়ের উপর অথবা হূদের সম্প্রদায়ের উপর কিংবা সালিহের সম্প্রদায়ের উপর; আর লূতের সম্প্রদায় তো তোমাদিগ হইতে দূরে নহে।

٩٠- وَاسْتَغْفِرُوْا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوْبُوْٓا اِلَيْهِؕ اِنَّ رَبِّىْ رَحِيْمٌ وَّدُوْدٌ ○

৯০। 'তোমরা তোমাদের প্রতিপালকের নিকট ক্ষমা প্রার্থনা কর ও তাঁহার দিকে প্রত্যাবর্তন কর; আমার প্রতিপালক তো পরম দয়ালু, প্রেমময়।'

٩١- قَالُوْا يٰشُعَيْبُ مَا نَفْقَهُ كَثِيْرًا مِّمَّا تَقُوْلُ

৯১। উহারা বলিল, 'হে শু'আয়ব! তুমি যাহা বল তাহার অনেক কথা আমরা বুঝি না

৬৭৬। এ স্থলে শর্তের জবাব 'তবে কি করিয়া আমার কর্তব্য হইতে বিরত থাকিব' এইরূপ একটি বাক্য উহ্য আছে।

৬৭৭। خالف الى شيء ইহা একটি আরবী বাগধারা, যাহার অর্থ অপরকে যে উপদেশ দেওয়া হয় নিজে তাহার বিরুদ্ধাচরণ করা।

وَاِنَّا لَنَرٰىكَ فِيْنَا ضَعِيْفًا ۚ وَلَوْلَا رَهْطُكَ لَرَجَمْنٰكَ ۫ وَمَآ اَنْتَ عَلَيْنَا بِعَزِيْزٍ ○

এবং আমরা তো আমাদের মধ্যে তোমাকে **দুর্বলই** দেখিতেছি। তোমার **স্বজনবর্গ না** থাকিলে আমরা তোমাকে **প্রস্তর নিক্ষেপ** করিয়া মারিয়া ফেলিতাম, **আর আমাদের** উপর তুমি শক্তিশালী **নহ**।'

٩٢- قَالَ يٰقَوْمِ اَرَهْطِيْٓ اَعَزُّ عَلَيْكُمْ مِّنَ اللّٰهِ ؕ وَاتَّخَذْتُمُوْهُ وَرَآءَكُمْ ظِهْرِيًّا ؕ اِنَّ رَبِّيْ بِمَا تَعْمَلُوْنَ مُحِيْطٌ ○

৯২। সে বলিল, 'হে আমার সম্প্রদায়! তোমাদের নিকট কি আমার স্বজনবর্গ **আল্লাহ্** অপেক্ষা অধিক শক্তিশালী? তোমরা তাঁহাকে সম্পূর্ণ পশ্চাতে ফেলিয়া রাখিয়াছ[৬৭৮]। তোমরা যাহা কর আমার প্রতিপালক অবশ্যই তাহা পরিবেষ্টন করিয়া আছেন।

٩٣- وَيٰقَوْمِ اعْمَلُوْا عَلٰى مَكَانَتِكُمْ اِنِّيْ عَامِلٌ ؕ سَوْفَ تَعْلَمُوْنَ ۙ مَنْ يَّاْتِيْهِ عَذَابٌ يُّخْزِيْهِ وَمَنْ هُوَ كَاذِبٌ ؕ وَارْتَقِبُوْٓا اِنِّيْ مَعَكُمْ رَقِيْبٌ ○

৯৩। 'হে আমার সম্প্রদায়! তোমরা স্ব স্ব অবস্থায় কাজ করিতে থাক, আমিও আমার কাজ করিতেছি। তোমরা শীঘ্রই জানিতে পারিবে কাহার উপর আসিবে লাঞ্ছনাদায়ক শাস্তি এবং কে মিথ্যাবাদী। সুতরাং তোমরা প্রতীক্ষা কর, আমিও তোমাদের সহিত প্রতীক্ষা করিতেছি।'

٩٤- وَلَمَّا جَآءَ اَمْرُنَا نَجَّيْنَا شُعَيْبًا وَّالَّذِيْنَ اٰمَنُوْا مَعَهٗ بِرَحْمَةٍ مِّنَّا وَاَخَذَتِ الَّذِيْنَ ظَلَمُوا الصَّيْحَةُ فَاَصْبَحُوْا فِيْ دِيَارِهِمْ جٰثِمِيْنَ ○

৯৪। যখন আমার নির্দেশ আসিল তখন আমি শু'আয়ব ও তাহার সঙ্গে যাহারা ঈমান আনিয়াছিল তাহাদিগকে আমার অনুগ্রহে রক্ষা করিয়াছিলাম। অতঃপর যাহারা সীমালংঘন করিয়াছিল মহানাদ তাহাদিগকে আঘাত করিল, ফলে উহারা নিজ নিজ গৃহে নতজানু অবস্থায় পড়িয়া রহিল,

٩٥- كَاَنْ لَّمْ يَغْنَوْا فِيْهَا ؕ اَلَا بُعْدًا لِّمَدْيَنَ كَمَا بَعِدَتْ ثَمُوْدُ ○ ع

৯৫। যেন তাহারা সেথায় কখনও বসবাস করে নাই। জানিয়া রাখ! ধ্বংসই ছিল মাদ্ইয়ানবাসীদের পরিণাম, যেভাবে ধ্বংস হইয়াছিল ছামূদ সম্প্রদায়।

৬৭৮। অর্থাৎ 'তোমরা তাঁহাকে সম্পূর্ণ বিস্মৃত হইয়াছ।' —তফসীরে মানার

[৯]

٩٦- وَلَقَدْ اَرْسَلْنَا مُوْسٰى بِاٰيٰتِنَا
وَسُلْطٰنٍ مُّبِيْنٍ ۙ

৯৬। আমি তো মূসাকে আমার নিদর্শনাবলী ও স্পষ্ট প্রমাণসহ[৬৭৯] পাঠাইয়াছিলাম,

٩٧- اِلٰى فِرْعَوْنَ وَمَلَاۡئِهٖ
فَاتَّبَعُوْٓا اَمْرَ فِرْعَوْنَ ۚ
وَمَآ اَمْرُ فِرْعَوْنَ بِرَشِيْدٍ ○

৯৭। ফির'আওন ও তাহার প্রধানদের নিকট। কিন্তু তাহারা ফির'আওনের কার্যকলাপের অনুসরণ করিত এবং ফির'আওনের কার্যকলাপ ভাল ছিল না।

٩٨- يَقْدُمُ قَوْمَهٗ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ
فَاَوْرَدَهُمُ النَّارَ ۭ
وَبِئْسَ الْوِرْدُ الْمَوْرُوْدُ ○

৯৮। সে কিয়ামতের দিনে তাহার সম্প্রদায়ের অগ্রভাগে থাকিবে এবং সে উহাদিগকে লইয়া অগ্নিতে প্রবেশ করিবে। যেখানে প্রবেশ করানো হইবে তাহা কত নিকৃষ্ট স্থান!

٩٩- وَاُتْبِعُوْا فِيْ هٰذِهٖ لَعْنَةً
وَّيَوْمَ الْقِيٰمَةِ ۭ
بِئْسَ الرِّفْدُ الْمَرْفُوْدُ ○

৯৯। এই দুনিয়ায়[৬৮০] উহাদিগকে করা হইয়াছিল অভিশাপগ্রস্ত এবং অভিশাপগ্রস্ত হইবে[৬৮১] উহারা কিয়ামতের দিনেও। কত নিকৃষ্ট সে পুরস্কার যাহা উহাদিগকে দেওয়া হইবে!

١٠٠- ذٰلِكَ مِنْ اَنْۢبَاۗءِ الْقُرٰى
نَقُصُّهٗ عَلَيْكَ
مِنْهَا قَاۗىِٕمٌ وَّحَصِيْدٌ ○

১০০। ইহা জনপদসমূহের কতক সংবাদ যাহা আমি তোমার নিকট বর্ণনা করিতেছি। উহাদের মধ্যে কতক এখনও বিদ্যমান এবং কতক নির্মূল হইয়াছে।

١٠١- وَمَا ظَلَمْنٰهُمْ وَلٰكِنْ ظَلَمُوْٓا
اَنْفُسَهُمْ فَمَآ اَغْنَتْ عَنْهُمْ
اٰلِهَتُهُمُ الَّتِيْ يَدْعُوْنَ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ
مِنْ شَيْءٍ لَّمَّا جَاۗءَ اَمْرُ رَبِّكَ ۭ
وَمَا زَادُوْهُمْ غَيْرَ تَتْبِيْبٍ ○

১০১। আমি উহাদের প্রতি যুলুম করি নাই কিন্তু উহারাই নিজেদের প্রতি যুলুম করিয়াছিল। যখন তোমার প্রতিপালকের বিধান আসিল তখন আল্লাহ্ ব্যতীত যে ইলাহ্সমূহের তাহারা 'ইবাদত করিত তাহারা উহাদের কোন কাজে আসিল না। তাহার ধ্বংস ব্যতীত উহাদের অন্য কিছু বৃদ্ধি করিল না।

৬৭৯। سلطن-এর এক অর্থ حجة বা প্রমাণ, দলীল। এ স্থলে হযরত মূসা (আ)-কে প্রদত্ত মু'জিযাগুলি। দ্র. ১৭ ঃ ১০১।

৬৮০। এ স্থলে هذه-এর অর্থ এই দুনিয়ায়।

৬৮১। 'অভিশাপগ্রস্ত হইবে'—ইহা আরবীতে উহ্য আছে।

Contents

١٠٢- وَكَذٰلِكَ اَخْذُ رَبِّكَ اِذَآ اَخَذَ الْقُرٰى وَهِىَ ظَالِمَةٌ ؕ اِنَّ اَخْذَهٗۤ اَلِيْمٌ شَدِيْدٌ ○

১০২। এইরূপই তোমার প্রতিপালকের শাস্তি! তিনি শাস্তি দান করেন জনপদসমূহকে যখন উহারা যুলুম করিয়া থাকে। নিশ্চয়ই তাঁহার শাস্তি মর্মন্তুদ, কঠিন।

١٠٣- اِنَّ فِىْ ذٰلِكَ لَاٰيَةً لِّمَنْ خَافَ عَذَابَ الْاٰخِرَةِ ؕ ذٰلِكَ يَوْمٌ مَّجْمُوْعٌ ۙ لَّهُ النَّاسُ وَذٰلِكَ يَوْمٌ مَّشْهُوْدٌ ○

১০৩। যে আখিরাতের শাস্তিকে ভয় করে ইহাতে তো তাহার জন্য নিদর্শন আছে। ইহা সেই দিন, যেদিন সমস্ত মানুষকে একত্র করা হইবে; ইহা সেই দিন যেদিন সকলকে উপস্থিত করা হইবে;

١٠٤- وَمَا نُؤَخِّرُهٗۤ اِلَّا لِاَجَلٍ مَّعْدُوْدٍ ؕ○

১০৪। এবং আমি নির্দিষ্ট কিছু কালের জন্য উহা স্থগিত রাখি মাত্র৬৮২।

١٠٥- يَوْمَ يَاْتِ لَا تَكَلَّمُ نَفْسٌ اِلَّا بِاِذْنِهٖ ۚ فَمِنْهُمْ شَقِىٌّ وَّسَعِيْدٌ ○

১০৫। যখন সেদিন আসিবে তখন আল্লাহ্‌র অনুমতি ব্যতীত কেহ কথা বলিতে পারিবে না; উহাদের মধ্যে কেহ হইবে হতভাগ্য ও কেহ ভাগ্যবান।

١٠٦- فَاَمَّا الَّذِيْنَ شَقُوْا فَفِى النَّارِ لَهُمْ فِيْهَا زَفِيْرٌ وَّشَهِيْقٌ ۙ○

১০৬। অতঃপর যাহারা হতভাগ্য তাহারা থাকিবে অগ্নিতে এবং সেথায় তাহাদের জন্য থাকিবে চীৎকার ও আর্তনাদ,

١٠٧- خٰلِدِيْنَ فِيْهَا مَا دَامَتِ السَّمٰوٰتُ وَالْاَرْضُ اِلَّا مَا شَآءَ رَبُّكَ ؕ اِنَّ رَبَّكَ فَعَّالٌ لِّمَا يُرِيْدُ ○

১০৭। সেথায় তাহারা স্থায়ী হইবে যত দিন আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবী বিদ্যমান থাকিবে৬৮৩ যদি না তোমার প্রতিপালক অন্যরূপ ইচ্ছা করেন; নিশ্চয়ই তোমার প্রতিপালক তাহাই করেন যাহা তিনি ইচ্ছা করেন।

١٠٨- وَاَمَّا الَّذِيْنَ سُعِدُوْا فَفِى الْجَنَّةِ خٰلِدِيْنَ فِيْهَا مَا دَامَتِ السَّمٰوٰتُ وَالْاَرْضُ اِلَّا مَا شَآءَ رَبُّكَ ؕ عَطَآءً غَيْرَ مَجْذُوْذٍ ○

১০৮। পক্ষান্তরে যাহারা ভাগ্যবান তাহারা থাকিবে জান্নাতে, সেথায় তাহারা স্থায়ী হইবে, যত দিন আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবী বিদ্যমান থাকিবে, যদি না তোমার প্রতিপালক অন্যরূপ ইচ্ছা করেন; ইহা এক নিরবচ্ছিন্ন পুরস্কার।

৬৮২। অর্থাৎ নির্ধারিত সময়ে 'আযাব আসিবে, তৎপূর্বে নয়।

৬৮৩। আরবী বাগধারা মতে ইহা দ্বারা 'স্থায়ীভাবে তথায় থাকিবে' বুঝাইতেছে।

১০৯। فَلَا تَكُ فِي مِرْيَةٍ مِّمَّا يَعْبُدُ هٰؤُلَاءِ ۚ مَا يَعْبُدُوْنَ اِلَّا كَمَا يَعْبُدُ اٰبَآؤُهُمْ مِّنْ قَبْلُ ۚ وَاِنَّا لَمُوَفُّوْهُمْ نَصِيْبَهُمْ غَيْرَ مَنْقُوْصٍ ۝

১০৯। সুতরাং উহারা যাহাদের 'ইবাদত করে তাহাদের সম্বন্ধে সংশয়ে থাকিও না,[৬৮৪] পূর্বে উহাদের পিতৃপুরুষেরা যাহাদের 'ইবাদত করিত উহারা তাহাদেরই 'ইবাদত করে। অবশ্যই আমি উহাদিগকে উহাদের প্রাপ্য পুরাপুরি দিব—কিছুমাত্র কম করিব না।

[১০]

১১০। وَلَقَدْ اٰتَيْنَا مُوْسَى الْكِتٰبَ فَاخْتُلِفَ فِيْهِ ۚ وَلَوْلَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِنْ رَّبِّكَ لَقُضِيَ بَيْنَهُمْ ۚ وَاِنَّهُمْ لَفِيْ شَكٍّ مِّنْهُ مُرِيْبٍ ۝

১১০। নিশ্চয়ই আমি মূসাকে কিতাব দিয়াছিলাম, অতঃপর ইহাতে মতভেদ ঘটিয়াছিল। তোমার প্রতিপালকের পূর্ব সিদ্ধান্ত না থাকিলে উহাদের মীমাংসা হইয়া যাইত। উহারা অবশ্যই ইহার সম্বন্ধে বিভ্রান্তিকর সন্দেহে ছিল।

১১১। وَاِنَّ كُلًّا لَّمَّا لَيُوَفِّيَنَّهُمْ رَبُّكَ اَعْمَالَهُمْ ۚ اِنَّهٗ بِمَا يَعْمَلُوْنَ خَبِيْرٌ ۝

১১১। যখন সময় আসিবে তখন অবশ্যই তোমার প্রতিপালক উহাদের প্রত্যেককে তাহার কর্মফল পুরাপুরি দিবেন। উহারা যাহা করে তিনি তো সে বিষয়ে সবিশেষ অবহিত;

১১২। فَاسْتَقِمْ كَمَآ اُمِرْتَ وَمَنْ تَابَ مَعَكَ وَلَا تَطْغَوْا ۚ اِنَّهٗ بِمَا تَعْمَلُوْنَ بَصِيْرٌ ۝

১১২। সুতরাং তুমি যেভাবে আদিষ্ট হইয়াছ তাহাতে স্থির থাক এবং তোমার সহিত যাহারা ঈমান আনিয়াছে[৬৮৫] তাহারাও স্থির থাকুক; এবং সীমালংঘন করিও না। তোমরা যাহা কর নিশ্চয়ই তিনি তাহার সম্যক দ্রষ্টা।

১১৩। وَلَا تَرْكَنُوْٓا اِلَى الَّذِيْنَ ظَلَمُوْا فَتَمَسَّكُمُ النَّارُ ۙ وَمَا لَكُمْ مِّنْ دُوْنِ اللّٰهِ مِنْ اَوْلِيَآءَ ثُمَّ لَا تُنْصَرُوْنَ ۝

১১৩। যাহারা সীমালংঘন করিয়াছে তোমরা তাহাদের প্রতি ঝুঁকিয়া পড়িও না; পড়িলে অগ্নি তোমাদিগকে স্পর্শ করিবে। এই অবস্থায় আল্লাহ্ ব্যতীত তোমাদের কোন অভিভাবক থাকিবে না এবং তোমাদের সাহায্য করা হইবে না।

৬৮৪। তাহারা যে বাতিল এই সম্পর্কে কোন সন্দেহ পোষণ করিও না।
৬৮৫। এখানে تَابَ অর্থ 'ঈমান আনিয়াছে।'

١١٤- وَاَقِمِ الصَّلٰوةَ طَرَفَيِ النَّهَارِ وَزُلَفًا مِّنَ الَّيْلِ ؕ اِنَّ الْحَسَنٰتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّاٰتِ ؕ ذٰلِكَ ذِكْرٰى لِلذّٰكِرِيْنَ ۚ

১১৪। তুমি সালাত কায়েম কর দিবসের দুই প্রান্তভাগে ও রজনীর প্রথমাংশে[৬৮৬]। সৎকর্ম অবশ্যই অসৎকর্ম মিটাইয়া দেয়। যাহারা উপদেশ গ্রহণ করে, ইহা তাহাদের জন্য এক উপদেশ।

١١٥- وَاصْبِرْ فَاِنَّ اللّٰهَ لَا يُضِيْعُ اَجْرَ الْمُحْسِنِيْنَ ○

১১৫। তুমি ধৈর্য ধারণ কর, কারণ নিশ্চয়ই আল্লাহ্ সৎকর্মপরায়ণদের শ্রমফল নষ্ট করেন না।

١١٦- فَلَوْلَا كَانَ مِنَ الْقُرُوْنِ مِنْ قَبْلِكُمْ اُولُوْا بَقِيَّةٍ يَّنْهَوْنَ عَنِ الْفَسَادِ فِى الْاَرْضِ اِلَّا قَلِيْلًا مِّمَّنْ اَنْجَيْنَا مِنْهُمْ ۚ وَاتَّبَعَ الَّذِيْنَ ظَلَمُوْا مَآ اُتْرِفُوْا فِيْهِ وَكَانُوْا مُجْرِمِيْنَ ○

১১৬। তোমাদের পূর্ব যুগে আমি যাহাদিগকে রক্ষা করিয়াছিলাম তাহাদের মধ্যে অল্প কতক ব্যতীত সজ্জন[৬৮৭] ছিল না, যাহারা পৃথিবীতে বিপর্যয় ঘটাইতে নিষেধ করিত। সীমালংঘনকারিগণ যাহাতে সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য পাইত তাহারই অনুসরণ করিত এবং উহারা ছিল অপরাধী।

١١٧- وَمَا كَانَ رَبُّكَ لِيُهْلِكَ الْقُرٰى بِظُلْمٍ وَّاَهْلُهَا مُصْلِحُوْنَ ○

১১৭। তোমার প্রতিপালক এইরূপ নহেন যে, তিনি অন্যায়ভাবে জনপদ ধ্বংস করিবেন অথচ উহার অধিবাসীরা সংশোধনকারী।

١١٨- وَلَوْ شَآءَ رَبُّكَ لَجَعَلَ النَّاسَ اُمَّةً وَّاحِدَةً وَّلَا يَزَالُوْنَ مُخْتَلِفِيْنَ ۙ

১১৮। তোমার প্রতিপালক ইচ্ছা করিলে সমস্ত মানুষকে এক জাতি করিতে পারিতেন, কিন্তু তাহারা মতভেদ করিতেই থাকিবে,

١١٩- اِلَّا مَنْ رَّحِمَ رَبُّكَ ؕ وَلِذٰلِكَ خَلَقَهُمْ ؕ وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ لَاَمْلَئَنَّ جَهَنَّمَ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ اَجْمَعِيْنَ ○

১১৯। তবে উহারা নহে, যাহাদিগকে তোমার প্রতিপালক দয়া করেন এবং তিনি উহাদিগকে এইজন্যই সৃষ্টি করিয়াছেন। 'আমি জিন্ন ও মানুষ উভয় দ্বারা জাহান্নাম পূর্ণ করিবই', তোমার প্রতিপালকের এই কথা পূর্ণ হইবেই।

৬৮৬। দিবসের প্রথম প্রান্তভাগে ফজরের সালাত, দ্বিতীয় প্রান্তভাগে জুহ্‌র ও 'আসরের সালাত এবং রাত্রির প্রথমাংশে মাগরিব ও 'ইশার সালাত। মোট এই পাঁচ ওয়াক্ত সালাত ফর্‌য।—ইব্‌ন কাছীর

৬৮৭। اُولُوْا بَقِيَّةٍ একটি আরবী বাগধারা, যাহার অর্থ সজ্জন।—কাশ্‌শাফ

١٢٠- وَكُلًّا نَّقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ اَنْۢبَآءِ الرُّسُلِ مَا نُثَبِّتُ بِهٖ فُؤَادَكَ ۚ وَجَآءَكَ فِيْ هٰذِهِ الْحَقُّ وَمَوْعِظَةٌ وَّذِكْرٰى لِلْمُؤْمِنِيْنَ ○

১২০। রাসূলদের ঐ সকল বৃত্তান্ত আমি তোমার নিকট বর্ণনা করিতেছি, যদ্দ্বারা আমি তোমার চিত্তকে দৃঢ় করি, ইহার মাধ্যমে তোমার নিকট আসিয়াছে সত্য এবং মু'মিনদের জন্য আসিয়াছে উপদেশ ও সাবধানবাণী।

١٢١- وَقُلْ لِّلَّذِيْنَ لَا يُؤْمِنُوْنَ اعْمَلُوْا عَلٰى مَكَانَتِكُمْ ۗ اِنَّا عٰمِلُوْنَ ○

১২১। যাহারা ঈমান আনে না তাহাদিগকে বল, 'তোমরা স্ব স্ব অবস্থানে কাজ করিতে থাক, আমরাও আমাদের কাজ করিতেছি

١٢٢- وَانْتَظِرُوْا ۚ اِنَّا مُنْتَظِرُوْنَ ○

১২২। 'এবং তোমরা প্রতীক্ষা কর, আমরাও প্রতীক্ষা করিতেছি।'

١٢٣- وَلِلّٰهِ غَيْبُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ وَاِلَيْهِ يُرْجَعُ الْاَمْرُ كُلُّهٗ فَاعْبُدْهُ وَتَوَكَّلْ عَلَيْهِ ۗ وَمَا رَبُّكَ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُوْنَ ○ ع

১২৩। আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীর অদৃশ্য বিষয়ের জ্ঞান[৬৮৮] আল্লাহ্‌রই এবং তাঁহারই নিকট সমস্ত কিছু প্রত্যানীত হইবে। সুতরাং তুমি তাঁহার 'ইবাদত কর এবং তাঁহার উপর নির্ভর কর। তোমরা যাহা কর সে সম্বন্ধে তোমার প্রতিপালক অনবহিত নহেন।

৬৮৮। এ স্থলে 'জ্ঞান' শব্দটি মূল আরবীতে উহ্য আছে।

১২-সূরা ইউসুফ

১১১ আয়াত, ১২ রুকূ‘, মক্কী

।। দয়াময়, পরম দয়ালু আল্লাহ্‌র নামে ।।

١- الٓرٰ قف تِلْكَ اٰيٰتُ الْكِتٰبِ الْمُبِيْنِ ۟

১। আলিফ-লাম-রা; এইগুলি সুস্পষ্ট কিতাবের আয়াত।

٢- اِنَّآ اَنْزَلْنٰهُ قُرْءٰنًا عَرَبِيًّا لَّعَلَّكُمْ تَعْقِلُوْنَ ۝

২। ইহা আমিই অবতীর্ণ করিয়াছি আরবী ভাষায় কুরআন, যাহাতে তোমরা বুঝিতে পার।

٣- نَحْنُ نَقُصُّ عَلَيْكَ اَحْسَنَ الْقَصَصِ بِمَآ اَوْحَيْنَآ اِلَيْكَ هٰذَا الْقُرْاٰنَ ۖ وَاِنْ كُنْتَ مِنْ قَبْلِهٖ لَمِنَ الْغٰفِلِيْنَ ۝

৩। আমি তোমার নিকট উত্তম কাহিনী বর্ণনা করিতেছি, ওহীর মাধ্যমে তোমার নিকট এই কুরআন প্রেরণ করিয়া; যদিও ইহার পূর্বে তুমি ছিলে অনবহিতদের অন্তর্ভুক্ত।

٤- اِذْ قَالَ يُوْسُفُ لِاَبِيْهِ يٰٓاَبَتِ اِنِّيْ رَاَيْتُ اَحَدَ عَشَرَ كَوْكَبًا وَّالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ رَاَيْتُهُمْ لِيْ سٰجِدِيْنَ ۝

৪। স্মরণ কর, ইউসুফ তাহার পিতাকে বলিয়াছিল, ‘হে আমার পিতা! আমি তো দেখিয়াছি একাদশ নক্ষত্র, সূর্য এবং চন্দ্রকে, দেখিয়াছি উহাদিগকে আমার প্রতি সিজ্‌দাবনত অবস্থায়।’

٥- قَالَ يٰبُنَيَّ لَا تَقْصُصْ رُءْيَاكَ عَلٰٓى اِخْوَتِكَ فَيَكِيْدُوْا لَكَ كَيْدًا ؕ اِنَّ الشَّيْطٰنَ لِلْاِنْسَانِ عَدُوٌّ مُّبِيْنٌ ۝

৫। সে বলিল, ‘হে আমার বৎস! তোমার স্বপ্ন বৃত্তান্ত তোমার ভ্রাতাদের নিকট বর্ণনা করিও না; করিলে তাহারা তোমার বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করিবে। শয়তান তো মানুষের প্রকাশ্য শত্রু।’

٦- وَكَذٰلِكَ يَجْتَبِيْكَ رَبُّكَ وَيُعَلِّمُكَ مِنْ تَاْوِيْلِ الْاَحَادِيْثِ وَيُتِمُّ نِعْمَتَهٗ عَلَيْكَ وَعَلٰٓى اٰلِ يَعْقُوْبَ كَمَآ اَتَمَّهَا عَلٰٓى اَبَوَيْكَ مِنْ قَبْلُ اِبْرٰهِيْمَ وَاِسْحٰقَ ؕ اِنَّ رَبَّكَ عَلِيْمٌ حَكِيْمٌ ۝ ع

৬। এইভাবে তোমার প্রতিপালক তোমাকে মনোনীত করিবেন এবং তোমাকে স্বপ্নের৬৮৯ ব্যাখ্যা শিক্ষা দিবেন এবং তোমার প্রতি ও ইয়া‘কূবের পরিবার-পরিজনের প্রতি তাঁহার অনুগ্রহ পূর্ণ করিবেন, যেভাবে তিনি ইহা পূর্বে পূর্ণ করিয়াছিলেন তোমার পিতৃ-পুরুষ ইব্‌রাহীম ও ইসহাকের প্রতি । নিশ্চয়ই তোমার প্রতিপালক সর্বজ্ঞ, প্রজ্ঞাময়।

৬৮৯। এখানে احاديث দ্বারা স্বপ্ন বৃত্তান্ত বুঝাইতেছে।

[২]

৭। **ইউসুফ** এবং তাহার ভ্রাতাদের ঘটনায়[৬৯০] জিজ্ঞাসুদের জন্য অবশ্যই নিদর্শন রহিয়াছে।

٧- لَقَدْ كَانَ فِيْ يُوْسُفَ وَاِخْوَتِهٖۤ اٰيٰتٌ لِّلسَّآئِلِيْنَ ○

৮। স্মরণ কর, উহারা বলিয়াছিল, 'আমাদের পিতার নিকট ইউসুফ এবং তাহার ভ্রাতাই আমাদের অপেক্ষা অধিক প্রিয়[৬৯১], অথচ আমরা একটি সংহত দল; আমাদের পিতা তো স্পষ্ট বিভ্রান্তিতেই আছে।

٨- اِذْ قَالُوْا لَيُوْسُفُ وَ اَخُوْهُ اَحَبُّ اِلٰۤى اَبِيْنَا مِنَّا وَ نَحْنُ عُصْبَةٌ ؕ اِنَّ اَبَانَا لَفِيْ ضَلٰلٍ مُّبِيْنِۣ ○

৯। তোমরা ইউসুফকে হত্যা কর অথবা তাহাকে কোন স্থানে ফেলিয়া আস, ফলে তোমাদের পিতার দৃষ্টি শুধু তোমাদের প্রতিই নিবিষ্ট হইবে এবং তাহার পর তোমরা ভাল লোক হইয়া যাইবে।'

٩- اقْتُلُوْا يُوْسُفَ اَوِ اطْرَحُوْهُ اَرْضًا يَّخْلُ لَكُمْ وَجْهُ اَبِيْكُمْ وَتَكُوْنُوْا مِنْۢ بَعْدِهٖ قَوْمًا صٰلِحِيْنَ ○

১০। উহাদের মধ্যে একজন বলিল, তোমরা 'ইউসুফকে হত্যা করিও না এবং যদি কিছু করিতেই চাহ তবে তাহাকে কোন কূপের গভীরে নিক্ষেপ কর, যাত্রীদলের কেহ তাহাকে তুলিয়া লইয়া যাইবে।'

١٠- قَالَ قَآئِلٌ مِّنْهُمْ لَا تَقْتُلُوْا يُوْسُفَ وَ اَلْقُوْهُ فِيْ غَيٰبَتِ الْجُبِّ يَلْتَقِطْهُ بَعْضُ السَّيَّارَةِ اِنْ كُنْتُمْ فٰعِلِيْنَ ○

১১। উহারা বলিল, 'হে আমাদের পিতা! ইউসুফের ব্যাপারে তুমি আমাদিগকে বিশ্বাস করিতেছ না কেন, অথচ আমরা তো তাহার শুভাকাঙ্ক্ষী?

١١- قَالُوْا يٰۤاَبَانَا مَا لَكَ لَا تَاْمَنَّا عَلٰى يُوْسُفَ وَ اِنَّا لَهٗ لَنٰصِحُوْنَ ○

১২। 'তুমি আগামী কল্য তাহাকে আমাদের সংগে প্রেরণ কর, সে তৃপ্তি সহকারে খাইবে ও খেলাধুলা করিবে। আমরা অবশ্যই তাহার রক্ষণাবেক্ষণ করিব।'

١٢- اَرْسِلْهُ مَعَنَا غَدًا يَّرْتَعْ وَ يَلْعَبْ وَ اِنَّا لَهٗ لَحٰفِظُوْنَ ○

১৩। সে বলিল, 'ইহা আমাকে অবশ্যই কষ্ট দিবে যে, তোমরা তাহাকে লইয়া যাইবে

١٣- قَالَ اِنِّيْ لَيَحْزُنُنِيْۤ اَنْ تَذْهَبُوْا بِهٖ

৬৯০। 'ঘটনায়' কথাটি এখানে উহ্য আছে।

৬৯১। হযরত ইউসুফ (আ) ও তাঁহার ছোট ভাই বিন্‌ইয়ামীন শৈশবে মাতৃহারা হওয়ায় ইয়া'কূব (আ) তাহাদিগকে অধিক স্নেহ করিতেন। তাহা ছাড়া ইউসুফের উজ্জ্বল ভবিষ্যত সম্পর্কে আল্লাহ্ তাঁহাকে অবহিত করিয়াছিলেন। এই কারণে ইউসুফের প্রতিপালনে তিনি সাতিশয় যত্নবান ছিলেন।

Contents

وَ اَخَافُ اَن يَّاكُلَهُ الذِّئْبُ وَ اَنْتُمْ عَنْهُ غٰفِلُوْنَ ○

এবং আমি আশংকা করি তাহাকে নেকড়ে বাঘ খাইয়া ফেলিবে, আর তোমরা তাহার প্রতি অমনোযোগী থাকিবে।'

١٤- قَالُوْا لَئِنْ اَكَلَهُ الذِّئْبُ وَنَحْنُ عُصْبَةٌ اِنَّآ اِذًا لَّخٰسِرُوْنَ ○

১৪। উহারা বলিল, 'আমরা একটি সংহত দল হওয়া সত্ত্বেও যদি নেকড়ে বাঘ তাহাকে খাইয়া ফেলে, তবে তো আমরা ক্ষতিগ্রস্তই হইব।'

١٥- فَلَمَّا ذَهَبُوْا بِهٖ وَاَجْمَعُوْٓا اَنْ يَّجْعَلُوْهُ فِيْ غَيٰبَتِ الْجُبِّ ۚ وَاَوْحَيْنَآ اِلَيْهِ لَتُنَبِّئَنَّهُمْ بِاَمْرِهِمْ هٰذَا وَهُمْ لَا يَشْعُرُوْنَ ○

১৫। অতঃপর উহারা যখন তাহাকে লইয়া গেল এবং তাহাকে কূপের গভীরে নিক্ষেপ করিতে একমত হইল, এমতাবস্থায় আমি তাহাকে[৬৯২] জানাইয়া দিলাম, 'তুমি উহাদিগকে উহাদের এই কর্মের কথা অবশ্যই বলিয়া দিবে যখন উহারা তোমাকে চিনিবে না।'

١٦- وَجَآءُوْٓ اَبَاهُمْ عِشَآءً يَّبْكُوْنَ ○

১৬। উহারা রাত্রির প্রথম প্রহরে কাঁদিতে কাঁদিতে উহাদের পিতার নিকট আসিল।

١٧- قَالُوْا يٰٓاَبَانَآ اِنَّا ذَهَبْنَا نَسْتَبِقُ وَتَرَكْنَا يُوْسُفَ عِنْدَ مَتَاعِنَا فَاَكَلَهُ الذِّئْبُ ۚ وَمَآ اَنْتَ بِمُؤْمِنٍ لَّنَا وَلَوْ كُنَّا صٰدِقِيْنَ ○

১৭। উহারা বলিল, 'হে আমাদের পিতা! আমরা দৌড়ের প্রতিযোগিতা করিতেছিলাম এবং ইউসুফকে আমাদের মালপত্রের নিকট রাখিয়া গিয়াছিলাম, অতঃপর নেকড়ে বাঘ তাহাকে খাইয়া ফেলিয়াছে; কিন্তু তুমি তো আমাদিগকে বিশ্বাস করিবে না যদিও আমরা সত্যবাদী।'

١٨- وَجَآءُوْ عَلٰى قَمِيْصِهٖ بِدَمٍ كَذِبٍ ۗ قَالَ بَلْ سَوَّلَتْ لَكُمْ اَنْفُسُكُمْ اَمْرًا ۗ فَصَبْرٌ جَمِيْلٌ ۗ وَاللّٰهُ الْمُسْتَعَانُ عَلٰى مَا تَصِفُوْنَ ○

১৮। উহারা তাহার জামায় মিথ্যা রক্ত লেপন করিয়া[৬৯৩] আনিয়াছিল। সে বলিল, 'না, তোমাদের মন তোমাদের জন্য একটি কাহিনী সাজাইয়া দিয়াছে। সুতরাং পূর্ণ ধৈর্যই শ্রেয়, তোমরা যাহা বলিতেছ সে বিষয়ে একমাত্র আল্লাহ্ই আমার সাহায্যস্থল।'

৬৯২। অর্থাৎ হযরত ইউসুফ (আ)-কে।
৬৯৩। 'লেপন করিয়া' শব্দ দুইটি আরবীতে উহ্য আছে।

١٩- وَجَآءَتْ سَيَّارَةٌ فَأَرْسَلُوْا وَارِدَهُمْ فَأَدْلٰى دَلْوَهٗ ؕ قَالَ يٰبُشْرٰى هٰذَا غُلٰمٌ ؕ وَأَسَرُّوْهُ بِضَاعَةً ؕ وَاللّٰهُ عَلِيْمٌۢ بِمَا يَعْمَلُوْنَ ○

১৯। এক যাত্রীদল আসিল, উহারা উহাদের পানি সংগ্রাহককে প্রেরণ করিল। সে তাহার পানির ডোল নামাইয়া দিল। সে বলিয়া উঠিল, 'কী সুখবর! এ যে এক কিশোর!' অতঃপর উহারা তাহাকে পণ্যরূপে লুকাইয়া রাখিল। উহারা যাহা করিতেছিল সে বিষয়ে আল্লাহ্ সবিশেষ অবহিত ছিলেন।

٢٠- وَشَرَوْهُ بِثَمَنٍۢ بَخْسٍ دَرَاهِمَ مَعْدُوْدَةٍ ۚ وَكَانُوْا فِيْهِ مِنَ الزّٰهِدِيْنَ ○

২০। এবং উহারা[৬৯৪] তাহাকে বিক্রয় করিল স্বল্প মূল্যে—মাত্র কয়েক দিরহামের বিনিময়ে, উহারা ছিল তাহার ব্যাপারে নির্লোভ।

[৩]

٢١- وَقَالَ الَّذِى اشْتَرٰىهُ مِنْ مِّصْرَ لِامْرَاَتِهٖٓ اَكْرِمِىْ مَثْوٰىهُ عَسٰٓى اَنْ يَّنْفَعَنَآ اَوْ نَتَّخِذَهٗ وَلَدًا ؕ وَكَذٰلِكَ مَكَّنَّا لِيُوْسُفَ فِى الْاَرْضِ ۫ وَلِنُعَلِّمَهٗ مِنْ تَاْوِيْلِ الْاَحَادِيْثِ ؕ وَاللّٰهُ غَالِبٌ عَلٰٓى اَمْرِهٖ وَلٰكِنَّ اَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُوْنَ ○

২১। মিসরের যে ব্যক্তি তাহাকে ক্রয় করিয়াছিল, সে তাহার স্ত্রীকে বলিল, 'ইহার থাকিবার সম্মানজনক ব্যবস্থা কর, সম্ভবত সে আমাদের উপকারে আসিবে অথবা আমরা ইহাকে পুত্ররূপেও গ্রহণ করিতে পারি।' এবং এইভাবে আমি ইউসুফকে সেই দেশে প্রতিষ্ঠিত করিলাম তাহাকে স্বপ্নের ব্যাখ্যা শিক্ষা দিবার জন্য। আল্লাহ্ তাঁহার কার্য সম্পাদনে অপ্রতিহত; কিন্তু অধিকাংশ মানুষ ইহা অবগত নহে।

٢٢- وَلَمَّا بَلَغَ اَشُدَّهٗٓ اٰتَيْنٰهُ حُكْمًا وَّعِلْمًا ؕ وَكَذٰلِكَ نَجْزِى الْمُحْسِنِيْنَ ○

২২। সে যখন পূর্ণ যৌবনে উপনীত হইল তখন আমি তাহাকে হিকমত[৬৯৫] ও জ্ঞান দান করিলাম এবং এইভাবেই আমি সৎকর্মপরায়ণদিগকে পুরস্কৃত করি।

٢٣- وَرَاوَدَتْهُ الَّتِىْ هُوَ فِىْ بَيْتِهَا عَنْ نَّفْسِهٖ

২৩। সে[৬৯৬] যে স্ত্রীলোকের গৃহে ছিল সে[৬৯৭] তাহা হইতে অসৎকর্ম কামনা করিল এবং

৬৯৪। অর্থাৎ ভ্রাতৃগণ অথবা যাত্রীদল।
৬৯৫। ৯৩ নম্বর টীকা দ্র.।
৬৯৬। 'সে' অর্থাৎ হযরত ইউসুফ (আ)।
৬৯৭। 'সে' অর্থাৎ ঐ স্ত্রীলোক।

وَ غَلَّقَتِ الْاَبْوَابَ
وَ قَالَتْ هَيْتَ لَكَ ؕ
قَالَ مَعَاذَ اللّٰهِ اِنَّهٗ رَبِّيْٓ اَحْسَنَ مَثْوَايَ ؕ
اِنَّهٗ لَا يُفْلِحُ الظّٰلِمُوْنَ ۝

দরজাগুলি বন্ধ করিয়া দিল ও বলিল, 'আইস।' সে বলিল, 'আমি আল্লাহ্‌র শরণ লইতেছি, তিনি[৬৯৮] আমার প্রভু; তিনি আমার থাকিবার সুন্দর ব্যবস্থা করিয়াছেন। নিশ্চয়ই সীমালংঘনকারিগণ সফলকাম হয় না।'

২٤-وَلَقَدْ هَمَّتْ بِهٖ ۚ وَهَمَّ بِهَا
لَوْلَآ اَنْ رَّاٰ بُرْهَانَ رَبِّهٖ ؕ
كَذٰلِكَ لِنَصْرِفَ عَنْهُ
السُّوْٓءَ وَالْفَحْشَآءَ ؕ
اِنَّهٗ مِنْ عِبَادِنَا الْمُخْلَصِيْنَ ۝

২৪। সেই রমণী তো তাহার প্রতি আসক্ত হইয়াছিল এবং সেও উহার প্রতি আসক্ত হইয়া পড়িত যদি না সে তাহার প্রতিপালকের নিদর্শন[৬৯৯] প্রত্যক্ষ করিত। আমি তাহাকে মন্দ কর্ম ও অশ্লীলতা হইতে বিরত রাখিবার জন্য এইভাবে নিদর্শন দেখাইয়াছিলাম। সে তো ছিল আমার বিশুদ্ধচিত্ত বান্দাদের অন্তর্ভুক্ত।

٢٥-وَاسْتَبَقَا الْبَابَ
وَقَدَّتْ قَمِيْصَهٗ مِنْ دُبُرٍ
وَّاَلْفَيَا سَيِّدَهَا لَدَا الْبَابِ ؕ
قَالَتْ مَا جَزَآءُ مَنْ اَرَادَ بِاَهْلِكَ سُوْٓءًا
اِلَّآ اَنْ يُّسْجَنَ اَوْ عَذَابٌ اَلِيْمٌ ۝

২৫। উহারা উভয়ে দৌড়াইয়া দরজার দিকে গেল এবং স্ত্রীলোকটি পিছন হইতে তাহার জামা ছিঁড়িয়া ফেলিল, তাহারা স্ত্রীলোকটির স্বামীকে দরজার নিকট পাইল। স্ত্রীলোকটি বলিল, 'যে তোমার পরিবারের সহিত কুকর্ম কামনা করে তাহার জন্য কারাগারে প্রেরণ অথবা অন্য কোন মর্মন্তুদ শাস্তি ব্যতীত আর কি দণ্ড হইতে পারে?'

٢٦-قَالَ هِيَ رَاوَدَتْنِيْ عَنْ نَّفْسِيْ
وَشَهِدَ شَاهِدٌ مِّنْ اَهْلِهَا ۚ
اِنْ كَانَ قَمِيْصُهٗ قُدَّ مِنْ قُبُلٍ
فَصَدَقَتْ
وَهُوَ مِنَ الْكٰذِبِيْنَ ۝

২৬। ইউসুফ বলিল, 'সে-ই আমা হইতে অসৎকর্ম কামনা করিয়াছিল।' স্ত্রীলোকটির পরিবারের একজন সাক্ষী সাক্ষ্য দিল, 'যদি উহার জামার সম্মুখ দিক ছিন্ন করা হইয়া থাকে তবে স্ত্রীলোকটি সত্য কথা বলিয়াছে এবং পুরুষটি মিথ্যাবাদী,

٢٧-وَاِنْ كَانَ قَمِيْصُهٗ قُدَّ مِنْ دُبُرٍ
فَكَذَبَتْ وَهُوَ مِنَ الصّٰدِقِيْنَ ۝

২৭। 'কিন্তু উহার জামা যদি পিছন দিক হইতে ছিন্ন করা হইয়া থাকে তবে স্ত্রীলোকটি মিথ্যা বলিয়াছে এবং পুরুষটি সত্যবাদী।'

৬৯৮। এ স্থলে 'তিনি' অর্থে আল্লাহ্, ভিন্নমতে স্ত্রীলোকটির স্বামী।
৬৯৯ برهان-এর আভিধানিক অর্থ দলীল। এখানে 'নিদর্শন' অথবা প্রতিপালক কর্তৃক প্রদত্ত বিবেকের নির্দেশ।

২৮- فَلَمَّا رَاٰ قَمِيْصَهٗ قُدَّ مِنْ دُبُرٍ قَالَ اِنَّهٗ مِنْ كَيْدِكُنَّ ؕ اِنَّ كَيْدَكُنَّ عَظِيْمٌ ○

২৮। গৃহস্বামী যখন দেখিল যে, তাহার জামা পিছন দিক হইতে ছিন্ন করা হইয়াছে তখন সে বলিল, 'নিশ্চয়ই ইহা তোমাদের নারীদের ছলনা, তোমাদের ছলনা তো ভীষণ।'

২৯- يُوْسُفُ اَعْرِضْ عَنْ هٰذَا ٚ وَاسْتَغْفِرِيْ لِذَنْۢبِكِ ۚۖ اِنَّكِ كُنْتِ مِنَ الْخٰطِـِٕيْنَ ○ ع

২৯। 'হে ইউসুফ! তুমি ইহা উপেক্ষা কর এবং হে নারী! তুমি তোমার অপরাধের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা কর; তুমিই তো অপরাধী।'

[৪]

৩০- وَقَالَ نِسْوَةٌ فِي الْمَدِيْنَةِ امْرَاَتُ الْعَزِيْزِ تُرَاوِدُ فَتٰىهَا عَنْ نَّفْسِهٖ ۚ قَدْ شَغَفَهَا حُبًّا ؕ اِنَّا لَنَرٰىهَا فِيْ ضَلٰلٍ مُّبِيْنٍ ○

৩০। নগরে কতিপয় নারী বলিল, 'আযীযের৭০০ স্ত্রী তাহার যুবক দাস হইতে অসৎকর্ম কামনা করিতেছে, প্রেম তাহাকে উন্মত্ত করিয়াছে, আমরা তো তাহাকে দেখিতেছি স্পষ্ট বিভ্রান্তিতে।'

৩১- فَلَمَّا سَمِعَتْ بِمَكْرِهِنَّ اَرْسَلَتْ اِلَيْهِنَّ وَاَعْتَدَتْ لَهُنَّ مُتَّكَاً وَّاٰتَتْ كُلَّ وَاحِدَةٍ مِّنْهُنَّ سِكِّيْنًا وَّقَالَتِ اخْرُجْ عَلَيْهِنَّ ۚ فَلَمَّا رَاَيْنَهٗۤ اَكْبَرْنَهٗ وَقَطَّعْنَ اَيْدِيَهُنَّ وَقُلْنَ حَاشَ لِلّٰهِ مَا هٰذَا بَشَرًا ؕ اِنْ هٰذَاۤ اِلَّا مَلَكٌ كَرِيْمٌ ○

৩১। স্ত্রীলোকটি যখন উহাদের ষড়যন্ত্রের কথা শুনিল, তখন সে উহাদিগকে ডাকিয়া পাঠাইল, উহাদের জন্য আসন প্রস্তুত করিল, উহাদের প্রত্যেককে একটি করিয়া ছুরি দিল৭০১ এবং ইউসুফকে বলিল, 'উহাদের সম্মুখে বাহির হও।' অতঃপর উহারা যখন তাহাকে দেখিল তখন উহারা তাহার গরিমায় অভিভূত হইল এবং নিজেদের হাত কাটিয়া ফেলিল। উহারা বলিল, 'অদ্ভুত আল্লাহ্‌র মাহাত্ম্য! এ তো মানুষ নহে, এ তো এক মহিমান্বিত ফিরিশ্‌তা।'

৩২- قَالَتْ فَذٰلِكُنَّ الَّذِيْ لُمْتُنَّنِيْ فِيْهِ ؕ وَلَقَدْ رَاوَدْتُّهٗ عَنْ نَّفْسِهٖ فَاسْتَعْصَمَ ؕ وَلَئِنْ لَّمْ يَفْعَلْ مَاۤ اٰمُرُهٗ لَيُسْجَنَنَّ

৩২। সে বলিল, 'এ-ই সে যাহার সম্বন্ধে তোমরা আমার নিন্দা করিয়াছ। আমি তো তাহা হইতে অসৎকর্ম কামনা করিয়াছি। কিন্তু সে নিজেকে পবিত্র রাখিয়াছে; আমি তাহাকে যাহা আদেশ করিয়াছি সে যদি তাহা না করে, তবে

৭০০। গৃহস্বামীর নাম বা পদবী।
৭০১। তাহাদিগকে ফলমূল পরিবেশন করা হইয়াছিল এবং সেইগুলি কাটিয়া খাইতে ছুরি দেওয়া হইয়াছিল।

وَلَيَكُوْنًا مِّنَ الصّٰغِرِيْنَ ○

সে কারারুদ্ধ হইবেই এবং হীনদের অন্তর্ভুক্ত হইবে।'

٣٣- قَالَ رَبِّ السِّجْنُ اَحَبُّ اِلَيَّ مِمَّا يَدْعُوْنَنِيْٓ اِلَيْهِ ۚ وَاِلَّا تَصْرِفْ عَنِّيْ كَيْدَهُنَّ اَصْبُ اِلَيْهِنَّ وَاَكُنْ مِّنَ الْجٰهِلِيْنَ ○

৩৩। ইউসুফ বলিল, 'হে আমার প্রতিপালক! এই নারীগণ আমাকে যাহার প্রতি আহ্বান করিতেছে তাহা অপেক্ষা কারাগার আমার নিকট অধিক প্রিয়। আপনি যদি উহাদের ছলনা হইতে আমাকে রক্ষা না করেন তবে আমি উহাদের প্রতি আকৃষ্ট হইয়া পড়িব এবং অজ্ঞদের অন্তর্ভুক্ত হইব।'

٣٤- فَاسْتَجَابَ لَهٗ رَبُّهٗ فَصَرَفَ عَنْهُ كَيْدَهُنَّ ؕ اِنَّهٗ هُوَ السَّمِيْعُ الْعَلِيْمُ ○

৩৪। অতঃপর তাহার প্রতিপালক তাহার আহ্বানে সাড়া দিলেন এবং তাহাকে উহাদের ছলনা হইতে রক্ষা করিলেন। তিনি তো সর্বশ্রোতা, সর্বজ্ঞ।

٣٥- ثُمَّ بَدَا لَهُمْ مِّنْۢ بَعْدِ مَا رَاَوُا الْاٰيٰتِ لَيَسْجُنُنَّهٗ حَتّٰى حِيْنٍ ○ ع

৩৫। নিদর্শনাবলী দেখিবার পর উহাদের মনে হইল যে, তাহাকে কিছু কালের জন্য কারারুদ্ধ করিতেই হইবে।

[৫]

٣٦- وَدَخَلَ مَعَهُ السِّجْنَ فَتَيٰنِ ؕ قَالَ اَحَدُهُمَآ اِنِّيْٓ اَرٰىنِيْٓ اَعْصِرُ خَمْرًا ۚ وَقَالَ الْاٰخَرُ اِنِّيْٓ اَرٰىنِيْٓ اَحْمِلُ فَوْقَ رَاْسِيْ خُبْزًا تَاْكُلُ الطَّيْرُ مِنْهُ ؕ نَبِّئْنَا بِتَاْوِيْلِهٖ ۚ اِنَّا نَرٰىكَ مِنَ الْمُحْسِنِيْنَ ○

৩৬। তাহার সহিত দুইজন যুবক কারাগারে প্রবেশ করিল। উহাদের একজন বলিল, 'আমি স্বপ্নে দেখিলাম, আমি আংগুর[৭০২] নিংড়াইয়া রস বাহির করিতেছি', এবং অপরজন বলিল, 'আমি স্বপ্নে দেখিলাম, আমি আমার মস্তকে রুটি বহন করিতেছি এবং পাখী উহা হইতে খাইতেছে। আমাদিগকে তুমি ইহার তাৎপর্য জানাইয়া দাও, আমরা তো তোমাকে সৎকর্মপরায়ণ দেখিতেছি।'

٣٧- قَالَ لَا يَاْتِيْكُمَا طَعَامٌ تُرْزَقٰنِهٖٓ اِلَّا نَبَّاْتُكُمَا بِتَاْوِيْلِهٖ قَبْلَ اَنْ يَّاْتِيَكُمَا ؕ

৩৭। ইউসুফ বলিল, 'তোমাদিগকে যে খাদ্য দেওয়া হয় তাহা আসিবার পূর্বে আমি তোমাদিগকে স্বপ্নের তাৎপর্য জানাইয়া

৭০২। خمر-এর অর্থ মদ্য, কিন্তু ইহা এ স্থলে আংগুর অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে। 'আম্মান প্রদেশে আংগুর অর্থে ব্যবহৃত হয়। —কাশ্শাফ, নাসাফী ইত্যাদি

দিব। আমি যাহা তোমাদিগকে বলিব৭০৩ তাহা, আমার প্রতিপালক আমাকে যাহা শিক্ষা দিয়াছেন তাহা হইতে বলিব। যে সম্প্রদায় আল্লাহে বিশ্বাস করে না ও আখিরাতে অবিশ্বাসী আমি তাহাদের মতবাদ বর্জন করিয়াছি।

ذٰلِكُمَا مِمَّا عَلَّمَنِىْ رَبِّىْ ۚ اِنِّىْ تَرَكْتُ مِلَّةَ قَوْمٍ لَّا يُؤْمِنُوْنَ بِاللّٰهِ وَهُمْ بِالْاٰخِرَةِ هُمْ كٰفِرُوْنَ ۝

৩৮। ‘আমি আমার পিতৃপুরুষ ইব্‌রাহীম, ইস্‌হাক এবং ইয়া‘কূবের মতবাদ অনুসরণ করি। আল্লাহ্‌র সহিত কোন বস্তুকে শরীক করা আমাদের কাজ নহে। ইহা আমাদের ও সমস্ত মানুষের প্রতি আল্লাহ্‌র অনুগ্রহ; কিন্তু অধিকাংশ মানুষই কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে না।

٣٨- وَاتَّبَعْتُ مِلَّةَ اٰبَآءِىْۤ اِبْرٰهِيْمَ وَاِسْحٰقَ وَيَعْقُوْبَ ۚ مَا كَانَ لَنَآ اَنْ نُّشْرِكَ بِاللّٰهِ مِنْ شَىْءٍ ۚ ذٰلِكَ مِنْ فَضْلِ اللّٰهِ عَلَيْنَا وَعَلَى النَّاسِ وَلٰكِنَّ اَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَشْكُرُوْنَ ۝

৩৯। ‘হে কারা-সংগীদ্বয়! ভিন্ন ভিন্ন বহু প্রতিপালক শ্রেয়, না পরাক্রমশালী এক আল্লাহ্?

٣٩- يٰصَاحِبَىِ السِّجْنِ ءَاَرْبَابٌ مُّتَفَرِّقُوْنَ خَيْرٌ اَمِ اللّٰهُ الْوَاحِدُ الْقَهَّارُ ۝

৪০। ‘তাঁহাকে ছাড়িয়া তোমরা কেবল কতকগুলি নামের ‘ইবাদত করিতেছ, যেই নামগুলি তোমাদের পিতৃপুরুষ ও তোমরা রাখিয়াছ; এইগুলির কোন প্রমাণ আল্লাহ্ পাঠান নাই। বিধান দিবার অধিকার কেবল আল্লাহ্‌রই। তিনি আদেশ দিয়াছেন অন্য কাহারও ‘ইবাদত না করিতে, কেবল তাঁহার ব্যতীত ; ইহাই শাশ্বত দীন কিন্তু অধিকাংশ মানুষ ইহা অবগত নহে।

٤٠- مَا تَعْبُدُوْنَ مِنْ دُوْنِهٖۤ اِلَّاۤ اَسْمَآءً سَمَّيْتُمُوْهَآ اَنْتُمْ وَاٰبَآؤُكُمْ مَّآ اَنْزَلَ اللّٰهُ بِهَا مِنْ سُلْطٰنٍ ۚ اِنِ الْحُكْمُ اِلَّا لِلّٰهِ ۚ اَمَرَ اَلَّا تَعْبُدُوْۤا اِلَّاۤ اِيَّاهُ ۚ ذٰلِكَ الدِّيْنُ الْقَيِّمُ وَلٰكِنَّ اَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُوْنَ ۝

৪১। ‘হে কারা-সংগীদ্বয়! তোমাদের দুইজনের একজন তাহার প্রভুকে মদ্য পান করাইবে এবং অপরজন শূলবিদ্ধ হইবে; অতঃপর তাহার মস্তক হইতে পাখী আহার করিবে। যে বিষয়ে তোমরা জানিতে চাহিয়াছ তাহার সিদ্ধান্ত হইয়া গিয়াছে।’

٤١- يٰصَاحِبَىِ السِّجْنِ اَمَّآ اَحَدُكُمَا فَيَسْقِىْ رَبَّهٗ خَمْرًا ۚ وَاَمَّا الْاٰخَرُ فَيُصْلَبُ فَتَاْكُلُ الطَّيْرُ مِنْ رَّاْسِهٖ ۚ قُضِىَ الْاَمْرُ الَّذِىْ فِيْهِ تَسْتَفْتِيٰنِ ۝

৭০৩। এখানে ذالكما দ্বারা ‘আমি যাহা তোমাদিগকে বলিব’ এ কথাটি বুঝাইতেছে।

٤٢- وَقَالَ لِلَّذِىْ ظَنَّ اَنَّهٗ نَاجٍ مِّنْهُمَا اذْكُرْنِىْ عِنْدَ رَبِّكَ ز فَاَنْسٰهُ الشَّيْطٰنُ ذِكْرَ رَبِّهٖ فَلَبِثَ فِى السِّجْنِ بِضْعَ سِنِيْنَ ○ ع

৪২। ইউসুফ উহাদের মধ্যে যে মুক্তি পাইবে মনে করিল, তাহাকে বলিল, 'তোমার প্রভুর নিকট আমার কথা বলিও', কিন্তু শয়তান উহাকে উহার প্রভুর নিকট তাহার বিষয় বলিবার কথা ভুলাইয়া দিল; সুতরাং ইউসুফ কয়েক বৎসর কারাগারে রহিল।

[৬]

٤٣- وَقَالَ الْمَلِكُ اِنِّىْٓ اَرٰى سَبْعَ بَقَرٰتٍ سِمَانٍ يَّاْكُلُهُنَّ سَبْعٌ عِجَافٌ وَّسَبْعَ سُنْۢبُلٰتٍ خُضْرٍ وَّاُخَرَ يٰبِسٰتٍ ط يٰٓاَيُّهَا الْمَلَاُ اَفْتُوْنِىْ فِىْ رُءْيَاىَ اِنْ كُنْتُمْ لِلرُّءْيَا تَعْبُرُوْنَ ○

৪৩। রাজা বলিল, 'আমি স্বপ্নে দেখিলাম, সাতটি স্থূলকায় গাভী, উহাদিগকে সাতটি শীর্ণকায় গাভী ভক্ষণ করিতেছে এবং দেখিলাম সাতটি সবুজ শীষ ও অপর সাতটি শুষ্ক। হে প্রধানগণ! যদি তোমরা স্বপ্নের ব্যাখ্যা করিতে পার তবে আমার স্বপ্ন সম্বন্ধে অভিমত দাও।'

٤٤- قَالُوْٓا اَضْغَاثُ اَحْلَامٍ ج وَمَا نَحْنُ بِتَاْوِيْلِ الْاَحْلَامِ بِعٰلِمِيْنَ ○

৪৪। উহারা বলিল, 'ইহা অর্থহীন স্বপ্ন এবং আমরা এইরূপ স্বপ্ন ব্যাখ্যায় অভিজ্ঞ নহি।'

٤٥- وَقَالَ الَّذِىْ نَجَا مِنْهُمَا وَادَّكَرَ بَعْدَ اُمَّةٍ اَنَا اُنَبِّئُكُمْ بِتَاْوِيْلِهٖ فَاَرْسِلُوْنِ ○

৪৫। দুইজন কারারুদ্ধের মধ্যে যে মুক্তি পাইয়াছিল এবং দীর্ঘকাল পরে যাহার স্মরণ হইল[৭০৪] সে বলিল, 'আমি ইহার তাৎপর্য তোমাদিগকে জানাইয়া দিব। সুতরাং তোমরা আমাকে পাঠাও।'

٤٦- يُوْسُفُ اَيُّهَا الصِّدِّيْقُ اَفْتِنَا فِىْ سَبْعِ بَقَرٰتٍ سِمَانٍ يَّاْكُلُهُنَّ سَبْعٌ عِجَافٌ وَّسَبْعِ سُنْۢبُلٰتٍ خُضْرٍ وَّاُخَرَ يٰبِسٰتٍ لا لَّعَلِّىْٓ اَرْجِعُ اِلَى النَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَعْلَمُوْنَ ○

৪৬। সে বলিল,[৭০৫] 'হে ইউসুফ! হে সত্যবাদী! সাতটি স্থূলকায় গাভী, উহাদিগকে সাতটি শীর্ণকায় গাভী ভক্ষণ করিতেছে এবং সাতটি সবুজ শীষ ও অপর সাতটি শুষ্ক শীষ সম্বন্ধে তুমি আমাদিগকে ব্যাখ্যা দাও, যাহাতে আমি লোকদের[৭০৬] নিকট ফিরিয়া যাইতে পারি ও যাহাতে তাহারা অবগত হইতে পারে।'

৭০৪। অর্থাৎ ইউসুফের কথা স্মরণ হইল।
৭০৫। 'সে বলিল' কথাটি মূল আরবীতে উহ্য আছে।
৭০৬। الناس -এর অর্থ লোকসমূহ, এ স্থলে ইহা দ্বারা রাজা ও তাহার সভাসদদিগকে বুঝায়। —তফসীরে কুরতুবী

Contents

৪৭। ইউসুফ বলিল, 'তোমরা সাত বৎসর একাদিক্রমে চাষ করিবে, অতঃপর তোমরা যে শস্য কর্তন করিবে উহার মধ্যে যে সামান্য পরিমাণ তোমরা ভক্ষণ করিবে, তাহা ব্যতীত সমস্ত শীষসমেত রাখিয়া দিবে;

٤٧-قَالَ تَزْرَعُوْنَ سَبْعَ سِنِيْنَ دَاَبًا ۚ فَمَا حَصَدْتُّمْ فَذَرُوْهُ فِيْ سُنْۢبُلِهٖٓ اِلَّا قَلِيْلًا مِّمَّا تَاْكُلُوْنَ ○

৪৮। 'ইহার পর আসিবে সাতটি কঠিন বৎসর, এই সাত বৎসর, যাহা পূর্বে সঞ্চয় করিয়া রাখিবে, লোকে তাহা খাইবে; কেবল সামান্য কিছু যাহা তোমরা সংরক্ষণ করিবে[৭০৭], তাহা ব্যতীত।

٤٨- ثُمَّ يَاْتِيْ مِنْۢ بَعْدِ ذٰلِكَ سَبْعٌ شِدَادٌ يَّاْكُلْنَ مَا قَدَّمْتُمْ لَهُنَّ اِلَّا قَلِيْلًا مِّمَّا تُحْصِنُوْنَ ○

৪৯। 'অতঃপর আসিবে এক বৎসর, সেই বৎসর মানুষের জন্য প্রচুর বৃষ্টিপাত হইবে এবং সেই বৎসর মানুষ প্রচুর ফলের রস নিংড়াইবে[৭০৮]।'

٤٩- ثُمَّ يَاْتِيْ مِنْۢ بَعْدِ ذٰلِكَ عَامٌ فِيْهِ يُغَاثُ النَّاسُ وَ فِيْهِ يَعْصِرُوْنَ ○ ع

[৭]

৫০। রাজা বলিল, 'তোমরা ইউসুফকে আমার নিকট লইয়া আইস।' যখন দূত তাহার নিকট উপস্থিত হইল তখন সে বলিল, 'তুমি তোমার প্রভুর নিকট ফিরিয়া যাও এবং তাহাকে জিজ্ঞাসা কর, যে নারীগণ হাত কাটিয়া ফেলিয়াছিল তাহাদের অবস্থা কী! নিশ্চয়ই আমার প্রতিপালক তাহাদের ছলনা সম্যক অবগত।'

٥٠-وَقَالَ الْمَلِكُ ائْتُوْنِيْ بِهٖ ۚ فَلَمَّا جَآءَهُ الرَّسُوْلُ قَالَ ارْجِعْ اِلٰى رَبِّكَ فَسْـَٔلْهُ مَا بَالُ النِّسْوَةِ الّٰتِيْ قَطَّعْنَ اَيْدِيَهُنَّ ؕ اِنَّ رَبِّيْ بِكَيْدِهِنَّ عَلِيْمٌ ○

৫১। রাজা নারীগণকে বলিল, 'যখন তোমরা ইউসুফ হইতে অসৎকর্ম কামনা করিয়াছিলে, তখন তোমাদের কী হইয়াছিল?' তাহারা বলিল, 'অদ্ভুত আল্লাহ্‌র মাহাত্ম্য! আমরা উহার মধ্যে কোন দোষ দেখি নাই।' 'আযীযের স্ত্রী

٥١- قَالَ مَا خَطْبُكُنَّ اِذْ رَاوَدْتُّنَّ يُوْسُفَ عَنْ نَّفْسِهٖ ؕ قُلْنَ حَاشَ لِلّٰهِ مَا عَلِمْنَا عَلَيْهِ مِنْ سُوْٓءٍ ؕ قَالَتِ امْرَاَتُ الْعَزِيْزِ

৭০৭। বীজ ইত্যাদির জন্য।

৭০৮। يعصرون শব্দটির অর্থ ফল নিংড়াইয়া রস বাহির করিবে। এ স্থলে ইহা বাগধারারূপে ব্যবহৃত হইয়াছে, যাহার অর্থ প্রচুর ভোগ-বিলাস করিবে। —তাফসীরে মানার

الْـٰٔنَ حَصْحَصَ الْحَقُّ ز
اَنَا رَاوَدْتُّهٗ عَنْ نَّفْسِهٖ
وَاِنَّهٗ لَمِنَ الصّٰدِقِيْنَ ○

বলিল, 'এক্ষণে সত্য প্রকাশ হইল, আমিই তাহাকে ফুসলাইয়াছিলাম, সে তো সত্যবাদী।'

٥٢- ذٰلِكَ لِيَعْلَمَ اَنِّيْ
لَمْ اَخُنْهُ بِالْغَيْبِ
وَاَنَّ اللّٰهَ لَا يَهْدِيْ كَيْدَ الْخَآئِنِيْنَ ○

৫২। ইহা এইজন্য যে,[৭০৯] যাহাতে সে[৭১০] জানিতে পারে যে, তাহার অনুপস্থিতিতে আমি[৭১১] তাহার প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা করি নাই এবং নিশ্চয়ই আল্লাহ্ বিশ্বাসঘাতকদের ষড়যন্ত্র সফল করেন না।'

৭০৯। 'সে বলিল, 'আমি ইহা বলিয়াছিলাম' কথাটি এ স্থলে উহ্য আছে।

৭১০। 'সে' অর্থ 'আযীয মিসর।'

৭১১। অধিকাংশ তাফসীরকারের মতে ৫২ ও ৫৩ নম্বর আয়াতে বর্ণিত কথাগুলি হযরত ইউসুফের উক্তি।

ত্রয়োদশ পারা

الجزء ١٣

٥٣- وَمَآ اُبَرِّئُ نَفْسِىْ ۚ اِنَّ النَّفْسَ لَاَمَّارَةٌۢ بِالسُّوْٓءِ اِلَّا مَا رَحِمَ رَبِّىْ ؕ اِنَّ رَبِّىْ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ ○

৫৩। সে বলিল, 'আমি নিজেকে নির্দোষ মনে করি না, মানুষের মন অবশ্যই মন্দ কর্ম প্রবণ, কিন্তু সে নহে, যাহার প্রতি আমার প্রতিপালক দয়া করেন। আমার প্রতিপালক তো অতি ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।'

٥٤- وَقَالَ الْمَلِكُ ائْتُوْنِىْ بِهٖٓ اَسْتَخْلِصْهُ لِنَفْسِىْ ۚ فَلَمَّا كَلَّمَهٗ قَالَ اِنَّكَ الْيَوْمَ لَدَيْنَا مَكِيْنٌ اَمِيْنٌ ○

৫৪। রাজা বলিল, 'ইউসুফকে[৭১২] আমার নিকট লইয়া আইস; আমি তাহাকে আমার একান্ত সহচর নিযুক্ত করিব।' অতঃপর রাজা যখন তাহার সহিত কথা বলিল, তখন রাজা[৭১৩] বলিল, 'আজ তুমি তো আমাদের নিকট মর্যাদাশীল, বিশ্বাসভাজন হইলে।'

٥٥- قَالَ اجْعَلْنِىْ عَلٰى خَزَآئِنِ الْاَرْضِ ۚ اِنِّىْ حَفِيْظٌ عَلِيْمٌ ○

৫৫। ইউসুফ[৭১৪] বলিল, 'আমাকে দেশের ধনভাণ্ডারের উপর কর্তৃত্ব প্রদান করুন[৭১৫]; আমি তো উত্তম রক্ষক, সুবিজ্ঞ।'

٥٦- وَكَذٰلِكَ مَكَّنَّا لِيُوْسُفَ فِى الْاَرْضِ ۚ يَتَبَوَّاُ مِنْهَا حَيْثُ يَشَآءُ ؕ نُصِيْبُ بِرَحْمَتِنَا مَنْ نَّشَآءُ وَلَا نُضِيْعُ اَجْرَ الْمُحْسِنِيْنَ ○

৫৬। এইভাবে ইউসুফকে আমি সেই দেশে প্রতিষ্ঠিত করিলাম; সে সেই দেশে যথা ইচ্ছা অবস্থান করিতে পারিত। আমি যাহাকে ইচ্ছা তাহার প্রতি দয়া করি; আমি সৎকর্মপরায়ণদের শ্রমফল নষ্ট করি না।

٥٧- وَلَاَجْرُ الْاٰخِرَةِ خَيْرٌ لِّلَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَكَانُوْا يَتَّقُوْنَ ○ ع

৫৭। যাহারা মু'মিন এবং মুত্তাকী তাহাদের আখিরাতের পুরস্কারই উত্তম।

[৮]

٥٨- وَجَآءَ اِخْوَةُ يُوْسُفَ فَدَخَلُوْا عَلَيْهِ فَعَرَفَهُمْ وَهُمْ لَهٗ مُنْكِرُوْنَ ○

৫৮। ইউসুফের ভ্রাতাগণ আসিল এবং তাহার নিকট উপস্থিত হইল। সে উহাদিগকে চিনিল, কিন্তু উহারা তাহাকে চিনিতে পারিল না।

৭১২। এ স্থলে • সর্বনামটি ইউসুফের পরিবর্তে ব্যবহৃত হইয়াছে।
৭১৩। এ স্থলে كَلَّمَ ক্রিয়ার কর্তা 'রাজা'।
৭১৪। এখানে قَالَ ক্রিয়ার কর্তা হযরত ইউসুফ (আ)।
৭১৫। ইউসুফ (আ) আসন্ন দুর্ভিক্ষে ন্যায়নীতির মাধ্যমে মানুষকে সাহায্য করার জন্য এই পদ চাহিয়াছিলেন।

Contents

৫৯- وَلَمَّا جَهَّزَهُمْ بِجَهَازِهِمْ قَالَ ائْتُوْنِيْ بِاَخٍ لَّكُمْ مِّنْ اَبِيْكُمْ ۚ اَلَا تَرَوْنَ اَنِّيْٓ اُوْفِي الْكَيْلَ وَاَنَا خَيْرُ الْمُنْزِلِيْنَ ○

৫৯। এবং সে যখন উহাদের সামগ্রীর ব্যবস্থা করিয়া দিল তখন সে বলিল, 'তোমরা আমার নিকট তোমাদের বৈমাত্রেয় ভ্রাতাকে লইয়া আইস। তোমরা কি দেখিতেছ না যে, আমি মাপে পূর্ণ মাত্রায় দেই এবং আমি উত্তম অতিথিপরায়ণ।

৬০- فَاِنْ لَّمْ تَاْتُوْنِيْ بِهٖ فَلَا كَيْلَ لَكُمْ عِنْدِيْ وَلَا تَقْرَبُوْنِ ○

৬০। 'কিন্তু তোমরা যদি তাহাকে আমার নিকট লইয়া না আইস তবে আমার নিকট তোমাদের জন্য কোন বরাদ্দ[৭১৬] থাকিবে না এবং তোমরা আমার নিকটবর্তী হইবে না[৭১৭]।

৬১- قَالُوْا سَنُرَاوِدُ عَنْهُ اَبَاهُ وَاِنَّا لَفٰعِلُوْنَ ○

৬১। উহারা বলিল, 'উহার বিষয়ে আমরা উহার পিতাকে সম্মত করিবার চেষ্টা করিব এবং আমরা নিশ্চয়ই ইহা করিব।'

৬২- وَقَالَ لِفِتْيٰنِهِ اجْعَلُوْا بِضَاعَتَهُمْ فِيْ رِحَالِهِمْ لَعَلَّهُمْ يَعْرِفُوْنَهَآ اِذَا انْقَلَبُوْٓا اِلٰٓى اَهْلِهِمْ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُوْنَ ○

৬২। ইউসুফ তাহার ভৃত্যগণকে বলিল, 'উহারা যে পণ্যমূল্য দিয়াছে তাহা উহাদের মালপত্রের মধ্যে রাখিয়া দাও—যাহাতে স্বজনগণের নিকট প্রত্যাবর্তনের পর উহারা তাহা চিনিতে পারে, তাহা হইলে উহারা পুনরায় আসিতে পারে[৭১৮]।'

৬৩- فَلَمَّا رَجَعُوْٓا اِلٰٓى اَبِيْهِمْ قَالُوْا يٰٓاَبَانَا مُنِعَ مِنَّا الْكَيْلُ فَاَرْسِلْ مَعَنَآ اَخَانَا نَكْتَلْ وَاِنَّا لَهٗ لَحٰفِظُوْنَ ○

৬৩। অতঃপর উহারা যখন উহাদের পিতার নিকট ফিরিয়া আসিল, তখন উহারা বলিল, 'হে আমাদের পিতা! আমাদের জন্য বরাদ্দ নিষিদ্ধ করা হইয়াছে। সুতরাং আমাদের ভ্রাতাকে আমাদের সহিত পাঠাইয়া দিন যাহাতে আমরা রসদ পাইতে পারি। আমরা অবশ্যই তাহার রক্ষণাবেক্ষণ করিব।'

৭১৬। এ স্থলে كَيْلَ শব্দ দ্বারা যাহা মাপিয়া লওয়া হয় তাহা অর্থাৎ বরাদ্দ রসদ বুঝাইতেছে।

৭১৭। তাহাকে না আনিলে বুঝা যাইবে, তোমাদের তেমন কোন ভাই নাই, তোমরা মিথ্যা বলিয়া তাহার নামে বরাদ্দ চাহিতেছ।

৭১৮। তাহাদের পুনরায় আসার আগ্রহ যাহাতে হয় অথবা মূলধনের অভাবে তাহাদের আসার ব্যাপারে কোন বাধার সৃষ্টি না হয়।

২৪—

٦٤- قَالَ هَلْ اٰمَنُكُمْ عَلَيْهِ
اِلَّا كَمَآ اَمِنْتُكُمْ عَلٰٓى اَخِيْهِ مِنْ قَبْلُ ؕ
فَاللّٰهُ خَيْرٌ حٰفِظًا ۪
وَّهُوَ اَرْحَمُ الرّٰحِمِيْنَ ۝

৬৪। সে বলিল, 'আমি কি তোমাদিগকে উহার সম্বন্ধে সেইরূপ বিশ্বাস করিব, যেরূপ বিশ্বাস পূর্বে তোমাদিগকে করিয়াছিলাম উহার ভ্রাতা সম্বন্ধে? আল্লাহ্ই রক্ষণাবেক্ষণে শ্রেষ্ঠ এবং তিনি সর্বশ্রেষ্ঠ দয়ালু।'

٦٥- وَلَمَّا فَتَحُوْا مَتَاعَهُمْ وَجَدُوْا
بِضَاعَتَهُمْ رُدَّتْ اِلَيْهِمْ ؕ
قَالُوْا يٰٓاَبَانَا مَا نَبْغِيْ ؕ
هٰذِهٖ بِضَاعَتُنَا رُدَّتْ اِلَيْنَا ۚ
وَنَمِيْرُ اَهْلَنَا وَنَحْفَظُ اَخَانَا
وَنَزْدَادُ كَيْلَ بَعِيْرٍ ؕ
ذٰلِكَ كَيْلٌ يَّسِيْرٌ ۝

৬৫। যখন উহারা উহাদের মালপত্র খুলিল তখন উহারা দেখিতে পাইল উহাদের পণ্যমূল্য উহাদিগকে প্রত্যর্পণ করা হইয়াছে। উহারা বলিল, 'হে আমাদের পিতা! আমরা আর কি প্রত্যাশা করিতে পারি? ইহা আমাদের প্রদত্ত পণ্যমূল্য, আমাদিগকে প্রত্যর্পণ করা হইয়াছে। পুনরায় আমরা আমাদের পরিবারবর্গকে খাদ্য-সামগ্রী আনিয়া দিব এবং আমরা আমাদের ভ্রাতার রক্ষণাবেক্ষণ করিব এবং আমরা অতিরিক্ত আর এক উষ্ট্র-বোঝাই পণ্য আনিব; যাহা আনিয়াছি[৭১৯] তাহা পরিমাণে অল্প।'[৭২০]

٦٦- قَالَ لَنْ اُرْسِلَهٗ مَعَكُمْ حَتّٰى
تُؤْتُوْنِ مَوْثِقًا مِّنَ اللّٰهِ
لَتَاْتُنَّنِيْ بِهٖٓ اِلَّآ اَنْ يُّحَاطَ بِكُمْ ۚ
فَلَمَّآ اٰتَوْهُ مَوْثِقَهُمْ
قَالَ اللّٰهُ عَلٰى
مَا نَقُوْلُ وَكِيْلٌ ۝

৬৬। পিতা বলিল, 'আমি উহাকে কখনই তোমাদের সহিত পাঠাইব না যতক্ষণ না তোমরা আল্লাহ্র নামে অঙ্গীকার কর যে, তোমরা উহাকে আমার নিকট লইয়া আসিবেই, অবশ্য যদি তোমরা একান্ত অসহায় হইয়া না পড়[৭২১]।' অতঃপর যখন উহারা তাহার নিকট প্রতিজ্ঞা করিল তখন সে বলিল, 'আমরা যে বিষয়ে কথা বলিতেছি, আল্লাহ্ তাহার বিধায়ক।'

٦٧- وَقَالَ يٰبَنِيَّ لَا تَدْخُلُوْا مِنْۢ بَابٍ
وَّاحِدٍ وَّادْخُلُوْا مِنْ اَبْوَابٍ مُّتَفَرِّقَةٍ ؕ

৬৭। সে বলিল, 'হে আমার পুত্রগণ! তোমরা এক দ্বার দিয়া প্রবেশ করিও না, ভিন্ন ভিন্ন দ্বার দিয়া প্রবেশ করিবে[৭২২]।

৭১৯। এখানে ذالك -এর অর্থ যাহা আনা হইয়াছে।
৭২০। ভিন্ন অর্থে উহা সহজ পরিমাপ।
৭২১। বিপদে আপদে পরিবেষ্টিত হওয়ার কারণে।
৭২২। কুদৃষ্টি এড়াইবার জন্য, ডাকাত বা দুষ্কৃতিকারীর দল বলিয়া যেন কাহারও সন্দেহের উদ্রেক না হয়, সেইজন্য।

وَمَآ اُغْنِيْ عَنْكُمْ مِّنَ اللّٰهِ مِنْ شَيْءٍ ؕ اِنِ الْحُكْمُ اِلَّا لِلّٰهِ ؕ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ ۚ وَعَلَيْهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُتَوَكِّلُوْنَ ○

আল্লাহ্‌র বিধানের বিরুদ্ধে আমি তোমাদের জন্য কিছু করিতে পারি না। বিধান আল্লাহ্‌রই। আমি তাঁহারই উপর নির্ভর করি এবং যাহারা নির্ভর করিতে চাহে তাহারা আল্লাহ্‌রই উপর নির্ভর করুক'

٦٨- وَلَمَّا دَخَلُوْا مِنْ حَيْثُ اَمَرَهُمْ اَبُوْهُمْ ؕ مَا كَانَ يُغْنِيْ عَنْهُمْ مِّنَ اللّٰهِ مِنْ شَيْءٍ اِلَّا حَاجَةً فِيْ نَفْسِ يَعْقُوْبَ قَضٰهَا ؕ وَاِنَّهٗ لَذُوْ عِلْمٍ لِّمَا عَلَّمْنٰهُ وَلٰكِنَّ اَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُوْنَ ○

৬৮। যখন তাহারা, তাহাদের পিতা তাহাদিগকে যেভাবে আদেশ করিয়াছিল, সেইভাবেই প্রবেশ করিল, তখন আল্লাহ্‌র বিধানের[৭২৩] বিরুদ্ধে উহা তাহাদের কোন কাজে আসিল না; ইয়া'কূব কেবল তাহার মনের একটি অভিপ্রায় পূর্ণ করিয়াছিল এবং সে অবশ্যই জ্ঞানী ছিল, কারণ আমি তাহাকে শিক্ষা দিয়াছিলাম। কিন্তু অধিকাংশ মানুষ ইহা অবগত নহে।

[৯]

٦٩- وَلَمَّا دَخَلُوْا عَلٰى يُوْسُفَ اٰوٰى اِلَيْهِ اَخَاهُ قَالَ اِنِّيْٓ اَنَا اَخُوْكَ فَلَا تَبْتَئِسْ بِمَا كَانُوْا يَعْمَلُوْنَ ○

৬৯। উহারা যখন ইউসুফের সম্মুখে উপস্থিত হইল, তখন ইউসুফ তাহার সহোদরকে নিজের কাছে রাখিল এবং বলিল, 'নিশ্চয়ই আমিই তোমার সহোদর, সুতরাং উহারা যাহা করিত তাহার জন্য দুঃখ করিও না।'

٧٠- فَلَمَّا جَهَّزَهُمْ بِجَهَازِهِمْ جَعَلَ السِّقَايَةَ فِيْ رَحْلِ اَخِيْهِ ثُمَّ اَذَّنَ مُؤَذِّنٌ اَيَّتُهَا الْعِيْرُ اِنَّكُمْ لَسٰرِقُوْنَ ○

৭০। অতঃপর সে যখন উহাদের সামগ্রীর ব্যবস্থা করিয়া দিল, তখন সে তাহার সহোদরের মালপত্রের মধ্যে পান-পাত্র[৭২৪] রাখিয়া দিল। অতঃপর এক আহ্বায়ক চীৎকার করিয়া বলিল, 'হে যাত্রীদল[৭২৫]! তোমরা নিশ্চয়ই চোর।'

٧١- قَالُوْا وَاَقْبَلُوْا عَلَيْهِمْ مَّاذَا تَفْقِدُوْنَ ○

৭১। উহারা তাহাদের দিকে চাহিয়া বলিল, 'তোমরা কী হারাইয়াছ?'

৭২৩। আল্লাহ্‌র নির্ধারিত ব্যবস্থা এই যে, বিন্‌ইয়ামীনকে ফিরাইয়া নিতে পারিবে না।
৭২৪। سقاية শব্দটির অর্থ পানপাত্র কিন্তু এ স্থলে السقاية। রাজার পানপাত্র অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে। ইহার অর্থ পরিমাপ পাত্রও হয়।—লিসানুল 'আরাব
৭২৫। العير। শব্দের অর্থ ঃ যে সব যাত্রী উট কিংবা গাধার সাহায্যে যাত্রা করে, কিন্তু العير। সাধারণভাবে যে কোন যাত্রীদলকেও বুঝায়।-মানার

৭২- قَالُوْا نَفْقِدُ صُوَاعَ الْمَلِكِ وَلِمَنْ جَآءَ بِهٖ حِمْلُ بَعِيْرٍ وَّاَنَا بِهٖ زَعِيْمٌ ○

৭২। তাহারা বলিল, 'আমরা রাজার পানপাত্র হারাইয়াছি; যে উহা আনিয়া দিবে সে এক উষ্ট্র বোঝাই মাল পাইবে এবং আমি[৭২৬] উহার জামিন।'

৭৩- قَالُوْا تَاللّٰهِ لَقَدْ عَلِمْتُمْ مَّا جِئْنَا لِنُفْسِدَ فِى الْاَرْضِ وَمَا كُنَّا سٰرِقِيْنَ ○

৭৩। উহারা বলিল, 'আল্লাহ্‌র শপথ! তোমরা তো জান আমরা এই দেশে দুষ্কৃতি করিতে আসি নাই এবং আমরা চোরও নহি।'

৭৪- قَالُوْا فَمَا جَزَآؤُهٗۤ اِنْ كُنْتُمْ كٰذِبِيْنَ ○

৭৪। তাহারা বলিল, 'যদি তোমরা মিথ্যাবাদী হও তবে তাহার[৭২৭] শাস্তি কী?

৭৫- قَالُوْا جَزَآؤُهٗ مَنْ وُّجِدَ فِىْ رَحْلِهٖ فَهُوَ جَزَآؤُهٗ ؕ كَذٰلِكَ نَجْزِى الظّٰلِمِيْنَ ○

৭৫। উহারা বলিল, 'ইহার শাস্তি যাহার মাল-পত্রের মধ্যে পাত্রটি পাওয়া যাইবে, সে-ই তাহার বিনিময়[৭২৮]।' এইভাবে আমরা সীমালংঘনকারীদিগকে শাস্তি দিয়া থাকি।

৭৬- فَبَدَاَ بِاَوْعِيَتِهِمْ قَبْلَ وِعَآءِ اَخِيْهِ ثُمَّ اسْتَخْرَجَهَا مِنْ وِّعَآءِ اَخِيْهِ ؕ كَذٰلِكَ كِدْنَا لِيُوْسُفَ ؕ مَا كَانَ لِيَاْخُذَ اَخَاهُ فِىْ دِيْنِ الْمَلِكِ اِلَّاۤ اَنْ يَّشَآءَ اللّٰهُ ؕ نَرْفَعُ دَرَجٰتٍ مَّنْ نَّشَآءُ ؕ وَفَوْقَ كُلِّ ذِىْ عِلْمٍ عَلِيْمٌ ○

৭৬। অতঃপর সে তাহার সহোদরের মালপত্র তল্লাশির পূর্বে উহাদের মালপত্র তল্লাশি করিতে লাগিল, পরে তাহার সহোদরের মালপত্রের মধ্য হইতে পাত্রটি বাহির করিল। এইভাবে আমি ইউসুফের জন্য কৌশল করিয়াছিলাম। রাজার আইনে[৭২৯] তাহার সহোদরকে সে আটক করিতে পারিত না, আল্লাহ্ ইচ্ছা না করিলে। আমি যাহাকে ইচ্ছা মর্যাদায় উন্নীত করি। প্রত্যেক জ্ঞানবান ব্যক্তির উপর আছে সর্বজ্ঞানী।

৭৭- قَالُوْۤا اِنْ يَّسْرِقْ فَقَدْ سَرَقَ اَخٌ لَّهٗ مِنْ قَبْلُ ۚ فَاَسَرَّهَا يُوْسُفُ فِىْ نَفْسِهٖ

৭৭। উহারা বলিল, 'সে যদি চুরি করিয়া থাকে তবে তাহার সহোদরও তো পূর্বে চুরি করিয়াছিল।'[৭৩০] কিন্তু ইউসুফ প্রকৃত ব্যাপার নিজের মনে গোপন রাখিল এবং

৭২৬। 'আমি' দ্বারা এ স্থলে প্রধান আহ্বায়ককে বুঝাইতেছে।

৭২৭। এখানে '' • 'তাহার' দ্বারা যে চুরি করিয়াছে তাহাকে বুঝাইতেছে।

৭২৮। 'সে-ই তাহার বিনিময়' অর্থাৎ দাসত্ব হইবে তাহার শাস্তি।

৭২৯। সেকালের মিসরে চোরের শাস্তি ছিল বেত্রাঘাত ও জরিমানা।—জালালায়ন

৭৩০। ইউসুফ (আ)-এর শৈশবের কোন ঘটনার প্রতি ইংগিত করিয়া তাহারা পুনরায় তাঁহাকে দোষারোপ করিলেন। প্রকৃতপক্ষে উহা চুরির কোন ঘটনা ছিল না।

وَلَمْ يُبْدِهَا لَهُمْ ۚ قَالَ اَنْتُمْ شَرٌّ مَّكَانًا ۚ وَاللّٰهُ اَعْلَمُ بِمَا تَصِفُوْنَ ○

উহাদের নিকট প্রকাশ করিল না; সে মনে মনে বলিল, 'তোমাদের অবস্থা তো হীনতর এবং তোমরা যাহা বলিতেছ সে সম্বন্ধে আল্লাহ্ সবিশেষ অবহিত।'

٧٨- قَالُوْا يٰۤاَيُّهَا الْعَزِيْزُ اِنَّ لَهٗۤ اَبًا شَيْخًا كَبِيْرًا فَخُذْ اَحَدَنَا مَكَانَهٗ ۚ اِنَّا نَرٰىكَ مِنَ الْمُحْسِنِيْنَ ○

৭৮। উহারা বলিল, 'হে 'আযীয, ইহার পিতা তো অতিশয় বৃদ্ধ; সুতরাং ইহার স্থলে আপনি আমাদের একজনকে রাখুন। আমরা তো আপনাকে দেখিতেছি মহানুভব ব্যক্তিদের একজন।'

٧٩- قَالَ مَعَاذَ اللّٰهِ اَنْ نَّاْخُذَ اِلَّا مَنْ وَّجَدْنَا مَتَاعَنَا عِنْدَهٗۤ ۙ اِنَّاۤ اِذًا لَّظٰلِمُوْنَ ○

৭৯। সে বলিল, 'যাহার নিকট আমরা আমাদের মাল পাইয়াছি, তাহাকে ছাড়া অন্যকে রাখার অপরাধ হইতে আমরা আল্লাহ্র শরণ লইতেছি। এরূপ করিলে আমরা অবশ্যই সীমালংঘনকারী হইব।'

[১০]

٨٠- فَلَمَّا اسْتَيْـَٔسُوْا مِنْهُ خَلَصُوْا نَجِيًّا ؕ قَالَ كَبِيْرُهُمْ اَلَمْ تَعْلَمُوْۤا اَنَّ اَبَاكُمْ قَدْ اَخَذَ عَلَيْكُمْ مَّوْثِقًا مِّنَ اللّٰهِ وَمِنْ قَبْلُ مَا فَرَّطْتُّمْ فِيْ يُوْسُفَ ۚ فَلَنْ اَبْرَحَ الْاَرْضَ حَتّٰى يَاْذَنَ لِيْۤ اَبِيْۤ اَوْ يَحْكُمَ اللّٰهُ لِيْ ۚ وَهُوَ خَيْرُ الْحٰكِمِيْنَ ○

৮০। যখন উহারা তাহার নিকট হইতে সম্পূর্ণ নিরাশ হইল, তখন উহারা নির্জনে গিয়া পরামর্শ করিতে লাগিল। উহাদের বয়োজ্যেষ্ঠ ব্যক্তি বলিল, 'তোমরা কি জান না যে, তোমাদের পিতা তোমাদের নিকট হইতে আল্লাহ্র নামে অঙ্গীকার লইয়াছেন এবং পূর্বেও তোমরা ইউসুফের ব্যাপারে ত্রুটি করিয়াছিলে। সুতরাং আমি কিছুতেই এই দেশ ত্যাগ করিব না যতক্ষণ না আমার পিতা আমাকে অনুমতি দেন অথবা আল্লাহ্ আমার জন্য কোন ব্যবস্থা করেন এবং তিনিই শ্রেষ্ঠ বিচারক।

٨١- اِرْجِعُوْۤا اِلٰۤى اَبِيْكُمْ فَقُوْلُوْا يٰۤاَبَانَاۤ اِنَّ ابْنَكَ سَرَقَ ۚ وَمَا شَهِدْنَاۤ اِلَّا بِمَا عَلِمْنَا وَمَا كُنَّا لِلْغَيْبِ حٰفِظِيْنَ ○

৮১। 'তোমরা তোমাদের পিতার নিকট ফিরিয়া যাও এবং বল, 'হে আমাদের পিতা! আপনার পুত্র তো চুরি করিয়াছে এবং আমরা যাহা জানি তাহারই প্রত্যক্ষ বিবরণ দিলাম। আর অজানা ব্যাপারে আমরা সংরক্ষণকারী নই।

٨٢- وَسْـَٔلِ الْقَرْيَةَ الَّتِىْ كُنَّا فِيْهَا وَالْعِيْرَ الَّتِىْٓ اَقْبَلْنَا فِيْهَا ؕ وَاِنَّا لَصٰدِقُوْنَ ○

৮২। 'যে জনপদে আমরা ছিলাম উহার অধিবাসিগণকে জিজ্ঞাসা করুন এবং যে যাত্রীদলের সহিত আমরা আসিয়াছি তাহাদিগকেও। আমরা অবশ্যই সত্য বলিতেছি।'

٨٣- قَالَ بَلْ سَوَّلَتْ لَكُمْ اَنْفُسُكُمْ اَمْرًا ؕ فَصَبْرٌ جَمِيْلٌ ؕ عَسَى اللّٰهُ اَنْ يَّاْتِيَنِىْ بِهِمْ جَمِيْعًا ؕ اِنَّهٗ هُوَ الْعَلِيْمُ الْحَكِيْمُ ○

৮৩। ইয়া'কূব বলিল, 'না, তোমাদের মন তোমাদের জন্য একটি কাহিনী সাজাইয়া দিয়াছে, সুতরাং পূর্ণ ধৈর্যই শ্রেয়; হয়তো আল্লাহ্ উহাদিগকে একসংগে আমার নিকট আনিয়া দিবেন। অবশ্য তিনিই সর্বজ্ঞ, প্রজ্ঞাময়।'

٨٤- وَتَوَلّٰى عَنْهُمْ وَقَالَ يٰۤاَسَفٰى عَلٰى يُوْسُفَ وَابْيَضَّتْ عَيْنٰهُ مِنَ الْحُزْنِ فَهُوَ كَظِيْمٌ ○

৮৪। সে উহাদিগ হইতে মুখ ফিরাইয়া লইল এবং বলিল, 'আফসোস ইউসুফের জন্য।' শোকে তাহার চক্ষুদ্বয় সাদা হইয়া গিয়াছিল[৭৩১] এবং সে ছিল অসহনীয় মনস্তাপে ক্লিষ্ট।

٨٥- قَالُوْا تَاللّٰهِ تَفْتَؤُا تَذْكُرُ يُوْسُفَ حَتّٰى تَكُوْنَ حَرَضًا اَوْ تَكُوْنَ مِنَ الْهٰلِكِيْنَ ○

৮৫। উহারা বলিল, 'আল্লাহ্র শপথ! আপনি তো ইউসুফের কথা সদা স্মরণ করিতে থাকিবেন যতক্ষণ না আপনি মুমূর্ষু হইবেন, অথবা মৃত্যু বরণ করিবেন।'

٨٦- قَالَ اِنَّمَآ اَشْكُوْا بَثِّىْ وَحُزْنِىْٓ اِلَى اللّٰهِ وَاَعْلَمُ مِنَ اللّٰهِ مَا لَا تَعْلَمُوْنَ ○

৮৬। সে বলিল, 'আমি আমার অসহনীয় বেদনা, আমার দুঃখ শুধু আল্লাহ্র নিকট নিবেদন করিতেছি এবং আমি আল্লাহ্র নিকট হইতে জানি যাহা তোমরা জান না।

٨٧- يٰبَنِىَّ اذْهَبُوْا فَتَحَسَّسُوْا مِنْ يُّوْسُفَ وَاَخِيْهِ وَلَا تَايْـَٔسُوْا مِنْ رَّوْحِ اللّٰهِ ؕ اِنَّهٗ لَا يَايْـَٔسُ مِنْ رَّوْحِ اللّٰهِ اِلَّا الْقَوْمُ الْكٰفِرُوْنَ ○

৮৭। 'হে আমার পুত্রগণ! তোমরা যাও, ইউসুফ ও তাহার সহোদরের অনুসন্ধান কর এবং আল্লাহ্র আশিস হইতে তোমরা নিরাশ হইও না। কারণ আল্লাহ্র আশিস হইতে কেহই নিরাশ হয় না, কাফির সম্প্রদায় ব্যতীত।'

৭৩১। وابيضت عينه -এর শাব্দিক অর্থ 'তাঁহার চক্ষুদ্বয় সাদা হইয়া গিয়াছিল' অর্থাৎ নিষ্প্রভ হইয়া গিয়াছিল।

٨٨- فَلَمَّا دَخَلُوْا عَلَيْهِ
قَالُوْا يٰۤاَيُّهَا الْعَزِيْزُ مَسَّنَا
وَاَهْلَنَا الضُّرُّ وَجِئْنَا بِبِضَاعَةٍ مُّزْجٰىةٍ
فَاَوْفِ لَنَا الْكَيْلَ وَتَصَدَّقْ عَلَيْنَا ؕ
اِنَّ اللّٰهَ يَجْزِى الْمُتَصَدِّقِيْنَ ○

৮৮। যখন উহারা তাহার নিকট উপস্থিত হইল তখন বলিল, 'হে 'আযীয! আমরা ও আমাদের পরিবার-পরিজন বিপন্ন হইয়া পড়িয়াছি এবং আমরা তুচ্ছ পুঁজি লইয়া আসিয়াছি; আপনি আমাদের রসদ পূর্ণ মাত্রায় দিন এবং আমাদিগকে দান করুন; আল্লাহ্ দাতাগণকে পুরস্কৃত করিয়া থাকেন।'

٨٩- قَالَ هَلْ عَلِمْتُمْ مَّا فَعَلْتُمْ بِيُوْسُفَ
وَاَخِيْهِ اِذْ اَنْتُمْ جٰهِلُوْنَ ○

৮৯। সে বলিল, 'তোমরা কি জান, তোমরা ইউসুফ ও তাহার সহোদরের প্রতি কিরূপ আচরণ করিয়াছিলে, যখন তোমরা ছিলে অজ্ঞ?'

٩٠- قَالُوْٓا ءَاِنَّكَ لَاَنْتَ يُوْسُفُ ؕ
قَالَ اَنَا يُوْسُفُ وَهٰذَآ اَخِىْ ز
قَدْ مَنَّ اللّٰهُ عَلَيْنَا ؕ
اِنَّهٗ مَنْ يَّتَّقِ وَيَصْبِرْ فَاِنَّ اللّٰهَ
لَا يُضِيْعُ اَجْرَ الْمُحْسِنِيْنَ ○

৯০। উহারা বলিল, 'তবে কি তুমিই ইউসুফ?' সে বলিল, 'আমিই ইউসুফ এবং এই আমার সহোদর; আল্লাহ্ তো আমাদের প্রতি অনুগ্রহ করিয়াছেন। নিশ্চয়ই যে ব্যক্তি মুত্তাকী এবং ধৈর্যশীল, আল্লাহ্ সেইরূপ সৎকর্মপরায়ণদের শ্রমফল নষ্ট করেন না।'

٩١- قَالُوْا تَاللّٰهِ لَقَدْ اٰثَرَكَ اللّٰهُ عَلَيْنَا
وَاِنْ كُنَّا لَخٰطِـِٕيْنَ ○

৯১। উহারা বলিল, 'আল্লাহ্‌র শপথ! আল্লাহ্ নিশ্চয়ই তোমাকে আমাদের উপর প্রাধান্য দিয়াছেন এবং আমরা তো অপরাধী ছিলাম।'

٩٢- قَالَ لَا تَثْرِيْبَ عَلَيْكُمُ الْيَوْمَ ؕ
يَغْفِرُ اللّٰهُ لَكُمْ ز
وَهُوَ اَرْحَمُ الرّٰحِمِيْنَ ○

৯২। সে বলিল, 'আজ তোমাদের বিরুদ্ধে কোন অভিযোগ নাই। আল্লাহ্ তোমাদিগকে ক্ষমা করুন এবং তিনিই শ্রেষ্ঠ দয়ালু।'

٩٣- اِذْهَبُوْا بِقَمِيْصِىْ هٰذَا فَاَلْقُوْهُ
عَلٰى وَجْهِ اَبِىْ يَاْتِ بَصِيْرًا ج
وَاْتُوْنِىْ بِاَهْلِكُمْ اَجْمَعِيْنَ ○ع

৯৩। তোমরা আমার এই জামাটি লইয়া যাও এবং ইহা আমার পিতার মুখমণ্ডলের উপর রাখিও; তিনি দৃষ্টিশক্তি ফিরিয়া পাইবেন। আর তোমাদের পরিবারের সকলকেই আমার নিকট লইয়া আসিও।'

[১১]

٩٤- وَلَمَّا فَصَلَتِ الْعِيْرُ قَالَ اَبُوْهُمْ اِنِّيْ لَاَجِدُ رِيْحَ يُوْسُفَ لَوْلَآ اَنْ تُفَنِّدُوْنِ ○

৯৪। অতঃপর যাত্রীদল যখন বাহির হইয়া পড়িল[৭৩২] তখন উহাদের পিতা বলিল, 'তোমরা যদি আমাকে অপ্রকৃতিস্থ মনে না কর তবে বলি[৭৩৩], আমি ইউসুফের ঘ্রাণ পাইতেছি।'

٩٥- قَالُوْا تَاللّٰهِ اِنَّكَ لَفِيْ ضَلٰلِكَ الْقَدِيْمِ ○

৯৫। তাহারা[৭৩৪] বলিল, 'আল্লাহ্‌র শপথ! আপনি তো আপনার পূর্ব বিভ্রান্তিতেই রহিয়াছেন[৭৩৫]।

٩٦- فَلَمَّآ اَنْ جَآءَ الْبَشِيْرُ اَلْقٰىهُ عَلٰى وَجْهِهٖ فَارْتَدَّ بَصِيْرًا ۚ قَالَ اَلَمْ اَقُلْ لَّكُمْ ۚ اِنِّيْٓ اَعْلَمُ مِنَ اللّٰهِ مَا لَا تَعْلَمُوْنَ ○

৯৬। অতঃপর যখন সুসংবাদবাহক উপস্থিত হইল এবং তাহার মুখমণ্ডলের উপর জামাটি[৭৩৬] রাখিল তখন সে দৃষ্টিশক্তি ফিরিয়া পাইল। সে বলিল, 'আমি কি তোমাদিগকে বলি নাই যে, আমি আল্লাহ্‌র নিকট হইতে জানি যাহা তোমরা জান না?'

٩٧- قَالُوْا يٰٓاَبَانَا اسْتَغْفِرْ لَنَا ذُنُوْبَنَآ اِنَّا كُنَّا خٰطِـِٕيْنَ ○

৯৭। উহারা বলিল, 'হে আমাদের পিতা! আমাদের পাপের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করুন; আমরা তো অপরাধী।'

٩٨- قَالَ سَوْفَ اَسْتَغْفِرُ لَكُمْ رَبِّيْ ؕ اِنَّهٗ هُوَ الْغَفُوْرُ الرَّحِيْمُ ○

৯৮। সে বলিল, 'আমি আমার প্রতিপালকের নিকট তোমাদের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করিব। তিনি তো অতি ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।'

٩٩- فَلَمَّا دَخَلُوْا عَلٰى يُوْسُفَ اٰوٰٓى اِلَيْهِ اَبَوَيْهِ وَقَالَ ادْخُلُوْا مِصْرَ اِنْ شَآءَ اللّٰهُ اٰمِنِيْنَ ○

৯৯। অতঃপর উহারা যখন ইউসুফের নিকট উপস্থিত হইল, তখন সে তাহার পিতা-মাতাকে আলিংগন করিল এবং বলিল, 'আপনারা আল্লাহ্‌র ইচ্ছায় নিরাপদে মিসরে প্রবেশ করুন।'

৭৩২। অর্থাৎ মিসর হইতে।
৭৩৩। 'বলি' কথাটি আরবীতে উহ্য আছে।
৭৩৪। অর্থাৎ উপস্থিত ব্যক্তিবর্গ।
৭৩৫। ইউসুফ জীবিত আছেন ও পুনরায় ফিরিয়া আসিবেন; ইয়া'কুব (আ) এই কথা বলায় উপস্থিত ব্যক্তিরা এই অভিমত প্রকাশ করিয়াছেন।
৭৩৬। এখানে • সর্বনাম দ্বারা জামাটি বুঝায়।

১০০। এবং ইউসুফ তাহার মাতা-পিতাকে উচ্চাসনে বসাইল এবং উহারা সকলে তাহার সম্মানে সিজ্‌দায়[৭৩৭] লুটাইয়া পড়িল। সে বলিল, 'হে আমার পিতা! ইহাই আমার পূর্বেকার স্বপ্নের ব্যাখ্যা; আমার প্রতিপালক উহা সত্যে পরিণত করিয়াছেন এবং তিনি আমাকে কারাগার হইতে মুক্ত করিয়া এবং শয়তান আমার ও আমার ভ্রাতাদের সম্পর্ক নষ্ট করিবার পরও আপনাদিগকে মরু অঞ্চল হইতে এখানে আনিয়া দিয়া আমার প্রতি অনুগ্রহ করিয়াছেন। আমার প্রতিপালক যাহা ইচ্ছা তাহা নিপুণতার সহিত করেন। তিনি তো সর্বজ্ঞ, প্রজ্ঞাময়।'

١٠٠- وَرَفَعَ اَبَوَيْهِ عَلَى الْعَرْشِ وَخَرُّوْا لَهٗ سُجَّدًا ۚ وَقَالَ يٰۤاَبَتِ هٰذَا تَاْوِيْلُ رُءْيَايَ مِنْ قَبْلُ ۫ قَدْ جَعَلَهَا رَبِّيْ حَقًّا ؕ وَقَدْ اَحْسَنَ بِيْۤ اِذْ اَخْرَجَنِيْ مِنَ السِّجْنِ وَجَآءَ بِكُمْ مِّنَ الْبَدْوِ مِنْۢ بَعْدِ اَنْ نَّزَغَ الشَّيْطٰنُ بَيْنِيْ وَبَيْنَ اِخْوَتِيْ ؕ اِنَّ رَبِّيْ لَطِيْفٌ لِّمَا يَشَآءُ ؕ اِنَّهٗ هُوَ الْعَلِيْمُ الْحَكِيْمُ ۝

১০১। 'হে আমার প্রতিপালক! তুমি আমাকে রাজ্য দান করিয়াছ এবং স্বপ্নের ব্যাখ্যা শিক্ষা দিয়াছ। হে আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীর স্রষ্টা! তুমিই ইহলোক ও পরলোকে আমার অভিভাবক। তুমি আমাকে মুসলিম হিসাবে মৃত্যু দাও এবং আমাকে সৎকর্মপরায়ণদের অন্তর্ভুক্ত কর।'

١٠١- رَبِّ قَدْ اٰتَيْتَنِيْ مِنَ الْمُلْكِ وَعَلَّمْتَنِيْ مِنْ تَاْوِيْلِ الْاَحَادِيْثِ ۚ فَاطِرَ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ ۟ اَنْتَ وَلِيّٖ فِي الدُّنْيَا وَالْاٰخِرَةِ ۚ تَوَفَّنِيْ مُسْلِمًا وَّاَلْحِقْنِيْ بِالصّٰلِحِيْنَ ۝

১০২। ইহা অদৃশ্যলোকের সংবাদ যাহা তোমাকে আমি ওহী দ্বারা অবহিত করিতেছি; ষড়যন্ত্রকালে যখন উহারা মতৈক্যে পৌঁছিয়াছিল, তখন তুমি উহাদের সংগে ছিলে না।

١٠٢- ذٰلِكَ مِنْ اَنْۢبَآءِ الْغَيْبِ نُوْحِيْهِ اِلَيْكَ ۚ وَمَا كُنْتَ لَدَيْهِمْ اِذْ اَجْمَعُوْۤا اَمْرَهُمْ وَهُمْ يَمْكُرُوْنَ ۝

১০৩। তুমি যতই চাহ না কেন, অধিকাংশ লোকই বিশ্বাস করিবার নহে।

١٠٣- وَمَاۤ اَكْثَرُ النَّاسِ وَلَوْ حَرَصْتَ بِمُؤْمِنِيْنَ ۝

১০৪। এবং তুমি তাহাদের নিকট কোন পারিশ্রমিক দাবি করিতেছ না। ইহা তো বিশ্বজগতের জন্য উপদেশ ব্যতীত কিছু নয়।

١٠٤- وَمَا تَسْـَٔلُهُمْ عَلَيْهِ مِنْ اَجْرٍ ؕ اِنْ هُوَ اِلَّا ذِكْرٌ لِّلْعٰلَمِيْنَ ۝

৭৩৭। সম্মান প্রদর্শনের জন্য এই সিজ্‌দা, পূর্ববর্তী শরী'আতে বৈধ ছিল।

Contents

[১২]

١٠٥- وَكَاَيِّنْ مِّنْ اٰيَةٍ فِى السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ يَمُرُّوْنَ عَلَيْهَا وَهُمْ عَنْهَا مُعْرِضُوْنَ ۝

১০৫। আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীতে অনেক নিদর্শন রহিয়াছে; তাহারা এই সমস্ত প্রত্যক্ষ করে, কিন্তু তাহারা এই সকলের প্রতি উদাসীন।

١٠٦- وَمَا يُؤْمِنُ اَكْثَرُهُمْ بِاللّٰهِ اِلَّا وَهُمْ مُّشْرِكُوْنَ ۝

১০৬। তাহাদের অধিকাংশ আল্লাহে বিশ্বাস করে, কিন্তু তাঁহার শরীক করে।

١٠٧- اَفَاَمِنُوْٓا اَنْ تَاْتِيَهُمْ غَاشِيَةٌ مِّنْ عَذَابِ اللّٰهِ اَوْ تَاْتِيَهُمُ السَّاعَةُ بَغْتَةً وَّهُمْ لَا يَشْعُرُوْنَ ۝

১০৭। তবে কি তাহারা আল্লাহ্‌র সর্বগ্রাসী শাস্তি হইতে অথবা তাহাদের অজ্ঞাতসারে কিয়ামতের আকস্মিক উপস্থিতি হইতে নিরাপদ?

١٠٨- قُلْ هٰذِهٖ سَبِيْلِىْٓ اَدْعُوْٓا اِلَى اللّٰهِ ۛ عَلٰى بَصِيْرَةٍ اَنَا وَمَنِ اتَّبَعَنِىْ ؕ وَسُبْحٰنَ اللّٰهِ وَمَآ اَنَا مِنَ الْمُشْرِكِيْنَ ۝

وقف النبى صلى الله عليه وسلم

১০৮। বল, 'ইহাই আমার পথ ঃ আল্লাহ্‌র প্রতি মানুষকে আমি আহ্‌বান করি সজ্ঞানে— আমি এবং আমার অনুসারিগণও। আল্লাহ্ মহিমান্বিত এবং যাহারা আল্লাহ্‌র শরীক করে আমি তাহাদের অন্তর্ভুক্ত নহি।'

١٠٩- وَمَآ اَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ اِلَّا رِجَالًا نُّوْحِىْٓ اِلَيْهِمْ مِّنْ اَهْلِ الْقُرٰى ؕ اَفَلَمْ يَسِيْرُوْا فِى الْاَرْضِ فَيَنْظُرُوْا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِهِمْ ؕ وَلَدَارُ الْاٰخِرَةِ خَيْرٌ لِّلَّذِيْنَ اتَّقَوْا ؕ اَفَلَا تَعْقِلُوْنَ ۝

১০৯। তোমার পূর্বেও জনপদবাসীদের মধ্য হইতে পুরুষগণকেই প্রেরণ করিয়াছিলাম, যাহাদের নিকট ওহী পাঠাইতাম। তাহারা[৭৩৮] কি পৃথিবীতে ভ্রমণ করে নাই এবং তাহাদের পূর্ববর্তীদের কি পরিণাম হইয়াছিল তাহা কি দেখে নাই? যাহারা মুত্তাকী তাহাদের জন্য পরলোকই শ্রেয়; তোমরা কি বুঝ না?

١١٠- حَتّٰىٓ اِذَا اسْتَيْـَٔسَ الرُّسُلُ وَظَنُّوْٓا اَنَّهُمْ قَدْ كُذِبُوْا جَآءَهُمْ نَصْرُنَا ۙ

১১০। অবশেষে যখন রাসূলগণ নিরাশ হইল এবং লোকে ভাবিল যে, রাসূলগণকে মিথ্যা আশ্বাস দেওয়া হইয়াছে তখন তাহাদের নিকট আমার সাহায্য আসিল।

৭৩৮। অর্থাৎ অবিশ্বাসীরা।

Contents

فَنُجِّيَ مَنْ نَّشَآءُ ؕ وَلَا يُرَدُّ بَأْسُنَا عَنِ الْقَوْمِ الْمُجْرِمِيْنَ ○

এইভাবে আমি যাহাকে ইচ্ছা করি সে উদ্ধার পায়। অপরাধী সম্প্রদায় হইতে আমার শাস্তি রদ করা যায় না।

١١١- لَقَدْ كَانَ فِيْ قَصَصِهِمْ عِبْرَةٌ لِّاُولِي الْاَلْبَابِ ؕ مَا كَانَ حَدِيْثًا يُّفْتَرٰى وَلٰكِنْ تَصْدِيْقَ الَّذِيْ بَيْنَ يَدَيْهِ وَتَفْصِيْلَ كُلِّ شَيْءٍ وَّهُدًى وَّرَحْمَةً لِّقَوْمٍ يُّؤْمِنُوْنَ ○

১১১। উহাদের বৃত্তান্তে বোধশক্তি সম্পন্ন ব্যক্তিদের জন্য আছে শিক্ষা। ইহা[৭৩৯] এমন বাণী যাহা মিথ্যা রচনা নহে। কিন্তু মু'মিনদের জন্য ইহা পূর্বগ্রন্থে যাহা আছে তাহার সমর্থন এবং সমস্ত কিছুর বিশদ বিবরণ, হিদায়াত ও রহমত।

৭৩৯। অর্থাৎ আল-কুরআন।

১৩-সূরা রা'দ

৪৩ আয়াত, ৬ রুকূ', মাদানী[৭৪০]

।। দয়াময়, পরম দয়ালু আল্লাহ্‌র নামে ।।

১। আলিফ্-লাম-মীম্-রা, এইগুলি কুর-আনের আয়াত, যাহা তোমার প্রতিপালক হইতে তোমার প্রতি অবতীর্ণ হইয়াছে তাহাই সত্য; কিন্তু অধিকাংশ মানুষ ইহাতে ঈমান আনে না।

২। আল্লাহ্‌ই ঊর্ধ্বদেশে আকাশমণ্ডলী স্থাপন করিয়াছেন স্তম্ভ ব্যতীত—তোমরা ইহা দেখিতেছ। অতঃপর তিনি 'আরশে[৭৪১] সমাসীন হইলেন এবং সূর্য ও চন্দ্রকে নিয়মাধীন করিলেন; প্রত্যেকে নির্দিষ্ট কাল পর্যন্ত আবর্তন করে। তিনি সকল বিষয় নিয়ন্ত্রণ করেন এবং নিদর্শনসমূহ বিশদভাবে বর্ণনা করেন, যাহাতে তোমরা তোমাদের প্রতিপালকের সঙ্গে সাক্ষাত সম্বন্ধে নিশ্চিত বিশ্বাস করিতে পার।

৩। তিনিই ভূতলকে বিস্তৃত করিয়াছেন এবং উহাতে পর্বত ও নদী সৃষ্টি করিয়াছেন এবং প্রত্যেক প্রকারের ফল সৃষ্টি করিয়াছেন জোড়ায় জোড়ায়। তিনি দিবসকে রাত্রি দ্বারা আচ্ছাদিত করেন। ইহাতে অবশ্যই নিদর্শন রহিয়াছে চিন্তাশীল সম্প্রদায়ের জন্য।

৪। পৃথিবীতে রহিয়াছে পরস্পর সংলগ্ন ভূখণ্ড, উহাতে আছে দ্রাক্ষা কানন, শস্যক্ষেত্র, একাধিক শিরবিশিষ্ট অথবা এক শিরবিশিষ্ট খর্জুর বৃক্ষ সিঞ্চিত একই পানিতে, এবং ফল হিসাবে উহাদের কতককে কতকের উপর আমি শ্রেষ্ঠত্ব
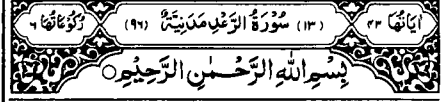
١-الٓمّٓرٰ تِلْكَ اٰيٰتُ الْكِتٰبِ ؕ وَالَّذِيْٓ اُنْزِلَ اِلَيْكَ مِنْ رَّبِّكَ الْحَقُّ وَلٰكِنَّ اَكْثَرَ النَّاسِ لَا يُؤْمِنُوْنَ ○

٢-اَللّٰهُ الَّذِيْ رَفَعَ السَّمٰوٰتِ بِغَيْرِ عَمَدٍ تَرَوْنَهَا ثُمَّ اسْتَوٰى عَلَى الْعَرْشِ وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ ؕ كُلٌّ يَّجْرِيْ لِاَجَلٍ مُّسَمًّى ؕ يُدَبِّرُ الْاَمْرَ يُفَصِّلُ الْاٰيٰتِ لَعَلَّكُمْ بِلِقَآءِ رَبِّكُمْ تُوْقِنُوْنَ ○

٣-وَهُوَ الَّذِيْ مَدَّ الْاَرْضَ وَجَعَلَ فِيْهَا رَوَاسِيَ وَاَنْهٰرًا ؕ وَمِنْ كُلِّ الثَّمَرٰتِ جَعَلَ فِيْهَا زَوْجَيْنِ اثْنَيْنِ يُغْشِي الَّيْلَ النَّهَارَ ؕ اِنَّ فِيْ ذٰلِكَ لَاٰيٰتٍ لِّقَوْمٍ يَّتَفَكَّرُوْنَ ○

٤-وَفِي الْاَرْضِ قِطَعٌ مُّتَجٰوِرٰتٌ وَّجَنّٰتٌ مِّنْ اَعْنَابٍ وَّزَرْعٌ وَّنَخِيْلٌ صِنْوَانٌ وَّغَيْرُ صِنْوَانٍ يُّسْقٰى بِمَآءٍ وَّاحِدٍ ۙ وَنُفَضِّلُ بَعْضَهَا عَلٰى بَعْضٍ فِي الْاُكُلِ ؕ

৭৪০। ভিন্নমতে, এই সূরা মক্কী।

৭৪১। ৭ ঃ ৫৪ আয়াতে 'আর্‌শ-এর টীকা দ্র.।

اِنَّ فِیۡ ذٰلِکَ لَاٰیٰتٍ لِّقَوۡمٍ یَّعۡقِلُوۡنَ ○

দিয়া থাকি। অবশ্যই বোধশক্তি সম্পন্ন সম্প্রদায়ের জন্য ইহাতে রহিয়াছে নিদর্শন।

٥-وَاِنۡ تَعۡجَبۡ فَعَجَبٌ قَوۡلُهُمۡ ءَاِذَا كُنَّا تُرٰبًا ءَاِنَّا لَفِیۡ خَلۡقٍ جَدِیۡدٍ ۬ؕ اُولٰٓئِکَ الَّذِیۡنَ کَفَرُوۡا بِرَبِّهِمۡ ۚ وَاُولٰٓئِکَ الۡاَغۡلٰلُ فِیۡۤ اَعۡنَاقِهِمۡ ۚ وَاُولٰٓئِکَ اَصۡحٰبُ النَّارِ ۚ هُمۡ فِیۡهَا خٰلِدُوۡنَ ○

৫। যদি তুমি বিস্মিত হও, তবে বিস্ময়ের বিষয় উহাদের কথাঃ 'মাটিতে পরিণত হওয়ার পরও কি আমরা নূতন জীবন লাভ করিব?' উহারাই উহাদের প্রতিপালককে অস্বীকার করে এবং উহাদেরই গলদেশে থাকিবে লৌহশৃঙ্খল। উহারাই অগ্নিবাসী ও সেখানে উহারা স্থায়ী হইবে।

٦-وَیَسۡتَعۡجِلُوۡنَکَ بِالسَّیِّئَۃِ قَبۡلَ الۡحَسَنَۃِ وَقَدۡ خَلَتۡ مِنۡ قَبۡلِهِمُ الۡمَثُلٰتُ ؕ وَاِنَّ رَبَّکَ لَذُوۡ مَغۡفِرَۃٍ لِّلنَّاسِ عَلٰی ظُلۡمِهِمۡ ۚ وَاِنَّ رَبَّکَ لَشَدِیۡدُ الۡعِقَابِ ○

৬। মঙ্গলের পূর্বে উহারা তোমাকে শাস্তি ত্বরান্বিত করিতে বলে, যদিও উহাদের পূর্বে ইহার বহু দৃষ্টান্ত গত হইয়াছে। মানুষের সীমালংঘন সত্ত্বেও তোমার প্রতিপালক তো মানুষের প্রতি ক্ষমাশীল এবং তোমার প্রতিপালক শাস্তিদানে তো কঠোর।

٧-وَیَقُوۡلُ الَّذِیۡنَ کَفَرُوۡا لَوۡلَاۤ اُنۡزِلَ عَلَیۡهِ اٰیَۃٌ مِّنۡ رَّبِّهٖ ؕ اِنَّمَاۤ اَنۡتَ مُنۡذِرٌ وَّلِکُلِّ قَوۡمٍ هَادٍ ○ ع

৭। যাহারা কুফরী করিয়াছে তাহারা বলে, 'তাহার[৭৪২] প্রতিপালকের নিকট হইতে তাহার নিকট কোন নিদর্শন অবতীর্ণ হয় না কেন?' তুমি তো কেবল সতর্ককারী এবং প্রত্যেক সম্প্রদায়ের জন্য আছে পথ প্রদর্শক।

[২]

٨-اَللّٰهُ یَعۡلَمُ مَا تَحۡمِلُ کُلُّ اُنۡثٰی وَمَا تَغِیۡضُ الۡاَرۡحَامُ وَمَا تَزۡدَادُ ؕ وَکُلُّ شَیۡءٍ عِنۡدَهٗ بِمِقۡدَارٍ ○

৮। প্রত্যেক নারী যাহা গর্ভে ধারণ করে এবং জরায়ুতে যাহা কিছু কমে ও বাড়ে আল্লাহ্ তাহা জানেন এবং তাঁহার বিধানে প্রত্যেক বস্তুরই এক নির্দিষ্ট পরিমাণ আছে।

٩-عٰلِمُ الۡغَیۡبِ وَالشَّهَادَۃِ الۡکَبِیۡرُ الۡمُتَعَالِ ○

৯। যাহা অদৃশ্য ও যাহা দৃশ্যমান তিনি তাহা অবগত; তিনি মহান, সর্বোচ্চ মর্যাদাবান।

৭৪২। এখানে ه সর্বনামটি হযরত মুহাম্মাদ (সা)-এর পরিবর্তে ব্যবহৃত হইয়াছে।

١٠- سَوَآءٌ مِّنْكُمْ مَّنْ اَسَرَّ الْقَوْلَ وَمَنْ جَهَرَ بِهٖ وَمَنْ هُوَ مُسْتَخْفٍۢ بِالَّيْلِ وَسَارِبٌۢ بِالنَّهَارِ ○

১০। তোমাদের মধ্যে যে কথা গোপন রাখে অথবা যে উহা প্রকাশ করে, রাত্রিতে যে আত্মগোপন করে এবং দিবসে যে প্রকাশ্যে বিচরণ করে, তাহারা সমভাবে আল্লাহ্‌র জ্ঞানগোচর[৭৪৩]।

١١- لَهٗ مُعَقِّبٰتٌ مِّنْۢ بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهٖ يَحْفَظُوْنَهٗ مِنْ اَمْرِ اللّٰهِ ؕ اِنَّ اللّٰهَ لَا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتّٰى يُغَيِّرُوْا مَا بِاَنْفُسِهِمْ ؕ وَاِذَآ اَرَادَ اللّٰهُ بِقَوْمٍ سُوْٓءًا فَلَا مَرَدَّ لَهٗ ۚ وَمَا لَهُمْ مِّنْ دُوْنِهٖ مِنْ وَّالٍ ○

১১। মানুষের[৭৪৪] জন্য তাহার সম্মুখে ও পশ্চাতে একের পর এক প্রহরী থাকে; উহারা আল্লাহ্‌র আদেশে তাহার রক্ষণাবেক্ষণ করে। এবং আল্লাহ্ কোন সম্প্রদায়ের অবস্থা পরিবর্তন করেন না যতক্ষণ না উহারা নিজ অবস্থা নিজে পরিবর্তন করে। কোন সম্প্রদায়ের সম্পর্কে যদি আল্লাহ্ অশুভ কিছু ইচ্ছা করেন তবে তাহা রদ হইবার নহে[৭৪৫] এবং তিনি ব্যতীত উহাদের কোন অভিভাবক নাই।

١٢- هُوَ الَّذِيْ يُرِيْكُمُ الْبَرْقَ خَوْفًا وَّطَمَعًا وَّيُنْشِئُ السَّحَابَ الثِّقَالَ ○ۚ

১২। তিনিই তোমাদিগকে দেখান বিজলী ভয় ও ভরসা সঞ্চার করান এবং তিনিই সৃষ্টি করেন ভারী মেঘ;

١٣- وَيُسَبِّحُ الرَّعْدُ بِحَمْدِهٖ وَالْمَلٰٓئِكَةُ مِنْ خِيْفَتِهٖ ۚ وَيُرْسِلُ الصَّوَاعِقَ فَيُصِيْبُ بِهَا مَنْ يَّشَآءُ وَهُمْ يُجَادِلُوْنَ فِى اللّٰهِ ۚ وَهُوَ شَدِيْدُ الْمِحَالِ ○ؕ

১৩। বজ্রধ্বনি তাঁহার সপ্রশংস মহিমা ও পবিত্রতা ঘোষণা করে, ফিরিশ্‌তাগণও করে তাহার ভয়ে। তিনি বজ্রপাত করেন এবং যাহাকে ইচ্ছা উহা দ্বারা আঘাত করেন। আর উহারা আল্লাহ্ সম্বন্ধে বিতণ্ডা করে, অথচ তিনি মহাশক্তিশালী।

١٤- لَهٗ دَعْوَةُ الْحَقِّ ؕ وَالَّذِيْنَ يَدْعُوْنَ مِنْ دُوْنِهٖ لَا يَسْتَجِيْبُوْنَ لَهُمْ بِشَيْءٍ

১৪। সত্যের আহ্‌বান তাঁহারই[৭৪৬]। যাহারা তাঁহাকে ব্যতীত আহ্‌বান করে অপরকে, তাহাদিগকে কোনই সাড়া দেয় না উহারা;

৭৪৩। 'আল্লাহ্‌র জ্ঞানগোচর' শব্দ দুইটি আরবীতে উহ্য আছে।

৭৪৪। এ স্থলে ه সর্বনাম দ্বারা মানুষ বুঝায়। —কাশ্‌শাফ, জালালায়ন

৭৪৫। শিরক ও ধর্মদ্রোহিতা ইত্যাদি গর্হিত কার্যের ফলে তাহারা আল্লাহ্‌র রহমত লাভের যোগ্যতা হারায়। তখন স্বাভাবিক নিয়মে আল্লাহ্‌র অবধারিত শাস্তি তাহাদের উপর আপতিত হয় এবং কেহই সেই শাস্তি হইতে তাহাদিগকে আর রক্ষা করিতে পারে না। দ্র. সূরা বাকারার টীকা নং ১২।

৭৪৬। সত্যের দিকে আহ্‌বান করিবার অধিকার একমাত্র আল্লাহ্‌রই। তিনি রাসূল ও কিতাব প্রেরণ করিয়া তাহা করিয়াছেন।

إِلَّا كَبَاسِطِ كَفَّيْهِ إِلَى الْمَاءِ لِيَبْلُغَ فَاهُ وَمَا هُوَ بِبَالِغِهِ ۚ وَمَا دُعَاءُ الْكَافِرِينَ إِلَّا فِي ضَلَالٍ ۝

তাহাদের দৃষ্টান্ত সেই ব্যক্তির মত, যে তাহার মুখে পানি পৌঁছিবে—এই আশায় তাহার হস্তদ্বয় প্রসারিত করে পানির দিকে, অথচ উহা তাহার মুখে পৌঁছিবার নহে[৭৪৭], কাফিরদের আহ্বান নিষ্ফল।

١٥- وَلِلَّهِ يَسْجُدُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ طَوْعًا وَكَرْهًا وَظِلَالُهُمْ بِالْغُدُوِّ وَالْآصَالِ ۩ ۝

السجدة

১৫। আল্লাহ্‌র প্রতি সিজ্‌দাবনত হয় আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীতে যাহা কিছু আছে ইচ্ছায় অথবা অনিচ্ছায় এবং তাহাদের ছায়াগুলিও সকাল ও সন্ধ্যায়।

সিজদা

١٦- قُلْ مَنْ رَبُّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ ۚ قُلِ اللَّهُ ۚ قُلْ أَفَاتَّخَذْتُمْ مِنْ دُونِهِ أَوْلِيَاءَ لَا يَمْلِكُونَ لِأَنْفُسِهِمْ نَفْعًا وَلَا ضَرًّا ۚ قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الْأَعْمَىٰ وَالْبَصِيرُ ۙ أَمْ هَلْ تَسْتَوِي الظُّلُمَاتُ وَالنُّورُ ۗ أَمْ جَعَلُوا لِلَّهِ شُرَكَاءَ خَلَقُوا كَخَلْقِهِ فَتَشَابَهَ الْخَلْقُ عَلَيْهِمْ ۚ قُلِ اللَّهُ خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ وَهُوَ الْوَاحِدُ الْقَهَّارُ ۝

১৬। বল, 'কে আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীর প্রতিপালক?' বল, 'আল্লাহ্।' বল, 'তবে কি তোমরা অভিভাবকরূপে গ্রহণ করিয়াছ আল্লাহ্‌র পরিবর্তে অপরকে যাহারা নিজেদের লাভ বা ক্ষতি সাধনে সক্ষম নহে?' বল, 'অন্ধ ও চক্ষুষ্মান কি সমান অথবা অন্ধকার ও আলো কি এক?' তবে কী তাহারা আল্লাহ্‌র এমন শরীক্ করিয়াছে, যাহারা আল্লাহ্‌র সৃষ্টির মত সৃষ্টি করিয়াছে, যে কারণে সৃষ্টি উহাদের নিকট সদৃশ মনে হইয়াছে? বল, 'আল্লাহ্ সকল বস্তুর স্রষ্টা; তিনি এক, পরাক্রমশালী।'

١٧- أَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَسَالَتْ أَوْدِيَةٌ بِقَدَرِهَا فَاحْتَمَلَ السَّيْلُ زَبَدًا رَابِيًا ۚ وَمِمَّا يُوقِدُونَ عَلَيْهِ فِي النَّارِ ابْتِغَاءَ حِلْيَةٍ أَوْ مَتَاعٍ زَبَدٌ مِثْلُهُ ۚ كَذَٰلِكَ يَضْرِبُ اللَّهُ الْحَقَّ وَالْبَاطِلَ ۚ فَأَمَّا الزَّبَدُ فَيَذْهَبُ جُفَاءً ۖ وَأَمَّا مَا يَنْفَعُ النَّاسَ فَيَمْكُثُ فِي الْأَرْضِ ۚ

১৭। তিনি আকাশ হইতে বৃষ্টিপাত করেন, ফলে উপত্যকাসমূহ উহাদের পরিমাণ অনুযায়ী প্লাবিত হয় এবং প্লাবন তাহার উপরিস্থিত আবর্জনা বহন করে, এইরূপে আবর্জনা উপরিভাগে আসে যখন অলংকার অথবা তৈজসপত্র নির্মাণ উদ্দেশ্যে কিছু অগ্নিতে উত্তপ্ত করা হয়। এইভাবে আল্লাহ্ সত্য ও অসত্যের দৃষ্টান্ত দিয়া থাকেন। যাহা আবর্জনা তাহা ফেলিয়া দেওয়া হয় এবং যাহা মানুষের উপকারে আসে তাহা জমিতে থাকিয়া

৭৪৭। প্রার্থনা করিতে হইবে একমাত্র আল্লাহ্‌রই নিকট।

كَذٰلِكَ يَضْرِبُ اللّٰهُ الْاَمْثَالَ ۝

যায়। এইভাবে আল্লাহ্ উপমা দিয়া থাকেন।

١٨- لِلَّذِيْنَ اسْتَجَابُوْا لِرَبِّهِمُ الْحُسْنٰى ۚ وَالَّذِيْنَ لَمْ يَسْتَجِيْبُوْا لَهٗ لَوْ اَنَّ لَهُمْ مَّا فِي الْاَرْضِ جَمِيْعًا وَّمِثْلَهٗ مَعَهٗ لَافْتَدَوْا بِهٖ ۚ اُولٰٓئِكَ لَهُمْ سُوْٓءُ الْحِسَابِ ۙ وَمَاْوٰىهُمْ جَهَنَّمُ ۚ وَبِئْسَ الْمِهَادُ ۝

১৮। মংগল তাহাদের যাহারা তাহাদের প্রতিপালকের আহ্বানে সাড়া দেয়। এবং যাহারা তাঁহার ডাকে সাড়া দেয় না, তাহাদের যদি পৃথিবীতে যাহা কিছু আছে তাহা সমস্তই থাকিত এবং তাহার সহিত সমপরিমাণ আরো থাকিত উহারা মুক্তিপণস্বরূপ তাহা দিত। উহাদের হিসাব হইবে কঠোর এবং জাহান্নাম হইবে উহাদের আবাস, উহা কত নিকৃষ্ট আশ্রয়স্থল!

[৩]

١٩- اَفَمَنْ يَّعْلَمُ اَنَّمَآ اُنْزِلَ اِلَيْكَ مِنْ رَّبِّكَ الْحَقُّ كَمَنْ هُوَ اَعْمٰى ۚ اِنَّمَا يَتَذَكَّرُ اُولُوا الْاَلْبَابِ ۝

১৯। তোমার প্রতিপালক হইতে তোমার প্রতি যাহা অবতীর্ণ হইয়াছে তাহা যে ব্যক্তি সত্য বলিয়া জানে আর যে অন্ধ[৭৪৮] তাহারা কি সমান? উপদেশ গ্রহণ করে শুধু বিবেকশক্তিসম্পন্নগণই,

٢٠- الَّذِيْنَ يُوْفُوْنَ بِعَهْدِ اللّٰهِ وَلَا يَنْقُضُوْنَ الْمِيْثَاقَ ۝

২০। যাহারা আল্লাহ্‌কে প্রদত্ত অঙ্গীকার[৭৪৯] রক্ষা করে এবং প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ করে না,

٢١- وَالَّذِيْنَ يَصِلُوْنَ مَآ اَمَرَ اللّٰهُ بِهٖٓ اَنْ يُّوْصَلَ وَيَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ وَيَخَافُوْنَ سُوْٓءَ الْحِسَابِ ۝

২১। এবং আল্লাহ্ যে সম্পর্ক অক্ষুণ্ন রাখিতে আদেশ করিয়াছেন যাহারা তাহা অক্ষুণ্ন রাখে,[৭৫০] ভয় করে তাহাদের প্রতিপালককে এবং ভয় করে কঠোর হিসাবকে,

٢٢- وَالَّذِيْنَ صَبَرُوا ابْتِغَآءَ وَجْهِ رَبِّهِمْ وَاَقَامُوا الصَّلٰوةَ وَاَنْفَقُوْا مِمَّا رَزَقْنٰهُمْ سِرًّا وَّعَلَانِيَةً

২২। এবং যাহারা তাহাদের প্রতিপালকের সন্তুষ্টি লাভের জন্য ধৈর্য ধারণ করে, সালাত কায়েম করে, আমি তাহাদিগকে যে জীবনোপকরণ দিয়াছি তাহা হইতে গোপনে ও প্রকাশ্যে ব্যয় করে এবং

৭৪৮। অর্থাৎ সত্য সম্বন্ধে অন্ধ।
৭৪৯। দ্র. ৭ ঃ ১৭২।
৭৫০। আত্মীয়তার সম্পর্ক, অথবা ঈমানের সঙ্গে 'আমলের সম্পর্ক অটুট রাখে।

Contents

وَيَدْرَءُوْنَ بِالْحَسَنَةِ السَّيِّئَةَ
اُولٰٓئِكَ لَهُمْ عُقْبَى الدَّارِ ۙ

যাহারা ভাল দ্বারা মন্দ দূরীভূত করে, ইহাদের জন্য শুভ পরিণাম—

٢٣- جَنّٰتُ عَدْنٍ يَّدْخُلُوْنَهَا
وَمَنْ صَلَحَ مِنْ اٰبَآئِهِمْ وَاَزْوَاجِهِمْ
وَذُرِّيّٰتِهِمْ وَالْمَلٰٓئِكَةُ
يَدْخُلُوْنَ عَلَيْهِمْ مِّنْ كُلِّ بَابٍ ۚ

২৩। স্থায়ী জান্নাত, উহাতে তাহারা প্রবেশ করিবে এবং তাহাদের পিতা-মাতা, পতি-পত্নী ও সন্তান-সন্ততিদের মধ্যে যাহারা সৎকর্ম করিয়াছে তাহারাও, এবং ফিরিশ্‌তাগণ তাহাদের নিকট উপস্থিত হইবে প্রত্যেক দ্বার দিয়া,

٢٤- سَلٰمٌ عَلَيْكُمْ بِمَا صَبَرْتُمْ فَنِعْمَ
عُقْبَى الدَّارِ ۗ

২৪। এবং বলিবে, 'তোমরা ধৈর্য ধারণ করিয়াছ বলিয়া তোমাদের প্রতি শান্তি; কত ভাল এই পরিণাম!'

٢٥- وَالَّذِيْنَ يَنْقُضُوْنَ عَهْدَ اللّٰهِ
مِنْۢ بَعْدِ مِيْثَاقِهٖ وَيَقْطَعُوْنَ مَآ اَمَرَ اللّٰهُ بِهٖٓ
اَنْ يُّوْصَلَ وَيُفْسِدُوْنَ فِى الْاَرْضِ ۙ
اُولٰٓئِكَ لَهُمُ اللَّعْنَةُ وَلَهُمْ سُوْٓءُ الدَّارِ

২৫। যাহারা আল্লাহ্‌র সহিত দৃঢ় অঙ্গীকারে আবদ্ধ হইবার পর উহা ভঙ্গ করে, যে সম্পর্ক অক্ষুণ্ন রাখিতে আল্লাহ্ আদেশ করিয়াছেন, তাহা ছিন্ন করে এবং পৃথিবীতে অশান্তি সৃষ্টি করিয়া বেড়ায় তাহাদের জন্য আছে লা'নত এবং তাহাদের জন্য আছে মন্দ আবাস।

٢٦- اَللّٰهُ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَّشَآءُ
وَيَقْدِرُ ؕ وَفَرِحُوْا بِالْحَيٰوةِ الدُّنْيَا ؕ
وَمَا الْحَيٰوةُ الدُّنْيَا
فِى الْاٰخِرَةِ اِلَّا مَتَاعٌ ۠ ع

২৬। আল্লাহ্ যাহার জন্য ইচ্ছা তাহার জীবনোপকরণ বর্ধিত করেন এবং সংকুচিত করেন; কিন্তু ইহারা পার্থিব জীবনে উল্লসিত, অথচ দুনিয়ার জীবন তো আখিরাতের তুলনায় ক্ষণস্থায়ী ভোগমাত্র।

[৪]

٢٧- وَيَقُوْلُ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا لَوْلَآ اُنْزِلَ عَلَيْهِ
اٰيَةٌ مِّنْ رَّبِّهٖ ؕ قُلْ اِنَّ اللّٰهَ يُضِلُّ
مَنْ يَّشَآءُ وَيَهْدِيْٓ اِلَيْهِ
مَنْ اَنَابَ ۖۚ

২৭। যাহারা কুফ্‌রী করিয়াছে তাহারা বলে, 'তাহার[৭৫১] প্রতিপালকের নিকট হইতে তাহার নিকট কোন নিদর্শন অবতীর্ণ হয় না কেন?' বল, 'আল্লাহ্ যাহাকে ইচ্ছা বিভ্রান্ত করেন এবং তিনি তাহাদিগকে তাঁহার পথ দেখান যাহারা তাঁহার অভিমুখী,

৭৫১। এখানে ه সর্বনাম দ্বারা হযরত মুহাম্মাদ (সাঃ)-কে বুঝায়।

২৮। 'যাহারা ঈমান আনে এবং আল্লাহ্‌র স্মরণে যাহাদের চিত্ত প্রশান্ত হয়; জানিয়া রাখ, আল্লাহ্‌র স্মরণেই চিত্ত প্রশান্ত হয়;

٢٨- اَلَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَتَطْمَئِنُّ قُلُوْبُهُمْ بِذِكْرِ اللّٰهِ ۗ اَلَا بِذِكْرِ اللّٰهِ تَطْمَئِنُّ الْقُلُوْبُ ۝

২৯। 'যাহারা ঈমান আনে ও সৎকর্ম করে, পরম আনন্দ এবং শুভ পরিণাম তাহাদেরই।'

٢٩- اَلَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ طُوْبٰى لَهُمْ وَحُسْنُ مَاٰبٍ ۝

৩০। এইভাবে[৭৫২] আমি তোমাকে পাঠাইয়াছি এক জাতির প্রতি যাহার পূর্বে বহু জাতি গত হইয়াছে, উহাদের নিকট তিলাওয়াত করিবার জন্য, যাহা আমি তোমার প্রতি প্রত্যাদেশ করিয়াছি। তথাপি উহারা দয়াময়কে অস্বীকার করে। বল, 'তিনিই আমার প্রতিপালক; তিনি ব্যতীত অন্য কোন ইলাহ্ নাই। তাঁহারই উপর আমি নির্ভর করি এবং আমার প্রত্যাবর্তন তাঁহারই নিকট।'

٣٠- كَذٰلِكَ اَرْسَلْنٰكَ فِيْۤ اُمَّةٍ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهَاۤ اُمَمٌ لِّتَتْلُوَا عَلَيْهِمُ الَّذِيْۤ اَوْحَيْنَاۤ اِلَيْكَ وَهُمْ يَكْفُرُوْنَ بِالرَّحْمٰنِ ۗ قُلْ هُوَ رَبِّيْ لَاۤ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ ۚ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَاِلَيْهِ مَتَابِ ۝

৩১। যদি কোন কুরআন এমন হইত যদ্দ্বারা পর্বতকে গতিশীল করা যাইত অথবা পৃথিবীকে বিদীর্ণ করা যাইত অথবা মৃতের সহিত কথা বলা যাইত, তবুও উহারা উহাতে বিশ্বাস করিত না[৭৫৩]। কিন্তু সমস্ত বিষয়ই আল্লাহ্‌র ইখ্‌তিয়ারভুক্ত। তবে কি যাহারা ঈমান আনিয়াছে তাহাদের প্রত্যয় হয় নাই যে, আল্লাহ্ ইচ্ছা করিলে নিশ্চয় সকলকে সৎ পথে পরিচালিত করিতে পারিতেন? যাহারা কুফরী করিয়াছে তাহাদের কর্মফলের জন্য তাহাদের বিপর্যয় ঘটিতেই থাকিবে, অথবা বিপর্যয় তাহাদের আশেপাশে আপতিত হইতেই থাকিবে যতক্ষণ পর্যন্ত না আল্লাহ্‌র প্রতিশ্রুতি আসিয়া পড়িবে। নিশ্চয়ই আল্লাহ্ প্রতিশ্রুতির ব্যতিক্রম করেন না।

٣١- وَلَوْ اَنَّ قُرْاٰنًا سُيِّرَتْ بِهِ الْجِبَالُ اَوْ قُطِّعَتْ بِهِ الْاَرْضُ اَوْ كُلِّمَ بِهِ الْمَوْتٰى ۗ بَلْ لِّلّٰهِ الْاَمْرُ جَمِيْعًا ۗ اَفَلَمْ يَايْـَٔسِ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْۤا اَنْ لَّوْ يَشَآءُ اللّٰهُ لَهَدَى النَّاسَ جَمِيْعًا ۗ وَلَا يَزَالُ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا تُصِيْبُهُمْ بِمَا صَنَعُوْا قَارِعَةٌ اَوْ تَحُلُّ قَرِيْبًا مِّنْ دَارِهِمْ حَتّٰى يَاْتِيَ وَعْدُ اللّٰهِ ۗ اِنَّ اللّٰهَ لَا يُخْلِفُ الْمِيْعَادَ ۝

৭৫২। كذالك -এর অর্থ 'এইভাবে' এই স্থলে ইহা দ্বারা 'অতীতে যেমন পাঠাইয়াছিলাম' এই কথাগুলি বুঝাইতেছে।-নাসাফী

৭৫৩। 'তবুও উহারা উহাতে বিশ্বাস করিত না', এই জবাবটি এখানে উহ্য আছে।

[৫]

৩২। তোমার পূর্বেও অনেক রাসূলকে ঠাট্টা-বিদ্রূপ করা হইয়াছে এবং যাহারা কুফরী করিয়াছে তাহাদিগকে আমি কিছু অবকাশ দিয়াছিলাম, তাহার পর উহাদিগকে শাস্তি দিয়াছিলাম। কেমন ছিল আমার শাস্তি!

٣٢- وَلَقَدِ اسْتُهْزِئَ بِرُسُلٍ مِّنْ قَبْلِكَ فَأَمْلَيْتُ لِلَّذِيْنَ كَفَرُوْا ثُمَّ أَخَذْتُهُمْ فَكَيْفَ كَانَ عِقَابِ ○

৩৩। তবে কি প্রত্যেক মানুষ যাহা করে তাহার যিনি পর্যবেক্ষক তিনি ইহাদের অক্ষম ইলাহ্গুলির মত?[৭৫৪] অথচ উহারা আল্লাহ্র বহু শরীক করিয়াছে। বল, 'উহাদের পরিচয় দাও।' তোমরা কি পৃথিবীর মধ্যে এমন কিছুর সংবাদ দিতে চাও—যাহা তিনি জানেন না? অথবা ইহা বাহ্যিক কথা মাত্র? না, কাফিরদের নিকট[৭৫৫] উহাদের ছলনা শোভন প্রতীয়মান হইয়াছে এবং উহাদিগকে সৎপথ[৭৫৬] হইতে নিবৃত্ত করা হইয়াছে, আর আল্লাহ্ যাহাকে বিভ্রান্ত করেন তাহার কোন পথপ্রদর্শক নাই।

٣٣- أَفَمَنْ هُوَ قَآئِمٌ عَلٰى كُلِّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ ۚ وَجَعَلُوْا لِلّٰهِ شُرَكَآءَ ؕ قُلْ سَمُّوْهُمْ ؕ أَمْ تُنَبِّئُوْنَهٗ بِمَا لَا يَعْلَمُ فِي الْأَرْضِ أَمْ بِظَاهِرٍ مِّنَ الْقَوْلِ ؕ بَلْ زُيِّنَ لِلَّذِيْنَ كَفَرُوْا مَكْرُهُمْ وَصُدُّوْا عَنِ السَّبِيْلِ ؕ وَمَنْ يُّضْلِلِ اللّٰهُ فَمَا لَهٗ مِنْ هَادٍ ○

৩৪। উহাদের জন্য দুনিয়ার জীবনে আছে শাস্তি এবং আখিরাতের শাস্তি তো আরো কঠোর! এবং আল্লাহ্র শাস্তি হইতে রক্ষা করিবার উহাদের কেহ নাই।

٣٤- لَهُمْ عَذَابٌ فِي الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا وَلَعَذَابُ الْاٰخِرَةِ أَشَقُّ ۚ وَمَا لَهُمْ مِّنَ اللّٰهِ مِنْ وَّاقٍ ○

৩৫। মুত্তাকীদিগকে যে জান্নাতের প্রতিশ্রুতি দেওয়া হইয়াছে, তাহার উপমা এইরূপ ঃ উহার পাদদেশে নদী প্রবাহিত, উহার ফলসমূহ ও ছায়া চিরস্থায়ী। যাহারা মুত্তাকী, ইহা তাহাদের কর্মফল এবং কাফিরদের কর্মফল অগ্নি।

٣٥- مَثَلُ الْجَنَّةِ الَّتِيْ وُعِدَ الْمُتَّقُوْنَ ؕ تَجْرِيْ مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهٰرُ ؕ أُكُلُهَا دَآئِمٌ وَّظِلُّهَا ؕ تِلْكَ عُقْبَى الَّذِيْنَ اتَّقَوْا ۖ وَّعُقْبَى الْكٰفِرِيْنَ النَّارُ ○

৭৫৪। 'ইহাদের অক্ষম ইলাহ্গুলির মত' কথা কয়টি উহ্য আছে।
৭৫৫। অর্থাৎ আল্লাহ্র শরীক করার অথবা ইসলাম ও মুসলিমের বিরুদ্ধাচরণ করার বিষয়টি।
৭৫৬। سبيل শব্দটির অর্থ 'পথ' এ স্থলে السبيل দ্বারা সৎপথ বুঝাইতেছে।

Contents

٣٦- وَالَّذِيْنَ اٰتَيْنٰهُمُ الْكِتٰبَ يَفْرَحُوْنَ
بِمَآ اُنْزِلَ اِلَيْكَ وَمِنَ الْاَحْزَابِ
مَنْ يُّنْكِرُ بَعْضَهٗ ؕ
قُلْ اِنَّمَآ اُمِرْتُ اَنْ اَعْبُدَ اللّٰهَ
وَلَآ اُشْرِكَ بِهٖ ؕ
اِلَيْهِ اَدْعُوْا وَاِلَيْهِ مَاٰبِ ○

৩৬। আমি যাহাদিগকে কিতাব দিয়াছি তাহারা যাহা তোমার প্রতি অবতীর্ণ হইয়াছে তাহাতে আনন্দ পায়, কিন্তু কোন কোন দল উহার কতক অংশ অস্বীকার করে। বল, 'আমি তো আল্লাহ্‌র 'ইবাদত করিতে ও তাঁহার কোন শরীক না করিতে আদিষ্ট হইয়াছি। আমি তাঁহারই প্রতি আহ্‌বান করি এবং তাঁহারই নিকট আমার প্রত্যাবর্তন।'

٣٧- وَكَذٰلِكَ اَنْزَلْنٰهُ
حُكْمًا عَرَبِيًّا ؕ وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ اَهْوَآءَهُمْ
بَعْدَ مَا جَآءَكَ مِنَ الْعِلْمِ ۙ
مَا لَكَ مِنَ اللّٰهِ مِنْ وَّلِيٍّ وَّلَا وَاقٍ ○ ع

৩৭। এইভাবে আমি কুরআন অবতীর্ণ করিয়াছি বিধানরূপে আরবী ভাষায়। জ্ঞান প্রাপ্তির পর তুমি যদি তাহাদের খেয়াল-খুশীর অনুসরণ কর তবে আল্লাহ্‌র বিরুদ্ধে তোমার কোন অভিভাবক ও রক্ষক থাকিবে না।

[৬]

٣٨- وَلَقَدْ اَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّنْ قَبْلِكَ
وَجَعَلْنَا لَهُمْ اَزْوَاجًا وَّذُرِّيَّةً ؕ
وَمَا كَانَ لِرَسُوْلٍ اَنْ يَّاْتِيَ بِاٰيَةٍ
اِلَّا بِاِذْنِ اللّٰهِ ؕ لِكُلِّ اَجَلٍ كِتَابٌ ○

৩৮। তোমার পূর্বে আমি তো অনেক রাসূল প্রেরণ করিয়াছিলাম এবং তাহাদিগকে স্ত্রী ও সন্তান-সন্ততি দিয়াছিলাম। আল্লাহ্‌র অনুমতি ব্যতীত কোন নিদর্শন উপস্থিত করা কোন রাসূলের কাজ নহে। প্রত্যেক বিষয়ের নির্ধারিত কাল লিপিবদ্ধ।

٣٩- يَمْحُوا اللّٰهُ مَا يَشَآءُ وَيُثْبِتُ ۖ
وَعِنْدَهٗۤ اُمُّ الْكِتٰبِ ○

৩৯। আল্লাহ্ যাহা ইচ্ছা তাহা নিশ্চিহ্ন করেন এবং যাহা ইচ্ছা তাহা প্রতিষ্ঠিত রাখেন এবং তাঁহারই নিকট আছে উম্মুল কিতাব[৭৫৭]।

٤٠- وَاِنْ مَّا نُرِيَنَّكَ
بَعْضَ الَّذِيْ نَعِدُهُمْ اَوْ نَتَوَفَّيَنَّكَ
فَاِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلٰغُ
وَعَلَيْنَا الْحِسَابُ ○

৪০। উহাদিগকে যে শাস্তির[৭৫৮] প্রতিশ্রুতি দিয়াছি তাহার কিছু যদি তোমাকে দেখাই অথবা যদি ইহার পূর্বে[৭৫৯] তোমার মৃত্যু ঘটাই—তোমার কর্তব্য তো কেবল প্রচার করা এবং হিসাব-নিকাশ তো আমার কাজ।

৭৫৭। অর্থাৎ لوح محفوظ (সংরক্ষিত ফলক), দ্র. ৮৫ ঃ ২২।

৭৫৮। ইহার শাব্দিক অর্থ 'উহাদিগকে যে প্রতিশ্রুতি দেই', কিন্তু এই স্থলে ইহার প্রকৃত অর্থ, উহাদিগকে যে শাস্তির কথা বলি।'-কুরতুবী ও নাসাফী

৭৫৯। 'ইহার পূর্বে' এই কথাটি মূল আরবীতে উহ্য আছে।

٤١- اَوَلَمْ يَرَوْا اَنَّا نَاْتِى الْاَرْضَ نَنْقُصُهَا مِنْ اَطْرَافِهَا ؕ وَ اللّٰهُ يَحْكُمُ لَا مُعَقِّبَ لِحُكْمِهٖ ؕ وَهُوَ سَرِيْعُ الْحِسَابِ ○

৪১। উহারা কি দেখে না যে, আমি উহাদের দেশকে চতুর্দিক হইতে সংকুচিত করিয়া আনিতেছি৭৬০? আল্লাহ্ আদেশ করেন, তাঁহার আদেশ রদ করিবার কেহ নাই এবং তিনি হিসাব গ্রহণে তৎপর।

٤٢- وَقَدْ مَكَرَ الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَلِلّٰهِ الْمَكْرُ جَمِيْعًا ؕ يَعْلَمُ مَا تَكْسِبُ كُلُّ نَفْسٍ ؕ وَسَيَعْلَمُ الْكُفّٰرُ لِمَنْ عُقْبَى الدَّارِ ○

৪২। উহাদের পূর্বে যাহারা ছিল তাহারাও চক্রান্ত করিয়াছিল; কিন্তু সমস্ত চক্রান্ত আল্লাহ্র ইখতিয়ারে। প্রত্যেক ব্যক্তি যাহা করে তাহা তিনি জানেন এবং কাফিরগণ শীঘ্রই জানিবে শুভ পরিণাম কাহাদের জন্য।

٤٣- وَيَقُوْلُ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا لَسْتَ مُرْسَلًا ؕ قُلْ كَفٰى بِاللّٰهِ شَهِيْدًا ۢ بَيْنِىْ وَبَيْنَكُمْ ۙ وَمَنْ عِنْدَهٗ عِلْمُ الْكِتٰبِ ○

৪৩। যাহারা কুফরী করিয়াছে তাহারা বলে, 'তুমি আল্লাহ্র প্রেরিত নহ।' বল, 'আল্লাহ্ এবং যাহাদের৭৬১ নিকট কিতাবের জ্ঞান আছে, তাহারা আমার ও তোমাদের মধ্যে সাক্ষী হিসাবে যথেষ্ট।'

৭৬০। কাফিররা পরাজয় বরণ করায় তাহাদের কিছু কিছু এলাকা তাহাদের হস্তচ্যুত হইতেছে এবং তাহাদের অনেকে ইসলাম গ্রহণ করায় তাহাদের সংখ্যাও কমিতেছে।

৭৬১। কিতাবীদের মধ্যে যাঁহারা ধর্মীয় জ্ঞানের অধিকারী ছিলেন, যথা 'আবদুল্লাহ ইব্ন সালাম (রা) ও তাঁহার সঙ্গিগণ।

১৪-সূরা ইব্‌রাহীম

৫২ আয়াত, ৭ রুকূ‘, মক্কী

।। দয়াময়, পরম দয়ালু আল্লাহ্‌র নামে ।।

১। আলিফ-লাম্-রা, এই কিতাব, ইহা তোমার প্রতি অবতীর্ণ করিয়াছি যাহাতে তুমি মানবজাতিকে তাহাদের প্রতিপালকের নির্দেশক্রমে বাহির করিয়া আনিতে পার অন্ধকার হইতে আলোকে, তাঁহার পথে যিনি পরাক্রমশালী, প্রশংসার্হ,

١- الٓرٰ كِتٰبٌ اَنْزَلْنٰهُ اِلَيْكَ لِتُخْرِجَ النَّاسَ مِنَ الظُّلُمٰتِ اِلَى النُّوْرِ ۙ بِاِذْنِ رَبِّهِمْ اِلٰى صِرَاطِ الْعَزِيْزِ الْحَمِيْدِ ۙ

২। আল্লাহ্—আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীতে যাহা কিছু আছে তাহা তাঁহারই। কঠিন শাস্তির দুর্ভোগ কাফিরদের জন্য,

٢- اللّٰهِ الَّذِيْ لَهٗ مَا فِي السَّمٰوٰتِ وَمَا فِي الْاَرْضِ ؕ وَوَيْلٌ لِّلْكٰفِرِيْنَ مِنْ عَذَابٍ شَدِيْدِ ۙ

৩। যাহারা দুনিয়ার জীবনকে আখিরাতের চেয়ে ভালবাসে, মানুষকে[৭৬২] নিবৃত্ত করে আল্লাহ্‌র পথ হইতে এবং আল্লাহ্‌র পথ[৭৬৩] বক্র করিতে চাহে; উহারাই তো ঘোর বিভ্রান্তিতে রহিয়াছে।

٣- الَّذِيْنَ يَسْتَحِبُّوْنَ الْحَيٰوةَ الدُّنْيَا عَلَى الْاٰخِرَةِ وَيَصُدُّوْنَ عَنْ سَبِيْلِ اللّٰهِ وَيَبْغُوْنَهَا عِوَجًا ؕ اُولٰٓئِكَ فِيْ ضَلٰلٍ بَعِيْدٍ

৪। আমি প্রত্যেক রাসূলকেই তাহার স্বজাতির ভাষাভাষী করিয়া পাঠাইয়াছি তাহাদের নিকট পরিষ্কারভাবে ব্যাখ্যা করিবার জন্য, আল্লাহ্ যাহাকে ইচ্ছা বিভ্রান্ত করেন এবং যাহাকে ইচ্ছা সৎপথে পরিচালিত করেন এবং তিনি পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়।

٤- وَمَآ اَرْسَلْنَا مِنْ رَّسُوْلٍ اِلَّا بِلِسَانِ قَوْمِهٖ لِيُبَيِّنَ لَهُمْ ؕ فَيُضِلُّ اللّٰهُ مَنْ يَّشَآءُ وَيَهْدِيْ مَنْ يَّشَآءُ ؕ وَهُوَ الْعَزِيْزُ الْحَكِيْمُ

৫। মূসাকে আমি তো আমার নিদর্শনসহ প্রেরণ করিয়াছিলাম এবং বলিয়াছিলাম,[৭৬৪] ‘তোমার সম্প্রদায়কে অন্ধকার হইতে আলোতে আনয়ন কর,

٥- وَلَقَدْ اَرْسَلْنَا مُوْسٰى بِاٰيٰتِنَآ اَنْ اَخْرِجْ قَوْمَكَ مِنَ الظُّلُمٰتِ اِلَى النُّوْرِ ۙ

৭৬২। ‘মানুষকে’ শব্দটি আরবীতে উহ্য আছে।

৭৬৩। ها এই সর্বনামটি দ্বারা ‘আল্লাহ্‌র পথ’ বুঝাইতেছে।

৭৬৪। ‘এবং বলিয়াছিলাম’ এই কথাটি আরবীতে উহ্য আছে।

وَذَكِّرْهُمْ بِاَيّٰىمِ اللّٰهِ ۭ اِنَّ فِيْ ذٰلِكَ لَاٰيٰتٍ لِّكُلِّ صَبَّارٍ شَكُوْرٍ ۝

এবং উহাদিগকে আল্লাহ্‌র দিবসগুলির৭৬৫ দ্বারা উপদেশ দাও।' ইহাতে তো নিদর্শন রহিয়াছে প্রত্যেক পরম ধৈর্যশীল ও পরম কৃতজ্ঞ ব্যক্তির জন্য।

٦- وَاِذْ قَالَ مُوْسٰى لِقَوْمِهِ اذْكُرُوْا نِعْمَةَ اللّٰهِ عَلَيْكُمْ اِذْ اَنْجٰىكُمْ مِّنْ اٰلِ فِرْعَوْنَ يَسُوْمُوْنَكُمْ سُوْٓءَ الْعَذَابِ وَيُذَبِّحُوْنَ اَبْنَآءَكُمْ وَيَسْتَحْيُوْنَ نِسَآءَكُمْ ۭ وَفِيْ ذٰلِكُمْ بَلَآءٌ مِّنْ رَّبِّكُمْ عَظِيْمٌ ۝

৬। স্মরণ কর, মূসা তাহার সম্প্রদায়কে বলিয়াছিল, 'তোমরা আল্লাহ্‌র অনুগ্রহ' স্মরণ কর যখন তিনি তোমাদিগকে রক্ষা করিয়াছিলেন ফির'আওনী সম্প্রদায়ের কবল হইতে, যাহারা তোমাদিগকে নিকৃষ্ট শাস্তি দিত, তোমাদের পুত্রগণকে যবেহ্ করিত ও তোমাদের নারীগণকে জীবিত রাখিত; এবং ইহাতে ছিল তোমাদের প্রতিপালকের পক্ষ হইতে এক মহাপরীক্ষা।'

[২]

٧- وَاِذْ تَاَذَّنَ رَبُّكُمْ لَىِٕنْ شَكَرْتُمْ لَاَزِيْدَنَّكُمْ وَلَىِٕنْ كَفَرْتُمْ اِنَّ عَذَابِيْ لَشَدِيْدٌ ۝

৭। স্মরণ কর, তোমাদের প্রতিপালক ঘোষণা করেন, 'তোমরা কৃতজ্ঞ হইলে তোমাদিগকে অবশ্যই অধিক দিব আর অকৃতজ্ঞ হইলে অবশ্যই আমার শাস্তি হইবে কঠোর।'

٨- وَقَالَ مُوْسٰٓى اِنْ تَكْفُرُوْٓا اَنْتُمْ وَمَنْ فِي الْاَرْضِ جَمِيْعًا ۙ فَاِنَّ اللّٰهَ لَغَنِيٌّ حَمِيْدٌ ۝

৮। মূসা বলিয়াছিল, 'তোমরা এবং পৃথিবীর সকলেই যদি অকৃতজ্ঞ হও৭৬৬ তথাপি আল্লাহ্ অভাবমুক্ত এবং প্রশংসার্হ।

٩- اَلَمْ يَاْتِكُمْ نَبَؤُا الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِكُمْ قَوْمِ نُوْحٍ وَّعَادٍ وَّثَمُوْدَ ۛ وَالَّذِيْنَ مِنْۢ بَعْدِهِمْ ۛ لَا يَعْلَمُهُمْ اِلَّا اللّٰهُ ۭ

৯। 'তোমাদের নিকট কি সংবাদ আসে নাই তোমাদের পূর্ববর্তীদের, নূহের সম্প্রদায়ের, 'আদের ও ছামূদের এবং তাহাদের পূর্ববর্তীদের? উহাদের বিষয় আল্লাহ্ ব্যতীত অন্য কেহ জানে না।

৭৬৫। ايام বহুবচন, يوم এক বচন-দিবস। আরবী বাগধারায় ايام বলিতে যুদ্ধে-বিগ্রহ সম্বলিত অতীত ইতিহাসকেও বুঝায়। এইখানে সেই সকল দিবস যাহাতে জাতিসমূহের উত্থান-পতন, জয়-পরাজয় ইত্যাদি সংঘটিত হইয়াছিল অথবা সেই দিনগুলি, যাহাতে ইস্‌রাঈলীরা মিসরে বন্দী অবস্থায় ভীষণ বিপদে দিন অতিবাহিত করিতেছিল এবং আল্লাহ্ নিজ অনুগ্রহে তাহাদিগকে রক্ষা করিয়াছিলেন।

৭৬৬। কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিলে আল্লাহ্‌র যেমন কোন লাভ নাই তেমনি প্রকাশ না করিলেও আল্লাহ্‌র কোন ক্ষতি নাই। মানুষ কৃতজ্ঞ বান্দা হইবে নিজের মঙ্গলের জন্যই।

Contents

جَآءَتْهُمْ رُسُلُهُمْ بِالْبَيِّنٰتِ فَرَدُّوْٓا اَيْدِيَهُمْ فِيْٓ اَفْوَاهِهِمْ وَقَالُوْٓا اِنَّا كَفَرْنَا بِمَآ اُرْسِلْتُمْ بِهٖ وَاِنَّا لَفِيْ شَكٍّ مِّمَّا تَدْعُوْنَنَآ اِلَيْهِ مُرِيْبٍ ۝

উহাদের নিকট স্পষ্ট নিদর্শনসহ উহাদের রাসূল আসিয়াছিল, উহারা উহাদের হাত উহাদের মুখে স্থাপন করিত৭৬৭ এবং বলিত, 'যাহাসহ তোমরা প্রেরিত হইয়াছ তাহা আমরা অবশ্যই অস্বীকার করি এবং আমরা অবশ্যই বিভ্রান্তিকর সন্দেহে রহিয়াছি সে বিষয়ে, যাহার প্রতি তোমরা আমাদিগকে আহ্‌বান করিতেছ।'

١٠- قَالَتْ رُسُلُهُمْ اَفِي اللّٰهِ شَكٌّ فَاطِرِ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ ؕ يَدْعُوْكُمْ لِيَغْفِرَ لَكُمْ مِّنْ ذُنُوْبِكُمْ وَيُؤَخِّرَكُمْ اِلٰٓى اَجَلٍ مُّسَمًّى ؕ قَالُوْٓا اِنْ اَنْتُمْ اِلَّا بَشَرٌ مِّثْلُنَا ؕ تُرِيْدُوْنَ اَنْ تَصُدُّوْنَا عَمَّا كَانَ يَعْبُدُ اٰبَآؤُنَا فَاْتُوْنَا بِسُلْطٰنٍ مُّبِيْنٍ ۝

১০। উহাদের রাসূলগণ বলিয়াছিল, 'আল্লাহ্ সম্বন্ধে কি কোন সন্দেহ আছে, যিনি আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীর সৃষ্টিকর্তা? তিনি তোমাদিগকে আহ্‌বান করেন তোমাদের পাপ মার্জনা করিবার জন্য এবং নির্দিষ্ট কাল পর্যন্ত তোমাদিগকে অবকাশ দিবার জন্য।' উহারা বলিত, 'তোমরা তো আমাদেরই মত মানুষ। আমাদের পিতৃপুরুষগণ যাহাদের 'ইবাদত করিত তোমরা তাহাদের 'ইবাদত হইতে আমাদিগকে বিরত রাখিতে চাহ। অতএব তোমরা আমাদের নিকট কোন অকাট্য প্রমাণ উপস্থিত কর।'

١١- قَالَتْ لَهُمْ رُسُلُهُمْ اِنْ نَّحْنُ اِلَّا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ وَلٰكِنَّ اللّٰهَ يَمُنُّ عَلٰى مَنْ يَّشَآءُ مِنْ عِبَادِهٖ ؕ وَمَا كَانَ لَنَآ اَنْ نَّاْتِيَكُمْ بِسُلْطٰنٍ اِلَّا بِاِذْنِ اللّٰهِ ؕ وَعَلَى اللّٰهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُوْنَ ۝

১১। উহাদের রাসূলগণ উহাদিগকে বলিত, 'সত্য বটে, আমরা তোমাদের মত মানুষই কিন্তু আল্লাহ্ তাঁহার বান্দাদের মধ্যে যাহাকে ইচ্ছা অনুগ্রহ করেন। আল্লাহ্‌র অনুমতি ব্যতীত তোমাদের নিকট প্রমাণ উপস্থিত করা আমাদের কাজ নহে। আল্লাহ্‌র উপরই মু'মিনগণের নির্ভর করা উচিত।

١٢- وَمَا لَنَآ اَلَّا نَتَوَكَّلَ عَلَى اللّٰهِ وَقَدْ هَدٰىنَا سُبُلَنَا ؕ

১২। আমাদের কি হইয়াছে যে, 'আমরা আল্লাহ্‌র উপর নির্ভর করিব না? তিনিই তো আমাদিগকে পথ প্রদর্শন করিয়াছেন। তোমরা আমাদিগকে যে

৭৬৭। রাগে মুখে হাত স্থাপন করিত অথবা রাসূল (সা)-এর কথা শুনিয়া বিদ্রূপাত্মক হাসি চাপিয়া রাখিতে মুখে হাত দিত। আর এক অর্থে তাহারা রাসূলকে কথা বলিতে বাধা দিত।

وَلَنَصۡبِرَنَّ عَلٰى مَآ اٰذَيۡتُمُوۡنَا ؕ
وَعَلَى اللّٰهِ فَلۡيَتَوَكَّلِ
الۡمُتَوَكِّلُوۡنَ ۠

ক্লেশ দিতেছ, আমরা তাহাতে অবশ্যই ধৈর্য ধারণ করিব এবং আল্লাহ্‌রই উপর নির্ভরকারিগণ নির্ভর করুক।'

[৩]

١٣- وَقَالَ الَّذِيۡنَ كَفَرُوۡا لِرُسُلِهِمۡ
لَنُخۡرِجَنَّكُمۡ مِّنۡ اَرۡضِنَاۤ
اَوۡ لَتَعُوۡدُنَّ فِىۡ مِلَّتِنَا ؕ
فَاَوۡحٰۤى اِلَيۡهِمۡ رَبُّهُمۡ
لَنُهۡلِكَنَّ الظّٰلِمِيۡنَ ۙ

১৩। কাফিরগণ উহাদের রাসূলগণকে বলিয়াছিল, 'আমরা তোমাদিগকে আমাদের দেশ হইতে অবশ্যই বহিষ্কৃত করিব অথবা তোমাদিগকে আমাদের ধর্মাদর্শে ফিরিয়া আসিতেই হইবে।' অতঃপর রাসূলগণকে তাহাদের প্রতিপালক ওহী প্রেরণ করিলেন, যালিমদিগকে আমি অবশ্যই বিনাশ করিব;

١٤- وَلَنُسۡكِنَنَّكُمُ الۡاَرۡضَ
مِنۡۢ بَعۡدِهِمۡ ؕ
ذٰلِكَ لِمَنۡ خَافَ مَقَامِىۡ
وَخَافَ وَعِيۡدِ ۝

১৪। 'উহাদের পরে আমি তোমাদিগকে দেশে প্রতিষ্ঠিত করিবই; ইহা তাহাদের জন্য যাহারা ভয় রাখে আমার সম্মুখে উপস্থিত হওয়ার এবং ভয় রাখে আমার শাস্তির।'

١٥- وَاسۡتَفۡتَحُوۡا وَخَابَ
كُلُّ جَبَّارٍ عَنِيۡدٍ ۙ

১৫। উহারা[৭৬৮] বিজয় কামনা করিল এবং প্রত্যেক উদ্ধত স্বৈরাচারী ব্যর্থ মনোরথ হইল।

١٦- مِّنۡ وَّرَآئِهٖ جَهَنَّمُ وَيُسۡقٰى
مِنۡ مَّآءٍ صَدِيۡدٍ ۙ

১৬। উহাদের প্রত্যেকের জন্য পরিণামে জাহান্নাম রহিয়াছে এবং পান করানো হইবে গলিত পুঁজ;

١٧- يَّتَجَرَّعُهٗ وَلَا يَكَادُ يُسِيۡغُهٗ
وَيَاۡتِيۡهِ الۡمَوۡتُ مِنۡ كُلِّ
مَكَانٍ وَّمَا هُوَ بِمَيِّتٍ ؕ
وَمِنۡ وَّرَآئِهٖ عَذَابٌ غَلِيۡظٌ ۝

১৭। যাহা সে অতি কষ্টে একেক ঢোক করিয়া গলাধঃকরণ করিবে এবং উহা গলাধঃকরণ করা প্রায় সহজ হইবে না। সর্বদিক হইতে তাহার নিকট আসিবে মৃত্যু যন্ত্রণা কিন্তু তাহার মৃত্যু ঘটিবে না এবং ইহার পর কঠোর শাস্তি ভোগ করিতেই থাকিবে।

৭৬৮। এ স্থলে 'উহারা' অর্থ কাফিররা।

١٨- مَثَلُ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا بِرَبِّهِمْ اَعْمَالُهُمْ كَرَمَادِ ۨ اشْتَدَّتْ بِهِ الرِّيْحُ فِيْ يَوْمٍ عَاصِفٍ ؕ لَا يَقْدِرُوْنَ مِمَّا كَسَبُوْا عَلٰى شَيْءٍ ؕ ذٰلِكَ هُوَ الضَّلٰلُ الْبَعِيْدُ ۝

১৮। যাহারা তাহাদের প্রতিপালককে অস্বীকার করে তাহাদের উপমা তাহাদের কর্মসমূহ ভস্মসদৃশ যাহা ঝড়ের দিনের বাতাস প্রচণ্ড বেগে উড়াইয়া লইয়া যায়। যাহা তাহারা উপার্জন করে তাহার কিছুই তাহারা তাহাদের কাজে লাগাইতে পারে না[৭৬৯]। ইহা তো ঘোর বিভ্রান্তি।

١٩- اَلَمْ تَرَ اَنَّ اللّٰهَ خَلَقَ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ بِالْحَقِّ ؕ اِنْ يَّشَاْ يُذْهِبْكُمْ وَيَاْتِ بِخَلْقٍ جَدِيْدٍ ۝

১৯। তুমি কি লক্ষ্য কর না যে, আল্লাহ্ আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবী যথাবিধি সৃষ্টি করিয়াছেন? তিনি ইচ্ছা করিলে তোমাদের অস্তিত্ব বিলোপ করিতে পারেন এবং এক নূতন সৃষ্টি অস্তিত্বে আনিতে পারেন,

٢٠- وَّمَا ذٰلِكَ عَلَى اللّٰهِ بِعَزِيْزٍ ۝

২০। আর ইহা আল্লাহ্‌র জন্য আদৌ কঠিন নহে।

٢١- وَبَرَزُوْا لِلّٰهِ جَمِيْعًا فَقَالَ الضُّعَفٰٓؤُا لِلَّذِيْنَ اسْتَكْبَرُوْٓا اِنَّا كُنَّا لَكُمْ تَبَعًا فَهَلْ اَنْتُمْ مُّغْنُوْنَ عَنَّا مِنْ عَذَابِ اللّٰهِ مِنْ شَيْءٍ ؕ قَالُوْا لَوْ هَدٰىنَا اللّٰهُ لَهَدَيْنٰكُمْ ؕ سَوَآءٌ عَلَيْنَآ اَجَزِعْنَآ اَمْ صَبَرْنَا مَا لَنَا مِنْ مَّحِيْصٍ ۝ ع

২১। সকলে আল্লাহ্‌র নিকট উপস্থিত হইবে। যাহারা অহংকার করিত তখন দুর্বলেরা তাহাদিগকে বলিবে, 'আমরা তো তোমাদের অনুসারী ছিলাম; এখন তোমরা আল্লাহ্‌র শাস্তি হইতে আমাদিগকে কিছুমাত্র রক্ষা করিতে পারিবে?' উহারা বলিবে, 'আল্লাহ্ আমাদিগকে সৎপথে পরিচালিত করিলে আমরাও তোমাদিগকে সৎপথে পরিচালিত করিতাম। এখন আমরা ধৈর্যচ্যুত হই অথবা ধৈর্যশীল হই একই কথা; আমাদের কোন নিষ্কৃতি নাই।'

[৪]

٢٢- وَقَالَ الشَّيْطٰنُ لَمَّا قُضِيَ الْاَمْرُ اِنَّ اللّٰهَ وَعَدَكُمْ وَعْدَ الْحَقِّ

২২। যখন বিচার কার্য সম্পন্ন হইবে তখন শয়তান বলিবে, 'আল্লাহ্ তো তোমাদিগকে প্রতিশ্রুতি দিয়াছিলেন সত্য

৭৬৯। অর্থাৎ আখিরাতে কাজে লাগাইতে পারে না।

Contents

وَوَعَدْتُّكُمْ فَاَخْلَفْتُكُمْ ۖ وَمَا كَانَ لِيَ عَلَيْكُمْ مِّنْ سُلْطٰنٍ اِلَّآ اَنْ دَعَوْتُكُمْ فَاسْتَجَبْتُمْ لِيْ ۚ فَلَا تَلُوْمُوْنِيْ وَلُوْمُوْٓا اَنْفُسَكُمْ ۖ مَآ اَنَا بِمُصْرِخِكُمْ وَمَآ اَنْتُمْ بِمُصْرِخِيَّ ۖ اِنِّيْ كَفَرْتُ بِمَآ اَشْرَكْتُمُوْنِ مِنْ قَبْلُ ۖ اِنَّ الظّٰلِمِيْنَ لَهُمْ عَذَابٌ اَلِيْمٌ ○

প্রতিশ্রুতি, আমিও তোমাদিগকে প্রতিশ্রুতি দিয়াছিলাম,৭৭০ কিন্তু আমি তোমাদিগকে প্রদত্ত প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করিয়াছি। আমার তো তোমাদের উপর কোন আধিপত্য ছিল না, আমি কেবল তোমাদিগকে আহ্‌বান করিয়াছিলাম এবং তোমরা আমার আহ্‌বানে সাড়া দিয়াছিলে। সুতরাং তোমরা আমার প্রতি দোষারোপ করিও না, তোমরা নিজদেরই প্রতি দোষারোপ কর। আমি তোমাদের উদ্ধারে সাহায্য করিতে সক্ষম নহি এবং তোমরাও আমার উদ্ধারে সাহায্য করিতে সক্ষম নহ। তোমরা যে পূর্বে আমাকে আল্লাহ্‌র৭৭১ শরীক করিয়াছিলে আমি তাহা অস্বীকার করিতেছি, যালিমদের জন্য তো মর্মন্তুদ শাস্তি রহিয়াছে।

٢٣- وَاُدْخِلَ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ جَنّٰتٍ تَجْرِيْ مِنْ تَحْتِهَا الْاَنْهٰرُ خٰلِدِيْنَ فِيْهَا بِاِذْنِ رَبِّهِمْ ۖ تَحِيَّتُهُمْ فِيْهَا سَلٰمٌ ○

২৩। যাহারা ঈমান আনে ও সৎকর্ম করে তাহাদিগকে দাখিল করা হইবে জান্নাতে যাহার পাদদেশে নদী প্রবাহিত। সেথায় তাহারা স্থায়ী হইবে, তাহাদের প্রতিপালকের অনুমতিক্রমে সেথায় তাহাদের অভিবাদন হইবে 'সালাম'।

٢٤- اَلَمْ تَرَ كَيْفَ ضَرَبَ اللّٰهُ مَثَلًا كَلِمَةً طَيِّبَةً كَشَجَرَةٍ طَيِّبَةٍ اَصْلُهَا ثَابِتٌ وَّ فَرْعُهَا فِي السَّمَآءِ ○

২৪। তুমি কি লক্ষ্য কর না আল্লাহ্ কিভাবে উপমা দিয়া থাকেন? সৎবাক্যের তুলনা উৎকৃষ্ট বৃক্ষ৭৭২ যাহার মূল সুদৃঢ় ও যাহার শাখা-প্রশাখা ঊর্ধ্বে৭৭৩ বিস্তৃত,

٢٥- تُؤْتِيْٓ اُكُلَهَا كُلَّ حِيْنٍۭ بِاِذْنِ رَبِّهَا ۖ وَيَضْرِبُ اللّٰهُ الْاَمْثَالَ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُوْنَ ○

২৫। যাহা প্রত্যেক মওসুমে উহার ফলদান করে উহার প্রতিপালকের অনুমতিক্রমে। এবং আল্লাহ্ মানুষের জন্য উপমা দিয়া থাকেন, যাহাতে তাহারা শিক্ষা গ্রহণ করে।

৭৭০। প্রতিশ্রুতি দেয়, কিয়ামত হইবে না এবং হিসাবও দিতে হইবে না।
৭৭১। 'আল্লাহ্' শব্দটি এ স্থলে আরবীতে উহ্য আছে।
৭৭২। তাওহীদের কলেমা এই উৎকৃষ্ট বৃক্ষ।
৭৭৩। فى السماء -এর অর্থ ঊর্ধ্বে অবস্থিত।-কাশশাফ

২৬। কুবাক্যের৭৭৪ তুলনা এক মন্দ বৃক্ষ যাহার মূল ভূপৃষ্ঠ হইতে বিচ্ছিন্ন, যাহার কোন স্থায়িত্ব নাই।

٢٦- وَمَثَلُ كَلِمَةٍ خَبِيْثَةٍ كَشَجَرَةٍ خَبِيْثَةِ ۨاجْتُثَّتْ مِنْ فَوْقِ الْاَرْضِ مَا لَهَا مِنْ قَرَارٍ ○

২৭। যাহারা শাশ্বত বাণীতে৭৭৫ বিশ্বাসী তাহাদিগকে দুনিয়ার জীবনে ও আখিরাতে আল্লাহ্ সুপ্রতিষ্ঠিত রাখিবেন এবং যাহারা যালিম আল্লাহ্ উহাদিগকে বিভ্রান্তিতে রাখিবেন। আল্লাহ্ যাহা ইচ্ছা তাহা করেন।

٢٧- يُثَبِّتُ اللّٰهُ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا بِالْقَوْلِ الثَّابِتِ فِي الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا وَفِي الْاٰخِرَةِ ۚ وَيُضِلُّ اللّٰهُ الظّٰلِمِيْنَ ۗ وَيَفْعَلُ اللّٰهُ مَا يَشَآءُ ○

[৫]

২৮। তুমি কি উহাদিগকে লক্ষ্য কর না যাহারা আল্লাহ্‌র অনুগ্রহের বদলে অকৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে এবং উহারা উহাদের সম্প্রদায়কে নামাইয়া আনে ধ্বংসের ক্ষেত্রে—

٢٨- اَلَمْ تَرَ اِلَى الَّذِيْنَ بَدَّلُوْا نِعْمَتَ اللّٰهِ كُفْرًا وَّاَحَلُّوْا قَوْمَهُمْ دَارَ الْبَوَارِ ○

২৯। জাহান্নামে, যাহার মধ্যে উহারা প্রবেশ করিবে, কত নিকৃষ্ট এই আবাসস্থল!

٢٩- جَهَنَّمَ ۚ يَصْلَوْنَهَا ۗ وَبِئْسَ الْقَرَارُ ○

৩০। এবং উহারা আল্লাহ্‌র সমকক্ষ নির্ধারণ করে তাঁহার পথ হইতে বিভ্রান্ত করিবার জন্য। বল, 'ভোগ করিয়া লও, পরিণামে অগ্নিই তোমাদের প্রত্যাবর্তনস্থল।'

٣٠- وَجَعَلُوْا لِلّٰهِ اَنْدَادًا لِّيُضِلُّوْا عَنْ سَبِيْلِهٖ ۗ قُلْ تَمَتَّعُوْا فَاِنَّ مَصِيْرَكُمْ اِلَى النَّارِ ○

৩১। আমার বান্দাদের মধ্যে যাহারা মু'মিন তাহাদিগকে তুমি বল 'সালাত কায়েম করিতে এবং আমি তাহাদিগকে জীবিকা হিসাবে যাহা দিয়াছি তাহা হইতে গোপনে ও প্রকাশ্যে ব্যয় করিতে–সেই দিনের পূর্বে যেদিন ক্রয়-বিক্রয় ও বন্ধুত্ব থাকিবে না।

٣١- قُلْ لِّعِبَادِيَ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا يُقِيْمُوا الصَّلٰوةَ وَيُنْفِقُوْا مِمَّا رَزَقْنٰهُمْ سِرًّا وَّعَلَانِيَةً مِّنْ قَبْلِ اَنْ يَّاْتِيَ يَوْمٌ لَّا بَيْعٌ فِيْهِ وَلَا خِلٰلٌ ○

৩২। তিনিই আল্লাহ্ যিনি আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবী সৃষ্টি করিয়াছেন, যিনি আকাশ

٣٢- اَللّٰهُ الَّذِيْ خَلَقَ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ

৭৭৪। অর্থাৎ কুফরী কথা।

৭৭৫। এ স্থলে 'শাশ্বত বাণীর দ্বারা لا اله الا الله محمد رسول الله এই বাক্য বুঝাইতেছে। -নাসাফী, কাশশাফ।

وَاَنۡزَلَ مِنَ السَّمَآءِ مَآءً فَاَخۡرَجَ بِهٖ مِنَ الثَّمَرٰتِ رِزۡقًا لَّكُمۡ ۚ وَسَخَّرَ لَكُمُ الۡفُلۡكَ لِتَجۡرِىَ فِى الۡبَحۡرِ بِاَمۡرِهٖ ۚ وَسَخَّرَ لَكُمُ الۡاَنۡهٰرَ ۝

হইতে পানি বর্ষণ করিয়া তদ্দ্বারা তোমাদের জীবিকার জন্য ফলমূল উৎপাদন করেন, যিনি নৌযানকে তোমাদের অধীন করিয়া দিয়াছেন যাহাতে তাঁহার বিধানে উহা সমুদ্রে বিচরণ করে এবং যিনি তোমাদের কল্যাণে নিয়োজিত করিয়াছেন নদীসমূহকে।

٣٣- وَسَخَّرَ لَكُمُ الشَّمۡسَ وَالۡقَمَرَ دَآئِبَيۡنِ ۚ وَسَخَّرَ لَكُمُ الَّيۡلَ وَالنَّهَارَ ۝

৩৩। তিনি তোমাদের কল্যাণে নিয়োজিত করিয়াছেন সূর্য ও চন্দ্রকে, যাহারা অবিরাম একই নিয়মের অনুবর্তী এবং তোমাদের কল্যাণে নিয়োজিত করিয়াছেন রাত্রি ও দিবসকে।

٣٤- وَاٰتٰىكُمۡ مِّنۡ كُلِّ مَا سَاَلۡتُمُوۡهُ ؕ وَاِنۡ تَعُدُّوۡا نِعۡمَتَ اللّٰهِ لَا تُحۡصُوۡهَا ؕ اِنَّ الۡاِنۡسَانَ لَظَلُوۡمٌ كَفَّارٌ ۝

৩৪। এবং তিনি তোমাদিগকে দিয়াছেন তোমরা তাঁহার নিকট যাহা কিছু চাহিয়াছ তাহা হইতে।৭৭৬ তোমরা আল্লাহ্‌র অনুগ্রহ গণনা করিলে উহার সংখ্যা নির্ণয় করিতে পারিবে না। মানুষ অবশ্যই অতি মাত্রায় যালিম, অকৃতজ্ঞ।

[৬]

٣٥- وَاِذۡ قَالَ اِبۡرٰهِيۡمُ رَبِّ اجۡعَلۡ هٰذَا الۡبَلَدَ اٰمِنًا وَّاجۡنُبۡنِىۡ وَبَنِىَّ اَنۡ نَّعۡبُدَ الۡاَصۡنَامَ ۝

৩৫। স্মরণ কর, ইব্‌রাহীম বলিয়াছিল, 'হে আমার প্রতিপালক! এই নগরীকে৭৭৭ নিরাপদ করিও এবং আমাকে ও আমার পুত্রগণকে প্রতিমা পূজা হইতে দূরে রাখিও।

٣٦- رَبِّ اِنَّهُنَّ اَضۡلَلۡنَ كَثِيۡرًا مِّنَ النَّاسِ ۚ فَمَنۡ تَبِعَنِىۡ فَاِنَّهٗ مِنِّىۡ ۚ وَمَنۡ عَصَانِىۡ فَاِنَّكَ غَفُوۡرٌ رَّحِيۡمٌ ۝

৩৬। 'হে আমার প্রতিপালক! এই সকল প্রতিমা৭৭৮ তো বহু মানুষকে বিভ্রান্ত করিয়াছে। সুতরাং যে আমার অনুসরণ করিবে সেই আমার দলভুক্ত, কিন্তু কেহ আমার অবাধ্য হইলে তুমি তো ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।

৭৭৬। আল্লাহ্‌র বিবেচনায় মানুষের জন্য যাহা প্রয়োজন তিনি তাহা দিয়াছেন।

৭৭৭। অর্থাৎ মক্কা মুকার্‌রামা।

৭৭৮। এখানে هن সর্বনাম দ্বারা 'প্রতিমাগুলিকে' বুঝাইতেছে।

٣٧- رَبَّنَآ اِنِّيْٓ اَسْكَنْتُ مِنْ ذُرِّيَّتِيْ
بِوَادٍ غَيْرِ ذِيْ زَرْعٍ
عِنْدَ بَيْتِكَ الْمُحَرَّمِ ۙ
رَبَّنَا لِيُقِيْمُوا الصَّلٰوةَ
فَاجْعَلْ اَفْئِدَةً مِّنَ النَّاسِ
تَهْوِيْٓ اِلَيْهِمْ وَارْزُقْهُمْ
مِّنَ الثَّمَرٰتِ لَعَلَّهُمْ يَشْكُرُوْنَ ○

৩৭। ‘হে আমাদের প্রতিপালক! আমি আমার বংশধরদের কতককে বসবাস করাইলাম অনুর্বর উপত্যকায় তোমার পবিত্র গৃহের নিকট, হে আমাদের প্রতিপালক! এইজন্য যে, উহারা যেন সালাত কায়েম করে। অতএব তুমি কিছু লোকের অন্তর উহাদের প্রতি অনুরাগী করিয়া দাও এবং ফলাদি দ্বারা উহাদের রিয্‌কের ব্যবস্থা করিও, যাহাতে উহারা কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে।

٣٨- رَبَّنَآ اِنَّكَ تَعْلَمُ
مَا نُخْفِيْ وَمَا نُعْلِنُ ۭ
وَمَا يَخْفٰى عَلَى اللّٰهِ مِنْ شَيْءٍ
فِي الْاَرْضِ وَلَا فِي السَّمَآءِ ○

৩৮। ‘হে আমাদের প্রতিপালক! তুমি তো জান যাহা আমরা গোপন করি ও যাহা আমরা প্রকাশ করি; আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীর কিছুই আল্লাহ্‌র নিকট গোপন থাকে না।

٣٩- اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِيْ وَهَبَ لِيْ
عَلَى الْكِبَرِ اِسْمٰعِيْلَ وَاِسْحٰقَ ۭ
اِنَّ رَبِّيْ لَسَمِيْعُ الدُّعَآءِ ○

৩৯। সমস্ত প্রশংসা আল্লাহ্‌রই, যিনি আমাকে আমার বার্ধক্যে ইস্‌মা'ঈল ও ইস্‌হাককে দান করিয়াছেন। আমার প্রতিপালক অবশ্যই প্রার্থনা শুনিয়া থাকেন।

٤٠- رَبِّ اجْعَلْنِيْ مُقِيْمَ الصَّلٰوةِ
وَمِنْ ذُرِّيَّتِيْ ڰ
رَبَّنَا وَتَقَبَّلْ دُعَآءِ ○

৪০। ‘হে আমার প্রতিপালক! আমাকে সালাত কায়েমকারী কর এবং আমার বংশধরদের মধ্য হইতেও। হে আমাদের প্রতিপালক! আমার প্রার্থনা কবূল কর।

٤١- رَبَّنَا اغْفِرْ لِيْ
وَلِوَالِدَيَّ وَلِلْمُؤْمِنِيْنَ
يَوْمَ يَقُوْمُ الْحِسَابُ ○ ع

৪১। ‘হে আমাদের প্রতিপালক! যেই দিন হিসাব অনুষ্ঠিত হইবে সেই দিন আমাকে, আমার পিতা-মাতাকে এবং মু'মিনগণকে ক্ষমা করিও।’

[৭]

٤٢- وَلَا تَحْسَبَنَّ اللّٰهَ غَافِلًا
عَمَّا يَعْمَلُ الظّٰلِمُوْنَ ۭ۬
اِنَّمَا يُؤَخِّرُهُمْ لِيَوْمٍ
تَشْخَصُ فِيْهِ الْاَبْصَارُ ○

৪২। তুমি কখনও মনে করিও না যে, যালিমরা যাহা করে সে বিষয়ে আল্লাহ্ গাফিল, তবে তিনি উহাদিগকে সেই দিন পর্যন্ত অবকাশ দেন যেদিন তাহাদের চক্ষু হইবে স্থির।

٤٣- مُهْطِعِيْنَ مُقْنِعِيْ رُءُوْسِهِمْ لَا يَرْتَدُّ اِلَيْهِمْ طَرْفُهُمْ ۚ وَ اَفْـِٕدَتُهُمْ هَوَآءٌ ۝

৪৩। ভীত-বিহ্বল চিত্তে আকাশের দিকে চাহিয়া[৭৭৯] উহারা ছুটাছুটি করিবে, নিজেদের প্রতি উহাদের দৃষ্টি ফিরিবে না এবং উহাদের অন্তর হইবে উদাস।

٤٤- وَاَنْذِرِ النَّاسَ يَوْمَ يَاْتِيْهِمُ الْعَذَابُ فَيَقُوْلُ الَّذِيْنَ ظَلَمُوْا رَبَّنَآ اَخِّرْنَآ اِلٰٓى اَجَلٍ قَرِيْبٍ ۙ نُّجِبْ دَعْوَتَكَ وَنَتَّبِعِ الرُّسُلَ ؕ اَوَلَمْ تَكُوْنُوْٓا اَقْسَمْتُمْ مِّنْ قَبْلُ مَا لَكُمْ مِّنْ زَوَالٍ ۝

৪৪। যেদিন তাহাদের শাস্তি আসিবে সেই দিন সম্পর্কে তুমি মানুষকে সতর্ক কর, তখন যালিমরা বলিবে, 'হে আমাদের প্রতিপালক! আমাদিগকে কিছু কালের জন্য অবকাশ দাও, আমরা তোমার আহ্বানে সাড়া দিব এবং রাসূলগণের অনুসরণ করিব।' তোমরা কি পূর্বে শপথ করিয়া বলিতে না যে, তোমাদের পতন নাই?

٤٥- وَّسَكَنْتُمْ فِيْ مَسٰكِنِ الَّذِيْنَ ظَلَمُوْٓا اَنْفُسَهُمْ وَتَبَيَّنَ لَكُمْ كَيْفَ فَعَلْنَا بِهِمْ وَضَرَبْنَا لَكُمُ الْاَمْثَالَ ۝

৪৫। অথচ তোমরা বাস করিতে তাহাদের বাসভূমিতে, যাহারা নিজেদের প্রতি যুলুম করিয়াছিল এবং তাহাদের প্রতি আমি কি করিয়াছিলাম তাহাও তোমাদের নিকট সুবিদিত ছিল এবং তোমাদের নিকট আমি উহাদের দৃষ্টান্তও উপস্থিত করিয়াছিলাম।

٤٦- وَقَدْ مَكَرُوْا مَكْرَهُمْ وَعِنْدَ اللّٰهِ مَكْرُهُمْ ؕ وَاِنْ كَانَ مَكْرُهُمْ لِتَزُوْلَ مِنْهُ الْجِبَالُ ۝

৪৬। উহারা ভীষণ চক্রান্ত করিয়াছিল, কিন্তু উহাদের চক্রান্ত আল্লাহ্ রহিত করিয়াছেন, যদিও উহাদের চক্রান্ত এমন ছিল, যাহাতে পর্বত টলিয়া যাইত।

٤٧- فَلَا تَحْسَبَنَّ اللّٰهَ مُخْلِفَ وَعْدِهٖ رُسُلَهٗ ؕ اِنَّ اللّٰهَ عَزِيْزٌ ذُو انْتِقَامٍ ۝

৪৭। তুমি কখনও মনে করিও না যে, আল্লাহ্ তাঁহার রাসূলগণের প্রতি প্রদত্ত প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করেন। নিশ্চয়ই আল্লাহ্ পরাক্রমশালী, দণ্ড-বিধায়ক।

৭৭৯। مقنعى رؤسهم শাব্দিক অর্থ 'উহাদের মাথা তুলিয়া।' ইহা একটি আরবী বাগধারা যাহার অর্থ 'ভীত-বিহ্বল চিত্তে আকাশের দিকে চাহিয়া।

Contents

٤٨- يَوْمَ تُبَدَّلُ الْاَرْضُ غَيْرَ الْاَرْضِ وَالسَّمٰوٰتُ وَبَرَزُوْا لِلّٰهِ الْوَاحِدِ الْقَهَّارِ ○

৪৮। যেদিন এই পৃথিবী পরিবর্তিত হইয়া অন্য পৃথিবী হইবে এবং আকাশমণ্ডলীও; এবং মানুষ উপস্থিত হইবে আল্লাহ্‌র সম্মুখে— যিনি এক, পরাক্রমশালী।

٤٩- وَتَرَى الْمُجْرِمِيْنَ يَوْمَئِذٍ مُّقَرَّنِيْنَ فِي الْاَصْفَادِ ○

৪৯। সেই দিন তুমি অপরাধিগণকে দেখিবে শৃঙ্খলিত অবস্থায়,

٥٠- سَرَابِيْلُهُمْ مِّنْ قَطِرَانٍ وَّتَغْشٰى وُجُوْهَهُمُ النَّارُ ○

৫০। উহাদের জামা হইবে আলকাতরার এবং অগ্নি আচ্ছন্ন করিবে উহাদের মুখমণ্ডল;

٥١- لِيَجْزِيَ اللّٰهُ كُلَّ نَفْسٍ مَّا كَسَبَتْ ؕ اِنَّ اللّٰهَ سَرِيْعُ الْحِسَابِ ○

৫১। ইহা এইজন্য যে, আল্লাহ্ প্রত্যেকের কৃতকর্মের প্রতিফল দিবেন। নিশ্চয়ই আল্লাহ্ দ্রুত হিসাব গ্রহণ করেন।

٥٢- هٰذَا بَلٰغٌ لِّلنَّاسِ وَلِيُنْذَرُوْا بِهٖ وَلِيَعْلَمُوْٓا اَنَّمَا هُوَ اِلٰهٌ وَّاحِدٌ وَّلِيَذَّكَّرَ اُولُوا الْاَلْبَابِ ○

৫২। ইহা মানুষের জন্য এক বার্তা, যাহাতে ইহা দ্বারা উহারা সতর্ক হয় এবং জানিতে পারে যে, তিনি একমাত্র ইলাহ্ এবং যাহাতে বোধশক্তিসম্পন্নেরা উপদেশ গ্রহণ করে।

১৫-সূরা হিজ্‌র

৯৯ আয়াত, ৬ রুকূ', মক্কী

।। দয়াময়, পরম দয়ালু আল্লাহ্‌র নামে ।।

١- الٓرٰ ۚ تِلْكَ اٰيٰتُ الْكِتٰبِ وَقُرْاٰنٍ مُّبِيْنٍ ○

১। আলিফ্-লাম-রা, এইগুলি আয়াত মহাগ্রন্থের, সুস্পষ্ট কুরআনের।
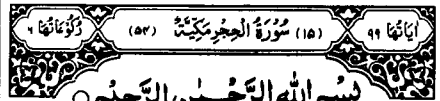
চতুর্দশ পারা

٢- رُبَمَا يَوَدُّ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْ كَانُوا مُسْلِمِينَ ○

২। কখনও কখনও কাফিরগণ আকাঙ্ক্ষা করিবে যে, তাহারা যদি মুসলিম হইত!

٣- ذَرْهُمْ يَأْكُلُوا وَيَتَمَتَّعُوا وَيُلْهِهِمُ الْأَمَلُ فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ ○

৩। উহাদিগকে ছাড়, উহারা খাইতে থাকুক, ভোগ করিতে থাকুক এবং আশা উহাদিগকে মোহাচ্ছন্ন রাখুক, অচিরেই উহারা জানিতে পারিবে।

٤- وَمَا أَهْلَكْنَا مِنْ قَرْيَةٍ إِلَّا وَلَهَا كِتَابٌ مَعْلُومٌ ○

৪। আমি যে কোন জনপদকে ধ্বংস করিয়াছি তাহার জন্য ছিল একটি নির্দিষ্ট লিপিবদ্ধ কাল।

٥- مَا تَسْبِقُ مِنْ أُمَّةٍ أَجَلَهَا وَمَا يَسْتَأْخِرُونَ ○

৫। কোন জাতি তাহার নির্দিষ্ট কালকে ত্বরান্বিত করিতে পারে না, বিলম্বিতও করিতে পারে না।

٦- وَقَالُوا يَا أَيُّهَا الَّذِي نُزِّلَ عَلَيْهِ الذِّكْرُ إِنَّكَ لَمَجْنُونٌ ○

৬। উহারা বলে, 'ওহে যাহার প্রতি কুরআন[৭৮০] অবতীর্ণ হইয়াছে! তুমি তো নিশ্চয় উন্মাদ।

٧- لَوْ مَا تَأْتِينَا بِالْمَلَائِكَةِ إِنْ كُنْتَ مِنَ الصَّادِقِينَ ○

৭। 'তুমি সত্যবাদী হইলে আমাদের নিকট ফিরিশ্‌তাগণকে উপস্থিত করিতেছ না কেন?'

٨- مَا نُنَزِّلُ الْمَلَائِكَةَ إِلَّا بِالْحَقِّ وَمَا كَانُوا إِذًا مُنْظَرِينَ ○

৮। আমি ফিরিশ্‌তাগণকে প্রেরণ করি না যথার্থ কারণ ব্যতীত; ফিরিশ্‌তাগণ উপস্থিত হইলে উহারা অবকাশ পাইবে না।

٩- إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ ○

৯। আমিই কুরআন অবতীর্ণ করিয়াছি এবং অবশ্য আমিই উহার সংরক্ষক।

١٠- وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ فِي شِيَعِ الْأَوَّلِينَ ○

১০। তোমার পূর্বে আমি আগেকার অনেক সম্প্রদায়ের নিকট রাসূল[৭৮১] পাঠাইয়াছিলাম।

৭৮০। এ স্থলে الذكر দ্বারা 'আল্-কুরআনুল-করীমকে' বুঝায়।
৭৮১। 'রাসূল' শব্দটি মূল আরবীতে উহ্য আছে।

১১। তাহাদের নিকট আসে নাই এমন কোন রাসূল যাহাকে তাহারা ঠাট্টা-বিদ্রূপ করিত না।

١١- وَمَا يَأْتِيهِم مِّن رَّسُولٍ إِلَّا كَانُوا بِهِۦ يَسْتَهْزِءُونَ ○

১২। এইভাবে আমি অপরাধীদের অন্তরে উহা[৭৮২] সঞ্চার করি,

١٢- كَذَٰلِكَ نَسْلُكُهُۥ فِى قُلُوبِ ٱلْمُجْرِمِينَ ○

১৩। ইহারা কুরআনের প্রতি[৭৮৩] ঈমান আনিবে না এবং অতীতে পূর্ববর্তিগণেরও এই আচরণ ছিল।

١٣- لَا يُؤْمِنُونَ بِهِۦ ۖ وَقَدْ خَلَتْ سُنَّةُ ٱلْأَوَّلِينَ ○

১৪। যদি উহাদের জন্য আকাশের দুয়ার খুলিয়া দেই এবং উহারা সারাদিন উহাতে আরোহণ করিতে থাকে,

١٤- وَلَوْ فَتَحْنَا عَلَيْهِم بَابًا مِّنَ ٱلسَّمَآءِ فَظَلُّوا فِيهِ يَعْرُجُونَ ○

১৫। তবুও উহারা বলিবে, 'আমাদের দৃষ্টি সম্মোহিত করা হইয়াছে; না, বরং আমরা এক জাদুগ্রস্ত সম্প্রদায়।'

١٥- لَقَالُوٓا إِنَّمَا سُكِّرَتْ أَبْصَٰرُنَا بَلْ نَحْنُ قَوْمٌ مَّسْحُورُونَ ○ ع

[২]

১৬। আমি আকাশে গ্রহ-নক্ষত্র সৃষ্টি করিয়াছি এবং উহাকে সুশোভিত করিয়াছি দর্শকদের জন্য;

١٦- وَلَقَدْ جَعَلْنَا فِى ٱلسَّمَآءِ بُرُوجًا وَزَيَّنَّٰهَا لِلنَّٰظِرِينَ ○

১৭। এবং প্রত্যেক অভিশপ্ত শয়তান হইতে আমি উহাকে রক্ষা করিয়া থাকি;

١٧- وَحَفِظْنَٰهَا مِن كُلِّ شَيْطَٰنٍ رَّجِيمٍ ○

১৮। কিন্তু কেহ চুরি করিয়া সংবাদ[৭৮৪] শুনিতে চাহিলে উহার পশ্চাদ্ধাবন করে প্রদীপ্ত শিখা।[৭৮৫]

١٨- إِلَّا مَنِ ٱسْتَرَقَ ٱلسَّمْعَ فَأَتْبَعَهُۥ شِهَابٌ مُّبِينٌ ○

১৯। আর পৃথিবী, উহাকে আমি বিস্তৃত করিয়াছি, উহাতে পর্বতমালা স্থাপন করিয়াছি; এবং আমি উহাতে[৭৮৬] প্রত্যেক বস্তু উদ্গত করিয়াছি সুপরিমিতভাবে,

١٩- وَٱلْأَرْضَ مَدَدْنَٰهَا وَأَلْقَيْنَا فِيهَا رَوَٰسِىَ وَأَنۢبَتْنَا فِيهَا مِن كُلِّ شَىْءٍ مَّوْزُونٍ ○

৭৮২। অর্থাৎ استهزاء যাহার অর্থ 'বিদ্রূপ-প্রবণতা'।

৭৮৩। এ স্থলে ه সর্বনাম দ্বারা 'আল-কুরআন' বুঝায়।

৭৮৪। এখানে السمع -এর অর্থ 'আকাশের সংবাদ।' -কুরতুবী

৭৮৫। অর্থাৎ উল্কাপিণ্ড।

৭৮৬। এ স্থলে ها সর্বনাম দ্বারা 'পৃথিবী' বুঝাইতেছে।

২০। এবং উহাতে জীবিকার ব্যবস্থা করিয়াছি তোমাদের জন্য, আর তোমরা যাহাদের জীবিকাদাতা নহ তাহাদের জন্যও।

٢٠-وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَايِشَ وَمَنْ لَّسْتُمْ لَهُ بِرٰزِقِيْنَ ۝

২১। আমারই নিকট আছে প্রত্যেক বস্তুর ভাণ্ডার এবং আমি উহা পরিজ্ঞাত পরিমাণেই সরবরাহ করিয়া থাকি।

٢١-وَاِنْ مِّنْ شَيْءٍ اِلَّا عِنْدَنَا خَزَآئِنُهٗ وَمَا نُنَزِّلُهٗٓ اِلَّا بِقَدَرٍ مَّعْلُوْمٍ ۝

২২। আমি বৃষ্টি-গর্ভ বায়ু প্রেরণ করি, অতঃপর আকাশ হইতে বারি বর্ষণ করি এবং উহা তোমাদিগকে পান করিতে দেই; আর তোমরা উহার ভাণ্ডার রক্ষক নহ।

٢٢-وَاَرْسَلْنَا الرِّيٰحَ لَوَاقِحَ فَاَنْزَلْنَا مِنَ السَّمَآءِ مَآءً فَاَسْقَيْنٰكُمُوْهُ وَمَآ اَنْتُمْ لَهٗ بِخٰزِنِيْنَ ۝

২৩। আমিই জীবন দান করি ও মৃত্যু ঘটাই এবং আমিই চূড়ান্ত মালিকানার অধিকারী[৭৮৭]।

٢٣-وَ اِنَّا لَنَحْنُ نُحْيٖ وَنُمِيْتُ وَنَحْنُ الْوٰرِثُوْنَ ۝

২৪। তোমাদের মধ্য হইতে পূর্বে যাহারা গত হইয়াছে আমি তাহাদিগকে জানি এবং পরে যাহারা আসিবে তাহাদিগকেও জানি[৭৮৮]।

٢٤-وَلَقَدْ عَلِمْنَا الْمُسْتَقْدِمِيْنَ مِنْكُمْ وَلَقَدْ عَلِمْنَا الْمُسْتَاْخِرِيْنَ ۝

২৫। তোমার প্রতিপালকই উহাদিগকে সমবেত করিবেন; তিনি প্রজ্ঞাময়, সর্বজ্ঞ।

٢٥-وَاِنَّ رَبَّكَ هُوَ يَحْشُرُهُمْ ۚ اِنَّهٗ حَكِيْمٌ عَلِيْمٌ ۝ ع

[৩]

২৬। আমি তো মানুষ সৃষ্টি করিয়াছি গন্ধযুক্ত কর্দমের শুষ্ক ঠন্‌ঠনা মৃত্তিকা হইতে,

٢٦-وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْاِنْسَانَ مِنْ صَلْصَالٍ مِّنْ حَمَاٍ مَّسْنُوْنٍ ۝

২৭। এবং ইহার পূর্বে সৃষ্টি করিয়াছি জিন্ন অত্যুষ্ণ অগ্নি হইতে।

٢٧-وَالْجَآنَّ خَلَقْنٰهُ مِنْ قَبْلُ مِنْ نَّارِ السَّمُوْمِ ۝

২৮। স্মরণ কর, যখন তোমার প্রতিপালক ফিরিশ্‌তাগণকে বলিলেন, 'আমি গন্ধযুক্ত কর্দমের শুষ্ক ঠন্‌ঠনা মৃত্তিকা হইতে মানুষ সৃষ্টি করিতেছি;

٢٨-وَاِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلٰٓئِكَةِ اِنِّيْ خَالِقٌۢ بَشَرًا مِّنْ صَلْصَالٍ مِّنْ حَمَاٍ مَّسْنُوْنٍ ۝

৭৮৭। দ্র. ৩ ঃ ১৮০।

৭৮৮। ভিন্নমতে ইহার অর্থ—যাহারা ভাল কাজে অগ্রগামী ও যাহারা উহাতে পশ্চাৎগামী।—কাশ্‌শাফ

٢٩- فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُّوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ ○

২৯। 'যখন আমি উহাকে সুঠাম করিব এবং উহাতে আমার পক্ষ হইতে রূহ[৭৮৯] সঞ্চার করিব তখন তোমরা উহার প্রতি সিজ্‌দাবনত হইও',

٣٠- فَسَجَدَ الْمَلَائِكَةُ كُلُّهُمْ أَجْمَعُونَ ○

৩০। তখন ফিরিশ্‌তাগণ সকলেই একত্রে সিজ্‌দা করিল,

٣١- إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَىٰ أَن يَكُونَ مَعَ السَّاجِدِينَ ○

৩১। ইবলীস ব্যতীত, সে সিজ্‌দাকারীদের অন্তর্ভুক্ত হইতে অস্বীকার করিল।

٣٢- قَالَ يَا إِبْلِيسُ مَا لَكَ أَلَّا تَكُونَ مَعَ السَّاجِدِينَ ○

৩২। আল্লাহ্‌ বলিলেন, 'হে ইবলীস! তোমার কি হইল যে, তুমি সিজ্‌দাকারীদের অন্তর্ভুক্ত হইলে না?'

٣٣- قَالَ لَمْ أَكُن لِّأَسْجُدَ لِبَشَرٍ خَلَقْتَهُ مِن صَلْصَالٍ مِّنْ حَمَإٍ مَّسْنُونٍ ○

৩৩। সে বলিল, 'আপনি গন্ধযুক্ত কর্দমের শুষ্ক ঠন্‌ঠনা মৃত্তিকা হইতে যে মানুষ সৃষ্টি করিয়াছেন আমি তাহাকে সিজ্‌দা করিবার নহি।'

٣٤- قَالَ فَاخْرُجْ مِنْهَا فَإِنَّكَ رَجِيمٌ ○

৩৪। তিনি বলিলেন, 'তবে তুমি এখান হইতে বাহির হইয়া যাও, কারণ তুমি তো অভিশপ্ত;

٣٥- وَإِنَّ عَلَيْكَ اللَّعْنَةَ إِلَىٰ يَوْمِ الدِّينِ ○

৩৫। 'এবং কর্মফল দিবস পর্যন্ত অবশ্যই তোমার প্রতি রহিল লা'নত।'

٣٦- قَالَ رَبِّ فَأَنظِرْنِي إِلَىٰ يَوْمِ يُبْعَثُونَ ○

৩৬। সে বলিল, 'হে আমার প্রতিপালক! পুনরুত্থান দিবস পর্যন্ত আমাকে অবকাশ দিন।'

٣٧- قَالَ فَإِنَّكَ مِنَ الْمُنظَرِينَ ○

৩৭। তিনি বলিলেন, 'যাহাদিগকে অবকাশ দেওয়া হইয়াছে তুমি তাহাদের অন্তর্ভুক্ত হইলে,

٣٨- إِلَىٰ يَوْمِ الْوَقْتِ الْمَعْلُومِ ○

৩৮। 'অবধারিত সময় উপস্থিত হওয়ার দিন পর্যন্ত।'

৭৮৯। দ্র. ৪ ঃ ১৭১ আয়াতের টীকা।

৩৯। সে বলিল, 'হে আমার প্রতিপালক! আপনি যে আমাকে বিপথগামী করিলেন তজ্জন্য আমি পৃথিবীতে মানুষের নিকট পাপকর্মকে[৭৯০] অবশ্যই শোভন করিয়া তুলিব এবং আমি উহাদের সকলকেই বিপথগামী করিব,

٣٩-قَالَ رَبِّ بِمَآ اَغْوَيْتَنِيْ لَاُزَيِّنَنَّ لَهُمْ فِي الْاَرْضِ وَلَاُغْوِيَنَّهُمْ اَجْمَعِيْنَ ۝

৪০। 'তবে উহাদের মধ্যে আপনার নির্বাচিত বান্দাগণ ব্যতীত।'

٤٠-اِلَّا عِبَادَكَ مِنْهُمُ الْمُخْلَصِيْنَ ۝

৪১। আল্লাহ্ বলিলেন, 'ইহাই আমার নিকট পৌঁছিবার সরল পথ,[৭৯১]

٤١-قَالَ هٰذَا صِرَاطٌ عَلَيَّ مُسْتَقِيْمٌ ۝

৪২। 'বিভ্রান্তদের মধ্যে যাহারা তোমার অনুসরণ করিবে তাহারা ব্যতীত আমার বান্দাদের উপর তোমার কোনই ক্ষমতা থাকিবে না;

٤٢-اِنَّ عِبَادِيْ لَيْسَ لَكَ عَلَيْهِمْ سُلْطٰنٌ اِلَّا مَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْغٰوِيْنَ ۝

৪৩। 'অবশ্যই জাহান্নাম তাহাদের[৭৯২] সকলেরই প্রতিশ্রুত স্থান,

٤٣-وَاِنَّ جَهَنَّمَ لَمَوْعِدُهُمْ اَجْمَعِيْنَ ۝

৪৪। 'উহার সাতটি দরজা আছে, প্রত্যেক দরজার জন্য পৃথক পৃথক শ্রেণী আছে।'

٤٤-لَهَا سَبْعَةُ اَبْوَابٍ ؕ لِكُلِّ بَابٍ مِّنْهُمْ جُزْءٌ مَّقْسُوْمٌ ۝

[৪]

৪৫। মুত্তাকীরা থাকিবে জান্নাতে ও প্রস্রবণসমূহের মধ্যে।

٤٥-اِنَّ الْمُتَّقِيْنَ فِيْ جَنّٰتٍ وَّعُيُوْنٍ ۝

৪৬। তাহাদিগকে বলা হইবে,[৭৯৩] 'তোমরা শান্তি ও নিরাপত্তার সহিত উহাতে প্রবেশ কর।'

٤٦-اُدْخُلُوْهَا بِسَلٰمٍ اٰمِنِيْنَ ۝

৭৯০। 'পাপকর্ম' কথাটি মূল আরবীতে উহ্য আছে।
৭৯১। ঈমান ও 'আমলের পথ যাহা কুরআনে বর্ণিত আছে।
৭৯২। এ স্থলে هم সর্বনাম দ্বারা যাহারা ইব্‌লীসের অনুসরণ করিবে তাহাদিগকে বুঝাইতেছে।
৭৯৩। 'তাহাদিগকে বলা হইবে' এই বাক্যটি আরবীতে উহ্য আছে।

٤٧- وَنَزَعْنَا مَا فِيْ صُدُوْرِهِمْ مِّنْ غِلٍّ إِخْوَانًا عَلٰى سُرُرٍ مُّتَقٰبِلِيْنَ ○

৪৭। আমি তাহাদের অন্তর হইতে বিদ্বেষ দূর করিব; তাহারা ভ্রাতৃভাবে পরস্পর মুখোমুখি হইয়া আসনে অবস্থান করিবে,

٤٨- لَا يَمَسُّهُمْ فِيْهَا نَصَبٌ وَّمَا هُمْ مِّنْهَا بِمُخْرَجِيْنَ ○

৪৮। সেথায় তাহাদিগকে অবসাদ স্পর্শ করিবে না এবং তাহারা সেথা হইতে বহিষ্কৃতও হইবে না।

٤٩- نَبِّئْ عِبَادِيْٓ أَنِّيْٓ أَنَا الْغَفُوْرُ الرَّحِيْمُ ○

৪৯। আমার বান্দাদিগকে বলিয়া দাও যে, আমি তো পরম ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু,

٥٠- وَأَنَّ عَذَابِيْ هُوَ الْعَذَابُ الْأَلِيْمُ ○

৫০। এবং আমার শাস্তি—সে অতি মর্মন্তুদ শাস্তি!

٥١- وَنَبِّئْهُمْ عَنْ ضَيْفِ إِبْرٰهِيْمَ ○

৫১। আর উহাদিগকে বল, ইব্‌রাহীমের অতিথিদের কথা,

٥٢- إِذْ دَخَلُوْا عَلَيْهِ فَقَالُوْا سَلٰمًا ط قَالَ إِنَّا مِنْكُمْ وَجِلُوْنَ ○

৫২। যখন উহারা তাহার নিকট উপস্থিত হইয়া বলিল, 'সালাম', তখন সে বলিয়াছিল, 'আমরা তোমাদের আগমনে আতঙ্কিত।'[৭৯৪]

٥٣- قَالُوْا لَا تَوْجَلْ إِنَّا نُبَشِّرُكَ بِغُلٰمٍ عَلِيْمٍ ○

৫৩। উহারা বলিল, 'ভয় করিও না, আমরা তোমাকে এক জ্ঞানী পুত্রের শুভ সংবাদ দিতেছি।'

٥٤- قَالَ أَبَشَّرْتُمُوْنِيْ عَلٰٓى أَنْ مَّسَّنِيَ الْكِبَرُ فَبِمَ تُبَشِّرُوْنَ ○

৫৪। সে বলিল, 'তোমরা কি আমাকে শুভ সংবাদ দিতেছ আমি বার্ধক্যগ্রস্ত হওয়া সত্ত্বেও? তোমরা কী বিষয়ে শুভ সংবাদ দিতেছ?'

٥٥- قَالُوْا بَشَّرْنٰكَ بِالْحَقِّ فَلَا تَكُنْ مِّنَ الْقٰنِطِيْنَ ○

৫৫। উহারা বলিল, 'আমরা সত্য সংবাদ দিতেছি; সুতরাং তুমি হতাশ হইও না।'

٥٦- قَالَ وَمَنْ يَّقْنَطُ مِنْ رَّحْمَةِ رَبِّهٖٓ إِلَّا الضَّآلُّوْنَ ○

৫৬। সে বলিল, 'যাহারা পথভ্রষ্ট তাহারা ব্যতীত আর কে তাহার প্রতিপালকের অনুগ্রহ হইতে হতাশ হয়?'

৭৯৪। দ্র. ১১ ঃ ৭০।

Contents

৫৭। সে বলিল, 'হে ফিরেশ্‌তাগণ! তোমাদের আর বিশেষ কি কাজ আছে?'

٥٧- قَالَ فَمَا خَطْبُكُمْ أَيُّهَا الْمُرْسَلُونَ ○

৫৮। উহারা বলিল, 'আমাদিগকে এক অপরাধী সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে প্রেরণ করা হইয়াছে—

٥٨- قَالُوٓا إِنَّآ أُرْسِلْنَآ إِلَىٰ قَوْمٍ مُّجْرِمِينَ ○

৫৯। 'তবে লূতের পরিবারবর্গের বিরুদ্ধে নহে, আমরা অবশ্যই ইহাদের সকলকে রক্ষা করিব,

٥٩- إِلَّآ ءَالَ لُوطٍ إِنَّا لَمُنَجُّوهُمْ أَجْمَعِينَ ○

৬০। 'কিন্তু তাহার স্ত্রীকে নহে; আমরা স্থির করিয়াছি[৭৯৫] যে, সে অবশ্যই পশ্চাতে অবস্থানকারীদের অন্তর্ভুক্ত।'

٦٠- إِلَّا ٱمْرَأَتَهُۥ قَدَّرْنَآ إِنَّهَا لَمِنَ ٱلْغَٰبِرِينَ ○

[৫]

৬১। ফিরিশ্‌তাগণ যখন লূত-পরিবারের নিকট আসিল,

٦١- فَلَمَّا جَآءَ ءَالَ لُوطٍ ٱلْمُرْسَلُونَ ○

৬২। তখন লূত বলিল,[৭৯৬] 'তোমরা তো অপরিচিত লোক।'

٦٢- قَالَ إِنَّكُمْ قَوْمٌ مُّنكَرُونَ ○

৬৩। তাহারা বলিল, 'না, উহারা[৭৯৭] যে বিষয়ে[৭৯৮] সন্দিগ্ধ ছিল আমরা তোমার নিকট তাহাই লইয়া আসিয়াছি;

٦٣- قَالُوا۟ بَلْ جِئْنَٰكَ بِمَا كَانُوا۟ فِيهِ يَمْتَرُونَ ○

৬৪। 'আমরা তোমার নিকট সত্য সংবাদ লইয়া আসিয়াছি এবং অবশ্যই আমরা সত্যবাদী;

٦٤- وَأَتَيْنَٰكَ بِٱلْحَقِّ وَإِنَّا لَصَٰدِقُونَ ○

৭৯৫। আল্লাহ্‌ই স্থির করিয়াছেন। ফিরিশ্‌তাগণ উক্ত শাস্তি প্রদানের দায়িত্বে নিযুক্ত হওয়ায় ইহা বলিয়াছেন।
৭৯৬। এ স্থলে قال ক্রিয়ার কর্তা হযরত লূত (আ)।
৭৯৭। এখানে 'উহারা' দ্বারা লূতের সম্প্রদায়কে বুঝাইতেছে।
৭৯৮। এখানে ما فيه যে বিষয়ে দ্বারা 'শাস্তি' বুঝাইতেছে। -কাশ্‌শাফ, কুরতুবী ইত্যাদি

Contents

৬৫। 'সুতরাং তুমি রাত্রির কোন এক সময়ে তোমার পরিবারবর্গসহ বাহির হইয়া পড় এবং তুমি তাহাদের পশ্চাদনুসরণ কর এবং তোমাদের মধ্যে কেহ যেন পিছন দিকে না তাকায়; তোমাদিগকে যেথায় যাইতে বলা হইতেছে তোমরা সেথায় চলিয়া যাও।'

٦٥- فَأَسْرِ بِأَهْلِكَ بِقِطْعٍ مِّنَ الَّيْلِ وَاتَّبِعْ أَدْبَارَهُمْ وَلَا يَلْتَفِتْ مِنكُمْ أَحَدٌ وَّامْضُوا حَيْثُ تُؤْمَرُونَ ○

৬৬। আমি তাহাকে[৭৯৯] এই বিষয়ে ফায়সালা জানাইয়া দিলাম যে, প্রত্যূষে উহাদিগকে সমূলে বিনাশ করা হইবে।

٦٦- وَقَضَيْنَآ إِلَيْهِ ذَٰلِكَ الْأَمْرَ أَنَّ دَابِرَ هَٰٓؤُلَآءِ مَقْطُوعٌ مُّصْبِحِينَ ○

৬৭। নগরবাসিগণ উল্লসিত হইয়া উপস্থিত হইল।

٦٧- وَجَآءَ أَهْلُ الْمَدِينَةِ يَسْتَبْشِرُونَ ○

৬৮। সে বলিল, 'উহারা আমার অতিথি; সুতরাং তোমরা আমাকে বেইয্‌যত করিও না।

٦٨- قَالَ إِنَّ هَٰٓؤُلَآءِ ضَيْفِي فَلَا تَفْضَحُونِ ○

৬৯। 'তোমরা আল্লাহ্‌কে ভয় কর ও আমাকে হেয় করিও না।'

٦٩- وَاتَّقُوا اللَّهَ وَلَا تُخْزُونِ ○

৭০। উহারা বলিল, 'আমরা কি দুনিয়াসুদ্ধ লোককে আশ্রয় দিতে তোমাকে নিষেধ করি নাই?'

٧٠- قَالُوٓا أَوَلَمْ نَنْهَكَ عَنِ الْعَٰلَمِينَ ○

৭১। লূত বলিল, 'একান্তই যদি তোমরা কিছু করিতে চাহ তবে আমার এই কন্যাগণ[৮০০] রহিয়াছে।'

٧١- قَالَ هَٰٓؤُلَآءِ بَنَاتِيٓ إِن كُنتُمْ فَٰعِلِينَ ○

৭২। তোমার জীবনের শপথ, উহারা তো মত্ততায় বিমূঢ়[৮০১] হইয়াছে।

٧٢- لَعَمْرُكَ إِنَّهُمْ لَفِي سَكْرَتِهِمْ يَعْمَهُونَ ○

৭৩। অতঃপর সূর্যোদয়ের সময়ে মহানাদ উহাদিগকে আঘাত করিল;

٧٣- فَأَخَذَتْهُمُ الصَّيْحَةُ مُشْرِقِينَ ○

৭৯৯। এ স্থলে ه সর্বনাম দ্বারা লূত (আ)-কে বুঝাইতেছে।

৮০০। দ্র. ১১ ঃ ৭৮ আয়াতের টীকা।

৮০১। হযরত লূত (আ)-এর সম্প্রদায় তাহাদের অশালীন পাপাচারের অতি মন্দ পরিণাম সম্পর্কে তাঁহার কঠোর সতর্কতার প্রতি ভ্রূক্ষেপ করে নাই; বরং তাঁহাকে উপহাস করিয়াছে। ইহা তাহাদের কাণ্ডজ্ঞানহীনতার স্পষ্ট প্রমাণ।

৭৪। আর আমি জনপদকে উল্‌টাইয়া উপর-নীচ করিয়া দিলাম এবং উহাদের উপর প্রস্তর-কংকর বর্ষণ করিলাম।

٧٤- فَجَعَلْنَا عَالِيَهَا سَافِلَهَا وَاَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ حِجَارَةً مِّنْ سِجِّيْلٍ ۝

৭৫। অবশ্যই ইহাতে নিদর্শন রহিয়াছে পর্যবেক্ষণ-শক্তিসম্পন্ন ব্যক্তিদের জন্য।

٧٥- اِنَّ فِيْ ذٰلِكَ لَاٰيٰتٍ لِّلْمُتَوَسِّمِيْنَ ۝

৭৬। উহা[৮০২] তো লোক চলাচলের পথি-পার্শ্বে এখনও বিদ্যমান।

٧٦- وَاِنَّهَا لَبِسَبِيْلٍ مُّقِيْمٍ ۝

৭৭। অবশ্যই ইহাতে মু'মিনদের জন্য রহিয়াছে নিদর্শন।

٧٧- اِنَّ فِيْ ذٰلِكَ لَاٰيَةً لِّلْمُؤْمِنِيْنَ ۝

৭৮। আর 'আয়কা'বাসীরাও[৮০৩] তো ছিল সীমালংঘনকারী,

٧٨- وَاِنْ كَانَ اَصْحٰبُ الْاَيْكَةِ لَظٰلِمِيْنَ ۝

৭৯। সুতরাং আমি উহাদিগকে শাস্তি দিয়াছি, অবশ্য উভয়টিই[৮০৪] প্রকাশ্য পথিপার্শ্বে অবস্থিত।

٧٩- فَانْتَقَمْنَا مِنْهُمْ ۘ وَاِنَّهُمَا لَبِاِمَامٍ مُّبِيْنٍ ۝

[৬]

৮০। হিজ্‌রবাসিগণও[৮০৫] রাসূলদের প্রতি মিথ্যা আরোপ করিয়াছিল;

٨٠- وَلَقَدْ كَذَّبَ اَصْحٰبُ الْحِجْرِ الْمُرْسَلِيْنَ ۝

৮১। আমি উহাদিগকে আমার নিদর্শন দিয়াছিলাম, কিন্তু উহারা তাহা উপেক্ষা করিয়াছিল।

٨١- وَاٰتَيْنٰهُمْ اٰيٰتِنَا فَكَانُوْا عَنْهَا مُعْرِضِيْنَ ۝

৮২। উহারা পাহাড় কাটিয়া গৃহ নির্মাণ করিত নিরাপদ বাসের জন্য।

٨٢- وَكَانُوْا يَنْحِتُوْنَ مِنَ الْجِبَالِ بُيُوْتًا اٰمِنِيْنَ ۝

৮০২। ঐ জনপদের ধ্বংসস্তূপ।

৮০৩। اصحاب الايكة এর শাব্দিক অর্থ 'গহন অরণ্যের অধিবাসী; শু'আয়ব সম্প্রদায় এই অঞ্চলে বাস করিত বলিয়া اصحاب الايكة দ্বারা শু'আয়ব সম্প্রদায়কে বুঝাইতেছে। আয়কাঃ মাদ্‌ইয়ানের পার্শ্ববর্তী এলাকা। শু'আয়ব (আ) এই দুই এলাকার জন্যই নবী ছিলেন। —কাশ্‌শাফ, জালালায়ন ইত্যাদি

৮০৪। এ স্থলে هما সর্বনাম দ্বারা লূত ও শু'আয়ব সম্প্রদায়ের বসতির ধ্বংসস্তূপ বুঝাইতেছে।

৮০৫। 'হিজ্‌র' একটি উপত্যকার নাম, যেখানে ছামূদ সম্প্রদায় বাস করিত।

৮৩। অতঃপর প্রভাতকালে মহানাদ উহাদিগকে আঘাত করিল।

٨٣- فَاَخَذَتْهُمُ الصَّيْحَةُ مُصْبِحِيْنَ ۝

৮৪। সুতরাং উহারা যাহা অর্জন করিত তাহা উহাদের কোন কাজে আসে নাই।

٨٤- فَمَآ اَغْنٰى عَنْهُمْ مَّا كَانُوْا يَكْسِبُوْنَ ۝

৮৫। আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবী এবং উহাদের অন্তর্বর্তী কোন কিছুই আমি অযথা সৃষ্টি করি নাই এবং কিয়ামত অবশ্যম্ভাবী।[৮০৬] সুতরাং তুমি পরম সৌজন্যের সহিত উহাদিগকে[৮০৭] ক্ষমা কর।

٨٥- وَمَا خَلَقْنَا السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَآ اِلَّا بِالْحَقِّ ؕ وَاِنَّ السَّاعَةَ لَاٰتِيَةٌ فَاصْفَحِ الصَّفْحَ الْجَمِيْلَ ۝

৮৬। নিশ্চয়ই তোমার প্রতিপালক মহাস্রষ্টা, মহাজ্ঞানী।

٨٦- اِنَّ رَبَّكَ هُوَ الْخَلّٰقُ الْعَلِيْمُ ۝

৮৭। আমি তো তোমাকে দিয়াছি সাত আয়াত[৮০৮] যাহা পুনঃ পুনঃ আবৃত্ত হয় এবং দিয়াছি মহান কুরআন।

٨٧- وَلَقَدْ اٰتَيْنٰكَ سَبْعًا مِّنَ الْمَثَانِيْ وَالْقُرْاٰنَ الْعَظِيْمَ ۝

৮৮। আমি তাহাদের[৮০৯] বিভিন্ন শ্রেণীকে ভোগ-বিলাসের যে উপকরণ দিয়াছি তাহার প্রতি তুমি কখনও তোমার চক্ষুদ্বয় প্রসারিত করিও না[৮১০]। তাহাদের[৮১১] জন্য তুমি দুঃখ করিও না; তুমি মু'মিনদের জন্য তোমার পক্ষপুট অবনমিত কর[৮১২],

٨٨- لَا تَمُدَّنَّ عَيْنَيْكَ اِلٰى مَا مَتَّعْنَا بِهٖٓ اَزْوَاجًا مِّنْهُمْ وَلَا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ وَاخْفِضْ جَنَاحَكَ لِلْمُؤْمِنِيْنَ ۝

৮৯। এবং বল, 'আমি তো কেবল এক প্রকাশ্য সতর্ককারী।'

٨٩- وَقُلْ اِنِّيْٓ اَنَا النَّذِيْرُ الْمُبِيْنُ ۝

৮০৬। এ স্থলে لاتية -এর অর্থ لكائنة 'যাহা হইবেই' অর্থাৎ অবশ্যম্ভাবী।—কুরতুবী

৮০৭। 'উহাদিগকে' শব্দটি মূল আরবীতে উহ্য আছে।

৮০৮। 'সাত আয়াতে'র অর্থ সূরা ফাতিহার সাত আয়াত।—কাশ্‌শাফ, কুরতুবী ইত্যাদি।

৮০৯। এ স্থলে هم সর্বনামটি সত্য প্রত্যাখ্যানকারীদের পরিবর্তে ব্যবহৃত হইয়াছে।—জালালায়ন, কুরতুবী ইত্যাদি

৮১০। لاتمدن عينيك -এর শাব্দিক অর্থ 'তোমার চক্ষুদ্বয় প্রসারিত করিও না।' ইহা একটি আরবী বাগধারা, যাহার অর্থ 'লক্ষ্য করিও না'।

৮১১। এ স্থলে عليهم -এর অর্থ على عدم ايمانهم অর্থাৎ উহারা বিশ্বাসী না হওয়ার জন্য।—কাশ্‌শাফ, কুরতুবী ইত্যাদি

৮১২। واخفض جناحك -এর শাব্দিক অর্থ 'তোমার ডানা অবনত কর'। ইহা একটি বাগধারা, যাহার অর্থ সদয় হও।—জালালায়ন, কুরতুবী ইত্যাদি

৯০। যেভাবে আমি অবতীর্ণ করিয়াছিলাম বিভক্তকারীদের উপর৮১৩:

٩٠- كَمَآ اَنْزَلْنَا عَلَى الْمُقْتَسِمِيْنَ ۙ

৯১। যাহারা কুরআনকে বিভিন্নভাবে বিভক্ত৮১৪ করিয়াছে।

٩١- الَّذِيْنَ جَعَلُوا الْقُرْاٰنَ عِضِيْنَ ○

৯২। সুতরাং শপথ তোমার প্রতিপালকের! আমি উহাদের সকলকে প্রশ্ন করিবই,

٩٢- فَوَرَبِّكَ لَنَسْـَٔلَنَّهُمْ اَجْمَعِيْنَ ۙ

৯৩। সেই বিষয়ে, যাহা উহারা করে।

٩٣- عَمَّا كَانُوْا يَعْمَلُوْنَ ○

৯৪। অতএব তুমি যে বিষয়ে আদিষ্ট হইয়াছ তাহা প্রকাশ্যে প্রচার কর এবং মুশরিকদিগকে উপেক্ষা কর।

٩٤- فَاصْدَعْ بِمَا تُؤْمَرُ وَاَعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِيْنَ ○

৯৫। আমিই যথেষ্ট তোমার জন্য বিদ্রূপকারীদের বিরুদ্ধে,

٩٥- اِنَّا كَفَيْنٰكَ الْمُسْتَهْزِءِيْنَ ۙ

৯৬। যাহারা আল্লাহ্‌র সহিত অপর ইলাহ্ নির্ধারণ করিয়াছে। সুতরাং শীঘ্রই উহারা জানিতে পারিবে৮১৫।

٩٦- الَّذِيْنَ يَجْعَلُوْنَ مَعَ اللّٰهِ اِلٰهًا اٰخَرَ ۚ فَسَوْفَ يَعْلَمُوْنَ ○

৯৭। আমি তো জানি, উহারা যাহা বলে তাহাতে তোমার অন্তর সংকুচিত হয়;

٩٧- وَلَقَدْ نَعْلَمُ اَنَّكَ يَضِيْقُ صَدْرُكَ بِمَا يَقُوْلُوْنَ ۙ

৯৮। সুতরাং তুমি তোমার প্রতিপালকের সপ্রশংস পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা কর এবং তুমি সিজ্‌দাকারীদের অন্তর্ভুক্ত হও;

٩٨- فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَكُنْ مِّنَ السّٰجِدِيْنَ ۙ

৯৯। তোমার মৃত্যু৮১৬ উপস্থিত হওয়া পর্যন্ত তুমি তোমার প্রতিপালকের 'ইবাদত কর।

٩٩- وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتّٰى يَاْتِيَكَ الْيَقِيْنُ ○

৮১৩। অর্থাৎ ইয়াহূদী ও খৃস্টানগণ।
৮১৪। আল্-কুরআনুল-করীমকে বিভিন্নভাবে বিভক্ত করার অর্থ উহার কিছু গ্রহণ ও কিছু বর্জন করা। ইয়াহূদী ও খৃস্টানগণ কুরআনের যে যে বিষয় তাহাদের মনোমত হইত তাহা মানিত, আর তদ্রূপ না হইলে বর্জন করিত।
৮১৫। অর্থাৎ শিরকের পরিণাম জানিতে পারিবে। —জালালায়ন, কুরতুবী ইত্যাদি
৮১৬। يقين -এর অর্থ নিশ্চিত বিশ্বাস। এ স্থলে ইহা মৃত্যু অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে। —কুরতুবী, জালালায়ন ইত্যাদি

১৬-সূরা নাহ্ল

১২৮ আয়াত, ১৬ রুকূ', মক্কী

।। দয়াময়, পরম দয়ালু আল্লাহ্‌র নামে ।।

١- اَتٰۤى اَمْرُ اللّٰهِ فَلَا تَسْتَعْجِلُوْهُ ؕ سُبْحٰنَهٗ وَ تَعٰلٰى عَمَّا يُشْرِكُوْنَ ○

১। আল্লাহ্‌র আদেশ আসিবেই[৮১৭]; সুতরাং উহা ত্বরান্বিত করিতে চাহিও না। তিনি মহিমান্বিত এবং উহারা যাহাকে শরীক করে তিনি তাহার ঊর্ধ্বে।

٢- يُنَزِّلُ الْمَلٰٓئِكَةَ بِالرُّوْحِ مِنْ اَمْرِهٖ عَلٰى مَنْ يَّشَآءُ مِنْ عِبَادِهٖۤ اَنْ اَنْذِرُوْۤا اَنَّهٗ لَاۤ اِلٰهَ اِلَّاۤ اَنَا فَاتَّقُوْنِ ○

২। তিনি তাঁহার বান্দাদের মধ্যে যাহার প্রতি ইচ্ছা স্বীয় নির্দেশ ওহী[৮১৮]সহ ফিরিশ্‌তা প্রেরণ করেন এই বলিয়া যে, তোমরা সতর্ক কর যে, নিশ্চয়ই আমি ব্যতীত কোন ইলাহ্ নাই; সুতরাং আমাকে ভয় কর।

٣- خَلَقَ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ بِالْحَقِّ ؕ تَعٰلٰى عَمَّا يُشْرِكُوْنَ ○

৩। তিনি যথাযথভাবে আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবী সৃষ্টি করিয়াছেন; উহারা যাহা শরীক করে তিনি তাহার ঊর্ধ্বে।

٤- خَلَقَ الْاِنْسَانَ مِنْ نُّطْفَةٍ فَاِذَا هُوَ خَصِيْمٌ مُّبِيْنٌ ○

৪। তিনি শুক্র হইতে মানুষ সৃষ্টি করিয়াছেন; অথচ দেখ, সে প্রকাশ্য বিতণ্ডাকারী!

٥- وَالْاَنْعَامَ خَلَقَهَا ۚ لَكُمْ فِيْهَا دِفْءٌ وَّمَنَافِعُ وَمِنْهَا تَاْكُلُوْنَ ○

৫। তিনি চতুষ্পদ জন্তু[৮১৯] সৃষ্টি করিয়াছেন; তোমাদের জন্য উহাতে শীত নিবারক উপকরণ ও বহু উপকার রহিয়াছে। এবং উহা হইতে তোমরা আহার করিয়া থাক।

٦- وَلَكُمْ فِيْهَا جَمَالٌ حِيْنَ تُرِيْحُوْنَ وَحِيْنَ تَسْرَحُوْنَ ○

৬। এবং তোমরা যখন গোধূলি লগ্নে উহাদিগকে চারণভূমি হইতে গৃহে লইয়া আস এবং প্রভাতে যখন উহাদিগকে চারণভূমিতে লইয়া যাও তখন তোমরা উহার সৌন্দর্য উপভোগ কর।

৮১৭। অবশ্যম্ভাবী ঘটিবে এমন কাজের জন্য আল-কুরআনে অনেক ক্ষেত্রে অতীত কালের ক্রিয়া ব্যবহার করা হইয়াছে। اَتٰى -এর অর্থ আসিয়াছে ; এ স্থলে ইহার অর্থ আসিবেই। —নাসাফী, জালালায়ন

৮১৮। روح অর্থ এখানে ওহী অথবা কুরআন। ৪ ঃ ১৬৩ আয়াতের টীকা ও ৪২ ঃ ৫২ আয়াত দ্র.।

৮১৯। ৫ ঃ ১ আয়াতের টীকা দ্র.।

Contents

٧-وَتَحۡمِلُ اَثۡقَالَكُمۡ اِلٰى بَلَدٍ لَّمۡ تَكُوۡنُوۡا بٰلِغِيۡهِ اِلَّا بِشِقِّ الۡاَنۡفُسِ ؕ اِنَّ رَبَّكُمۡ لَرَءُوۡفٌ رَّحِيۡمٌ ۙ

৭। এবং উহারা তোমাদের ভার বহন করিয়া লইয়া যায় এমন দেশে যেথায় প্রাণান্ত ক্লেশ ব্যতীত তোমরা পৌঁছিতে পারিতে না। তোমাদের প্রতিপালক অবশ্যই দয়ার্দ্র, পরম দয়ালু।

٨-وَّالۡخَيۡلَ وَالۡبِغَالَ وَالۡحَمِيۡرَ لِتَرۡكَبُوۡهَا وَزِيۡنَةً ؕ وَيَخۡلُقُ مَا لَا تَعۡلَمُوۡنَ ○

৮। তোমাদের আরোহণের জন্য ও শোভার জন্য তিনি সৃষ্টি করিয়াছেন অশ্ব, অশ্বতর ও গর্দভ এবং তিনি সৃষ্টি করেন এমন অনেক কিছু[৮২০], যাহা তোমরা অবগত নহ।

٩-وَعَلَى اللّٰهِ قَصۡدُ السَّبِيۡلِ وَمِنۡهَا جَآئِرٌ ؕ وَلَوۡ شَآءَ لَهَدٰىكُمۡ اَجۡمَعِيۡنَ ۟ ع

৯। সরল পথ আল্লাহ্‌র কাছে পৌঁছায়, কিন্তু পথগুলির মধ্যে বক্র পথও আছে। তিনি ইচ্ছা করিলে তোমাদের সকলকেই সৎপথে পরিচালিত করিতেন।

[২]

١٠-هُوَ الَّذِىۡۤ اَنۡزَلَ مِنَ السَّمَآءِ مَآءً لَّـكُمۡ مِّنۡهُ شَرَابٌ وَّمِنۡهُ شَجَرٌ فِيۡهِ تُسِيۡمُوۡنَ ○

১০। তিনিই আকাশ হইতে বারি বর্ষণ করেন। উহাতে তোমাদের জন্য রহিয়াছে পানীয় এবং উহা হইতে জন্মায় উদ্ভিদ[৮২১] যাহাতে তোমরা পশু চারণ করিয়া থাক।

١١-يُنۡۢبِتُ لَـكُمۡ بِهِ الزَّرۡعَ وَالزَّيۡتُوۡنَ وَالنَّخِيۡلَ وَالۡاَعۡنَابَ وَمِنۡ كُلِّ الثَّمَرٰتِ ؕ اِنَّ فِىۡ ذٰلِكَ لَاٰيَةً لِّقَوۡمٍ يَّتَفَكَّرُوۡنَ ○

১১। তিনি তোমাদের জন্য উহার দ্বারা জন্মান শস্য, যায়তূন,[৮২২] খর্জুর বৃক্ষ, দ্রাক্ষা এবং সর্বপ্রকার ফল। অবশ্যই ইহাতে চিন্তাশীল সম্প্রদায়ের জন্য রহিয়াছে নিদর্শন।

١٢-وَسَخَّرَ لَـكُمُ الَّيۡلَ وَالنَّهَارَ ۙ وَالشَّمۡسَ وَالۡقَمَرَ ؕ وَالنُّجُوۡمُ مُسَخَّرٰتٌۢ بِاَمۡرِهٖ ؕ اِنَّ فِىۡ ذٰلِكَ لَاٰيٰتٍ لِّقَوۡمٍ يَّعۡقِلُوۡنَ ۙ

১২। তিনিই তোমাদের কল্যাণে নিয়োজিত করিয়াছেন রজনী, দিবস, সূর্য এবং চন্দ্রকে; আর নক্ষত্ররাজিও অধীন হইয়াছে তাঁহারই নির্দেশে। অবশ্যই ইহাতে বোধশক্তি সম্পন্ন সম্প্রদায়ের জন্য রহিয়াছে নিশ্চিত নিদর্শন—

৮২০। 'এমন অনেক কিছু' এই কথা কয়টি না বলিলে এই আয়াতের অর্থ সহজে বুঝা যায় না।
৮২১। شجر-এর সাধারণ অর্থ বৃক্ষ, কিন্তু شجر দ্বারা শাক-সব্‌জি জাতীয় উদ্ভিদকেও বুঝায়।—লিসানুল 'আরাব
৮২২। ৬ ঃ ৯৯ আয়াতের টীকা দ্র.।

١٣- وَمَا ذَرَاَ لَكُمْ فِي الْاَرْضِ مُخْتَلِفًا اَلْوَانُهٗ ؕ اِنَّ فِيْ ذٰلِكَ لَاٰيَةً لِّقَوْمٍ يَّذَّكَّرُوْنَ ۝

১৩। এবং তিনি[৮২৩] বিবিধ প্রকার[৮২৪] বস্তুও যাহা তোমাদের জন্য পৃথিবীতে সৃষ্টি করিয়াছেন। ইহাতে রহিয়াছে নিশ্চিত নিদর্শন সেই সম্প্রদায়ের জন্য যাহারা উপদেশ গ্রহণ করে।

١٤- وَهُوَ الَّذِيْ سَخَّرَ الْبَحْرَ لِتَاْكُلُوْا مِنْهُ لَحْمًا طَرِيًّا وَّتَسْتَخْرِجُوْا مِنْهُ حِلْيَةً تَلْبَسُوْنَهَا ۚ وَتَرَى الْفُلْكَ مَوَاخِرَ فِيْهِ وَلِتَبْتَغُوْا مِنْ فَضْلِهٖ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُوْنَ ۝

১৪। তিনিই সমুদ্রকে অধীন করিয়াছেন যাহাতে তোমরা উহা হইতে তাজা মৎস্য আহার[৮২৫] করিতে পার এবং যাহাতে উহা হইতে আহরণ করিতে পার রত্নাবলী যাহা তোমরা ভূষণরূপে পরিধান কর; এবং তোমরা দেখিতে পাও, উহার বুক চিরিয়া নৌযান চলাচল করে এবং উহা এইজন্য যে, তোমরা যেন তাঁহার অনুগ্রহ সন্ধান করিতে পার[৮২৬] এবং তোমরা যেন কৃতজ্ঞতা প্রকাশ কর;

١٥- وَاَلْقٰى فِي الْاَرْضِ رَوَاسِيَ اَنْ تَمِيْدَ بِكُمْ وَاَنْهٰرًا وَّسُبُلًا لَّعَلَّكُمْ تَهْتَدُوْنَ ۝

১৫। এবং তিনি পৃথিবীতে সুদৃঢ় পর্বত স্থাপন করিয়াছেন, যাহাতে পৃথিবী তোমাদিগকে লইয়া আন্দোলিত না হয় এবং স্থাপন করিয়াছেন নদ-নদী ও পথ, যাহাতে তোমরা তোমাদের গন্তব্যস্থলে পৌঁছিতে পার;

١٦- وَعَلٰمٰتٍ ؕ وَبِالنَّجْمِ هُمْ يَهْتَدُوْنَ ۝

১৬। এবং পথ নির্ণায়ক চিহ্নসমূহও। আর উহারা নক্ষত্রের সাহায্যেও পথের নির্দেশ পায়।

١٧- اَفَمَنْ يَّخْلُقُ كَمَنْ لَّا يَخْلُقُ ؕ اَفَلَا تَذَكَّرُوْنَ ۝

১৭। সুতরাং যিনি সৃষ্টি করেন, তিনি কি তাহারই মত যে সৃষ্টি করে না? তবুও কি তোমরা শিক্ষা গ্রহণ করিবে না?

١٨- وَاِنْ تَعُدُّوْا نِعْمَةَ اللّٰهِ لَا تُحْصُوْهَا ؕ اِنَّ اللّٰهَ لَغَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ ۝

১৮। তোমরা আল্লাহ্‌র অনুগ্রহ গণনা করিলে উহার সংখ্যা নির্ণয় করিতে পারিবে না। আল্লাহ্ অবশ্যই ক্ষমাপরায়ণ, পরম দয়ালু।

৮২৩। আল্লাহ্ তোমাদের কল্যাণে নিয়োজিত করিয়াছেন।
৮২৪। لون শব্দটির অর্থ রং, কিন্তু এ স্থলে ইহা 'প্রকার' অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে। —কুরতুবী, সাফওয়াতুল বায়ান ইত্যাদি الوان বহুবচন, لون একবচন।
৮২৫। لحم -এর অর্থ গোশ্‌ত কিন্তু এই স্থলে ইহার অর্থ মৎস্য। —কুরতুবী, নাসাফী ইত্যাদি
৮২৬। সমুদ্রপথে বাণিজ্য করার মাধ্যমে।

١٩- وَاللّٰهُ يَعْلَمُ مَا تُسِرُّوْنَ وَمَا تُعْلِنُوْنَ ○

১৯। তোমরা যাহা গোপন রাখ এবং যাহা প্রকাশ কর আল্লাহ্ তাহা জানেন।

٢٠- وَالَّذِيْنَ يَدْعُوْنَ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ لَا يَخْلُقُوْنَ شَيْـًٔا وَّهُمْ يُخْلَقُوْنَ ○

২০। উহারা আল্লাহ্ ব্যতীত অপর যাহাদিগকে আহ্বান করে তাহারা কিছুই সৃষ্টি করে না, তাহাদিগকেই সৃষ্টি করা হয়।

٢١- اَمْوَاتٌ غَيْرُ اَحْيَآءٍ ۚ وَمَا يَشْعُرُوْنَ ۙ اَيَّانَ يُبْعَثُوْنَ ○

২১। তাহারা নিষ্প্রাণ[৮২৭], নির্জীব এবং কখন তাহাদিগকে পুনরুত্থিত করা হইবে সে বিষয়ে তাহাদের কোন চেতনা নাই।

[৩]

٢٢- اِلٰهُكُمْ اِلٰهٌ وَّاحِدٌ ۚ فَالَّذِيْنَ لَا يُؤْمِنُوْنَ بِالْاٰخِرَةِ قُلُوْبُهُمْ مُّنْكِرَةٌ وَّهُمْ مُّسْتَكْبِرُوْنَ ○

২২। তোমাদের ইলাহ্ এক ইলাহ্, সুতরাং যাহারা আখিরাতে বিশ্বাস করে না তাহাদের অন্তর সত্যবিমুখ এবং তাহারা অহংকারী।

٢٣- لَا جَرَمَ اَنَّ اللّٰهَ يَعْلَمُ مَا يُسِرُّوْنَ وَمَا يُعْلِنُوْنَ ۭ اِنَّهٗ لَا يُحِبُّ الْمُسْتَكْبِرِيْنَ ○

২৩। ইহা নিঃসন্দেহ যে, আল্লাহ্ জানেন যাহা উহারা গোপন করে এবং যাহা উহারা প্রকাশ করে। তিনি তো অহংকারীকে পসন্দ করেন না।

٢٤- وَاِذَا قِيْلَ لَهُمْ مَّاذَآ اَنْزَلَ رَبُّكُمْ ۙ قَالُوْٓا اَسَاطِيْرُ الْاَوَّلِيْنَ ○

২৪। যখন উহাদিগকে বলা হয়, 'তোমাদের প্রতিপালক কী অবতীর্ণ করিয়াছেন?' তখন উহারা বলে, 'পূর্ববর্তীদের উপকথা!'

٢٥- لِيَحْمِلُوْٓا اَوْزَارَهُمْ كَامِلَةً يَّوْمَ الْقِيٰمَةِ ۙ وَمِنْ اَوْزَارِ الَّذِيْنَ يُضِلُّوْنَهُمْ بِغَيْرِ عِلْمٍ ۭ اَلَا سَآءَ مَا يَزِرُوْنَ ○

২৫। ফলে কিয়ামত দিবসে উহারা বহন করিবে উহাদের পাপভার পূর্ণ মাত্রায় এবং পাপভার[৮২৮] তাহাদেরও যাহাদিগকে উহারা অজ্ঞতাহেতু বিভ্রান্ত করিয়াছে। দেখ, উহারা যাহা বহন করিবে তাহা কত নিকৃষ্ট!

৮২৭ اموات-এর অর্থ মৃত। যাহার জীবন থাকে তাহারই মৃত্যু হয়। ইহাদের কোন জীবনই নাই। এইজন্য এ স্থলে 'নিষ্প্রাণ' শব্দটি ব্যবহার করা হইয়াছে।

৮২৮। এ স্থলে من 'কতক' بعض অর্থে ব্যবহৃত হয় নাই, جنس অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে। —কুরতুবী

[৪]

২৬। উহাদের পূর্ববর্তিগণও চক্রান্ত করিয়াছিল; আল্লাহ্ উহাদের ইমারতের ভিত্তিমূলে[৮২৯] আঘাত করিয়াছিলেন; ফলে ইমারতের ছাদ উহাদের উপর ধ্বসিয়া পড়িল এবং উহাদের প্রতি শাস্তি আসিল এমন দিক হইতে যাহা ছিল উহাদের ধারণার অতীত।

٢٦- قَدْ مَكَرَ الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِهِمْ
فَاَتَى اللّٰهُ بُنْيَانَهُمْ مِّنَ الْقَوَاعِدِ
فَخَرَّ عَلَيْهِمُ السَّقْفُ مِنْ فَوْقِهِمْ
وَ اَتٰىهُمُ الْعَذَابُ مِنْ حَيْثُ
لَا يَشْعُرُوْنَ ○

২৭। পরে কিয়ামতের দিন তিনি উহাদিগকে লাঞ্ছিত করিবেন এবং তিনি বলিবেন, 'কোথায় আমার সেই সমস্ত শরীক যাহাদের সম্বন্ধে তোমরা বিতণ্ডা করিতে?' যাহাদিগকে জ্ঞান দান করা হইয়াছিল তাহারা বলিবে, 'আজ লাঞ্ছনা ও অমংগল কাফিরদের—'

٢٧- ثُمَّ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ يُخْزِيْهِمْ
وَيَقُوْلُ اَيْنَ شُرَكَآءِيَ الَّذِيْنَ
كُنْتُمْ تُشَآقُّوْنَ فِيْهِمْ ط
قَالَ الَّذِيْنَ اُوْتُوا الْعِلْمَ اِنَّ
الْخِزْيَ الْيَوْمَ وَ السُّوْٓءَ عَلَى الْكٰفِرِيْنَ ○

২৮। যাহাদের মৃত্যু ঘটায় ফিরিশ্‌তাগণ উহারা নিজেদের প্রতি যুলুম করিতে থাকা অবস্থায়; অতঃপর উহারা আত্মসমর্পণ করিয়া বলিবে, 'আমরা কোন মন্দ কর্ম করিতাম না।' এবং নিশ্চয়ই তোমরা যাহা করিতে সে বিষয়ে আল্লাহ্ সবিশেষ অবহিত।

٢٨- الَّذِيْنَ تَتَوَفّٰىهُمُ الْمَلٰٓئِكَةُ
ظَالِمِيْٓ اَنْفُسِهِمْ فَاَلْقَوُا السَّلَمَ مَا كُنَّا
نَعْمَلُ مِنْ سُوْٓءٍ ط
بَلٰٓى اِنَّ اللّٰهَ عَلِيْمٌۢ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُوْنَ ○

২৯। সুতরাং তোমরা দ্বারগুলি দিয়া জাহান্নামে প্রবেশ কর, সেথায় তোমরা স্থায়ী হইবে। দেখ, অহংকারীদের আবাসস্থল কত নিকৃষ্ট!

٢٩- فَادْخُلُوْٓا اَبْوَابَ جَهَنَّمَ
خٰلِدِيْنَ فِيْهَا ط
فَلَبِئْسَ مَثْوَى الْمُتَكَبِّرِيْنَ ○

৩০। এবং যাহারা মুত্তাকী ছিল তাহাদিগকে বলা হইবে, 'তোমাদের প্রতিপালক কী অবতীর্ণ করিয়াছিলেন?' তাহারা বলিবে, 'মহাকল্যাণ।' যাহারা সৎকর্ম করে তাহাদের জন্য আছে এই দুনিয়ায় মংগল এবং আখিরাতের আবাস আরও উৎকৃষ্ট এবং মুত্তাকীদের আবাসস্থল কত উত্তম!—

٣٠- وَقِيْلَ لِلَّذِيْنَ اتَّقَوْا مَاذَآ اَنْزَلَ
رَبُّكُمْ ط قَالُوْا خَيْرًا ط
لِلَّذِيْنَ اَحْسَنُوْا فِيْ هٰذِهِ الدُّنْيَا
حَسَنَةٌ ط وَلَدَارُ الْاٰخِرَةِ خَيْرٌ ط
وَلَنِعْمَ دَارُ الْمُتَّقِيْنَ ○

[৮২৯] فَاَتَى اللّٰهُ بُنْيَانَهُمْ مِنَ الْقَوَاعِدِ-এর শাব্দিক অর্থ 'আল্লাহ্ আসিয়াছিলেন উহাদের ইমারতের ভিত্তিমূলে।' ইহা একটি রূপক যাহার অর্থ চক্রান্তের ভিত্তিমূলে আঘাত করা। —কাশ্‌শাফ, জালালায়ন, নাসাফী ইত্যাদি

৩১। উহা স্থায়ী জান্নাত যাহাতে তাহারা প্রবেশ করিবে; উহার পাদদেশে নদী প্রবাহিত; তাহারা যাহা কিছু কামনা করিবে উহাতে তাহাদের জন্য তাহাই থাকিবে। এইভাবেই আল্লাহ্ পুরস্কৃত করেন মুত্তাকীদিগকে,

٣١- جَنّٰتُ عَدْنٍ يَّدْخُلُوْنَهَا تَجْرِىْ مِنْ تَحْتِهَا الْاَنْهٰرُ لَهُمْ فِيْهَا مَا يَشَآءُوْنَ ۭ كَذٰلِكَ يَجْزِى اللّٰهُ الْمُتَّقِيْنَ ۝

৩২। ফিরিশ্‌তাগণ যাহাদের মৃত্যু ঘটায় পবিত্র থাকা অবস্থায়[৮৩০]। ফিরিশ্‌তাগণ বলিবে, 'তোমাদের প্রতি শান্তি! তোমরা যাহা করিতে তাহার ফলে জান্নাতে প্রবেশ কর।'

٣٢- الَّذِيْنَ تَتَوَفّٰىهُمُ الْمَلٰٓئِكَةُ طَيِّبِيْنَ ۙ يَقُوْلُوْنَ سَلٰمٌ عَلَيْكُمُ ۙ ادْخُلُوا الْجَنَّةَ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُوْنَ ۝

৩৩। উহারা শুধু প্রতীক্ষা করে উহাদের নিকট ফিরিশ্‌তা আগমনের[৮৩১] অথবা তোমার প্রতিপালকের শাস্তি আগমনের। উহাদের পূর্ববর্তিগণ এইরূপই করিত। আল্লাহ্ উহাদের প্রতি কোন যুলুম করেন নাই, কিন্তু উহারাই নিজেদের প্রতি যুলুম করিত।

٣٣- هَلْ يَنْظُرُوْنَ اِلَّآ اَنْ تَاْتِيَهُمُ الْمَلٰٓئِكَةُ اَوْ يَاْتِىَ اَمْرُ رَبِّكَ ۭ كَذٰلِكَ فَعَلَ الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِهِمْ ۭ وَمَا ظَلَمَهُمُ اللّٰهُ وَلٰكِنْ كَانُوْٓا اَنْفُسَهُمْ يَظْلِمُوْنَ ۝

৩৪। সুতরাং উহাদের উপর আপতিত হইয়াছিল উহাদেরই মন্দ কর্মের শাস্তি এবং উহাদিগকে পরিবেষ্টন করিয়াছিল তাহাই, যাহা লইয়া উহারা ঠাট্টা-বিদ্রূপ করিত।

٣٤- فَاَصَابَهُمْ سَيِّاٰتُ مَا عَمِلُوْا وَحَاقَ بِهِمْ مَّا كَانُوْا بِهٖ يَسْتَهْزِءُوْنَ ۝

[৫]

৩৫। মুশরিকরা বলিবে, 'আল্লাহ্ ইচ্ছা করিলে আমাদের পিতৃ-পুরুষেরা ও আমরা তাঁহাকে ব্যতীত অপর কোন কিছুর 'ইবাদত করিতাম না এবং তাঁহার অনুজ্ঞা ব্যতীত আমরা কোন কিছু নিষিদ্ধ করিতাম না।' উহাদের পূর্ববর্তীরা এইরূপই করিত। রাসূলদের কর্তব্য তো কেবল সুস্পষ্ট বাণী পৌঁছাইয়া দেওয়া।

٣٥- وَقَالَ الَّذِيْنَ اَشْرَكُوْا لَوْ شَآءَ اللّٰهُ مَا عَبَدْنَا مِنْ دُوْنِهٖ مِنْ شَيْءٍ نَّحْنُ وَلَآ اٰبَآؤُنَا وَلَا حَرَّمْنَا مِنْ دُوْنِهٖ مِنْ شَيْءٍ ۭ كَذٰلِكَ فَعَلَ الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِهِمْ ۚ فَهَلْ عَلَى الرُّسُلِ اِلَّا الْبَلٰغُ الْمُبِيْنُ ۝

৮৩০। অর্থাৎ তাহারা শির্‌কের অপবিত্রতা হইতে মুক্ত থাকা অবস্থায়।
৮৩১। অর্থাৎ মৃত্যুদূতের।

Contents

٣٦- وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِيْ كُلِّ اُمَّةٍ رَّسُوْلًا اَنِ اعْبُدُوا اللّٰهَ وَ اجْتَنِبُوا الطَّاغُوْتَ ۚ فَمِنْهُمْ مَّنْ هَدَى اللّٰهُ وَمِنْهُمْ مَّنْ حَقَّتْ عَلَيْهِ الضَّلٰلَةُ ؕ فَسِيْرُوْا فِي الْاَرْضِ فَانْظُرُوْا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُكَذِّبِيْنَ ○

৩৬। আল্লাহ্‌র ‘ইবাদত করিবার ও তাগূতকে[৮৩২] বর্জন করিবার নির্দেশ দিবার জন্য আমি তো প্রত্যেক জাতির মধ্যেই রাসূল পাঠাইয়াছি। অতঃপর উহাদের কতককে আল্লাহ্‌ সৎপথে পরিচালিত করেন এবং উহাদের কতকের উপর পথভ্রান্তি সাব্যস্ত হইয়াছিল; সুতরাং পৃথিবীতে পরিভ্রমণ কর এবং দেখ, যাহারা সত্যকে মিথ্যা বলিয়াছে তাহাদের পরিণাম কী হইয়াছে?

٣٧- اِنْ تَحْرِصْ عَلٰى هُدٰىهُمْ فَاِنَّ اللّٰهَ لَا يَهْدِيْ مَنْ يُّضِلُّ وَمَا لَهُمْ مِّنْ نّٰصِرِيْنَ ○

৩৭। তুমি উহাদের পথ প্রদর্শন করিতে আগ্রহী হইলেও আল্লাহ্‌ যাহাকে বিভ্রান্ত করিয়াছেন, তাহাকে তিনি সৎপথে পরিচালিত করিবেন না এবং উহাদের কোন সাহায্যকারীও নাই।

٣٨- وَ اَقْسَمُوْا بِاللّٰهِ جَهْدَ اَيْمَانِهِمْ ۙ لَا يَبْعَثُ اللّٰهُ مَنْ يَّمُوْتُ ؕ بَلٰى وَعْدًا عَلَيْهِ حَقًّا وَّ لٰكِنَّ اَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُوْنَ ○

৩৮। উহারা দৃঢ়তার সহিত আল্লাহ্‌র শপথ করিয়া বলে, ‘যাহার মৃত্যু হয় আল্লাহ্‌ তাহাকে পুনর্জীবিত করিবেন না।’ কেন নহে, তিনি তাঁহার প্রতিশ্রুতি[৮৩৩] পূর্ণ করিবেনই। কিন্তু অধিকাংশ মানুষ ইহা অবগত নহে—

٣٩- لِيُبَيِّنَ لَهُمُ الَّذِيْ يَخْتَلِفُوْنَ فِيْهِ وَلِيَعْلَمَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْٓا اَنَّهُمْ كَانُوْا كٰذِبِيْنَ ○

৩৯। তিনি পুনরুত্থিত করিবেন[৮৩৪] যে বিষয়ে উহাদের মতানৈক্য ছিল তাহা উহাদিগকে স্পষ্টভাবে দেখাইবার জন্য এবং যাহাতে কাফিররা জানিতে পারে যে, উহারাই ছিল মিথ্যাবাদী।

٤٠- اِنَّمَا قَوْلُنَا لِشَيْءٍ اِذَآ اَرَدْنٰهُ اَنْ نَّقُوْلَ لَهٗ كُنْ فَيَكُوْنُ ○ ع

৪০। আমি কোন কিছু ইচ্ছা করিলে সেই বিষয়ে আমার কথা কেবল এই যে, আমি বলি, ‘হও’; ফলে উহা হইয়া যায়।

৮৩২। সূরা বাকারার ১৭৭ নং টীকা দ্র.।
৮৩৩। পুনর্জীবিত করার প্রতিশ্রুতি।
৮৩৪। এই আয়াতে ‘তিনি পুনরুত্থিত করিবেন’ এই কথাগুলি উহ্য রহিয়াছে।—বায়দাবী, জালালায়ন

[৬]

৪১। যাহারা অত্যাচারিত হইবার পর আল্লাহ্‌র পথে হিজরত করিয়াছে, আমি অবশ্যই তাহাদিগকে দুনিয়ায় উত্তম আবাস দিব; এবং আখিরাতের পুরস্কারই তো শ্রেষ্ঠ। হায়, উহারা যদি তাহা জানিত!

٤١- وَالَّذِيْنَ هَاجَرُوْا فِي اللّٰهِ مِنْۢ بَعْدِ مَا ظُلِمُوْا لَنُبَوِّئَنَّهُمْ فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً ؕ وَلَاَجْرُ الْاٰخِرَةِ اَكْبَرُ ۘ لَوْ كَانُوْا يَعْلَمُوْنَ ۙ

৪২। যাহারা ধৈর্য ধারণ করে ও তাহাদের প্রতিপালকের উপর নির্ভর করে।

٤٢- الَّذِيْنَ صَبَرُوْا وَعَلٰى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُوْنَ ○

৪৩। তোমার পূর্বে আমি ওহীসহ পুরুষই প্রেরণ করিয়াছিলাম, তোমরা যদি না জান তবে জ্ঞানীগণকে[৮৩৫] জিজ্ঞাসা কর—

٤٣- وَمَآ اَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ اِلَّا رِجَالًا نُّوْحِيْۤ اِلَيْهِمْ فَسْـَٔلُوْۤا اَهْلَ الذِّكْرِ اِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُوْنَ ۙ

৪৪। প্রেরণ করিয়াছিলাম[৮৩৬] স্পষ্ট প্রমাণাদি ও গ্রন্থাবলীসহ এবং তোমার প্রতি কুরআন অবতীর্ণ করিয়াছি, মানুষকে সুস্পষ্টভাবে বুঝাইয়া দিবার জন্য যাহা তাহাদের প্রতি অবতীর্ণ করা হইয়াছিল, যাহাতে উহারা চিন্তা করে।

٤٤- بِالْبَيِّنٰتِ وَالزُّبُرِ ؕ وَاَنْزَلْنَاۤ اِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ اِلَيْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُوْنَ ○

৪৫। যাহারা কুকর্মের ষড়যন্ত্র করে তাহারা কি এ বিষয়ে নির্ভয় হইয়াছে যে, আল্লাহ্‌ উহাদিগকে ভূগর্ভে বিলীন করিবেন না অথবা এমন দিক হইতে শাস্তি আসিবে না, যাহা উহাদের ধারণাতীত?

٤٥- اَفَاَمِنَ الَّذِيْنَ مَكَرُوا السَّيِّاٰتِ اَنْ يَّخْسِفَ اللّٰهُ بِهِمُ الْاَرْضَ اَوْ يَاْتِيَهُمُ الْعَذَابُ مِنْ حَيْثُ لَا يَشْعُرُوْنَ ۙ

৪৬। অথবা চলাফেরা করিতে থাকাকালে তিনি উহাদের ধৃত করিবেন না? উহারা তো ইহা ব্যর্থ করিতে পারিবে না।

٤٦- اَوْ يَاْخُذَهُمْ فِيْ تَقَلُّبِهِمْ فَمَا هُمْ بِمُعْجِزِيْنَ ۙ

৪৭। অথবা উহাদিগকে তিনি ভীত-সন্ত্রস্ত অবস্থায় ধৃত করিবেন না? তোমাদের প্রতিপালক তো অবশ্যই দয়ার্দ্র, পরম দয়ালু।

٤٧- اَوْ يَاْخُذَهُمْ عَلٰى تَخَوُّفٍ ؕ فَاِنَّ رَبَّكُمْ لَرَءُوْفٌ رَّحِيْمٌ ○

৮৩৫। আল্লাহর প্রেরিত কিতাবের জ্ঞান যাহাদের আছে তাহাদিগকে জিজ্ঞাসা কর।
৮৩৬। 'প্রেরণ করিয়াছিলাম' শব্দটি মূল আরবীতে উহ্য আছে।

Contents

৪৮। উহারা কি লক্ষ্য করে না আল্লাহ্‌র সৃষ্ট বস্তুর প্রতি, যাহার ছায়া দক্ষিণে ও বামে ঢলিয়া পড়িয়া আল্লাহ্‌র প্রতি সিজ্‌দাবনত হয়?

٤٨- اَوَلَمْ يَرَوْا اِلٰى مَا خَلَقَ اللّٰهُ مِنْ شَىْءٍ يَّتَفَيَّؤُا ظِلٰلُهٗ عَنِ الْيَمِيْنِ وَالشَّمَآئِلِ سُجَّدًا لِّلّٰهِ وَهُمْ دٰخِرُوْنَ ○

৪৯। আল্লাহ্‌কেই সিজ্‌দা[৮৩৭] করে যাহা কিছু আছে আকাশমণ্ডলীতে, পৃথিবীতে যত জীবজন্তু আছে সে সমস্ত এবং ফিরিশ্‌তাগণও, উহারা অহংকার করে না।

٤٩- وَلِلّٰهِ يَسْجُدُ مَا فِى السَّمٰوٰتِ وَمَا فِى الْاَرْضِ مِنْ دَآبَّةٍ وَّالْمَلٰٓئِكَةُ وَهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُوْنَ ○

৫০। উহারা ভয় করে উহাদের উপর উহাদের প্রতিপালককে এবং উহাদিগকে যাহা আদেশ করা হয় উহারা তাহা করে।

٥٠- يَخَافُوْنَ رَبَّهُمْ مِّنْ فَوْقِهِمْ وَيَفْعَلُوْنَ مَا يُؤْمَرُوْنَ ○ السجدة

সিজ্‌দা ع السجدة ٣

[৭]

৫১। আল্লাহ্‌ বলিলেন, 'তোমরা দুই ইলাহ্‌ গ্রহণ করিও না; তিনিই তো একমাত্র ইলাহ্‌। সুতরাং আমাকেই ভয় কর।'

٥١- وَقَالَ اللّٰهُ لَا تَتَّخِذُوْٓا اِلٰهَيْنِ اثْنَيْنِ ۚ اِنَّمَا هُوَ اِلٰهٌ وَّاحِدٌ ۚ فَاِيَّايَ فَارْهَبُوْنِ ○

৫২। আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীতে যাহা কিছু আছে তাহা তাঁহারই এবং নিরবচ্ছিন্ন আনুগত্য[৮৩৮] তাঁহারই প্রাপ্য। তোমরা কি আল্লাহ্‌ ব্যতীত অপরকে ভয় করিবে?

٥٢- وَلَهٗ مَا فِى السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ وَلَهُ الدِّيْنُ وَاصِبًا ۗ اَفَغَيْرَ اللّٰهِ تَتَّقُوْنَ ○

৫৩। তোমাদের নিকট যে সমস্ত নিয়ামত রহিয়াছে তাহা তো আল্লাহ্‌রই নিকট হইতে; আবার যখন দুঃখ-দৈন্য তোমাদিগকে স্পর্শ করে তখন তোমরা তাঁহাকেই ব্যাকুলভাবে আহ্‌বান কর।

٥٣- وَمَا بِكُمْ مِّنْ نِّعْمَةٍ فَمِنَ اللّٰهِ ثُمَّ اِذَا مَسَّكُمُ الضُّرُّ فَاِلَيْهِ تَجْئَرُوْنَ ○

৫৪। আবার যখন আল্লাহ্‌ তোমাদের দুঃখ-দৈন্য দূরীভূত করেন তখন তোমাদের একদল উহাদের প্রতিপালকের শরীক করে—

٥٤- ثُمَّ اِذَا كَشَفَ الضُّرَّ عَنْكُمْ اِذَا فَرِيْقٌ مِّنْكُمْ بِرَبِّهِمْ يُشْرِكُوْنَ ○

৮৩৭। 'সিজ্‌দা' সালাতের একটি বিশেষ রুকন।
৮৩৮। এখানে الدين শব্দটি طاعة অর্থাৎ 'আনুগত্য' অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে।-কাশ্‌শাফ, কুরতুবী ইত্যাদি

৫৫। আমি উহাদিগকে যাহা দান করিয়াছি তাহা অস্বীকার করিবার জন্য। সুতরাং ভোগ করিয়া লও, অচিরেই জানিতে পারিবে।

٥٥- لِيَكْفُرُوا بِمَا اٰتَيْنٰهُمْ ۚ فَتَمَتَّعُوْا ۚ فَسَوْفَ تَعْلَمُوْنَ ○

৫৬। আমি উহাদিগকে যে রিয্‌ক দান করি উহারা তাহার এক অংশ নির্ধারিত করে তাহাদের[৮৩৯] জন্য যাহাদের সম্বন্ধে উহারা কিছুই জানে না। শপথ আল্লাহ্‌র! তোমরা যে মিথ্যা উদ্ভাবন কর সেই সম্বন্ধে তোমাদিগকে অবশ্যই প্রশ্ন করা হইবে।

٥٦- وَيَجْعَلُوْنَ لِمَا لَا يَعْلَمُوْنَ نَصِيْبًا مِّمَّا رَزَقْنٰهُمْ ۚ تَاللّٰهِ لَتُسْـَٔلُنَّ عَمَّا كُنْتُمْ تَفْتَرُوْنَ ○

৫৭। উহারা নির্ধারণ করে আল্লাহ্‌র জন্য কন্যা সন্তান—তিনি পবিত্র, মহিমান্বিত এবং উহাদের জন্য তাহাই, যাহা উহারা কামনা করে!

٥٧- وَيَجْعَلُوْنَ لِلّٰهِ الْبَنٰتِ سُبْحٰنَهٗ ۙ وَلَهُمْ مَّا يَشْتَهُوْنَ ○

৫৮। উহাদের কাহাকেও যখন কন্যা সন্তানের সুসংবাদ দেওয়া হয় তখন তাহার মুখমণ্ডল কালো হইয়া যায় এবং সে অসহনীয় মনস্তাপে ক্লিষ্ট হয়।

٥٨- وَاِذَا بُشِّرَ اَحَدُهُمْ بِالْاُنْثٰى ظَلَّ وَجْهُهٗ مُسْوَدًّا وَّهُوَ كَظِيْمٌ ○

৫৯। উহাকে যে সংবাদ দেওয়া হয়, তাহার গ্লানি হেতু সে নিজ সম্প্রদায় হইতে আত্মগোপন করে। সে চিন্তা করে[৮৪০] হীনতা সত্ত্বেও সে উহাকে রাখিয়া দিবে, না মাটিতে পুঁতিয়া দিবে! সাবধান! উহারা যাহা সিদ্ধান্ত করে তাহা কত নিকৃষ্ট!

٥٩- يَتَوَارٰى مِنَ الْقَوْمِ مِنْ سُوْٓءِ مَا بُشِّرَ بِهٖ ؕ اَيُمْسِكُهٗ عَلٰى هُوْنٍ اَمْ يَدُسُّهٗ فِى التُّرَابِ ؕ اَلَا سَآءَ مَا يَحْكُمُوْنَ ○

৬০। যাহারা আখিরাতে বিশ্বাস করে না উহারা নিকৃষ্ট প্রকৃতির,[৮৪১] আর আল্লাহ্ তো মহত্তম প্রকৃতির; এবং তিনি পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়।

٦٠- لِلَّذِيْنَ لَا يُؤْمِنُوْنَ بِالْاٰخِرَةِ مَثَلُ السَّوْءِ ۚ وَلِلّٰهِ الْمَثَلُ الْاَعْلٰى ؕ وَهُوَ الْعَزِيْزُ الْحَكِيْمُ ○

৮৩৯। অর্থাৎ তাহাদের বাতিল মা'বুদের জন্য।

৮৪০। 'সে চিন্তা করে' এই বাক্যটি মূল আরবীতে উহ্য আছে।

৮৪১। এ স্থলে مثل শব্দটি صفات 'গুণাবলী' বা প্রকৃতি অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে।—কাশশাফ, কুরতুবী ইত্যাদি

[৮]

٦١- وَلَوْ يُؤَاخِذُ اللّٰهُ النَّاسَ بِظُلْمِهِمْ مَّا تَرَكَ عَلَيْهَا مِنْ دَآبَّةٍ وَّلٰكِنْ يُّؤَخِّرُهُمْ اِلٰٓى اَجَلٍ مُّسَمًّى ۚ فَاِذَا جَآءَ اَجَلُهُمْ لَا يَسْتَاْخِرُوْنَ سَاعَةً وَّلَا يَسْتَقْدِمُوْنَ ○

৬১। আল্লাহ্ যদি মানুষকে তাহাদের সীমালংঘনের জন্য শাস্তি দিতেন তবে ভূপৃষ্ঠে[৮৪২] কোন জীব-জন্তুকেই রেহাই[৮৪৩] দিতেন না; কিন্তু তিনি এক নির্দিষ্ট কাল পর্যন্ত তাহাদিগকে অবকাশ দিয়া থাকেন। অতঃপর যখন তাহাদের সময় আসে তখন তাহারা মুহূর্তকাল বিলম্ব অথবা ত্বরা করিতে পারে না।

٦٢- وَيَجْعَلُوْنَ لِلّٰهِ مَا يَكْرَهُوْنَ وَتَصِفُ اَلْسِنَتُهُمُ الْكَذِبَ اَنَّ لَهُمُ الْحُسْنٰى ؕ لَا جَرَمَ اَنَّ لَهُمُ النَّارَ وَاَنَّهُمْ مُّفْرَطُوْنَ ○

৬২। যাহা তাহারা অপসন্দ করে তাহাই তাহারা আল্লাহ্‌র প্রতি আরোপ করে[৮৪৪]। তাহাদের জিহ্‌বা মিথ্যা বর্ণনা করে যে, মংগল তাহাদেরই জন্য। নিঃসন্দেহে তাহাদের জন্য আছে অগ্নি এবং তাহাদিগকেই সর্বাগ্রে উহাতে[৮৪৫] নিক্ষেপ করা হইবে।

٦٣- تَاللّٰهِ لَقَدْ اَرْسَلْنَآ اِلٰٓى اُمَمٍ مِّنْ قَبْلِكَ فَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطٰنُ اَعْمَالَهُمْ فَهُوَ وَلِيُّهُمُ الْيَوْمَ وَلَهُمْ عَذَابٌ اَلِيْمٌ ○

৬৩। শপথ আল্লাহ্‌র! আমি তোমার পূর্বেও বহু জাতির নিকট রাসূল প্রেরণ করিয়াছি; কিন্তু শয়তান ঐসব জাতির কার্যকলাপ উহাদের দৃষ্টিতে শোভন করিয়াছিল; সুতরাং সে-ই[৮৪৬] আজ উহাদের অভিভাবক এবং উহাদেরই জন্য মর্মন্তুদ শাস্তি।

٦٤- وَمَآ اَنْزَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتٰبَ اِلَّا لِتُبَيِّنَ لَهُمُ الَّذِى اخْتَلَفُوْا فِيْهِ ۙ وَهُدًى وَّرَحْمَةً لِّقَوْمٍ يُّؤْمِنُوْنَ ○

৬৪। আমি তো তোমার প্রতি কিতাব অবতীর্ণ করিয়াছি যাহারা এ বিষয়ে মতভেদ করে তাহাদিগকে সুস্পষ্টভাবে বুঝাইয়া দিবার জন্য এবং মু'মিনদের জন্য পথনির্দেশ ও দয়াস্বরূপ।

৮৪২। এ স্থলে ها সর্বনাম দ্বারা 'ভূপৃষ্ঠ' বুঝাইতেছে।

৮৪৩। সকল কাজের জন্য আল্লাহ্ সময় নির্ধারিত করিয়া রাখিয়াছেন। নির্দিষ্ট সময়ের পূর্বে তিনি মহাপাপীকেও শাস্তি দেন না। পাপের শাস্তি সঙ্গে সঙ্গে দেওয়া হইলে কেহই ধ্বংসের হাত হইতে রক্ষা পাইত না।

৮৪৪। যথা ঃ আল্লাহ্‌র জন্য কন্যা সন্তান নির্ধারণ করে অথচ নিজেদের জন্য উহা পসন্দ করে না।

৮৪৫। 'উহাতে' শব্দটি মূল আরবীতে উহ্য আছে।

৮৪৬। এ স্থলে هو 'সে' সর্বনামটি 'শয়তানের' পরিবর্তে ব্যবহৃত হইয়াছে।

৬৫। আল্লাহ্‌ আকাশ হইতে বারি বর্ষণ করেন এবং তদ্দ্বারা তিনি ভূমিকে উহার মৃত্যুর পর পুনর্জীবিত করেন। অবশ্যই ইহাতে নিদর্শন আছে, যে সম্প্রদায় কথা শোনে তাহাদের জন্য।

٦٥- وَاللّٰهُ اَنْزَلَ مِنَ السَّمَآءِ مَآءً فَاَحْيَا بِهِ الْاَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا ؕ اِنَّ فِىْ ذٰلِكَ لَاٰيَةً لِّقَوْمٍ يَّسْمَعُوْنَ ۠

[৯]

৬৬। অবশ্যই গবাদি পশুর মধ্যে তোমাদের জন্য শিক্ষা রহিয়াছে। উহাদের উদরস্থিত গোবর ও রক্তের মধ্য হইতে তোমাদিগকে পান করাই বিশুদ্ধ দুগ্ধ, যাহা পানকারীদের জন্য সুস্বাদু।

٦٦- وَاِنَّ لَكُمْ فِى الْاَنْعَامِ لَعِبْرَةً ؕ نُسْقِيْكُمْ مِّمَّا فِىْ بُطُوْنِهٖ مِنْۢ بَيْنِ فَرْثٍ وَّ دَمٍ لَّبَنًا خَالِصًا سَآئِغًا لِّلشّٰرِبِيْنَ ○

৬৭। এবং খর্জুর বৃক্ষের ফল ও আঙ্গুর হইতে তোমরা মাদক ও উত্তম খাদ্য গ্রহণ করিয়া থাক; ইহাতে অবশ্যই বোধশক্তি সম্পন্ন সম্প্রদায়ের জন্য রহিয়াছে নিদর্শন।

٦٧- وَمِنْ ثَمَرٰتِ النَّخِيْلِ وَ الْاَعْنَابِ تَتَّخِذُوْنَ مِنْهُ سَكَرًا وَّ رِزْقًا حَسَنًا ؕ اِنَّ فِىْ ذٰلِكَ لَاٰيَةً لِّقَوْمٍ يَّعْقِلُوْنَ ○

৬৮। তোমার প্রতিপালক মৌমাছিকে উহার অন্তরে ইংগিত[৮৪৭] দ্বারা নির্দেশ দিয়াছেন, 'গৃহ নির্মাণ কর পাহাড়ে, বৃক্ষে ও মানুষ যে গৃহ নির্মাণ করে[৮৪৮] তাহাতে;

٦٨- وَاَوْحٰى رَبُّكَ اِلَى النَّحْلِ اَنِ اتَّخِذِىْ مِنَ الْجِبَالِ بُيُوْتًا وَّمِنَ الشَّجَرِ وَمِمَّا يَعْرِشُوْنَ ○

৬৯। 'ইহার পর প্রত্যেক ফল হইতে কিছু কিছু আহার কর, অতঃপর তোমার প্রতিপালকের সহজ পথ[৮৪৯] অনুসরণ কর।' উহার উদর হইতে নির্গত হয় বিবিধ বর্ণের পানীয়; যাহাতে মানুষের জন্য রহিয়াছে আরোগ্য। অবশ্যই ইহাতে রহিয়াছে নিদর্শন চিন্তাশীল সম্প্রদায়ের জন্য।

٦٩- ثُمَّ كُلِىْ مِنْ كُلِّ الثَّمَرٰتِ فَاسْلُكِىْ سُبُلَ رَبِّكِ ذُلُلًا ؕ يَخْرُجُ مِنْۢ بُطُوْنِهَا شَرَابٌ مُّخْتَلِفٌ اَلْوَانُهٗ فِيْهِ شِفَآءٌ لِّلنَّاسِ ؕ اِنَّ فِىْ ذٰلِكَ لَاٰيَةً لِّقَوْمٍ يَّتَفَكَّرُوْنَ ○

৮৪৭। وحى অর্থাৎ 'প্রত্যাদেশ'; যে অর্থে রাসূলদের ও নবীগণের সম্বন্ধে ব্যবহৃত হইয়াছে, সে অর্থে উহা এ স্থলে ব্যবহৃত হয় নাই। এ স্থলে এই শব্দটি 'অন্তরে ইশারা বা ইংগিত করা' অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে এবং এই প্রকার ইংগিত দ্বারা মৌমাছিকে নির্দেশ দেওয়া হইয়াছে। 'ওহী' শব্দটির এক অর্থ 'অন্তরে ইংগিত করা'।—লিসানুল 'আরাব

৮৪৮। يعرشون ক্রিয়া পদের কর্তা মানুষ। ভিন্ন অর্থে, মানুষ যে মাচান তৈরি করে।

৮৪৯। سُبُل অর্থাৎ 'পথসমূহ' এ স্থলে طريقه অর্থাৎ 'পদ্ধতি' অর্থেও ব্যবহৃত হইয়াছে।—কাশ্‌শাফ, জালালায়ন ইত্যাদি

٧٠- وَاللّٰهُ خَلَقَكُمْ ثُمَّ يَتَوَفّٰىكُمْ ۙ وَمِنْكُمْ مَّنْ يُّرَدُّ اِلٰۤى اَرْذَلِ الْعُمُرِ لِكَىْ لَا يَعْلَمَ بَعْدَ عِلْمٍ شَيْـًٔا ؕ اِنَّ اللّٰهَ عَلِيْمٌ قَدِيْرٌ ۟

৭০। আল্লাহ্‌ই তোমাদিগকে সৃষ্টি করিয়াছেন; অতঃপর তিনি তোমাদের মৃত্যু ঘটাইবেন এবং তোমাদের মধ্যে কাহাকেও কাহাকেও উপনীত করা হইবে নিকৃষ্টতম বয়সে[৮৫০]; ফলে উহারা যাহা কিছু জানিত সে সম্বন্ধে উহারা সজ্ঞান থাকিবে না। আল্লাহ্ সর্বজ্ঞ, সর্বশক্তিমান।

[১০]

٧١- وَاللّٰهُ فَضَّلَ بَعْضَكُمْ عَلٰى بَعْضٍ فِى الرِّزْقِ ۚ فَمَا الَّذِيْنَ فُضِّلُوْا بِرَآدِّىْ رِزْقِهِمْ عَلٰى مَا مَلَكَتْ اَيْمَانُهُمْ فَهُمْ فِيْهِ سَوَآءٌ ؕ اَفَبِنِعْمَةِ اللّٰهِ يَجْحَدُوْنَ ۝

৭১। আল্লাহ্ জীবনোপকরণে তোমাদের কাহাকেও কাহারও উপর শ্রেষ্ঠত্ব দিয়াছেন। যাহাদিগকে শ্রেষ্ঠত্ব দেওয়া হইয়াছে তাহারা তাহাদের অধীনস্থ দাস-দাসীদিগকে নিজেদের জীবনোপকরণ হইতে এমন কিছু দেয় না যাহাতে উহারা এ বিষয়ে তাহাদের সমান হইয়া যায়। তবে কি উহারা আল্লাহ্‌র অনুগ্রহ অস্বীকার করে?

٧٢- وَاللّٰهُ جَعَلَ لَكُمْ مِّنْ اَنْفُسِكُمْ اَزْوَاجًا وَّجَعَلَ لَكُمْ مِّنْ اَزْوَاجِكُمْ بَنِيْنَ وَحَفَدَةً وَّرَزَقَكُمْ مِّنَ الطَّيِّبٰتِ ؕ اَفَبِالْبَاطِلِ يُؤْمِنُوْنَ وَبِنِعْمَتِ اللّٰهِ هُمْ يَكْفُرُوْنَ ۙ۝

৭২। এবং আল্লাহ্ তোমাদিগ হইতেই তোমাদের জোড়া সৃষ্টি করিয়াছেন এবং তোমাদের যুগল হইতে তোমাদের জন্য পুত্র-পৌত্রাদি সৃষ্টি করিয়াছেন এবং তোমাদিগকে উত্তম জীবনোপকরণ দান করিয়াছেন। তবুও কি উহারা মিথ্যাতে বিশ্বাস করিবে এবং উহারা কি আল্লাহ্‌র অনুগ্রহ অস্বীকার করিবে?—

٧٣- وَيَعْبُدُوْنَ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ مَا لَا يَمْلِكُ لَهُمْ رِزْقًا مِّنَ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ شَيْـًٔا وَّلَا يَسْتَطِيْعُوْنَ ۚ۝

৭৩। এবং উহারা কি 'ইবাদত করিবে আল্লাহ্ ব্যতীত অপরের যাহাদের আকাশমণ্ডলী অথবা পৃথিবী হইতে কোন জীবনোপকরণ সরবরাহ করিবার শক্তি নাই!—এবং উহারা কিছুই[৮৫১] করিতে সক্ষম নহে।

৮৫০। অর্থাৎ বার্ধক্যজনিত জরা।

৮৫১। এ স্থলে عَلٰى شَىْءٍ অর্থাৎ 'কিছুই' এই শব্দটি মূল আরবীতে উহ্য আছে।—কুরতুবী, জালালায়ন ইত্যাদি

Contents

٧٤- فَلَا تَضْرِبُوْا لِلّٰهِ الْاَمْثَالَ ؕ اِنَّ اللّٰهَ يَعْلَمُ وَاَنْتُمْ لَا تَعْلَمُوْنَ ○

৭৪। সুতরাং তোমরা আল্লাহ্‌র কোন. সদৃশ স্থির করিও না। আল্লাহ্ জানেন এবং তোমরা জান না।

٧٥- ضَرَبَ اللّٰهُ مَثَلًا عَبْدًا مَّمْلُوْكًا لَّا يَقْدِرُ عَلٰى شَیْءٍ وَّمَنْ رَّزَقْنٰهُ مِنَّا رِزْقًا حَسَنًا فَهُوَ يُنْفِقُ مِنْهُ سِرًّا وَّجَهْرًا ؕ هَلْ يَسْتَوٗنَ ؕ اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ ؕ بَلْ اَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُوْنَ ○

৭৫। আল্লাহ্ উপমা দিতেছেন অপরের অধিকারভুক্ত এক দাসের, যে কোন কিছুর উপর শক্তি রাখে না এবং এমন এক ব্যক্তির যাহাকে তিনি নিজ হইতে উত্তম রিয্‌ক দান করিয়াছেন এবং সে উহা হইতে গোপনে ও প্রকাশ্যে ব্যয় করে; উহারা কি একে অপরের সমান? সকল প্রশংসা আল্লাহ্‌রই প্রাপ্য; অথচ উহাদের অধিকাংশই ইহা জানে না।

٧٦- وَضَرَبَ اللّٰهُ مَثَلًا رَّجُلَيْنِ اَحَدُهُمَآ اَبْكَمُ لَا يَقْدِرُ عَلٰى شَیْءٍ وَّهُوَ كَلٌّ عَلٰى مَوْلٰىهُ ۙ اَيْنَمَا يُوَجِّهْهُّ لَا يَاْتِ بِخَيْرٍ ؕ هَلْ يَسْتَوِيْ هُوَ ۙ وَمَنْ يَّاْمُرُ بِالْعَدْلِ ۙ وَهُوَ عَلٰى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيْمٍ ○

৭৬। আল্লাহ্ আরও উপমা দিতেছেন দুই ব্যক্তির ঃ উহাদের একজন মূক, কোন কিছুরই শক্তি রাখে না এবং সে তাহার প্রভুর ভারস্বরূপ; তাহাকে যেখানেই পাঠান হউক না কেন সে ভাল কিছুই করিয়া আসিতে পারে না; সে কি সমান হইবে ঐ ব্যক্তির যে ন্যায়ের নির্দেশ দেয় এবং যে আছে সরল পথে?

[১১]

٧٧- وَلِلّٰهِ غَيْبُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ ؕ وَمَاۤ اَمْرُ السَّاعَةِ اِلَّا كَلَمْحِ الْبَصَرِ اَوْ هُوَ اَقْرَبُ ؕ اِنَّ اللّٰهَ عَلٰى كُلِّ شَیْءٍ قَدِيْرٌ ○

৭৭। আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীর অদৃশ্য বিষয়ের জ্ঞান[৮৫২] আল্লাহ্‌রই এবং কিয়ামতের[৮৫৩] ব্যাপার তো চক্ষুর পলকের ন্যায়, বরং[৮৫৪] উহা অপেক্ষাও সত্বর। নিশ্চয়ই আল্লাহ্ সর্ববিষয়ে সর্বশক্তিমান।

٧٨- وَاللّٰهُ اَخْرَجَكُمْ مِّنْۢ بُطُوْنِ اُمَّهٰتِكُمْ لَا تَعْلَمُوْنَ شَيْـًٔا ۙ وَّجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْاَبْصَارَ وَالْاَفْـِٕدَةَ ۙ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُوْنَ ○

৭৮। এবং আল্লাহ্ তোমাদিগকে নির্গত করিয়াছেন তোমাদের মাতৃগর্ভ হইতে এমন অবস্থায় যে, তোমরা কিছুই জানিতে না। তিনি তোমাদিগকে দিয়াছেন শ্রবণশক্তি, দৃষ্টিশক্তি এবং হৃদয়, যাহাতে তোমরা কৃতজ্ঞতা প্রকাশ কর।

৮৫২। এ স্থলে الغيب শব্দের অর্থ 'অদৃশ্য জ্ঞান'।—জালালায়ন, কাশ্‌শাফ ইত্যাদি।
৮৫৩। الساعة অর্থ 'সময়'। এ স্থলে ইহা 'কিয়ামত' অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে।
৮৫৪। اَوْ অর্থ কিংবা এ স্থলে بَلْ অর্থাৎ 'বরং' অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে।—কুরতুবী, কাশ্‌শাফ ইত্যাদি।

٧٩-اَلَمْ يَرَوْا اِلَى الطَّيْرِ مُسَخَّرٰتٍ فِيْ جَوِّ السَّمَآءِ ؕ مَا يُمْسِكُهُنَّ اِلَّا اللّٰهُ ؕ اِنَّ فِيْ ذٰلِكَ لَاٰيٰتٍ لِّقَوْمٍ يُّؤْمِنُوْنَ ○

৭৯। তাহারা কি লক্ষ্য করে না আকাশের শূন্য গর্ভে নিয়ন্ত্রণাধীন বিহংগের প্রতি? আল্লাহ্‌ ব্যতীত অন্য কেহই সেইগুলিকে স্থির রাখেন না। অবশ্যই ইহাতে নিদর্শন রহিয়াছে মু'মিন সম্প্রদায়ের জন্য।

٨٠-وَاللّٰهُ جَعَلَ لَكُمْ مِّنْۢ بُيُوْتِكُمْ سَكَنًا وَّ جَعَلَ لَكُمْ مِّنْ جُلُوْدِ الْاَنْعَامِ بُيُوْتًا تَسْتَخِفُّوْنَهَا يَوْمَ ظَعْنِكُمْ وَيَوْمَ اِقَامَتِكُمْ ۙ وَمِنْ اَصْوَافِهَا وَ اَوْبَارِهَا وَ اَشْعَارِهَآ اَثَاثًا وَّمَتَاعًا اِلٰى حِيْنٍ ○

৮০। এবং আল্লাহ্‌ তোমাদের গৃহকে করেন তোমাদের আবাসস্থল এবং তিনি তোমাদের জন্য পশুচর্মের তাঁবুর ব্যবস্থা করেন, তোমরা উহাকে সহজ মনে কর ভ্রমণকালে এবং অবস্থানকালে। এবং তিনি তোমাদের জন্য ব্যবস্থা করেন উহাদের পশম, লোম ও কেশ হইতে কিছু কালের গৃহ-সামগ্রী ও ব্যবহার-উপকরণ।

٨١-وَ اللّٰهُ جَعَلَ لَكُمْ مِّمَّا خَلَقَ ظِلٰلًا وَّجَعَلَ لَكُمْ مِّنَ الْجِبَالِ اَكْنَانًا وَّ جَعَلَ لَكُمْ سَرَابِيْلَ تَقِيْكُمُ الْحَرَّ وَسَرَابِيْلَ تَقِيْكُمْ بَاْسَكُمْ ؕ كَذٰلِكَ يُتِمُّ نِعْمَتَهٗ عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ تُسْلِمُوْنَ ○

৮১। এবং আল্লাহ্‌ যাহা কিছু সৃষ্টি করিয়াছেন তাহা হইতে তিনি তোমাদের জন্য ছায়ার ব্যবস্থা করেন এবং তোমাদের জন্য পাহাড়ে আশ্রয়ের ব্যবস্থা করেন এবং তোমাদের জন্য ব্যবস্থা করেন পরিধেয় বস্ত্রের; উহা তোমাদিগকে তাপ হইতে রক্ষা করে এবং তিনি ব্যবস্থা করেন তোমাদের জন্য বর্মের, উহা তোমাদিগকে যুদ্ধে রক্ষা করে। এইভাবে তিনি তোমাদের প্রতি তাঁহার অনুগ্রহ পূর্ণ করেন যাহাতে তোমরা আত্মসমর্পণ কর।

٨٢-فَاِنْ تَوَلَّوْا فَاِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلٰغُ الْمُبِيْنُ ○

৮২। অতঃপর উহারা যদি মুখ ফিরাইয়া লয় তবে তোমার কর্তব্য তো কেবল স্পষ্টভাবে বাণী পৌঁছাইয়া দেওয়া।

٨٣-يَعْرِفُوْنَ نِعْمَتَ اللّٰهِ ثُمَّ يُنْكِرُوْنَهَا وَ اَكْثَرُهُمُ الْكٰفِرُوْنَ ○ ع

৮৩। উহারা আল্লাহ্‌র নিয়ামত চিনিতে পারে ; তারপরও সেগুলি উহারা অস্বীকার করে এবং উহাদের অধিকাংশই কাফির।

[১২]

٨٤- وَيَوْمَ نَبْعَثُ مِنْ كُلِّ اُمَّةٍ شَهِيْدًا ثُمَّ لَا يُؤْذَنُ لِلَّذِيْنَ كَفَرُوْا وَلَا هُمْ يُسْتَعْتَبُوْنَ ○

৮৪। যেদিন আমি প্রত্যেক সম্প্রদায় হইতে এক একজন সাক্ষী উত্থিত করিব সেদিন কাফিরদিগকে অনুমতি দেওয়া হইবে না[৮৫৫] এবং উহাদের কোন ওযরও গৃহীত হইবে না।

٨٥- وَاِذَا رَاَ الَّذِيْنَ ظَلَمُوا الْعَذَابَ فَلَا يُخَفَّفُ عَنْهُمْ وَلَا هُمْ يُنْظَرُوْنَ ○

৮৫। যখন যালিমরা শাস্তি প্রত্যক্ষ করিবে তখন উহাদের শাস্তি লঘু করা হইবে না এবং উহাদিগকে কোন অবকাশ দেওয়া হইবে না।

٨٦- وَاِذَا رَاَ الَّذِيْنَ اَشْرَكُوْا شُرَكَآءَهُمْ قَالُوْا رَبَّنَا هٰٓؤُلَآءِ شُرَكَآؤُنَا الَّذِيْنَ كُنَّا نَدْعُوْا مِنْ دُوْنِكَ ۚ فَاَلْقَوْا اِلَيْهِمُ الْقَوْلَ اِنَّكُمْ لَكٰذِبُوْنَ ○

৮৬। মুশরিকরা যাহাদিগকে আল্লাহ্‌র শরীক করিয়াছিল, তাহাদিগকে যখন দেখিবে তখন তাহারা বলিবে, 'হে আমাদের প্রতিপালক! ইহারাই তাহারা, যাহাদিগকে আমরা তোমার শরীক করিয়াছিলাম, যাহাদিগকে আমরা আহ্বান করিতাম তোমার পরিবর্তে; অতঃপর তদুত্তরে উহারা[৮৫৬] বলিবে, 'তোমরা অবশ্যই মিথ্যাবাদী।'

٨٧- وَاَلْقَوْا اِلَى اللّٰهِ يَوْمَئِذِ ۣالسَّلَمَ وَضَلَّ عَنْهُمْ مَّا كَانُوْا يَفْتَرُوْنَ ○

৮৭। সেই দিন তাহারা আল্লাহ্‌র নিকট আত্মসমর্পণ করিবে এবং তাহারা যে মিথ্যা উদ্ভাবন করিত তাহা তাহাদের জন্য নিষ্ফল হইবে।

٨٨- اَلَّذِيْنَ كَفَرُوْا وَصَدُّوْا عَنْ سَبِيْلِ اللّٰهِ زِدْنٰهُمْ عَذَابًا فَوْقَ الْعَذَابِ بِمَا كَانُوْا يُفْسِدُوْنَ ○

৮৮। আমি শাস্তির পর শাস্তি বৃদ্ধি করিব কাফিরগণের ও আল্লাহ্‌র পথে বাধাদানকারিগণের; কারণ তাহারা অশান্তি সৃষ্টি করিত।

٨٩- وَيَوْمَ نَبْعَثُ فِيْ كُلِّ اُمَّةٍ شَهِيْدًا عَلَيْهِمْ مِّنْ اَنْفُسِهِمْ

৮৯। সেই দিন আমি উত্থিত করিব প্রত্যেক সম্প্রদায়ে তাহাদেরই মধ্য হইতে তাহাদের বিষয়ে এক একজন সাক্ষী

৮৫৫। অর্থাৎ কাফিরদিগকে কৈফিয়ত দিবার অনুমতি দেওয়া হইবে না।

৮৫৬। 'উহারা' দ্বারা যাহাদিগকে মুশরিকরা আল্লাহ্‌র শরীক করিয়াছিল তাহাদিগকে বুঝাইতেছে।—কাশ্‌শাফ, কুরতুবী ইত্যাদি

وَجِئْنَا بِكَ شَهِيدًا عَلَىٰ هَٰؤُلَاءِ ۚ وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِّكُلِّ شَيْءٍ وَهُدًى وَرَحْمَةً وَبُشْرَىٰ لِلْمُسْلِمِينَ ○

এবং তোমাকে[৮৫৭] আমি আনিব সাক্ষীরূপে ইহাদের বিষয়ে। আমি আত্মসমর্পণকারীদের জন্য প্রত্যেক বিষয়ে স্পষ্ট ব্যাখ্যাস্বরূপ, পথনির্দেশ, দয়া ও সুসংবাদস্বরূপ তোমার প্রতি কিতাব অবতীর্ণ করিলাম।

[১৩]

٩٠- إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَىٰ وَيَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنكَرِ وَالْبَغْيِ ۚ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ○

৯০। আল্লাহ্ ন্যায়পরায়ণতা, সদাচরণ ও আত্মীয়-স্বজনকে দানের নির্দেশ দেন এবং তিনি নিষেধ করেন অশ্লীলতা, অসৎকার্য ও সীমালংঘন; তিনি তোমাদিগকে উপদেশ দেন যাহাতে তোমরা শিক্ষা গ্রহণ কর।

٩١- وَأَوْفُوا بِعَهْدِ اللَّهِ إِذَا عَاهَدتُّمْ وَلَا تَنقُضُوا الْأَيْمَانَ بَعْدَ تَوْكِيدِهَا وَقَدْ جَعَلْتُمُ اللَّهَ عَلَيْكُمْ كَفِيلًا ۚ إِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا تَفْعَلُونَ ○

৯১। তোমরা আল্লাহ্‌র অংগীকার[৮৫৮] পূর্ণ করিও যখন পরস্পর অংগীকার কর এবং তোমরা আল্লাহ্‌কে তোমাদের যামিন করিয়া শপথ দৃঢ় করিবার পর উহা ভংগ করিও না। তোমরা যাহা কর নিশ্চয়ই আল্লাহ্ তাহা জানেন।

٩٢- وَلَا تَكُونُوا كَالَّتِي نَقَضَتْ غَزْلَهَا مِن بَعْدِ قُوَّةٍ أَنكَاثًا تَتَّخِذُونَ أَيْمَانَكُمْ دَخَلًا بَيْنَكُمْ أَن تَكُونَ أُمَّةٌ هِيَ أَرْبَىٰ مِنْ أُمَّةٍ ۚ إِنَّمَا يَبْلُوكُمُ اللَّهُ بِهِ ۚ وَلَيُبَيِّنَنَّ لَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مَا كُنتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ ○

৯২। তোমরা সেই নারীর মত[৮৫৯] হইও না, যে তাহার সূতা মযবুত করিয়া পাকাইবার পর উহার পাক খুলিয়া নষ্ট করিয়া দেয়। তোমাদের শপথ তোমরা পরস্পরকে প্রবঞ্চনা করিবার জন্য ব্যবহার করিয়া থাক, যাহাতে একদল অন্যদল অপেক্ষা অধিক লাভবান হও। আল্লাহ্ তো ইহা দ্বারা কেবল তোমাদিগকে পরীক্ষা করেন। আল্লাহ্ কিয়ামতের দিন তাহা নিশ্চয়ই স্পষ্টভাবে প্রকাশ করিয়া দিবেন যে বিষয়ে তোমরা মতভেদ করিতে।

৮৫৭। এ স্থলে 'তোমাকে' অর্থাৎ হযরত মুহাম্মাদ (সাঃ)-কে।
৮৫৮। শরী'আতে বৈধ তেমন অংগীকার।
৮৫৯। যে উন্মাদিনী সারাদিন সূতা কাটিয়া দিনশেষে সূতাগুলি ছিঁড়িয়া টুকরা টুকরা করিয়া ফেলে, শপথ করিয়া যে উহা ভঙ্গ করে, তাহার উপমা সেই উন্মাদিনীর মতই।

٩٣-وَلَوْ شَآءَ اللّٰهُ لَجَعَلَكُمْ اُمَّةً وَّاحِدَةً
وَّلٰكِنْ يُّضِلُّ مَنْ يَّشَآءُ
وَيَهْدِيْ مَنْ يَّشَآءُ ؕ
وَلَتُسْـَٔلُنَّ عَمَّا كُنْتُمْ تَعْمَلُوْنَ ○

৯৩। ইচ্ছা করিলে আল্লাহ্ তোমাদিগকে এক জাতি করিতে পারিতেন, কিন্তু তিনি যাহাকে ইচ্ছা বিভ্রান্ত করেন এবং যাহাকে ইচ্ছা সৎপথে পরিচালিত করেন। তোমরা যাহা কর সে বিষয়ে অবশ্যই তোমাদিগকে প্রশ্ন করা হইবে।

٩٤-وَلَا تَتَّخِذُوْٓا اَيْمَانَكُمْ
دَخَلًاۢ بَيْنَكُمْ فَتَزِلَّ قَدَمٌۢ بَعْدَ ثُبُوْتِهَا
وَتَذُوْقُوا السُّوْٓءَ
بِمَا صَدَدْتُّمْ عَنْ سَبِيْلِ اللّٰهِ ۚ
وَلَكُمْ عَذَابٌ عَظِيْمٌ ○

৯৪। পরস্পর প্রবঞ্চনা করিবার জন্য তোমরা তোমাদের শপথকে ব্যবহার করিও না; করিলে, পা স্থির হওয়ার পর পিছলাইয়া যাইবে এবং আল্লাহ্‌র পথে বাধা দেওয়ার কারণে তোমরা শাস্তির[৮৬০] আস্বাদ গ্রহণ করিবে; তোমাদের জন্য রহিয়াছে মহাশাস্তি।

٩٥-وَلَا تَشْتَرُوْا بِعَهْدِ اللّٰهِ ثَمَنًا قَلِيْلًا ؕ
اِنَّمَا عِنْدَ اللّٰهِ هُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ
اِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُوْنَ ○

৯৫। তোমরা আল্লাহ্‌র সংগে কৃত অংগীকার[৮৬১] তুচ্ছ মূল্যে বিক্রয় করিও না। আল্লাহ্‌র নিকট যাহা আছে কেবল তাহাই তোমাদের জন্য উত্তম—যদি তোমরা জানিতে!

٩٦-مَا عِنْدَكُمْ يَنْفَدُ وَمَا عِنْدَ اللّٰهِ
بَاقٍ ؕ وَلَنَجْزِيَنَّ الَّذِيْنَ صَبَرُوْٓا
اَجْرَهُمْ بِاَحْسَنِ مَا كَانُوْا يَعْمَلُوْنَ ○

৯৬। তোমাদের নিকট যাহা আছে তাহা নিঃশেষ হইবে এবং আল্লাহ্‌র নিকট যাহা আছে তাহা স্থায়ী। যাহারা ধৈর্য ধারণ করে আমি নিশ্চয়ই তাহাদিগকে তাহারা যাহা করে তাহা অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ পুরস্কার দান করিব।

٩٧-مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِّنْ ذَكَرٍ اَوْ اُنْثٰى
وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهٗ حَيٰوةً طَيِّبَةً ۚ
وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ اَجْرَهُمْ بِاَحْسَنِ
مَا كَانُوْا يَعْمَلُوْنَ ○

৯৭। মু'মিন হইয়া পুরুষ ও নারীর মধ্যে যে কেহ সৎকর্ম করিবে তাহাকে আমি নিশ্চয়ই পবিত্র জীবন দান করিব এবং তাহাদিগকে তাহাদের কর্মের শ্রেষ্ঠ পুরস্কার দান করিব।

٩٨-فَاِذَا قَرَاْتَ الْقُرْاٰنَ فَاسْتَعِذْ بِاللّٰهِ
مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيْمِ ○

৯৮। যখন কুরআন পাঠ করিবে তখন অভিশপ্ত শয়তান হইতে আল্লাহ্‌র শরণ লইবে;

৮৬০। এ স্থলে السوء -এর অর্থ العذاب অর্থাৎ শাস্তি।—ইমাম রাযী
৮৬১। আল্লাহ্‌র আদেশ-নিষেধ পালন করার অংগীকার।

৯৯। নিশ্চয়ই উহার[৮৬২] কোন আধিপত্য নাই তাহাদের উপর যাহারা ঈমান আনে ও তাহাদের প্রতিপালকেরই উপর নির্ভর করে।

৯৯- اِنَّهٗ لَيْسَ لَهٗ سُلْطٰنٌ عَلَى الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَلٰى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُوْنَ ○

১০০। উহার আধিপত্য তো কেবল তাহাদেরই উপর যাহারা উহাকে অভিভাবকরূপে গ্রহণ করে এবং যাহারা আল্লাহ্‌র[৮৬৩] শরীক করে।

১০০- اِنَّمَا سُلْطٰنُهٗ عَلَى الَّذِيْنَ يَتَوَلَّوْنَهٗ وَالَّذِيْنَ هُمْ بِهٖ مُشْرِكُوْنَ ○ ع

[১৪]

১০১। আমি যখন এক আয়াতের পরিবর্তে অন্য এক আয়াত উপস্থিত করি—আল্লাহ্ যাহা অবতীর্ণ করেন তাহা তিনিই ভাল জানেন[৮৬৪], তখন তাহারা বলে, 'তুমি[৮৬৫] তো কেবল মিথ্যা উদ্ভাবনকারী'[৮৬৬] কিন্তু উহাদের অধিকাংশই জানে না।

১০১- وَاِذَا بَدَّلْنَاۤ اٰيَةً مَّكَانَ اٰيَةٍ ۙ وَّاللّٰهُ اَعْلَمُ بِمَا يُنَزِّلُ قَالُوْۤا اِنَّمَاۤ اَنْتَ مُفْتَرٍ ؕ بَلْ اَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُوْنَ ○

১০২। বল, 'তোমার প্রতিপালকের নিকট হইতে রূহুল-কুদুস জিব্‌রাঈল[৮৬৭] সত্যসহ কুরআন[৮৬৮] অবতীর্ণ করিয়াছে, যাহারা মু'মিন তাহাদিগকে দৃঢ় প্রতিষ্ঠিত করিবার জন্য এবং হিদায়াত ও সুসংবাদস্বরূপ মুসলিমদের জন্য।'

১০২- قُلْ نَزَّلَهٗ رُوْحُ الْقُدُسِ مِنْ رَّبِّكَ بِالْحَقِّ لِيُثَبِّتَ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَهُدًى وَّبُشْرٰى لِلْمُسْلِمِيْنَ ○

১০৩। আমি তো জানি, তাহারা বলে, 'তাহাকে[৮৬৯] শিক্ষা দেয় এক মানুষ[৮৭০]।

১০৩- وَلَقَدْ نَعْلَمُ اَنَّهُمْ يَقُوْلُوْنَ اِنَّمَا يُعَلِّمُهٗ بَشَرٌ ؕ

৮৬২। অর্থাৎ শয়তানের।
৮৬৩। এখানে ٭ সর্বনাম দ্বারা আল্লাহ্‌কে বুঝাইতেছে।—কাশ্‌শাফ, কুরতুবী, জালালায়ন ইত্যাদি
৮৬৪। দ্রঃ ২ ঃ ১০৬ আয়াত।
৮৬৫। এখানে 'তুমি' দ্বারা হযরত মুহাম্মাদ (সাঃ)-কে বুঝাইতেছে।
৮৬৬। ইহা কাফিরদের উক্তি।
৮৬৭। روح القدس-এর শাব্দিক অর্থ 'পবিত্র আত্মা', কুরআনে জিবরাঈল (আ)-কে 'রূহুল কুদুস' বলা হইয়াছে।—কাশ্‌শাফ, কুরতুবী, জালালায়ন ইত্যাদি
৮৬৮। এখানে ٭ সর্বনাম দ্বারা কুরআনকে বুঝাইতেছে।
৮৬৯। এ স্থলে ٭ সর্বনাম দ্বারা হযরত মুহাম্মাদ (সাঃ)-কে বুঝাইতেছে।
৮৭০। মক্কার এক খৃষ্টান দাসের সহিত রাসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-এর মাঝে মধ্যে দেখা-সাক্ষাত হইত। ইহাতেই কাফিরগণ বলাবলি করিতে শুরু করে, তাঁহাকে এই দাস কুরআন শিক্ষা দেয়। এই আয়াতে তাহাদের কথার প্রতিবাদ করা হইয়াছে।

Contents

لِسَانُ الَّذِىْ يُلْحِدُوْنَ اِلَيْهِ اَعْجَمِىٌّ وَّهٰذَا لِسَانٌ عَرَبِىٌّ مُّبِيْنٌ ○

উহারা যাহার প্রতি ইহা আরোপ করে তাহার ভাষা তো আরবী নহে; কিন্তু কুরআনের ভাষা স্পষ্ট আরবী ভাষা।

١٠٤- اِنَّ الَّذِيْنَ لَا يُؤْمِنُوْنَ بِاٰيٰتِ اللّٰهِ ۙ لَا يَهْدِيْهِمُ اللّٰهُ وَلَهُمْ عَذَابٌ اَلِيْمٌ ○

১০৪। যাহারা আল্লাহ্‌র নিদর্শনে বিশ্বাস করে না, তাহাদিগকে আল্লাহ্ হিদায়াত করেন না এবং তাহাদের জন্য আছে মর্মন্তুদ শাস্তি।

١٠٥- اِنَّمَا يَفْتَرِى الْكَذِبَ الَّذِيْنَ لَا يُؤْمِنُوْنَ بِاٰيٰتِ اللّٰهِ ۚ وَاُولٰٓئِكَ هُمُ الْكٰذِبُوْنَ ○

১০৫। যাহারা আল্লাহ্‌র নিদর্শনে বিশ্বাস করে না তাহারা তো কেবল মিথ্যা উদ্ভাবন করে এবং তাহারাই মিথ্যাবাদী।

١٠٦- مَنْ كَفَرَ بِاللّٰهِ مِنْۢ بَعْدِ اِيْمَانِهٖٓ اِلَّا مَنْ اُكْرِهَ وَقَلْبُهٗ مُطْمَئِنٌّۢ بِالْاِيْمَانِ وَلٰكِنْ مَّنْ شَرَحَ بِالْكُفْرِ صَدْرًا فَعَلَيْهِمْ غَضَبٌ مِّنَ اللّٰهِ ۚ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيْمٌ ○

১০৬। কেহ তাহার ঈমান আনার পর আল্লাহ্‌কে অস্বীকার করিলে এবং কুফরীর জন্য হৃদয় উন্মুক্ত রাখিলে তাহার উপর আপতিত হইবে আল্লাহ্‌র গযব এবং তাহার জন্য আছে মহাশাস্তি; তবে তাহার জন্য নহে, যাহাকে কুফরীর জন্য[৮৭১] বাধ্য করা হয় কিন্তু তাহার চিত্ত ঈমানে অবিচলিত।

١٠٧- ذٰلِكَ بِاَنَّهُمُ اسْتَحَبُّوا الْحَيٰوةَ الدُّنْيَا عَلَى الْاٰخِرَةِ ۙ وَاَنَّ اللّٰهَ لَا يَهْدِى الْقَوْمَ الْكٰفِرِيْنَ ○

১০৭। ইহা এইজন্য যে, তাহারা দুনিয়ার জীবনকে আখিরাতের উপর প্রাধান্য দেয় এবং আল্লাহ্ কাফির সম্প্রদায়কে হিদায়াত করেন না।

١٠٨- اُولٰٓئِكَ الَّذِيْنَ طَبَعَ اللّٰهُ عَلٰى قُلُوْبِهِمْ وَسَمْعِهِمْ وَاَبْصَارِهِمْ ۚ وَاُولٰٓئِكَ هُمُ الْغٰفِلُوْنَ ○

১০৮। উহারাই তাহারা, আল্লাহ্ যাহাদের অন্তর, কর্ণ ও চক্ষু মোহর করিয়া দিয়াছেন এবং উহারাই গাফিল।

١٠٩- لَا جَرَمَ اَنَّهُمْ فِى الْاٰخِرَةِ هُمُ الْخٰسِرُوْنَ ○

১০৯। নিশ্চয়ই উহারা আখিরাতে হইবে ক্ষতিগ্রস্ত।

৮৭১। 'কুফরীর জন্য' কথাটি মূল আরবীতে উহ্য আছে।

১১০। যাহারা নির্যাতিত হইবার পর হিজরত করে, পরে জিহাদ করে এবং ধৈর্য ধারণ করে, তোমার প্রতিপালক এই সবের পর, তাহাদের প্রতি অবশ্যই ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।

١١٠- ثُمَّ اِنَّ رَبَّكَ لِلَّذِيْنَ هَاجَرُوْا مِنْۢ بَعْدِ مَا فُتِنُوْا ثُمَّ جٰهَدُوْا وَصَبَرُوْٓا ۙ اِنَّ رَبَّكَ مِنْۢ بَعْدِهَا لَغَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ ۝

[১৫]

১১১। স্মরণ কর সেই দিনকে, যেদিন প্রত্যেক ব্যক্তি আত্ম সমর্থনে যুক্তি উপস্থিত করিতে আসিবে এবং প্রত্যেককে তাহার কৃতকর্মের পূর্ণফল দেওয়া হইবে। এবং তাহাদের প্রতি যুলুম করা হইবে না।

١١١- يَوْمَ تَاْتِيْ كُلُّ نَفْسٍ تُجَادِلُ عَنْ نَّفْسِهَا وَتُوَفّٰى كُلُّ نَفْسٍ مَّا عَمِلَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُوْنَ ۝

১১২। আল্লাহ্ দৃষ্টান্ত দিতেছেন এক জনপদের যাহা ছিল নিরাপদ ও নিশ্চিন্ত, যেথায় আসিত সর্বদিক হইতে উহার প্রচুর জীবনোপকরণ। অতঃপর উহা আল্লাহ্র অনুগ্রহ অস্বীকার করিল, ফলে তাহারা যাহা করিত তজ্জন্য আল্লাহ্ তাহাদিগকে আস্বাদ গ্রহণ করাইলেন ক্ষুধা ও ভীতির আচ্ছাদনের[৮৭২]।

١١٢- وَضَرَبَ اللّٰهُ مَثَلًا قَرْيَةً كَانَتْ اٰمِنَةً مُّطْمَئِنَّةً يَّاْتِيْهَا رِزْقُهَا رَغَدًا مِّنْ كُلِّ مَكَانٍ فَكَفَرَتْ بِاَنْعُمِ اللّٰهِ فَاَذَاقَهَا اللّٰهُ لِبَاسَ الْجُوْعِ وَالْخَوْفِ بِمَا كَانُوْا يَصْنَعُوْنَ ۝

১১৩। তাহাদের নিকট তো আসিয়াছিল এক রাসূল তাহাদেরই মধ্য হইতে, কিন্তু তাহারা তাহাকে অস্বীকার করিয়াছিল। ফলে সীমালংঘন করা অবস্থায় শাস্তি তাহাদিগকে গ্রাস[৮৭৩] করিল।

١١٣- وَلَقَدْ جَآءَهُمْ رَسُوْلٌ مِّنْهُمْ فَكَذَّبُوْهُ فَاَخَذَهُمُ الْعَذَابُ وَهُمْ ظٰلِمُوْنَ ۝

১১৪। আল্লাহ্ তোমাদিগকে হালাল ও পবিত্র যাহা দিয়াছেন তাহা হইতে তোমরা আহার কর এবং আল্লাহ্র অনুগ্রহের জন্য কৃতজ্ঞতা প্রকাশ কর, যদি তোমরা কেবল তাঁহারই 'ইবাদত কর।

١١٤- فَكُلُوْا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللّٰهُ حَلٰلًا طَيِّبًا ۪ وَّاشْكُرُوْا نِعْمَتَ اللّٰهِ اِنْ كُنْتُمْ اِيَّاهُ تَعْبُدُوْنَ ۝

৮৭২। لباس الجوع و الخوف -এর শাব্দিক অর্থ 'ক্ষুধা ও ভীতির পোশাক'। ইহা একটি আরবী বাগধারা, যাহার অর্থ 'ক্ষুধা ও ভীতি' অর্থাৎ ক্ষুধা ও ভীতি তাহাদিগকে গ্রাস করিল।

৮৭৩। اخذهم العذاب-এর শাব্দিক অর্থ 'উহাদিগকে শাস্তি ধরিয়া ফেলিল'। ইহা একটি বাগধারা, যাহার অর্থ 'শাস্তি উহাদিগকে গ্রাস করিল'।

১১৫-اِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ وَلَحْمَ الْخِنْزِيْرِ وَمَآ اُهِلَّ لِغَيْرِ اللّٰهِ بِهٖ ۚ فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَّلَا عَادٍ فَاِنَّ اللّٰهَ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ ○

১১৫। আল্লাহ্ তো কেবল মৃত জন্তু, রক্ত, শূকর-মাংস এবং যাহা যবেহ্‌কালে আল্লাহ্‌র পরিবর্তে অন্যের নাম লওয়া হইয়াছে তাহাই তোমাদের জন্য হারাম করিয়াছেন, কিন্তু কেহ অবাধ্য কিংবা সীমালংঘনকারী না হইয়া অনন্যোপায় হইলে আল্লাহ্ তো ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।

১১৬-وَلَا تَقُوْلُوْا لِمَا تَصِفُ اَلْسِنَتُكُمُ الْكَذِبَ هٰذَا حَلٰلٌ وَّ هٰذَا حَرَامٌ لِّتَفْتَرُوْا عَلَى اللّٰهِ الْكَذِبَ ؕ اِنَّ الَّذِيْنَ يَفْتَرُوْنَ عَلَى اللّٰهِ الْكَذِبَ لَا يُفْلِحُوْنَ ○ؕ

১১৬। তোমাদের জিহ্‌বা মিথ্যা আরোপ করে বলিয়া আল্লাহ্‌র প্রতি মিথ্যা আরোপ করিবার জন্য তোমরা বলিও না, 'ইহা হালাল এবং উহা হারাম'। নিশ্চয়ই যাহারা আল্লাহ্ সম্বন্ধে মিথ্যা উদ্ভাবন করিবে তাহারা সফলকাম হইবে না।

১১৭- مَتَاعٌ قَلِيْلٌ ۪ وَّلَهُمْ عَذَابٌ اَلِيْمٌ ○

১১৭। উহাদের সুখ-সম্ভোগ[৮৭৪] সামান্যই এবং উহাদের জন্য রহিয়াছে মর্মন্তুদ শাস্তি।

১১৮- وَعَلَى الَّذِيْنَ هَادُوْا حَرَّمْنَا مَا قَصَصْنَا عَلَيْكَ مِنْ قَبْلُ ۚ وَمَا ظَلَمْنٰهُمْ وَلٰكِنْ كَانُوْٓا اَنْفُسَهُمْ يَظْلِمُوْنَ ○

১১৮। ইয়াহূদীদের জন্য আমি তো কেবল তাহাই হারাম করিয়াছিলাম যাহা তোমার নিকট আমি পূর্বে উল্লেখ করিয়াছি[৮৭৫] এবং আমি উহাদের উপর কোন যুলুম করি নাই, কিন্তু উহারাই যুলুম করিত নিজেদের প্রতি।

১১৯- ثُمَّ اِنَّ رَبَّكَ لِلَّذِيْنَ عَمِلُوا السُّوْٓءَ بِجَهَالَةٍ ثُمَّ تَابُوْا مِنْۢ بَعْدِ ذٰلِكَ وَاَصْلَحُوْٓا ۙ اِنَّ رَبَّكَ مِنْۢ بَعْدِهَا لَغَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ ○ؒ

১১৯। অতঃপর যাহারা অজ্ঞতাবশত মন্দকর্ম করে তাহারা পরে তওবা করিলে ও নিজদিগকে সংশোধন করিলে তাহাদের জন্য তোমার প্রতিপালক অবশ্যই অতি ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।

৮৭৪। এ স্থলে متاع 'সুখ-সম্ভোগ'-এর অর্থ متاعهم অর্থাৎ উহাদের সুখ-সম্ভোগ।—ইমাম রাযী

৮৭৫। দ্র. ৬ ঃ ১৪৬ আয়াত।

[১৬]

১২০। ইব্‌রাহীম ছিল এক 'উম্মাত',[৮৭৬] আল্লাহ্‌র অনুগত, একনিষ্ঠ এবং সে ছিল না মুশরিকদের অন্তর্ভুক্ত;

١٢٠-اِنَّ اِبْرٰهِيْمَ كَانَ اُمَّةً قَانِتًا لِّلّٰهِ حَنِيْفًا ؕ وَلَمْ يَكُ مِنَ الْمُشْرِكِيْنَ ۙ

১২১। সে ছিল আল্লাহ্‌র[৮৭৭] অনুগ্রহের জন্য কৃতজ্ঞ; আল্লাহ্ তাহাকে মনোনীত করিয়াছিলেন এবং তাহাকে পরিচালিত করিয়াছিলেন সরল পথে।

١٢١-شَاكِرًا لِّاَنْعُمِهٖ ؕ اِجْتَبٰىهُ وَهَدٰىهُ اِلٰى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيْمٍ

১২২। আমি তাহাকে দুনিয়ায় দিয়াছিলাম মংগল এবং আখিরাতেও, সে নিশ্চয়ই সৎকর্মপরায়ণদের অন্যতম।

١٢٢-وَاٰتَيْنٰهُ فِى الدُّنْيَا حَسَنَةً ؕ وَاِنَّهٗ فِى الْاٰخِرَةِ لَمِنَ الصّٰلِحِيْنَ ؕ

১২৩। এখন আমি তোমার প্রতি প্রত্যাদেশ করিলাম, 'তুমি একনিষ্ঠ ইব্‌রাহীমের ধর্মাদর্শ অনুসরণ কর; এবং সে মুশরিকদের অন্তর্ভুক্ত ছিল না।

١٢٣-ثُمَّ اَوْحَيْنَآ اِلَيْكَ اَنِ اتَّبِعْ مِلَّةَ اِبْرٰهِيْمَ حَنِيْفًا ؕ وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِيْنَ

১২৪। শনিবার পালন[৮৭৮] তো কেবল তাহাদের জন্য বাধ্যতামূলক করা হইয়াছিল, যাহারা এ সম্বন্ধে মতভেদ করিত। যে বিষয়ে উহারা মতভেদ করিত তোমার প্রতিপালক তো অবশ্যই কিয়ামতের দিন সে বিষয়ে উহাদের বিচার-মীমাংসা করিয়া দিবেন।

١٢٤-اِنَّمَا جُعِلَ السَّبْتُ عَلَى الَّذِيْنَ اخْتَلَفُوْا فِيْهِ ؕ وَاِنَّ رَبَّكَ لَيَحْكُمُ بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ فِيْمَا كَانُوْا فِيْهِ يَخْتَلِفُوْنَ

১২৫। তুমি মানুষকে তোমার প্রতিপালকের পথে আহ্‌বান কর হিকমত[৮৭৯] ও সদুপদেশ দ্বারা এবং উহাদের সহিত তর্ক

١٢٥-اُدْعُ اِلٰى سَبِيْلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ

৮৭৬। امة শব্দটির অর্থ সম্প্রদায়। এ স্থলে ইহার অর্থ كان وحده امة অর্থাৎ তিনি একাই এক জাতি ছিলেন অর্থাৎ এক জাতির প্রতীক ছিলেন।—কাশ্‌শাফ, জালালায়ন, ইমাম রাযী ইত্যাদি

৮৭৭। এ স্থলে ه সর্বনাম দ্বারা আল্লাহ্‌কে বুঝাইতেছে।

৮৭৮। ইব্‌রাহীম (আ)-এর শরী'আতে 'শনিবার পালনের' হুকুম ছিল না। বনী ইসরাঈল হযরত মূসা (আ)-এর নির্দেশের বিরোধিতা করিয়া তাহাদের জন্য ইহা নির্ধারণ করিয়াছিল, কিন্তু ইহাতেও তাহারা সীমালংঘন করিয়াছে। দ্র. ৭ ঃ ১৬৩।

৮৭৯। দ্র. ২ ঃ ১২৯ আয়াত ও উহার টীকা।

وَجَادِلْهُم بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ ۚ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَن ضَلَّ عَن سَبِيلِهِ ۖ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ ○

করিবে উত্তম পন্থায়। তোমার প্রতিপালক, তাঁহার পথ ছাড়িয়া কে বিপথগামী হয়, সে সম্বন্ধে সবিশেষ অবহিত এবং কাহারা সৎপথে আছে তাহাও তিনি সবিশেষ অবহিত।

١٢٦- وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُم بِهِ ۖ وَلَئِن صَبَرْتُمْ لَهُوَ خَيْرٌ لِّلصَّابِرِينَ ○

১২৬। যদি তোমরা শাস্তি দাওই, তবে ঠিক ততখানি শাস্তি দিবে যতখানি অন্যায় তোমাদের প্রতি করা হইয়াছে। তবে তোমরা ধৈর্য ধারণ করিলে ধৈর্যশীলদের জন্য উহাই তো উত্তম।

١٢٧- وَاصْبِرْ وَمَا صَبْرُكَ إِلَّا بِاللَّهِ ۚ وَلَا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ وَلَا تَكُ فِي ضَيْقٍ مِّمَّا يَمْكُرُونَ ○

১২৭। তুমি ধৈর্য ধারণ কর, তোমার ধৈর্য তো আল্লাহ্‌রই সাহায্যে। উহাদের দরুন দুঃখ করিও না এবং উহাদের ষড়যন্ত্রে তুমি মনঃক্ষুণ্ন হইও না।

١٢٨- إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذِينَ اتَّقَوا وَّالَّذِينَ هُم مُّحْسِنُونَ ○ ع

১২৮। আল্লাহ্ তাহাদেরই সংগে আছেন যাহারা তাক্ওয়া অবলম্বন করে এবং যাহারা সৎকর্মপরায়ণ।

১৭-সূরা বনী ইস্‌রাঈল

১১১ আয়াত, ১২ রুকূ‘, মক্কী

।। দয়াময়, পরম দয়ালু আল্লাহ্‌র নামে ।।

١- سُبْحٰنَ الَّذِىْٓ اَسْرٰى بِعَبْدِهٖ لَيْلًا مِّنَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ اِلَى الْمَسْجِدِ الْاَقْصَا الَّذِىْ بٰرَكْنَا حَوْلَهٗ لِنُرِيَهٗ مِنْ اٰيٰتِنَا ۚ اِنَّهٗ هُوَ السَّمِيْعُ الْبَصِيْرُ ○

১। পবিত্র ও মহিমময় তিনি যিনি তাঁহার বান্দাকে রজনীযোগে ভ্রমণ করাইয়াছিলেন[৮৮০] আল-মসজিদুল হারাম,[৮৮১] হইতে আল-মসজিদুল আকসা পর্যন্ত,[৮৮২] যাহার পরিবেশ আমি করিয়াছিলাম বরকতময়, তাহাকে আমার নিদর্শন দেখাইবার জন্য; তিনিই সর্বশ্রোতা, সর্বদ্রষ্টা।[৮৮৩]

٢- وَاٰتَيْنَا مُوْسَى الْكِتٰبَ وَجَعَلْنٰهُ هُدًى لِّبَنِىْٓ اِسْرَآءِيْلَ اَلَّا تَتَّخِذُوْا مِنْ دُوْنِىْ وَكِيْلًا ○

২। আমি মূসাকে কিতাব দিয়াছিলাম ও উহাকে করিয়াছিলাম বনী ইস্‌রাঈলের জন্য পথনির্দেশক। আমি আদেশ করিয়াছিলাম[৮৮৪] 'তোমরা আমা ব্যতীত অপর কাহাকেও কর্মবিধায়করূপে গ্রহণ করিও না;

٣- ذُرِّيَّةَ مَنْ حَمَلْنَا مَعَ نُوْحٍ ۚ اِنَّهٗ كَانَ عَبْدًا شَكُوْرًا ○

৩। 'হে তাহাদের বংশধর! যাহাদিগকে আমি নূহের সহিত আরোহণ[৮৮৫] করাইয়াছিলাম; সে তো ছিল পরম কৃতজ্ঞ বান্দা।'

٤- وَقَضَيْنَآ اِلٰى بَنِىْٓ اِسْرَآءِيْلَ فِى الْكِتٰبِ

৪। এবং আমি কিতাবে[৮৮৬] প্রত্যাদেশ দ্বারা বনী ইস্‌রাঈলকে জানাইয়াছিলাম,

---

৮৮০। এই আয়াতে রাসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-এর মি'রাজ সংক্রান্ত ঘটনার উল্লেখ করা হইয়াছে। দ্র. ৫৩ ঃ ৮-১৮।

৮৮১। দ্র. ২ ঃ ১৪৪।

৮৮২। জেরুসালেমে অবস্থিত মসজিদ, যাহা বায়তুল-মাক্‌দিস (আল্-কুদ্‌স) নামেও অভিহিত।

৮৮৩। এই আয়াতে আল্লাহ্ প্রথমে তৃতীয় ও পরে উত্তম পুরুষ নিজের জন্য ব্যবহার করিয়াছেন। আরবী অলংকার শাস্ত্র অনুসারে পরস্পর সংলগ্ন দুইটি বাক্যে একই কর্তার উত্তম ও তৃতীয় পুরুষের ব্যবহার ব্যাকরণসম্মত দ্র. ৫ ঃ ১২।

৮৮৪। 'আমি আদেশ করিয়াছিলাম' এই কথাটি আরবীতে উহ্য আছে।

৮৮৫। এ স্থলে حملنا অর্থাৎ 'আরোহণ করাইয়াছিলাম'-এর অর্থ حملنا فى السفينة অর্থাৎ 'নৌকায় আরোহণ করাইয়াছিলাম।

৮৮৬। এ স্থলে الكتاب দ্বারা তাওরাত বুঝাইতেছে।

لَتُفۡسِدُنَّ فِی الۡاَرۡضِ مَرَّتَیۡنِ وَ لَتَعۡلُنَّ عُلُوًّا کَبِیۡرًا ○

'নিশ্চয়ই তোমরা পৃথিবীতে দুইবার বিপর্যয় সৃষ্টি করিবে[৮৮৭] এবং তোমরা অতিশয় অহংকারস্ফীত হইবে।'

٥- فَاِذَا جَآءَ وَعۡدُ اُوۡلٰىہُمَا بَعَثۡنَا عَلَیۡکُمۡ عِبَادًا لَّنَاۤ اُولِیۡ بَاۡسٍ شَدِیۡدٍ فَجَاسُوۡا خِلٰلَ الدِّیَارِ ؕ وَ کَانَ وَعۡدًا مَّفۡعُوۡلًا ○

৫। অতঃপর এই দুইয়ের প্রথমটির নির্ধারিত কাল যখন উপস্থিত হইল তখন আমি তোমাদের বিরুদ্ধে প্রেরণ করিয়াছিলাম আমার বান্দাদিগকে, যুদ্ধে অতিশয় শক্তিশালী; উহারা ঘরে ঘরে প্রবেশ করিয়া সমস্ত ধ্বংস করিয়াছিল। আর প্রতিশ্রুতি[৮৮৮] কার্যকরী হইয়াই থাকে।

٦- ثُمَّ رَدَدۡنَا لَکُمُ الۡکَرَّۃَ عَلَیۡہِمۡ وَ اَمۡدَدۡنٰکُمۡ بِاَمۡوَالٍ وَّ بَنِیۡنَ وَ جَعَلۡنٰکُمۡ اَکۡثَرَ نَفِیۡرًا ○

৬। অতঃপর আমি তোমাদিগকে পুনরায় উহাদের উপর প্রতিষ্ঠিত করিলাম, তোমাদিগকে ধন ও সন্তান-সন্ততি দ্বারা সাহায্য করিলাম ও সংখ্যায় গরিষ্ঠ করিলাম।

٧- اِنۡ اَحۡسَنۡتُمۡ اَحۡسَنۡتُمۡ لِاَنۡفُسِکُمۡ ۟ وَ اِنۡ اَسَاۡتُمۡ فَلَہَا ؕ فَاِذَا جَآءَ وَعۡدُ الۡاٰخِرَۃِ لِیَسُوۡٓءٗا وُجُوۡہَکُمۡ وَ لِیَدۡخُلُوا الۡمَسۡجِدَ کَمَا دَخَلُوۡہُ اَوَّلَ مَرَّۃٍ وَّ لِیُتَبِّرُوۡا مَا عَلَوۡا تَتۡبِیۡرًا ○

৭। তোমরা সৎকর্ম করিলে সৎকর্ম নিজেদের জন্য করিবে এবং মন্দকর্ম করিলে তাহাও করিবে নিজেদের জন্য। অতঃপর পরবর্তী নির্ধারিত কাল[৮৮৯] উপস্থিত হইলে আমি আমার বান্দাদিগকে প্রেরণ করিলাম[৮৯০] তোমাদের মুখমণ্ডল কালিমাচ্ছন্ন করিবার জন্য, প্রথমবার তাহারা যেভাবে মসজিদে প্রবেশ করিয়াছিল পুনরায় সেইভাবেই উহাতে প্রবেশ করিবার জন্য এবং তাহারা যাহা অধিকার করিয়াছিল তাহা সম্পূর্ণভাবে ধ্বংস করিবার জন্য।

৮৮৭। বনী ইসরাঈল সম্বন্ধে তাওরাতে বর্ণিত ছিল যে, তাহারা দুইবার সীমালংঘন করিবে এবং তজ্জন্য সমুচিত শাস্তিও পাইবে। প্রথমবার ৫৮৬ খৃ.পূ. সালে ব্যাবিলনের অধিপতি বুখ্‌ত নাস্‌র (Nebuchad Nazzar) এবং দ্বিতীয়বার ৭০ খৃষ্টাব্দে রোমক সম্রাট তীতাউস (Titues) তাহাদিগকে নির্বিচারে হত্যা করে ও তাহাদের ঘরবাড়ী বিধ্বস্ত করে। প্রথমবারের ধ্বংসের পর তাওবা করিলে তাহাদিগকে পুনঃ প্রতিষ্ঠিত করা হয়।

৮৮৮। এ স্থলে وعد শব্দের দ্বারা وعد العقاب বুঝায় অর্থাৎ শাস্তির প্রতিশ্রুতি। -কাশ্‌শাফ, নাসাফী

৮৮৯। এখানে وعد শব্দটি ميعاد অর্থাৎ নির্ধারিত কাল অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে।

৮৯০। 'আমার বান্দাদিগকে প্রেরণ করিলাম' এই বাক্যটি উপরিউক্ত ৫ আয়াতে উল্লিখিত হইয়াছে।

৮। সম্ভবত তোমাদের প্রতিপালক তোমাদের প্রতি দয়া করিবেন[৮৯১] কিন্তু তোমরা যদি তোমাদের পূর্ব আচরণের পুনরাবৃত্তি কর তবে আমিও পুনরাবৃত্তি করিব। জাহান্নামকে আমি করিয়াছি কাফিরদের জন্য কারাগার।

٨- عَسٰى رَبُّكُمْ اَنْ يَّرْحَمَكُمْ ۚ وَاِنْ عُدْتُّمْ عُدْنَا ۘ وَجَعَلْنَا جَهَنَّمَ لِلْكٰفِرِيْنَ حَصِيْرًا ○

৯। নিশ্চয়ই এই কুরআন হিদায়াত করে সেই পথের দিকে যাহা সুদৃঢ় এবং সৎকর্মপরায়ণ মু'মিনদিগকে সুসংবাদ দেয় যে, তাহাদের জন্য রহিয়াছে মহাপুরস্কার।

٩- اِنَّ هٰذَا الْقُرْاٰنَ يَهْدِىْ لِلَّتِىْ هِىَ اَقْوَمُ وَيُبَشِّرُ الْمُؤْمِنِيْنَ الَّذِيْنَ يَعْمَلُوْنَ الصّٰلِحٰتِ اَنَّ لَهُمْ اَجْرًا كَبِيْرًا ○

১০। এবং যাহারা আখিরাতে ঈমান আনে না তাহাদের জন্য প্রস্তুত রাখিয়াছি মর্মন্তুদ শাস্তি।

١٠- وَّاَنَّ الَّذِيْنَ لَا يُؤْمِنُوْنَ بِالْاٰخِرَةِ اَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابًا اَلِيْمًا ○

[২]

১১। আর মানুষ অকল্যাণ কামনা করে; যেইভাবে কল্যাণ কামনা[৮৯২] করে; মানুষ তো অতি মাত্রায় ত্বরাপ্রিয়।

١١- وَيَدْعُ الْاِنْسَانُ بِالشَّرِّ دُعَآءَهٗ بِالْخَيْرِ ۗ وَكَانَ الْاِنْسَانُ عَجُوْلًا ○

১২। আমি রাত্রি ও দিবসকে করিয়াছি দুইটি নিদর্শন, রাত্রির নিদর্শনকে অপসারিত করিয়াছি এবং দিবসের নিদর্শনকে আলোকপ্রদ করিয়াছি যাহাতে তোমরা তোমাদের প্রতিপালকের অনুগ্রহ সন্ধান করিতে পার এবং যাহাতে তোমরা বর্ষ-সংখ্যা ও হিসাব জানিতে পার; এবং আমি সব কিছু বিশদভাবে বর্ণনা করিয়াছি।

١٢- وَجَعَلْنَا الَّيْلَ وَالنَّهَارَ اٰيَتَيْنِ فَمَحَوْنَآ اٰيَةَ الَّيْلِ وَجَعَلْنَآ اٰيَةَ النَّهَارِ مُبْصِرَةً لِّتَبْتَغُوْا فَضْلًا مِّنْ رَّبِّكُمْ وَلِتَعْلَمُوْا عَدَدَ السِّنِيْنَ وَالْحِسَابَ ۗ وَكُلَّ شَىْءٍ فَصَّلْنٰهُ تَفْصِيْلًا ○

১৩। প্রত্যেক মানুষের কর্ম[৮৯৩] আমি তাহার গ্রীবালগ্ন করিয়াছি এবং কিয়ামতের দিন আমি তাহার জন্য বাহির করিব এক কিতাব, যাহা সে পাইবে উন্মুক্ত।

١٣- وَكُلَّ اِنْسَانٍ اَلْزَمْنٰهُ طٰٓئِرَهٗ فِىْ عُنُقِهٖ ۗ وَنُخْرِجُ لَهٗ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ كِتٰبًا يَّلْقٰهُ مَنْشُوْرًا ○

৮৯১। যদি তাহারা আল্লাহ্‌র নির্দেশ পালন করে (দ্র. ২ ঃ ৮৯ ও ৩ ঃ ৬৪)। অন্যথায় আবারও 'আযাব আসিবে।
৮৯২। دعاء শব্দটির এক অর্থ 'কোন কিছু কামনা করা'। -মানার
৮৯৩। طائر -এর অর্থ এ স্থলে 'কর্ম'। -কাশ্‌শাফ, লিসানুল 'আরাব

١٤- اِقْرَاْ كِتٰبَكَ ؕ كَفٰى بِنَفْسِكَ الْيَوْمَ عَلَيْكَ حَسِيْبًا ۝

১৪। 'তুমি তোমার কিতাব[৮৯৪] পাঠ কর,[৮৯৫] আজ তুমি নিজেই তোমার হিসাব-নিকাশের জন্য যথেষ্ট।'

١٥- مَنِ اهْتَدٰى فَاِنَّمَا يَهْتَدِيْ لِنَفْسِهٖ ۚ وَمَنْ ضَلَّ فَاِنَّمَا يَضِلُّ عَلَيْهَا ؕ وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِّزْرَ اُخْرٰى ؕ وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِيْنَ حَتّٰى نَبْعَثَ رَسُوْلًا ۝

১৫। যাহারা সৎপথ অবলম্বন করিবে তাহারা তো নিজেদেরই মংগলের জন্য সৎপথ অবলম্বন করিবে এবং যাহারা পথভ্রষ্ট হইবে তাহারা তো পথভ্রষ্ট হইবে নিজেদেরই ধ্বংসের জন্য এবং কেহ অন্য কাহারও ভার বহন করিবে না। আমি রাসূল না পাঠান পর্যন্ত কাহাকেও শাস্তি দেই না।

١٦- وَاِذَآ اَرَدْنَآ اَنْ نُّهْلِكَ قَرْيَةً اَمَرْنَا مُتْرَفِيْهَا فَفَسَقُوْا فِيْهَا فَحَقَّ عَلَيْهَا الْقَوْلُ فَدَمَّرْنٰهَا تَدْمِيْرًا ۝

১৬। আমি যখন কোন জনপদ ধ্বংস করিতে চাহি তখন উহার সমৃদ্ধিশালী ব্যক্তিদিগকে সৎকর্ম করিতে[৮৯৬] আদেশ করি, কিন্তু উহারা সেথায় অসৎকর্ম করে; অতঃপর উহার[৮৯৭] প্রতি দণ্ডাজ্ঞা[৮৯৮] ন্যায়সংগত হইয়া যায় এবং আমি উহা সম্পূর্ণরূপে বিধ্বস্ত করি।

١٧- وَكَمْ اَهْلَكْنَا مِنَ الْقُرُوْنِ مِنْۢ بَعْدِ نُوْحٍ ؕ وَكَفٰى بِرَبِّكَ بِذُنُوْبِ عِبَادِهٖ خَبِيْرًاۢ بَصِيْرًا ۝

১৭। নূহের পর আমি কত মানবগোষ্ঠী ধ্বংস করিয়াছি! তোমার প্রতিপালকই তাঁহার বান্দাদের পাপাচরণের সংবাদ রাখা ও পর্যবেক্ষণের জন্য যথেষ্ট।

١٨- مَنْ كَانَ يُرِيْدُ الْعَاجِلَةَ عَجَّلْنَا لَهٗ فِيْهَا مَا نَشَآءُ لِمَنْ نُّرِيْدُ ثُمَّ جَعَلْنَا لَهٗ جَهَنَّمَ ۚ يَصْلٰىهَا مَذْمُوْمًا مَّدْحُوْرًا ۝

১৮। কেহ আশু সুখ-সম্ভোগ[৮৯৯] কামনা করিলে আমি যাহাকে যাহা ইচ্ছা এইখানেই সত্বর দিয়া থাকি; পরে উহার জন্য জাহান্নাম নির্ধারিত করি যেথায় সে প্রবেশ করিবে নিন্দিত ও অনুগ্রহ হইতে দূরীকৃত[৯০০] অবস্থায়।

৮৯৪। কিতাব দ্বারা এখানে 'আমলনামা বুঝাইতেছে।

৮৯৫। কিয়ামত দিবসে উহা বলা হইবে।

৮৯৬। এ স্থলে امرنا শব্দটির অর্থ امرنا بالخير 'সৎকর্ম করিতে আদেশ করি'। -কাশ্‌শাফ

৮৯৭। এ স্থলে 'উহার' অর্থ 'জনপদের'।

৮৯৮। এ স্থলে القول -এর অর্থ 'দণ্ডাজ্ঞা'।

৮৯৯। এখানে العاجلة -এর অর্থ 'দুনিয়া তথা ক্ষণস্থায়ী পার্থিব সুখ ও সম্ভোগ'। -ইমাম রাযী, কুরতুবী ইত্যাদি

৯০০। مدحورا শব্দটির অর্থ 'দূরীকৃত'। এ স্থলে ইহার অর্থ 'আল্লাহ্‌র অনুগ্রহ হইতে দূরীকৃত'। -ইমাম রাযী, জালালায়ন, কুরতুবী ইত্যাদি

Contents

١٩- وَمَنْ اَرَادَ الْاٰخِرَةَ وَسَعٰى لَهَا سَعْيَهَا وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَاُولٰٓئِكَ كَانَ سَعْيُهُمْ مَّشْكُوْرًا ○

১৯। যাহারা মু'মিন হইয়া আখিরাত কামনা করে এবং উহার জন্য যথাযথ চেষ্টা করে তাহাদের প্রচেষ্টা পুরস্কারযোগ্য।

٢٠- كُلًّا نُّمِدُّ هٰٓؤُلَآءِ وَهٰٓؤُلَآءِ مِنْ عَطَآءِ رَبِّكَ ۗ وَمَا كَانَ عَطَآءُ رَبِّكَ مَحْظُوْرًا ○

২০। তোমার প্রতিপালক তাঁহার দান দ্বারা ইহাদিগকে[৯০১] ও উহাদিগকে সাহায্য করেন[৯০২] এবং তোমার প্রতিপালকের দান অবারিত।

٢١- اُنْظُرْ كَيْفَ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلٰى بَعْضٍ ۭ وَلَلْاٰخِرَةُ اَكْبَرُ دَرَجٰتٍ وَّاَكْبَرُ تَفْضِيْلًا ○

২১। লক্ষ্য কর, আমি কীভাবে উহাদের এক দলকে অপরের উপর শ্রেষ্ঠত্ব দিয়াছি, আখিরাত তো নিশ্চয়ই মর্যাদায় মহত্তর ও গুণে শ্রেষ্ঠতর!

٢٢- لَا تَجْعَلْ مَعَ اللّٰهِ اِلٰهًا اٰخَرَ فَتَقْعُدَ مَذْمُوْمًا مَّخْذُوْلًا ○ ع

২২। আল্লাহ্‌র সহিত অপর কোন ইলাহ্ সাব্যস্ত করিও না; করিলে নিন্দিত ও লাঞ্ছিত হইয়া পড়িবে।

[৩]

٢٣- وَقَضٰى رَبُّكَ اَلَّا تَعْبُدُوْٓا اِلَّآ اِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ اِحْسَانًا ۭ اِمَّا يَبْلُغَنَّ عِنْدَكَ الْكِبَرَ اَحَدُهُمَآ اَوْ كِلٰهُمَا فَلَا تَقُلْ لَّهُمَآ اُفٍّ وَّلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُلْ لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيْمًا ○

২৩। তোমার প্রতিপালক আদেশ দিয়াছেন তিনি ব্যতীত অন্য কাহারও 'ইবাদত না করিতে ও পিতা-মাতার প্রতি সদ্ব্যবহার করিতে। তাহাদের একজন অথবা উভয়েই তোমার জীবদ্দশায় বার্ধক্যে উপনীত হইলে তাহাদিগকে 'উফ্'[৯০৩] বলিও না এবং তাহাদিগকে ধমক দিও না; তাহাদের সহিত সম্মানসূচক কথা বলিও।

٢٤- وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُلْ رَّبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيٰنِيْ صَغِيْرًا ○

২৪। মমতাবশে তাহাদের প্রতি নম্রতার পক্ষপুট অবনমিত করিও[৯০৪] এবং বলিও, 'হে আমার প্রতিপালক! তাহাদের প্রতি দয়া কর যেভাবে শৈশবে তাহারা আমাকে প্রতিপালন করিয়াছিলেন।'

৯০১। 'ইহাদিগকে' দ্বারা যাহারা পরলোক কামনা করে তাহাদিগকে বুঝাইতেছে এবং 'উহাদিগকে' দ্বারা যাহারা পার্থিব সুখ ও সম্ভোগ কামনা করে তাহাদিগকে বুঝাইতেছে।

৯০২। نُمِدُّ অর্থ আমরা সাহায্য করি। এ স্থলে তৃতীয় পুরুষের অর্থে 'সাহায্য করেন' ব্যবহার করা হইয়াছে। দ্র. ১৫ ঃ ১ আয়াতের টীকা ৮৮৫।

৯০৩। বিরক্তি, উপেক্ষা, অবজ্ঞা, ক্রোধ ও ঘৃণাসূচক কোন কথা বলিও না।

৯০৪। ১৫ ঃ ৮৮ আয়াতের টীকা দ্র.।

২৫। তোমাদের প্রতিপালক তোমাদের অন্তরে যাহা আছে তাহা ভাল জানেন; যদি তোমরা সৎকর্মপরায়ণ হও তবেই তো তিনি আল্লাহ্-অভিমুখীদের প্রতি অতিশয় ক্ষমাশীল।

٢٥- رَبُّكُمْ اَعْلَمُ بِمَا فِىْ نُفُوْسِكُمْ ۚ اِنْ تَكُوْنُوْا صٰلِحِيْنَ فَاِنَّهٗ كَانَ لِلْاَوَّابِيْنَ غَفُوْرًا ○

২৬। আত্মীয়-স্বজনকে দিবে তাহার প্রাপ্য এবং অভাবগ্রস্ত ও মুসাফিরকেও এবং কিছুতেই অপব্যয় করিও না।

٢٦- وَاٰتِ ذَا الْقُرْبٰى حَقَّهٗ وَالْمِسْكِيْنَ وَابْنَ السَّبِيْلِ وَلَا تُبَذِّرْ تَبْذِيْرًا ○

২৭। যাহারা অপব্যয় করে তাহারা শয়তানের ভাই এবং শয়তান তাহার প্রতিপালকের প্রতি অতিশয় অকৃতজ্ঞ।

٢٧- اِنَّ الْمُبَذِّرِيْنَ كَانُوْٓا اِخْوَانَ الشَّيٰطِيْنِ ۚ وَكَانَ الشَّيْطٰنُ لِرَبِّهٖ كَفُوْرًا ○

২৮। এবং যদি উহাদিগ হইতে তোমার মুখ ফিরাইতেই হয়, যখন তোমার প্রতিপালকের নিকট হইতে অনুগ্রহ[৯০৫] লাভের প্রত্যাশায়, তখন উহাদের সহিত নম্রভাবে কথা বলিও;[৯০৬]

٢٨- وَاِمَّا تُعْرِضَنَّ عَنْهُمُ ابْتِغَآءَ رَحْمَةٍ مِّنْ رَّبِّكَ تَرْجُوْهَا فَقُلْ لَّهُمْ قَوْلًا مَّيْسُوْرًا ○

২৯। তুমি তোমার হস্ত তোমার গ্রীবায় আবদ্ধ করিয়া রাখিও না এবং উহা সম্পূর্ণ প্রসারিতও করিও না,[৯০৭] তাহা হইলে তুমি তিরস্কৃত ও নিঃস্ব হইয়া পড়িবে।

٢٩- وَلَا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُوْلَةً اِلٰى عُنُقِكَ وَلَا تَبْسُطْهَا كُلَّ الْبَسْطِ فَتَقْعُدَ مَلُوْمًا مَّحْسُوْرًا ○

৩০। তোমার প্রতিপালক যাহার জন্য ইচ্ছা তাহার রিয্‌ক বর্ধিত করেন এবং যাহার জন্য ইচ্ছা উহা সীমিত করেন; তিনি তাঁহার বান্দাদের সম্বন্ধে সম্যক পরিজ্ঞাত, সর্বদ্রষ্টা।

٣٠- اِنَّ رَبَّكَ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَّشَآءُ وَيَقْدِرُ ۚ اِنَّهٗ كَانَ بِعِبَادِهٖ خَبِيْرًا بَصِيْرًا ○ ع

[৪]

৩১। তোমাদের সন্তানদিগকে দারিদ্র্য-ভয়ে হত্যা করিও না। উহাদিগকেও আমিই

٣١- وَلَا تَقْتُلُوْٓا اَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ اِمْلَاقٍ ۚ

৯০৫। ভিন্নমতে এ স্থলে رحمة শব্দের অর্থ 'সম্পদ'।

৯০৬। যাচ্‌ঞাকারীকে সেই মুহূর্তে দিবার মত তোমার নিকট কিছু না থাকিলে তুমি তাহার সংগে নম্রভাবে কথা বলিও।

৯০৭। অর্থাৎ কার্পণ্য বা অপব্যয় কোনটাই করিও না।

Contents

نَحْنُ نَرْزُقُهُمْ وَإِيَّاكُمْ ۚ
إِنَّ قَتْلَهُمْ كَانَ خِطْئًا كَبِيرًا ○

রিয্‌ক দেই এবং তোমাদিগকেও। নিশ্চয়ই উহাদিগকে হত্যা করা মহাপাপ।

۳۲- وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَىٰٓ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً ۗ
وَسَآءَ سَبِيلًا ○

৩২। আর যিনার নিকটবর্তী হইও না, ইহা অশ্লীল ও নিকৃষ্ট আচরণ।

۳۳- وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللّٰهُ
إِلَّا بِالْحَقِّ ۗ وَمَنْ قُتِلَ مَظْلُومًا
فَقَدْ جَعَلْنَا لِوَلِيِّهِ سُلْطٰنًا
فَلَا يُسْرِفْ فِّي الْقَتْلِ ۗ
إِنَّهُ كَانَ مَنْصُورًا ۝

৩৩। আল্লাহ্ যাহার হত্যা নিষিদ্ধ করিয়াছেন যথার্থ কারণ ব্যতিরেকে তাহাকে হত্যা করিও না! কেহ অন্যায়ভাবে নিহত হইলে তাহার উত্তরাধিকারীকে তো 'আমি উহা প্রতিকারের অধিকার[৯০৮] দিয়াছি; কিন্তু হত্যার ব্যাপারে সে যেন বাড়াবাড়ি না করে; সে তো সাহায্যপ্রাপ্ত হইয়াছেই।

۳٤- وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي
هِيَ أَحْسَنُ حَتّٰى يَبْلُغَ أَشُدَّهُ ۖ وَأَوْفُوا
بِالْعَهْدِ ۚ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا ○

৩৪। ইয়াতীম বয়োপ্রাপ্ত না হওয়া পর্যন্ত সদুপায়ে ছাড়া তাহার সম্পত্তির নিকটবর্তী হইও না এবং প্রতিশ্রুতি পালন করিও; নিশ্চয়ই প্রতিশ্রুতি সম্পর্কে কৈফিয়ত তলব করা হইবে।

۳۵- وَأَوْفُوا الْكَيْلَ إِذَا كِلْتُمْ
وَزِنُوا بِالْقِسْطَاسِ الْمُسْتَقِيمِ ۗ
ذٰلِكَ خَيْرٌ وَّأَحْسَنُ تَأْوِيلًا ○

৩৫। মাপিয়া দিবার সময় পূর্ণ মাপে দিবে এবং ওজন করিবে সঠিক দাঁড়িপাল্লায়, ইহাই উত্তম এবং পরিণামে উৎকৃষ্ট।

۳٦- وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ ۗ
إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ
كُلُّ أُولٰٓئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُولًا ○

৩৬। যে বিষয়ে তোমার জ্ঞান নাই উহার অনুসরণ করিও না; কর্ণ, চক্ষু, হৃদয়-উহাদের প্রত্যেকটি সম্পর্কে কৈফিয়ত তলব করা হইবে।

۳۷- وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا ۚ
إِنَّكَ لَنْ تَخْرِقَ الْأَرْضَ
وَلَنْ تَبْلُغَ الْجِبَالَ طُولًا ○

৩৭। ভূপৃষ্ঠে দম্ভভরে বিচরণ করিও না; তুমি তো কখনই পদভরে[৯০৯] ভূপৃষ্ঠ বিদীর্ণ করিতে পারিবে না এবং উচ্চতায় তুমি কখনই পর্বত প্রমাণ হইতে পারিবে না।

৯০৮। আইনগত প্রতিকার গ্রহণের অধিকার যথা-কিসাস গ্রহণ। এই অধিকার প্রদান করিয়া আল্লাহ্ তাহাকে সাহায্য করিয়াছেন।

৯০৯। এ স্থলে خرق শব্দের অর্থ خرق بدوس অর্থাৎ পদভরে বিদীর্ণ করা।-কাশ্‌শাফ

٣٨- كُلُّ ذٰلِكَ كَانَ سَيِّئُهٗ عِنْدَ رَبِّكَ مَكْرُوْهًا ○

৩৮। এই সমস্তের মধ্যে যেগুলি মন্দ সেইগুলি তোমার প্রতিপালকের নিকট ঘৃণ্য।

٣٩- ذٰلِكَ مِمَّآ اَوْحٰٓى اِلَيْكَ رَبُّكَ مِنَ الْحِكْمَةِ ؕ وَلَا تَجْعَلْ مَعَ اللّٰهِ اِلٰهًا اٰخَرَ فَتُلْقٰى فِیْ جَهَنَّمَ مَلُوْمًا مَّدْحُوْرًا ○

৩৯। তোমার প্রতিপালক ওহীর দ্বারা তোমাকে যে হিকমত[৯১০] দান করিয়াছেন এইগুলি তাহার অন্তর্ভুক্ত। তুমি আল্লাহ্‌র সহিত অপর ইলাহ্ স্থির করিও না, করিলে তুমি নিন্দিত ও বিতাড়িত অবস্থায় জাহান্নামে নিক্ষিপ্ত হইবে।

٤٠- اَفَاَصْفٰىكُمْ رَبُّكُمْ بِالْبَنِيْنَ وَاتَّخَذَ مِنَ الْمَلٰٓئِكَةِ اِنَاثًا ؕ اِنَّكُمْ لَتَقُوْلُوْنَ قَوْلًا عَظِيْمًا ○ ع

৪০। তোমাদের প্রতিপালক কি তোমাদিগকে পুত্র সন্তানের জন্য নির্বাচিত করিয়াছেন এবং তিনি কি নিজে ফিরিশ্‌তাগণকে কন্যারূপে গ্রহণ করিয়াছেন? তোমরা তো নিশ্চয়ই ভয়ানক কথা বলিয়া থাক!

[৫]

٤١- وَلَقَدْ صَرَّفْنَا فِیْ هٰذَا الْقُرْاٰنِ لِيَذَّكَّرُوْا ؕ وَمَا يَزِيْدُهُمْ اِلَّا نُفُوْرًا ○

৪১। আর অবশ্যই আমি এই কুরআনে বহু বিষয় বারবার বিবৃত করিয়াছি যাহাতে উহারা উপদেশ গ্রহণ করে। কিন্তু ইহাতে উহাদের বিমুখতাই বৃদ্ধি পায়।

٤٢- قُلْ لَّوْ كَانَ مَعَهٗٓ اٰلِهَةٌ كَمَا يَقُوْلُوْنَ اِذًا لَّابْتَغَوْا اِلٰى ذِی الْعَرْشِ سَبِيْلًا ○

৪২। বল, 'যদি তাঁহার সহিত আরও ইলাহ্ থাকিত যেমন উহারা বলে, তবে তাহারা 'আরশ-অধিপতির প্রতিদ্বন্দ্বিতা করিবার উপায় অন্বেষণ করিত।'

٤٣- سُبْحٰنَهٗ وَتَعٰلٰى عَمَّا يَقُوْلُوْنَ عُلُوًّا كَبِيْرًا ○

৪৩। তিনি পবিত্র, মহিমান্বিত এবং উহারা যাহা বলে তাহা হইতে তিনি বহু ঊর্ধ্বে।

٤٤- تُسَبِّحُ لَهُ السَّمٰوٰتُ السَّبْعُ وَالْاَرْضُ وَمَنْ فِيْهِنَّ ؕ وَاِنْ مِّنْ شَیْءٍ اِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهٖ

৪৪। সপ্ত আকাশ, পৃথিবী এবং উহাদের অন্তর্বর্তী সমস্ত কিছু তাঁহারই পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা করে এবং এমন কিছু নাই যাহা তাঁহার সপ্রশংস পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা করে না; কিন্তু উহাদের

৯১০। ৯৩ নম্বর টীকা দ্র.।

Contents

وَلٰكِنْ لَّا تَفْقَهُوْنَ تَسْبِيْحَهُمْ ۭ اِنَّهٗ كَانَ حَلِيْمًا غَفُوْرًا ۝

পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা তোমরা অনুধাবন করিতে পার না; নিশ্চয়ই তিনি সহনশীল, ক্ষমাপরায়ণ।

٤٥- وَاِذَا قَرَاْتَ الْقُرْاٰنَ جَعَلْنَا بَيْنَكَ وَبَيْنَ الَّذِيْنَ لَا يُؤْمِنُوْنَ بِالْاٰخِرَةِ حِجَابًا مَّسْتُوْرًا ۝

৪৫। তুমি যখন কুরআন পাঠ কর তখন তোমার ও যাহারা আখিরাতে বিশ্বাস করে না তাহাদের মধ্যে এক প্রচ্ছন্ন পর্দা রাখিয়া দেই।

٤٦- وَّجَعَلْنَا عَلٰى قُلُوْبِهِمْ اَكِنَّةً اَنْ يَّفْقَهُوْهُ وَفِيْٓ اٰذَانِهِمْ وَقْرًا ۭ وَاِذَا ذَكَرْتَ رَبَّكَ فِي الْقُرْاٰنِ وَحْدَهٗ وَلَّوْا عَلٰٓي اَدْبَارِهِمْ نُفُوْرًا ۝

৪৬। আমি উহাদের অন্তরের উপর আবরণ দিয়াছি যেন উহারা তাহা উপলব্ধি করিতে না পারে এবং উহাদিগকে বধির করিয়াছি; 'তোমার প্রতিপালক এক', ইহা যখন তুমি কুরআন হইতে আবৃত্তি কর তখন পৃষ্ঠ প্রদর্শন করিয়া উহারা সরিয়া পড়ে।

٤٧- نَحْنُ اَعْلَمُ بِمَا يَسْتَمِعُوْنَ بِهٖٓ اِذْ يَسْتَمِعُوْنَ اِلَيْكَ وَاِذْ هُمْ نَجْوٰٓى اِذْ يَقُوْلُ الظّٰلِمُوْنَ اِنْ تَتَّبِعُوْنَ اِلَّا رَجُلًا مَّسْحُوْرًا ۝

৪৭। যখন উহারা কান পাতিয়া তোমার কথা শুনে তখন উহারা কেন কান পাতিয়া শুনে তাহা আমি ভাল জানি, এবং ইহাও জানি, গোপনে আলোচনাকালে যালিমরা বলে, 'তোমরা তো এক জাদুগ্রস্ত ব্যক্তির অনুসরণ করিতেছ।'

٤٨- اُنْظُرْ كَيْفَ ضَرَبُوْا لَكَ الْاَمْثَالَ فَضَلُّوْا فَلَا يَسْتَطِيْعُوْنَ سَبِيْلًا ۝

৪৮। দেখ, উহারা তোমার কী উপমা দেয়! উহারা পথভ্রষ্ট হইয়াছে, ফলে উহারা পথ পাইবে না।

٤٩- وَقَالُوْٓا ءَاِذَا كُنَّا عِظَامًا وَّرُفَاتًا ءَاِنَّا لَمَبْعُوْثُوْنَ خَلْقًا جَدِيْدًا ۝

৪৯। উহারা বলে, 'আমরা অস্থিতে পরিণত ও চূর্ণ-বিচূর্ণ হইলেও কি নূতন সৃষ্টিরূপে উত্থিত হইব?'

٥٠- قُلْ كُوْنُوْا حِجَارَةً اَوْ حَدِيْدًا ۝

৫০। বল, 'তোমরা হইয়া যাও পাথর অথবা লৌহ,

٥١- اَوْ خَلْقًا مِّمَّا يَكْبُرُ فِيْ صُدُوْرِكُمْ ۚ فَسَيَقُوْلُوْنَ مَنْ يُّعِيْدُنَا ۭ

৫১। 'অথবা এমন কিছু যাহা তোমাদের ধারণায় খুবই কঠিন;' তাহারা বলিবে, 'কে আমাদিগকে পুনরুত্থিত করিবে?'

قُلِ الَّذِيْ فَطَرَكُمْ اَوَّلَ مَرَّةٍ ۚ فَسَيُنْغِضُوْنَ اِلَيْكَ رُءُوْسَهُمْ وَيَقُوْلُوْنَ مَتٰى هُوَ ؕ قُلْ عَسٰۤى اَنْ يَّكُوْنَ قَرِيْبًا ○

বল, 'তিনিই, যিনি তোমাদিগকে প্রথমবার সৃষ্টি করিয়াছেন।' অতঃপর উহারা তোমার সম্মুখে মাথা নাড়িবে ও বলিবে, 'উহা কবে?' বল, 'হইবে সম্ভবত শীঘ্রই,

٥٢- يَوْمَ يَدْعُوْكُمْ فَتَسْتَجِيْبُوْنَ بِحَمْدِهٖ وَتَظُنُّوْنَ اِنْ لَّبِثْتُمْ اِلَّا قَلِيْلًا ○

৫২। 'যেদিন তিনি তোমাদিগকে আহ্বান করিবেন, এবং তোমরা তাঁহার প্রশংসার সহিত তাঁহার আহ্বানে সাড়া দিবে এবং তোমরা মনে করিবে, তোমরা অল্প কালই অবস্থান করিয়াছিলে।'

[৬]

٥٣- وَقُلْ لِّعِبَادِيْ يَقُوْلُوا الَّتِيْ هِيَ اَحْسَنُ ؕ اِنَّ الشَّيْطٰنَ يَنْزَغُ بَيْنَهُمْ ؕ اِنَّ الشَّيْطٰنَ كَانَ لِلْاِنْسَانِ عَدُوًّا مُّبِيْنًا ○

৫৩। আমার বান্দাদিগকে যাহা উত্তম তাহা বলিতে বল। নিশ্চয়ই শয়তান উহাদের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টির উস্কানি দেয়; শয়তান তো মানুষের প্রকাশ্য শত্রু।

٥٤- رَبُّكُمْ اَعْلَمُ بِكُمْ ؕ اِنْ يَّشَاْ يَرْحَمْكُمْ اَوْ اِنْ يَّشَاْ يُعَذِّبْكُمْ ؕ وَمَاۤ اَرْسَلْنٰكَ عَلَيْهِمْ وَكِيْلًا ○

৫৪। তোমাদের প্রতিপালক তোমাদিগকে ভালভাবে জানেন। ইচ্ছা করিলে তিনি তোমাদের প্রতি দয়া করেন এবং ইচ্ছা করিলে তোমাদিগকে শাস্তি দেন; আমি তোমাকে উহাদের অভিভাবক করিয়া পাঠাই নাই।

٥٥- وَرَبُّكَ اَعْلَمُ بِمَنْ فِي السَّمٰوٰتِ وَ الْاَرْضِ ؕ وَلَقَدْ فَضَّلْنَا بَعْضَ النَّبِيّٖنَ عَلٰى بَعْضٍ وَّ اٰتَيْنَا دَاوٗدَ زَبُوْرًا ○

৫৫। যাহারা আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীতে আছে তাহাদিগকে তোমার প্রতিপালক ভালভাবে জানেন। আমি তো নবীগণের কতককে কতকের উপর মর্যাদা দিয়াছি; দাঊদকে আমি যাবূর[৯১১] দিয়াছি।

٥٦- قُلِ ادْعُوا الَّذِيْنَ زَعَمْتُمْ مِّنْ دُوْنِهٖ فَلَا يَمْلِكُوْنَ كَشْفَ الضُّرِّ عَنْكُمْ وَلَا تَحْوِيْلًا ○

৫৬। বল, 'তোমরা আল্লাহ্ ব্যতীত যাহাদিগকে ইলাহ্[৯১২] মনে কর তাহাদিগকে আহ্বান কর, করিলে দেখিবে তোমাদের দুঃখ-দৈন্য দূর করিবার অথবা পরিবর্তন করিবার শক্তি উহাদের নাই।'

৯১১। আয়াত ৩ : ১৮৪ দ্রঃ।

৯১২। 'ইলাহ্' শব্দটি মূল আরবীতে উহ্য আছে।

Contents

٥٧- أُولَٰئِكَ الَّذِينَ يَدْعُونَ يَبْتَغُونَ إِلَىٰ رَبِّهِمُ الْوَسِيلَةَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ وَيَرْجُونَ رَحْمَتَهُ وَيَخَافُونَ عَذَابَهُ ۚ إِنَّ عَذَابَ رَبِّكَ كَانَ مَحْذُورًا ○

৫৭। উহারা যাহাদিগকে[৯১৩] আহ্‌বান করে তাহারাই তো তাহাদের প্রতিপালকের নৈকট্য লাভের উপায় সন্ধান করে যে, তাহাদের মধ্যে কে কত নিকটতর হইতে পারে, তাঁহার দয়া প্রত্যাশা করে ও তাঁহার শাস্তিকে ভয় করে। নিশ্চয়ই তোমার প্রতিপালকের শাস্তি ভয়াবহ।

٥٨- وَإِن مِّن قَرْيَةٍ إِلَّا نَحْنُ مُهْلِكُوهَا قَبْلَ يَوْمِ الْقِيَامَةِ أَوْ مُعَذِّبُوهَا عَذَابًا شَدِيدًا ۚ كَانَ ذَٰلِكَ فِي الْكِتَابِ مَسْطُورًا ○

৫৮। এমন কোন জনপদ নাই যাহা আমি কিয়ামতের দিনের পূর্বে ধ্বংস করিব না অথবা যাহাকে কঠোর শাস্তি দিব না; ইহা তো কিতাবে লিপিবদ্ধ আছে।

٥٩- وَمَا مَنَعَنَا أَن نُّرْسِلَ بِالْآيَاتِ إِلَّا أَن كَذَّبَ بِهَا الْأَوَّلُونَ ۚ وَآتَيْنَا ثَمُودَ النَّاقَةَ مُبْصِرَةً فَظَلَمُوا بِهَا ۚ وَمَا نُرْسِلُ بِالْآيَاتِ إِلَّا تَخْوِيفًا ○

৫৯। পূর্ববর্তিগণ কর্তৃক নিদর্শন অস্বীকার করাই আমাকে নিদর্শন প্রেরণ করা হইতে বিরত রাখে। আমি শিক্ষাপ্রদ নিদর্শনস্বরূপ ছামূদ জাতিকে উষ্ট্রী[৯১৪] দিয়াছিলাম, অতঃপর তাহারা উহার প্রতি যুলুম করিয়াছিল। আমি কেবল ভীতি প্রদর্শনের জন্যই নিদর্শন প্রেরণ করি।

٦٠- وَإِذْ قُلْنَا لَكَ إِنَّ رَبَّكَ أَحَاطَ بِالنَّاسِ ۚ وَمَا جَعَلْنَا الرُّؤْيَا الَّتِي أَرَيْنَاكَ إِلَّا فِتْنَةً لِّلنَّاسِ وَالشَّجَرَةَ الْمَلْعُونَةَ فِي الْقُرْآنِ ۚ وَنُخَوِّفُهُمْ فَمَا يَزِيدُهُمْ إِلَّا طُغْيَانًا كَبِيرًا ○

৬০। স্মরণ কর, আমি তোমাকে বলিয়াছিলাম যে, নিশ্চয়ই তোমার প্রতিপালক মানুষকে পরিবেষ্টন করিয়া আছেন। আমি যে দৃশ্য[৯১৫] তোমাকে দেখাইয়াছি তাহা এবং কুরআনে উল্লিখিত অভিশপ্ত বৃক্ষটিও[৯১৬] কেবল মানুষের পরীক্ষার জন্য। আমি উহাদিগকে ভীতি প্রদর্শন করি, কিন্তু ইহা উহাদের ঘোর অবাধ্যতাই বৃদ্ধি করে।

[৭]

٦١- وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ ۚ قَالَ أَأَسْجُدُ لِمَنْ خَلَقْتَ طِينًا ○

৬১। স্মরণ কর, যখন ফিরিশ্‌তাদিগকে বলিলাম, 'আদমকে সিজ্‌দা কর', তখন ইব্‌লীস ব্যতীত সকলেই সিজ্‌দা করিল। সে বলিয়াছিল, 'আমি কি তাহাকে সিজ্‌দা করিব যাহাকে আপনি কর্দম হইতে সৃষ্টি করিয়াছেন?'

৯১৩। অর্থাৎ হযরত 'ঈসা (আ), ফিরিশ্‌তা অথবা জিন্ন।

৯১৪। দ্র. ১১ ঃ ৬৪, ৬৫ ও ৬৬ আয়াত।

৯১৫। الرؤيا শব্দের অর্থ যাহা নিদ্রিত অবস্থায় দেখা হয়।-মানার; স্বপ্নবৎ দৃশ্যকেও رؤيا বলা হয়।-সাফওয়াতুল বায়ান। মি'রাজের রাত্রিতে রাসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-কে যে দৃশ্য দেখান হইয়াছিল তাহা।

৯১৬। ইহা زقوم (৪৪ ঃ ৪৩ ও ৪৪) বৃক্ষ যাহা জাহান্নামে পাপীদের খাদ্য হইবে। জাহান্নামের এই বৃক্ষ ও মি'রাজ উভয়ই আপাতদৃষ্টিতে অস্বাভাবিক ব্যাপার। আল্লাহ্ ইহা দ্বারা মানুষকে পরীক্ষা করেন। সৎ ব্যক্তিরা বিশ্বাস করে আর পাপীরা বিশ্বাস করিতে অস্বীকার করে।

٦٢- قَالَ اَرَءَيْتَكَ هٰذَا الَّذِىْ كَرَّمْتَ عَلَىَّ ز لَئِنْ اَخَّرْتَنِ اِلٰى يَوْمِ الْقِيٰمَةِ لَاَحْتَنِكَنَّ ذُرِّيَّتَهٗۤ اِلَّا قَلِيْلًا ○

৬২। সে বলিয়াছিল, 'আপনি কি বিবেচনা করিয়াছেন, আপনি আমার উপর এই ব্যক্তিকে মর্যাদা দান করিলেন, কিয়ামতের দিন পর্যন্ত যদি আমাকে অবকাশ দেন তাহা হইলে আমি অল্প কয়েকজন ব্যতীত তাহার বংশধরগণকে অবশ্যই কর্তৃত্বাধীন করিয়া ফেলিব।'

٦٣- قَالَ اذْهَبْ فَمَنْ تَبِعَكَ مِنْهُمْ فَاِنَّ جَهَنَّمَ جَزَآؤُكُمْ جَزَآءً مَّوْفُوْرًا ○

৬৩। আল্লাহ্ বলিলেন, 'যাও, তাহাদের মধ্যে যাহারা তোমার অনুসরণ করিবে, তবে জাহান্নামই তোমাদের সকলের শাস্তি, পূর্ণ শাস্তি।

٦٤- وَاسْتَفْزِزْ مَنِ اسْتَطَعْتَ مِنْهُمْ بِصَوْتِكَ وَاَجْلِبْ عَلَيْهِمْ بِخَيْلِكَ وَرَجِلِكَ وَشَارِكْهُمْ فِى الْاَمْوَالِ وَالْاَوْلَادِ وَعِدْهُمْ ط وَمَا يَعِدُهُمُ الشَّيْطٰنُ اِلَّا غُرُوْرًا ○

৬৪। 'তোমার আহ্বানে উহাদের মধ্যে যাহাকে পার পদস্খলিত কর, তোমার অশ্বারোহী ও পদাতিক বাহিনী[৯১৭] দ্বারা উহাদিগকে আক্রমণ কর এবং উহাদের ধনে ও সন্তান-সন্ততিতে শরীক হইয়া যাও[৯১৮] ও উহাদিগকে প্রতিশ্রুতি দাও।' শয়তান উহাদিগকে যে প্রতিশ্রুতি দেয় উহা ছলনা মাত্র।

٦٥- اِنَّ عِبَادِىْ لَيْسَ لَكَ عَلَيْهِمْ سُلْطٰنٌ ط وَكَفٰى بِرَبِّكَ وَكِيْلًا ○

৬৫। নিশ্চয়ই 'আমার বান্দাদের উপর তোমার কোন ক্ষমতা নাই।' কর্মবিধায়ক হিসাবে তোমার প্রতিপালকই যথেষ্ট।

٦٦- رَبُّكُمُ الَّذِىْ يُزْجِىْ لَكُمُ الْفُلْكَ فِى الْبَحْرِ لِتَبْتَغُوْا مِنْ فَضْلِهٖ ط اِنَّهٗ كَانَ بِكُمْ رَحِيْمًا ○

৬৬। তোমাদের প্রতিপালক তিনিই যিনি তোমাদের জন্য সমুদ্রে নৌযান পরিচালিত করেন, যাহাতে তোমরা তাঁহার অনুগ্রহ সন্ধান করিতে পার। তিনি তো তোমাদের প্রতি পরম দয়ালু।

٦٧- وَاِذَا مَسَّكُمُ الضُّرُّ فِى الْبَحْرِ ضَلَّ مَنْ تَدْعُوْنَ اِلَّاۤ اِيَّاهُ ج

৬৭। সমুদ্রে যখন তোমাদিগকে বিপদ স্পর্শ করে তখন কেবল তিনি ব্যতীত অপর যাহাদিগকে তোমরা আহ্বান করিয়া থাক তাহারা অন্তর্হিত হইয়া যায়;

৯১৭। যাহারা আল্লাহ্র অবাধ্য তাহারা শয়তানের অশ্বারোহী ও পদাতিক বাহিনী।-ইমাম রাযী

৯১৮। ধন-সম্পদ ও সন্তান-সন্ততি আল্লাহ্ ছাড়া অন্যের নিকট প্রত্যাশা করার দ্বারা শয়তানকে উহাতে শরীক করা হয়।

فَلَمَّا نَجّٰىكُمْ اِلَى الْبَرِّ اَعْرَضْتُمْ ۭ وَكَانَ الْاِنْسَانُ كَفُوْرًا ۝

অতঃপর তিনি যখন তোমাদিগকে উদ্ধার করিয়া স্থলে আনেন তখন তোমরা মুখ ফিরাইয়া লও। মানুষ অতিশয় অকৃতজ্ঞ।

٦٨- اَفَاَمِنْتُمْ اَنْ يَّخْسِفَ بِكُمْ جَانِبَ الْبَرِّ اَوْ يُرْسِلَ عَلَيْكُمْ حَاصِبًا ثُمَّ لَا تَجِدُوْا لَكُمْ وَكِيْلًا ۝

৬৮। তোমরা কি নির্ভয় হইয়াছ যে, তিনি তোমাদিগকে সহ কোন অঞ্চল ধ্বসাইয়া দিবেন না[৯১৯] অথবা তোমাদের উপর শিলা বর্ষণকারী ঝঞ্ঝা প্রেরণ করিবেন না? তখন তোমরা তোমাদের কোন কর্মবিধায়ক পাইবে না।

٦٩- اَمْ اَمِنْتُمْ اَنْ يُّعِيْدَكُمْ فِيْهِ تَارَةً اُخْرٰى فَيُرْسِلَ عَلَيْكُمْ قَاصِفًا مِّنَ الرِّيْحِ فَيُغْرِقَكُمْ بِمَا كَفَرْتُمْ ۙ ثُمَّ لَا تَجِدُوْا لَكُمْ عَلَيْنَا بِهٖ تَبِيْعًا ۝

৬৯। অথবা তোমরা কি নির্ভয় হইয়াছ যে, তিনি তোমাদিগকে আর একবার সমুদ্রে[৯২০] লইয়া যাইবেন না এবং তোমাদের বিরুদ্ধে প্রচণ্ড ঝটিকা পাঠাইবেন না এবং তোমাদের কুফরী করার জন্য তোমাদিগকে নিমজ্জিত করিবেন না? তখন তোমরা এ বিষয়ে আমার বিরুদ্ধে কোন সাহায্যকারী[৯২১] পাইবে না।

٧٠- وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِيْٓ اٰدَمَ وَحَمَلْنٰهُمْ فِى الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنٰهُمْ مِّنَ الطَّيِّبٰتِ وَفَضَّلْنٰهُمْ عَلٰى كَثِيْرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيْلًا ۝ ع

৭০। আমি তো আদম-সন্তানকে মর্যাদা দান করিয়াছি; স্থলে ও সমুদ্রে উহাদের চলাচলের বাহন দিয়াছি; উহাদিগকে উত্তম রিয্‌ক দান করিয়াছি এবং আমি যাহাদিগকে সৃষ্টি করিয়াছি তাহাদের অনেকের উপর উহাদিগকে শ্রেষ্ঠত্ব দিয়াছি।

[৮]

٧١- يَوْمَ نَدْعُوْا كُلَّ اُنَاسٍ بِاِمَامِهِمْ ۚ فَمَنْ اُوْتِيَ كِتٰبَهٗ بِيَمِيْنِهٖ فَاُولٰٓئِكَ يَقْرَءُوْنَ كِتٰبَهُمْ وَلَا يُظْلَمُوْنَ فَتِيْلًا ۝

৭১। স্মরণ কর,[৯২২] সেই দিনকে যখন আমি প্রত্যেক সম্প্রদায়কে উহাদের নেতা-সহ[৯২৩] আহ্বান করিব। যাহাদের দক্ষিণ হস্তে তাহাদের 'আমলনামা দেওয়া হইবে, তাহারা তাহাদের 'আমলনামা পাঠ করিবে এবং তাহাদের উপর সামান্য পরিমাণও যুলুম করা হইবে না।

৯১৯। প্রশ্নবোধক أ এ স্থলে নেতিবাচক অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে।-কাশ্‌শাফ
৯২০। এ স্থলে فيه অর্থাৎ 'উহাতে' দ্বারা 'সমুদ্রে' বুঝাইতেছে।
৯২১। تبيع এর এক অর্থ نصير সাহায্যকারী।-লিসানুল-'আরাব
৯২২। 'স্মরণ কর' কথাটি উহ্য আছে।-জালালায়ন
৯২৩। ভিন্নমতে উহাদের 'আমলনামাসহ।-জালালায়ন

٧٢-وَمَنْ كَانَ فِىْ هٰذِهٖۤ اَعْمٰى فَهُوَ فِى الْاٰخِرَةِ اَعْمٰى وَاَضَلُّ سَبِيْلًا ۝

৭২। আর যে ব্যক্তি এইখানে অন্ধ সে আখিরাতেও অন্ধ এবং অধিকতর পথভ্রষ্ট।

٧٣-وَاِنْ كَادُوْا لَيَفْتِنُوْنَكَ عَنِ الَّذِىْۤ اَوْحَيْنَاۤ اِلَيْكَ لِتَفْتَرِىَ عَلَيْنَا غَيْرَهٗ ۖۗ وَاِذًا لَّاتَّخَذُوْكَ خَلِيْلًا ۝

৭৩। আমি তোমার প্রতি যাহা প্রত্যাদেশ করিয়াছি তাহা হইতে উহারা পদস্খলন ঘটাইবার চেষ্টা প্রায় চূড়ান্ত করিয়াছিল যাহাতে তুমি আমার সম্বন্ধে উহার[৯২৪] বিপরীত মিথ্যা উদ্ভাবন কর; তবেই উহারা অবশ্যই তোমাকে বন্ধুরূপে গ্রহণ করিত।

٧٤-وَلَوْلَاۤ اَنْ ثَبَّتْنٰكَ لَقَدْ كِدْتَّ تَرْكَنُ اِلَيْهِمْ شَيْـًٔا قَلِيْلًا ۝ۙ

৭৪। আমি তোমাকে অবিচলিত না রাখিলে তুমি উহাদের দিকে প্রায় কিছুটা ঝুঁকিয়া পড়িতে;

٧٥-اِذًا لَّاَذَقْنٰكَ ضِعْفَ الْحَيٰوةِ وَضِعْفَ الْمَمَاتِ ثُمَّ لَا تَجِدُ لَكَ عَلَيْنَا نَصِيْرًا ۝

৭৫। তাহা হইলে অবশ্যই তোমাকে ইহজীবনে দ্বিগুণ ও পরজীবনে দ্বিগুণ শাস্তি[৯২৫] আস্বাদন করাইতাম; তখন আমার বিরুদ্ধে তোমার জন্য কোন সাহায্যকারী পাইতে না।

٧٦- وَاِنْ كَادُوْا لَيَسْتَفِزُّوْنَكَ مِنَ الْاَرْضِ لِيُخْرِجُوْكَ مِنْهَا وَاِذًا لَّا يَلْبَثُوْنَ خِلٰفَكَ اِلَّا قَلِيْلًا ۝

৭৬। উহারা তোমাকে দেশ হইতে উৎখাত করিবার চূড়ান্ত চেষ্টা করিয়াছিল তোমাকে সেথা হইতে বহিষ্কার করিবার জন্য; তাহা হইলে তোমার পর উহারাও সেথায় অল্প কাল টিকিয়া থাকিত।

٧٧-سُنَّةَ مَنْ قَدْ اَرْسَلْنَا قَبْلَكَ مِنْ رُّسُلِنَا وَلَا تَجِدُ لِسُنَّتِنَا تَحْوِيْلًا ۝ۧ ع

৭৭। আমার রাসূলগণের মধ্যে তোমার পূর্বে যাহাদিগকে পাঠাইয়াছিলাম তাহাদের ক্ষেত্রেও ছিল এরূপ নিয়ম এবং তুমি আমার নিয়মের কোন পরিবর্তন পাইবে না।

৯২৪। ه এর দ্বারা যাহা প্রত্যাদেশ করিয়াছি তাহা বুঝাইতেছে।

৯২৫। এ স্থলে حيوة و ممات এর অর্থ عذاب الحيوة এবং عذاب الممات অর্থাৎ ইহজীবন ও পরজীবনের শাস্তি।-জালালায়ন

[৯]

৭৮। সূর্য হেলিয়া পড়িবার[৯২৬] পর হইতে রাত্রির ঘন অন্ধকার পর্যন্ত সালাত কায়েম করিবে এবং কায়েম করিবে ফজরের সালাত[৯২৭]। নিশ্চয়ই ফজরের সালাত উপস্থিতির সময়।

٧٨- أَقِمِ الصَّلٰوةَ لِدُلُوْكِ الشَّمْسِ إِلٰى غَسَقِ الَّيْلِ وَقُرْاٰنَ الْفَجْرِ ۖ إِنَّ قُرْاٰنَ الْفَجْرِ كَانَ مَشْهُوْدًا ○

৭৯। এবং রাত্রির কিছু অংশে তাহাজ্জুদ[৯২৮] কায়েম করিবে, ইহা তোমার এক অতিরিক্ত কর্তব্য। আশা করা যায় তোমার প্রতিপালক তোমাকে প্রতিষ্ঠিত[৯২৯] করিবেন প্রশংসিত স্থানে।

٧٩- وَمِنَ الَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهٖ نَافِلَةً لَّكَ ۖ عَسٰٓى أَنْ يَّبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَّحْمُوْدًا ○

৮০। বল,[৯৩০] 'হে আমার প্রতিপালক! আমাকে প্রবেশ করাও কল্যাণের সহিত এবং আমাকে নিষ্ক্রান্ত করাও কল্যাণের সহিত এবং তোমার নিকট হইতে আমাকে দান করিও সাহায্যকারী শক্তি।'

٨٠- وَقُلْ رَّبِّ أَدْخِلْنِيْ مُدْخَلَ صِدْقٍ وَّأَخْرِجْنِيْ مُخْرَجَ صِدْقٍ وَّاجْعَلْ لِّيْ مِنْ لَّدُنْكَ سُلْطٰنًا نَّصِيْرًا ○

৮১। এবং বল, 'সত্য আসিয়াছে এবং মিথ্যা বিলুপ্ত হইয়াছে;' মিথ্যা তো বিলুপ্ত হইবারই।

٨١- وَقُلْ جَآءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ ۚ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوْقًا ○

৮২। আমি অবতীর্ণ করি কুরআন, যাহা মু'মিনদের জন্য আরোগ্য ও রহমত, কিন্তু উহা যালিমদের ক্ষতিই বৃদ্ধি করে।

٨٢- وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْاٰنِ مَا هُوَ شِفَآءٌ وَّرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِيْنَ ۙ وَلَا يَزِيْدُ الظّٰلِمِيْنَ إِلَّا خَسَارًا ○

৮৩। আমি যখন মানুষের প্রতি অনুগ্রহ করি তখন সে মুখ ফিরাইয়া লয় ও দূরে সরিয়া যায়[৯৩১] এবং তাহাকে অনিষ্ট স্পর্শ করিলে সে একেবারে হতাশ হইয়া পড়ে।

٨٣- وَإِذَآ أَنْعَمْنَا عَلَى الْإِنْسَانِ أَعْرَضَ وَنَاٰ بِجَانِبِهٖ ۚ وَإِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ كَانَ يَـُٔوْسًا

৯২৬। دُلُوك الشمس বাক্যাংশতে জুহ্‌র হইতে 'ইশার সালাতের বর্ণনা রহিয়াছে। قران الفجر -এ ফজরের সালাত পৃথকভাবে উল্লিখিত হইয়াছে ইহার গুরুত্ব প্রকাশ করার উদ্দেশ্যে।

৯২৭। এ স্থলে কুরআনের অর্থ সালাত।-কাশ্‌শাফ

৯২৮। রাত্রির শেষার্ধে ঘুম হইতে উঠিয়া যে সালাত কায়েম করা হয় তাহাকে তাহাজ্জুদ বলা হয়।

৯২৯। এ স্থলে يبعث -এর অর্থ يقيم অর্থাৎ প্রতিষ্ঠিত করিবেন।-জালালায়ন

৯৩০। হিজরত আসন্ন, তাই রাসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-কে এই দু'আ করিতে নির্দেশ দেওয়া হয়।

৯৩১। نابجانب -এর শাব্দিক অর্থ 'পার্শ্ব পরিবর্তন করিয়াছে'। এ স্থলে ইহা একটি আরবী বাগধারারূপে ব্যবহৃত হইয়াছে যাহার অর্থ 'অহংকারে দূরে সরিয়া পড়া'।-কাশ্‌শাফ, কুরতুবী ইত্যাদি

٨٤- قُلْ كُلٌّ يَّعْمَلُ عَلٰى شَاكِلَتِهٖ ؕ فَرَبُّكُمْ اَعْلَمُ بِمَنْ هُوَ اَهْدٰى سَبِيْلًا ۟

৮৪। বল, 'প্রত্যেকেই নিজ প্রকৃতি অনুযায়ী কাজ করিয়া থাকে এবং তোমার প্রতিপালক সম্যক অবগত আছেন চলার পথে কে সর্বাপেক্ষা নির্ভুল।'

[১০]

٨٥- وَيَسْـَٔلُوْنَكَ عَنِ الرُّوْحِ ؕ قُلِ الرُّوْحُ مِنْ اَمْرِ رَبِّيْ وَمَاۤ اُوْتِيْتُمْ مِّنَ الْعِلْمِ اِلَّا قَلِيْلًا ۟

৮৫। তোমাকে উহারা রূহ্‌[৯৩২] সম্পর্কে প্রশ্ন করে[৯৩৩]। বল, 'রূহ আমার প্রতিপালকের আদেশঘটিত[৯৩৪] এবং তোমাদিগকে জ্ঞান দেওয়া হইয়াছে সামান্যই।

٨٦- وَلَئِنْ شِئْنَا لَنَذْهَبَنَّ بِالَّذِيْۤ اَوْحَيْنَاۤ اِلَيْكَ ثُمَّ لَا تَجِدُ لَكَ بِهٖ عَلَيْنَا وَكِيْلًا ۟

৮৬। ইচ্ছা করিলে আমি তোমার প্রতি যাহা ওহী করিয়াছি তাহা অবশ্যই প্রত্যাহার করিতে পারিতাম; তাহা হইলে এই বিষয়ে তুমি আমার বিরুদ্ধে কোন কর্মবিধায়ক পাইতে না।

٨٧- اِلَّا رَحْمَةً مِّنْ رَّبِّكَ ؕ اِنَّ فَضْلَهٗ كَانَ عَلَيْكَ كَبِيْرًا ۟

৮৭। ইহা প্রত্যাহার না করা তোমার প্রতিপালকের দয়া; তোমার প্রতি আছে তাঁহার মহাঅনুগ্রহ।

٨٨- قُلْ لَّئِنِ اجْتَمَعَتِ الْاِنْسُ وَالْجِنُّ عَلٰۤى اَنْ يَّاْتُوْا بِمِثْلِ هٰذَا الْقُرْاٰنِ لَا يَاْتُوْنَ بِمِثْلِهٖ وَلَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ ظَهِيْرًا ۟

৮৮। বল, 'যদি কুরআনের অনুরূপ কুরআন আনয়নের জন্য মানুষ ও জিন্ন সমবেত হয় এবং যদিও তাহারা পরস্পরকে সাহায্য করে তবুও তাহারা ইহার অনুরূপ আনয়ন করিতে পারিবে না।

٨٩- وَلَقَدْ صَرَّفْنَا لِلنَّاسِ فِيْ هٰذَا الْقُرْاٰنِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ ز فَاَبٰۤى اَكْثَرُ النَّاسِ اِلَّا كُفُوْرًا ۟

৮৯। 'আর অবশ্যই আমি মানুষের জন্য এই কুরআনে বিভিন্ন উপমা বিশদভাবে বর্ণনা করিয়াছি; কিন্তু অধিকাংশ মানুষ কুফ্‌রী করা ব্যতীত ক্ষান্ত হইল না।'

٩٠- وَقَالُوْا لَنْ نُّؤْمِنَ لَكَ حَتّٰى تَفْجُرَ لَنَا مِنَ الْاَرْضِ يَنْۢبُوْعًا ۟

৯০। এবং উহারা বলে, 'আমরা কখনই তোমাতে ঈমান আনিব না, যতক্ষণ না তুমি আমাদের জন্য ভূমি হইতে এক প্রস্রবণ উৎসারিত করিবে,

৯৩২। ৪ ঃ ১৭১ আয়াতের টীকা দ্র.।
৯৩৩। ইয়াহূদীদের পরামর্শে রাসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-কে কুরায়শরা এই প্রশ্ন করে।
৯৩৪। 'রূহ্' জড় জগতের উর্ধ্বের বিষয়, ইহার ব্যাপার মানুষের বোধগম্য নয়, তাই বিস্তারিত কিছু বলা হয় নাই।

٩١- أَوْ تَكُوْنَ لَكَ جَنَّةٌ مِّنْ نَّخِيْلٍ وَّعِنَبٍ فَتُفَجِّرَ الْأَنْهٰرَ خِلٰلَهَا تَفْجِيْرًا ۝

৯১। ‘অথবা তোমার খেজুরের ও আংগুরের এক বাগান হইবে যাহার ফাঁকে ফাঁকে তুমি অজস্র ধারায় প্রবাহিত করিয়া দিবে নদী-নালা।

٩٢- أَوْ تُسْقِطَ السَّمَآءَ كَمَا زَعَمْتَ عَلَيْنَا كِسَفًا أَوْ تَأْتِيَ بِاللّٰهِ وَالْمَلٰٓئِكَةِ قَبِيْلًا ۝

৯২। ‘অথবা তুমি যেমন বলিয়া থাক, তদনুযায়ী আকাশকে খণ্ড-বিখণ্ড করিয়া আমাদের উপর ফেলিবে, অথবা আল্লাহ্ ও ফিরিশ্‌তাগণকে আমাদের সম্মুখে উপস্থিত করিবে,

٩٣- أَوْ يَكُوْنَ لَكَ بَيْتٌ مِّنْ زُخْرُفٍ أَوْ تَرْقٰى فِي السَّمَآءِ ۭ وَلَنْ نُّؤْمِنَ لِرُقِيِّكَ حَتّٰى تُنَزِّلَ عَلَيْنَا كِتٰبًا نَّقْرَؤُهٗ ۭ قُلْ سُبْحَانَ رَبِّيْ هَلْ كُنْتُ إِلَّا بَشَرًا رَّسُوْلًا ۝ ع

৯৩। ‘অথবা তোমার একটি স্বর্ণ নির্মিত গৃহ হইবে, অথবা তুমি আকাশে আরোহণ করিবে, কিন্তু তোমার আকাশ আরোহণে আমরা কখনও ঈমান আনিব না যতক্ষণ তুমি আমাদের প্রতি এক কিতাব অবতীর্ণ না করিবে যাহা আমরা পাঠ করিব।’ বল, ‘পবিত্র মহান আমার প্রতিপালক! আমি তো হইতেছি কেবল একজন মানুষ, একজন রাসূল।’

[১১]

٩٤- وَمَا مَنَعَ النَّاسَ أَنْ يُّؤْمِنُوْٓا إِذْ جَآءَهُمُ الْهُدٰٓى إِلَّآ أَنْ قَالُوْٓا أَبَعَثَ اللّٰهُ بَشَرًا رَّسُوْلًا ۝

৯৪। যখন উহাদের নিকট আসে পথনির্দেশ তখন লোকদিগকে ঈমান আনা হইতে বিরত রাখে উহাদের এই উক্তি, ‘আল্লাহ্ কি মানুষকে রাসূল করিয়া পাঠাইয়াছেন?’

٩٥- قُلْ لَّوْ كَانَ فِي الْأَرْضِ مَلٰٓئِكَةٌ يَّمْشُوْنَ مُطْمَئِنِّيْنَ لَنَزَّلْنَا عَلَيْهِمْ مِّنَ السَّمَآءِ مَلَكًا رَّسُوْلًا ۝

৯৫। বল, ‘ফিরিশ্‌তাগণ যদি নিশ্চিন্ত হইয়া পৃথিবীতে বিচরণ করিত তবে আমি আকাশ হইতে উহাদের নিকট অবশ্যই ফিরিশ্‌তা রাসূল করিয়া পাঠাইতাম।’[৯৩৫]

٩٦- قُلْ كَفٰى بِاللّٰهِ شَهِيْدًا بَيْنِيْ وَبَيْنَكُمْ ۭ إِنَّهٗ كَانَ بِعِبَادِهٖ خَبِيْرًا بَصِيْرًا ۝

৯৬। বল, ‘আমার ও তোমাদের মধ্যে সাক্ষী হিসাবে আল্লাহ্‌ই যথেষ্ট; তিনি তো তাঁহার বান্দাদিগকে সবিশেষ জানেন ও দেখেন।’

৯৩৫। ৬ ঃ ৮ ও ৯ আয়াত দ্র.।

٩٧- وَمَنْ يَّهْدِ اللّٰهُ فَهُوَ الْمُهْتَدِ ۚ وَمَنْ يُّضْلِلْ فَلَنْ تَجِدَ لَهُمْ اَوْلِيَآءَ مِنْ دُوْنِهٖ ۗ
وَنَحْشُرُهُمْ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ عَلٰى وُجُوْهِهِمْ عُمْيًا وَّبُكْمًا وَّصُمًّا ۗ
مَاْوٰىهُمْ جَهَنَّمُ ۗ
كُلَّمَا خَبَتْ زِدْنٰهُمْ سَعِيْرًا ۝

৯৭। আল্লাহ্ যাহাদিগকে পথনির্দেশ করেন তাহারা তো পথপ্রাপ্ত এবং যাহাদিগকে তিনি পথভ্রষ্ট করেন তুমি কখনই তাঁহাকে ব্যতীত অন্য কাহাকেও উহাদের অভিভাবক পাইবে না। কিয়ামতের দিন আমি উহাদিগকে সমবেত করিব উহাদের মুখে ভর দিয়া চলা অবস্থায় অন্ধ, মূক ও বধির করিয়া। উহাদের আবাসস্থল জাহান্নাম; যখনই উহা স্তিমিত হইবে আমি তখনই উহাদের জন্য অগ্নিশিখা বৃদ্ধি করিয়া দিব।

٩٨- ذٰلِكَ جَزَآؤُهُمْ بِاَنَّهُمْ كَفَرُوْا بِاٰيٰتِنَا وَقَالُوْٓا ءَاِذَا كُنَّا عِظَامًا وَّرُفَاتًا ءَاِنَّا لَمَبْعُوْثُوْنَ خَلْقًا جَدِيْدًا ۝

৯৮। ইহাই উহাদের প্রতিফল, কারণ উহারা আমার নিদর্শন অস্বীকার করিয়াছিল ও বলিয়াছিল, 'অস্থিতে পরিণত ও চূর্ণ-বিচূর্ণ হইলেও আমরা কি নূতন সৃষ্টিরূপে পুনরুত্থিত হইব?'

٩٩- اَوَلَمْ يَرَوْا اَنَّ اللّٰهَ الَّذِيْ خَلَقَ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ قَادِرٌ عَلٰٓى اَنْ يَّخْلُقَ مِثْلَهُمْ وَجَعَلَ لَهُمْ اَجَلًا
لَّا رَيْبَ فِيْهِ ۗ
فَاَبَى الظّٰلِمُوْنَ اِلَّا كُفُوْرًا ۝

৯৯। উহারা কি লক্ষ্য করে না যে, আল্লাহ্, যিনি আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবী সৃষ্টি করিয়াছেন তিনি উহাদের অনুরূপ সৃষ্টি করিতে ক্ষমতাবান? তিনি উহাদের জন্য স্থির করিয়াছেন এক নির্দিষ্ট কাল, যাহাতে কোন সন্দেহ নাই। তথাপি সীমালংঘনকারিগণ কুফরী করা ব্যতীত ক্ষান্ত হইল না।

١٠٠- قُلْ لَّوْ اَنْتُمْ تَمْلِكُوْنَ خَزَآئِنَ رَحْمَةِ رَبِّيْٓ
اِذًا لَّاَمْسَكْتُمْ خَشْيَةَ الْاِنْفَاقِ ۗ
وَكَانَ الْاِنْسَانُ قَتُوْرًا ۝

১০০। বল, 'যদি তোমরা আমার প্রতিপালকের দয়ার ভাণ্ডারের অধিকারী হইতে, তবুও 'ব্যয় হইয়া যাইবে' এই আশংকায় তোমরা উহা ধরিয়া রাখিতে; মানুষ তো অতিশয় কৃপণ।'

[১২]

১০১। তুমি বনী ইস্‌রাঈলকে জিজ্ঞাসা করিয়া দেখ আমি মূসাকে নয়টি স্পষ্ট নিদর্শন[৯৩৬] দিয়াছিলাম; যখন সে তাহাদের নিকট আসিয়াছিল, ফির'আওন তাহাকে বলিয়াছিল, 'হে মূসা! আমি মনে করি তুমি তো জাদুগ্রস্ত।'

١٠١- وَلَقَدْ اٰتَيْنَا مُوْسٰى تِسْعَ اٰيٰتٍۢ بَيِّنٰتٍ فَسْـَٔلْ بَنِيْٓ اِسْرَآءِيْلَ اِذْ جَآءَهُمْ فَقَالَ لَهٗ فِرْعَوْنُ اِنِّيْ لَاَظُنُّكَ يٰمُوْسٰى مَسْحُوْرًا ○

১০২। মূসা বলিয়াছিল, 'তুমি অবশ্যই অবগত আছ যে, এই সমস্ত স্পষ্ট নিদর্শন আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীর প্রতিপালকই অবতীর্ণ করিয়াছেন—প্রত্যক্ষ প্রমাণস্বরূপ। হে ফির'আওন! আমি তো দেখিতেছি তোমার ধ্বংস আসন্ন!'

١٠٢- قَالَ لَقَدْ عَلِمْتَ مَآ اَنْزَلَ هٰٓؤُلَآءِ اِلَّا رَبُّ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ بَصَآئِرَ ۚ وَاِنِّيْ لَاَظُنُّكَ يٰفِرْعَوْنُ مَثْبُوْرًا ○

১০৩। অতঃপর ফির'আওন তাহাদিগকে দেশ হইতে উচ্ছেদ করিবার সংকল্প করিল; তখন আমি ফির'আওন ও তাহার সংগিগণ সকলকে নিমজ্জিত করিলাম।

١٠٣- فَاَرَادَ اَنْ يَّسْتَفِزَّهُمْ مِّنَ الْاَرْضِ فَاَغْرَقْنٰهُ وَمَنْ مَّعَهٗ جَمِيْعًا ○

১০৪। ইহার পর আমি বনী ইস্‌রাঈলকে বলিলাম, 'তোমরা ভূপৃষ্ঠে[৯৩৭] বসবাস কর এবং যখন কিয়ামতের প্রতিশ্রুতি বাস্তবায়িত হইবে তখন তোমাদের সকলকে আমি একত্র করিয়া উপস্থিত করিব।

١٠٤- وَّقُلْنَا مِنْۢ بَعْدِهٖ لِبَنِيْٓ اِسْرَآءِيْلَ اسْكُنُوا الْاَرْضَ فَاِذَا جَآءَ وَعْدُ الْاٰخِرَةِ جِئْنَا بِكُمْ لَفِيْفًا ○

১০৫। আমি সত্য-সহই কুরআন[৯৩৮] অবতীর্ণ করিয়াছি এবং উহা সত্য-সহই অবতীর্ণ হইয়াছে। আমি তো তোমাকে কেবল সুসংবাদদাতা ও সতর্ককারীরূপে প্রেরণ করিয়াছি।

١٠٥- وَبِالْحَقِّ اَنْزَلْنٰهُ وَبِالْحَقِّ نَزَلَ ۗ وَمَآ اَرْسَلْنٰكَ اِلَّا مُبَشِّرًا وَّنَذِيْرًا ○

৯৩৬। নয়টি নিদর্শন, ৭ ঃ ১০৭, ১০৮ ও ১৩৩ আয়াত দ্র.।
৯৩৭। মিসর অথবা সিরিয়ায় যেখানে ইচ্ছা বসবাস কর।
৯৩৮। এ স্থলে • সর্বনাম দ্বারা কুরআনকে বুঝাইতেছে। -কাশ্‌শাফ, জালালায়ন ইত্যাদি

১০৬। আমি **কুরআন** অবতীর্ণ করিয়াছি খণ্ড **খণ্ডভাবে যাহাতে** তুমি উহা মানুষের **নিকট পাঠ** করিতে পার ক্রমে ক্রমে **এবং আমি** উহা ক্রমশ অবতীর্ণ **করিয়াছি।**

١٠٦- وَقُرْاٰنًا فَرَقْنٰهُ لِتَقْرَاَهٗ عَلَى النَّاسِ عَلٰى مُكْثٍ وَّنَزَّلْنٰهُ تَنْزِيْلًا ○

১০৭। **বল,** '**তোমরা** কুরআনে বিশ্বাস কর বা **বিশ্বাস না** কর, যাহাদিগকে ইহার পূর্বে **জ্ঞান** দেওয়া হইয়াছে তাহাদের নিকট **যখন** ইহা পাঠ করা হয় তখনই তাহারা **সিজ্‌দায়** লুটাইয়া পড়ে।'[৯৩৯]

١٠٧- قُلْ اٰمِنُوْا بِهٖٓ اَوْ لَا تُؤْمِنُوْا ؕ اِنَّ الَّذِيْنَ اُوْتُوا الْعِلْمَ مِنْ قَبْلِهٖٓ اِذَا يُتْلٰى عَلَيْهِمْ يَخِرُّوْنَ لِلْاَذْقَانِ سُجَّدًا ۙ○

১০৮। তাহারা বলে, 'আমাদের প্রতিপালক পবিত্র, মহান। আমাদের প্রতিপালকের প্রতিশ্রুতি কার্যকরী হইয়াই থাকে।

١٠٨- وَّيَقُوْلُوْنَ سُبْحٰنَ رَبِّنَآ اِنْ كَانَ وَعْدُ رَبِّنَا لَمَفْعُوْلًا ○

১০৯। 'এবং তাহারা কাঁদিতে কাঁদিতে ভূমিতে লুটাইয়া পড়ে এবং ইহা উহাদের বিনয় বৃদ্ধি করে।'

সিজ্‌দা

١٠٩- وَيَخِرُّوْنَ لِلْاَذْقَانِ يَبْكُوْنَ وَيَزِيْدُهُمْ خُشُوْعًا ○

السجدة

১১০। বল, 'তোমরা 'আল্লাহ্' নামে আহ্‌বান কর বা 'রাহমান' নামে আহ্‌বান কর, তোমরা যে নামেই আহ্‌বান কর সকল সুন্দর নামই তো তাঁহার। তোমার সালাতে স্বর উচ্চ করিও না এবং অতিশয় ক্ষীণও করিও না; দুইয়ের মধ্যপথ অবলম্বন করো।

١١٠- قُلِ ادْعُوا اللّٰهَ اَوِ ادْعُوا الرَّحْمٰنَ ؕ اَيًّا مَّا تَدْعُوْا فَلَهُ الْاَسْمَآءُ الْحُسْنٰى ۚ وَلَا تَجْهَرْ بِصَلَاتِكَ وَلَا تُخَافِتْ بِهَا وَابْتَغِ بَيْنَ ذٰلِكَ سَبِيْلًا ○

১১১। বল, 'প্রশংসা আল্লাহ্‌রই যিনি কোন সন্তান গ্রহণ করেন নাই, তাঁহার সার্বভৌমত্বে কোন অংশী নাই এবং যিনি দুর্দশাগ্রস্ত হন না [৯৪০] যে কারণে তাঁহার অভিভাবকের প্রয়োজন হইতে পারে। সুতরাং সসম্ভ্রমে[৯৪১] তাঁহার মাহাত্ম্য ঘোষণা কর।'

١١١- وَقُلِ الْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِىْ لَمْ يَتَّخِذْ وَلَدًا وَّلَمْ يَكُنْ لَّهٗ شَرِيْكٌ فِى الْمُلْكِ وَلَمْ يَكُنْ لَّهٗ وَلِىٌّ مِّنَ الذُّلِّ وَكَبِّرْهُ تَكْبِيْرًا ○ ع

৯৩৯। আরবী বাগধারা অনুযায়ী 'সিজ্‌দায় পতিত হওয়া'।

৯৪০। وَلِىٌّ مِّنَ الذُّلِّ -এর অনুবাদ তাফসীর-ই জালালায়ন ও কুরতুবী অবলম্বনে করা হইল।

৯৪১। এ স্থলে كَبِّرْهُ تَكْبِيْرًا -এর অর্থ 'সম্ভ্রমে তাঁহার মাহাত্ম্য ঘোষণা কর।'-লিসানুল-'আরাব।

১৮-সূরা কাহ্ফ

১১০ আয়াত, ১২ রুকূ', মক্কী

।। দয়াময়, পরম দয়ালু আল্লাহ্‌র নামে ।।

১। সমস্ত প্রশংসা আল্লাহ্‌রই যিনি তাঁহার বান্দার[৯৪২] প্রতি এই কিতাব অবতীর্ণ করিয়াছেন এবং উহাতে তিনি বক্রতা রাখেন নাই;

١- اَلۡحَمۡدُ لِلّٰهِ الَّذِیۡۤ اَنۡزَلَ عَلٰی عَبۡدِهِ الۡکِتٰبَ وَلَمۡ یَجۡعَلۡ لَّهٗ عِوَجًا ۜ

২। ইহাকে করিয়াছেন সুপ্রতিষ্ঠিত তাঁহার কঠিন শাস্তি সম্পর্কে সতর্ক করিবার জন্য, এবং মু'মিনগণ, যাহারা সৎকর্ম করে, তাহাদিগকে এই সুসংবাদ দিবার জন্য যে, তাহাদের জন্য আছে উত্তম পুরস্কার,

٢- قَیِّمًا لِّیُنۡذِرَ بَاۡسًا شَدِیۡدًا مِّنۡ لَّدُنۡهُ وَیُبَشِّرَ الۡمُؤۡمِنِیۡنَ الَّذِیۡنَ یَعۡمَلُوۡنَ الصّٰلِحٰتِ اَنَّ لَهُمۡ اَجۡرًا حَسَنًا ۙ

৩। যাহাতে তাহারা হইবে চিরস্থায়ী,

٣- مّٰکِثِیۡنَ فِیۡهِ اَبَدًا ۙ

৪। এবং সতর্ক করিবার জন্য উহাদিগকে যাহারা বলে যে, আল্লাহ্ সন্তান গ্রহণ করিয়াছেন,

٤- وَّیُنۡذِرَ الَّذِیۡنَ قَالُوا اتَّخَذَ اللّٰهُ وَلَدًا ٭

৫। এই বিষয়ে উহাদের কোন জ্ঞান নাই এবং উহাদের পিতৃপুরুষদেরও ছিল না। উহাদের মুখনিঃসৃত বাক্য কী সাংঘাতিক! উহারা তো কেবল মিথ্যাই বলে।

٥- مَا لَهُمۡ بِهٖ مِنۡ عِلۡمٍ وَّلَا لِاٰبَآئِهِمۡ ؕ کَبُرَتۡ کَلِمَۃً تَخۡرُجُ مِنۡ اَفۡوَاهِهِمۡ ؕ اِنۡ یَّقُوۡلُوۡنَ اِلَّا کَذِبًا

৬। উহারা এই বাণী বিশ্বাস না করিলে সম্ভবত উহাদের পিছনে ঘুরিয়া তুমি দুঃখে আত্ম-বিনাশী হইয়া পড়িবে।

٦- فَلَعَلَّکَ بَاخِعٌ نَّفۡسَکَ عَلٰۤی اٰثَارِهِمۡ اِنۡ لَّمۡ یُؤۡمِنُوۡا بِهٰذَا الۡحَدِیۡثِ اَسَفًا

৭। পৃথিবীর উপর যাহা কিছু আছে আমি সেইগুলিকে উহার শোভা করিয়াছি, মানুষকে[৯৪৩] এই পরীক্ষা করিবার জন্য যে, উহাদের মধ্যে কর্মে কে শ্রেষ্ঠ।

٧- اِنَّا جَعَلۡنَا مَا عَلَی الۡاَرۡضِ زِیۡنَۃً لَّهَا لِنَبۡلُوَهُمۡ اَیُّهُمۡ اَحۡسَنُ عَمَلًا

৯৪২। অর্থাৎ হযরত মুহাম্মাদ (সাঃ)।

৯৪৩। এ স্থলে هم সর্বনাম 'মানুষ' অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে।-ইমাম রাযী

৮-وَإِنَّا لَجَٰعِلُونَ مَا عَلَيْهَا صَعِيدًا جُرُزًا ۝

৮। উহার উপর যাহা কিছু আছে তাহা অবশ্যই আমি উদ্ভিদশূন্য ময়দানে পরিণত করিব[৯৪৪]।

৯-أَمْ حَسِبْتَ أَنَّ أَصْحَٰبَ ٱلْكَهْفِ وَٱلرَّقِيمِ كَانُوا۟ مِنْ ءَايَٰتِنَا عَجَبًا ۝

৯। তুমি কি মনে কর[৯৪৫] যে, গুহা ও রাকীমের[৯৪৬] অধিবাসীরা আমার নিদর্শনাবলীর মধ্যে বিস্ময়কর?

১০-إِذْ أَوَى ٱلْفِتْيَةُ إِلَى ٱلْكَهْفِ فَقَالُوا۟ رَبَّنَآ ءَاتِنَا مِن لَّدُنكَ رَحْمَةً وَهَيِّئْ لَنَا مِنْ أَمْرِنَا رَشَدًا ۝

১০। যখন যুবকরা গুহায় আশ্রয় লইল তখন তাহারা বলিয়াছিল, 'হে আমাদের প্রতিপালক! তুমি নিজ হইতে আমাদিগকে অনুগ্রহ দান কর এবং আমাদের জন্য আমাদের কাজকর্ম সঠিকভাবে পরিচালনার ব্যবস্থা কর।'

১১-فَضَرَبْنَا عَلَىٰٓ ءَاذَانِهِمْ فِى ٱلْكَهْفِ سِنِينَ عَدَدًا ۝

১১। অতঃপর আমি উহাদিগকে গুহায় কয়েক বৎসর ঘুমন্ত অবস্থায় রাখিলাম[৯৪৭],

১২-ثُمَّ بَعَثْنَٰهُمْ لِنَعْلَمَ أَىُّ ٱلْحِزْبَيْنِ أَحْصَىٰ لِمَا لَبِثُوٓا۟ أَمَدًا ۝

১২। পরে আমি উহাদিগকে জাগরিত করিলাম জানিবার জন্য যে, দুই দলের[৯৪৮] মধ্যে কোন্‌টি উহাদের অবস্থিতিকাল সঠিকভাবে নির্ণয় করিতে পারে।

[২]

১৩-نَّحْنُ نَقُصُّ عَلَيْكَ نَبَأَهُم بِٱلْحَقِّ ۚ إِنَّهُمْ فِتْيَةٌ ءَامَنُوا۟ بِرَبِّهِمْ وَزِدْنَٰهُمْ هُدًى ۝

১৩। আমি তোমার নিকট উহাদের বৃত্তান্ত সঠিকভাবে বর্ণনা করিতেছি ঃ উহারা ছিল কয়েকজন যুবক, উহারা উহাদের প্রতিপালকের প্রতি ঈমান আনিয়াছিল এবং আমি উহাদের সৎপথে চলার শক্তি বৃদ্ধি করিয়াছিলাম,

৯৪৪। কিয়ামতে ইহা ঘটিবে।
৯৪৫। ইয়াহূদীদের পরামর্শে কুরায়শরা 'গুহাবাসীদের' সম্বন্ধে প্রশ্ন করিয়াছিল, এই আয়াতগুলি ইহারই জবাবে অবতীর্ণ হয়।
৯৪৬। رقيم শব্দটির কয়েকটি অর্থ আছে; বিশেষ দুইটি অর্থ এই ঃ ১। যেথায় গুহা অবস্থিত ছিল সেই পর্বত বা পল্লীর নাম, ২। ফলক, যাহাতে গুহাবাসীর নাম ও বিবরণ খোদিত ছিল।-লিসানুল-'আরাব
৯৪৭। ضرب على اذانهم একটি আরবী বাগধারা, যাহার অর্থ ঘুমন্ত অবস্থায় রাখিয়া দেওয়া।-লিসানুল-'আরাব
৯৪৮। একদল আসহাবুল কাহ্‌ফ আর একদল যাহারা তাঁহাদের অনুসরণ করিতে গিয়াছিল, তাহারা।

১৪। এবং আমি উহাদের চিত্ত দৃঢ় করিয়া দিলাম; উহারা যখন উঠিয়া দাঁড়াইল তখন বলিল, 'আমাদের প্রতিপালক। আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীর প্রতিপালক। আমরা কখনই তাঁহার পরিবর্তে অন্য কোন ইলাহ্কে আহ্বান করিব না; যদি করিয়া বসি, তবে উহা অতিশয় গর্হিত হইবে।

١٤- وَّرَبَطْنَا عَلٰى قُلُوْبِهِمْ اِذْ قَامُوْا فَقَالُوْا رَبُّنَا رَبُّ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ لَنْ نَّدْعُوَا۟ مِنْ دُوْنِهٖۤ اِلٰهًا لَّقَدْ قُلْنَاۤ اِذًا شَطَطًا ○

১৫। 'আমাদেরই এই স্বজাতিগণ, তাঁহার পরিবর্তে অনেক ইলাহ্ গ্রহণ করিয়াছে। ইহারা এই সমস্ত ইলাহ্[৯৪৯] সম্বন্ধে স্পষ্ট প্রমাণ উপস্থিত করে না কেন? যে আল্লাহ্ সম্বন্ধে মিথ্যা উদ্ভাবন করে তাহার অপেক্ষা অধিক যালিম আর কে?'

١٥- هٰۤؤُلَاۤءِ قَوْمُنَا اتَّخَذُوْا مِنْ دُوْنِهٖۤ اٰلِهَةً ؕ لَوْلَا يَاْتُوْنَ عَلَيْهِمْ بِسُلْطٰنٍۭ بَيِّنٍ ؕ فَمَنْ اَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرٰى عَلَى اللّٰهِ كَذِبًا ؕ○

১৬। তোমরা যখন বিচ্ছিন্ন হইলে উহাদিগ হইতে ও উহারা আল্লাহ্র পরিবর্তে যাহাদের 'ইবাদত করে তাহাদিগ হইতে তখন তোমরা গুহায় আশ্রয় গ্রহণ কর। তোমাদের প্রতিপালক তোমাদের জন্য তাঁহার দয়া বিস্তার করিবেন এবং তিনি তোমাদের জন্য তোমাদের কাজকর্মকে ফলপ্রসূ করিবার ব্যবস্থা করিবেন।

١٦- وَاِذِ اعْتَزَلْتُمُوْهُمْ وَمَا يَعْبُدُوْنَ اِلَّا اللّٰهَ فَاْوٗۤا اِلَى الْكَهْفِ يَنْشُرْ لَكُمْ رَبُّكُمْ مِّنْ رَّحْمَتِهٖ وَيُهَيِّئْ لَكُمْ مِّنْ اَمْرِكُمْ مِّرْفَقًا ○

১৭। তুমি দেখিতে পাইতে-উহারা গুহার প্রশস্ত চত্বরে অবস্থিত, সূর্য উদয়কালে উহাদের গুহার দক্ষিণ পার্শ্বে হেলিয়া যায় এবং অস্তকালে উহাদিগকে অতিক্রম করে বাম পার্শ্ব দিয়া, এই সমস্ত আল্লাহ্র নিদর্শন। আল্লাহ্ যাহাকে সৎপথে পরিচালিত করেন, সে সৎপথপ্রাপ্ত এবং তিনি যাহাকে পথভ্রষ্ট করেন, তুমি কখনও তাহার কোন পথপ্রদর্শনকারী অভিভাবক পাইবে না।

١٧- وَتَرَى الشَّمْسَ اِذَا طَلَعَتْ تَّزٰوَرُ عَنْ كَهْفِهِمْ ذَاتَ الْيَمِيْنِ وَاِذَا غَرَبَتْ تَّقْرِضُهُمْ ذَاتَ الشِّمَالِ وَهُمْ فِيْ فَجْوَةٍ مِّنْهُ ؕ ذٰلِكَ مِنْ اٰيٰتِ اللّٰهِ ؕ مَنْ يَّهْدِ اللّٰهُ فَهُوَ الْمُهْتَدِ ۚ وَمَنْ يُّضْلِلْ فَلَنْ تَجِدَ لَهٗ وَلِيًّا مُّرْشِدًا ؕ○ ع

৯৪৯। এ স্থলে هم সর্বনামটি 'ইলাহ্গণের' পরিবর্তে ব্যবহৃত হইয়াছে। -জালালায়ন, কাশ্শাফ

[৩]

১৮। তুমি মনে করিতে উহারা জাগ্রত, কিন্তু উহারা ছিল নিদ্রিত। আমি উহাদিগকে পার্শ্ব পরিবর্তন করাইতাম ডান দিকে ও বাম দিকে এবং উহাদের কুকুর ছিল সম্মুখের পা দুইটি গুহাদ্বারে প্রসারিত করিয়া। তাকাইয়া উহাদিগকে দেখিলে তুমি পিছন ফিরিয়া পলায়ন করিতে ও উহাদের ভয়ে আতংকগ্রস্ত হইয়া পড়িতে;

١٨- وَتَحْسَبُهُمْ اَيْقَاظًا وَّهُمْ رُقُوْدٌ ۖ وَّ نُقَلِّبُهُمْ ذَاتَ الْيَمِيْنِ وَ ذَاتَ الشِّمَالِ ۖ وَكَلْبُهُمْ بَاسِطٌ ذِرَاعَيْهِ بِالْوَصِيْدِ ؕ لَوِ اطَّلَعْتَ عَلَيْهِمْ لَوَلَّيْتَ مِنْهُمْ فِرَارًا وَّ لَمُلِئْتَ مِنْهُمْ رُعْبًا ○

১৯। এবং এইভাবেই আমি উহাদিগকে জাগরিত করিলাম যাহাতে উহারা পরস্পরের মধ্যে জিজ্ঞাসাবাদ করে। উহাদের একজন বলিল, 'তোমরা কত কাল অবস্থান করিয়াছ?' কেহ কেহ বলিল, 'আমরা অবস্থান করিয়াছি এক দিন অথবা এক দিনের কিছু অংশ।' কেহ কেহ বলিল, 'তোমরা কত কাল অবস্থান করিয়াছ তাহা তোমাদের প্রতিপালকই ভাল জানেন। এখন তোমাদের একজনকে তোমাদের এই মুদ্রাসহ নগরে প্রেরণ কর। সে যেন দেখে কোন্ খাদ্য উত্তম ও উহা হইতে যেন কিছু খাদ্য লইয়া আসে তোমাদের জন্য। সে যেন বিচক্ষণতার সহিত কাজ করে ও কিছুতেই যেন তোমাদের সম্বন্ধে কাহাকেও কিছু জানিতে না দেয়।

١٩- وَكَذٰلِكَ بَعَثْنٰهُمْ لِيَتَسَآءَلُوْا بَيْنَهُمْ ؕ قَالَ قَآئِلٌ مِّنْهُمْ كَمْ لَبِثْتُمْ ؕ قَالُوْا لَبِثْنَا يَوْمًا اَوْ بَعْضَ يَوْمٍ ؕ قَالُوْا رَبُّكُمْ اَعْلَمُ بِمَا لَبِثْتُمْ ؕ فَابْعَثُوْٓا اَحَدَكُمْ بِوَرِقِكُمْ هٰذِهٖٓ اِلَى الْمَدِيْنَةِ فَلْيَنْظُرْ اَيُّهَآ اَزْكٰى طَعَامًا فَلْيَأْتِكُمْ بِرِزْقٍ مِّنْهُ وَلْيَتَلَطَّفْ وَلَا يُشْعِرَنَّ بِكُمْ اَحَدًا ○

২০। 'উহারা যদি তোমাদের বিষয় জানিতে পারে তবে তোমাদিগকে প্রস্তরাঘাতে হত্যা করিবে অথবা তোমাদিগকে উহাদের ধর্মে ফিরাইয়া লইবে এবং সেক্ষেত্রে তোমরা কখনও সাফল্য লাভ করিবে না।'

٢٠- اِنَّهُمْ اِنْ يَّظْهَرُوْا عَلَيْكُمْ يَرْجُمُوْكُمْ اَوْ يُعِيْدُوْكُمْ فِيْ مِلَّتِهِمْ وَلَنْ تُفْلِحُوْٓا اِذًا اَبَدًا ○

২১। এইভাবে আমি মানুষকে[৯৫০] উহাদের বিষয় জানাইয়া দিলাম যাহাতে তাহারা

٢١- وَكَذٰلِكَ اَعْثَرْنَا عَلَيْهِمْ

৯৫০। এ স্থলে 'মানুষকে' শব্দটি মূল আরবীতে উহ্য আছে।-সাফ্ওয়াতুল-বায়ান

لِيَعْلَمُوٓا أَنَّ وَعْدَ اللّٰهِ حَقٌّ وَّأَنَّ السَّاعَةَ لَا رَيْبَ فِيهَا ۚ إِذْ يَتَنَازَعُونَ بَيْنَهُمْ أَمْرَهُمْ فَقَالُوا ابْنُوا عَلَيْهِمْ بُنْيَانًا ۖ رَبُّهُمْ أَعْلَمُ بِهِمْ ۚ قَالَ الَّذِينَ غَلَبُوا عَلٰٓى أَمْرِهِمْ لَنَتَّخِذَنَّ عَلَيْهِمْ مَّسْجِدًا ۝

জ্ঞাত হয় যে, আল্লাহ্‌র প্রতিশ্রুতি সত্য এবং কিয়ামতে কোন সন্দেহ নাই। যখন তাহারা তাহাদের কর্তব্য বিষয়ে নিজেদের মধ্যে বিতর্ক[৯৫১] করিতেছিল তখন অনেকে বলিল, 'উহাদের উপর সৌধ নির্মাণ কর।' উহাদের প্রতিপালক উহাদের বিষয় ভাল জানেন। তাহাদের কর্তব্য বিষয়ে যাহাদের মত প্রবল হইল তাহারা বলিল, 'আমরা তো নিশ্চয়ই উহাদের পার্শ্বে মসজিদ নির্মাণ করিব।'

٢٢- سَيَقُولُونَ ثَلٰثَةٌ رَّابِعُهُمْ كَلْبُهُمْ ۚ وَيَقُولُونَ خَمْسَةٌ سَادِسُهُمْ كَلْبُهُمْ رَجْمًا بِالْغَيْبِ ۚ وَيَقُولُونَ سَبْعَةٌ وَّثَامِنُهُمْ كَلْبُهُمْ ۚ قُلْ رَّبِّيٓ أَعْلَمُ بِعِدَّتِهِمْ مَّا يَعْلَمُهُمْ إِلَّا قَلِيلٌ ۗ فَلَا تُمَارِ فِيهِمْ إِلَّا مِرَآءً ظَاهِرًا ۖ وَّلَا تَسْتَفْتِ فِيهِمْ مِّنْهُمْ أَحَدًا ۝

২২। কেহ কেহ বলিবে, 'উহারা ছিল তিনজন, উহাদের চতুর্থটি ছিল উহাদের কুকুর' এবং কেহ কেহ বলিবে, 'উহারা ছিল পাঁচজন, উহাদের ষষ্ঠটি ছিল উহাদের কুকুর', অজানা বিষয়ে অনুমানের উপর নির্ভর করিয়া। আবার কেহ কেহ বলিবে, 'উহারা ছিল সাতজন, উহাদের অষ্টমটি ছিল উহাদের কুকুর।' বল, 'আমার প্রতিপালকই উহাদের সংখ্যা ভাল জানেন'; উহাদের সংখ্যা[৯৫২] অল্প কয়েকজনই জানে। সাধারণ আলোচনা ব্যতীত তুমি উহাদের বিষয়ে বিতর্ক করিও না এবং ইহাদের কাহাকেও উহাদের বিষয়ে জিজ্ঞাসাবাদ করিও না।

[৪]

٢٣- وَلَا تَقُولَنَّ لِشَايْءٍ إِنِّي فَاعِلٌ ذٰلِكَ غَدًا ۝

২৩। কখনই তুমি কোন বিষয়ে বলিও না, "আমি উহা আগামী কাল করিব,

٢٤- إِلَّآ أَنْ يَّشَآءَ اللّٰهُ ۚ وَاذْكُرْ رَّبَّكَ إِذَا نَسِيتَ وَقُلْ عَسٰٓى أَنْ يَّهْدِيَنِ رَبِّي

২৪। 'আল্লাহ্‌ ইচ্ছা করিলে'[৯৫৩] এই কথা না বলিয়া।" যদি ভুলিয়া যাও তবে তোমার প্রতিপালককে স্মরণ করিও এবং বলিও,

৯৫১। ভিন্নমতে আস্‌হাবুল কাহ্‌ফ-এর সংখ্যা, অবস্থান ইত্যাদি বিষয়ে তাহারা বিতর্ক করিতেছিল বা তাহাদের জন্য সৌধ নির্মাণ করা লইয়া বিতর্ক করিতেছিল। -জালালায়ন

৯৫২। এ স্থলে 'সংখ্যা' শব্দটি মূল আরবীতে উহ্য আছে।-সাফ্‌ওয়াতুল-বায়ান

৯৫৩। إِنْ شَآءَ اللّٰهُ (ইন্‌শা আল্লাহ্‌) না বলিয়া।

Contents

لِأَقْرَبَ مِنْ هٰذَا رَشَدًا ○

'সম্ভবত আমার প্রতিপালক আমাকে ইহা[৯৫৪] অপেক্ষা সত্যের নিকটতর পথনির্দেশ করিবেন।'

٢٥- وَلَبِثُوا فِي كَهْفِهِمْ ثَلٰثَ مِائَةٍ سِنِينَ وَازْدَادُوا تِسْعًا ○

২৫। উহারা উহাদের গুহায় ছিল তিন শত বৎসর, আরও নয় বৎসর।

٢٦- قُلِ اللّٰهُ أَعْلَمُ بِمَا لَبِثُوا ۚ لَهُ غَيْبُ السَّمٰوٰتِ وَالْأَرْضِ ط أَبْصِرْ بِهِ وَأَسْمِعْ ط مَا لَهُمْ مِنْ دُونِهِ مِنْ وَلِيٍّ ز وَلَا يُشْرِكُ فِي حُكْمِهِ أَحَدًا ○

২৬। তুমি বল, 'তাহারা কত কাল ছিল তাহা আল্লাহ্ই ভাল জানেন', আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীর অজ্ঞাত বিষয়ের জ্ঞান তাঁহারই। তিনি কত সুন্দর দ্রষ্টা ও শ্রোতা! তিনি ব্যতীত উহাদের অন্য কোন অভিভাবক নাই। তিনি কাহাকেও নিজ কর্তৃত্বের শরীক করেন না।

٢٧- وَاتْلُ مَا أُوحِيَ إِلَيْكَ مِنْ كِتَابِ رَبِّكَ ۚ لَا مُبَدِّلَ لِكَلِمٰتِهِ ۚ وَلَنْ تَجِدَ مِنْ دُونِهِ مُلْتَحَدًا ○

২৭। তুমি তোমার প্রতি প্রত্যাদিষ্ট তোমার প্রতিপালকের কিতাব হইতে পাঠ করিয়া শুনাও। তাঁহার বাক্য পরিবর্তন করিবার কেহই নাই। তুমি কখনই তাঁহাকে ব্যতীত অন্য কোন আশ্রয় পাইবে না।

٢٨- وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدٰوةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ ۚ تُرِيدُ زِينَةَ الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا ۚ وَلَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِنَا وَاتَّبَعَ هَوٰىهُ وَكَانَ أَمْرُهُ فُرُطًا ○ الربع

২৮। তুমি নিজকে ধৈর্য সহকারে রাখিবে উহাদেরই সংসর্গে যাহারা সকাল ও সন্ধ্যায় আহ্বান করে উহাদের প্রতিপালককে তাঁহার সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশ্যে এবং তুমি পার্থিব জীবনের শোভা কামনা করিয়া উহাদিগ হইতে তোমার দৃষ্টি ফিরাইয়া লইও না। তুমি তাহার আনুগত্য করিও না—যাহার চিত্তকে আমি আমার স্মরণে অমনোযোগী করিয়া দিয়াছি, যে তাহার খেয়াল-খুশীর অনুসরণ করে ও যাহার কার্যকলাপ সীমা অতিক্রম করে।

٢٩- وَقُلِ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكُمْ قف فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيَكْفُرْ ۚ

২৯। বল, 'সত্য তোমাদের প্রতিপালকের নিকট হইতে ; সুতরাং যাহার ইচ্ছা বিশ্বাস করুক ও যাহার ইচ্ছা সত্য

৯৫৪। এ স্থলে هذا দ্বারা গুহাবাসীর বিবরণ বুঝাইতেছে।-কাশ্শাফ, কাবীর ইত্যাদি

إِنَّآ أَعْتَدْنَا لِلظّٰلِمِينَ نَارًا ۙ أَحَاطَ بِهِمْ سُرَادِقُهَا ۚ وَإِن يَسْتَغِيثُوا۟ يُغَاثُوا۟ بِمَآءٍ كَٱلْمُهْلِ يَشْوِى ٱلْوُجُوهَ ۚ بِئْسَ ٱلشَّرَابُ وَسَآءَتْ مُرْتَفَقًا ○

প্রত্যাখ্যান করুক।' আমি যালিমদের জন্য প্রস্তুত রাখিয়াছি অগ্নি, যাহার বেষ্টনী উহাদিগকে পরিবেষ্টন করিয়া থাকিবে। উহারা পানীয় চাহিলে[৯৫৫] উহাদিগকে দেওয়া হইবে গলিত ধাতুর ন্যায় পানীয়, যাহা উহাদের মুখমণ্ডল দগ্ধ করিবে; ইহা নিকৃষ্ট পানীয়! আর জাহান্নাম কত নিকৃষ্ট আশ্রয়!

৩০- إِنَّ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ وَعَمِلُوا۟ ٱلصّٰلِحٰتِ إِنَّا لَا نُضِيعُ أَجْرَ مَنْ أَحْسَنَ عَمَلًا ○

৩০। যাহারা ঈমান আনে ও সৎকর্ম করে— আমি তো তাহার শ্রমফল নষ্ট করি না—যে উত্তমরূপে কার্য সম্পাদন করে।

৩১- أُو۟لٰٓئِكَ لَهُمْ جَنّٰتُ عَدْنٍ تَجْرِى مِن تَحْتِهِمُ ٱلْأَنْهٰرُ يُحَلَّوْنَ فِيهَا مِنْ أَسَاوِرَ مِن ذَهَبٍ وَيَلْبَسُونَ ثِيَابًا خُضْرًا مِّن سُندُسٍ وَإِسْتَبْرَقٍ مُّتَّكِـِٔينَ فِيهَا عَلَى ٱلْأَرَآئِكِ ۚ نِعْمَ ٱلثَّوَابُ ۚ وَحَسُنَتْ مُرْتَفَقًا ○

৩১। উহাদেরই জন্য আছে স্থায়ী জান্নাত যাহার পাদদেশে নদী প্রবাহিত, সেথায় উহাদিগকে স্বর্ণ কংকনে অলংকৃত করা হইবে, উহারা পরিধান করিবে সূক্ষ্ম ও পুরু রেশমের সবুজ বস্ত্র ও তথায় সমাসীন হইবে সুসজ্জিত আসনে; কত সুন্দর পুরস্কার ও উত্তম আশ্রয়স্থল!

[৫]

৩২- وَٱضْرِبْ لَهُم مَّثَلًا رَّجُلَيْنِ جَعَلْنَا لِأَحَدِهِمَا جَنَّتَيْنِ مِنْ أَعْنٰبٍ وَحَفَفْنٰهُمَا بِنَخْلٍ وَجَعَلْنَا بَيْنَهُمَا زَرْعًا ○

৩২। তুমি উহাদের নিকট পেশ কর দুই ব্যক্তির উপমা ঃ উহাদের একজনকে আমি দিয়াছিলাম দুইটি দ্রাক্ষা-উদ্যান এবং এই দুইটিকে আমি খর্জুর বৃক্ষ দ্বারা পরিবেষ্টিত করিয়াছিলাম ও এই দুইয়ের মধ্যবর্তী স্থানকে করিয়াছিলাম শস্যক্ষেত্র।

৩৩- كِلْتَا ٱلْجَنَّتَيْنِ ءَاتَتْ أُكُلَهَا وَلَمْ تَظْلِم مِّنْهُ شَيْـًٔا ۚ وَفَجَّرْنَا خِلٰلَهُمَا نَهَرًا ○

৩৩। উভয় উদ্যানই ফলদান করিত এবং ইহাতে কোন ত্রুটি করিত না আর উভয়ের ফাঁকে ফাঁকে প্রবাহিত করিয়াছিলাম নহর।

৯৫৫। استغاث-এর আভিধানিক অর্থ 'কাতর প্রার্থনা করা'; এ স্থলে 'পিপাসা নিবৃত্তির জন্য পানীয় বস্তু প্রার্থনা করা'। -ইমাম রাযী

Contents

٣٤- وَّكَانَ لَهٗ ثَمَرٌ ۚ فَقَالَ لِصَاحِبِهٖ وَهُوَ يُحَاوِرُهٗۤ اَنَا اَكْثَرُ مِنْكَ مَالًا وَّاَعَزُّ نَفَرًا ○

৩৪। এবং তাহার প্রচুর ধন-সম্পদ ছিল। অতঃপর কথা প্রসংগে সে তাহার বন্ধুকে বলিল, 'ধন-সম্পদে আমি তোমা অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ এবং জনবলে তোমা অপেক্ষা শক্তিশালী।'

٣٥- وَدَخَلَ جَنَّتَهٗ وَهُوَ ظَالِمٌ لِّنَفْسِهٖ ۚ قَالَ مَاۤ اَظُنُّ اَنْ تَبِيْدَ هٰذِهٖۤ اَبَدًا ۙ○

৩৫। এইভাবে নিজের প্রতি যুলুম করিয়া সে তাহার উদ্যানে প্রবেশ করিল। সে বলিল, 'আমি মনে করি না যে, ইহা কখনও ধ্বংস হইয়া যাইবে;

٣٦- وَّمَاۤ اَظُنُّ السَّاعَةَ قَآئِمَةً ۙ وَّلَئِنْ رُّدِدْتُّ اِلٰى رَبِّىْ لَاَجِدَنَّ خَيْرًا مِّنْهَا مُنْقَلَبًا ○

৩৬। 'আমি মনে করি না যে, কিয়ামত হইবে, আর আমি যদি আমার প্রতিপালকের নিকট প্রত্যাবৃত্ত হই-ই তবে আমি তো নিশ্চয়ই ইহা অপেক্ষা উৎকৃষ্ট স্থান পাইব।'

٣٧- قَالَ لَهٗ صَاحِبُهٗ وَهُوَ يُحَاوِرُهٗۤ اَكَفَرْتَ بِالَّذِىْ خَلَقَكَ مِنْ تُرَابٍ ثُمَّ مِنْ نُّطْفَةٍ ثُمَّ سَوّٰىكَ رَجُلًا ۙ○

৩৭। তদুত্তরে তাহার বন্ধু তাহাকে বলিল, 'তুমি কি তাঁহাকে অস্বীকার করিতেছ যিনি তোমাকে সৃষ্টি করিয়াছেন মৃত্তিকা ও পরে শুক্র হইতে এবং তাহার পর পূর্ণাংগ করিয়াছেন মনুষ্য আকৃতিতে?'

٣٨- لٰكِنَّا۠ هُوَ اللّٰهُ رَبِّىْ وَلَاۤ اُشْرِكُ بِرَبِّىْۤ اَحَدًا ○

৩৮। 'কিন্তু তিনিই আল্লাহ্‌, আমার প্রতিপালক এবং আমি কাহাকেও আমার প্রতিপালকের শরীক করি না।'

٣٩- وَلَوْلَاۤ اِذْ دَخَلْتَ جَنَّتَكَ قُلْتَ مَا شَآءَ اللّٰهُ ۙ لَا قُوَّةَ اِلَّا بِاللّٰهِ ۚ اِنْ تَرَنِ اَنَا اَقَلَّ مِنْكَ مَالًا وَّوَلَدًا ۚ○

৩৯। 'তুমি যখন তোমার উদ্যানে প্রবেশ করিলে তখন কেন বলিলে না, 'আল্লাহ্‌ যাহা চাহেন তাহাই হয়, আল্লাহ্‌র সাহায্য ব্যতীত কোন শক্তি নাই?' তুমি যদি ধনে ও সন্তানে আমাকে তোমা অপেক্ষা নিকৃষ্টতর মনে কর—

٤٠- فَعَسٰى رَبِّيْٓ اَنْ يُّؤْتِيَنِ خَيْرًا مِّنْ جَنَّتِكَ وَيُرْسِلَ عَلَيْهَا حُسْبَانًا مِّنَ السَّمَآءِ فَتُصْبِحَ صَعِيْدًا زَلَقًا ۙ

৪০। 'তবে হয়ত আমার প্রতিপালক আমাকে তোমার উদ্যান অপেক্ষা উৎকৃষ্টতর কিছু দিবেন এবং তোমার উদ্যানে[৯৫৬] আকাশ হইতে নির্ধারিত বিপর্যয়[৯৫৭] প্রেরণ করিবেন, যাহার ফলে উহা উদ্ভিদশূন্য ময়দানে পরিণত হইবে।

٤١- اَوْ يُصْبِحَ مَآؤُهَا غَوْرًا فَلَنْ تَسْتَطِيْعَ لَهٗ طَلَبًا ○

৪১। 'অথবা উহার পানি ভূগর্ভে অন্তর্হিত হইবে এবং তুমি কখনও উহার সন্ধান লাভে সক্ষম হইবে না।'

٤٢- وَاُحِيْطَ بِثَمَرِهٖ فَاَصْبَحَ يُقَلِّبُ كَفَّيْهِ عَلٰى مَآ اَنْفَقَ فِيْهَا وَهِيَ خَاوِيَةٌ عَلٰى عُرُوْشِهَا وَيَقُوْلُ يٰلَيْتَنِيْ لَمْ اُشْرِكْ بِرَبِّيْٓ اَحَدًا ○

৪২। তাহার ফল-সম্পদ বিপর্যয়ে বেষ্টিত হইয়া গেল এবং সে উহাতে যাহা ব্যয় করিয়াছিল তাহার জন্য আক্ষেপ করিতে লাগিল[৯৫৮] যখন উহা মাচানসহ ভূমিসাৎ হইয়া গেল। সে বলিতে লাগিল, 'হায়, আমি যদি কাহাকেও আমার প্রতিপালকের শরীক না করিতাম!'

٤٣- وَلَمْ تَكُنْ لَّهٗ فِئَةٌ يَّنْصُرُوْنَهٗ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ وَمَا كَانَ مُنْتَصِرًا ۗ○

৪৩। আর আল্লাহ্ ব্যতীত তাহাকে সাহায্য করিবার কোন লোকজন ছিল না এবং সে নিজেও প্রতিকারে সমর্থ হইল না।

٤٤- هُنَالِكَ الْوَلَايَةُ لِلّٰهِ الْحَقِّ ؕ هُوَ خَيْرٌ ثَوَابًا وَّخَيْرٌ عُقْبًا ○ ع

৪৪। এই ক্ষেত্রে কর্তৃত্ব আল্লাহ্‌রই, যিনি সত্য। পুরস্কার দানে ও পরিণাম নির্ধারণে তিনিই শ্রেষ্ঠ।

[৬]

٤٥- وَاضْرِبْ لَهُمْ مَّثَلَ الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا كَمَآءٍ اَنْزَلْنٰهُ مِنَ السَّمَآءِ فَاخْتَلَطَ بِهٖ نَبَاتُ الْاَرْضِ فَاَصْبَحَ هَشِيْمًا تَذْرُوْهُ الرِّيٰحُ ؕ وَكَانَ اللّٰهُ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ مُّقْتَدِرًا ○

৪৫। উহাদের নিকট পেশ কর উপমা পার্থিব জীবনের ঃ ইহা পানির ন্যায় যাহা আমি বর্ষণ করি আকাশ হইতে, যদ্দ্বারা ভূমিজ উদ্ভিদ ঘন সন্নিবিষ্ট হইয়া উদ্‌গত হয়, অতঃপর উহা বিশুষ্ক হইয়া এমন চূর্ণ-বিচূর্ণ হয় যে, বাতাস উহাকে উড়াইয়া লইয়া যায়। আল্লাহ্ সর্ববিষয়ে শক্তিমান।

৯৫৬। এ স্থলে ها সর্বনাম দ্বারা উদ্যান বুঝাইতেছে।

৯৫৭। ভিন্নমতে حسبانا শব্দটি 'অগ্নি' অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে।-কাশ্‌শাফ

৯৫৮। تقليب الكفين -এর অর্থ 'হাত মোচড়ান।' এখানে অর্থ নিজ হাত আক্ষেপে ও অনুতাপে মোচড়াইতে লাগিল।

৪৬। ধনৈশ্বর্য ও সন্তান-সন্ততি পার্থিব জীবনের শোভা; এবং স্থায়ী সৎকর্ম[৯৫৯] তোমার প্রতিপালকের নিকট পুরস্কার প্রাপ্তির জন্য শ্রেষ্ঠ এবং কাঙ্ক্ষিত হিসাবেও উৎকৃষ্ট।

٤٦- اَلْمَالُ وَالْبَنُوْنَ زِيْنَةُ الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا ۚ وَالْبٰقِيٰتُ الصّٰلِحٰتُ خَيْرٌ عِنْدَ رَبِّكَ ثَوَابًا وَّخَيْرٌ اَمَلًا ۝

৪৭। স্মরণ কর, যেদিন আমি পর্বতমালাকে করিব সঞ্চালিত এবং তুমি পৃথিবীকে দেখিবে উন্মুক্ত প্রান্তর, সেদিন তাহাদের সকলকে[৯৬০] আমি একত্র করিব এবং উহাদের কাহাকেও অব্যাহতি দিব না,

٤٧- وَيَوْمَ نُسَيِّرُ الْجِبَالَ وَتَرَى الْاَرْضَ بَارِزَةً ۙ وَّحَشَرْنٰهُمْ فَلَمْ نُغَادِرْ مِنْهُمْ اَحَدًا ۝

৪৮। এবং উহাদিগকে তোমার প্রতিপালকের নিকট উপস্থিত করা হইবে সারিবদ্ধভাবে এবং বলা হইবে,[৯৬১] 'তোমাদিগকে প্রথমবার যেভাবে সৃষ্টি করিয়াছিলাম সেইভাবেই তোমরা আমার নিকট উপস্থিত হইয়াছ, অথচ তোমরা মনে করিতে যে, তোমাদের জন্য প্রতিশ্রুত ক্ষণ আমি কখনও উপস্থিত করিব না।'

٤٨- وَعُرِضُوْا عَلٰى رَبِّكَ صَفًّا ۭ لَقَدْ جِئْتُمُوْنَا كَمَا خَلَقْنٰكُمْ اَوَّلَ مَرَّةٍۢ ۡ بَلْ زَعَمْتُمْ اَلَّنْ نَّجْعَلَ لَكُمْ مَّوْعِدًا ۝

৪৯। এবং উপস্থিত করা হইবে 'আমলনামা[৯৬২] এবং উহাতে যাহা লিপিবদ্ধ আছে[৯৬৩] তাহার কারণে তুমি অপরাধিগণকে দেখিবে আতংকগ্রস্ত এবং উহারা বলিবে, 'হায়, দুর্ভাগ্য আমাদের! ইহা কেমন গ্রন্থ! উহা তো ছোট বড় কিছুই বাদ দেয় না; বরং উহা সমস্ত হিসাব রাখিয়াছে।' উহারা উহাদের কৃতকর্ম সম্মুখে উপস্থিত পাইবে; তোমার প্রতিপালক কাহারও প্রতি যুলুম করেন না।

٤٩- وَوُضِعَ الْكِتٰبُ فَتَرَى الْمُجْرِمِيْنَ مُشْفِقِيْنَ مِمَّا فِيْهِ وَيَقُوْلُوْنَ يٰوَيْلَتَنَا مَالِ هٰذَا الْكِتٰبِ لَا يُغَادِرُ صَغِيْرَةً وَّلَا كَبِيْرَةً اِلَّآ اَحْصٰىهَا ۚ وَوَجَدُوْا مَا عَمِلُوْا حَاضِرًا ۭ وَلَا يَظْلِمُ رَبُّكَ اَحَدًا ۝ ع

৯৫৯। কিছু সৎকর্ম মৃত্যুর পরও বাকী থাকে, যথা ঃ সুশিক্ষা প্রদত্ত সৎ সন্তান, জ্ঞান বিতরণ বা এই ধরনের জনকল্যাণমূলক কর্ম। এইরূপ উত্তম কার্য স্থায়ী সৎকর্ম নামে অভিহিত।

৯৬০। هم সর্বনাম দ্বারা এখানে মানুষ বুঝাইতেছে।

৯৬১। 'বলা হইবে' শব্দ দুইটি আরবীতে উহ্য আছে।

৯৬২। এখানে كتاب দ্বারা মানুষের জীবনের যাবতীয় কর্ম যাহাতে সংরক্ষিত থাকে অর্থাৎ কর্ম বিবরণী বা 'আমলনামা বুঝাইতেছে।

৯৬৩। مما فيه -এর অর্থ 'যাহা উহাতে আছে' অর্থাৎ লিপিবদ্ধ আছে।

[৭]

৫০। এবং স্মরণ কর, আমি যখন ফিরিশ্‌তাগণকে বলিয়াছিলাম, 'আদমের প্রতি সিজ্‌দা কর', তখন তাহারা সকলেই সিজ্‌দা করিল ইব্‌লীস ব্যতীত; সে জিন্নদের একজন, সে তাহার প্রতিপালকের আদেশ অমান্য করিল। তবে কি তোমরা আমার পরিবর্তে উহাকে এবং উহার বংশধরকে অভিভাবকরূপে গ্রহণ করিতেছ? উহারা তো তোমাদের শত্রু। যালিমদের এই বিনিময়[৯৬৪] কত নিকৃষ্ট!

٥٠- وَاِذْ قُلْنَا لِلْمَلٰٓئِكَةِ اسْجُدُوْا لِاٰدَمَ فَسَجَدُوْٓا اِلَّآ اِبْلِيْسَ ؕ كَانَ مِنَ الْجِنِّ فَفَسَقَ عَنْ اَمْرِ رَبِّهٖ ؕ اَفَتَتَّخِذُوْنَهٗ وَذُرِّيَّتَهٗٓ اَوْلِيَآءَ مِنْ دُوْنِيْ وَهُمْ لَكُمْ عَدُوٌّ ؕ بِئْسَ لِلظّٰلِمِيْنَ بَدَلًا ○

৫১। আকাশমণ্ডলীর ও পৃথিবীর সৃষ্টিকালে আমি উহাদিগকে ডাকি নাই এবং উহাদের সৃজনকালেও নহে, আমি বিভ্রান্তকারীদিগকে সাহায্যকারীরূপে গ্রহণ করিবার নহি।

٥١- مَآ اَشْهَدْتُّهُمْ خَلْقَ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ وَلَا خَلْقَ اَنْفُسِهِمْ ۪ وَمَا كُنْتُ مُتَّخِذَ الْمُضِلِّيْنَ عَضُدًا ○

৫২। এবং সেই দিনের কথা স্মরণ কর[৯৬৫], যেদিন তিনি বলিবেন, 'তোমরা যাহাদিগকে আমার শরীক মনে করিতে তাহাদিগকে আহ্‌বান কর।' উহারা তখন তাহাদিগকে আহ্‌বান করিবে কিন্তু তাহারা উহাদের আহ্‌বানে সাড়া দিবে না এবং উহাদের উভয়ের মধ্যস্থলে রাখিয়া দিব এক ধ্বংস-গহ্বর।

٥٢- وَيَوْمَ يَقُوْلُ نَادُوْا شُرَكَآءِيَ الَّذِيْنَ زَعَمْتُمْ فَدَعَوْهُمْ فَلَمْ يَسْتَجِيْبُوْا لَهُمْ وَجَعَلْنَا بَيْنَهُمْ مَّوْبِقًا ○

৫৩। অপরাধীরা আগুন দেখিয়া বুঝিবে[৯৬৬] যে, উহারা তথায় পতিত হইতেছে এবং উহারা উহা হইতে কোন পরিত্রাণস্থল পাইবে না।

٥٣- وَرَاَ الْمُجْرِمُوْنَ النَّارَ فَظَنُّوْٓا اَنَّهُمْ مُّوَاقِعُوْهَا وَلَمْ يَجِدُوْا عَنْهَا مَصْرِفًا ○ ع

৯৬৪। অর্থাৎ আল্লাহ্‌কে পরিত্যাগ করিয়া ইব্‌লীস ও তাহার অনুসারীকে অভিভাবকরূপে গ্রহণ করা।

৯৬৫। 'সেই দিনের কথা স্মরণ কর' এই কথাগুলি আরবীতে উহ্য আছে।

৯৬৬। ظنوا -এর অর্থ এ স্থলে علموا অর্থাৎ জানিবে বা বুঝিবে।-কুরতুবী

[৮]

৫৪- وَلَقَدْ صَرَّفْنَا فِي هٰذَا الْقُرْاٰنِ لِلنَّاسِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ ؕ وَكَانَ الْاِنْسَانُ اَكْثَرَ شَيْءٍ جَدَلًا ○

৫৪। আমি মানুষের জন্য এই কুরআনে বিভিন্ন উপমার দ্বারা আমার বাণী বিশদভাবে বর্ণনা করিয়াছি। মানুষ অধিকাংশ ব্যাপারেই বিতর্কপ্রিয়।

৫৫- وَمَا مَنَعَ النَّاسَ اَنْ يُّؤْمِنُوْٓا اِذْ جَآءَهُمُ الْهُدٰى وَيَسْتَغْفِرُوْا رَبَّهُمْ اِلَّآ اَنْ تَاْتِيَهُمْ سُنَّةُ الْاَوَّلِيْنَ اَوْ يَاْتِيَهُمُ الْعَذَابُ قُبُلًا ○

৫৫। যখন উহাদের নিকট পথনির্দেশ আসে তখন মানুষকে ঈমান আনা এবং তাহাদের প্রতিপালকের নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করা হইতে বিরত রাখে কেবল ইহা যে, তাহাদের নিকট পূর্ববর্তীদের বেলায় অনুসৃত রীতি[৯৬৭] আসুক অথবা আসুক তাহাদের নিকট সরাসরি 'আযাব।

৫৬- وَمَا نُرْسِلُ الْمُرْسَلِيْنَ اِلَّا مُبَشِّرِيْنَ وَمُنْذِرِيْنَ ۚ وَيُجَادِلُ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا بِالْبَاطِلِ لِيُدْحِضُوْا بِهِ الْحَقَّ وَاتَّخَذُوْٓا اٰيٰتِيْ وَمَآ اُنْذِرُوْا هُزُوًا ○

৫৬। আমি কেবল সুসংবাদাতা ও সতর্ককারীরূপেই রাসূলগণকে পাঠাইয়া থাকি, কিন্তু কাফিরগণ মিথ্যা অবলম্বনে বিতণ্ডা করে, উহা দ্বারা সত্যকে ব্যর্থ করিয়া দিবার জন্য এবং আমার নিদর্শনাবলী ও যদ্দ্বারা উহাদিগকে সতর্ক করা হইয়াছে সেই সমস্তকে উহারা বিদ্রূপের বিষয়রূপে গ্রহণ করিয়া থাকে।

৫৭- وَمَنْ اَظْلَمُ مِمَّنْ ذُكِّرَ بِاٰيٰتِ رَبِّهٖ فَاَعْرَضَ عَنْهَا وَنَسِيَ مَا قَدَّمَتْ يَدٰهُ ؕ اِنَّا جَعَلْنَا عَلٰى قُلُوْبِهِمْ اَكِنَّةً اَنْ يَّفْقَهُوْهُ وَفِيْٓ اٰذَانِهِمْ وَقْرًا ؕ وَاِنْ تَدْعُهُمْ اِلَى الْهُدٰى فَلَنْ يَّهْتَدُوْٓا اِذًا اَبَدًا ○

৫৭। কোন ব্যক্তিকে তাহার প্রতিপালকের নিদর্শনাবলী স্মরণ করাইয়া দেওয়ার পর সে যদি উহা হইতে মুখ ফিরাইয়া লয় এবং তাহার কৃতকর্মসমূহ ভুলিয়া যায় তবে তাহার অপেক্ষা অধিক যালিম আর কে? আমি উহাদের অন্তরের উপর আবরণ[৯৬৮] দিয়াছি যেন উহারা কুরআন[৯৬৯] বুঝিতে না পারে এবং উহাদের কানে বধিরতা আঁটিয়া দিয়াছি। তুমি উহাদিগকে সৎপথে আহ্বান করিলেও উহারা কখনও সৎপথে আসিবে না।

৯৬৭। অর্থাৎ অবাধ্যতার জন্য তাহাদিগকে যে সমূলে ধ্বংস করা হইয়াছিল, আল্লাহ্‌র সেই নিয়ম।-কাবীর

৯৬৮। ২ ঃ ৭ আয়াতের টীকা দ্র.।

৯৬৯। এ স্থলে • সর্বনাম দ্বারা কুরআন বুঝাইতেছে। -কাশ্‌শাফ

৫৮। এবং তোমার প্রতিপালক পরম ক্ষমাশীল, দয়াবান, উহাদের কৃতকর্মের জন্য যদি তিনি উহাদিগকে পাকড়াও করিতে চাহিতেন, তবে তিনি অবশ্যই উহাদের শাস্তি ত্বরান্বিত করিতেন; কিন্তু উহাদের জন্য রহিয়াছে এক প্রতিশ্রুত মুহূর্ত, যাহা হইতে উহারা কখনই কোন আশ্রয়স্থল পাইবে না।

٥٨- وَرَبُّكَ الْغَفُوْرُ ذُو الرَّحْمَةِ ۭ لَوْ يُؤَاخِذُهُمْ بِمَا كَسَبُوْا لَعَجَّلَ لَهُمُ الْعَذَابَ ۭ بَلْ لَّهُمْ مَّوْعِدٌ لَّنْ يَّجِدُوْا مِنْ دُوْنِهٖ مَوْىِٕلًا ○

৫৯। ঐসব জনপদ—উহাদের অধিবাসীবৃন্দকে আমি ধ্বংস করিয়াছিলাম, যখন উহারা সীমালংঘন করিয়াছিল এবং উহাদের ধ্বংসের জন্য আমি স্থির করিয়াছিলাম এক নির্দিষ্ট ক্ষণ।

٥٩- وَتِلْكَ الْقُرٰٓى اَهْلَكْنٰهُمْ لَمَّا ظَلَمُوْا وَجَعَلْنَا لِمَهْلِكِهِمْ مَّوْعِدًا ○ ع

[৯]

৬০। স্মরণ কর, যখন মূসা তাহার সংগীকে[৯৭০] বলিয়াছিল, 'দুই সমুদ্রের সংগমস্থলে[৯৭১] না পৌঁছিয়া আমি থামিব না অথবা আমি যুগ যুগ ধরিয়া চলিতে থাকিব।'

٦٠- وَاِذْ قَالَ مُوْسٰى لِفَتٰىهُ لَآ اَبْرَحُ حَتّٰٓى اَبْلُغَ مَجْمَعَ الْبَحْرَيْنِ اَوْ اَمْضِيَ حُقُبًا ○

৬১। উহারা উভয়ে যখন দুই সমুদ্রের সংগমস্থলে পৌঁছিল উহারা নিজেদের মৎস্যের কথা ভুলিয়া গেল; উহা সুড়ংগের মত নিজের পথ করিয়া সমুদ্রে নামিয়া গেল।

٦١- فَلَمَّا بَلَغَا مَجْمَعَ بَيْنِهِمَا نَسِيَا حُوْتَهُمَا فَاتَّخَذَ سَبِيْلَهٗ فِى الْبَحْرِ سَرَبًا ○

৬২। যখন উহারা আরো অগ্রসর হইল মূসা তাহার সংগীকে বলিল, 'আমাদের প্রাতঃরাশ আন, আমরা তো আমাদের এই সফরে ক্লান্ত হইয়া পড়িয়াছি।'

٦٢- فَلَمَّا جَاوَزَا قَالَ لِفَتٰىهُ اٰتِنَا غَدَآءَنَا ز لَقَدْ لَقِيْنَا مِنْ سَفَرِنَا هٰذَا نَصَبًا ○

৬৩। সে বলিল, 'আপনি কি লক্ষ্য করিয়াছেন, আমরা যখন শিলাখণ্ডে বিশ্রাম করিতেছিলাম তখন আমি মৎস্যের কথা

٦٣- قَالَ اَرَءَيْتَ اِذْ اَوَيْنَآ اِلَى الصَّخْرَةِ فَاِنِّىْ نَسِيْتُ الْحُوْتَ ز

৯৭০। فتى যুবক, খাদেম ও দাস অর্থেও ব্যবহৃত হয়। ইনি ছিলেন ইয়ূশা' ইব্‌ন নূন।

৯৭১। সঙ্গমস্থলটির অবস্থান সম্পর্কে মতভেদ আছে ঃ নীল নদের দুই শাখার সঙ্গম, দিজ্‌লা ও ফুরাত নদীর সঙ্গম, সীনাই উপত্যকায় 'আকাবা উপসাগর ও সুয়েজের মিলনস্থান।

وَمَآ أَنْسٰنِيْهُ إِلَّا الشَّيْطٰنُ أَنْ أَذْكُرَهٗ ۚ وَاتَّخَذَ سَبِيْلَهٗ فِي الْبَحْرِ ۖ عَجَبًا ○

ভুলিয়া গিয়াছিলাম? শয়তানই উহার কথা বলিতে আমাকে ভুলাইয়া দিয়াছিল; মৎস্যটি আশ্চর্যজনকভাবে নিজের পথ করিয়া নামিয়া গেল সমুদ্রে।'

٦٤- قَالَ ذٰلِكَ مَا كُنَّا نَبْغِ ۖ فَارْتَدَّا عَلٰٓى اٰثَارِهِمَا قَصَصًا ۙ

৬৪। মূসা বলিল, 'আমরা তো সেই স্থানটিরই অনুসন্ধান করিতেছিলাম।' অতঃপর উহারা নিজেদের পদচিহ্ন ধরিয়া ফিরিয়া চলিল।

٦٥- فَوَجَدَا عَبْدًا مِّنْ عِبَادِنَآ اٰتَيْنٰهُ رَحْمَةً مِّنْ عِنْدِنَا وَعَلَّمْنٰهُ مِنْ لَّدُنَّا عِلْمًا ○

৬৫। অতঃপর উহারা সাক্ষাত পাইল আমার বান্দাদের মধ্যে একজনের,[৯৭২] যাহাকে আমি আমার নিকট হইতে অনুগ্রহ দান করিয়াছিলাম ও আমার নিকট হইতে শিক্ষা দিয়াছিলাম এক বিশেষ জ্ঞান।

٦٦- قَالَ لَهٗ مُوْسٰى هَلْ أَتَّبِعُكَ عَلٰٓى أَنْ تُعَلِّمَنِ مِمَّا عُلِّمْتَ رُشْدًا ○

৬৬। মূসা তাহাকে বলিল, 'সত্য পথের যে জ্ঞান আপনাকে দান করা হইয়াছে তাহা হইতে আমাকে শিক্ষা দিবেন, এই শর্তে আমি আপনার অনুসরণ করিব কি?'

٦٧- قَالَ إِنَّكَ لَنْ تَسْتَطِيْعَ مَعِيَ صَبْرًا ○

৬৭। সে বলিল, আপনি কিছুতেই আমার সংগে ধৈর্য ধারণ করিয়া থাকিতে পারিবেন না,

٦٨- وَكَيْفَ تَصْبِرُ عَلٰى مَا لَمْ تُحِطْ بِهٖ خُبْرًا ○

৬৮। 'যে বিষয় আপনার জ্ঞানায়ত্ত নহে সে বিষয়ে আপনি ধৈর্য ধারণ করিবেন কেমন করিয়া?'

٦٩- قَالَ سَتَجِدُنِيْٓ إِنْ شَآءَ اللّٰهُ صَابِرًا وَّلَآ أَعْصِيْ لَكَ أَمْرًا ○

৬৯। মূসা বলিল, 'আল্লাহ্ চাহিলে আপনি আমাকে ধৈর্যশীল পাইবেন এবং আপনার কোন আদেশ আমি অমান্য করিব না।'

٧٠- قَالَ فَإِنِ اتَّبَعْتَنِيْ فَلَا تَسْـَٔلْنِيْ عَنْ شَيْءٍ حَتّٰٓى أُحْدِثَ لَكَ مِنْهُ ذِكْرًا ○

৭০। সে বলিল, 'আচ্ছা, আপনি যদি আমার অনুসরণ করিবেনই তবে কোন বিষয়ে আমাকে প্রশ্ন করিবেন না, যতক্ষণ না আমি সে সম্বন্ধে আপনাকে কিছু বলি।'

৯৭২। এই বান্দা ছিলেন খিদ্‌র (খিযির) (আ)।-বুখারী

[১০]

৭১। অতঃপর উভয়ে চলিতে লাগিল, পরে যখন উহারা নৌকায় আরোহণ করিল তখন সে উহা বিদীর্ণ করিয়া দিল। মূসা বলিল, 'আপনি কি আরোহীদিগকে নিমজ্জিত করিয়া দিবার জন্য উহা বিদীর্ণ করিলেন? আপনি তো এক গুরুতর অন্যায় কাজ করিলেন!'

٧١- فَانْطَلَقَا ۥ حَتّٰىٓ اِذَا رَكِبَا فِى السَّفِيْنَةِ خَرَقَهَا ۭ قَالَ اَخَرَقْتَهَا لِتُغْرِقَ اَهْلَهَا ۚ لَقَدْ جِئْتَ شَيْـًٔا اِمْرًا ○

৭২। সে বলিল, 'আমি কি বলি নাই যে, আপনি আমার সংগে কিছুতেই ধৈর্য ধারণ করিতে পারিবেন না?'

٧٢- قَالَ اَلَمْ اَقُلْ اِنَّكَ لَنْ تَسْتَطِيْعَ مَعِىَ صَبْرًا ○

৭৩। মূসা বলিল, 'আমার ভুলের জন্য আমাকে অপরাধী করিবেন না ও আমার ব্যাপারে অত্যধিক কঠোরতা অবলম্বন করিবেন না।'

٧٣- قَالَ لَا تُؤَاخِذْنِىْ بِمَا نَسِيْتُ وَلَا تُرْهِقْنِىْ مِنْ اَمْرِىْ عُسْرًا ○

৭৪। অতঃপর উভয়ে চলিতে লাগিল, চলিতে চলিতে উহাদের সহিত এক বালকের সাক্ষাত হইলে সে উহাকে হত্যা করিল। তখন মূসা বলিল, 'আপনি কি এক নিষ্পাপ জীবন নাশ করিলেন, হত্যার অপরাধ ছাড়াই? আপনি তো এক গুরুতর অন্যায় কাজ করিলেন!'

٧٤- فَانْطَلَقَا ۥ حَتّٰىٓ اِذَا لَقِيَا غُلٰمًا فَقَتَلَهٗ ۙ قَالَ اَقَتَلْتَ نَفْسًا زَكِيَّةًۢ بِغَيْرِ نَفْسٍ ۭ لَقَدْ جِئْتَ شَيْـًٔا نُّكْرًا ○

Contents

ষষ্ঠদশ পারা

٧٥- قَالَ اَلَمْ اَقُلْ لَّكَ اِنَّكَ لَنْ تَسْتَطِيْعَ مَعِيَ صَبْرًا ○

৭৫। সে বলিল, 'আমি কি আপনাকে বলি নাই যে, আপনি আমার সংগে কিছুতেই ধৈর্য ধারণ করিতে পারিবেন না?

٧٦- قَالَ اِنْ سَاَلْتُكَ عَنْ شَیْءٍۢ بَعْدَهَا فَلَا تُصٰحِبْنِیْ ۚ قَدْ بَلَغْتَ مِنْ لَّدُنِّیْ عُذْرًا ○

৭৬। মূসা বলিল, 'ইহার পর, যদি আমি আপনাকে কোন বিষয়ে জিজ্ঞাসা করি তবে আপনি আমাকে সংগে রাখিবেন না; আমার 'ওযর-আপত্তির চূড়ান্ত হইয়াছে।

٧٧- فَانْطَلَقَا ٚ حَتّٰۤی اِذَاۤ اَتَیَاۤ اَهْلَ قَرْیَةِ ۣ اسْتَطْعَمَاۤ اَهْلَهَا فَاَبَوْا اَنْ یُّضَیِّفُوْهُمَا فَوَجَدَا فِیْهَا جِدَارًا یُّرِیْدُ اَنْ یَّنْقَضَّ فَاَقَامَهٗ ؕ قَالَ لَوْ شِئْتَ لَتَّخَذْتَ عَلَیْهِ اَجْرًا ○

৭৭। অতঃপর উভয়ে চলিতে লাগিল; চলিতে চলিতে উহারা এক জনপদের অধিবাসীদের নিকট পৌঁছিয়া তাহাদের নিকট খাদ্য চাহিল; কিন্তু তাহারা তাহাদের মেহমানদারী করিতে অস্বীকার করিল। অতঃপর তথায় তাহারা এক পতনোন্মুখ প্রাচীর দেখিতে পাইল এবং সে[৯৭৪] উহাকে সুদৃঢ় করিয়া দিল। মূসা বলিল, 'আপনি তো ইচ্ছা করিলে ইহার জন্য পারিশ্রমিক গ্রহণ করিতে পারিতেন।'

٧٨- قَالَ هٰذَا فِرَاقُ بَیْنِیْ وَ بَیْنِكَ ۚ سَاُنَبِّئُكَ بِتَاْوِیْلِ مَا لَمْ تَسْتَطِعْ عَّلَیْهِ صَبْرًا ○

৭৮। সে বলিল, 'এইখানেই আপনার এবং আমার মধ্যে সম্পর্কচ্ছেদ হইল; যে বিষয়ে আপনি ধৈর্য ধারণ করিতে পারেন নাই আমি তাহার তাৎপর্য ব্যাখ্যা করিতেছি।

٧٩- اَمَّا السَّفِیْنَةُ فَكَانَتْ لِمَسٰكِیْنَ یَعْمَلُوْنَ فِی الْبَحْرِ فَاَرَدْتُّ اَنْ اَعِیْبَهَا وَ كَانَ وَرَآءَهُمْ مَّلِكٌ یَّاْخُذُ كُلَّ سَفِیْنَةٍ غَصْبًا ○

৭৯। 'নৌকাটির ব্যাপার—ইহা ছিল কতিপয় দরিদ্র ব্যক্তির, উহারা সমুদ্রে জীবিকা অন্বেষণ করিত; আমি ইচ্ছা করিলাম নৌকাটিকে ত্রুটিযুক্ত করিতে; কারণ উহাদের সম্মুখে ছিল এক রাজা, যে বলপ্রয়োগে নৌকাসকল[৯৭৫] ছিনাইয়া লইত।

৯৭৪। ৭৭ ও ৭৮ আয়াতে 'সে' দ্বারা মূসা (আ)-এর সংগী অর্থাৎ খিযিরকে বুঝাইতেছে।
৯৭৫। ভাল নৌকা ছিনাইয়া লইত।

٨٠- وَأَمَّا الْغُلٰمُ فَكَانَ أَبَوٰهُ مُؤْمِنَيْنِ فَخَشِينَآ أَنْ يُّرْهِقَهُمَا طُغْيَانًا وَّكُفْرًا ۝

৮০। 'আর কিশোরটি, তাহার পিতামাতা ছিল মু'মিন। আমি আশংকা[৯৭৬] করিলাম যে, সে বিদ্রোহাচরণ ও কুফরীর দ্বারা উহাদিগকে বিব্রত করিবে।

٨١- فَأَرَدْنَآ أَنْ يُّبْدِلَهُمَا رَبُّهُمَا خَيْرًا مِّنْهُ زَكٰوةً وَّأَقْرَبَ رُحْمًا ۝

৮১। 'অতঃপর আমি চাহিলাম যে, উহাদের প্রতিপালক যেন উহাদিগকে উহার পরিবর্তে এক সন্তান দান করেন, যে হইবে পবিত্রতায় মহত্তর ও ভক্তি-ভালবাসায় ঘনিষ্ঠতর।

٨٢- وَأَمَّا الْجِدَارُ فَكَانَ لِغُلٰمَيْنِ يَتِيمَيْنِ فِي الْمَدِينَةِ وَكَانَ تَحْتَهُ كَنْزٌ لَّهُمَا وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا ۚ فَأَرَادَ رَبُّكَ أَنْ يَّبْلُغَآ أَشُدَّهُمَا وَيَسْتَخْرِجَا كَنْزَهُمَا ۖ رَحْمَةً مِّنْ رَّبِّكَ ۚ وَمَا فَعَلْتُهُ عَنْ أَمْرِي ۗ ذٰلِكَ تَأْوِيلُ مَا لَمْ تَسْطِعْ عَّلَيْهِ صَبْرًا ۝ ع

৮২। 'আর ঐ প্রাচীরটি, ইহা ছিল নগরবাসী দুই পিতৃহীন কিশোরের, ইহার নিম্নদেশে আছে উহাদের গুপ্তধন এবং উহাদের পিতা ছিল সৎকর্মপরায়ণ। সুতরাং আপনার প্রতিপালক দয়াপরবশ হইয়া ইচ্ছা করিলেন যে, উহারা বয়ঃপ্রাপ্ত হউক এবং উহারা উহাদের ধনভাণ্ডার উদ্ধার করুক। আমি নিজ হইতে কিছু করি নাই; আপনি যে বিষয়ে ধৈর্য ধারণে অপারগ হইয়াছিলেন, ইহাই তাহার ব্যাখ্যা।'

[১১]

٨٣- وَيَسْـَٔلُونَكَ عَنْ ذِي الْقَرْنَيْنِ ۖ قُلْ سَأَتْلُوا عَلَيْكُمْ مِّنْهُ ذِكْرًا ۝

৮৩। উহারা তোমাকে যুল-কারনায়ন[৯৭৭] সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করে। বল, 'আমি তোমাদের নিকট তাহার বিষয় বর্ণনা করিব

٨٤- إِنَّا مَكَّنَّا لَهُ فِي الْأَرْضِ وَآتَيْنٰهُ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ سَبَبًا ۝

৮৪। আমি তো তাহাকে পৃথিবীতে কর্তৃত্ব দিয়াছিলাম এবং প্রত্যেক বিষয়ের উপায়-উপকরণ দান[৯৭৮] করিয়াছিলাম।

৯৭৬। অর্থাৎ আমি আল্লাহ্‌র নিকট হইতে জানিতে পারিলাম।

৯৭৭। ইয়াহূদীদের পরামর্শে কুরায়শরা এই প্রশ্নটিও করিয়াছিল। জবাবে আয়াতগুলি অবতীর্ণ হয়। قرن অর্থ শিঙ, ক্ষমতা। ذو القرنين দুই শিঙের মালিক অথবা ক্ষমতার অধিকারী। তিনি একজন ধার্মিক দিগ্বিজয়ী বাদশাহ। এক ব্যাখ্যামতে, পৃথিবীর পূর্ব হইতে পশ্চিম পর্যন্ত ভ্রমণ করিয়াছিলেন বলিয়া তিনি এই নামে অভিহিত হইয়াছেন। অনেকের মতে তিনি গ্রীক সম্রাট আলেকজাণ্ডার (মৃ. খৃ. পূ. ৩২৩), কাহারও মতে তিনি পারস্য সম্রাট 'সায়রাস' (কায়খুসরু, মৃ. খৃ. পূ. ৫৩৯)। প্রাচীন আরবী কবিতায় ذو القرنين নামের উল্লেখ হইতে অনুমিত হয় যে, তিনি প্রাচীন আরবের কোন ধার্মিক শক্তিধর বাদশাহ ছিলেন। —লিসানুল 'আরাব, তাফসীর কাবীর, বায়দাবী, জালালায়ন, কাসাসুল-কুরআন

৯৭৮। سبب -এর শাব্দিক অর্থ কার্যোপকরণ। এ স্থলে ইহার অর্থ উপায়-উপকরণ।-কাশ্‌শাফ

٨٥- فَاَتْبَعَ سَبَبًا ○

৮৫। অতঃপর সে এক পথ অবলম্বন করিল।

٨٦- حَتّٰىٓ اِذَا بَلَغَ مَغْرِبَ الشَّمْسِ وَجَدَهَا تَغْرُبُ فِيْ عَيْنٍ حَمِئَةٍ وَّوَجَدَ عِنْدَهَا قَوْمًا ۗ قُلْنَا يٰذَا الْقَرْنَيْنِ اِمَّآ اَنْ تُعَذِّبَ وَاِمَّآ اَنْ تَتَّخِذَ فِيْهِمْ حُسْنًا ○

৮৬। চলিতে চলিতে সে যখন সূর্যের অস্তগমন স্থানে পৌঁছিল তখন সে সূর্যকে এক পংকিল জলাশয়ে অস্তগমন করিতে দেখিল এবং সে তথায় এক সম্প্রদায়কে দেখিতে পাইল। আমি বলিলাম, 'হে যুল-কার্‌নায়ন! তুমি ইহাদিগকে শাস্তি দিতে পার অথবা ইহাদের ব্যাপার সদয়ভাবে গ্রহণ করিতে পার।'

٨٧- قَالَ اَمَّا مَنْ ظَلَمَ فَسَوْفَ نُعَذِّبُهٗ ثُمَّ يُرَدُّ اِلٰى رَبِّهٖ فَيُعَذِّبُهٗ عَذَابًا نُّكْرًا ○

৮৭। সে বলিল, 'যে কেহ সীমালংঘন করিবে[৯৭৯] আমি তাহাকে শাস্তি দিব, অতঃপর সে তাহার প্রতিপালকের নিকট প্রত্যাবর্তিত হইবে এবং তিনি তাহাকে কঠিন শাস্তি দিবেন।

٨٨- وَاَمَّا مَنْ اٰمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَلَهٗ جَزَآءَ ۨالْحُسْنٰى ۚ وَسَنَقُوْلُ لَهٗ مِنْ اَمْرِنَا يُسْرًا ○

৮৮। 'তবে যে ঈমান আনে এবং সৎকর্ম করে তাহার জন্য প্রতিদানস্বরূপ আছে কল্যাণ এবং তাহার প্রতি ব্যবহারে আমি নম্র কথা বলিব।'

٨٩- ثُمَّ اَتْبَعَ سَبَبًا ○

৮৯। আবার সে এক পথ ধরিল,

٩٠- حَتّٰىٓ اِذَا بَلَغَ مَطْلِعَ الشَّمْسِ وَجَدَهَا تَطْلُعُ عَلٰى قَوْمٍ لَّمْ نَجْعَلْ لَّهُمْ مِّنْ دُوْنِهَا سِتْرًا ○

৯০। চলিতে চলিতে যখন সে সূর্যোদয় স্থলে পৌঁছিল তখন সে দেখিল উহা এমন এক সম্প্রদায়ের উপর উদয় হইতেছে যাহাদের জন্য সূর্যতাপ হইতে কোন অন্তরাল আমি সৃষ্টি করি নাই[৯৮০];

٩١- كَذٰلِكَ ۗ وَقَدْ اَحَطْنَا بِمَا لَدَيْهِ خُبْرًا ○

৯১। প্রকৃত ঘটনা ইহাই, তাহার নিকট যাহা কিছু ছিল আমি সম্যক অবগত আছি।

٩٢- ثُمَّ اَتْبَعَ سَبَبًا ○

৯২। আবার সে এক পথ ধরিল,

৯৭৯। অর্থাৎ শির্‌ক করিবে।-৩১ ঃ ১৩ দ্র.।

৯৮০। তাহারা একটি উন্মুক্ত প্রান্তরে বাস করিত। তাহাদের ঘরবাড়ী বা পোশাক-পরিচ্ছদ কিছুই ছিল না।

Contents

٩٣-حَتّٰۤى اِذَا بَلَغَ بَيْنَ السَّدَّيْنِ وَجَدَ مِنْ دُوْنِهِمَا قَوْمًا ۙ لَّا يَكَادُوْنَ يَفْقَهُوْنَ قَوْلًا ○

৯৩। চলিতে চলিতে সে যখন দুই পর্বত-প্রাচীরের মধ্যবর্তী স্থলে পৌছিল তখন তথায় সে এক সম্প্রদায়কে পাইল যাহারা কোন কথা বুঝিবার মত ছিল না।

٩٤-قَالُوْا يٰذَا الْقَرْنَيْنِ اِنَّ يَاْجُوْجَ وَمَاْجُوْجَ مُفْسِدُوْنَ فِى الْاَرْضِ فَهَلْ نَجْعَلُ لَكَ خَرْجًا عَلٰۤى اَنْ تَجْعَلَ بَيْنَنَا وَبَيْنَهُمْ سَدًّا ○

৯৪। উহারা বলিল, 'হে যুল-কার্‌নায়ন! ইয়াজূজ ও মাজূজ[৯৮১] পৃথিবীতে অশান্তি সৃষ্টি করিতেছে। আমরা কি আপনাকে খরচ দিব যে, আপনি আমাদের ও উহাদের মধ্যে এক প্রাচীর গড়িয়া দিবেন'?

٩٥-قَالَ مَا مَكَّنِّىْ فِيْهِ رَبِّىْ خَيْرٌ فَاَعِيْنُوْنِىْ بِقُوَّةٍ اَجْعَلْ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ رَدْمًا ○ۙ

৯৫। সে বলিল, 'আমার প্রতিপালক আমাকে এই বিষয়ে যে ক্ষমতা দিয়াছেন, তাহাই উৎকৃষ্ট। সুতরাং তোমরা আমাকে শ্রম দ্বারা সাহায্য কর, আমি তোমাদের ও উহাদের মধ্যস্থলে এক মযবূত প্রাচীর গড়িয়া দিব।

٩٦-اٰتُوْنِىْ زُبَرَ الْحَدِيْدِ ؕ حَتّٰۤى اِذَا سَاوٰى بَيْنَ الصَّدَفَيْنِ قَالَ انْفُخُوْا ؕ حَتّٰۤى اِذَا جَعَلَهٗ نَارًا ۙ قَالَ اٰتُوْنِىْۤ اُفْرِغْ عَلَيْهِ قِطْرًا ○ؕ

৯৬। 'তোমরা আমার নিকট লৌহপিণ্ডসমূহ আনয়ন কর,' অতঃপর মধ্যবর্তী ফাঁকা স্থান পূর্ণ হইয়া যখন লৌহস্তূপ দুই পর্বতের সমান হইল তখন সে বলিল, 'তোমরা হাঁপরে দম দিতে থাক।' যখন উহা অগ্নিবৎ উত্তপ্ত হইল, তখন সে বলিল, 'তোমরা গলিত তাম্র আনয়ন কর, আমি উহা ঢালিয়া দেই ইহার উপর।'

٩٧-فَمَا اسْطَاعُوْۤا اَنْ يَّظْهَرُوْهُ وَمَا اسْتَطَاعُوْا لَهٗ نَقْبًا ○

৯৭। ইহার পর তাহারা[৯৮২] উহা অতিক্রম করিতে পারিল না এবং উহা ভেদও করিতে পারিল না।

৯৮১। এই দুই নামের বিভিন্ন ব্যাখ্যা প্রদান করা হইয়াছে। কুরআনের বিবরণ অনুযায়ী ইহারা ভয়ানক দুষ্ট প্রকৃতির, ভীষণ অত্যাচারী পার্বত্য জাতি, যাহাদের উৎপীড়নে পার্শ্ববর্তী এলাকার লোকেরা অতিষ্ঠ হইয়াছিল। তাহাদের বাসস্থান কোথায় তাহা সঠিকভাবে এখনও নির্ণয় করা সম্ভব হয় নাই। কিয়ামতের পূর্বে ইহাদের ব্যাপকভাবে পুনঃ আবির্ভাব ঘটিবে।

৯৮২। অর্থাৎ ইয়া'জূজ ও মা'জূজ।

৯৮-قَالَ هٰذَا رَحْمَةٌ مِّنْ رَّبِّيْ ۚ فَاِذَا جَآءَ وَعْدُ رَبِّيْ جَعَلَهٗ دَكَّآءَ ۚ وَكَانَ وَعْدُ رَبِّيْ حَقًّا ۝

৯৮। সে[৯৮৩] বলিল, 'ইহা আমার প্রতিপালকের অনুগ্রহ। যখন আমার প্রতিপালকের প্রতিশ্রুতি পূর্ণ হইবে তখন তিনি উহাকে চূর্ণ-বিচূর্ণ করিয়া দিবেন এবং আমার প্রতিপালকের প্রতিশ্রুতি সত্য।'

৯৯-وَتَرَكْنَا بَعْضَهُمْ يَوْمَئِذٍ يَّمُوْجُ فِيْ بَعْضٍ وَّنُفِخَ فِي الصُّوْرِ فَجَمَعْنٰهُمْ جَمْعًا ۝

৯৯। সেই দিন আমি উহাদিগকে ছাড়িয়া দিব এই অবস্থায় যে, একদল আর একদলের উপর তরঙ্গের ন্যায় পতিত হইবে এবং শিংগায় ফুৎকার দেওয়া হইবে। অতঃপর আমি উহাদের সকলকেই একত্র করিব।

১০০-وَّعَرَضْنَا جَهَنَّمَ يَوْمَئِذٍ لِّلْكٰفِرِيْنَ عَرْضًا ۝

১০০। এবং সেই দিন আমি জাহান্নামকে প্রত্যক্ষভাবে উপস্থিত করিব কাফিরদের নিকট,

১০১-الَّذِيْنَ كَانَتْ اَعْيُنُهُمْ فِيْ غِطَآءٍ عَنْ ذِكْرِيْ وَكَانُوْا لَا يَسْتَطِيْعُوْنَ سَمْعًا ۝

১০১। যাহাদের চক্ষু ছিল অন্ধ আমার নিদর্শনের প্রতি এবং যাহারা শুনিতেও ছিল অক্ষম।

[১২]

১০২-اَفَحَسِبَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْٓا اَنْ يَّتَّخِذُوْا عِبَادِيْ مِنْ دُوْنِيْٓ اَوْلِيَآءَ ۚ اِنَّآ اَعْتَدْنَا جَهَنَّمَ لِلْكٰفِرِيْنَ نُزُلًا ۝

১০২। যাহারা কুফরী করিয়াছে তাহারা কি মনে করে যে, তাহারা আমার পরিবর্তে আমার বান্দাদিগকে অভিভাবকরূপে গ্রহণ করিবে? আমি কাফিরদের আপ্যায়নের জন্য প্রস্তুত রাখিয়াছি জাহান্নাম।

১০৩-قُلْ هَلْ نُنَبِّئُكُمْ بِالْاَخْسَرِيْنَ اَعْمَالًا ۝

১০৩। বল, 'আমি কি তোমাদিগকে সংবাদ দিব কর্মে বিশেষ ক্ষতিগ্রস্তদের?'

১০৪-اَلَّذِيْنَ ضَلَّ سَعْيُهُمْ فِي الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا وَهُمْ يَحْسَبُوْنَ اَنَّهُمْ يُحْسِنُوْنَ صُنْعًا ۝

১০৪। উহারাই তাহারা, 'পার্থিব জীবনে যাহাদের প্রচেষ্টা পণ্ড হয়, যদিও তাহারা মনে করে যে, তাহারা সৎকর্মই করিতেছে,

৯৮৩। অর্থাৎ যুল-কারনায়ন।

১০৫। 'উহারাই তাহারা, যাহারা অস্বীকার করে উহাদের প্রতিপালকের নিদর্শনাবলী ও তাঁহার সহিত উহাদের সাক্ষাতের বিষয়। ফলে উহাদের কর্ম নিষ্ফল হইয়া যায়; সুতরাং কিয়ামতের দিন উহাদের জন্য ওজনের কোন ব্যবস্থা রাখিব না[৯৮৪]।

١٠٥-أُولَٰٓئِكَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا بِاٰيٰتِ رَبِّهِمْ وَلِقَآئِهٖ فَحَبِطَتْ اَعْمَالُهُمْ فَلَا نُقِيْمُ لَهُمْ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ وَزْنًا ○

১০৬। 'জাহান্নাম—ইহাই উহাদের প্রতিফল, যেহেতু উহারা কুফরী করিয়াছে এবং আমার নিদর্শনাবলী ও রাসূলগণকে গ্রহণ করিয়াছে বিদ্রূপের বিষয়স্বরূপ।'

١٠٦-ذٰلِكَ جَزَآؤُهُمْ جَهَنَّمُ بِمَا كَفَرُوْا وَاتَّخَذُوْٓا اٰيٰتِيْ وَرُسُلِيْ هُزُوًا ○

১০৭। যাহারা ঈমান আনে ও সৎকর্ম করে তাহাদের আপ্যায়নের জন্য আছে ফিরদাওসের[৯৮৫] উদ্যান,

١٠٧-اِنَّ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ كَانَتْ لَهُمْ جَنّٰتُ الْفِرْدَوْسِ نُزُلًا ○

১০৮। সেথায় উহারা স্থায়ী হইবে, উহা হইতে স্থানান্তর কামনা করিবে না।

١٠٨-خٰلِدِيْنَ فِيْهَا لَا يَبْغُوْنَ عَنْهَا حِوَلًا ○

১০৯। বল, 'আমার প্রতিপালকের কথা লিপিবদ্ধ করিবার[৯৮৬] জন্য সমুদ্র যদি কালি হয়, তবে আমার প্রতিপালকের কথা শেষ হইবার পূর্বেই সমুদ্র নিঃশেষ হইয়া যাইবে– আমরা ইহার সাহায্যার্থে ইহার অনুরূপ আরও সমুদ্র[৯৮৭] আনিলেও।'

١٠٩-قُلْ لَّوْ كَانَ الْبَحْرُ مِدَادًا لِّكَلِمٰتِ رَبِّيْ لَنَفِدَ الْبَحْرُ قَبْلَ اَنْ تَنْفَدَ كَلِمٰتُ رَبِّيْ وَلَوْ جِئْنَا بِمِثْلِهٖ مَدَدًا ○

১১০। বল, 'আমি তো তোমাদের মত একজন মানুষই, আমার প্রতি প্রত্যাদেশ হয় যে, তোমাদের ইলাহ্ একমাত্র ইলাহ্। সুতরাং যে তাহার প্রতিপালকের সাক্ষাত কামনা করে, সে যেন সৎকর্ম করে ও তাহার প্রতিপালকের 'ইবাদতে কাহাকেও শরীক না করে।'

١١٠-قُلْ اِنَّمَآ اَنَا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ يُوْحٰٓى اِلَيَّ اَنَّمَآ اِلٰهُكُمْ اِلٰهٌ وَّاحِدٌ ۚ فَمَنْ كَانَ يَرْجُوْا لِقَآءَ رَبِّهٖ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَّلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهٖٓ اَحَدًا ○ ع

৯৮৪। পুণ্য মনে করিয়া তাহারা যে সকল কর্ম করিয়াছে উহাদের কোন ওজন থাকিবে না অর্থাৎ সেইগুলি কাজে আসিবে না।

৯৮৫। ফিরদাওস জান্নাতের এক উত্তম অংশের নাম।-ইমাম রাযী

৯৮৬। 'লিপিবদ্ধ করিবার' শব্দ দুইটি মূল আরবীতে উহ্য রহিয়াছে।-কাশ্শাফ, জালালায়ন

৯৮৭। 'আরও সমুদ্র' কথাটি মূল আরবীতে উহ্য আছে।-কাশ্শাফ, জালালায়ন ইত্যাদি

১৯-সূরা মার্‌ইয়াম

৯৮ আয়াত, ৬ রুকূ', মক্কী

।। দয়াময়, পরম দয়ালু আল্লাহ্‌র নামে ।।

১। কাফ্-হা-য়া-'আয়ন-সাদ;

١- كٓهٰيٰعٓصٓ

২। ইহা তোমার প্রতিপালকের অনুগ্রহের বিবরণ তাঁহার বান্দা যাকারিয়্যার প্রতি,

٢- ذِكْرُ رَحْمَتِ رَبِّكَ عَبْدَهٗ زَكَرِيَّا

৩। যখন সে তাহার প্রতিপালককে আহ্‌বান করিয়াছিল নিভৃতে,

٣- اِذْ نَادٰى رَبَّهٗ نِدَآءً خَفِيًّا

৪। সে বলিয়াছিল, 'হে আমার রব! আমার অস্থি দুর্বল হইয়াছে, বার্ধক্যে আমার মস্তক শুভ্রোজ্জ্বল[৯৮৮] হইয়াছে; হে আমার প্রতিপালক! তোমাকে আহ্‌বান করিয়া আমি কখনও ব্যর্থকাম হই নাই।

٤- قَالَ رَبِّ اِنِّىْ وَهَنَ الْعَظْمُ مِنِّىْ وَاشْتَعَلَ الرَّاْسُ شَيْبًا وَّلَمْ اَكُنْۢ بِدُعَآئِكَ رَبِّ شَقِيًّا

৫। 'আমি আশংকা করি আমার পর আমার স্বগোত্রীয়দের সম্পর্কে; আমার স্ত্রী বন্ধ্যা। সুতরাং তুমি তোমার নিকট হইতে আমাকে দান কর উত্তরাধিকারী,

٥- وَاِنِّىْ خِفْتُ الْمَوَالِىَ مِنْ وَّرَآءِىْ وَكَانَتِ امْرَاَتِىْ عَاقِرًا فَهَبْ لِىْ مِنْ لَّدُنْكَ وَلِيًّا

৬। 'যে আমার উত্তরাধিকারিত্ব করিবে এবং উত্তরাধিকারিত্ব করিবে ইয়া'কূবের বংশের[৯৮৯] এবং হে আমার প্রতিপালক! তাহাকে করিও সন্তোষভাজন'[৯৯০]।

٦- يَّرِثُنِىْ وَيَرِثُ مِنْ اٰلِ يَعْقُوْبَ وَاجْعَلْهُ رَبِّ رَضِيًّا

৭। তিনি বলিলেন, 'হে যাকারিয়্যা! আমি তোমাকে এক পুত্রের সুসংবাদ দিতেছি, তাহার নাম হইবে ইয়াহ্‌ইয়া; এই নামে পূর্বে আমি কাহারও নামকরণ করি নাই।'

٧- يٰزَكَرِيَّآ اِنَّا نُبَشِّرُكَ بِغُلٰمِ ِۨاسْمُهٗ يَحْيٰى لَمْ نَجْعَلْ لَّهٗ مِنْ قَبْلُ سَمِيًّا

৯৮৮। এ স্থলে ব্যবহৃত শব্দ اشتعل -এর আভিধানিক অর্থ 'প্রজ্বলিত হইয়াছে', কিন্তু ইহা একটি আরবী বাগধারা, যাহার অর্থ 'শুভ্রোজ্জ্বল হওয়া।'-লিসানুল-'আরাব, কুরতুবী ইত্যাদি

৯৮৯। নবীদের ধন-সম্পদের উত্তরাধিকারী হয় না, তাঁহার ও ইয়া'কূব (আ)-এর বংশের উত্তরাধিকারিত্ব বলায় ইহাই প্রতীয়মান হয় যে, যাকারিয়্যা (আ) নুবূওয়াত ও দীনী শিক্ষার উত্তরাধিকারিত্বের ব্যাপারে উদ্বিগ্ন ছিলেন।

৯৯০। এখানে رضيا শব্দটি مرضيا অর্থাৎ 'সন্তোষজনক' অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে।-কুরতুবী

৮। সে বলিল, 'হে আমার প্রতিপালক! কেমন করিয়া আমার পুত্র হইবে যখন আমার স্ত্রী বন্ধ্যা ও আমি বার্ধক্যের শেষ সীমায় উপনীত!'

٨-قَالَ رَبِّ اَنّٰى يَكُوْنُ لِىْ غُلٰمٌ وَّ كَانَتِ امْرَاَتِىْ عَاقِرًا وَّقَدْ بَلَغْتُ مِنَ الْكِبَرِ عِتِيًّا○

৯। তিনি বলিলেন, 'এইরূপই হইবে।' তোমার প্রতিপালক বলিলেন, 'ইহা আমার জন্য সহজসাধ্য; আমি তো পূর্বে তোমাকে সৃষ্টি করিয়াছি যখন তুমি কিছুই ছিলে না।'

٩-قَالَ كَذٰلِكَ ۚ قَالَ رَبُّكَ هُوَ عَلَىَّ هَيِّنٌ وَّقَدْ خَلَقْتُكَ مِنْ قَبْلُ وَلَمْ تَكُ شَيْـًٔا○

১০। যাকারিয়্যা বলিল, 'হে আমার প্রতিপালক! আমাকে একটি নিদর্শন দাও।' তিনি বলিলেন, 'তোমার নিদর্শন এই যে, তুমি সুস্থ থাকা সত্ত্বেও কাহারও সহিত তিন দিন[৯৯১] বাক্যালাপ করিবে না।'

١٠-قَالَ رَبِّ اجْعَلْ لِّىْٓ اٰيَةً ۭ قَالَ اٰيَتُكَ اَلَّا تُكَلِّمَ النَّاسَ ثَلٰثَ لَيَالٍ سَوِيًّا○

১১। অতঃপর সে কক্ষ হইতে বাহির হইয়া তাহার সম্প্রদায়ের নিকট আসিল এবং ইঙ্গিতে[৯৯২] তাহাদিগকে সকাল-সন্ধ্যায় আল্লাহ্‌র পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা করিতে বলিল।

١١-فَخَرَجَ عَلٰى قَوْمِهٖ مِنَ الْمِحْرَابِ فَاَوْحٰٓى اِلَيْهِمْ اَنْ سَبِّحُوْا بُكْرَةً وَّعَشِيًّا○

১২। 'হে ইয়াহ্‌ইয়া! এই কিতাব[৯৯৩] দৃঢ়তার সহিত গ্রহণ কর।' আমি তাহাকে শৈশবেই দান করিয়াছিলাম জ্ঞান,

١٢-يٰيَحْيٰى خُذِ الْكِتٰبَ بِقُوَّةٍ ۭ وَاٰتَيْنٰهُ الْحُكْمَ صَبِيًّا○

১৩। এবং আমার নিকট হইতে হৃদয়ের কোমলতা ও পবিত্রতা; সে ছিল মুত্তাকী,

١٣-وَّحَنَانًا مِّنْ لَّدُنَّا وَزَكٰوةً ۭ وَكَانَ تَقِيًّا○

১৪। পিতা-মাতার অনুগত এবং সে ছিল না উদ্ধত ও অবাধ্য।

١٤-وَّبَرًّۢا بِوَالِدَيْهِ وَلَمْ يَكُنْ جَبَّارًا عَصِيًّا○

৯৯১। দিবারাত্র ২৪ ঘন্টায় একদিনের জন্য 'আরবীতে ليل শব্দটি ব্যবহৃত হয় 'আরববাসিগণ ليل দ্বারা দিন গণনা করেন। -কাশ্‌শাফ, জালালায়ন

৯৯২। এ স্থলে اوحى শব্দের অর্থ اشار অর্থাৎ ইঙ্গিত করা। -কাশ্‌শাফ, জালালায়ন ইত্যাদি

৯৯৩। অর্থাৎ তাওরাত।

১৫। তাহার প্রতি শান্তি যেদিন সে জন্ম লাভ করে,[৯৯৪] যেদিন তাহার মৃত্যু হইবে এবং যেদিন সে জীবিত অবস্থায় উত্থিত হইবে।

١٥-وَسَلٰمٌ عَلَيْهِ يَوْمَ وُلِدَ وَيَوْمَ يَمُوْتُ وَيَوْمَ يُبْعَثُ حَيًّا ۝

[২]

১৬। বর্ণনা কর এই কিতাবে উল্লিখিত মার্‌ইয়ামের কথা, যখন সে তাহার পরিবারবর্গ হইতে পৃথক হইয়া নিরালায় পূর্ব দিকে এক স্থানে আশ্রয় লইল,

١٦-وَاذْكُرْ فِى الْكِتٰبِ مَرْيَمَ ۘ اِذِ انْتَبَذَتْ مِنْ اَهْلِهَا مَكَانًا شَرْقِيًّا ۝

১৭। অতঃপর উহাদিগ হইতে সে পর্দা করিল। অতঃপর আমি তাহার নিকট আমার রূহকে[৯৯৫] পাঠাইলাম, সে তাহার নিকট পূর্ণ মানবাকৃতিতে আত্মপ্রকাশ করিল।

١٧-فَاتَّخَذَتْ مِنْ دُوْنِهِمْ حِجَابًا ۖ فَاَرْسَلْنَآ اِلَيْهَا رُوْحَنَا فَتَمَثَّلَ لَهَا بَشَرًا سَوِيًّا ۝

১৮। মার্‌ইয়াম বলিল, আল্লাহ্‌কে ভয় কর যদি তুমি 'মুত্তাকী হও', আমি তোমা হইতে দয়াময়ের শরণ লইতেছি।

١٨-قَالَتْ اِنِّىْٓ اَعُوْذُ بِالرَّحْمٰنِ مِنْكَ اِنْ كُنْتَ تَقِيًّا ۝

১৯। সে বলিল, 'আমি তো তোমার প্রতিপালক-প্রেরিত, তোমাকে এক পবিত্র পুত্র দান করিবার জন্য[৯৯৬]।'

١٩-قَالَ اِنَّمَآ اَنَا رَسُوْلُ رَبِّكِ ۖ لِاَهَبَ لَكِ غُلٰمًا زَكِيًّا ۝

২০। মার্‌ইয়াম বলিল, 'কেমন করিয়া আমার পুত্র হইবে যখন আমাকে কোন পুরুষ স্পর্শ করে নাই এবং আমি ব্যভিচারিণীও নহি?'

٢٠-قَالَتْ اَنّٰى يَكُوْنُ لِىْ غُلٰمٌ وَّلَمْ يَمْسَسْنِىْ بَشَرٌ وَّلَمْ اَكُ بَغِيًّا ۝

২১। সে বলিল, 'এইরূপই হইবে।' তোমার প্রতিপালক বলিয়াছেন, 'ইহা আমার জন্য সহজসাধ্য এবং আমি উহাকে এইজন্য সৃষ্টি করিব যেন সে হয় মানুষের জন্য এক নিদর্শন ও আমার নিকট হইতে

٢١-قَالَ كَذٰلِكِ ۚ قَالَ رَبُّكِ هُوَ عَلَىَّ هَيِّنٌ ۚ وَلِنَجْعَلَهٗٓ اٰيَةً لِّلنَّاسِ وَرَحْمَةً مِّنَّا ۚ

৯৯৪। এ স্থলে 'শান্তি' শব্দটি পুনরায় উল্লেখ না করিলে অর্থ স্পষ্ট হয় না।

৯৯৫। কুরআনে উল্লেখিত روح শব্দটি বিভিন্ন স্থানে বিভিন্ন অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে। এ স্থলে روح দ্বারা ফিরিশ্‌তাদের মধ্যে যে সর্বাপেক্ষা শক্তিশালী ও মর্যাদাসম্পন্ন তাঁহাকে অর্থাৎ জিবরাঈলকে বুঝাইতেছে।

৯৯৬। আল্লাহ্‌র নির্দেশে আল্লাহ্‌র পথ হইতে। দ্র. ২১ ঃ ৯১, ৬৬ ঃ ১২।

وَكَانَ اَمْرًا مَّقْضِيًّا ○

এক অনুগ্রহ; ইহা তো এক স্থিরীকৃত ব্যাপার।'

٢٢- فَحَمَلَتْهُ فَانْتَبَذَتْ بِهٖ مَكَانًا قَصِيًّا ○

২২। তৎপর সে গর্ভে উহাকে ধারণ করিল; অতঃপর তৎসহ এক দূরবর্তী স্থানে চলিয়া গেল;

٢٣- فَاَجَآءَهَا الْمَخَاضُ اِلٰى جِذْعِ النَّخْلَةِ ۚ قَالَتْ يٰلَيْتَنِىْ مِتُّ قَبْلَ هٰذَا وَكُنْتُ نَسْيًا مَّنْسِيًّا ○

২৩। প্রসব-বেদনা তাহাকে এক খর্জুর-বৃক্ষ তলে আশ্রয় লইতে বাধ্য করিল। সে বলিল, 'হায়, ইহার পূর্বে আমি যদি মরিয়া যাইতাম ও লোকের স্মৃতি হইতে সম্পূর্ণ বিলুপ্ত হইতাম!'

٢٤- فَنَادٰىهَا مِنْ تَحْتِهَآ اَلَّا تَحْزَنِىْ قَدْ جَعَلَ رَبُّكِ تَحْتَكِ سَرِيًّا ○

২৪। ফিরিশ্‌তা তাহার নিম্ন পার্শ্ব হইতে আহ্বান করিয়া[৯৯৭] তাহাকে বলিল, 'তুমি দুঃখ করিও না, তোমার পাদদেশে তোমার প্রতিপালক এক নহর সৃষ্টি করিয়াছেন;

٢٥- وَهُزِّىْٓ اِلَيْكِ بِجِذْعِ النَّخْلَةِ تُسٰقِطْ عَلَيْكِ رُطَبًا جَنِيًّا ○

২৫। 'তুমি তোমার দিকে খর্জুর-বৃক্ষের কাণ্ডে নাড়া দাও, উহা তোমাকে সুপক্ক তাজা খর্জুর দান করিবে।

٢٦- فَكُلِىْ وَاشْرَبِىْ وَقَرِّىْ عَيْنًا ۚ فَاِمَّا تَرَيِنَّ مِنَ الْبَشَرِ اَحَدًا ۙ فَقُوْلِىْٓ اِنِّىْ نَذَرْتُ لِلرَّحْمٰنِ صَوْمًا فَلَنْ اُكَلِّمَ الْيَوْمَ اِنْسِيًّا ○

২৬। সুতরাং আহার কর, পান কর ও চক্ষু জুড়াও। মানুষের মধ্যে কাহাকেও যদি তুমি দেখ তখন বলিও, 'আমি দয়াময়ের উদ্দেশ্যে মৌনতা অবলম্বনের[৯৯৮] মানত করিয়াছি। সুতরাং আজ আমি কিছুতেই কোন মানুষের সহিত বাক্যালাপ করিব না।'

٢٧- فَاَتَتْ بِهٖ قَوْمَهَا تَحْمِلُهٗ ۭ قَالُوْا يٰمَرْيَمُ لَقَدْ جِئْتِ شَيْـًٔا فَرِيًّا ○

২৭। অতঃপর সে সন্তানকে লইয়া তাহার সম্প্রদায়ের নিকট উপস্থিত হইল; উহারা বলিল, 'হে মার্‌ইয়াম! তুমি তো এক অদ্ভুত কাণ্ড করিয়া বসিয়াছ।

৯৯৭। এ স্থলে نادى 'আহ্বান করা' ক্রিয়ার কর্তা ফিরিশ্‌তা।-জালালায়ন, কাশ্‌শাফ ইত্যাদি
৯৯৮। এ স্থলে صوم শব্দটির মূল অর্থ 'মৌনতা অবলম্বন' এখানে প্রযোজ্য।

২৮। 'হে হারূন-ভগ্নি[৯৯৯]! তোমার পিতা অসৎ ব্যক্তি ছিল না এবং তোমার মাতাও ছিল না ব্যভিচারিণী।'

٢٨- يَٰٓأُخْتَ هَٰرُونَ مَا كَانَ أَبُوكِ امْرَأَ سَوْءٍ وَّمَا كَانَتْ أُمُّكِ بَغِيًّا ۝

২৯। অতঃপর মার্‌ইয়াম সন্তানের প্রতি ইঙ্গিত করিল। উহারা বলিল, 'যে কোলের শিশু[১০০০] তাহার সহিত আমরা কেমন করিয়া কথা বলিব?'

٢٩- فَأَشَارَتْ إِلَيْهِ ۖ قَالُوا كَيْفَ نُكَلِّمُ مَن كَانَ فِي الْمَهْدِ صَبِيًّا ۝

৩০। সে বলিল, 'আমি তো আল্লাহ্‌র বান্দা। তিনি আমাকে কিতাব[১০০১] দিয়াছেন, আমাকে নবী করিয়াছেন,

٣٠- قَالَ إِنِّي عَبْدُ اللَّهِ آتَانِيَ الْكِتَٰبَ وَجَعَلَنِي نَبِيًّا ۝

৩১। 'যেখানেই আমি থাকি না কেন তিনি আমাকে বরকতময় করিয়াছেন, তিনি আমাকে নির্দেশ দিয়াছেন যত দিন জীবিত থাকি তত দিন সালাত ও যাকাত আদায় করিতে—

٣١- وَّجَعَلَنِي مُبَارَكًا أَيْنَ مَا كُنتُ وَأَوْصَانِي بِالصَّلَوٰةِ وَالزَّكَوٰةِ مَا دُمْتُ حَيًّا ۝

৩২। 'আর আমাকে আমার মাতার প্রতি অনুগত করিয়াছেন এবং তিনি আমাকে করেন নাই উদ্ধত ও হতভাগ্য;

٣٢- وَّبَرًّا بِوَالِدَتِي وَلَمْ يَجْعَلْنِي جَبَّارًا شَقِيًّا ۝

৩৩। 'আমার প্রতি শান্তি যেদিন আমি জন্মলাভ করিয়াছি, যেদিন আমার মৃত্যু হইবে এবং যেদিন জীবিত অবস্থায় আমি উত্থিত হইব।'

٣٣- وَالسَّلَٰمُ عَلَيَّ يَوْمَ وُلِدتُّ وَيَوْمَ أَمُوتُ وَيَوْمَ أُبْعَثُ حَيًّا ۝

৩৪। এই-ই মার্‌ইয়াম-তনয় 'ঈসা। আমি বলিলাম[১০০২] সত্য কথা, যে বিষয়ে উহারা বিতর্ক করে।

٣٤- ذَٰلِكَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ ۚ قَوْلَ الْحَقِّ الَّذِي فِيهِ يَمْتَرُونَ ۝

৩৫। সন্তান গ্রহণ করা আল্লাহ্‌র কাজ নহে, তিনি পবিত্র মহিমময়। তিনি যখন কিছু স্থির করেন তখন বলেন, 'হও' এবং উহা হইয়া যায়।

٣٥- مَا كَانَ لِلَّهِ أَن يَتَّخِذَ مِن وَلَدٍ ۖ سُبْحَٰنَهُ ۚ إِذَا قَضَىٰٓ أَمْرًا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُن فَيَكُونُ ۝

৯৯৯। তিনি মূসা (আ)-এর ভাই হারূন (আ)-এর বংশোদ্ভূত বলিয়া তাঁহাকে হারূন-ভগ্নি বলা হইয়াছে অথবা তাঁহার ভাইয়ের নাম ও হারূন ছিল।

১০০০। مَهْد শব্দটির অর্থ 'দোলনা'; কিন্তু এই স্থলে দোলনার শিশু না বলিয়া 'কোলের শিশু' বলিলে প্রকৃত অর্থ প্রকাশ পায়। -ইমাম রাযী

১০০১। তখনও 'কিতাব' দেওয়া হয় নাই, তবে কিতাব দেওয়া হইবে ইহা তাঁহাকে জানান হইয়াছিল।

১০০২। 'আমি বলিলাম' কথাটি আরবীতে উহ্য আছে।-জালালায়ন, কুরতুবী ইত্যাদি

Contents

৩৬। আল্লাহ্‌ই আমার প্রতিপালক ও তোমাদের প্রতিপালক; সুতরাং তোমরা তাঁহার 'ইবাদত কর, ইহাই সরল পথ।

٣٦-وَإِنَّ اللّٰهَ رَبِّيْ وَرَبُّكُمْ فَاعْبُدُوْهُ ۚ هٰذَا صِرَاطٌ مُّسْتَقِيْمٌ ○

৩৭। অতঃপর দলগুলি নিজেদের মধ্যে মতানৈক্য সৃষ্টি করিল[১০০৩], সুতরাং দুর্ভোগ কাফিরদের জন্য মহাদিবস আগমন কালে।

٣٧-فَاخْتَلَفَ الْاَحْزَابُ مِنْۢ بَيْنِهِمْ ۚ فَوَيْلٌ لِّلَّذِيْنَ كَفَرُوْا مِنْ مَّشْهَدِ يَوْمٍ عَظِيْمٍ ○

৩৮। উহারা যেদিন আমার নিকট আসিবে সেই দিন উহারা কত স্পষ্ট শুনিবে ও দেখিবে! কিন্তু যালিমরা আজ স্পষ্ট বিভ্রান্তিতে আছে।

٣٨-اَسْمِعْ بِهِمْ وَاَبْصِرْ ۙ يَوْمَ يَاْتُوْنَنَا لٰكِنِ الظّٰلِمُوْنَ الْيَوْمَ فِيْ ضَلٰلٍ مُّبِيْنٍ ○

৩৯। উহাদিগকে সতর্ক করিয়া দাও পরিতাপের দিবস সম্বন্ধে, যখন সকল সিদ্ধান্ত হইয়া যাইবে। এখন উহারা গাফিল এবং উহারা বিশ্বাস করে না।

٣٩-وَاَنْذِرْهُمْ يَوْمَ الْحَسْرَةِ اِذْ قُضِيَ الْاَمْرُ ۘ وَهُمْ فِيْ غَفْلَةٍ وَّهُمْ لَا يُؤْمِنُوْنَ ○

৪০। নিশ্চয় পৃথিবীর ও উহার উপর যাহারা আছে তাহাদের চূড়ান্ত মালিকানা আমারই রহিবে এবং উহারা আমারই নিকট প্রত্যানীত হইবে।

٤٠-اِنَّا نَحْنُ نَرِثُ الْاَرْضَ وَمَنْ عَلَيْهَا وَاِلَيْنَا يُرْجَعُوْنَ ○

[৩]

৪১। স্মরণ কর, এই কিতাবে উল্লিখিত ইব্‌রাহীমের কথা; সে ছিল সত্যনিষ্ঠ, নবী।

٤١-وَاذْكُرْ فِي الْكِتٰبِ اِبْرٰهِيْمَ ۬ اِنَّهٗ كَانَ صِدِّيْقًا نَّبِيًّا ○

৪২। যখন সে তাহার পিতাকে বলিল, 'হে আমার পিতা! তুমি তাহার 'ইবাদত কর কেন যে শুনে না, দেখে না এবং তোমার কোনই কাজে আসে না?'

٤٢-اِذْ قَالَ لِاَبِيْهِ يٰۤاَبَتِ لِمَ تَعْبُدُ مَا لَا يَسْمَعُ وَلَا يُبْصِرُ وَلَا يُغْنِيْ عَنْكَ شَيْـًٔا ○

৪৩। 'হে আমার পিতা! আমার নিকট তো আসিয়াছে জ্ঞান যাহা তোমার নিকট আসে নাই; সুতরাং আমার অনুসরণ কর, আমি তোমাকে সঠিক পথ দেখাইব।

٤٣-يٰۤاَبَتِ اِنِّيْ قَدْ جَآءَنِيْ مِنَ الْعِلْمِ مَا لَمْ يَاْتِكَ فَاتَّبِعْنِيْۤ اَهْدِكَ صِرَاطًا سَوِيًّا ○

১০০৩। হযরত 'ঈসা (আ) সম্পর্কে বিভিন্ন মতবাদ সৃষ্টি করিয়া খৃষ্টানগণ নিজেরাই বিভিন্ন দলে বিভক্ত হইয়া পড়ে।

৪৪। 'হে আমার পিতা! শয়তানের 'ইবাদত করিও না। শয়তান তো দয়াময়ের অবাধ্য।

٤٤- يَٰٓأَبَتِ لَا تَعْبُدِ الشَّيْطٰنَ ۖ اِنَّ الشَّيْطٰنَ كَانَ لِلرَّحْمٰنِ عَصِيًّا ○

৪৫। 'হে আমার পিতা! আমি তো আশংকা করি যে, তোমাকে দয়াময়ের শাস্তি স্পর্শ করিবে, তখন তুমি হইয়া পড়িবে শয়তানের বন্ধু।'

٤٥- يَٰٓأَبَتِ اِنِّیْٓ اَخَافُ اَنْ يَّمَسَّكَ عَذَابٌ مِّنَ الرَّحْمٰنِ فَتَكُوْنَ لِلشَّيْطٰنِ وَلِيًّا ○

৪৬। পিতা[১০০৪] বলিল, 'হে ইব্‌রাহীম! তুমি কি আমার দেব-দেবী হইতে বিমুখ? যদি তুমি নিবৃত্ত না হও তবে আমি প্রস্তরাঘাতে তোমার প্রাণ নাশ করিবই; তুমি চিরদিনের জন্য আমার নিকট হইতে দূর হইয়া যাও।'

٤٦- قَالَ اَرَاغِبٌ اَنْتَ عَنْ اٰلِهَتِیْ يٰٓاِبْرٰهِيْمُ ۚ لَئِنْ لَّمْ تَنْتَهِ لَاَرْجُمَنَّكَ وَاهْجُرْنِیْ مَلِيًّا ○

৪৭। ইব্‌রাহীম বলিল, 'তোমার প্রতি সালাম[১০০৫]। আমি আমার প্রতিপালকের নিকট তোমার জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করিব, নিশ্চয় তিনি আমার প্রতি অতিশয় অনুগ্রহশীল।

٤٧- قَالَ سَلٰمٌ عَلَيْكَ ۚ سَاَسْتَغْفِرُ لَكَ رَبِّیْ ؕ اِنَّهٗ كَانَ بِیْ حَفِيًّا ○

৪৮। 'আমি তোমাদিগ হইতে ও তোমরা আল্লাহ্ ব্যতীত যাহাদের 'ইবাদত কর তাহাদিগ হইতে পৃথক হইতেছি; আমি আমার প্রতিপালককে আহ্‌বান করি; আশা করি, আমার প্রতিপালককে আহ্‌বান করিয়া আমি ব্যর্থকাম হইব না।'

٤٨- وَاَعْتَزِلُكُمْ وَمَا تَدْعُوْنَ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ وَاَدْعُوْا رَبِّیْ ۖ عَسٰٓی اَلَّآ اَكُوْنَ بِدُعَآءِ رَبِّیْ شَقِيًّا ○

৪৯। অতঃপর সে যখন তাহাদিগ হইতে ও তাহারা আল্লাহ্ ব্যতীত যাহাদের 'ইবাদত করিত সেই সকল হইতে পৃথক হইয়া গেল তখন আমি তাহাকে দান করিলাম ইসহাক ও ইয়া'কূব এবং প্রত্যেককে নবী করিলাম।

٤٩- فَلَمَّا اعْتَزَلَهُمْ وَمَا يَعْبُدُوْنَ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ ۙ وَهَبْنَا لَهٗٓ اِسْحٰقَ وَيَعْقُوْبَ ؕ وَكُلًّا جَعَلْنَا نَبِيًّا ○

১০০৪। এ স্থলে قال ক্রিয়ার কর্তা হযরত ইব্‌রাহীম (আঃ)-এর পিতা।

১০০৫। এখানে سلام -এর অর্থ অভিবাদন নহে, 'বিদায় গ্রহণ'। -কাশ্‌শাফ, জালালায়ন, কুরতুবী ইত্যাদি

৫০। এবং তাহাদিগকে আমি দান করিলাম আমার অনুগ্রহ ও তাহাদের নাম-যশ সমুচ্চ করিলাম[১০০৬]।

٥٠- وَوَهَبْنَا لَهُمْ مِّنْ رَّحْمَتِنَا وَجَعَلْنَا لَهُمْ لِسَانَ صِدْقٍ عَلِيًّا ۝ ع

[৪]

৫১। স্মরণ কর এই কিতাবে মূসার কথা, সে ছিল বিশেষ মনোনীত এবং সে ছিল রাসূল, নবী।

٥١- وَاذْكُرْ فِي الْكِتٰبِ مُوْسٰٓى ز اِنَّهٗ كَانَ مُخْلَصًا وَّكَانَ رَسُوْلًا نَّبِيًّا ۝

৫২। তাহাকে আমি আহ্‌বান করিয়াছিলাম তূর পর্বতের দক্ষিণ দিক হইতে এবং আমি অন্তরংগ আলাপে তাহাকে নৈকট্য দান করিয়াছিলাম।

٥٢- وَنَادَيْنٰهُ مِنْ جَانِبِ الطُّوْرِ الْاَيْمَنِ وَقَرَّبْنٰهُ نَجِيًّا ۝

৫৩। আমি নিজ অনুগ্রহে তাহাকে দিলাম তাহার ভ্রাতা হারূনকে নবীরূপে।

٥٣- وَوَهَبْنَا لَهٗ مِنْ رَّحْمَتِنَآ اَخَاهُ هٰرُوْنَ نَبِيًّا ۝

৫৪। স্মরণ কর এই কিতাবে ইসমাঈলের কথা, সে ছিল তো প্রতিশ্রুতি পালনে সত্যাশ্রয়ী এবং সে ছিল রাসূল, নবী;

٥٤- وَاذْكُرْ فِي الْكِتٰبِ اِسْمٰعِيْلَ ز اِنَّهٗ كَانَ صَادِقَ الْوَعْدِ وَكَانَ رَسُوْلًا نَّبِيًّا ۝

৫৫। সে তাহার পরিজনবর্গকে সালাত ও যাকাতের নির্দেশ দিত এবং সে ছিল তাহার প্রতিপালকের সন্তোষভাজন।

٥٥- وَكَانَ يَاْمُرُ اَهْلَهٗ بِالصَّلٰوةِ وَالزَّكٰوةِ ص وَكَانَ عِنْدَ رَبِّهٖ مَرْضِيًّا ۝

৫৬। স্মরণ কর এই কিতাবে ইদ্‌রীসের কথা, সে ছিল সত্যনিষ্ঠ, নবী;

٥٦- وَاذْكُرْ فِي الْكِتٰبِ اِدْرِيْسَ ز اِنَّهٗ كَانَ صِدِّيْقًا نَّبِيًّا ۝

৫৭। এবং আমি তাহাকে উন্নীত করিয়াছিলাম উচ্চ মর্যাদায়।

٥٧- وَّرَفَعْنٰهُ مَكَانًا عَلِيًّا ۝

৫৮। ইহারাই তাহারা, নবীদের মধ্যে যাহাদিগকে আল্লাহ্‌ অনুগ্রহ করিয়াছেন, আদমের বংশ হইতে ও যাহাদিগকে আমি নূহের সহিত নৌকায়[১০০৭]

٥٨- اُولٰٓئِكَ الَّذِيْنَ اَنْعَمَ اللّٰهُ عَلَيْهِمْ مِّنَ النَّبِيّٖنَ مِنْ ذُرِّيَّةِ اٰدَمَ ق وَمِمَّنْ حَمَلْنَا مَعَ نُوْحٍ ز

১০০৬। لسان صدق -একটি আরবী বাগধারা; অর্থ যশ, সুখ্যাতি ইত্যাদি।-লিসানুল 'আরাব

১০০৭। ১৭ ঃ ৩ আয়াতের টীকা দ্র.।

Contents

وَّمِنْ ذُرِّيَّةِ اِبْرٰهِيْمَ وَاِسْرَآءِيْلَ ؗ وَمِمَّنْ هَدَيْنَا وَاجْتَبَيْنَا ؕ اِذَا تُتْلٰى عَلَيْهِمْ اٰيٰتُ الرَّحْمٰنِ خَرُّوْا سُجَّدًا وَّبُكِيًّا ۩

আরোহণ করাইয়াছিলাম এবং ইব্‌রাহীম ও ইসমাঈলের বংশোদ্ভূত ও যাহাদিগকে আমি পথনির্দেশ করিয়াছিলাম ও মনোনীত করিয়াছিলাম; তাহাদের নিকট দয়াময়ের আয়াত আবৃত্তি করা হইলে তাহারা সিজ্‌দায় লুটাইয়া পড়িত ক্রন্দন করিতে করিতে। সিজদা

٥٩- فَخَلَفَ مِنْۢ بَعْدِهِمْ خَلْفٌ اَضَاعُوا الصَّلٰوةَ وَاتَّبَعُوا الشَّهَوٰتِ فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيًّا ۙ

৫৯। উহাদের পরে আসিল অপদার্থ পরবর্তিগণ, তাহারা সালাত নষ্ট করিল ও লালসা-পরবশ হইল। সুতরাং উহারা অচিরেই কুকর্মের শাস্তি[১০০৮] প্রত্যক্ষ করিবে,

٦٠- اِلَّا مَنْ تَابَ وَاٰمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَاُولٰٓئِكَ يَدْخُلُوْنَ الْجَنَّةَ وَلَا يُظْلَمُوْنَ شَيْـًٔا ۙ

৬০। কিন্তু উহারা নহে—যাহারা তাওবা করিয়াছে, ঈমান আনিয়াছে ও সৎকর্ম করিয়াছে। উহারা তো জান্নাতে প্রবেশ করিবে। উহাদের প্রতি কোন যুলুম করা হইবে না।

٦١- جَنّٰتِ عَدْنِ ِۨ الَّتِىْ وَعَدَ الرَّحْمٰنُ عِبَادَهٗ بِالْغَيْبِ ؕ اِنَّهٗ كَانَ وَعْدُهٗ مَاْتِيًّا

৬১। ইহা স্থায়ী জান্নাত, যে অদৃশ্য বিষয়ের প্রতিশ্রুতি দয়াময় তাঁহার বান্দাদিগকে দিয়াছেন। তাঁহার প্রতিশ্রুত বিষয় অবশ্যম্ভাবী।

٦٢- لَا يَسْمَعُوْنَ فِيْهَا لَغْوًا اِلَّا سَلٰمًا ؕ وَلَهُمْ رِزْقُهُمْ فِيْهَا بُكْرَةً وَّعَشِيًّا

৬২। সেথায় তাহারা 'শান্তি' ব্যতীত কোন অসার বাক্য শুনিবে না এবং সেথায় সকাল-সন্ধ্যা তাহাদের জন্য থাকিবে জীবনোপকরণ।

٦٣- تِلْكَ الْجَنَّةُ الَّتِىْ نُوْرِثُ مِنْ عِبَادِنَا مَنْ كَانَ تَقِيًّا

৬৩। এই সেই জান্নাত, যাহার অধিকারী করিব আমার বান্দাদের মধ্যে মুত্তাকীদিগকে।

১০০৮। غى -এর অর্থ কুকর্ম; এ স্থলে ইহার অর্থ কুকর্মের শাস্তি।-নাসাফী, সাফ্‌ওয়াতুল-বায়ান। আরবদের দৃষ্টিতে যাহা কিছু মন্দ তাহাই غى একমতে غى জাহান্নামের একটি উপত্যকার নাম। -কাশ্‌শাফ, নাসাফী

٦٤- وَمَا نَتَنَزَّلُ اِلَّا بِاَمْرِ رَبِّكَ ۚ
لَهٗ مَا بَيْنَ اَيْدِيْنَا
وَمَا خَلْفَنَا وَمَا بَيْنَ ذٰلِكَ ۚ
وَمَا كَانَ رَبُّكَ نَسِيًّا ۝

৬৪। 'আমরা আপনার প্রতিপালকের আদেশ ব্যতীত অবতরণ করিব না; যাহা আমাদের সম্মুখে ও পশ্চাতে আছে ও যাহা এই দুই-এর অন্তর্বর্তী তাহা তাঁহারই এবং আপনার প্রতিপালক ভুলিবার নহেন[১০০৯]।'

٦٥- رَبُّ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ
وَمَا بَيْنَهُمَا فَاعْبُدْهُ
وَاصْطَبِرْ لِعِبَادَتِهٖ ؕ
هَلْ تَعْلَمُ لَهٗ سَمِيًّا ۝

৬৫। তিনি আকাশমণ্ডলী, পৃথিবী ও তাহাদের অন্তর্বর্তী যাহা কিছু, তাহার প্রতিপালক। সুতরাং তাঁহারই 'ইবাদত কর এবং তাঁহার 'ইবাদতে ধৈর্যশীল থাক। তুমি কি তাঁহার সমগুণ সম্পন্ন কাহাকেও জান?

[৫]

٦٦- وَيَقُوْلُ الْاِنْسَانُ
ءَاِذَا مَا مِتُّ لَسَوْفَ اُخْرَجُ حَيًّا ۝

৬৬। মানুষ বলে, 'আমার মৃত্যু হইলে আমি কি জীবিত অবস্থায় উত্থিত হইব?'

٦٧- اَوَلَا يَذْكُرُ الْاِنْسَانُ
اَنَّا خَلَقْنٰهُ مِنْ قَبْلُ وَلَمْ يَكُ شَيْـًٔا ۝

৬৭। মানুষ কি স্মরণ করে না যে, আমি তাহাকে পূর্বে সৃষ্টি করিয়াছি যখন সে কিছুই ছিল না?

٦٨- فَوَرَبِّكَ لَنَحْشُرَنَّهُمْ
وَالشَّيٰطِيْنَ ثُمَّ لَنُحْضِرَنَّهُمْ
حَوْلَ جَهَنَّمَ جِثِيًّا ۝

৬৮। সুতরাং শপথ তোমার প্রতিপালকের! আমি তো উহাদিগকে এবং শয়তানদিগকেসহ একত্র সমবেত করিবই ও পরে আমি উহাদিগকে নতজানু অবস্থায় জাহান্নামের চতুর্দিকে উপস্থিত করিবই।

٦٩- ثُمَّ لَنَنْزِعَنَّ مِنْ كُلِّ شِيْعَةٍ
اَيُّهُمْ اَشَدُّ عَلَى الرَّحْمٰنِ عِتِيًّا ۝

৬৯। অতঃপর প্রত্যেক দলের মধ্যে যে দয়াময়ের প্রতি সর্বাধিক অবাধ্য আমি তাহাকে টানিয়া বাহির করিবই।

٧٠- ثُمَّ لَنَحْنُ اَعْلَمُ بِالَّذِيْنَ
هُمْ اَوْلٰى بِهَا صِلِيًّا ۝

৭০। এবং আমি তো উহাদের মধ্যে যাহারা জাহান্নামে[১০১০] প্রবেশের অধিকতর যোগ্য তাহাদের বিষয় ভাল জানি।

১০০৯। ইহা জিব্‌রাঈল (আ)-এর কথা। কিছু কালের জন্য ওহী বন্ধ ছিল। ইহাতে রাসূল (সাঃ) অত্যন্ত উদ্বিগ্ন হইয়া পড়েন। পরে জিবরাঈল উপস্থিত হইলে রাসূল (সাঃ) তাঁহাকে বিলম্বের কারণ জিজ্ঞাসা করেন। তদুত্তরে জিবরাঈল যাহা বলেন, এ স্থলে তাহাই আল্লাহ্ বিবৃত করিতেছেন। বিনয় প্রকাশের জন্য জিবরাঈল (আ) 'আমরা' ব্যবহার করিয়াছেন।-কাশ্‌শাফ, নাসাফী ইত্যাদি

১০১০। এ স্থলে ـهـا সর্বনাম দ্বারা জাহান্নাম বুঝাইতেছে।

৭১। এবং তোমাদের প্রত্যেকেই উহা[১০১১] অতিক্রম করিবে; ইহা তোমার প্রতিপালকের অনিবার্য সিদ্ধান্ত।

٧١- وَاِنْ مِّنْكُمْ اِلَّا وَارِدُهَا ۚ كَانَ عَلٰى رَبِّكَ حَتْمًا مَّقْضِيًّا ۝

৭২। পরে আমি মুত্তাকীদিগকে উদ্ধার করিব এবং যালিমদিগকে সেথায় নতজানু অবস্থায় রাখিয়া দিব।

٧٢- ثُمَّ نُنَجِّى الَّذِيْنَ اتَّقَوْا وَّنَذَرُ الظّٰلِمِيْنَ فِيْهَا جِثِيًّا ۝

৭৩। উহাদের নিকট আমার স্পষ্ট আয়াত আবৃত্ত হইলে কাফিররা মু'মিনদিগকে বলে, 'দুই দলের মধ্যে কোন্‌টি মর্যাদায় শ্রেষ্ঠতর ও মজলিস হিসাবে উত্তম?'

٧٣- وَاِذَا تُتْلٰى عَلَيْهِمْ اٰيٰتُنَا بَيِّنٰتٍ قَالَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا لِلَّذِيْنَ اٰمَنُوْٓا ۙ اَىُّ الْفَرِيْقَيْنِ خَيْرٌ مَّقَامًا وَّاَحْسَنُ نَدِيًّا ۝

৭৪। উহাদের পূর্বে আমি কত মানবগোষ্ঠীকে বিনাশ করিয়াছি—যাহারা উহাদের অপেক্ষা সম্পদ ও বাহ্যদৃষ্টিতে শ্রেষ্ঠ ছিল।

٧٤- وَكَمْ اَهْلَكْنَا قَبْلَهُمْ مِّنْ قَرْنٍ هُمْ اَحْسَنُ اَثَاثًا وَّرِءْيًا ۝

৭৫। বল, 'যাহারা বিভ্রান্তিতে আছে, দয়াময় তাহাদিগকে প্রচুর ঢিল দিবেন যতক্ষণ না তাহারা, যে বিষয়ে তাহাদিগকে সতর্ক করা হইতেছে তাহা প্রত্যক্ষ করিবে, উহা শাস্তি হউক অথবা কিয়ামতই কউক। অতঃপর তাহারা জানিতে পারিবে কে মর্যাদায় নিকৃষ্ট ও কে দলবলে দুর্বল।

٧٥- قُلْ مَنْ كَانَ فِى الضَّلٰلَةِ فَلْيَمْدُدْ لَهُ الرَّحْمٰنُ مَدًّا ۚ حَتّٰٓى اِذَا رَاَوْا مَا يُوْعَدُوْنَ اِمَّا الْعَذَابَ وَاِمَّا السَّاعَةَ ؕ فَسَيَعْلَمُوْنَ مَنْ هُوَ شَرٌّ مَّكَانًا وَّاَضْعَفُ جُنْدًا ۝

৭৬। এবং যাহারা সৎপথে চলে আল্লাহ্‌ তাহাদিগকে অধিক হিদায়াত দান করেন; এবং স্থায়ী সৎকর্ম[১০১২] তোমার প্রতিপালকের পুরস্কার প্রাপ্তির জন্য শ্রেষ্ঠ এবং প্রতিদান হিসাবেও শ্রেষ্ঠ।

٧٦- وَيَزِيْدُ اللّٰهُ الَّذِيْنَ اهْتَدَوْا هُدًى ؕ وَالْبٰقِيٰتُ الصّٰلِحٰتُ خَيْرٌ عِنْدَ رَبِّكَ ثَوَابًا وَّخَيْرٌ مَّرَدًّا ۝

১০১১। অর্থাৎ পুলসিরাত, উহা জাহান্নামের উপর অবস্থিত, উহা অতিক্রম করিয়া জান্নাতে প্রবেশ করিতে হইবে।
১০১২। দ্র. ১৮ ঃ ৪৬ আয়াতের টীকা।

٧٧- اَفَرَءَيْتَ الَّذِيْ كَفَرَ بِاٰيٰتِنَا وَقَالَ لَاُوْتَيَنَّ مَالًا وَّوَلَدًا ۝

৭৭। তুমি কি লক্ষ্য করিয়াছ সেই ব্যক্তিকে, যে আমার আয়াতসমূহ প্রত্যাখ্যান করিয়াছে এবং সে বলে[১০১৩], 'আমাকে ধন-সম্পদ ও সন্তান-সন্ততি দেওয়া হইবেই।'

٧٨- اَطَّلَعَ الْغَيْبَ اَمِ اتَّخَذَ عِنْدَ الرَّحْمٰنِ عَهْدًا ۝

৭৮। সে কি অদৃশ্য সম্বন্ধে অবহিত হইয়াছে অথবা দয়াময়ের নিকট হইতে প্রতিশ্রুতি লাভ করিয়াছে?

٧٩- كَلَّا ۚ سَنَكْتُبُ مَا يَقُوْلُ وَنَمُدُّ لَهٗ مِنَ الْعَذَابِ مَدًّا ۝

৭৯। কখনই নহে,[১০১৪] তাহারা যাহা বলে আমি তাহা লিখিয়া রাখিব এবং তাহাদের শাস্তি বৃদ্ধি করিতে থাকিব।

٨٠- وَّنَرِثُهٗ مَا يَقُوْلُ وَيَاْتِيْنَا فَرْدًا ۝

৮০। সে যে বিষয়ের কথা বলে তাহা থাকিবে আমার অধিকারে এবং সে আমার নিকট আসিবে একা।

٨١- وَاتَّخَذُوْا مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ اٰلِهَةً لِّيَكُوْنُوْا لَهُمْ عِزًّا ۝

৮১। তাহারা আল্লাহ্ ব্যতীত অন্য ইলাহ্ গ্রহণ করে এইজন্য যাহাতে উহারা তাহাদের সহায় হয়;

٨٢- كَلَّا ۚ سَيَكْفُرُوْنَ بِعِبَادَتِهِمْ وَيَكُوْنُوْنَ عَلَيْهِمْ ضِدًّا ۝ ع

৮২। কখনই নহে; উহারা তো তাহাদের 'ইবাদত অস্বীকার করিবে এবং তাহাদের বিরোধী হইয়া যাইবে।

[৬]

٨٣- اَلَمْ تَرَ اَنَّاۤ اَرْسَلْنَا الشَّيٰطِيْنَ عَلَى الْكٰفِرِيْنَ تَؤُزُّهُمْ اَزًّا ۝

৮৩। তুমি কি লক্ষ্য কর নাই যে, আমি কাফিরদের জন্য শয়তানদিগকে[১০১৫] ছাড়িয়া রাখিয়াছি উহাদিগকে মন্দ কর্মে বিশেষভাবে প্রলুব্ধ করিবার জন্য?

১০১৩। মক্কার এক কাফিরের নিকট এক সাহাবীর কিছু অর্থ পাওনা ছিল। তিনি উহা পরিশোধ করার জন্য তাগাদা করিলে উক্ত কাফির বলিল, 'তুমি মুহাম্মাদ (সাঃ)-কে অস্বীকার করিলে তবেই শোধ করিব।' সাহাবী বলিলেন, 'তুমি মরিয়া আবার জীবিত হইয়া আসিলেও তাহা হইবার নহে।' ঐ ব্যক্তি তখন বিদ্রূপ করিয়া বলিল, "মৃত্যুর পর যখন পুনর্জীবিত হইয়া আসিব তখন তোমার ঋণ শোধ করিব, আর আমি তো তখনও ধনীই থাকিব।' এই ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে আয়াতটি নাযিল হয়।-আসবাবু নুযুলিল-আয়াত

১০১৪। মৃত্যুর পর সেই কাফির এবং সকলে পুনরুত্থিত হইবে আখিরাতে বিচারের সম্মুখীন হওয়ার জন্য, কিন্তু তখন কাহারও কোন সম্পদ থাকিবে না, তখন নেকীই হইবে একমাত্র সম্পদ।

১০১৫। দ্র. ৪১ ঃ ২৫ আয়াত।

Contents

৮৪। সুতরাং তাহাদের বিষয়ে তুমি তাড়াতাড়ি করিও না[১০১৬]। আমি তো গণনা করিতেছি উহাদের নির্ধারিত কাল,

٨٤- فَلَا تَعْجَلْ عَلَيْهِمْ ۖ إِنَّمَا نَعُدُّ لَهُمْ عَدًّا ۝

৮৫। যেদিন দয়াময়ের নিকট মুত্তাকীদিগকে সম্মানিত মেহমানরূপে সমবেত করিব,

٨٥- يَوْمَ نَحْشُرُ الْمُتَّقِينَ إِلَى الرَّحْمٰنِ وَفْدًا ۝

৮৬। এবং অপরাধীদিগকে তৃষ্ণাতুর অবস্থায় জাহান্নামের দিকে হাঁকাইয়া লইয়া যাইব।

٨٦- وَّنَسُوقُ الْمُجْرِمِينَ إِلَىٰ جَهَنَّمَ وِرْدًا ۝

৮৭। যে দয়াময়ের নিকট প্রতিশ্রুতি গ্রহণ করিয়াছে, সে ব্যতীত অন্য কাহারও সুপারিশ করিবার ক্ষমতা থাকিবে না।

٨٧- لَا يَمْلِكُونَ الشَّفَاعَةَ إِلَّا مَنِ اتَّخَذَ عِنْدَ الرَّحْمٰنِ عَهْدًا ۝

৮৮। তাহারা বলে, 'দয়াময় সন্তান গ্রহণ করিয়াছেন।'

٨٨- وَقَالُوا اتَّخَذَ الرَّحْمٰنُ وَلَدًا ۝

৮৯। তোমরা তো এমন এক বীভৎস বিষয়ের অবতারণা করিয়াছ;

٨٩- لَقَدْ جِئْتُمْ شَيْئًا إِدًّا ۝

৯০। যাহাতে আকাশমণ্ডলী বিদীর্ণ হইয়া যাইবে, পৃথিবী খণ্ড-বিখণ্ড হইবে ও পর্বতমণ্ডলী চূর্ণ-বিচূর্ণ হইয়া আপতিত হইবে,

٩٠- تَكَادُ السَّمٰوٰتُ يَتَفَطَّرْنَ مِنْهُ وَتَنْشَقُّ الْأَرْضُ وَتَخِرُّ الْجِبَالُ هَدًّا ۝

৯১। যেহেতু তাহারা দয়াময়ের প্রতি সন্তান আরোপ করে।

٩١- أَنْ دَعَوْا لِلرَّحْمٰنِ وَلَدًا ۝

৯২। অথচ সন্তান গ্রহণ করা দয়াময়ের জন্য শোভন নহে!

٩٢- وَمَا يَنْبَغِي لِلرَّحْمٰنِ أَنْ يَتَّخِذَ وَلَدًا ۝

৯৩। আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীতে এমন কেহ নাই, যে দয়াময়ের নিকট বান্দারূপে উপস্থিত হইবে না।

٩٣- إِنْ كُلُّ مَنْ فِي السَّمٰوٰتِ وَالْأَرْضِ إِلَّا آتِي الرَّحْمٰنِ عَبْدًا ۝

১০১৬। ইহা মু'মিনদিগকে বলা হইয়াছে।

৯৪। তিনি তাহাদিগকে পরিবেষ্টন করিয়া রাখিয়াছেন এবং তিনি তাহাদিগকে বিশেষভাবে গণনা করিয়াছেন,

٩٤- لَقَدْ أَحْصٰىهُمْ وَعَدَّهُمْ عَدًّا ۝

৯৫। এবং কিয়ামতের দিবস উহাদের সকলেই তাঁহার নিকট আসিবে একাকী অবস্থায়।

٩٥- وَكُلُّهُمْ اٰتِيْهِ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ فَرْدًا ۝

৯৬। যাহারা ঈমান আনে ও সৎকর্ম করে দয়াময় অবশ্যই তাহাদের জন্য সৃষ্টি করিবেন ভালবাসা[১০১৭]।

٩٦- إِنَّ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ سَيَجْعَلُ لَهُمُ الرَّحْمٰنُ وُدًّا ۝

৯৭। আমি তো তোমার ভাষায় কুরআনকে[১০১৮] সহজ করিয়া দিয়াছি যাহাতে তুমি উহা দ্বারা মুত্তাকীদিগকে সুসংবাদ দিতে পার এবং বিতণ্ডাপ্রবণ সম্প্রদায়কে উহা দ্বারা সতর্ক করিতে পার।

٩٧- فَإِنَّمَا يَسَّرْنٰهُ بِلِسَانِكَ لِتُبَشِّرَ بِهِ الْمُتَّقِيْنَ وَتُنْذِرَ بِهٖ قَوْمًا لُّدًّا ۝

৯৮। তাহাদের পূর্বে আমি কত মানবগোষ্ঠীকে বিনাশ করিয়াছি! তুমি কি তাহাদের কাহাকেও দেখিতে পাও[১০১৯] অথবা ক্ষীণতম শব্দও শুনিতে পাও?

٩٨- وَكَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُمْ مِّنْ قَرْنٍ ۭ هَلْ تُحِسُّ مِنْهُمْ مِّنْ أَحَدٍ أَوْ تَسْمَعُ لَهُمْ رِكْزًا ۝ ع

১০১৭। তাহাদের অন্তরে আল্লাহ্‌র জন্য ভালবাসা সৃষ্টি করেন এবং আল্লাহ্‌ও তাহাদিগকে ভালবাসেন। আল্লাহ্ কোন বান্দাকে ভালবাসিলে আসমান ও যমীনে উহার ঘোষণা দেওয়া হয়। তখন সৃষ্টির সকলে তাহাকে ভালবাসিতে থাকে।

১০১৮। এ স্থলে সর্বনাম দ্বারা 'কুরআন' বুঝাইতেছে।

১০১৯। تحس শব্দটি تجد অর্থাৎ 'দেখিতে পাও' অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে। -জালালায়ন, নাসাফী, তাফসীর কবীর

২০-সূরা তা-হা

১৩৫ আয়াত, ৮ রুকূ', মক্কী

।। দয়াময়, পরম দয়ালু আল্লাহ্‌র নামে ।।

النصف

١- طٰهٰ ۚ

১। তা-হা,

٢- مَآ اَنْزَلْنَا عَلَيْكَ الْقُرْاٰنَ لِتَشْقٰۤى ۙ

২। তুমি ক্লেশ পাইবে এইজন্য আমি তোমার প্রতি কুরআন অবতীর্ণ করি নাই,১০২০

٣- اِلَّا تَذْكِرَةً لِّمَنْ يَّخْشٰى ۙ

৩। বরং যে ভয় করে কেবল তাহার উপদেশার্থে,

٤- تَنْزِيْلًا مِّمَّنْ خَلَقَ الْاَرْضَ وَالسَّمٰوٰتِ الْعُلٰى ؕ

৪। যিনি পৃথিবী ও সমুচ্চ আকাশমণ্ডলী সৃষ্টি করিয়াছেন তাঁহার নিকট হইতে ইহা অবতীর্ণ,

٥- اَلرَّحْمٰنُ عَلَى الْعَرْشِ اسْتَوٰى

৫। দয়াময় 'আর্‌শে১০২১ সমাসীন।

٦- لَهٗ مَا فِى السَّمٰوٰتِ وَمَا فِى الْاَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا وَمَا تَحْتَ الثَّرٰى

৬। যাহা আছে আকাশমণ্ডলীতে, পৃথিবীতে, এই দুইয়ের অন্তর্বর্তী স্থানে ও ভূগর্ভে তাহা তাঁহারই।

٧- وَاِنْ تَجْهَرْ بِالْقَوْلِ فَاِنَّهٗ يَعْلَمُ السِّرَّ وَاَخْفٰى

৭। যদি তুমি উচ্চকণ্ঠে১০২২ কথা বল, তবে তিনি তো যাহা গুপ্ত ও অব্যক্ত সকলই জানেন।

٨- اَللّٰهُ لَاۤ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ ؕ لَهُ الْاَسْمَآءُ الْحُسْنٰى

৮। আল্লাহ্, তিনি ব্যতীত অন্য কোন ইলাহ্ নাই, সুন্দর সুন্দর নাম তাঁহারই।

٩- وَهَلْ اَتٰىكَ حَدِيْثُ مُوْسٰى ۘ

৯। মূসার বৃত্তান্ত তোমার নিকট পৌঁছিয়াছে কি?

وقف لازم

১০২০। আল্লাহ্ কুরআন অবতীর্ণ করিয়াছেন কল্যাণের জন্য, ক্লেশ দেওয়ার জন্য নয়। আয়াতটিতে রাসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-কে সান্ত্বনা দেওয়া হইয়াছে, কারণ কাফিররা কুরআন অস্বীকার করিলে তিনি খুব কষ্ট পাইতেন। উপদেশ প্রদান তাঁহার কর্তব্য, উহা তাহাদের গ্রহণ না করার জন্য তিনি দায়ী নহেন।

১০২১। ৭ ঃ ৫৪ আয়াতের টীকা দ্র.।

১০২২। অর্থাৎ যদি তুমি উচ্চ কণ্ঠে কথা বল, তবে জানিয়া রাখ, তিনি গুপ্ত ও অব্যক্ত সকলই জানেন।

১০। সে যখন আগুন দেখিল[১০২৩] তখন তাহার পরিবারবর্গকে বলিল, 'তোমরা এখানে থাক আমি আগুন দেখিয়াছি। সম্ভবত আমি তোমাদের জন্য উহা হইতে কিছু জ্বলন্ত অঙ্গার আনিতে পারিব অথবা আমি আগুনের নিকটে কোন পথনির্দেশ পাইব।'

١٠- إِذْ رَأَىٰ نَارًا فَقَالَ لِأَهْلِهِ امْكُثُوا إِنِّي آنَسْتُ نَارًا لَعَلِّي آتِيكُمْ مِنْهَا بِقَبَسٍ أَوْ أَجِدُ عَلَى النَّارِ هُدًى ○

১১। অতঃপর যখন সে আগুনের নিকট আসিল তখন আহ্বান করিয়া বলা হইল, 'হে মূসা!

١١- فَلَمَّا أَتَاهَا نُودِيَ يَا مُوسَىٰ ○

১২। আমিই তোমার প্রতিপালক, অতএব তোমার পাদুকা খুলিয়া ফেল, কারণ তুমি পবিত্র 'তুওয়া' উপত্যকায় রহিয়াছ।

١٢- إِنِّي أَنَا رَبُّكَ فَاخْلَعْ نَعْلَيْكَ ۚ إِنَّكَ بِالْوَادِ الْمُقَدَّسِ طُوًى ○

১৩। 'এবং আমি তোমাকে মনোনীত করিয়াছি। অতএব যাহা ওহী প্রেরণ করা হইতেছে তুমি তাহা মনোযোগের সহিত শ্রবণ কর।

١٣- وَأَنَا اخْتَرْتُكَ فَاسْتَمِعْ لِمَا يُوحَىٰ ○

৪। 'আমিই আল্লাহ্, আমা ব্যতীত কোন ইলাহ্ নাই। অতএব আমার 'ইবাদত কর এবং আমার স্মরণার্থে সালাত কায়েম কর।

١٤- إِنَّنِي أَنَا اللَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدْنِي ۙ وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي ○

১৫। 'কিয়ামত অবশ্যম্ভাবী, আমি ইহা[১০২৪] গোপন রাখিতে চাহি যাহাতে প্রত্যেকেই নিজ কর্মানুযায়ী ফল লাভ করিতে পারে।

١٥- إِنَّ السَّاعَةَ آتِيَةٌ أَكَادُ أُخْفِيهَا لِتُجْزَىٰ كُلُّ نَفْسٍ بِمَا تَسْعَىٰ ○

১৬। 'সুতরাং যে ব্যক্তি কিয়ামতে বিশ্বাস করে না ও নিজ প্রবৃত্তির অনুসরণ করে, সে যেন তোমাকে উহাতে বিশ্বাস স্থাপনে[১০২৫] নিবৃত্ত না করে, নিবৃত্ত হইলে তুমি ধ্বংস হইয়া যাইবে।

١٦- فَلَا يَصُدَّنَّكَ عَنْهَا مَنْ لَا يُؤْمِنُ بِهَا وَاتَّبَعَ هَوَاهُ فَتَرْدَىٰ ○

১০২৩। মাদ্‌ইয়ান হইতে স্ত্রীসহ তিনি মিসর যাইতেছিলেন। পথে রাত্রি হয়, শীতে তাহাদের কষ্ট হইতেছিল। তখন তিনি আগুন দেখিলেন। প্রকৃতপক্ষে উহা ছিল আল্লাহ্‌র তাজাল্লী।

১০২৪। এ স্থলে ها সর্বনাম দ্বারা 'কিয়ামতের সংকট মুহূর্ত' বুঝাইতেছে।—তাফসীর বায়দাবী

১০২৫। 'বিশ্বাস স্থাপন' শব্দ দুইটি মূল আরবীতে উহ্য আছে। -জালালায়ন, কুরতুবী, নাসাফী

Contents

١٧- وَمَا تِلْكَ بِيَمِيْنِكَ يٰمُوْسٰى ○

১৭। 'হে মূসা! তোমার দক্ষিণ হস্তে উহা কী?'

١٨- قَالَ هِيَ عَصَايَ ۚ اَتَوَكَّؤُا عَلَيْهَا وَاَهُشُّ بِهَا عَلٰى غَنَمِيْ وَلِيَ فِيْهَا مَاٰرِبُ اُخْرٰى ○

১৮। সে বলিল, 'উহা আমার লাঠি; আমি ইহাতে ভর দেই এবং ইহা দ্বারা আঘাত করিয়া আমি আমার মেষপালের জন্য বৃক্ষপত্র ফেলিয়া থাকি এবং ইহা আমার অন্যান্য কাজেও লাগে।'

١٩- قَالَ اَلْقِهَا يٰمُوْسٰى ○

১৯। আল্লাহ্ বলিলেন, 'হে মূসা! তুমি ইহা নিক্ষেপ কর।'

٢٠- فَاَلْقٰىهَا فَاِذَا هِيَ حَيَّةٌ تَسْعٰى ○

২০। অতঃপর সে উহা নিক্ষেপ করিল, সংগে সংগে উহা সাপ হইয়া ছুটিতে লাগিল,

٢١- قَالَ خُذْهَا وَلَا تَخَفْ ۥ سَنُعِيْدُهَا سِيْرَتَهَا الْاُوْلٰى ○

২১। তিনি বলিলেন, 'তুমি ইহাকে ধর, ভয় করিও না, আমি ইহাকে ইহার পূর্বরূপে ফিরাইয়া দিব।

٢٢- وَاضْمُمْ يَدَكَ اِلٰى جَنَاحِكَ تَخْرُجْ بَيْضَآءَ مِنْ غَيْرِ سُوْٓءٍ اٰيَةً اُخْرٰى ۙ○

২২। 'এবং তোমার হাত তোমার বগলে রাখ, ইহা বাহির হইয়া আসিবে নির্মল উজ্জ্বল হইয়া অপর এক নিদর্শনস্বরূপ।

٢٣- لِنُرِيَكَ مِنْ اٰيٰتِنَا الْكُبْرٰى ۚ○

২৩। 'ইহা এইজন্য যে, আমি তোমাকে দেখাইব আমার মহানিদর্শনগুলির কিছু।

ع ٢٤- اِذْهَبْ اِلٰى فِرْعَوْنَ اِنَّهٗ طَغٰى ۙ○

২৪। 'ফির'আওনের নিকট যাও, সে তো সীমালংঘন করিয়াছে।'

[২]

٢٥- قَالَ رَبِّ اشْرَحْ لِيْ صَدْرِيْ ۙ○

২৫। মূসা বলিল, 'হে আমার প্রতিপালক! আমার বক্ষ প্রশস্ত করিয়া দাও।

٢٦- وَيَسِّرْ لِيْٓ اَمْرِيْ ۙ○

২৬। 'এবং আমার কর্ম সহজ করিয়া দাও।

٢٧- وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِّنْ لِّسَانِيْ ۙ○

২৭। 'আমার জিহ্বার জড়তা দূর করিয়া দাও—

٢٨- يَفْقَهُوْا قَوْلِيْ ۙ○

২৮। 'যাহাতে উহারা আমার কথা বুঝিতে পারে।

২৯। 'আমার জন্য করিয়া দাও একজন সাহায্যকারী আমার স্বজনবর্গের মধ্য হইতে;

৩০। 'আমার ভ্রাতা হারূনকে;

৩১। 'তাহা দ্বারা আমার শক্তি সুদৃঢ় কর,

৩২। 'ও তাহাকে আমার কর্মে অংশী কর,

৩৩। 'যাহাতে আমরা তোমার পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা করিতে পারি প্রচুর।

৩৪। 'এবং তোমাকে স্মরণ করিতে পারি অধিক।

৩৫। 'তুমি তো আমাদের সম্যক দ্রষ্টা।'

৩৬। তিনি বলিলেন, 'হে মূসা! তুমি যাহা চাহিয়াছ তাহা তোমাকে দেওয়া হইল।

৩৭। 'এবং আমি তো তোমার প্রতি আরও একবার অনুগ্রহ করিয়াছিলাম;

৩৮। 'যখন আমি তোমার মাতাকে জানাইয়াছিলাম যাহা ছিল জানাইবার,

৩৯। 'যে, তুমি তাহাকে[১০২৬] সিন্দুকের মধ্যে রাখ, অতঃপর উহা দরিয়ায়[১০২৭] ভাসাইয়া[১০২৮] দাও যাহাতে দরিয়া উহাকে তীরে ঠেলিয়া দেয়, উহাকে আমার শত্রু ও উহার শত্রু লইয়া যাইবে। আমি আমার নিকট হইতে তোমার উপর ভালবাসা ঢালিয়া দিয়াছিলাম, যাহাতে তুমি আমার তত্ত্বাবধানে প্রতিপালিত হও।'

২৯- وَاجْعَلْ لِّيْ وَزِيْرًا مِّنْ اَهْلِيْ ۙ

৩০- هٰرُوْنَ اَخِي ۙ

৩১- اشْدُدْ بِهٖٓ اَزْرِيْ ۙ

৩২- وَاَشْرِكْهُ فِيْٓ اَمْرِيْ ۙ

৩৩- كَيْ نُسَبِّحَكَ كَثِيْرًا ۙ

৩৪- وَّنَذْكُرَكَ كَثِيْرًا ۭ

৩৫- اِنَّكَ كُنْتَ بِنَا بَصِيْرًا

৩৬- قَالَ قَدْ اُوْتِيْتَ سُؤْلَكَ يٰمُوْسٰى

৩৭- وَلَقَدْ مَنَنَّا عَلَيْكَ مَرَّةً اُخْرٰٓى ۙ

৩৮- اِذْ اَوْحَيْنَآ اِلٰٓى اُمِّكَ مَا يُوْحٰٓى ۙ

৩৯- اَنِ اقْذِفِيْهِ فِي التَّابُوْتِ فَاقْذِفِيْهِ فِي الْيَمِّ فَلْيُلْقِهِ الْيَمُّ بِالسَّاحِلِ يَاْخُذْهُ عَدُوٌّ لِّيْ وَعَدُوٌّ لَّهٗ ۭ وَاَلْقَيْتُ عَلَيْكَ مَحَبَّةً مِّنِّيْ ڬ وَلِتُصْنَعَ عَلٰي عَيْنِيْ ۘ

وقف لازم

১০২৬। এ স্থলে • সর্বনাম দ্বারা হযরত মূসা (আ)-কে বুঝাইতেছে। -কাশ্‌শাফ
১০২৭। يم শব্দের অর্থ সমুদ্র; কিন্তু এ স্থলে اليم দ্বারা 'নীল দরিয়াকে' বুঝাইতেছে। -লিসানুল-আরাব
১০২৮। قذف শব্দের অর্থ নিক্ষেপ করা; এখানে নিক্ষেপ করিবার অর্থ 'ভাসাইয়া দেওয়া'?

৪০। 'যখন তোমার ভগ্নী আসিয়া বলিল, 'আমি কি তোমাদিগকে বলিয়া দিব কে এই শিশুর[১০২৯] ভার লইবে?' তখন আমি তোমাকে তোমার মায়ের নিকট ফিরাইয়া দিলাম যাহাতে তাহার চক্ষু জুড়ায় এবং সে দুঃখ না পায়; এবং তুমি এক ব্যক্তিকে হত্যা করিয়াছিলে; অতঃপর আমি তোমাকে মনঃপীড়া হইতে মুক্তি দেই, আমি তোমাকে বহু পরীক্ষা করিয়াছি। অতঃপর তুমি কয়েক বৎসর মাদ্‌ইয়ানবাসীদের মধ্যে ছিলে, হে মূসা! ইহার পরে তুমি নির্ধারিত সময়ে উপস্থিত হইলে।

٤٠- اِذْ تَمْشِيْٓ اُخْتُكَ فَتَقُوْلُ هَلْ اَدُلُّكُمْ عَلٰى مَنْ يَّكْفُلُهٗ ؕ فَرَجَعْنٰكَ اِلٰٓى اُمِّكَ كَيْ تَقَرَّ عَيْنُهَا وَلَا تَحْزَنَ ؕ وَقَتَلْتَ نَفْسًا فَنَجَّيْنٰكَ مِنَ الْغَمِّ وَفَتَنّٰكَ فُتُوْنًا ۬ فَلَبِثْتَ سِنِيْنَ فِيْٓ اَهْلِ مَدْيَنَ ۙ ثُمَّ جِئْتَ عَلٰى قَدَرٍ يّٰمُوْسٰى ۝

৪১। 'এবং আমি তোমাকে আমার নিজের জন্য প্রস্তুত করিয়া লইয়াছি।

٤١- وَاصْطَنَعْتُكَ لِنَفْسِيْ ۝ۚ

৪২। 'তুমি ও তোমার ভ্রাতা আমার নিদর্শনসহ[১০৩০] যাত্রা কর এবং আমার স্মরণে শৈথিল্য করিও না,

٤٢- اِذْهَبْ اَنْتَ وَاَخُوْكَ بِاٰيٰتِيْ وَلَا تَنِيَا فِيْ ذِكْرِيْ ۝ۚ

৪৩। 'তোমরা উভয়ে ফির'আওনের নিকট যাও, সে তো সীমালংঘন করিয়াছে।

٤٣- اِذْهَبَآ اِلٰى فِرْعَوْنَ اِنَّهٗ طَغٰى ۝ۚ

৪৪। 'তোমরা তাহার সহিত নম্র কথা বলিবে, হয়তো সে উপদেশ গ্রহণ করিবে অথবা ভয় করিবে।'

٤٤- فَقُوْلَا لَهٗ قَوْلًا لَّيِّنًا لَّعَلَّهٗ يَتَذَكَّرُ اَوْ يَخْشٰى ۝

৪৫। তাহারা বলিল, 'হে আমাদের প্রতিপালক! আমরা আশংকা করি সে আমাদের উপর বাড়াবাড়ি করিবে অথবা অন্যায় আচরণে সীমালংঘন করিবে।'

٤٥- قَالَا رَبَّنَآ اِنَّنَا نَخَافُ اَنْ يَّفْرُطَ عَلَيْنَآ اَوْ اَنْ يَّطْغٰى ۝

১০২৯। এখানে • সর্বনাম দ্বারা শিশু মূসাকে বুঝাইতেছে। শিশু মূসাকে সিন্দুকে রাখিয়া নদীতে ভাসাইয়া দেওয়া হইয়াছিল। উহা ভাসিতে ভাসিতে ফির'আওনের প্রাসাদ-ঘাটে ভিড়িলে ফির'আওনের লোকেরা সিন্দুকস্থ শিশু মূসাকে প্রাসাদে লইয়া যায়। মূসার ভগ্নী শিশুর কি অবস্থা হইল জানিবার জন্য প্রাসাদে আসিয়াছিলেন। -কাশ্‌শাফ, কুরতুবী, জালালায়ন ইত্যাদি

১০৩০। মূসা (আ)-কে প্রদত্ত মু'জিযা'সহ।

٤٦- قَالَ لَا تَخَافَآ اِنَّنِىْ مَعَكُمَآ اَسْمَعُ وَاَرٰى ○

৪৬। তিনি বলিলেন, 'তোমরা ভয় করিও না, আমি তো তোমাদের সংগে আছি, আমি শুনি ও আমি দেখি।'

٤٧- فَاْتِيٰهُ فَقُوْلَآ اِنَّا رَسُوْلَا رَبِّكَ فَاَرْسِلْ مَعَنَا بَنِىْٓ اِسْرَآءِيْلَ ۙ۬ وَلَا تُعَذِّبْهُمْ ؕ قَدْ جِئْنٰكَ بِاٰيَةٍ مِّنْ رَّبِّكَ ؕ وَالسَّلٰمُ عَلٰى مَنِ اتَّبَعَ الْهُدٰى ○

৪৭। সুতরাং তোমরা তাহার নিকট যাও এবং বল, 'আমরা তোমার প্রতিপালকের রাসূল, সুতরাং আমাদের সহিত বনী ইস্রাঈলকে যাইতে দাও এবং তাহাদিগকে কষ্ট দিও না, আমরা তো তোমার নিকট আনিয়াছি তোমার প্রতিপালকের নিকট হইতে নিদর্শন এবং শান্তি তাহাদের প্রতি যাহারা অনুসরণ করে সৎপথ।

٤٨- اِنَّا قَدْ اُوْحِىَ اِلَيْنَآ اَنَّ الْعَذَابَ عَلٰى مَنْ كَذَّبَ وَتَوَلّٰى ○

৪৮। 'আমাদের প্রতি ওহী প্রেরণ করা হইয়াছে যে, শাস্তি তো তাহার জন্য, যে মিথ্যা আরোপ করে ও মুখ ফিরাইয়া লয়।'

٤٩- قَالَ فَمَنْ رَّبُّكُمَا يٰمُوْسٰى ○

৪৯। ফির'আওন[১০৩১] বলিল, 'হে মূসা! কে তোমাদের প্রতিপালক?'

٥٠- قَالَ رَبُّنَا الَّذِىْٓ اَعْطٰى كُلَّ شَىْءٍ خَلْقَهٗ ثُمَّ هَدٰى ○

৫০। মূসা বলিল[১০৩২], 'আমাদের প্রতিপালক তিনি, যিনি প্রত্যেক বস্তুকে তাহার আকৃতি দান করিয়াছেন, অতঃপর পথনির্দেশ করিয়াছেন।'

٥١- قَالَ فَمَا بَالُ الْقُرُوْنِ الْاُوْلٰى ○

৫১। ফির'আওন বলিল, 'তাহা হইলে অতীত যুগের লোকদের অবস্থা কী?'

٥٢- قَالَ عِلْمُهَا عِنْدَ رَبِّىْ فِىْ كِتٰبٍ ۚ لَا يَضِلُّ رَبِّىْ وَلَا يَنْسَى ○

৫২। মূসা বলিল, 'ইহার জ্ঞান আমার প্রতিপালকের নিকট কিতাবে[১০৩৩], রহিয়াছে, আমার প্রতিপালক ভুল করেন না এবং বিস্মৃতও হন না।'

১০৩১। এ স্থলে قال ক্রিয়ার কর্তা ফির'আওন।
১০৩২। এ স্থলে, قال ক্রিয়ার কর্তা হযরত মূসা (আ)।
১০৩৩। লাওহ্ মাহফূজে (সংরক্ষিত ফলকে) অথবা 'আমলনামায়।

٥٣- الَّذِىْ جَعَلَ لَكُمُ الْاَرْضَ مَهْدًا وَّسَلَكَ لَكُمْ فِيْهَا سُبُلًا وَّاَنْزَلَ مِنَ السَّمَآءِ مَآءً ؕ فَاَخْرَجْنَا بِهٖۤ اَزْوَاجًا مِّنْ نَّبَاتٍ شَتّٰى ○

৫৩। 'যিনি তোমাদের জন্য পৃথিবীকে করিয়াছেন বিছানা এবং উহাতে করিয়া দিয়াছেন তোমাদের চলিবার পথ, তিনি আকাশ হইতে বারি বর্ষণ করেন।' এবং আমি উহা দ্বারা বিভিন্ন প্রকারের উদ্ভিদ উৎপন্ন করি।

٥٤- كُلُوْا وَارْعَوْا اَنْعَامَكُمْ ؕ اِنَّ فِىْ ذٰلِكَ لَاٰيٰتٍ لِّاُولِى النُّهٰى ○

৫৪। তোমরা আহার কর ও তোমাদের গবাদি পশু চরাও; অবশ্যই ইহাতে নিদর্শন আছে বিবেকসম্পন্নদের জন্য।

[৩]

٥٥- مِنْهَا خَلَقْنٰكُمْ وَ فِيْهَا نُعِيْدُكُمْ وَ مِنْهَا نُخْرِجُكُمْ تَارَةً اُخْرٰى ○

৫৫। আমি মৃত্তিকা[১০৩৪] হইতে তোমাদিগকে সৃষ্টি করিয়াছি, উহাতেই তোমাদিগকে ফিরাইয়া দিব এবং উহা হইতে পুনর্বার তোমাদিগকে বাহির করিব।

٥٦- وَلَقَدْ اَرَيْنٰهُ اٰيٰتِنَا كُلَّهَا فَكَذَّبَ وَاَبٰى ○

৫৬। আমি তো তাহাকে[১০৩৫] আমার সমস্ত নিদর্শন দেখাইয়াছিলাম[১০৩৬]; কিন্তু সে মিথ্যা আরোপ করিয়াছে ও অমান্য করিয়াছে।

٥٧- قَالَ اَجِئْتَنَا لِتُخْرِجَنَا مِنْ اَرْضِنَا بِسِحْرِكَ يٰمُوْسٰى ○

৫৭। সে বলিল, 'হে মূসা! তুমি কি আমাদের নিকট আসিয়াছ তোমার জাদু দ্বারা আমাদিগকে আমাদের দেশ হইতে বহিষ্কার করিয়া দিবার জন্য?

٥٨- فَلَنَاْتِيَنَّكَ بِسِحْرٍ مِّثْلِهٖ فَاجْعَلْ بَيْنَنَا وَبَيْنَكَ مَوْعِدًا لَّا نُخْلِفُهٗ نَحْنُ وَلَاۤ اَنْتَ مَكَانًا سُوًى ○

৫৮। 'আমরাও অবশ্যই তোমার নিকট উপস্থিত করিব ইহার অনুরূপ জাদু, সুতরাং আমাদের ও তোমার মধ্যে নির্ধারণ কর এক নির্দিষ্ট সময় এক মধ্যবর্তী স্থানে, যাহার ব্যতিক্রম আমরাও করিব না এবং তুমিও করিবে না।'

১০৩৪। এ স্থলে ها সর্বনাম দ্বারা মৃত্তিকা বুঝাইতেছে। -কাশ্শাফ

১০৩৫। এ স্থলে ه সর্বনাম দ্বারা ফির'আওনকে বুঝাইতেছে।

১০৩৬। আল্লাহ্ তা'আলা মূসা (আ)-এর মাধ্যমে যে মু'জিযা দেখাইয়াছিলেন তাহা ঐ সমস্ত নিদর্শনের অন্তর্ভুক্ত।

٥٩- قَالَ مَوْعِدُكُمْ يَوْمُ الزِّيْنَةِ وَ اَنْ يُّحْشَرَ النَّاسُ ضُحًى ○

৫৯। মূসা বলিল, 'তোমাদের নির্ধারিত সময়[১০৩৭] উৎসবের দিন এবং যেই দিন পূর্বাহ্নে জনগণকে সমবেত করা হইবে।'

٦٠- فَتَوَلّٰى فِرْعَوْنُ فَجَمَعَ كَيْدَهٗ ثُمَّ اَتٰى ○

৬০। অতঃপর ফির'আওন উঠিয়া গেল এবং পরে তাহার কৌশলসমূহ[১০৩৮] একত্র করিল, অতঃপর আসিল।

٦١- قَالَ لَهُمْ مُّوْسٰى وَيْلَكُمْ لَا تَفْتَرُوْا عَلَى اللّٰهِ كَذِبًا فَيُسْحِتَكُمْ بِعَذَابٍ ۚ وَقَدْ خَابَ مَنِ افْتَرٰى ○

৬১। মূসা উহাদিগকে বলিল, 'দুর্ভোগ তোমাদের! তোমরা আল্লাহ্‌র প্রতি মিথ্যা আরোপ করিও না। করিলে, তিনি তোমাদিগকে শাস্তি দ্বারা সমূলে ধ্বংস করিবেন। যে মিথ্যা উদ্ভাবন করিয়াছে সেই ব্যর্থ হইয়াছে।'

٦٢- فَتَنَازَعُوْٓا اَمْرَهُمْ بَيْنَهُمْ وَ اَسَرُّوا النَّجْوٰى ○

৬২। উহারা নিজেদের মধ্যে নিজেদের কর্ম সম্বন্ধে বিতর্ক করিল এবং উহারা গোপনে পরামর্শ করিল।

٦٣- قَالُوْٓا اِنْ هٰذٰنِ لَسٰحِرٰنِ يُرِيْدٰنِ اَنْ يُّخْرِجٰكُمْ مِّنْ اَرْضِكُمْ بِسِحْرِهِمَا وَيَذْهَبَا بِطَرِيْقَتِكُمُ الْمُثْلٰى ○

৬৩। উহারা বলিল, 'এই দুইজন অবশ্যই জাদুকর, তাহারা চাহে তাহাদের জাদু দ্বারা তোমাদিগকে তোমাদের দেশ হইতে বহিষ্কৃত করিতে এবং তোমাদের উৎকৃষ্ট জীবন-ব্যবস্থা ধ্বংস করিতে।

٦٤- فَاَجْمِعُوْا كَيْدَكُمْ ثُمَّ ائْتُوْا صَفًّا ۚ وَقَدْ اَفْلَحَ الْيَوْمَ مَنِ اسْتَعْلٰى ○

৬৪। 'অতএব তোমরা তোমাদের জাদুক্রিয়া সংহত কর, অতঃপর সারিবদ্ধ হইয়া উপস্থিত হও এবং যে আজ জয়ী হইবে সেই সফল হইবে।'

٦٥- قَالُوْا يٰمُوْسٰٓى اِمَّآ اَنْ تُلْقِيَ وَاِمَّآ اَنْ نَّكُوْنَ اَوَّلَ مَنْ اَلْقٰى ○

৬৫। উহারা বলিল, 'হে মূসা! হয় তুমি নিক্ষেপ কর অথবা প্রথমে আমরাই নিক্ষেপ করি।'

১০৩৭। এ স্থলে يوم শব্দটি 'সময় বা কাল' অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে।

১০৩৮। كيد শব্দের অর্থ চক্রান্ত ও কৌশল; এ স্থলে ইহা জাদুকরদিগকে বুঝাইতেছে। -জালালায়ন, কুরতুবী ইত্যাদি

৬৬। মূসা বলিল, 'বরং তোমরাই নিক্ষেপ কর।' উহাদের জাদু-প্রভাবে অকস্মাৎ মূসার মনে হইল উহাদের দড়ি ও লাঠিগুলি ছুটাছুটি করিতেছে।

٦٦- قَالَ بَلْ اَلْقُوْاۚ فَاِذَا حِبَالُهُمْ وَعِصِيُّهُمْ يُخَيَّلُ اِلَيْهِ مِنْ سِحْرِهِمْ اَنَّهَا تَسْعٰى ○

৬৭। মূসা তাহার অন্তরে কিছু ভীতি অনুভব করিল।

٦٧- فَاَوْجَسَ فِيْ نَفْسِهٖ خِيْفَةً مُّوْسٰى ○

৬৮। আমি বলিলাম, 'ভয় করিও না, তুমিই প্রবল।

٦٨- قُلْنَا لَا تَخَفْ اِنَّكَ اَنْتَ الْاَعْلٰى ○

৬৯। 'তোমার দক্ষিণ হস্তে যাহা আছে তাহা নিক্ষেপ কর, ইহা উহারা যাহা করিয়াছে তাহা গ্রাস করিয়া ফেলিবে। উহারা যাহা করিয়াছে তাহা তো কেবল জাদুকরের কৌশল। জাদুকর যেথায়ই আসুক, সফল হইবে না।'

٦٩- وَاَلْقِ مَا فِيْ يَمِيْنِكَ تَلْقَفْ مَا صَنَعُوْاؕ اِنَّمَا صَنَعُوْا كَيْدُ سٰحِرٍؕ وَلَا يُفْلِحُ السَّاحِرُ حَيْثُ اَتٰى ○

৭০। অতঃপর জাদুকরেরা সিজ্‌দাবনত হইল[১০৩৯] ও বলিল, 'আমরা হারূন ও মূসার প্রতিপালকের প্রতি ঈমান আনিলাম।'

٧٠- فَاُلْقِيَ السَّحَرَةُ سُجَّدًا قَالُوْٓا اٰمَنَّا بِرَبِّ هٰرُوْنَ وَمُوْسٰى ○

৭১। ফির'আওন বলিল, 'কী, আমি তোমাদিগকে অনুমতি দেওয়ার পূর্বেই তোমরা মূসাতে[১০৪০] বিশ্বাস স্থাপন করিলে! দেখিতেছি, সে তো তোমাদের প্রধান, সে তোমাদিগকে জাদু শিক্ষা দিয়াছে। সুতরাং আমি তো তোমাদের হস্তপদ বিপরীত দিক হইতে কর্তন করিবই এবং আমি তোমাদিগকে খর্জুর বৃক্ষের কাণ্ডে শূলবিদ্ধ করিবই এবং তোমরা অবশ্যই জানিতে পারিবে আমাদের মধ্যে কাহার শাস্তি কঠোরতর ও অধিক স্থায়ী।'

٧١- قَالَ اٰمَنْتُمْ لَهٗ قَبْلَ اَنْ اٰذَنَ لَكُمْؕ اِنَّهٗ لَكَبِيْرُكُمُ الَّذِيْ عَلَّمَكُمُ السِّحْرَۚ فَلَاُقَطِّعَنَّ اَيْدِيَكُمْ وَاَرْجُلَكُمْ مِّنْ خِلَافٍ وَّلَاُصَلِّبَنَّكُمْ فِيْ جُذُوْعِ النَّخْلِؗ وَلَتَعْلَمُنَّ اَيُّنَآ اَشَدُّ عَذَابًا وَّاَبْقٰى ○

১০৩৯। اُلْقِيَ অর্থ ফেলিয়া দেওয়া হইল; অর্থাৎ মু'জিযা দর্শনে জাদুকরেরা বিস্ময়াভিভূত হইয়া সিজ্‌দায় পতিত হইল।

১০৪০। এ স্থলে ہ সর্বনাম দ্বারা হযরত মূসা (আ)-কে বুঝায়।-জালালায়ন

Contents

٧٢- قَالُوْا لَنْ نُّؤْثِرَكَ عَلٰى مَا جَآءَنَا مِنَ الْبَيِّنٰتِ وَالَّذِيْ فَطَرَنَا فَاقْضِ مَآ اَنْتَ قَاضٍ ؕ اِنَّمَا تَقْضِيْ هٰذِهِ الْحَيٰوةَ الدُّنْيَا ۝

৭২। তাহারা[১০৪১] বলিল, 'আমাদের নিকট যে স্পষ্ট নিদর্শন আসিয়াছে তাহার উপর এবং যিনি আমাদিগকে সৃষ্টি করিয়াছেন তাঁহার উপর তোমাকে আমরা কিছুতেই প্রাধান্য দিব না। সুতরাং তুমি কর যাহা তুমি করিতে চাহ। তুমি তো কেবল এই পার্থিব জীবনের উপর কর্তৃত্ব করিতে পার।'

٧٣- اِنَّآ اٰمَنَّا بِرَبِّنَا لِيَغْفِرَ لَنَا خَطٰيٰنَا وَمَآ اَكْرَهْتَنَا عَلَيْهِ مِنَ السِّحْرِ ؕ وَاللّٰهُ خَيْرٌ وَّاَبْقٰى ۝

৭৩। 'আমরা নিশ্চয়ই আমাদের প্রতিপালকের প্রতি ঈমান আনিয়াছি যাহাতে তিনি ক্ষমা করেন আমাদের অপরাধ এবং তুমি আমাদিগকে যে জাদু করিতে বাধ্য করিয়াছ তাহা। আর আল্লাহ্ শ্রেষ্ঠ ও স্থায়ী।'

٧٤- اِنَّهٗ مَنْ يَّاْتِ رَبَّهٗ مُجْرِمًا فَاِنَّ لَهٗ جَهَنَّمَ ؕ لَا يَمُوْتُ فِيْهَا وَلَا يَحْيٰى ۝

৭৪। যে তাহার প্রতিপালকের নিকট অপরাধী হইয়া উপস্থিত হইবে তাহার জন্য তো আছে জাহান্নাম, সেথায় সে মরিবেও না, বাঁচিবেও না।

٧٥- وَمَنْ يَّاْتِهٖ مُؤْمِنًا قَدْ عَمِلَ الصّٰلِحٰتِ فَاُولٰٓئِكَ لَهُمُ الدَّرَجٰتُ الْعُلٰى ۝

৭৫। এবং যাহারা তাঁহার নিকট উপস্থিত হইবে মু'মিন অবস্থায় সৎকর্ম করিয়া, তাহাদের জন্য আছে সমুচ্চ মর্যাদা—

٧٦- جَنّٰتُ عَدْنٍ تَجْرِيْ مِنْ تَحْتِهَا الْاَنْهٰرُ خٰلِدِيْنَ فِيْهَا ؕ وَذٰلِكَ جَزٰٓؤُا مَنْ تَزَكّٰى ۝

৭৬। স্থায়ী জান্নাত, যাহার পাদদেশে নদী প্রবাহিত, সেথায় তাহারা স্থায়ী হইবে এবং এই পুরস্কার তাহাদেরই, যাহারা পবিত্র।

[৪]

٧٧- وَلَقَدْ اَوْحَيْنَآ اِلٰى مُوْسٰٓى ۙ اَنْ اَسْرِ بِعِبَادِيْ فَاضْرِبْ لَهُمْ طَرِيْقًا فِي الْبَحْرِ يَبَسًا ۙ لَّا تَخٰفُ دَرَكًا وَّلَا تَخْشٰى ۝

৭৭। আমি অবশ্যই মূসার প্রতি প্রত্যাদেশ করিয়াছিলাম এই মর্মে যে, আমার বান্দাদিগকে লইয়া রজনীযোগে বহির্গত হও এবং তাহাদের জন্য সমুদ্রের মধ্য দিয়া এক শুষ্ক পথ নির্মাণ কর। পশ্চাৎ হইতে আসিয়া তোমাকে ধরিয়া ফেলা হইবে—এই আশংকা করিও না এবং ভয়ও করিও না।

১০৪১। এ স্থলে قالوا ক্রিয়ার কর্তা জাদুকরগণ।

৭৮। অতঃপর ফির'আওন তাহার সৈন্য-বাহিনীসহ তাহাদের পশ্চাদ্ধাবন করিল, অতঃপর সমুদ্র উহাদিগকে সম্পূর্ণরূপে নিমজ্জিত করিল।

٧٨- فَاَتْبَعَهُمْ فِرْعَوْنُ بِجُنُوْدِهٖ فَغَشِيَهُمْ مِّنَ الْيَمِّ مَا غَشِيَهُمْ ○

৭৯। আর ফির'আওন তাহার সম্প্রদায়কে পথভ্রষ্ট করিয়াছিল এবং সৎপথ দেখায় নাই।

٧٩- وَاَضَلَّ فِرْعَوْنُ قَوْمَهٗ وَمَا هَدٰى ○

৮০। হে বনী ইসরাঈল! আমি তো তোমাদিগকে শত্রু হইতে উদ্ধার করিয়াছিলাম, আমি তোমাদিগকে প্রতিশ্রুতি[১০৪২] দিয়াছিলাম তূর পর্বতের দক্ষিণ পার্শ্বে এবং তোমাদের নিকট মান্না ও সাল্ওয়া[১০৪৩] প্রেরণ করিয়াছিলাম,

٨٠- يٰبَنِيْٓ اِسْرَآءِيْلَ قَدْ اَنْجَيْنٰكُمْ مِّنْ عَدُوِّكُمْ وَ وٰعَدْنٰكُمْ جَانِبَ الطُّوْرِ الْاَيْمَنَ وَنَزَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَ السَّلْوٰى ○

৮১। তোমাদিগকে যাহা দান করিয়াছি তাহা হইতে ভাল ভাল বস্তু আহার কর এবং এই বিষয়ে সীমালংঘন করিও না, করিলে তোমাদের উপর আমার ক্রোধ অবধারিত এবং যাহার উপর আমার ক্রোধ অবধারিত সে তো ধ্বংস হইয়া যায়।

٨١- كُلُوْا مِنْ طَيِّبٰتِ مَا رَزَقْنٰكُمْ وَلَا تَطْغَوْا فِيْهِ فَيَحِلَّ عَلَيْكُمْ غَضَبِيْ ۚ وَمَنْ يَّحْلِلْ عَلَيْهِ غَضَبِيْ فَقَدْ هَوٰى ○

৮২। এবং আমি অবশ্যই ক্ষমাশীল তাহার প্রতি, যে তাওবা করে, ঈমান আনে, সৎকর্ম করে ও সৎপথে অবিচলিত থাকে।

٨٢- وَاِنِّيْ لَغَفَّارٌ لِّمَنْ تَابَ وَ اٰمَنَ وَ عَمِلَ صَالِحًا ثُمَّ اهْتَدٰى ○

৮৩। হে মূসা! তোমার সম্প্রদায়কে পশ্চাতে ফেলিয়া তোমাকে ত্বরা করিতে[১০৪৪] বাধ্য করিল কিসে?

٨٣- وَمَآ اَعْجَلَكَ عَنْ قَوْمِكَ يٰمُوْسٰى ○

১০৪২। তাওরাত দানের প্রতিশ্রুতি।

১০৪৩। ২ ঃ ৫২ আয়াতের টীকা দ্র.।

১০৪৪। হযরত মূসা (আ) তাওরাত আনিতে তূর পাহাড়ে যাওয়ার সময় সংগে কয়েকজন গোত্রীয় প্রধানকে লইয়া যান। তিনি আল্লাহ্র সংগে কথোপকথনের আগ্রহে তাহাদের পূর্বেই তথায় পৌঁছিয়া গিয়াছিলেন।

৮৪। সে বলিল, 'এই তো উহারা আমার পশ্চাতে এবং হে আমার প্রতিপালক! আমি ত্বরায় তোমার নিকট আসিলাম, তুমি সন্তুষ্ট হইবে এইজন্য।'

٨٤- قَالَ هُمْ اُولَآءِ عَلٰٓى اَثَرِىْ
وَعَجِلْتُ اِلَيْكَ رَبِّ لِتَرْضٰى ○

৮৫। তিনি বলিলেন, 'আমি তো তোমার সম্প্রদায়কে পরীক্ষায় ফেলিয়াছি তোমার চলিয়া আসার পর[১০৪৫] এবং সামিরী[১০৪৬] উহাদিগকে পথভ্রষ্ট করিয়াছে।'

٨٥- قَالَ فَاِنَّا قَدْ فَتَنَّا قَوْمَكَ
مِنْۢ بَعْدِكَ
وَاَضَلَّهُمُ السَّامِرِيُّ ○

৮৬। অতঃপর মূসা তাহার সম্প্রদায়ের নিকট ফিরিয়া গেল ক্রুদ্ধ ও ক্ষুব্ধ হইয়া। সে বলিল, 'হে আমার সম্প্রদায়! তোমাদের প্রতিপালক কি তোমাদিগকে এক উত্তম প্রতিশ্রুতি দেন নাই? তবে কি প্রতিশ্রুতিকাল তোমাদের নিকট সুদীর্ঘ হইয়াছে, না তোমরা চাহিয়াছ তোমাদের প্রতি আপতিত হউক তোমাদের প্রতিপালকের ক্রোধ, যে কারণে তোমরা আমার প্রতি প্রদত্ত অংগীকার ভংগ[১০৪৭] করিলে?'

٨٦- فَرَجَعَ مُوْسٰٓى اِلٰى قَوْمِهٖ غَضْبَانَ
اَسِفًا ۚ قَالَ يٰقَوْمِ
اَلَمْ يَعِدْكُمْ رَبُّكُمْ وَعْدًا حَسَنًا ۚ
اَفَطَالَ عَلَيْكُمُ الْعَهْدُ اَمْ اَرَدْتُّمْ
اَنْ يَّحِلَّ عَلَيْكُمْ
غَضَبٌ مِّنْ رَّبِّكُمْ فَاَخْلَفْتُمْ مَّوْعِدِيْ ○

৮৭। উহারা বলিল, 'আমরা তোমার প্রতি প্রদত্ত অংগীকার স্বেচ্ছায় ভংগ করি নাই; তবে আমাদের উপর চাপাইয়া দেওয়া হইয়াছিল লোকের অলংকারের বোঝা এবং আমরা উহা অগ্নিকুণ্ডে[১০৪৮] নিক্ষেপ করি, অনুরূপভাবে সামিরীও নিক্ষেপ করে।

٨٧- قَالُوْا مَآ اَخْلَفْنَا مَوْعِدَكَ بِمَلْكِنَا
وَلٰكِنَّا حُمِّلْنَآ
اَوْزَارًا مِّنْ زِيْنَةِ الْقَوْمِ فَقَذَفْنٰهَا
فَكَذٰلِكَ اَلْقَى السَّامِرِيُّ ○

৮৮। 'অতঃপর সে উহাদের জন্য গড়িল এক গো-বৎস, এক অবয়ব, যাহা হাম্বা রব করিত।' উহারা বলিল, 'ইহা তোমাদের ইলাহ্ এবং মূসারও ইলাহ্, কিন্তু মূসা ভুলিয়া গিয়াছে।'

٨٨- فَاَخْرَجَ لَهُمْ عِجْلًا جَسَدًا لَّهٗ خُوَارٌ
فَقَالُوْا هٰذَآ اِلٰهُكُمْ
وَاِلٰهُ مُوْسٰى ۥ فَنَسِيَ ○

১০৪৫। এ স্থলে بعدك 'তোমার পর' অর্থাৎ তোমার চলিয়া আসার পর।

১০৪৬। সামিরী সামিরা গোত্রের জনৈক ব্যক্তি, মতান্তরে বনী ইসরাঈলের সামিরী নামক জনৈক ব্যক্তি।-কাশ্শাফ, কুরতুবী ইত্যাদি

১০৪৭। সত্য দীনের উপর প্রতিষ্ঠিত থাকার অংগীকার।

১০৪৮। এ স্থলে 'অগ্নিকুণ্ড' শব্দটি আরবীতে উহ্য আছে।-জালালায়ন, কুরতুবী ইত্যাদি

৮৯। তবে কি উহারা ভাবিয়া দেখে না যে, উহা তাহাদের কথায় সাড়া দেয় না এবং তাহাদের কোন ক্ষতি অথবা উপকার করিবার ক্ষমতা রাখে না?

٨٩- اَفَلَا يَرَوْنَ اَلَّا يَرْجِعُ اِلَيْهِمْ قَوْلًا ۙ وَّلَا يَمْلِكُ لَهُمْ ضَرًّا وَّلَا نَفْعًا ۝

[৫]

৯০। হারূন উহাদিগকে পূর্বেই বলিয়াছিল, 'হে আমার সম্প্রদায়! ইহা[১০৪৯] দ্বারা তো কেবল তোমাদিগকে পরীক্ষায় ফেলা হইয়াছে। তোমাদের প্রতিপালক তো দয়াময়; সুতরাং তোমরা আমার অনুসরণ কর এবং আমার আদেশ মানিয়া চল।'

٩٠- وَلَقَدْ قَالَ لَهُمْ هٰرُوْنُ مِنْ قَبْلُ يٰقَوْمِ اِنَّمَا فُتِنْتُمْ بِهٖ ۚ وَاِنَّ رَبَّكُمُ الرَّحْمٰنُ فَاتَّبِعُوْنِيْ وَاَطِيْعُوْٓا اَمْرِيْ ۝

৯১। উহারা বলিয়াছিল, 'আমাদের নিকট মূসা ফিরিয়া না আসা পর্যন্ত আমরা ইহার পূজা হইতে কিছুতেই বিরত হইব না।'

٩١- قَالُوْا لَنْ نَّبْرَحَ عَلَيْهِ عٰكِفِيْنَ حَتّٰى يَرْجِعَ اِلَيْنَا مُوْسٰى ۝

৯২। মূসা বলিল, 'হে হারূন! তুমি যখন দেখিলে উহারা পথভ্রষ্ট হইয়াছে তখন কিসে তোমাকে নিবৃত্ত করিল—

٩٢- قَالَ يٰهٰرُوْنُ مَا مَنَعَكَ اِذْ رَاَيْتَهُمْ ضَلُّوْٓا ۙ

৯৩। 'আমার অনুসরণ করা হইতে? তবে কি তুমি আমার আদেশ অমান্য করিলে?'

٩٣- اَلَّا تَتَّبِعَنِ ۭ اَفَعَصَيْتَ اَمْرِيْ ۝

৯৪। হারূন বলিল, 'হে আমার সহোদর! আমার শ্মশ্রু ও কেশ[১০৫০] ধরিও না। আমি আশংকা করিয়াছিলাম যে, তুমি বলিবে, 'তুমি বনী ইসরাঈলদের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টি করিয়াছ ও তুমি আমার বাক্য পালনে যত্নবান হও নাই।'

٩٤- قَالَ يَبْنَؤُمَّ لَا تَاْخُذْ بِلِحْيَتِيْ وَلَا بِرَاْسِيْ ۚ اِنِّيْ خَشِيْتُ اَنْ تَقُوْلَ فَرَّقْتَ بَيْنَ بَنِيْٓ اِسْرَآءِيْلَ وَلَمْ تَرْقُبْ قَوْلِيْ ۝

৯৫। মূসা বলিল, 'হে সামিরী! তোমার ব্যাপার কী?'

٩٥- قَالَ فَمَا خَطْبُكَ يٰسَامِرِيُّ ۝

১০৪৯। এ স্থলে 'ইহা' দ্বারা গো-বৎস বুঝাইতেছে।
১০৫০। এখানে راس দ্বারা মাথার চুল বুঝাইতেছে।-জালালায়ন, বায়দাবী

Contents

٩٦- قَالَ بَصُرْتُ بِمَا لَمْ يَبْصُرُوا بِهٖ فَقَبَضْتُ قَبْضَةً مِّنْ اَثَرِ الرَّسُوْلِ فَنَبَذْتُهَا وَكَذٰلِكَ سَوَّلَتْ لِىْ نَفْسِىْ ○

৯৬। সে বলিল, 'আমি দেখিয়াছিলাম যাহা উহারা দেখে নাই, অতঃপর আমি সেই দূতের[১০৫১] পদচিহ্ন হইতে একমুষ্টি[১০৫২] লইয়াছিলাম এবং আমি উহা নিক্ষেপ করিয়াছিলাম; আমার মন আমার জন্য শোভন করিয়াছিল এইরূপ করা।'

٩٧- قَالَ فَاذْهَبْ فَاِنَّ لَكَ فِى الْحَيٰوةِ اَنْ تَقُوْلَ لَا مِسَاسَ ۖ وَاِنَّ لَكَ مَوْعِدًا لَّنْ تُخْلَفَهٗ ۚ وَانْظُرْ اِلٰٓى اِلٰهِكَ الَّذِىْ ظَلْتَ عَلَيْهِ عَاكِفًا ۖ لَنُحَرِّقَنَّهٗ ثُمَّ لَنَنْسِفَنَّهٗ فِى الْيَمِّ نَسْفًا ○

৯৭। মূসা বলিল, 'দূর হও; তোমার জীবদ্দশায় তোমার জন্য ইহাই রহিল যে, তুমি বলিবে, 'আমি অস্পৃশ্য' এবং তোমার জন্য রহিল এক নির্দিষ্ট কাল, তোমার বেলায় যাহার ব্যতিক্রম হইবে না এবং তুমি তোমার সেই ইলাহের প্রতি লক্ষ্য কর যাহার পূজায় তুমি রত ছিলে; আমরা উহাকে জ্বালাইয়া দিবই, অতঃপর উহাকে বিক্ষিপ্ত করিয়া সাগরে নিক্ষেপ করিবই।'

٩٨- اِنَّمَآ اِلٰهُكُمُ اللّٰهُ الَّذِىْ لَآ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ ۖ وَسِعَ كُلَّ شَىْءٍ عِلْمًا ○

৯৮। তোমাদের ইলাহ্ তো কেবল আল্লাহ্ই যিনি ব্যতীত অন্য কোন ইলাহ্ নাই, তাঁহার জ্ঞান সর্ববিষয়ে ব্যাপ্ত।

٩٩- كَذٰلِكَ نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ اَنْۢبَآءِ مَا قَدْ سَبَقَ ۚ وَقَدْ اٰتَيْنٰكَ مِنْ لَّدُنَّا ذِكْرًا ۖ○

৯৯। পূর্বে যাহা ঘটিয়াছে তাহার সংবাদ আমি এইভাবে তোমার নিকট বিবৃত করি এবং আমি আমার নিকট হইতে তোমাকে দান করিয়াছি উপদেশ[১০৫৩],

١٠٠- مَنْ اَعْرَضَ عَنْهُ فَاِنَّهٗ يَحْمِلُ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ وِزْرًا ۙ○

১০০। ইহা হইতে যে বিমুখ হইবে সে কিয়ামতের দিনে মহাভার[১০৫৪] বহন করিবে।

١٠١- خٰلِدِيْنَ فِيْهِ ۖ وَسَآءَ لَهُمْ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ حِمْلًا ۙ○

১০১। উহাতে উহারা স্থায়ী হইবে এবং কিয়ামতের দিন এই বোঝা উহাদের জন্য হইবে কত মন্দ!

১০৫১। এ স্থলে الرسول দ্বারা জিবরাঈলকে বুঝাইতেছে।-কাশ্‌শাফ, জালালায়ন
১০৫২। অর্থাৎ এক মুষ্টি ধূলা লইয়াছিলাম।-জালালায়ন, কাশ্‌শাফ
১০৫৩। ذكر অর্থ উপদেশ, ভিন্নমতে এ স্থলে কুরআন।-কাশ্‌শাফ, কুরতুবী ইত্যাদি
১০৫৪। وزر শব্দটির অর্থ 'ভার', এ স্থলে ইহার অর্থ 'মহাপাপভার'।-জালালায়ন, কুরতুবী

١٠٢- يَّوْمَ يُنْفَخُ فِي الصُّوْرِ وَنَحْشُرُ الْمُجْرِمِيْنَ يَوْمَئِذٍ زُرْقًا ۝

১০২। যেদিন শিংগায় ফুৎকার দেওয়া হইবে এবং যেই দিন আমি অপরাধীদিগকে দৃষ্টিহীন[১০৫৫] অবস্থায় সমবেত করিব।

١٠٣- يَّتَخَافَتُوْنَ بَيْنَهُمْ اِنْ لَّبِثْتُمْ اِلَّا عَشْرًا ۝

১০৩। সেই দিন উহারা নিজেদের মধ্যে চুপি চুপি বলাবলি করিবে, 'তোমরা মাত্র দশ দিন[১০৫৬] অবস্থান করিয়াছিলে।'

١٠٤- نَحْنُ اَعْلَمُ بِمَا يَقُوْلُوْنَ اِذْ يَقُوْلُ اَمْثَلُهُمْ طَرِيْقَةً اِنْ لَّبِثْتُمْ اِلَّا يَوْمًا ۝ ع

১০৪। আমি ভাল জানি উহারা কি বলিবে, উহাদের মধ্যে যে অপেক্ষাকৃত সৎপথে[১০৫৭] ছিল সে বলিবে, 'তোমরা মাত্র একদিন অবস্থান করিয়াছিলে।'

[৬]

١٠٥- وَيَسْـَٔلُوْنَكَ عَنِ الْجِبَالِ فَقُلْ يَنْسِفُهَا رَبِّيْ نَسْفًا ۝

১০৫। উহারা তোমাকে পর্বতসমূহ সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করে। বল, 'আমার প্রতিপালক উহাদিগকে সমূলে উৎপাটন করিয়া বিক্ষিপ্ত করিয়া দিবেন।

١٠٦- فَيَذَرُهَا قَاعًا صَفْصَفًا ۝

১০৬। 'অতঃপর তিনি উহাকে[১০৫৮] পরিণত করিবেন মসৃণ সমতল ময়দানে,

١٠٧- لَّا تَرٰى فِيْهَا عِوَجًا وَّلَآ اَمْتًا ۝

১০৭। 'যাহাতে তুমি বক্রতা ও উচ্চতা দেখিবে না।'

١٠٨- يَوْمَئِذٍ يَّتَّبِعُوْنَ الدَّاعِيَ لَا عِوَجَ لَهٗ ۚ وَخَشَعَتِ الْاَصْوَاتُ لِلرَّحْمٰنِ فَلَا تَسْمَعُ اِلَّا هَمْسًا ۝

১০৮। সেই দিন উহারা আহ্বানকারীর[১০৫৯] অনুসরণ করিবে, এই ব্যাপারে এদিক ওদিক করিতে পারিবে না। দয়াময়ের সম্মুখে সকল শব্দ স্তব্ধ হইয়া যাইবে; সুতরাং মৃদু পদধ্বনি ব্যতীত তুমি কিছুই শুনিবে না।

١٠٩- يَوْمَئِذٍ لَّا تَنْفَعُ الشَّفَاعَةُ اِلَّا مَنْ اَذِنَ لَهُ الرَّحْمٰنُ وَرَضِيَ لَهٗ قَوْلًا ۝

১০৯। দয়াময় যাহাকে অনুমতি দিবেন ও যাহার কথা তিনি পসন্দ করিবেন সে ব্যতীত কাহারও সুপারিশ সেই দিন কোন কাজে আসিবে না।

১০৫৫। زرقا শব্দের অর্থ নীলচক্ষু বিশিষ্ট, ইহা একটি বাগধারা যাহার অর্থ 'ভয়ে দৃষ্টিহীন হইয়া যাওয়া'।-কাশ্‌শাফ, কুরতুবী

১০৫৬। পৃথিবীতে।

১০৫৭। ভিন্নমতে ইহার অর্থ 'ইহাদের মধ্যে যে বুদ্ধিমত্তায় অপেক্ষাকৃত উন্নত'।

১০৫৮। এ স্থলে ها সর্বনাম দ্বারা 'ভূমি' বুঝাইতেছে।-কুরতুবী, কাশ্‌শাফ

১০৫৯। অর্থাৎ ফিরিশ্‌তার, কারণ ফিরিশ্‌তাগণ আহ্বান করিবেন।

১১০। তাহাদের সম্মুখে ও পশ্চাতে যাহা কিছু আছে তাহা তিনি অবগত, কিন্তু উহারা জ্ঞান দ্বারা তাঁহাকে আয়ত্ত করিতে পারে না।[১০৬০]

١١٠- يَعْلَمُ مَا بَيْنَ اَيْدِيْهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَلَا يُحِيْطُوْنَ بِهٖ عِلْمًا ○

১১১। চিরঞ্জীব, সর্বসত্তার ধারকের নিকট সকলেই হইবে অধোবদন এবং সে-ই ব্যর্থ হইবে, যে যুলুমের ভার বহন করিবে।

١١١- وَعَنَتِ الْوُجُوْهُ لِلْحَيِّ الْقَيُّوْمِ ۖ وَقَدْ خَابَ مَنْ حَمَلَ ظُلْمًا ○

১১২। এবং যে সৎকর্ম করে মু'মিন হইয়া, তাহার কোন আশংকা নাই অবিচারের এবং অন্য কোন ক্ষতির।

١١٢- وَمَنْ يَّعْمَلْ مِنَ الصّٰلِحٰتِ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَا يَخٰفُ ظُلْمًا وَّلَا هَضْمًا ○

১১৩। এইরূপেই আমি কুরআনকে অবতীর্ণ করিয়াছি আরবী ভাষায় এবং উহাতে বিশদভাবে বিবৃত করিয়াছি সতর্কবাণী যাহাতে উহারা ভয় করে অথবা ইহা হয় উহাদের জন্য উপদেশ।

١١٣- وَكَذٰلِكَ اَنْزَلْنٰهُ قُرْاٰنًا عَرَبِيًّا وَّصَرَّفْنَا فِيْهِ مِنَ الْوَعِيْدِ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُوْنَ اَوْ يُحْدِثُ لَهُمْ ذِكْرًا ○

১১৪। আল্লাহ্ অতি মহান, প্রকৃত অধিপতি। তোমার প্রতি আল্লাহ্র ওহী সম্পূর্ণ হইবার পূর্বে কুরআন পাঠে তুমি ত্বরা করিও না এবং বল, 'হে আমার প্রতিপালক! আমাকে জ্ঞানে সমৃদ্ধ কর।'

١١٤- فَتَعٰلَى اللّٰهُ الْمَلِكُ الْحَقُّ ۚ وَلَا تَعْجَلْ بِالْقُرْاٰنِ مِنْ قَبْلِ اَنْ يُّقْضٰۤى اِلَيْكَ وَحْيُهٗ ۫ وَقُلْ رَّبِّ زِدْنِيْ عِلْمًا ○

১১৫। আমি তো ইতিপূর্বে আদমের প্রতি নির্দেশ[১০৬১] দান করিয়াছিলাম, কিন্তু সে ভুলিয়া গিয়াছিল; আমি তাহাকে সংকল্পে দৃঢ় পাই নাই।

١١٥- وَلَقَدْ عَهِدْنَاۤ اِلٰۤى اٰدَمَ مِنْ قَبْلُ فَنَسِيَ وَلَمْ نَجِدْ لَهٗ عَزْمًا ○ ع

[৭]

১১৬। স্মরণ কর, যখন ফিরিশ্তাগণকে বলিলাম, 'আদমের প্রতি সিজ্দা কর,' তখন ইবলীস ব্যতীত সকলেই সিজ্দা করিল; সে অমান্য করিল।

١١٦- وَ اِذْ قُلْنَا لِلْمَلٰۤئِكَةِ اسْجُدُوْا لِاٰدَمَ فَسَجَدُوْۤا اِلَّاۤ اِبْلِيْسَ ۭ اَبٰى ○

১০৬০। অগ্র-পশ্চাতে যাহা আছে উহার জ্ঞানকে অথবা আল্লাহ্র জ্ঞানকে।
১০৬১। দ্র. ২ ঃ ৩৫ আয়াত।

١١٧- فَقُلْنَا يٰٓاٰدَمُ اِنَّ هٰذَا عَدُوٌّ لَّكَ وَلِزَوْجِكَ فَلَا يُخْرِجَنَّكُمَا مِنَ الْجَنَّةِ فَتَشْقٰى ○

১১৭। অতঃপর আমি বলিলাম, 'হে আদম! নিশ্চয়ই এ তোমার ও তোমার স্ত্রীর শত্রু, সুতরাং সে যেন কিছুতেই তোমাদিগকে জান্নাত হইতে বাহির করিয়া না দেয়, দিলে তোমরা দুঃখ-কষ্ট পাইবে।

١١٨- اِنَّ لَكَ اَلَّا تَجُوْعَ فِيْهَا وَلَا تَعْرٰى ○

১১৮। 'তোমার জন্য ইহাই রহিল যে, তুমি জান্নাতে ক্ষুধার্তও হইবে না ও নগ্নও হইবে না;

١١٩- وَاَنَّكَ لَا تَظْمَؤُا فِيْهَا وَلَا تَضْحٰى ○

১১৯। এবং সেথায় পিপাসার্ত হইবে না এবং রৌদ্র-ক্লিষ্টও হইবে না।'

١٢٠- فَوَسْوَسَ اِلَيْهِ الشَّيْطٰنُ قَالَ يٰٓاٰدَمُ هَلْ اَدُلُّكَ عَلٰى شَجَرَةِ الْخُلْدِ وَمُلْكٍ لَّا يَبْلٰى ○

১২০। অতঃপর শয়তান তাহাকে কুমন্ত্রণা দিল; সে বলিল, 'হে আদম! আমি কি তোমাকে বলিয়া দিব অনন্ত জীবনপ্রদ বৃক্ষের কথা ও অক্ষয় রাজ্যের কথা?'

١٢١- فَاَكَلَا مِنْهَا فَبَدَتْ لَهُمَا سَوْاٰتُهُمَا وَطَفِقَا يَخْصِفٰنِ عَلَيْهِمَا مِنْ وَّرَقِ الْجَنَّةِ وَعَصٰٓى اٰدَمُ رَبَّهٗ فَغَوٰى ○

১২১। অতঃপর তাহারা উভয়ে উহা হইতে১০৬২ ভক্ষণ করিল; তখন তাহাদের লজ্জাস্থান তাহাদের নিকট প্রকাশ হইয়া পড়িল এবং তাহারা জান্নাতের বৃক্ষপত্র দ্বারা নিজদিগকে আবৃত করিতে লাগিল। আদম তাহার প্রতিপালকের হুকুম অমান্য করিল, ফলে সে ভ্রমে পতিত হইল।

١٢٢- ثُمَّ اجْتَبٰهُ رَبُّهٗ فَتَابَ عَلَيْهِ وَهَدٰى ○

১২২। ইহার পর তাহার প্রতিপালক তাহাকে মনোনীত করিলেন, তাহার তওবা কবুল করিলেন ও তাহাকে পথনির্দেশ করিলেন।

١٢٣- قَالَ اهْبِطَا مِنْهَا جَمِيْعًا

১২৩। তিনি বলিলেন, 'তোমরা উভয়ে১০৬৩ একইসংগে জান্নাত হইতে নামিয়া যাও।

১০৬২। অর্থাৎ উহার ফল।
১০৬৩। উভয়ে অর্থাৎ আদম (আ) ও শয়তান।

Contents

بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ ۚ فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى ۙ فَمَنِ اتَّبَعَ هُدَايَ فَلَا يَضِلُّ وَلَا يَشْقَىٰ ○

তোমরা পরস্পর পরস্পরের শত্রু। পরে আমার পক্ষ হইতে তোমাদের নিকট সৎপথের নির্দেশ আসিলে যে আমার পথ অনুসরণ করিবে সে বিপথগামী হইবে না ও দুঃখ-কষ্ট পাইবে না।

١٢٤- وَمَنْ أَعْرَضَ عَن ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَىٰ ○

১২৪। 'যে আমার স্মরণে বিমুখ থাকিবে, অবশ্য তাহার জীবন-যাপন হইবে সংকুচিত এবং আমি তাহাকে কিয়ামতের দিন উত্থিত করিব অন্ধ[১০৬৪] অবস্থায়।'

١٢٥- قَالَ رَبِّ لِمَ حَشَرْتَنِي أَعْمَىٰ وَقَدْ كُنتُ بَصِيرًا ○

১২৫। সে বলিবে, 'হে আমার প্রতিপালক! কেন আমাকে অন্ধ অবস্থায় উত্থিত করিলে? আমি তো ছিলাম চক্ষুষ্মান।'

١٢٦- قَالَ كَذَٰلِكَ أَتَتْكَ آيَاتُنَا فَنَسِيتَهَا ۖ وَكَذَٰلِكَ الْيَوْمَ تُنسَىٰ ○

১২৬। তিনি বলিবেন, 'এইরূপই আমার নিদর্শনাবলী তোমার নিকট আসিয়াছিল, কিন্তু তুমি উহা ভুলিয়া গিয়াছিলে[১০৬৫] এবং সেইভাবে আজ তুমিও বিস্মৃত হইলে।'

١٢٧- وَكَذَٰلِكَ نَجْزِي مَنْ أَسْرَفَ وَلَمْ يُؤْمِن بِآيَاتِ رَبِّهِ ۚ وَلَعَذَابُ الْآخِرَةِ أَشَدُّ وَأَبْقَىٰ ○

১২৭। এবং এইভাবেই আমি প্রতিফল দেই তাহাকে, যে বাড়াবাড়ি করে ও তাহার প্রতিপালকের নিদর্শনে বিশ্বাস স্থাপন করে না। পরকালের শাস্তি তো অবশ্যই কঠিনতর ও অধিক স্থায়ী।

١٢٨- أَفَلَمْ يَهْدِ لَهُمْ كَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُم مِّنَ الْقُرُونِ يَمْشُونَ فِي مَسَاكِنِهِمْ ۗ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَاتٍ لِّأُولِي النُّهَىٰ ○

১২৮। ইহাও কি তাহাদিগকে সৎপথ দেখাইল না যে, আমি ইহাদের পূর্বে ধ্বংস করিয়াছি[১০৬৬] কত মানবগোষ্ঠী যাহাদের বাসভূমিতে ইহারা বিচরণ করিয়া থাকে? অবশ্যই ইহাতে বিবেকসম্পন্নদের জন্য আছে নিদর্শন।

১০৬৪। কিয়ামতে প্রথম পর্যায়ে অন্ধ অবস্থায় উত্থিত করা হইবে, পরে দৃষ্টি ফিরাইয়া দেওয়া হইবে।
১০৬৫। অর্থাৎ তুমি বর্জন করিয়াছিলে। দ্র. ১৭ ঃ ৭২।
১০৬৬। মানুষ কর্মদোষে পূর্বেও ধ্বংস হইয়াছে। তাহারা ইহা জানিয়াও শিক্ষা গ্রহণ করিতেছে না।

[৮]

১২৯। তোমার প্রতিপালকের পূর্ব সিদ্ধান্ত ও একটা কাল নির্ধারিত না থাকিলে অবশ্যম্ভাবী হইত আশু শাস্তি।

١٢٩- وَلَوْلَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِنْ رَّبِّكَ لَكَانَ لِزَامًا وَّ اَجَلٌ مُّسَمًّى ۞

১৩০। সুতরাং উহারা যাহা বলে, সে বিষয়ে তুমি ধৈর্য ধারণ কর এবং সূর্যোদয়ের পূর্বে ও সূর্যাস্তের পূর্বে তোমার প্রতিপালকের সপ্রশংস পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা কর এবং রাত্রিকালে পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা কর, এবং দিবসের প্রান্তসমূহেও[১০৬৭] যাহাতে তুমি সন্তুষ্ট হইতে পার।

١٣٠- فَاصْبِرْ عَلٰى مَا يَقُوْلُوْنَ وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ قَبْلَ طُلُوْعِ الشَّمْسِ وَقَبْلَ غُرُوْبِهَا ۚ وَمِنْ اٰنَآئِ الَّيْلِ فَسَبِّحْ وَاَطْرَافَ النَّهَارِ لَعَلَّكَ تَرْضٰى ۞

১৩১। তুমি তোমার চক্ষুদ্বয় কখনও প্রসারিত করিও না[১০৬৮] উহার প্রতি, যাহা আমি তাহাদের বিভিন্ন শ্রেণীকে পার্থিব জীবনের সৌন্দর্যস্বরূপ উপভোগের উপকরণ হিসাবে দিয়াছি, তদ্দ্বারা তাহাদিগকে পরীক্ষা করিবার জন্য। তোমার প্রতিপালক প্রদত্ত জীবনোপকরণ উৎকৃষ্ট ও অধিক স্থায়ী।

١٣١- وَلَا تَمُدَّنَّ عَيْنَيْكَ اِلٰى مَا مَتَّعْنَا بِهٖۤ اَزْوَاجًا مِّنْهُمْ زَهْرَةَ الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا ۙ لِنَفْتِنَهُمْ فِيْهِ ؕ وَرِزْقُ رَبِّكَ خَيْرٌ وَّاَبْقٰى ۞

১৩২। এবং তোমার পরিবারবর্গকে সালাতের আদেশ দাও ও উহাতে অবিচলিত থাক, আমি তোমার নিকট কোন জীবনোপকরণ চাহি না; আমিই তোমাকে জীবনোপকরণ দেই এবং শুভ পরিণাম তো মুত্তাকীদের জন্য।

١٣٢- وَاْمُرْ اَهْلَكَ بِالصَّلٰوةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا ؕ لَا نَسْـَٔلُكَ رِزْقًا ؕ نَحْنُ نَرْزُقُكَ ؕ وَالْعَاقِبَةُ لِلتَّقْوٰى ۞

১৩৩। উহারা বলে, 'সে তাহার প্রতিপালকের নিকট হইতে আমাদের নিকট কোন নিদর্শন আনয়ন করে না কেন?' উহাদের নিকট কি আসে নাই সুস্পষ্ট প্রমাণ যাহা আছে পূর্ববর্তী গ্রন্থসমূহে?

١٣٣- وَقَالُوْا لَوْلَا يَاْتِيْنَا بِاٰيَةٍ مِّنْ رَّبِّهٖ ؕ اَوَلَمْ تَاْتِهِمْ بَيِّنَةُ مَا فِى الصُّحُفِ الْاُوْلٰى ۞

১০৬৭। সূর্যোদয়ের পূর্বে ফজর, সূর্যাস্তের পূর্বে 'আসর, রাত্রিকালে মাগরিব ও 'ইশা এবং দিবসের প্রান্তে অর্থাৎ সূর্য পশ্চিমে হেলিয়া যাওয়ার পরে জুহর এই পাঁচ ওয়াক্ত সালাতের বিবরণ এখানে দেওয়া হইয়াছে।

১০৬৮। ১৫ ঃ ৮৮ আয়াতের টীকা দ্র.।

Contents

১৩৪। যদি আমি উহাদিগকে ইতিপূর্বে শাস্তি দ্বারা ধ্বংস করিতাম তবে উহারা বলিত, 'হে আমাদের প্রতিপালক! তুমি আমাদের নিকট একজন রাসূল প্রেরণ করিলে না কেন? করিলে আমরা লাঞ্ছিত ও অপমানিত হইবার পূর্বে তোমার নিদর্শন মানিয়া চলিতাম।'

١٣٤-وَلَوْ اَنَّآ اَهْلَكْنٰهُمْ بِعَذَابٍ مِّنْ قَبْلِهٖ لَقَالُوْا رَبَّنَا لَوْلَآ اَرْسَلْتَ اِلَيْنَا رَسُوْلًا فَنَتَّبِعَ اٰيٰتِكَ مِنْ قَبْلِ اَنْ نَّذِلَّ وَنَخْزٰى ○

১৩৫। বল, 'প্রত্যেকেই প্রতীক্ষা করিতেছে, সুতরাং তোমরাও প্রতীক্ষা কর। অতঃপর তোমরা জানিতে পারিবে কাহারা রহিয়াছে সরল পথে এবং কাহারা সৎপথ অবলম্বন করিয়াছে।'

١٣٥-قُلْ كُلٌّ مُّتَرَبِّصٌ فَتَرَبَّصُوْا ۚ فَسَتَعْلَمُوْنَ مَنْ اَصْحٰبُ الصِّرَاطِ السَّوِيِّ وَمَنِ اهْتَدٰى ○ ع

সপ্তদশ পারা

২১-সূরা আম্বিয়া'

১১২ আয়াত, ৭ রুকূ', মক্কী

।। দয়াময়, পরম দয়ালু আল্লাহ্‌র নামে ।।

١- اِقْتَرَبَ لِلنَّاسِ حِسَابُهُمْ وَهُمْ فِيْ غَفْلَةٍ مُّعْرِضُوْنَ ۟

১। মানুষের হিসাব-নিকাশের সময় আসন্ন, কিন্তু উহারা উদাসীনতায় মুখ ফিরাইয়া রহিয়াছে।

٢- مَا يَاْتِيْهِمْ مِّنْ ذِكْرٍ مِّنْ رَّبِّهِمْ مُّحْدَثٍ اِلَّا اسْتَمَعُوْهُ وَهُمْ يَلْعَبُوْنَ ۟ۙ

২। যখনই উহাদের নিকট উহাদের প্রতিপালকের কোন নূতন উপদেশ আসে উহারা উহা শ্রবণ করে কৌতুকচ্ছলে,

٣- لَاهِيَةً قُلُوْبُهُمْ ۭ وَاَسَرُّوا النَّجْوَى ڰ الَّذِيْنَ ظَلَمُوْا ڰ هَلْ هٰذَاۤ اِلَّا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ ۚ اَفَتَاْتُوْنَ السِّحْرَ وَاَنْتُمْ تُبْصِرُوْنَ ۟

৩। উহাদের অন্তর থাকে অমনোযোগী। যাহারা যালিম তাহারা গোপনে পরামর্শ করে, 'এ তো তোমাদের মতো একজন মানুষই, তবুও কি তোমরা দেখিয়া শুনিয়া জাদুর কবলে পড়িবে?'

٤- قٰلَ رَبِّيْ يَعْلَمُ الْقَوْلَ فِي السَّمَاۤءِ وَالْاَرْضِ ۡ وَهُوَ السَّمِيْعُ الْعَلِيْمُ ۟

৪। সে[১০৬৯] বলিল, 'আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীর সমস্ত কথাই আমার প্রতিপালক অবগত আছেন এবং তিনিই সর্বশ্রোতা, সর্বজ্ঞ।'

٥- بَلْ قَالُوْۤا اَضْغَاثُ اَحْلَامٍۭ بَلِ افْتَرٰىهُ بَلْ هُوَ شَاعِرٌ ښ فَلْيَاْتِنَا بِاٰيَةٍ كَمَاۤ اُرْسِلَ الْاَوَّلُوْنَ ۟

৫। উহারা ইহাও বলে, 'এই সমস্ত অলীক কল্পনা, হয় সে উহা উদ্ভাবন করিয়াছে, না হয় সে একজন কবি। অতএব সে আনয়ন করুক আমাদের নিকট এক নিদর্শন যেরূপ নিদর্শনসহ প্রেরিত হইয়াছিল পূর্ববর্তিগণ।'

٦- مَاۤ اٰمَنَتْ قَبْلَهُمْ مِّنْ قَرْيَةٍ اَهْلَكْنٰهَا ۚ اَفَهُمْ يُؤْمِنُوْنَ ۟

৬। ইহাদের পূর্বে যেসব জনপদ আমি ধ্বংস করিয়াছি উহার অধিবাসীরা ঈমান আনে নাই; তবে কি ইহারা ঈমান আনিবে?

১০৬৯। অর্থাৎ রাসূল।

٧ - وَمَآ اَرْسَلْنَا قَبْلَكَ اِلَّا رِجَالًا نُّوْحِيْٓ اِلَيْهِمْ فَسْئَلُوْٓا اَهْلَ الذِّكْرِ اِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُوْنَ ○

৭। তোমার পূর্বে আমি ওহীসহ মানুষই পাঠাইয়াছিলাম; তোমরা যদি না জান তবে জ্ঞানীদিগকে১০৭০ জিজ্ঞাসা কর।

٨ - وَمَا جَعَلْنٰهُمْ جَسَدًا لَّا يَاْكُلُوْنَ الطَّعَامَ وَمَا كَانُوْا خٰلِدِيْنَ ○

৮। এবং আমি তাহাদিগকে এমন দেহবিশিষ্ট করি নাই যে, তাহারা আহার্য গ্রহণ করিত না; তাহারা চিরস্থায়ীও ছিল না।

٩ - ثُمَّ صَدَقْنٰهُمُ الْوَعْدَ فَاَنْجَيْنٰهُمْ وَمَنْ نَّشَآءُ وَاَهْلَكْنَا الْمُسْرِفِيْنَ ○

৯। অতঃপর আমি তাহাদের প্রতি আমার প্রতিশ্রুতি পূর্ণ করিলাম,—যথা, আমি উহাদিগকে ও যাহাদিগকে ইচ্ছা রক্ষা করিয়াছিলাম এবং যালিমদিগকে করিয়াছিলাম ধ্বংস।

١٠ - لَقَدْ اَنْزَلْنَآ اِلَيْكُمْ كِتٰبًا فِيْهِ ذِكْرُكُمْ ۗ اَفَلَا تَعْقِلُوْنَ ○ ع ١

১০। আমি তো তোমাদের প্রতি অবতীর্ণ করিয়াছি কিতাব যাহাতে আছে তোমাদের জন্য উপদেশ, তবুও কি তোমরা বুঝিবে না?

[২]

١١ - وَكَمْ قَصَمْنَا مِنْ قَرْيَةٍ كَانَتْ ظَالِمَةً وَّاَنْشَاْنَا بَعْدَهَا قَوْمًا اٰخَرِيْنَ ○

১১। আমি ধ্বংস করিয়াছি কত জনপদ, যাহার অধিবাসীরা ছিল যালিম এবং তাহাদের পরে সৃষ্টি করিয়াছি অপর জাতি।

١٢ - فَلَمَّآ اَحَسُّوْا بَاْسَنَآ اِذَا هُمْ مِّنْهَا يَرْكُضُوْنَ ○

১২। অতঃপর যখন উহারা আমার শাস্তি প্রত্যক্ষ করিল তখনই উহারা জনপদ হইতে পলায়ন করিতে লাগিল।

١٣ - لَا تَرْكُضُوْا وَارْجِعُوْٓا اِلٰى مَآ اُتْرِفْتُمْ فِيْهِ وَمَسٰكِنِكُمْ لَعَلَّكُمْ تُسْئَلُوْنَ ○

১৩। উহাদিগকে বলা হইয়াছিল১০৭১, 'পলায়ন করিও না এবং ফিরিয়া আইস তোমাদের ভোগ-সম্ভারের নিকট১০৭২ ও তোমাদের আবাসগৃহে, হয়ত এ বিষয়ে তোমাদিগকে জিজ্ঞাসা করা যাইতে পারে।'

১০৭০। অর্থাৎ অবতীর্ণ কিতাব—তাওরাত, ইন্‌জীল ও কুরআনের জ্ঞান যাহাদের আছে।
১০৭১। 'উহাদিগকে বলা হইয়াছিল' কথাটি আরবীতে উহ্য আছে।-কাশ্‌শাফ, জালালায়ন ইত্যাদি
১০৭২। ফিরিশ্‌তাগণ বিদ্রূপ করিয়া ইহা বলিবেন।

١٤- قَالُوْا يٰوَيْلَنَآ اِنَّا كُنَّا ظٰلِمِيْنَ ○

১৪। উহারা বলিল, 'হায়, দুর্ভোগ আমাদের! আমরা তো ছিলাম যালিম।'

١٥- فَمَا زَالَتْ تِّلْكَ دَعْوٰىهُمْ حَتّٰى جَعَلْنٰهُمْ حَصِيْدًا خٰمِدِيْنَ ○

১৫। উহাদের এই আর্তনাদ চলিতে থাকে আমি উহাদিগকে কর্তিত শস্য ও নির্বাপিত অগ্নি সদৃশ না করা পর্যন্ত।

١٦- وَمَا خَلَقْنَا السَّمَآءَ وَالْاَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا لٰعِبِيْنَ ○

১৬। আকাশ ও পৃথিবী এবং যাহা উহাদের অন্তর্বর্তী তাহা আমি ক্রীড়াচ্ছলে সৃষ্টি করি নাই।

١٧- لَوْ اَرَدْنَآ اَنْ نَّتَّخِذَ لَهْوًا لَّاتَّخَذْنٰهُ مِنْ لَّدُنَّآ ۖ اِنْ كُنَّا فٰعِلِيْنَ ○

১৭। আমি যদি ক্রীড়ার উপকরণ চাহিতাম তবে আমি আমার নিকট যাহা আছে তাহা লইয়াই উহা করিতাম; আমি তাহা করি নাই[১০৭৩]।

١٨- بَلْ نَقْذِفُ بِالْحَقِّ عَلَى الْبَاطِلِ فَيَدْمَغُهٗ فَاِذَا هُوَ زَاهِقٌ ؕ وَلَكُمُ الْوَيْلُ مِمَّا تَصِفُوْنَ ○

১৮। কিন্তু আমি সত্য দ্বারা আঘাত হানি মিথ্যার উপর; ফলে উহা মিথ্যাকে চূর্ণ-বিচূর্ণ করিয়া দেয় এবং তৎক্ষণাৎ মিথ্যা নিশ্চিহ্ন হইয়া যায়। দুর্ভোগ তোমাদের! তোমরা যাহা বলিতেছ তাহার জন্য।

١٩- وَلَهٗ مَنْ فِى السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ ؕ وَمَنْ عِنْدَهٗ لَا يَسْتَكْبِرُوْنَ عَنْ عِبَادَتِهٖ وَلَا يَسْتَحْسِرُوْنَ ○

১৯। আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীতে যাহারা আছে তাহারা তাঁহারই; তাঁহার সান্নিধ্যে যাহারা আছে তাহারা অহঙ্কারবশে তাঁহার 'ইবাদত করা হইতে বিমুখ হয় না এবং ক্লান্তিও বোধ করে না।

٢٠- يُسَبِّحُوْنَ الَّيْلَ وَالنَّهَارَ لَا يَفْتُرُوْنَ ○

২০। তাহারা দিবা-রাত্র তাঁহার পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা করে, তাহারা শৈথিল্য করে না।

٢١- اَمِ اتَّخَذُوْٓا اٰلِهَةً مِّنَ الْاَرْضِ هُمْ يُنْشِرُوْنَ ○

২১। উহারা মৃত্তিকা হইতে তৈরি যেসব দেবতা গ্রহণ করিয়াছে সেইগুলি কি মৃতকে জীবিত করিতে সক্ষম?

১০৭৩। এ স্থলে إن নেতিবাচক অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে।-বায়দাবী, কুরতুবী

৩৩—

٢٢- لَوْ كَانَ فِيهِمَآ اٰلِهَةٌ اِلَّا اللّٰهُ لَفَسَدَتَا ۚ فَسُبْحٰنَ اللّٰهِ رَبِّ الْعَرْشِ عَمَّا يَصِفُوْنَ ○

২২। যদি আল্লাহ্ ব্যতীত বহু ইলাহ্ থাকিত আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীতে, তবে উভয়ই ধ্বংস হইয়া যাইত। অতএব উহারা যাহা বলে তাহা হইতে 'আরশের[১০৭৪] অধিপতি আল্লাহ্ পবিত্র, মহান।

٢٣- لَا يُسْـَٔلُ عَمَّا يَفْعَلُ وَهُمْ يُسْـَٔلُوْنَ ○

২৩। তিনি যাহা করেন সে বিষয়ে তাঁহাকে প্রশ্ন করা যাইবে না; বরং উহাদিগকেই প্রশ্ন করা হইবে।

٢٤- اَمِ اتَّخَذُوْا مِنْ دُوْنِهٖٓ اٰلِهَةً ؕ قُلْ هَاتُوْا بُرْهَانَكُمْ ۚ هٰذَا ذِكْرُ مَنْ مَّعِيَ وَذِكْرُ مَنْ قَبْلِيْ ؕ بَلْ اَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُوْنَ ۙ الْحَقَّ فَهُمْ مُّعْرِضُوْنَ ○

২৪। উহারা কি তাঁহাকে ব্যতীত বহু ইলাহ্ গ্রহণ করিয়াছে? বল, 'তোমরা তোমাদের প্রমাণ উপস্থিত কর। ইহাই, আমার সঙ্গে যাহারা আছে তাহাদের জন্য উপদেশ এবং ইহাই উপদেশ ছিল আমার পূর্ববর্তীদের জন্য।' কিন্তু উহাদের অধিকাংশই প্রকৃত সত্য জানে না, ফলে উহারা মুখ ফিরাইয়া লয়।

٢٥- وَمَآ اَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَّسُوْلٍ اِلَّا نُوْحِيْٓ اِلَيْهِ اَنَّهٗ لَآ اِلٰهَ اِلَّآ اَنَا فَاعْبُدُوْنِ ○

২৫। আমি তোমার পূর্বে এমন কোন রাসূল প্রেরণ করি নাই তাহার প্রতি এই ওহী ব্যতীত যে, 'আমি ব্যতীত অন্য কোন ইলাহ্ নাই; সুতরাং আমারই 'ইবাদত কর।'

٢٦- وَقَالُوا اتَّخَذَ الرَّحْمٰنُ وَلَدًا سُبْحٰنَهٗ ؕ بَلْ عِبَادٌ مُّكْرَمُوْنَ ۙ

২৬। উহারা বলে, 'দয়াময় আল্লাহ্ সন্তান গ্রহণ করিয়াছেন।' তিনি পবিত্র, মহান! তাহারা[১০৭৫] তো তাঁহার সম্মানিত বান্দা।

٢٧- لَا يَسْبِقُوْنَهٗ بِالْقَوْلِ وَهُمْ بِاَمْرِهٖ يَعْمَلُوْنَ ○

২৭। তাহারা আগে বাড়িয়া কথা বলে না; তাহারা তো তাঁহার আদেশ অনুসারেই কাজ করিয়া থাকে।

٢٨- يَعْلَمُ مَا بَيْنَ اَيْدِيْهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ

২৮। তাহাদের সম্মুখে ও পশ্চাতে যাহা কিছু আছে তাহা তিনি অবগত। তাহারা

১০৭৪। ৭ ঃ ৫৪ আয়াতের টীকা দ্র.।

১০৭৫। এ স্থলে هم সর্বনাম উহ্য আছে এবং ইহা, যাহাদিগকে আল্লাহ্‌র সন্তান বলা হইত, তাহাদের পরিবর্তে ব্যবহৃত হইয়াছে।-জালালায়ন, কুরতুবী

وَلَا يَشْفَعُوْنَ ۙ اِلَّا لِمَنِ ارْتَضٰى وَهُمْ مِّنْ خَشْيَتِهٖ مُشْفِقُوْنَ ○

সুপারিশ করে শুধু উহাদের জন্য যাহাদের প্রতি তিনি সন্তুষ্ট এবং তাহারা তাঁহার ভয়ে ভীত-সন্ত্রস্ত।

٢٩- وَمَنْ يَّقُلْ مِنْهُمْ اِنِّيْۤ اِلٰهٌ مِّنْ دُوْنِهٖ فَذٰلِكَ نَجْزِيْهِ جَهَنَّمَ ط كَذٰلِكَ نَجْزِي الظّٰلِمِيْنَ ○

২৯। তাহাদের মধ্যে যে বলিবে, 'আমিই ইলাহ্ তিনি ব্যতীত,' তাহাকে আমি প্রতিফল দিব জাহান্নাম; এইভাবেই আমি যালিমদিগকে শাস্তি দিয়া থাকি।

[৩]

٣٠- اَوَلَمْ يَرَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْۤا اَنَّ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ كَانَتَا رَتْقًا فَفَتَقْنٰهُمَا ط وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَآءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ ط اَفَلَا يُؤْمِنُوْنَ ○

৩০। যাহারা কুফরী করে তাহারা কি ভাবিয়া দেখে না যে, আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবী মিশিয়া ছিল ওতপ্রোতভাবে[১০৭৬], অতঃপর আমি উভয়কে পৃথক করিয়া দিলাম; এবং প্রাণবান সমস্ত কিছু সৃষ্টি করিলাম পানি হইতে[১০৭৭]; তবুও কি উহারা ঈমান আনিবে না?

٣١- وَجَعَلْنَا فِي الْاَرْضِ رَوَاسِيَ اَنْ تَمِيْدَ بِهِمْ ص وَجَعَلْنَا فِيْهَا فِجَاجًا سُبُلًا لَّعَلَّهُمْ يَهْتَدُوْنَ ○

৩১। এবং আমি পৃথিবীতে সৃষ্টি করিয়াছি সুদৃঢ় পর্বত, যাহাতে পৃথিবী উহাদিগকে লইয়া এদিক-ওদিক ঢলিয়া না যায়[১০৭৮] এবং আমি উহাতে করিয়া দিয়াছি প্রশস্ত পথ, যাহাতে উহারা গন্তব্যস্থলে পৌঁছিতে পারে।

٣٢- وَجَعَلْنَا السَّمَآءَ سَقْفًا مَّحْفُوْظًا ج وَّهُمْ عَنْ اٰيٰتِهَا مُعْرِضُوْنَ ○

৩২। এবং আকাশকে করিয়াছি সুরক্ষিত ছাদ; কিন্তু উহারা আকাশস্থিত নিদর্শনাবলী হইতে মুখ ফিরাইয়া লয়।

১০৭৬। আধুনিক জ্যোতির্বিজ্ঞানীদের মতে, আদিতে আকাশ, নক্ষত্র, সূর্য, পৃথিবী ইত্যাদির পৃথক পৃথক সত্তা ছিল না। তখন মহাবিশ্ব ছিল অসংখ্য গ্যাসীয় কণার সমষ্টি, যাহাকে বলা হয় নীহারিকা। এই নীহারিকা পরবর্তীতে বহু খণ্ডে বিভক্ত হইয়া পড়ে এবং এইসব খণ্ড ক্রমশ ঘনীভূত হইয়া নক্ষত্রপুঞ্জ, সূর্য, পৃথিবী ও অন্য গ্রহাদির সৃষ্টি হয়।

১০৭৭। জীববিজ্ঞানীদের মতে, সাগরের অভ্যন্তরে অর্থাৎ পানিতেই প্রোটোপ্লাজম্ (জীবনের আদিম মূলীভূত উপাদান) হইতেই জীবের সৃষ্টি। আবার যাবতীয় জীবদেহ কোষ দ্বারা গঠিত এবং প্রত্যেকটি কোষের অন্যতম মূল উপাদান হইতেছে পানি। ভিন্নমতে পানি অর্থ শুক্র (কুরতুবী)। ভিন্নমতে ইহার অর্থ আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবী বন্ধ ছিল, অতঃপর আমি উভয়কে খুলিয়া দিলাম, অর্থাৎ পূর্বে আকাশ হইতে বৃষ্টি হইত না ও পৃথিবীতে তরুলতা জন্মিত না। আল্লাহ্র ইচ্ছায় বৃষ্টি হইল এবং মাটি উৎপাদন ক্ষমতা লাভ করিল।-ইবন 'আব্বাস

১০৭৮। আধুনিক ভূতত্ত্ববিদ্গণ বলেন যে, পৃথিবীর অভ্যন্তরস্থ উষ্ণ গলিত পদার্থের তাপ বিকিরণের ফলে পৃথিবীর পৃষ্ঠদেশ সঙ্কুচিত হইয়া ভাঁজের সৃষ্টি হয় এবং উহার উচ্চ অংশগুলিই হইতেছে পর্বত। এই প্রক্রিয়ার দরুন ভূ-ত্বকের বিভিন্ন অংশের ওজনের সমতা রক্ষিত হয় এবং ভূ-ত্বক সুস্থিতি লাভ করে।

٣٣- وَهُوَ الَّذِيْ خَلَقَ الَّيْلَ وَالنَّهَارَ وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ ط كُلٌّ فِيْ فَلَكٍ يَّسْبَحُوْنَ ○

৩৩। আল্লাহ্ই সৃষ্টি করিয়াছেন রাত্রি ও দিবস এবং সূর্য ও চন্দ্র; প্রত্যেকেই নিজ নিজ কক্ষপথে বিচরণ করে।

٣٤- وَمَا جَعَلْنَا لِبَشَرٍ مِّنْ قَبْلِكَ الْخُلْدَ ط اَفَاۡئِنْ مِّتَّ فَهُمُ الْخٰلِدُوْنَ ○

৩৪। আমি তোমার পূর্বেও কোন মানুষকে অনন্ত জীবন[১০৭৯] দান করি নাই; সুতরাং তোমার মৃত্যু হইলে উহারা কি চিরজীবী হইয়া থাকিবে?

٣٥- كُلُّ نَفْسٍ ذَآئِقَةُ الْمَوْتِ ط وَنَبْلُوْكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً ط وَاِلَيْنَا تُرْجَعُوْنَ ○

৩৫। জীবমাত্রই মৃত্যুর স্বাদ গ্রহণ করিবে; আমি তোমাদিগকে মন্দ ও ভাল দ্বারা বিশেষভাবে পরীক্ষা করিয়া থাকি এবং আমারই নিকট তোমরা প্রত্যানীত হইবে।

٣٦- وَاِذَا رَاٰكَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْۤا اِنْ يَّتَّخِذُوْنَكَ اِلَّا هُزُوًا ط اَهٰذَا الَّذِيْ يَذْكُرُ اٰلِهَتَكُمْ ج وَهُمْ بِذِكْرِ الرَّحْمٰنِ هُمْ كٰفِرُوْنَ ○

৩৬। কাফিররা যখন তোমাকে দেখে তখন উহারা তোমাকে কেবল বিদ্রূপের পাত্ররূপেই গ্রহণ করে। উহারা বলে[১০৮০], 'এই কি সেই, যে তোমাদের দেব-দেবীগুলির সমালোচনা করে?' অথচ উহারাই তো 'রহ্‌মান'[১০৮১]-এর উল্লেখের বিরোধিতা করে।

٣٧- خُلِقَ الْاِنْسَانُ مِنْ عَجَلٍ ط سَاُورِيْكُمْ اٰيٰتِيْ فَلَا تَسْتَعْجِلُوْنِ ○

৩৭। মানুষ সৃষ্টিগতভাবে ত্বরাপ্রবণ, শীঘ্রই আমি তোমাদিগকে আমার নিদর্শনাবলী দেখাইব; সুতরাং তোমরা আমাকে ত্বরা করিতে বলিও না।

٣٨- وَيَقُوْلُوْنَ مَتٰى هٰذَا الْوَعْدُ اِنْ كُنْتُمْ صٰدِقِيْنَ ○

৩৮। এবং উহারা বলে, 'তোমরা যদি সত্যবাদী হও তবে বল এই প্রতিশ্রুতি কখন পূর্ণ হইবে?'

১০৭৯। কাফিররা বলাবলি করিত, হযরত মুহাম্মাদ (সাঃ)-এর মৃত্যুর পর তাঁহার প্রচারিত দীনও বিলুপ্ত হইয়া যাইবে। আর তিনি যদি সত্য নবী হন, তবে তাঁহার মৃত্যু হইবে না। উত্তরে বলা হয়, অনন্ত জীবন দান করি নাই, ইত্যাদি।

১০৮০। এ স্থলে 'উহারা বলে' কথাটি উহ্য আছে।

১০৮১। কাফিররা 'রহমান' শব্দের উল্লেখে আপত্তি করিত। দ্র. ১৩ ঃ ৩০ ও ২৫ ঃ ৬০ আয়াতদ্বয়।

৩৯। হায়, যদি কাফিররা সেই সময়ের কথা জানিত যখন উহারা উহাদের সম্মুখ ও পশ্চাৎ হইতে অগ্নি প্রতিরোধ করিতে পারিবে না এবং উহাদিগকে সাহায্য করাও হইবে না!

৩৯- لَوْ يَعْلَمُ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا حِيْنَ لَا يَكُفُّوْنَ عَنْ وُّجُوْهِهِمُ النَّارَ وَلَا عَنْ ظُهُوْرِهِمْ وَلَا هُمْ يُنْصَرُوْنَ ○

৪০। বস্তুত উহা উহাদের উপর আসিবে অতর্কিতভাবে এবং উহাদিগকে হতভম্ব করিয়া দিবে। ফলে উহারা উহা রোধ করিতে পারিবে না এবং উহাদিগকে অবকাশও দেওয়া হইবে না।

৪০- بَلْ تَأْتِيْهِمْ بَغْتَةً فَتَبْهَتُهُمْ فَلَا يَسْتَطِيْعُوْنَ رَدَّهَا وَلَا هُمْ يُنْظَرُوْنَ ○

৪১। তোমার পূর্বেও অনেক রাসূলকেই ঠাট্টা-বিদ্রূপ করা হইয়াছিল; পরিণামে তাহারা যাহা লইয়া ঠাট্টা-বিদ্রূপ করিত[১০৮২] তাহা বিদ্রূপকারীদিগকে পরিবেষ্টন করিয়াছিল।

৪১- وَلَقَدِ اسْتُهْزِئَ بِرُسُلٍ مِّنْ قَبْلِكَ فَحَاقَ بِالَّذِيْنَ سَخِرُوْا مِنْهُمْ مَّا كَانُوْا بِهٖ يَسْتَهْزِءُوْنَ ○

[৪]

৪২। বল, 'রহ্মান হইতে কে তোমাদিগকে রক্ষা করিবে রাত্রিতে ও দিবসে?' তবুও উহারা উহাদের প্রতিপালকের স্মরণ হইতে মুখ ফিরাইয়া লয়।

৪২- قُلْ مَنْ يَّكْلَؤُكُمْ بِالَّيْلِ وَالنَّهَارِ مِنَ الرَّحْمٰنِ ؕ بَلْ هُمْ عَنْ ذِكْرِ رَبِّهِمْ مُّعْرِضُوْنَ ○

৪৩। তবে কি আমা ব্যতীত উহাদের এমন দেব-দেবীও আছে যাহারা উহাদিগকে রক্ষা করিতে পারে? ইহারা তো নিজদিগকেই সাহায্য করিতে পারে না এবং আমার বিরুদ্ধে উহাদের সাহায্যকারীও থাকিবে না।

৪৩- اَمْ لَهُمْ اٰلِهَةٌ تَمْنَعُهُمْ مِّنْ دُوْنِنَا ؕ لَا يَسْتَطِيْعُوْنَ نَصْرَ اَنْفُسِهِمْ وَلَا هُمْ مِّنَّا يُصْحَبُوْنَ ○

৪৪। বস্তুত আমিই উহাদিগকে এবং উহাদের পিতৃ-পুরুষদিগকে ভোগ-সম্ভার দিয়াছিলাম; অধিকন্তু উহাদের আয়ুষ্কালও হইয়াছিল দীর্ঘ। উহারা কি দেখিতেছে না যে, আমি উহাদের

৪৪- بَلْ مَتَّعْنَا هٰٓؤُلَآءِ وَاٰبَآءَهُمْ حَتّٰى طَالَ عَلَيْهِمُ الْعُمُرُ ؕ اَفَلَا يَرَوْنَ اَنَّا نَاْتِى الْاَرْضَ

১০৮২। রাসূলগণ 'আযাব আসিবার ভয় দেখাইলে কাফিররা উহা লইয়া ঠাট্টা-বিদ্রূপ করিত। পরিশেষে সত্যই 'আযাব আসিল এবং উহাদিগকে পরিবেষ্টন করিয়া ফেলিল।

نَنْقُصُهَا مِنْ اَطْرَافِهَا ۭ
اَفَهُمُ الْغٰلِبُوْنَ ○

দেশকে চতুর্দিক হইতে সংকুচিত[১০৮৩] করিয়া আনিতেছি। তবুও কি উহারা বিজয়ী হইবে?

٤٥- قُلْ اِنَّمَآ اُنْذِرُكُمْ بِالْوَحْيِ ۡ
وَلَا يَسْمَعُ الصُّمُّ الدُّعَاۗءَ
اِذَا مَا يُنْذَرُوْنَ ○

৪৫। বল, 'আমি তো কেবল ওহী দ্বারাই তোমাদিগকে সতর্ক করি', কিন্তু যাহারা বধির তাহাদিগকে যখন সতর্ক করা হয় তখন তাহারা সতর্কবাণী শুনে না।

٤٦- وَلَىِٕنْ مَّسَّتْهُمْ نَفْحَةٌ مِّنْ عَذَابِ
رَبِّكَ لَيَقُوْلُنَّ يٰوَيْلَنَآ اِنَّا كُنَّا ظٰلِمِيْنَ ○

৪৬। তোমার প্রতিপালকের শাস্তির কিছুমাত্রও উহাদিগকে স্পর্শ করিলে উহারা নিশ্চয় বলিয়া উঠিবে, 'হায়, দুর্ভোগ আমাদের, আমরা তো ছিলাম যালিম!'

٤٧- وَنَضَعُ الْمَوَازِيْنَ الْقِسْطَ
لِيَوْمِ الْقِيٰمَةِ فَلَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْـًٔا ۭ
وَاِنْ كَانَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِّنْ
خَرْدَلٍ اَتَيْنَا بِهَا ۭ
وَكَفٰى بِنَا حٰسِبِيْنَ ○

৪৭। এবং কিয়ামত দিবসে আমি স্থাপন করিব ন্যায়বিচারের মানদণ্ড। সুতরাং কাহারও প্রতি কোন অবিচার করা হইবে না এবং কর্ম যদি তিল পরিমাণ ওজনেরও হয় তবুও উহা আমি উপস্থিত করিব; হিসাব গ্রহণকারীরূপে আমিই যথেষ্ট।

٤٨- وَلَقَدْ اٰتَيْنَا مُوْسٰى وَهٰرُوْنَ
الْفُرْقَانَ وَضِيَاۗءً وَّذِكْرًا
لِّلْمُتَّقِيْنَ ○

৪৮। আমি তো মূসা ও হারূনকে দিয়াছিলাম 'ফুরকান'[১০৮৪], জ্যোতি ও উপদেশ মুত্তাকীদের জন্য—

٤٩- الَّذِيْنَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ بِالْغَيْبِ
وَهُمْ مِّنَ السَّاعَةِ مُشْفِقُوْنَ ○

৪৯। যাহারা না দেখিয়াও তাহাদের প্রতিপালককে ভয় করে এবং তাহারা কিয়ামত সম্পর্কে ভীত-সন্ত্রস্ত।

٥٠- وَهٰذَا ذِكْرٌ مُّبٰرَكٌ اَنْزَلْنٰهُ ۭ
اَفَاَنْتُمْ لَهٗ مُنْكِرُوْنَ ○ ع

৫০। ইহা কল্যাণময় উপদেশ; আমি ইহা অবতীর্ণ করিয়াছি। তবুও কি তোমরা ইহাকে অস্বীকার কর?

১০৮৩। মুসলিমগণের যতই জয় হইতে থাকে ততই কাফিরদের দেশ সঙ্কুচিত হইতে থাকে, উহারা আর বিজয়ী হইতে পারিবে না, ইহাতে এই ইঙ্গিত রহিয়াছে।
১০৮৪। ২ ঃ ৫৩ আয়াতের টীকা দ্র.।

Contents

[৫]

৫১। আমি তো ইহার পূর্বে ইব্‌রাহীমকে সৎপথের জ্ঞান দিয়াছিলাম এবং আমি তাহার সম্বন্ধে ছিলাম সম্যক পরিজ্ঞাত।

٥١- وَلَقَدْ اٰتَيْنَآ اِبْرٰهِيْمَ رُشْدَهٗ مِنْ قَبْلُ وَكُنَّا بِهٖ عٰلِمِيْنَ ۚ

৫২। যখন সে তাহার পিতা ও তাহার সম্প্রদায়কে বলিল, 'এই মূর্তিগুলি কী, যাহাদের পূজায় তোমরা রত রহিয়াছ!'

٥٢- اِذْ قَالَ لِاَبِيْهِ وَقَوْمِهٖ مَا هٰذِهِ التَّمَاثِيْلُ الَّتِيْٓ اَنْتُمْ لَهَا عٰكِفُوْنَ ○

৫৩। উহারা বলিল, 'আমরা আমাদের পিতৃপুরুষগণকে ইহাদের পূজা করিতে দেখিয়াছি।'

٥٣- قَالُوْا وَجَدْنَآ اٰبَآءَنَا لَهَا عٰبِدِيْنَ ○

৫৪। সে বলিল, 'তোমরা নিজেরা এবং তোমাদের পিতৃপুরুষগণও রহিয়াছে স্পষ্ট বিভ্রান্তিতে।'

٥٤- قَالَ لَقَدْ كُنْتُمْ اَنْتُمْ وَاٰبَآؤُكُمْ فِيْ ضَلٰلٍ مُّبِيْنٍ ○

৫৫। উহারা বলিল, 'তুমি কি আমাদের নিকট সত্য আনিয়াছ, না তুমি কৌতুক করিতেছ?'

٥٥- قَالُوْٓا اَجِئْتَنَا بِالْحَقِّ اَمْ اَنْتَ مِنَ اللّٰعِبِيْنَ ○

৫৬। সে বলিল,' 'না, তোমাদের প্রতিপালক তো আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীর প্রতিপালক, যিনি উহাদের সৃষ্টি করিয়াছেন এবং এই বিষয়ে আমি অন্যতম সাক্ষী।'

٥٦- قَالَ بَلْ رَّبُّكُمْ رَبُّ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ الَّذِيْ فَطَرَهُنَّ ۖ وَاَنَا عَلٰى ذٰلِكُمْ مِّنَ الشّٰهِدِيْنَ ○

৫৭। 'শপথ আল্লাহ্‌র, তোমরা চলিয়া গেলে আমি তোমাদের মূর্তিগুলি সম্বন্ধে অবশ্যই কৌশল অবলম্বন করিব[১০৮৫]।'

٥٧- وَتَاللّٰهِ لَاَكِيْدَنَّ اَصْنَامَكُمْ بَعْدَ اَنْ تُوَلُّوْا مُدْبِرِيْنَ ○

৫৮। অতঃপর সে চূর্ণ-বিচূর্ণ করিয়া দিল মূর্তিগুলিকে, উহাদের প্রধানটি ব্যতীত; যাহাতে উহারা[১০৮৬] তাহার দিকে ফিরিয়া আসে।

٥٨- فَجَعَلَهُمْ جُذٰذًا اِلَّا كَبِيْرًا لَّهُمْ لَعَلَّهُمْ اِلَيْهِ يَرْجِعُوْنَ ○

১০৮৫। হযরত ইব্‌রাহীম (আ) কথাগুলি স্বগত বলিয়াছিলেন অথবা অতি ক্ষীণস্বরে বলিয়াছিলেন।
১০৮৬। অর্থাৎ মূর্তিপূজাকরা।

৫৯। উহারা বলিল, 'আমাদের উপাস্যগুলির প্রতি এইরূপ করিল কে? সে নিশ্চয়ই সীমালংঘনকারী।'

٥٩- قَالُوْا مَنْ فَعَلَ هٰذَا بِاٰلِهَتِنَآ اِنَّهٗ لَمِنَ الظّٰلِمِيْنَ ○

৬০। কেহ কেহ বলিল, 'এক যুবককে উহাদের সমালোচনা করিতে শুনিয়াছি; তাহাকে বলা হয় ইব্‌রাহীম।'

٦٠- قَالُوْا سَمِعْنَا فَتًى يَّذْكُرُهُمْ يُقَالُ لَهٗۤ اِبْرٰهِيْمُ ○

৬১। উহারা বলিল, 'তাহাকে উপস্থিত কর লোকসম্মুখে, যাহাতে উহারা প্রত্যক্ষ করিতে পারে।'

٦١- قَالُوْا فَاْتُوْا بِهٖ عَلٰۤى اَعْيُنِ النَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَشْهَدُوْنَ ○

৬২। উহারা বলিল, 'হে ইব্‌রাহীম! তুমিই কি আমাদের উপাস্যগুলির প্রতি এইরূপ করিয়াছ?'

٦٢- قَالُوْٓا ءَاَنْتَ فَعَلْتَ هٰذَا بِاٰلِهَتِنَا يٰۤاِبْرٰهِيْمُ ○

৬৩। সে বলিল, 'বরং ইহাদের এই প্রধান, সে-ই তো ইহা করিয়াছে, ইহাদিগকে জিজ্ঞাসা কর যদি ইহারা কথা বলিতে পারে।'

٦٣- قَالَ بَلْ فَعَلَهٗ ۖ كَبِيْرُهُمْ هٰذَا فَسْـَٔلُوْهُمْ اِنْ كَانُوْا يَنْطِقُوْنَ ○

৬৪। তখন উহারা মনে মনে চিন্তা করিয়া দেখিল এবং একে অপরকে বলিতে লাগিল, 'তোমরাই তো সীমালংঘনকারী?'[১০৮৭]

٦٤- فَرَجَعُوْٓا اِلٰٓى اَنْفُسِهِمْ فَقَالُوْٓا اِنَّكُمْ اَنْتُمُ الظّٰلِمُوْنَ ○

৬৫। অতঃপর উহাদের মস্তক অবনত হইয়া গেল এবং উহারা বলিল[১০৮৮], 'তুমি তো জানই যে, ইহারা কথা বলে না।'

٦٥- ثُمَّ نُكِسُوْا عَلٰى رُءُوْسِهِمْ لَقَدْ عَلِمْتَ مَا هٰۤؤُلَآءِ يَنْطِقُوْنَ ○

৬৬। ইব্‌রাহীম বলিল, 'তবে কি তোমরা আল্লাহ্‌র পরিবর্তে এমন কিছুর 'ইবাদত কর যাহা তোমাদের কোন উপকার করিতে পারে না, ক্ষতিও করিতে পারে না?

٦٦- قَالَ اَفَتَعْبُدُوْنَ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ مَا لَا يَنْفَعُكُمْ شَيْـًٔا وَّلَا يَضُرُّكُمْ ○

১০৮৭। তোমরা মূর্তিগুলিকে অরক্ষিত অবস্থায় রাখিয়াছ।
১০৮৮। 'উহারা বলিল' শব্দ দুইটি এখানে উহ্য আছে।

৬৭। 'ধিক্ তোমাদিগকে এবং আল্লাহ্‌র পরিবর্তে তোমরা যাহাদের 'ইবাদত কর তাহাদিগকে! তবুও কি তোমরা বুঝিবে না?'

٦٧- اُفٍّ لَّكُمْ وَلِمَا تَعْبُدُوْنَ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ ۭ اَفَلَا تَعْقِلُوْنَ ○

৬৮। উহারা বলিল, 'তাহাকে পোড়াইয়া দাও, সাহায্য কর তোমাদের দেবতাগুলিকে, তোমরা যদি কিছু করিতে চাহ।'

٦٨- قَالُوْا حَرِّقُوْهُ وَانْصُرُوْٓا اٰلِهَتَكُمْ اِنْ كُنْتُمْ فٰعِلِيْنَ ○

৬৯। আমি বলিলাম, 'হে অগ্নি! তুমি ইব্‌রাহীমের জন্য শীতল ও নিরাপদ হইয়া যাও।'

٦٩- قُلْنَا يٰنَارُ كُوْنِيْ بَرْدًا وَّسَلٰمًا عَلٰٓى اِبْرٰهِيْمَ ○

৭০। উহারা তাহার ক্ষতি সাধনের ইচ্ছা করিয়াছিল। কিন্তু আমি উহাদিগকে করিয়া দিলাম সর্বাধিক ক্ষতিগ্রস্ত।১০৮৯

٧٠- وَاَرَادُوْا بِهٖ كَيْدًا فَجَعَلْنٰهُمُ الْاَخْسَرِيْنَ ○

৭১। এবং আমি তাহাকে ও লূতকে উদ্ধার করিয়া লইয়া গেলাম সেই দেশে১০৯০, যেথায় আমি কল্যাণ রাখিয়াছি বিশ্ববাসীর জন্য।

٧١- وَنَجَّيْنٰهُ وَلُوْطًا اِلَى الْاَرْضِ الَّتِيْ بٰرَكْنَا فِيْهَا لِلْعٰلَمِيْنَ ○

৭২। এবং আমি ইব্‌রাহীমকে দান করিয়াছিলাম ইস্‌হাক এবং পৌত্ররূপে ইয়া'কূব; আর প্রত্যেককেই করিয়াছিলাম সৎকর্মপরায়ণ;

٧٢- وَوَهَبْنَا لَهٗٓ اِسْحٰقَ ۭ وَيَعْقُوْبَ نَافِلَةً ۭ وَكُلًّا جَعَلْنَا صٰلِحِيْنَ ○

৭৩। এবং তাহাদিগকে করিয়াছিলাম নেতা; তাহারা আমার নির্দেশ অনুসারে মানুষকে পথ প্রদর্শন করিত; তাহাদিগকে ওহী প্রেরণ করিয়াছিলাম সৎকর্ম করিতে, সালাত কায়েম করিতে এবং যাকাত প্রদান করিতে; তাহারা আমারই 'ইবাদত করিত।

٧٣- وَجَعَلْنٰهُمْ اَئِمَّةً يَّهْدُوْنَ بِاَمْرِنَا وَاَوْحَيْنَآ اِلَيْهِمْ فِعْلَ الْخَيْرٰتِ وَاِقَامَ الصَّلٰوةِ وَاِيْتَآءَ الزَّكٰوةِ ۚ وَكَانُوْا لَنَا عٰبِدِيْنَ ○

১০৮৯। উহারা আর সফলকাম হইল না।
১০৯০। শাম (সিরিয়া) অথবা ফিলিস্তীনে।

Contents

٧٤- وَلُوْطًا اٰتَيْنٰهُ حُكْمًا وَّعِلْمًا وَّنَجَّيْنٰهُ مِنَ الْقَرْيَةِ الَّتِىْ كَانَتْ تَّعْمَلُ الْخَبٰٓئِثَ ؕ اِنَّهُمْ كَانُوْا قَوْمَ سَوْءٍ فٰسِقِيْنَ ۙ

৭৪। এবং লূতকে দিয়াছিলাম প্রজ্ঞা ও জ্ঞান এবং তাহাকে উদ্ধার করিয়াছিলাম এমন এক জনপদ হইতে যাহার অধিবাসীরা লিপ্ত ছিল অশ্লীল কর্মে; উহারা ছিল এক মন্দ সম্প্রদায়, সত্যত্যাগী।

٧٥- وَاَدْخَلْنٰهُ فِىْ رَحْمَتِنَا ؕ اِنَّهٗ مِنَ الصّٰلِحِيْنَ ۟

৭৫। এবং তাহাকে আমি আমার অনুগ্রহভাজন করিয়াছিলাম; সে ছিল সৎকর্মপরায়ণদের অন্তর্ভুক্ত।

৫ ع ৫

[৬]

٧٦- وَنُوْحًا اِذْ نَادٰى مِنْ قَبْلُ فَاسْتَجَبْنَا لَهٗ فَنَجَّيْنٰهُ وَاَهْلَهٗ مِنَ الْكَرْبِ الْعَظِيْمِ ۚ

৭৬। স্মরণ কর নূহ্‌কে; পূর্বে সে যখন আহ্‌বান করিয়াছিল তখন আমি সাড়া দিয়াছিলাম তাহার আহ্‌বানে এবং তাহাকে ও তাহার পরিজনবর্গকে মহাসংকট হইতে উদ্ধার করিয়াছিলাম,

٧٧- وَنَصَرْنٰهُ مِنَ الْقَوْمِ الَّذِيْنَ كَذَّبُوْا بِاٰيٰتِنَا ؕ اِنَّهُمْ كَانُوْا قَوْمَ سَوْءٍ فَاَغْرَقْنٰهُمْ اَجْمَعِيْنَ ۝

৭৭। এবং আমি তাহাকে সাহায্য করিয়াছিলাম সেই সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে যাহারা আমার নিদর্শনাবলী অস্বীকার করিয়াছিল; নিশ্চয় উহারা ছিল এক মন্দ সম্প্রদায়। এইজন্য উহাদের সকলকেই আমি নিমজ্জিত করিয়াছিলাম।

٧٨- وَدَاوٗدَ وَسُلَيْمٰنَ اِذْ يَحْكُمٰنِ فِى الْحَرْثِ اِذْ نَفَشَتْ فِيْهِ غَنَمُ الْقَوْمِ ۚ وَكُنَّا لِحُكْمِهِمْ شٰهِدِيْنَ ۙ

৭৮। এবং স্মরণ কর দাউদ ও সুলায়মানের কথা, যখন তাহারা বিচার[১০৯১] করিতেছিল শস্যক্ষেত্র সম্পর্কে; উহাতে রাত্রিকালে প্রবেশ করিয়াছিল কোন সম্প্রদায়ের মেষ; আমি প্রত্যক্ষ করিতেছিলাম তাহাদের বিচার।

٧٩- فَفَهَّمْنٰهَا سُلَيْمٰنَ ۚ وَكُلًّا اٰتَيْنَا حُكْمًا وَّعِلْمًا ۫

৭৯। এবং আমি সুলায়মানকে এ বিষয়ের মীমাংসা বুঝাইয়া দিয়াছিলাম এবং তাহাদের প্রত্যেককে আমি দিয়াছিলাম প্রজ্ঞা ও জ্ঞান। আমি পর্বত ও

১০৯১। এক ব্যক্তির কয়েকটি মেষ এক কৃষকের কিছু চারা গাছ নষ্ট করে, কৃষকটি বিচারপ্রার্থী হইলে হযরত দাউদ (আ) ক্ষতিপূরণস্বরূপ মেষগুলি কৃষককে প্রদান করিতে রায় দেন। তখন সুলায়মান (আ) বলিলেন, 'আমার মতে কৃষকের নিকট মেষগুলি থাকিবে এবং সে উহাদের দুগ্ধ পান করিবে। আর মেষের মালিক ক্ষেতটিতে পানি সিঞ্চন করিতে থাকিবে। ক্ষেতটি পূর্বাবস্থা লাভ করিলে সে মেষগুলি ফেরত পাইবে। তখন দাউদ (আ) নিজের রায় নাকচ করিয়া পুত্রের রায় গ্রহণ করিলেন। এই ঘটনাটির প্রতি আয়াতটিতে ইঙ্গিত রহিয়াছে।

وَّسَخَّرْنَا مَعَ دَاوٗدَ الْجِبَالَ يُسَبِّحْنَ وَالطَّيْرَ ۚ وَكُنَّا فٰعِلِيْنَ ○

বিহঙ্গকুলকে অধীন করিয়া দিয়াছিলাম —উহারা দাউদের সঙ্গে আমার পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা করিত; আমিই ছিলাম এই সমস্তের কর্তা।

٨٠- وَعَلَّمْنٰهُ صَنْعَةَ لَبُوْسٍ لَّكُمْ لِتُحْصِنَكُمْ مِّنْۢ بَاْسِكُمْ ۚ فَهَلْ اَنْتُمْ شٰكِرُوْنَ ○

৮০। আর আমি তাহাকে তোমাদের জন্য বর্ম নির্মাণ শিক্ষা দিয়াছিলাম, যাহাতে উহা তোমাদের যুদ্ধে তোমাদিগকে রক্ষা করে; সুতরাং তোমরা কি কৃতজ্ঞ হইবে না?

٨١- وَلِسُلَيْمٰنَ الرِّيْحَ عَاصِفَةً تَجْرِيْ بِاَمْرِهٖٓ اِلَى الْاَرْضِ الَّتِيْ بٰرَكْنَا فِيْهَا ۚ وَكُنَّا بِكُلِّ شَيْءٍ عٰلِمِيْنَ ○

৮১। এবং সুলায়মানের বশীভূত করিয়া দিয়াছিলাম উদ্দাম বায়ুকে; উহা তাহার আদেশক্রমে প্রবাহিত হইত সেই দেশের দিকে যেখানে আমি কল্যাণ রাখিয়াছি; প্রত্যেক বিষয় সম্পর্কে আমিই সম্যক অবগত।

٨٢- وَمِنَ الشَّيٰطِيْنِ مَنْ يَّغُوْصُوْنَ لَهٗ وَيَعْمَلُوْنَ عَمَلًا دُوْنَ ذٰلِكَ ۚ وَكُنَّا لَهُمْ حٰفِظِيْنَ ○

৮২। এবং শয়তানদের[১০৯২] মধ্যে কতক তাহার জন্য ডুবুরীর কাজ করিত, ইহা ব্যতীত অন্য কাজও করিত; আমি উহাদের রক্ষাকারী ছিলাম।

٨٣- وَاَيُّوْبَ اِذْ نَادٰى رَبَّهٗٓ اَنِّيْ مَسَّنِيَ الضُّرُّ وَاَنْتَ اَرْحَمُ الرّٰحِمِيْنَ ○

৮৩। এবং স্মরণ কর আইউবের কথা[১০৯৩], যখন সে তাহার প্রতিপালককে আহ্বান করিয়া বলিয়াছিল, 'আমি দুঃখ-কষ্টে পড়িয়াছি, আর তুমি তো সর্বশ্রেষ্ঠ দয়ালু!'

٨٤- فَاسْتَجَبْنَا لَهٗ فَكَشَفْنَا مَا بِهٖ مِنْ ضُرٍّ وَّاٰتَيْنٰهُ اَهْلَهٗ وَمِثْلَهُمْ مَّعَهُمْ رَحْمَةً مِّنْ عِنْدِنَا وَذِكْرٰى لِلْعٰبِدِيْنَ ○

৮৪। তখন আমি তাহার ডাকে সাড়া দিলাম, তাহার দুঃখ-কষ্ট দূরীভূত করিয়া দিলাম, তাহাকে তাহার পরিবার-পরিজন ফিরাইয়া দিলাম এবং তাহাদের সঙ্গে তাহাদের মত আরো দিলাম আমার বিশেষ রহমতরূপে এবং 'ইবাদত-কারীদের জন্য উপদেশস্বরূপ।

১০৯২। অর্থাৎ অবাধ্য জিন্ন।

১০৯৩। ফিলিস্তীনের দক্ষিণ সীমান্ত বরাবর উত্তর আরবের অধিবাসী ছিলেন হযরত আইউব (আ)। কথিত আছে যে, তিনি ২১০ বৎসর জীবিত ছিলেন। দ্র. ৩৮ ঃ ৪১-৪৪ আয়াতসমূহ।

৮৫। এবং স্মরণ কর ইসমা'ঈল, ইদরীস ও যুল্-কিফ্ল-এর কথা, তাহাদের প্রত্যেকেই ছিল ধৈর্যশীল;

٨٥- وَاِسْمٰعِيْلَ وَ اِدْرِيْسَ وَ ذَا الْكِفْلِ ۖ كُلٌّ مِّنَ الصّٰبِرِيْنَ ۚ

৮৬। এবং তাহাদিগকে আমি আমার অনুগ্রহভাজন করিয়াছিলাম; তাহারা ছিল সৎকর্মপরায়ণ।

٨٦- وَاَدْخَلْنٰهُمْ فِيْ رَحْمَتِنَا ۖ اِنَّهُمْ مِّنَ الصّٰلِحِيْنَ ۝

৮৭। এবং স্মরণ কর যুন্-নূন[১০৯৪]-এর কথা, যখন সে ক্রোধভরে বাহির হইয়া গিয়াছিল[১০৯৫] এবং মনে করিয়াছিল আমি তাহার জন্য শাস্তি নির্ধারণ করিব না। অতঃপর সে অন্ধকার হইতে আহ্বান করিয়াছিলঃ 'তুমি ব্যতীত কোন ইলাহ্ নাই; তুমি পবিত্র, মহান! আমি তো সীমালংঘনকারী।'

٨٧- وَذَا النُّوْنِ اِذْ ذَّهَبَ مُغَاضِبًا فَظَنَّ اَنْ لَّنْ نَّقْدِرَ عَلَيْهِ فَنَادٰى فِي الظُّلُمٰتِ اَنْ لَّاۤ اِلٰهَ اِلَّاۤ اَنْتَ سُبْحٰنَكَ ۖ اِنِّيْ كُنْتُ مِنَ الظّٰلِمِيْنَ ۚ

৮৮। তখন আমি তাহার ডাকে সাড়া দিয়াছিলাম এবং তাহাকে উদ্ধার করিয়াছিলাম দুশ্চিন্তা হইতে এবং এইভাবেই আমি মু'মিনদিগকে উদ্ধার করিয়া থাকি।

٨٨- فَاسْتَجَبْنَا لَهٗ ۙ وَنَجَّيْنٰهُ مِنَ الْغَمِّ ۖ وَكَذٰلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِيْنَ ۝

৮৯। এবং স্মরণ কর যাকারিয়্যার কথা, যখন সে তাহার প্রতিপালককে আহ্বান করিয়া বলিয়াছিল, 'হে আমার প্রতিপালক! আমাকে একা[১০৯৬] রাখিও না, তুমি তো শ্রেষ্ঠ মালিকানার অধিকারী।'

٨٩- وَزَكَرِيَّاۤ اِذْ نَادٰى رَبَّهٗ رَبِّ لَا تَذَرْنِيْ فَرْدًا وَّاَنْتَ خَيْرُ الْوٰرِثِيْنَ ۚ

৯০। অতঃপর আমি তাহার আহ্বানে সাড়া দিয়াছিলাম এবং তাহাকে দান

٩٠- فَاسْتَجَبْنَا لَهٗ ۫ وَوَهَبْنَا لَهٗ

১০৯৪। 'যুন-নূন' শব্দের অর্থ মাছের অধিকারী বা মাছের সাথে সম্পর্কিত ব্যক্তি। এখানে এই শব্দ দ্বারা হযরত ইউনুসকে বুঝাইতেছে।-বায়দাবী, জালালায়ন

১০৯৫। হযরত ইউনুস (আ)-এর সম্প্রদায় হিদায়াত গ্রহণ না করায় তিনি রাগান্বিত হইয়া দেশ ত্যাগ করেন। যাওয়ার কালে তাহাদিগকে সতর্ক করেন যে, তিন দিনের মধ্যে আযাব আসিবে, কিন্তু দেশ ত্যাগের জন্য আল্লাহ্‌র অনুমতি গ্রহণ করেন নাই বলিয়া তাঁহাকে মৎস্যের উদরে থাকিতে হইয়াছে। দ্র. ৩৭ ঃ ১৩৯-৪২ আয়াতসমূহ।

১০৯৬। لا تذرني فردا -এর শাব্দিক অর্থ 'আমাকে একা রাখিও না।' এ স্থলে ইহার অর্থ আমাকে নিঃসন্তান রাখিও না।-জালালায়ন, বায়দাবী

يَحْيٰى وَ اَصْلَحْنَا لَهٗ زَوْجَهٗ ؕ اِنَّهُمْ كَانُوْا يُسٰرِعُوْنَ فِى الْخَيْرٰتِ وَ يَدْعُوْنَنَا رَغَبًا وَّ رَهَبًا ؕ وَكَانُوْا لَنَا خٰشِعِيْنَ ○

করিয়াছিলাম ইয়াহ্ইয়া এবং তাহার জন্য তাহার স্ত্রীকে যোগ্যতাসম্পন্ন[১০৯৭] করিয়াছিলাম। তাহারা সৎকর্মে প্রতিযোগিতা করিত, তাহারা আমাকে ডাকিত আশা ও ভীতির সহিত এবং তাহারা ছিল আমার নিকট বিনীত।

٩١- وَ الَّتِىْٓ اَحْصَنَتْ فَرْجَهَا فَنَفَخْنَا فِيْهَا مِنْ رُّوْحِنَا وَ جَعَلْنٰهَا وَ ابْنَهَآ اٰيَةً لِّلْعٰلَمِيْنَ ○

৯১। এবং স্মরণ কর সেই নারীকে[১০৯৮], যে নিজ সতীত্বকে রক্ষা করিয়াছিল, অতঃপর তাহার মধ্যে আমি আমার রূহ্ ফুঁকিয়া দিয়াছিলাম এবং তাহাকে ও তাহার পুত্রকে করিয়াছিলাম বিশ্ববাসীর জন্য এক নিদর্শন।

٩٢- اِنَّ هٰذِهٖٓ اُمَّتُكُمْ اُمَّةً وَّاحِدَةً ۖ وَّ اَنَا رَبُّكُمْ فَاعْبُدُوْنِ ○

৯২। এই যে তোমাদের জাতি—ইহা তো একই জাতি এবং আমিই তোমাদের প্রতিপালক, অতএব আমার 'ইবাদত কর।

٩٣- وَ تَقَطَّعُوْٓا اَمْرَهُمْ بَيْنَهُمْ ؕ كُلٌّ اِلَيْنَا رٰجِعُوْنَ ○

৯৩। কিন্তু তাহারা নিজেদের কার্যকলাপে পরস্পরের মধ্যে ভেদ[১০৯৯] সৃষ্টি করিয়াছে। প্রত্যেকেই প্রত্যানীত হইবে আমার নিকট।

[৭]

٩٤- فَمَنْ يَّعْمَلْ مِنَ الصّٰلِحٰتِ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَا كُفْرَانَ لِسَعْيِهٖ ۚ وَاِنَّا لَهٗ كٰتِبُوْنَ ○

৯৪। সুতরাং যদি কেহ মু'মিন হইয়া সৎকর্ম করে তাহার কর্মপ্রচেষ্টা অগ্রাহ্য হইবে না এবং আমি তো উহা লিখিয়া রাখি।

٩٥- وَ حَرٰمٌ عَلٰى قَرْيَةٍ اَهْلَكْنٰهَآ اَنَّهُمْ لَا يَرْجِعُوْنَ ○

৯৫। যে জনপদকে আমি ধ্বংস করিয়াছি তাহার সম্পর্কে নিষিদ্ধ হইয়াছে যে, তাহার[১১০০] অধিবাসীবৃন্দ ফিরিয়া আসিবে না,

১০৯৭। অর্থাৎ সন্তান ধারণের উপযোগী।
১০৯৮। অর্থাৎ মারইয়াম ('আ)-কে।
১০৯৯। অর্থাৎ ধর্ম সম্বন্ধে মতবিরোধের ফলে।
১১০০। ها দ্বারা উহার (قرية) অধিবাসীবৃন্দ বুঝান হইয়াছে।

Contents

৯৬। এমনকি যখন ইয়া'জূজ ও মা'জূজকে মুক্তি দেওয়া হইবে এবং উহারা প্রতি উচ্চভূমি হইতে ছুটিয়া আসিবে[১১০১]।

٩٦-حَتّٰٓى اِذَا فُتِحَتْ يَاْجُوْجُ وَ مَاْجُوْجُ وَهُمْ مِّنْ كُلِّ حَدَبٍ يَّنْسِلُوْنَ ○

৯৭। অমোঘ প্রতিশ্রুত কাল আসন্ন হইলে অকস্মাৎ কাফিরদের চক্ষু স্থির হইয়া যাইবে, উহারা বলিবে[১১০২], 'হায়, দুর্ভোগ আমাদের! আমরা তো ছিলাম এ বিষয়ে উদাসীন; না, আমরা সীমালংঘনকারীই ছিলাম।'

٩٧-وَ اقْتَرَبَ الْوَعْدُ الْحَقُّ فَاِذَا هِيَ شَاخِصَةٌ اَبْصَارُ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا ۭ يٰوَيْلَنَا قَدْ كُنَّا فِيْ غَفْلَةٍ مِّنْ هٰذَا بَلْ كُنَّا ظٰلِمِيْنَ ○

৯৮। তোমরা এবং আল্লাহ্‌র পরিবর্তে তোমরা যাহাদের 'ইবাদত কর সেগুলি তো জাহান্নামের ইন্ধন; তোমরা সকলে উহাতে প্রবেশ করিবে।

٩٨-اِنَّكُمْ وَمَا تَعْبُدُوْنَ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ حَصَبُ جَهَنَّمَ ۭ اَنْتُمْ لَهَا وٰرِدُوْنَ ○

৯৯। যদি উহারা ইলাহ্ হইত তবে উহারা জাহান্নামে প্রবেশ করিত না; উহাদের সকলেই উহাতে স্থায়ী হইবে,

٩٩-لَوْ كَانَ هٰٓؤُلَاۗءِ اٰلِهَةً مَّا وَرَدُوْهَا ۭ وَ كُلٌّ فِيْهَا خٰلِدُوْنَ ○

১০০। সেথায় থাকিবে উহাদের আর্তনাদ এবং সেথায় উহারা কিছুই শুনিতে পাইবে না;

١٠٠-لَهُمْ فِيْهَا زَفِيْرٌ وَّهُمْ فِيْهَا لَا يَسْمَعُوْنَ ○

১০১। যাহাদের জন্য আমার নিকট হইতে পূর্ব হইতে কল্যাণ নির্ধারিত রহিয়াছে তাহাদিগকে উহা[১১০৩] হইতে দূরে রাখা হইবে।

١٠١-اِنَّ الَّذِيْنَ سَبَقَتْ لَهُمْ مِّنَّا الْحُسْنٰٓى ۙ اُولٰۗىِٕكَ عَنْهَا مُبْعَدُوْنَ ○

১০২। তাহারা উহার[১১০৪] ক্ষীণতম শব্দও শুনিবে না এবং সেথায় তাহারা তাহাদের মন যাহা চাহে চিরকাল উহা ভোগ করিবে।

١٠٢-لَا يَسْمَعُوْنَ حَسِيْسَهَا ۚ وَهُمْ فِيْ مَا اشْتَهَتْ اَنْفُسُهُمْ خٰلِدُوْنَ ○

১১০১। তখনও তাহারা ফিরিয়া আসিবে না।
১১০২। 'উহারা বলিবে' ইহা আরবীতে উহ্য আছে। -জালালায়ন, কাশ্‌শাফ
১১০৩। অর্থাৎ জাহান্নাম হইতে।
১১০৪। অর্থাৎ জাহান্নামের।

১০৩। মহাভীতি তাহাদিগকে বিষাদক্লিষ্ট করিবে না এবং ফিরিশ্‌তাগণ তাহাদিগকে অভ্যর্থনা করিবে এই বলিয়া[১১০৫], 'এই তোমাদের সেই দিন যাহার প্রতিশ্রুতি তোমাদিগকে দেওয়া হইয়াছিল।'

١٠٣- لَا يَحْزُنُهُمُ الْفَزَعُ الْأَكْبَرُ وَتَتَلَقّٰهُمُ الْمَلٰٓئِكَةُ ؕ هٰذَا يَوْمُكُمُ الَّذِيْ كُنْتُمْ تُوْعَدُوْنَ ○

১০৪। সেই দিন আকাশমণ্ডলীকে গুটাইয়া ফেলিব, যেভাবে গুটান হয় লিখিত দফতর[১১০৬]; যেভাবে আমি প্রথম সৃষ্টির সূচনা করিয়াছিলাম সেইভাবে পুনরায় সৃষ্টি করিব; প্রতিশ্রুতি পালন আমার কর্তব্য, আমি ইহা পালন করিবই।

١٠٤- يَوْمَ نَطْوِي السَّمَآءَ كَطَيِّ السِّجِلِّ لِلْكُتُبِ ؕ كَمَا بَدَاْنَآ اَوَّلَ خَلْقٍ نُّعِيْدُهٗ ؕ وَعْدًا عَلَيْنَا ؕ اِنَّا كُنَّا فٰعِلِيْنَ ○

১০৫। আমি 'উপদেশের'[১১০৭] পর কিতাবে লিখিয়া দিয়াছি যে, আমার যোগ্যতা সম্পন্ন বান্দাগণ পৃথিবীর অধিকারী হইবে।

١٠٥- وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُوْرِ مِنْۢ بَعْدِ الذِّكْرِ اَنَّ الْاَرْضَ يَرِثُهَا عِبَادِيَ الصّٰلِحُوْنَ ○

১০৬। নিশ্চয়ই ইহাতে রহিয়াছে বাণী সেই সম্প্রদায়ের জন্য যাহারা 'ইবাদত করে।

١٠٦- اِنَّ فِيْ هٰذَا لَبَلٰغًا لِّقَوْمٍ عٰبِدِيْنَ ○

১০৭। আমি তো তোমাকে বিশ্বজগতের প্রতি কেবল রহমতরূপেই প্রেরণ করিয়াছি।

١٠٧- وَمَآ اَرْسَلْنٰكَ اِلَّا رَحْمَةً لِّلْعٰلَمِيْنَ ○

১০৮। বল, 'আমার প্রতি ওহী হয় যে, তোমাদের ইলাহ্‌ একই ইলাহ্‌, সুতরাং তোমরা হইয়া যাও আত্মসমর্পণ-কারী[১১০৮]।'

١٠٨- قُلْ اِنَّمَا يُوْحٰٓى اِلَيَّ اَنَّمَآ اِلٰهُكُمْ اِلٰهٌ وَّاحِدٌ ۚ فَهَلْ اَنْتُمْ مُّسْلِمُوْنَ ○

১০৯। তবে উহারা মুখ ফিরাইয়া লইলে তুমি বলিও, 'আমি তোমাদিগকে যথাযথভাবে জানাইয়া দিয়াছি এবং তোমাদিগকে যে বিষয়ের প্রতিশ্রুতি দেওয়া হইয়াছে, আমি জানি না, তাহা আসন্ন, না দূরস্থিত।

١٠٩- فَاِنْ تَوَلَّوْا فَقُلْ اٰذَنْتُكُمْ عَلٰى سَوَآءٍ ؕ وَاِنْ اَدْرِيْٓ اَقَرِيْبٌ اَمْ بَعِيْدٌ مَّا تُوْعَدُوْنَ ○

১১০৫। 'এই বলিয়া' কথাটি আরবীতে উহ্য আছে। -কুরতুবী, জালালায়ন

১১০৬। এক কালে দলীল-দস্তাবেয, ফরমান ইত্যাদি গুটাইয়া রাখা হইত। এখানে এইভাবে কাগজ-পত্রাদি গুটানোর সঙ্গে আকাশমণ্ডলীকে গুটাইয়া ফেলার তুলনা করা হইয়াছে।-কাশ্‌শাফ, বায়দাবী

১১০৭। ذكر উপদেশ, ইহার অর্থ 'লাওহ মাহ্‌ফূজ (সংরক্ষিত ফলক)-ও হয়।-বুখারী, কিতাবু বাদই'ল খাল্‌ক। زبور লিখিত পুস্তক, এখানে আসমানী কিতাব। অনেকে এখানেও ইহার অর্থ 'লাওহ মাহ্‌ফূজ' করিয়াছেন। ইবন্‌ জারীর, ইব্‌ন কাছীর, জালালায়ন

১১০৮। هل প্রশ্নবোধক অব্যয় দ্বারা امر। অর্থাৎ নির্দেশ বুঝাইতেছে।-জালালায়ন, কুরতুবী ইত্যাদি

١١٠-اِنَّهٗ يَعْلَمُ الْجَهْرَ مِنَ الْقَوْلِ وَيَعْلَمُ مَا تَكْتُمُوْنَ ○

১১০। তিনি জানেন যাহা কথায় ব্যক্ত এবং যাহা তোমরা গোপন কর।

١١١-وَاِنْ اَدْرِیْ لَعَلَّهٗ فِتْنَةٌ لَّكُمْ وَمَتَاعٌ اِلٰى حِيْنٍ ○

১১১। 'আমি জানি না হয়ত ইহা[১১০৯] তোমাদের জন্য এক পরীক্ষা এবং জীবনোপভোগ কিছু কালের জন্য।'

١١٢-قٰلَ رَبِّ احْكُمْ بِالْحَقِّ ؕ وَرَبُّنَا الرَّحْمٰنُ الْمُسْتَعَانُ عَلٰى مَا تَصِفُوْنَ ○

১১২। রাসূল বলিয়াছিল, 'হে আমার প্রতিপালক! তুমি ন্যায়ের সহিত ফয়সালা করিয়া দিও, আমাদের প্রতিপালক তো দয়াময়, তোমরা যাহা বলিতেছ সে বিষয়ে একমাত্র সহায়স্থল তিনিই।'

২২-সূরা হাজ্জ

৭৮ আয়াত, ১০ রুকূ', মাদানী

।। দয়াময়, পরম দয়ালু আল্লাহ্‌র নামে ।।

١-يٰۤاَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوْا رَبَّكُمْ ۚ اِنَّ زَلْزَلَةَ السَّاعَةِ شَیْءٌ عَظِيْمٌ ○

১। হে মানুষ! ভয় কর তোমাদের প্রতিপালককে; কিয়ামতের প্রকম্পন এক ভয়ংকর ব্যাপার!

٢-يَوْمَ تَرَوْنَهَا تَذْهَلُ كُلُّ مُرْضِعَةٍ عَمَّاۤ اَرْضَعَتْ وَتَضَعُ كُلُّ ذَاتِ حَمْلٍ حَمْلَهَا وَتَرَى النَّاسَ سُكٰرٰى وَمَا هُمْ بِسُكٰرٰى وَلٰكِنَّ عَذَابَ اللّٰهِ شَدِيْدٌ ○

২। যেদিন তোমরা উহা প্রত্যক্ষ করিবে সেই দিন প্রত্যেক স্তন্যদাত্রী বিস্মৃত হইবে তাহার দুগ্ধপোষ্য শিশুকে এবং প্রত্যেক গর্ভবতী তাহার গর্ভপাত করিয়া ফেলিবে; মানুষকে দেখিবে নেশাগ্রস্ত সদৃশ, যদিও উহারা নেশাগ্রস্ত নহে। বস্তুত আল্লাহ্‌র শাস্তি কঠিন।

১১০৯। এখানে • সর্বনাম দ্বারা যে বিষয়ে সতর্ক করা হইয়াছে তাহার আশু সংঘটিত হওয়া বুঝাইতেছে। অর্থাৎ বিরতি বা অবকাশ বুঝাইতেছে।-কুরতুবী, জালালায়ন

Contents

৩। মানুষের মধ্যে কতক অজ্ঞানতাবশত আল্লাহ্ সম্বন্ধে বিতণ্ডা করে এবং অনুসরণ করে প্রত্যেক বিদ্রোহী শয়তানের,

٣- وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يُّجَادِلُ فِى اللّٰهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَّيَتَّبِعُ كُلَّ شَيْطٰنٍ مَّرِيْدٍ ۙ

৪। তাহার সম্বন্ধে এই নিয়ম করিয়া দেওয়া হইয়াছে যে, যে কেহ তাহার সহিত বন্ধুত্ব করিবে সে তাহাকে পথভ্রষ্ট করিবে এবং তাহাকে পরিচালিত করিবে প্রজ্বলিত অগ্নির শাস্তির দিকে।

٤- كُتِبَ عَلَيْهِ اَنَّهٗ مَنْ تَوَلَّاهُ فَاَنَّهٗ يُضِلُّهٗ وَيَهْدِيْهِ اِلٰى عَذَابِ السَّعِيْرِ ○

৫। হে মানুষ! পুনরুত্থান সম্বন্ধে যদি তোমরা সন্দিগ্ধ হও তবে অবধান কর[১১১০]—আমি তোমাদিগকে সৃষ্টি করিয়াছি মৃত্তিকা হইতে, তাহার পর শুক্র হইতে, তাহার পর 'আলাকাঃ'[১১১১] হইতে, তাহার পর পূর্ণাকৃতি অথবা অপূর্ণাকৃতি গোশতপিণ্ড হইতে—তোমাদের নিকট ব্যক্ত করিবার জন্য[১১১২] আমি যাহা ইচ্ছা করি তাহা এক নির্দিষ্ট কালের জন্য মাতৃগর্ভে স্থিত রাখি, তাহার পর আমি তোমাদিগকে শিশুরূপে বাহির করি, পরে যাহাতে তোমরা পরিণত বয়সে উপনীত হও। তোমাদের মধ্যে কাহারও কাহারও মৃত্যু ঘটান হয় এবং তোমাদের মধ্যে কাহাকেও কাহাকেও প্রত্যাবৃত্ত করা হয় হীনতম বয়সে, যাহার ফলে উহারা যাহা কিছু জানিত সে সম্বন্ধে উহারা সজ্ঞান থাকে না। তুমি ভূমিকে দেখ শুষ্ক, অতঃপর উহাতে আমি বারি বর্ষণ করিলে উহা শস্য-শ্যামলা হইয়া আন্দোলিত ও স্ফীত হয় এবং উদ্গত করে সর্বপ্রকার নয়নাভিরাম উদ্ভিদ;

٥- يٰۤاَيُّهَا النَّاسُ اِنْ كُنْتُمْ فِىْ رَيْبٍ مِّنَ الْبَعْثِ فَاِنَّا خَلَقْنٰكُمْ مِّنْ تُرَابٍ ثُمَّ مِنْ نُّطْفَةٍ ثُمَّ مِنْ عَلَقَةٍ ثُمَّ مِنْ مُّضْغَةٍ مُّخَلَّقَةٍ وَّغَيْرِ مُخَلَّقَةٍ لِّنُبَيِّنَ لَكُمْ ؕ وَنُقِرُّ فِى الْاَرْحَامِ مَا نَشَآءُ اِلٰۤى اَجَلٍ مُّسَمًّى ثُمَّ نُخْرِجُكُمْ طِفْلًا ثُمَّ لِتَبْلُغُوْۤا اَشُدَّكُمْ ۚ وَمِنْكُمْ مَّنْ يُّتَوَفّٰى وَمِنْكُمْ مَّنْ يُّرَدُّ اِلٰۤى اَرْذَلِ الْعُمُرِ لِكَيْلَا يَعْلَمَ مِنْۢ بَعْدِ عِلْمٍ شَيْـًٔا ؕ وَتَرَى الْاَرْضَ هَامِدَةً فَاِذَاۤ اَنْزَلْنَا عَلَيْهَا الْمَآءَ اهْتَزَّتْ وَرَبَتْ وَاَنْۢبَتَتْ مِنْ كُلِّ زَوْجٍۢ بَهِيْجٍ ○

১১১০। 'তবে অবধান কর' এই কথাটি এ স্থলে উহ্য আছে।-কাশ্শাফ, বায়দাবী

১১১১। علقة সংযুক্ত, ঝুলন্ত, রক্ত, রক্তপিণ্ড ইত্যাদি। তাফসীরকারগণ ইহার অর্থ রক্তপিণ্ড করিয়াছেন। কিন্তু আধুনিক জীববিজ্ঞানিগণ মাতৃগর্ভে মনুষ্য ভ্রূণের ক্রমবিকাশের বর্ণনায় বলেন যে, পুরুষের শুক্র ও নারীর ডিম্বানু মিলিত হইয়া মাতৃগর্ভে যে ভ্রূণের সৃষ্টি হয় তাহা গর্ভধারণের পঞ্চম বা ষষ্ঠ দিবসে জরায়ু গাত্রে সংলগ্ন হইয়া পড়ে এবং এই সম্পৃক্তি সংঘটিত না হইলে গর্ভাধান স্থায়ী হয় না। এই কারণে বর্তমানে 'আলাক' শব্দের অনুবাদ করা হয় 'এমন কিছু, যাহা লাগিয়া থাকে'। দ্র. ২৩ ঃ ১২-১৪ আয়াতসমূহ।

১১১২। ব্যক্ত করিবার জন্য আমার শক্তির পরাকাষ্ঠা।-কুরতুবী, কাশ্শাফ, জালালায়ন

٦- ذٰلِكَ بِاَنَّ اللّٰهَ هُوَ الْحَقُّ وَ اَنَّهٗ يُحْيِ الْمَوْتٰى وَاَنَّهٗ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ ۙ

৬। ইহা এইজন্য যে, আল্লাহ্ সত্য এবং তিনিই মৃতকে জীবন দান করেন এবং তিনি সর্ববিষয়ে শক্তিমান;

٧- وَّاَنَّ السَّاعَةَ اٰتِيَةٌ لَّا رَيْبَ فِيْهَا ۙ وَ اَنَّ اللّٰهَ يَبْعَثُ مَنْ فِي الْقُبُوْرِ ○

৭। এবং কিয়ামত আসিবেই, ইহাতে কোন সন্দেহ নাই এবং কবরে যাহারা আছে তাহাদিগকে নিশ্চয় আল্লাহ্ উত্থিত করিবেন।

٨- وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يُّجَادِلُ فِي اللّٰهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَّلَا هُدًى وَّلَا كِتٰبٍ مُّنِيْرٍ ۙ

৮। মানুষের মধ্যে কেহ কেহ আল্লাহ্ সম্বন্ধে বিতণ্ডা করে; তাহাদের না আছে জ্ঞান, না আছে পথনির্দেশ, না আছে কোন দীপ্তিমান কিতাব।

٩- ثَانِيَ عِطْفِهٖ لِيُضِلَّ عَنْ سَبِيْلِ اللّٰهِ ؕ لَهٗ فِي الدُّنْيَا خِزْيٌ وَّنُذِيْقُهٗ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ عَذَابَ الْحَرِيْقِ ○

৯। সে বিতণ্ডা করে ঘাড় বাঁকাইয়া লোকদিগকে আল্লাহ্‌র পথ হইতে ভ্রষ্ট করিবার জন্য। তাহার জন্য লাঞ্ছনা আছে ইহলোকে এবং কিয়ামত দিবসে আমি তাহাকে আস্বাদ করাইব দহন যন্ত্রণা।

١٠- ذٰلِكَ بِمَا قَدَّمَتْ يَدٰكَ وَاَنَّ اللّٰهَ لَيْسَ بِظَلَّامٍ لِّلْعَبِيْدِ ۙ ع

১০। সেদিন তাহাকে বলা হইবে[১১১৩], 'ইহা তোমার কৃতকর্মেরই ফল, কারণ আল্লাহ্ বান্দাদের প্রতি যুলুম করেন না।'

[২]

١١- وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَّعْبُدُ اللّٰهَ عَلٰى حَرْفٍ ۚ فَاِنْ اَصَابَهٗ خَيْرُ اطْمَاَنَّ بِهٖ ۚ وَ اِنْ اَصَابَتْهُ فِتْنَةُ انْقَلَبَ عَلٰى وَجْهِهٖ ۚ خَسِرَ الدُّنْيَا وَالْاٰخِرَةَ ؕ ذٰلِكَ هُوَ الْخُسْرَانُ الْمُبِيْنُ ○

১১। মানুষের মধ্যে কেহ কেহ আল্লাহ্‌র 'ইবাদত করে দ্বিধার সহিত[১১১৪]; তাহার মঙ্গল হইলে তাহাতে তাহার চিত্ত প্রশান্ত হয় এবং কোন বিপর্যয় ঘটিলে সে তাহার পূর্বাবস্থায়[১১১৫] ফিরিয়া যায়। সে ক্ষতিগ্রস্ত হয় দুনিয়াতে ও আখিরাতে; ইহাই তো সুস্পষ্ট ক্ষতি।

১১১৩। 'সেদিন তাহাকে বলা হইবে' এই কথাটি আরবীতে উহ্য আছে।-জালালায়ন, বায়দাবী, কুরতুবী

১১১৪। حرف প্রান্ত অর্থাৎ ঈমান ও কুফরীর মধ্যবর্তী স্থানে দাঁড়াইয়া।

১১১৫। انقلب على وجهه একটি আরবী বাগধারা, যাহার অর্থ 'সে তাহার পূর্বাবস্থায় ফিরিয়া যায়' অর্থাৎ কাফির হইয়া যায়-কুরতুবী, জালালায়ন

১২। সে আল্লাহ্‌র পরিবর্তে এমন কিছুকে ডাকে যাহা উহার কোন অপকার করিতে পারে না, উপকারও করিতে পারে না; ইহাই চরম বিভ্রান্তি!

١٢- يَدْعُوْا مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ مَا لَا يَضُرُّهٗ وَمَا لَا يَنْفَعُهٗ ۭ ذٰلِكَ هُوَ الضَّلٰلُ الْبَعِيْدُ ۝

১৩। সে ডাকে এমন কিছুকে যাহার ক্ষতিই উহার উপকার অপেক্ষা নিকটতর। কত নিকৃষ্ট এই অভিভাবক এবং কত নিকৃষ্ট এই সহচর!

١٣- يَدْعُوْا لَمَنْ ضَرُّهٗٓ اَقْرَبُ مِنْ نَّفْعِهٖ ۭ لَبِئْسَ الْمَوْلٰى وَلَبِئْسَ الْعَشِيْرُ ۝

১৪। যাহারা ঈমান আনে ও সৎকর্ম করে আল্লাহ্ তাহাদিগকে দাখিল করিবেন জান্নাতে, যাহার নিম্নদেশে নদী প্রবাহিত; আল্লাহ্ যাহা ইচ্ছা তাহাই করেন।

١٤- اِنَّ اللّٰهَ يُدْخِلُ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ جَنّٰتٍ تَجْرِيْ مِنْ تَحْتِهَا الْاَنْهٰرُ ۭ اِنَّ اللّٰهَ يَفْعَلُ مَا يُرِيْدُ ۝

১৫। যে কেহ মনে করে, আল্লাহ্ তাহাকে[১১১৬] কখনই দুনিয়া ও আখিরাতে সাহায্য করিবেন না, সে আকাশের দিকে একটি রজ্জু বিলম্বিত করুক[১১১৭], পরে উহা বিচ্ছিন্ন করুক[১১১৮]; অতঃপর দেখুক তাহার প্রচেষ্টা তাহার আক্রোশের হেতু দূর করে কি না।

١٥- مَنْ كَانَ يَظُنُّ اَنْ لَّنْ يَّنْصُرَهُ اللّٰهُ فِي الدُّنْيَا وَالْاٰخِرَةِ فَلْيَمْدُدْ بِسَبَبٍ اِلَى السَّمَاۗءِ ثُمَّ لْيَقْطَعْ فَلْيَنْظُرْ هَلْ يُذْهِبَنَّ كَيْدُهٗ مَا يَغِيْظُ ۝

১৬। এইভাবেই আমি সুস্পষ্ট নিদর্শনরূপে উহা[১১১৯] অবতীর্ণ করিয়াছি; আর আল্লাহ্ যাহাকে ইচ্ছা সৎপথ প্রদর্শন করেন।

١٦- وَكَذٰلِكَ اَنْزَلْنٰهُ اٰيٰتٍۢ بَيِّنٰتٍ ۙ وَّاَنَّ اللّٰهَ يَهْدِيْ مَنْ يُّرِيْدُ ۝

১৭। যাহারা ঈমান আনিয়াছে এবং যাহারা ইয়াহূদী হইয়াছে, যাহারা সাবিয়ী[১১২০], খৃস্টান ও অগ্নিপূজক এবং যাহারা মুশরিক হইয়াছে কিয়ামতের দিন আল্লাহ্ তাহাদের মধ্যে ফয়সালা করিয়া দিবেন। আল্লাহ্ সমস্ত কিছুর সম্যক প্রত্যক্ষকারী।

١٧- اِنَّ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَالَّذِيْنَ هَادُوْا وَالصّٰبِـِٕيْنَ وَالنَّصٰرٰى وَالْمَجُوْسَ وَالَّذِيْنَ اَشْرَكُوْٓا ڰ اِنَّ اللّٰهَ يَفْصِلُ بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ ۭ اِنَّ اللّٰهَ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيْدٌ ۝

১১১৬। এ স্থলে • সর্বনাম দ্বারা রাসূল (সাঃ)-কে বুঝাইতেছে।-জালালায়ন, সাফওয়াতুল-বায়ান ইত্যাদি

১১১৭। রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর প্রতি আল্লাহ্‌র সাহায্যের প্রধান উৎস ওহী। রজ্জু বিলম্বিত পূর্বক আসমানে আরোহণ করিয়া ওহী বন্ধ করা মানুষের পক্ষে অসম্ভব। এই ধরনের প্রচেষ্টা কখনও সফল হইবে না।

১১১৮ يقطع শব্দটির অর্থ 'কাটিয়া দেওয়া।'

১১১৯। এ স্থলে • সর্বনাম দ্বারা কুরআন বুঝাইতেছে।-জালালায়ন, কুরতুবী

১১২০। ২ ঃ ৬২ আয়াতের টীকা দ্র.।

১৮। তুমি কি দেখ না যে, আল্লাহ্‌কে সিজ্‌দা করে[১১২১] যাহা কিছু আছে আকাশমণ্ডলীতে ও পৃথিবীতে, সূর্য, চন্দ্র, নক্ষত্রমণ্ডলী, পর্বতরাজি, বৃক্ষলতা, জীবজন্তু এবং সিজ্‌দা করে[১১২২] মানুষের মধ্যে অনেকে? আবার অনেকের প্রতি অবধারিত হইয়াছে শাস্তি। আল্লাহ্ যাহাকে হেয় করেন তাহার সম্মানদাতা কেহই নাই; আল্লাহ্ যাহা ইচ্ছা তাহা করেন।

সিজ্‌দা

١٨- اَلَمْ تَرَ اَنَّ اللّٰهَ يَسْجُدُ لَهٗ
مَنْ فِى السَّمٰوٰتِ وَمَنْ فِى الْاَرْضِ
وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرُ وَالنُّجُوْمُ وَالْجِبَالُ
وَالشَّجَرُ وَالدَّوَآبُّ وَكَثِيْرٌ مِّنَ النَّاسِ ؕ
وَكَثِيْرٌ حَقَّ عَلَيْهِ الْعَذَابُ ؕ
وَمَنْ يُّهِنِ اللّٰهُ فَمَا لَهٗ مِنْ مُّكْرِمٍ ؕ
اِنَّ اللّٰهَ يَفْعَلُ مَا يَشَآءُ ۩

السجدة ٤

১৯। ইহারা দুইটি বিবদমান পক্ষ, তাহারা তাহাদের প্রতিপালক সম্বন্ধে বিতর্ক করে; যাহারা কুফরী করে তাহাদের জন্য প্রস্তুত করা হইয়াছে আগুনের পোশাক, তাহাদের মাথার উপর ঢালিয়া দেওয়া হইবে ফুটন্ত পানি,

١٩- هٰذٰنِ خَصْمٰنِ اخْتَصَمُوْا فِىْ رَبِّهِمْ ز
فَالَّذِيْنَ كَفَرُوْا قُطِّعَتْ لَهُمْ
ثِيَابٌ مِّنْ نَّارٍ ؕ
يُصَبُّ مِنْ فَوْقِ رُءُوْسِهِمُ الْحَمِيْمُ ۚ

২০। যাহা দ্বারা উহাদের উদরে যাহা আছে তাহা এবং উহাদের চর্ম বিগলিত করা হইবে।

٢٠- يُصْهَرُ بِهٖ مَا فِىْ بُطُوْنِهِمْ
وَالْجُلُوْدُ ؕ

২১। এবং উহাদের জন্য থাকিবে লৌহ মুদগর।

٢١- وَلَهُمْ مَّقَامِعُ مِنْ حَدِيْدٍ

২২। যখনই উহারা যন্ত্রণা কাতর হইয়া জাহান্নাম হইতে বাহির হইতে চাহিবে তখনই তাহাদিগকে ফিরাইয়া দেওয়া হইবে উহাতে; উহাদিগকে বলা হইবে,[১১২৩] 'আস্বাদ কর দহন-যন্ত্রণা।'

٢٢- كُلَّمَآ اَرَادُوْٓا اَنْ يَّخْرُجُوْا مِنْهَا
مِنْ غَمٍّ اُعِيْدُوْا فِيْهَا ق
وَذُوْقُوْا عَذَابَ الْحَرِيْقِ ۚ

ع ٧

[৩]

২৩। যাহারা ঈমান আনে ও সৎকর্ম করে আল্লাহ্ তাহাদিগকে দাখিল করিবেন

٢٣- اِنَّ اللّٰهَ يُدْخِلُ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا

১১২১। এ স্থলে 'সিজ্‌দা করার' অর্থ বিনা ব্যতিক্রমে আল্লাহ্‌র নিয়মাধীনে থাকা।
১১২২। 'সিজ্‌দা করে' শব্দ দুইটি এ স্থলে উহ্য আছে। ইহার অর্থ আল্লাহ্‌র 'ইবাদতে সিজ্‌দা করা।-কাশ্‌শাফ, জালালায়ন
১১২৩। 'উহাদিগকে বলা হইবে' কথাটি আরবীতে উহ্য আছে।-জালালায়ন, কাশ্‌শাফ

وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ جَنّٰتٍ تَجْرِىْ مِنْ تَحْتِهَا الْاَنْهٰرُ يُحَلَّوْنَ فِيْهَا مِنْ اَسَاوِرَ مِنْ ذَهَبٍ وَّلُؤْلُؤًا ؕ وَلِبَاسُهُمْ فِيْهَا حَرِيْرٌ ○

জান্নাতে যাহার পাদদেশে নদী প্রবাহিত, সেথায় তাহাদিগকে অলঙ্কৃত করা হইবে স্বর্ণ-কঙ্কন ও মুক্তা দ্বারা এবং সেথায় তাহাদের পোশাক-পরিচ্ছদ হইবে রেশমের।

٢٤- وَهُدُوْٓا اِلَى الطَّيِّبِ مِنَ الْقَوْلِ ۖۚ وَهُدُوْٓا اِلٰى صِرَاطِ الْحَمِيْدِ ○

২৪। তাহাদিগকে পবিত্র বাক্যের[১১২৪] অনুগামী করা হইয়াছিল এবং তাহারা পরিচালিত হইয়াছিল পরম প্রশংসাভাজন আল্লাহ্‌র পথে।

٢٥- اِنَّ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا وَيَصُدُّوْنَ عَنْ سَبِيْلِ اللّٰهِ وَالْمَسْجِدِ الْحَرَامِ الَّذِىْ جَعَلْنٰهُ لِلنَّاسِ سَوَآءَ ۨ الْعَاكِفُ فِيْهِ وَالْبَادِ ؕ وَمَنْ يُّرِدْ فِيْهِ بِاِلْحَادٍ بِظُلْمٍ نُّذِقْهُ مِنْ عَذَابٍ اَلِيْمٍ ○

২৫। যাহারা কুফরী করে এবং মানুষকে নিবৃত্ত করে আল্লাহ্‌র পথ হইতে ও মসজিদুল হারাম হইতে, যাহা আমি করিয়াছি স্থানীয় ও বহিরাগত সকলের জন্য সমান, আর যে ইচ্ছা করে সীমালংঘন করিয়া উহাতে পাপ কার্যের, তাহাকে আমি আস্বাদন করাইব মর্মন্তুদ শাস্তির।

[৪]

٢٦- وَاِذْ بَوَّاْنَا لِاِبْرٰهِيْمَ مَكَانَ الْبَيْتِ اَنْ لَّا تُشْرِكْ بِىْ شَيْئًا وَّطَهِّرْ بَيْتِىَ لِلطَّآئِفِيْنَ وَالْقَآئِمِيْنَ وَالرُّكَّعِ السُّجُوْدِ ○

২৬। এবং স্মরণ কর[১১২৫], যখন আমি ইব্‌রাহীমের জন্য নির্ধারণ করিয়া দিয়াছিলাম সেই গৃহের স্থান, তখন বলিয়াছিলাম[১১২৬], 'আমার সহিত কোন শরীক স্থির করিও না এবং আমার গৃহকে পবিত্র রাখিও তাহাদের জন্য যাহারা তাওয়াফ[১১২৭] করে এবং যাহারা সালাতে দাঁড়ায়, রুকূ' করে ও সিজ্‌দা করে।

٢٧- وَاَذِّنْ فِى النَّاسِ بِالْحَجِّ يَاْتُوْكَ رِجَالًا وَّعَلٰى كُلِّ ضَامِرٍ يَّاْتِيْنَ مِنْ كُلِّ فَجٍّ عَمِيْقٍ ○

২৭। এবং মানুষের নিকট হাজ্জ-এর ঘোষণা করিয়া দাও, উহারা তোমার নিকট আসিবে পদব্রজে ও সর্বপ্রকার ক্ষীণকায় উষ্ট্রের পিঠে, ইহারা আসিবে দূর-দূরান্তর পথ অতিক্রম করিয়া,

১১২৪। 'পবিত্র বাক্য' দ্বারা কালেমা তায়্যিবা অথবা কুরআনকে বুঝান হইয়াছে।
১১২৫। 'স্মরণ কর' শব্দ দুইটি আরবীতে উহ্য আছে।-কুরতুবী, কাশ্‌শাফ
১১২৬। 'বলিয়াছিলাম' শব্দটি আরবীতে উহ্য আছে।-কাশ্‌শাফ, জালালায়ন
১১২৭। ২ ঃ ১২৫ আয়াতের টীকা দ্র.।

২৮- لِّيَشْهَدُوْا مَنَافِعَ لَهُمْ
وَيَذْكُرُوا اسْمَ اللّٰهِ فِيْٓ اَيَّامٍ مَّعْلُوْمٰتٍ
عَلٰى مَا رَزَقَهُمْ مِّنْۢ بَهِيْمَةِ الْاَنْعَامِ ۚ
فَكُلُوْا مِنْهَا وَاَطْعِمُوا الْبَآئِسَ الْفَقِيْرَ ○

২৮। যাহাতে তাহারা তাহাদের কল্যাণময় স্থানগুলিতে উপস্থিত হইতে পারে এবং তিনি তাহাদিগকে চতুষ্পদ জন্তু হইতে যাহা রিয্ক হিসাবে দান করিয়াছেন উহার উপর নির্দিষ্ট দিনগুলিতে[১১২৮] আল্লাহ্‌র নাম উচ্চারণ করিতে পারে। অতঃপর তোমরা উহা হইতে আহার কর এবং দুঃস্থ, অভাবগ্রস্তকে আহার করাও।

২৯- ثُمَّ لْيَقْضُوْا تَفَثَهُمْ
وَلْيُوْفُوْا نُذُوْرَهُمْ وَلْيَطَّوَّفُوْا
بِالْبَيْتِ الْعَتِيْقِ ○

২৯। অতঃপর তাহারা যেন তাহাদের[১১২৯] অপরিচ্ছন্নতা দূর করে এবং তাহাদের মানত পূর্ণ করে এবং তাওয়াফ করে প্রাচীন গৃহের।[১১৩০]

৩০- ذٰلِكَ ۚ وَمَنْ يُّعَظِّمْ حُرُمٰتِ اللّٰهِ
فَهُوَ خَيْرٌ لَّهٗ عِنْدَ رَبِّهٖ ۗ
وَاُحِلَّتْ لَكُمُ الْاَنْعَامُ
اِلَّا مَا يُتْلٰى عَلَيْكُمْ
فَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ مِنَ الْاَوْثَانِ
وَاجْتَنِبُوْا قَوْلَ الزُّوْرِ ○

৩০। ইহাই[১১৩১] বিধান এবং কেহ আল্লাহ্‌ কর্তৃক নির্ধারিত পবিত্র অনুষ্ঠানগুলির সম্মান করিলে তাহার প্রতিপালকের নিকট তাহার জন্য ইহাই উত্তম। তোমাদের জন্য হালাল করা হইয়াছে চতুষ্পদ জন্তু—এইগুলি ব্যতীত যাহা তোমাদিগকে শোনান হইয়াছে। সুতরাং তোমরা বর্জন কর মূর্তিপূজার অপবিত্রতা এবং দূরে থাক মিথ্যা কথন হইতে,

৩১- حُنَفَآءَ لِلّٰهِ غَيْرَ مُشْرِكِيْنَ بِهٖ ۗ
وَمَنْ يُّشْرِكْ بِاللّٰهِ
فَكَاَنَّمَا خَرَّ مِنَ السَّمَآءِ
فَتَخْطَفُهُ الطَّيْرُ اَوْ تَهْوِيْ بِهِ
الرِّيْحُ فِيْ مَكَانٍ سَحِيْقٍ ○

৩১। আল্লাহ্‌র প্রতি একনিষ্ঠ হইয়া এবং তাঁহার কোন শরীক না করিয়া; এবং যে কেহ আল্লাহ্‌র শরীক করে সে যেন আকাশ হইতে পড়িল, অতঃপর পাখী তাহাকে ছোঁ মারিয়া লইয়া গেল, কিংবা বায়ু তাহাকে উড়াইয়া লইয়া গিয়া এক দূরবর্তী স্থানে নিক্ষেপ করিল।

১১২৮। যুলহিজ্জাঃ মাসের প্রথম দশ দিনে, ভিন্নমতে কুরবানীর দিনগুলিতে।

১১২৯। অর্থাৎ দৈহিক অপরিচ্ছন্নতা।

১১৩০। البيت العتيق -এর দ্বারা আল্লাহ্‌র 'ইবাদতের জন্য নির্মিত প্রাচীন গৃহ অর্থাৎ কা'বা গৃহকে বুঝায়।- জালালায়ন, কাশ্‌শাফ, সাফওয়াতুল-বায়ান

১১৩১। এ স্থলে ذلك অর্থ ذلك الامر অর্থাৎ ইহাই বিধান"।-জালালায়ন, কাশ্‌শাফ ইত্যাদি

Contents

٣٢- ذٰلِكَ ۗ وَمَنْ يُّعَظِّمْ
شَعَآئِرَ اللّٰهِ
فَاِنَّهَا مِنْ تَقْوَى الْقُلُوْبِ ○

৩২। ইহাই আল্লাহ্‌র বিধান এবং কেহ আল্লাহ্‌র নিদর্শনাবলীকে সম্মান করিলে ইহা তো তাহার হৃদয়ের তাক্‌ওয়া সঞ্জাত।

٣٣- لَكُمْ فِيْهَا مَنَافِعُ اِلٰٓى اَجَلٍ مُّسَمًّى
ثُمَّ مَحِلُّهَآ اِلَى الْبَيْتِ الْعَتِيْقِ ○

৩৩। এই সমস্ত আন'আমে[১১৩২] তোম. ্র জন্য নানাবিধ উপকার রহিয়াছে এক নির্দিষ্ট কালের জন্য; অতঃপর উহাদের কুরবানীর স্থান প্রাচীন গৃহের নিকট[১১৩৩]।

[৫]

٣٤- وَلِكُلِّ اُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا
لِّيَذْكُرُوا اسْمَ اللّٰهِ عَلٰى مَا رَزَقَهُمْ
مِّنْۢ بَهِيْمَةِ الْاَنْعَامِ ؕ
فَاِلٰهُكُمْ اِلٰهٌ وَّاحِدٌ فَلَهٗٓ اَسْلِمُوْا ؕ
وَبَشِّرِ الْمُخْبِتِيْنَ ○

৩৪। আমি প্রত্যেক সম্প্রদায়ের জন্য কুরবানীর নিয়ম করিয়া দিয়াছি; তিনি তাহাদিগকে জীবনোপকরণস্বরূপ যে সকল চতুষ্পদ জন্তু দিয়াছেন, সেগুলির উপর যেন তাহারা আল্লাহ্‌র নাম উচ্চারণ করে। তোমাদের ইলাহ্ এক ইলাহ্, সুতরাং তাঁহারই নিকট আত্মসমর্পণ কর এবং সুসংবাদ দাও বিনীতগণকে—

٣٥- الَّذِيْنَ اِذَا ذُكِرَ اللّٰهُ
وَجِلَتْ قُلُوْبُهُمْ وَالصّٰبِرِيْنَ
عَلٰى مَآ اَصَابَهُمْ وَالْمُقِيْمِي الصَّلٰوةِ ۙ
وَمِمَّا رَزَقْنٰهُمْ يُنْفِقُوْنَ ○

৩৫। যাহাদের হৃদয় ভয়ে কম্পিত হয় আল্লাহ্‌র নাম স্মরণ করা হইলে, যাহারা তাহাদের বিপদ-আপদে ধৈর্য ধারণ করে, এবং সালাত কায়েম করে এবং আমি তাহাদিগকে যে রিয্‌ক দিয়াছি তাহা হইতে ব্যয় করে।

٣٦- وَالْبُدْنَ جَعَلْنٰهَا لَكُمْ
مِّنْ شَعَآئِرِ اللّٰهِ لَكُمْ فِيْهَا خَيْرٌ ۖ
فَاذْكُرُوا اسْمَ اللّٰهِ عَلَيْهَا صَوَآفَّ ۚ
فَاِذَا وَجَبَتْ جُنُوْبُهَا فَكُلُوْا مِنْهَا
وَاَطْعِمُوا الْقَانِعَ وَالْمُعْتَرَّ ؕ
كَذٰلِكَ سَخَّرْنٰهَا لَكُمْ

৩৬। এবং উষ্ট্রকে করিয়াছি আল্লাহ্‌র নিদর্শনগুলির অন্যতম; তোমাদের জন্য উহাতে মঙ্গল রহিয়াছে। সুতরাং সারিবদ্ধভাবে দণ্ডায়মান অবস্থায়[১১৩৪] উহাদের উপর তোমরা আল্লাহ্‌র নাম উচ্চারণ কর।[১১৩৫] যখন উহারা কাত হইয়া পড়িয়া যায় তখন তোমরা উহা হইতে আহার কর এবং আহার করাও ধৈর্যশীল অভাবগ্রস্তকে ও যাচ্ঞাকারী অভাবগ্রস্তকে; এইভাবে আমি উহাদিগকে

১১৩২। ৫ ঃ ১ আয়াতের টীকা দ্র.।
১১৩৩। হারাম حرم-এর সীমানার মধ্যে।
১১৩৪। উষ্ট্রকে দণ্ডায়মান অবস্থায় উহার বুকের অগ্রভাগে ছুরি বসাইয়া যবেহ্ করা হয়। উহাকে নাহ্‌র نحر বলে।
১১৩৫। উহাদের যবেহ্‌কালে।

لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُوْنَ ○

তোমাদের অধীন করিয়া দিয়াছি যাহাতে তোমরা কৃতজ্ঞতা প্রকাশ কর।

٣٧- لَنْ يَّنَالَ اللّٰهَ لُحُوْمُهَا وَلَا دِمَآؤُهَا وَلٰكِنْ يَّنَالُهُ التَّقْوٰى مِنْكُمْ ۭ كَذٰلِكَ سَخَّرَهَا لَكُمْ لِتُكَبِّرُوا اللّٰهَ عَلٰى مَا هَدٰىكُمْ ۭ وَبَشِّرِ الْمُحْسِنِيْنَ ○

৩৭। আল্লাহ্‌র নিকট পৌঁছায় না উহাদের গোশত এবং রক্ত, বরং পৌঁছায় তোমাদের তাক্‌ওয়া।১১৩৬ এইভাবে তিনি ইহাদিগকে তোমাদের অধীন করিয়া দিয়াছেন যাহাতে তোমরা আল্লাহ্‌র শ্রেষ্ঠত্ব ঘোষণা কর এইজন্য যে, তিনি তোমাদিগকে পথপ্রদর্শন করিয়াছেন; সুতরাং তুমি সুসংবাদ দাও সৎকর্মপরায়ণদিগকে।

٣٨- اِنَّ اللّٰهَ يُدٰفِعُ عَنِ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا ۭ اِنَّ اللّٰهَ لَا يُحِبُّ كُلَّ خَوَّانٍ كَفُوْرٍ ○

৩৮। আল্লাহ্ রক্ষা করেন মু'মিনদিগকে, তিনি কোন বিশ্বাসঘাতক, অকৃতজ্ঞকে পসন্দ করেন না।

[৬]

٣٩- اُذِنَ لِلَّذِيْنَ يُقٰتَلُوْنَ بِاَنَّهُمْ ظُلِمُوْا ۭ وَاِنَّ اللّٰهَ عَلٰى نَصْرِهِمْ لَقَدِيْرُ ○

৩৯। যুদ্ধের অনুমতি দেওয়া হইল১১৩৭ তাহাদিগকে যাহারা আক্রান্ত হইয়াছে; কারণ তাহাদের প্রতি অত্যাচার করা হইয়াছে। আল্লাহ্ নিশ্চয়ই তাহাদিগকে সাহায্য করিতে সম্যক সক্ষম;

٤٠- الَّذِيْنَ اُخْرِجُوْا مِنْ دِيَارِهِمْ بِغَيْرِ حَقٍّ اِلَّآ اَنْ يَّقُوْلُوْا رَبُّنَا اللّٰهُ ۭ وَلَوْلَا دَفْعُ اللّٰهِ النَّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ لَّهُدِّمَتْ صَوَامِعُ وَبِيَعٌ وَّصَلَوٰتٌ وَّمَسٰجِدُ يُذْكَرُ فِيْهَا اسْمُ اللّٰهِ كَثِيْرًا ۭ

৪০। তাহাদিগকে তাহাদের ঘর-বাড়ী হইতে অন্যায়ভাবে বহিষ্কার করা হইয়াছে শুধু এই কারণে যে, তাহারা বলে, 'আমাদের প্রতিপালক আল্লাহ্।' আল্লাহ্ যদি মানব জাতির এক দলকে অন্য দল দ্বারা প্রতিহত না করিতেন, তাহা হইলে বিধ্বস্ত হইয়া যাইত খৃস্টান সংসারবিরাগীদের উপাসনাস্থান, গির্জা, ইয়াহূদীদের উপাসনালয় এবং মসজিদসমূহ—যাহাতে অধিক স্মরণ করা হয় আল্লাহ্‌র নাম। আল্লাহ্ নিশ্চয়ই

১১৩৬। ২ ঃ নং আয়াতের টীকা দ্র.।

১১৩৭। মক্কায় ১৩ বৎসর কাফিররা মু'মিনদের উপর অকথ্য অত্যাচার করা সত্ত্বেও তাঁহাদিগকে প্রতিরোধ করার অনুমতি দেওয়া হয় নাই। মদীনায় হিজরত করার পর আত্মরক্ষার জন্য মু'মিনদিগকে এই আয়াতে প্রতিরোধের অনুমতি দেওয়া হয়।

وَلَيَنْصُرَنَّ اللّٰهُ مَنْ يَّنْصُرُهٗ ۭ اِنَّ اللّٰهَ لَقَوِيٌّ عَزِيْزٌ ۝

তাহাকে সাহায্য করেন যে তাঁহাকে সাহায্য করে।[১১৩৮] আল্লাহ্ নিশ্চয়ই শক্তিমান, পরাক্রমশালী।

٤١- اَلَّذِيْنَ اِنْ مَّكَّنّٰهُمْ فِي الْاَرْضِ اَقَامُوا الصَّلٰوةَ وَاٰتَوُا الزَّكٰوةَ وَاَمَرُوْا بِالْمَعْرُوْفِ وَنَهَوْا عَنِ الْمُنْكَرِ ۭ وَلِلّٰهِ عَاقِبَةُ الْاُمُوْرِ ۝

৪১। আমি ইহাদিগকে পৃথিবীতে প্রতিষ্ঠা দান করিলে ইহারা সালাত কায়েম করিবে, যাকাত দিবে এবং সৎকার্যের নির্দেশ দিবে ও অসৎকার্য নিষেধ করিবে; আর সকল কর্মের পরিণাম আল্লাহ্র ইখতিয়ারে।

٤٢- وَاِنْ يُّكَذِّبُوْكَ فَقَدْ كَذَّبَتْ قَبْلَهُمْ قَوْمُ نُوْحٍ وَّعَادٌ وَّثَمُوْدُ ۝

৪২। এবং লোকেরা যদি তোমাকে অস্বীকার করে তবে উহাদের পূর্বে অস্বীকার করিয়াছিল তো নূহ্, 'আদ ও ছামূদের সম্প্রদায়,

٤٣- وَقَوْمُ اِبْرٰهِيْمَ وَقَوْمُ لُوْطٍ ۝

৪৩। ইব্রাহীম ও লূতের সম্প্রদায়,

٤٤- وَّاَصْحٰبُ مَدْيَنَ ۚ وَكُذِّبَ مُوْسٰى فَاَمْلَيْتُ لِلْكٰفِرِيْنَ ثُمَّ اَخَذْتُهُمْ ۚ فَكَيْفَ كَانَ نَكِيْرِ ۝

৪৪। এবং মাদ্ইয়ানবাসীরা[১১৩৯] আর অস্বীকার করা হইয়াছিল মূসাকেও। আমি কাফিরদিগকে অবকাশ দিয়াছিলাম, অতঃপর তাহাদিগকে শাস্তি দিয়াছিলাম। অতএব কেমন ছিল শাস্তি!

٤٥- فَكَاَيِّنْ مِّنْ قَرْيَةٍ اَهْلَكْنٰهَا وَهِيَ ظَالِمَةٌ فَهِيَ خَاوِيَةٌ عَلٰى عُرُوْشِهَا وَبِئْرٍ مُّعَطَّلَةٍ وَّقَصْرٍ مَّشِيْدٍ ۝

৪৫। আমি ধ্বংস করিয়াছি কত জনপদ যেইগুলির বাসিন্দা ছিল যালিম। এইসব জনপদ তাহাদের ঘরের ছাদসহ ধ্বংসস্তূপে পরিণত হইয়াছিল এবং কত কূপ পরিত্যক্ত হইয়াছিল ও কত সুদৃঢ় প্রাসাদও!

٤٦- اَفَلَمْ يَسِيْرُوْا فِي الْاَرْضِ فَتَكُوْنَ لَهُمْ قُلُوْبٌ يَّعْقِلُوْنَ بِهَآ اَوْ اٰذَانٌ يَّسْمَعُوْنَ بِهَا ۚ فَاِنَّهَا لَا تَعْمَى الْاَبْصَارُ وَلٰكِنْ تَعْمَى الْقُلُوْبُ الَّتِيْ فِي الصُّدُوْرِ ۝

৪৬। তাহারা কি দেশ ভ্রমণ করে নাই? তাহা হইলে তাহারা জ্ঞানবুদ্ধিসম্পন্ন হৃদয় ও শ্রুতিশক্তিসম্পন্ন শ্রবণের অধিকারী হইতে পারিত। বস্তুত চক্ষু তো অন্ধ নয়, বরং অন্ধ হইতেছে বক্ষস্থিত হৃদয়।

১১৩৮। এখানে ينصره অর্থ 'তাঁহাকে সাহায্য করা' অর্থাৎ তাঁহার দীনকে সাহায্য করা।-কাশ্শাফ, জালালায়ন
১১৩৯। 'মাদ্ইয়ানবাসী' অর্থাৎ হযরত শু'আয়ব (আ)-এর সম্প্রদায়।

Contents

৪৭। তাহারা তোমাকে শাস্তি ত্বরান্বিত করিতে বলে, অথচ আল্লাহ্ তাঁহার প্রতিশ্রুতি কখনও ভঙ্গ করেন না। তোমার প্রতিপালকের নিকট একদিন তোমাদের গণনার সহস্র বৎসরের সমান;

٤٧- وَيَسْتَعْجِلُوْنَكَ بِالْعَذَابِ وَلَنْ يُّخْلِفَ اللّٰهُ وَعْدَهٗ ؕ وَاِنَّ يَوْمًا عِنْدَ رَبِّكَ كَاَلْفِ سَنَةٍ مِّمَّا تَعُدُّوْنَ ○

৪৮। এবং আমি অবকাশ দিয়াছি কত জনপদকে যখন উহারা ছিল যালিম; অতঃপর উহাদিগকে শাস্তি দিয়াছি এবং প্রত্যাবর্তন আমারই নিকট।

٤٨- وَكَاَيِّنْ مِّنْ قَرْيَةٍ اَمْلَيْتُ لَهَا وَهِيَ ظَالِمَةٌ ثُمَّ اَخَذْتُهَا ۚ وَاِلَيَّ الْمَصِيْرُ ○

[৭]

৪৯। বল, 'হে মানুষ! আমি তো তোমাদের জন্য এক স্পষ্ট সতর্ককারী;

٤٩- قُلْ يٰۤاَيُّهَا النَّاسُ اِنَّمَاۤ اَنَا لَكُمْ نَذِيْرٌ مُّبِيْنٌ ○

৫০। সুতরাং যাহারা ঈমান আনে ও সৎকর্ম করে তাহাদের জন্য আছে ক্ষমা ও সম্মানজনক জীবিকা;

٥٠- فَالَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ لَهُمْ مَّغْفِرَةٌ وَّرِزْقٌ كَرِيْمٌ ○

৫১। এবং যাহারা আমার আয়াতকে ব্যর্থ করিবার চেষ্টা করে তাহারাই হইবে জাহান্নামের অধিবাসী।

٥١- وَالَّذِيْنَ سَعَوْا فِيْۤ اٰيٰتِنَا مُعٰجِزِيْنَ اُولٰٓئِكَ اَصْحٰبُ الْجَحِيْمِ ○

৫২। আমি তোমার পূর্বে যে সমস্ত রাসূল কিংবা নবী প্রেরণ করিয়াছি তাহাদের কেহ যখনই কিছু আকাঙ্ক্ষা করিয়াছে, তখনই শয়তান তাহার আকাঙ্ক্ষায়[১১৪০] কিছু প্রক্ষিপ্ত করিয়াছে, কিন্তু শয়তান যাহা প্রক্ষিপ্ত করে আল্লাহ্ তাহা বিদূরিত করেন। অতঃপর আল্লাহ্ তাঁহার আয়াতসমূহকে সুপ্রতিষ্ঠিত করেন এবং আল্লাহ্ সর্বজ্ঞ, প্রজ্ঞাময়;

٥٢- وَمَاۤ اَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَّسُوْلٍ وَّلَا نَبِيٍّ اِلَّاۤ اِذَا تَمَنّٰۤى اَلْقَى الشَّيْطٰنُ فِيْۤ اُمْنِيَّتِهٖ ۚ فَيَنْسَخُ اللّٰهُ مَا يُلْقِى الشَّيْطٰنُ ثُمَّ يُحْكِمُ اللّٰهُ اٰيٰتِهٖ ؕ وَاللّٰهُ عَلِيْمٌ حَكِيْمٌ ○

১১৪০। মানবরূপে রাসূল ও নবীদের মনে যে আকাঙ্ক্ষার উদ্রেক হয় তাহা কখনও বাস্তবে পরিণত হয়, কখনও হয় না। আর কোন মন্দ আকাঙ্ক্ষা তাঁহারা কখনও করেন না। কিন্তু ওহীর সত্যতা সন্দেহাতীত। ওহী এবং তাঁহাদের ব্যক্তিগত আকাঙ্ক্ষা সমপর্যায়ের নয়। শয়তান তাঁহাদের আকাঙ্ক্ষার ভুল ব্যাখ্যা করিয়া মানুষের মনে সংশয় সৃষ্টির চেষ্টা করে। যেমন, একবার 'উমরা করিতেছেন স্বপ্নে দেখিয়া রাসূলুল্লাহ্ (সাঃ) তাঁহার সাহাবীগণকে সঙ্গে লইয়া মক্কার পথে 'উমরার উদ্দেশ্যে রওয়ানা করিয়াছিলেন। কিন্তু সেই বৎসর (৬ হিজরী) তাঁহাদের 'উমরা করা হয় নাই, ইহাতে কাহারও কাহারও মনে সন্দেহের উদ্রেক হইয়াছিল।

تمنى -এর আর এক অর্থ আবৃত্তি করা। রাসূল ও নবীগণ কোন আয়াত আবৃত্তি করিলে সেই আয়াত সম্পর্কে নানা প্রশ্ন তুলিয়া শয়তান সন্দেহ সৃষ্টির চেষ্টা করে।

٥٣- لِّيَجْعَلَ مَا يُلْقِي الشَّيْطٰنُ فِتْنَةً لِّلَّذِيْنَ فِيْ قُلُوْبِهِمْ مَّرَضٌ وَّالْقَاسِيَةِ قُلُوْبُهُمْ ۗ وَاِنَّ الظّٰلِمِيْنَ لَفِيْ شِقَاقٍۭ بَعِيْدٍ ۙ

৫৩। ইহা এইজন্য যে, শয়তান যাহা প্রক্ষিপ্ত করে তিনি উহাকে পরীক্ষাস্বরূপ করেন তাহাদের জন্য যাহাদের অন্তরে ব্যাধি রহিয়াছে, যাহারা পাষাণহৃদয়। নিশ্চয়ই যালিমরা দুস্তর মতভেদে রহিয়াছে।

٥٤- وَّلِيَعْلَمَ الَّذِيْنَ اُوْتُوا الْعِلْمَ اَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَّبِّكَ فَيُؤْمِنُوْا بِهٖ فَتُخْبِتَ لَهٗ قُلُوْبُهُمْ ۗ وَاِنَّ اللّٰهَ لَهَادِ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْٓا اِلٰى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيْمٍ

৫৪। এবং এইজন্যও যে, যাহাদিগকে জ্ঞান দেওয়া হইয়াছে তাহারা যেন জানিতে পারে যে, ইহা তোমার প্রতিপালকের নিকট হইতে প্রেরিত সত্য; অতঃপর তাহারা যেন উহাতে বিশ্বাস স্থাপন করে এবং তাহাদের অন্তর যেন উহার প্রতি অনুগত হয়। যাহারা ঈমান আনিয়াছে তাহাদিগকে অবশ্যই আল্লাহ্ সরল পথে পরিচালিত করেন।

٥٥- وَلَا يَزَالُ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا فِيْ مِرْيَةٍ مِّنْهُ حَتّٰى تَاْتِيَهُمُ السَّاعَةُ بَغْتَةً اَوْ يَاْتِيَهُمْ عَذَابُ يَوْمٍ عَقِيْمٍ

৫৫। যাহারা কুফরী করিয়াছে তাহারা উহাতে সন্দেহ পোষণ হইতে বিরত হইবে না, যতক্ষণ না উহাদের নিকট কিয়ামত আসিয়া পড়িবে আকস্মিকভাবে, অথবা আসিয়া পড়িবে এক বন্ধ্যা[১১৪১] দিনের শাস্তি।

٥٦- اَلْمُلْكُ يَوْمَئِذٍ لِّلّٰهِ ۗ يَحْكُمُ بَيْنَهُمْ ۗ فَالَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ فِيْ جَنّٰتِ النَّعِيْمِ

৫৬। সেই দিন আল্লাহ্‌রই আধিপত্য; তিনিই তাহাদের বিচার করিবেন। সুতরাং যাহারা ঈমান আনে ও সৎকর্ম করে তাহারা অবস্থান করিবে সুখদ কাননে।

٥٧- وَالَّذِيْنَ كَفَرُوْا وَكَذَّبُوْا بِاٰيٰتِنَا فَاُولٰٓئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ مُّهِيْنٌ

৫৭। আর যাহারা কুফরী করে ও আমার আয়াতসমূহকে অস্বীকার করে তাহাদেরই জন্য রহিয়াছে লাঞ্ছনাদায়ক শাস্তি।

[৮]

٥٨- وَالَّذِيْنَ هَاجَرُوْا فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ ثُمَّ قُتِلُوْٓا اَوْ مَاتُوْا

৫৮। এবং যাহারা হিজরত করিয়াছে আল্লাহ্‌র পথে, অতঃপর নিহত হইয়াছে অথবা

১১৪১। কাফিরদের জন্য সেই দিন নিষ্ফল অর্থাৎ ভাল ও শুভ কোন কিছু সেই দিন তাহাদের জন্য নাই।

Contents

لَيَرْزُقَنَّهُمُ اللّٰهُ رِزْقًا حَسَنًا ؕ وَاِنَّ اللّٰهَ لَهُوَ خَيْرُ الرّٰزِقِيْنَ ○

মারা গিয়াছে তাহাদিগকে আল্লাহ্ অবশ্যই উৎকৃষ্ট জীবিকা দান করিবেন; আর নিশ্চয়ই আল্লাহ্, তিনি তো সর্বোৎকৃষ্ট রিয্কদাতা।

٥٩- لَيُدْخِلَنَّهُمْ مُّدْخَلًا يَّرْضَوْنَهٗ ؕ وَاِنَّ اللّٰهَ لَعَلِيْمٌ حَلِيْمٌ ○

৫৯। তিনি তাহাদিগকে অবশ্যই এমন স্থানে দাখিল করিবেন যাহা তাহারা পসন্দ করিবে এবং আল্লাহ্ তো সম্যক প্রজ্ঞাময়, পরম সহনশীল।

٦٠- ذٰلِكَ ۚ وَمَنْ عَاقَبَ بِمِثْلِ مَا عُوْقِبَ بِهٖ ثُمَّ بُغِيَ عَلَيْهِ لَيَنْصُرَنَّهُ اللّٰهُ ؕ اِنَّ اللّٰهَ لَعَفُوٌّ غَفُوْرٌ ○

৬০। ইহাই হইয়া থাকে, কোন ব্যক্তি নিপীড়িত হইয়া তুল্য প্রতিশোধ গ্রহণ করিলে ও পুনরায় সে অত্যাচারিত হইলে আল্লাহ্ তাহাকে অবশ্যই সাহায্য করিবেন; আল্লাহ্ নিশ্চয়ই পাপ মোচনকারী, ক্ষমাশীল।

٦١- ذٰلِكَ بِاَنَّ اللّٰهَ يُوْلِجُ الَّيْلَ فِى النَّهَارِ وَيُوْلِجُ النَّهَارَ فِى الَّيْلِ وَاَنَّ اللّٰهَ سَمِيْعٌۢ بَصِيْرٌ ○

৬১। উহা এইজন্য যে, আল্লাহ্ রাত্রিকে প্রবিষ্ট করান দিবসের মধ্যে এবং দিবসকে প্রবিষ্ট করান রাত্রির মধ্যে এবং আল্লাহ্ সর্বশ্রোতা, সম্যক দ্রষ্টা;

٦٢- ذٰلِكَ بِاَنَّ اللّٰهَ هُوَ الْحَقُّ وَاَنَّ مَا يَدْعُوْنَ مِنْ دُوْنِهٖ هُوَ الْبَاطِلُ وَاَنَّ اللّٰهَ هُوَ الْعَلِىُّ الْكَبِيْرُ ○

৬২। এইজন্যও যে, আল্লাহ্, তিনিই সত্য এবং উহারা তাঁহার পরিবর্তে যাহাকে ডাকে উহা তো অসত্য, এবং আল্লাহ্, তিনিই তো সমুচ্চ, মহান।

٦٣- اَلَمْ تَرَ اَنَّ اللّٰهَ اَنْزَلَ مِنَ السَّمَآءِ مَآءً ۫ فَتُصْبِحُ الْاَرْضُ مُخْضَرَّةً ؕ اِنَّ اللّٰهَ لَطِيْفٌ خَبِيْرٌ ۚ○

৬৩। তুমি কি লক্ষ্য কর না যে, আল্লাহ্ বারি বর্ষণ করেন আকাশ হইতে যাহাতে সবুজ শ্যামল হইয়া উঠে পৃথিবী? নিশ্চয়ই আল্লাহ্ সম্যক সূক্ষ্মদর্শী, পরিজ্ঞাত।

٦٤- لَهٗ مَا فِى السَّمٰوٰتِ وَمَا فِى الْاَرْضِ ؕ وَاِنَّ اللّٰهَ لَهُوَ الْغَنِىُّ الْحَمِيْدُ ○ ع

৬৪। আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীতে যাহা কিছু আছে তাহা তাঁহারই, এবং আল্লাহ্, তিনিই তো অভাবমুক্ত, প্রশংসার্হ।

[৯]

٦٥- اَلَمْ تَرَ اَنَّ اللّٰهَ سَخَّرَ لَكُمْ

৬৫। তুমি কি লক্ষ্য কর না যে, আল্লাহ্ তোমাদের কল্যাণে নিয়োজিত করিয়াছেন

Contents

مَّا فِي الْأَرْضِ وَالْفُلْكَ تَجْرِيْ فِي الْبَحْرِ بِأَمْرِهٖ ۗ وَيُمْسِكُ السَّمَآءَ أَنْ تَقَعَ عَلَى الْأَرْضِ إِلَّا بِإِذْنِهٖ ۗ
إِنَّ اللّٰهَ بِالنَّاسِ لَرَءُوْفٌ رَّحِيْمٌ ○

পৃথিবীতে যাহা কিছু আছে তৎসমুদয়কে এবং তাঁহার নির্দেশে সমুদ্রে বিচরণশীল নৌযানসমূহকে ? আর তিনিই আকাশকে স্থির রাখেন যাহাতে উহা পতিত না হয় পৃথিবীর উপর তাঁহার অনুমতি ব্যতীত। আল্লাহ্ নিশ্চয়ই মানুষের প্রতি দয়ার্দ্র, পরম দয়ালু।

٦٦- وَهُوَ الَّذِيْٓ أَحْيَاكُمْ ۫ ثُمَّ يُمِيْتُكُمْ ثُمَّ يُحْيِيْكُمْ ۗ
إِنَّ الْإِنْسَانَ لَكَفُوْرٌ ○

৬৬। এবং তিনিই তোমাদিগকে জীবন দান করিয়াছেন; অতঃপর তিনিই তোমাদের মৃত্যু ঘটাইবেন, পুনরায় তোমাদিগকে জীবন দান করিবেন। মানুষ তো অতি মাত্রায় অকৃতজ্ঞ।

٦٧- لِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا هُمْ نَاسِكُوْهُ فَلَا يُنَازِعُنَّكَ فِي الْأَمْرِ وَادْعُ إِلٰى رَبِّكَ ۗ
إِنَّكَ لَعَلٰى هُدًى مُّسْتَقِيْمٍ ○

৬৭। আমি প্রত্যেক সম্প্রদায়ের জন্য নির্ধারিত করিয়া দিয়াছি 'ইবাদত পদ্ধতি—যাহা উহারা অনুসরণ করে। সুতরাং উহারা যেন তোমার সহিত বিতর্ক না করে এই ব্যাপারে। তুমি উহাদিগকে তোমার প্রতিপালকের দিকে আহ্বান কর, তুমি তো সরল পথেই প্রতিষ্ঠিত।

٦٨- وَإِنْ جٰدَلُوْكَ
فَقُلِ اللّٰهُ أَعْلَمُ بِمَا تَعْمَلُوْنَ ○

৬৮। উহারা যদি তোমার সহিত বিতণ্ডা করে তবে বলিও, 'তোমরা যাহা কর সে সম্বন্ধে আল্লাহ্ সম্যক অবহিত।

٦٩- اَللّٰهُ يَحْكُمُ بَيْنَكُمْ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ فِيْمَا كُنْتُمْ فِيْهِ تَخْتَلِفُوْنَ ○

৬৯। 'তোমরা যে বিষয়ে মতভেদ করিতেছ আল্লাহ্ কিয়ামতের দিন সে বিষয়ে তোমাদের মধ্যে বিচার-মীমাংসা করিয়া দিবেন।'

٧٠- أَلَمْ تَعْلَمْ أَنَّ اللّٰهَ يَعْلَمُ مَا فِي السَّمَآءِ وَالْأَرْضِ ۗ إِنَّ ذٰلِكَ فِيْ كِتٰبٍ ۗ
إِنَّ ذٰلِكَ عَلَى اللّٰهِ يَسِيْرٌ ○

৭০। তুমি কি জান না যে, আকাশ ও পৃথিবীতে যাহা কিছু রহিয়াছে আল্লাহ্ তাহা জানেন। এই সকলই আছে এক কিতাবে; নিশ্চয়ই ইহা আল্লাহ্র নিকট সহজ।

৭১। এবং উহারা 'ইবাদত করে আল্লাহ্‌র পরিবর্তে এমন কিছুর যাহার সম্পর্কে[১১৪২] তিনি কোন দলীল প্রেরণ করেন নাই এবং যাহার সম্বন্ধে তাহাদের কোন জ্ঞান নাই। আর যালিমদের কোন সাহায্যকারী নাই।

٧١- وَيَعْبُدُوْنَ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهٖ سُلْطٰنًا وَّمَا لَيْسَ لَهُمْ بِهٖ عِلْمٌ ۗ وَمَا لِلظّٰلِمِيْنَ مِنْ نَّصِيْرٍ ○

৭২। এবং উহাদের নিকট আমার সুস্পষ্ট আয়াতসমূহ তিলাওয়াত করা হইলে তুমি কাফিরদের মুখমণ্ডলে অসন্তোষ লক্ষ্য করিবে। যাহারা উহাদের নিকট আমার আয়াত তিলাওয়াত করে তাহাদিগকে উহারা আক্রমণ করিতে উদ্যত হয়। বল, 'তবে কি আমি তোমাদিগকে ইহা অপেক্ষা মন্দ কিছুর সংবাদ দিব? —ইহা আগুন। এই বিষয়ে আল্লাহ্ প্রতিশ্রুতি দিয়াছেন কাফিরদিগকে এবং ইহা কত নিকৃষ্ট প্রত্যাবর্তনস্থল!'

٧٢- وَاِذَا تُتْلٰى عَلَيْهِمْ اٰيٰتُنَا بَيِّنٰتٍ تَعْرِفُ فِيْ وُجُوْهِ الَّذِيْنَ كَفَرُوا الْمُنْكَرَ ۗ يَكَادُوْنَ يَسْطُوْنَ بِالَّذِيْنَ يَتْلُوْنَ عَلَيْهِمْ اٰيٰتِنَا ۗ قُلْ اَفَاُنَبِّئُكُمْ بِشَرٍّ مِّنْ ذٰلِكُمْ ۗ اَلنَّارُ ۗ وَعَدَهَا اللّٰهُ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا ۗ وَبِئْسَ الْمَصِيْرُ ○

[১০]

৭৩। হে মানুষ! একটি উপমা দেওয়া হইতেছে, মনোযোগ সহকারে উহা শ্রবণ কর ঃ তোমরা আল্লাহ্‌র পরিবর্তে যাহাদিগকে ডাক তাহারা তো কখনও একটি মাছিও সৃষ্টি করিতে পারিবে না, এই উদ্দেশ্যে তাহারা সকলে একত্র হইলেও। এবং মাছি যদি কিছু ছিনাইয়া লইয়া যায় তাহাদের নিকট হইতে, ইহাও তাহারা উহার নিকট হইতে উদ্ধার করিতে পারিবে না। অন্বেষক ও অন্বেষিত[১১৪৩] কতই দুর্বল;

٧٣- يٰۤاَيُّهَا النَّاسُ ضُرِبَ مَثَلٌ فَاسْتَمِعُوْا لَهٗ ۗ اِنَّ الَّذِيْنَ تَدْعُوْنَ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ لَنْ يَّخْلُقُوْا ذُبَابًا وَّلَوِ اجْتَمَعُوْا لَهٗ ۗ وَاِنْ يَّسْلُبْهُمُ الذُّبَابُ شَيْـًٔا لَّا يَسْتَنْقِذُوْهُ مِنْهُ ۗ ضَعُفَ الطَّالِبُ وَالْمَطْلُوْبُ ○

৭৪। উহারা আল্লাহ্‌র যথোচিত মর্যাদা উপলব্ধি করে না, আল্লাহ্ নিশ্চয়ই ক্ষমতাবান, পরাক্রমশালী।

٧٤- مَا قَدَرُوا اللّٰهَ حَقَّ قَدْرِهٖ ۗ اِنَّ اللّٰهَ لَقَوِيٌّ عَزِيْزٌ ○

১১৪২। ভিন্নমতে ب -এর অর্থ بجواز عبادت অর্থাৎ উহার 'ইবাদতের সমর্থনে।-বায়দাবী, কাশ্‌শাফ
১১৪৩। অর্থাৎ উপাসক ও উপাস্য।

٧٥-اَللّٰهُ يَصْطَفِيْ مِنَ الْمَلٰٓئِكَةِ رُسُلًا وَّمِنَ النَّاسِ ؕ اِنَّ اللّٰهَ سَمِيْعٌۢ بَصِيْرٌ ۟

৭৫। আল্লাহ্ ফিরিশ্‌তাদের মধ্য হইতে মনোনীত করেন বাণীবাহক এবং মানুষের মধ্য হইতেও; আল্লাহ্ সর্বশ্রোতা, সম্যক দ্রষ্টা।

٧٦-يَعْلَمُ مَا بَيْنَ اَيْدِيْهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ ؕ وَاِلَى اللّٰهِ تُرْجَعُ الْاُمُوْرُ ۟

৭৬। তাহাদের সম্মুখে ও পশ্চাতে যাহা কিছু আছে তিনি তাহা জানেন এবং সমস্ত বিষয় আল্লাহ্‌র নিকট প্রত্যাবর্তিত হইবে।

٧٧-يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوا ارْكَعُوْا وَاسْجُدُوْا وَاعْبُدُوْا رَبَّكُمْ وَافْعَلُوا الْخَيْرَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُوْنَ ۩ ۟

৭৭। হে মু'মিনগণ! তোমরা রুকূ'[১১৪৪] কর, সিজ্‌দা কর এবং তোমাদের প্রতিপালকের 'ইবাদত কর ও সৎকর্ম কর, যাহাতে সফলকাম হইতে পার।

সিজ্‌দা

ইমাম শাফিঈর মতে

السجدة عند الامام الشافعي رحمه الله تعالى

٧٨-وَجَاهِدُوْا فِي اللّٰهِ حَقَّ جِهَادِهٖ ؕ هُوَ اجْتَبٰىكُمْ وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّيْنِ مِنْ حَرَجٍ ؕ مِلَّةَ اَبِيْكُمْ اِبْرٰهِيْمَ ؕ هُوَ سَمّٰىكُمُ الْمُسْلِمِيْنَ ۙ۬ مِنْ قَبْلُ وَفِيْ هٰذَا لِيَكُوْنَ الرَّسُوْلُ شَهِيْدًا عَلَيْكُمْ وَتَكُوْنُوْا شُهَدَآءَ عَلَى النَّاسِ ۚۖ فَاَقِيْمُوا الصَّلٰوةَ وَاٰتُوا الزَّكٰوةَ وَاعْتَصِمُوْا بِاللّٰهِ ؕ هُوَ مَوْلٰىكُمْ ۚ فَنِعْمَ الْمَوْلٰى وَنِعْمَ النَّصِيْرُ ۟

৭৮। এবং জিহাদ কর আল্লাহ্‌র পথে যেভাবে জিহাদ করা উচিত। তিনি তোমাদিগকে মনোনীত করিয়াছেন। তিনি দীনের ব্যাপারে তোমাদের উপর কোন কঠোরতা আরোপ করেন নাই। ইহা তোমাদের পিতা ইব্‌রাহীমের মিল্লাত[১১৪৫]। তিনি[১১৪৬] পূর্বে তোমাদের নামকরণ করিয়াছেন 'মুসলিম' এবং এই কিতাবেও; যাহাতে রাসূল তোমাদের জন্য সাক্ষীস্বরূপ হয় এবং তোমরা সাক্ষীস্বরূপ হও মানব জাতির জন্য। সুতরাং তোমরা সালাত কায়েম কর, যাকাত দাও এবং আল্লাহ্‌কে অবলম্বন কর; তিনিই তোমাদের অভিভাবক, কত উত্তম অভিভাবক এবং কত উত্তম সাহায্যকারী তিনি!

ع ١٠

১১৪৪। ২ ঃ ১২৫ আয়াতের টীকা দ্র.।

১১৪৫। ملة অর্থাৎ ধর্মাদর্শ।

১১৪৬। এ স্থলে هو সর্বনাম, 'আল্লাহ্' অথবা 'ইব্‌রাহীম'-এর পরিবর্তে ব্যবহৃত হইয়াছে। -কাশ্‌শাফ, জালালায়ন

অষ্টাদশ পারা

২৩-সূরা মু'মিনূন

১১৮ আয়াত, ৬ রুকূ', মক্কী

।। দয়াময়, পরম দয়ালু আল্লাহ্‌র নামে ।।

١- قَدْ اَفْلَحَ الْمُؤْمِنُوْنَ ۙ

১। অবশ্যই সফলকাম হইয়াছে মু'মিনগণ,

٢- الَّذِيْنَ هُمْ فِيْ صَلَاتِهِمْ خٰشِعُوْنَ ۙ

২। যাহারা বিনয়-নম্র নিজেদের সালাতে,

٣- وَالَّذِيْنَ هُمْ عَنِ اللَّغْوِ مُعْرِضُوْنَ ۙ

৩। যাহারা অসার ক্রিয়াকলাপ[১১৪৭] হইতে বিরত থাকে,

٤- وَالَّذِيْنَ هُمْ لِلزَّكٰوةِ فٰعِلُوْنَ ۙ

৪। যাহারা যাকাতদানে সক্রিয়,

٥- وَالَّذِيْنَ هُمْ لِفُرُوْجِهِمْ حٰفِظُوْنَ ۙ

৫। যাহারা নিজেদের যৌন অংগকে সংযত রাখে

٦- اِلَّا عَلٰٓى اَزْوَاجِهِمْ اَوْ مَا مَلَكَتْ اَيْمَانُهُمْ فَاِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُوْمِيْنَ ۚ

৬। নিজেদের পত্নী অথবা অধিকারভুক্ত দাসিগণ[১১৪৮] ব্যতীত, ইহাতে তাহারা নিন্দনীয় হইবে না,

٧- فَمَنِ ابْتَغٰى وَرَآءَ ذٰلِكَ فَاُولٰٓئِكَ هُمُ الْعٰدُوْنَ ۚ

৭। এবং কেহ ইহাদিগকে ছাড়া অন্যকে কামনা করিলে তাহারা হইবে সীমালংঘনকারী,

٨- وَالَّذِيْنَ هُمْ لِاَمٰنٰتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ رٰعُوْنَ ۙ

৮। এবং যাহারা নিজেদের আমানত ও প্রতিশ্রুতি রক্ষা করে

٩- وَالَّذِيْنَ هُمْ عَلٰى صَلَوٰتِهِمْ يُحَافِظُوْنَ ۘ

৯। এবং যাহারা নিজেদের সালাতে যত্নবান থাকে

١٠- اُولٰٓئِكَ هُمُ الْوٰرِثُوْنَ ۙ

১০। তাহারাই হইবে অধিকারী—

১১৪৭। اللغو। অর্থ 'অসার', এ স্থলে ইহা দ্বারা 'অসার ক্রিয়াকলাপ' বুঝাইতেছে।-কাশ্‌শাফ, সাফওয়াতুল বায়ান ইত্যাদি

১১৪৮। শারী'আতের বিধি মুতাবিক যাহারা দাসী (বর্তমানে দাসপ্রথা বিলুপ্ত হইয়াছে)।

Contents

১১। অধিকারী হইবে ফিরদাওসের[১১৪৯] যাহাতে উহারা স্থায়ী হইবে।

١١- الَّذِيْنَ يَرِثُوْنَ الْفِرْدَوْسَ ۭ هُمْ فِيْهَا خٰلِدُوْنَ ۝

১২। আমি তো মানুষকে সৃষ্টি করিয়াছি মৃত্তিকার উপাদান হইতে,

١٢- وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْاِنْسَانَ مِنْ سُلٰلَةٍ مِّنْ طِيْنٍ ۝

১৩। অতঃপর আমি উহাকে শুক্রবিন্দুরূপে স্থাপন করি এক নিরাপদ আধারে;

١٣- ثُمَّ جَعَلْنٰهُ نُطْفَةً فِيْ قَرَارٍ مَّكِيْنٍ ۝

১৪। পরে আমি শুক্রবিন্দুকে পরিণত করি 'আলাক-এ,[১১৫০] অতঃপর 'আলাক্‌কে পরিণত করি পিণ্ডে এবং পিণ্ডকে পরিণত করি অস্থি-পঞ্জরে; অতঃপর অস্থি-পঞ্জরকে ঢাকিয়া দেই গোশ্‌ত দ্বারা; অবশেষে উহাকে গড়িয়া তুলি অন্য এক সৃষ্টিরূপে। অতএব সর্বোত্তম স্রষ্টা আল্লাহ্ কত মহান!

١٤- ثُمَّ خَلَقْنَا النُّطْفَةَ عَلَقَةً فَخَلَقْنَا الْعَلَقَةَ مُضْغَةً فَخَلَقْنَا الْمُضْغَةَ عِظٰمًا فَكَسَوْنَا الْعِظٰمَ لَحْمًا ۤ ثُمَّ اَنْشَاْنٰهُ خَلْقًا اٰخَرَ ۭ فَتَبٰرَكَ اللّٰهُ اَحْسَنُ الْخٰلِقِيْنَ ۝

১৫। ইহার পর তোমরা অবশ্যই মরিবে,

١٥- ثُمَّ اِنَّكُمْ بَعْدَ ذٰلِكَ لَمَيِّتُوْنَ ۝

১৬। অতঃপর কিয়ামতের দিন তোমাদিগকে উত্থিত করা হইবে।

١٦- ثُمَّ اِنَّكُمْ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ تُبْعَثُوْنَ ۝

১৭। আমি তো তোমাদের ঊর্ধ্বে সৃষ্টি করিয়াছি সপ্তস্তর এবং আমি সৃষ্টি বিষয়ে অসতর্ক নহি,

١٧- وَلَقَدْ خَلَقْنَا فَوْقَكُمْ سَبْعَ طَرَاۗىِٕقَ ڰ وَمَا كُنَّا عَنِ الْخَلْقِ غٰفِلِيْنَ ۝

১৮। এবং আমি আকাশ হইতে বারি বর্ষণ করি পরিমিতভাবে; অতঃপর আমি উহা মৃত্তিকায় সংরক্ষিত করি; আমি উহাকে অপসারিত করিতেও সক্ষম।

١٨- وَاَنْزَلْنَا مِنَ السَّمَاۗءِ مَاۗءًۢ بِقَدَرٍ فَاَسْكَنّٰهُ فِي الْاَرْضِ ڰ وَاِنَّا عَلٰي ذَهَابٍۢ بِهٖ لَقٰدِرُوْنَ ۝

১৯। অতঃপর আমি উহা দ্বারা তোমাদের জন্য খর্জুর ও আংগুরের বাগান সৃষ্টি করি; ইহাতে তোমাদের জন্য আছে প্রচুর ফল;

١٩- فَاَنْشَاْنَا لَكُمْ بِهٖ جَنّٰتٍ مِّنْ نَّخِيْلٍ وَّاَعْنَابٍ ۘ لَكُمْ فِيْهَا فَوَاكِهُ كَثِيْرَةٌ

১১৪৯। 'ফিরদাওস' জান্নাতের এক উত্তম অংশের নাম।-ইমাম রাযী
১১৫০। ২২ ঃ ৫ আয়াতের টীকা দ্র.।

وَّمِنْهَا تَاْكُلُوْنَ ۙ

আর উহা হইতে তোমরা আহার করিয়া থাক;

٢٠- وَ شَجَرَةً تَخْرُجُ مِنْ طُوْرِ سَيْنَآءَ تَنْۢبُتُ بِالدُّهْنِ وَصِبْغٍ لِّلْاٰكِلِيْنَ ○

২০। এবং সৃষ্টি করি এক বৃক্ষ যাহা জন্মায় সিনাই পর্বতে, ইহাতে উৎপন্ন হয় তৈল এবং আহারকারীদের জন্য ব্যঞ্জন[১১৫১]।

٢١- وَاِنَّ لَكُمْ فِى الْاَنْعَامِ لَعِبْرَةً ؕ نُسْقِيْكُمْ مِّمَّا فِىْ بُطُوْنِهَا وَلَكُمْ فِيْهَا مَنَافِعُ كَثِيْرَةٌ وَّمِنْهَا تَاْكُلُوْنَ ۙ

২১। এবং তোমাদের জন্য অবশ্যই শিক্ষণীয় বিষয় আছে আন'আম-এ[১১৫২]; তোমাদিগকে আমি পান করাই উহাদের উদরে যাহা আছে তাহা হইতে[১১৫৩] এবং উহাতে তোমাদের জন্য রহিয়াছে প্রচুর উপকারিতা; তোমরা উহা হইতে[১১৫৪] আহার কর,

٢٢- وَعَلَيْهَا وَعَلَى الْفُلْكِ تُحْمَلُوْنَ ۠

২২। এবং তোমরা উহাতে ও নৌযানে আরোহণও করিয়া থাক।

[২]

٢٣- وَلَقَدْ اَرْسَلْنَا نُوْحًا اِلٰى قَوْمِهٖ فَقَالَ يٰقَوْمِ اعْبُدُوا اللّٰهَ مَا لَكُمْ مِّنْ اِلٰهٍ غَيْرُهٗ ؕ اَفَلَا تَتَّقُوْنَ ○

২৩। আমি নূহ্‌কে পাঠাইয়াছিলাম তাহার সম্প্রদায়ের নিকট। সে বলিয়াছিল, 'হে আমার সম্প্রদায়! আল্লাহ্‌র 'ইবাদত কর, তিনি ব্যতীত তোমাদের অন্য কোন ইলাহ্ নাই, তবুও কি তোমরা সাবধান হইবে না?'

٢٤- فَقَالَ الْمَلَؤُا الَّذِيْنَ كَفَرُوْا مِنْ قَوْمِهٖ مَا هٰذَآ اِلَّا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ ۙ يُرِيْدُ اَنْ يَّتَفَضَّلَ عَلَيْكُمْ ؕ وَلَوْ شَآءَ اللّٰهُ لَاَنْزَلَ مَلٰٓئِكَةً ۚۖ

২৪। তাহার সম্প্রদায়ের প্রধানগণ, যাহারা কুফরী করিয়াছিল, তাহারা বলিল,[১১৫৫] 'এ তো তোমাদের মত একজন মানুষই, তোমাদের উপর শ্রেষ্ঠত্ব লাভ করিতে চাহিতেছে, আল্লাহ্ ইচ্ছা করিলে ফিরিশ্‌তাই পাঠাইতেন; আমরা তো

১১৫১। ইহা 'যায়তূন' নামক ফল। ৬ ঃ ৯৯ আয়াতের টীকা দ্র.।
১১৫২। ৫ ঃ ১ আয়াতের টীকা দ্র.।
১১৫৩। আয়াত ১৬ ঃ ৬৬ দ্রঃ।
১১৫৪। অর্থাৎ উহার গোশ্‌ত হইতে।
১১৫৫। অর্থাৎ 'লোকদিগকে' বলিল।-বায়দাবী, জালালায়ন ইত্যাদি

مَّا سَمِعْنَا بِهٰذَا فِيْٓ اٰبَآئِنَا الْاَوَّلِيْنَ ۚ

আমাদের পূর্বপুরুষগণের কালে এইরূপ ঘটিয়াছে, একথা শুনি নাই।

٢٥- اِنْ هُوَ اِلَّا رَجُلٌۢ بِهٖ جِنَّةٌ فَتَرَبَّصُوْا بِهٖ حَتّٰى حِيْنٍ ۝

২৫। 'এ তো এমন লোক যাহাকে উন্মত্ততা পাইয়া বসিয়াছে; সুতরাং তোমরা ইহার সম্পর্কে কিছু কাল অপেক্ষা কর।'

٢٦- قَالَ رَبِّ انْصُرْنِيْ بِمَا كَذَّبُوْنِ ۝

২৬। নূহ্ বলিয়াছিল, 'হে আমার প্রতিপালক! আমাকে সাহায্য কর, কারণ উহারা আমাকে মিথ্যাবাদী বলিতেছে।'

٢٧- فَاَوْحَيْنَآ اِلَيْهِ اَنِ اصْنَعِ الْفُلْكَ بِاَعْيُنِنَا وَوَحْيِنَا فَاِذَا جَآءَ اَمْرُنَا وَفَارَ التَّنُّوْرُ ۙ فَاسْلُكْ فِيْهَا مِنْ كُلٍّ زَوْجَيْنِ اثْنَيْنِ وَاَهْلَكَ اِلَّا مَنْ سَبَقَ عَلَيْهِ الْقَوْلُ مِنْهُمْ ۚ وَلَا تُخَاطِبْنِيْ فِي الَّذِيْنَ ظَلَمُوْا ۚ اِنَّهُمْ مُّغْرَقُوْنَ ۝

২৭। অতঃপর আমি তাহার নিকট ওহী পাঠাইলাম, 'তুমি আমার তত্ত্বাবধানে ও আমার ওহী অনুযায়ী নৌযান নির্মাণ কর, অতঃপর যখন আমার আদেশ আসিবে ও উনুন উথলিয়া উঠিবে[১১৫৬] তখন উঠাইয়া লইও প্রত্যেক জীবের এক এক জোড়া এবং তোমার পরিবার-পরিজনকে, তাহাদিগকে ছাড়া তাহাদের মধ্যে যাহাদের বিরুদ্ধে পূর্বে সিদ্ধান্ত হইয়াছে। আর তাহাদের সম্পর্কে তুমি আমাকে কিছু বলিও না যাহারা যুলুম করিয়াছে। তাহারা তো নিমজ্জিত হইবে।

٢٨- فَاِذَا اسْتَوَيْتَ اَنْتَ وَمَنْ مَّعَكَ عَلَى الْفُلْكِ فَقُلِ الْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِيْ نَجّٰىنَا مِنَ الْقَوْمِ الظّٰلِمِيْنَ ۝

২৮। যখন তুমি ও তোমার সংগীরা নৌযানে আসন গ্রহণ করিবে তখন বলিও, 'সমস্ত প্রশংসা আল্লাহ্‌রই, যিনি আমাদিগকে উদ্ধার করিয়াছেন যালিম সম্প্রদায় হইতে।'

٢٩- وَقُلْ رَّبِّ اَنْزِلْنِيْ مُنْزَلًا مُّبٰرَكًا وَّاَنْتَ خَيْرُ الْمُنْزِلِيْنَ ۝

২৯। আরও বলিও, 'হে আমার প্রতিপালক! আমাকে এমনভাবে অবতরণ করাও যাহা হইবে কল্যাণকর; আর তুমিই শ্রেষ্ঠ অবতরণকারী।'

٣٠- اِنَّ فِيْ ذٰلِكَ لَاٰيٰتٍ وَّاِنْ كُنَّا لَمُبْتَلِيْنَ ۝

৩০। ইহাতে অবশ্যই নিদর্শন রহিয়াছে। আর আমি তো উহাদিগকে পরীক্ষা করিয়াছিলাম।

১১৫৬। ১১ ঃ ৪০ আয়াতের টীকা দ্র.।

٣١- ثُمَّ اَنْشَاْنَا مِنْۢ بَعْدِهِمْ قَرْنًا اٰخَرِيْنَ ۚ

৩১। অতঃপর তাহাদের পরে অন্য এক সম্প্রদায়[১১৫৭] সৃষ্টি করিয়াছিলাম;

٣٢- فَاَرْسَلْنَا فِيْهِمْ رَسُوْلًا مِّنْهُمْ
اَنِ اعْبُدُوا اللّٰهَ مَا لَكُمْ مِّنْ اِلٰهٍ غَيْرُهٗ ؕ
اَفَلَا تَتَّقُوْنَ ۚ ع

৩২। এবং উহাদেরই একজনকে উহাদের নিকট রাসূল করিয়া পাঠাইয়াছিলাম। সে বলিয়াছিল, 'তোমরা আল্লাহ্‌র 'ইবাদত কর, তিনি ব্যতীত তোমাদের অন্য কোন ইলাহ্ নাই, তবুও কি তোমরা সাবধান হইবে না?'

[৩]

٣٣- وَقَالَ الْمَلَاُ مِنْ قَوْمِهِ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا
وَكَذَّبُوْا بِلِقَآءِ الْاٰخِرَةِ وَاَتْرَفْنٰهُمْ
فِى الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا ۙ مَا هٰذَاۤ اِلَّا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ ۙ
يَاْكُلُ مِمَّا تَاْكُلُوْنَ مِنْهُ
وَيَشْرَبُ مِمَّا تَشْرَبُوْنَ ۙ

৩৩। তাহার সম্প্রদায়ের[১১৫৮] প্রধানগণ, যাহারা কুফরী করিয়াছিল ও আখিরাতের সাক্ষাতকারকে অস্বীকার করিয়াছিল এবং যাহাদিগকে আমি দিয়াছিলাম পার্থিব জীবনে প্রচুর ভোগ-সম্ভার, তাহারা বলিয়াছিল, 'এ তো তোমাদের মতই একজন মানুষ; তোমরা যাহা আহার কর, সে তাহাই আহার করে এবং তোমরা যাহা পান কর, সেও তাহাই পান করে;

٣٤- وَلَئِنْ اَطَعْتُمْ بَشَرًا مِّثْلَكُمْ
اِنَّكُمْ اِذًا لَّخٰسِرُوْنَ ۙ

৩৪। 'যদি তোমরা তোমাদেরই মত একজন মানুষের আনুগত্য কর তবে তোমরা অবশ্যই ক্ষতিগ্রস্ত হইবে;

٣٥- اَيَعِدُكُمْ اَنَّكُمْ اِذَا مِتُّمْ وَكُنْتُمْ
تُرَابًا وَّعِظَامًا اَنَّكُمْ مُّخْرَجُوْنَ ۙ

৩৫। 'সে কি তোমাদিগকে এই প্রতিশ্রুতিই দেয় যে, তোমাদের মৃত্যু হইলে এবং তোমরা মৃত্তিকা ও অস্থিতে পরিণত হইলেও তোমাদিগকে উত্থিত করা হইবে?

٣٦- هَيْهَاتَ هَيْهَاتَ لِمَا تُوْعَدُوْنَ ۙ

৩৬। 'অসম্ভব, তোমাদিগকে যে বিষয়ে প্রতিশ্রুতি দেওয়া হইয়াছে তাহা অসম্ভব।

১১৫৭। তাহারা 'আদ সম্প্রদায়। ৯ ঃ ৫৯, ১১ ঃ ৫৯, ৬০ আয়াতসমূহ দ্র.।
১১৫৮। 'আদ সম্প্রদায়ের আরও বর্ণনা।

٣٧- إِنْ هِيَ إِلَّا حَيَاتُنَا الدُّنْيَا نَمُوتُ وَنَحْيَا وَمَا نَحْنُ بِمَبْعُوثِينَ ۝

৩৭। একমাত্র পার্থিব জীবনই আমাদের জীবন, আমরা মরি বাঁচি এইখানেই এবং আমরা উত্থিত হইব না।

٣٨- إِنْ هُوَ إِلَّا رَجُلٌ افْتَرَىٰ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا وَمَا نَحْنُ لَهُ بِمُؤْمِنِينَ ۝

৩৮। 'সে তো এমন ব্যক্তি যে আল্লাহ্ সম্বন্ধে মিথ্যা উদ্ভাবন করিয়াছে এবং আমরা তাহাকে বিশ্বাস করিবার নহি।'

٣٩- قَالَ رَبِّ انْصُرْنِي بِمَا كَذَّبُونِ ۝

৩৯। সে বলিল, 'হে আমার প্রতিপালক! আমাকে সাহায্য কর; কারণ উহারা আমাকে মিথ্যাবাদী বলে।'

٤٠- قَالَ عَمَّا قَلِيلٍ لَيُصْبِحُنَّ نَادِمِينَ ۝

৪০। আল্লাহ্ বলিলেন, 'অচিরে উহারা তো অনুতপ্ত হইবে।'

٤١- فَأَخَذَتْهُمُ الصَّيْحَةُ بِالْحَقِّ فَجَعَلْنَاهُمْ غُثَاءً ۚ فَبُعْدًا لِلْقَوْمِ الظَّالِمِينَ ۝

৪১। অতঃপর সত্য সত্যই এক বিকট আওয়াজ উহাদিগকে আঘাত করিল এবং আমি উহাদিগকে তরংগ-তাড়িত আবর্জনা সদৃশ করিয়া দিলাম। সুতরাং ধ্বংস হইয়া গেল যালিম সম্প্রদায়।

٤٢- ثُمَّ أَنْشَأْنَا مِنْ بَعْدِهِمْ قُرُونًا آخَرِينَ ۝

৪২। অতঃপর তাহাদের পরে আমি বহু জাতি সৃষ্টি করিয়াছি।

٤٣- مَا تَسْبِقُ مِنْ أُمَّةٍ أَجَلَهَا وَمَا يَسْتَأْخِرُونَ ۝

৪৩। কোন জাতিই তাহার নির্ধারিত কালকে ত্বরান্বিত করিতে পারে না, বিলম্বিতও করিতে পারে না।

٤٤- ثُمَّ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا تَتْرَا ۖ كُلَّمَا جَاءَ أُمَّةً رَسُولُهَا كَذَّبُوهُ فَأَتْبَعْنَا بَعْضَهُمْ بَعْضًا وَجَعَلْنَاهُمْ أَحَادِيثَ ۚ فَبُعْدًا لِقَوْمٍ لَا يُؤْمِنُونَ ۝

৪৪। অতঃপর আমি একের পর এক আমার রাসূল প্রেরণ করিয়াছি। যখনই কোন জাতির নিকট তাহার রাসূল আসিয়াছে তখনই উহারা তাহাকে মিথ্যাবাদী বলিয়াছে। অতঃপর আমি উহাদের একের পর একজনকে ধ্বংস[১১৫৯] করিলাম। আমি উহাদিগকে কাহিনীর বিষয় করিয়াছি। সুতরাং ধ্বংস হউক অবিশ্বাসীরা!

১১৫৯। 'ধ্বংস' শব্দটি মূল আরবীতে উহ্য আছে।-কাশ্শাফ, জালালায়ন, বায়দাবী ইত্যাদি

٤٥- ثُمَّ اَرْسَلْنَا مُوْسٰى وَاَخَاهُ هٰرُوْنَ ۙ بِاٰيٰتِنَا وَ سُلْطٰنٍ مُّبِيْنٍ ۙ

৪৫। অতঃপর আমি আমার নিদর্শন ও সুস্পষ্ট প্রমাণসহ মূসা ও তাহার ভ্রাতা হারূনকে পাঠাইলাম,

٤٦- اِلٰى فِرْعَوْنَ وَمَلَا۟ئِهٖ فَاسْتَكْبَرُوْا وَكَانُوْا قَوْمًا عَالِيْنَ ۚ

৪৬। ফির'আওন ও তাহার পারিষদবর্গের নিকট। কিন্তু উহারা অহংকার করিল; উহারা ছিল উদ্ধত সম্প্রদায়।

٤٧- فَقَالُوْٓا اَنُؤْمِنُ لِبَشَرَيْنِ مِثْلِنَا وَقَوْمُهُمَا لَنَا عٰبِدُوْنَ ۚ

৪৭। উহারা বলিল, 'আমরা কি এমন দুই ব্যক্তিতে বিশ্বাস স্থাপন করিব যাহারা আমাদেরই মত এবং যাহাদের সম্প্রদায় আমাদের দাসত্ব করে?'

٤٨- فَكَذَّبُوْهُمَا فَكَانُوْا مِنَ الْمُهْلَكِيْنَ

৪৮। অতঃপর উহারা তাহাদিগকে অস্বীকার করিল, ফলে উহারা ধ্বংসপ্রাপ্ত হইল।

٤٩- وَلَقَدْ اٰتَيْنَا مُوْسَى الْكِتٰبَ لَعَلَّهُمْ يَهْتَدُوْنَ

৪৯। আমি মূসাকে কিতাব দিয়াছিলাম যাহাতে উহারা সৎপথ পায়।

٥٠- وَ جَعَلْنَا ابْنَ مَرْيَمَ وَاُمَّهٗٓ اٰيَةً وَّاٰوَيْنٰهُمَآ اِلٰى رَبْوَةٍ ذَاتِ قَرَارٍ وَّمَعِيْنٍ

৫০। এবং আমি মার্ইয়াম-তনয় ও তাহার জননীকে করিয়াছিলাম এক নিদর্শন, তাহাদিগকে আশ্রয় দিয়াছিলাম এক নিরাপদ ও প্রস্রবণ বিশিষ্ট উচ্চ ভূমিতে।

[৪]

٥١- يٰٓاَيُّهَا الرُّسُلُ كُلُوْا مِنَ الطَّيِّبٰتِ وَاعْمَلُوْا صَالِحًا ۭ اِنِّيْ بِمَا تَعْمَلُوْنَ عَلِيْمٌ

৫১। 'হে রাসূলগণ! তোমরা পবিত্র বস্তু হইতে আহার কর ও সৎকর্ম কর; তোমরা যাহা কর সে সম্বন্ধে আমি সবিশেষ অবহিত।

٥٢- وَاِنَّ هٰذِهٖٓ اُمَّتُكُمْ اُمَّةً وَّاحِدَةً وَّاَنَا رَبُّكُمْ فَاتَّقُوْنِ

৫২। 'এবং তোমাদের এই যে জাতি ইহা তো একই জাতি এবং আমিই তোমাদের প্রতিপালক; অতএব আমাকে ভয় কর।'

٥٣- فَتَقَطَّعُوْٓا اَمْرَهُمْ بَيْنَهُمْ زُبُرًا ۭ

৫৩। কিন্তু তাহারা নিজেদের মধ্যে তাহাদের দীনকে[১১৬০] বহুধা বিভক্ত করিয়াছে।

১১৬০। এ স্থলে امر শব্দের অর্থ দীন।-কাশ্শাফ, জালালায়ন ইত্যাদি

كُلُّ حِزْبٍ بِمَا لَدَيْهِمْ فَرِحُوْنَ ○

প্রত্যেক দলই তাহাদের নিকট যাহা আছে[১১৬১] তাহা লইয়া আনন্দিত।

٥٤- فَذَرْهُمْ فِيْ غَمْرَتِهِمْ حَتّٰى حِيْنٍ ○

৫৪। সুতরাং কিছু কালের জন্য উহাদিগকে স্বীয় বিভ্রান্তিতে থাকিতে দাও।

٥٥- اَيَحْسَبُوْنَ اَنَّمَا نُمِدُّهُمْ بِهٖ مِنْ مَّالٍ وَّبَنِيْنَ ○

৫৫। উহারা কি মনে করে যে, আমি উহাদিগকে সাহায্যস্বরূপ যে ধনৈশ্বর্য ও সন্তান-সন্ততি দান করি, তদ্দ্বারা

٥٦- نُسَارِعُ لَهُمْ فِي الْخَيْرٰتِ ۭ بَلْ لَّا يَشْعُرُوْنَ ○

৫৬। উহাদের জন্য সকল প্রকার মংগল ত্বরান্বিত করিতেছি? না, উহারা বুঝে না।

٥٧- اِنَّ الَّذِيْنَ هُمْ مِّنْ خَشْيَةِ رَبِّهِمْ مُّشْفِقُوْنَ ○

৫৭। নিশ্চয় যাহারা তাহাদের প্রতিপালকের ভয়ে সন্ত্রস্ত,

٥٨- وَالَّذِيْنَ هُمْ بِاٰيٰتِ رَبِّهِمْ يُؤْمِنُوْنَ ○

৫৮। যাহারা তাহাদের প্রতিপালকের নিদর্শনাবলীতে ঈমান আনে,

٥٩- وَالَّذِيْنَ هُمْ بِرَبِّهِمْ لَا يُشْرِكُوْنَ ○

৫৯। যাহারা তাহাদের প্রতিপালকের সহিত শরীক করে না,

٦٠- وَالَّذِيْنَ يُؤْتُوْنَ مَآ اٰتَوْا وَّقُلُوْبُهُمْ وَجِلَةٌ اَنَّهُمْ اِلٰى رَبِّهِمْ رٰجِعُوْنَ ○

৬০। এবং যাহারা তাহাদের প্রতিপালকের নিকট প্রত্যাবর্তন করিবে এই বিশ্বাসে তাহাদের যাহা দান করিবার তাহা দান করে[১১৬২] ভীত-কম্পিত হৃদয়ে,

٦١- اُولٰٓئِكَ يُسٰرِعُوْنَ فِي الْخَيْرٰتِ وَهُمْ لَهَا سٰبِقُوْنَ ○

৬১। তাহারাই দ্রুত সম্পাদন করে কল্যাণকর কাজ এবং তাহারা উহাতে অগ্রগামী হয়।

٦٢- وَلَا نُكَلِّفُ نَفْسًا اِلَّا وُسْعَهَا وَلَدَيْنَا كِتٰبٌ يَّنْطِقُ بِالْحَقِّ وَهُمْ لَا يُظْلَمُوْنَ ○

৬২। আমি কাহাকেও তাহার সাধ্যাতীত দায়িত্ব অর্পণ করি না এবং আমার নিকট আছে এক কিতাব[১১৬৩] যাহা সত্য ব্যক্ত করে এবং উহাদের প্রতি যুলুম করা হইবে না।

১১৬১। অর্থাৎ তাহাদের বিশ্বাস ও আচরণ যাহা আছে।
১১৬২। ভিন্ন অর্থে তাহাদের যাহা করণীয় তাহা তাহারা করে।
১১৬৩। অর্থাৎ 'আমলনামা অথবা লওহ্ মাহ্ফূজ।

٦٣- بَلْ قُلُوبُهُمْ فِي غَمْرَةٍ مِّنْ هَٰذَا وَلَهُمْ أَعْمَالٌ مِّن دُونِ ذَٰلِكَ هُمْ لَهَا عَامِلُونَ ○

৬৩। বরং এই বিষয়ে উহাদের অন্তর অজ্ঞানতায় আচ্ছন্ন, এতদ্ব্যতীত তাহাদের আরও কাজ[১১৬৪] আছে যাহা উহারা করিয়া থাকে।

٦٤- حَتَّىٰ إِذَا أَخَذْنَا مُتْرَفِيهِم بِالْعَذَابِ إِذَا هُمْ يَجْأَرُونَ ○

৬৪। আর আমি যখন উহাদের[১১৬৫] ঐশ্বর্যশালী ব্যক্তিদিগকে শাস্তি দ্বারা ধৃত করি তখনই উহারা আর্তনাদ করিয়া উঠে।

٦٥- لَا تَجْأَرُوا الْيَوْمَ إِنَّكُم مِّنَّا لَا تُنصَرُونَ ○

৬৫। তাহাদিগকে বলা হইবে[১১৬৬], 'আজ আর্তনাদ করিও না, তোমরা আমার সাহায্য পাইবে না।'

٦٦- قَدْ كَانَتْ آيَاتِي تُتْلَىٰ عَلَيْكُمْ فَكُنتُمْ عَلَىٰ أَعْقَابِكُمْ تَنكِصُونَ ○

৬৬। আমার আয়াত তো তোমাদের নিকট আবৃত্তি করা হইত, কিন্তু তোমরা পিছন ফিরিয়া সরিয়া পড়িতে—

٦٧- مُسْتَكْبِرِينَ بِهِ سَامِرًا تَهْجُرُونَ ○

৬৭। দম্ভভরে, এই বিষয়ে অর্থহীন গল্প-গুজব করিতে করিতে।

٦٨- أَفَلَمْ يَدَّبَّرُوا الْقَوْلَ أَمْ جَاءَهُم مَّا لَمْ يَأْتِ آبَاءَهُمُ الْأَوَّلِينَ ○

৬৮। তবে কি উহারা এই বাণী অনুধাবন করে না? অথবা উহাদের নিকট কি এমন কিছু আসিয়াছে যাহা উহাদের পূর্বপুরুষদের নিকট আসে নাই?

٦٩- أَمْ لَمْ يَعْرِفُوا رَسُولَهُمْ فَهُمْ لَهُ مُنكِرُونَ ○

৬৯। অথবা উহারা কি উহাদের রাসূলকে চিনে না বলিয়া তাহাকে অস্বীকার করে?

٧٠- أَمْ يَقُولُونَ بِهِ جِنَّةٌ ۚ بَلْ جَاءَهُم بِالْحَقِّ وَأَكْثَرُهُمْ لِلْحَقِّ كَارِهُونَ ○

৭০। অথবা উহারা কি বলে যে, সে উন্মাদনাগ্রস্ত? বস্তুত সে উহাদের নিকট সত্য আনিয়াছে এবং উহাদের অধিকাংশ সত্যকে অপসন্দ করে।

٧١- وَلَوِ اتَّبَعَ الْحَقُّ أَهْوَاءَهُمْ لَفَسَدَتِ السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ وَمَن فِيهِنَّ ۚ

৭১। সত্য যদি উহাদের কামনা-বাসনার অনুগামী হইত তবে বিশৃংখল হইয়া পড়িত আকাশমণ্ডলী, পৃথিবী এবং উহাদের মধ্যবর্তী সমস্ত কিছুই।

১১৬৪। এ স্থলে اعمال দ্বারা اعمال الردية অর্থাৎ 'মন্দ কাজ' বুঝাইতেছে।-কুরতুবী
১১৬৫। অর্থাৎ কাফিরদের।
১১৬৬। 'তাহাদিগকে বলা হইবে' এই কথাটি আরবীতে উহ্য আছে।-জালালায়ন, বায়দাবী ইত্যাদি

بَلْ اَتَيْنٰهُمْ بِذِكْرِهِمْ فَهُمْ عَنْ ذِكْرِهِمْ مُّعْرِضُوْنَ ۞

পক্ষান্তরে আমি উহাদিগকে দিয়াছি উপদেশ১১৬৭, কিন্তু উহারা উপদেশ হইতে মুখ ফিরাইয়া লয়।

٧٢- اَمْ تَسْـَٔلُهُمْ خَرْجًا فَخَرَاجُ رَبِّكَ خَيْرٌ ۖ وَّهُوَ خَيْرُ الرّٰزِقِيْنَ ۞

৭২। অথবা তুমি কি উহাদের নিকট কোন প্রতিদান চাহ? তোমার প্রতিপালকের প্রতিদানই শ্রেষ্ঠ এবং তিনিই শ্রেষ্ঠ রিয্‌কদাতা।

٧٣- وَاِنَّكَ لَتَدْعُوْهُمْ اِلٰى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيْمٍ ۞

৭৩। তুমি তো উহাদিগকে সরল পথে আহ্বান করিতেছ।

٧٤- وَاِنَّ الَّذِيْنَ لَا يُؤْمِنُوْنَ بِالْاٰخِرَةِ عَنِ الصِّرَاطِ لَنٰكِبُوْنَ ۞

৭৪। যাহারা আখিরাতে বিশ্বাস করে না তাহারা তো সরল পথ হইতে বিচ্যুত,

٧٥- وَلَوْ رَحِمْنٰهُمْ وَكَشَفْنَا مَا بِهِمْ مِّنْ ضُرٍّ لَّلَجُّوْا فِيْ طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُوْنَ ۞

৭৫। আমি উহাদিগকে দয়া করিলেও এবং উহাদের দুঃখ-দৈন্য দূর করিলেও উহারা অবাধ্যতায় বিভ্রান্তের ন্যায় ঘুরিতে থাকিবে।

٧٦- وَلَقَدْ اَخَذْنٰهُمْ بِالْعَذَابِ فَمَا اسْتَكَانُوْا لِرَبِّهِمْ وَمَا يَتَضَرَّعُوْنَ ۞

৭৬। আমি উহাদিগকে শাস্তি দ্বারা ধৃত করিলাম, কিন্তু উহারা উহাদের প্রতিপালকের প্রতি বিনত হইল না এবং কাতর প্রার্থনাও করে না।

٧٧- حَتّٰٓى اِذَا فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَابًا ذَا عَذَابٍ شَدِيْدٍ اِذَا هُمْ فِيْهِ مُبْلِسُوْنَ ۞

৭৭। অবশেষে যখন আমি উহাদের জন্য কঠিন শাস্তির দুয়ার খুলিয়া দেই তখনই উহারা ইহাতে হতাশ হইয়া পড়ে।

[৫]

٧٨- وَهُوَ الَّذِيْٓ اَنْشَاَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْاَبْصَارَ وَالْاَفْـِٕدَةَ ۗ قَلِيْلًا مَّا تَشْكُرُوْنَ ۞

৭৮। তিনিই তোমাদের জন্য কর্ণ, চক্ষু ও অন্তঃকরণ সৃষ্টি করিয়াছেন; তোমরা অল্পই কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিয়া থাক।

১১৬৭। অর্থাৎ কুরআন, যাহাতে উহাদের জন্য উপদেশ রহিয়াছে।

৭৯। তিনিই তোমাদিগকে পৃথিবীতে বিস্তৃত করিয়াছেন[১১৬৮] এবং তোমাদিগকে তাঁহারই নিকট একত্র করা হইবে।

٧٩- وَهُوَ الَّذِىْ ذَرَاَكُمْ فِى الْاَرْضِ وَاِلَيْهِ تُحْشَرُوْنَ ○

৮০। তিনিই জীবন দান করেন এবং মৃত্যু ঘটান এবং তাঁহারই অধিকারে রাত্রি ও দিবসের পরিবর্তন। তবুও কি তোমরা বুঝিবে না?

٨٠- وَهُوَ الَّذِىْ يُحْىٖ وَيُمِيْتُ وَلَهُ اخْتِلَافُ الَّيْلِ وَالنَّهَارِ ۗ اَفَلَا تَعْقِلُوْنَ ○

৮১। এতদ্‌সত্ত্বেও উহারা বলে, যেমন বলিয়াছিল পূর্ববর্তিগণ।

٨١- بَلْ قَالُوْا مِثْلَ مَا قَالَ الْاَوَّلُوْنَ ○

৮২। উহারা বলে, 'আমাদের মৃত্যু ঘটিলে ও আমরা মৃত্তিকা ও অস্থিতে পরিণত হইলেও কি আমরা উত্থিত হইব?

٨٢- قَالُوْٓا ءَاِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا وَّعِظَامًا ءَاِنَّا لَمَبْعُوْثُوْنَ ○

৮৩। 'আমাদিগকে তো এই বিষয়েই প্রতিশ্রুতি প্রদান করা হইয়াছে এবং অতীতে আমাদের পূর্বপুরুষগণকেও। ইহা তো সে কালের উপকথা ব্যতীত আর কিছুই নহে।'

٨٣- لَقَدْ وُعِدْنَا نَحْنُ وَاٰبَآؤُنَا هٰذَا مِنْ قَبْلُ اِنْ هٰذَآ اِلَّآ اَسَاطِيْرُ الْاَوَّلِيْنَ ○

৮৪। জিজ্ঞাসা কর, 'এই পৃথিবী এবং ইহাতে যাহারা আছে তাহারা কাহার, যদি তোমরা জান?'

٨٤- قُلْ لِّمَنِ الْاَرْضُ وَمَنْ فِيْهَآ اِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُوْنَ ○

৮৫। উহারা বলিবে, 'আল্লাহ্‌র।' বল, 'তবুও কি তোমরা শিক্ষা গ্রহণ করিবে না?'

٨٥- سَيَقُوْلُوْنَ لِلّٰهِ ۗ قُلْ اَفَلَا تَذَكَّرُوْنَ ○

৮৬। জিজ্ঞাসা কর, 'কে সপ্ত আকাশ এবং মহা-'আরশের অধিপতি?'

٨٦- قُلْ مَنْ رَّبُّ السَّمٰوٰتِ السَّبْعِ وَرَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيْمِ ○

৮৭। উহারা বলিবে, 'আল্লাহ্।' বল, 'তবুও কি তোমরা সাবধান হইবে না?'

٨٧- سَيَقُوْلُوْنَ لِلّٰهِ ۗ قُلْ اَفَلَا تَتَّقُوْنَ ○

৮৮। জিজ্ঞাসা কর, 'সকল কিছুর কর্তৃত্ব কাহার হাতে, যিনি আশ্রয় দান করেন এবং যাঁহার উপর আশ্রয়দাতা[১১৬৯] নাই, যদি তোমরা জান?'

٨٨- قُلْ مَنْۢ بِيَدِهٖ مَلَكُوْتُ كُلِّ شَىْءٍ وَّهُوَ يُجِيْرُ وَلَا يُجَارُ عَلَيْهِ اِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُوْنَ ○

১১৬৮। অর্থাৎ তোমাদের বংশ বিস্তৃত করিয়াছেন।
১১৬৯। তাঁহার শাস্তি হইতে কেহ রক্ষা করিতে পারে না এবং তিনি না চাহিলে কেহ আশ্রয়ও দিতে পারে না।

Contents

٨٩- سَيَقُوْلُوْنَ لِلّٰهِ ؕ قُلْ فَاَنّٰى تُسْحَرُوْنَ ○

৮৯। উহারা বলিবে, 'আল্লাহ্‌র।' বল, 'তবুও তোমরা কেমন করিয়া মোহগ্রস্ত হইতেছ?'

٩٠- بَلْ اَتَيْنٰهُمْ بِالْحَقِّ وَاِنَّهُمْ لَكٰذِبُوْنَ ○

৯০। বরং আমি তো উহাদের নিকট সত্য পৌঁছাইয়াছি; কিন্তু উহারা তো নিশ্চিত মিথ্যাবাদী।

٩١- مَا اتَّخَذَ اللّٰهُ مِنْ وَّلَدٍ وَّمَا كَانَ مَعَهٗ مِنْ اِلٰهٍ اِذًا لَّذَهَبَ كُلُّ اِلٰهٍۭ بِمَا خَلَقَ وَلَعَلَا بَعْضُهُمْ عَلٰى بَعْضٍ ؕ سُبْحٰنَ اللّٰهِ عَمَّا يَصِفُوْنَ ○

৯১। আল্লাহ্ কোন সন্তান গ্রহণ করেন নাই এবং তাঁহার সহিত অপর কোন ইলাহ্ নাই; যদি থাকিত তবে প্রত্যেক ইলাহ্ স্বীয় সৃষ্টি লইয়া পৃথক হইয়া যাইত এবং একে অপরের উপর প্রাধান্য বিস্তার করিত। উহারা যাহা বলে তাহা হইতে আল্লাহ্ কত পবিত্র!

٩٢- عٰلِمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَتَعٰلٰى عَمَّا يُشْرِكُوْنَ ○

৯২। তিনি দৃশ্য ও অদৃশ্যের পরিজ্ঞাতা, উহারা যাহাকে শরীক করে তিনি তাহার ঊর্ধ্বে।

[৬]

٩٣- قُلْ رَّبِّ اِمَّا تُرِيَنِّيْ مَا يُوْعَدُوْنَ ○

৯৩। বল, 'হে আমার প্রতিপালক! যে বিষয়ে তাহাদিগকে প্রতিশ্রুতি প্রদান করা হইতেছে, তুমি যদি তাহা আমাকে দেখাইতে চাও,

٩٤- رَبِّ فَلَا تَجْعَلْنِيْ فِي الْقَوْمِ الظّٰلِمِيْنَ ○

৯৪। 'তবে, হে আমার প্রতিপালক! তুমি আমাকে যালিম সম্প্রদায়ের অন্তর্ভুক্ত করিও না।'

٩٥- وَاِنَّا عَلٰٓى اَنْ نُّرِيَكَ مَا نَعِدُهُمْ لَقٰدِرُوْنَ ○

৯৫। আমি তাহাদিগকে যে বিষয়ে প্রতিশ্রুতি প্রদান করিতেছি আমি তাহা তোমাকে দেখাইতে অবশ্যই সক্ষম।

٩٦- اِدْفَعْ بِالَّتِيْ هِيَ اَحْسَنُ السَّيِّئَةَ ؕ نَحْنُ اَعْلَمُ بِمَا يَصِفُوْنَ ○

৯৬। মন্দের মুকাবিলা কর যাহা উত্তম তাহা দ্বারা; উহারা যাহা বলে আমি সে সম্বন্ধে সবিশেষ অবহিত।

٩٧- وَقُلْ رَّبِّ اَعُوْذُ بِكَ مِنْ هَمَزٰتِ الشَّيٰطِيْنِ ○

৯৭। বল, 'হে আমার প্রতিপালক! আমি তোমার আশ্রয় প্রার্থনা করি শয়তানের প্ররোচনা হইতে,

৯৮। 'হে আমার প্রতিপালক! আমি তোমার আশ্রয় প্রার্থনা করি আমার নিকট উহাদের উপস্থিতি হইতে।'

٩٨- وَ اَعُوْذُ بِكَ رَبِّ اَنْ يَّحْضُرُوْنِ ۝

৯৯। যখন উহাদের কাহারও মৃত্যু উপস্থিত হয় তখন সে বলে, 'হে আমার প্রতিপালক! আমাকে পুনরায় প্রেরণ কর[১১৭০],

٩٩- حَتّٰۤى اِذَا جَآءَ اَحَدَهُمُ الْمَوْتُ قَالَ رَبِّ ارْجِعُوْنِ ۝

১০০। 'যাহাতে আমি সৎকর্ম করিতে পারি যাহা আমি পূর্বে করি নাই।' না, ইহা হইবার নয়। ইহা তো উহার একটি উক্তি মাত্র। উহাদের সম্মুখে বারযাখ[১১৭১] থাকিবে উত্থান দিবস পর্যন্ত।

١٠٠- لَعَلِّیْۤ اَعْمَلُ صَالِحًا فِیْمَا تَرَكْتُ كَلَّا ؕ اِنَّهَا كَلِمَةٌ هُوَ قَآئِلُهَا ؕ وَمِنْ وَّرَآئِهِمْ بَرْزَخٌ اِلٰى يَوْمِ يُبْعَثُوْنَ ۝

১০১। এবং যেদিন শিংগায় ফুৎকার দেওয়া হইবে সেদিন পরস্পরের মধ্যে আত্মীয়তার বন্ধন[১১৭২] থাকিবে না, এবং একে অপরের খোঁজ-খবর লইবে না,

١٠١- فَاِذَا نُفِخَ فِی الصُّوْرِ فَلَاۤ اَنْسَابَ بَیْنَهُمْ یَوْمَئِذٍ وَّلَا یَتَسَآءَلُوْنَ ۝

১০২। এবং যাহাদের পাল্লা ভারী হইবে তাহারাই হইবে সফলকাম,

١٠٢- فَمَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِیْنُهٗ فَاُولٰٓئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُوْنَ ۝

১০৩। এবং যাহাদের পাল্লা হালকা হইবে তাহারাই নিজেদের ক্ষতি করিয়াছে; উহারা জাহান্নামে স্থায়ী হইবে।

١٠٣- وَ مَنْ خَفَّتْ مَوَازِیْنُهٗ فَاُولٰٓئِكَ الَّذِیْنَ خَسِرُوْۤا اَنْفُسَهُمْ فِیْ جَهَنَّمَ خٰلِدُوْنَ ۝

১০৪। অগ্নি উহাদের মুখমণ্ডল দগ্ধ করিবে এবং উহারা তথায় থাকিবে বীভৎস চেহারায়;

١٠٤- تَلْفَحُ وُجُوْهَهُمُ النَّارُ وَهُمْ فِیْهَا كٰلِحُوْنَ ۝

১০৫। তোমাদের নিকট কি আমার আয়াতসমূহ আবৃত্তি করা হইত না? অথচ তোমরা সেই সকল অস্বীকার করিতে।

١٠٥- اَلَمْ تَكُنْ اٰیٰتِیْ تُتْلٰى عَلَیْكُمْ فَكُنْتُمْ بِهَا تُكَذِّبُوْنَ ۝

১১৭০। অর্থাৎ 'পৃথিবীতে।'-কুরতুবী

১১৭১। برزخ প্রতিবন্ধক, পর্দা, পৃথকীকরণ। মৃত্যুর সংগে সংগে দুনিয়া চক্ষুর আড়ালে চলিয়া যায়, অন্যদিকে আখিরাতও দেখা যায় না, যদিও আখিরাতের কিছু নিদর্শন পরিলক্ষিত হয়। ইহাই 'আলামে বারযাখ, মৃত্যুর পরে কিয়ামতের পূর্ব পর্যন্ত 'রূহ্' এই স্থানে অবস্থান করে।

১১৭২। কিয়ামতের এক পর্যায়ে (বিশেষত 'আমলনামা' পাওয়ার পূর্ব মুহূর্তে) মানুষ এত ভীত-বিহবল হইয়া পড়িবে যে, অতি আপনজনের প্রতিও তখন ভ্রূক্ষেপ করিবে না। তখন নিজের চিন্তা ছাড়া আর কোন চিন্তাই কাহারও থাকিবে না।

١٠٦- قَالُوْا رَبَّنَا غَلَبَتْ عَلَيْنَا شِقْوَتُنَا وَكُنَّا قَوْمًا ضَالِّيْنَ ○

১০৬। উহারা বলিবে, 'হে আমাদের প্রতিপালক! দুর্ভাগ্য আমাদিগকে পাইয়া বসিয়াছিল এবং আমরা ছিলাম এক বিভ্রান্ত সম্প্রদায়;

١٠٧- رَبَّنَآ اَخْرِجْنَا مِنْهَا فَاِنْ عُدْنَا فَاِنَّا ظٰلِمُوْنَ ○

১০৭। 'হে আমাদের প্রতিপালক! এই অগ্নি হইতে আমাদিগকে উদ্ধার কর; অতঃপর আমরা যদি পুনরায় কুফরী করি তবে তো আমরা অবশ্যই সীমালংঘনকারী হইব।'

١٠٨- قَالَ اخْسَـُٔوْا فِيْهَا وَلَا تُكَلِّمُوْنِ ○

১০৮। আল্লাহ্ বলিবেন, 'তোরা হীন অবস্থায় এইখানেই থাক্ এবং আমার সহিত কোন কথা বলিস্ না।'

١٠٩- اِنَّهٗ كَانَ فَرِيْقٌ مِّنْ عِبَادِيْ يَقُوْلُوْنَ رَبَّنَآ اٰمَنَّا فَاغْفِرْ لَنَا وَارْحَمْنَا وَاَنْتَ خَيْرُ الرّٰحِمِيْنَ ○

১০৯। আমার বান্দাগণের মধ্যে একদল ছিল যাহারা বলিত, 'হে আমাদের প্রতিপালক! আমরা ঈমান আনিয়াছি, তুমি আমাদিগকে ক্ষমা কর ও দয়া কর, তুমি তো সর্বশ্রেষ্ঠ দয়ালু।'

١١٠- فَاتَّخَذْتُمُوْهُمْ سِخْرِيًّا حَتّٰٓى اَنْسَوْكُمْ ذِكْرِيْ وَكُنْتُمْ مِّنْهُمْ تَضْحَكُوْنَ ○

১১০। 'কিন্তু তাহাদিগকে লইয়া তোমরা এতো ঠাট্টা-বিদ্রূপ করিতে যে, উহা তোমাদিগকে আমার কথা ভুলাইয়া দিয়াছিল। তোমরা তো তাহাদিগকে লইয়া হাসি-ঠাট্টাই করিতে।'

١١١- اِنِّيْ جَزَيْتُهُمُ الْيَوْمَ بِمَا صَبَرُوْٓا اَنَّهُمْ هُمُ الْفَآئِزُوْنَ ○

১১১। 'আমি আজ তাহাদিগকে তাহাদের ধৈর্যের কারণে এমনভাবে পুরস্কৃত করিলাম যে, তাহারাই হইল সফলকাম।'

١١٢- قٰلَ كَمْ لَبِثْتُمْ فِي الْاَرْضِ عَدَدَ سِنِيْنَ ○

১১২। আল্লাহ্ বলিবেন, 'তোমরা পৃথিবীতে কত বৎসর অবস্থান করিয়াছিলে?'

١١٣- قَالُوْا لَبِثْنَا يَوْمًا اَوْ بَعْضَ يَوْمٍ فَسْـَٔلِ الْعَآدِّيْنَ ○

১১৩। উহারা বলিবে, 'আমরা অবস্থান করিয়াছিলাম একদিন অথবা দিনের কিছু অংশ; আপনি না হয়, গণনাকারী-দিগকে[১১৭৩] জিজ্ঞাসা করুন।'

১১৭৩। كراما كاتبين (কিরামান কাতিবীন) ফিরিশ্‌তাদিগকে, যাহারা মানুষের কর্মের হিসাব রাখে। দ্র. ৮২ ঃ ১১-১২ আয়াতদ্বয়।

১১৪। তিনি বলিবেন, 'তোমরা অল্প কালই অবস্থান করিয়াছিলে, যদি তোমরা জানিতে!

١١٤- قٰلَ اِنْ لَّبِثْتُمْ اِلَّا قَلِيْلًا لَّوْ اَنَّكُمْ كُنْتُمْ تَعْلَمُوْنَ ○

১১৫। 'তোমরা কি মনে করিয়াছিলে যে, আমি তোমাদিগকে অনর্থক সৃষ্টি করিয়াছি এবং তোমরা আমার নিকট প্রত্যাবর্তিত হইবে না?'

١١٥- اَفَحَسِبْتُمْ اَنَّمَا خَلَقْنٰكُمْ عَبَثًا وَّاَنَّكُمْ اِلَيْنَا لَا تُرْجَعُوْنَ ○

১১৬। মহিমান্বিত আল্লাহ্ যিনি প্রকৃত মালিক, তিনি ব্যতীত কোন ইলাহ্ নাই; সম্মানিত 'আরশের তিনি অধিপতি।

١١٦- فَتَعٰلَى اللّٰهُ الْمَلِكُ الْحَقُّ ۚ لَآ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ ۚ رَبُّ الْعَرْشِ الْكَرِيْمِ ○

১১৭। যে ব্যক্তি আল্লাহ্র সহিত ডাকে অন্য ইলাহ্কে, এই বিষয়ে তাহার নিকট কোন সনদ নাই; তাহার হিসাব তাহার প্রতিপালকের নিকট আছে; নিশ্চয়ই কাফিরগণ সফলকাম হইবে না।

١١٧- وَمَنْ يَّدْعُ مَعَ اللّٰهِ اِلٰهًا اٰخَرَ ۙ لَا بُرْهَانَ لَهٗ بِهٖ ۙ فَاِنَّمَا حِسَابُهٗ عِنْدَ رَبِّهٖ ؕ اِنَّهٗ لَا يُفْلِحُ الْكٰفِرُوْنَ ○

১১৮। বল, 'হে আমার প্রতিপালক! ক্ষমা কর ও দয়া কর, তুমিই তো সর্বশ্রেষ্ঠ দয়ালু।'

١١٨- وَقُلْ رَّبِّ اغْفِرْ وَارْحَمْ وَاَنْتَ خَيْرُ الرّٰحِمِيْنَ ○

২৪-সূরা নূর

৬৪ আয়াত, ৯ রুকূ‘, মাদানী

।। দয়াময়, পরম দয়ালু আল্লাহ্‌র নামে ।।
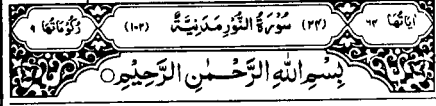
১। ইহা একটি সূরা[১১৭৪], ইহা আমি অবতীর্ণ করিয়াছি এবং ইহার বিধানকে অবশ্য পালনীয় করিয়াছি, ইহাতে আমি অবতীর্ণ করিয়াছি সুস্পষ্ট আয়াতসমূহ যাহাতে তোমরা উপদেশ গ্রহণ কর।

١-سُوْرَةٌ اَنْزَلْنٰهَا وَ فَرَضْنٰهَا وَاَنْزَلْنَا فِيْهَآ اٰيٰتٍۭ بَيِّنٰتٍ لَّعَلَّكُمْ تَذَكَّرُوْنَ ○

২। ব্যভিচারিণী ও ব্যভিচারী—উহাদের প্রত্যেককে এক শত কশাঘাত করিবে,[১১৭৫] আল্লাহ্‌র বিধান কার্যকরীকরণে উহাদের প্রতি দয়া যেন তোমাদিগকে প্রভাবান্বিত না করে, যদি তোমরা আল্লাহে এবং পরকালে বিশ্বাসী হও; মু'মিনদের একটি দল যেন উহাদের শাস্তি প্রত্যক্ষ করে।

٢-اَلزَّانِيَةُ وَالزَّانِيْ فَاجْلِدُوْا كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ ۪ وَّلَا تَاْخُذْكُمْ بِهِمَا رَاْفَةٌ فِيْ دِيْنِ اللّٰهِ اِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُوْنَ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ ۚ وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَآئِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِيْنَ ○

৩। ব্যভিচারী-ব্যভিচারিণীকে অথবা মুশরিক নারীকে ব্যতীত বিবাহ করে না এবং ব্যভিচারিণী—তাহাকে ব্যভিচারী অথবা মুশরিক ব্যতীত কেহ বিবাহ করে না, মু'মিনদের জন্য ইহা নিষিদ্ধ করা হইয়াছে।

٣-اَلزَّانِيْ لَا يَنْكِحُ اِلَّا زَانِيَةً اَوْ مُشْرِكَةً ۫ وَّالزَّانِيَةُ لَا يَنْكِحُهَآ اِلَّا زَانٍ اَوْ مُشْرِكٌ ۚ وَحُرِّمَ ذٰلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِيْنَ ○

৪। যাহারা সাধ্বী রমণীর প্রতি অপবাদ আরোপ করে এবং চারিজন সাক্ষী উপস্থিত করে না, তাহাদিগকে আশিটি কশাঘাত করিবে এবং কখনও তাহাদের সাক্ষ্য গ্রহণ করিবে না; ইহারাই তো সত্যত্যাগী।

٤-وَالَّذِيْنَ يَرْمُوْنَ الْمُحْصَنٰتِ ثُمَّ لَمْ يَاْتُوْا بِاَرْبَعَةِ شُهَدَآءَ فَاجْلِدُوْهُمْ ثَمٰنِيْنَ جَلْدَةً وَّلَا تَقْبَلُوْا لَهُمْ شَهَادَةً اَبَدًا ۚ وَاُولٰٓئِكَ هُمُ الْفٰسِقُوْنَ ○

১১৭৪। কুরআনুল কারীমের পরিচ্ছেদকে সূরা বলা হয়।

১১৭৫। অবিবাহিত ব্যভিচারীর জন্য এই শাস্তি; এইরূপ পাপাচারী বিবাহিত হইলে তাহার শাস্তি 'রাজ্‌ম' অর্থাৎ প্রস্তর নিক্ষেপে মৃত্যুদণ্ড।

٥- اِلَّا الَّذِيْنَ تَابُوْا مِنْۢ بَعْدِ ذٰلِكَ وَاَصْلَحُوْا ۚ فَاِنَّ اللّٰهَ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ ○

৫। তবে যদি ইহার পর উহারা তাওবা করে ও নিজদিগকে সংশোধন করে, আল্লাহ্ তো অতিশয় ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।

٦- وَالَّذِيْنَ يَرْمُوْنَ اَزْوَاجَهُمْ وَلَمْ يَكُنْ لَّهُمْ شُهَدَآءُ اِلَّآ اَنْفُسُهُمْ فَشَهَادَةُ اَحَدِهِمْ اَرْبَعُ شَهٰدٰتٍۢ بِاللّٰهِ ۙ اِنَّهٗ لَمِنَ الصّٰدِقِيْنَ ○

৬। এবং যাহারা নিজেদের স্ত্রীর প্রতি অপবাদ আরোপ করে অথচ নিজেরা ব্যতীত তাহাদের কোন সাক্ষী নাই, তাহাদের প্রত্যেকের সাক্ষ্য এই হইবে যে, সে আল্লাহ্র নামে চারিবার শপথ করিয়া বলিবে যে, সে অবশ্যই সত্যবাদী,

٧- وَالْخَامِسَةُ اَنَّ لَعْنَتَ اللّٰهِ عَلَيْهِ اِنْ كَانَ مِنَ الْكٰذِبِيْنَ ○

৭। এবং পঞ্চমবারে বলিবে যে, সে মিথ্যাবাদী হইলে তাহার উপর নামিয়া আসিবে আল্লাহ্র লা'নত।

٨- وَيَدْرَؤُا عَنْهَا الْعَذَابَ اَنْ تَشْهَدَ اَرْبَعَ شَهٰدٰتٍۢ بِاللّٰهِ ۙ اِنَّهٗ لَمِنَ الْكٰذِبِيْنَ ۙ○

৮। তবে স্ত্রীর শাস্তি রহিত হইবে যদি সে চারিবার আল্লাহ্র নামে শপথ করিয়া সাক্ষ্য দেয় যে, তাহার স্বামীই মিথ্যাবাদী,

٩- وَالْخَامِسَةَ اَنَّ غَضَبَ اللّٰهِ عَلَيْهَآ اِنْ كَانَ مِنَ الصّٰدِقِيْنَ ○

৯। এবং পঞ্চমবারে বলে যে, তাহার স্বামী সত্যবাদী হইলে তাহার নিজের উপর নামিয়া আসিবে আল্লাহ্র গযব।

١٠- وَلَوْلَا فَضْلُ اللّٰهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهٗ وَاَنَّ اللّٰهَ تَوَّابٌ حَكِيْمٌ ○ ع

১০। তোমাদের প্রতি আল্লাহ্র অনুগ্রহ ও দয়া না থাকিলে তোমাদের কেহই অব্যাহতি পাইতে না[১১৭৬]; এবং আল্লাহ্ তাওবা গ্রহণকারী ও প্রজ্ঞাময়।

[২]

١١- اِنَّ الَّذِيْنَ جَآءُوْ بِالْاِفْكِ عُصْبَةٌ مِّنْكُمْ ۚ

১১। যাহারা এই অপবাদ[১১৭৭] রচনা করিয়াছে তাহারা তো তোমাদেরই একটি দল;

১১৭৬। 'কেহই অব্যাহতি পাইতেনা'—এই কথাটি মূল 'আরবীতে উহ্য আছে।-জালালায়ন, কাশ্শাফ ইত্যাদি।

১১৭৭। 'ওয়াকি'আঃ-ই ইফ্ক' নামে প্রসিদ্ধ ঘটনাটির প্রতি এই কয়টি আয়াতে ইংগিত করা হইয়াছে। সংক্ষেপে ঘটনাটি এই ঃ উম্মুল মু'মিনীন 'আইশা (রা) বানূ মুসতালিক-এর যুদ্ধে (৬ হিজরী) রাসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-এর সংগে ছিলেন। মদীনায় প্রত্যাবর্তনের পথে তাঁহারা এক স্থানে শিবির স্থাপন করেন। 'আইশা (রা) শিবির হইতে কিছু দূরে ইস্তিনজার জন্য গমন করিয়াছিলেন। তখন তাঁহার কণ্ঠহারটি সেইখানে পড়িয়া গেলে তিনি উহা অনুসন্ধান করিতে থাকেন। তাঁহার হাওদা পর্দায় আবৃত থাকায় তিনি ভিতরে আছেন মনে করিয়া ইত্যবসরে কাফেলা তথা হইতে রওয়ানা হইয়া যায়। পশ্চাৎবর্তী রক্ষী দলের সাফ্ওয়ান (রা) তাঁহাকে দেখিতে পাইয়া স্বীয় উষ্ট্রে আরোহণ করান এবং উষ্ট্রের রজ্জু ধরিয়া পদব্রজে কাফেলার সহিত মিলিত হন। এই ঘটনাকে কেন্দ্র করিয়া মুনাফিক সরদার 'আবদুল্লাহ্ ইব্ন উবায়্য নানা অপবাদ ছড়াইতে থাকে। এই আয়াতগুলিতে 'আইশা (রা)-এর পবিত্রতার ঘোষণা করা হয় এবং অপবাদ রটনাকারীদের কঠোর শাস্তির কথা ব্যক্ত করা হয়।

لَا تَحْسَبُوْهُ شَرًّا لَّكُمْ ۚ بَلْ هُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ ۚ لِكُلِّ امْرِئٍ مِّنْهُمْ مَّا اكْتَسَبَ مِنَ الْاِثْمِ ۚ وَالَّذِيْ تَوَلّٰى كِبْرَهٗ مِنْهُمْ لَهٗ عَذَابٌ عَظِيْمٌ ○

ইহাকে তোমরা তোমাদের জন্য অনিষ্টকর মনে করিও না; বরং ইহা তো তোমাদের জন্য কল্যাণকর; উহাদের প্রত্যেকের জন্য আছে উহাদের কৃত পাপকর্মের ফল এবং উহাদের মধ্যে যে এই ব্যাপারে প্রধান ভূমিকা গ্রহণ করিয়াছে, তাহার জন্য আছে মহাশাস্তি।

١٢- لَوْلَآ اِذْ سَمِعْتُمُوْهُ ظَنَّ الْمُؤْمِنُوْنَ وَالْمُؤْمِنٰتُ بِاَنْفُسِهِمْ خَيْرًا ۙ وَّقَالُوْا هٰذَآ اِفْكٌ مُّبِيْنٌ ○

১২। যখন তাহারা ইহা শুনিল তখন মু'মিন পুরুষ এবং মু'মিন নারীগণ আপন লোকদের সম্পর্কে কেন ভাল ধারণা করিল না এবং বলিল না, 'ইহা তো সুস্পষ্ট অপবাদ।'

١٣- لَوْلَا جَآءُوْ عَلَيْهِ بِاَرْبَعَةِ شُهَدَآءَ ۚ فَاِذْ لَمْ يَاْتُوْا بِالشُّهَدَآءِ فَاُولٰٓئِكَ عِنْدَ اللّٰهِ هُمُ الْكٰذِبُوْنَ ○

১৩। তাহারা কেন এই ব্যাপারে চারিজন সাক্ষী উপস্থিত করে নাই? যেহেতু তাহারা সাক্ষী উপস্থিত করে নাই, সে কারণে তাহারা আল্লাহ্‌র নিকট মিথ্যাবাদী।

١٤- وَلَوْلَا فَضْلُ اللّٰهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهٗ فِى الدُّنْيَا وَالْاٰخِرَةِ لَمَسَّكُمْ فِيْ مَآ اَفَضْتُمْ فِيْهِ عَذَابٌ عَظِيْمٌ ○ۖ

১৪। দুনিয়া ও আখিরাতে তোমাদের প্রতি আল্লাহ্‌র অনুগ্রহ ও দয়া না থাকিলে, তোমরা যাহাতে লিপ্ত[১১৭৮] ছিলে তজ্জন্য মহাশাস্তি তোমাদিগকে স্পর্শ করিত,

١٥- اِذْ تَلَقَّوْنَهٗ بِاَلْسِنَتِكُمْ وَتَقُوْلُوْنَ بِاَفْوَاهِكُمْ مَّا لَيْسَ لَكُمْ بِهٖ عِلْمٌ وَّتَحْسَبُوْنَهٗ هَيِّنًا ۖ وَّهُوَ عِنْدَ اللّٰهِ عَظِيْمٌ ○

১৫। যখন তোমরা মুখে মুখে ইহা ছড়াইতেছিলে এবং এমন বিষয় মুখে উচ্চারণ করিতেছিলে যাহার কোন জ্ঞান তোমাদের ছিল না এবং তোমরা ইহাকে তুচ্ছ গণ্য করিয়াছিলে, যদিও আল্লাহ্‌র নিকট ইহা ছিল গুরুতর বিষয়।

١٦- وَلَوْلَآ اِذْ سَمِعْتُمُوْهُ قُلْتُمْ مَّا يَكُوْنُ لَنَآ اَنْ نَّتَكَلَّمَ بِهٰذَا ۖ سُبْحٰنَكَ هٰذَا بُهْتَانٌ عَظِيْمٌ ○

১৬। এবং তোমরা যখন ইহা শ্রবণ করিলে তখন কেন বলিলে না, 'এ বিষয়ে বলাবলি করা আমাদের উচিত নহে; আল্লাহ্ পবিত্র, মহান। ইহা তো এক গুরুতর অপবাদ!'

১১৭৮। 'আইশা (রা) সম্পর্কে অপবাদ রটাইবার কাজে।

١٧- يَعِظُكُمُ اللّٰهُ اَنْ تَعُوْدُوْا لِمِثْلِهٖۤ اَبَدًا اِنْ كُنْتُمْ مُّؤْمِنِيْنَ ۝

১৭। আল্লাহ তোমাদিগকে উপদেশ দিতেছেন, 'তোমরা যদি মু'মিন হও তবে কখনও অনুরূপ আচরণের পুনরাবৃত্তি করিও না।'

١٨- وَ يُبَيِّنُ اللّٰهُ لَكُمُ الْاٰيٰتِ ؕ وَاللّٰهُ عَلِيْمٌ حَكِيْمٌ ۝

১৮। আল্লাহ্ তোমাদের জন্য আয়াতসমূহ সুস্পষ্টভাবে বিবৃত করেন এবং আল্লাহ্ সর্বজ্ঞ, প্রজ্ঞাময়।

١٩- اِنَّ الَّذِيْنَ يُحِبُّوْنَ اَنْ تَشِيْعَ الْفَاحِشَةُ فِى الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَهُمْ عَذَابٌ اَلِيْمٌ ۙ فِى الدُّنْيَا وَالْاٰخِرَةِ ؕ وَاللّٰهُ يَعْلَمُ وَاَنْتُمْ لَا تَعْلَمُوْنَ ۝

১৯। যাহারা মু'মিনদের মধ্যে অশ্লীলতার প্রসার কামনা করে তাহাদের জন্য আছে দুনিয়া ও আখিরাতে মর্মন্তুদ শাস্তি এবং আল্লাহ্ জানেন, তোমরা জান না।

٢٠- وَلَوْلَا فَضْلُ اللّٰهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهٗ وَاَنَّ اللّٰهَ رَءُوْفٌ رَّحِيْمٌ ۝

২০। তোমাদের প্রতি আল্লাহ্‌র অনুগ্রহ ও দয়া না থাকিলে তোমাদের কেহই অব্যাহতি পাইতে না[১১৭৯] এবং আল্লাহ্ দয়ার্দ্র ও পরম দয়ালু।

[৩]

٢١- يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تَتَّبِعُوْا خُطُوٰتِ الشَّيْطٰنِ ؕ وَمَنْ يَّتَّبِعْ خُطُوٰتِ الشَّيْطٰنِ فَاِنَّهٗ يَاْمُرُ بِالْفَحْشَآءِ وَالْمُنْكَرِ ؕ وَلَوْلَا فَضْلُ اللّٰهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهٗ مَا زَكٰى مِنْكُمْ مِّنْ اَحَدٍ اَبَدًا ۙ وَّلٰكِنَّ اللّٰهَ يُزَكِّىْ مَنْ يَّشَآءُ ؕ وَاللّٰهُ سَمِيْعٌ عَلِيْمٌ ۝

২১। হে মু'মিনগণ! তোমরা শয়তানের পদাংক অনুসরণ করিও না। কেহ শয়তানের পদাংক অনুসরণ করিলে শয়তান তো অশ্লীলতা ও মন্দ কার্যের নির্দেশ দেয়। আল্লাহ্‌র অনুগ্রহ ও দয়া না থাকিলে তোমাদের কেহই কখনও পবিত্র হইতে পারিতে না, তবে আল্লাহ্ যাহাকে ইচ্ছা পবিত্র করিয়া থাকেন এবং আল্লাহ্ সর্বশ্রোতা, সর্বজ্ঞ।

٢٢- وَلَا يَاْتَلِ اُولُوا الْفَضْلِ مِنْكُمْ وَالسَّعَةِ اَنْ يُّؤْتُوْۤا اُولِى الْقُرْبٰى وَالْمَسٰكِيْنَ وَالْمُهٰجِرِيْنَ فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ ۖ

২২। তোমাদের মধ্যে যাহারা ঐশ্বর্য ও প্রাচুর্যের অধিকারী তাহারা যেন শপথ গ্রহণ না করে যে, তাহারা আত্মীয়-স্ব .ন ও অভাবগ্রস্তকে এবং আল্লাহ্‌র রাস্তায় যাহারা হিজরত করিয়াছে তাহাদিগকে

১১৭৯। 'কেহই অব্যাহতি পাইতে না' এই কথাগুলি মূল আরবীতে উহ্য আছে।-কাশ্‌শাফ, জালালায়ন ইত্যাদি

وَلْيَعْفُوْا وَلْيَصْفَحُوْا ۭ اَلَا تُحِبُّوْنَ اَنْ يَّغْفِرَ اللّٰهُ لَكُمْ ۭ وَاللّٰهُ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ ○

কিছুই দিবে না[1180]; তাহারা যেন উহাদিগকে ক্ষমা করে এবং উহাদের দোষ-ত্রুটি উপেক্ষা করে। তোমরা কি চাহ না যে, আল্লাহ্ তোমাদিগকে ক্ষমা করুন? এবং আল্লাহ্ ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।

٢٣- اِنَّ الَّذِيْنَ يَرْمُوْنَ الْمُحْصَنٰتِ الْغٰفِلٰتِ الْمُؤْمِنٰتِ لُعِنُوْا فِى الدُّنْيَا وَالْاٰخِرَةِ ۪ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيْمٌ ○

২৩। যাহারা সাধ্বী, সরলমনা[1181] ও ঈমানদার নারীর প্রতি অপবাদ আরোপ করে তাহারা দুনিয়া ও আখিরাতে অভিশপ্ত এবং তাহাদের জন্য আছে মহাশাস্তি।

٢٤- يَّوْمَ تَشْهَدُ عَلَيْهِمْ اَلْسِنَتُهُمْ وَاَيْدِيْهِمْ وَاَرْجُلُهُمْ بِمَا كَانُوْا يَعْمَلُوْنَ ○

২৪। যেই দিন তাহাদের বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দিবে তাহাদের জিহ্বা, তাহাদের হস্ত ও তাহাদের চরণ তাহাদের কৃতকর্ম সম্বন্ধে—

٢٥- يَوْمَئِذٍ يُّوَفِّيْهِمُ اللّٰهُ دِيْنَهُمُ الْحَقَّ وَيَعْلَمُوْنَ اَنَّ اللّٰهَ هُوَ الْحَقُّ الْمُبِيْنُ ○

২৫। সেই দিন আল্লাহ্ তাহাদের প্রাপ্য প্রতিফল পুরাপুরি দিবেন এবং তাহারা জানিবে, আল্লাহ্ই সত্য, স্পষ্ট প্রকাশক।

٢٦- اَلْخَبِيْثٰتُ لِلْخَبِيْثِيْنَ وَالْخَبِيْثُوْنَ لِلْخَبِيْثٰتِ ۚ وَالطَّيِّبٰتُ لِلطَّيِّبِيْنَ وَالطَّيِّبُوْنَ لِلطَّيِّبٰتِ ۚ اُولٰٓئِكَ مُبَرَّءُوْنَ مِمَّا يَقُوْلُوْنَ ۭ لَهُمْ مَّغْفِرَةٌ وَّ رِزْقٌ كَرِيْمٌ ○ ع

২৬। দুশ্চরিত্রা নারী দুশ্চরিত্র পুরুষের জন্য; দুশ্চরিত্র পুরুষ দুশ্চরিত্রা নারীর জন্য; সচ্চরিত্রা নারী সচ্চরিত্র পুরুষের জন্য এবং সচ্চরিত্র পুরুষ সচ্চরিত্রা নারীর জন্য। লোকে যাহা বলে ইহারা[1182] তাহা হইতে পবিত্র; ইহাদের জন্য আছে ক্ষমা এবং সম্মানজনক জীবিকা।

[৪]

٢٧- يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تَدْخُلُوْا بُيُوْتًا غَيْرَ بُيُوْتِكُمْ

২৭। হে মু'মিনগণ! তোমরা নিজেদের গৃহ ব্যতীত অন্য কাহারও গৃহে গৃহবাসীদের অনুমতি না লইয়া এবং তাহাদিগকে

১১৮০। উক্ত (ইফ্ক) অপবাদ রটনার ব্যাপারে কিছু সরল মুসলিমও জড়িত হইয়া পড়েন। তাঁহাদের মধ্যে আবূ বাক্র (রা)-এর দরিদ্র আত্মীয় মিসতাহ (রা)-ও ছিলেন, যাঁহাকে আবূ বাক্র আর্থিক সাহায্য করিতেন। এই ঘটনার পর আবূ বাক্র তাঁহাকে সাহায্যদান বন্ধ করিয়া দিলে আয়াতটি অবতীর্ণ হয়।

১১৮১। এ স্থলে الغافلات শব্দটি সরলমনা অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে।

১১৮২। اولئك চারিত্রবান নারী ও পুরুষ। এখানে হযরত 'আইশা (রা) ও ইফ্কের ঘটনায় যাহাদিগকে অপবাদ দেওয়া হইয়াছে।

সালাম না করিয়া প্রবেশ করিও না। ইহাই তোমাদের জন্য শ্রেয়, যাহাতে তোমরা উপদেশ গ্রহণ কর।

حَتّٰى تَسْتَاْنِسُوْا وَتُسَلِّمُوْا عَلٰٓى اَهْلِهَا ط ذٰلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُوْنَ ○

২৮। যদি তোমরা গৃহে কাহাকেও না পাও তাহা হইলে উহাতে প্রবেশ করিবে না যতক্ষণ না তোমাদিগকে অনুমতি দেওয়া হয়। যদি তোমাদিগকে বলা হয়, 'ফিরিয়া যাও', তবে তোমরা ফিরিয়া যাইবে, ইহাই তোমাদের জন্য উত্তম, এবং তোমরা যাহা কর সে সম্বন্ধে আল্লাহ্ সবিশেষ অবহিত।

٢٨- فَاِنْ لَّمْ تَجِدُوْا فِيْهَآ اَحَدًا فَلَا تَدْخُلُوْهَا حَتّٰى يُؤْذَنَ لَكُمْ ج وَاِنْ قِيْلَ لَكُمُ ارْجِعُوْا فَارْجِعُوْا هُوَ اَزْكٰى لَكُمْ ط وَاللّٰهُ بِمَا تَعْمَلُوْنَ عَلِيْمٌ ○

২৯। যে গৃহে কেহ বাস করে না তাহাতে তোমাদের জন্য দ্রব্যসামগ্রী থাকিলে সেখানে তোমাদের প্রবেশে[১১৮৩] কোনও পাপ নাই এবং আল্লাহ্ জানেন যাহা তোমরা প্রকাশ কর এবং যাহা তোমরা গোপন কর।

٢٩- لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ اَنْ تَدْخُلُوْا بُيُوْتًا غَيْرَ مَسْكُوْنَةٍ فِيْهَا مَتَاعٌ لَّكُمْ ط وَاللّٰهُ يَعْلَمُ مَا تُبْدُوْنَ وَمَا تَكْتُمُوْنَ ○

৩০। মু'মিনদিগকে বল, তাহারা যেন তাহাদের দৃষ্টিকে সংযত করে এবং তাহাদের লজ্জাস্থানের হিফাযত করে; ইহাই তাহাদের জন্য উত্তম। উহারা যাহা করে নিশ্চয় আল্লাহ্ সে বিষয়ে সম্যক অবহিত।

٣٠- قُلْ لِّلْمُؤْمِنِيْنَ يَغُضُّوْا مِنْ اَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوْا فُرُوْجَهُمْ ط ذٰلِكَ اَزْكٰى لَهُمْ ط اِنَّ اللّٰهَ خَبِيْرٌ بِمَا يَصْنَعُوْنَ ○

৩১। আর মু'মিন নারীদিগকে বল, তাহারা যেন তাহাদের দৃষ্টিকে সংযত করে ও তাহাদের লজ্জাস্থানের হিফাযত করে; তাহারা যেন যাহা সাধারণত প্রকাশ থাকে তাহা ব্যতীত তাহাদের আভরণ[১১৮৪] প্রদর্শন না করে, তাহাদের গ্রীবা ও বক্ষদেশ যেন মাথার কাপড়[১১৮৫] দ্বারা আবৃত করে, তাহারা যেন তাহাদের স্বামী, পিতা, শ্বশুর, পুত্র,

٣١- وَقُلْ لِّلْمُؤْمِنٰتِ يَغْضُضْنَ مِنْ اَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوْجَهُنَّ وَلَا يُبْدِيْنَ زِيْنَتَهُنَّ اِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلٰى جُيُوْبِهِنَّ ص وَلَا يُبْدِيْنَ زِيْنَتَهُنَّ اِلَّا لِبُعُوْلَتِهِنَّ اَوْ اٰبَآئِهِنَّ اَوْ اٰبَآءِ بُعُوْلَتِهِنَّ

১১৮৩। অর্থাৎ প্রয়োজনে প্রবেশ করা যায়।
১১৮৪। অর্থাৎ অলংকার বা আকর্ষণীয় পোশাক।
১১৮৫। ওড়না বা চাদর জাতীয় পরিচ্ছদ।

اَوْ اٰبَآئِهِنَّ اَوْ اَبْنَآءِ بُعُوْلَتِهِنَّ اَوْ اِخْوَانِهِنَّ
اَوْ بَنِيْٓ اِخْوَانِهِنَّ اَوْ بَنِيْٓ اَخَوٰتِهِنَّ
اَوْ نِسَآئِهِنَّ اَوْ مَا مَلَكَتْ اَيْمَانُهُنَّ
اَوِ التّٰبِعِيْنَ غَيْرِ اُولِى الْاِرْبَةِ مِنَ الرِّجَالِ
اَوِ الطِّفْلِ الَّذِيْنَ لَمْ يَظْهَرُوْا عَلٰى عَوْرٰتِ
النِّسَآءِ ۖ وَلَا يَضْرِبْنَ بِاَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ
مَا يُخْفِيْنَ مِنْ زِيْنَتِهِنَّ ؕ وَتُوْبُوْٓا اِلَى اللّٰهِ
جَمِيْعًا اَيُّهَ الْمُؤْمِنُوْنَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُوْنَ ۝

স্বামীর পুত্র, ভ্রাতা, ভ্রাতুষ্পুত্র, ভগ্নিপুত্র, আপন নারীগণ,[১১৮৬] তাহাদের মালিকানাধীন দাসী, পুরুষদের মধ্যে যৌন কামনা-রহিত পুরুষ এবং নারীদের গোপন অংগ সম্বন্ধে অজ্ঞ বালক ব্যতীত কাহারও নিকট তাহাদের আভরণ প্রকাশ না করে, তাহারা যেন তাহাদের গোপন আভরণ প্রকাশের উদ্দেশ্যে সজোরে পদক্ষেপ না করে। হে মু'মিনগণ! তোমরা সকলে আল্লাহ্‌র দিকে প্রত্যাবর্তন কর, যাহাতে তোমরা সফলকাম হইতে পার।

٣٢- وَاَنْكِحُوا الْاَيَامٰى مِنْكُمْ وَالصّٰلِحِيْنَ
مِنْ عِبَادِكُمْ وَاِمَآئِكُمْ ؕ اِنْ يَّكُوْنُوْا فُقَرَآءَ
يُغْنِهِمُ اللّٰهُ مِنْ فَضْلِهٖ ؕ
وَاللّٰهُ وَاسِعٌ عَلِيْمٌ ۝

৩২। তোমাদের মধ্যে যাহারা 'আয়্যিম'[১১৮৭] তাহাদের বিবাহ সম্পাদন কর এবং তোমাদের দাস ও দাসীদের মধ্যে যাহারা সৎ তাহাদেরও। তাহারা অভাবগ্রস্ত হইলে আল্লাহ্ নিজ অনুগ্রহে তাহাদিগকে অভাবমুক্ত করিয়া দিবেন; আল্লাহ্ তো প্রাচুর্যময়, সর্বজ্ঞ।

٣٣- وَلْيَسْتَعْفِفِ الَّذِيْنَ لَا يَجِدُوْنَ نِكَاحًا
حَتّٰى يُغْنِيَهُمُ اللّٰهُ مِنْ فَضْلِهٖ ؕ وَالَّذِيْنَ
يَبْتَغُوْنَ الْكِتٰبَ مِمَّا مَلَكَتْ
اَيْمَانُكُمْ فَكَاتِبُوْهُمْ اِنْ عَلِمْتُمْ فِيْهِمْ خَيْرًا ۖ
وَّاٰتُوْهُمْ مِّنْ مَّالِ اللّٰهِ الَّذِيْٓ اٰتٰىكُمْ ؕ
وَلَا تُكْرِهُوْا فَتَيٰتِكُمْ عَلَى الْبِغَآءِ اِنْ اَرَدْنَ
تَحَصُّنًا لِّتَبْتَغُوْا عَرَضَ الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا ؕ

৩৩। যাহাদের বিবাহের সামর্থ্য নাই, আল্লাহ্ তাহাদিগকে নিজ অনুগ্রহে অভাবমুক্ত না করা পর্যন্ত তাহারা যেন সংযম অবলম্বন করে এবং তোমাদের মালিকানাধীন দাস-দাসীদের মধ্যে কেহ তাহার মুক্তির জন্য লিখিত চুক্তি চাহিলে, তাহাদের সহিত চুক্তিতে আবদ্ধ হও, যদি তোমরা উহাদের মধ্যে মঙ্গলের সন্ধান পাও। আল্লাহ্ তোমাদিগকে যে সম্পদ দিয়াছেন তাহা হইতে তোমরা উহাদিগকে দান করিবে। তোমাদের দাসিগণ, সতীত্ব রক্ষা করিতে চাহিলে পার্থিব জীবনের ধন-লালসায় তাহাদিগকে ব্যভিচারিণী হইতে

১১৮৬। একই সংগে প্রায়ই উঠা-বসা করে এমন নারী, অবশ্য তাহাদিগকে সচ্চরিত্রবান হইতে হইবে। ভিন্নমতে মুসলিম নারী।

১১৮৭। الايامى শব্দটি ايم -এর বহুবচন; অর্থ যে পুরুষের স্ত্রী নাই অথবা যে নারীর স্বামী নাই। উহারা অবিবাহিত, বিপত্নীক অথবা বিধবা যাহাই হউক না কেন।-লিসানুল আরাব

وَمَنْ يُّكْرِهْهُّنَّ فَاِنَّ اللّٰهَ مِنْۢ بَعْدِ اِكْرَاهِهِنَّ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ ۝

বাধ্য করিও না[১১৮৮], আর যে তাহাদিগকে বাধ্য করে, তবে তাহাদের উপর জবরদস্তির পর আল্লাহ্ তো ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।

٣٤- وَلَقَدْ اَنْزَلْنَآ اِلَيْكُمْ اٰيٰتٍ مُّبَيِّنٰتٍ وَّمَثَلًا مِّنَ الَّذِيْنَ خَلَوْا مِنْ قَبْلِكُمْ وَ مَوْعِظَةً لِّلْمُتَّقِيْنَ ۝

৩৪। আমি তোমাদের নিকট অবতীর্ণ করিয়াছি সুস্পষ্ট আয়াত, তোমাদের পূর্ববর্তীদের দৃষ্টান্ত এবং মুত্তাকীদের জন্য উপদেশ।

[৫]

٣٥- اَللّٰهُ نُوْرُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ ؕ مَثَلُ نُوْرِهٖ كَمِشْكٰوةٍ فِيْهَا مِصْبَاحٌ ؕ اَلْمِصْبَاحُ فِيْ زُجَاجَةٍ ؕ اَلزُّجَاجَةُ كَاَنَّهَا كَوْكَبٌ دُرِّيٌّ يُّوْقَدُ مِنْ شَجَرَةٍ مُّبٰرَكَةٍ زَيْتُوْنَةٍ لَّا شَرْقِيَّةٍ وَّلَا غَرْبِيَّةٍ ۙ يَّكَادُ زَيْتُهَا يُضِيْٓءُ وَلَوْ لَمْ تَمْسَسْهُ نَارٌ ؕ نُوْرٌ عَلٰى نُوْرٍ ؕ يَهْدِى اللّٰهُ لِنُوْرِهٖ مَنْ يَّشَآءُ ؕ وَيَضْرِبُ اللّٰهُ الْاَمْثَالَ لِلنَّاسِ ؕ وَاللّٰهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيْمٌ ۝

৩৫। আল্লাহ্ আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীর জ্যোতি[১১৮৯], তাঁহার জ্যোতির উপমা যেন একটি দীপাধার যাহার মধ্যে আছে এক প্রদীপ, প্রদীপটি একটি কাঁচের আবরণের মধ্যে স্থাপিত, কাঁচের আবরণটি উজ্জ্বল নক্ষত্র সদৃশ; ইহা প্রজ্বলিত করা হয় পূত-পবিত্র যায়তূন বৃক্ষের তৈল দ্বারা[১১৯০] যাহা প্রাচ্যের নয়, প্রতীচ্যেরও নয়, অগ্নি উহাকে স্পর্শ না করিলেও যেন উহার তৈল উজ্জ্বল আলো দিতেছে; জ্যোতির উপর জ্যোতি! আল্লাহ্ যাহাকে ইচ্ছা পথনির্দেশ করেন তাঁহার জ্যোতির দিকে। আল্লাহ্ মানুষের জন্য উপমা দিয়া থাকেন এবং আল্লাহ্ সর্ব বিষয়ে সর্বজ্ঞ।

٣٦- فِيْ بُيُوْتٍ اَذِنَ اللّٰهُ اَنْ تُرْفَعَ وَيُذْكَرَ فِيْهَا اسْمُهٗ ۙ يُسَبِّحُ لَهٗ فِيْهَا بِالْغُدُوِّ وَالْاٰصَالِ ۝

৩৬। সেই সকল গৃহে[১১৯১] যাহাকে সমুন্নত করিতে এবং যাহাতে তাঁহার নাম স্মরণ করিতে আল্লাহ্ নির্দেশ দিয়াছেন, সকাল ও সন্ধ্যায় তাঁহার পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা করে,

১১৮৮। মুনাফিক সরদার 'আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন উবায়্য তাহার কতিপয় দাসীকে ব্যভিচার করিতে বাধ্য করিয়াছিল, আয়াতটি উক্ত ঘটনা উপলক্ষে অবতীর্ণ হয়, দাসীদের দ্বারা ব্যভিচার করান (তাহারা রাযী থাকিলেও) নিষিদ্ধ।

১১৮৯। শ্রবণশক্তি, দৃষ্টিশক্তি, জ্ঞান ইত্যাদি যেমন আল্লাহ্‌র গুণ, তেমনই নূর বা জ্যোতিও আল্লাহ্‌র গুণ। নূরের উৎস আল্লাহ্‌ই। কিন্তু এই নূরের ধরন, প্রকৃতি, অবস্থা ইত্যাদি বর্ণনা করা সম্ভব নয়। বিশ্বের সকল কিছু আল্লাহ্‌র নূর হইতে হিদায়াত লাভ করে। মু'মিনের অন্তর বিশেষভাবে এই হিদায়াতের নূর দ্বারা আলোকিত হয়। ওহীও নূর, এই নূর মু'মিনের অন্তরস্থিত স্বাভাবিক নূরকে বহু গুণে শক্তিশালী করে।

১১৯০। 'তৈল দ্বারা' কথাটি মূল আরবীতে উহ্য আছে।-কাশ্‌শাফ, কুরতুবী, জালালায়ন ইত্যাদি

১১৯১। অর্থাৎ মসজিদ ও উপাসনালয়।

৩৭। সেইসব লোক, যাহাদিগকে ব্যবসা-বাণিজ্য এবং ক্রয়-বিক্রয় আল্লাহ্‌র স্মরণ হইতে এবং সালাত কায়েম ও যাকাত প্রদান হইতে বিরত রাখে না, তাহারা ভয় করে সেই দিনকে যেই দিন অনেক অন্তর ও দৃষ্টি বিপর্যস্ত[১১৯২] হইয়া পড়িবে—

٣٧- رِجَالٌ لَّا تُلْهِيهِمْ تِجَارَةٌ وَّلَا بَيْعٌ عَنْ ذِكْرِ اللّٰهِ وَإِقَامِ الصَّلٰوةِ وَإِيْتَآءِ الزَّكٰوةِ يَخَافُوْنَ يَوْمًا تَتَقَلَّبُ فِيْهِ الْقُلُوْبُ وَالْاَبْصَارُ ○

৩৮। যাহাতে তাহারা[১১৯৩] যে কর্ম করে তজ্জন্য আল্লাহ্ তাহাদিগকে উত্তম পুরস্কার দেন এবং নিজ অনুগ্রহে তাহাদের প্রাপ্যের অধিক দেন। আল্লাহ্ যাহাকে ইচ্ছা অপরিমিত জীবিকা দান করেন।

٣٨- لِيَجْزِيَهُمُ اللّٰهُ اَحْسَنَ مَا عَمِلُوْا وَيَزِيْدَهُمْ مِّنْ فَضْلِهٖ ۗ وَاللّٰهُ يَرْزُقُ مَنْ يَّشَآءُ بِغَيْرِ حِسَابٍ ○

৩৯। যাহারা কুফরী করে তাহাদের কর্ম মরুভূমির মরীচিকা সদৃশ, পিপাসার্ত যাহাকে পানি মনে করিয়া থাকে, কিন্তু সে উহার নিকট উপস্থিত হইলে দেখিবে উহা কিছু নহে এবং সে পাইবে সেথায় আল্লাহ্‌কে, অতঃপর তিনি তাহার কর্মফল পূর্ণ মাত্রায় দিবেন। আল্লাহ্ হিসাব গ্রহণে তৎপর।

٣٩- وَالَّذِيْنَ كَفَرُوْٓا اَعْمَالُهُمْ كَسَرَابٍۢ بِقِيْعَةٍ يَّحْسَبُهُ الظَّمْاٰنُ مَآءً ۗ حَتّٰىٓ اِذَا جَآءَهٗ لَمْ يَجِدْهُ شَيْـًٔا وَّوَجَدَ اللّٰهَ عِنْدَهٗ فَوَفّٰىهُ حِسَابَهٗ ۗ وَاللّٰهُ سَرِيْعُ الْحِسَابِ ○

৪০। অথবা তাহাদের কর্ম[১১৯৪] গভীর সমুদ্র তলের অন্ধকার সদৃশ, যাহাকে আচ্ছন্ন করে তরংগের উপর তরংগ, যাহার ঊর্ধ্বে মেঘপুঞ্জ, অন্ধকারপুঞ্জ স্তরের উপর স্তর, এমনকি সে হাত বাহির করিলে তাহা আদৌ দেখিতে পাইবে না। আল্লাহ্ যাহাকে জ্যোতি দান করেন না তাহার জন্য কোন জ্যোতিই নাই।

٤٠- اَوْ كَظُلُمٰتٍ فِيْ بَحْرٍ لُّجِّيٍّ يَّغْشٰىهُ مَوْجٌ مِّنْ فَوْقِهٖ مَوْجٌ مِّنْ فَوْقِهٖ سَحَابٌ ۗ ظُلُمٰتٌۢ بَعْضُهَا فَوْقَ بَعْضٍ ۗ اِذَآ اَخْرَجَ يَدَهٗ لَمْ يَكَدْ يَرٰىهَا ۗ وَمَنْ لَّمْ يَجْعَلِ اللّٰهُ لَهٗ نُوْرًا فَمَا لَهٗ مِنْ نُّوْرٍ ○

[৬]

৪১। তুমি কি দেখ না যে, আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীতে যাহারা আছে তাহারা এবং উড্ডীয়মান বিহংগকুল আল্লাহ্‌র পবিত্রতা

٤١- اَلَمْ تَرَ اَنَّ اللّٰهَ يُسَبِّحُ لَهٗ مَنْ فِي السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ وَالطَّيْرُ

১১৯২। تتقلب উলটাইয়া বা বদলাইয়া যাইবে, এ স্থলে 'বিপর্যস্ত হইয়া পড়িবে' অর্থ করা হইয়াছে।
১১৯৩। ইহারা পূর্ববর্তী আয়াতে বর্ণিত সেই সকল লোক।
১১৯৪। 'তাহাদের কর্ম' কথাটি উহ্য আছে।

Contents

صٰٓفّٰتٍ ؕ كُلٌّ قَدْ عَلِمَ صَلَاتَهٗ وَ تَسْبِيْحَهٗ ؕ وَاللّٰهُ عَلِيْمٌۢ بِمَا يَفْعَلُوْنَ ○

ও মহিমা ঘোষণা করে? প্রত্যেকেই জানে তাহার 'ইবাদতের ও পবিত্রতা ঘোষণার পদ্ধতি এবং উহারা যাহা করে সে বিষয়ে আল্লাহ্ সম্যক অবগত।১১৯৫

٤٢- وَلِلّٰهِ مُلْكُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ ۚ وَاِلَى اللّٰهِ الْمَصِيْرُ ○

৪২। আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীর সার্বভৌমত্ব আল্লাহ্‌রই এবং আল্লাহরই দিকে প্রত্যাবর্তন।

٤٣- اَلَمْ تَرَ اَنَّ اللّٰهَ يُزْجِيْ سَحَابًا ثُمَّ يُؤَلِّفُ بَيْنَهٗ ثُمَّ يَجْعَلُهٗ رُكَامًا فَتَرَى الْوَدْقَ يَخْرُجُ مِنْ خِلٰلِهٖ ۚ وَيُنَزِّلُ مِنَ السَّمَآءِ مِنْ جِبَالٍ فِيْهَا مِنْۢ بَرَدٍ فَيُصِيْبُ بِهٖ مَنْ يَّشَآءُ وَيَصْرِفُهٗ عَنْ مَّنْ يَّشَآءُ ؕ يَكَادُ سَنَا بَرْقِهٖ يَذْهَبُ بِالْاَبْصَارِ ○

৪৩। তুমি কি দেখ না, আল্লাহ্ সঞ্চালিত করেন মেঘমালাকে, তৎপর তাহাদিগকে একত্র করেন এবং পরে পুঞ্জীভূত করেন, অতঃপর তুমি দেখিতে পাও, উহার মধ্য হইতে নির্গত হয় বারিধারা; আকাশস্থিত শিলাস্তূপ হইতে তিনি বর্ষণ করেন শিলা এবং ইহা দ্বারা তিনি যাহাকে ইচ্ছা আঘাত করেন এবং যাহাকে ইচ্ছা তাহার উপর হইতে ইহা অন্য দিকে ফিরাইয়া দেন। মেঘের বিদ্যুৎ ঝলক দৃষ্টিশক্তি প্রায় কাড়িয়া লয়।

٤٤- يُقَلِّبُ اللّٰهُ الَّيْلَ وَالنَّهَارَ ؕ اِنَّ فِيْ ذٰلِكَ لَعِبْرَةً لِّاُولِي الْاَبْصَارِ ○

৪৪। আল্লাহ্ দিবস ও রাত্রির পরিবর্তন ঘটান, ইহাতে শিক্ষা রহিয়াছে অন্তর্দৃষ্টি-সম্পন্নদের জন্য।

٤٥- وَاللّٰهُ خَلَقَ كُلَّ دَآبَّةٍ مِّنْ مَّآءٍ ۚ فَمِنْهُمْ مَّنْ يَّمْشِيْ عَلٰى بَطْنِهٖ ۚ وَمِنْهُمْ مَّنْ يَّمْشِيْ عَلٰى رِجْلَيْنِ ۚ وَمِنْهُمْ مَّنْ يَّمْشِيْ عَلٰٓى اَرْبَعٍ ؕ يَخْلُقُ اللّٰهُ مَا يَشَآءُ ؕ اِنَّ اللّٰهَ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ ○

৪৫। আল্লাহ্ সমস্ত জীব সৃষ্টি করিয়াছেন পানি হইতে, উহাদের কতক পেটে ভর দিয়া চলে, কতক দুই পায়ে চলে এবং কতক চলে চারি পায়ে, আল্লাহ্ যাহা ইচ্ছা সৃষ্টি করেন, নিশ্চয় আল্লাহ্ সর্ববিষয়ে সর্বশক্তিমান।

٤٦- لَقَدْ اَنْزَلْنَآ اٰيٰتٍ مُّبَيِّنٰتٍ ؕ وَاللّٰهُ يَهْدِيْ مَنْ يَّشَآءُ اِلٰى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيْمٍ ○

৪৬। আমি তো সুস্পষ্ট নিদর্শন অবতীর্ণ করিয়াছি, আল্লাহ্ যাহাকে ইচ্ছা সরল সঠিক পথ প্রদর্শন করেন।

٤٧- وَيَقُوْلُوْنَ اٰمَنَّا بِاللّٰهِ وَبِالرَّسُوْلِ

৪৭। উহারা বলে, 'আমরা আল্লাহ্ ও রাসূলের প্রতি ঈমান আনিলাম এবং আমরা

১১৯৫। আল্লাহ তাহাদেরকে উহার নিয়ম-কানুন শিখাইয়া দিয়াছেন।

Contents

وَ اَطَعْنَا ثُمَّ يَتَوَلّٰى فَرِيْقٌ مِّنْهُمْ مِّنْۢ بَعْدِ ذٰلِكَ ؕ وَمَاۤ اُولٰٓئِكَ بِالْمُؤْمِنِيْنَ ○

আনুগত্য স্বীকার করিলাম', কিন্তু ইহার পর উহাদের একদল মুখ ফিরাইয়া লয়; বস্তুত উহারা মু'মিন নহে।

٤٨- وَ اِذَا دُعُوْۤا اِلَى اللّٰهِ وَرَسُوْلِهٖ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ اِذَا فَرِيْقٌ مِّنْهُمْ مُّعْرِضُوْنَ ○

৪৮। এবং যখন উহাদিগকে আহ্বান করা হয় আল্লাহ্ ও তাঁহার রাসূলের দিকে উহাদের মধ্যে ফয়সালা করিয়া দিবার জন্য তখন উহাদের একদল মুখ ফিরাইয়া লয়।

٤٩- وَاِنْ يَّكُنْ لَّهُمُ الْحَقُّ يَاْتُوْۤا اِلَيْهِ مُذْعِنِيْنَ ○ؕ

৪৯। আর যদি উহাদের প্রাপ্য থাকে[১১৯৬] তাহা হইলে উহারা বিনীতভাবে রাসূলের নিকট ছুটিয়া আসে।

٥٠- اَفِيْ قُلُوْبِهِمْ مَّرَضٌ اَمِ ارْتَابُوْۤا اَمْ يَخَافُوْنَ اَنْ يَّحِيْفَ اللّٰهُ عَلَيْهِمْ وَرَسُوْلُهٗ ؕ بَلْ اُولٰٓئِكَ هُمُ الظّٰلِمُوْنَ ○ؑ

৫০। উহাদের অন্তরে কি ব্যাধি আছে, না উহারা সংশয় পোষণ করে? না উহারা ভয় করে যে, আল্লাহ্ ও তাঁহার রাসূল উহাদের প্রতি যুলুম করিবেন? বরং উহারাই তো যালিম।

[৭]

٥١- اِنَّمَا كَانَ قَوْلَ الْمُؤْمِنِيْنَ اِذَا دُعُوْۤا اِلَى اللّٰهِ وَرَسُوْلِهٖ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ اَنْ يَّقُوْلُوْا سَمِعْنَا وَاَطَعْنَا ؕ وَاُولٰٓئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُوْنَ ○

৫১। মু'মিনদের উক্তি তো এই—যখন তাহাদের মধ্যে ফয়সালা করিয়া দিবার জন্য আল্লাহ্ এবং তাঁহার রাসূলের দিকে আহ্বান করা হয় তখন তাহারা বলে, 'আমরা শ্রবণ করিলাম ও আনুগত্য করিলাম।' আর উহারাই তো সফলকাম।

٥٢- وَمَنْ يُّطِعِ اللّٰهَ وَرَسُوْلَهٗ وَيَخْشَ اللّٰهَ وَيَتَّقْهِ فَاُولٰٓئِكَ هُمُ الْفَآئِزُوْنَ ○

৫২। যাহারা আল্লাহ্ ও তাঁহার রাসূলের আনুগত্য করে, আল্লাহ্‌কে ভয় করে ও তাঁহার অবাধ্যতা হইতে সাবধান থাকে তাহারাই সফলকাম।

٥٣- وَاَقْسَمُوْا بِاللّٰهِ جَهْدَ اَيْمَانِهِمْ لَئِنْ اَمَرْتَهُمْ لَيَخْرُجُنَّ ؕ قُلْ لَّا تُقْسِمُوْا ۚ

৫৩। উহারা দৃঢ়ভাবে আল্লাহ্‌র শপথ করিয়া বলে যে, তুমি উহাদিগকে আদেশ করিলে উহারা অবশ্যই বাহির হইবে[১১৯৭]; তুমি বল, 'শপথ করিও না, যথার্থ আনুগত্যই

১১৯৬। রাসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-এর ফয়সালা তাদের অনুকূলে হইবে মনে হইলে তাহারা (মুনাফিকরা) তাড়াতাড়ি তাঁহার নিকট আসে।

১১৯৭। يخرجن -এর অর্থ 'তাহারা বাহির হইবেই।' এখানে ইহা দ্বারা 'তাহারা জিহাদের জন্য বাহির হইবে' বুঝাইতেছে। আয়াতে মুনাফিকদের বর্ণনা দেওয়া হইয়াছে। তাহারা মুখে জিহাদে বাহির হইবার কথা বলে, কিন্তু কার্যে পরিণত করে না।-জালালায়ন, নাসাফী

طَاعَةٌ مَّعْرُوْفَةٌ ۖ
إِنَّ اللّٰهَ خَبِيْرٌۢ بِمَا تَعْمَلُوْنَ ○

কাম্য। তোমরা যাহা কর নিশ্চয়ই আল্লাহ্ সে বিষয়ে সবিশেষ অবহিত।'

٥٤- قُلْ أَطِيْعُوا اللّٰهَ وَأَطِيْعُوا الرَّسُوْلَ ۚ
فَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا عَلَيْهِ مَا حُمِّلَ
وَعَلَيْكُمْ مَّا حُمِّلْتُمْ ۖ
وَإِنْ تُطِيْعُوْهُ تَهْتَدُوْا ۖ
وَمَا عَلَى الرَّسُوْلِ إِلَّا الْبَلٰغُ الْمُبِيْنُ ○

৫৪। বল, 'আল্লাহ্র আনুগত্য কর এবং রাসূলের আনুগত্য কর।' অতঃপর যদি তোমরা মুখ ফিরাইয়া লও, তবে তাহার[১১৯৮] উপর অর্পিত দায়িত্বের জন্য সেই দায়ী এবং তোমাদের উপর অর্পিত দায়িত্বের জন্য তোমরাই দায়ী; এবং তোমরা তাহার আনুগত্য করিলে সৎপথ পাইবে, আর রাসূলের কাজ তো কেবল স্পষ্টভাবে পৌঁছাইয়া দেওয়া।

٥٥- وَعَدَ اللّٰهُ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا مِنْكُمْ
وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ
كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِهِمْ ۖ
وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِيْنَهُمُ الَّذِي
ارْتَضٰى لَهُمْ وَلَيُبَدِّلَنَّهُمْ
مِّنْۢ بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا ۚ
يَعْبُدُوْنَنِيْ لَا يُشْرِكُوْنَ بِيْ شَيْئًا ۚ
وَمَنْ كَفَرَ بَعْدَ ذٰلِكَ
فَأُولٰٓئِكَ هُمُ الْفٰسِقُوْنَ ○

৫৫। তোমাদের মধ্যে যাহারা ঈমান আনে ও সৎকর্ম করে আল্লাহ্ তাহাদিগকে প্রতিশ্রুতি দিতেছেন যে, তিনি অবশ্যই তাহাদিগকে পৃথিবীতে প্রতিনিধিত্ব দান করিবেন, যেমন তিনি প্রতিনিধিত্ব দান করিয়াছিলেন তাহাদের পূর্ববর্তীদিগকে এবং তিনি অবশ্যই তাহাদের জন্য প্রতিষ্ঠিত করিবেন তাহাদের দীনকে যাহা তিনি তাহাদের জন্য পসন্দ করিয়াছেন এবং তাহাদের ভয়ভীতির পরিবর্তে তাহাদিগকে অবশ্য নিরাপত্তা দান করিবেন। তাহারা আমার 'ইবাদত করিবে, আমার কোন শরীক করিবে না, অতঃপর যাহারা অকৃতজ্ঞ হইবে তাহারা তো সত্যত্যাগী।

٥٦- وَأَقِيْمُوا الصَّلٰوةَ وَاٰتُوا الزَّكٰوةَ
وَأَطِيْعُوا الرَّسُوْلَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُوْنَ ○

৫৬। তোমরা সালাত কায়েম কর, যাকাত দাও এবং রাসূলের আনুগত্য কর, যাহাতে তোমরা অনুগ্রহ-ভাজন হইতে পার।

٥٧- لَا تَحْسَبَنَّ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا مُعْجِزِيْنَ
فِي الْأَرْضِ ۚ وَمَأْوٰىهُمُ النَّارُ ۖ
وَلَبِئْسَ الْمَصِيْرُ ○ ع

৫৭। তুমি কাফিরদিগকে পৃথিবীতে কখনো প্রবল[১১৯৯] মনে করিও না। উহাদের আশ্রয়স্থল অগ্নি; কত নিকৃষ্ট এই পরিণাম!

১১৯৮। এ স্থলে 'তাহার' অর্থ রাসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-এর।
১১৯৯। পৃথিবীতে তাহারা আল্লাহ্র ইচ্ছাকে পরাভূত করার শক্তি রাখে না।

[৮]

৫৮- يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لِيَسْتَأْذِنكُمُ الَّذِينَ مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ وَالَّذِينَ لَمْ يَبْلُغُوا الْحُلُمَ مِنكُمْ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ ۚ مِّن قَبْلِ صَلَاةِ الْفَجْرِ وَحِينَ تَضَعُونَ ثِيَابَكُم مِّنَ الظَّهِيرَةِ وَمِن بَعْدِ صَلَاةِ الْعِشَاءِ ۚ ثَلَاثُ عَوْرَاتٍ لَّكُمْ ۚ لَيْسَ عَلَيْكُمْ وَلَا عَلَيْهِمْ جُنَاحٌ بَعْدَهُنَّ ۚ طَوَّافُونَ عَلَيْكُم بَعْضُكُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ ۚ كَذَٰلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمُ الْآيَاتِ ۗ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ○

৫৮। হে মু'মিনগণ! তোমাদের মালিকানাধীন দাস-দাসিগণ এবং তোমাদের মধ্যে যাহারা বয়ঃপ্রাপ্ত হয় নাই তাহারা যেন তোমাদের কক্ষে প্রবেশ করিতে তিন সময়ে অনুমতি গ্রহণ করে, ফজরের সালাতের পূর্বে, দ্বিপ্রহরে যখন তোমরা তোমাদের পোশাক খুলিয়া রাখ তখন এবং 'ইশার সালাতের পর; এই তিন সময় তোমাদের গোপনীয়তার সময়। এই তিন সময় ব্যতীত অন্য সময়ে বিনা অনুমতিতে প্রবেশ করিলে তোমাদের জন্য এবং তাহাদের জন্য কোন দোষ নাই। তোমাদের একজে অপরের নিকট তো যাতায়াত করিতেই হয়। এইভাবে আল্লাহ্ তোমাদের নিকট তাঁহার নির্দেশ সুস্পষ্টভাবে বিবৃত করেন। আল্লাহ্ সর্বজ্ঞ, প্রজ্ঞাময়।

৫৯- وَإِذَا بَلَغَ الْأَطْفَالُ مِنكُمُ الْحُلُمَ فَلْيَسْتَأْذِنُوا كَمَا اسْتَأْذَنَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ ۚ كَذَٰلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ ۗ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ○

৫৯। আর তোমাদের সন্তান-সন্ততি বয়ঃপ্রাপ্ত হইলে তাহারাও যেন অনুমতি প্রার্থনা করে যেমন অনুমতি প্রার্থনা করিয়া থাকে তাহাদের বয়োজ্যেষ্ঠগণ[১২০০]। এইভাবে আল্লাহ্ তোমাদের জন্য তাঁহার নির্দেশ সুস্পষ্টভাবে বিবৃত করেন, আল্লাহ্ সর্বজ্ঞ, প্রজ্ঞাময়।

৬০- وَالْقَوَاعِدُ مِنَ النِّسَاءِ اللَّاتِي لَا يَرْجُونَ نِكَاحًا فَلَيْسَ عَلَيْهِنَّ جُنَاحٌ أَن يَضَعْنَ ثِيَابَهُنَّ غَيْرَ مُتَبَرِّجَاتٍ بِزِينَةٍ ۖ وَأَن يَسْتَعْفِفْنَ خَيْرٌ لَّهُنَّ ۗ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ○

৬০। বৃদ্ধা নারী, যাহারা বিবাহের আশা রাখে না, তাহাদের জন্য অপরাধ নাই, যদি তাহারা তাহাদের সৌন্দর্য প্রদর্শন না করিয়া তাহাদের বহির্বাস[১২০১] খুলিয়া রাখে; তবে ইহা হইতে তাহাদের বিরত থাকাই তাহাদের জন্য উত্তম। আল্লাহ্ সর্বশ্রোতা, সর্বজ্ঞ।

১২০০। এখানে من قبلهم -এর অর্থ তাহাদের পূর্বে যাহারা বয়ঃপ্রাপ্ত হইয়াছে অর্থাৎ তাহাদের বয়োজ্যেষ্ঠ।

১২০১। এ স্থলে ثياب 'বস্ত্র' দ্বারা رداء-خمار অর্থাৎ 'বহির্বাস' বুঝাইতেছে।-কাশ্শাফ, কুরতুবী ইত্যাদি

৬১। অন্ধের জন্য দোষ নাই, খঞ্জের জন্য দোষ নাই, রুগ্নের জন্য দোষ নাই এবং তোমাদের নিজেদের জন্যও দোষ নাই আহার করা[১২০২] তোমাদের গৃহে[১২০৩] অথবা তোমাদের পিতৃগণের গৃহে, মাতৃগণের গৃহে, ভ্রাতৃগণের গৃহে, ভগ্নিগণের গৃহে, পিতৃব্যদের গৃহে, ফুফুদের গৃহে, মাতুলদের গৃহে, খালাদের গৃহে অথবা সেইসব গৃহে যাহার চাবির মালিক তোমরা অথবা তোমাদের বন্ধুদের গৃহে। তোমরা একত্রে আহার কর অথবা পৃথক পৃথকভাবে আহার কর তাহাতে তোমাদের জন্য কোন অপরাধ নাই। তবে যখন তোমরা গৃহে প্রবেশ করিবে তখন তোমরা তোমাদের স্বজনদের প্রতি সালাম করিবে অভিবাদনস্বরূপ যাহা আল্লাহ্‌র নিকট হইতে কল্যাণময় ও পবিত্র। এইভাবে আল্লাহ্ তোমাদের জন্য তাঁহার নির্দেশ বিশদভাবে বিবৃত করেন যাহাতে তোমরা বুঝিতে পার।

٦١- لَيْسَ عَلَى الْاَعْمٰى حَرَجٌ وَّلَا عَلَى الْاَعْرَجِ حَرَجٌ وَّلَا عَلَى الْمَرِيْضِ حَرَجٌ وَّلَا عَلٰٓى اَنْفُسِكُمْ اَنْ تَاْكُلُوْا مِنْۢ بُيُوْتِكُمْ اَوْ بُيُوْتِ اٰبَآئِكُمْ اَوْ بُيُوْتِ اُمَّهٰتِكُمْ اَوْ بُيُوْتِ اِخْوَانِكُمْ اَوْ بُيُوْتِ اَخَوٰتِكُمْ اَوْ بُيُوْتِ اَعْمَامِكُمْ اَوْ بُيُوْتِ عَمّٰتِكُمْ اَوْ بُيُوْتِ اَخْوَالِكُمْ اَوْ بُيُوْتِ خٰلٰتِكُمْ اَوْ مَا مَلَكْتُمْ مَّفَاتِحَهٗٓ اَوْ صَدِيْقِكُمْ ؕ لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ اَنْ تَاْكُلُوْا جَمِيْعًا اَوْ اَشْتَاتًا ؕ فَاِذَا دَخَلْتُمْ بُيُوْتًا فَسَلِّمُوْا عَلٰٓى اَنْفُسِكُمْ تَحِيَّةً مِّنْ عِنْدِ اللّٰهِ مُبٰرَكَةً طَيِّبَةً ؕ كَذٰلِكَ يُبَيِّنُ اللّٰهُ لَكُمُ الْاٰيٰتِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُوْنَ ۝ ع

[৯]

৬২। মু'মিন তো তাহারাই যাহারা আল্লাহ্ এবং তাঁহার রাসূলে ঈমান আনে এবং রাসূলের সংগে সমষ্টিগত ব্যাপারে একত্র হইলে তাহারা অনুমতি ব্যতীত সরিয়া পড়ে না;[১২০৪] যাহারা তোমার অনুমতি প্রার্থনা করে তাহারাই আল্লাহ্ এবং তাঁহার রাসূলে বিশ্বাসী। অতএব তাহারা

٦٢- اِنَّمَا الْمُؤْمِنُوْنَ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا بِاللّٰهِ وَرَسُوْلِهٖ وَاِذَا كَانُوْا مَعَهٗ عَلٰٓى اَمْرٍ جَامِعٍ لَّمْ يَذْهَبُوْا حَتّٰى يَسْتَاْذِنُوْهُ ؕ اِنَّ الَّذِيْنَ يَسْتَاْذِنُوْنَكَ اُولٰٓئِكَ الَّذِيْنَ يُؤْمِنُوْنَ بِاللّٰهِ وَرَسُوْلِهٖ ۚ

১২০২। 'তোমরা নিজেদের মধ্যে একে অন্যের অর্থ-সম্পদ অন্যায়ভাবে গ্রাস করিও না (২ ঃ ১৮৮) এই নির্দেশ প্রাপ্তির পর সাহাবীগণ অন্যের, এমনকি নিকট আত্মীয়ের গৃহেও খাদ্য গ্রহণ করা হইতে বিরত থাকিতে শুরু করেন। আবার অনেকে অন্ধ, খঞ্জ, পংগু ইত্যাদি ব্যক্তিদের সংগে একই দস্তরখানে বা পাত্রে খাইতে চাহিতেন না এই আশংকায় যে, ইহারা শারীরিক অসুবিধার কারণে হয়ত বা ঠিকমত খাইতে পারিবে না, অভুক্ত বা অর্ধভুক্ত থাকিয়া যাইবে। আত্মীয়-স্বজনের গৃহে খাদ্য গ্রহণের ব্যাপারে এত অধিক সতর্কতা অবলম্বন না করিলেও দোষ নাই, আয়াতটিতে সেই দিকে ইংগিত করা হইয়াছে। -আসবাবুন্ নুযুল। অবশ্য যাহাদের গৃহে খাদ্য গ্রহণ করিতেছে অথবা যাহাদের সংগে খাইতেছে তাহাদের সম্মতি থাকা আবশ্যক।

১২০৩। ভিন্নমতে بيوتكم -এর অর্থ بيوت ابنائكم অর্থাৎ তোমাদের সন্তানদের গৃহে।-জালালায়ন

১২০৪। কোন সম্মেলন, যথা সভা-সমিতি বা ধর্মীয় অনুষ্ঠানে উপস্থিত হইলে অনুমতি গ্রহণ ব্যতীত প্রস্থান করিতে নাই। মুনাফিকরাই এইরূপ করিয়া থাকে।

فَاِذَا اسْتَاْذَنُوْكَ لِبَعْضِ شَاْنِهِمْ فَاْذَنْ لِّمَنْ شِئْتَ مِنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمُ اللّٰهَ ؕ اِنَّ اللّٰهَ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ ○

তাহাদের কোন কাজে বাহিরে যাইবার জন্য তোমার অনুমতি চাহিলে তাহাদের মধ্যে যাহাদিগকে ইচ্ছা তুমি অনুমতি দিও এবং তাহাদের জন্য আল্লাহ্‌র নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করিও। নিশ্চয় আল্লাহ্ পরম ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।

٦٣- لَا تَجْعَلُوْا دُعَآءَ الرَّسُوْلِ بَيْنَكُمْ كَدُعَآءِ بَعْضِكُمْ بَعْضًا ؕ قَدْ يَعْلَمُ اللّٰهُ الَّذِيْنَ يَتَسَلَّلُوْنَ مِنْكُمْ لِوَاذًا ۚ فَلْيَحْذَرِ الَّذِيْنَ يُخَالِفُوْنَ عَنْ اَمْرِهٖۤ اَنْ تُصِيْبَهُمْ فِتْنَةٌ اَوْ يُصِيْبَهُمْ عَذَابٌ اَلِيْمٌ ○

৬৩। রাসূলের আহ্‌বানকে তোমরা তোমাদের একে অপরের প্রতি আহ্‌বানের মত গণ্য করিও না; তোমাদের মধ্যে যাহারা অলক্ষ্যে সরিয়া পড়ে আল্লাহ্ তো তাহাদিগকে জানেন। সুতরাং যাহারা তাঁহার আদেশের বিরুদ্ধাচরণ করে তাহারা সতর্ক হউক যে, বিপর্যয় তাহাদের উপর আপতিত হইবে অথবা আপতিত হইবে তাহাদের উপর মর্মন্তুদ শাস্তি।

٦٤- اَلَآ اِنَّ لِلّٰهِ مَا فِى السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ ؕ قَدْ يَعْلَمُ مَاۤ اَنْتُمْ عَلَيْهِ ؕ وَيَوْمَ يُرْجَعُوْنَ اِلَيْهِ فَيُنَبِّئُهُمْ بِمَا عَمِلُوْا ؕ وَاللّٰهُ بِكُلِّ شَىْءٍ عَلِيْمٌ ○ ع

৬৪। জানিয়া রাখ, আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীতে যাহা কিছু আছে তাহা আল্লাহ্‌রই; তোমরা যাহাতে ব্যাপৃত তিনি তাহা জানেন। যেদিন তাহারা তাঁহার নিকট প্রত্যাবর্তিত হইবে সেদিন তিনি তাহাদিগকে জানাইয়া দিবেন তাহারা যাহা করিত। আল্লাহ্ সর্ববিষয়ে সর্বজ্ঞ।

২৫-সূরা ফুরকান

৭৭ আয়াত, ৬ রুকূ‘, মক্‌কী

।। দয়াময়, পরম দয়ালু আল্লাহ্‌র নামে ।।

١- تَبٰرَكَ الَّذِیۡ نَزَّلَ الۡفُرۡقَانَ عَلٰی عَبۡدِهٖ لِیَكُوۡنَ لِلۡعٰلَمِیۡنَ نَذِیۡرَا ۙ

১। কত মহান তিনি যিনি তাঁহার বান্দার প্রতি ফুরকান[১২০৫] অবতীর্ণ করিয়াছেন যাহাতে সে বিশ্বজগতের জন্য সতর্ককারী হইতে পারে!

٢- الَّذِیۡ لَهٗ مُلۡكُ السَّمٰوٰتِ وَالۡاَرۡضِ وَلَمۡ یَتَّخِذۡ وَلَدًا وَّلَمۡ یَكُنۡ لَّهٗ شَرِیۡكٌ فِی الۡمُلۡكِ وَخَلَقَ كُلَّ شَیۡءٍ فَقَدَّرَهٗ تَقۡدِیۡرًا ○

২। যিনি আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীর সার্বভৌমত্বের অধিকারী; তিনি কোন সন্তান গ্রহণ করেন নাই; সার্বভৌমত্বে তাঁহার কোন শরীক নাই। তিনি সমস্ত কিছু সৃষ্টি করিয়াছেন এবং প্রত্যেককে পরিমিত করিয়াছেন যথাযথ অনুপাতে।

٣- وَاتَّخَذُوۡا مِنۡ دُوۡنِهٖۤ اٰلِهَةً لَّا یَخۡلُقُوۡنَ شَیۡـًٔا وَّهُمۡ یُخۡلَقُوۡنَ وَلَا یَمۡلِكُوۡنَ لِاَنۡفُسِهِمۡ ضَرًّا وَّلَا نَفۡعًا وَّلَا یَمۡلِكُوۡنَ مَوۡتًا وَّلَا حَیٰوةً وَّلَا نُشُوۡرًا ○

৩। আর তাহারা তাঁহার পরিবর্তে ইলাহ্‌রূপে গ্রহণ করিয়াছে অন্যদিগকে, যাহারা কিছুই সৃষ্টি করে না, বরং উহারা নিজেরাই সৃষ্ট এবং উহারা নিজেদের অপকার অথবা উপকার করিবার ক্ষমতা রাখে না এবং মৃত্যু, জীবন ও উত্থানের উপরও কোন ক্ষমতা রাখে না।

٤- وَقَالَ الَّذِیۡنَ كَفَرُوۡۤا اِنۡ هٰذَاۤ اِلَّاۤ اِفۡكُ ۨافۡتَرٰىهُ وَاَعَانَهٗ عَلَیۡهِ قَوۡمٌ اٰخَرُوۡنَ ۚ فَقَدۡ جَآءُوۡ ظُلۡمًا وَّزُوۡرًا ۚ

৪। কাফিরগণ বলে, ‘ইহা মিথ্যা ব্যতীত কিছুই নহে, সে ইহা[১২০৬] উদ্ভাবন করিয়াছে এবং ভিন্ন সম্প্রদায়ের[১২০৭] লোক তাহাকে এই ব্যাপারে সাহায্য করিয়াছে।’ এইরূপে উহারা অবশ্যই যুলুম ও মিথ্যায় উপনীত হইয়াছে।

٥- وَقَالُوۡۤا اَسَاطِیۡرُ الۡاَوَّلِیۡنَ اكۡتَتَبَهَا فَهِیَ تُمۡلٰی عَلَیۡهِ بُكۡرَةً وَّاَصِیۡلًا ○

৫। উহারা বলে, ‘এইগুলি তো সে কালের উপকথা, যাহা সে[১২০৮] লিখাইয়া লইয়াছে; এইগুলি সকাল-সন্ধ্যা তাহার নিকট পাঠ করা হয়।’

১২০৫। ‘আল-কুরআন’ সত্যাসত্যের পার্থক্যকারী বলিয়া ইহাকে ফুরকান বলা হয়।

১২০৬। এ স্থলে ‘ইহা’ অর্থ আল-কুরআন।

১২০৭। ১৬ ঃ ১০৩ আয়াতের টীকা দ্র.।

১২০৮। এ স্থলে ‘সে’ দ্বারা হযরত মুহাম্মাদ (সাঃ)-কে বুঝাইতেছে।

٦- قُلْ اَنْزَلَهُ الَّذِىْ يَعْلَمُ السِّرَّ فِى السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ ؕ اِنَّهٗ كَانَ غَفُوْرًا رَّحِيْمًا ○

৬। বল, 'ইহা তিনিই অবতীর্ণ করিয়াছেন যিনি আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীর সমুদয় রহস্য অবগত আছেন; নিশ্চয়ই তিনি পরম ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।'

٧- وَقَالُوْا مَالِ هٰذَا الرَّسُوْلِ يَاْكُلُ الطَّعَامَ وَيَمْشِىْ فِى الْاَسْوَاقِ ؕ لَوْلَاۤ اُنْزِلَ اِلَيْهِ مَلَكٌ فَيَكُوْنَ مَعَهٗ نَذِيْرًا ○

৭। উহারা বলে, 'এ কেমন রাসূল' যে আহার করে এবং হাটে-বাজারে চলাফেরা করে; তাহার নিকট কোন ফিরিশ্‌তা কেন অবতীর্ণ করা হইল না, যে তাহার সংগে থাকিত সতর্ককারীরূপে?'

٨- اَوْ يُلْقٰۤى اِلَيْهِ كَنْزٌ اَوْ تَكُوْنُ لَهٗ جَنَّةٌ يَّاْكُلُ مِنْهَا ؕ وَقَالَ الظّٰلِمُوْنَ اِنْ تَتَّبِعُوْنَ اِلَّا رَجُلًا مَّسْحُوْرًا ○

৮। অথবা তাহাকে ধনভাণ্ডার দেওয়া হয় না কেন অথবা তাহার একটি বাগান নাই কেন, যাহা হইতে সে আহার সংগ্রহ করিতে পারে?'১২০৯ সীমালংঘনকারীরা আরও বলে, 'তোমরা তো এক জাদুগ্রস্ত ব্যক্তিরই অনুসরণ করিতেছে।'

٩- اُنْظُرْ كَيْفَ ضَرَبُوْا لَكَ الْاَمْثَالَ فَضَلُّوْا فَلَا يَسْتَطِيْعُوْنَ سَبِيْلًا ○ ع

৯। দেখ, উহারা তোমার কী উপমা দেয়! উহারা পথভ্রষ্ট হইয়াছে, ফলে উহারা পথ পাইবে না।

[২]

١٠- تَبٰرَكَ الَّذِىْۤ اِنْ شَآءَ جَعَلَ لَكَ خَيْرًا مِّنْ ذٰلِكَ جَنّٰتٍ تَجْرِىْ مِنْ تَحْتِهَا الْاَنْهٰرُ ۙ وَيَجْعَلْ لَّكَ قُصُوْرًا ○

১০। কত মহান তিনি যিনি ইচ্ছা করিলে তোমাকে দিতে পারেন ইহা অপেক্ষা উৎকৃষ্ট বস্তু—উদ্যানসমূহ যাহার নিম্নদেশে নদী-নালা প্রবাহিত এবং তিনি দিতে পারেন তোমাকে প্রাসাদসমূহ!

١١- بَلْ كَذَّبُوْا بِالسَّاعَةِ قف وَاَعْتَدْنَا لِمَنْ كَذَّبَ بِالسَّاعَةِ سَعِيْرًا ○

১১। কিন্তু উহারা কিয়ামতকে অস্বীকার করিয়াছে এবং যে কিয়ামতকে অস্বীকার করে তাহার জন্য আমি প্রস্তুত রাখিয়াছি জ্বলন্ত অগ্নি।

١٢- اِذَا رَاَتْهُمْ مِّنْ مَّكَانٍۭ بَعِيْدٍ سَمِعُوْا لَهَا تَغَيُّظًا وَّزَفِيْرًا ○

১২। দূর হইতে অগ্নি যখন উহাদিগকে দেখিবে তখন উহারা শুনিতে পাইবে ইহার ক্রুদ্ধ গর্জন ও চীৎকার;

১২০৯। ১১ ঃ ১২, ১৭ ঃ ৯০-৯২ আয়াতসমূহ দ্র.।

١٣- وَإِذَآ أُلْقُوا مِنْهَا مَكَانًا ضَيِّقًا مُّقَرَّنِينَ دَعَوْا هُنَالِكَ ثُبُورًا ۝

১৩। এবং যখন উহাদিগকে শৃংখলিত অবস্থায় উহার কোন সংকীর্ণ স্থানে নিক্ষেপ করা হইবে তখন উহারা তথায় ধ্বংস কামনা করিবে।

١٤- لَا تَدْعُوا الْيَوْمَ ثُبُورًا وَّاحِدًا وَّادْعُوا ثُبُورًا كَثِيرًا ۝

১৪। উহাদিগকে বলা হইবে,[১২১০] 'আজ তোমরা একবারের জন্য ধ্বংস কামনা করিও না, বহুবার ধ্বংস হইবার কামনা করিতে থাক।'

١٥- قُلْ اَذٰلِكَ خَيْرٌ اَمْ جَنَّةُ الْخُلْدِ الَّتِيْ وُعِدَ الْمُتَّقُوْنَ ؕ كَانَتْ لَهُمْ جَزَآءً وَّمَصِيْرًا ۝

১৫। উহাদিগকে জিজ্ঞাসা কর, 'ইহাই শ্রেয়, না স্থায়ী জান্নাত, যাহার প্রতিশ্রুতি দেওয়া হইয়াছে মুত্তাকীদিগকে?' ইহাই তো তাহাদের পুরস্কার ও প্রত্যাবর্তনস্থল।

١٦- لَهُمْ فِيْهَا مَا يَشَآءُوْنَ خٰلِدِيْنَ ؕ كَانَ عَلٰى رَبِّكَ وَعْدًا مَّسْئُوْلًا ۝

১৬। সেথায় তাহারা যাহা চাহিবে তাহাদের জন্য তাহাই থাকিবে এবং তাহারা স্থায়ী হইবে; এই প্রতিশ্রুতি পূরণ তোমার প্রতিপালকেরই দায়িত্ব।

١٧- وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ وَمَا يَعْبُدُوْنَ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ فَيَقُوْلُ ءَاَنْتُمْ اَضْلَلْتُمْ عِبَادِيْ هٰٓؤُلَآءِ اَمْ هُمْ ضَلُّوا السَّبِيْلَ ۝

১৭। এবং যেদিন তিনি একত্র করিবেন উহাদিগকে এবং উহারা আল্লাহ্‌র পরিবর্তে যাহাদের 'ইবাদত করিত তাহাদিগকে, সেদিন তিনি জিজ্ঞাসা করিবেন, 'তোমরাই কি আমার এই বান্দাদিগকে বিভ্রান্ত করিয়াছিলে, না উহারা নিজেরাই পথভ্রষ্ট হইয়াছিল?'

١٨- قَالُوْا سُبْحٰنَكَ مَا كَانَ يَنْۢبَغِيْ لَنَآ اَنْ نَّتَّخِذَ مِنْ دُوْنِكَ مِنْ اَوْلِيَآءَ وَلٰكِنْ مَّتَّعْتَهُمْ وَاٰبَآءَهُمْ حَتّٰى نَسُوا الذِّكْرَ ۚ وَكَانُوْا قَوْمًۢا بُوْرًا ۝

১৮। উহারা বলিবে, 'পবিত্র ও মহান তুমি! তোমার পরিবর্তে আমরা অন্যকে অভিভাবকরূপে গ্রহণ করিতে পারি না; তুমিই তো ইহাদিগকে এবং ইহাদের পিতৃপুরুষদিগকে ভোগ-সম্ভার দিয়াছিলে; পরিণামে উহারা উপদেশ[১২১১] বিস্মৃত হইয়াছিল এবং পরিণত হইয়াছিল এক ধ্বংসপ্রাপ্ত জাতিতে।

১২১০। 'উহাদিগকে বলা হইবে' এই কথাটি মূল আরবীতে উহ্য আছে।-জালালায়ন, বায়দাবী ইত্যাদি

১২১১। অর্থাৎ আল্লাহ্‌র প্রেরিত কিতাব।

١٩- فَقَدْ كَذَّبُوْكُمْ بِمَا تَقُوْلُوْنَ ۙ فَمَا تَسْتَطِيْعُوْنَ صَرْفًا وَّلَا نَصْرًا ۚ وَمَنْ يَّظْلِمْ مِّنْكُمْ نُذِقْهُ عَذَابًا كَبِيْرًا ○

১৯। আল্লাহ্ মুশরিকদিগকে বলিবেন,[১২১২] 'তোমরা যাহা বলিতে উহারা[১২১৩] তাহা মিথ্যা সাব্যস্ত করিয়াছে। সুতরাং তোমরা শাস্তি[১২১৪] প্রতিরোধ করিতে পারিবে না এবং সাহায্যও পাইবে না। তোমাদের মধ্যে যে সীমালংঘন করিবে আমি তাহাকে মহাশাস্তি আস্বাদ করাইব।'

٢٠- وَمَا اَرْسَلْنَا قَبْلَكَ مِنَ الْمُرْسَلِيْنَ اِلَّا اِنَّهُمْ لَيَاْكُلُوْنَ الطَّعَامَ وَ يَمْشُوْنَ فِى الْاَسْوَاقِ ؕ وَجَعَلْنَا بَعْضَكُمْ لِبَعْضٍ فِتْنَةً ؕ اَتَصْبِرُوْنَ ۚ وَكَانَ رَبُّكَ بَصِيْرًا ○

২০। তোমার পূর্বে আমি যে সকল রাসূল প্রেরণ করিয়াছি তাহারা সকলেই তো আহার করিত ও হাটে-বাজারে চলাফেরা করিত।[১২১৫] হে মানুষ! আমি তোমাদের মধ্যে এক-কে অপরের জন্য পরীক্ষাস্বরূপ করিয়াছি।[১২১৬] তোমরা ধৈর্য ধারণ করিবে কি? তোমার প্রতিপালক সমস্ত কিছু দেখেন।

১২১২। এ স্থলে অর্থ স্পষ্ট করিবার জন্য 'মুশরিকদিগকে বলিবেন' বাক্যটি উল্লেখ করা হইল।-জালালায়ন
১২১৩। এখানে 'উহারা' অর্থ উপাস্যগুলি।-জালালায়ন, বায়দাবী ইত্যাদি
১২১৪। صرفا -এর অর্থ প্রতিরোধ, এ স্থলে 'শাস্তি প্রতিরোধ' অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে।-কাশ্শাফ, জালালায়ন, বায়দাবী
১২১৫। ২৫ ঃ ৮ আয়াত ও উহার টীকা দ্র.।
১২১৬। রাসূল মানুষকে ঈমানের দিকে আহ্বান করেন, ইহাতে তাঁহারা পরীক্ষার সম্মুখীন হন। যাহারা ঈমান আনে তাহারা মুক্তি লাভ করে। যাহারা প্রত্যাখ্যান করে তাহারা রাসূলকে উৎপীড়ন করে। তখন রাসূলের ধৈর্যের পরীক্ষা হয়।

ঊনবিংশ পারা

[৩]

٢١-وَقَالَ الَّذِيْنَ لَا يَرْجُوْنَ لِقَآءَنَا لَوْلَآ اُنْزِلَ عَلَيْنَا الْمَلٰٓئِكَةُ اَوْ نَرٰى رَبَّنَا ؕ لَقَدِ اسْتَكْبَرُوْا فِيْٓ اَنْفُسِهِمْ وَعَتَوْ عُتُوًّا كَبِيْرًا ۝

২১। যাহারা আমার সাক্ষাত কামনা করে না তাহারা বলে, 'আমাদের নিকট ফিরিশ্‌তা অবতীর্ণ করা হয় না কেন? অথবা আমরা আমাদের প্রতিপালককে প্রত্যক্ষ করি না কেন?' উহারা তো উহাদের অন্তরে অহংকার পোষণ করে এবং উহারা সীমালংঘন করিয়াছে গুরুতররূপে।

٢٢-يَوْمَ يَرَوْنَ الْمَلٰٓئِكَةَ لَا بُشْرٰى يَوْمَئِذٍ لِّلْمُجْرِمِيْنَ وَيَقُوْلُوْنَ حِجْرًا مَّحْجُوْرًا ۝

২২। যেদিন উহারা ফিরিশ্‌তাদিগকে প্রত্যক্ষ করিবে সেদিন অপরাধীদের জন্য সুসংবাদ থাকিবে না এবং উহারা বলিবে, 'রক্ষা কর, রক্ষা কর[১২১৭]।'

٢٣-وَقَدِمْنَآ اِلٰى مَا عَمِلُوْا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنٰهُ هَبَآءً مَّنْثُوْرًا ۝

২৩। আমি উহাদের কৃতকর্মের প্রতি লক্ষ্য করিব, অতঃপর সেগুলিকে বিক্ষিপ্ত ধূলিকণায় পরিণত করিব[১২১৮]।

٢٤-اَصْحٰبُ الْجَنَّةِ يَوْمَئِذٍ خَيْرٌ مُّسْتَقَرًّا وَّاَحْسَنُ مَقِيْلًا ۝

২৪। সেই দিন হইবে জান্নাতবাসীদের বাসস্থান উৎকৃষ্ট এবং বিশ্রামস্থল মনোরম।

٢٥-وَيَوْمَ تَشَقَّقُ السَّمَآءُ بِالْغَمَامِ وَنُزِّلَ الْمَلٰٓئِكَةُ تَنْزِيْلًا ۝

২৫। আর সেই দিন আকাশ মেঘপুঞ্জসহ বিদীর্ণ হইবে এবং ফিরিশ্‌তাদিগকে নামাইয়া দেওয়া হইবে—

٢٦-اَلْمُلْكُ يَوْمَئِذِ ِۨالْحَقُّ لِلرَّحْمٰنِ ؕ وَكَانَ يَوْمًا عَلَى الْكٰفِرِيْنَ عَسِيْرًا ۝

২৬। সেই দিন কর্তৃত্ব হইবে বস্তুতঃ দয়াময়ের এবং কাফিরদের জন্য সেই দিন হইবে কঠিন।

٢٧-وَيَوْمَ يَعَضُّ الظَّالِمُ عَلٰى يَدَيْهِ يَقُوْلُ يٰلَيْتَنِى اتَّخَذْتُ مَعَ الرَّسُوْلِ سَبِيْلًا ۝

২৭। যালিম ব্যক্তি সেই দিন নিজ হস্তদ্বয় দংশন করিতে করিতে বলিবে, 'হায়, আমি যদি রাসূলের সহিত সৎপথ অবলম্বন করিতাম!

٢٨-يٰوَيْلَتٰى لَيْتَنِىْ لَمْ اَتَّخِذْ فُلَانًا خَلِيْلًا ۝

২৮। 'হায়, দুর্ভোগ আমার, আমি যদি অমুককে বন্ধুরূপে গ্রহণ না করিতাম!

১২১৭। حجرا محجورا অলংঘনীয় অন্তরায়। মতান্তরে ফিরিশ্‌তাগণ ইহা বলিবে এই অর্থে যে, এই অপরাধীদের জন্য সুখ শান্তির পথ চিরতরে রুদ্ধ।

১২১৮। অর্থাৎ নিষ্ফল করিয়া দিব।

Contents

٢٩-لَقَدْ اَضَلَّنِىْ عَنِ الذِّكْرِ بَعْدَ اِذْ جَآءَنِىْ ۗ وَكَانَ الشَّيْطٰنُ لِلْاِنْسَانِ خَذُوْلًا ۝

২৯। 'আমাকে তো সে[১২১৯] বিভ্রান্ত করিয়াছিল আমার নিকট উপদেশ[১২২০] পৌঁছিবার পর।' শয়তান তো মানুষের জন্য মহাপ্রতারক।

٣٠-وَقَالَ الرَّسُوْلُ يٰرَبِّ اِنَّ قَوْمِى اتَّخَذُوْا هٰذَا الْقُرْاٰنَ مَهْجُوْرًا ۝

৩০। রাসূল বলিল, 'হে আমার প্রতিপালক! আমার সম্প্রদায় তো এই কুরআনকে পরিত্যাজ্য মনে করে।'

٣١-وَكَذٰلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِىٍّ عَدُوًّا مِّنَ الْمُجْرِمِيْنَ ۗ وَكَفٰى بِرَبِّكَ هَادِيًا وَّنَصِيْرًا ۝

৩১। আল্লাহ্ বলেন,[১২২১] 'এইভাবেই প্রত্যেক নবীর শত্রু করিয়াছিলাম আমি অপরাধীদিগকে। তোমার জন্য তোমার প্রতিপালকই পথপ্রদর্শক ও সাহায্যকারী-রূপে যথেষ্ট।'

٣٢- وَقَالَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا لَوْلَا نُزِّلَ عَلَيْهِ الْقُرْاٰنُ جُمْلَةً وَّاحِدَةً ۚ كَذٰلِكَ ۚ لِنُثَبِّتَ بِهٖ فُؤَادَكَ وَرَتَّلْنٰهُ تَرْتِيْلًا ۝ مع

৩২। কাফিরগণ বলে, 'সমগ্র কুরআন তাহার নিকট একবার অবতীর্ণ হইল না কেন?' এইভাবেই আমি অবতীর্ণ করিয়াছি তোমার হৃদয়কে উহা দ্বারা মযবুত করিবার জন্য এবং তাহা ক্রমে ক্রমে স্পষ্টভাবে আবৃত্তি করিয়াছি।

٣٣-وَلَا يَاْتُوْنَكَ بِمَثَلٍ اِلَّا جِئْنٰكَ بِالْحَقِّ وَاَحْسَنَ تَفْسِيْرًا ۝

৩৩। উহারা তোমার নিকট এমন কোন সমস্যা উপস্থিত করে না, যাহার সঠিক সমাধান ও সুন্দর ব্যাখ্যা আমি তোমাকে দান করি না।

٣٤-اَلَّذِيْنَ يُحْشَرُوْنَ عَلٰى وُجُوْهِهِمْ اِلٰى جَهَنَّمَ ۙ اُولٰٓئِكَ شَرٌّ مَّكَانًا وَّاَضَلُّ سَبِيْلًا ۝ ع

৩৪। যাহাদিগকে মুখে ভর দিয়া চলা অবস্থায় জাহান্নামের দিকে একত্র করা হইবে, উহারা স্থানের দিক দিয়া অতি নিকৃষ্ট এবং অধিক পথভ্রষ্ট।

১২১৯। মানুষ অথবা জিন্ন যে তাহাকে পথভ্রষ্ট করিয়াছে।
১২২০। অর্থাৎ আল-কুরআন।
১২২১। 'আল্লাহ্ বলেন' কথাটি মূল আরবীতে উহ্য আছে।

[৪]

৩৫। আমি তো মূসাকে কিতাব দিয়াছিলাম এবং তাহার সহিত তাহার ভ্রাতা হারূনকে সাহায্যকারী করিয়াছিলাম,

٣٥- وَلَقَدْ اٰتَيْنَا مُوْسَى الْكِتٰبَ وَجَعَلْنَا مَعَهٗۤ اَخَاهُ هٰرُوْنَ وَزِيْرًا ۝

৩৬। এবং বলিয়াছিলাম, 'তোমরা সেই সম্প্রদায়ের নিকট যাও যাহারা আমার নিদর্শনাবলীকে অস্বীকার করিয়াছে।' অতঃপর আমি উহাদিগকে সম্পূর্ণরূপে বিধ্বস্ত করিয়াছিলাম;

٣٦- فَقُلْنَا اذْهَبَاۤ اِلَى الْقَوْمِ الَّذِيْنَ كَذَّبُوْا بِاٰيٰتِنَا ؕ فَدَمَّرْنٰهُمْ تَدْمِيْرًا ۝

৩৭। এবং নূহের সম্প্রদায়কেও, যখন তাহারা রাসূলগণের প্রতি মিথ্যা আরোপ করিল তখন আমি উহাদিগকে নিমজ্জিত করিলাম এবং উহাদিগকে মানবজাতির জন্য নিদর্শনস্বরূপ করিয়া রাখিলাম। যালিমদের জন্য আমি মর্মন্তুদ শাস্তি প্রস্তুত করিয়া রাখিয়াছি।

٣٧- وَقَوْمَ نُوْحٍ لَّمَّا كَذَّبُوا الرُّسُلَ اَغْرَقْنٰهُمْ وَجَعَلْنٰهُمْ لِلنَّاسِ اٰيَةً ؕ وَاَعْتَدْنَا لِلظّٰلِمِيْنَ عَذَابًا اَلِيْمًا ۝

৩৮। আমি ধ্বংস করিয়াছিলাম 'আদ, ছামূদ ও 'রাস্'[১২২২]-এর অধিবাসীকে এবং উহাদের অন্তর্বর্তীকালের বহু সম্প্রদায়কেও।

٣٨- وَّعَادًا وَّثَمُوْدَا۠ وَاَصْحٰبَ الرَّسِّ وَقُرُوْنًا بَيْنَ ذٰلِكَ كَثِيْرًا ۝

৩৯। আমি উহাদের প্রত্যেকের জন্য দৃষ্টান্ত বর্ণনা করিয়াছিলাম, আর উহাদের সকলকেই আমি সম্পূর্ণরূপে ধ্বংস করিয়াছিলাম।[১২২৩]

٣٩- وَكُلًّا ضَرَبْنَا لَهُ الْاَمْثَالَ ؗ وَكُلًّا تَبَّرْنَا تَتْبِيْرًا ۝

৪০। উহারা তো সেই জনপদ[১২২৪] দিয়াই যাতায়াত করে যাহার উপর বর্ষিত হইয়াছিল অকল্যাণের বৃষ্টি, তবে কি উহারা ইহা প্রত্যক্ষ করে না? বস্তুত উহারা পুনরুত্থানের আশংকা করে না।

٤٠- وَلَقَدْ اَتَوْا عَلَى الْقَرْيَةِ الَّتِيْۤ اُمْطِرَتْ مَطَرَ السَّوْءِ ؕ اَفَلَمْ يَكُوْنُوْا يَرَوْنَهَا ۚ بَلْ كَانُوْا لَا يَرْجُوْنَ نُشُوْرًا ۝

১২২২। رس কূপ, اصحاب الرس কূপের মালিকগণ। উহাদের প্রতি প্রেরিত নবীকে উহারা এক কূপে আটকাইয়া রাখিয়াছিল। তাই উহারা কূপওয়ালা নামে অভিহিত হইয়াছে। উত্তর আরবের ইয়ামামায় 'রাস' নামক একটি এলাকা ছিল। ছামূদ জাতির কোন এক গোত্র এখানে বাস করিত, বর্তমানে ইহা ওয়াদীউর্-রুম এলাকার একটি পল্লী।

১২২৩। অবাধ্যতা ও পাপাচারের জন্য।

১২২৪। হযরত লূত (আ)-এর সম্প্রদায়ের বাসস্থান। মক্কাবাসীরা ফিলিস্তীন ও সিরিয়ায় ব্যবসা উপলক্ষে এই স্থান দিয়া গমন করিত। ৭ ঃ ৮০-৮৪ আয়াতসমূহ দ্র.।

٤١- وَاِذَا رَاَوْكَ اِنْ يَّتَّخِذُوْنَكَ اِلَّا هُزُوًا ؕ اَهٰذَا الَّذِىْ بَعَثَ اللّٰهُ رَسُوْلًا ○

৪১। উহারা যখন তোমাকে দেখে তখন উহারা তোমাকে কেবল ঠাট্টা-বিদ্রূপের পাত্ররূপে গণ্য করে এবং বলে, 'এই-ই কি সে, যাহাকে আল্লাহ্ রাসূল করিয়া পাঠাইয়াছেন?

٤٢- اِنْ كَادَ لَيُضِلُّنَا عَنْ اٰلِهَتِنَا لَوْلَاۤ اَنْ صَبَرْنَا عَلَيْهَا ؕ وَسَوْفَ يَعْلَمُوْنَ حِيْنَ يَرَوْنَ الْعَذَابَ مَنْ اَضَلُّ سَبِيْلًا ○

৪২। 'সে তো আমাদিগকে আমাদের দেবতাগণ হইতে দূরে সরাইয়াই দিত, যদি না আমরা তাহাদের আনুগত্যে দৃঢ় প্রতিষ্ঠিত থাকিতাম।' যখন উহারা শাস্তি প্রত্যক্ষ করিবে তখন উহারা জানিবে কে অধিক পথভ্রষ্ট।

٤٣- اَرَءَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ اِلٰهَهٗ هَوٰىهُ ؕ اَفَاَنْتَ تَكُوْنُ عَلَيْهِ وَكِيْلًا ○

৪৩। তুমি কি দেখ না তাহাকে, যে তাহার কামনা-বাসনাকে ইলাহ্‌রূপে গ্রহণ করে? তবুও কি তুমি তাহার কর্মবিধায়ক হইবে?

٤٤- اَمْ تَحْسَبُ اَنَّ اَكْثَرَهُمْ يَسْمَعُوْنَ اَوْ يَعْقِلُوْنَ ؕ اِنْ هُمْ اِلَّا كَالْاَنْعَامِ بَلْ هُمْ اَضَلُّ سَبِيْلًا ○

৪৪। তুমি কি মনে কর যে, উহাদের অধিকাংশ শোনে ও বুঝে? উহারা তো পশুর মতই; বরং উহারা অধিক পথভ্রষ্ট!

[৫]

٤٥- اَلَمْ تَرَ اِلٰى رَبِّكَ كَيْفَ مَدَّ الظِّلَّ ۚ وَلَوْ شَآءَ لَجَعَلَهٗ سَاكِنًا ۚ ثُمَّ جَعَلْنَا الشَّمْسَ عَلَيْهِ دَلِيْلًا ○

৪৫। তুমি কি তোমার প্রতিপালকের প্রতি লক্ষ্য কর না কিভাবে তিনি ছায়া সম্প্রসারিত করেন? তিনি ইচ্ছা করিলে ইহাকে তো স্থির রাখিতে পারিতেন; অনন্তর আমি সূর্যকে করিয়াছি ইহার নির্দেশক।

٤٦- ثُمَّ قَبَضْنٰهُ اِلَيْنَا قَبْضًا يَّسِيْرًا ○

৪৬। অতঃপর আমি ইহাকে[১২২৫] আমার দিকে ধীরে ধীরে গুটাইয়া আনি।

٤٧- وَهُوَ الَّذِىْ جَعَلَ لَكُمُ الَّيْلَ لِبَاسًا وَّالنَّوْمَ سُبَاتًا وَّجَعَلَ النَّهَارَ نُشُوْرًا ○

৪৭। এবং তিনিই তোমাদের জন্য রাত্রিকে করিয়াছেন আবরণস্বরূপ, বিশ্রামের জন্য তোমাদের দিয়াছেন নিদ্রা এবং সমুত্থানের জন্য দিয়াছেন দিবস[১২২৬]।

১২২৫। অর্থাৎ ছায়াকে।
১২২৬। জীবিকা সংগ্রহের উদ্দেশ্যে।

٤٨- وَهُوَ الَّذِيْٓ اَرْسَلَ الرِّيٰحَ بُشْرًاۢ بَيْنَ يَدَيْ رَحْمَتِهٖ ۚ وَاَنْزَلْنَا مِنَ السَّمَآءِ مَآءً طَهُوْرًا ۙ

৪৮। তিনিই স্বীয় অনুগ্রহের[1227] প্রাক্কালে সুসংবাদবাহীরূপে বায়ু প্রেরণ করেন এবং আমি আকাশ হইতে বিশুদ্ধ[1228] পানি বর্ষণ করি—

٤٩- لِّنُحْيِۦَ بِهٖ بَلْدَةً مَّيْتًا وَّنُسْقِيَهٗ مِمَّا خَلَقْنَآ اَنْعَامًا وَّاَنَاسِيَّ كَثِيْرًا ۝

৪৯। যদ্দ্বারা আমি মৃত ভূ-খণ্ডকে সঞ্জীবিত করি এবং আমার সৃষ্টির মধ্যে বহু জীবজন্তু ও মানুষকে উহা পান করাই,

٥٠- وَلَقَدْ صَرَّفْنٰهُ بَيْنَهُمْ لِيَذَّكَّرُوْا ۖ فَاَبٰٓى اَكْثَرُ النَّاسِ اِلَّا كُفُوْرًا ۝

৫০। এবং আমি এই পানি উহাদের মধ্যে বিতরণ করি যাহাতে উহারা স্মরণ করে। কিন্তু অধিকাংশ লোক কেবল অকৃতজ্ঞতাই প্রকাশ করে।

٥١- وَلَوْ شِئْنَا لَبَعَثْنَا فِيْ كُلِّ قَرْيَةٍ نَّذِيْرًا ۖ ۝

৫১। আমি ইচ্ছা করিলে প্রতিটি জনপদে একজন সতর্ককারী প্রেরণ করিতে পারিতাম[1229]।

٥٢- فَلَا تُطِعِ الْكٰفِرِيْنَ وَجَاهِدْهُمْ بِهٖ جِهَادًا كَبِيْرًا ۝

৫২। সুতরাং তুমি কাফিরদের আনুগত্য করিও না এবং তুমি কুরআনের সাহায্যে উহাদের সহিত প্রবল সংগ্রাম চালাইয়া যাও।

٥٣- وَهُوَ الَّذِيْ مَرَجَ الْبَحْرَيْنِ هٰذَا عَذْبٌ فُرَاتٌ وَّهٰذَا مِلْحٌ اُجَاجٌ ۚ وَجَعَلَ بَيْنَهُمَا بَرْزَخًا وَّحِجْرًا مَّحْجُوْرًا ۝

৫৩। তিনিই দুই দরিয়াকে মিলিতভাবে প্রবাহিত করিয়াছেন, একটি মিষ্ট, সুপেয় এবং অপরটি লোনা, খর; উভয়ের মধ্যে রাখিয়া দিয়াছেন এক অন্তরায়, এক অনতিক্রম্য ব্যবধান।

٥٤- وَهُوَ الَّذِيْ خَلَقَ مِنَ الْمَآءِ بَشَرًا فَجَعَلَهٗ نَسَبًا وَّصِهْرًا ۗ وَكَانَ رَبُّكَ قَدِيْرًا ۝

৫৪। এবং তিনিই মানুষকে সৃষ্টি করিয়াছেন পানি হইতে; অতঃপর তিনি তাহার বংশগত ও বৈবাহিক সম্বন্ধ স্থাপন করিয়াছেন। তোমার প্রতিপালক সর্বশক্তিমান।

১২২৭। বৃষ্টি বর্ষণের পূর্বে।

১২২৮। طهور অর্থ অতি পবিত্র এবং যাহা অন্য কিছুকেও পবিত্র করে।

১২২৯। সর্বশেষ রাসূল হযরত মুহাম্মাদ (সাঃ)-এর আগমনের পর আর তাহা করেন নাই; কারণ হযরত মুহাম্মাদ (সাঃ)-কে আল্লাহ্ সারা বিশ্বের জন্য এবং কিয়ামতের পূর্ব পর্যন্ত সময়ের জন্য সর্বশেষ নবী ও রাসূল করিয়া পাঠাইয়াছেন।

٥٥- وَيَعْبُدُوْنَ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ مَا لَا يَنْفَعُهُمْ وَلَا يَضُرُّهُمْ ۗ وَكَانَ الْكَافِرُ عَلٰى رَبِّهٖ ظَهِيْرًا ○

৫৫। উহারা আল্লাহ্‌র পরিবর্তে এমন কিছুর 'ইবাদত করে যাহা উহাদিগকে উপকার করিতে পারে না এবং উহাদের অপকারও করিতে পারে না, কাফির তো স্বীয় প্রতিপালকের বিরোধী।

٥٦- وَمَآ اَرْسَلْنٰكَ اِلَّا مُبَشِّرًا وَّ نَذِيْرًا ○

৫৬। আমি তো তোমাকে কেবল সুসংবাদদাতা ও সতর্ককারীরূপেই প্রেরণ করিয়াছি।

٥٧- قُلْ مَآ اَسْـَٔلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ اَجْرٍ اِلَّا مَنْ شَآءَ اَنْ يَّتَّخِذَ اِلٰى رَبِّهٖ سَبِيْلًا ○

৫৭। বল, 'আমি তোমাদের নিকট ইহার জন্য কোন প্রতিদান চাহি না, তবে যে ইচ্ছা করে সে তাহার প্রতিপালকের দিকের পথ অবলম্বন করুক।'

٥٨- وَتَوَكَّلْ عَلَى الْحَيِّ الَّذِيْ لَا يَمُوْتُ وَسَبِّحْ بِحَمْدِهٖ ۗ وَكَفٰى بِهٖ بِذُنُوْبِ عِبَادِهٖ خَبِيْرًا ۛ○ مع

৫৮। তুমি নির্ভর কর তাঁহার উপর যিনি চিরঞ্জীব, যিনি মরিবেন না এবং তাঁহার সপ্রশংস পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা কর, তিনি তাঁহার বান্দাদের পাপ সম্পর্কে যথেষ্ট অবহিত।

٥٩- الَّذِيْ خَلَقَ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا فِيْ سِتَّةِ اَيَّامٍ ثُمَّ اسْتَوٰى عَلَى الْعَرْشِ ۛ اَلرَّحْمٰنُ فَسْـَٔلْ بِهٖ خَبِيْرًا ○

৫৯। তিনি আকাশমণ্ডলী, পৃথিবী ও উহাদের মধ্যবর্তী সমস্ত কিছু ছয় দিবসে সৃষ্টি করেন; অতঃপর তিনি 'আর্‌শে[১২৩০] সমাসীন হন। তিনিই 'রাহ্‌মান', তাঁহার সম্বন্ধে যে অবগত আছে, তাহাকে জিজ্ঞাসা করিয়া দেখ।

٦٠- وَاِذَا قِيْلَ لَهُمُ اسْجُدُوْا لِلرَّحْمٰنِ قَالُوْا وَمَا الرَّحْمٰنُ ۗ اَنَسْجُدُ لِمَا تَاْمُرُنَا وَزَادَهُمْ نُفُوْرًا ۩ ○

৬০। যখন উহাদিগকে বলা হয়, 'সিজ্‌দাবনত হও 'রাহ্‌মান'-এর প্রতি,' তখন উহারা বলে, 'রাহ্‌মান আবার কে? তুমি কাহাকেও সিজ্‌দা করিতে বলিলেই কি আমরা তাহাকে সিজ্‌দা করিব?' ইহাতে উহাদের বিমুখতাই বৃদ্ধি পায়।

সাজদা

[৬]

٦١- تَبٰرَكَ الَّذِيْ جَعَلَ فِي السَّمَآءِ بُرُوْجًا وَّجَعَلَ فِيْهَا سِرٰجًا وَّقَمَرًا مُّنِيْرًا ○

৬১। কত মহান তিনি যিনি নভোমণ্ডলে সৃষ্টি করিয়াছেন রাশিচক্র এবং উহাতে স্থাপন করিয়াছেন প্রদীপ[১২৩১] ও জ্যোতির্ময় চন্দ্র।

১২৩০। ৭ ঃ ৫৪ আয়াতের টীকা দ্র.।
১২৩১। অর্থাৎ সূর্য।

Contents

٦٢- وَهُوَ الَّذِىْ جَعَلَ الَّيْلَ وَالنَّهَارَ خِلْفَةً لِّمَنْ اَرَادَ اَنْ يَّذَّكَّرَ اَوْ اَرَادَ شُكُوْرًا ○

৬২। তিনিই সৃষ্টি করিয়াছেন রাত্রি এবং দিবসকে পরস্পরের অনুগামীরূপে তাহার জন্য—যে উপদেশ গ্রহণ করিতে ও কৃতজ্ঞ হইতে চাহে।

٦٣- وَعِبَادُ الرَّحْمٰنِ الَّذِيْنَ يَمْشُوْنَ عَلَى الْاَرْضِ هَوْنًا وَّاِذَا خَاطَبَهُمُ الْجٰهِلُوْنَ قَالُوْا سَلٰمًا ○

৬৩। 'রাহ্‌মান'-এর বান্দা তাহারাই, যাহারা পৃথিবীতে নম্রভাবে চলাফেরা করে এবং তাহাদিগকে যখন অজ্ঞ ব্যক্তিরা সম্বোধন করে, তখন তাহারা বলে, 'সালাম'[১২৩২];

٦٤- وَالَّذِيْنَ يَبِيْتُوْنَ لِرَبِّهِمْ سُجَّدًا وَّقِيَامًا ○

৬৪। এবং তাহারা রাত্রি অতিবাহিত করে তাহাদের প্রতিপালকের উদ্দেশ্যে সিজ্‌দাবনত হইয়া ও দণ্ডায়মান থাকিয়া;

٦٥- وَالَّذِيْنَ يَقُوْلُوْنَ رَبَّنَا اصْرِفْ عَنَّا عَذَابَ جَهَنَّمَ ۖ اِنَّ عَذَابَهَا كَانَ غَرَامًا ○

৬৫। এবং তাহারা বলে, 'হে আমাদের প্রতিপালক! আমাদিগ হইতে জাহান্নামের শাস্তি বিদূরিত কর, উহার শাস্তি তো নিশ্চিত বিনাশ,'

٦٦- اِنَّهَا سَآءَتْ مُسْتَقَرًّا وَّمُقَامًا ○

৬৬। নিশ্চয়ই উহা অস্থায়ী ও স্থায়ী আবাস হিসাবে নিকৃষ্ট।

٦٧- وَالَّذِيْنَ اِذَآ اَنْفَقُوْا لَمْ يُسْرِفُوْا وَلَمْ يَقْتُرُوْا وَكَانَ بَيْنَ ذٰلِكَ قَوَامًا ○

৬৭। এবং যখন তাহারা ব্যয় করে তখন অপব্যয় করে না, কার্পণ্যও করে না, বরং তাহারা আছে এতদুভয়ের মাঝে মধ্যম পন্থায়।

٦٨- وَالَّذِيْنَ لَا يَدْعُوْنَ مَعَ اللّٰهِ اِلٰهًا اٰخَرَ وَلَا يَقْتُلُوْنَ النَّفْسَ الَّتِىْ حَرَّمَ اللّٰهُ اِلَّا بِالْحَقِّ وَلَا يَزْنُوْنَ ۚ وَمَنْ يَّفْعَلْ ذٰلِكَ يَلْقَ اَثَامًا ○

৬৮। এবং তাহারা আল্লাহ্‌র সহিত কোন ইলাহ্‌কে ডাকে না। আল্লাহ্ যাহার হত্যা নিষেধ করিয়াছেন, যথার্থ কারণ ব্যতিরেকে তাহাকে হত্যা করে না এবং ব্যভিচার করে না। যে এইগুলি করে, সে শাস্তি ভোগ করিবে।

٦٩- يُّضٰعَفْ لَهُ الْعَذَابُ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ وَيَخْلُدْ فِيْهٖ مُهَانًا ○

৬৯। কিয়ামতের দিন উহার শাস্তি দ্বিগুণ করা হইবে এবং সেখানে সে স্থায়ী হইবে হীন অবস্থায়;

১২৩২। অর্থাৎ শান্তি কামনা করে, তর্কে অবতীর্ণ হয় না।

٧٠- إِلَّا مَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ عَمَلًا صَالِحًا فَأُولَٰئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ ۗ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا ○

৭০। তাহারা নহে, যাহারা তওবা করে, ঈমান আনে ও সৎকর্ম করে। আল্লাহ্ উহাদের পাপ পরিবর্তন করিয়া দিবেন পুণ্যের দ্বারা। আল্লাহ্ ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।

٧١- وَمَنْ تَابَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَإِنَّهُ يَتُوبُ إِلَى اللَّهِ مَتَابًا ○

৭১। যে ব্যক্তি তাওবা করে ও সৎকর্ম করে সে সম্পূর্ণরূপে আল্লাহ্র অভিমুখী হয়।

٧٢- وَالَّذِينَ لَا يَشْهَدُونَ الزُّورَ ۙ وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا كِرَامًا ○

৭২। এবং যাহারা মিথ্যা সাক্ষ্য দেয় না এবং অসার ক্রিয়াকলাপের[১২৩৩] সম্মুখীন হইলে স্বীয় মর্যাদার সহিত উহা পরিহার করিয়া চলে।

٧٣- وَالَّذِينَ إِذَا ذُكِّرُوا بِآيَاتِ رَبِّهِمْ لَمْ يَخِرُّوا عَلَيْهَا صُمًّا وَعُمْيَانًا ○

৭৩। এবং যাহারা তাহাদের প্রতিপালকের আয়াত স্মরণ করাইয়া দিলে উহার প্রতি অন্ধ এবং বধির সদৃশ আচরণ করে না,

٧٤- وَالَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا هَبْ لَنَا مِنْ أَزْوَاجِنَا وَذُرِّيَّاتِنَا قُرَّةَ أَعْيُنٍ وَاجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا ○

৭৪। এবং যাহারা প্রার্থনা করে, 'হে আমাদের প্রতিপালক! আমাদের জন্য এমন স্ত্রী ও সন্তান-সন্ততি দান কর যাহারা হইবে আমাদের জন্য নয়নপ্রীতিকর এবং আমাদিগকে কর মুত্তাকীদের জন্য অনুসরণযোগ্য।[১২৩৪]

٧٥- أُولَٰئِكَ يُجْزَوْنَ الْغُرْفَةَ بِمَا صَبَرُوا وَيُلَقَّوْنَ فِيهَا تَحِيَّةً وَسَلَامًا ○

৭৫। তাহাদিগকে প্রতিদান দেওয়া হইবে জান্নাতের সুউচ্চ কক্ষ যেহেতু তাহারা ছিল ধৈর্যশীল, তাহাদিগকে সেথায় অভ্যর্থনা করা হইবে অভিবাদন ও সালাম সহকারে।

٧٦- خَالِدِينَ فِيهَا ۚ حَسُنَتْ مُسْتَقَرًّا وَمُقَامًا ○

৭৬। সেথায় তাহারা স্থায়ী হইবে। আশ্রয়স্থল ও বসতি হিসাবে উহা কত উৎকৃষ্ট!

٧٧- قُلْ مَا يَعْبَأُ بِكُمْ رَبِّي لَوْلَا دُعَاؤُكُمْ ۖ فَقَدْ كَذَّبْتُمْ فَسَوْفَ يَكُونُ لِزَامًا ○ ع

৭৭। বল, 'তোমরা আমার প্রতিপালককে না ডাকিলে তাঁহার কিছুই আসে যায় না। তোমরা অস্বীকার করিয়াছ, ফলে অচিরে নামিয়া আসিবে অপরিহার্য শাস্তি।'[১২৩৫]

১২৩৩। ২৩ ঃ ৩ আয়াতের টীকা দ্র.।
১২৩৪। امام নেতা, ইমাম, অন্যের অনুসরণযোগ্য, এই অর্থে আদর্শ।
১২৩৫। এই স্থানে 'শাস্তি' কথাটি আরবীতে উহ্য আছে।-জালালায়ন

২৬-সূরা শু'আরা'

২২৭ আয়াত, ১১ রুকূ', মক্কী

।। দয়াময়, পরম দয়ালু আল্লাহ্‌র নামে ।।

১। তা-সীন-মীম।

١- طٰسٓمٓ ○

২। এইগুলি সুস্পষ্ট কিতাবের আয়াত।

٢- تِلْكَ اٰيٰتُ الْكِتٰبِ الْمُبِيْنِ ○

৩। উহারা মু'মিন হইতেছে না বলিয়া তুমি হয়ত মনোকষ্টে[১২৩৬] আত্মবিনাশী হইয়া পড়িবে।

٣- لَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَّفْسَكَ اَلَّا يَكُوْنُوْا مُؤْمِنِيْنَ ○

৪। আমি ইচ্ছা করিলে আকাশ হইতে উহাদের নিকট এক নিদর্শন[১২৩৭] প্রেরণ করিতাম, ফলে উহাদের গ্রীবা বিনত হইয়া পড়িত উহার প্রতি।

٤- اِنْ نَّشَاْ نُنَزِّلْ عَلَيْهِمْ مِّنَ السَّمَآءِ اٰيَةً فَظَلَّتْ اَعْنَاقُهُمْ لَهَا خٰضِعِيْنَ ○

৫। যখনই উহাদের কাছে দয়াময়ের নিকট হইতে কোন নূতন উপদেশ আসে, তখনই উহারা উহা হইতে মুখ ফিরাইয়া লয়।

٥- وَمَا يَاْتِيْهِمْ مِّنْ ذِكْرٍ مِّنَ الرَّحْمٰنِ مُحْدَثٍ اِلَّا كَانُوْا عَنْهُ مُعْرِضِيْنَ ○

৬। উহারা তো অস্বীকার করিয়াছে। সুতরাং উহারা যাহা লইয়া ঠাট্টা-বিদ্রূপ করিত তাহার প্রকৃত বার্তা তাহাদের নিকট শীঘ্রই আসিয়া পড়িবে।

٦- فَقَدْ كَذَّبُوْا فَسَيَاْتِيْهِمْ اَنْۢبٰٓؤُا مَا كَانُوْا بِهٖ يَسْتَهْزِءُوْنَ ○

৭। উহারা কি যমীনের দিকে লক্ষ্য করে না? আমি উহাতে প্রত্যেক প্রকারের কত উৎকৃষ্ট উদ্ভিদ উদ্‌গত করিয়াছি!

٧- اَوَلَمْ يَرَوْا اِلَى الْاَرْضِ كَمْ اَنْۢبَتْنَا فِيْهَا مِنْ كُلِّ زَوْجٍ كَرِيْمٍ ○

৮। নিশ্চয় ইহাতে আছে নিদর্শন, কিন্তু উহাদের অধিকাংশই মু'মিন নহে।

٨- اِنَّ فِيْ ذٰلِكَ لَاٰيَةً ۚ وَمَا كَانَ اَكْثَرُهُمْ مُّؤْمِنِيْنَ ○

৯। নিশ্চয় তোমার প্রতিপালক, তিনি তো পরাক্রমশালী, পরম দয়ালু।

٩- وَاِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيْزُ الرَّحِيْمُ ○

ع

১২৩৬। 'মনোকষ্ট' শব্দটি মূল আরবীতে উহ্য আছে।-কাশ্‌শাফ

১২৩৭। ২০ ঃ ২ ও ৩ আয়াত দ্র.।

[২]

١٠- وَاِذْ نَادٰى رَبُّكَ مُوْسٰٓى اَنِ ائْتِ الْقَوْمَ الظّٰلِمِيْنَ ۙ

১০। স্মরণ কর, যখন তোমার প্রতিপালক মূসাকে ডাকিয়া বলিলেন, 'তুমি যালিম সম্প্রদায়ের নিকট যাও,

١١- قَوْمَ فِرْعَوْنَ ؕ اَلَا يَتَّقُوْنَ ۝

১১। 'ফির'আওনের সম্প্রদায়ের নিকট; উহারা কি ভয় করে না?'

١٢- قَالَ رَبِّ اِنِّيْٓ اَخَافُ اَنْ يُّكَذِّبُوْنِ ۙ

১২। তখন সে বলিয়াছিল, 'হে আমার প্রতিপালক! আমি আশংকা করি যে, উহারা আমাকে অস্বীকার করিবে,

١٣- وَيَضِيْقُ صَدْرِيْ وَلَا يَنْطَلِقُ لِسَانِيْ فَاَرْسِلْ اِلٰى هٰرُوْنَ ۝

১৩। 'এবং আমার হৃদয় সংকুচিত হইয়া পড়িতেছে, আর আমার জিহবা তো সাবলীল নাই। সুতরাং হারূনের প্রতিও প্রত্যাদেশ পাঠাও।

١٤- وَلَهُمْ عَلَيَّ ذَنْبٌ فَاَخَافُ اَنْ يَّقْتُلُوْنِ ۚ

১৪। 'আমার বিরুদ্ধে তো উহাদের এক অভিযোগ আছে, আমি আশংকা করি উহারা আমাকে হত্যা করিবে।'

١٥- قَالَ كَلَّا ۚ فَاذْهَبَا بِاٰيٰتِنَآ اِنَّا مَعَكُمْ مُّسْتَمِعُوْنَ ۝

১৫। আল্লাহ্ বলিলেন, 'না, কখনই নহে, অতএব তোমরা উভয়ে আমার নিদর্শনসহ যাও, আমি তো তোমাদের সংগে আছি, শ্রবণকারী।

١٦- فَاْتِيَا فِرْعَوْنَ فَقُوْلَآ اِنَّا رَسُوْلُ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ ۙ

১৬। 'অতএব তোমরা উভয়ে ফির'আওনের নিকট যাও এবং বল, 'আমরা তো জগতসমূহের প্রতিপালকের রাসূল,

١٧- اَنْ اَرْسِلْ مَعَنَا بَنِيْٓ اِسْرَآءِيْلَ ۙ

১৭। 'আমাদের সহিত যাইতে দাও বনী ইসরাঈলকে।'

١٨- قَالَ اَلَمْ نُرَبِّكَ فِيْنَا وَلِيْدًا وَّلَبِثْتَ فِيْنَا مِنْ عُمُرِكَ سِنِيْنَ ۙ

১৮। ফির'আওন বলিল, 'আমরা কি তোমাকে শৈশবে আমাদের মধ্যে লালন-পালন করি নাই? আর তুমি তো তোমার জীবনের বহু বৎসর আমাদের মধ্যে কাটাইয়াছ,

১৯। 'এবং তুমি তোমার কর্ম[১২৩৮] যাহা করিবার তাহা করিয়াছ; তুমি অকৃতজ্ঞ।'

١٩- وَفَعَلْتَ فَعْلَتَكَ الَّتِيْ فَعَلْتَ وَاَنْتَ مِنَ الْكٰفِرِيْنَ ○

২০। মূসা বলিল, 'আমি তো ইহা করিয়াছিলাম তখন, যখন ছিলাম অনবধান।

٢٠- قَالَ فَعَلْتُهَآ اِذًا وَّاَنَا مِنَ الضَّآلِّيْنَ ○

২১। 'অতঃপর আমি যখন তোমাদের ভয়ে ভীত হইলাম তখন আমি তোমাদের নিকট হইতে পলাইয়া গিয়াছিলাম। তৎপর আমার প্রতিপালক আমাকে জ্ঞান দান করিয়াছেন এবং আমাকে রাসূল করিয়াছেন।

٢١- فَفَرَرْتُ مِنْكُمْ لَمَّا خِفْتُكُمْ فَوَهَبَ لِيْ رَبِّيْ حُكْمًا وَّجَعَلَنِيْ مِنَ الْمُرْسَلِيْنَ ○

২২। 'আমার প্রতি তোমার যে অনুগ্রহের কথা উল্লেখ করিতেছ, তাহা তো এই যে, তুমি বনী ইসরাঈলকে দাসে পরিণত করিয়াছ।'

٢٢- وَتِلْكَ نِعْمَةٌ تَمُنُّهَا عَلَيَّ اَنْ عَبَّدْتَّ بَنِيْٓ اِسْرَآءِيْلَ ○

২৩। ফির'আওন বলিল, 'জগতসমূহের প্রতিপালক আবার কী?'

٢٣- قَالَ فِرْعَوْنُ وَمَا رَبُّ الْعٰلَمِيْنَ ○

২৪। মূসা বলিল, 'তিনি আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবী এবং উহাদের মধ্যবর্তী সমস্ত কিছুর প্রতিপালক, যদি তোমরা নিশ্চিত বিশ্বাসী হও।'

٢٤- قَالَ رَبُّ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا اِنْ كُنْتُمْ مُّوْقِنِيْنَ ○

২৫। ফির'আওন তাহার পারিষদবর্গকে লক্ষ্য করিয়া বলিল, 'তোমরা শুনিতেছ তো!'

٢٥- قَالَ لِمَنْ حَوْلَهٗٓ اَلَا تَسْتَمِعُوْنَ ○

২৬। মূসা বলিল, 'তিনি তোমাদের প্রতিপালক এবং তোমাদের পূর্বপুরুষগণেরও প্রতিপালক।'

٢٦- قَالَ رَبُّكُمْ وَرَبُّ اٰبَآئِكُمُ الْاَوَّلِيْنَ ○

২৭। ফির'আওন বলিল, 'তোমাদের প্রতি প্রেরিত তোমাদের রাসূল তো নিশ্চয়ই পাগল।'

٢٧- قَالَ اِنَّ رَسُوْلَكُمُ الَّذِيْٓ اُرْسِلَ اِلَيْكُمْ لَمَجْنُوْنٌ ○

১২৩৮। বিবদমান দুই ব্যক্তির একজনকে হযরত মূসা (আ) ঘুষি মারিয়াছিলেন, ফলে তাহার মৃত্যু হইয়াছিল। দ্র. ২৮ ঃ ১৫ আয়াত। সেই ঘটনার প্রতি ইংগিত করিয়া ফির'আওন ইহা বলিয়াছে।

২৮। মূসা বলিল, 'তিনি পূর্ব ও পশ্চিমের এবং উহাদের মধ্যবর্তী সমস্ত কিছুর প্রতিপালক; যদি তোমরা বুঝিতে!'

٢٨- قَالَ رَبُّ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَمَا بَيْنَهُمَا ۖ اِنْ كُنْتُمْ تَعْقِلُوْنَ ○

২৯। ফির'আওন বলিল, 'তুমি যদি আমার পরিবর্তে অন্যকে ইলাহ্‌রূপে গ্রহণ কর আমি তোমাকে অবশ্যই কারারুদ্ধ করিব।'

٢٩- قَالَ لَئِنِ اتَّخَذْتَ اِلٰهًا غَيْرِيْ لَاَجْعَلَنَّكَ مِنَ الْمَسْجُوْنِيْنَ ○

৩০। মূসা বলিল, 'আমি যদি তোমার নিকট কোন স্পষ্ট নিদর্শন আনয়ন করি, তবুও?'

٣٠- قَالَ اَوَلَوْ جِئْتُكَ بِشَيْءٍ مُّبِيْنٍ ○

৩১। ফির'আওন বলিল, 'তুমি যদি সত্যবাদী হও তবে উহা উপস্থিত কর।'

٣١- قَالَ فَاْتِ بِهٖٓ اِنْ كُنْتَ مِنَ الصّٰدِقِيْنَ ○

৩২। অতঃপর মূসা তাহার লাঠি নিক্ষেপ করিলে তৎক্ষণাৎ উহা এক সাক্ষাৎ অজগর হইল।

٣٢- فَاَلْقٰى عَصَاهُ فَاِذَا هِيَ ثُعْبَانٌ مُّبِيْنٌ ○

৩৩। এবং মূসা হাত বাহির করিল আর তৎক্ষণাৎ উহা দর্শকদের দৃষ্টিতে শুভ্র উজ্জ্বল প্রতিভাত হইল।

٣٣- وَّنَزَعَ يَدَهٗ فَاِذَا هِيَ بَيْضَآءُ لِلنّٰظِرِيْنَ ○ ع

[৩]

৩৪। ফির'আওন তাহার পারিষদবর্গকে বলিল, 'এ তো এক সুদক্ষ জাদুকর!

٣٤- قَالَ لِلْمَلَاِ حَوْلَهٗٓ اِنَّ هٰذَا لَسٰحِرٌ عَلِيْمٌ ○

৩৫। 'এ তোমাদিগকে তোমাদের দেশ হইতে তাহার জাদুবলে বহিষ্কৃত করিতে চাহে। এখন তোমরা কী করিতে বল?'

٣٥- يُّرِيْدُ اَنْ يُّخْرِجَكُمْ مِّنْ اَرْضِكُمْ بِسِحْرِهٖ ۖ فَمَاذَا تَاْمُرُوْنَ ○

৩৬। উহারা বলিল, 'তাহাকে ও তাহার ভ্রাতাকে কিছু অবকাশ দাও এবং নগরে নগরে সংগ্রাহকদিগকে পাঠাও,

٣٦- قَالُوْٓا اَرْجِهْ وَاَخَاهُ وَابْعَثْ فِي الْمَدَآئِنِ حٰشِرِيْنَ ○

৩৭। 'যেন তাহারা তোমার নিকট প্রতিটি অভিজ্ঞ জাদুকর উপস্থিত করে।'

٣٧- يَاْتُوْكَ بِكُلِّ سَحَّارٍ عَلِيْمٍ ○

٣٨- فَجُمِعَ السَّحَرَةُ لِمِيقَاتِ يَوْمٍ مَّعْلُومٍ ۙ

৩৮। অতঃপর এক নির্ধারিত দিনে নির্দিষ্ট সময়ে জাদুকরদিগকে একত্র করা হইল,

٣٩- وَّقِيلَ لِلنَّاسِ هَلْ اَنْتُمْ مُّجْتَمِعُوْنَ ۙ

৩৯। এবং লোকদিগকে বলা হইল, 'তোমরাও সমবেত হইতেছ কি?[১২৩৯]

٤٠- لَعَلَّنَا نَتَّبِعُ السَّحَرَةَ اِنْ كَانُوْا هُمُ الْغٰلِبِيْنَ ۝

৪০। 'যেন আমরা জাদুকরদের অনুসরণ করিতে পারি, যদি উহারা বিজয়ী হয়।'

٤١- فَلَمَّا جَآءَ السَّحَرَةُ قَالُوْا لِفِرْعَوْنَ اَئِنَّ لَنَا لَاَجْرًا اِنْ كُنَّا نَحْنُ الْغٰلِبِيْنَ ۝

৪১। অতঃপর জাদুকরেরা আসিয়া ফির'আওনকে বলিল, 'আমরা যদি বিজয়ী হই আমাদের জন্য পুরস্কার থাকিবে তো?'

٤٢- قَالَ نَعَمْ وَاِنَّكُمْ اِذًا لَّمِنَ الْمُقَرَّبِيْنَ ۝

৪২। ফির'আওন বলিল, 'হাঁ, তখন তোমরা অবশ্যই আমার ঘনিষ্ঠদের শামিল হইবে।'

٤٣- قَالَ لَهُمْ مُّوْسٰٓى اَلْقُوْا مَآ اَنْتُمْ مُّلْقُوْنَ ۝

৪৩। মূসা উহাদিগকে বলিল, 'তোমাদের যাহা নিক্ষেপ করিবার তাহা নিক্ষেপ কর।'

٤٤- فَاَلْقَوْا حِبَالَهُمْ وَعِصِيَّهُمْ وَقَالُوْا بِعِزَّةِ فِرْعَوْنَ اِنَّا لَنَحْنُ الْغٰلِبُوْنَ ۝

৪৪। অতঃপর উহারা উহাদের রজ্জু ও লাঠি নিক্ষেপ করিল এবং উহারা বলিল, 'ফির'আওনের ইয্যতের শপথ! আমরাই বিজয়ী হইব।'

٤٥- فَاَلْقٰى مُوْسٰى عَصَاهُ فَاِذَا هِيَ تَلْقَفُ مَا يَاْفِكُوْنَ ۚ

৪৫। অতঃপর মূসা তাহার লাঠি নিক্ষেপ করিল, সহসা উহা উহাদের অলীক সৃষ্টিগুলিকে গ্রাস করিতে লাগিল।

٤٦- فَاُلْقِيَ السَّحَرَةُ سٰجِدِيْنَ ۙ

৪৬। তখন জাদুকরেরা সিজ্‌দাবনত হইয়া পড়িল।

٤٧- قَالُوْٓا اٰمَنَّا بِرَبِّ الْعٰلَمِيْنَ ۙ

৪৭। এবং বলিল, 'আমরা ঈমান আনয়ন করিলাম জগতসমূহের প্রতিপালকের প্রতি—

১২৩৯। অর্থাৎ তোমরাও সমবেত হও।

٤٨- رَبِّ مُوْسٰى وَهٰرُوْنَ ○

৪৮। 'যিনি মূসা ও হারূনেরও প্রতিপালক।'

٤٩- قَالَ اٰمَنْتُمْ لَهٗ قَبْلَ اَنْ اٰذَنَ لَكُمْ ۚ اِنَّهٗ لَكَبِيْرُكُمُ الَّذِيْ عَلَّمَكُمُ السِّحْرَ ۚ فَلَسَوْفَ تَعْلَمُوْنَ ۬ؕ لَاُقَطِّعَنَّ اَيْدِيَكُمْ وَاَرْجُلَكُمْ مِّنْ خِلَافٍ وَّلَاُصَلِّبَنَّكُمْ اَجْمَعِيْنَ ○

৪৯। ফির'আওন বলিল, 'কী! আমি তোমাদিগকে অনুমতি দেওয়ার পূর্বেই তোমরা উহাতে বিশ্বাস করিলে? সেই তো তোমাদের প্রধান যে তোমাদিগকে জাদু শিক্ষা দিয়াছে। শীঘ্রই তোমরা ইহার পরিণাম জানিবে। আমি অবশ্যই তোমাদের হাত এবং তোমাদের পা বিপরীত দিক হইতে কর্তন করিব এবং তোমাদের সকলকে শূলবিদ্ধ করিবই।'

٥٠- قَالُوْا لَا ضَيْرَ ۫ اِنَّاۤ اِلٰى رَبِّنَا مُنْقَلِبُوْنَ ○

৫০। উহারা বলিল, 'কোন ক্ষতি নাই, আমরা আমাদের প্রতিপালকের নিকট প্রত্যাবর্তন করিব।

٥١- اِنَّا نَطْمَعُ اَنْ يَّغْفِرَ لَنَا رَبُّنَا خَطٰيٰنَاۤ اَنْ كُنَّاۤ اَوَّلَ الْمُؤْمِنِيْنَ ○ ع

৫১। 'আমরা আশা করি যে, আমাদের প্রতিপালক আমাদের অপরাধ মার্জনা করিবেন, কারণ আমরা মু'মিনদের মধ্যে অগ্রণী।'

[৪]

٥٢- وَاَوْحَيْنَاۤ اِلٰى مُوْسٰۤى اَنْ اَسْرِ بِعِبَادِيْۤ اِنَّكُمْ مُّتَّبَعُوْنَ ○

৫২। আমি মূসার প্রতি ওহী করিয়াছিলাম এই মর্মে ঃ 'আমার বান্দাদিগকে লইয়া রাত্রিকালে বাহির হও, তোমাদের তো পশ্চাদ্ধাবন করা হইবে।'

٥٣- فَاَرْسَلَ فِرْعَوْنُ فِى الْمَدَاۤئِنِ حٰشِرِيْنَ ○

৫৩। অতঃপর ফির'আওন শহরে শহরে লোক সংগ্রহকারী পাঠাইল,

٥٤- اِنَّ هٰۤؤُلَاۤءِ لَشِرْذِمَةٌ قَلِيْلُوْنَ ○

৫৪। এই বলিয়া, 'ইহারা[১২৪০] তো ক্ষুদ্র একটি দল,

٥٥- وَاِنَّهُمْ لَنَا لَغَاۤئِظُوْنَ ○

৫৫। 'উহারা তো আমাদের ক্রোধ উদ্রেক করিয়াছে;

১২৪০। অর্থাৎ বনী ইসরাঈল।

Contents

٥٦- وَاِنَّا لَجَمِيۡعٌ حٰذِرُوۡنَ ۝

৫৬। এবং আমরা তো সকলেই সদা শংকিত১২৪১।'

٥٧- فَاَخۡرَجۡنٰهُمۡ مِّنۡ جَنّٰتٍ وَّ عُيُوۡنٍ ۝

৫৭। পরিণামে আমি ফির'আওন গোষ্ঠীকে বহিষ্কৃত করিলাম উহাদের উদ্যানরাজি ও প্রস্রবণ হইতে

٥٨- وَّ كُنُوۡزٍ وَّمَقَامٍ كَرِيۡمٍ ۝

৫৮। এবং ধন-ভাণ্ডার ও সুরম্য সৌধমালা হইতে।

٥٩- كَذٰلِكَ ؕ وَ اَوۡرَثۡنٰهَا بَنِىۡۤ اِسۡرَآءِيۡلَ ۝

৫৯। এইরূপই ঘটিয়াছিল এবং বনী ইসরাঈলকে করিয়াছিলাম এই সমুদয়ের অধিকারী।

٦٠- فَاَتۡبَعُوۡهُمۡ مُّشۡرِقِيۡنَ ۝

৬০। উহারা সূর্যোদয়কালে তাহাদের পশ্চাতে আসিয়া পড়িল।

٦١- فَلَمَّا تَرَآءَ الۡجَمۡعٰنِ قَالَ اَصۡحٰبُ مُوۡسٰٓى اِنَّا لَمُدۡرَكُوۡنَ ۝

৬১। অতঃপর যখন দুই দল পরস্পরকে দেখিল, তখন মূসার সংগীরা বলিল, 'আমরা তো ধরা পড়িয়া গেলাম!'

٦٢- قَالَ كَلَّا ۚ اِنَّ مَعِىَ رَبِّىۡ سَيَهۡدِيۡنِ ۝

৬২। মূসা বলিল, 'কখনই নয়! আমার সংগে আছেন আমার প্রতিপালক; সত্বর তিনি আমাকে পথনির্দেশ করিবেন।'

٦٣- فَاَوۡحَيۡنَاۤ اِلٰى مُوۡسٰٓى اَنِ اضۡرِبْ بِّعَصَاكَ الۡبَحۡرَ ؕ فَانۡفَلَقَ فَكَانَ كُلُّ فِرۡقٍ كَالطَّوۡدِ الۡعَظِيۡمِ ۝

৬৩। অতঃপর মূসার প্রতি ওহী করিলাম, 'তোমার যষ্টি দ্বারা সমুদ্রে আঘাত কর।' ফলে উহা বিভক্ত হইয়া প্রত্যেক ভাগ বিশাল পর্বতসদৃশ হইয়া গেল;

٦٤- وَاَزۡلَفۡنَا ثَمَّ الۡاٰخَرِيۡنَ ۝

৬৪। আমি সেথায় উপনীত করিলাম অপর দলটিকে,

٦٥- وَ اَنۡجَيۡنَا مُوۡسٰى وَمَنۡ مَّعَهٗۤ اَجۡمَعِيۡنَ ۝

৬৫। এবং আমি উদ্ধার করিলাম মূসা ও তাহার সংগী সকলকে,

٦٦- ثُمَّ اَغۡرَقۡنَا الۡاٰخَرِيۡنَ ۝

৬৬। তৎপর নিমজ্জিত করিলাম অপর দলটিকে।

১২৪১। মতান্তরে حذرون অর্থ আমরা সতর্ক আছি।

Contents

৬৭। ইহাতে অবশ্যই নিদর্শন রহিয়াছে, কিন্তু উহাদের অধিকাংশই মু'মিন নহে।	٦٧-اِنَّ فِيْ ذٰلِكَ لَاٰيَةً ۭ وَمَا كَانَ اَكْثَرُهُمْ مُّؤْمِنِيْنَ ○
৬৮। তোমার প্রতিপালক, তিনি তো পরাক্রমশালী, পরম দয়ালু।	٦٨-وَاِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيْزُ الرَّحِيْمُ ○ ع
[৫]	
৬৯। উহাদের নিকট ইব্‌রাহীমের বৃত্তান্ত বর্ণনা কর।	٦٩-وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَاَ اِبْرٰهِيْمَ ○
৭০। সে যখন তাহার পিতা ও তাহার সম্প্রদায়কে বলিয়াছিল, 'তোমরা কিসের 'ইবাদত কর?'	٧٠-اِذْ قَالَ لِاَبِيْهِ وَقَوْمِهٖ مَا تَعْبُدُوْنَ ○
৭১। উহারা বলিল, 'আমরা মূর্তির পূজা করি এবং আমরা নিষ্ঠার সহিত উহাদের পূজায় নিরত থাকিব।'	٧١- قَالُوْا نَعْبُدُ اَصْنَامًا فَنَظَلُّ لَهَا عٰكِفِيْنَ ○
৭২। সে বলিল, 'তোমরা প্রার্থনা করিলে উহারা কি শোনে?'	٧٢- قَالَ هَلْ يَسْمَعُوْنَكُمْ اِذْ تَدْعُوْنَ ○
৭৩। "অথবা উহারা কি তোমাদের উপকার কিংবা অপকার করিতে পারে?'	٧٣-اَوْ يَنْفَعُوْنَكُمْ اَوْ يَضُرُّوْنَ ○
৭৪। উহারা বলিল, 'না, তবে আমরা আমাদের পিতৃপুরুষদিগকে এইরূপই করিতে দেখিয়াছি।'	٧٤-قَالُوْا بَلْ وَجَدْنَاۤ اٰبَآءَنَا كَذٰلِكَ يَفْعَلُوْنَ ○
৭৫। সে বলিল, 'তোমরা কি ভাবিয়া দেখিয়াছ, কিসের পূজা করিতেছ,	٧٥- قَالَ اَفَرَءَيْتُمْ مَّا كُنْتُمْ تَعْبُدُوْنَ ○
৭৬। 'তোমরা এবং তোমাদের অতীত পিতৃপুরুষেরা[১২৪২]?	٧٦-اَنْتُمْ وَاٰبَآؤُكُمُ الْاَقْدَمُوْنَ ○
৭৭। 'উহারা সকলেই আমার শত্রু, জগতসমূহের প্রতিপালক ব্যতীত;	٧٧-فَاِنَّهُمْ عَدُوٌّ لِّيْۤ اِلَّا رَبَّ الْعٰلَمِيْنَ ○

১২৪২। অর্থাৎ যাহারা পূজা করিত।

৭৮। 'যিনি আমাকে সৃষ্টি করিয়াছেন, তিনিই আমাকে পথ প্রদর্শন করেন।

٧٨- الَّذِىْ خَلَقَنِىْ فَهُوَ يَهْدِيْنِ ۝

৭৯। 'তিনিই আমাকে দান করেন আহার্য ও পানীয়।

٧٩- وَالَّذِىْ هُوَ يُطْعِمُنِىْ وَ يَسْقِيْنِ ۝

৮০। 'এবং রোগাক্রান্ত হইলে তিনিই আমাকে রোগমুক্ত করেন;

٨٠- وَاِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِيْنِ ۝

৮১। 'এবং তিনিই আমার মৃত্যু ঘটাইবেন, অতঃপর পুনর্জীবিত করিবেন।

٨١- وَالَّذِىْ يُمِيْتُنِىْ ثُمَّ يُحْيِيْنِ ۝

৮২। 'এবং আশা করি, তিনি কিয়ামত দিবসে আমার অপরাধ মার্জনা করিয়া দিবেন।

٨٢- وَالَّذِىْٓ اَطْمَعُ اَنْ يَّغْفِرَ لِىْ خَطِيْٓـَٔتِىْ يَوْمَ الدِّيْنِ ۝

৮৩। 'হে আমার প্রতিপালক! আমাকে জ্ঞান দান কর এবং সৎকর্মপরায়ণদের শামিল কর।

٨٣- رَبِّ هَبْ لِىْ حُكْمًا وَّاَلْحِقْنِىْ بِالصّٰلِحِيْنَ ۝

৮৪। 'আমাকে পরবর্তীদের মধ্যে যশস্বী কর,

٨٤- وَاجْعَلْ لِّىْ لِسَانَ صِدْقٍ فِى الْاٰخِرِيْنَ ۝

৮৫। 'এবং আমাকে সুখময় জান্নাতের অধিকারীদের অন্তর্ভুক্ত কর,

٨٥- وَاجْعَلْنِىْ مِنْ وَّرَثَةِ جَنَّةِ النَّعِيْمِ ۝

৮৬। 'আর আমার পিতাকে ক্ষমা কর,[১২৪৩] তিনি তো পথভ্রষ্টদের শামিল ছিলেন।

٨٦- وَاغْفِرْ لِاَبِىْٓ اِنَّهٗ كَانَ مِنَ الضَّآلِّيْنَ ۝

৮৭। 'এবং আমাকে লাঞ্ছিত করিও না পুনরুত্থান দিবসে

٨٧- وَلَا تُخْزِنِىْ يَوْمَ يُبْعَثُوْنَ ۝

৮৮। 'যেদিন ধন-সম্পদ ও সন্তান-সন্ততি কোন কাজে আসিবে না;

٨٨- يَوْمَ لَا يَنْفَعُ مَالٌ وَّلَا بَنُوْنَ ۝

৮৯। 'সেদিন উপকৃত হইবে কেবল সে, যে আল্লাহ্‌র নিকট আসিবে বিশুদ্ধ অন্তঃকরণ লইয়া।'

٨٩- اِلَّا مَنْ اَتَى اللّٰهَ بِقَلْبٍ سَلِيْمٍ ۝

১২৪৩। মনে হয়, পিতার মৃত্যুর পর হযরত ইব্‌রাহীম (আ) এই দু'আ করিয়াছিলেন। পরে পথভ্রষ্টদের জন্য দু'আ করা নিষিদ্ধ হয়। দ্র. ৯ ঃ ১১৪ আয়াত।

٩٠-وَ اُزْلِفَتِ الْجَنَّةُ لِلْمُتَّقِيْنَ ۝

৯০। মুত্তাকীদের নিকটবর্তী করা হইবে জান্নাত,

٩١-وَبُرِّزَتِ الْجَحِيْمُ لِلْغٰوِيْنَ ۝

৯১। এবং পথভ্রষ্টদের জন্য উন্মোচিত করা হইবে জাহান্নাম;

٩٢-وَقِيْلَ لَهُمْ اَيْنَمَا كُنْتُمْ تَعْبُدُوْنَ ۝

৯২। উহাদিগকে বলা হইবে, 'তাহারা কোথায়, তোমরা যাহাদের 'ইবাদত করিতে—

٩٣-مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ ؕ هَلْ يَنْصُرُوْنَكُمْ اَوْ يَنْتَصِرُوْنَ ۝

৯৩। 'আল্লাহ্‌র পরিবর্তে? উহারা কি তোমাদের সাহায্য করিতে পারে অথবা উহারা কি আত্মরক্ষা করিতে সক্ষম?'

٩٤-فَكُبْكِبُوْا فِيْهَا هُمْ وَالْغَاوٗنَ ۝

৯৪। অতঃপর উহাদিগকে এবং পথভ্রষ্টদিগকে জাহান্নামে নিক্ষেপ করা হইবে অধোমুখী করিয়া,

٩٥-وَجُنُوْدُ اِبْلِيْسَ اَجْمَعُوْنَ ۝

৯৫। এবং ইব্‌লীসের বাহিনীর সকলকেও।

٩٦-قَالُوْا وَهُمْ فِيْهَا يَخْتَصِمُوْنَ ۝

৯৬। উহারা সেথায় বিতর্কে লিপ্ত হইয়া বলিবে,

٩٧-تَاللّٰهِ اِنْ كُنَّا لَفِيْ ضَلٰلٍ مُّبِيْنٍ ۝

৯৭। 'আল্লাহ্‌র শপথ! আমরা তো স্পষ্ট বিভ্রান্তিতেই ছিলাম,

٩٨-اِذْ نُسَوِّيْكُمْ بِرَبِّ الْعٰلَمِيْنَ ۝

৯৮। 'যখন আমরা তোমাদিগকে জগতসমূহের প্রতিপালকের সমকক্ষ গণ্য করিতাম।

٩٩-وَمَاۤ اَضَلَّنَاۤ اِلَّا الْمُجْرِمُوْنَ ۝

৯৯। 'আমাদিগকে দুষ্কৃতকারীরাই বিভ্রান্ত করিয়াছিল।

١٠٠-فَمَا لَنَا مِنْ شَافِعِيْنَ ۝

১০০। 'পরিণামে আমাদের কোন সুপারিশকারী নাই।

١٠١-وَلَا صَدِيْقٍ حَمِيْمٍ ۝

১০১। 'এবং কোন সহৃদয় বন্ধুও নাই।

১০২-فَلَوْ اَنَّ لَنَا كَرَّةً فَنَكُوْنَ مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ ۝

১০২। 'হায়, যদি আমাদের একবার প্রত্যাবর্তনের সুযোগ ঘটিত, তাহা হইলে আমরা মু'মিনদের অন্তর্ভুক্ত হইয়া যাইতাম!'

১০৩-اِنَّ فِيْ ذٰلِكَ لَاٰيَةً ؕ وَمَا كَانَ اَكْثَرُهُمْ مُّؤْمِنِيْنَ ۝

১০৩। ইহাতে অবশ্যই নিদর্শন রহিয়াছে, কিন্তু উহাদের অধিকাংশ মু'মিন নহে।

১০৪-وَاِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيْزُ الرَّحِيْمُ ۝ ع

১০৪। তোমার প্রতিপালক, তিনি তো পরাক্রমশালী, পরম দয়ালু।

[৬]

১০৫-كَذَّبَتْ قَوْمُ نُوْحِ ِۨ الْمُرْسَلِيْنَ ۝

১০৫। নূহের সম্প্রদায় রাসূলগণের প্রতি মিথ্যা আরোপ করিয়াছিল।

১০৬-اِذْ قَالَ لَهُمْ اَخُوْهُمْ نُوْحٌ اَلَا تَتَّقُوْنَ ۝

১০৬। যখন উহাদের ভ্রাতা নূহ উহাদিগকে বলিল, 'তোমরা কি সাবধান হইবে না?

১০৭-اِنِّيْ لَكُمْ رَسُوْلٌ اَمِيْنٌ ۝

১০৭। 'আমি তো তোমাদের জন্য এক বিশ্বস্ত রাসূল।

১০৮-فَاتَّقُوا اللّٰهَ وَاَطِيْعُوْنِ ۝

১০৮। 'অতএব তোমরা আল্লাহ্‌কে ভয় কর এবং আমার আনুগত্য কর।

১০৯-وَمَا اَسْـَٔلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ اَجْرٍ ۚ اِنْ اَجْرِيَ اِلَّا عَلٰى رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ ۝

১০৯। 'আমি তোমাদের নিকট ইহার জন্য কোন প্রতিদান চাহি না; আমার পুরস্কার তো জগতসমূহের প্রতিপালকের নিকটই আছে।

১১০-فَاتَّقُوا اللّٰهَ وَاَطِيْعُوْنِ ۝

১১০। 'সুতরাং তোমরা আল্লাহ্‌কে ভয় কর এবং আমার আনুগত্য কর।'

১১১-قَالُوْٓا اَنُؤْمِنُ لَكَ وَاتَّبَعَكَ الْاَرْذَلُوْنَ ۝

১১১। উহারা বলিল, 'আমরা কি তোমার প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করিব অথচ ইতরজনেরা তোমার অনুসরণ করিতেছে?'

১১২-قَالَ وَمَا عِلْمِيْ بِمَا كَانُوْا يَعْمَلُوْنَ ۝

১১২। নূহ্ বলিল, 'উহারা কী করিত তাহা আমার জানা নাই।'

١١٣- إِنْ حِسَابُهُمْ إِلَّا عَلَىٰ رَبِّيْ لَوْ تَشْعُرُوْنَ ۝

১১৩। উহাদের হিসাব গ্রহণ তো আমার প্রতিপালকেরই কাজ; যদি তোমরা বুঝিতে।

١١٤- وَمَآ أَنَا بِطَارِدِ الْمُؤْمِنِيْنَ ۝

১১৪। 'মু'মিনদিগকে তাড়াইয়া দেওয়া আমার কাজ নহে।

١١٥- إِنْ أَنَا إِلَّا نَذِيْرٌ مُّبِيْنٌ ۝

১১৫। 'আমি তো কেবল একজন স্পষ্ট সতর্ককারী।'

١١٦- قَالُوْا لَئِنْ لَّمْ تَنْتَهِ يٰنُوْحُ لَتَكُوْنَنَّ مِنَ الْمَرْجُوْمِيْنَ ۝

১১৬। উহারা বলিল, 'হে নূহ! তুমি যদি নিবৃত্ত না হও তবে তুমি অবশ্যই প্রস্তরাঘাতে নিহতদের শামিল হইবে।'

١١٧- قَالَ رَبِّ إِنَّ قَوْمِيْ كَذَّبُوْنِ ۝

১১৭। নূহ বলিল, 'হে আমার প্রতিপালক! আমার সম্প্রদায় তো আমাকে অস্বীকার করিতেছে।

١١٨- فَافْتَحْ بَيْنِيْ وَبَيْنَهُمْ فَتْحًا وَّنَجِّنِيْ وَمَنْ مَّعِيَ مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ ۝

১১৮। 'সুতরাং তুমি আমার ও উহাদের মধ্যে স্পষ্ট মীমাংসা করিয়া দাও এবং আমাকে ও আমার সহিত যেসব মু'মিন আছে, তাহাদিগকে রক্ষা কর।'

١١٩- فَأَنْجَيْنٰهُ وَمَنْ مَّعَهُ فِي الْفُلْكِ الْمَشْحُوْنِ ۝

১১৯। অতঃপর আমি তাহাকে ও তাহার সংগে যাহারা ছিল, তাহাদিগকে রক্ষা করিলাম বোঝাই নৌযানে।

١٢٠- ثُمَّ أَغْرَقْنَا بَعْدُ الْبٰقِيْنَ ۝

১২০। তৎপর অবশিষ্ট সকলকে নিমজ্জিত করিলাম।

١٢١- إِنَّ فِيْ ذٰلِكَ لَاٰيَةً ۚ وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُمْ مُّؤْمِنِيْنَ ۝

১২১। ইহাতে অবশ্যই রহিয়াছে নিদর্শন, কিন্তু উহাদের অধিকাংশই বিশ্বাসী নহে।

١٢٢- وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيْزُ الرَّحِيْمُ ۝

১২২। এবং তোমার প্রতিপালক, তিনি তো পরাক্রমশালী, পরম দয়ালু।

[৭]

١٢٣- كَذَّبَتْ عَادُ ۨ الْمُرْسَلِيْنَ ۝

১২৩। 'আদ সম্প্রদায় রাসূলগণকে অস্বীকার করিয়াছিল।

১২৪। যখন উহাদের ভ্রাতা হূদ উহাদিগকে বলিল, 'তোমরা কি সাবধান হইবে না?

١٢٤- اِذْ قَالَ لَهُمْ اَخُوْهُمْ هُوْدٌ اَلَا تَتَّقُوْنَ ۝

১২৫। 'আমি তো তোমাদের জন্য এক বিশ্বস্ত রাসূল।

١٢٥- اِنِّیْ لَكُمْ رَسُوْلٌ اَمِیْنٌ ۝

১২৬। 'অতএব আল্লাহ্‌কে ভয় কর এবং আমার আনুগত্য কর।

١٢٦- فَاتَّقُوا اللّٰهَ وَاَطِیْعُوْنِ ۝

১২৭। 'আমি তোমাদের নিকট ইহার জন্য কোন প্রতিদান চাহি না, আমার পুরস্কার তো জগতসমূহের প্রতিপালকের নিকট আছে।

١٢٧- وَمَاۤ اَسْـَٔلُكُمْ عَلَیْهِ مِنْ اَجْرٍ اِنْ اَجْرِیَ اِلَّا عَلٰی رَبِّ الْعٰلَمِیْنَ ۝

১২৮। 'তোমরা কি প্রতিটি উচ্চ স্থানে স্মৃতিস্তম্ভ নির্মাণ করিতেছ নিরর্থক?

١٢٨- اَتَبْنُوْنَ بِكُلِّ رِیْعٍ اٰیَةً تَعْبَثُوْنَ ۝

১২৯। 'আর তোমরা প্রাসাদ নির্মাণ করিতেছ এই মনে করিয়া যে, তোমরা চিরস্থায়ী হইবে।

١٢٩- وَتَتَّخِذُوْنَ مَصَانِعَ لَعَلَّكُمْ تَخْلُدُوْنَ ۝

১৩০। 'এবং যখন তোমরা আঘাত হান তখন আঘাত হানিয়া থাক কঠোরভাবে।

١٣٠- وَاِذَا بَطَشْتُمْ بَطَشْتُمْ جَبَّارِیْنَ ۝

১৩১। 'তোমরা আল্লাহ্‌কে ভয় কর এবং আমার আনুগত্য কর।

١٣١- فَاتَّقُوا اللّٰهَ وَاَطِیْعُوْنِ ۝

১৩২। 'ভয় কর তাঁহাকে যিনি তোমাদিগকে দান করিয়াছেন সেই সমুদয়, যাহা তোমরা জান।

١٣٢- وَاتَّقُوا الَّذِیْۤ اَمَدَّكُمْ بِمَا تَعْلَمُوْنَ ۝

১৩৩। 'তিনি তোমাদিগকে দান করিয়াছেন আন'আম[১২৪৪] ও সন্তান-সন্ততি,

١٣٣- اَمَدَّكُمْ بِاَنْعَامٍ وَّبَنِیْنَ ۝

১৩৪। 'উদ্যান ও প্রস্রবণ;

١٣٤- وَجَنّٰتٍ وَّعُیُوْنٍ ۝

১৩৫। 'আমি তোমাদের জন্য আশংকা করি মহাদিবসের শাস্তির।'

١٣٥- اِنِّیْۤ اَخَافُ عَلَیْكُمْ عَذَابَ یَوْمٍ عَظِیْمٍ ۝

১২৪৪। ৫ ঃ ১ আয়াতের টীকা দ্র.।

১৩৬। উহারা বলিল, 'তুমি উপদেশ দাও অথবা না-ই দাও, উভয়ই আমাদের জন্য সমান।

١٣٦- قَالُوْا سَوَآءٌ عَلَيْنَآ اَوَعَظْتَ اَمْ لَمْ تَكُنْ مِّنَ الْوٰعِظِيْنَ ۝

১৩৭। 'ইহা তো পূর্ববর্তীদেরই স্বভাব।[১২৪৫]

١٣٧- اِنْ هٰذَآ اِلَّا خُلُقُ الْاَوَّلِيْنَ ۝

১৩৮। 'আমরা শাস্তিপ্রাপ্তদের শামিল নহি।

١٣٨- وَمَا نَحْنُ بِمُعَذَّبِيْنَ ۝

১৩৯। অতঃপর উহারা তাহাকে প্রত্যাখ্যান করিল এবং আমি উহাদিগকে ধ্বংস করিলাম। ইহাতে অবশ্যই আছে নিদর্শন; কিন্তু উহাদের অধিকাংশই মু'মিন নহে।

١٣٩- فَكَذَّبُوْهُ فَاَهْلَكْنٰهُمْ ۭ اِنَّ فِيْ ذٰلِكَ لَاٰيَةً ۭ وَمَا كَانَ اَكْثَرُهُمْ مُّؤْمِنِيْنَ ۝

১৪০। এবং তোমার প্রতিপালক, তিনি তো পরাক্রমাশালী, পরম দয়ালু।

١٤٠- وَاِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيْزُ الرَّحِيْمُ ۝

[৮]

১৪১। ছামূদ সম্প্রদায় রাসূলগণকে অস্বীকার করিয়াছিল।

١٤١- كَذَّبَتْ ثَمُوْدُ الْمُرْسَلِيْنَ ۝

১৪২। যখন উহাদের ভ্রাতা সালিহ্ উহাদিগকে বলিল, 'তোমরা কি সাবধান হইবে না?

١٤٢- اِذْ قَالَ لَهُمْ اَخُوْهُمْ صٰلِحٌ اَلَا تَتَّقُوْنَ ۝

১৪৩। 'আমি তো তোমাদের জন্য এক বিশ্বস্ত রাসূল।

١٤٣- اِنِّيْ لَكُمْ رَسُوْلٌ اَمِيْنٌ ۝

১৪৪। 'অতএব আল্লাহ্কে ভয় কর এবং আমার আনুগত্য কর,

١٤٤- فَاتَّقُوا اللّٰهَ وَاَطِيْعُوْنِ ۝

১৪৫। 'আমি তোমাদের নিকট ইহার জন্য কোন প্রতিদান চাহি না, আমার পুরস্কার তো জগতসমূহের প্রতিপালকের নিকটই আছে।

١٤٥- وَمَآ اَسْـَٔلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ اَجْرٍ ۚ اِنْ اَجْرِيَ اِلَّا عَلٰى رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ ۝

১২৪৫। পূর্বেও কিছু ব্যক্তি নবী হওয়ার দাবি করিয়াছেন। ইহা নূতন কিছু নয়। ইহা কাফিরদের উক্তি।

Contents

١٤٦- اَتُتۡرَكُوۡنَ فِيۡ مَا هٰهُنَاۤ اٰمِنِيۡنَ ۙ

১৪৬। 'তোমাদিগকে কি নিরাপদ অবস্থায় ছাড়িয়া রাখা হইবে, যাহা এইখানে আছে উহাতে-

١٤٧- فِيۡ جَنّٰتٍ وَّعُيُوۡنٍ ۙ

১৪৭। 'উদ্যানে, প্রস্রবণে

١٤٨- وَّزُرُوۡعٍ وَّنَخۡلٍ طَلۡعُهَا هَضِيۡمٌ ۚ

১৪৮। 'ও শস্যক্ষেত্রে এবং সুকোমল গুচ্ছ বিশিষ্ট খর্জুর বাগানে?

١٤٩- وَتَنۡحِتُوۡنَ مِنَ الۡجِبَالِ بُيُوۡتًا فٰرِهِيۡنَ ۚ

১৪৯। 'তোমরা তো নৈপুণ্যের সহিত পাহাড় কাটিয়া গৃহ নির্মাণ করিতেছ।

١٥٠- فَاتَّقُوا اللّٰهَ وَاَطِيۡعُوۡنِ ۚ

১৫০। 'তোমরা আল্লাহ্‌কে ভয় কর এবং আমার আনুগত্য কর

١٥١- وَلَا تُطِيۡعُوۡۤا اَمۡرَ الۡمُسۡرِفِيۡنَ ۙ

১৫১। 'এবং সীমালংঘনকারীদের আদেশ মান্য করিও না;

١٥٢- الَّذِيۡنَ يُفۡسِدُوۡنَ فِي الۡاَرۡضِ وَلَا يُصۡلِحُوۡنَ

১৫২। 'যাহারা পৃথিবীতে অশান্তি সৃষ্টি করে, শান্তি স্থাপন করে না।'

١٥٣- قَالُوۡۤا اِنَّمَاۤ اَنۡتَ مِنَ الۡمُسَحَّرِيۡنَ ۚ

১৫৩। উহারা বলিল, 'তুমি তো জাদুগ্রস্তদের অন্যতম।

١٥٤- مَاۤ اَنۡتَ اِلَّا بَشَرٌ مِّثۡلُنَا ۖۚ فَاۡتِ بِاٰيَةٍ اِنۡ كُنۡتَ مِنَ الصّٰدِقِيۡنَ

১৫৪। 'তুমি তো আমাদের মত একজন মানুষ, কাজেই তুমি যদি সত্যবাদী হও তবে একটি নিদর্শন উপস্থিত কর।'

١٥٥- قَالَ هٰذِهٖ نَاقَةٌ لَّهَا شِرۡبٌ وَّلَكُمۡ شِرۡبُ يَوۡمٍ مَّعۡلُوۡمٍ ۚ

১৫৫। সালিহ্ বলিল, 'এই একটি উষ্ট্রী, ইহার জন্য আছে পানি পানের পালা এবং তোমাদের জন্য আছে নির্ধারিত দিনে পানি পানের পালা;

١٥٦- وَلَا تَمَسُّوۡهَا بِسُوۡٓءٍ فَيَاۡخُذَكُمۡ عَذَابُ يَوۡمٍ عَظِيۡمٍ

১৫৬। 'এবং উহার কোন অনিষ্ট সাধন করিও না; করিলে মহাদিবসের শাস্তি তোমাদের উপর আপতিত হইবে।'

١٥٧- فَعَقَرُوۡهَا فَاَصۡبَحُوۡا نٰدِمِيۡنَ ۙ

১৫৭। কিন্তু উহারা উহাকে বধ করিল,[১২৪৬] পরিণামে উহারা অনুতপ্ত হইল।

১২৪৬। عقر পশুর পায়ের গোড়ালির রগ কাটিয়া দেওয়া। আঘাত ও হত্যা করা অর্থেও ব্যবহৃত হয়। দ্র. ৭ ঃ ৭৭ ও ১১ ঃ ৬৫ আয়াতদ্বয়।

١٥٨- فَأَخَذَهُمُ الْعَذَابُ ۗ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَةً ۖ وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُم مُّؤْمِنِينَ ۝

১৫৮। অতঃপর শাস্তি উহাদিগকে গ্রাস করিল। ইহাতে অবশ্যই রহিয়াছে নিদর্শন, কিন্তু উহাদের অধিকাংশই মু'মিন নহে।

١٥٩- وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ ۝

১৫৯। তোমার প্রতিপালক, তিনি তো পরাক্রমশালী, পরম দয়ালু।

[৯]

١٦٠- كَذَّبَتْ قَوْمُ لُوطٍ الْمُرْسَلِينَ ۝

১৬০। লূতের সম্প্রদায় রাসূলগণকে অস্বীকার করিয়াছিল,

١٦١- إِذْ قَالَ لَهُمْ أَخُوهُمْ لُوطٌ أَلَا تَتَّقُونَ ۝

১৬১। যখন উহাদের ভ্রাতা লূত উহাদিগকে বলিল, 'তোমরা কি সাবধান হইবে না?

١٦٢- إِنِّي لَكُمْ رَسُولٌ أَمِينٌ ۝

১৬২। 'আমি তো তোমাদের জন্য এক বিশ্বস্ত রাসূল।

١٦٣- فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُونِ ۝

১৬৩। 'সুতরাং তোমরা আল্লাহ্‌কে ভয় কর এবং আমার আনুগত্য কর।

١٦٤- وَمَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ ۖ إِنْ أَجْرِيَ إِلَّا عَلَىٰ رَبِّ الْعَالَمِينَ ۝

১৬৪। 'আমি ইহার জন্য তোমাদের নিকট কোন প্রতিদান চাহি না, আমার পুরস্কার তো জগতসমূহের প্রতিপালকের নিকটই আছে।

١٦٥- أَتَأْتُونَ الذُّكْرَانَ مِنَ الْعَالَمِينَ ۝

১৬৫। 'বিশ্বজগতের মধ্যে তো তোমরাই পুরুষের সহিত উপগত হও,

١٦٦- وَتَذَرُونَ مَا خَلَقَ لَكُمْ رَبُّكُم مِّنْ أَزْوَاجِكُم ۚ بَلْ أَنتُمْ قَوْمٌ عَادُونَ ۝

১৬৬। 'এবং তোমাদের প্রতিপালক তোমাদের জন্য যে স্ত্রীগণকে সৃষ্টি করিয়াছেন তাহাদিগকে তোমরা বর্জন করিয়া থাক। তোমরা তো সীমালংঘনকারী সম্প্রদায়।'

١٦٧- قَالُوا لَئِن لَّمْ تَنتَهِ يَا لُوطُ لَتَكُونَنَّ مِنَ الْمُخْرَجِينَ ۝

১৬৭। উহারা বলিল, 'হে লূত! তুমি যদি নিবৃত্ত না হও, তবে অবশ্যই তুমি নির্বাসিত হইবে।'

Contents

١٦٨- قَالَ اِنِّیْ لِعَمَلِكُمْ مِّنَ الْقَالِيْنَ ○

১৬৮। লূত বলিল, 'আমি তোমাদের এই কর্মকে ঘৃণা করি।

١٦٩- رَبِّ نَجِّنِیْ وَاَهْلِیْ مِمَّا يَعْمَلُوْنَ ○

১৬৯। 'হে আমার প্রতিপালক! আমাকে এবং আমার পরিবার-পরিজনকে, উহারা যাহা করে, তাহা হইতে রক্ষা কর।'

١٧٠- فَنَجَّيْنٰهُ وَاَهْلَهٗۤ اَجْمَعِيْنَ ○

১৭০। অতঃপর আমি তাহাকে এবং তাহার পরিবার-পরিজন সকলকে রক্ষা করিলাম

١٧١- اِلَّا عَجُوْزًا فِی الْغٰبِرِيْنَ ○

১৭১। এক বৃদ্ধা ব্যতীত, যে ছিল পশ্চাতে অবস্থানকারীদের অন্তর্ভুক্ত।[১২৪৭]

١٧٢- ثُمَّ دَمَّرْنَا الْاٰخَرِيْنَ ○

১৭২। অতঃপর অপর সকলকে ধ্বংস করিলাম।

١٧٣- وَ اَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ مَّطَرًا ۚ فَسَآءَ مَطَرُ الْمُنْذَرِيْنَ ○

১৭৩। তাহাদের উপর শাস্তিমূলক বৃষ্টি বর্ষণ করিয়াছিলাম,[১২৪৮] ভীতি প্রদর্শিতদের জন্য এই বৃষ্টি ছিল কত নিকৃষ্ট!

١٧٤- اِنَّ فِیْ ذٰلِكَ لَاٰيَةً ؕ وَمَا كَانَ اَكْثَرُهُمْ مُّؤْمِنِيْنَ ○

১৭৪। ইহাতে অবশ্যই নিদর্শন রহিয়াছে, কিন্তু উহাদের অধিকাংশই মু'মিন নহে।

١٧٥- وَاِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيْزُ الرَّحِيْمُ ○

১৭৫। তোমার প্রতিপালক, তিনি তো পরাক্রমশালী, পরম দয়ালু।

[১০]

١٧٦- كَذَّبَ اَصْحٰبُ لْئَيْكَةِ الْمُرْسَلِيْنَ ○

১৭৬। আয়কাবাসীরা[১২৪৯] রাসূলগণকে অস্বীকার করিয়াছিল,

١٧٧- اِذْ قَالَ لَهُمْ شُعَيْبٌ اَلَا تَتَّقُوْنَ ○

১৭৭। যখন শু'আয়ব উহাদিগকে বলিয়াছিল, তোমরা কি সাবধান হইবে না?

١٧٨- اِنِّیْ لَكُمْ رَسُوْلٌ اَمِيْنٌ ○

১৭৮। 'আমি তোমাদের জন্য এক বিশ্বস্ত রাসূল।

১২৪৭। দ্র. ১৫ ঃ ৬০ আয়াত।
১২৪৮। দ্র. ১৫ ঃ ৭৪ আয়াত।
১২৪৯। দ্র. ১৫ ঃ ৭৮ আয়াতের টীকা।

১৭৯। 'সুতরাং তোমরা আল্লাহ্‌কে ভয় কর ও আমার আনুগত্য কর।

١٧٩- فَاتَّقُوا اللّٰهَ وَاَطِيْعُوْنِ ۟

১৮০। 'আমি তোমাদের নিকট ইহার জন্য কোন প্রতিদান চাহি না। আমার পুরস্কার তো জগতসমূহের প্রতিপালকের নিকটই আছে।

١٨٠- وَمَآ اَسْـَٔلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ اَجْرٍ ۚ اِنْ اَجْرِيَ اِلَّا عَلٰى رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ ۟

১৮১। 'মাপে পূর্ণ মাত্রায় দিবে; যাহারা মাপে ঘাটতি করে তোমরা তাহাদের অন্তর্ভুক্ত হইও না।

١٨١- اَوْفُوا الْكَيْلَ وَلَا تَكُوْنُوْا مِنَ الْمُخْسِرِيْنَ ۟

১৮২। 'এবং ওজন করিবে সঠিক দাঁড়িপাল্লায়।

١٨٢- وَزِنُوْا بِالْقِسْطَاسِ الْمُسْتَقِيْمِ ۟

১৮৩। 'লোকদিগকে তাহাদের প্রাপ্য বস্তু কম দিবে না এবং পৃথিবীতে বিপর্যয় ঘটাইবে না।

١٨٣- وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ اَشْيَآءَهُمْ وَلَا تَعْثَوْا فِي الْاَرْضِ مُفْسِدِيْنَ ۟

১৮৪। 'এবং ভয় কর তাঁহাকে যিনি তোমাদিগকে ও তোমাদের পূর্বে যাহারা গত হইয়াছে তাহাদিগকে সৃষ্টি করিয়াছেন।'

١٨٤- وَاتَّقُوا الَّذِيْ خَلَقَكُمْ وَالْجِبِلَّةَ الْاَوَّلِيْنَ ۟

১৮৫। উহারা বলিল, 'তুমি তো জাদুগ্রস্তদের অন্তর্ভুক্ত;

١٨٥- قَالُوْٓا اِنَّمَآ اَنْتَ مِنَ الْمُسَحَّرِيْنَ ۟

১৮৬। 'তুমি আমাদের মতই একজন মানুষ, আমরা মনে করি, তুমি মিথ্যাবাদীদের অন্যতম।

١٨٦- وَمَآ اَنْتَ اِلَّا بَشَرٌ مِّثْلُنَا وَاِنْ نَّظُنُّكَ لَمِنَ الْكٰذِبِيْنَ ۟

১৮৭। 'তুমি যদি সত্যবাদী হও তবে আকাশের এক খণ্ড আমাদের উপর ফেলিয়া দাও।

١٨٧- فَاَسْقِطْ عَلَيْنَا كِسَفًا مِّنَ السَّمَآءِ اِنْ كُنْتَ مِنَ الصّٰدِقِيْنَ ۟

১৮৮। সে বলিল, 'আমার প্রতিপালক ভাল জানেন তোমরা যাহা কর।'

١٨٨- قَالَ رَبِّيْٓ اَعْلَمُ بِمَا تَعْمَلُوْنَ ۟

১৮৯। অতঃপর উহারা তাহাকে প্রত্যাখ্যান করিল, পরে উহাদিগকে মেঘাচ্ছন্ন দিবসের শাস্তি গ্রাস করিল। ইহা তো ছিল এক ভীষণ দিবসের শাস্তি!

١٨٩- فَكَذَّبُوْهُ فَاَخَذَهُمْ عَذَابُ يَوْمِ الظُّلَّةِ ؕ اِنَّهٗ كَانَ عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيْمٍ ۝

১৯০। ইহাতে অবশ্যই রহিয়াছে নিদর্শন, কিন্তু উহাদের অধিকাংশই মু'মিন নহে।

١٩٠- اِنَّ فِىْ ذٰلِكَ لَاٰيَةً ؕ وَمَا كَانَ اَكْثَرُهُمْ مُّؤْمِنِيْنَ ۝

১৯১। এবং তোমার প্রতিপালক, তিনি তো পরাক্রমশালী, পরম দয়ালু।

١٩١- وَاِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيْزُ الرَّحِيْمُ ۝

[১১]

১৯২। নিশ্চয় আল-কুরআন[১২৫০] জগতসমূহের প্রতিপালক হইতে অবতীর্ণ।

١٩٢- وَاِنَّهٗ لَتَنْزِيْلُ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ ۝

১৯৩। জিব্‌রাঈল[১২৫১] ইহা লইয়া অবতরণ করিয়াছে

١٩٣- نَزَلَ بِهِ الرُّوْحُ الْاَمِيْنُ ۝

১৯৪। তোমার হৃদয়ে, যাহাতে তুমি সতর্ককারী হইতে পার।

١٩٤- عَلٰى قَلْبِكَ لِتَكُوْنَ مِنَ الْمُنْذِرِيْنَ ۝

১৯৫। অবতীর্ণ করা হইয়াছে[১২৫২] সুস্পষ্ট আরবী ভাষায়।

١٩٥- بِلِسَانٍ عَرَبِيٍّ مُّبِيْنٍ ۝

১৯৬। পূর্ববর্তী কিতাবসমূহে অবশ্যই ইহার উল্লেখ আছে।

١٩٦- وَاِنَّهٗ لَفِىْ زُبُرِ الْاَوَّلِيْنَ ۝

১৯৭। বনী ইস্‌রাঈলের পণ্ডিতগণ ইহা অবগত আছে—ইহা কি উহাদের জন্য নিদর্শন নহে?

١٩٧- اَوَلَمْ يَكُنْ لَّهُمْ اٰيَةً اَنْ يَّعْلَمَهٗ عُلَمٰٓؤُا بَنِىْٓ اِسْرَآءِيْلَ ۝

১৯৮। আমি যদি ইহা কোন আ'জামীর[১২৫৩] প্রতি অবতীর্ণ করিতাম

١٩٨- وَلَوْ نَزَّلْنٰهُ عَلٰى بَعْضِ الْاَعْجَمِيْنَ ۝

১২৫০। এখানে সর্বনাম দ্বারা আল-কুরআন বুঝাইতেছে। -জালালায়ন

১২৫১। এ স্থলে 'রূহুল আমীন' দ্বারা জিবরাঈলকে বুঝাইতেছে। -সাফওয়াতুল বায়ান

১২৫২। 'অবতীর্ণ করা হইয়াছে' এই কথাটি আরবীতে উহ্য আছে।—কাশ্‌শাফ

১২৫৩। যে স্পষ্ট ভাষায় ভাব প্রকাশ করিতে পারে না তাহাকে আ'জামী বলে। এইরূপ ব্যক্তি আরবী ভাষী হইলেও সে আ'জামী। 'আজামীও ঐ একই অর্থে ব্যবহৃত হয়।-লিসানুল আরাব

١٩٩-فَقَرَاَهٗ عَلَيۡهِمۡ مَّا كَانُوۡا بِهٖ مُؤۡمِنِيۡنَ ؕ

১৯৯। এবং উহা সে উহাদের নিকট পাঠ করিত, তবে উহারা উহাতে ঈমান আনিত না;

٢٠٠-كَذٰلِكَ سَلَكۡنٰهُ فِىۡ قُلُوۡبِ الۡمُجۡرِمِيۡنَ ؕ

২০০। এইভাবে আমি অপরাধিগণের অন্তরে অবিশ্বাস সঞ্চার করিয়াছি।

٢٠١-لَا يُؤۡمِنُوۡنَ بِهٖ حَتّٰى يَرَوُا الۡعَذَابَ الۡاَلِيۡمَ ۙ

২০১। উহারা ইহাতে ঈমান আনিবে না যতক্ষণ না উহারা মর্মন্তুদ শাস্তি প্রত্যক্ষ করে;

٢٠٢-فَيَاۡتِيَهُمۡ بَغۡتَةً وَّهُمۡ لَا يَشۡعُرُوۡنَ ۙ

২০২। ফলে তাহা উহাদের নিকট আসিয়া পড়িবে আকস্মিকভাবে; উহারা কিছুই বুঝিতে পারিবে না।

٢٠٣-فَيَقُوۡلُوۡا هَلۡ نَحۡنُ مُنۡظَرُوۡنَ ؕ

২০৩। তখন উহারা বলিবে, 'আমাদিগকে কি অবকাশ দেওয়া হইবে?'

٢٠٤-اَفَبِعَذَابِنَا يَسۡتَعۡجِلُوۡنَ ۝

২০৪। উহারা কি তবে আমার শাস্তি ত্বরান্বিত করিতে চাহে?

٢٠٥-اَفَرَءَيۡتَ اِنۡ مَّتَّعۡنٰهُمۡ سِنِيۡنَ ۙ

২০৫। তুমি ভাবিয়া দেখ যদি আমি তাহাদিগকে দীর্ঘকাল ভোগ-বিলাস করিতে দেই,

٢٠٦-ثُمَّ جَآءَهُمۡ مَّا كَانُوۡا يُوۡعَدُوۡنَ ۙ

২০৬। এবং পরে উহাদিগকে যে বিষয়ে সতর্ক করা হইয়াছিল তাহা উহাদের নিকট আসিয়া পড়ে,

٢٠٧-مَاۤ اَغۡنٰى عَنۡهُمۡ مَّا كَانُوۡا يُمَتَّعُوۡنَ ؕ

২০৭। তখন উহাদের ভোগ-বিলাসের উপকরণ উহাদের কোন কাজে আসিবে কি?

٢٠٨-وَمَاۤ اَهۡلَكۡنَا مِنۡ قَرۡيَةٍ اِلَّا لَهَا مُنۡذِرُوۡنَ ۛ

২০৮। আমি এমন কোন জনপদ ধ্বংস করি নাই যাহার জন্য সতর্ককারী ছিল না;

٢٠٩-ذِكۡرٰى ۛ وَمَا كُنَّا ظٰلِمِيۡنَ ۝ مع

২০৯। ইহা উপদেশস্বরূপ, আর আমি অন্যায়াচারী নহি,

٢١٠-وَمَا تَنَزَّلَتۡ بِهِ الشَّيٰطِيۡنُ ۝

২১০। শয়তানরা উহাসহ[১২৫৪] অবতীর্ণ হয় নাই।

১২৫৪। অর্থাৎ আল-কুরআনসহ।

২১১। উহারা এই কাজের যোগ্য নহে এবং উহারা ইহার সামর্থ্যও রাখে না।

٢١١-وَمَا يَنْۢبَغِىْ لَهُمْ وَمَا يَسْتَطِيْعُوْنَ

২১২। উহাদিগকে তো[১২৫৫] শ্রবণের সুযোগ হইতে দূরে রাখা হইয়াছে।

٢١٢-اِنَّهُمْ عَنِ السَّمْعِ لَمَعْزُوْلُوْنَ

২১৩। অতএব তুমি অন্য কোন ইলাহ্‌কে আল্লাহ্‌র সহিত ডাকিও না, ডাকিলে তুমি শাস্তিপ্রাপ্তদের অন্তর্ভুক্ত হইবে।

٢١٣-فَلَا تَدْعُ مَعَ اللّٰهِ اِلٰهًا اٰخَرَ فَتَكُوْنَ مِنَ الْمُعَذَّبِيْنَ

২১৪। তোমার নিকট-আত্মীয়বর্গকে সতর্ক করিয়া দাও।

٢١٤-وَاَنْذِرْ عَشِيْرَتَكَ الْاَقْرَبِيْنَ

২১৫। এবং যাহারা তোমার অনুসরণ করে সেই সমস্ত মু'মিনদের প্রতি বিনয়ী হও।

٢١٥-وَاخْفِضْ جَنَاحَكَ لِمَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ

২১৬। উহারা যদি তোমার অবাধ্যতা করে, তুমি বলিও, 'তোমরা যাহা কর তাহা হইতে আমি দায়মুক্ত।'

٢١٦-فَاِنْ عَصَوْكَ فَقُلْ اِنِّىْ بَرِىْٓءٌ مِّمَّا تَعْمَلُوْنَ

২১৭। তুমি নির্ভর কর পরাক্রমশালী, পরম দয়ালু আল্লাহ্‌র উপর,

٢١٧-وَتَوَكَّلْ عَلَى الْعَزِيْزِ الرَّحِيْمِ

২১৮। যিনি তোমাকে দেখেন যখন তুমি দণ্ডায়মান হও,[১২৫৬]

٢١٨-الَّذِىْ يَرٰىكَ حِيْنَ تَقُوْمُ

২১৯। এবং দেখেন সিজ্‌দাকারীদের সহিত তোমার উঠাবসা।

٢١٩-وَتَقَلُّبَكَ فِى السّٰجِدِيْنَ

২২০। তিনি তো সর্বশ্রোতা, সর্বজ্ঞ।

٢٢٠-اِنَّهٗ هُوَ السَّمِيْعُ الْعَلِيْمُ

১২৫৫। ফিরিশ্‌তাগণকে কোন বিষয়ে আল্লাহ্‌র হুকুম বিশেষ এক প্রক্রিয়ায় জানাইয়া দেওয়া হয়। আসমানে এই হুকুমের ঘোষণা হইতে থাকিলে শয়তানরা উহা শ্রবণ করিতে চেষ্টা করে। তখন ফিরিশ্‌তাগণ উহাদের প্রতি প্রদীপ্ত শিখা নিক্ষেপ করে (দ্র.৭২ ঃ ৯) আর উহারা পলায়ন করে। পলায়নের প্রাক্কালে উহাদের কেহ কেহ দুই-একটি কথা শুনিয়া উহা ফলাও করিয়া পৃথিবীতে প্রচার করে। হযরত মুহাম্মাদ (সাঃ)-এর আবির্ভাবের পর হইতে শয়তানদিগকে পূর্বের মত এই দুষ্কর্ম করিতে আর দেওয়া হয় নাই, যদিও এখন পর্যন্ত তাহাদের অপচেষ্টা সম্পূর্ণ বন্ধ হয় নাই। —দ্র. ১৫ ঃ ১৮; ৭ ঃ ১৪ ও ১৫ আয়াতসমূহ।

১২৫৬। অর্থাৎ সালাতের জন্য'।-কুরতুবী

Contents

২২১। তোমাদিগকে কি আমি জানাইব কাহার নিকট শয়তানরা অবতীর্ণ হয়?

٢٢١-هَلْ أُنَبِّئُكُمْ عَلٰى مَنْ تَنَزَّلُ الشَّيٰطِيْنُ ۞

২২২। উহারা তো অবতীর্ণ হয় প্রত্যেকটি ঘোর মিথ্যাবাদী ও পাপীর নিকট।

٢٢٢-تَنَزَّلُ عَلٰى كُلِّ اَفَّاكٍ اَثِيْمٍ ۞

২২৩। উহারা কান পাতিয়া থাকে এবং উহাদের অধিকাংশই মিথ্যাবাদী।

٢٢٣-يُّلْقُوْنَ السَّمْعَ وَ اَكْثَرُهُمْ كٰذِبُوْنَ ۞

২২৪। এবং কবিদিগকে অনুসরণ করে বিভ্রান্তরাই।

٢٢٤-وَالشُّعَرَآءُ يَتَّبِعُهُمُ الْغَاوٗنَ ۞

২২৫। তুমি কি দেখ না উহারা উদ্‌ভ্রান্ত হইয়া প্রত্যেক উপত্যকায় ঘুরিয়া বেড়ায়?

٢٢٥-اَلَمْ تَرَ اَنَّهُمْ فِيْ كُلِّ وَادٍ يَّهِيْمُوْنَ ۞

২২৬। এবং তাহারা তো বলে যাহা তাহারা করে না।

٢٢٦-وَاَنَّهُمْ يَقُوْلُوْنَ مَا لَا يَفْعَلُوْنَ ۞

২২৭। কিন্তু উহারা ব্যতীত যাহারা ঈমান আনে ও সৎকার্য করে এবং আল্লাহ্‌কে অধিক স্মরণ করে ও অত্যাচারিত হইবার পর প্রতিশোধ গ্রহণ করে।১২৫৭ অত্যাচারীরা শীঘ্রই জানিবে কোন্ স্থলে উহারা প্রত্যাবর্তন করিবে।

٢٢٧-اِلَّا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ وَ ذَكَرُوا اللّٰهَ كَثِيْرًا وَّانْتَصَرُوْا مِنْۢ بَعْدِ مَا ظُلِمُوْا ؕ وَسَيَعْلَمُ الَّذِيْنَ ظَلَمُوْٓا اَيَّ مُنْقَلَبٍ يَّنْقَلِبُوْنَ ۞

ع

১২৫৭। বিপক্ষের সমালোচনার উত্তর কবিতার মাধ্যমে প্রদান করিয়া প্রতিশোধ গ্রহণ করে; যেমন কবি হাস্‌সান ইবন ছাবিত (রা) করিয়াছিলেন।

২৭-সূরা নাম্‌ল

৯৩ আয়াত, ৭ রুকূ', মক্‌কী

।। দয়াময়, পরম দয়ালু আল্লাহ্‌র নামে ।।

১। তা-সীন; এইগুলি আয়াত আল-কুরআনের এবং সুস্পষ্ট কিতাবের;১২৫৮

২। পথনির্দেশ ও সুসংবাদ মু'মিনদের জন্য।

৩। যাহারা সালাত কায়েম করে ও যাকাত দেয় আর তাহারাই আখিরাতে নিশ্চিত বিশ্বাসী।

৪। যাহারা আখিরাতে বিশ্বাস করে না তাহাদের দৃষ্টিতে তাহাদের কর্মকে আমি শোভন করিয়াছি, ফলে উহারা বিভ্রান্তিতে ঘুরিয়া বেড়ায়;

৫। ইহাদেরই জন্য রহিয়াছে কঠিন শাস্তি এবং ইহারাই আখিরাতে সর্বাধিক ক্ষতিগ্রস্ত।

৬। নিশ্চয় তোমাকে আল-কুরআন দেওয়া হইতেছে প্রজ্ঞাময়, সর্বজ্ঞের নিকট হইতে।

৭। স্মরণ কর সেই সময়ের কথা, যখন মূসা তাহার পরিবারবর্গকে বলিয়াছিল, 'আমি আগুন দেখিয়াছি, সত্বর আমি সেথা হইতে তোমাদের জন্য কোন খবর আনিব অথবা তোমাদের জন্য আনিব জ্বলন্ত অঙ্গার,১২৫৯ যাহাতে তোমরা আগুন পোহাইতে পার।'
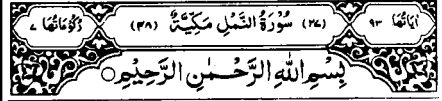
١-طٰسٓ قف تِلْكَ اٰيٰتُ الْقُرْاٰنِ وَكِتَابٍ مُّبِيْنٍ ۙ

٢-هُدًى وَّبُشْرٰى لِلْمُؤْمِنِيْنَ ۙ

٣-الَّذِيْنَ يُقِيْمُوْنَ الصَّلٰوةَ وَيُؤْتُوْنَ الزَّكٰوةَ وَهُمْ بِالْاٰخِرَةِ هُمْ يُوْقِنُوْنَ ○

٤-اِنَّ الَّذِيْنَ لَا يُؤْمِنُوْنَ بِالْاٰخِرَةِ زَيَّنَّا لَهُمْ اَعْمَالَهُمْ فَهُمْ يَعْمَهُوْنَ ۗ

٥-اُولٰٓئِكَ الَّذِيْنَ لَهُمْ سُوْٓءُ الْعَذَابِ وَهُمْ فِى الْاٰخِرَةِ هُمُ الْاَخْسَرُوْنَ ○

٦-وَاِنَّكَ لَتُلَقَّى الْقُرْاٰنَ مِنْ لَّدُنْ حَكِيْمٍ عَلِيْمٍ ۞

٧-اِذْ قَالَ مُوْسٰى لِاَهْلِهٖٓ اِنِّىْٓ اٰنَسْتُ نَارًا ۭ سَاٰتِيْكُمْ مِّنْهَا بِخَبَرٍ اَوْ اٰتِيْكُمْ بِشِهَابٍ قَبَسٍ لَّعَلَّكُمْ تَصْطَلُوْنَ ○

১২৫৮। অর্থাৎ লাওহ মাহ্‌ফুজ-এর।
১২৫৯। দ্র. ২০ ঃ ১০ ও ২৮ ঃ ২৯ আয়াতদ্বয়।

٨- فَلَمَّا جَآءَهَا نُوْدِيَ اَنْۢ بُوْرِكَ
مَنْ فِي النَّارِ وَمَنْ حَوْلَهَا ۗ
وَسُبْحٰنَ اللّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ ○

৮। অতঃপর সে যখন উহার নিকট আসিল, তখন ঘোষিত হইল 'ধন্য, যাহারা আছে এই আলোর[১২৬০] মধ্যে এবং যাহারা আছে ইহার চতুষ্পার্শ্বে, জগতসমূহের প্রতিপালক আল্লাহ্ পবিত্র ও মহিমান্বিত!

٩- يٰمُوْسٰۤى اِنَّهٗۤ اَنَا اللّٰهُ الْعَزِيْزُ الْحَكِيْمُ ۙ

৯। 'হে মূসা! আমি তো আল্লাহ্, পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়,

١٠- وَاَلْقِ عَصَاكَ ۗ
فَلَمَّا رَاٰهَا تَهْتَزُّ كَاَنَّهَا جَآنٌّ وَّلّٰى
مُدْبِرًا وَّلَمْ يُعَقِّبْ ۗ
يٰمُوْسٰى لَا تَخَفْ ۗ
اِنِّيْ لَا يَخَافُ لَدَيَّ الْمُرْسَلُوْنَ ۖ

১০। 'তুমি তোমার লাঠি নিক্ষেপ কর।' অতঃপর যখন সে উহাকে সর্পের ন্যায় ছুটাছুটি করিতে দেখিল তখন সে পিছনের দিকে ছুটিতে লাগিল এবং ফিরিয়াও তাকাইল না। বলা হইল, 'হে মূসা! ভীত হইও না, নিশ্চয়ই আমি এমন, আমার সান্নিধ্যে রাসূলগণ ভয় পায় না;

١١- اِلَّا مَنْ ظَلَمَ ثُمَّ بَدَّلَ
حُسْنًاۢ بَعْدَ سُوْٓءٍ
فَاِنِّيْ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ ○

১১। 'তবে যাহারা যুলুম করিবার পর মন্দকর্মের পরিবর্তে সৎকর্ম করে, তাহাদের প্রতি আমি ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।

١٢- وَاَدْخِلْ يَدَكَ فِيْ جَيْبِكَ
تَخْرُجْ بَيْضَآءَ مِنْ غَيْرِ سُوْٓءٍ ۗ
فِيْ تِسْعِ اٰيٰتٍ اِلٰى فِرْعَوْنَ وَقَوْمِهٖ ۗ
اِنَّهُمْ كَانُوْا قَوْمًا فٰسِقِيْنَ ○

১২। 'এবং তোমার হাত তোমার বগলে রাখ,[১২৬১] ইহা বাহির হইয়া আসিবে শুভ্র নির্মল অবস্থায়। ইহা ফির'আওন ও তাহার সম্প্রদায়ের নিকট আনীত নয়টি নিদর্শনের অন্তর্গত। উহারা তো সত্যত্যাগী সম্প্রদায়।'

١٣- فَلَمَّا جَآءَتْهُمْ اٰيٰتُنَا مُبْصِرَةً
قَالُوْا هٰذَا سِحْرٌ مُّبِيْنٌ ۚ

১৩। অতঃপর যখন উহাদের নিকট আমার স্পষ্ট নিদর্শন আসিল, উহারা বলিল, 'ইহা সুস্পষ্ট জাদু।'

١٤- وَجَحَدُوْا بِهَا
وَاسْتَيْقَنَتْهَآ اَنْفُسُهُمْ ظُلْمًا وَّعُلُوًّا ۗ

১৪। উহারা অন্যায় ও উদ্ধতভাবে নিদর্শনগুলি প্রত্যাখ্যান করিল, যদিও উহাদের অন্তর এইগুলিকে সত্য বলিয়া গ্রহণ

১২৬০। মূসা (আ)-এর নিকট অগ্নি মনে হইলেও ইহা ছিল নূর—যাহা আল্লাহ্‌র তাজাল্লী।
১২৬১। দ্র. ২০ ঃ ২২ ও ২৮ ঃ ৩২ আয়াতদ্বয়।

Contents

فَانْظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُفْسِدِيْنَ ۟

করিয়াছিল। দেখ, বিপর্যয় সৃষ্টিকারীদের পরিণাম কেমন হইয়াছিল!

[২]

১৫- وَلَقَدْ اٰتَيْنَا دَاوٗدَ وَسُلَيْمٰنَ عِلْمًا ۚ وَقَالَا الْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِيْ فَضَّلَنَا عَلٰى كَثِيْرٍ مِّنْ عِبَادِهِ الْمُؤْمِنِيْنَ ۝

১৫। আমি অবশ্যই দাঊদ ও সুলায়মানকে জ্ঞান দান করিয়াছিলাম এবং তাহারা উভয়ে বলিয়াছিল, সকল প্রশংসা আল্লাহ্‌র যিনি আমাদিগকে তাহার বহু মু'মিন বান্দাদের উপর শ্রেষ্ঠত্ব দিয়াছেন।'

১৬- وَوَرِثَ سُلَيْمٰنُ دَاوٗدَ وَقَالَ يٰۤاَيُّهَا النَّاسُ عُلِّمْنَا مَنْطِقَ الطَّيْرِ وَاُوْتِيْنَا مِنْ كُلِّ شَيْءٍ ؕ اِنَّ هٰذَا لَهُوَ الْفَضْلُ الْمُبِيْنُ ۝

১৬। সুলায়মান হইয়াছিল দাঊদের উত্তরাধিকারী এবং সে বলিয়াছিল, 'হে মানুষ! আমাকে বিহংগকুলের ভাষা শিক্ষা দেওয়া হইয়াছে এবং আমাকে সকল কিছু[১২৬২] দেওয়া হইয়াছে, ইহা অবশ্যই সুস্পষ্ট অনুগ্রহ।'

১৭- وَحُشِرَ لِسُلَيْمٰنَ جُنُوْدُهٗ مِنَ الْجِنِّ وَالْاِنْسِ وَالطَّيْرِ فَهُمْ يُوْزَعُوْنَ ۝

১৭। সুলায়মানের সম্মুখে সমবেত করা হইল তাহার বাহিনীকে—জিন্ন, মানুষ ও বিহংগকুলকে এবং উহাদিগকে বিন্যস্ত করা হইল বিভিন্ন ব্যূহে।

১৮- حَتّٰۤى اِذَاۤ اَتَوْا عَلٰى وَادِ النَّمْلِ ۙ قَالَتْ نَمْلَةٌ يّٰۤاَيُّهَا النَّمْلُ ادْخُلُوْا مَسٰكِنَكُمْ ۚ لَا يَحْطِمَنَّكُمْ سُلَيْمٰنُ وَجُنُوْدُهٗ ۙ وَهُمْ لَا يَشْعُرُوْنَ ۝

১৮। যখন উহারা পিপীলিকা অধ্যুষিত উপত্যকায় পৌঁছিল তখন এক পিপীলিকা বলিল, 'হে পিপীলিকা-বাহিনী! তোমরা তোমাদের গৃহে প্রবেশ কর, যেন সুলায়মান এবং তাহার বাহিনী তাহাদের অজ্ঞাতসারে তোমাদিগকে পদতলে পিষিয়া না ফেলে।'

১৯- فَتَبَسَّمَ ضَاحِكًا مِّنْ قَوْلِهَا وَقَالَ رَبِّ اَوْزِعْنِيْۤ اَنْ اَشْكُرَ نِعْمَتَكَ الَّتِيْۤ اَنْعَمْتَ عَلَيَّ وَعَلٰى وَالِدَيَّ وَاَنْ اَعْمَلَ صَالِحًا تَرْضٰىهُ

১৯। সুলায়মান উহার উক্তিতে মৃদু হাস্য করিল এবং বলিল, 'হে আমার প্রতিপালক! তুমি আমাকে সামর্থ্য দাও যাহাতে আমি তোমার প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিতে পারি, আমার প্রতি ও আমার পিতামাতার প্রতি তুমি যে অনুগ্রহ করিয়াছ তাহার জন্য এবং যাহাতে আমি সৎকার্য করিতে পারি,

১২৬২। নুবূওয়াত ও রাজ্য পরিচালনার প্রয়োজনানুযায়ী সকল কিছু দেওয়া হইয়াছিল।

وَ اَدْخِلْنِيْ بِرَحْمَتِكَ فِيْ عِبَادِكَ الصّٰلِحِيْنَ ○

যাহা তুমি পসন্দ কর এবং তোমার অনুগ্রহে আমাকে তোমার সৎকর্মপরায়ণ বান্দাদের শামিল কর।'

٢٠- وَ تَفَقَّدَ الطَّيْرَ فَقَالَ مَالِيَ لَآ اَرَى الْهُدْهُدَ ۖ اَمْ كَانَ مِنَ الْغَآئِبِيْنَ ○

২০। সুলায়মান বিহংগদলের সন্ধান লইল এবং বলিল, 'ব্যাপার কি, হুদ্‌হুদ্‌কে[১২৬৩] দেখিতেছি না যে! সে অনুপস্থিত না কি?

٢١- لَاُعَذِّبَنَّهٗ عَذَابًا شَدِيْدًا اَوْ لَاَاذْبَحَنَّهٗٓ اَوْ لَيَاْتِيَنِّيْ بِسُلْطٰنٍ مُّبِيْنٍ ○

২১। 'সে উপযুক্ত কারণ না দর্শাইলে আমি অবশ্যই উহাকে কঠিন শাস্তি দিব অথবা যবেহ্ করিব।'

٢٢- فَمَكَثَ غَيْرَ بَعِيْدٍ فَقَالَ اَحَطْتُّ بِمَا لَمْ تُحِطْ بِهٖ وَجِئْتُكَ مِنْ سَبَاٍۢ بِنَبَاٍ يَّقِيْنٍ ○

২২। অনতিবিলম্বে হুদ্‌হুদ্ আসিয়া পড়িল এবং বলিল, 'আপনি যাহা অবগত নহেন আমি তাহা অবগত হইয়াছি এবং 'সাবা'[১২৬৪] হইতে সুনিশ্চিত সংবাদ লইয়া আসিয়াছি।

٢٣- اِنِّيْ وَجَدْتُّ امْرَاَةً تَمْلِكُهُمْ وَاُوْتِيَتْ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ وَّلَهَا عَرْشٌ عَظِيْمٌ ○

২৩। 'আমি তো এক নারীকে[১২৬৫] দেখিলাম উহাদের উপর রাজত্ব করিতেছে। তাহাকে দেওয়া হইয়াছে সকল কিছু হইতেই এবং তাহার আছে এক বিরাট সিংহাসন।

٢٤- وَجَدْتُّهَا وَقَوْمَهَا يَسْجُدُوْنَ لِلشَّمْسِ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطٰنُ اَعْمَالَهُمْ فَصَدَّهُمْ عَنِ السَّبِيْلِ فَهُمْ لَا يَهْتَدُوْنَ ○

২৪। 'আমি তাহাকে ও তাহার সম্প্রদায়কে দেখিলাম তাহারা আল্লাহ্‌র পরিবর্তে সূর্যকে সিজ্‌দা করিতেছে। শয়তান উহাদের কার্যাবলী উহাদের নিকট শোভন করিয়াছে এবং উহাদিগকে সৎপথ হইতে নিবৃত্ত করিয়াছে, ফলে উহারা সৎপথ পায় না;

٢٥- اَلَّا يَسْجُدُوْا لِلّٰهِ الَّذِيْ

২৫। 'নিবৃত্ত করিয়াছে এইজন্য যে,[১২৬৬] উহারা যেন সিজ্‌দা না করে আল্লাহ্‌কে যিনি

১২৬৩। হুদ্‌হুদ্ একটি পাখির নাম।—লিসানুল 'আরাব।

১২৬৪। য়ামান, হাদারামাওত ও 'আসীর এলাকা লইয়া সাবা সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠিত ছিল। 'আবদুশ্-শাম্‌স সাবা ইহার প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন।

১২৬৫। ইনি ছিলেন সাবা বংশীয় রাণী বিলকীস।

১২৬৬। 'নিবৃত্ত করিয়াছে এইজন্য যে' পূর্বোক্ত আয়াতে বর্ণিত এই কথাগুলি অর্থ স্পষ্ট করিবার জন্য এই স্থলে পুনরুল্লেখ করা হইল।

يُخْرِجُ الْخَبْءَ فِي السَّمٰوٰتِ وَ الْاَرْضِ وَيَعْلَمُ مَا تُخْفُوْنَ وَمَا تُعْلِنُوْنَ ○

আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীর লুক্কায়িত বস্তুকে প্রকাশ করেন, যিনি জানেন, যাহা তোমরা গোপন কর এবং যাহা তোমরা ব্যক্ত কর।

٢٦- اَللّٰهُ لَآ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيْمِ ۩ ○

২৬। 'আল্লাহ্, তিনি ব্যতীত কোন ইলাহ্ নাই, তিনি মহাআরশের অধিপতি।'

٢٧- قَالَ سَنَنْظُرُ اَصَدَقْتَ اَمْ كُنْتَ مِنَ الْكٰذِبِيْنَ ○

২৭। সুলায়মান বলিল, 'আমি দেখিব তুমি কি সত্য বলিয়াছ, না তুমি মিথ্যাবাদী?

٢٨- اِذْهَبْ بِّكِتٰبِيْ هٰذَا فَاَلْقِهْ اِلَيْهِمْ ثُمَّ تَوَلَّ عَنْهُمْ فَانْظُرْ مَاذَا يَرْجِعُوْنَ ○

২৮। 'তুমি যাও আমার এই পত্র লইয়া এবং ইহা তাহাদের নিকট অর্পণ কর; অতঃপর তাহাদের নিকট হইতে সরিয়া থাকিও এবং লক্ষ্য করিও তাহাদের প্রতিক্রিয়া কী?'

٢٩- قَالَتْ يٰۤاَيُّهَا الْمَلَؤُا اِنِّيْۤ اُلْقِيَ اِلَيَّ كِتٰبٌ كَرِيْمٌ ○

২৯। সেই নারী বলিল, 'হে পারিষদবর্গ! আমাকে এক সম্মানিত পত্র দেওয়া হইয়াছে;

٣٠- اِنَّهٗ مِنْ سُلَيْمٰنَ وَاِنَّهٗ بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ○

৩০। 'ইহা সুলায়মানের নিকট হইতে এবং ইহা এই ঃ দয়াময়, পরম দয়ালু আল্লাহ্‌র নামে,

٣١- اَلَّا تَعْلُوْا عَلَيَّ وَاْتُوْنِيْ مُسْلِمِيْنَ ○

৩১। 'অহমিকাবশে আমাকে অমান্য করিও না, এবং আনুগত্য স্বীকার করিয়া আমার নিকট উপস্থিত হও।'

[৩]

٣٢- قَالَتْ يٰۤاَيُّهَا الْمَلَؤُا اَفْتُوْنِيْ فِيْۤ اَمْرِيْ ۚ مَا كُنْتُ قَاطِعَةً اَمْرًا حَتّٰى تَشْهَدُوْنِ ○

৩২। সেই নারী বলিল,[১২৬৭] 'হে পারিষদবর্গ! আমার এই সমস্যায় তোমাদের অভিমত দাও। আমি কোন ব্যাপারে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করি না তোমাদের উপস্থিতি ব্যতীত।

১২৬৭। (আয়াত ২৯ ও ৩২) এই স্থলে قالت ক্রিয়ার কর্তা রাণী বিলকীস।

৩৩। উহারা বলিল, 'আমরা তো শক্তিশালী ও কঠোর যোদ্ধা; তবে সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষমতা আপনারই, কী আদেশ করিবেন তাহা আপনি ভাবিয়া দেখুন।'

٣٣- قَالُوْا نَحْنُ اُولُوْا قُوَّةٍ وَّ اُولُوْا بَاْسٍ شَدِيْدٍ لا وَّالْاَمْرُ اِلَيْكِ فَانْظُرِيْ مَاذَا تَاْمُرِيْنَ ○

৩৪। সে বলিল,[১২৬৮] 'রাজা-বাদশাহ্‌রা যখন কোন জনপদে প্রবেশ করে তখন উহাকে বিপর্যস্ত করিয়া দেয় এবং তথাকার মর্যাদাবান ব্যক্তিদিগকে অপদস্থ করে, ইহারাও এইরূপই করিবে;

٣٤- قَالَتْ اِنَّ الْمُلُوْكَ اِذَا دَخَلُوْا قَرْيَةً اَفْسَدُوْهَا وَجَعَلُوْٓا اَعِزَّةَ اَهْلِهَآ اَذِلَّةً ج وَكَذٰلِكَ يَفْعَلُوْنَ ○

৩৫। 'আমি তাহাদের নিকট উপঢৌকন পাঠাইতেছি, দেখি, দূতেরা কী লইয়া ফিরিয়া আসে।'

٣٥- وَاِنِّيْ مُرْسِلَةٌ اِلَيْهِمْ بِهَدِيَّةٍ فَنٰظِرَةٌ ۢبِمَ يَرْجِعُ الْمُرْسَلُوْنَ ○

৩৬। দূত সুলায়মানের নিকট আসিলে সুলায়মান বলিল, 'তোমরা কি আমাকে ধন-সম্পদ দিয়া সাহায্য করিতেছ? আল্লাহ্ আমাকে যাহা দিয়াছেন, তাহা তোমাদিগকে যাহা দিয়াছেন তাহা হইতে উৎকৃষ্ট অথচ তোমরা তোমাদের উপঢৌকন লইয়া উৎফুল্ল বোধ করিতেছ।

٣٦- فَلَمَّا جَآءَ سُلَيْمٰنَ قَالَ اَتُمِدُّوْنَنِ بِمَالٍ ز فَمَآ اٰتٰىنِۦَ اللّٰهُ خَيْرٌ مِّمَّآ اٰتٰىكُمْ ج بَلْ اَنْتُمْ بِهَدِيَّتِكُمْ تَفْرَحُوْنَ ○

৩৭। 'উহাদের নিকট ফিরিয়া যাও, আমি অবশ্যই উহাদের বিরুদ্ধে লইয়া আসিব এক সৈন্যবাহিনী যাহার মুকাবিলা করিবার শক্তি উহাদের নাই। আমি অবশ্যই উহাদিগকে তথা হইতে বহিষ্কার করিব লাঞ্ছিতভাবে এবং উহারা হইবে অবনমিত।'

٣٧- اِرْجِعْ اِلَيْهِمْ فَلَنَاْتِيَنَّهُمْ بِجُنُوْدٍ لَّا قِبَلَ لَهُمْ بِهَا وَلَنُخْرِجَنَّهُمْ مِّنْهَآ اَذِلَّةً وَّهُمْ صٰغِرُوْنَ ○

৩৮। সুলায়মান আরো বলিল, 'হে আমার পারিষদবর্গ! তাহারা আত্মসমর্পণ করিয়া আমার নিকট আসিবার পূর্বে তোমাদের মধ্যে কে তাহার সিংহাসন আমার নিকট লইয়া আসিবে?'

٣٨- قَالَ يٰٓاَيُّهَا الْمَلَؤُا اَيُّكُمْ يَاْتِيْنِيْ بِعَرْشِهَا قَبْلَ اَنْ يَّاْتُوْنِيْ مُسْلِمِيْنَ ○

১২৬৮। ৩২ আয়াতের টীকা দ্র.।

٣٩- قَالَ عِفْرِيْتٌ مِّنَ الْجِنِّ اَنَا اٰتِيْكَ بِهٖ قَبْلَ اَنْ تَقُوْمَ مِنْ مَّقَامِكَ ۚ وَاِنِّيْ عَلَيْهِ لَقَوِيٌّ اَمِيْنٌ ○

৩৯। এক শক্তিশালী জিন্ন বলিল, 'আপনি আপনার স্থান হইতে উঠিবার পূর্বেই আমি উহা আনিয়া দিব এবং এই ব্যাপারে আমি অবশ্যই ক্ষমতাবান, বিশ্বস্ত।'

٤٠- قَالَ الَّذِيْ عِنْدَهٗ عِلْمٌ مِّنَ الْكِتٰبِ اَنَا اٰتِيْكَ بِهٖ قَبْلَ اَنْ يَّرْتَدَّ اِلَيْكَ طَرْفُكَ ۚ فَلَمَّا رَاٰهُ مُسْتَقِرًّا عِنْدَهٗ قَالَ هٰذَا مِنْ فَضْلِ رَبِّيْ ۖ لِيَبْلُوَنِيْٓ ءَاَشْكُرُ اَمْ اَكْفُرُ ۚ وَمَنْ شَكَرَ فَاِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهٖ ۚ وَمَنْ كَفَرَ فَاِنَّ رَبِّيْ غَنِيٌّ كَرِيْمٌ ○

৪০। কিতাবের জ্ঞান যাহার ছিল, সে[১২৬৯] বলিল, 'আপনি চক্ষুর পলক ফেলিবার পূর্বেই আমি উহা আপনাকে আনিয়া দিব।' সুলায়মান যখন উহা সম্মুখে রক্ষিত অবস্থায় দেখিল তখন সে বলিল, 'ইহা আমার প্রতিপালকের অনুগ্রহ, যাহাতে তিনি আমাকে পরীক্ষা করিতে পারেন—আমি কৃতজ্ঞ না অকৃতজ্ঞ। যে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে, সে তো কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে নিজেরই কল্যাণের জন্য এবং যে অকৃতজ্ঞ, সে জানিয়া রাখুক[১২৭০] যে, আমার প্রতিপালক অভাবমুক্ত, মহানুভব।'

٤١- قَالَ نَكِّرُوْا لَهَا عَرْشَهَا نَنْظُرْ اَتَهْتَدِيْٓ اَمْ تَكُوْنُ مِنَ الَّذِيْنَ لَا يَهْتَدُوْنَ ○

৪১। সুলায়মান বলিল, 'তাহার সিংহাসনের আকৃতি অপরিচিত করিয়া বদলাইয়া দাও; দেখি সে সঠিক দিশা পায়, না সে বিভ্রান্তদের শামিল হয়;

٤٢- فَلَمَّا جَآءَتْ قِيْلَ اَهٰكَذَا عَرْشُكِ ۚ قَالَتْ كَاَنَّهٗ هُوَ ۚ وَاُوْتِيْنَا الْعِلْمَ مِنْ قَبْلِهَا وَكُنَّا مُسْلِمِيْنَ ○

৪২। সেই নারী যখন আসিল, তখন তাহাকে জিজ্ঞাসা করা হইল, 'তোমার সিংহাসন কি এইরূপই?' সে বলিল, 'ইহা তো যেন উহাই।' আমাদিগকে ইতিপূর্বেই প্রকৃত জ্ঞান দান করা হইয়াছে এবং আমরা আত্মসমর্পণও করিয়াছি।'

٤٣- وَصَدَّهَا مَا كَانَتْ تَّعْبُدُ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ ۚ اِنَّهَا كَانَتْ مِنْ قَوْمٍ كٰفِرِيْنَ ○

৪৩। আল্লাহ্‌র পরিবর্তে সে যাহার পূজা করিত তাহাই তাহাকে সত্য হইতে নিবৃত্ত করিয়াছে, সে ছিল কাফির সম্প্রদায়ের অন্তর্ভুক্ত।

১২৬৯। কথিত আছে যে, ইনি ছিলেন হযরত সুলায়মান (আ)-এর সাহাবী ও উযীর আসাফ ইব্‌ন বারাখ্‌য়া। তাঁহার তাওরাতের জ্ঞান ছিল। -জালালায়ন

১২৭০। 'সে জানিয়া রাখুক', এই কথাগুলি মূল আরবীতে উহ্য আছে।

٤٤- قِيْلَ لَهَا ادْخُلِي الصَّرْحَ ۚ فَلَمَّا رَاَتْهُ حَسِبَتْهُ لُجَّةً وَّكَشَفَتْ عَنْ سَاقَيْهَا ۗ قَالَ اِنَّهٗ صَرْحٌ مُّمَرَّدٌ مِّنْ قَوَارِيْرَ ۗ قَالَتْ رَبِّ اِنِّيْ ظَلَمْتُ نَفْسِيْ وَاَسْلَمْتُ مَعَ سُلَيْمٰنَ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ ۝

৪৪। তাহাকে বলা হইল, 'এই প্রাসাদে প্রবেশ কর।' যখন সে উহা দেখিল তখন সে উহাকে এক গভীর জলাশয় মনে করিল এবং সে তাহার পদদ্বয় অনাবৃত করিল। সুলায়মান বলিল, 'ইহা তো স্বচ্ছ স্ফটিক[১২৭১] মণ্ডিত প্রাসাদ।' সেই নারী বলিল, 'হে আমার প্রতিপালক! আমি তো নিজের প্রতি যুলুম করিয়াছিলাম, আমি সুলায়মানের সহিত জগতসমূহের প্রতিপালক আল্লাহ্‌র নিকট আত্মসমর্পণ করিতেছি।'

[৪]

٤٥- وَلَقَدْ اَرْسَلْنَآ اِلٰى ثَمُوْدَ اَخَاهُمْ صٰلِحًا اَنِ اعْبُدُوا اللّٰهَ فَاِذَا هُمْ فَرِيْقٰنِ يَخْتَصِمُوْنَ ۝

৪৫। আমি অবশ্যই ছামূদ সম্প্রদায়ের নিকট তাহাদের ভ্রাতা সালিহ্‌কে পাঠাইয়াছিলাম এই আদেশসহ ঃ 'তোমরা আল্লাহ্‌র 'ইবাদত কর,' কিন্তু উহারা দ্বিধাবিভক্ত হইয়া বিতর্কে লিপ্ত হইল।

٤٦- قَالَ يٰقَوْمِ لِمَ تَسْتَعْجِلُوْنَ بِالسَّيِّئَةِ قَبْلَ الْحَسَنَةِ ۚ لَوْلَا تَسْتَغْفِرُوْنَ اللّٰهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُوْنَ ۝

৪৬। সে বলিল, 'হে আমার সম্প্রদায়! তোমরা কেন কল্যাণের পূর্বে অকল্যাণ ত্বরান্বিত করিতে চাহিতেছ? কেন তোমরা আল্লাহ্‌র নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করিতেছ না, যাহাতে তোমরা অনুগ্রহভাজন হইতে পার?'

٤٧- قَالُوا اطَّيَّرْنَا بِكَ وَبِمَنْ مَّعَكَ ۗ قَالَ طٰٓئِرُكُمْ عِنْدَ اللّٰهِ بَلْ اَنْتُمْ قَوْمٌ تُفْتَنُوْنَ ۝

৪৭। উহারা বলিল, 'তোমাকে ও তোমার সংগে যাহারা আছে তাহাদিগকে আমরা অমংগলের কারণ মনে করি।' সালিহ্ বলিল, 'তোমাদের শুভাশুভ আল্লাহ্‌র ইখতিয়ারে, বস্তুত তোমরা এমন এক সম্প্রদায় যাহাদিগকে পরীক্ষা করা হইতেছে।'

১২৭১। প্রাসাদের মেঝে স্বচ্ছ কাঁচমণ্ডিত ছিল। দেখিতে পানি বলিয়া ভ্রম হইত। তাই রাণী বিলকীস কাপড় গুটাইয়া লইয়াছিলেন।

٤٨- وَ كَانَ فِي الْمَدِيْنَةِ تِسْعَةُ رَهْطٍ يُّفْسِدُوْنَ فِي الْاَرْضِ وَلَا يُصْلِحُوْنَ ○

৪৮। আর সেই শহরে ছিল এমন নয় ব্যক্তি[১২৭২], যাহারা দেশে বিপর্যয় সৃষ্টি করিত এবং সৎকর্ম করিত না।

٤٩- قَالُوْا تَقَاسَمُوْا بِاللّٰهِ لَنُبَيِّتَنَّهٗ وَاَهْلَهٗ ثُمَّ لَنَقُوْلَنَّ لِوَلِيِّهٖ مَا شَهِدْنَا مَهْلِكَ اَهْلِهٖ وَاِنَّا لَصٰدِقُوْنَ ○

৪৯। উহারা বলিল, 'তোমরা আল্লাহ্‌র নামে শপথ গ্রহণ কর, 'আমরা রাত্রিকালে তাহাকে ও তাহার পরিবার-পরিজনকে অবশ্যই আক্রমণ করিব; অতঃপর তাহার অভিভাবককে নিশ্চয় বলিব, 'তাহার পরিবার-পরিজনের হত্যা আমরা প্রত্যক্ষ করি নাই; আমরা অবশ্যই সত্যবাদী।'

٥٠- وَمَكَرُوْا مَكْرًا وَّمَكَرْنَا مَكْرًا وَّهُمْ لَا يَشْعُرُوْنَ ○

৫০। উহারা এক চক্রান্ত করিয়াছিল এবং আমিও এক কৌশল অবলম্বন করিলাম, কিন্তু উহারা বুঝিতে পারে নাই।

٥١- فَانْظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ مَكْرِهِمْ ۙ اَنَّا دَمَّرْنٰهُمْ وَقَوْمَهُمْ اَجْمَعِيْنَ ○

৫১। অতএব দেখ, উহাদের চক্রান্তের পরিণাম কী হইয়াছে—আমি অবশ্যই উহাদিগকে ও উহাদের সম্প্রদায়ের সকলকে ধ্বংস করিয়াছি।

٥٢- فَتِلْكَ بُيُوْتُهُمْ خَاوِيَةًۢ بِمَا ظَلَمُوْا ؕ اِنَّ فِيْ ذٰلِكَ لَاٰيَةً لِّقَوْمٍ يَّعْلَمُوْنَ ○

৫২। এই তো উহাদের ঘরবাড়ী—সীমালংঘনহেতু যাহা জনশূন্য অবস্থায় পড়িয়া আছে; ইহাতে জ্ঞানী সম্প্রদায়ের জন্য অবশ্যই নিদর্শন রহিয়াছে।

٥٣- وَاَنْجَيْنَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَكَانُوْا يَتَّقُوْنَ ○

৫৩। এবং যাহারা মু'মিন ও মুত্তাকী ছিল তাহাদিগকে আমি উদ্ধার করিয়াছি।

٥٤- وَلُوْطًا اِذْ قَالَ لِقَوْمِهٖۤ اَتَاْتُوْنَ الْفَاحِشَةَ وَاَنْتُمْ تُبْصِرُوْنَ ○

৫৪। স্মরণ কর লূতের কথা, সে তাহার সম্প্রদায়কে বলিয়াছিল, 'তোমরা জানিয়া-শুনিয়া কেন অশ্লীল কাজ করিতেছ,

٥٥- اَئِنَّكُمْ لَتَاْتُوْنَ الرِّجَالَ شَهْوَةً مِّنْ دُوْنِ النِّسَآءِ ؕ بَلْ اَنْتُمْ قَوْمٌ تَجْهَلُوْنَ ○

৫৫। 'তোমরা কি কামতৃপ্তির জন্য নারীকে ছাড়িয়া পুরুষে উপগত হইবে? তোমরা তো এক অজ্ঞ সম্প্রদায়।'

১২৭২। رهط দল, এখানে সে শহরের নয়টি দলের নয়জন নেতা, তাহারা ধনেজনে ও বলে শ্রেষ্ঠ ছিল। ইহারা সালিহ্‌ (আ)-কে তাঁহার পরিবার-পরিজনসহ হত্যা করিবার গোপন ষড়যন্ত্রে লিপ্ত ছিল। আল্লাহ্‌র ইচ্ছায় তাহাদের এই ষড়যন্ত্র বিফল হয় এবং তাহারা নিজেরাই ধ্বংস হইয়া যায়।

Contents

٥٦- فَمَا كَانَ جَوَابَ قَوْمِهٖٓ اِلَّآ اَنْ قَالُوْٓا اَخْرِجُوْٓا اٰلَ لُوْطٍ مِّنْ قَرْيَتِكُمْ ۚ اِنَّهُمْ اُنَاسٌ يَّتَطَهَّرُوْنَ ○

৫৬। উত্তরে তাহার সম্প্রদায় শুধু বলিল, 'লূত-পরিবারকে তোমাদের জনপদ হইতে বহিষ্কৃত কর, ইহারা তো এমন লোক যাহারা পবিত্র সাজিতে চাহে।'

٥٧- فَاَنْجَيْنٰهُ وَاَهْلَهٗٓ اِلَّا امْرَاَتَهٗ ز قَدَّرْنٰهَا مِنَ الْغٰبِرِيْنَ ○

৫৭। অতঃপর আমি তাহাকে ও তাহার পরিজনবর্গকে উদ্ধার করিলাম, তাহার স্ত্রী ব্যতীত, তাহাকে করিয়াছিলাম ধ্বংসপ্রাপ্তদের অন্তর্ভুক্ত।

٥٨- وَاَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ مَّطَرًا ۚ فَسَآءَ مَطَرُ الْمُنْذَرِيْنَ ○ ع

৫৮। তাহাদের উপর ভয়ংকর বৃষ্টি বর্ষণ করিয়াছিলাম; ভীতি প্রদর্শিতদের জন্য এই বর্ষণ ছিল কত নিকৃষ্ট।

[৫]

٥٩- قُلِ الْحَمْدُ لِلّٰهِ وَسَلٰمٌ عَلٰى عِبَادِهِ الَّذِيْنَ اصْطَفٰى ط آٰللّٰهُ خَيْرٌ اَمَّا يُشْرِكُوْنَ ○

৫৯। বল, 'সকল প্রশংসা আল্লাহ্‌রই এবং শান্তি তাঁহার মনোনীত বান্দাদের প্রতি!' শ্রেষ্ঠ কি আল্লাহ্‌, না উহারা যাহাদিগকে শরীক করে তাহারা?

বিংশতিতম পারা

٦٠- اَمَّنْ خَلَقَ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ
وَاَنْزَلَ لَكُمْ مِّنَ السَّمَآءِ مَآءً ۚ
فَاَنْۢبَتْنَا بِهٖ حَدَآئِقَ ذَاتَ بَهْجَةٍ ۚ
مَا كَانَ لَكُمْ اَنْ تُنْۢبِتُوْا شَجَرَهَا ؕ
ءَاِلٰهٌ مَّعَ اللّٰهِ ؕ
بَلْ هُمْ قَوْمٌ يَّعْدِلُوْنَ ۝

৬০। বরং তিনি, যিনি সৃষ্টি করিয়াছেন আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবী এবং আকাশ হইতে তোমাদের জন্য বর্ষণ করেন বৃষ্টি, অতঃপর আমি উহা দ্বারা মনোরম উদ্যান সৃষ্টি করি, উহার বৃক্ষাদি উদ্‌গত করিবার ক্ষমতা তোমাদের নাই। আল্লাহ্‌র সহিত অন্য কোন ইলাহ্ আছে কি? তবুও উহারা এমন এক সম্প্রদায় যাহারা সত্য বিচ্যুত হয়।

٦١- اَمَّنْ جَعَلَ الْاَرْضَ قَرَارًا
وَّجَعَلَ خِلٰلَهَآ اَنْهٰرًا وَّجَعَلَ لَهَا رَوَاسِيَ
وَجَعَلَ بَيْنَ الْبَحْرَيْنِ حَاجِزًا ؕ
ءَاِلٰهٌ مَّعَ اللّٰهِ ؕ
بَلْ اَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُوْنَ ۝

৬১। বরং তিনি, যিনি পৃথিবীকে করিয়াছেন বাসোপযোগী এবং উহার মাঝে মাঝে প্রবাহিত করিয়াছেন নদীনালা এবং উহাতে স্থাপন করিয়াছেন সুদৃঢ় পর্বত ও দুই দরিয়ার মধ্যে সৃষ্টি করিয়াছেন অন্তরায়; আল্লাহ্‌র সহিত অন্য কোন ইলাহ্ আছে কি? তবুও উহাদের অনেকেই জানে না।

٦٢- اَمَّنْ يُّجِيْبُ الْمُضْطَرَّ اِذَا دَعَاهُ
وَيَكْشِفُ السُّوْٓءَ وَيَجْعَلُكُمْ
خُلَفَآءَ الْاَرْضِ ؕ
ءَاِلٰهٌ مَّعَ اللّٰهِ ؕ
قَلِيْلًا مَّا تَذَكَّرُوْنَ ۝

৬২। বরং তিনি, যিনি আর্তের আহ্বানে সাড়া দেন, যখন সে তাঁহাকে ডাকে এবং বিপদ-আপদ দূরীভূত করেন এবং তোমাদিগকে পৃথিবীতে প্রতিনিধি করেন। আল্লাহ্‌র সহিত অন্য কোন ইলাহ্ আছে কি? তোমরা উপদেশ অতি সামান্যই গ্রহণ করিয়া থাক।

٦٣- اَمَّنْ يَّهْدِيْكُمْ فِيْ ظُلُمٰتِ الْبَرِّ
وَالْبَحْرِ وَمَنْ يُّرْسِلُ الرِّيٰحَ بُشْرًاۢ
بَيْنَ يَدَيْ رَحْمَتِهٖ ؕ ءَاِلٰهٌ مَّعَ اللّٰهِ ؕ
تَعٰلَى اللّٰهُ عَمَّا يُشْرِكُوْنَ ۝

৬৩। বরং তিনি, যিনি তোমাদিগকে স্থলের ও পানির অন্ধকারে পথ প্রদর্শন করেন এবং যিনি স্বীয় অনুগ্রহের প্রাক্কালে সুসংবাদবাহী বায়ু প্রেরণ করেন। আল্লাহ্‌র সহিত অন্য কোন ইলাহ্ আছে কি? উহারা যাহাকে শরীক করে আল্লাহ্ তাহা হইতে বহু ঊর্ধ্বে।

٦٤- اَمَّنْ يَّبْدَؤُا الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيْدُهٗ

৬৪। বরং তিনি, যিনি আদিতে সৃষ্টি করেন, অতঃপর উহার পুনরাবৃত্তি করিবেন এবং

وَمَنْ يَّرْزُقُكُمْ مِّنَ السَّمَآءِ وَالْاَرْضِ ءَاِلٰهٌ مَّعَ اللّٰهِ قُلْ هَاتُوْا بُرْهَانَكُمْ اِنْ كُنْتُمْ صٰدِقِيْنَ ○

যিনি তোমাদিগকে আকাশ ও পৃথিবী হইতে জীবনোপকরণ দান করেন। আল্লাহ্‌র সহিত অন্য কোন ইলাহ্ আছে কি? বল, তোমরা যদি সত্যবাদী হও তবে তোমাদের প্রমাণ পেশ কর।'

٦٥- قُلْ لَّا يَعْلَمُ مَنْ فِي السَّمٰوٰتِ وَ الْاَرْضِ الْغَيْبَ اِلَّا اللّٰهُ وَمَا يَشْعُرُوْنَ اَيَّانَ يُبْعَثُوْنَ ○

৬৫। বল, 'আল্লাহ্ ব্যতীত আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীতে কেহই অদৃশ্য বিষয়ের জ্ঞান রাখে না এবং উহারা জানে না উহারা কখন উত্থিত হইবে।'

٦٦- بَلِ ادّٰرَكَ عِلْمُهُمْ فِي الْاٰخِرَةِ بَلْ هُمْ فِيْ شَكٍّ مِّنْهَا بَلْ هُمْ مِّنْهَا عَمُوْنَ ○ ع

৬৬। আখিরাত সম্পর্কে উহাদের জ্ঞান তো নিঃশেষ[১২৭৩] হইয়াছে; উহারা তো এ বিষয়ে সন্দিগ্ধ, বরং এ বিষয়ে উহারা অন্ধ।

[৬]

٦٧- وَقَالَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْٓا ءَاِذَا كُنَّا تُرٰبًا وَّاٰبَآؤُنَآ اَئِنَّا لَمُخْرَجُوْنَ ○

৬৭। কাফিরগণ বলে, 'আমরা ও আমাদের পিতৃপুরুষেরা মৃত্তিকায় পর্যবসিত হইয়া গেলেও কি আমাদিগকে উত্থিত করা হইবে?

٦٨- لَقَدْ وُعِدْنَا هٰذَا نَحْنُ وَاٰبَآؤُنَا مِنْ قَبْلُ اِنْ هٰذَآ اِلَّآ اَسَاطِيْرُ الْاَوَّلِيْنَ ○

৬৮। 'এই বিষয়ে তো আমাদিগকে এবং পূর্বে আমাদের পূর্বপুরুষগণকেও ভীতি প্রদর্শন করা হইয়াছিল। ইহা তো পূর্ববর্তীদের উপকথা ব্যতীত আর কিছু নহে।'

٦٩- قُلْ سِيْرُوْا فِي الْاَرْضِ فَانْظُرُوْا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُجْرِمِيْنَ ○

৬৯। বল, 'পৃথিবীতে পরিভ্রমণ কর এবং দেখ অপরাধীদের পরিণাম কিরূপ হইয়াছে।'

٧٠- وَلَا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ وَلَا تَكُنْ فِيْ ضَيْقٍ مِّمَّا يَمْكُرُوْنَ ○

৭০। উহাদের সম্পর্কে তুমি দুঃখ করিও না এবং উহাদের ষড়যন্ত্রে মনঃক্ষুণ্ণ হইও না।

১২৭৩। সসীম জ্ঞান ও বুদ্ধির দ্বারা আখিরাত কি, তাহা জানা ও বুঝা সম্ভব হয় না। আখিরাতের জ্ঞান ওহীর মাধ্যমেই লাভ করা সম্ভব। আখিরাতের জ্ঞান না থাকায় অবিশ্বাসীরা কখনও ইহাকে অস্বীকার করে, আবার কখনও ইহার সম্বন্ধে সন্দেহ পোষণ করে।

৭১। উহারা বলে, 'তোমরা যদি সত্যবাদী হও তবে বল, কখন এই প্রতিশ্রুতি পূর্ণ হইবে?'

٧١- وَيَقُوْلُوْنَ مَتٰى هٰذَا الْوَعْدُ اِنْ كُنْتُمْ صٰدِقِيْنَ ○

৭২। বল, 'তোমরা যে বিষয় ত্বরান্বিত করিতে চাহিতেছ সম্ভবত তাহার কিছু তোমাদের নিকটবর্তী হইয়াছে।'

٧٢- قُلْ عَسٰى اَنْ يَّكُوْنَ رَدِفَ لَكُمْ بَعْضُ الَّذِيْ تَسْتَعْجِلُوْنَ ○

৭৩। নিশ্চয়ই তোমার প্রতিপালক মানুষের প্রতি অনুগ্রহশীল; কিন্তু উহাদের অধিকাংশই অকৃতজ্ঞ।

٧٣- وَاِنَّ رَبَّكَ لَذُوْ فَضْلٍ عَلَى النَّاسِ وَلٰكِنَّ اَكْثَرَهُمْ لَا يَشْكُرُوْنَ ○

৭৪। উহাদের অন্তর যাহা গোপন করে এবং উহারা যাহা প্রকাশ করে তাহা তোমার প্রতিপালক অবশ্যই জানেন।

٧٤- وَاِنَّ رَبَّكَ لَيَعْلَمُ مَا تُكِنُّ صُدُوْرُهُمْ وَمَا يُعْلِنُوْنَ ○

৭৫। আকাশে ও পৃথিবীতে এমন কোন গোপন রহস্য নাই, যাহা সুস্পষ্ট কিতাবে[১২৭৪] নাই।

٧٥- وَمَا مِنْ غَآئِبَةٍ فِى السَّمَآءِ وَالْاَرْضِ اِلَّا فِيْ كِتٰبٍ مُّبِيْنٍ ○

৭৬। বনী ইসরাঈল যেই সমস্ত বিষয়ে মতভেদ করে, এই কুরআন তাহার অধিকাংশ তাহাদের নিকট বিবৃত করে।

٧٦- اِنَّ هٰذَا الْقُرْاٰنَ يَقُصُّ عَلٰى بَنِيْٓ اِسْرَآءِيْلَ اَكْثَرَ الَّذِيْ هُمْ فِيْهِ يَخْتَلِفُوْنَ ○

৭৭। এবং নিশ্চয়ই ইহা মু'মিনদের জন্য হিদায়াত ও রহমত।

٧٧- وَاِنَّهٗ لَهُدًى وَّرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِيْنَ ○

৭৮। তোমার প্রতিপালক তো তাঁহার বিধান অনুযায়ী উহাদের মধ্যে ফায়সালা করিয়া দিবেন। তিনি পরাক্রমশালী, সর্বজ্ঞ।

٧٨- اِنَّ رَبَّكَ يَقْضِيْ بَيْنَهُمْ بِحُكْمِهٖ ۚ وَهُوَ الْعَزِيْزُ الْعَلِيْمُ ۚ○

৭৯। অতএব আল্লাহ্‌র উপর নির্ভর কর; তুমি তো স্পষ্ট সত্যে প্রতিষ্ঠিত।

٧٩- فَتَوَكَّلْ عَلَى اللّٰهِ ؕ اِنَّكَ عَلَى الْحَقِّ الْمُبِيْنِ ○

১২৭৪। অর্থাৎ লাওহে মাহ্‌ফূজে।

৮০। মৃতকে তো তুমি কথা শুনাইতে পারিবে না, বধিরকেও পারিবে না আহ্বান শুনাইতে, যখন উহারা পিঠ ফিরাইয়া চলিয়া যায়।

৮০- اِنَّكَ لَا تُسْمِعُ الْمَوْتٰى وَلَا تُسْمِعُ الصُّمَّ الدُّعَآءَ اِذَا وَلَّوْا مُدْبِرِيْنَ ○

৮১। তুমি অন্ধদিগকে[১২৭৫] উহাদের পথভ্রষ্টতা হইতে পথে আনিতে পারিবে না। তুমি শুনাইতে পারিবে কেবল তাহাদিগকে, যাহারা আমার নিদর্শনাবলীতে বিশ্বাস করে। আর তাহারাই আত্মসমর্পণকারী।

৮১- وَمَآ اَنْتَ بِهٰدِى الْعُمْىِ عَنْ ضَلٰلَتِهِمْ ۭ اِنْ تُسْمِعُ اِلَّا مَنْ يُّؤْمِنُ بِاٰيٰتِنَا فَهُمْ مُّسْلِمُوْنَ ○

৮২। যখন ঘোষিত শাস্তি উহাদের নিকট আসিবে তখন আমি মৃত্তিকাগর্ভ হইতে বাহির করিব এক জীব[১২৭৬], যাহা উহাদের সহিত কথা বলিবে, এইজন্য যে, মানুষ আমার নিদর্শনে অবিশ্বাসী।

৮২- وَاِذَا وَقَعَ الْقَوْلُ عَلَيْهِمْ اَخْرَجْنَا لَهُمْ دَآبَّةً مِّنَ الْاَرْضِ تُكَلِّمُهُمْ ۙ اَنَّ النَّاسَ كَانُوْا بِاٰيٰتِنَا لَا يُوْقِنُوْنَ ○

[৭]

৮৩। স্মরণ কর[১২৭৭] সেই দিনের কথা, যেই দিন আমি সমবেত করিব প্রত্যেক সম্প্রদায় হইতে এক-একটি দলকে, যাহারা আমার নিদর্শনাবলী প্রত্যাখ্যান করিত আর উহাদিগকে সারিবদ্ধ করা হইবে।

৮৩- وَيَوْمَ نَحْشُرُ مِنْ كُلِّ اُمَّةٍ فَوْجًا مِّمَّنْ يُّكَذِّبُ بِاٰيٰتِنَا فَهُمْ يُوْزَعُوْنَ ○

৮৪। যখন উহারা সমাগত হইবে তখন আল্লাহ্ উহাদিগকে বলিবেন, 'তোমরা কি আমার নিদর্শন প্রত্যাখ্যান করিয়াছিলে, অথচ উহা তোমরা জ্ঞানায়ত্ত করিতে পার নাই? বরং তোমরা আরও কিছু করিতেছিলে?'

৮৪- حَتّٰٓى اِذَا جَآءُوْ قَالَ اَكَذَّبْتُمْ بِاٰيٰتِىْ وَلَمْ تُحِيْطُوْا بِهَا عِلْمًا اَمَّاذَا كُنْتُمْ تَعْمَلُوْنَ ○

৮৫। সীমালংঘন হেতু উহাদের উপর ঘোষিত শাস্তি[১২৭৮] আসিয়া পড়িবে ; ফলে উহারা কিছুই বলিতে পারিবে না।

৮৫- وَوَقَعَ الْقَوْلُ عَلَيْهِمْ بِمَا ظَلَمُوْا فَهُمْ لَا يَنْطِقُوْنَ ○

১২৭৫। اعمى -এর বহুবচন্ عمى অর্থ অন্ধ। ইহাদের অন্তর অন্ধ। সত্য দেখে না ও বুঝে না। অন্যত্র ইরশাদ হইয়াছে, 'বস্তুত চক্ষু তো অন্ধ নয়, বরং অন্ধ হইতেছে বক্ষস্থিত হৃদয়'।-২২ ঃ ৪৬; আরও দ্র. ৭ ঃ ১৭৯।

১২৭৬। কিয়ামতের পূর্বে এই জীবের আবির্ভাব হইবে; উহা মানুষের সংগে কথা বলিবে। উহার আগমন কিয়ামতের একটি নিদর্শন। কাফিরগণ আল্লাহ্র বাণীতে বিশ্বাস করে নাই, কিন্তু অস্বাভাবিক জীবকে দেখিয়া ঈমান আনিবে। তখন তাহাদের ঈমান গ্রহণ করা হইবে না।

১২৭৭। 'স্মরণ কর' কথাটি মূল আরবীতে উহ্য আছে।

১২৭৮। এ স্থলে القول দ্বারা قول العذاب অর্থাৎ ঘোষিত শাস্তি বুঝাইতেছে।

Contents

٨٦- اَلَمْ يَرَوْا اَنَّا جَعَلْنَا الَّيْلَ لِيَسْكُنُوْا فِيْهِ وَالنَّهَارَ مُبْصِرًا ۭ اِنَّ فِيْ ذٰلِكَ لَاٰيٰتٍ لِّقَوْمٍ يُّؤْمِنُوْنَ ○

৮৬। উহারা কি অনুধাবন করে না যে, আমি রাত্রি সৃষ্টি করিয়াছি উহাদের বিশ্রামের জন্য এবং দিবসকে করিয়াছি আলোকপ্রদ? ইহাতে মু'মিন সম্প্রদায়ের জন্য অবশ্যই নিদর্শন রহিয়াছে।

٨٧- وَيَوْمَ يُنْفَخُ فِي الصُّوْرِ فَفَزِعَ مَنْ فِي السَّمٰوٰتِ وَمَنْ فِي الْاَرْضِ اِلَّا مَنْ شَاۗءَ اللّٰهُ ۭ وَكُلٌّ اَتَوْهُ دٰخِرِيْنَ ○

৮৭। এবং যেদিন শিংগায় ফুৎকার[১২৭৯] দেওয়া হইবে, সেই দিন আকাশমণ্ডলীর ও পৃথিবীর সকলেই ভীত-বিহবল হইয়া পড়িবে, তবে আল্লাহ্ যাহাদিগকে চাহিবেন তাহারা ব্যতীত এবং সকলেই তাঁহার নিকট আসিবে বিনীত অবস্থায়।

٨٨- وَتَرَى الْجِبَالَ تَحْسَبُهَا جَامِدَةً وَّهِيَ تَمُرُّ مَرَّ السَّحَابِ ۭ صُنْعَ اللّٰهِ الَّذِيْٓ اَتْقَنَ كُلَّ شَيْءٍ ۭ اِنَّهٗ خَبِيْرٌۢ بِمَا تَفْعَلُوْنَ ○

৮৮। তুমি পর্বতমালা দেখিতেছ, মনে করিতেছ, উহা অচল, অথচ উহারা হইবে মেঘপুঞ্জের[১২৮০] ন্যায় সঞ্চরমাণ। ইহা আল্লাহ্‌রই সৃষ্টি-নৈপুণ্য, যিনি সমস্ত কিছুকে করিয়াছেন সুষম। তোমরা যাহা কর সে সম্বন্ধে তিনি সম্যক অবগত।

٨٩- مَنْ جَاۗءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهٗ خَيْرٌ مِّنْهَا ۚ وَهُمْ مِّنْ فَزَعٍ يَّوْمَىِٕذٍ اٰمِنُوْنَ ○

৮৯। যে কেহ সৎকর্ম লইয়া আসিবে, সে উহা হইতে উৎকৃষ্ট প্রতিফল পাইবে এবং সেই দিন উহারা শঙ্কা হইতে নিরাপদ থাকিবে।

٩٠- وَمَنْ جَاۗءَ بِالسَّيِّئَةِ فَكُبَّتْ وُجُوْهُهُمْ فِي النَّارِ ۭ هَلْ تُجْزَوْنَ اِلَّا مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُوْنَ ○

৯০। যে কেহ অসৎকর্ম লইয়া আসিবে, তাহাকে অধোমুখে নিক্ষেপ করা হইবে অগ্নিতে এবং উহাদিগকে বলা হইবে[১২৮১], 'তোমরা যাহা করিতে তাহারই প্রতিফল তোমাদিগকে দেওয়া হইতেছে।'

٩١- اِنَّمَآ اُمِرْتُ اَنْ اَعْبُدَ رَبَّ هٰذِهِ الْبَلْدَةِ الَّذِيْ حَرَّمَهَا وَلَهٗ كُلُّ شَيْءٍ ۡ وَّاُمِرْتُ اَنْ اَكُوْنَ مِنَ الْمُسْلِمِيْنَ ○

৯১। আমি তো আদিষ্ট হইয়াছি এই নগরীর[১২৮২] প্রভুর 'ইবাদত করিতে, যিনি ইহাকে করিয়াছেন সম্মানিত। সমস্ত কিছু তাঁহারই। আমি আরও আদিষ্ট হইয়াছি, যেন আমি আত্মসমর্পণকারীদের অন্তর্ভুক্ত হই।

১২৭৯। ইহাই হইবে ইস্‌রাফীল (আ) কর্তৃক শিংগায় প্রথম ফুৎকার। দ্র. ৬৯ ঃ ১৩-১৪; ৩৯ ঃ ৬৮ আয়াতসমূহ।
১২৮০। শিংগায় যেদিন ফুৎকার দেওয়া হইবে সেই দিন।
১২৮১। 'উহাদিগকে বলা হইবে' কথাটি এ স্থলে উহ্য আছে।
১২৮২। অর্থাৎ মক্কা শরীফের حرام ,-নিষিদ্ধ, পবিত্র। মক্কাকে সম্মানিত করা হইয়াছে, যথা রক্তপাত করা, শিকার করা, যুলুম করা, বৃক্ষ কর্তন করা ইত্যাদি এখানে নিষিদ্ধ। যে এখানে প্রবেশ করে সে নিরাপদ। দ্র. ৯৫ ঃ ৩।

৯২। আমি আরও আদিষ্ট হইয়াছি, কুরআন তিলাওয়াত করিতে[১২৮৩]; অতএব যে ব্যক্তি সৎপথ অনুসরণ করে, সে সৎপথ অনুসরণ করে নিজেরই কল্যাণের জন্য। আর কেহ ভ্রান্ত পথ অবলম্বন করিলে তুমি বলিও, 'আমি তো কেবল সতর্ককারীদর মধ্যে একজন।'

٩٢-وَاَنْ اَتْلُوَا الْقُرْاٰنَ ۚ فَمَنِ اهْتَدٰى فَاِنَّمَا يَهْتَدِىْ لِنَفْسِهٖ ۚ وَمَنْ ضَلَّ فَقُلْ اِنَّمَآ اَنَا مِنَ الْمُنْذِرِيْنَ ○

৯৩। আর বল, 'সকল প্রশংসা আল্লাহ্‌রই, তিনি তোমাদিগকে সত্বর দেখাইবেন তাঁহার নিদর্শন[১২৮৪]; তখন তোমরা উহা বুঝিতে পারিবে।' তোমরা যাহা কর সে সম্বন্ধে তোমার প্রতিপালক গাফিল নহেন।

٩٣-وَقُلِ الْحَمْدُ لِلّٰهِ سَيُرِيْكُمْ اٰيٰتِهٖ فَتَعْرِفُوْنَهَا ۭ وَمَا رَبُّكَ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُوْنَ ○

২৮-সূরা কাসাস

৮৮ আয়াত, ৯ রুকূ', মক্কী

।। দয়াময়, পরম দয়ালু আল্লাহ্‌র নামে ।।

১। তা-সীন-মীম;

١-طٰسٓمّٓ ○

২। এই আয়াতগুলি সুস্পষ্ট কিতাবের।

٢-تِلْكَ اٰيٰتُ الْكِتٰبِ الْمُبِيْنِ ○

৩। আমি তোমার নিকট মূসা ও ফির'আওনের কিছু বৃত্তান্ত যথাযথভাবে বিবৃত করিতেছি, মু'মিন সম্প্রদায়ের উদ্দেশ্যে।
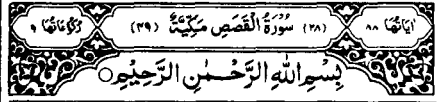
٣-نَتْلُوْا عَلَيْكَ مِنْ نَّبَاِ مُوْسٰى وَفِرْعَوْنَ بِالْحَقِّ لِقَوْمٍ يُّؤْمِنُوْنَ ○

৪। ফির'আওন দেশে[১২৮৫] পরাক্রমশালী হইয়াছিল এবং তথাকার অধিবাসীবৃন্দকে বিভিন্ন শ্রেণীতে বিভক্ত করিয়া উহাদের একটি শ্রেণীকে সে হীনবল করিয়াছিল; উহাদের পুত্রগণকে সে হত্যা করিত এবং নারীগণকে জীবিত থাকিতে দিত। সে তো ছিল বিপর্যয় সৃষ্টিকারী।

٤-اِنَّ فِرْعَوْنَ عَلَا فِى الْاَرْضِ وَجَعَلَ اَهْلَهَا شِيَعًا يَّسْتَضْعِفُ طَآئِفَةً مِّنْهُمْ يُذَبِّحُ اَبْنَآءَهُمْ وَيَسْتَحْيٖ نِسَآءَهُمْ ۭ اِنَّهٗ كَانَ مِنَ الْمُفْسِدِيْنَ ○

১২৮৩। লোকদিগকে শুনাইবার জন্য।

১২৮৪। বদরের যুদ্ধে আল্লাহ্‌র প্রতিশ্রুতি শাস্তি অথবা অন্যান্য নিদর্শন যাহা পৃথিবীতে অথবা আখিরাতে আল্লাহ্ দেখাইবেন।

১২৮৫। অর্থাৎ মিসরে।

৫। আমি ইচ্ছা করিলাম, সে দেশে যাহাদিগকে হীনবল করা হইয়াছিল, তাহাদের প্রতি অনুগ্রহ করিতে, তাহাদিগকে নেতৃত্ব দান করিতে ও উত্তরাধিকারী করিতে;

٥- وَنُرِيْدُ اَنْ نَّمُنَّ عَلَى الَّذِيْنَ
اسْتُضْعِفُوْا فِي الْاَرْضِ وَنَجْعَلَهُمْ اَئِمَّةً
وَّنَجْعَلَهُمُ الْوٰرِثِيْنَ ۙ

৬। এবং তাহাদিগকে দেশে ক্ষমতায় প্রতিষ্ঠিত করিতে, আর ফির'আওন, হামান ও তাহাদের বাহিনীকে তাহা দেখাইয়া দিতে, যাহা উহাদের[১২৮৬] নিকট তাহারা আশংকা করিত[১২৮৭]।

٦- وَنُمَكِّنَ لَهُمْ فِي الْاَرْضِ
وَنُرِيَ فِرْعَوْنَ وَهَامٰنَ وَجُنُوْدَهُمَا
مِنْهُمْ مَّا كَانُوْا يَحْذَرُوْنَ ○

৭। মূসা-জননীর অন্তরে আমি ইংগিতে নির্দেশ করিলাম, 'শিশুটিকে স্তন্য দান করিতে থাক। যখন তুমি তাহার সম্পর্কে কোন আশংকা করিবে তখন ইহাকে দরিয়ায় নিক্ষেপ করিও এবং ভয় করিও না, দুঃখও করিও না। আমি অবশ্যই ইহাকে তোমার নিকট ফিরাইয়া দিব এবং ইহাকে রাসূলদের একজন করিব।'

٧- وَاَوْحَيْنَآ اِلٰٓى اُمِّ مُوْسٰٓى
اَنْ اَرْضِعِيْهِ ۚ فَاِذَا خِفْتِ عَلَيْهِ
فَاَلْقِيْهِ فِي الْيَمِّ وَلَا تَخَافِيْ وَلَا تَحْزَنِيْ ۚ
اِنَّا رَآدُّوْهُ اِلَيْكِ وَجَاعِلُوْهُ مِنَ
الْمُرْسَلِيْنَ ○

৮। অতঃপর ফির'আওনের লোকজন তাহাকে[১২৮৮] উঠাইয়া লইল। ইহার পরিণাম তো এই ছিল যে, সে উহাদের শত্রু ও দুঃখের কারণ হইবে। ফির'আওন, হামান ও উহাদের বাহিনী ছিল অপরাধী।

٨- فَالْتَقَطَهٗٓ اٰلُ فِرْعَوْنَ
لِيَكُوْنَ لَهُمْ عَدُوًّا وَّ حَزَنًا ۭ
اِنَّ فِرْعَوْنَ وَهَامٰنَ
وَجُنُوْدَهُمَا كَانُوْا خٰطِـِٕيْنَ ○

৯। ফির'আওনের স্ত্রী বলিল, 'এই শিশু আমার ও তোমার নয়ন-প্রীতিকর। ইহাকে হত্যা করিও না, সে আমাদের উপকারে আসিতে পারে, আমরা তাহাকে সন্তান হিসাবেও গ্রহণ করিতে পারি।' প্রকৃতপক্ষে উহারা ইহার পরিণাম[১২৮৯] বুঝিতে পারে নাই।

٩- وَقَالَتِ امْرَاَتُ فِرْعَوْنَ قُرَّتُ عَيْنٍ
لِّيْ وَلَكَ ۭ لَا تَقْتُلُوْهُ ۖ
عَسٰٓى اَنْ يَّنْفَعَنَآ اَوْ نَتَّخِذَهٗ وَلَدًا
وَّهُمْ لَا يَشْعُرُوْنَ ○

১২৮৬। অর্থাৎ বনী ইস্রাঈলের নিকট হইতে।
১২৮৭। তাহাদের সংখ্যা ও শক্তি বৃদ্ধির কারণে ফির'আওন রাজ্য হারাইবার আশংকা করিয়াছিল।
১২৮৮। অর্থাৎ শিশু মূসাকে।
১২৮৯। 'ইহার পরিণাম' এইরূপ একটি কথা এখানে উহ্য আছে।

১০। মূসা-জননীর হৃদয় অস্থির হইয়া পড়িয়াছিল। যাহাতে সে আস্থাশীল হয় তজ্জন্য আমি তাহার হৃদয়কে দৃঢ় করিয়া না দিলে সে তাহার পরিচয় তো প্রকাশ করিয়াই দিত।

١٠- وَاَصْبَحَ فُؤَادُ اُمِّ مُوْسٰى فٰرِغًا ۭ اِنْ كَادَتْ لَتُبْدِيْ بِهٖ لَوْلَآ اَنْ رَّبَطْنَا عَلٰى قَلْبِهَا لِتَكُوْنَ مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ ○

১১। সে মূসার ভগ্নিকে বলিল, 'ইহার পিছনে পিছনে যাও।' সে উহাদের অজ্ঞাতসারে দূর হইতে তাহাকে দেখিতেছিল।

١١- وَقَالَتْ لِاُخْتِهٖ قُصِّيْهِ ز فَبَصُرَتْ بِهٖ عَنْ جُنُبٍ وَّهُمْ لَا يَشْعُرُوْنَ ○

১২। পূর্ব হইতেই আমি ধাত্রী-স্তন্যপানে তাহাকে বিরত রাখিয়াছিলাম। মূসার ভগ্নি বলিল, 'তোমাদিগকে কি আমি এমন এক পরিবারের সন্ধান দিব যাহারা তোমাদের হইয়া ইহাকে লালন-পালন করিবে এবং ইহার মঙ্গলকামী হইবে?'

١٢- وَحَرَّمْنَا عَلَيْهِ الْمَرَاضِعَ مِنْ قَبْلُ فَقَالَتْ هَلْ اَدُلُّكُمْ عَلٰٓى اَهْلِ بَيْتٍ يَّكْفُلُوْنَهٗ لَكُمْ وَهُمْ لَهٗ نٰصِحُوْنَ ○

১৩। অতঃপর আমি তাহাকে ফিরাইয়া দিলাম তাহার জননীর নিকট যাহাতে তাহার চক্ষু জুড়ায়, সে দুঃখ না করে এবং বুঝিতে পারে যে, আল্লাহ্‌র প্রতিশ্রুতি সত্য; কিন্তু অধিকাংশ মানুষই ইহা জানে না।

١٣- فَرَدَدْنٰهُ اِلٰٓى اُمِّهٖ كَيْ تَقَرَّ عَيْنُهَا وَلَا تَحْزَنَ وَلِتَعْلَمَ اَنَّ وَعْدَ اللّٰهِ حَقٌّ وَّلٰكِنَّ اَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُوْنَ ○

[২]

১৪। যখন মূসা পূর্ণ যৌবনে উপনীত ও পরিণত বয়স্ক হইল তখন আমি তাহাকে হিকমত ও জ্ঞান দান করিলাম; এইভাবে আমি সৎকর্মপরায়ণদিগকে পুরস্কার প্রদান করিয়া থাকি।

١٤- وَلَمَّا بَلَغَ اَشُدَّهٗ وَاسْتَوٰٓى اٰتَيْنٰهُ حُكْمًا وَّعِلْمًا ۭ وَكَذٰلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِيْنَ ○

১৫। সে নগরীতে প্রবেশ করিল, যখন ইহার অধিবাসীরা ছিল অসতর্ক। সেথায় সে দুইটি লোককে সংঘর্ষে লিপ্ত দেখিল, একজন তাহার নিজ দলের এবং অপর জন তাহার শত্রুদলের। মূসার দলের লোকটি উহার শত্রুর বিরুদ্ধে তাহার সাহায্য প্রার্থনা করিল, তখন মূসা উহাকে ঘুষি মারিল; এইভাবে সে তাহাকে হত্যা

١٥- وَدَخَلَ الْمَدِيْنَةَ عَلٰى حِيْنِ غَفْلَةٍ مِّنْ اَهْلِهَا فَوَجَدَ فِيْهَا رَجُلَيْنِ يَقْتَتِلٰنِ ۤ هٰذَا مِنْ شِيْعَتِهٖ وَهٰذَا مِنْ عَدُوِّهٖ ۚ فَاسْتَغَاثَهُ الَّذِيْ مِنْ شِيْعَتِهٖ عَلَى الَّذِيْ مِنْ عَدُوِّهٖ ۙ فَوَكَزَهٗ مُوْسٰى فَقَضٰى عَلَيْهِ ۤ

قَالَ هٰذَا مِنْ عَمَلِ الشَّيْطٰنِ ۖ اِنَّهٗ عَدُوٌّ مُّضِلٌّ مُّبِيْنٌ ○

করিয়া বসিল। মূসা বলিল, 'ইহা শয়তানের কাণ্ড। সে তো প্রকাশ্য শত্রু ও বিভ্রান্তিকারী।'

١٦- قَالَ رَبِّ اِنِّيْ ظَلَمْتُ نَفْسِيْ فَاغْفِرْ لِيْ فَغَفَرَ لَهٗ ۖ اِنَّهٗ هُوَ الْغَفُوْرُ الرَّحِيْمُ ○

১৬। সে বলিল, 'হে আমার প্রতিপালক! আমি তো আমার নিজের প্রতি যুলুম করিয়াছি; সুতরাং আমাকে ক্ষমা কর।' অতঃপর তিনি তাহাকে ক্ষমা করিলেন। তিনি তো ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।

١٧- قَالَ رَبِّ بِمَآ اَنْعَمْتَ عَلَيَّ فَلَنْ اَكُوْنَ ظَهِيْرًا لِّلْمُجْرِمِيْنَ ○

১৭। সে আরও বলিল, 'হে আমার প্রতিপালক! তুমি যেহেতু আমার প্রতি অনুগ্রহ করিয়াছ, আমি কখনও অপরাধীদের সাহায্যকারী হইব না।'

١٨- فَاَصْبَحَ فِي الْمَدِيْنَةِ خَآئِفًا يَّتَرَقَّبُ فَاِذَا الَّذِي اسْتَنْصَرَهٗ بِالْاَمْسِ يَسْتَصْرِخُهٗ ۖ قَالَ لَهٗ مُوْسٰٓى اِنَّكَ لَغَوِيٌّ مُّبِيْنٌ ○

১৮। অতঃপর ভীত সতর্ক অবস্থায় সেই নগরীতে তাহার প্রভাত হইল। হঠাৎ সে শুনিতে পাইল পূর্বদিন যে ব্যক্তি তাহার সাহায্য চাহিয়াছিল, সে তাহার সাহায্যের জন্য চীৎকার করিতেছে। মূসা তাহাকে বলিল, 'তুমি তো স্পষ্টই একজন বিভ্রান্ত ব্যক্তি।'

١٩- فَلَمَّآ اَنْ اَرَادَ اَنْ يَّبْطِشَ بِالَّذِيْ هُوَ عَدُوٌّ لَّهُمَا ۙ قَالَ يٰمُوْسٰٓى اَتُرِيْدُ اَنْ تَقْتُلَنِيْ كَمَا قَتَلْتَ نَفْسًۢا بِالْاَمْسِ ۖ اِنْ تُرِيْدُ اِلَّآ اَنْ تَكُوْنَ جَبَّارًا فِي الْاَرْضِ وَمَا تُرِيْدُ اَنْ تَكُوْنَ مِنَ الْمُصْلِحِيْنَ ○

১৯। অতঃপর মূসা যখন উভয়ের[১২৯০] শত্রুকে ধরিতে উদ্যত হইল, তখন সে ব্যক্তি বলিয়া উঠিল, 'হে মূসা! গতকল্য তুমি যেমন এক ব্যক্তিকে হত্যা করিয়াছ, সেভাবে আমাকেও কি হত্যা করিতে চাহিতেছ? তুমি তো পৃথিবীতে স্বেচ্ছাচারী হইতে চাহিতেছ, শান্তি স্থাপনকারী হইতে চাহ না!'

٢٠- وَجَآءَ رَجُلٌ مِّنْ اَقْصَا الْمَدِيْنَةِ يَسْعٰى ۫ قَالَ يٰمُوْسٰٓى اِنَّ الْمَلَاَ يَاْتَمِرُوْنَ بِكَ لِيَقْتُلُوْكَ

২০। নগরীর দূর প্রান্ত হইতে এক ব্যক্তি ছুটিয়া আসিল ও বলিল, 'হে মূসা! পারিষদবর্গ[১২৯১] তোমাকে হত্যা করিবার পরামর্শ করিতেছে। সুতরাং তুমি

১২৯০। অর্থাৎ হযরত মূসা (আ) ও ইস্‌রাঈলী ব্যক্তিটির শত্রু এক কিব্‌তীকে।
১২৯১। অর্থাৎ ফির'আওনের পারিষদবর্গ।

فَاخْرُجْ اِنِّيْ لَكَ مِنَ النّٰصِحِيْنَ ○

বাহিরে[১২৯২] চলিয়া যাও, আমি তো তোমার মঙ্গলকামী।'

٢١- فَخَرَجَ مِنْهَا خَآئِفًا يَّتَرَقَّبُ ز قَالَ رَبِّ نَجِّنِيْ مِنَ الْقَوْمِ الظّٰلِمِيْنَ ○ ع

২১। ভীত সতর্ক অবস্থায় সে তথা হইতে বাহির হইয়া পড়িল এবং বলিল, 'হে আমার প্রতিপালক! তুমি যালিম সম্প্রদায় হইতে আমাকে রক্ষা কর।'

[৩]

٢٢- وَلَمَّا تَوَجَّهَ تِلْقَآءَ مَدْيَنَ قَالَ عَسٰى رَبِّيْٓ اَنْ يَّهْدِيَنِيْ سَوَآءَ السَّبِيْلِ ○

২২। যখন মূসা মাদইয়ান অভিমুখে যাত্রা করিল তখন বলিল, 'আশা করি আমার প্রতিপালক আমাকে সরল পথ প্রদর্শন করিবেন।'

٢٣- وَلَمَّا وَرَدَ مَآءَ مَدْيَنَ وَجَدَ عَلَيْهِ اُمَّةً مِّنَ النَّاسِ يَسْقُوْنَ ۞ وَوَجَدَ مِنْ دُوْنِهِمُ امْرَاَتَيْنِ تَذُوْدٰنِ ج قَالَ مَا خَطْبُكُمَا ط قَالَتَا لَا نَسْقِيْ حَتّٰى يُصْدِرَ الرِّعَآءُ سكتة وَاَبُوْنَا شَيْخٌ كَبِيْرٌ ○

২৩। যখন সে মাদইয়ানের কূপের নিকট পৌঁছিল, দেখিল, একদল লোক তাহাদের জানোয়ারগুলিকে পানি পান করাইতেছে এবং উহাদের পশ্চাতে দুইজন নারী তাহাদের পশুগুলিকে আগ্‌লাইতেছে। মূসা বলিল, 'তোমাদের কী ব্যাপার?' উহারা বলিল, 'আমরা আমাদের জানোয়ারগুলিকে পানি পান করাইতে পারি না, যতক্ষণ রাখালেরা উহাদের জানোয়ারগুলিকে লইয়া সরিয়া না যায়। আমাদের পিতা অতি বৃদ্ধ।'

٢٤- فَسَقٰى لَهُمَا ثُمَّ تَوَلّٰىٓ اِلَى الظِّلِّ فَقَالَ رَبِّ اِنِّيْ لِمَآ اَنْزَلْتَ اِلَيَّ مِنْ خَيْرٍ فَقِيْرٌ ○

২৪। মূসা তখন উহাদের পক্ষে জানোয়ারগুলিকে পানি পান করাইল। তৎপর সে ছায়ার নীচে আশ্রয় গ্রহণ করিয়া বলিল, 'হে আমার প্রতিপালক! তুমি আমার প্রতি যে অনুগ্রহ করিবে আমি তাহার কাঙ্গাল।'

٢٥- فَجَآءَتْهُ اِحْدٰىهُمَا تَمْشِيْ عَلَى اسْتِحْيَآءٍ ز

২৫। তখন নারীদ্বয়ের একজন শরম-জড়িত চরণে তাহার নিকট আসিল এবং বলিল,

১২৯২। মিসর হইতে বাহিরে।

‘আমার পিতা আপনাকে আমন্ত্রণ করিতেছেন, আমাদের জানোয়ারগুলিকে পানি পান করাইবার পারিশ্রমিক দেওয়ার জন্য।’ অতঃপর মূসা তাহার নিকট আসিয়া সমস্ত বৃত্তান্ত বর্ণনা করিলে সে বলিল, ‘ভয় করিও না, তুমি যালিম সম্প্রদায়ের কবল হইতে বাঁচিয়া গিয়াছ।’

قَالَتْ اِنَّ اَبِیْ یَدْعُوْكَ لِیَجْزِیَكَ اَجْرَ مَا سَقَیْتَ لَنَا ؕ فَلَمَّا جَآءَهٗ وَ قَصَّ عَلَیْهِ الْقَصَصَ ۙ قَالَ لَا تَخَفْ ٚ نَجَوْتَ مِنَ الْقَوْمِ الظّٰلِمِیْنَ ۝

২৬। উহাদের একজন বলিল, ‘হে পিতা! তুমি ইহাকে মজুর নিযুক্ত কর, কারণ তোমার মজুর হিসাবে উত্তম হইবে সেই ব্যক্তি, যে শক্তিশালী, বিশ্বস্ত।’

٢٦- قَالَتْ اِحْدٰىهُمَا یٰۤاَبَتِ اسْتَاْجِرْهُ ۫ اِنَّ خَیْرَ مَنِ اسْتَاْجَرْتَ الْقَوِیُّ الْاَمِیْنُ ۝

২৭। সে মূসাকে বলিল, ‘আমি আমার এই কন্যাদ্বয়ের একজনকে তোমার সহিত বিবাহ দিতে চাই, এই শর্তে যে, তুমি আট বৎসর আমার কাজ করিবে, যদি তুমি দশ বৎসর পূর্ণ কর, সে তোমার ইচ্ছা। আমি তোমাকে কষ্ট দিতে চাহি না। আল্লাহ্ ইচ্ছা করিলে তুমি আমাকে সদাচারী পাইবে।’

٢٧- قَالَ اِنِّیْۤ اُرِیْدُ اَنْ اُنْكِحَكَ اِحْدَى ابْنَتَیَّ هٰتَیْنِ عَلٰۤى اَنْ تَاْجُرَنِیْ ثَمٰنِیَ حِجَجٍ ۚ فَاِنْ اَتْمَمْتَ عَشْرًا فَمِنْ عِنْدِكَ ۚ وَ مَاۤ اُرِیْدُ اَنْ اَشُقَّ عَلَیْكَ ؕ سَتَجِدُنِیْۤ اِنْ شَآءَ اللّٰهُ مِنَ الصّٰلِحِیْنَ ۝

২৮। মূসা বলিল, ‘আমার ও আপনার মধ্যে এই চুক্তিই রহিল। এই দুইটি মেয়াদের কোন একটি আমি পূর্ণ করিলে আমার বিরুদ্ধে কোন অভিযোগ থাকিবে না। আমরা যে বিষয়ে কথা বলিতেছি আল্লাহ্ তাহার সাক্ষী।’

٢٨- قَالَ ذٰلِكَ بَیْنِیْ وَ بَیْنَكَ ؕ اَیَّمَا الْاَجَلَیْنِ قَضَیْتُ فَلَا عُدْوَانَ عَلَیَّ ؕ وَ اللّٰهُ عَلٰى مَا نَقُوْلُ وَكِیْلٌ ۝ ع

[৪]

২৯। মূসা যখন তাহার মেয়াদ পূর্ণ করিবার পর সপরিবারে যাত্রা করিল, তখন সে তূর পর্বতের দিকে আগুন[১২৯৩] দেখিতে পাইল। সে তাহার পরিজনবর্গকে বলিল, ‘তোমরা অপেক্ষা কর, আমি আগুন দেখিয়াছি, সম্ভবত আমি সেথা হইতে তোমাদের জন্য খবর আনিতে পারি

٢٩- فَلَمَّا قَضٰى مُوْسَى الْاَجَلَ وَ سَارَ بِاَهْلِهٖۤ اٰنَسَ مِنْ جَانِبِ الطُّوْرِ نَارًا ۚ قَالَ لِاَهْلِهِ امْكُثُوْۤا اِنِّیْۤ اٰنَسْتُ نَارًا لَّعَلِّیْۤ اٰتِیْكُمْ مِّنْهَا بِخَبَرٍ

১২৯৩। দ্র. ২০ ঃ ১০-১২; ২৬ ঃ ৭ ও ৮ আয়াতসমূহ।

أَوْ جَذْوَةٍ مِّنَ النَّارِ
لَعَلَّكُمْ تَصْطَلُوْنَ ۝

অথবা একখণ্ড জ্বলন্ত কাষ্ঠ আনিতে পারি যাহাতে তোমরা আগুন পোহাইতে পার।'

٣٠- فَلَمَّآ أَتٰىهَا نُوْدِيَ
مِنْ شَاطِئِ الْوَادِ الْأَيْمَنِ
فِي الْبُقْعَةِ الْمُبٰرَكَةِ مِنَ الشَّجَرَةِ
أَنْ يّٰمُوْسٰىٓ إِنِّيْٓ أَنَا اللّٰهُ رَبُّ الْعٰلَمِيْنَ ۝

৩০। যখন মূসা আগুনের নিকট পৌঁছিল তখন উপত্যকার[১২৯৪] দক্ষিণ পার্শ্বে পবিত্র ভূমিস্থিত এক বৃক্ষের দিক হইতে তাহাকে আহ্বান করিয়া বলা হইল, 'হে মূসা! আমিই আল্লাহ্, জগতসমূহের প্রতিপালক;'

٣١- وَأَنْ أَلْقِ عَصَاكَ ۚ فَلَمَّا رَاٰهَا
تَهْتَزُّ كَأَنَّهَا جَآنٌّ وَّلّٰى مُدْبِرًا
وَّلَمْ يُعَقِّبْ ۚ يٰمُوْسٰىٓ أَقْبِلْ وَلَا تَخَفْ ۖ
إِنَّكَ مِنَ الْاٰمِنِيْنَ ۝

৩১। আরও বলা হইল, 'তুমি তোমার যষ্টি নিক্ষেপ কর।' অতঃপর, যখন সে উহাকে সর্পের ন্যায় ছুটাছুটি করিতে দেখিল তখন পিছনের দিকে ছুটিতে লাগিল এবং ফিরিয়া তাকাইল না। তাহাকে বলা হইল, 'হে মূসা! সম্মুখে আইস, ভয় করিও না; তুমি তো নিরাপদ।

٣٢- اُسْلُكْ يَدَكَ فِيْ جَيْبِكَ تَخْرُجْ بَيْضَآءَ
مِنْ غَيْرِ سُوْٓءٍ ۫ وَّاضْمُمْ إِلَيْكَ جَنَاحَكَ
مِنَ الرَّهْبِ فَذٰنِكَ بُرْهَانٰنِ مِنْ رَّبِّكَ
إِلٰى فِرْعَوْنَ وَمَلَا۟ئِهٖ ۚ
إِنَّهُمْ كَانُوْا قَوْمًا فٰسِقِيْنَ ۝

৩২। 'তোমার হাত তোমার বগলে[১২৯৫] রাখ, ইহা বাহির হইয়া আসিবে শুভ্র-সমুজ্জ্বল নির্দোষ হইয়া। ভয় দূর করিবার জন্য তোমার হস্তদ্বয় নিজের দিকে[১২৯৬] চাপিয়া ধর। এই দুইটি তোমার প্রতিপালক প্রদত্ত প্রমাণ, ফির'আওন ও তাহার পারিষদবর্গের জন্য। উহারা তো সত্যত্যাগী সম্প্রদায়।

٣٣- قَالَ رَبِّ إِنِّيْ قَتَلْتُ
مِنْهُمْ نَفْسًا فَأَخَافُ أَنْ يَّقْتُلُوْنِ ۝

৩৩। মূসা বলিল, 'হে আমার প্রতিপালক! আমি তো উহাদের একজনকে হত্যা করিয়াছি। ফলে আমি আশংকা করিতেছি উহারা আমাকে হত্যা করিবে।

٣٤- وَأَخِيْ هٰرُوْنُ هُوَ أَفْصَحُ مِنِّيْ لِسَانًا
فَأَرْسِلْهُ مَعِيَ رِدْاً يُّصَدِّقُنِيْٓ ۫

৩৪। 'আমার ভ্রাতা হারূন আমা অপেক্ষা বাগ্মী; অতএব তাহাকে আমার সাহায্যকারী-রূপে প্রেরণ কর, সে আমাকে সমর্থন

১২৯৪। অন্যত্র উপত্যকাটির নাম طوى উল্লিখিত হইয়াছে; দ্র. ২০ ঃ ১২ আয়াত।
১২৯৫। দ্র. ২৭ ঃ ১২ আয়াত।
১২৯৬। অর্থাৎ নিজ বক্ষের উপরে।

إِنِّيٓ أَخَافُ أَن يُكَذِّبُونِ ۝

করিবে। আমি আশংকা করি উহারা আমাকে মিথ্যাবাদী বলিবে।'

٣٥- قَالَ سَنَشُدُّ عَضُدَكَ بِأَخِيكَ وَنَجۡعَلُ لَكُمَا سُلۡطَٰنًا فَلَا يَصِلُونَ إِلَيۡكُمَا ۚ بِـَٔايَٰتِنَآ ۚ أَنتُمَا وَمَنِ ٱتَّبَعَكُمَا ٱلۡغَٰلِبُونَ ۝

৩৫। আল্লাহ্ বলিলেন, 'আমি তোমার ভ্রাতার দ্বারা তোমার বাহু শক্তিশালী করিব এবং তোমাদের উভয়কে প্রাধান্য দান করিব। উহারা তোমাদের নিকট পৌঁছিতে পারিবে না।[১২৯৭] তোমরা এবং তোমাদের অনুসারীরা আমার নিদর্শনবলে উহাদের উপর প্রবল হইবে।'

٣٦- فَلَمَّا جَآءَهُم مُّوسَىٰ بِـَٔايَٰتِنَا بَيِّنَٰتٍ قَالُواْ مَا هَٰذَآ إِلَّا سِحۡرٌ مُّفۡتَرًى وَمَا سَمِعۡنَا بِهَٰذَا فِيٓ ءَابَآئِنَا ٱلۡأَوَّلِينَ ۝

৩৬। মূসা যখন উহাদের নিকট আমার সুস্পষ্ট নিদর্শনগুলি লইয়া আসিল, উহারা বলিল, 'ইহা তো অলীক ইন্দ্রজাল মাত্র! আমাদের পূর্বপুরুষগণের কালে কখনও এইরূপ কথা শুনি নাই।'

٣٧- وَقَالَ مُوسَىٰ رَبِّيٓ أَعۡلَمُ بِمَن جَآءَ بِٱلۡهُدَىٰ مِنۡ عِندِهِۦ وَمَن تَكُونُ لَهُۥ عَٰقِبَةُ ٱلدَّارِ ۖ إِنَّهُۥ لَا يُفۡلِحُ ٱلظَّٰلِمُونَ ۝

৩৭। মূসা বলিল, 'আমার প্রতিপালক সম্যক অবগত, কে তাঁহার নিকট হইতে পথ-নির্দেশ আনিয়াছে এবং আখিরাতে কাহার পরিণাম শুভ হইবে। যালিমরা কখনো সফলকাম হইবে না।'

٣٨- وَقَالَ فِرۡعَوۡنُ يَٰٓأَيُّهَا ٱلۡمَلَأُ مَا عَلِمۡتُ لَكُم مِّنۡ إِلَٰهٍ غَيۡرِي فَأَوۡقِدۡ لِي يَٰهَٰمَٰنُ عَلَى ٱلطِّينِ فَٱجۡعَل لِّي صَرۡحًا لَّعَلِّيٓ أَطَّلِعُ إِلَىٰٓ إِلَٰهِ مُوسَىٰ وَإِنِّي لَأَظُنُّهُۥ مِنَ ٱلۡكَٰذِبِينَ ۝

৩৮। ফির'আওন বলিল, 'হে পারিষদবর্গ! আমি ব্যতীত তোমাদের অন্য কোন ইলাহ্ আছে বলিয়া জানি না! হে হামান! তুমি আমার জন্য ইট পোড়াও এবং একটি সুউচ্চ প্রাসাদ তৈয়ার কর; হয়ত আমি ইহাতে উঠিয়া মূসার ইলাহ্কে দেখিতে পারি। তবে আমি অবশ্য মনে করি সে মিথ্যাবাদী।'

٣٩- وَٱسۡتَكۡبَرَ هُوَ وَجُنُودُهُۥ فِي ٱلۡأَرۡضِ بِغَيۡرِ ٱلۡحَقِّ وَظَنُّوٓاْ أَنَّهُمۡ إِلَيۡنَا لَا يُرۡجَعُونَ ۝

৩৯। ফির'আওন ও তাহার বাহিনী অন্যায়ভাবে পৃথিবীতে অহংকার করিয়াছিল এবং উহারা মনে করিয়াছিল যে, উহারা আমার নিকট প্রত্যাবর্তিত হইবে না।

১২৯৭। ক্ষতি করার উদ্দেশ্যে।

Contents

٤٠- فَاَخَذْنٰهُ وَجُنُوْدَهٗ فَنَبَذْنٰهُمْ فِي الْيَمِّ ۚ فَانْظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الظّٰلِمِيْنَ ○

৪০। অতএব আমি তাহাকে ও তাহার বাহিনীকে ধরিলাম এবং তাহাদিগকে সমুদ্রে নিক্ষেপ করিলাম।[১২৯৮] দেখ, যালিমদের পরিণাম কি হইয়া থাকে!

٤١- وَجَعَلْنٰهُمْ اَئِمَّةً يَّدْعُوْنَ اِلَى النَّارِ ۚ وَيَوْمَ الْقِيٰمَةِ لَا يُنْصَرُوْنَ ○

৪১। উহাদিগকে আমি নেতা করিয়াছিলাম; উহারা লোকদিগকে জাহান্নামের দিকে আহ্বান করিত; কিয়ামতের দিন উহাদিগকে সাহায্য করা হইবে না।

٤٢- وَاَتْبَعْنٰهُمْ فِيْ هٰذِهِ الدُّنْيَا لَعْنَةً ۚ وَيَوْمَ الْقِيٰمَةِ هُمْ مِّنَ الْمَقْبُوْحِيْنَ ○

৪২। এই পৃথিবীতে আমি উহাদের পশ্চাতে লাগাইয়া দিয়াছি অভিসম্পাত এবং কিয়ামতের দিন উহারা হইবে ঘৃণিত।

[৫]

٤٣- وَلَقَدْ اٰتَيْنَا مُوْسَى الْكِتٰبَ مِنْۢ بَعْدِ مَآ اَهْلَكْنَا الْقُرُوْنَ الْاُوْلٰى بَصَآئِرَ لِلنَّاسِ وَهُدًى وَّرَحْمَةً لَّعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُوْنَ ○

৪৩। আমি তো পূর্ববর্তী বহু মানবগোষ্ঠীকে বিনাশ করিবার পর মূসাকে দিয়াছিলাম কিতাব, মানবজাতির জন্য জ্ঞান-বর্তিকা, পথনির্দেশ ও অনুগ্রহস্বরূপ, যাহাতে উহারা উপদেশ গ্রহণ করে।

٤٤- وَمَا كُنْتَ بِجَانِبِ الْغَرْبِيِّ اِذْ قَضَيْنَآ اِلٰى مُوْسَى الْاَمْرَ وَمَا كُنْتَ مِنَ الشّٰهِدِيْنَ ○

৪৪। মূসাকে যখন আমি বিধান দিয়াছিলাম তখন তুমি পশ্চিম প্রান্তে[১২৯৯] উপস্থিত ছিলে না এবং তুমি প্রত্যক্ষদর্শীও ছিলে না।

٤٥- وَلٰكِنَّآ اَنْشَاْنَا قُرُوْنًا فَتَطَاوَلَ عَلَيْهِمُ الْعُمُرُ ۚ وَمَا كُنْتَ ثَاوِيًا فِيْٓ اَهْلِ مَدْيَنَ تَتْلُوْا عَلَيْهِمْ اٰيٰتِنَا ۙ وَلٰكِنَّا كُنَّا مُرْسِلِيْنَ ○

৪৫। বস্তুত আমি অনেক মানবগোষ্ঠীর আবির্ভাব ঘটাইয়াছিলাম; অতঃপর উহাদের বহু যুগ অতিবাহিত হইয়া গিয়াছে। তুমি তো মাদইয়ানবাসীদের মধ্যে বিদ্যমান ছিলে না উহাদের নিকট আমার আয়াত আবৃত্তি করিবার জন্য। আমিই তো ছিলাম রাসূল প্রেরণকারী।

১২৯৮। দ্র. ২ ঃ ৫০; ৭ ঃ ১৩৬; ৮ ঃ ৫৪; ১৭ ঃ ১০৩ ইত্যাদি আয়াতসমূহ।
১২৯৯। তূর পাহাড় বা তূওয়া উপত্যকার প্রান্তে।

٤٦- وَمَا كُنْتَ بِجَانِبِ الطُّوْرِ اِذْ نَادَيْنَا وَلٰكِنْ رَّحْمَةً مِّنْ رَّبِّكَ لِتُنْذِرَ قَوْمًا مَّآ اَتٰىهُمْ مِّنْ نَّذِيْرٍ مِّنْ قَبْلِكَ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُوْنَ ○

৪৬। মূসাকে যখন আমি আহ্বান করিয়াছিলাম তখন তুমি তূর পর্বতপার্শ্বে উপস্থিত ছিলে না। বস্তুত ইহা[১৩০০] তোমার প্রতিপালকের নিকট হইতে দয়াস্বরূপ, যাহাতে তুমি এমন এক সম্প্রদায়কে সতর্ক করিতে পার, যাহাদের নিকট তোমার পূর্বে কোন সতর্ককারী আসে নাই, যেন উহারা উপদেশ গ্রহণ করে;

٤٧- وَلَوْلَآ اَنْ تُصِيْبَهُمْ مُّصِيْبَةٌۢ بِمَا قَدَّمَتْ اَيْدِيْهِمْ فَيَقُوْلُوْا رَبَّنَا لَوْلَآ اَرْسَلْتَ اِلَيْنَا رَسُوْلًا فَنَتَّبِعَ اٰيٰتِكَ وَنَكُوْنَ مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ ○

৪৭। রাসূল না পাঠাইলে উহাদের কৃতকার্যের জন্য উহাদের কোন বিপদ হইলে উহারা বলিত, 'হে আমাদের প্রতিপালক! তুমি আমাদের নিকট কোন রাসূল প্রেরণ করিলে না কেন? করিলে আমরা তোমার নিদর্শন মানিয়া চলিতাম এবং আমরা হইতাম মু'মিন।'

٤٨- فَلَمَّا جَآءَهُمُ الْحَقُّ مِنْ عِنْدِنَا قَالُوْا لَوْلَآ اُوْتِيَ مِثْلَ مَآ اُوْتِيَ مُوْسٰى ۭ اَوَلَمْ يَكْفُرُوْا بِمَآ اُوْتِيَ مُوْسٰى مِنْ قَبْلُ ۚ قَالُوْا سِحْرٰنِ تَظٰهَرَا ۣ وَقَالُوْٓا اِنَّا بِكُلٍّ كٰفِرُوْنَ ○

৪৮। অতঃপর যখন আমার নিকট হইতে উহাদের নিকট সত্য আসিল, উহারা বলিতে লাগিল, 'মূসাকে যেরূপ দেওয়া হইয়াছিল, তাহাকে[১৩০১] সেরূপ দেওয়া হইল না কেন?' কিন্তু পূর্বে মূসাকে যাহা দেওয়া হইয়াছিল তাহা কি উহারা অস্বীকার করে নাই? উহারা বলিয়াছিল, 'দুইটিই জাদু, একে অপরকে সমর্থন করে।' এবং উহারা বলিয়াছিল, 'আমরা সকলকেই[১৩০২] প্রত্যাখ্যান করি।'

٤٩- قُلْ فَأْتُوْا بِكِتٰبٍ مِّنْ عِنْدِ اللّٰهِ هُوَ اَهْدٰى مِنْهُمَآ اَتَّبِعْهُ اِنْ كُنْتُمْ صٰدِقِيْنَ ○

৪৯। বল, 'তোমরা সত্যবাদী হইলে আল্লাহ্‌র নিকট হইতে এক কিতাব আনয়ন কর, যাহা পথনির্দেশে এতদুভয়[১৩০৩] হইতে উৎকৃষ্টতর হইবে; আমি সে কিতাব অনুসরণ করিব।'

১৩০০। অর্থাৎ ওহী যাহা আল্লাহ্ রাসূল কারীম (সাঃ)-এর নিকট প্রেরণ করিয়া তাঁহাকে এমন সকল বিষয়ের সংবাদ প্রদান করিয়াছেন যাহা তিনি জানিতেন না।
১৩০১। অর্থাৎ হযরত মুহাম্মাদ (সাঃ)-কে।
১৩০২। অর্থাৎ সকল নবী ও রাসূলকে।
১৩০৩। অর্থাৎ তাওরাত ও কুরআন হইতে।

৫০। অতঃপর উহারা যদি তোমার আহ্বানে সাড়া না দেয়, তাহা হইলে জানিবে উহারা তো কেবল নিজেদের খেয়াল-খুশীর অনুসরণ করে। আল্লাহ্‌র পথনির্দেশ অগ্রাহ্য করিয়া যে ব্যক্তি নিজ খেয়াল-খুশীর অনুসরণ করে তাহা অপেক্ষা অধিক বিভ্রান্ত আর কে? আল্লাহ্ যালিম সম্প্রদায়কে পথনির্দেশ করেন না।

٥٠- فَاِنْ لَّمْ يَسْتَجِيْبُوْا لَكَ فَاعْلَمْ اَنَّمَا يَتَّبِعُوْنَ اَهْوَآءَهُمْ ۭ وَمَنْ اَضَلُّ مِمَّنِ اتَّبَعَ هَوٰىهُ بِغَيْرِ هُدًى مِّنَ اللّٰهِ ۭ اِنَّ اللّٰهَ لَا يَهْدِى الْقَوْمَ الظّٰلِمِيْنَ ۝ ع

[৬]

৫১। আমি তো উহাদের নিকট পরপর বাণী পৌঁছাইয়া দিয়াছি; যাহাতে উহারা উপদেশ গ্রহণ করে।

٥١- وَلَقَدْ وَصَّلْنَا لَهُمُ الْقَوْلَ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُوْنَ ۝

৫২। ইহার পূর্বে আমি যাহাদিগকে কিতাব দিয়াছিলাম, তাহারা ইহাতে বিশ্বাস করে।[১৩০৪]

٥٢- اَلَّذِيْنَ اٰتَيْنٰهُمُ الْكِتٰبَ مِنْ قَبْلِهٖ هُمْ بِهٖ يُؤْمِنُوْنَ ۝ النصف

৫৩। যখন উহাদের নিকট ইহা আবৃত্তি করা হয় তখন উহারা বলে, 'আমরা ইহাতে ঈমান আনি, ইহা আমাদের প্রতিপালক হইতে আগত সত্য। আমরা তো পূর্বেও আত্মসমর্পণকারী ছিলাম;

٥٣- وَاِذَا يُتْلٰى عَلَيْهِمْ قَالُوْٓا اٰمَنَّا بِهٖٓ اِنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَّبِّنَآ اِنَّا كُنَّا مِنْ قَبْلِهٖ مُسْلِمِيْنَ ۝

৫৪। উহাদিগকে দুইবার পারিশ্রমিক প্রদান করা হইবে, যেহেতু উহারা ধৈর্যশীল এবং উহারা ভালর দ্বারা মন্দের মুকাবিলা করে ও আমি উহাদিগকে যে রিয্ক দিয়াছি তাহা হইতে উহারা ব্যয় করে।

٥٤- اُولٰٓئِكَ يُؤْتَوْنَ اَجْرَهُمْ مَّرَّتَيْنِ بِمَا صَبَرُوْا وَيَدْرَءُوْنَ بِالْحَسَنَةِ السَّيِّئَةَ وَمِمَّا رَزَقْنٰهُمْ يُنْفِقُوْنَ ۝

৫৫। উহারা যখন অসার বাক্য শ্রবণ করে তখন উহারা তাহা উপেক্ষা করিয়া চলে এবং বলে, 'আমাদের কাজের ফল আমাদের জন্য এবং তোমাদের কাজের ফল তোমাদের জন্য; তোমাদের প্রতি

٥٥- وَاِذَا سَمِعُوا اللَّغْوَ اَعْرَضُوْا عَنْهُ وَقَالُوْا لَنَآ اَعْمَالُنَا وَلَكُمْ اَعْمَالُكُمْ ز

১৩০৪। ইয়াহূদীদের মধ্যে 'আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন সালাম (রা.) ও অন্যান্য এবং আবিসিনিয়া ও সিরিয়ার কিছু খৃস্টান।- জালালায়ন

Contents

سَلٰمٌ عَلَيْكُمْ ز لَا نَبْتَغِى الْجٰهِلِيْنَ ○

'সালাম'। আমরা অজ্ঞদের সংগ চাহি না।'

٥٦- اِنَّكَ لَا تَهْدِىْ مَنْ اَحْبَبْتَ وَلٰكِنَّ اللّٰهَ يَهْدِىْ مَنْ يَّشَآءُ ج وَهُوَ اَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِيْنَ ○

৫৬। তুমি যাহাকে ভালবাস, ইচ্ছা করিলেই[১৩০৫] তাহাকে সৎপথে আনিতে পারিবে না। তবে আল্লাহ্ই যাহাকে ইচ্ছা সৎপথে আনয়ন করেন এবং তিনিই ভাল জানেন সৎপথ অনুসারীদিগকে।

٥٧- وَقَالُوْٓا اِنْ نَّتَّبِعِ الْهُدٰى مَعَكَ نُتَخَطَّفْ مِنْ اَرْضِنَا ط اَوَلَمْ نُمَكِّنْ لَّهُمْ حَرَمًا اٰمِنًا يُّجْبٰٓى اِلَيْهِ ثَمَرٰتُ كُلِّ شَىْءٍ رِّزْقًا مِّنْ لَّدُنَّا وَلٰكِنَّ اَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُوْنَ ○

৫৭। উহারা বলে, 'আমরা যদি তোমার সহিত সৎপথ অনুসরণ করি তবে আমাদিগকে দেশ হইতে উৎখাত করা হইবে।' আমি কি উহাদিগকে এক নিরাপদ হারামে[১৩০৬] প্রতিষ্ঠিত করি নাই, যেখানে সর্বপ্রকার ফলমূল আমদানী হয় আমার দেওয়া রিয্ক স্বরূপ? কিন্তু উহাদের অধিকাংশই ইহা জানে না।

٥٨- وَكَمْ اَهْلَكْنَا مِنْ قَرْيَةٍۭ بَطِرَتْ مَعِيْشَتَهَا ج فَتِلْكَ مَسٰكِنُهُمْ لَمْ تُسْكَنْ مِّنْۢ بَعْدِهِمْ اِلَّا قَلِيْلًا ط وَكُنَّا نَحْنُ الْوٰرِثِيْنَ ○

৫৮। কত জনপদকে আমি ধ্বংস করিয়াছি যাহার বাসিন্দারা নিজেদের ভোগ-সম্পদের দম্ভ করিত! এইগুলিই তো উহাদের ঘরবাড়ী; উহাদের পর এইগুলিতে লোকজন সামান্যই বসবাস করিয়াছে। আর আমি তো চূড়ান্ত মালিকানার অধিকারী!

٥٩- وَمَا كَانَ رَبُّكَ مُهْلِكَ الْقُرٰى حَتّٰى يَبْعَثَ فِىْٓ اُمِّهَا رَسُوْلًا يَّتْلُوْا عَلَيْهِمْ اٰيٰتِنَا ج وَمَا كُنَّا مُهْلِكِى الْقُرٰٓى اِلَّا وَاَهْلُهَا ظٰلِمُوْنَ ○

৫৯। তোমার প্রতিপালক জনপদসমূহকে ধ্বংস করেন না উহার কেন্দ্রে তাঁহার আয়াত আবৃত্তি করিবার জন্য রাসূল প্রেরণ না করিয়া এবং আমি জনপদসমূহকে তখনই ধ্বংস করি যখন ইহার বাসিন্দারা যুলুম করে।

٦٠- وَمَآ اُوْتِيْتُمْ مِّنْ شَىْءٍ فَمَتَاعُ الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا وَزِيْنَتُهَا ج وَمَا عِنْدَ اللّٰهِ خَيْرٌ وَّاَبْقٰى ط اَفَلَا تَعْقِلُوْنَ ○ ع

৬০। তোমাদিগকে যাহা কিছু দেওয়া হইয়াছে তাহা তো পার্থিব জীবনের ভোগ ও শোভা এবং যাহা আল্লাহ্র নিকট আছে তাহা উত্তম ও স্থায়ী। তোমরা কি অনুধাবন করিবে না?

১৩০৫। 'ইচ্ছা করিলেই' কথাটি আয়াতের মর্ম স্পষ্ট করিবার জন্য তরজমায় ব্যবহৃত হইয়াছে।

১৩০৬। حرم -নিষিদ্ধ, পবিত্র। নির্দিষ্ট সীমানা দ্বারা চিহ্নিত মক্কার পবিত্র স্থানকে 'হারাম' বলা হয়, এই স্থানে কিছু কিছু বৈধ কাজও নিষিদ্ধ। দ্র. ২৭ ঃ ৯১ আয়াত।

[৭]

٦١- اَفَمَنْ وَّعَدْنٰهُ وَعْدًا حَسَنًا فَهُوَ لَاقِيْهِ كَمَنْ مَّتَّعْنٰهُ مَتَاعَ الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا ثُمَّ هُوَ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ مِنَ الْمُحْضَرِيْنَ ○

৬১। যাহাকে আমি উত্তম পুরস্কারের প্রতিশ্রুতি দিয়াছি, যাহা সে পাইবে, সে কি ঐ ব্যক্তির সমান যাহাকে আমি পার্থিব জীবনের ভোগ-সম্ভার দিয়াছি, যাহাকে পরে কিয়ামতের দিন হাযির করা হইবে?[১৩০৭]

٦٢- وَيَوْمَ يُنَادِيْهِمْ فَيَقُوْلُ اَيْنَ شُرَكَآءِىَ الَّذِيْنَ كُنْتُمْ تَزْعُمُوْنَ ○

৬২। এবং সেই দিন তিনি উহাদিগকে আহ্বান করিয়া বলিবেন, 'তোমরা যাহাদিগকে আমার শরীক গণ্য করিতে, তাহারা কোথায়?'

٦٣- قَالَ الَّذِيْنَ حَقَّ عَلَيْهِمُ الْقَوْلُ رَبَّنَا هٰٓؤُلَآءِ الَّذِيْنَ اَغْوَيْنَا ۚ اَغْوَيْنٰهُمْ كَمَا غَوَيْنَا ۚ تَبَرَّاْنَآ اِلَيْكَ ز مَا كَانُوْٓا اِيَّانَا يَعْبُدُوْنَ ○

৬৩। যাহাদের জন্য শাস্তি অবধারিত হইয়াছে তাহারা বলিবে, 'হে আমাদের প্রতিপালক! ইহাদিগকেই আমরা বিভ্রান্ত করিয়াছিলাম; ইহাদিগকে বিভ্রান্ত করিয়াছিলাম যেমন আমরা বিভ্রান্ত হইয়াছিলাম; আপনার সমীপে আমরা দায়িত্ব হইতে অব্যাহতি চাহিতেছি।[১৩০৮] ইহারা তো আমাদের 'ইবাদত করিত না।'

٦٤- وَقِيْلَ ادْعُوْا شُرَكَآءَكُمْ فَدَعَوْهُمْ فَلَمْ يَسْتَجِيْبُوْا لَهُمْ وَرَاَوُا الْعَذَابَ ۚ لَوْ اَنَّهُمْ كَانُوْا يَهْتَدُوْنَ ○

৬৪। উহাদিগকে বলা হইবে, 'তোমাদের দেবতাগুলিকে আহ্বান কর।' তখন ইহারা উহাদিগকে ডাকিবে। কিন্তু উহারা ইহাদের ডাকে সাড়া দিবে না। ইহারা শাস্তি প্রত্যক্ষ করিবে। হায়! ইহারা যদি সৎপথ অনুসরণ করিত।

٦٥- وَيَوْمَ يُنَادِيْهِمْ فَيَقُوْلُ مَاذَآ اَجَبْتُمُ الْمُرْسَلِيْنَ ○

৬৫। আর সেই দিন আল্লাহ্ ইহাদিগকে ডাকিয়া বলিবেন, 'তোমরা রাসূলগণকে কী জবাব দিয়াছিলে?'

১৩০৭। শাস্তি প্রদানের জন্য অপরাধীরূপে।

১৩০৮। অর্থাৎ ইহাদের দুষ্কর্মের জন্য আমাদিগকে দায়ী করিবেন না, ইহারা নিজেদের খেয়াল-খুশীর অনুসরণ করিয়াছে।

٦٦-فَعَمِيَتْ عَلَيْهِمُ الْاَنْۢبَآءُ يَوْمَىِٕذٍ فَهُمْ لَا يَتَسَآءَلُوْنَ ○

৬৬। সেই দিন সকল তথ্য[১৩০৯] তাহাদের নিকট হইতে বিলুপ্ত হইবে এবং ইহারা একে অপরকে জিজ্ঞাসাবাদও করিতে পারিবে না।

٦٧-فَاَمَّا مَنْ تَابَ وَاٰمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَعَسٰٓى اَنْ يَّكُوْنَ مِنَ الْمُفْلِحِيْنَ○

৬৭। তবে যে ব্যক্তি তাওবা করিয়াছিল এবং ঈমান আনিয়াছিল ও সৎকর্ম করিয়াছিল, আশা করা যায় সে সাফল্য অর্জনকারীদের অন্তর্ভুক্ত হইবে।

٦٨-وَرَبُّكَ يَخْلُقُ مَا يَشَآءُ وَيَخْتَارُ ؕ مَا كَانَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ ؕ سُبْحٰنَ اللّٰهِ وَتَعٰلٰى عَمَّا يُشْرِكُوْنَ ○

৬৮। তোমার প্রতিপালক যাহা ইচ্ছা সৃষ্টি করেন এবং যাহাকে ইচ্ছা মনোনীত করেন, ইহাতে উহাদের কোন হাত নাই। আল্লাহ্ পবিত্র, মহান এবং উহারা যাহাকে শরীক করে তাহা হইতে তিনি ঊর্ধ্বে!

٦٩-وَرَبُّكَ يَعْلَمُ مَا تُكِنُّ صُدُوْرُهُمْ وَمَا يُعْلِنُوْنَ ○

৬৯। আর তোমার প্রতিপালক জানেন ইহাদের অন্তর যাহা গোপন করে এবং ইহারা যাহা ব্যক্ত করে।

٧٠-وَهُوَ اللّٰهُ لَآ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ ؕ لَهُ الْحَمْدُ فِى الْاُوْلٰى وَالْاٰخِرَةِ ۫ وَلَهُ الْحُكْمُ وَاِلَيْهِ تُرْجَعُوْنَ ○

৭০। তিনিই আল্লাহ্, তিনি ব্যতীত কোন ইলাহ্ নাই, দুনিয়া ও আখিরাতে সমস্ত প্রশংসা তাঁহারই; বিধান তাঁহারই; তোমরা তাঁহারই দিকে প্রত্যাবর্তিত হইবে।

٧١-قُلْ اَرَءَيْتُمْ اِنْ جَعَلَ اللّٰهُ عَلَيْكُمُ الَّيْلَ سَرْمَدًا اِلٰى يَوْمِ الْقِيٰمَةِ مَنْ اِلٰهٌ غَيْرُ اللّٰهِ يَاْتِيْكُمْ بِضِيَآءٍ ؕ اَفَلَا تَسْمَعُوْنَ ○

৭১। বল, 'তোমরা ভাবিয়া দেখিয়াছ কি, আল্লাহ্ যদি রাত্রিকে কিয়ামতের দিন পর্যন্ত স্থায়ী করেন, আল্লাহ্ ব্যতীত এমন কোন্ ইলাহ্ আছে, যে তোমাদিগকে আলোক আনিয়া দিতে পারে? তবুও কি তোমরা কর্ণপাত করিবে না?'

٧٢-قُلْ اَرَءَيْتُمْ اِنْ جَعَلَ اللّٰهُ عَلَيْكُمُ النَّهَارَ سَرْمَدًا اِلٰى يَوْمِ الْقِيٰمَةِ مَنْ اِلٰهٌ غَيْرُ اللّٰهِ يَاْتِيْكُمْ بِلَيْلٍ

৭২। বল, 'তোমরা ভাবিয়া দেখিয়াছ কি, আল্লাহ্ যদি দিবসকে কিয়ামতের দিন পর্যন্ত স্থায়ী করেন, আল্লাহ্ ব্যতীত এমন কোন্ ইলাহ্ আছে, যে তোমাদের জন্য রাত্রির আবির্ভাব ঘটাইবে যাহাতে

১৩০৯। আত্মপক্ষ সমর্থনের জন্য যেই সকল তথ্য প্রয়োজন।

تَسْكُنُوْنَ فِيْهِ ؕ اَفَلَا تُبْصِرُوْنَ ○

তোমরা বিশ্রাম করিতে পার? তবুও কি তোমরা ভাবিয়া দেখিবে না?'

٧٣- وَمِنْ رَّحْمَتِهٖ جَعَلَ لَكُمُ الَّيْلَ وَالنَّهَارَ لِتَسْكُنُوْا فِيْهِ وَلِتَبْتَغُوْا مِنْ فَضْلِهٖ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُوْنَ ○

৭৩। তিনিই তাঁহার দয়ায় তোমাদের জন্য করিয়াছেন রজনী ও দিবস, যেন উহাতে তোমরা বিশ্রাম করিতে পার এবং তাঁহার অনুগ্রহ সন্ধান করিতে পার এবং কৃতজ্ঞতা প্রকাশ কর।

٧٤- وَيَوْمَ يُنَادِيْهِمْ فَيَقُوْلُ اَيْنَ شُرَكَآءِيَ الَّذِيْنَ كُنْتُمْ تَزْعُمُوْنَ ○

৭৪। সেই দিন তিনি উহাদিগকে আহ্বান করিয়া বলিবেন, 'তোমরা যাহাদিগকে আমার শরীক গণ্য করিতে তাহারা কোথায়?'

٧٥- وَنَزَعْنَا مِنْ كُلِّ اُمَّةٍ شَهِيْدًا فَقُلْنَا هَاتُوْا بُرْهَانَكُمْ فَعَلِمُوْٓا اَنَّ الْحَقَّ لِلّٰهِ وَضَلَّ عَنْهُمْ مَّا كَانُوْا يَفْتَرُوْنَ ○ ع

৭৫। প্রত্যেক সম্প্রদায় হইতে আমি একজন সাক্ষী বাহির করিয়া আনিব এবং বলিব, 'তোমাদের প্রমাণ উপস্থিত কর।' তখন উহারা জানিতে পারিবে, ইলাহ্ হইবার অধিকার আল্লাহ্‌রই এবং উহারা যাহা উদ্ভাবন করিত তাহা উহাদের নিকট হইতে অন্তর্হিত হইবে।

[৮]

٧٦- اِنَّ قَارُوْنَ كَانَ مِنْ قَوْمِ مُوْسٰى فَبَغٰى عَلَيْهِمْ ۪ وَاٰتَيْنٰهُ مِنَ الْكُنُوْزِ مَآ اِنَّ مَفَاتِحَهٗ لَتَنُوْٓاُ بِالْعُصْبَةِ اُولِى الْقُوَّةِ ۗ اِذْ قَالَ لَهٗ قَوْمُهٗ لَا تَفْرَحْ اِنَّ اللّٰهَ لَا يُحِبُّ الْفَرِحِيْنَ ○

৭৬। কারূন[১৩১০] ছিল মূসার সম্প্রদায়ভুক্ত, কিন্তু সে তাহাদের প্রতি ঔদ্ধত্য প্রকাশ করিয়াছিল। আমি তাহাকে দান করিয়াছিলাম এমন ধনভাণ্ডার যাহার চাবিগুলি বহন করা একদল বলবান লোকের পক্ষেও কষ্টসাধ্য ছিল। স্মরণ কর, তাহার সম্প্রদায় তাহাকে বলিয়াছিল, 'দম্ভ করিও না, নিশ্চয় আল্লাহ্ দাম্ভিকদিগকে পসন্দ করেন না।

٧٧- وَابْتَغِ فِيْمَآ اٰتٰىكَ اللّٰهُ الدَّارَ الْاٰخِرَةَ وَلَا تَنْسَ نَصِيْبَكَ مِنَ الدُّنْيَا

৭৭। 'আল্লাহ্ যাহা তোমাকে দিয়াছেন তদ্দ্বারা আখিরাতের আবাস অনুসন্ধান কর এবং দুনিয়া হইতে তোমার অংশ ভুলিও না[১৩১১]; তুমি অনুগ্রহ কর যেমন আল্লাহ্

১৩১০। কারূন ছিল হযরত মূসা (আ)-এর চাচাত ভাই (দ্র. ২৯ ঃ ৩৯ ও ৪০ ঃ ২৪ আয়াতদ্বয়) ফির'আওনের অন্যতম পারিষদ; কার্পণ্যের জন্য বিশেষভাবে খ্যাত।

১৩১১। বৈধভাবে অর্জন ও ব্যয় কর এবং আখিরাতের জন্য পুণ্য সঞ্চয় কর।

وَاَحْسِنْ كَمَآ اَحْسَنَ اللّٰهُ اِلَيْكَ وَلَا تَبْغِ الْفَسَادَ فِى الْاَرْضِ ؕ اِنَّ اللّٰهَ لَا يُحِبُّ الْمُفْسِدِيْنَ ○

তোমার প্রতি অনুগ্রহ করিয়াছেন এবং পৃথিবীতে বিপর্যয় সৃষ্টি করিতে চাহিও না। আল্লাহ্ বিপর্যয় সৃষ্টিকারীকে ভালবাসেন না।'

٧٨- قَالَ اِنَّمَآ اُوْتِيْتُهٗ عَلٰى عِلْمٍ عِنْدِىْ ؕ اَوَلَمْ يَعْلَمْ اَنَّ اللّٰهَ قَدْ اَهْلَكَ مِنْ قَبْلِهٖ مِنَ الْقُرُوْنِ مَنْ هُوَ اَشَدُّ مِنْهُ قُوَّةً وَّاَكْثَرُ جَمْعًا ؕ وَلَا يُسْـَٔلُ عَنْ ذُنُوْبِهِمُ الْمُجْرِمُوْنَ ○

৭৮। সে বলিল, 'এই সম্পদ আমি আমার জ্ঞানবলে প্রাপ্ত হইয়াছি।' সে কি জানিত না আল্লাহ্ তাহার পূর্বে ধ্বংস করিয়াছেন বহু মানবগোষ্ঠীকে যাহারা তাহা অপেক্ষা শক্তিতে ছিল প্রবল, জনসংখ্যায় ছিল অধিক? অপরাধীদিগকে উহাদের অপরাধ সম্পর্কে প্রশ্ন করা হইবে না।[১৩১২]

٧٩- فَخَرَجَ عَلٰى قَوْمِهٖ فِىْ زِيْنَتِهٖ ؕ قَالَ الَّذِيْنَ يُرِيْدُوْنَ الْحَيٰوةَ الدُّنْيَا يٰلَيْتَ لَنَا مِثْلَ مَآ اُوْتِىَ قَارُوْنُ ۙ اِنَّهٗ لَذُوْ حَظٍّ عَظِيْمٍ ○

৭৯। কারূন তাহার সম্প্রদায়ের সম্মুখে উপস্থিত হইয়াছিল জাঁকজমক সহকারে। যাহারা পার্থিব জীবন কামনা করিত তাহারা বলিল, 'আহা, কারূনকে যেইরূপ দেওয়া হইয়াছে আমাদিগকেও যদি তাহা দেওয়া হইত! প্রকৃতই সে মহাভাগ্যবান।'

٨٠- وَقَالَ الَّذِيْنَ اُوْتُوا الْعِلْمَ وَيْلَكُمْ ثَوَابُ اللّٰهِ خَيْرٌ لِّمَنْ اٰمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا ۚ وَلَا يُلَقّٰهَآ اِلَّا الصّٰبِرُوْنَ ○

৮০। এবং যাহাদিগকে জ্ঞান দেওয়া হইয়াছিল তাহারা বলিল, 'ধিক তোমাদিগকে! যাহারা ঈমান আনে ও সৎকর্ম করে তাহাদের জন্য আল্লাহ্‌র পুরস্কারই শ্রেষ্ঠ এবং ধৈর্যশীল ব্যতীত ইহা কেহ পাইবে না।'

٨١- فَخَسَفْنَا بِهٖ وَبِدَارِهِ الْاَرْضَ قف فَمَا كَانَ لَهٗ مِنْ فِئَةٍ يَّنْصُرُوْنَهٗ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ ق وَمَا كَانَ مِنَ الْمُنْتَصِرِيْنَ ○

৮১। অতঃপর আমি কারূনকে তাহার প্রাসাদসহ ভূগর্ভে প্রোথিত করিলাম। তাহার স্বপক্ষে এমন কোন দল ছিল না যে আল্লাহ্‌র শাস্তি হইতে তাহাকে সাহায্য করিতে পারিত এবং সে নিজেও আত্মরক্ষায় সক্ষম ছিল না।

১৩১২। জানার জন্য প্রশ্ন করা প্রয়োজন হইবে না, কারণ 'আমলনামায় সব লিপিবদ্ধ থাকিবে।

Contents

٨٢- وَاَصْبَحَ الَّذِيْنَ تَمَنَّوْا مَكَانَهٗ
بِالْاَمْسِ يَقُوْلُوْنَ
وَيْكَاَنَّ اللّٰهَ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَّشَاۤءُ
مِنْ عِبَادِهٖ وَيَقْدِرُ ۚ
لَوْلَآ اَنْ مَّنَّ اللّٰهُ عَلَيْنَا لَخَسَفَ بِنَا ۖ
وَيْكَاَنَّهٗ لَا يُفْلِحُ الْكٰفِرُوْنَ ۝ ع

৮২। পূর্ব দিন যাহারা তাহার মত হইবার কামনা করিয়াছিল, তাহারা বলিতে লাগিল, 'দেখিলে তো, আল্লাহ্ তাহার বান্দাদের মধ্যে যাহার জন্য ইচ্ছা তাহার রিয্ক বর্ধিত করেন এবং যাহার জন্য ইচ্ছা হ্রাস করেন। যদি আল্লাহ্ আমাদের প্রতি সদয় না হইতেন তবে আমাদিগকেও তিনি ভূগর্ভে প্রোথিত করিতেন। দেখিলে তো! কাফিররা সফলকাম হয় না।'

[৯]

٨٣- تِلْكَ الدَّارُ الْاٰخِرَةُ نَجْعَلُهَا لِلَّذِيْنَ
لَا يُرِيْدُوْنَ عُلُوًّا فِي الْاَرْضِ
وَلَا فَسَادًا ۚ وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِيْنَ ۝

৮৩। ইহা আখিরাতের সেই আবাস যাহা আমি নির্ধারিত করি তাহাদের জন্য যাহারা এই পৃথিবীতে উদ্ধত হইতে ও বিপর্যয় সৃষ্টি করিতে চাহে না। শুভ পরিণাম মুত্তাকীদের জন্য।

٨٤- مَنْ جَاۤءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهٗ خَيْرٌ مِّنْهَا ۚ
وَمَنْ جَاۤءَ بِالسَّيِّئَةِ فَلَا يُجْزَى الَّذِيْنَ
عَمِلُوا السَّيِّاٰتِ اِلَّا مَا كَانُوْا يَعْمَلُوْنَ ۝

৮৪। যে কেহ সৎকর্ম লইয়া উপস্থিত হয় তাহার জন্য রহিয়াছে উহা অপেক্ষা উত্তম ফল, আর যে মন্দকর্ম লইয়া উপস্থিত হয় তবে যাহারা মন্দকর্ম করে তাহাদিগকে তাহারা যাহা করিয়াছে উহারই শাস্তি দেওয়া হইবে।

٨٥- اِنَّ الَّذِيْ فَرَضَ عَلَيْكَ الْقُرْاٰنَ
لَرَآدُّكَ اِلٰى مَعَادٍ ۚ
قُلْ رَّبِّيْٓ اَعْلَمُ مَنْ جَاۤءَ
بِالْهُدٰى وَمَنْ هُوَ فِيْ ضَلٰلٍ مُّبِيْنٍ ۝

৮৫। যিনি তোমার জন্য কুরআনকে করিয়াছেন বিধান তিনি তোমাকে অবশ্যই ফিরাইয়া আনিবেন জন্মভূমিতে।১৩১৩ বল, 'আমার প্রতিপালক ভাল জানেন কে সৎপথের নির্দেশ আনিয়াছে এবং কে স্পষ্ট বিভ্রান্তিতে আছে।'

٨٦- وَمَا كُنْتَ تَرْجُوْٓا اَنْ يُّلْقٰٓى
اِلَيْكَ الْكِتٰبُ اِلَّا رَحْمَةً مِّنْ رَّبِّكَ
فَلَا تَكُوْنَنَّ ظَهِيْرًا لِّلْكٰفِرِيْنَ ۝

৮৬। তুমি আশা কর নাই যে, তোমার প্রতি কিতাব অবতীর্ণ হইবে। ইহা তো কেবল তোমার প্রতিপালকের অনুগ্রহ। সুতরাং তুমি কখনও কাফিরদের সহায় হইও না।

১৩১৩। অর্থাৎ মক্কা শরীফে। হিজরতের পর রাসূলুল্লাহ্ (সাঃ) প্রায়ই মক্কায় ফিরিয়া যাইতে ব্যাকুল হইতেন। আল্লাহ্ তাঁহাকে সান্ত্বনা দিয়া বলিতেছেন, আপনাকে নিশ্চয়ই মক্কায় ফিরাইয়া নেওয়া হইবে। معاد (প্রত্যাবর্তনের স্থান) বলিতে মৃত্যু ও আখিরাতকেও বুঝায়।

৮৭। তোমার প্রতি আল্লাহ্‌র আয়াত অবতীর্ণ হওয়ার পর উহারা যেন তোমাকে কিছুতেই সেগুলি হইতে বিমুখ না করে। তুমি তোমার প্রতিপালকের দিকে আহ্‌বান কর এবং কিছুতেই মুশরিকদের অন্তর্ভুক্ত হইও না।

٨٧- وَلَا يَصُدُّنَّكَ عَنْ اٰيٰتِ اللّٰهِ بَعْدَ اِذْ اُنْزِلَتْ اِلَيْكَ وَادْعُ اِلٰى رَبِّكَ وَلَا تَكُوْنَنَّ مِنَ الْمُشْرِكِيْنَ ۝

৮৮। তুমি আল্লাহ্‌র সহিত অন্য ইলাহ্‌কে ডাকিও না, তিনি ব্যতীত অন্য কোন ইলাহ্ নাই। আল্লাহ্‌র সত্তা[১৩১৪] ব্যতীত সমস্ত কিছুই ধ্বংসশীল। বিধান তাঁহারই এবং তাঁহারই নিকট তোমরা প্রত্যাবর্তিত হইবে।

٨٨- وَلَا تَدْعُ مَعَ اللّٰهِ اِلٰهًا اٰخَرَ ۘ لَاۤ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ ۗ كُلُّ شَيْءٍ هَالِكٌ اِلَّا وَجْهَهٗ ؕ لَهُ الْحُكْمُ وَاِلَيْهِ تُرْجَعُوْنَ ۝

২৯-সূরা 'আনকাবূত

৬৯ আয়াত, ৭ রুকূ', মক্কী

।। দয়াময়, পরম দয়ালু আল্লাহ্‌র নামে ।।

১। আলিফ-লাম-মীম;

١- الٓمّٓ ۝

২। মানুষ কি মনে করে যে, 'আমরা ঈমান আনিয়াছি' এই কথা বলিলেই উহাদিগকে পরীক্ষা না করিয়া অব্যাহতি দেওয়া হইবে?
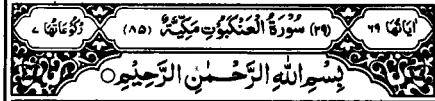
٢- اَحَسِبَ النَّاسُ اَنْ يُّتْرَكُوْۤا اَنْ يَّقُوْلُوْۤا اٰمَنَّا وَهُمْ لَا يُفْتَنُوْنَ ۝

৩। আমি তো ইহাদের পূর্ববর্তীদিগকেও পরীক্ষা করিয়াছিলাম; আল্লাহ্ অবশ্যই প্রকাশ করিয়া দিবেন[১৩১৫] কাহারা সত্যবাদী এবং তিনি অবশ্যই প্রকাশ করিয়া দিবেন কাহারা মিথ্যাবাদী।

٣- وَلَقَدْ فَتَنَّا الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَلَيَعْلَمَنَّ اللّٰهُ الَّذِيْنَ صَدَقُوْا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكٰذِبِيْنَ ۝

১৩১৪। وجه -দিক, মুখমণ্ডল, অনেক সময় ذات-অর্থাৎ সত্তা অর্থেও ব্যবহৃত হয়।

১৩১৫। এ স্থলে يعلمن শব্দটির অর্থ 'প্রকাশ করিয়া দিবেন'। -কাশ্‌শাফ, কুরতুবী, সাফওয়াতুল বায়ান

Contents

٤- اَمْ حَسِبَ الَّذِيْنَ يَعْمَلُوْنَ السَّيِّاٰتِ اَنْ يَّسْبِقُوْنَا ؕ سَآءَ مَا يَحْكُمُوْنَ ○

৪। তবে কি যাহারা মন্দকর্ম করে তাহারা মনে করে যে, তাহারা আমার আয়ত্তের বাহিরে চলিয়া যাইবে? তাহাদের সিদ্ধান্ত কত মন্দ!

٥- مَنْ كَانَ يَرْجُوْا لِقَآءَ اللّٰهِ فَاِنَّ اَجَلَ اللّٰهِ لَاٰتٍ ؕ وَهُوَ السَّمِيْعُ الْعَلِيْمُ ○

৫। যে আল্লাহ্‌র সাক্ষাত কামনা করে সে জানিয়া রাখুক[১৩১৬], আল্লাহ্‌র নির্ধারিত কাল আসিবেই। তিনি সর্বশ্রোতা, সর্বজ্ঞ।

٦- وَمَنْ جَاهَدَ فَاِنَّمَا يُجَاهِدُ لِنَفْسِهٖ ؕ اِنَّ اللّٰهَ لَغَنِيٌّ عَنِ الْعٰلَمِيْنَ ○

৬। যে কেহ সাধনা করে, সে তো নিজের জন্যই সাধনা করে; আল্লাহ্ তো বিশ্বজগত হইতে অমুখাপেক্ষী।

٧- وَالَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ لَنُكَفِّرَنَّ عَنْهُمْ سَيِّاٰتِهِمْ وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ اَحْسَنَ الَّذِيْ كَانُوْا يَعْمَلُوْنَ ○

৭। এবং যাহারা ঈমান আনে ও সৎকর্ম করে আমি নিশ্চয়ই তাহাদিগ হইতে তাহাদের মন্দকর্মগুলি মিটাইয়া দিব এবং আমি অবশ্যই তাহাদিগকে প্রতিদান দিব, তাহারা যে উত্তম কর্ম করিত তাহার।

٨- وَوَصَّيْنَا الْاِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ حُسْنًا ؕ وَاِنْ جَاهَدٰكَ لِتُشْرِكَ بِيْ مَا لَيْسَ لَكَ بِهٖ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا ؕ اِلَيَّ مَرْجِعُكُمْ فَاُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُوْنَ ○

৮। আমি মানুষকে নির্দেশ দিয়াছি তাহার পিতা-মাতার প্রতি সদ্ব্যবহার করিতে। তবে উহারা যদি তোমার উপর বল প্রয়োগ করে আমার সহিত এমন কিছু শরীক করিতে যাহার সম্পর্কে তোমার কোন জ্ঞান নাই, তুমি তাহাদিগকে মানিও না। আমারই নিকট তোমাদের প্রত্যাবর্তন। অতঃপর আমি তোমাদিগকে জানাইয়া দিব তোমরা কী করিতেছিলে।

٩- وَالَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ لَنُدْخِلَنَّهُمْ فِي الصّٰلِحِيْنَ ○

৯। যাহারা ঈমান আনে ও সৎকর্ম করে আমি অবশ্যই তাহাদিগকে সৎকর্মপরায়ণদের অন্তর্ভুক্ত করিব।

١٠- وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَّقُوْلُ اٰمَنَّا بِاللّٰهِ فَاِذَآ اُوْذِيَ فِي اللّٰهِ

১০। মানুষের মধ্যে কতক বলে, 'আমরা আল্লাহে বিশ্বাস করি, কিন্তু আল্লাহ্‌র পথে[১৩১৭] যখন উহারা নিগৃহীত হয়,

১৩১৬। 'সে জানিয়া রাখুক' কথাটি আরবীতে উহ্য আছে।
১৩১৭। এ স্থলে فى الله -এর অর্থ فى سبيل الله। আল্লাহ্‌র পথে।

Contents

جَعَلَ فِتْنَةَ النَّاسِ كَعَذَابِ اللّٰهِ ؕ وَلَئِنْ جَآءَ نَصْرٌ مِّنْ رَّبِّكَ لَيَقُوْلُنَّ اِنَّا كُنَّا مَعَكُمْ ؕ اَوَلَيْسَ اللّٰهُ بِاَعْلَمَ بِمَا فِيْ صُدُوْرِ الْعٰلَمِيْنَ ○

তখন উহারা মানুষের পীড়নকে আল্লাহ্‌র শাস্তির মত গণ্য করে এবং তোমার প্রতিপালকের নিকট হইতে কোন সাহায্য আসিলে উহারা বলিতে থাকে, 'আমরা তো তোমাদের সংগেই ছিলাম।' বিশ্ববাসীর অন্তঃকরণে যাহা আছে, আল্লাহ্ কি তাহা সম্যক অবগত নহেন?'

١١- وَلَيَعْلَمَنَّ اللّٰهُ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَلَيَعْلَمَنَّ الْمُنٰفِقِيْنَ ○

১১। আল্লাহ্ অবশ্যই প্রকাশ করিয়া দিবেন কাহারা ঈমান আনিয়াছে এবং অবশ্যই প্রকাশ করিয়া দিবেন কাহারা মুনাফিক।

١٢- وَقَالَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا لِلَّذِيْنَ اٰمَنُوا اتَّبِعُوْا سَبِيْلَنَا وَلْنَحْمِلْ خَطٰيٰكُمْ ؕ وَمَا هُمْ بِحٰمِلِيْنَ مِنْ خَطٰيٰهُمْ مِّنْ شَيْءٍ ؕ اِنَّهُمْ لَكٰذِبُوْنَ ○

১২। কাফিররা মু'মিনদিগকে বলে, 'আমাদের পথ অনুসরণ কর তাহা হইলে আমরা তোমাদের পাপভার বহন করিব।' কিন্তু উহারা তো তাহাদের পাপভারের কিছুই বহন করিবে না। উহারা অবশ্যই মিথ্যাবাদী।

١٣- وَلَيَحْمِلُنَّ اَثْقَالَهُمْ وَاَثْقَالًا مَّعَ اَثْقَالِهِمْ ز وَلَيُسْـَٔلُنَّ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ عَمَّا كَانُوْا يَفْتَرُوْنَ ○

১৩। উহারা নিজেদের ভার বহন করিবে এবং নিজেদের বোঝার সহিত আরও কিছু বোঝা; আর উহারা যে মিথ্যা উদ্ভাবন করে সে সম্পর্কে কিয়ামত দিবসে অবশ্যই উহাদিগকে প্রশ্ন করা হইবে।

[২]

١٤- وَلَقَدْ اَرْسَلْنَا نُوْحًا اِلٰى قَوْمِهٖ فَلَبِثَ فِيْهِمْ اَلْفَ سَنَةٍ اِلَّا خَمْسِيْنَ عَامًا ؕ فَاَخَذَهُمُ الطُّوْفَانُ وَهُمْ ظٰلِمُوْنَ ○

১৪। আমি তো নূহ্‌কে তাহার সম্প্রদায়ের নিকট প্রেরণ করিয়াছিলাম। সে উহাদের মধ্যে অবস্থান করিয়াছিল পঞ্চাশ কম হাজার বৎসর। অতঃপর প্লাবন উহাদিগকে গ্রাস করে; কারণ উহারা ছিল সীমালংঘনকারী।

١٥- فَاَنْجَيْنٰهُ وَاَصْحٰبَ السَّفِيْنَةِ وَجَعَلْنٰهَآ اٰيَةً لِّلْعٰلَمِيْنَ ○

১৫। অতঃপর আমি তাহাকে এবং যাহারা তরণীতে আরোহণ করিয়াছিল তাহাদিগকে রক্ষা করিলাম এবং বিশ্বজগতের জন্য ইহাকে করিলাম একটি নিদর্শন।

١٦- وَاِبۡرٰهِيۡمَ اِذۡ قَالَ
لِقَوۡمِهِ اعۡبُدُوا اللّٰهَ وَاتَّقُوۡهُ ؕ
ذٰلِكُمۡ خَيۡرٌ لَّكُمۡ اِنۡ كُنۡتُمۡ تَعۡلَمُوۡنَ ○

১৬। স্মরণ কর ইব্‌রাহীমের কথা, সে তাহার সম্প্রদায়কে বলিয়াছিল, তোমরা আল্লাহ্‌র 'ইবাদত কর এবং তাঁহাকে ভয় কর; তোমাদের জন্য ইহাই শ্রেয় যদি তোমরা জানিতে।

١٧- اِنَّمَا تَعۡبُدُوۡنَ مِنۡ دُوۡنِ اللّٰهِ اَوۡثَانًا
وَّتَخۡلُقُوۡنَ اِفۡكًا ؕ اِنَّ الَّذِيۡنَ تَعۡبُدُوۡنَ
مِنۡ دُوۡنِ اللّٰهِ لَا يَمۡلِكُوۡنَ لَكُمۡ رِزۡقًا
فَابۡتَغُوۡا عِنۡدَ اللّٰهِ الرِّزۡقَ وَاعۡبُدُوۡهُ
وَاشۡكُرُوۡا لَهٗ ؕ
اِلَيۡهِ تُرۡجَعُوۡنَ ○

১৭। 'তোমরা তো আল্লাহ্‌ ব্যতীত কেবল মূর্তিপূজা করিতেছ এবং মিথ্যা উদ্ভাবন করিতেছ। তোমরা আল্লাহ্‌ ব্যতীত যাহাদের পূজা কর তাহারা তোমাদের জীবনোপকরণের মালিক নহে। সুতরাং তোমরা জীবনোপকরণ কামনা কর আল্লাহ্‌র নিকট এবং তাঁহারই 'ইবাদত কর ও তাঁহার প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ কর। তোমরা তাঁহারই নিকট প্রত্যাবর্তিত হইবে।

١٨- وَاِنۡ تُكَذِّبُوۡا فَقَدۡ كَذَّبَ اُمَمٌ
مِّنۡ قَبۡلِكُمۡ ؕ
وَمَا عَلَى الرَّسُوۡلِ اِلَّا الۡبَلٰغُ الۡمُبِيۡنُ ○

১৮। 'তোমরা যদি অস্বীকার কর তবে তো তোমাদের পূর্ববর্তিগণও মিথ্যাবাদী বলিয়াছিল। সুস্পষ্টভাবে প্রচার[১৩১৮] করিয়া দেওয়া ব্যতীত রাসূলের আর কোন দায়িত্ব নাই।

١٩- اَوَلَمۡ يَرَوۡا كَيۡفَ يُبۡدِئُ اللّٰهُ الۡخَلۡقَ
ثُمَّ يُعِيۡدُهٗ ؕ اِنَّ ذٰلِكَ عَلَى اللّٰهِ يَسِيۡرٌ ○

১৯। উহারা কি লক্ষ্য করে না, কিভাবে আল্লাহ্‌ সৃষ্টিকে অস্তিত্ব দান করেন, অতঃপর উহা পুনরায় সৃষ্টি করেন? ইহা তো আল্লাহ্‌র জন্য সহজ।

٢٠- قُلۡ سِيۡرُوۡا فِى الۡاَرۡضِ فَانۡظُرُوۡا كَيۡفَ
بَدَاَ الۡخَلۡقَ ثُمَّ اللّٰهُ
يُنۡشِئُ النَّشۡاَةَ الۡاٰخِرَةَ ؕ
اِنَّ اللّٰهَ عَلٰى كُلِّ شَىۡءٍ قَدِيۡرٌ ۚ

২০। বল, 'তোমরা পৃথিবীতে পরিভ্রমণ কর এবং অনুধাবন কর, কিভাবে তিনি সৃষ্টি আরম্ভ করিয়াছেন? অতঃপর আল্লাহ্‌ সৃষ্টি করিবেন পরবর্তী সৃষ্টি। আল্লাহ্‌ তো সর্ব বিষয়ে সর্বশক্তিমান।

٢١- يُعَذِّبُ مَنۡ يَّشَآءُ وَيَرۡحَمُ
مَنۡ يَّشَآءُ ۚ وَاِلَيۡهِ تُقۡلَبُوۡنَ ○

২১। তিনি যাহাকে ইচ্ছা শাস্তি দেন এবং যাহার প্রতি ইচ্ছা অনুগ্রহ করেন। তোমরা তাঁহারই নিকট প্রত্যাবর্তিত হইবে।

১৩১৮। আল্লাহ্‌র বাণীকে প্রচার করা।

২২। তোমরা আল্লাহ্‌কে ব্যর্থ করিতে পারিবে না পৃথিবীতে, আর না আকাশে এবং আল্লাহ্ ব্যতীত তোমাদের কোন অভিভাবক নাই, সাহায্যকারীও নাই।

٢٢- وَمَآ اَنۡتُمۡ بِمُعۡجِزِيۡنَ فِى الۡاَرۡضِ وَلَا فِى السَّمَآءِ ۫ وَمَا لَكُمۡ مِّنۡ دُوۡنِ اللّٰهِ مِنۡ وَّلِىٍّ وَّلَا نَصِيۡرٍ ۠

[৩]

২৩। যাহারা আল্লাহ্‌র নিদর্শন ও তাঁহার সাক্ষাত অস্বীকার করে, তাহারাই আমার অনুগ্রহ হইতে নিরাশ হয়। আর তাহাদের জন্য আছে মর্মন্তুদ শাস্তি।

٢٣- وَالَّذِيۡنَ كَفَرُوۡا بِاٰيٰتِ اللّٰهِ وَلِقَآئِهٖۤ اُولٰٓئِكَ يَئِسُوۡا مِنۡ رَّحۡمَتِىۡ وَاُولٰٓئِكَ لَهُمۡ عَذَابٌ اَلِيۡمٌ ۝

২৪। উত্তরে ইব্‌রাহীমের সম্প্রদায় শুধু এই বলিল, 'ইহাকে হত্যা কর অথবা অগ্নিদগ্ধ কর।' কিন্তু আল্লাহ্ তাহাকে অগ্নি হইতে রক্ষা করিলেন। ইহাতে অবশ্যই নিদর্শন রহিয়াছে মু'মিন সম্প্রদায়ের জন্য।

٢٤- فَمَا كَانَ جَوَابَ قَوۡمِهٖۤ اِلَّاۤ اَنۡ قَالُوا اقۡتُلُوۡهُ اَوۡ حَرِّقُوۡهُ فَاَنۡجٰىهُ اللّٰهُ مِنَ النَّارِ ؕ اِنَّ فِىۡ ذٰلِكَ لَاٰيٰتٍ لِّقَوۡمٍ يُّؤۡمِنُوۡنَ ۝

২৫। ইব্‌রাহীম বলিল, 'তোমরা তো আল্লাহ্‌র পরিবর্তে মূর্তিগুলিকে উপাস্যরূপে গ্রহণ করিয়াছ, পার্থিব জীবনে তোমাদের পারস্পরিক বন্ধুত্বের খাতিরে। পরে কিয়ামতের দিন তোমরা একে অপরকে অস্বীকার করিবে এবং পরস্পর পরস্পরকে অভিসম্পাত দিবে। তোমাদের আবাস হইবে জাহান্নাম এবং তোমাদের কোন সাহায্যকারী থাকিবে না।'

٢٥- وَقَالَ اِنَّمَا اتَّخَذۡتُمۡ مِّنۡ دُوۡنِ اللّٰهِ اَوۡثَانًا ۙ مَّوَدَّةَ بَيۡنِكُمۡ فِى الۡحَيٰوةِ الدُّنۡيَا ۚ ثُمَّ يَوۡمَ الۡقِيٰمَةِ يَكۡفُرُ بَعۡضُكُمۡ بِبَعۡضٍ وَّيَلۡعَنُ بَعۡضُكُمۡ بَعۡضًا ۫ وَّمَاۡوٰٮكُمُ النَّارُ وَمَا لَكُمۡ مِّنۡ نّٰصِرِيۡنَ ۝

২৬। লূত তাহার[১৩১৯] প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করিল। ইব্‌রাহীম বলিল, 'আমি আমার প্রতিপালকের উদ্দেশ্যে দেশ ত্যাগ করিতেছি। তিনি তো পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়।'

٢٦- فَاٰمَنَ لَهٗ لُوۡطٌ ۘ وَقَالَ اِنِّىۡ مُهَاجِرٌ اِلٰى رَبِّىۡ ؕ اِنَّهٗ هُوَ الۡعَزِيۡزُ الۡحَكِيۡمُ ۝

১৩১৯। অর্থাৎ হযরত ইব্‌রাহীম (আ)-এর প্রতি।

২৭। আমি ইব্‌রাহীমকে দান করিলাম ইসহাক ও ইয়া'কূব এবং তাহার বংশধরদের জন্য স্থির করিলাম নুবূওয়াত ও কিতাব এবং আমি তাহাকে দুনিয়ায় পুরস্কৃত করিয়াছিলাম; আখিরাতেও সে নিশ্চয়ই সৎকর্মপরায়ণদের অন্যতম হইবে।

٢٧- وَ وَهَبْنَا لَهٗۤ اِسْحٰقَ وَ يَعْقُوْبَ وَجَعَلْنَا فِىْ ذُرِّيَّتِهِ النُّبُوَّةَ وَ الْكِتٰبَ وَاٰتَيْنٰهُ اَجْرَهٗ فِى الدُّنْيَا ۚ وَاِنَّهٗ فِى الْاٰخِرَةِ لَمِنَ الصّٰلِحِيْنَ ○

২৮। স্মরণ কর, লূতের কথা, সে তাহার সম্প্রদায়কে বলিয়াছিল, 'তোমরা তো এমন অশ্লীল কর্ম করিতেছ, যাহা তোমাদের পূর্বে বিশ্বে কেহ করে নাই।

٢٨- وَ لُوْطًا اِذْ قَالَ لِقَوْمِهٖۤ اِنَّكُمْ لَتَاْتُوْنَ الْفَاحِشَةَ ۫ مَا سَبَقَكُمْ بِهَا مِنْ اَحَدٍ مِّنَ الْعٰلَمِيْنَ ○

২৯। 'তোমরাই তো পুরুষে উপগত হইতেছ, তোমরাই তো রাহাজানি করিয়া থাক এবং তোমরাই তো নিজেদের মজলিসে প্রকাশ্যে ঘৃণ্য কর্ম[১৩২০] করিয়া থাক।' উত্তরে তাহার সম্প্রদায় শুধু এই বলিল, 'আমাদের উপর আল্লাহ্‌র শাস্তি আনয়ন কর—যদি তুমি সত্যবাদী হও।'

٢٩- اَئِنَّكُمْ لَتَاْتُوْنَ الرِّجَالَ وَ تَقْطَعُوْنَ السَّبِيْلَ ۙ۬ وَ تَاْتُوْنَ فِىْ نَادِيْكُمُ الْمُنْكَرَ ؕ فَمَا كَانَ جَوَابَ قَوْمِهٖۤ اِلَّاۤ اَنْ قَالُوا ائْتِنَا بِعَذَابِ اللّٰهِ اِنْ كُنْتَ مِنَ الصّٰدِقِيْنَ ○

৩০। সে বলিল, 'হে আমার প্রতিপালক! বিপর্যয় সৃষ্টিকারী সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে আমাকে সাহায্য কর।'

٣٠- قَالَ رَبِّ انْصُرْنِىْ عَلَى الْقَوْمِ الْمُفْسِدِيْنَ ○

[৪]

৩১। যখন আমার প্রেরিত ফিরিশ্‌তাগণ সুসংবাদসহ ইব্‌রাহীমের নিকট আসিল, তাহারা বলিয়াছিল, 'আমরা এই জনপদবাসীদিগকে ধ্বংস করিব, ইহার অধিবাসীরা তো যালিম।'

٣١- وَ لَمَّا جَآءَتْ رُسُلُنَاۤ اِبْرٰهِيْمَ بِالْبُشْرٰى ۙ قَالُوْۤا اِنَّا مُهْلِكُوْۤا اَهْلِ هٰذِهِ الْقَرْيَةِ ۚ اِنَّ اَهْلَهَا كَانُوْا ظٰلِمِيْنَ ○

৩২। ইব্‌রাহীম বলিল, 'এই জনপদে তো লূত রহিয়াছে।' উহারা বলিল, 'সেথায় কাহারা আছে, তাহা আমরা ভাল জানি, আমরা তো লূতকে ও তাহার পরিজন-বর্গকে রক্ষা করিবই, তাহার স্ত্রীকে

٣٢- قَالَ اِنَّ فِيْهَا لُوْطًا ؕ قَالُوْا نَحْنُ اَعْلَمُ بِمَنْ فِيْهَا ۫ لَنُنَجِّيَنَّهٗ وَ اَهْلَهٗۤ اِلَّا امْرَاَتَهٗ ۗ

১৩২০। ঘৃণ্য কর্ম প্রকাশ্যে ও সংঘবদ্ধভাবে সম্পন্ন করা গর্হিত অপরাধ।

Contents

كَانَتْ مِنَ الْغٰبِرِيْنَ ○

ব্যতীত; সে তো পশ্চাতে অবস্থান-কারীদের অন্তর্ভুক্ত।'

٣٣- وَلَمَّآ اَنْ جَآءَتْ رُسُلُنَا لُوْطًا سِيْٓءَ بِهِمْ وَضَاقَ بِهِمْ ذَرْعًا وَّ قَالُوْا لَا تَخَفْ وَلَا تَحْزَنْ قف اِنَّا مُنَجُّوْكَ وَاَهْلَكَ اِلَّا امْرَاَتَكَ كَانَتْ مِنَ الْغٰبِرِيْنَ ○

৩৩। এবং যখন আমার প্রেরিত ফিরিশ্‌তাগণ লূতের নিকট আসিল, তখন তাহাদের জন্য সে বিষণ্ন হইয়া পড়িল এবং নিজকে তাহাদের[১৩২১] রক্ষায় অসমর্থ মনে করিল। উহারা বলিল, 'ভয় করিও না, দুঃখও করিও না; আমরা তোমাকে ও তোমার পরিজনবর্গকে রক্ষা করিব, তোমার স্ত্রী ব্যতীত; সে তো পশ্চাতে অবস্থানকারীদের অন্তর্ভুক্ত;

٣٤- اِنَّا مُنْزِلُوْنَ عَلٰٓى اَهْلِ هٰذِهِ الْقَرْيَةِ رِجْزًا مِّنَ السَّمَآءِ بِمَا كَانُوْا يَفْسُقُوْنَ ○

৩৪। 'আমরা এই জনপদবাসীদের উপর আকাশ হইতে শাস্তি নাযিল করিব, কারণ উহারা পাপাচার করিতেছিল।'

٣٥- وَلَقَدْ تَّرَكْنَا مِنْهَآ اٰيَةًۢ بَيِّنَةً لِّقَوْمٍ يَّعْقِلُوْنَ ○

৩৫। আমি বোধশক্তি সম্পন্ন সম্প্রদায়ের জন্য ইহাতে একটি স্পষ্ট নিদর্শন রাখিয়াছি।

٣٦- وَاِلٰى مَدْيَنَ اَخَاهُمْ شُعَيْبًا ٧ فَقَالَ يٰقَوْمِ اعْبُدُوا اللّٰهَ وَارْجُوا الْيَوْمَ الْاٰخِرَ وَلَا تَعْثَوْا فِى الْاَرْضِ مُفْسِدِيْنَ ○

৩৬। আমি মাদইয়ানবাসীদের প্রতি তাহাদের ভ্রাতা শু'আয়বকে পাঠাইয়াছিলাম। সে বলিয়াছিল, 'হে আমার সম্প্রদায়! তোমরা আল্লাহ্‌র 'ইবাদত কর, শেষ দিবসকে ভয় কর এবং পৃথিবীতে বিপর্যয় ঘটাইও না।'

٣٧- فَكَذَّبُوْهُ فَاَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ فَاَصْبَحُوْا فِىْ دَارِهِمْ جٰثِمِيْنَ ○

৩৭। কিন্তু উহারা তাহার প্রতি মিথ্যা আরোপ করিল; অতঃপর উহারা ভূমিকম্প দ্বারা আক্রান্ত হইল; ফলে উহারা নিজ গৃহে নতজানু অবস্থায় শেষ হইয়া গেল।

٣٨- وَعَادًا وَّثَمُوْدَا وَقَدْ تَّبَيَّنَ لَكُمْ مِّنْ مَّسٰكِنِهِمْ قف

৩৮। এবং আমি 'আদ ও ছামূদকে ধ্বংস করিয়াছিলাম[১৩২২]; উহাদের বাড়ীঘরই তোমাদের জন্য ইহার সুস্পষ্ট প্রমাণ।

১৩২১। অর্থাৎ আগত মেহমানদের তথা ফিরিশ্‌তাদের।
১৩২২। 'ধ্বংস করিয়াছিলাম' কথাটি উহ্য আছে। -জালালায়ন

وَ زَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطٰنُ اَعْمَالَهُمْ فَصَدَّهُمْ عَنِ السَّبِيْلِ وَ كَانُوْا مُسْتَبْصِرِيْنَ ۙ

শয়তান উহাদের কাজকে উহাদের দৃষ্টিতে শোভন করিয়াছিল এবং উহাদিগকে সৎপথ অবলম্বনে বাধা দিয়াছিল, যদিও উহারা ছিল বিচক্ষণ।

٣٩- وَ قَارُوْنَ وَ فِرْعَوْنَ وَ هَامٰنَ قف وَلَقَدْ جَآءَهُمْ مُّوْسٰى بِالْبَيِّنٰتِ فَاسْتَكْبَرُوْا فِى الْاَرْضِ وَمَا كَانُوْا سٰبِقِيْنَ ۚ

৩৯। এবং আমি সংহার করিয়াছিলাম কারূন, ফির'আওন ও হামানকে। মূসা উহাদের নিকট সুস্পষ্ট নিদর্শনসহ আসিয়াছিল; তখন তাহারা দেশে দম্ভ করিত; কিন্তু উহারা আমার শাস্তি এড়াইতে পারে নাই।

٤٠- فَكُلًّا اَخَذْنَا بِذَنْۢبِهٖ ج فَمِنْهُمْ مَّنْ اَرْسَلْنَا عَلَيْهِ حَاصِبًا ج وَمِنْهُمْ مَّنْ اَخَذَتْهُ الصَّيْحَةُ ج وَمِنْهُمْ مَّنْ خَسَفْنَا بِهِ الْاَرْضَ ج وَمِنْهُمْ مَّنْ اَغْرَقْنَا ج وَمَا كَانَ اللّٰهُ لِيَظْلِمَهُمْ وَلٰكِنْ كَانُوْٓا اَنْفُسَهُمْ يَظْلِمُوْنَ ۝

৪০। উহাদের প্রত্যেককেই আমি তাহার অপরাধের জন্য শাস্তি দিয়াছিলাম ঃ উহাদের কাহারও প্রতি প্রেরণ করিয়াছি প্রস্তরসহ প্রচণ্ড ঝটিকা, উহাদের কাহাকেও আঘাত করিয়াছিল মহানাদ, কাহাকেও আমি প্রোথিত করিয়াছিলাম ভূগর্ভে এবং কাহাকেও করিয়াছিলাম নিমজ্জিত। আল্লাহ্ তাহাদের প্রতি কোন যুলুম করেন নাই; তাহারা নিজেরাই নিজেদের প্রতি যুলুম করিয়াছিল।

٤١- مَثَلُ الَّذِيْنَ اتَّخَذُوْا مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ اَوْلِيَآءَ كَمَثَلِ الْعَنْكَبُوْتِ ۚ اِتَّخَذَتْ بَيْتًا ط وَاِنَّ اَوْهَنَ الْبُيُوْتِ لَبَيْتُ الْعَنْكَبُوْتِ م لَوْ كَانُوْا يَعْلَمُوْنَ ۝

৪১। যাহারা আল্লাহ্‌র পরিবর্তে অপরকে অভিভাবকরূপে গ্রহণ করে তাহাদের দৃষ্টান্ত মাকড়সার ন্যায়, যে নিজের জন্য ঘর বানায় এবং ঘরের মধ্যে মাকড়সার ঘরই তো দুর্বলতম[১৩২৩], যদি উহারা জানিত।

٤٢- اِنَّ اللّٰهَ يَعْلَمُ مَا يَدْعُوْنَ مِنْ دُوْنِهٖ مِنْ شَيْءٍ ط وَهُوَ الْعَزِيْزُ الْحَكِيْمُ ۝

৪২। উহারা আল্লাহ্‌র পরিবর্তে যাহা কিছুকে আহ্বান করে, আল্লাহ্ তো তাহা জানেন এবং তিনি পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়।

১৩২৩। মিথ্যা মা'বূদদিগকে রক্ষক ও অভিভাবক মনে করিয়া যাহারা তৃপ্তি লাভ করে ও নিরাপদে আছে ভাবে, তাহাদের অবস্থা মাকড়সা ও উহার জালের ন্যায়। কে না জানে মাকড়সার জাল নিরাপদ স্থান নয়!

Contents

٤٣- وَتِلْكَ الْاَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ ۚ وَمَا يَعْقِلُهَآ اِلَّا الْعٰلِمُوْنَ ○

৪৩। এই সকল দৃষ্টান্ত আমি মানুষের জন্য দেই; কিন্তু কেবল জ্ঞানী ব্যক্তিরাই ইহা বুঝে।

٤٤- خَلَقَ اللّٰهُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ بِالْحَقِّ ۗ اِنَّ فِيْ ذٰلِكَ لَاٰيَةً لِّلْمُؤْمِنِيْنَ ۝٤٤

৪৪। আল্লাহ্ যথাযথভাবে আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবী সৃষ্টি করিয়াছেন; ইহাতে অবশ্যই নিদর্শন রহিয়াছে মু'মিনদের জন্য।

একবিংশতিতম পারা

[৫]

٤٥- اُتْلُ مَآ اُوْحِىَ اِلَيْكَ مِنَ الْكِتٰبِ
وَاَقِمِ الصَّلٰوةَ ؕ
اِنَّ الصَّلٰوةَ تَنْهٰى عَنِ الْفَحْشَآءِ وَالْمُنْكَرِ ؕ
وَلَذِكْرُ اللّٰهِ اَكْبَرُ ؕ
وَاللّٰهُ يَعْلَمُ مَا تَصْنَعُوْنَ ○

৪৫। তুমি আবৃত্তি কর কিতাব হইতে যাহা তোমার প্রতি প্রত্যাদেশ করা হয়। এবং সালাত কায়েম কর। সালাত অবশ্যই বিরত রাখে অশ্লীল ও মন্দ কার্য হইতে। আর আল্লাহ্‌র স্মরণই তো সর্বশ্রেষ্ঠ। তোমরা যাহা কর আল্লাহ্ তাহা জানেন।

٤٦- وَلَا تُجَادِلُوْٓا اَهْلَ الْكِتٰبِ
اِلَّا بِالَّتِىْ هِىَ اَحْسَنُ ۖ
اِلَّا الَّذِيْنَ ظَلَمُوْا مِنْهُمْ
وَقُوْلُوْٓا اٰمَنَّا بِالَّذِىْٓ اُنْزِلَ اِلَيْنَا وَاُنْزِلَ اِلَيْكُمْ
وَاِلٰهُنَا وَاِلٰهُكُمْ وَاحِدٌ
وَّنَحْنُ لَهٗ مُسْلِمُوْنَ ○

৪৬। তোমরা উত্তম পন্থা[১৩২৪] ব্যতীত কিতাবীদের সহিত বিতর্ক করিবে না, তবে তাহাদের সহিত করিতে পার, যাহারা উহাদের মধ্যে সীমালংঘনকারী। এবং বল, 'আমাদের প্রতি ও তোমাদের প্রতি যাহা অবতীর্ণ হইয়াছে, তাহাতে আমরা বিশ্বাস করি এবং আমাদের ইলাহ্ ও তোমাদের ইলাহ্ তো একই এবং আমরা তাঁহারই প্রতি আত্মসমর্পণকারী।'

٤٧- وَكَذٰلِكَ اَنْزَلْنَآ اِلَيْكَ الْكِتٰبَ ؕ
فَالَّذِيْنَ اٰتَيْنٰهُمُ الْكِتٰبَ يُؤْمِنُوْنَ بِهٖ ۚ
وَمِنْ هٰٓؤُلَآءِ مَنْ يُّؤْمِنُ بِهٖ ؕ
وَمَا يَجْحَدُ بِاٰيٰتِنَآ اِلَّا الْكٰفِرُوْنَ ○

৪৭। এইভাবেই আমি তোমার প্রতি কুরআন অবতীর্ণ করিয়াছি এবং যাহাদিগকে আমি কিতাব দিয়াছিলাম তাহারা ইহাতে বিশ্বাস করে। আর ইহাদেরও কেহ কেহ[১৩২৫] ইহাতে বিশ্বাস করে। কেহ অস্বীকার করে না আমার নিদর্শনাবলী কাফির ব্যতীত।

٤٨- وَمَا كُنْتَ تَتْلُوْا مِنْ قَبْلِهٖ مِنْ
كِتٰبٍ وَّلَا تَخُطُّهٗ بِيَمِيْنِكَ
اِذًا لَّارْتَابَ الْمُبْطِلُوْنَ ○

৪৮। তুমি তো ইহার পূর্বে কোন কিতাব পাঠ কর নাই এবং স্বহস্তে কোন কিতাব লিখ নাই যে, মিথ্যাচারীরা সন্দেহ পোষণ করিবে।

٤٩- بَلْ هُوَ اٰيٰتٌۢ بَيِّنٰتٌ فِىْ صُدُوْرِ
الَّذِيْنَ اُوْتُوا الْعِلْمَ ؕ
وَمَا يَجْحَدُ بِاٰيٰتِنَآ اِلَّا الظّٰلِمُوْنَ ○

৪৯। বরং যাহাদিগকে জ্ঞান দেওয়া হইয়াছে বস্তুত তাহাদের অন্তরে ইহা স্পষ্ট নিদর্শন। কেবল যালিমরাই আমার নিদর্শন অস্বীকার করে।

১৩২৪। অর্থাৎ সৌজন্যের সহিত ও যুক্তিসংগতভাবে তর্ক করিবে।
১৩২৫। মক্কার মুশরিকদের মধ্যে কিছু জ্ঞানী ব্যক্তিও ইহার সত্যতায় বিশ্বাস করিত।

٥٠- وَقَالُوْا لَوْلَآ اُنْزِلَ عَلَيْهِ اٰيٰتٌ مِّنْ رَّبِّهٖ ؕ قُلْ اِنَّمَا الْاٰيٰتُ عِنْدَ اللّٰهِ ؕ وَاِنَّمَآ اَنَا نَذِيْرٌ مُّبِيْنٌ ۝

৫০। উহারা বলে, 'তাহার প্রতিপালকের নিকট হইতে তাহার নিকট নিদর্শন প্রেরিত হয় না কেন?' বল, 'নিদর্শন আল্লাহ্‌রই ইখ্‌তিয়ারে। আমি তো একজন প্রকাশ্য সতর্ককারী মাত্র।'

٥١- اَوَلَمْ يَكْفِهِمْ اَنَّآ اَنْزَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتٰبَ يُتْلٰى عَلَيْهِمْ ؕ اِنَّ فِيْ ذٰلِكَ لَرَحْمَةً وَّذِكْرٰى لِقَوْمٍ يُّؤْمِنُوْنَ ۝ ع

৫১। ইহা কি উহাদের জন্য যথেষ্ট[১৩২৬] নহে যে, আমি তোমার প্রতি কুরআন অবতীর্ণ করিয়াছি, যাহা উহাদের নিকট পাঠ করা হয়। ইহাতে অবশ্যই অনুগ্রহ ও উপদেশ রহিয়াছে সেই কওমের জন্য যাহারা ঈমান আনে।

[৬]

٥٢- قُلْ كَفٰى بِاللّٰهِ بَيْنِيْ وَبَيْنَكُمْ شَهِيْدًا ۚ يَعْلَمُ مَا فِي السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ ؕ وَالَّذِيْنَ اٰمَنُوْا بِالْبَاطِلِ وَكَفَرُوْا بِاللّٰهِ ۙ اُولٰٓئِكَ هُمُ الْخٰسِرُوْنَ ۝

৫২। বল, 'আমার ও তোমাদের মধ্যে সাক্ষী হিসাবে আল্লাহ্‌ই যথেষ্ট। আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীতে যাহা আছে তাহা তিনি অবগত এবং যাহারা অসত্যে বিশ্বাস করে ও আল্লাহ্‌কে অস্বীকার করে তাহারাই তো ক্ষতিগ্রস্ত।'

٥٣- وَيَسْتَعْجِلُوْنَكَ بِالْعَذَابِ ؕ وَلَوْلَآ اَجَلٌ مُّسَمًّى لَّجَآءَهُمُ الْعَذَابُ ؕ وَلَيَاْتِيَنَّهُمْ بَغْتَةً وَّهُمْ لَا يَشْعُرُوْنَ ۝

৫৩। উহারা তোমাকে শাস্তি ত্বরান্বিত করিতে বলে। যদি নির্ধারিত কাল না থাকিত তবে শাস্তি তাহাদের উপর অবশ্যই আসিত। নিশ্চয়ই উহাদের উপর শাস্তি আসিবে আকস্মিকভাবে, উহাদের অজ্ঞাতসারে।

٥٤- يَسْتَعْجِلُوْنَكَ بِالْعَذَابِ ؕ وَاِنَّ جَهَنَّمَ لَمُحِيْطَةٌ ۢ بِالْكٰفِرِيْنَ ۝

৫৪। উহারা তোমাকে শাস্তি ত্বরান্বিত করিতে বলে, জাহান্নাম তো কাফিরদিগকে পরিবেষ্টন করিবেই।

٥٥- يَوْمَ يَغْشٰهُمُ الْعَذَابُ مِنْ فَوْقِهِمْ وَمِنْ تَحْتِ اَرْجُلِهِمْ وَيَقُوْلُ ذُوْقُوْا مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُوْنَ ۝

৫৫। সেই দিন শাস্তি উহাদিগকে আচ্ছন্ন করিবে ঊর্ধ্ব ও অধঃদেশ হইতে এবং তিনি বলিবেন, 'তোমরা যাহা করিতে তাহা আস্বাদন কর।'

১৩২৬। আল-কুরআনই নিদর্শন হিসাবে যথেষ্ট।

Contents

٥٦- يٰعِبَادِيَ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْٓا اِنَّ اَرْضِيْ وَاسِعَةٌ فَاِيَّايَ فَاعْبُدُوْنِ ○

৫৬। হে আমার মু'মিন বান্দাগণ! নিশ্চয় আমার পৃথিবী প্রশস্ত; সুতরাং তোমরা আমারই 'ইবাদত কর।

٥٧- كُلُّ نَفْسٍ ذَآئِقَةُ الْمَوْتِ ثُمَّ اِلَيْنَا تُرْجَعُوْنَ ○

৫৭। জীবমাত্রই মৃত্যুর স্বাদ গ্রহণকারী; অতঃপর তোমরা আমারই নিকট প্রত্যাবর্তিত হইবে।

٥٨- وَالَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ لَنُبَوِّئَنَّهُمْ مِّنَ الْجَنَّةِ غُرَفًا تَجْرِيْ مِنْ تَحْتِهَا الْاَنْهٰرُ خٰلِدِيْنَ فِيْهَا نِعْمَ اَجْرُ الْعٰمِلِيْنَ ○

৫৮। যাহারা ঈমান আনে ও সৎকর্ম করে আমি অবশ্যই তাহাদের বসবাসের জন্য সুউচ্চ প্রাসাদ দান করিব জান্নাতে, যাহার পাদদেশে নদী প্রবাহিত, সেখানে তাহারা স্থায়ী হইবে, কত উত্তম প্রতিদান সেই সকল কর্মশীলদের জন্য,

٥٩- الَّذِيْنَ صَبَرُوْا وَعَلٰى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُوْنَ ○

৫৯। যাহারা ধৈর্য ধারণ করে এবং তাহাদের প্রতিপালকের উপর নির্ভর করে।

٦٠- وَكَاَيِّنْ مِّنْ دَآبَّةٍ لَّا تَحْمِلُ رِزْقَهَا اللّٰهُ يَرْزُقُهَا وَاِيَّاكُمْ وَهُوَ السَّمِيْعُ الْعَلِيْمُ ○

৬০। এমন কত জীবজন্তু আছে যাহারা নিজেদের খাদ্য মওজুদ রাখে না। আল্লাহ্‌ই রিয্‌ক দান করেন উহাদিগকে ও তোমাদিগকে; এবং তিনি সর্বশ্রোতা, সর্বজ্ঞ।

٦١- وَلَئِنْ سَاَلْتَهُمْ مَّنْ خَلَقَ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ لَيَقُوْلُنَّ اللّٰهُ فَاَنّٰى يُؤْفَكُوْنَ ○

৬১। যদি তুমি উহাদিগকে জিজ্ঞাসা কর, 'কে আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবী সৃষ্টি করিয়াছেন এবং চন্দ্র-সূর্যকে নিয়ন্ত্রিত করিয়াছেন?' উহারা অবশ্যই বলিবে, 'আল্লাহ্'। তাহা হইলে, উহারা কোথায় ফিরিয়া যাইতেছে!

٦٢- اَللّٰهُ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَّشَآءُ مِنْ عِبَادِهٖ وَيَقْدِرُ لَهٗ اِنَّ اللّٰهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيْمٌ ○

৬২। আল্লাহ্ তাঁহার বান্দাদের মধ্যে যাহার জন্য ইচ্ছা তাহার রিয্‌ক বর্ধিত করেন এবং যাহার জন্য ইচ্ছা উহা সীমিত করেন। নিশ্চয় আল্লাহ্ সর্ববিষয়ে সম্যক অবহিত।

٦٣- وَلَئِنْ سَاَلْتَهُمْ مَّنْ نَّزَّلَ مِنَ السَّمَآءِ مَآءً فَاَحْيَا بِهِ الْاَرْضَ مِنْۢ بَعْدِ مَوْتِهَا لَيَقُوْلُنَّ اللّٰهُ ؕ قُلِ الْحَمْدُ لِلّٰهِ ؕ بَلْ اَكْثَرُهُمْ لَا يَعْقِلُوْنَ ۝

৬৩। যদি তুমি উহাদিগকে জিজ্ঞাসা কর, আকাশ হইতে বারি বর্ষণ করিয়া কে ভূমিকে সঞ্জীবিত করেনউহার মৃত্যুর পর? উহারা অবশ্যই বলিবে, 'আল্লাহ্'। বল, 'সমস্ত প্রশংসা আল্লাহ্রই'। কিন্তু উহাদের অধিকাংশই ইহা অনুধাবন করে না।

[৭]

٦٤- وَمَا هٰذِهِ الْحَيٰوةُ الدُّنْيَآ اِلَّا لَهْوٌ وَّلَعِبٌ ؕ وَاِنَّ الدَّارَ الْاٰخِرَةَ لَهِيَ الْحَيَوَانُ ۘ لَوْ كَانُوْا يَعْلَمُوْنَ ۝

৬৪। এই পার্থিব জীবন তো ক্রীড়া-কৌতুক ব্যতীত কিছুই নহে। পারলৌকিক জীবনই তো প্রকৃত জীবন, যদি উহারা জানিত!

٦٥- فَاِذَا رَكِبُوْا فِي الْفُلْكِ دَعَوُا اللّٰهَ مُخْلِصِيْنَ لَهُ الدِّيْنَ ۚ فَلَمَّا نَجّٰىهُمْ اِلَى الْبَرِّ اِذَا هُمْ يُشْرِكُوْنَ ۝

৬৫। উহারা যখন নৌযানে আরোহণ করে তখন উহারা বিশুদ্ধচিত্ত হইয়া একনিষ্ঠভাবে আল্লাহ্কে ডাকে। অতঃপর তিনি যখন স্থলে ভিড়াইয়া উহাদিগকে উদ্ধার করেন, তখন উহারা শির্কে লিপ্ত হয়,

٦٦- لِيَكْفُرُوْا بِمَآ اٰتَيْنٰهُمْ ۚ وَلِيَتَمَتَّعُوْا ۟ فَسَوْفَ يَعْلَمُوْنَ ۝

৬৬। যাহাতে উহাদের প্রতি আমার দান উহারা অস্বীকার করে এবং ভোগ-বিলাসে মত্ত থাকে; অচিরেই উহারা জানিতে পারিবে!

٦٧- اَوَلَمْ يَرَوْا اَنَّا جَعَلْنَا حَرَمًا اٰمِنًا وَّيُتَخَطَّفُ النَّاسُ مِنْ حَوْلِهِمْ ؕ اَفَبِالْبَاطِلِ يُؤْمِنُوْنَ وَبِنِعْمَةِ اللّٰهِ يَكْفُرُوْنَ ۝

৬৭। উহারা কি দেখে না আমি 'হারাম'কে১৩২৭ নিরাপদ স্থান করিয়াছি, অথচ ইহার চতুষ্পার্শ্বে যেসব মানুষ আছে, তাহাদের উপর হামলা করা হয়, তবে কি উহারা অসত্যেই বিশ্বাস করিবে এবং আল্লাহ্র অনুগ্রহ অস্বীকার করিবে?

٦٨- وَمَنْ اَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرٰى عَلَى اللّٰهِ كَذِبًا اَوْ كَذَّبَ بِالْحَقِّ لَمَّا جَآءَهٗ ؕ اَلَيْسَ فِيْ جَهَنَّمَ مَثْوًى لِّلْكٰفِرِيْنَ ۝

৬৮। যে ব্যক্তি আল্লাহ্ সম্বন্ধে মিথ্যা রচনা করে অথবা তাঁহার নিকট হইতে আগত সত্যকে অস্বীকার করে তাহার অপেক্ষা অধিক যালিম আর কে? জাহান্নামই কি কাফিরদের আবাস নহে?

১৩২৭। কা'বা শরীফের চতুষ্পার্শ্বস্থ নির্ধারিত সীমিত স্থানকে হারাম حرم বলে।

Contents

٦٩- وَالَّذِيْنَ جَاهَدُوْا فِيْنَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا ۗ وَإِنَّ اللّٰهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِيْنَ ۝

৬৯। যাহারা আমার উদ্দেশ্যে সংগ্রাম করে আমি তাহাদিগকে অবশ্যই আমার পথে পরিচালিত করিব। আল্লাহ্ অবশ্যই সৎকর্মপরায়ণদের সঙ্গে থাকেন।

Contents

৩০-সূরা রূম

৬০ আয়াত, ৬ রুকূ‘, মক্কী

।। দয়াময়, পরম দয়ালু আল্লাহ্‌র নামে ।।

১। আলিফ-লাম-মীম,

২। রোমকগণ[১৩২৮] পরাজিত হইয়াছে —

৩। নিকটবর্তী অঞ্চলে;[১৩২৯] কিন্তু উহারা উহাদের এই পরাজয়ের পর শীঘ্রই বিজয়ী হইবে,

৪। কয়েক বৎসরের মধ্যেই।[১৩৩০] পূর্বের ও পরের ফয়সালা আল্লাহ্‌রই। আর সেই দিন মু'মিনগণ হর্ষোৎফুল্ল হইবে,[১৩৩১]

৫। আল্লাহ্‌র সাহায্যে। তিনি যাহাকে ইচ্ছা সাহায্য করেন এবং তিনি পরাক্রমশালী, পরম দয়ালু।

৬। ইহা আল্লাহ্‌রই প্রতিশ্রুতি; আল্লাহ্ তাঁহার প্রতিশ্রুতি ব্যতিক্রম করেন না, কিন্তু অধিকাংশ লোক জানে না।

৭। উহারা পার্থিব জীবনের বাহ্য দিক সম্বন্ধে অবগত, আর আখিরাত সম্বন্ধে উহারা গাফিল।

١- الٓمّٓ ۟

٢- غُلِبَتِ الرُّوْمُ ۟

٣- فِيْٓ اَدْنَى الْاَرْضِ وَهُمْ مِّنْۢ بَعْدِ غَلَبِهِمْ سَيَغْلِبُوْنَ ۟
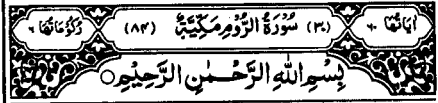
٤- فِيْ بِضْعِ سِنِيْنَ ؕ لِلّٰهِ الْاَمْرُ مِنْ قَبْلُ وَمِنْۢ بَعْدُ ؕ وَيَوْمَىِٕذٍ يَّفْرَحُ الْمُؤْمِنُوْنَ ۟

٥- بِنَصْرِ اللّٰهِ ؕ يَنْصُرُ مَنْ يَّشَآءُ ؕ وَهُوَ الْعَزِيْزُ الرَّحِيْمُ ۟

٦- وَعْدَ اللّٰهِ ؕ لَا يُخْلِفُ اللّٰهُ وَعْدَهٗ وَلٰكِنَّ اَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُوْنَ ۝

٧- يَعْلَمُوْنَ ظَاهِرًا مِّنَ الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا ۖ وَهُمْ عَنِ الْاٰخِرَةِ هُمْ غٰفِلُوْنَ ۝

১৩২৮। الروم রোমকগণ। ৩৯৫ খৃষ্টাব্দে রোমক সাম্রাজ্য হইতে পৃথক হইয়া পূর্ব রোমক বা বায়যেনটাইন নামে যে সাম্রাজ্যটি অভিহিত হইয়াছে এখানে الروم বলিতে উহাকে বুঝান হইয়াছে। সিরিয়া ও প্যালেস্টাইন এই সাম্রাজ্যের অধীনে ছিল। পারস্য সাম্রাজ্যের সহিত ইহার প্রায়ই সংঘর্ষ লাগিয়া থাকিত।

১৩২৯। 'নিকটবর্তী অঞ্চল' হইল হিজাযের উত্তর-পশ্চিম সীমানা সংলগ্ন আযুরু'আত ও বুস্‌রার মধ্যবর্তী স্থান, পূর্বরোমক সম্রাট হিরাক্লিয়াস (Heraclius) ও পারস্য সম্রাট খুস্‌রাও পারবিয-এর মধ্যে এখানে যুদ্ধ হয়। অগ্নি উপাসক পারসিকগণ এই যুদ্ধে জয়লাভ করে। ইহাতে মক্কার পৌত্তলিকগণ উৎফুল্ল হয় ও বলিতে থাকে, আমরাও অচিরে মুসলিমগণকে পরাজিত করিব। তখন এই আয়াতগুলি অবতীর্ণ হয়।

১৩৩০-৩১। بضع سنين -তিন হইতে দশ বৎসর। এই আয়াতে ভবিষ্যদ্বাণী করা হয় যে, অনধিক নয় বৎসরের মধ্যে রোমকরা পারসিকদের উপর জয়ী হইবে। ৬২৩-২৪ খৃষ্টাব্দে এই ভবিষ্যদ্বাণী সত্যে পরিণত হয়। আর সেই বৎসরই (২/৬২৩) বদর যুদ্ধে মুসলিমগণ মক্কার মুশরিকদের পরাজিত করে।

৮-اَوَلَمْ يَتَفَكَّرُوْا فِيْٓ اَنْفُسِهِمْ ۗ مَا خَلَقَ اللّٰهُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَآ اِلَّا بِالْحَقِّ وَاَجَلٍ مُّسَمًّى ؕ وَاِنَّ كَثِيْرًا مِّنَ النَّاسِ بِلِقَآئِ رَبِّهِمْ لَكٰفِرُوْنَ ○

৮। উহারা কি নিজেদের অন্তরে ভাবিয়া দেখে না? আল্লাহ্ আকাশমণ্ডলী, পৃথিবী ও উহাদের অন্তর্বর্তী সমস্ত কিছু সৃষ্টি করিয়াছেন যথাযথভাবে এবং এক নির্দিষ্ট কালের জন্য। কিন্তু মানুষের মধ্যে অনেকেই তাহাদের প্রতিপালকের সাক্ষাতে অবিশ্বাসী।

৯-اَوَلَمْ يَسِيْرُوْا فِي الْاَرْضِ فَيَنْظُرُوْا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِهِمْ ؕ كَانُوْٓا اَشَدَّ مِنْهُمْ قُوَّةً وَّاَثَارُوا الْاَرْضَ وَعَمَرُوْهَآ اَكْثَرَ مِمَّا عَمَرُوْهَا وَجَآءَتْهُمْ رُسُلُهُمْ بِالْبَيِّنٰتِ ؕ فَمَا كَانَ اللّٰهُ لِيَظْلِمَهُمْ وَلٰكِنْ كَانُوْٓا اَنْفُسَهُمْ يَظْلِمُوْنَ ○

৯। উহারা কি পৃথিবীতে ভ্রমণ করে না? তাহা হইলে দেখিত যে, উহাদের পূর্ববর্তীদের পরিণাম কিরূপ হইয়াছিল[১৩৩২] শক্তিতে তাহারা ছিল ইহাদের অপেক্ষা প্রবল, তাহারা জমি চাষ করিত, তাহারা উহা আবাদ করিত ইহাদের আবাদ করা অপেক্ষা অধিক। তাহাদের নিকট আসিয়াছিল তাহাদের রাসূলগণ সুস্পষ্ট নিদর্শনসহ; বস্তুত আল্লাহ্ এমন নহেন যে, উহাদের প্রতি যুলুম করেন, উহারা নিজেরাই নিজেদের প্রতি যুলুম করিয়াছিল।

১০-ثُمَّ كَانَ عَاقِبَةَ الَّذِيْنَ اَسَآءُوا السُّوْٓاٰى اَنْ كَذَّبُوْا بِاٰيٰتِ اللّٰهِ وَكَانُوْا بِهَا يَسْتَهْزِءُوْنَ ○ ع

১০। অতঃপর যাহারা মন্দ কর্ম করিয়াছিল তাহাদের পরিণাম হইয়াছে মন্দ; কারণ তাহারা আল্লাহ্র আয়াত অস্বীকার করিত এবং উহা লইয়া ঠাট্টা-বিদ্রূপ করিত।

[২]

১১-اَللّٰهُ يَبْدَؤُا الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيْدُهٗ ثُمَّ اِلَيْهِ تُرْجَعُوْنَ ○

১১। আল্লাহ্ আদিতে সৃষ্টির সূচনা করেন, অতঃপর তিনি ইহার পুনরাবৃত্তি করিবেন,[১৩৩৩] তারপর তোমরা তাঁহারই নিকট প্রত্যানীত হইবে।

১২-وَيَوْمَ تَقُوْمُ السَّاعَةُ يُبْلِسُ الْمُجْرِمُوْنَ ○

১২। যেই দিন কিয়ামত হইবে সেই দিন অপরাধিগণ হতাশ হইয়া পড়িবে।

১৩৩২। দ্র. ৯ ঃ ৬৫ ও ৭০; ৮৯ ঃ ৬-৯ আয়াতসমূহ।
১৩৩৩। দ্র. ২৭ ঃ ৬৪ আয়াত।

১৩। উহাদের দেব-দেবীগুলি উহাদের জন্য সুপারিশকারী হইবে না এবং উহারা উহাদের দেব-দেবীগুলিকে প্রত্যাখ্যান করিবে।

١٣-وَلَمْ يَكُنْ لَّهُمْ مِّنْ شُرَكَآئِهِمْ شُفَعٰٓؤُا وَكَانُوْا بِشُرَكَآئِهِمْ كٰفِرِيْنَ ۝

১৪। যেই দিন কিয়ামত হইবে সেই দিন মানুষ বিভক্ত[১৩৩৪] হইয়া পড়িবে।

١٤-وَيَوْمَ تَقُوْمُ السَّاعَةُ يَوْمَئِذٍ يَّتَفَرَّقُوْنَ ۝

১৫। অতএব যাহারা ঈমান আনিয়াছে ও সৎকর্ম করিয়াছে তাহারা জান্নাতে থাকিবে;

١٥-فَاَمَّا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ فَهُمْ فِيْ رَوْضَةٍ يُّحْبَرُوْنَ ۝

১৬। এবং যাহারা কুফরী করিয়াছে এবং আমার নিদর্শনাবলী ও আখিরাতের সাক্ষাত অস্বীকার করিয়াছে, তাহারাই শাস্তি ভোগ করিতে থাকিবে।

١٦-وَاَمَّا الَّذِيْنَ كَفَرُوْا وَكَذَّبُوْا بِاٰيٰتِنَا وَلِقَآئِ الْاٰخِرَةِ فَاُولٰٓئِكَ فِي الْعَذَابِ مُحْضَرُوْنَ ۝

১৭। সুতরাং তোমরা আল্লাহ্‌র পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা কর সন্ধ্যায় ও প্রভাতে—

١٧-فَسُبْحٰنَ اللّٰهِ حِيْنَ تُمْسُوْنَ وَحِيْنَ تُصْبِحُوْنَ ۝

১৮। এবং অপরাহ্নে ও যুহরের সময়ে;[১৩৩৫] আর আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীতে সকল প্রশংসা তো তাঁহারই।

١٨-وَلَهُ الْحَمْدُ فِي السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ وَعَشِيًّا وَّحِيْنَ تُظْهِرُوْنَ ۝

১৯। তিনিই মৃত হইতে জীবন্তের আবির্ভাব ঘটান এবং তিনিই জীবন্ত হইতে মৃতের আবির্ভাব ঘটান এবং ভূমিকে পুনর্জীবিত করেন উহার মৃত্যুর পর। এইভাবেই তোমরা উত্থিত হইবে।

١٩-يُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَيُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ وَيُحْيِ الْاَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا ۚ وَكَذٰلِكَ تُخْرَجُوْنَ ۝ ع

[৩]

২০। তাঁহার নিদর্শনাবলীর মধ্যে রহিয়াছে যে, তিনি তোমাদিগকে মৃত্তিকা হইতে সৃষ্টি করিয়াছেন। তাহার পর এখন তোমরা মানুষ, সর্বত্র ছড়াইয়া পড়িতেছ।

٢٠-وَمِنْ اٰيٰتِهٖٓ اَنْ خَلَقَكُمْ مِّنْ تُرَابٍ ثُمَّ اِذَآ اَنْتُمْ بَشَرٌ تَنْتَشِرُوْنَ ۝

১৩৩৪। মু'মিনদের পৃথক দল ও কাফিরদের পৃথক দল। দ্র. ৩৬ ঃ ৫৯ আয়াত।
১৩৩৫। ১৭ ও ১৮ আয়াতদ্বয়ে পাঁচ ওয়াক্ত ফরয নামাযের ইঙ্গিত দেওয়া হইয়াছে। দ্র. ১৭ ঃ৭৮ আয়াত।

٢١- وَمِنْ اٰيٰتِهٖٓ اَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِّنْ اَنْفُسِكُمْ اَزْوَاجًا لِّتَسْكُنُوْٓا اِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَّوَدَّةً وَّرَحْمَةً ؕ اِنَّ فِيْ ذٰلِكَ لَاٰيٰتٍ لِّقَوْمٍ يَّتَفَكَّرُوْنَ ○

২১। আর তাঁহার নিদর্শনাবলীর মধ্যে রহিয়াছে যে, তিনি তোমাদের জন্য তোমাদের মধ্য হইতে সৃষ্টি করিয়াছেন তোমাদের সংগিনীদিগকে যাহাতে তোমরা উহাদের নিকট শান্তি পাও এবং তোমাদের মধ্যে পারস্পরিক ভালবাসা ও দয়া সৃষ্টি করিয়াছেন। চিন্তাশীল সম্প্রদায়ের জন্য ইহাতে অবশ্যই বহু নিদর্শন রহিয়াছে।

٢٢- وَمِنْ اٰيٰتِهٖ خَلْقُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ وَاخْتِلَافُ اَلْسِنَتِكُمْ وَاَلْوَانِكُمْ ؕ اِنَّ فِيْ ذٰلِكَ لَاٰيٰتٍ لِّلْعٰلِمِيْنَ ○

২২। আর তাঁহার নিদর্শনাবলীর মধ্যে রহিয়াছে আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীর সৃষ্টি এবং তোমাদের ভাষা ও বর্ণের বৈচিত্র্য। ইহাতে জ্ঞানীদের জন্য অবশ্যই বহু নিদর্শন রহিয়াছে।

٢٣- وَمِنْ اٰيٰتِهٖ مَنَامُكُمْ بِالَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَابْتِغَآؤُكُمْ مِّنْ فَضْلِهٖ ؕ اِنَّ فِيْ ذٰلِكَ لَاٰيٰتٍ لِّقَوْمٍ يَّسْمَعُوْنَ ○

২৩। আর তাঁহার নিদর্শনাবলীর মধ্যে রহিয়াছে রাত্রিতে ও দিবাভাগে তোমাদের নিদ্রা এবং তোমাদের অন্বেষণ তাঁহার অনুগ্রহ হইতে। ইহাতে অবশ্যই বহু নিদর্শন রহিয়াছে শ্রবণকারী[১৩৩৬] সম্প্রদায়ের জন্য।

٢٤- وَمِنْ اٰيٰتِهٖ يُرِيْكُمُ الْبَرْقَ خَوْفًا وَّطَمَعًا وَّيُنَزِّلُ مِنَ السَّمَآءِ مَآءً فَيُحْيٖ بِهِ الْاَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا ؕ اِنَّ فِيْ ذٰلِكَ لَاٰيٰتٍ لِّقَوْمٍ يَّعْقِلُوْنَ ○

২৪। আর তাঁহার নিদর্শনাবলীর মধ্যে রহিয়াছে, তিনি তোমাদিগকে প্রদর্শন করেন বিদ্যুৎ,ভয় ও ভরসা সঞ্চারকরূপে এবং আকাশ হইতে বারি বর্ষণ করেন ও তদ্দ্বারা ভূমিকে পুনর্জীবিত করেন উহার মৃত্যুর পর ; ইহাতে অবশ্যই বহু নিদর্শন রহিয়াছে বোধশক্তি সম্পন্ন সম্প্রদায়ের জন্য।

٢٥- وَمِنْ اٰيٰتِهٖٓ اَنْ تَقُوْمَ السَّمَآءُ وَالْاَرْضُ بِاَمْرِهٖ ؕ ثُمَّ اِذَا دَعَاكُمْ دَعْوَةً ۖۗ مِّنَ الْاَرْضِ ۖۗ اِذَآ اَنْتُمْ تَخْرُجُوْنَ ○

২৫। এবং তাঁহার নিদর্শনাবলীর মধ্যে রহিয়াছে যে, তাঁহারই আদেশে আকাশ ও পৃথিবীর স্থিতি থাকে; অতঃপর আল্লাহ্ যখন তোমাদিগকে মৃত্তিকা হইতে উঠিবার জন্য একবার আহ্বান করিবেন তখন তোমরা উঠিয়া আসিবে।

১৩৩৬। এ স্থলে يسمعون -এর ব্যাখ্যায় বলা হইয়াছে, যাহারা মনোযোগ সহকারে উপদেশ শ্রবণ করে।—কুরতুবী, জালালায়ন, কাশ্শাফ ইত্যাদি

২৬। আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীতে যাহা কিছু আছে তাহা তাঁহারই। সকলেই তাঁহার আজ্ঞাবহ।

٢٦- وَلَهُ مَنْ فِي السَّمٰوٰتِ وَالْأَرْضِ ۖ كُلٌّ لَّهُ قٰنِتُوْنَ ○

২৭। তিনি সৃষ্টিকে অস্তিত্বে আনয়ন করেন, অতঃপর তিনি ইহাকে সৃষ্টি করিবেন পুনর্বার; ইহা তাঁহার জন্য অতি সহজ। আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীতে সর্বোচ্চ মর্যাদা তাঁহারই; এবং তিনিই পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়।

٢٧- وَهُوَ الَّذِيْ يَبْدَؤُا الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيْدُهٗ وَهُوَ اَهْوَنُ عَلَيْهِ ۖ وَلَهُ الْمَثَلُ الْاَعْلٰى فِي السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ ۚ وَهُوَ الْعَزِيْزُ الْحَكِيْمُ ○

[৪]

২৮। আল্লাহ্ তোমাদের জন্য তোমাদের নিজেদের মধ্যে একটি দৃষ্টান্ত পেশ করিতেছেন ঃ তোমাদিগকে আমি যে রিয্ক দিয়াছি, তোমাদের অধিকারভুক্ত দাস-দাসিগণের কেহ কি তাহাতে অংশীদার?[১৩৩৭] ফলে তোমরা কি এই ব্যাপারে সমান? তোমরা কি উহাদিগকে সেইরূপ ভয় কর যেইরূপ তোমরা পরস্পর পরস্পরকে ভয় কর? এইভাবেই আমি বোধশক্তি সম্পন্ন লোকদের নিকট নিদর্শনাবলী বিবৃত করি।

٢٨- ضَرَبَ لَكُمْ مَّثَلًا مِّنْ اَنْفُسِكُمْ ۖ هَلْ لَّكُمْ مِّنْ مَّا مَلَكَتْ اَيْمَانُكُمْ مِّنْ شُرَكَآءَ فِيْ مَا رَزَقْنٰكُمْ فَاَنْتُمْ فِيْهِ سَوَآءٌ تَخَافُوْنَهُمْ كَخِيْفَتِكُمْ اَنْفُسَكُمْ ۖ كَذٰلِكَ نُفَصِّلُ الْاٰيٰتِ لِقَوْمٍ يَّعْقِلُوْنَ ○

২৯। বরং সীমালংঘনকারিগণ অজ্ঞানতাবশত তাহাদের খেয়াল-খুশীর অনুসরণ করে, সুতরাং আল্লাহ্ যাহাকে পথভ্রষ্ট করিয়াছেন, কে তাহাকে সৎপথে পরিচালিত করিবে? আর তাহাদের কোন সাহায্যকারী নাই।

٢٩- بَلِ اتَّبَعَ الَّذِيْنَ ظَلَمُوْٓا اَهْوَآءَهُمْ بِغَيْرِ عِلْمٍ ۚ فَمَنْ يَّهْدِيْ مَنْ اَضَلَّ اللّٰهُ ۖ وَمَا لَهُمْ مِّنْ نّٰصِرِيْنَ ○

৩০। তুমি একনিষ্ঠ হইয়া নিজকে দীনে প্রতিষ্ঠিত কর। আল্লাহ্র প্রকৃতির[১৩৩৮] অনুসরণ কর, যে প্রকৃতি অনুযায়ী তিনি

٣٠- فَاَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّيْنِ حَنِيْفًا ۖ فِطْرَتَ اللّٰهِ الَّتِيْ فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا ۖ

১৩৩৭। ভৃত্য বা দাসদাসী মনিবের ধন-সম্পদের অধিকারী হয় না, মনিব তাহাদিগকে ভয়ও করে না, সেইরূপ মহান আল্লাহ্র সঙ্গে তাঁহার কোন সৃষ্টির কোন ব্যাপারে শরীকানা হয় না, হইতে পারে না।

১৩৩৮। فطرة -প্রকৃতি। আল্লাহ্ তা'আলা মানুষকে যে সহজাত প্রকৃতি দিয়া সৃষ্টি করিয়াছেন উহাই فطرة الله। আর এই ফিতরাতুল্লাহ্ই ইসলাম। হাদীসে উক্ত হইয়াছে ঃ ما من مولود الا يولد على الفطرة অর্থাৎ প্রত্যেক মানব শিশু এই সহজাত স্বভাব (ইসলাম) লইয়া জন্মগ্রহণ করে।

لَا تَبْدِيلَ لِخَلْقِ اللّٰهِ ۚ ذٰلِكَ الدِّيْنُ الْقَيِّمُ ۙ وَلٰكِنَّ اَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُوْنَ ۝

মানুষ সৃষ্টি করিয়াছেন; আল্লাহ্‌র সৃষ্টির কোন পরিবর্তন নাই। ইহাই সরল দীন; কিন্তু অধিকাংশ মানুষ জানে না।

٣١- مُنِيْبِيْنَ اِلَيْهِ وَاتَّقُوْهُ وَاَقِيْمُوا الصَّلٰوةَ وَلَا تَكُوْنُوْا مِنَ الْمُشْرِكِيْنَ ۝

৩১। বিশুদ্ধ চিত্তে তাঁহার অভিমুখী হইয়া তাঁহাকে ভয় কর, সালাত কায়েম কর এবং অন্তর্ভুক্ত হইও না মুশরিকদের,

٣٢- مِنَ الَّذِيْنَ فَرَّقُوْا دِيْنَهُمْ وَكَانُوْا شِيَعًا ۚ كُلُّ حِزْبٍ بِمَا لَدَيْهِمْ فَرِحُوْنَ ۝

৩২। যাহারা নিজেদের দীনে মতভেদ সৃষ্টি করিয়াছে এবং বিভিন্ন দলে বিভক্ত হইয়াছে। প্রত্যেক দলই নিজ নিজ মতবাদ লইয়া উৎফুল্ল।

٣٣- وَاِذَا مَسَّ النَّاسَ ضُرٌّ دَعَوْا رَبَّهُمْ مُّنِيْبِيْنَ اِلَيْهِ ثُمَّ اِذَآ اَذَاقَهُمْ مِّنْهُ رَحْمَةً اِذَا فَرِيْقٌ مِّنْهُمْ بِرَبِّهِمْ يُشْرِكُوْنَ ۝

৩৩। মানুষকে যখন দুঃখ-দৈন্য স্পর্শ করে তখন উহারা বিশুদ্ধ চিত্তে- উহাদের প্রতিপালককে ডাকে। অতঃপর তিনি যখন উহাদিগকে স্বীয় অনুগ্রহ আস্বাদন করান তখন উহাদের একদল উহাদের প্রতিপালকের শরীক করিয়া থাকে;

٣٤- لِيَكْفُرُوْا بِمَآ اٰتَيْنٰهُمْ ۚ فَتَمَتَّعُوْا ۗ فَسَوْفَ تَعْلَمُوْنَ ۝

৩৪। ফলে উহাদিগকে আমি যাহা দিয়াছি, তাহা উহারা অস্বীকার করে। সুতরাং ভোগ করিয়া লও, শীঘ্রই তোমরা জানিতে পারিবে!

٣٥- اَمْ اَنْزَلْنَا عَلَيْهِمْ سُلْطٰنًا فَهُوَ يَتَكَلَّمُ بِمَا كَانُوْا بِهٖ يُشْرِكُوْنَ ۝

৩৫। আমি কি উহাদের নিকট এমন কোন দলীল অবতীর্ণ করিয়াছি যাহা উহাদিগকে শরীক করিতে বলে?

٣٦- وَاِذَآ اَذَقْنَا النَّاسَ رَحْمَةً فَرِحُوْا بِهَا ۚ وَاِنْ تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ ۢ بِمَا قَدَّمَتْ اَيْدِيْهِمْ اِذَا هُمْ يَقْنَطُوْنَ ۝

৩৬। আমি যখন মানুষকে অনুগ্রহের আস্বাদ দেই উহারা তাহাতে উৎফুল্ল হয় এবং উহাদের কৃতকর্মের ফলে দুর্দশাগ্রস্ত হইলেই উহারা হতাশ হইয়া পড়ে।

٣٧- اَوَلَمْ يَرَوْا اَنَّ اللّٰهَ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَّشَآءُ وَيَقْدِرُ ؕ اِنَّ فِیْ ذٰلِكَ لَاٰيٰتٍ لِّقَوْمٍ يُّؤْمِنُوْنَ ۝

৩৭। উহারা কি লক্ষ্য করে না, আল্লাহ্ যাহার জন্য ইচ্ছা রিয্ক প্রশস্ত করেন এবং সীমিত করেন? ইহাতে অবশ্যই নিদর্শন রহিয়াছে মু'মিন সম্প্রদায়ের জন্য।

٣٨- فَاٰتِ ذَا الْقُرْبٰى حَقَّهٗ وَالْمِسْكِيْنَ وَابْنَ السَّبِيْلِ ؕ ذٰلِكَ خَيْرٌ لِّلَّذِيْنَ يُرِيْدُوْنَ وَجْهَ اللّٰهِ ؗ وَاُولٰٓئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُوْنَ ۝

৩৮। অতএব আত্মীয়কে দিবে তাহার হক এবং অভাবগ্রস্ত ও মুসাফিরকেও। যাহারা আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টি কামনা করে তাহাদের জন্য ইহা শ্রেয় এবং তাহারাই সফলকাম।

٣٩- وَمَآ اٰتَيْتُمْ مِّنْ رِّبًا لِّيَرْبُوَاْ فِیْٓ اَمْوَالِ النَّاسِ فَلَا يَرْبُوْا عِنْدَ اللّٰهِ ۚ وَمَآ اٰتَيْتُمْ مِّنْ زَكٰوةٍ تُرِيْدُوْنَ وَجْهَ اللّٰهِ فَاُولٰٓئِكَ هُمُ الْمُضْعِفُوْنَ ۝

৩৯। মানুষের ধনে বৃদ্ধি পাইবে বলিয়া তোমরা যে সূদ দিয়া থাক, আল্লাহ্‌র দৃষ্টিতে তাহা ধন-সম্পদ বৃদ্ধি করে না। কিন্তু আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টি লাভের জন্য যে যাকাত তোমরা দিয়া থাক তাহাই বৃদ্ধি পায়[১৩৩৯]; উহারাই[১৩৪০] সমৃদ্ধিশালী।

٤٠- اَللّٰهُ الَّذِیْ خَلَقَكُمْ ثُمَّ رَزَقَكُمْ ثُمَّ يُمِيْتُكُمْ ثُمَّ يُحْيِيْكُمْ ؕ هَلْ مِنْ شُرَكَآئِكُمْ مَّنْ يَّفْعَلُ مِنْ ذٰلِكُمْ مِّنْ شَیْءٍ ؕ سُبْحٰنَهٗ وَتَعٰلٰى عَمَّا يُشْرِكُوْنَ ۝ ع

৪০। আল্লাহ্ই তোমাদিগকে সৃষ্টি করিয়াছেন, অতঃপর তোমাদিগকে রিয্ক দিয়াছেন, তিনি তোমাদের মৃত্যু ঘটাইবেন ও পরে তোমাদিগকে জীবিত করিবেন। তোমাদের দেব-দেবীগুলির এমন কেহ আছে কি, যে এ সমস্তের কোন কিছু করিতে পারে? উহারা যাহাদিগকে শরীক করে, আল্লাহ্ উহা হইতে পবিত্র, মহান।

[৫]

٤١ ظَهَرَ الْفَسَادُ فِی الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ اَيْدِی النَّاسِ لِيُذِيْقَهُمْ بَعْضَ الَّذِیْ عَمِلُوْا لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُوْنَ ۝

৪১। মানুষের কৃতকর্মের দরুন স্থলে ও সমুদ্রে বিপর্যয় ছড়াইয়া পড়ে; যাহার ফলে উহাদিগকে উহাদের কোন কোন কর্মের শাস্তি তিনি আস্বাদন করান, যাহাতে উহারা ফিরিয়া আসে।

১৩৩৯। 'তাহাই বৃদ্ধি পায়' কথাটি এখানে উহ্য আছে।
১৩৪০। অর্থাৎ যাকাত-সাদাকা প্রদানকারীরা।

٤٢- قُلْ سِيْرُوْا فِي الْاَرْضِ فَانْظُرُوْا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلُ ؕ كَانَ اَكْثَرُهُمْ مُّشْرِكِيْنَ ○

৪২। বল, 'তোমরা পৃথিবীতে পরিভ্রমণ কর এবং দেখ তোমাদের পূর্ববর্তীদের পরিণাম কী হইয়াছে!' উহাদের অধিকাংশই ছিল মুশরিক।

٤٣- فَاَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّيْنِ الْقَيِّمِ مِنْ قَبْلِ اَنْ يَّاْتِيَ يَوْمٌ لَّا مَرَدَّ لَهٗ مِنَ اللّٰهِ يَوْمَئِذٍ يَّصَّدَّعُوْنَ ○

৪৩। তুমি সরল দীনে নিজকে প্রতিষ্ঠিত কর, আল্লাহ্‌র পক্ষ হইতে যে দিবস অনিবার্য তাহা উপস্থিত হইবার পূর্বে, সেই দিন মানুষ বিভক্ত হইয়া পড়িবে।

٤٤- مَنْ كَفَرَ فَعَلَيْهِ كُفْرُهٗ ۚ وَمَنْ عَمِلَ صَالِحًا فَلِاَنْفُسِهِمْ يَمْهَدُوْنَ ○

৪৪। যে কুফরী করে কুফরীর শাস্তি তাহারই প্রাপ্য; যাহারা সৎকর্ম করে তাহারা নিজেদেরই জন্য রচনা করে সুখশয্যা।

٤٥- لِيَجْزِيَ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ مِنْ فَضْلِهٖ ؕ اِنَّهٗ لَا يُحِبُّ الْكٰفِرِيْنَ ○

৪৫। কারণ যাহারা ঈমান আনে ও সৎকর্ম করে আল্লাহ্ তাহাদিগকে নিজ-অনুগ্রহে পুরস্কৃত করেন। তিনি কাফিরদিগকে পসন্দ করেন না।

٤٦- وَمِنْ اٰيٰتِهٖۤ اَنْ يُّرْسِلَ الرِّيَاحَ مُبَشِّرٰتٍ وَّلِيُذِيْقَكُمْ مِّنْ رَّحْمَتِهٖ وَلِتَجْرِيَ الْفُلْكُ بِاَمْرِهٖ وَلِتَبْتَغُوْا مِنْ فَضْلِهٖ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُوْنَ ○

৪৬। তাঁহার নিদর্শনাবলীর একটি যে, তিনি বায়ু প্রেরণ করেন সুসংবাদ দিবার জন্য ও তোমাদিগকে তাঁহার অনুগ্রহ[১৩৪১] আস্বাদন করাইবার জন্য; এবং যাহাতে তাঁহার বিধানে নৌযানগুলি বিচরণ করে, যাহাতে তোমরা তাঁহার অনুগ্রহ সন্ধান করিতে পার ও তাঁহার প্রতি কৃতজ্ঞ হও।

٤٧- وَلَقَدْ اَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ رُسُلًا اِلٰى قَوْمِهِمْ فَجَآءُوْهُمْ بِالْبَيِّنٰتِ فَانْتَقَمْنَا مِنَ الَّذِيْنَ اَجْرَمُوْا ؕ وَكَانَ حَقًّا عَلَيْنَا نَصْرُ الْمُؤْمِنِيْنَ ○

৪৭। আমি তো তোমার পূর্বে রাসূলগণকে প্রেরণ করিয়াছিলাম তাহাদের নিজ নিজ সম্প্রদায়ের নিকট। তাহারা উহাদের নিকট সুস্পষ্ট নিদর্শন লইয়া আসিয়াছিল; অতঃপর আমি অপরাধীদিগকে শাস্তি দিয়াছিলাম। মু'মিনদিগকে সাহায্য করা আমার দায়িত্ব।

১৩৪১। এ স্থলে 'অনুগ্রহ' দ্বারা বৃষ্টি বুঝাইতেছে।-কাশ্‌শাফ, জালালায়ন ইত্যাদি

৪৮। আল্লাহ্, তিনি বায়ু প্রেরণ করেন, ফলে ইহা মেঘমালাকে সঞ্চালিত করে; অতঃপর তিনি ইহাকে যেমন ইচ্ছা আকাশে ছড়াইয়া দেন; পরে ইহাকে খণ্ড-বিখণ্ড করেন এবং তুমি দেখিতে পাও উহা হইতে নির্গত হয় বারিধারা; অতঃপর যখন তিনি তাঁহার বান্দাদের মধ্যে যাহাদের নিকট ইচ্ছা ইহা পৌঁছাইয়া দেন, তখন উহারা হয় হর্ষোৎফুল্ল,

٤٨- اَللّٰهُ الَّذِیْ یُرْسِلُ الرِّیٰحَ فَتُثِیْرُ سَحَابًا
فَیَبْسُطُهٗ فِی السَّمَآءِ كَیْفَ یَشَآءُ
وَیَجْعَلُهٗ كِسَفًا فَتَرَی الْوَدْقَ یَخْرُجُ
مِنْ خِلٰلِهٖ ۚ فَاِذَآ اَصَابَ بِهٖ
مَنْ یَّشَآءُ مِنْ عِبَادِهٖۤ
اِذَا هُمْ یَسْتَبْشِرُوْنَ ۟

৪৯। যদিও ইতিপূর্বে উহাদের প্রতি বৃষ্টি বর্ষণের আগে উহারা নিরাশ ছিল।

٤٩- وَاِنْ كَانُوْا مِنْ قَبْلِ اَنْ یُّنَزَّلَ
عَلَیْهِمْ مِّنْ قَبْلِهٖ لَمُبْلِسِیْنَ ۝

৫০। আল্লাহ্র অনুগ্রহের ফল সম্বন্ধে চিন্তা কর, কিভাবে তিনি ভূমিকে জীবিত করেন উহার মৃত্যুর পর। এইভাবেই আল্লাহ্ মৃতকে জীবিত করেন, কারণ তিনি সর্ববিষয়ে সর্বশক্তিমান।

٥٠- فَانْظُرْ اِلٰۤی اٰثٰرِ رَحْمَتِ اللّٰهِ
كَیْفَ یُحْیِ الْاَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا ؕ
اِنَّ ذٰلِكَ لَمُحْیِ الْمَوْتٰی ۚ
وَهُوَ عَلٰی كُلِّ شَیْءٍ قَدِیْرٌ ۝

৫১। আর আমি যদি এমন বায়ু প্রেরণ করি যাহার ফলে উহারা দেখে শস্য পীতবর্ণ ধারণ করিয়াছে, তখন তো উহারা অকৃতজ্ঞ হইয়া পড়ে।

٥١- وَلَىِٕنْ اَرْسَلْنَا رِیْحًا
فَرَاَوْهُ مُصْفَرًّا لَّظَلُّوْا مِنْۢ بَعْدِهٖ
یَكْفُرُوْنَ ۝

৫২। তুমি তো মৃতকে শুনাইতে পারিবে না, বধিরকেও পারিবে না আহ্বান শুনাইতে, যখন উহারা মুখ ফিরাইয়া চলিয়া যায়।

٥٢- فَاِنَّكَ لَا تُسْمِعُ الْمَوْتٰی وَلَا تُسْمِعُ الصُّمَّ
الدُّعَآءَ اِذَا وَلَّوْا مُدْبِرِیْنَ ۝

৫৩। আর তুমি অন্ধকেও পথে আনিতে পারিবে না উহাদের পথভ্রষ্টতা হইতে। যাহারা আমার নিদর্শনাবলীতে বিশ্বাস করে শুধু তাহাদিগকেই তুমি শুনাইতে পারিবে, কারণ তাহারা আত্মসমর্পণকারী।

٥٣- وَمَاۤ اَنْتَ بِهٰدِ الْعُمْیِ عَنْ ضَلٰلَتِهِمْ ؕ
اِنْ تُسْمِعُ اِلَّا مَنْ یُّؤْمِنُ بِاٰیٰتِنَا
فَهُمْ مُّسْلِمُوْنَ ۟ ع

Contents

[৬]

٥٤- اَللّٰهُ الَّذِيْ خَلَقَكُمْ مِّنْ ضُعْفٍ
ثُمَّ جَعَلَ مِنْۢ بَعْدِ ضُعْفٍ قُوَّةً
ثُمَّ جَعَلَ مِنْۢ بَعْدِ قُوَّةٍ ضُعْفًا وَّشَيْبَةً ؕ
يَخْلُقُ مَا يَشَآءُ ۚ وَهُوَ الْعَلِيْمُ الْقَدِيْرُ ○

৫৪। আল্লাহ্, তিনি তোমাদিগকে সৃষ্টি করেন দুর্বল অবস্থায়, দুর্বলতার পর তিনি দেন শক্তি; শক্তির পর আবার দেন দুর্বলতা ও বার্ধক্য। তিনি যাহা ইচ্ছা সৃষ্টি করেন এবং তিনিই সর্বজ্ঞ, সর্বশক্তিমান।

٥٥- وَيَوْمَ تَقُوْمُ السَّاعَةُ يُقْسِمُ
الْمُجْرِمُوْنَ ۙ۬ مَا لَبِثُوْا غَيْرَ سَاعَةٍ ؕ
كَذٰلِكَ كَانُوْا يُؤْفَكُوْنَ ○

৫৫। যেদিন কিয়ামত হইবে সেদিন অপরাধীরা শপথ করিয়া বলিবে যে, তাহারা মুহূর্তকালের বেশী অবস্থান করে নাই। এইভাবেই তাহারা সত্যভ্রষ্ট হইত।

٥٦- وَقَالَ الَّذِيْنَ اُوْتُوا الْعِلْمَ وَالْاِيْمَانَ
لَقَدْ لَبِثْتُمْ فِيْ كِتٰبِ اللّٰهِ اِلٰى يَوْمِ الْبَعْثِ ز
فَهٰذَا يَوْمُ الْبَعْثِ
وَلٰكِنَّكُمْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُوْنَ ○

৫৬। কিন্তু যাহাদিগকে জ্ঞান ও ঈমান দেওয়া হইয়াছে তাহারা বলিবে, 'তোমরা তো আল্লাহ্র বিধানে পুনরুত্থান দিবস পর্যন্ত অবস্থান করিয়াছ। ইহাই তো পুনরুত্থান দিবস, কিন্তু তোমরা জানিতে না।'

٥٧- فَيَوْمَئِذٍ لَّا يَنْفَعُ الَّذِيْنَ ظَلَمُوْا مَعْذِرَتُهُمْ
وَلَا هُمْ يُسْتَعْتَبُوْنَ ○

৫৭। সেই দিন সীমালংঘনকারীদের ওযর-আপত্তি উহাদের কাজে আসিবে না এবং উহাদিগকে আল্লাহ্র সন্তুষ্টি লাভের সুযোগও দেওয়া হইবে না।

٥٨- وَلَقَدْ ضَرَبْنَا لِلنَّاسِ فِيْ هٰذَا الْقُرْاٰنِ
مِنْ كُلِّ مَثَلٍ ؕ
وَلَئِنْ جِئْتَهُمْ بِاٰيَةٍ لَّيَقُوْلَنَّ
الَّذِيْنَ كَفَرُوْٓا اِنْ اَنْتُمْ اِلَّا مُبْطِلُوْنَ ○

৫৮। আমি তো মানুষের জন্য এই কুরআনে সর্বপ্রকার দৃষ্টান্ত দিয়াছি। তুমি যদি উহাদের নিকট কোন নিদর্শন উপস্থিত কর, কাফিররা অবশ্যই বলিবে, 'তোমরা তো মিথ্যাশ্রয়ী।'

٥٩- كَذٰلِكَ يَطْبَعُ اللّٰهُ
عَلٰى قُلُوْبِ الَّذِيْنَ لَا يَعْلَمُوْنَ ○

৫৯। যাহাদের জ্ঞান নাই আল্লাহ্ এইভাবে তাহাদের হৃদয় মোহর করিয়া দেন।

٦٠- فَاصْبِرْ اِنَّ وَعْدَ اللّٰهِ حَقٌّ
وَّلَا يَسْتَخِفَّنَّكَ الَّذِيْنَ لَا يُوْقِنُوْنَ ○ ع

৬০। অতএব তুমি ধৈর্য ধারণ কর, নিশ্চয়ই আল্লাহ্র প্রতিশ্রুতি সত্য। যাহারা দৃঢ় বিশ্বাসী নহে তাহারা যেন তোমাকে বিচলিত করিতে না পারে।

৩১-সূরা লুক্‌মান

৩৪ আয়াত, ৪ রুকূ‘, মক্‌কী

।। দয়াময়, পরম দয়ালু আল্লাহ্‌র নামে ।।

১। আলিফ-লাম-মীম;

١- الٓمّٓ ۚ

২। এইগুলি জ্ঞানগর্ভ কিতাবের আয়াত,

٢- تِلْكَ اٰيٰتُ الْكِتٰبِ الْحَكِيْمِ ۙ

৩। পথ-নির্দেশ ও দয়াস্বরূপ সৎকর্ম পরায়ণদের জন্য;

٣- هُدًى وَّ رَحْمَةً لِّلْمُحْسِنِيْنَ ۙ

৪। যাহারা সালাত কায়েম করে, যাকাত দেয়, আর তাহারাই আখিরাতে নিশ্চিত বিশ্বাসী;

٤- الَّذِيْنَ يُقِيْمُوْنَ الصَّلٰوةَ وَيُؤْتُوْنَ الزَّكٰوةَ وَهُمْ بِالْاٰخِرَةِ هُمْ يُوْقِنُوْنَ ۙ

৫। তাহারাই তাহাদের প্রতিপালকের নির্দেশিত পথে আছে এবং তাহারাই সফলকাম।

٥- اُولٰٓئِكَ عَلٰى هُدًى مِّنْ رَّبِّهِمْ وَ اُولٰٓئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُوْنَ ۝

৬। মানুষের মধ্যে কেহ কেহ[১৩৪২] অজ্ঞতাবশত আল্লাহ্‌র পথ হইতে বিচ্যুত করিবার জন্য অসার বাক্য ক্রয় করিয়া লয় এবং আল্লাহ্‌-প্রদর্শিত পথ লইয়া ঠাট্টা-বিদ্রূপ করে। উহাদেরই জন্য রহিয়াছে অবমাননাকর শাস্তি।

٦- وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَّشْتَرِيْ لَهْوَ الْحَدِيْثِ لِيُضِلَّ عَنْ سَبِيْلِ اللّٰهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ ۖ وَّيَتَّخِذَهَا هُزُوًا ۭ اُولٰٓئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ مُّهِيْنٌ ۝

৭। যখন উহার নিকট আমার আয়াত আবৃত্তি করা হয় তখন সে দম্ভভরে মুখ ফিরাইয়া লয় যেন সে ইহা শুনিতে পায় নাই, যেন উহার কর্ণ দুইটি বধির; অতএব উহাদিগকে মর্মন্তুদ শাস্তির সংবাদ দাও।

٧- وَ اِذَا تُتْلٰى عَلَيْهِ اٰيٰتُنَا وَلّٰى مُسْتَكْبِرًا كَاَنْ لَّمْ يَسْمَعْهَا كَاَنَّ فِيْٓ اُذُنَيْهِ وَقْرًا ۚ فَبَشِّرْهُ بِعَذَابٍ اَلِيْمٍ ۝

৮। যাহারা ঈমান আনে ও সৎকর্ম করে তাহাদের জন্য আছে সুখদ কানন;

٨- اِنَّ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ لَهُمْ جَنّٰتُ النَّعِيْمِ ۙ

১৩৪২। নাদর ইব্‌ন হারিছ নামে মক্কার নেতৃস্থানীয় এক ব্যক্তি পার্শ্ববর্তী দেশসমূহে, বিশেষত পারস্য হইতে গল্পের বই সংগ্রহ করিয়া আনিত এবং কুরআন শ্রবণ হইতে বিরত রাখার উদ্দেশ্যে আসর জমাইয়া লোকদিগকে সেই সকল গল্প শুনাইত। সেই আসরে আমোদ-স্ফূর্তির আরও সামগ্রী রাখা হইত। তাহার সম্বন্ধে আয়াতটি নাযিল হয়।

٩- خٰلِدِيْنَ فِيْهَا ۭ وَعْدَ اللّٰهِ حَقًّا ۭ وَهُوَ الْعَزِيْزُ الْحَكِيْمُ ○

৯। সেখানে তাহারা স্থায়ী হইবে। আল্লাহ্‌র প্রতিশ্রুতি সত্য। তিনি পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়!

١٠- خَلَقَ السَّمٰوٰتِ بِغَيْرِ عَمَدٍ تَرَوْنَهَا وَاَلْقٰى فِى الْاَرْضِ رَوَاسِىَ اَنْ تَمِيْدَ بِكُمْ وَبَثَّ فِيْهَا مِنْ كُلِّ دَآبَّةٍ ۭ وَاَنْزَلْنَا مِنَ السَّمَآءِ مَآءً فَاَنْۢبَتْنَا فِيْهَا مِنْ كُلِّ زَوْجٍ كَرِيْمٍ ○

১০। তিনি আকাশমণ্ডলী নির্মাণ করিয়াছেন স্তম্ভ ব্যতীত—তোমরা ইহা দেখিতেছ; তিনিই পৃথিবীতে স্থাপন করিয়াছেন পর্বতমালা যাহাতে ইহা তোমাদিগকে লইয়া ঢলিয়া না পড়ে এবং ইহাতে ছড়াইয়া দিয়াছেন সর্বপ্রকার জীব-জন্তু। এবং আমিই আকাশ হইতে বারি বর্ষণ করিয়া ইহাতে উদ্‌গত করি সর্বপ্রকার কল্যাণকর উদ্ভিদ।

١١- هٰذَا خَلْقُ اللّٰهِ فَاَرُوْنِىْ مَاذَا خَلَقَ الَّذِيْنَ مِنْ دُوْنِهٖ ۭ بَلِ الظّٰلِمُوْنَ فِىْ ضَلٰلٍ مُّبِيْنٍ ○ ع

১১। ইহা আল্লাহ্‌র সৃষ্টি! তিনি ব্যতীত অন্যেরা কী সৃষ্টি করিয়াছে আমাকে দেখাও। সীমালংঘনকারীরা তো স্পষ্ট বিভ্রান্তিতে রহিয়াছে।

[২]

١٢- وَلَقَدْ اٰتَيْنَا لُقْمٰنَ الْحِكْمَةَ اَنِ اشْكُرْ لِلّٰهِ ۭ وَمَنْ يَّشْكُرْ فَاِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهٖ ۚ وَمَنْ كَفَرَ فَاِنَّ اللّٰهَ غَنِىٌّ حَمِيْدٌ ○

১২। আমি লুকমানকে[১৩৪৩] জ্ঞান দান করিয়াছিলাম এবং বলিয়াছিলাম যে,[১৩৪৪] আল্লাহ্‌র প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ কর। যে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে সে তো তাহা করে নিজেরই জন্য এবং কেহ অকৃতজ্ঞ হইলে[১৩৪৫] আল্লাহ্ তো অভাবমুক্ত, প্রশংসার্হ।

١٣- وَاِذْ قَالَ لُقْمٰنُ لِابْنِهٖ وَهُوَ يَعِظُهٗ يٰبُنَىَّ لَا تُشْرِكْ بِاللّٰهِ ۭ اِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيْمٌ ○

১৩। স্মরণ কর, যখন লুকমান উপদেশচ্ছলে তাহার পুত্রকে বলিয়াছিল, 'হে বৎস! আল্লাহ্‌র কোন শরীক করিও না। নিশ্চয় শির্‌ক চরম যুলুম।'

১৩৪৩। লুকমান একজন অতি বিজ্ঞ ও ধর্মভীরু ব্যক্তি ছিলেন। তাঁহার পরিচয় সম্বন্ধে কয়েকটি বর্ণনা আছে ঃ ১. হযরত দাঊদ ('আ)-এর সমসাময়িক এক বিজ্ঞ ব্যক্তি যিনি ফতওয়া দিতেন; ২. আবিসিনিয়ার অধিবাসী একজন মুক্তিপ্রাপ্ত দাস; ৩. একজন নবী। এতদ্ব্যতীত প্রাচীন আরবী উপাখ্যানে তিনজন লুকমানের উল্লেখ পাওয়া যায়। তাঁহাদের মধ্যে একজনের নাম ছিল লুকমান হাকীম। হয়ত আয়াতে তাঁহারই উল্লেখ করা হইয়াছে। অধিকাংশের মতে তিনি নবী ছিলেন না।

১৩৪৪। 'এবং বলিয়াছিলেন' কথাটি এ স্থলে উহ্য আছে।

১৩৪৫। كفر নি'মাতের অস্বীকার করা অর্থাৎ অকৃতজ্ঞ হওয়া।

١٤-وَ وَصَّيْنَا الْإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ ۚ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَىٰ وَهْنٍ وَّفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ أَنِ اشْكُرْ لِي وَلِوَالِدَيْكَ ۖ إِلَيَّ الْمَصِيرُ ○

النصف

১৪। আমি তো মানুষকে তাহার পিতা-মাতার প্রতি সদাচরণের নির্দেশ দিয়াছি। জননী সন্তানকে কষ্টের পর কষ্ট বরণ করিয়া গর্ভে ধারণ করে এবং তাহার দুধ ছাড়ান হয় দুই বৎসরে। সুতরাং আমার প্রতি ও তোমার পিতা-মাতার প্রতি কৃতজ্ঞ হও। প্রত্যাবর্তন তো আমারই নিকট।

١٥-وَإِنْ جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَنْ تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا ۖ وَّاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ ۚ ثُمَّ إِلَيَّ مَرْجِعُكُمْ فَأُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ○

১৫। তোমার পিতা-মাতা যদি তোমাকে পীড়াপীড়ি করে আমার সমকক্ষ দাঁড় করাইতে যে বিষয়ে তোমার কোন জ্ঞান নাই, তুমি তাহাদের কথা মানিও না, তবে পৃথিবীতে তাহাদের সহিত বসবাস করিবে সদ্‌ভাবে এবং যে বিশুদ্ধচিত্তে আমার অভিমুখী হইয়াছে তাহার পথ অবলম্বন কর, অতঃপর তোমাদের প্রত্যাবর্তন আমারই নিকট এবং তোমরা যাহা করিতে সে বিষয়ে আমি তোমাদিগকে অবহিত করিব।

١٦-يَٰبُنَيَّ إِنَّهَا إِنْ تَكُ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِّنْ خَرْدَلٍ فَتَكُنْ فِي صَخْرَةٍ أَوْ فِي السَّمَٰوٰتِ أَوْ فِي الْأَرْضِ يَأْتِ بِهَا اللَّهُ ۚ إِنَّ اللَّهَ لَطِيفٌ خَبِيرٌ ○

১৬। 'হে বৎস! ক্ষুদ্র বস্তুটি[১৩৪৬] যদি সরিষার দানা পরিমাণও হয় এবং উহা যদি থাকে শিলাগর্ভে অথবা আকাশে কিংবা মৃত্তিকার নীচে, আল্লাহ্ তাহাও উপস্থিত করিবেন। আল্লাহ্ সূক্ষ্মদর্শী, সম্যক অবগত।

١٧- يَٰبُنَيَّ أَقِمِ الصَّلَوٰةَ وَأْمُرْ بِالْمَعْرُوفِ وَانْهَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا أَصَابَكَ ۖ إِنَّ ذَٰلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ ○

১৭। 'হে বৎস! সালাত কায়েম করিও, সৎ কর্মের নির্দেশ দিও আর অসৎ কর্মে নিষেধ করিও এবং আপদে-বিপদে ধৈর্য ধারণ করিও। ইহাই তো দৃঢ়সংকল্পের কাজ।

١٨-وَلَا تُصَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا ۖ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ كُلَّ مُخْتَالٍ فَخُورٍ ○

১৮। 'অহংকারবশে তুমি মানুষকে অবজ্ঞা করিও না[১৩৪৭] এবং পৃথিবীতে উদ্ধতভাবে বিচরণ করিও না; নিশ্চয় আল্লাহ্ কোন উদ্ধত, অহংকারীকে পসন্দ করেন না।

১৩৪৬। পুণ্য বা পাপ।

১৩৪৭। صعر خده -এর শাব্দিক অর্থ 'সে তাহার মুখ ফিরিয়া লইল।' ইহা একটি আরবী বাগধারা, যাহার অর্থ অহংকারবশে কাহাকেও অবজ্ঞা করা। -কাশ্‌শাফ, কুরতুবী, সাফ্‌ওয়াতুল বায়ান ইত্যাদি

Contents

১৯-وَاقْصِدْ فِيْ مَشْيِكَ وَاغْضُضْ مِنْ صَوْتِكَ ۭ اِنَّ اَنْكَرَ الْاَصْوَاتِ لَصَوْتُ الْحَمِيْرِ ۟

১৯। 'তুমি পদক্ষেপ করিও সংযতভাবে এবং তোমার কণ্ঠস্বর নীচু করিও; নিশ্চয় সুরের মধ্যে গর্দভের সুরই সর্বাপেক্ষা অপ্রীতিকর।'

[৩]

২০-اَلَمْ تَرَوْا اَنَّ اللّٰهَ سَخَّرَ لَكُمْ مَّا فِي السَّمٰوٰتِ وَمَا فِي الْاَرْضِ وَاَسْبَغَ عَلَيْكُمْ نِعَمَهٗ ظَاهِرَةً وَّبَاطِنَةً ۭ وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يُّجَادِلُ فِي اللّٰهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَّلَا هُدًى وَّلَا كِتٰبٍ مُّنِيْرٍ ۝

২০। তোমরা কি দেখ না, আল্লাহ্ আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীতে যাহা কিছু আছে সমস্তই তোমাদের কল্যাণে নিয়োজিত করিয়াছেন এবং তোমাদের প্রতি তাঁহার প্রকাশ্য ও অপ্রকাশ্য অনুগ্রহ সম্পূর্ণ করিয়াছেন? মানুষের মধ্যে কেহ কেহ অজ্ঞতাবশত আল্লাহ্ সম্বন্ধে বিতণ্ডা করে, তাহাদের না আছে পথনির্দেশক আর না আছে কোন দীপ্তিমান কিতাব।

২১-وَاِذَا قِيْلَ لَهُمُ اتَّبِعُوْا مَآ اَنْزَلَ اللّٰهُ قَالُوْا بَلْ نَتَّبِعُ مَا وَجَدْنَا عَلَيْهِ اٰبَآءَنَا ۭ اَوَلَوْ كَانَ الشَّيْطٰنُ يَدْعُوْهُمْ اِلٰى عَذَابِ السَّعِيْرِ ۝

২১। উহাদিগকে যখন বলা হয়, 'আল্লাহ্ যাহা অবতীর্ণ করিয়াছেন তাহা অনুসরণ কর।' উহারা বলে, 'বরং আমরা আমাদের পিতৃপুরুষদিগকে যাহাতে পাইয়াছি তাহারই অনুসরণ করিব।' শয়তান যদি উহাদিগকে জ্বলন্ত অগ্নির শাস্তির দিকে আহ্বান করে, তবুও কি?

২২-وَمَنْ يُّسْلِمْ وَجْهَهٗٓ اِلَى اللّٰهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقٰى ۭ وَاِلَى اللّٰهِ عَاقِبَةُ الْاُمُوْرِ ۝

২২। যে কেহ আল্লাহ্র নিকট আত্মসমর্পণ করে এবং সৎকর্মপরায়ণ হয় সে তো দৃঢ়ভাবে ধারণ করে এক মযবুত হাতল, যাবতীয় কার্যের পরিণাম আল্লাহ্র ইখ্তিয়ারে।

২৩-وَمَنْ كَفَرَ فَلَا يَحْزُنْكَ كُفْرُهٗ ۭ اِلَيْنَا مَرْجِعُهُمْ فَنُنَبِّئُهُمْ بِمَا عَمِلُوْا ۭ اِنَّ اللّٰهَ عَلِيْمٌۢ بِذَاتِ الصُّدُوْرِ ۝

২৩। আর কেহ কুফরী করিলে তাহার কুফরী যেন তোমাকে ক্লিষ্ট না করে। আমারই নিকট উহাদের প্রত্যাবর্তন। অতঃপর আমি উহাদিগকে অবহিত করিব উহারা যাহা করিত। অন্তরে যাহা রহিয়াছে সে সম্বন্ধে আল্লাহ্ সবিশেষ অবহিত।

٢٤- نُمَتِّعُهُمْ قَلِيْلًا
ثُمَّ نَضْطَرُّهُمْ اِلٰى عَذَابٍ غَلِيْظٍ ○

২৪। আমি উহাদিগকে জীবনোপকরণ ভোগ করিতে দিব স্বল্পকালের জন্য। অতঃপর উহাদিগকে কঠিন শাস্তি ভোগ করিতে বাধ্য করিব।

٢٥- وَلَئِنْ سَاَلْتَهُمْ مَّنْ خَلَقَ
السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ لَيَقُوْلُنَّ اللّٰهُ ۭ
قُلِ الْحَمْدُ لِلّٰهِ ۭ
بَلْ اَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُوْنَ ○

২৫। তুমি যদি উহাদিগকে জিজ্ঞাসা কর, 'আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবী কে সৃষ্টি করিয়াছেন?' উহারা নিশ্চয়ই বলিবে, 'আল্লাহ্।' বল, 'সকল প্রশংসা আল্লাহ্‌রই', কিন্তু উহাদের অধিকাংশই জানে না।

٢٦- لِلّٰهِ مَا فِى السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ ۭ
اِنَّ اللّٰهَ هُوَ الْغَنِيُّ الْحَمِيْدُ ○

২৬। আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীতে যাহা কিছু আছে তাহা আল্লাহ্‌রই; আল্লাহ্, তিনি তো অভাবমুক্ত, প্রশংসার্হ।

٢٧- وَلَوْ اَنَّ مَا فِى الْاَرْضِ مِنْ شَجَرَةٍ
اَقْلَامٌ وَّالْبَحْرُ يَمُدُّهٗ مِنْۢ بَعْدِهٖ
سَبْعَةُ اَبْحُرٍ مَّا نَفِدَتْ كَلِمٰتُ اللّٰهِ ۭ
اِنَّ اللّٰهَ عَزِيْزٌ حَكِيْمٌ ○

২৭। পৃথিবীর সমস্ত বৃক্ষ যদি কলম হয় আর সমুদ্র হয় কালি এবং ইহার সহিত আরও সাত সমুদ্র যুক্ত হয়, তবুও আল্লাহ্‌র বাণী নিঃশেষ হইবে না। আল্লাহ্ পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়।

٢٨- مَا خَلْقُكُمْ وَلَا بَعْثُكُمْ
اِلَّا كَنَفْسٍ وَّاحِدَةٍ ۭ
اِنَّ اللّٰهَ سَمِيْعٌۢ بَصِيْرٌ ○

২৮। তোমাদের সকলের সৃষ্টি ও পুনরুত্থান একটি প্রাণীর সৃষ্টি ও পুনরুত্থানেরই অনুরূপ। নিশ্চয় আল্লাহ্ সর্বশ্রোতা, সম্যক দ্রষ্টা।

٢٩- اَلَمْ تَرَ اَنَّ اللّٰهَ يُوْلِجُ الَّيْلَ فِى النَّهَارِ
وَيُوْلِجُ النَّهَارَ فِى الَّيْلِ وَسَخَّرَ الشَّمْسَ
وَالْقَمَرَ ۡ كُلٌّ يَّجْرِىْٓ اِلٰٓى اَجَلٍ مُّسَمًّى
وَّاَنَّ اللّٰهَ بِمَا تَعْمَلُوْنَ خَبِيْرٌ ○

২৯। তুমি কি দেখ না আল্লাহ্ রাত্রিকে দিবসে এবং দিবসকে রাত্রিতে পরিণত করেন? তিনি চন্দ্র-সূর্যকে করিয়াছেন নিয়মাধীন, প্রত্যেকটি বিচরণ করে নির্দিষ্ট কাল পর্যন্ত; তোমরা যাহা কর আল্লাহ্ সে সম্পর্কে অবহিত।

٣٠- ذٰلِكَ بِاَنَّ اللّٰهَ هُوَ الْحَقُّ
وَاَنَّ مَا يَدْعُوْنَ مِنْ دُوْنِهِ الْبَاطِلُ ۙ
وَاَنَّ اللّٰهَ هُوَ الْعَلِيُّ الْكَبِيْرُ ○ ع

৩০। এইগুলি প্রমাণ[১৩৪৮] যে, আল্লাহ্‌ই সত্য এবং উহারা তাঁহার পরিবর্তে যাহাকে ডাকে, তাহা মিথ্যা। আল্লাহ্, তিনি তো সমুচ্চ, মহান।

১৩৪৮। এ স্থলে ذٰلِكَ শব্দটি 'এইগুলি প্রমাণ' অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে।

[৪]

٣١- أَلَمْ تَرَ أَنَّ الْفُلْكَ تَجْرِي فِي
الْبَحْرِ بِنِعْمَتِ اللّٰهِ
لِيُرِيَكُمْ مِّنْ اٰيٰتِهٖ ۚ اِنَّ فِي ذٰلِكَ لَاٰيٰتٍ
لِّكُلِّ صَبَّارٍ شَكُوْرٍ ۝

৩১। তুমি কি লক্ষ্য কর না যে, আল্লাহ্‌র অনুগ্রহে নৌযানগুলি সমুদ্রে বিচরণ করে, যদ্দ্বারা তিনি তোমাদিগকে তাঁহার নিদর্শনাবলীর কিছু প্রদর্শন করেন? ইহাতে অবশ্যই নিদর্শন রহিয়াছে প্রত্যেক ধৈর্যশীল কৃতজ্ঞ ব্যক্তির জন্য।

٣٢- وَاِذَا غَشِيَهُمْ مَّوْجٌ كَالظُّلَلِ
دَعَوُا اللّٰهَ مُخْلِصِيْنَ لَهُ الدِّيْنَ ۚ
فَلَمَّا نَجّٰىهُمْ اِلَى الْبَرِّ فَمِنْهُمْ مُّقْتَصِدٌ ۚ
وَمَا يَجْحَدُ بِاٰيٰتِنَآ
اِلَّا كُلُّ خَتَّارٍ كَفُوْرٍ ۝

৩২। যখন তরংগ উহাদিগকে আচ্ছন্ন করে মেঘচ্ছায়ার মত তখন উহারা আল্লাহ্‌কে ডাকে তাঁহার আনুগত্যে বিশুদ্ধচিত্ত হইয়া। কিন্তু যখন তিনি উহাদিগকে উদ্ধার করিয়া স্থলে পৌঁছান তখন উহাদের কেহ কেহ সরল পথে থাকে; কেবল বিশ্বাসঘাতক, অকৃতজ্ঞ ব্যক্তিই আমার নিদর্শনাবলী অস্বীকার করে।

٣٣- يٰٓاَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوْا رَبَّكُمْ وَاخْشَوْا
يَوْمًا لَّا يَجْزِيْ وَالِدٌ عَنْ وَّلَدِهٖ ز
وَلَا مَوْلُوْدٌ هُوَ جَازٍ عَنْ وَّالِدِهٖ شَيْـًٔا ۚ
اِنَّ وَعْدَ اللّٰهِ حَقٌّ
فَلَا تَغُرَّنَّكُمُ الْحَيٰوةُ الدُّنْيَا
وَلَا يَغُرَّنَّكُمْ بِاللّٰهِ الْغَرُوْرُ ۝

৩৩। হে মানুষ! তোমরা তোমাদের প্রতিপালককে ভয় কর এবং ভয় কর সেই দিনের, যখন পিতা সন্তানের কোন উপকারে আসিবে না, সন্তানও কোন উপকারে আসিবে না তাহার পিতার। আল্লাহ্‌র প্রতিশ্রুতি সত্য; সুতরাং পার্থিব জীবন যেন তোমাদিগকে কিছুতেই প্রতারিত না করে এবং সেই প্রবঞ্চক যেন তোমাদিগকে কিছুতেই আল্লাহ্[১৩৪৯] সম্পর্কে প্রবঞ্চিত না করে।

٣٤- اِنَّ اللّٰهَ عِنْدَهٗ عِلْمُ السَّاعَةِ ۚ
وَيُنَزِّلُ الْغَيْثَ ۚ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْاَرْحَامِ ۚ
وَمَا تَدْرِيْ نَفْسٌ مَّاذَا تَكْسِبُ غَدًا ۚ
وَمَا تَدْرِيْ نَفْسٌۢ بِاَيِّ اَرْضٍ تَمُوْتُ ۚ
اِنَّ اللّٰهَ عَلِيْمٌ خَبِيْرٌ ۝

৩৪। কিয়ামতের জ্ঞান কেবল আল্লাহ্‌র নিকট রহিয়াছে, তিনি বৃষ্টি বর্ষণ করেন এবং তিনি জানেন যাহা জরায়ুতে আছে। কেহ জানে না আগামী কল্য সে কি অর্জন করিবে এবং কেহ জানে না কোন্ স্থানে তাহার মৃত্যু ঘটিবে। নিশ্চয়ই আল্লাহ্ সর্বজ্ঞ, সর্ববিষয়ে অবহিত।

১৩৪৯। অর্থাৎ শয়তান, সে জিন্ন বা মানুষ বা উভয়ই হইতে পারে।

Contents

৩২-সূরা সাজ্‌দাঃ

৩০ আয়াত, ৩ রুকূ‘, মক্‌কী

।। দয়াময়, পরম দয়ালু আল্লাহ্‌র নামে ।।
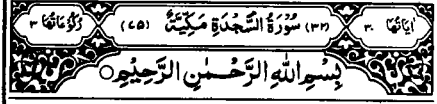
১। আলিফ-লাম-মীম,

١- الٓمّٓ ۝

২। এই কিতাব জগতসমূহের প্রতিপালকের নিকট হইতে অবতীর্ণ, ইহাতে কোন সন্দেহ নাই।

٢- تَنْزِيْلُ الْكِتٰبِ لَا رَيْبَ فِيْهِ مِنْ رَّبِّ الْعٰلَمِيْنَ ۝

৩। তবে কি উহারা বলে, ‘ইহা সে নিজে রচনা করিয়াছে?’ না, ইহা তোমার প্রতিপালক হইতে আগত সত্য, যাহাতে তুমি এমন এক সম্প্রদায়কে সতর্ক করিতে পার, যাহাদের নিকট-তোমার পূর্বে কোন সতর্ককারী আসে নাই, হয়তো উহারা সৎপথে চলিবে।

٣- اَمْ يَقُوْلُوْنَ افْتَرٰىهُ ۚ بَلْ هُوَ الْحَقُّ مِنْ رَّبِّكَ لِتُنْذِرَ قَوْمًا مَّآ اَتٰىهُمْ مِّنْ نَّذِيْرٍ مِّنْ قَبْلِكَ لَعَلَّهُمْ يَهْتَدُوْنَ ۝

৪। আল্লাহ্, যিনি আকাশমণ্ডলী, পৃথিবী ও উহাদের অন্তর্বর্তী সমস্ত কিছু সৃষ্টি করিয়াছেন ছয় দিনে।[১৩৫০] অতঃপর তিনি ‘আর্‌শে সমাসীন হন। তিনি ব্যতীত তোমাদের কোন অভিভাবক নাই এবং সুপারিশকারীও নাই; তবু কি তোমরা উপদেশ গ্রহণ করিবে না?

٤- اَللّٰهُ الَّذِيْ خَلَقَ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا فِيْ سِتَّةِ اَيَّامٍ ثُمَّ اسْتَوٰى عَلَى الْعَرْشِ ۭ مَا لَكُمْ مِّنْ دُوْنِهٖ مِنْ وَّلِيٍّ وَّلَا شَفِيْعٍ ۭ اَفَلَا تَتَذَكَّرُوْنَ ۝

৫। তিনি আকাশ হইতে পৃথিবী পর্যন্ত সমুদয় বিষয় পরিচালনা করেন, অতঃপর এক দিন সমস্ত কিছুই তাঁহার সমীপে সমুত্থিত হইবে[১৩৫১]— যে দিনের পরিমাপ হইবে তোমাদের হিসাবে সহস্র বৎসর।

٥- يُدَبِّرُ الْاَمْرَ مِنَ السَّمَآءِ اِلَى الْاَرْضِ ثُمَّ يَعْرُجُ اِلَيْهِ فِيْ يَوْمٍ كَانَ مِقْدَارُهٗٓ اَلْفَ سَنَةٍ مِّمَّا تَعُدُّوْنَ ۝

১৩৫০। দ্র. ৭ : ৫৪, ১০ : ৩ ও ১১ : ৭ আয়াতসমূহ।
১৩৫১। ‘বিচারের জন্য’।

Contents

৬। তিনিই অদৃশ্য ও দৃশ্য সম্বন্ধে পরিজ্ঞাত, পরাক্রমশালী, পরম দয়ালু,

٦- ذٰلِكَ عٰلِمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ الْعَزِيْزُ الرَّحِيْمُ ۙ

৭। যিনি তাঁহার প্রত্যেকটি সৃষ্টিকে সৃজন করিয়াছেন উত্তমরূপে, এবং কর্দম হইতে মানব সৃষ্টির সূচনা করিয়াছেন।

٧- الَّذِيْٓ اَحْسَنَ كُلَّ شَيْءٍ خَلَقَهٗ وَبَدَاَ خَلْقَ الْاِنْسَانِ مِنْ طِيْنٍ ۚ

৮। অতঃপর তিনি তাহার বংশ উৎপন্ন করেন তুচ্ছ তরল পদার্থের নির্যাস হইতে।

٨- ثُمَّ جَعَلَ نَسْلَهٗ مِنْ سُلٰلَةٍ مِّنْ مَّآءٍ مَّهِيْنٍ ۚ

৯। পরে তিনি উহাকে করিয়াছেন সুঠাম এবং উহাতে ফুঁকিয়া দিয়াছেন তাঁহার রূহ হইতে এবং তোমাদিগকে দিয়াছেন কর্ণ, চক্ষু ও অন্তঃকরণ, তোমরা অতি সামান্যই কৃতজ্ঞতা প্রকাশ কর।

٩- ثُمَّ سَوّٰىهُ وَنَفَخَ فِيْهِ مِنْ رُّوْحِهٖ وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْاَبْصَارَ وَالْاَفْـِٕدَةَ ؕ قَلِيْلًا مَّا تَشْكُرُوْنَ ○

১০। উহারা বলে, 'আমরা মৃত্তিকায় পর্যবসিত হইলেও কি আমাদিগকে আবার নূতন করিয়া সৃষ্টি করা হইবে?' বরং উহারা উহাদের প্রতিপালকের সাক্ষাত অস্বীকার করে।

١٠- وَقَالُوْٓا ءَاِذَا ضَلَلْنَا فِي الْاَرْضِ ءَاِنَّا لَفِيْ خَلْقٍ جَدِيْدٍ ۬ؕ بَلْ هُمْ بِلِقَآئِ رَبِّهِمْ كٰفِرُوْنَ ○

১১। বল, 'তোমাদের জন্য নিযুক্ত মৃত্যুর ফিরিশ্‌তা তোমাদের প্রাণ হরণ করিবে। অবশেষে তোমরা তোমাদের প্রতিপালকের নিকট প্রত্যানীত হইবে।'

١١- قُلْ يَتَوَفّٰىكُمْ مَّلَكُ الْمَوْتِ الَّذِيْ وُكِّلَ بِكُمْ ثُمَّ اِلٰى رَبِّكُمْ تُرْجَعُوْنَ ۚ

[২]

১২। হায়, তুমি যদি দেখিতে! যখন অপরাধীরা তাহাদের প্রতিপালকের সম্মুখে অধোবদন হইয়া বলিবে, 'হে আমাদের প্রতিপালক! আমরা প্রত্যক্ষ করিলাম ও শ্রবণ করিলাম, এখন তুমি আমাদিগকে পুনরায় প্রেরণ কর,১৩৫২ আমরা সৎকর্ম করিব, আমরা তো দৃঢ় বিশ্বাসী।'

١٢- وَلَوْ تَرٰٓى اِذِ الْمُجْرِمُوْنَ نَاكِسُوْا رُءُوْسِهِمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ ؕ رَبَّنَآ اَبْصَرْنَا وَسَمِعْنَا فَارْجِعْنَا نَعْمَلْ صَالِحًا اِنَّا مُوْقِنُوْنَ ○

১৩৫২। অর্থাৎ পৃথিবীতে পুনরায় প্রেরণ কর।

১৩-وَلَوْ شِئْنَا لَاٰتَيْنَا كُلَّ نَفْسٍ هُدٰىهَا وَلٰكِنْ حَقَّ الْقَوْلُ مِنِّىْ لَاَمْلَئَنَّ جَهَنَّمَ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ اَجْمَعِيْنَ ○

১৩। আমি ইচ্ছা করিলে প্রত্যেক ব্যক্তিকে সৎপথে পরিচালিত করিতাম; কিন্তু আমার এই কথা অবশ্যই সত্য ঃ আমি নিশ্চয়ই জিন্ন ও মানুষ উভয় দ্বারা জাহান্নাম পূর্ণ করিব।

١٤-فَذُوْقُوْا بِمَا نَسِيْتُمْ لِقَاۤءَ يَوْمِكُمْ هٰذَا ۚ اِنَّا نَسِيْنٰكُمْ وَذُوْقُوْا عَذَابَ الْخُلْدِ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُوْنَ ○

১৪। সুতরাং 'শাস্তি আস্বাদন কর, কারণ আজিকার এই সাক্ষাতের কথা তোমরা বিস্মৃত হইয়াছিলে। আমিও তোমাদিগকে বিস্মৃত হইয়াছি, তোমরা যাহা করিতে তজ্জন্য তোমরা স্থায়ী শাস্তি ভোগ করিতে থাক।'

١٥-اِنَّمَا يُؤْمِنُ بِاٰيٰتِنَا الَّذِيْنَ اِذَا ذُكِّرُوْا بِهَا خَرُّوْا سُجَّدًا وَّسَبَّحُوْا بِحَمْدِ رَبِّهِمْ وَهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُوْنَ ○

১৫। কেবল তাহারাই আমার নিদর্শনাবলী বিশ্বাস করে যাহারা উহার দ্বারা উপদিষ্ট হইলে সিজ্‌দায় লুটাইয়া পড়ে এবং তাহাদের প্রতিপালকের সপ্রশংস পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা করে আর তাহারা অহংকার করে না।

সিজ্‌দা السجدة ٩

١٦-تَتَجَافٰى جُنُوْبُهُمْ عَنِ الْمَضَاجِعِ يَدْعُوْنَ رَبَّهُمْ خَوْفًا وَّطَمَعًا ز وَّمِمَّا رَزَقْنٰهُمْ يُنْفِقُوْنَ ○

১৬। তাহারা শয্যা ত্যাগ করিয়া[১৩৫৩] তাহাদের প্রতিপালককে ডাকে আশায় ও আশংকায় এবং আমি তাহাদিগকে যে রিয্‌ক দান করিয়াছি উহা হইতে তাহারা ব্যয় করে।

١٧-فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَّاۤ اُخْفِىَ لَهُمْ مِّنْ قُرَّةِ اَعْيُنٍ ۚ جَزَاۤءًۢ بِمَا كَانُوْا يَعْمَلُوْنَ ○

১৭। কেহই জানে না তাহাদের জন্য নয়ন প্রীতিকর কী লুক্কায়িত রাখা হইয়াছে তাহাদের কৃতকর্মের পুরস্কারস্বরূপ!

١٨-اَفَمَنْ كَانَ مُؤْمِنًا كَمَنْ كَانَ فَاسِقًا ۘ لَا يَسْتَوٗنَ ○

১৮। তবে যে ব্যক্তি মু'মিন, সে কি পাপাচারীর ন্যায়? উহারা সমান নহে।

وقف غفران

١٩-اَمَّا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ فَلَهُمْ جَنّٰتُ الْمَاْوٰى ز نُزُلًاۢ بِمَا كَانُوْا يَعْمَلُوْنَ ○

১৯। যাহারা ঈমান আনে, সৎকর্ম করে তাহাদের কৃতকর্মের ফলস্বরূপ তাহাদের আপ্যায়নের জন্য তাহাদের স্থায়ী বাসস্থান হইবে জান্নাত।

১৩৫৩। تتجافى তাহাদের দেহপাশ শয্যা হইতে আলগা হইয়া যায় অর্থাৎ 'ইবাদতের জন্য গভীর রাত্রে তাহারা শয্যা ত্যাগ করিতে অভ্যস্ত।

٢٠- وَاَمَّا الَّذِيْنَ فَسَقُوْا فَمَاْوٰىهُمُ النَّارُ ؕ كُلَّمَاۤ اَرَادُوْۤا اَنْ يَّخْرُجُوْا مِنْهَاۤ اُعِيْدُوْا فِيْهَا وَقِيْلَ لَهُمْ ذُوْقُوْا عَذَابَ النَّارِ الَّذِىْ كُنْتُمْ بِهٖ تُكَذِّبُوْنَ ○

২০। এবং যাহারা পাপাচার করিয়াছে তাহাদের বাসস্থান হইবে জাহান্নাম; যখনই উহারা জাহান্নাম হইতে বাহির হইতে চাহিবে তখনই উহাদিগকে ফিরাইয়া দেওয়া হইবে উহাতে এবং উহাদিগকে বলা হইবে, 'যে অগ্নি-শাস্তিকে তোমরা মিথ্যা বলিতে, উহা আস্বাদন কর।'

٢١- وَلَنُذِيْقَنَّهُمْ مِّنَ الْعَذَابِ الْاَدْنٰى دُوْنَ الْعَذَابِ الْاَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُوْنَ ○

২১। গুরু শাস্তির পূর্বে উহাদিগকে আমি অবশ্যই লঘু শাস্তি আস্বাদন করাইব, যাহাতে উহারা ফিরিয়া আসে।

٢٢- وَمَنْ اَظْلَمُ مِمَّنْ ذُكِّرَ بِاٰيٰتِ رَبِّهٖ ثُمَّ اَعْرَضَ عَنْهَا ؕ اِنَّا مِنَ الْمُجْرِمِيْنَ مُنْتَقِمُوْنَ ○

২২। যে ব্যক্তি তাহার প্রতিপালকের নিদর্শনাবলী দ্বারা উপদিষ্ট হইয়া তাহা হইতে মুখ ফিরায় তাহার অপেক্ষা অধিক যালিম আর কে? আমি অবশ্যই অপরাধীদিগকে শাস্তি দিয়া থাকি।

[৩]

٢٣- وَلَقَدْ اٰتَيْنَا مُوْسَى الْكِتٰبَ فَلَا تَكُنْ فِىْ مِرْيَةٍ مِّنْ لِّقَآئِهٖ وَجَعَلْنٰهُ هُدًى لِّبَنِىْۤ اِسْرَآءِيْلَ ○

২৩। আমি তো মূসাকে কিতাব দিয়াছিলাম, অতএব তুমি তাহার সাক্ষাত সম্বন্ধে[১৩৫৪] সন্দেহ করিও না, আমি ইহাকে বনী ইসরাঈলের জন্য পথনির্দেশক করিয়াছিলাম।

٢٤- وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ اَئِمَّةً يَّهْدُوْنَ بِاَمْرِنَا لَمَّا صَبَرُوْا ؕ وَكَانُوْا بِاٰيٰتِنَا يُوْقِنُوْنَ ○

২৪। আর আমি উহাদের মধ্য হইতে নেতা মনোনীত করিয়াছিলাম, যাহারা আমার নির্দেশ অনুসারে পথ প্রদর্শন করিত, যেহেতু উহারা ধৈর্য ধারণ করিয়াছিল। আর উহারা ছিল আমার নিদর্শনাবলীতে দৃঢ় বিশ্বাসী।

১৩৫৪। মি'রাজে রাসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-এর সহিত মূসা (আ)-এর সাক্ষাত সম্বন্ধে অথবা আল্লাহ্‌র সহিত কিয়ামতে সাক্ষাত সম্বন্ধে অথবা মূসা (আ)-এর কিতাব প্রাপ্তি সম্বন্ধে।

২৫। উহারা যে বিষয়ে মতবিরোধ করিতেছে তোমার প্রতিপালকই কিয়ামতের দিন তাহাদের মধ্যে উহার ফয়সালা করিয়া দিবেন।

٢٥- اِنَّ رَبَّكَ هُوَ يَفْصِلُ بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ فِيْمَا كَانُوْا فِيْهِ يَخْتَلِفُوْنَ ○

২৬। ইহাও কি তাহাদিগকে পথ প্রদর্শন করিল না যে, আমি তো ইহাদের পূর্বে ধ্বংস করিয়াছি কত মানবগোষ্ঠী—যাহাদের বাসভূমিতে ইহারা বিচরণ করিয়া থাকে? ইহাতে অবশ্যই নিদর্শন রহিয়াছে; তবুও কি ইহারা শুনিবে না?

٢٦- اَوَلَمْ يَهْدِ لَهُمْ كَمْ اَهْلَكْنَا مِنْ قَبْلِهِمْ مِّنَ الْقُرُوْنِ يَمْشُوْنَ فِىْ مَسٰكِنِهِمْ ؕ اِنَّ فِىْ ذٰلِكَ لَاٰيٰتٍ ؕ اَفَلَا يَسْمَعُوْنَ ○

২৭। উহারা কি লক্ষ্য করে না, আমি ঊষর ভূমির উপর পানি প্রবাহিত করিয়া উহার সাহায্যে উদ্‌গত করি শস্য, যাহা হইতে আহার্য গ্রহণ করে উহাদের আন্‌'আম[১৩৫৫] এবং উহারাও? উহারা কি তবুও লক্ষ্য করিবে না?

٢٧- اَوَلَمْ يَرَوْا اَنَّا نَسُوْقُ الْمَآءَ اِلَى الْاَرْضِ الْجُرُزِ فَنُخْرِجُ بِهٖ زَرْعًا تَاْكُلُ مِنْهُ اَنْعَامُهُمْ وَاَنْفُسُهُمْ ؕ اَفَلَا يُبْصِرُوْنَ ○

২৮। উহারা জিজ্ঞাসা করে, 'তোমরা যদি সত্যবাদী হও, তবে বল, কখন হইবে এই ফয়সালা?'

٢٨- وَيَقُوْلُوْنَ مَتٰى هٰذَا الْفَتْحُ اِنْ كُنْتُمْ صٰدِقِيْنَ ○

২৯। বল, 'ফয়সালার দিনে কাফিরদের ঈমান আনয়ন উহাদের কোন কাজে আসিবে না এবং উহাদিগকে অবকাশও দেওয়া হইবে না।'

٢٩- قُلْ يَوْمَ الْفَتْحِ لَا يَنْفَعُ الَّذِيْنَ كَفَرُوْٓا اِيْمَانُهُمْ وَلَا هُمْ يُنْظَرُوْنَ ○

৩০। অতএব তুমি উহাদিগকে অগ্রাহ্য কর এবং অপেক্ষা কর, উহারাও অপেক্ষা করিতেছে।

٣٠- فَاَعْرِضْ عَنْهُمْ وَانْتَظِرْ اِنَّهُمْ مُّنْتَظِرُوْنَ ○

১৩৫৫। ৫ ঃ ১ আয়াতের টীকা দ্র.।

৩৩-সূরা আহ্যাব

৭৩ আয়াত, ৯ রুকূ', মাদানী

।। দয়াময়, পরম দয়ালু আল্লাহ্র নামে ।।

١-يٰۤاَيُّهَا النَّبِيُّ اتَّقِ اللّٰهَ وَلَا تُطِعِ الْكٰفِرِيْنَ وَالْمُنٰفِقِيْنَ ؕ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ عَلِيْمًا حَكِيْمًا ۙ
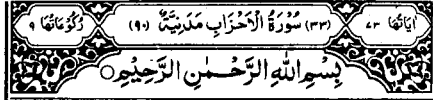
১। হে নবী! আল্লাহ্কে ভয় কর এবং কাফিরদের ও মুনাফিকদের আনুগত্য করিও না। আল্লাহ্ তো সর্বজ্ঞ, প্রজ্ঞাময়।

٢- وَّاتَّبِعْ مَا يُوْحٰۤى اِلَيْكَ مِنْ رَّبِّكَ ؕ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُوْنَ خَبِيْرًا ۙ

২। তোমার প্রতিপালকের নিকট হইতে তোমার প্রতি যাহা ওহী হয় তাহার অনুসরণ কর; তোমরা যাহা কর, আল্লাহ্ তো সে বিষয়ে সম্যক অবহিত।

٣- وَّ تَوَكَّلْ عَلَى اللّٰهِ ؕ وَكَفٰى بِاللّٰهِ وَكِيْلًا ○

৩। আর তুমি নির্ভর কর আল্লাহ্র উপর এবং কর্মবিধানে আল্লাহ্ই যথেষ্ট।

٤-مَا جَعَلَ اللّٰهُ لِرَجُلٍ مِّنْ قَلْبَيْنِ فِيْ جَوْفِهٖ ۚ وَمَا جَعَلَ اَزْوَاجَكُمُ الّٰٓـِٔيْ تُظٰهِرُوْنَ مِنْهُنَّ اُمَّهٰتِكُمْ ۚ وَمَا جَعَلَ اَدْعِيَآءَكُمْ اَبْنَآءَكُمْ ؕ ذٰلِكُمْ قَوْلُكُمْ بِاَفْوَاهِكُمْ ؕ وَاللّٰهُ يَقُوْلُ الْحَقَّ وَهُوَ يَهْدِى السَّبِيْلَ ○

৪। আল্লাহ্ কোন মানুষের অভ্যন্তরে দুইটি হৃদয় সৃষ্টি করেন নাই।১৩৫৬ তোমাদের স্ত্রীগণ, যাহাদের সহিত তোমরা জিহার১৩৫৭ করিয়া থাক, তিনি তাহাদিগকে তোমাদের জননী করেন নাই এবং তোমাদের পোষ্য পুত্রদিগকে তিনি তোমাদের পুত্র করেন নাই; এইগুলি তোমাদের মুখের কথা। আল্লাহ্ সত্য কথাই বলেন এবং তিনিই সরল পথ নির্দেশ করেন।

٥- اُدْعُوْهُمْ لِاٰبَآئِهِمْ هُوَ اَقْسَطُ عِنْدَ اللّٰهِ ۚ

৫। তোমরা তাহাদিগকে ডাক তাহাদের পিতৃ-পরিচয়ে১৩৫৮; আল্লাহ্র দৃষ্টিতে ইহা

১৩৫৬। জামিল ইব্ন মু'আম্মার আল-ফাহ্রী নামক এক ব্যক্তি প্রখর স্মৃতিশক্তির অধিকারী ছিল, সে যাহা শুনিত তাহাই মনে রাখিতে পারিত। এইজন্য তাহাকে দুই অন্তরের অধিকারী বলা হইত। ইহা লইয়া সে নিজেও গর্ব করিত এবং রাসূলুল্লাহ্ (সাঃ) হইতে নিজকে শ্রেষ্ঠ মনে করিত। আয়াতটিতে তাহার এই মিথ্যা দাবি খণ্ডন করা হইয়াছে। - আসবাবুন্-নুযূল

১৩৫৭। ظهر শব্দটির অর্থ পৃষ্ঠদেশ। প্রাক-ইসলামী যুগে আরব সমাজে যদি কোন ব্যক্তি তাহার স্ত্রীকে বলিত, 'তুমি আমার জন্য আমার মাতার পৃষ্ঠসদৃশ', তাহা হইলে স্বামী-স্ত্রীর সম্পর্ক ছিন্ন হইয়া যাইত। ইহাকে ইসলামী পরিভাষায় জিহার বলে। ৫৮ ঃ ২ ও ৩ দ্র.।

১৩৫৮। জাহিলী যুগে পোষ্যপুত্রকে আপন পুত্রবৎ গণ্য করা হইত। আয়াতে বলা হইয়াছে যে, পোষ্যপুত্র আপন পুত্র নয়। শরী'আতে পিতা-পুত্রের যে সম্পর্ক নির্ধারিত হইয়াছে, তাহা পোষ্যপুত্রের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হইতে পারে না।

Contents

فَإِنْ لَّمْ تَعْلَمُوٓا اٰبَآءَهُمْ فَاِخْوَانُكُمْ فِي الدِّيْنِ وَمَوَالِيْكُمْ ؕ وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيْمَآ اَخْطَاْتُمْ بِهٖ ۙ وَلٰكِنْ مَّا تَعَمَّدَتْ قُلُوْبُكُمْ ؕ وَكَانَ اللّٰهُ غَفُوْرًا رَّحِيْمًا ○

অধিক ন্যায়সংগত। যদি তোমরা তাহাদের পিতৃ-পরিচয় না জান তবে তাহারা তোমাদের দীনি ভাই এবং বন্ধু। এই ব্যাপারে তোমরা কোন ভুল করিলে তোমাদের কোন অপরাধ নাই; কিন্তু তোমাদের অন্তরে সংকল্প থাকিলে অপরাধ হইবে,[১৩৫৯] আর আল্লাহ্ ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।

٦- اَلنَّبِيُّ اَوْلٰى بِالْمُؤْمِنِيْنَ مِنْ اَنْفُسِهِمْ وَاَزْوَاجُهٗٓ اُمَّهٰتُهُمْ ؕ وَاُولُوا الْاَرْحَامِ بَعْضُهُمْ اَوْلٰى بِبَعْضٍ فِيْ كِتٰبِ اللّٰهِ مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ وَالْمُهٰجِرِيْنَ اِلَّآ اَنْ تَفْعَلُوْٓا اِلٰٓى اَوْلِيٰٓئِكُمْ مَّعْرُوْفًا ؕ كَانَ ذٰلِكَ فِي الْكِتٰبِ مَسْطُوْرًا ○

৬। নবী মু'মিনদের নিকট তাহাদের নিজেদের অপেক্ষা ঘনিষ্ঠতর এবং তাহার পত্নিগণ তাহাদের মাতা। আল্লাহ্‌র বিধান অনুসারে মু'মিন ও মুহাজিরগণ অপেক্ষা— যাহারা আত্মীয় তাহারা পরস্পরের নিকটতর[১৩৬০]। তবে তোমরা যদি তোমাদের বন্ধু-বান্ধবের প্রতি আনুকূল্য প্রদর্শন করিতে চাহ— তাহা করিতে পার[১৩৬১]। ইহা কিতাবে লিপিবদ্ধ।

٧- وَاِذْ اَخَذْنَا مِنَ النَّبِيّٖنَ مِيْثَاقَهُمْ وَمِنْكَ وَمِنْ نُّوْحٍ وَّاِبْرٰهِيْمَ وَمُوْسٰى وَعِيْسَى ابْنِ مَرْيَمَ ۠ وَاَخَذْنَا مِنْهُمْ مِّيْثَاقًا غَلِيْظًا ۙ○

৭। স্মরণ কর, যখন আমি নবীদের নিকট হইতে অংগীকার গ্রহণ করিয়াছিলাম এবং তোমার নিকট হইতেও এবং নূহ, ইব্‌রাহীম, মূসা ও মার্‌ইয়াম-তনয় 'ঈসার নিকট হইতেও—তাহাদের নিকট হইতে গ্রহণ করিয়াছিলাম দৃঢ় অংগীকার—

٨- لِّيَسْـَٔلَ الصّٰدِقِيْنَ عَنْ صِدْقِهِمْ ۚ وَاَعَدَّ لِلْكٰفِرِيْنَ عَذَابًا اَلِيْمًا ۙ○ ع

৮। সত্যবাদীদিগকে তাহাদের সত্যবাদিতা সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করিবার জন্য[১৩৬২]। তিনি কাফিরদের জন্য প্রস্তুত রাখিয়াছেন মর্মন্তুদ শাস্তি।

১৩৫৯। এ স্থলে 'অপরাধ হইবে' কথাটি উহ্য আছে।

১৩৬০। মুহাজিরগণ প্রথমদিকে তাঁহাদের আনছার ভাইদের মীরাছ লাভ করিতেন, আত্মীয়তা থাকুক বা না থাকুক। কিন্তু ধীরে ধীরে তাঁহাদের আত্মীয়রা ইসলাম গ্রহণ করিলে আল-কুরআনে নির্ধারিত অংশ (৪ ঃ ১১-১২) মুতাবিক মীরাছ বণ্টন হয় এবং মীরাছ বণ্টনের সাময়িক ব্যবস্থাটি রহিত হইয়া যায়।

১৩৬১। 'তাহা করিতে পার' কথাটি এ স্থলে উহ্য আছে।

১৩৬২। আল্লাহ্‌র কথা মানুষের নিকট পৌঁছাইয়া দেওয়ার বিষয়ে যে অংগীকার গ্রহণ করা হইয়াছে তাহা সম্বন্ধে।

[২]

৯-يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوا اذْكُرُوْا نِعْمَةَ اللّٰهِ عَلَيْكُمْ اِذْ جَآءَتْكُمْ جُنُوْدٌ فَاَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِيْحًا وَّجُنُوْدًا لَّمْ تَرَوْهَا ؕ وَكَانَ اللّٰهُ بِمَا تَعْمَلُوْنَ بَصِيْرًا ۟

৯। হে মু'মিনগণ! তোমরা তোমাদের প্রতি আল্লাহ্‌র অনুগ্রহের কথা স্মরণ কর, যখন শত্রুবাহিনী[১৩৬৩] তোমাদের বিরুদ্ধে সমাগত হইয়াছিল এবং আমি উহাদের বিরুদ্ধে প্রেরণ করিয়াছিলাম ঝঞ্ঝাবায়ু এবং এক বাহিনী যাহা তোমরা দেখ নাই। তোমরা যাহা কর আল্লাহ্ তাহার সম্যক দ্রষ্টা।

১০-اِذْ جَآءُوْكُمْ مِّنْ فَوْقِكُمْ وَمِنْ اَسْفَلَ مِنْكُمْ وَاِذْ زَاغَتِ الْاَبْصَارُ وَبَلَغَتِ الْقُلُوْبُ الْحَنَاجِرَ وَتَظُنُّوْنَ بِاللّٰهِ الظُّنُوْنَا ۟

১০। যখন উহারা তোমাদের বিরুদ্ধে সমাগত হইয়াছিল তোমাদের উপরের দিক ও নীচের দিক হইতে, তোমাদের চক্ষু বিস্ফারিত হইয়াছিল, তোমাদের প্রাণ হইয়া পড়িয়াছিল কণ্ঠাগত এবং তোমরা আল্লাহ্ সম্বন্ধে নানাবিধ ধারণা পোষণ করিতেছিলে;

১১-هُنَالِكَ ابْتُلِيَ الْمُؤْمِنُوْنَ وَزُلْزِلُوْا زِلْزَالًا شَدِيْدًا ۟

১১। তখন মু'মিনগণ পরীক্ষিত হইয়াছিল এবং তাহারা ভীষণভাবে প্রকম্পিত হইয়াছিল।

১২-وَاِذْ يَقُوْلُ الْمُنٰفِقُوْنَ وَالَّذِيْنَ فِيْ قُلُوْبِهِمْ مَّرَضٌ مَّا وَعَدَنَا اللّٰهُ وَرَسُوْلُهٗٓ اِلَّا غُرُوْرًا ۟

১২। আর স্মরণ কর, মুনাফিকরা ও যাহাদের অন্তরে ছিল ব্যাধি, তাহারা বলিতেছিল, 'আল্লাহ্ এবং তাঁহার রাসূল আমাদিগকে যে প্রতিশ্রুতি দিয়াছিলেন তাহা প্রতারণা ব্যতীত কিছুই নহে।'

১৩-وَاِذْ قَالَتْ طَّآئِفَةٌ مِّنْهُمْ يٰٓاَهْلَ يَثْرِبَ لَا مُقَامَ لَكُمْ فَارْجِعُوْا ۚ وَيَسْتَاْذِنُ فَرِيْقٌ مِّنْهُمُ النَّبِيَّ

১৩। আর উহাদের এক দল বলিয়াছিল, 'হে ইয়াছরিববাসী! এখানে তোমাদের কোন স্থান নাই, তোমরা ফিরিয়া চল', এবং উহাদের মধ্যে একদল নবীর নিকট অব্যাহতি প্রার্থনা করিয়া

১৩৬৩। ৫/৬২৭ সালে সংঘটিত হয় খন্দকের যুদ্ধ। এই যুদ্ধে মদীনা রক্ষার জন্য খন্দক (পরিখা) খনন করা হইয়াছিল। তাই এই যুদ্ধকে খন্দকের যুদ্ধ বলা হয়। ইহাকে احزاب (حزب -এর বহু বচন) -এর যুদ্ধও বলা হয়। احزاب -এর অর্থ দলসমূহ। কুরায়শ, ইয়াহূদী এবং আরও কতিপয় গোত্রের এক সম্মিলিত বাহিনী তখন মদীনা আক্রমণ করিয়াছিল। দ্র. ৩৩ ঃ ২০। এই সূরার ৯-২০ আয়াতসমূহে এই যুদ্ধের কিছু বিবরণ দেওয়া হইয়াছে।

Contents

يَقُوْلُوْنَ اِنَّ بُيُوْتَنَا عَوْرَةٌ ۛؕ وَمَا هِيَ بِعَوْرَةٍ ۛۚ اِنْ يُّرِيْدُوْنَ اِلَّا فِرَارًا ○

বলিতেছিল, 'আমাদের বাড়িঘর অরক্ষিত'; অথচ ঐগুলি অরক্ষিত ছিল না, আসলে পলায়ন করাই ছিল উহাদের উদ্দেশ্য।

١٤- وَلَوْ دُخِلَتْ عَلَيْهِمْ مِّنْ اَقْطَارِهَا ثُمَّ سُئِلُوا الْفِتْنَةَ لَاٰتَوْهَا وَمَا تَلَبَّثُوْا بِهَآ اِلَّا يَسِيْرًا ○

১৪। যদি বিভিন্ন দিক হইতে তাহাদের বিরুদ্ধে শত্রুগণের প্রবেশ ঘটিত, অতঃপর তাহাদিগকে বিদ্রোহের জন্য প্ররোচিত করা হইত, তবে তাহারা অবশ্য তাহাই করিয়া বসিত, তাহারা ইহাতে কালবিলম্ব করিত না।

١٥- وَلَقَدْ كَانُوْا عَاهَدُوا اللّٰهَ مِنْ قَبْلُ لَا يُوَلُّوْنَ الْاَدْبَارَ ؕ وَكَانَ عَهْدُ اللّٰهِ مَسْئُوْلًا ○

১৫। ইহারা তো পূর্বেই আল্লাহ্‌র সহিত অংগীকার করিয়াছিল যে, ইহারা পৃষ্ঠপ্রদর্শন করিবে না। আল্লাহ্‌র সহিত কৃত অংগীকার সম্বন্ধে অবশ্যই জিজ্ঞাসা করা হইবে।

١٦- قُلْ لَّنْ يَّنْفَعَكُمُ الْفِرَارُ اِنْ فَرَرْتُمْ مِّنَ الْمَوْتِ اَوِ الْقَتْلِ وَاِذًا لَّا تُمَتَّعُوْنَ اِلَّا قَلِيْلًا ○

১৬। বল, 'তোমাদের কোন লাভ হইবে না যদি তোমরা মৃত্যু অথবা হত্যার ভয়ে পলায়ন কর তবে সেই ক্ষেত্রে তোমাদিগকে সামান্যই ভোগ করিতে দেওয়া হইবে।'

١٧- قُلْ مَنْ ذَا الَّذِيْ يَعْصِمُكُمْ مِّنَ اللّٰهِ اِنْ اَرَادَ بِكُمْ سُوْٓءًا اَوْ اَرَادَ بِكُمْ رَحْمَةً ؕ وَلَا يَجِدُوْنَ لَهُمْ مِّنْ دُوْنِ اللّٰهِ وَلِيًّا وَّلَا نَصِيْرًا ○

১৭। বল, 'কে তোমাদিগকে আল্লাহ্‌ হইতে রক্ষা করিবে যদি তিনি তোমাদের অমংগল ইচ্ছা করেন অথবা তিনি যদি তোমাদিগকে অনুগ্রহ করিতে ইচ্ছা করেন, তবে কে তোমাদের ক্ষতি করিবে?'[১৩৬৪] উহারা আল্লাহ্‌ ব্যতীত নিজেদের কোন অভিভাবক ও সাহায্যকারী পাইবে না।

١٨- قَدْ يَعْلَمُ اللّٰهُ الْمُعَوِّقِيْنَ مِنْكُمْ وَالْقَآئِلِيْنَ لِاِخْوَانِهِمْ هَلُمَّ اِلَيْنَا ۚ وَلَا يَاْتُوْنَ الْبَاْسَ اِلَّا قَلِيْلًا ○

১৮। আল্লাহ্‌ অবশ্যই জানেন তোমাদের মধ্যে কাহারা বাধাদানকারী এবং কাহারা তাহাদের ভ্রাতৃবর্গকে বলে, 'আমাদের সংগে আইস।' উহারা অল্পই যুদ্ধে অংশ নেয়—

১৩৬৪। 'কে তোমাদের ক্ষতি করিবে' কথাটি এ স্থলে উহ্য আছে।

١٩- أَشِحَّةً عَلَيْكُمْ ۚ فَإِذَا جَآءَ الْخَوْفُ رَاَيْتَهُمْ يَنْظُرُوْنَ إِلَيْكَ تَدُوْرُ أَعْيُنُهُمْ كَالَّذِىْ يُغْشٰى عَلَيْهِ مِنَ الْمَوْتِ ۚ فَإِذَا ذَهَبَ الْخَوْفُ سَلَقُوْكُمْ بِأَلْسِنَةٍ حِدَادٍ أَشِحَّةً عَلَى الْخَيْرِ ۗ أُولٰٓئِكَ لَمْ يُؤْمِنُوْا فَأَحْبَطَ اللّٰهُ أَعْمَالَهُمْ ۗ وَكَانَ ذٰلِكَ عَلَى اللّٰهِ يَسِيْرًا ۝

১৯। তোমাদের ব্যাপারে কৃপণতাবশত।[১৩৬৫] আর যখন ভীতি আসে তখন তুমি দেখিবে, মৃত্যুভয়ে মূর্চ্ছাতুর ব্যক্তির মত চক্ষু উল্টাইয়া উহারা তোমার দিকে তাকায়। কিন্তু যখন ভয় চলিয়া যায় তখন উহারা ধনের লালসায় তোমাদিগকে তীক্ষ্ণ ভাষায় বিদ্ধ করে। উহারা ঈমান আনে নাই, এইজন্য আল্লাহ্ উহাদের কার্যাবলী নিষ্ফল করিয়াছেন এবং আল্লাহ্‌র পক্ষে ইহা সহজ।

٢٠- يَحْسَبُوْنَ الْأَحْزَابَ لَمْ يَذْهَبُوْا ۚ وَإِنْ يَّأْتِ الْأَحْزَابُ يَوَدُّوْا لَوْ أَنَّهُمْ بَادُوْنَ فِى الْأَعْرَابِ يَسْأَلُوْنَ عَنْ أَنْبَآئِكُمْ ۗ وَلَوْ كَانُوْا فِيْكُمْ مَّا قٰتَلُوْٓا إِلَّا قَلِيْلًا ۝

২০। উহারা মনে করে, সম্মিলিত বাহিনী চলিয়া যায় নাই। যদি সম্মিলিত বাহিনী আবার আসিয়া পড়ে, তখন উহারা কামনা করিবে যে, ভাল হইত যদি উহারা যাযাবর মরুবাসীদের সহিত থাকিয়া[১৩৬৬] তোমাদের সংবাদ লইত! উহারা তোমাদের সংগে অবস্থান করিলেও উহারা যুদ্ধ অল্পই করিত[১৩৬৭]।

[৩]

٢١- لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِىْ رَسُوْلِ اللّٰهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِّمَنْ كَانَ يَرْجُوا اللّٰهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ وَذَكَرَ اللّٰهَ كَثِيْرًا ۝

২১। তোমাদের মধ্যে যাহারা আল্লাহ্ ও আখিরাতকে ভয় করে এবং আল্লাহ্‌কে অধিক স্মরণ করে, তাহাদের জন্য রাসূলুল্লাহ্‌র মধ্যে রহিয়াছে উত্তম আদর্শ।

٢٢- وَلَمَّا رَاَ الْمُؤْمِنُوْنَ الْأَحْزَابَ ۙ قَالُوْا هٰذَا مَا وَعَدَنَا اللّٰهُ وَرَسُوْلُهٗ وَصَدَقَ اللّٰهُ وَرَسُوْلُهٗ ۫ وَمَا زَادَهُمْ إِلَّآ إِيْمَانًا وَّتَسْلِيْمًا ۝

২২। মু'মিনগণ যখন সম্মিলিত বাহিনীকে দেখিল, উহারা বলিয়া উঠিল, 'ইহা তো তাহাই, আল্লাহ্ ও তাঁহার রাসূল যাহার প্রতিশ্রুতি আমাদিগকে দিয়াছিলেন এবং আল্লাহ্ ও তাঁহার রাসূল সত্যই বলিয়াছিলেন।' আর ইহাতে তাহাদের ঈমান ও আনুগত্যই বৃদ্ধি পাইল।

১৩৬৫। যুদ্ধে মুসলিম বাহিনীকে সাহায্য করার ব্যাপারে তাহারা (মুনাফিকরা) কৃপণতা প্রকাশ করিয়াছিল।

১৩৬৬। মুনাফিকরা যুদ্ধের ব্যাপারে এত ভীত ছিল যে, তাহারা মদীনা হইতে দূরে মরু অঞ্চলে চলিয়া যাইতে কামনা করিত।

১৩৬৭। ১২-২০ আয়াতসমূহে মুসলিমদের বিরুদ্ধে মুনাফিকদের ষড়যন্ত্র ও অশুভ তৎপরতার বর্ণনা দেওয়া হইয়াছে।

Contents

٢٣- مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ رِجَالٌ صَدَقُوْا مَا عَاهَدُوا اللّٰهَ عَلَيْهِ ۚ فَمِنْهُمْ مَّنْ قَضٰى نَحْبَهٗ وَمِنْهُمْ مَّنْ يَّنْتَظِرُ ۖ وَمَا بَدَّلُوْا تَبْدِيْلًا ۙ

২৩। মু'মিনদের মধ্যে কতক আল্লাহ্‌র সহিত তাহাদের কৃত অংগীকার পূর্ণ করিয়াছে, উহাদের কেহ কেহ শাহাদাত বরণ করিয়াছে এবং কেহ কেহ প্রতীক্ষায় রহিয়াছে। উহারা তাহাদের অংগীকারে কোন পরিবর্তন করে নাই;

٢٤- لِّيَجْزِيَ اللّٰهُ الصّٰدِقِيْنَ بِصِدْقِهِمْ وَيُعَذِّبَ الْمُنٰفِقِيْنَ اِنْ شَآءَ اَوْ يَتُوْبَ عَلَيْهِمْ ؕ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ غَفُوْرًا رَّحِيْمًا ۚ

২৪। কারণ আল্লাহ্ সত্যবাদীদিগকে পুরস্কৃত করেন তাহাদের সত্যবাদিতার জন্য এবং তাঁহার ইচ্ছা হইলে মুনাফিকদিগকে শাস্তি দেন অথবা উহাদিগকে ক্ষমা করেন। আল্লাহ্ ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।

٢٥- وَرَدَّ اللّٰهُ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا بِغَيْظِهِمْ لَمْ يَنَالُوْا خَيْرًا ؕ وَكَفَى اللّٰهُ الْمُؤْمِنِيْنَ الْقِتَالَ ؕ وَكَانَ اللّٰهُ قَوِيًّا عَزِيْزًا ۚ

২৫। আল্লাহ্ কাফিরদিগকে ক্রুদ্ধাবস্থায় ফিরাইয়া দিলেন, তাহারা কোন কল্যাণ লাভ করে নাই। যুদ্ধে মু'মিনদের জন্য আল্লাহ্‌ই যথেষ্ট; আল্লাহ্ সর্বশক্তিমান, পরাক্রমশালী।

٢٦- وَاَنْزَلَ الَّذِيْنَ ظَاهَرُوْهُمْ مِّنْ اَهْلِ الْكِتٰبِ مِنْ صَيَاصِيْهِمْ وَقَذَفَ فِيْ قُلُوْبِهِمُ الرُّعْبَ فَرِيْقًا تَقْتُلُوْنَ وَتَاْسِرُوْنَ فَرِيْقًا ۚ

২৬। কিতাবীদের মধ্যে যাহারা[১৩৬৮] উহাদিগকে সাহায্য করিয়াছিল, তাহাদিগকে তিনি তাহাদের দুর্গ হইতে অবতরণ করাইলেন এবং তাহাদের অন্তরে ভীতি সঞ্চার করিলেন; এখন তোমরা উহাদের কতককে হত্যা করিতেছ এবং কতককে করিতেছ বন্দী।

٢٧- وَاَوْرَثَكُمْ اَرْضَهُمْ وَدِيَارَهُمْ وَاَمْوَالَهُمْ وَاَرْضًا لَّمْ تَطَـُٔوْهَا ؕ وَكَانَ اللّٰهُ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرًا ۚ ع

২৭। আর তিনি তোমাদিগকে অধিকারী করিলেন উহাদের ভূমি, ঘরবাড়ী ও ধন-সম্পদের এবং এমন ভূমির যাহাতে তোমরা এখনও পদার্পণ কর নাই। আল্লাহ্ সর্ববিষয়ে সর্বশক্তিমান।

[৪]

٢٨- يٰۤاَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِّاَزْوَاجِكَ اِنْ كُنْتُنَّ تُرِدْنَ الْحَيٰوةَ الدُّنْيَا وَزِيْنَتَهَا فَتَعَالَيْنَ اُمَتِّعْكُنَّ

২৮। হে নবী! তুমি তোমার স্ত্রীদিগকে বল, 'তোমরা যদি পার্থিব জীবন ও উহার ভূষণ কামনা কর তবে আইস, আমি তোমাদের ভোগ-সামগ্রীর ব্যবস্থা করিয়া

১৩৬৮। বানূ কুরায়জা গোত্র যাহারা মদীনার অধিবাসী ও ইয়াহূদী ছিল, তাহারা এই যুদ্ধে মক্কার কুরায়শদিগকে সাহায্য করিয়াছিল।

وَأُسَرِّحْكُنَّ سَرَاحًا جَمِيلًا ۝

দেই এবং সৌজন্যের সহিত তোমাদিগকে বিদায় দেই।১৩৬৯

٢٩- وَإِنْ كُنْتُنَّ تُرِدْنَ اللّٰهَ وَرَسُولَهُ وَالدَّارَ الْآخِرَةَ فَإِنَّ اللّٰهَ أَعَدَّ لِلْمُحْسِنٰتِ مِنْكُنَّ أَجْرًا عَظِيمًا ۝

২৯। 'আর যদি তোমরা কামনা কর আল্লাহ্, তাঁহার রাসূল ও আখিরাত, তবে তোমাদের মধ্যে যাহারা সৎকর্মশীল আল্লাহ্ তাহাদের জন্য মহাপ্রতিদান প্রস্তুত রাখিয়াছেন।'

٣٠- يٰنِسَاءَ النَّبِيِّ مَنْ يَأْتِ مِنْكُنَّ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ يُضٰعَفْ لَهَا الْعَذَابُ ضِعْفَيْنِ ۖ وَكَانَ ذٰلِكَ عَلَى اللّٰهِ يَسِيرًا ۝

৩০। হে নবী-পত্নিগণ! যে কাজ স্পষ্টত অশ্লীল, তোমাদের মধ্যে কেহ তাহা করিলে তাহাকে দ্বিগুণ শাস্তি দেওয়া হইবে এবং ইহা আল্লাহ্‌র জন্য সহজ।

১৩৬৯। খায়বারের (৭/৬২৭) যুদ্ধের পর রাসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-এর স্ত্রীগণ তাঁহাদের ভরণ-পোষণের জন্য কিছু অধিক অর্থ বরাদ্দের অনুরোধ করেন। ইহাতে রাসূলুল্লাহ্ (সাঃ) অসন্তুষ্টি প্রকাশ করেন ও এক মাসকাল তাঁহাদিগ হইতে আলাদা বাস করেন। এই আয়াতগুলিতে সেই ঘটনার প্রতি ইংগিত করা হইয়াছে।

দ্বাবিংশতিতম পারা

الجزء ٢٢

٣١- وَمَنْ يَّقْنُتْ مِنْكُنَّ لِلّٰهِ وَرَسُوْلِهٖ وَتَعْمَلْ صَالِحًا نُّؤْتِهَآ اَجْرَهَا مَرَّتَيْنِ ۙ وَاَعْتَدْنَا لَهَا رِزْقًا كَرِيْمًا ○

৩১। তোমাদের মধ্যে যে কেহ আল্লাহ্ এবং তাঁহার রাসূলের প্রতি অনুগত হইবে ও সৎকার্য করিবে তাহাকে আমি পুরস্কার দিব দুইবার এবং তাহার জন্য আমি প্রস্তুত রাখিয়াছি সম্মানজনক রিয্ক।

٣٢- يٰنِسَآءَ النَّبِيِّ لَسْتُنَّ كَاَحَدٍ مِّنَ النِّسَآءِ اِنِ اتَّقَيْتُنَّ فَلَا تَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ فَيَطْمَعَ الَّذِيْ فِيْ قَلْبِهٖ مَرَضٌ وَّقُلْنَ قَوْلًا مَّعْرُوْفًا ○

৩২। হে নবী-পত্নিগণ! তোমরা অন্য নারীদের মত নহ; যদি তোমরা আল্লাহ্‌কে ভয় কর তবে পর-পুরুষের সহিত কোমল কণ্ঠে এমনভাবে কথা বলিও না, যাহাতে অন্তরে যাহার ব্যাধি আছে, সে প্রলুব্ধ হয় এবং তোমরা ন্যায়সংগত কথা বলিবে।

٣٣- وَقَرْنَ فِيْ بُيُوْتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْاُوْلٰى وَاَقِمْنَ الصَّلٰوةَ وَاٰتِيْنَ الزَّكٰوةَ وَاَطِعْنَ اللّٰهَ وَرَسُوْلَهٗ ؕ اِنَّمَا يُرِيْدُ اللّٰهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ اَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيْرًا ○ۚ

৩৩। আর তোমরা স্বগৃহে অবস্থান করিবে এবং প্রাচীন যুগের[১৩৭০] মত নিজদিগকে প্রদর্শন করিয়া বেড়াইবে না। তোমরা সালাত কায়েম করিবে ও যাকাত প্রদান করিবে এবং আল্লাহ্ ও তাঁহার রাসূলের অনুগত থাকিবে। হে নবী-পরিবার! আল্লাহ্ তো কেবল চাহেন তোমাদিগ হইতে অপবিত্রতা দূর করিতে এবং তোমাদিগকে সম্পূর্ণরূপে পবিত্র করিতে।

٣٤- وَاذْكُرْنَ مَا يُتْلٰى فِيْ بُيُوْتِكُنَّ مِنْ اٰيٰتِ اللّٰهِ وَالْحِكْمَةِ ؕ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ لَطِيْفًا خَبِيْرًا ○ۧ

৩৪। আল্লাহ্‌র আয়াত ও জ্ঞানের কথা যাহা তোমাদের গৃহে পঠিত হয়, তাহা তোমরা স্মরণ রাখিবে; আল্লাহ্ অতি সূক্ষ্মদর্শী, সর্ববিষয়ে অবহিত।

ع ٤

[৫]

٣٥- اِنَّ الْمُسْلِمِيْنَ وَالْمُسْلِمٰتِ وَالْمُؤْمِنِيْنَ وَالْمُؤْمِنٰتِ وَالْقٰنِتِيْنَ وَالْقٰنِتٰتِ وَالصّٰدِقِيْنَ وَالصّٰدِقٰتِ وَالصّٰبِرِيْنَ وَالصّٰبِرٰتِ

৩৫। অবশ্য আত্মসমর্পণকারী পুরুষ ও আত্মসমর্পণকারী নারী, মু'মিন পুরুষ ও মু'মিন নারী, অনুগত পুরুষ ও অনুগত নারী, সত্যবাদী পুরুষ ও সত্যবাদী নারী, ধৈর্যশীল পুরুষ ও ধৈর্যশীল নারী, বিনীত

১৩৭০। হযরত মুহাম্মাদ (সাঃ)-এর আবির্ভাবের পূর্বের যুগ। অন্য মতে হযরত নূহ (আ)-এর কাল। অন্য এক মতে হযরত ইব্রাহীম (আঃ)-এর সময় হইতে হযরত 'ঈসা (আ)-এর আগমনের পূর্ব পর্যন্ত। রিওয়ায়াতে আছে, সেই কালে নারীরা বাহিরে সৌন্দর্য প্রকাশ করিয়া বেড়াইত।-বায়দাবী

وَالْخٰشِعِيْنَ وَالْخٰشِعٰتِ وَالْمُتَصَدِّقِيْنَ وَالْمُتَصَدِّقٰتِ وَالصَّآئِمِيْنَ وَالصّٰٓئِمٰتِ وَالْحٰفِظِيْنَ فُرُوْجَهُمْ وَالْحٰفِظٰتِ وَالذّٰكِرِيْنَ اللّٰهَ كَثِيْرًا وَّالذّٰكِرٰتِ ۙ اَعَدَّ اللّٰهُ لَهُمْ مَّغْفِرَةً وَّاَجْرًا عَظِيْمًا ○

পুরুষ ও বিনীত নারী, দানশীল পুরুষ ও দানশীল নারী, সওম পালনকারী পুরুষ ও সওম পালনকারী নারী, যৌন অংগ হিফাযতকারী পুরুষ ও যৌন অংগ হিফাযতকারী নারী, আল্লাহ্কে অধিক স্মরণকারী পুরুষ ও অধিক স্মরণকারী নারী—ইহাদের জন্য আল্লাহ্ রাখিয়াছেন ক্ষমা ও মহাপ্রতিদান।

٣٦- وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَّلَا مُؤْمِنَةٍ اِذَا قَضَى اللّٰهُ وَرَسُوْلُهٗٓ اَمْرًا اَنْ يَّكُوْنَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ اَمْرِهِمْ ؕ وَمَنْ يَّعْصِ اللّٰهَ وَرَسُوْلَهٗ فَقَدْ ضَلَّ ضَلٰلًا مُّبِيْنًا ○

৩৬। আল্লাহ্ ও তাঁহার রাসূল কোন বিষয়ে নির্দেশ দিলে কোন মু'মিন পুরুষ কিংবা মু'মিন নারীর সে বিষয়ে ভিন্ন সিদ্ধান্তের অধিকার থাকিবে না। কেহ আল্লাহ্ এবং তাঁহার রাসূলকে অমান্য করিলে সে তো স্পষ্টই পথভ্রষ্ট হইবে।

٣٧- وَاِذْ تَقُوْلُ لِلَّذِيْٓ اَنْعَمَ اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاَنْعَمْتَ عَلَيْهِ اَمْسِكْ عَلَيْكَ زَوْجَكَ وَاتَّقِ اللّٰهَ وَتُخْفِيْ فِيْ نَفْسِكَ مَا اللّٰهُ مُبْدِيْهِ وَتَخْشَى النَّاسَ ۚ وَاللّٰهُ اَحَقُّ اَنْ تَخْشٰىهُ ؕ فَلَمَّا قَضٰى زَيْدٌ مِّنْهَا وَطَرًا زَوَّجْنٰكَهَا لِكَيْ لَا يَكُوْنَ عَلَى الْمُؤْمِنِيْنَ حَرَجٌ فِيْٓ اَزْوَاجِ اَدْعِيَآئِهِمْ اِذَا قَضَوْا مِنْهُنَّ وَطَرًا ؕ وَكَانَ اَمْرُ اللّٰهِ مَفْعُوْلًا ○

৩৭। স্মরণ কর, আল্লাহ্ যাহাকে[১৩৭১] অনুগ্রহ করিয়াছেন এবং তুমিও যাহার প্রতি অনুগ্রহ করিয়াছ, তুমি তাহাকে বলিতেছিলে, 'তুমি তোমার স্ত্রীর সহিত সম্পর্ক বজায় রাখ এবং আল্লাহ্কে ভয় কর।' তুমি তোমার অন্তরে যাহা গোপন করিতেছ আল্লাহ্ তাহা প্রকাশ করিয়া দিতেছেন; তুমি লোকভয় করিতেছিলে, অথচ আল্লাহ্কেই ভয় করা তোমার পক্ষে অধিকতর সংগত। অতঃপর যায়দ যখন যয়নবের[১৩৭২] সহিত বিবাহ সম্পর্ক ছিন্ন করিল,[১৩৭৩] তখন আমি তাহাকে তোমার সহিত পরিণয়সূত্রে আবদ্ধ করিলাম, যাহাতে মু'মিনদের পোষ্য পুত্রগণ নিজ স্ত্রীর সহিত বিবাহসূত্র ছিন্ন করিলে সেইসব রমণীকে বিবাহ করায় মু'মিনদের কোন বিঘ্ন না হয়। আল্লাহ্র আদেশ কার্যকরী হইয়াই থাকে।

১৩৭১। ইনি হইলেন যায়দ ইব্ন হারিছা (রা), যাঁহাকে রাসূলুল্লাহ্ (সাঃ) পোষ্য পুত্র হিসাবে গ্রহণ করিয়াছিলেন। কেহ কেহ তাঁহাকে যায়দ ইব্ন মুহাম্মদ নামে ডাকিতেন। -বুখারী। ৩৩ ঃ ৫ আয়াতে এই ধরনের নামকরণ পরিত্যাগ করিয়া সকলকে প্রকৃত পিতৃ-পরিচয়ে আহ্বান করিতে নির্দেশ দেওয়া হইয়াছে।

১৩৭২। এ স্থলে ها সর্বনাম দ্বারা যায়নাবকে বুঝাইতেছে।-কাশ্শাফ।

১৩৭৩। যায়নাব বিন্ত জাহ্শ (রা) রাসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-এর ফুফাত বোন ছিলেন। রাসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-এর পোষ্য পুত্র যায়দ (রা)-এর সহিত তিনি তাঁহাকে বিবাহ দিয়াছিলেন। তাঁহাদের বনিবনা না হওয়ায় বিবাহে সুখী হইতে পারেন নাই; ফলে তাঁহাদের বিবাহ বিচ্ছেদ ঘটে।

৩৮-مَا كَانَ عَلَى النَّبِيِّ مِنْ حَرَجٍ فِيْمَا فَرَضَ اللّٰهُ لَهٗ ؕ سُنَّةَ اللّٰهِ فِي الَّذِيْنَ خَلَوْا مِنْ قَبْلُ ؕ وَكَانَ اَمْرُ اللّٰهِ قَدَرًا مَّقْدُوْرًا ۙ

৩৮। আল্লাহ্ নবীর জন্য যাহা বিধিসম্মত করিয়াছেন তাহা করিতে তাহার জন্য কোন বাধা নাই। পূর্বে যেসব নবী অতীত হইয়া গিয়াছে, তাহাদের ক্ষেত্রেও ইহাই ছিল আল্লাহ্‌র বিধান। আল্লাহ্‌র বিধান সুনির্ধারিত।

৩৯-الَّذِيْنَ يُبَلِّغُوْنَ رِسٰلٰتِ اللّٰهِ وَيَخْشَوْنَهٗ وَلَا يَخْشَوْنَ اَحَدًا اِلَّا اللّٰهَ ؕ وَكَفٰى بِاللّٰهِ حَسِيْبًا ○

৩৯। তাহারা আল্লাহ্‌র বাণী প্রচার করিত এবং তাঁহাকে ভয় করিত, আর আল্লাহ্‌কে ব্যতীত অন্য কাহাকেও ভয় করিত না। হিসাব গ্রহণে আল্লাহ্‌ই যথেষ্ট।

৪০-مَا كَانَ مُحَمَّدٌ اَبَآ اَحَدٍ مِّنْ رِّجَالِكُمْ وَلٰكِنْ رَّسُوْلَ اللّٰهِ وَخَاتَمَ النَّبِيّٖنَ ؕ وَكَانَ اللّٰهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيْمًا ۙ ع

৪০। মুহাম্মাদ তোমাদের মধ্যে কোন পুরুষের পিতা নহে; বরং সে আল্লাহ্‌র রাসূল এবং শেষ নবী। আল্লাহ্ সর্ববিষয়ে সর্বজ্ঞ।

[৬]

৪১-يٰاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوا اذْكُرُوا اللّٰهَ ذِكْرًا كَثِيْرًا ۙ

৪১। হে মু'মিনগণ! তোমরা আল্লাহ্‌কে অধিক স্মরণ কর,

৪২-وَّسَبِّحُوْهُ بُكْرَةً وَّاَصِيْلًا ○

৪২। এবং সকাল-সন্ধ্যায় আল্লাহ্‌র পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা কর।

৪৩-هُوَ الَّذِيْ يُصَلِّيْ عَلَيْكُمْ وَمَلٰٓئِكَتُهٗ لِيُخْرِجَكُمْ مِّنَ الظُّلُمٰتِ اِلَى النُّوْرِ ؕ وَكَانَ بِالْمُؤْمِنِيْنَ رَحِيْمًا ○

৪৩। তিনি তোমাদের প্রতি অনুগ্রহ করেন[১৩৭৪] এবং তাঁহার ফিরিশ্‌তাগণও তোমাদের জন্য অনুগ্রহ প্রার্থনা করে অন্ধকার হইতে তোমাদিগকে আলোকে আনিবার জন্য, এবং তিনি মু'মিনদের প্রতি পরম দয়ালু।

৪৪-تَحِيَّتُهُمْ يَوْمَ يَلْقَوْنَهٗ سَلٰمٌ ۚ وَاَعَدَّ لَهُمْ اَجْرًا كَرِيْمًا ○

৪৪। যেদিন তাহারা আল্লাহ্‌র সহিত সাক্ষাত করিবে, সেদিন তাহাদের প্রতি অভিবাদন হইবে 'সালাম'। তিনি তাহাদের জন্য প্রস্তুত রাখিয়াছেন উত্তম প্রতিদান।

১৩৭৪। صلّى দু'আ করা, নামায পড়া, ইহা আল্লাহ্‌র জন্য ব্যবহার করা হইলে রহ্‌মত করা এবং ফিরিশ্‌তাদের জন্য হইলে মুসলমানদের জন্য ক্ষমা বা অনুগ্রহ প্রার্থনা করা বুঝায়।

৪৫। হে নবী! আমি তো তোমাকে পাঠাইয়াছি সাক্ষীরূপে এবং সুসংবাদাতা ও সতর্ককারীরূপে,

٤٥- يٰٓاَيُّهَا النَّبِيُّ اِنَّآ اَرْسَلْنٰكَ
شَاهِدًا وَّ مُبَشِّرًا وَّنَذِيْرًا ۙ

৪৬। আল্লাহ্‌র অনুমতিক্রমে তাঁহার দিকে আহ্‌বানকারীরূপে এবং উজ্জ্বল প্রদীপরূপে।

٤٦- وَّ دَاعِيًا اِلَى اللّٰهِ بِاِذْنِهٖ
وَسِرَاجًا مُّنِيْرًا ○

৪৭। তুমি মু'মিনদিগকে সুসংবাদ দাও যে, তাহাদের জন্য আল্লাহ্‌র নিকট রহিয়াছে মহাঅনুগ্রহ।

٤٧- وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِيْنَ بِاَنَّ لَهُمْ
مِّنَ اللّٰهِ فَضْلًا كَبِيْرًا ○

৪৮। আর তুমি কাফির ও মুনাফিকদের কথা শুনিও না, উহাদের নির্যাতন উপেক্ষা করিও এবং নির্ভর করিও আল্লাহ্‌র উপর; কর্মবিধায়করূপে আল্লাহ্‌ই যথেষ্ট।

٤٨- وَلَا تُطِعِ الْكٰفِرِيْنَ وَالْمُنٰفِقِيْنَ
وَدَعْ اَذٰىهُمْ وَتَوَكَّلْ عَلَى اللّٰهِ ؕ
وَكَفٰى بِاللّٰهِ وَكِيْلًا ○

৪৯। হে মু'মিনগণ! তোমরা মু'মিন নারীগণকে বিবাহ করিবার পর উহাদিগকে স্পর্শ করিবার পূর্বে তালাক দিলে তোমাদের জন্য তাহাদের পালনীয় কোন 'ইদ্দত নাই যাহা তোমরা গণনা করিবে। তোমরা উহাদিগকে কিছু সামগ্রী দিবে এবং সৌজন্যের সহিত উহাদিগকে বিদায় করিবে।

٤٩- يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْٓا
اِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنٰتِ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوْهُنَّ
مِنْ قَبْلِ اَنْ تَمَسُّوْهُنَّ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ
مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُّوْنَهَا ۚ
فَمَتِّعُوْهُنَّ وَسَرِّحُوْهُنَّ سَرَاحًا جَمِيْلًا ○

৫০। হে নবী! আমি তোমার জন্য বৈধ করিয়াছি তোমার স্ত্রীগণকে, যাহাদের মাহ্‌র তুমি প্রদান করিয়াছ এবং বৈধ করিয়াছি ফায়[১৩৭৫] হিসাবে আল্লাহ্‌ তোমাকে যাহা দান করিয়াছেন তন্মধ্য হইতে যাহারা তোমার মালিকানাধীন হইয়াছে তাহাদিগকে, এবং বিবাহের জন্য বৈধ করিয়াছি তোমার চাচার কন্যা ও ফুফুর কন্যাকে, মামার কন্যা ও খালার কন্যাকে, যাহারা তোমার সংগে দেশ ত্যাগ

٥٠- يٰٓاَيُّهَا النَّبِيُّ اِنَّآ اَحْلَلْنَا لَكَ
اَزْوَاجَكَ الّٰتِيْٓ اٰتَيْتَ اُجُوْرَهُنَّ
وَمَا مَلَكَتْ يَمِيْنُكَ مِمَّآ اَفَآءَ اللّٰهُ عَلَيْكَ
وَبَنٰتِ عَمِّكَ وَبَنٰتِ عَمّٰتِكَ
وَبَنٰتِ خَالِكَ وَبَنٰتِ
خٰلٰتِكَ الّٰتِيْ هَاجَرْنَ مَعَكَ ؗ

১৩৭৫। যে সম্পদ যুদ্ধ ব্যতীত হস্তগত হয় উহা فىء যাহা সাধারণ কোষাগারে জমা করা হইত। রাসূলুল্লাহ্ (সাঃ) জীবিত থাকাকালীন উহা তাঁহার তত্ত্বাবধানে থাকিত।

Contents

وَ امْرَاَةً مُّؤْمِنَةً اِنْ وَّهَبَتْ نَفْسَهَا لِلنَّبِيِّ اِنْ اَرَادَ النَّبِيُّ اَنْ يَّسْتَنْكِحَهَا ۚ خَالِصَةً لَّكَ مِنْ دُوْنِ الْمُؤْمِنِيْنَ ۗ قَدْ عَلِمْنَا مَا فَرَضْنَا عَلَيْهِمْ فِيْٓ اَزْوَاجِهِمْ وَمَا مَلَكَتْ اَيْمَانُهُمْ لِكَيْلَا يَكُوْنَ عَلَيْكَ حَرَجٌ ۗ وَكَانَ اللّٰهُ غَفُوْرًا رَّحِيْمًا ○

করিয়াছে এবং কোন মু'মিন নারী নবীর নিকট নিজকে নিবেদন করিলে এবং নবী তাহাকে বিবাহ করিতে চাহিলে সেও বৈধ,[১৩৭৬]— ইহা বিশেষ করিয়া তোমারই জন্য, অন্য মু'মিনদের জন্য নহে; যাহাতে তোমার কোন অসুবিধা না হয়। মু'মিনদের স্ত্রী এবং তাহাদের মালিকানাধীন দাসিগণ সম্বন্ধে যাহা নির্ধারিত করিয়াছি,[১৩৭৭] তাহা আমি জানি। আল্লাহ্ ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।

৫১- تُرْجِيْ مَنْ تَشَآءُ مِنْهُنَّ وَ تُـْٔوِيْٓ اِلَيْكَ مَنْ تَشَآءُ ۗ وَمَنِ ابْتَغَيْتَ مِمَّنْ عَزَلْتَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكَ ۗ ذٰلِكَ اَدْنٰٓى اَنْ تَقَرَّ اَعْيُنُهُنَّ وَلَا يَحْزَنَّ وَيَرْضَيْنَ بِمَآ اٰتَيْتَهُنَّ كُلُّهُنَّ ۗ وَاللّٰهُ يَعْلَمُ مَا فِيْ قُلُوْبِكُمْ ۗ وَكَانَ اللّٰهُ عَلِيْمًا حَلِيْمًا ○

৫১। তুমি উহাদের[১৩৭৮] মধ্যে যাহাকে ইচ্ছা তোমার নিকট হইতে দূরে রাখিতে পার এবং যাহাকে ইচ্ছা তোমার নিকট স্থান দিতে পার। আর তুমি যাহাকে দূরে রাখিয়াছ তাহাকে কামনা করিলে তোমার কোন অপরাধ নাই। এই বিধান এইজন্য যে, ইহাতে উহাদের তুষ্টি সহজতর হইবে এবং উহারা দুঃখ পাইবে না আর উহাদিগকে তুমি যাহা দিবে তাহাতে উহাদের প্রত্যেকেই প্রীত থাকিবে। তোমাদের অন্তরে যাহা আছে আল্লাহ্ তাহা জানেন। আল্লাহ্ সর্বজ্ঞ, সহনশীল।

৫২- لَا يَحِلُّ لَكَ النِّسَآءُ مِنْۢ بَعْدُ وَلَآ اَنْ تَبَدَّلَ بِهِنَّ مِنْ اَزْوَاجٍ وَّلَوْ اَعْجَبَكَ حُسْنُهُنَّ اِلَّا مَا مَلَكَتْ يَمِيْنُكَ ۗ وَكَانَ اللّٰهُ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ رَّقِيْبًا ○ ع

৫২। ইহার পর, তোমার জন্য কোন নারী বৈধ নহে এবং তোমার স্ত্রীদের পরিবর্তে অন্য স্ত্রী গ্রহণও বৈধ নহে যদিও উহাদের সৌন্দর্য তোমাকে মুগ্ধ করে; তবে তোমার অধিকারভুক্ত দাসীদের ব্যাপারে এই বিধান প্রযোজ্য নহে। আল্লাহ্ সমস্ত কিছুর উপর তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখেন।

১৩৭৬। বিনা মাহরে বিবাহ করিবার জন্য যে মু'মিন নারী রাসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-কে প্রস্তাব দেয়, তাহাকে বিবাহ করা কেবলমাত্র রাসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-এর জন্য হালাল ছিল। উম্মতের জন্য মাহর ব্যতীত বিবাহ জাইয নহে।

১৩৭৭। মু'মিনদের বিবাহ সম্পর্কিত আহ্কামের জন্য দ্র. ৪ ঃ ২২-২৪ আয়াতসমূহ।

১৩৭৮। উহাদের অর্থাৎ রাসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-এর পত্নীদের। স্ত্রীদের সঙ্গে অবস্থান ও রাত্রি যাপনের ব্যাপারে সমতা রক্ষা করা কর্তব্য। রাসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-এর জন্য সমতা রক্ষা করা জরুরী ছিল না। কিন্তু তাহা সত্ত্বেও তিনি সমতা রক্ষা করিতেন এবং কদাচিৎ ইহার ব্যতিক্রম হইলে সংশ্লিষ্ট স্ত্রীদের অনুমতি লইতেন।

[৭]

৫৩-يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تَدْخُلُوْا
بُيُوْتَ النَّبِيِّ اِلَّاۤ اَنْ يُّؤْذَنَ لَكُمْ اِلٰى طَعَامٍ
غَيْرَ نٰظِرِيْنَ اِنٰىهُ ۙ وَلٰكِنْ اِذَا دُعِيْتُمْ
فَادْخُلُوْا فَاِذَا طَعِمْتُمْ فَانْتَشِرُوْا
وَلَا مُسْتَاْنِسِيْنَ لِحَدِيْثٍ ؕ
اِنَّ ذٰلِكُمْ كَانَ يُؤْذِي النَّبِيَّ فَيَسْتَحْيٖ مِنْكُمْ ؗ
وَاللّٰهُ لَا يَسْتَحْيٖ مِنَ الْحَقِّ ؕ
وَاِذَا سَاَلْتُمُوْهُنَّ مَتَاعًا فَسْـَٔلُوْهُنَّ
مِنْ وَّرَآءِ حِجَابٍ ؕ ذٰلِكُمْ اَطْهَرُ لِقُلُوْبِكُمْ
وَقُلُوْبِهِنَّ ؕ وَمَا كَانَ لَكُمْ اَنْ تُؤْذُوْا
رَسُوْلَ اللّٰهِ وَلَاۤ اَنْ تَنْكِحُوْۤا اَزْوَاجَهٗ
مِنْۢ بَعْدِهٖۤ اَبَدًا ؕ
اِنَّ ذٰلِكُمْ كَانَ عِنْدَ اللّٰهِ عَظِيْمًا ○

৫৩। হে মু'মিনগণ! তোমাদিগকে অনুমতি দেওয়া না হইলে তোমরা আহার্য প্রস্তুতির জন্য অপেক্ষা না করিয়া ভোজনের জন্য নবী-গৃহে প্রবেশ করিও না। তবে তোমাদিগকে আহ্‌বান করিলে তোমরা প্রবেশ করিও এবং ভোজনশেষে তোমরা চলিয়া যাইও; তোমরা কথাবার্তায় মশগুল হইয়া পড়িও না। কারণ তোমাদের এই আচরণ নবীকে পীড়া দেয়, সে তোমাদিগকে উঠাইয়া দিতে সংকোচ বোধ করে। কিন্তু আল্লাহ্ সত্য বলিতে সংকোচ বোধ করেন না। তোমরা তাহার পত্নীদের নিকট হইতে কিছু চাহিলে পর্দার অন্তরাল হইতে চাহিবে। এই বিধান তোমাদের ও তাহাদের হৃদয়ের জন্য অধিকতর পবিত্র। তোমাদের কাহারও পক্ষে আল্লাহ্‌র রাসূলকে কষ্ট দেওয়া সংগত নহে এবং তাহার মৃত্যুর পর তাহার পত্নীদিগকে বিবাহ করা তোমাদের জন্য কখনও বৈধ নহে। আল্লাহ্‌র দৃষ্টিতে ইহা ঘোরতর অপরাধ।

৫٤-اِنْ تُبْدُوْا شَيْـًٔا اَوْ تُخْفُوْهُ
فَاِنَّ اللّٰهَ كَانَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيْمًا ○

৫৪। তোমরা কোন বিষয় প্রকাশ কর অথবা গোপন রাখ—আল্লাহ্ সর্ববিষয়ে সর্বজ্ঞ।

৫৫-لَا جُنَاحَ عَلَيْهِنَّ فِيْۤ اٰبَآئِهِنَّ
وَلَاۤ اَبْنَآئِهِنَّ وَلَاۤ اِخْوَانِهِنَّ وَلَاۤ اَبْنَآءِ
اِخْوَانِهِنَّ وَلَاۤ اَبْنَآءِ اَخَوٰتِهِنَّ وَلَا
نِسَآئِهِنَّ وَلَا مَا مَلَكَتْ اَيْمَانُهُنَّ ۚ وَاتَّقِيْنَ
اللّٰهَ ؕ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيْدًا ○

৫৫। নবী-পত্নীদের জন্য তাহাদের পিতৃগণ, পুত্রগণ, ভ্রাতৃগণ, ভ্রাতুষ্পুত্রগণ, ভগ্নীপুত্রগণ, সেবিকাগণ এবং তাহাদের অধিকারভুক্ত দাস-দাসিগণের ব্যাপারে উহা[১৩৭৯] পালন না করা অপরাধ নহে। হে নবী-পত্নিগণ[১৩৮০]! আল্লাহ্‌কে ভয় কর, আল্লাহ্ সমস্ত কিছু প্রত্যক্ষ করেন।

১৩৭৯। এখানে 'উহা' দ্বারা ৫৩ নম্বর আয়াতে উল্লেখিত 'হিজাব বা পর্দা' বুঝাইতেছে।-কাশ্‌শাফ
১৩৮০। 'হে নবী-পত্নিগণ' কথাটি এ স্থলে উহ্য আছে।

٥٦- اِنَّ اللّٰهَ وَمَلٰٓئِكَتَهٗ يُصَلُّوْنَ عَلَى النَّبِيِّ ؕ يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا صَلُّوْا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوْا تَسْلِيْمًا ○

৫৬। আল্লাহ্ নবীর প্রতি অনুগ্রহ করেন এবং তাঁহার ফিরিশ্‌তাগণও নবীর জন্য অনুগ্রহ প্রার্থনা করে।১৩৮১ হে মু'মিনগণ! তোমরাও নবীর জন্য অনুগ্রহ প্রার্থনা কর এবং তাহাকে যথাযথভাবে সালাম জানাও।

٥٧- اِنَّ الَّذِيْنَ يُؤْذُوْنَ اللّٰهَ وَرَسُوْلَهٗ لَعَنَهُمُ اللّٰهُ فِي الدُّنْيَا وَالْاٰخِرَةِ وَاَعَدَّ لَهُمْ عَذَابًا مُّهِيْنًا ○

৫৭। যাহারা আল্লাহ্ ও রাসূলকে পীড়া দেয়, আল্লাহ্ তো তাহাদিগকে দুনিয়া ও আখিরাতে অভিশপ্ত করেন এবং তিনি তাহাদের জন্য প্রস্তুত রাখিয়াছেন লাঞ্ছনাদায়ক শাস্তি।

٥٨- وَالَّذِيْنَ يُؤْذُوْنَ الْمُؤْمِنِيْنَ وَالْمُؤْمِنٰتِ بِغَيْرِ مَا اكْتَسَبُوْا فَقَدِ احْتَمَلُوْا بُهْتَانًا وَّاِثْمًا مُّبِيْنًا ○ ع

৫৮। যাহারা মু'মিন পুরুষ ও মু'মিন নারীদিগকে পীড়া দেয় এমন কোন অপরাধের জন্য যাহা তাহারা করে নাই; তাহারা অপবাদের ও স্পষ্ট পাপের বোঝা বহন করে।

[৮]

٥٩- يٰۤاَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِّاَزْوَاجِكَ وَبَنٰتِكَ وَنِسَآءِ الْمُؤْمِنِيْنَ يُدْنِيْنَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلَابِيْبِهِنَّ ؕ ذٰلِكَ اَدْنٰۤى اَنْ يُّعْرَفْنَ فَلَا يُؤْذَيْنَ ؕ وَكَانَ اللّٰهُ غَفُوْرًا رَّحِيْمًا ○

৫৯। হে নবী! তুমি তোমার স্ত্রীগণকে, কন্যাগণকে ও মু'মিনদের নারীগণকে বল, তাহারা যেন তাহাদের চাদরের কিয়দংশ নিজেদের উপর টানিয়া দেয়। ইহাতে তাহাদিগকে চেনা সহজতর হইবে, ফলে তাহাদিগকে উত্ত্যক্ত করা হইবে না। আল্লাহ্ ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।

٦٠- لَئِنْ لَّمْ يَنْتَهِ الْمُنٰفِقُوْنَ وَالَّذِيْنَ فِيْ قُلُوْبِهِمْ مَّرَضٌ وَّالْمُرْجِفُوْنَ فِي الْمَدِيْنَةِ لَنُغْرِيَنَّكَ بِهِمْ ثُمَّ لَا يُجَاوِرُوْنَكَ فِيْهَاۤ اِلَّا قَلِيْلًا ○

৬০। মুনাফিকগণ এবং যাহাদের অন্তরে ব্যাধি আছে এবং যাহারা নগরে গুজব রটনা করে, তাহারা বিরত না হইলে আমি নিশ্চয়ই তাহাদের বিরুদ্ধে তোমাকে প্রবল করিব; ইহার পর এই নগরীতে তোমার প্রতিবেশীরূপে উহারা স্বল্প সময়ই থাকিবে—

১৩৮১। দ্র. এই সূরার ৪৩ আয়াতের টীকা।

٦١- مَّلْعُوْنِيْنَ ۚ اَيْنَمَا ثُقِفُوْٓا اُخِذُوْا وَ قُتِّلُوْا تَقْتِيْلًا ۝

৬১। অভিশপ্ত হইয়া; উহাদিগকে যেখানেই পাওয়া যাইবে সেখানেই ধরা হইবে এবং নির্দয়ভাবে হত্যা করা হইবে।

٦٢- سُنَّةَ اللّٰهِ فِى الَّذِيْنَ خَلَوْا مِنْ قَبْلُ ۚ وَلَنْ تَجِدَ لِسُنَّةِ اللّٰهِ تَبْدِيْلًا ۝

৬২। পূর্বে যাহারা অতীত হইয়া গিয়াছে তাহাদের ব্যাপারে ইহাই ছিল আল্লাহ্‌র রীতি। তুমি কখনও আল্লাহ্‌র রীতিতে কোন পরিবর্তন পাইবে না।

٦٣- يَسْـَٔلُكَ النَّاسُ عَنِ السَّاعَةِ ۭ قُلْ اِنَّمَا عِلْمُهَا عِنْدَ اللّٰهِ ۭ وَمَا يُدْرِيْكَ لَعَلَّ السَّاعَةَ تَكُوْنُ قَرِيْبًا ۝

৬৩। লোকে তোমাকে কিয়ামত সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করে। বল, 'ইহার জ্ঞান কেবল আল্লাহ্‌রই আছে।' তুমি ইহা কী করিয়া জানিবে? সম্ভবত কিয়ামত শীঘ্রই হইয়া যাইতে পারে।

٦٤- اِنَّ اللّٰهَ لَعَنَ الْكٰفِرِيْنَ وَاَعَدَّ لَهُمْ سَعِيْرًا ۝ۙ

৬৪। আল্লাহ্ কাফিরদিগকে অভিশপ্ত করিয়াছেন এবং তাহাদের জন্য প্রস্তুত রাখিয়াছেন জ্বলন্ত অগ্নি;

٦٥- خٰلِدِيْنَ فِيْهَآ اَبَدًا ۚ لَا يَجِدُوْنَ وَلِيًّا وَّلَا نَصِيْرًا ۝ۚ

৬৫। সেখানে উহারা স্থায়ী হইবে এবং উহারা কোন অভিভাবক ও সাহায্যকারী পাইবে না।

٦٦- يَوْمَ تُقَلَّبُ وُجُوْهُهُمْ فِى النَّارِ يَقُوْلُوْنَ يٰلَيْتَنَآ اَطَعْنَا اللّٰهَ وَاَطَعْنَا الرَّسُوْلَا ۝

৬৬। যেদিন উহাদের মুখমণ্ডল অগ্নিতে উলট-পালট করা হইবে সেদিন উহারা বলিবে, 'হায়, আমরা যদি আল্লাহ্‌কে মানিতাম ও রাসূলকে মানিতাম!'

٦٧- وَقَالُوْا رَبَّنَآ اِنَّآ اَطَعْنَا سَادَتَنَا وَكُبَرَآءَنَا فَاَضَلُّوْنَا السَّبِيْلَا ۝

৬৭। তাহারা আরও বলিবে, 'হে আমাদের প্রতিপালক! আমরা আমাদের নেতা ও বড় লোকদের আনুগত্য করিয়াছিলাম এবং উহারা আমাদিগকে পথভ্রষ্ট করিয়াছিল;

٦٨- رَبَّنَآ اٰتِهِمْ ضِعْفَيْنِ مِنَ الْعَذَابِ وَالْعَنْهُمْ لَعْنًا كَبِيْرًا ۝ۧ

৬৮। 'হে আমাদের প্রতিপালক! উহাদিগকে দ্বিগুণ শাস্তি দাও এবং উহাদিগকে দাও মহাঅভিসম্পাত।'

[৯]

৬৯। হে মু'মিনগণ! মূসাকে যাহারা ক্লেশ দিয়াছে[১৩৮২] তোমরা উহাদের ন্যায় হইও না; উহারা যাহা রটনা করিয়াছিল আল্লাহ্ উহা হইতে তাহাকে নির্দোষ প্রমাণিত করেন; এবং আল্লাহ্‌র নিকট সে মর্যাদাবান।

٦٩- يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تَكُوْنُوْا كَالَّذِيْنَ اٰذَوْا مُوْسٰى فَبَرَّاَهُ اللّٰهُ مِمَّا قَالُوْا ؕ وَكَانَ عِنْدَ اللّٰهِ وَجِيْهًا ۟

৭০। হে মু'মিনগণ! আল্লাহ্‌কে ভয় কর এবং সঠিক কথা বল;

٧٠- يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوا اتَّقُوا اللّٰهَ وَقُوْلُوْا قَوْلًا سَدِيْدًا ۟ۙ

৭১। তাহা হইলে তিনি তোমাদের জন্য তোমাদের কর্ম ত্রুটিমুক্ত করিবেন এবং তোমাদের পাপ ক্ষমা করিবেন। যাহারা আল্লাহ্ ও তাঁহার রাসূলের আনুগত্য করে, তাহারা অবশ্যই মহাসাফল্য অর্জন করিবে।

٧١- يُّصْلِحْ لَكُمْ اَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوْبَكُمْ ؕ وَمَنْ يُّطِعِ اللّٰهَ وَرَسُوْلَهٗ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيْمًا ۝

৭২। আমি তো আসমান, যমীন ও পর্বতমালার প্রতি এই আমানত[১৩৮৩] পেশ করিয়াছিলাম, উহারা ইহা বহন করিতে অস্বীকার করিল এবং উহাতে শংকিত হইল, কিন্তু মানুষ উহা বহন করিল; সে তো অতিশয় যালিম, অতিশয় অজ্ঞ।

٧٢- اِنَّا عَرَضْنَا الْاَمَانَةَ عَلَى السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ وَالْجِبَالِ فَاَبَيْنَ اَنْ يَّحْمِلْنَهَا وَاَشْفَقْنَ مِنْهَا وَحَمَلَهَا الْاِنْسَانُ ؕ اِنَّهٗ كَانَ ظَلُوْمًا جَهُوْلًا ۟ۙ

৭৩। পরিণামে আল্লাহ্ মুনাফিক পুরুষ ও মুনাফিক নারী এবং মুশরিক পুরুষ ও মুশরিক নারীকে শাস্তি দিবেন এবং মু'মিন পুরুষ ও মু'মিন নারীকে ক্ষমা করিবেন। আল্লাহ্ ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।

٧٣- لِّيُعَذِّبَ اللّٰهُ الْمُنٰفِقِيْنَ وَالْمُنٰفِقٰتِ وَالْمُشْرِكِيْنَ وَالْمُشْرِكٰتِ وَيَتُوْبَ اللّٰهُ عَلَى الْمُؤْمِنِيْنَ وَالْمُؤْمِنٰتِ ؕ وَكَانَ اللّٰهُ غَفُوْرًا رَّحِيْمًا ۟ ع

১৩৮২। বিভিন্ন প্রকারের অপবাদ দিয়া তাহারা হযরত মূসা (আ)-কে কষ্ট দিয়াছিল, যথা, তাঁহার লজ্জাস্থানে ত্রুটি রহিয়াছে, তিনি কারূনকে হত্যা করিয়াছেন ইত্যাদি।

১৩৮৩। আমানত হইল ঈমান ও হিদায়াত কবূল করার স্বাভাবিক ক্ষমতা। অন্য মতে, আল্লাহ্ ও রাসূলের বাধ্য থাকার নির্দেশ, আর এক মতে আল্লাহ্‌র আদেশ ও নিষেধগুলি।-বায়দাবী

৩৪-সূরা সাবা

৫৪ আয়াত, ৬ রুকূ', মক্কী

।। দয়াময়, পরম দয়ালু আল্লাহ্‌র নামে ।।

١- اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِيْ لَهٗ مَا فِي السَّمٰوٰتِ وَمَا فِي الْاَرْضِ وَلَهُ الْحَمْدُ فِي الْاٰخِرَةِ ؕ وَهُوَ الْحَكِيْمُ الْخَبِيْرُ ○

১। সকল প্রশংসা আল্লাহ্‌র, যিনি আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীতে যাহা কিছু আছে সমস্ত কিছুরই মালিক এবং আখিরাতেও প্রশংসা তাঁহারই। তিনি প্রজ্ঞাময়, সর্ববিষয়ে অবহিত।

٢- يَعْلَمُ مَا يَلِجُ فِي الْاَرْضِ وَمَا يَخْرُجُ مِنْهَا وَمَا يَنْزِلُ مِنَ السَّمَآءِ وَمَا يَعْرُجُ فِيْهَا ؕ وَهُوَ الرَّحِيْمُ الْغَفُوْرُ ○

২। তিনি জানেন যাহা ভূমিতে প্রবেশ করে, যাহা উহা হইতে নির্গত হয় এবং যাহা আকাশ হইতে নাযিল হয় এবং যাহা কিছু উহাতে উত্থিত হয়। তিনিই পরম দয়ালু, অতিশয় ক্ষমাশীল।

٣- وَقَالَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا لَا تَاْتِيْنَا السَّاعَةُ ؕ قُلْ بَلٰى وَرَبِّيْ لَتَاْتِيَنَّكُمْ ۙ عٰلِمِ الْغَيْبِ ۚ لَا يَعْزُبُ عَنْهُ مِثْقَالُ ذَرَّةٍ فِي السَّمٰوٰتِ وَلَا فِي الْاَرْضِ وَلَآ اَصْغَرُ مِنْ ذٰلِكَ وَلَآ اَكْبَرُ اِلَّا فِيْ كِتٰبٍ مُّبِيْنٍ ○

৩। কাফিররা বলে, 'আমাদের নিকট কিয়ামত আসিবে না।' বল, 'আসিবেই, শপথ আমার প্রতিপালকের, নিশ্চয়ই তোমাদের নিকট উহা আসিবে।' তিনি অদৃশ্য সম্বন্ধে সম্যক পরিজ্ঞাত; আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীতে তাঁহার অগোচর নহে অণু পরিমাণ কিছু কিংবা তদপেক্ষা ক্ষুদ্র অথবা বৃহৎ কিছু; ইহার প্রত্যেকটি আছে সুস্পষ্ট কিতাবে।

٤- لِّيَجْزِيَ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ ؕ اُولٰٓئِكَ لَهُمْ مَّغْفِرَةٌ وَّرِزْقٌ كَرِيْمٌ ○

৪। ইহা এইজন্য যে, যাহারা মু'মিন ও সৎকর্মপরায়ণ তিনি তাহাদিগকে পুরস্কৃত করিবেন। ইহাদেরই জন্য আছে ক্ষমা ও সম্মানজনক রিয্‌ক

٥- وَالَّذِيْنَ سَعَوْ فِيْٓ اٰيٰتِنَا مُعٰجِزِيْنَ اُولٰٓئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ مِّنْ رِّجْزٍ اَلِيْمٌ ○

৫। যাহারা আমার আয়াতকে ব্যর্থ করিবার চেষ্টা করে তাহাদের জন্য রহিয়াছে ভয়ংকর মর্মন্তুদ শাস্তি।

৬। যাহাদিগকে জ্ঞান দেওয়া হইয়াছে তাহারা জানে যে, তোমার প্রতিপালকের নিকট হইতে তোমার প্রতি যাহা অবতীর্ণ হইয়াছে তাহাই সত্য; ইহা পরাক্রমশালী প্রশংসার্হ আল্লাহ্‌র পথ নির্দেশ করে।

٦- وَيَرَى الَّذِيْنَ اُوْتُوا الْعِلْمَ
الَّذِيْٓ اُنْزِلَ اِلَيْكَ مِنْ رَّبِّكَ هُوَ الْحَقَّ ۙ
وَيَهْدِيْٓ اِلٰى صِرَاطِ الْعَزِيْزِ الْحَمِيْدِ ○

৭। কাফিররা বলে, 'আমরা কি তোমাদিগকে এমন ব্যক্তির সন্ধান দিব যে তোমাদিগকে বলে, 'তোমাদের দেহ সম্পূর্ণ ছিন্নভিন্ন হইয়া পড়িলেও তোমরা নূতন সৃষ্টিরূপে উত্থিত হইবেই?'

٧- وَقَالَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا هَلْ نَدُلُّكُمْ
عَلٰى رَجُلٍ يُّنَبِّئُكُمْ اِذَا مُزِّقْتُمْ كُلَّ مُمَزَّقٍ ۙ
اِنَّكُمْ لَفِيْ خَلْقٍ جَدِيْدٍ ○

৮। সে কি আল্লাহ্ সম্বন্ধে মিথ্যা উদ্ভাবন করে অথবা সে কি উন্মাদ? বস্তুত যাহারা আখিরাতে বিশ্বাস করে না তাহারা শাস্তি[১৩৮৪] ও ঘোর বিভ্রান্তিতে রহিয়াছে।

٨- اَفْتَرٰى عَلَى اللّٰهِ كَذِبًا اَمْ بِهٖ جِنَّةٌ ۭ
بَلِ الَّذِيْنَ لَا يُؤْمِنُوْنَ بِالْاٰخِرَةِ
فِي الْعَذَابِ وَالضَّلٰلِ الْبَعِيْدِ ○

৯। উহারা কি উহাদের সম্মুখে ও পশ্চাতে, আসমান ও যমীনে যাহা আছে তাহার প্রতি লক্ষ্য করে না? আমি ইচ্ছা করিলে উহাদিগকে সহ ভূমি ধসাইয়া দিব অথবা উহাদের উপর আকাশখণ্ডের পতন ঘটাইব; আল্লাহ্‌র অভিমুখী প্রতিটি বান্দার জন্য ইহাতে অবশ্যই নিদর্শন রহিয়াছে।

٩- اَفَلَمْ يَرَوْا اِلٰى مَا بَيْنَ اَيْدِيْهِمْ
وَمَا خَلْفَهُمْ مِّنَ السَّمَاۗءِ وَالْاَرْضِ ۭ
اِنْ نَّشَاْ نَخْسِفْ بِهِمُ الْاَرْضَ
اَوْ نُسْقِطْ عَلَيْهِمْ كِسَفًا مِّنَ السَّمَاۗءِ ۭ
اِنَّ فِيْ ذٰلِكَ لَاٰيَةً لِّكُلِّ عَبْدٍ مُّنِيْبٍ ○ ع

[২]

১০। আমি নিশ্চয় দাউদের প্রতি অনুগ্রহ করিয়াছিলাম এবং আদেশ করিয়াছিলাম,[১৩৮৫] 'হে পর্বতমালা! তোমরা দাউদের সংগে আমার পবিত্রতা ঘোষণা কর' এবং বিহংগকুলকেও, তাহার জন্য নমনীয় করিয়াছিলাম লৌহ—

١٠- وَلَقَدْ اٰتَيْنَا دَاوٗدَ مِنَّا فَضْلًا ۭ
يٰجِبَالُ اَوِّبِيْ مَعَهٗ وَالطَّيْرَ ۚ
وَاَلَنَّا لَهُ الْحَدِيْدَ ○

১৩৮৪। শাস্তিযোগ্য কর্মে লিপ্ত রহিয়াছে।
১৩৮৫। এ স্থলে 'এবং আদেশ দিয়াছিলাম' কথাটি উহ্য আছে।

١١- اَنِ اعْمَلْ سٰبِغٰتٍ وَّقَدِّرْ
فِى السَّرْدِ وَاعْمَلُوْا صَالِحًا ؕ
اِنِّىْ بِمَا تَعْمَلُوْنَ بَصِيْرٌ ۝

১১। 'যাহাতে তুমি পূর্ণ মাপের বর্ম তৈয়ার করিতে এবং বুননে পরিমাণ রক্ষা করিতে পার' এবং তোমরা সৎকর্ম কর, তোমরা যাহা কিছু কর আমি উহার সম্যক দ্রষ্টা।

١٢- وَلِسُلَيْمٰنَ الرِّيْحَ
غُدُوُّهَا شَهْرٌ وَّرَوَاحُهَا شَهْرٌ ۚ
وَاَسَلْنَا لَهٗ عَيْنَ الْقِطْرِ ؕ
وَمِنَ الْجِنِّ مَنْ يَّعْمَلُ بَيْنَ يَدَيْهِ بِاِذْنِ رَبِّهٖ ؕ
وَمَنْ يَّزِغْ مِنْهُمْ عَنْ اَمْرِنَا نُذِقْهُ
مِنْ عَذَابِ السَّعِيْرِ ۝

১২। আমি সুলায়মানের অধীন করিয়াছিলাম বায়ুকে যাহা প্রভাতে এক মাসের পথ অতিক্রম করিত এবং সন্ধ্যায় এক মাসের পথ অতিক্রম করিত। আমি তাহার জন্য গলিত তাম্রের এক প্রস্রবণ প্রবাহিত করিয়াছিলাম। তাহার প্রতিপালকের অনুমতিক্রমে জিন্নদের কতক তাহার সম্মুখে কাজ করিত। উহাদের মধ্যে যে আমার নির্দেশ অমান্য করে তাহাকে আমি জ্বলন্ত অগ্নি-শাস্তি আস্বাদন করাইব।

١٣- يَعْمَلُوْنَ لَهٗ مَا يَشَآءُ مِنْ مَّحَارِيْبَ
وَتَمَاثِيْلَ وَجِفَانٍ كَالْجَوَابِ وَقُدُوْرٍ رّٰسِيٰتٍ ؕ
اِعْمَلُوْٓا اٰلَ دَاوٗدَ شُكْرًا ؕ
وَقَلِيْلٌ مِّنْ عِبَادِىَ الشَّكُوْرُ ۝

১৩। উহারা সুলায়মানের ইচ্ছানুযায়ী প্রাসাদ, ভাস্কর্য[১৩৮৬] হাওযসদৃশ বৃহদাকার পাত্র এবং সুদৃঢ়ভাবে স্থাপিত ডেগ নির্মাণ করিত। আমি বলিয়াছিলাম, 'হে দাঊদ-পারিবার! কৃতজ্ঞতার সংগে তোমরা কাজ করিতে থাক। আমার বান্দাদের মধ্যে অল্পই কৃতজ্ঞ!'

١٤- فَلَمَّا قَضَيْنَا عَلَيْهِ الْمَوْتَ مَا دَلَّهُمْ
عَلٰى مَوْتِهٖٓ اِلَّا دَآبَّةُ الْاَرْضِ
تَاْكُلُ مِنْسَاَتَهٗ ۚ فَلَمَّا خَرَّ تَبَيَّنَتِ الْجِنُّ
اَنْ لَّوْ كَانُوْا يَعْلَمُوْنَ الْغَيْبَ
مَا لَبِثُوْا فِى الْعَذَابِ الْمُهِيْنِ ۝

১৪। যখন আমি সুলায়মানের মৃত্যু ঘটাইলাম তখন জিন্নদিগকে তাহার মৃত্যু বিষয় জানাইল কেবল মাটির পোকা যাহা তাহার লাঠি খাইতেছিল।[১৩৮৭] যখন সে পড়িয়া গেল তখন জিন্নেরা বুঝিতে পারিল যে, উহারা যদি অদৃশ্য বিষয় অবগত থাকিত তাহা হইলে উহারা লাঞ্ছনাদায়ক শাস্তিতে আবদ্ধ থাকিত না।[১৩৮৮]

১৩৮৬। تمثال বহুবচন تماثيل অর্থ ভাস্কর্য। হযরত সুলায়মান (আ)-এর শরী'আতে ইহা বৈধ ছিল, শরী'আতে মুহাম্মাদীতে বৈধ নহে।

১৩৮৭। হযরত সুলায়মান (আ) লাঠিতে ভর দিয়া বায়তুল-মুকাদ্দিসের নির্মাণকার্য তদারক করিতেছিলেন, সেই অবস্থায়ই তাঁহার মৃত্যু হয়। বায়তুল-মুকাদ্দিসের নির্মাণকার্য সমাপ্ত না হওয়া পর্যন্ত তাঁহার মৃতদেহটি জীবিত অবস্থায় তিনি যেইভাবে ছিলেন, সেইভাবেই স্থির থাকে। নির্মাণকার্য যখন শেষ হয় তখন লাঠিটি ভাংগিয়া পড়ে এবং তিনিও মাটিতে পড়িয়া যান।

১৩৮৮। জিন্নদিগকে তাহাদের ইচ্ছার বিরুদ্ধে নির্মাণকাজে লাগান হইয়াছিল। তাহারা ইহাকে লাঞ্ছনাদায়ক শাস্তি মনে করিত।

১৫। সাবাবাসীদের[১৩৮৯] জন্য তো উহাদের বাসভূমিতে ছিল এক নিদর্শনঃ দুইটি উদ্যান, একটি ডান দিকে, অপরটি বাম দিকে, উহাদিগকে বলা হইয়াছিল, 'তোমরা তোমাদের প্রতিপালক প্রদত্ত রিয্‌ক ভোগ কর এবং তাঁহার প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ কর। উত্তম নগরী এবং ক্ষমাশীল প্রতিপালক।'

১৫- لَقَدْ كَانَ لِسَبَإٍ فِىْ مَسْكَنِهِمْ اٰيَةٌ ۚ جَنَّتٰنِ عَنْ يَّمِيْنٍ وَّشِمَالٍ ۬ۥ كُلُوْا مِنْ رِّزْقِ رَبِّكُمْ وَاشْكُرُوْا لَهٗ ۭ بَلْدَةٌ طَيِّبَةٌ وَّ رَبٌّ غَفُوْرٌ ○

১৬। পরে উহারা অবাধ্য হইল। ফলে আমি উহাদের উপর প্রবাহিত করিলাম বাঁধভাংগা বন্যা[১৩৯০] এবং উহাদের উদ্যান দুইটিকে পরিবর্তন করিয়া দিলাম এমন দুইটি উদ্যানে যাহাতে উৎপন্ন হয় বিস্বাদ ফলমূল, ঝাউ গাছ এবং কিছু কুল গাছ।

১৬- فَاَعْرَضُوْا فَاَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ سَيْلَ الْعَرِمِ وَبَدَّلْنٰهُمْ بِجَنَّتَيْهِمْ جَنَّتَيْنِ ذَوَاتَىْ اُكُلٍ خَمْطٍ وَّ اَثْلٍ وَّشَىْءٍ مِّنْ سِدْرٍ قَلِيْلٍ ○

১৭। আমি উহাদিগকে এই শাস্তি দিয়াছিলাম উহাদের কুফরীর জন্য। আমি কৃতঘ্ন ব্যতীত আর কাহাকেও এমন শাস্তি দেই না।

১৭- ذٰلِكَ جَزَيْنٰهُمْ بِمَا كَفَرُوْا ۭ وَهَلْ نُجٰزِىْٓ اِلَّا الْكَفُوْرَ ○

১৮। উহাদের ও যেসব জনপদের প্রতি আমি অনুগ্রহ করিয়াছিলাম সেইগুলির মধ্যবর্তী স্থানে দৃশ্যমান বহু জনপদ স্থাপন করিয়াছিলাম এবং ঐসব জনপদে ভ্রমণের যথাযথ ব্যবস্থা করিয়াছিলাম এবং উহাদিগকে বলিয়াছিলাম,[১৩৯১] 'তোমরা এইসব জনপদে নিরাপদে ভ্রমণ কর দিবস ও রজনীতে।'[১৩৯২]

১৮- وَجَعَلْنَا بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ الْقُرَى الَّتِىْ بٰرَكْنَا فِيْهَا قُرًى ظَاهِرَةً وَّ قَدَّرْنَا فِيْهَا السَّيْرَ ۭ سِيْرُوْا فِيْهَا لَيَالِىَ وَاَيَّامًا اٰمِنِيْنَ ○

১৩৮৯। দ্র. ২৭ ঃ ২২ আয়াতের টীকা।

১৩৯০। সাবাবাসীরা একটি বৃহৎ বাঁধ নির্মাণ করিয়া পানি সেচের ব্যবস্থা করিয়াছিল; ফলে সারা দেশে প্রচুর ফসল উৎপন্ন হইত। এক সময়ে এই বাঁধ ভাঙ্গিয়া ঘর-বাড়ী, ক্ষেত-খামার পানিতে ভাসিয়া যায়।

১৩৯১। এ স্থলে 'এবং উহাদিগকে বলিয়াছিলাম' কথাটি উহ্য আছে।

১৩৯২। সাবাবাসীরা শাম (প্রাচীন সিরিয়া) দেশের সঙ্গে ব্যবসা করিত। এই দুই দেশের মধ্যে বহু জনপদ ছিল। তাহাদের বাণিজ্য কাফেলা নির্বিঘ্নে এই সকল এলাকায় যাতায়াত করিত।

Contents

১৯। কিন্তু উহারা বলিল, 'হে আমাদের প্রতিপালক! আমাদের সফরের মন্‌যিলের ব্যবধান বর্ধিত কর।' উহারা নিজেদের প্রতি যুলুম করিয়াছিল।[১৩৯৩] ফলে আমি উহাদিগকে কাহিনীর বিষয়বস্তুতে পরিণত করিলাম এবং উহাদিগকে ছিন্ন-ভিন্ন করিয়া দিলাম। ইহাতে প্রত্যেক ধৈর্যশীল, কৃতজ্ঞ ব্যক্তির জন্য নিদর্শন রহিয়াছে।

١٩- فَقَالُوْا رَبَّنَا بٰعِدْ بَيْنَ اَسْفَارِنَا وَظَلَمُوْٓا اَنْفُسَهُمْ فَجَعَلْنٰهُمْ اَحَادِيْثَ وَمَزَّقْنٰهُمْ كُلَّ مُمَزَّقٍ ۭ اِنَّ فِيْ ذٰلِكَ لَاٰيٰتٍ لِّكُلِّ صَبَّارٍ شَكُوْرٍ ○

২০। উহাদের সম্বন্ধে ইবলীস তাহার ধারণা সত্য প্রমাণ করিল, ফলে উহাদের মধ্যে একটি মু'মিন দল ব্যতীত সকলেই তাহার অনুসরণ করিল;

٢٠- وَلَقَدْ صَدَّقَ عَلَيْهِمْ اِبْلِيْسُ ظَنَّهٗ فَاتَّبَعُوْهُ اِلَّا فَرِيْقًا مِّنَ الْمُؤْمِنِيْنَ ○

২১। উহাদের উপর শয়তানের কোন আধিপত্য ছিল না। কাহারা আখিরাতে বিশ্বাসী এবং কাহারা উহাতে সন্দিহান তাহা প্রকাশ করিয়া দেওয়াই ছিল আমার উদ্দেশ্য। তোমার প্রতিপালক সর্ব বিষয়ে হিফাযতকারী।

٢١- وَمَا كَانَ لَهٗ عَلَيْهِمْ مِّنْ سُلْطٰنٍ اِلَّا لِنَعْلَمَ مَنْ يُّؤْمِنُ بِالْاٰخِرَةِ مِمَّنْ هُوَ مِنْهَا فِيْ شَكٍّ ۭ وَرَبُّكَ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ حَفِيْظٌ ○

[৩]

২২। বল, 'তোমরা আহ্বান কর উহাদিগকে যাহাদিগকে তোমরা আল্লাহ্‌র পরিবর্তে ইলাহ্ মনে করিতে। উহারা আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীতে অণু পরিমাণ কিছুর মালিক নহে এবং এতদুভয়ে উহাদের কোন অংশও নাই এবং উহাদের কেহ তাঁহার সহায়কও নহে।'

٢٢- قُلِ ادْعُوا الَّذِيْنَ زَعَمْتُمْ مِّنْ دُوْنِ اللّٰهِ ۚ لَا يَمْلِكُوْنَ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ فِي السَّمٰوٰتِ وَلَا فِي الْاَرْضِ وَمَا لَهُمْ فِيْهِمَا مِنْ شِرْكٍ وَّمَا لَهٗ مِنْهُمْ مِّنْ ظَهِيْرٍ ○

২৩। যাহাকে অনুমতি দেওয়া হয় সে ব্যতীত আল্লাহ্‌র নিকট কাহারও সুপারিশ ফলপ্রসূ হইবে না। পরে যখন উহাদের অন্তর হইতে ভয় বিদূরিত হইবে তখন

٢٣- وَلَا تَنْفَعُ الشَّفَاعَةُ عِنْدَهٗٓ اِلَّا لِمَنْ اَذِنَ لَهٗ ۭ حَتّٰٓى اِذَا فُزِّعَ عَنْ قُلُوْبِهِمْ قَالُوْا مَاذَا ۙ

১৩৯৩। যাহারা তাহাদের ব্যবসা সংক্রান্ত ভ্রমণ আরও দীর্ঘ করার আকাঙ্ক্ষা করিয়াছিল, যাহাতে আরও অধিক মুনাফা অর্জন করিতে পারে, তাহাদের উচিত ছিল যাহা আল্লাহ্ দিয়াছেন তাহার জন্য শোক্‌র করা। দ্র. ১৪ ঃ ৭ আয়াত।

Contents

قَالَ رَبُّكُمْ ۖ قَالُوا الْحَقَّ ۚ
وَهُوَ الْعَلِيُّ الْكَبِيْرُ ○

উহারা পরস্পরের মধ্যে জিজ্ঞাসাবাদ করিবে,[১৩৯৪] 'তোমাদের প্রতিপালক কী বলিলেন?' তদুত্তরে তাহারা বলিবে, 'যাহা সত্য তিনি তাহাই বলিয়াছেন।' তিনি সমুচ্চ, মহান।

٢٤- قُلْ مَنْ يَّرْزُقُكُمْ مِّنَ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ ۖ
قُلِ اللّٰهُ ۙ وَاِنَّآ اَوْ اِيَّاكُمْ لَعَلٰى هُدًى
اَوْ فِيْ ضَلٰلٍ مُّبِيْنٍ ○

২৪। বল, 'আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবী হইতে কে তোমাদিগকে রিয্ক প্রদান করেন?' বল, 'আল্লাহ্। হয় আমরা না হয় তোমরা সৎপথে স্থিত অথবা স্পষ্ট বিভ্রান্তিতে পতিত।'

٢٥- قُلْ لَّا تُسْـَٔلُوْنَ عَمَّآ اَجْرَمْنَا
وَلَا نُسْـَٔلُ عَمَّا تَعْمَلُوْنَ ○

২৫। বল, 'আমাদের অপরাধের জন্য তোমাদিগকে জবাবদিহি করিতে হইবে না এবং তোমরা যাহা কর সে সম্পর্কে আমাদিগকেও জবাবদিহি করিতে হইবে না।'

٢٦- قُلْ يَجْمَعُ بَيْنَنَا رَبُّنَا
ثُمَّ يَفْتَحُ بَيْنَنَا بِالْحَقِّ ۖ
وَهُوَ الْفَتَّاحُ الْعَلِيْمُ ○

২৬। বল, 'আমাদের প্রতিপালক আমাদের সকলকে একত্র করিবেন, অতঃপর তিনি আমাদের মধ্যে সঠিকভাবে ফয়সালা করিয়া দিবেন, তিনিই শ্রেষ্ঠ ফয়সালাকারী, সর্বজ্ঞ।'

٢٧- قُلْ اَرُوْنِيَ الَّذِيْنَ اَلْحَقْتُمْ بِهٖ
شُرَكَآءَ كَلَّا ۖ
بَلْ هُوَ اللّٰهُ الْعَزِيْزُ الْحَكِيْمُ ○

২৭। বল, 'তোমরা আমাকে দেখাও যাহাদিগকে শরীকরূপে তাঁহার সহিত জুড়িয়া দিয়াছ তাহাদিগকে। না, কখনও না,[১৩৯৫] বরং তিনি আল্লাহ্, পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়।'

٢٨- وَمَآ اَرْسَلْنٰكَ اِلَّا كَآفَّةً
لِّلنَّاسِ بَشِيْرًا وَّنَذِيْرًا
وَّلٰكِنَّ اَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُوْنَ ○

২৮। আমি তো তোমাকে সমগ্র মানবজাতির প্রতি সুসংবাদাতা ও সতর্ককারীরূপে প্রেরণ করিয়াছি; কিন্তু অধিকাংশ মানুষ জানে না।

১৩৯৪। কিয়ামতে যাঁহারা সুপারিশ করিবার অনুমতি পাইবেন তাঁহারাও প্রথমে ভীত-সন্ত্রস্ত থাকিবেন। ভয় দূর হইলে একে অপরকে আল্লাহ্র আদেশ সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করিবেন। ভিন্নমতে ইঁহারা হইলেন ফিরিশ্তা, আল্লাহ্র কোন নির্দেশ আসিলেই তাঁহারা প্রথমে ভয় পান।

১৩৯৫। যাহাদিকে শরীক করা হইয়াছে তাহাদিগকে শরীক হওয়ার যোগ্যতা প্রদান করিতে পার নাই, আর পারিবেও না।

২৯। তাহারা জিজ্ঞাসা করে, 'তোমরা যদি সত্যবাদী হও তবে বল, এই প্রতিশ্রুতি কখন বাস্তবায়িত হইবে?'

٢٩- وَيَقُولُونَ مَتٰى هٰذَا الْوَعْدُ اِنْ كُنْتُمْ صٰدِقِيْنَ ۝

৩০। বল, 'তোমাদের জন্য আছে এক নির্ধারিত দিবস, যাহা তোমরা মুহূর্তকাল বিলম্বিত করিতে পারিবে না, আর ত্বরান্বিতও করিতে পারিবে না।'

٣٠- قُلْ لَّكُمْ مِّيْعَادُ يَوْمٍ لَّا تَسْتَاْخِرُوْنَ عَنْهُ سَاعَةً وَّلَا تَسْتَقْدِمُوْنَ ۝ ع

[৪]

৩১। কাফিরগণ বলে, 'আমরা এই কুরআনে কখনও বিশ্বাস করিব না, ইহার পূর্ববর্তী কিতাবসমূহেও নহে।' হায়! তুমি যদি দেখিতে যালিমদিগকে যখন তাহাদের প্রতিপালকের সম্মুখে দণ্ডায়মান করা হইবে তখন উহারা পরস্পর বাদ-প্রতিবাদ করিতে থাকিবে, যাহাদিগকে দুর্বল মনে করা হইত তাহারা ক্ষমতাদর্পীদিগকে বলিবে, 'তোমরা না থাকিলে আমরা অবশ্যই মু'মিন হইতাম।'

٣١- وَقَالَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا لَنْ نُّؤْمِنَ بِهٰذَا الْقُرْاٰنِ وَلَا بِالَّذِيْ بَيْنَ يَدَيْهِ ؕ وَلَوْ تَرٰۤى اِذِ الظّٰلِمُوْنَ مَوْقُوْفُوْنَ عِنْدَ رَبِّهِمْ ۖۚ يَرْجِعُ بَعْضُهُمْ اِلٰى بَعْضِ ِۨ الْقَوْلَ ۚ يَقُوْلُ الَّذِيْنَ اسْتُضْعِفُوْا لِلَّذِيْنَ اسْتَكْبَرُوْا لَوْلَاۤ اَنْتُمْ لَكُنَّا مُؤْمِنِيْنَ ۝

৩২। যাহারা ক্ষমতাদর্পী ছিল তাহারা, যাহাদিগকে দুর্বল মনে করা হইত তাহাদিগকে বলিবে, 'তোমাদের নিকট সৎপথের দিশা আসিবার পর আমরা কি তোমাদিগকে উহা হইতে নিবৃত্ত করিয়াছিলাম? বস্তুত তোমরাই তো ছিলে অপরাধী।'

٣٢- قَالَ الَّذِيْنَ اسْتَكْبَرُوْا لِلَّذِيْنَ اسْتُضْعِفُوْۤا اَنَحْنُ صَدَدْنٰكُمْ عَنِ الْهُدٰى بَعْدَ اِذْ جَآءَكُمْ بَلْ كُنْتُمْ مُّجْرِمِيْنَ ۝

৩৩। যাহাদিগকে দুর্বল মনে করা হইত তাহারা ক্ষমতাদর্পীদিগকে বলিবে, 'প্রকৃতপক্ষে তোমরাই তো দিবারাত্র চক্রান্তে লিপ্ত ছিলে, আমাদিগকে নির্দেশ দিয়াছিলে যেন আমরা আল্লাহ্‌কে অমান্য করি এবং তাঁহার শরীক স্থাপন করি।' যখন

٣٣- وَقَالَ الَّذِيْنَ اسْتُضْعِفُوْا لِلَّذِيْنَ اسْتَكْبَرُوْا بَلْ مَكْرُ الَّيْلِ وَالنَّهَارِ اِذْ تَاْمُرُوْنَنَاۤ اَنْ نَّكْفُرَ بِاللّٰهِ وَنَجْعَلَ لَهٗۤ اَنْدَادًا ؕ

Contents

وَأَسَرُّوا النَّدَامَةَ لَمَّا رَأَوُا الْعَذَابَ ۚ وَجَعَلْنَا الْأَغْلَالَ فِي أَعْنَاقِ الَّذِينَ كَفَرُوا ۚ هَلْ يُجْزَوْنَ إِلَّا مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ○

তাহারা শাস্তি প্রত্যক্ষ করিবে তখন তাহারা অনুতাপ গোপন রাখিবে এবং আমি কাফিরদের গলদেশে শৃংখল পরাইব। উহাদিগকে উহারা যাহা করিত তাহারই প্রতিফল দেওয়া হইবে।

٣٤- وَمَا أَرْسَلْنَا فِي قَرْيَةٍ مِنْ نَذِيرٍ إِلَّا قَالَ مُتْرَفُوهَا إِنَّا بِمَا أُرْسِلْتُمْ بِهِ كَافِرُونَ ○

৩৪। যখনই আমি কোন জনপদে সতর্ককারী প্রেরণ করিয়াছি উহার বিত্তশালী অধিবাসীরা বলিয়াছে, 'তোমরা যাহা সহ প্রেরিত হইয়াছ আমরা তাহা প্রত্যাখ্যান করি।'

٣٥- وَقَالُوا نَحْنُ أَكْثَرُ أَمْوَالًا وَأَوْلَادًا ۙ وَمَا نَحْنُ بِمُعَذَّبِينَ ○

৩৫। উহারা আরও বলিত, 'আমরা ধনে-জনে সমৃদ্ধিশালী; সুতরাং আমাদিগকে কিছুতেই শাস্তি দেওয়া হইবে না।'

٣٦- قُلْ إِنَّ رَبِّي يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَشَاءُ وَيَقْدِرُ وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ ○ ع

৩৬। বল, 'আমার প্রতিপালক যাহার প্রতি ইচ্ছা তাহার রিয্‌ক বর্ধিত করেন অথবা সীমিত করেন; কিন্তু অধিকাংশ লোকই ইহা জানে না।'

[৫]

٣٧- وَمَا أَمْوَالُكُمْ وَلَا أَوْلَادُكُمْ بِالَّتِي تُقَرِّبُكُمْ عِنْدَنَا زُلْفَىٰ إِلَّا مَنْ آمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا ۚ فَأُولَٰئِكَ لَهُمْ جَزَاءُ الضِّعْفِ بِمَا عَمِلُوا وَهُمْ فِي الْغُرُفَاتِ آمِنُونَ ○

৩৭। তোমাদের ধন-সম্পদ ও সন্তান-সন্ততি এমন কিছু নহে যাহা তোমাদিগকে আমার নিকটবর্তী করিয়া দিবে; তবে যাহারা ঈমান আনে ও সৎকর্ম করে, তাহারাই তাহাদের কর্মের জন্য পাইবে বহুগুণ পুরস্কার; আর তাহারা প্রাসাদে নিরাপদে থাকিবে।

٣٨- وَالَّذِينَ يَسْعَوْنَ فِي آيَاتِنَا مُعَاجِزِينَ أُولَٰئِكَ فِي الْعَذَابِ مُحْضَرُونَ ○

৩৮। যাহারা আমার আয়াতকে ব্যর্থ করিবার চেষ্টা করিবে তাহারা শাস্তি ভোগ করিতে থাকিবে।

٣٩- قُلْ إِنَّ رَبِّي يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَيَقْدِرُ لَهُ ۚ

৩৯। বল, 'আমার প্রতিপালক তো তাঁহার বান্দাদের মধ্যে যাহার প্রতি ইচ্ছা রিয্‌ক বর্ধিত করেন এবং যাহার প্রতি ইচ্ছা সীমিত করেন। তোমরা যাহা কিছু ব্যয়

وَمَآ اَنْفَقْتُمْ مِّنْ شَيْءٍ فَهُوَ يُخْلِفُهٗ ۚ
وَهُوَ خَيْرُ الرّٰزِقِيْنَ ○

করিবে তিনি তাহার প্রতিদান দিবেন। তিনিই শ্রেষ্ঠ রিয্‌কদাতা।'

٤٠- وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ جَمِيْعًا
ثُمَّ يَقُوْلُ لِلْمَلٰٓئِكَةِ
اَهٰٓؤُلَآءِ اِيَّاكُمْ كَانُوْا يَعْبُدُوْنَ ○

৪০। স্মরণ কর, যেদিন তিনি ইহাদের সকলকে একত্র করিবেন এবং ফিরিশতাদিগকে জিজ্ঞাসা করিবেন, 'ইহারা কি তোমাদেরই পূজা করিত?'

٤١- قَالُوْا سُبْحٰنَكَ اَنْتَ وَلِيُّنَا مِنْ دُوْنِهِمْ ۚ
بَلْ كَانُوْا يَعْبُدُوْنَ الْجِنَّ ۚ
اَكْثَرُهُمْ بِهِمْ مُّؤْمِنُوْنَ ○

৪১। ফিরিশ্‌তারা বলিবে, 'তুমি পবিত্র, মহান! তুমিই আমাদের অভিভাবক, উহারা নহে; বরং উহারা তো পূজা করিত জিন্নদের[১৩৯৬] এবং উহাদের অধিকাংশই ছিল উহাদের প্রতি বিশ্বাসী।[১৩৯৭]

٤٢- فَالْيَوْمَ لَا يَمْلِكُ بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ
نَّفْعًا وَّلَا ضَرًّا ۭ
وَنَقُوْلُ لِلَّذِيْنَ ظَلَمُوْا ذُوْقُوْا عَذَابَ
النَّارِ الَّتِيْ كُنْتُمْ بِهَا تُكَذِّبُوْنَ ○

৪২। 'আজ তোমাদের একে অন্যের উপকার কিংবা অপকার করিবার ক্ষমতা নাই।' যাহারা যুলুম করিয়াছিল তাহাদিগকে বলিব, 'তোমরা যে অগ্নি-শাস্তি অস্বীকার করিতে তাহা আস্বাদন কর।'

٤٣- وَاِذَا تُتْلٰى عَلَيْهِمْ اٰيٰتُنَا بَيِّنٰتٍ
قَالُوْا مَا هٰذَآ اِلَّا رَجُلٌ يُّرِيْدُ اَنْ يَّصُدَّكُمْ
عَمَّا كَانَ يَعْبُدُ اٰبَآؤُكُمْ ۚ
وَقَالُوْا مَا هٰذَآ اِلَّآ اِفْكٌ مُّفْتَرًى ۭ
وَقَالَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا لِلْحَقِّ لَمَّا جَآءَهُمْ ۙ
اِنْ هٰذَآ اِلَّا سِحْرٌ مُّبِيْنٌ ○

৪৩। ইহাদের নিকট যখন আমার সুস্পষ্ট আয়াতসমূহ তিলাওয়াত করা হয় তখন ইহারা বলে, 'তোমাদের পূর্বপুরুষ যাহার 'ইবাদত করিত এই ব্যক্তিই তো তাহার 'ইবাদতে তোমাদিগকে বাধা দিতে চাহে।' ইহারা আরও বলে, 'ইহা[১৩৯৮] তো মিথ্যা উদ্ভাবন ব্যতীত কিছু নহে' এবং কাফিরদের নিকট যখন সত্য আসে তখন উহারা বলে, 'ইহা তো এক সুস্পষ্ট জাদু।'

٤٤- وَمَآ اٰتَيْنٰهُمْ مِّنْ كُتُبٍ يَّدْرُسُوْنَهَا

৪৪। আমি ইহাদিগকে পূর্বে কোন কিতাব দেই নাই যাহা ইহারা অধ্যয়ন করিত এবং

১৩৯৬। ভিন্নমতে الجن শয়তান অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে।—কাশ্‌শাফ, বায়দাবী
১৩৯৭। অর্থাৎ উহাদিগকে মা'বূদ জানিত।
১৩৯৮। অর্থাৎ আল-কুরআন।

وَمَآ اَرۡسَلۡنَآ اِلَيۡهِمۡ قَبۡلَكَ مِنۡ نَّذِيۡرٍ ۝

তোমার পূর্বে ইহাদের নিকট কোন সতর্ককারীও প্রেরণ করি নাই।[১৩৯৯]

٤٥- وَكَذَّبَ الَّذِيۡنَ مِنۡ قَبۡلِهِمۡ ۙ وَمَا بَلَغُوۡا مِعۡشَارَ مَآ اٰتَيۡنٰهُمۡ فَكَذَّبُوۡا رُسُلِىۡ ۖ فَكَيۡفَ كَانَ نَكِيۡرِ ۝

৪৫। ইহাদের পূর্ববর্তীরাও মিথ্যা আরোপ করিয়াছিল। উহাদিগকে আমি যাহা দিয়াছিলাম, ইহারা তাহার এক-দশমাংশও পায় নাই, তবুও উহারা আমার রাসূলদিগকে মিথ্যাবাদী বলিয়াছিল। ফলে কত ভয়ংকর হইয়াছিল আমার শাস্তি!

[৬]

٤٦- قُلۡ اِنَّمَآ اَعِظُكُمۡ بِوَاحِدَةٍ ۚ اَنۡ تَقُوۡمُوۡا لِلّٰهِ مَثۡنٰى وَفُرَادٰى ثُمَّ تَتَفَكَّرُوۡا ۚ مَا بِصَاحِبِكُمۡ مِّنۡ جِنَّةٍ ۚ اِنۡ هُوَ اِلَّا نَذِيۡرٌ لَّكُمۡ بَيۡنَ يَدَىۡ عَذَابٍ شَدِيۡدٍ ۝

৪৬। বল, 'আমি তোমাদিগকে একটি বিষয়ে উপদেশ দিতেছি ঃ তোমরা আল্লাহ্র উদ্দেশ্যে দুই-দুইজন অথবা এক-একজন করিয়া দাঁড়াও, অতঃপর তোমরা চিন্তা করিয়া দেখ—তোমাদের সংগী আদৌ উন্মাদ নহে। সে তো আসন্ন কঠিন শাস্তি সম্পর্কে তোমাদের সতর্ককারী মাত্র।'

٤٧- قُلۡ مَا سَاَلۡتُكُمۡ مِّنۡ اَجۡرٍ فَهُوَ لَكُمۡ ۚ اِنۡ اَجۡرِىَ اِلَّا عَلَى اللّٰهِ ۚ وَهُوَ عَلٰى كُلِّ شَىۡءٍ شَهِيۡدٌ ۝

৪৭। বল, 'আমি তোমাদের নিকট কোন পারিশ্রমিক চাহি না, তাহা তো তোমাদেরই; আমার পুরস্কার তো আছে আল্লাহ্র নিকট এবং তিনি সর্ববিষয়ে দ্রষ্টা।'

٤٨- قُلۡ اِنَّ رَبِّىۡ يَقۡذِفُ بِالۡحَقِّ ۚ عَلَّامُ الۡغُيُوۡبِ ۝

৪৮। বল, 'আমার প্রতিপালক সত্যের দ্বারা অসত্যকে আঘাত করেন; তিনি অদৃশ্যের পরিজ্ঞাতা।'

٤٩- قُلۡ جَآءَ الۡحَقُّ وَمَا يُبۡدِئُ الۡبَاطِلُ وَمَا يُعِيۡدُ ۝

৪৯। বল, 'সত্য আসিয়াছে এবং অসত্য না পারে নূতন কিছু সৃজন করিতে, আর না পারে পুনরাবৃত্তি করিতে।'

১৩৯৯। মক্কার কুরায়শদের নিকট ইতিপূর্বে কোন নবী বা কিতাব আসে নাই।-খাযিন

৫০। বল, 'আমি বিভ্রান্ত হইলে বিভ্রান্তির পরিণাম আমারই এবং যদি আমি সৎপথে থাকি তবে তাহা এইজন্য যে, আমার প্রতি আমার প্রতিপালক ওহী প্রেরণ করেন। তিনি সর্বশ্রোতা, সন্নিকট।'

٥٠- قُلْ إِنْ ضَلَلْتُ فَإِنَّمَآ أَضِلُّ عَلٰى نَفْسِىْ ۚ وَإِنِ اهْتَدَيْتُ فَبِمَا يُوْحِىٓ إِلَىَّ رَبِّىْ ۗ إِنَّهٗ سَمِيْعٌ قَرِيْبٌ ○

৫১। তুমি যদি দেখিতে যখন ইহারা ভীত-বিহবল হইয়া পড়িবে, তখন ইহারা অব্যাহতি পাইবে না এবং ইহারা নিকটস্থ স্থান হইতে ধৃত হইবে,

٥١- وَلَوْ تَرٰىٓ إِذْ فَزِعُوْا فَلَا فَوْتَ وَأُخِذُوْا مِنْ مَّكَانٍ قَرِيْبٍ ○

৫২। এবং ইহারা বলিবে, 'আমরা তাহাতে ঈমান আনিলাম।' কিন্তু এত দূরবর্তী স্থান হইতে উহারা নাগাল পাইবে কিরূপে?

٥٢- وَّقَالُوْٓا اٰمَنَّا بِهٖ ۚ وَأَنّٰى لَهُمُ التَّنَاوُشُ مِنْ مَّكَانٍ بَعِيْدٍ ○

৫৩। উহারা তো পূর্বে তাহা প্রত্যাখ্যান করিয়াছিল; উহারা দূরবর্তী স্থান হইতে অদৃশ্য বিষয়ে বাক্য ছুঁড়িয়া মারিত।[১৪০০]

٥٣- وَّقَدْ كَفَرُوْا بِهٖ مِنْ قَبْلُ ۚ وَيَقْذِفُوْنَ بِالْغَيْبِ مِنْ مَّكَانٍ بَعِيْدٍ ○

৫৪। ইহাদের ও ইহাদের বাসনার[১৪০১] মধ্যে অন্তরাল করা হইয়াছে, যেমন পূর্বে করা হইয়াছিল ইহাদের সমপন্থীদের ক্ষেত্রে। উহারা ছিল বিভ্রান্তিকর সন্দেহের মধ্যে।

٥٤- وَحِيْلَ بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ مَا يَشْتَهُوْنَ كَمَا فُعِلَ بِأَشْيَاعِهِمْ مِّنْ قَبْلُ ۗ إِنَّهُمْ كَانُوْا فِىْ شَكٍّ مُّرِيْبٍ ○

১৪০০। আখিরাত, জান্নাত ও জাহান্নাম সম্পর্কে না জানিয়া ও সত্য হইতে দূরে থাকিয়া আন্দাযী কথাবার্তা বলিত।

১৪০১। জান্নাত লাভ, জাহান্নাম হইতে মুক্তি বা তাহারা যে পুনরায় দুনিয়ায় ফিরিয়া আসিতে কামনা করিত (৩২ ঃ ১২) তাহা—এইগুলির কোনটিই পূর্ণ করা হইবে না। তাহাদের পূর্ববর্তীদের বেলায়ও এই ব্যবস্থাই গ্রহণ করা হইয়াছে।

৩৫-সূরা ফাতির

৪৫ আয়াত, ৫ রুকূ‘, মক্কী

।। দয়াময়, পরম দয়ালু আল্লাহ্‌র নামে ।।

١- اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ فَاطِرِ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ
جَاعِلِ الْمَلٰٓئِكَةِ رُسُلًا اُولِيْٓ اَجْنِحَةٍ
مَّثْنٰى وَثُلٰثَ وَرُبٰعَ ؕ يَزِيْدُ فِي الْخَلْقِ مَا يَشَآءُ ؕ
اِنَّ اللّٰهَ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ ○

১। সকল প্রশংসা আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীর সৃষ্টিকর্তা আল্লাহ্‌রই—যিনি বাণীবাহক করেন ফিরিশ্‌তাদিগকে যাহারা দুই দুই, তিন তিন অথবা চার চার পক্ষবিশিষ্ট। তিনি সৃষ্টিতে যাহা ইচ্ছা বৃদ্ধি করেন। আল্লাহ্ সর্ববিষয়ে সর্বশক্তিমান।

٢- مَا يَفْتَحِ اللّٰهُ لِلنَّاسِ مِنْ رَّحْمَةٍ
فَلَا مُمْسِكَ لَهَا ۚ وَمَا يُمْسِكْ ۙ
فَلَا مُرْسِلَ لَهٗ مِنْ بَعْدِهٖ ؕ
وَهُوَ الْعَزِيْزُ الْحَكِيْمُ ○

২। আল্লাহ্ মানুষের প্রতি কোন অনুগ্রহ অবারিত করিলে কেহ উহা নিবারণকারী নাই এবং তিনি কিছু নিরুদ্ধ করিতে চাহিলে তৎপর কেহ উহার উন্মুক্তকারী নাই। তিনি পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়।

٣- يٰٓاَيُّهَا النَّاسُ اذْكُرُوْا نِعْمَتَ اللّٰهِ عَلَيْكُمْ ؕ
هَلْ مِنْ خَالِقٍ غَيْرُ اللّٰهِ
يَرْزُقُكُمْ مِّنَ السَّمَآءِ وَالْاَرْضِ ؕ
لَآ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ ۖ فَاَنّٰى تُؤْفَكُوْنَ ○

৩। হে মানুষ! তোমাদের প্রতি আল্লাহ্‌র অনুগ্রহ স্মরণ কর। আল্লাহ্ ব্যতীত কি কোন স্রষ্টা আছে, যে তোমাদিগকে আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবী হইতে রিয্‌ক দান করে? তিনি ব্যতীত কোন ইলাহ্ নাই। সুতরাং কোথায় তোমরা বিপথে চালিত হইতেছ?

٤- وَاِنْ يُّكَذِّبُوْكَ فَقَدْ كُذِّبَتْ
رُسُلٌ مِّنْ قَبْلِكَ ؕ
وَاِلَى اللّٰهِ تُرْجَعُ الْاُمُوْرُ ○

৪। ইহারা যদি তোমার প্রতি মিথ্যা আরোপ করে তবে তোমার পূর্বেও রাসূলগণের প্রতি মিথ্যা আরোপ করা হইয়াছিল। আল্লাহ্‌র নিকটই সকল বিষয় প্রত্যানীত হইবে।

٥- يٰٓاَيُّهَا النَّاسُ اِنَّ وَعْدَ اللّٰهِ
حَقٌّ فَلَا تَغُرَّنَّكُمُ الْحَيٰوةُ الدُّنْيَا ۚ
وَلَا يَغُرَّنَّكُمْ بِاللّٰهِ الْغَرُوْرُ ○

৫। হে মানুষ! নিশ্চয়ই আল্লাহ্‌র প্রতিশ্রুতি সত্য; সুতরাং পার্থিব জীবন যেন তোমাদিগকে কিছুতেই প্রতারিত না করে এবং সেই প্রবঞ্চক[১৪০২] যেন কিছুতেই আল্লাহ্ সম্পর্কে তোমাদিগকে প্রবঞ্চিত না করে।

১৪০২। অর্থাৎ শয়তান।

٦- اِنَّ الشَّيْطٰنَ لَكُمْ عَدُوٌّ فَاتَّخِذُوْهُ عَدُوًّا ۭ
اِنَّمَا يَدْعُوْا حِزْبَهٗ لِيَكُوْنُوْا
مِنْ اَصْحٰبِ السَّعِيْرِ ۝

৬। শয়তান তো তোমাদের শত্রু; সুতরাং তাহাকে শত্রু হিসাবে গ্রহণ কর। সে তো তাহার দলবলকে আহ্বান করে কেবল এইজন্য যে, উহারা যেন জাহান্নামী হয়।

٧- اَلَّذِيْنَ كَفَرُوْا لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيْدٌ ۥ
وَالَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ لَهُمْ مَّغْفِرَةٌ
وَّاَجْرٌ كَبِيْرٌ ۝ ع

৭। যাহারা কুফরী করে তাহাদের জন্য আছে কঠিন শাস্তি এবং যাহারা ঈমান আনে ও সৎকর্ম করে তাহাদের জন্য আছে ক্ষমা ও মহাপুরস্কার।

[২]

٨- اَفَمَنْ زُيِّنَ لَهٗ سُوْٓءُ عَمَلِهٖ فَرَاٰهُ حَسَنًا ۭ
فَاِنَّ اللّٰهَ يُضِلُّ مَنْ يَّشَاۗءُ
وَيَهْدِيْ مَنْ يَّشَاۗءُ ڮ
فَلَا تَذْهَبْ نَفْسُكَ عَلَيْهِمْ حَسَرٰتٍ ۭ
اِنَّ اللّٰهَ عَلِيْمٌۢ بِمَا يَصْنَعُوْنَ ۝

৮। কাহাকেও যদি তাহার মন্দ কর্ম শোভন করিয়া দেখান হয় এবং সে ইহাকে উত্তম মনে করে, সেই ব্যক্তি কি তাহার সমান যে সৎকর্ম করে?'[১৪০৩] আল্লাহ্ যাহাকে ইচ্ছা বিভ্রান্ত করেন এবং যাহাকে ইচ্ছা সৎপথে পরিচালিত করেন। অতএব উহাদের জন্য আক্ষেপ করিয়া তোমার প্রাণ যেন ধ্বংস না হয়। উহারা যাহা করে আল্লাহ্ তাহা জানেন।

٩- وَاللّٰهُ الَّذِيْٓ اَرْسَلَ الرِّيٰحَ
فَتُثِيْرُ سَحَابًا فَسُقْنٰهُ اِلٰى بَلَدٍ مَّيِّتٍ
فَاَحْيَيْنَا بِهِ الْاَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا ۭ
كَذٰلِكَ النُّشُوْرُ ۝

৯। আল্লাহ্ই বায়ু প্রেরণ করিয়া উহা দ্বারা মেঘমালা সঞ্চারিত করেন। অতঃপর আমি উহা নির্জীব ভূখণ্ডের দিকে পরিচালিত করি, অতঃপর আমি উহা দ্বারা ধরিত্রীকে উহার মৃত্যুর পর সঞ্জীবিত করি। এইরূপেই মৃত্যুর পর পুনরায় জীবিত করিয়া উঠান হইবে।

١٠- مَنْ كَانَ يُرِيْدُ الْعِزَّةَ
فَلِلّٰهِ الْعِزَّةُ جَمِيْعًا ۭ
اِلَيْهِ يَصْعَدُ الْكَلِمُ الطَّيِّبُ
وَالْعَمَلُ الصَّالِحُ يَرْفَعُهٗ ۭ

১০। কেহ সম্মান ও ক্ষমতা চাহিলে সে জানিয়া রাখুক,[১৪০৪] সকল সম্মান ও ক্ষমতা তো আল্লাহ্রই। তাঁহারই দিকে পবিত্র বাণীসমূহ সমুত্থিত হয় এবং সৎকর্ম উহাকে উন্নীত করে[১৪০৫], আর

১৪০৩। 'যে সৎকর্ম করে' কথাটি উহ্য আছে।-জালালায়ন, কাশ্শাফ
১৪০৪। 'সে জানিয়া রাখুক' কথাটি আরবীতে উহ্য আছে।
১৪০৫। ঈমান ও 'আমলের গভীর সম্পর্কের দিকে ইঙ্গিত করা হইয়াছে। আল্লাহ্ ঈমান ও নেক 'আমলকেই শুধু কবূল করেন।

وَالَّذِيْنَ يَمْكُرُوْنَ السَّيِّاٰتِ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيْدٌ ؕ وَمَكْرُ اُولٰٓئِكَ هُوَ يَبُوْرُ ○

যাহারা মন্দ কার্যের ফন্দি আঁটে তাহাদের জন্য আছে কঠিন শাস্তি। তাহাদের ফন্দি ব্যর্থ হইবেই।

١١- وَاللّٰهُ خَلَقَكُمْ مِّنْ تُرَابٍ ثُمَّ مِنْ نُّطْفَةٍ ثُمَّ جَعَلَكُمْ اَزْوَاجًا ؕ وَمَا تَحْمِلُ مِنْ اُنْثٰى وَلَا تَضَعُ اِلَّا بِعِلْمِهٖ ؕ وَمَا يُعَمَّرُ مِنْ مُّعَمَّرٍ وَّلَا يُنْقَصُ مِنْ عُمُرِهٖٓ اِلَّا فِيْ كِتٰبٍ ؕ اِنَّ ذٰلِكَ عَلَى اللّٰهِ يَسِيْرٌ ○

১১। আল্লাহ্ তোমাদিগকে সৃষ্টি করিয়াছেন মৃত্তিকা হইতে; অতঃপর শুক্রবিন্দু হইতে, অতঃপর তোমাদিগকে করিয়াছেন যুগল! আল্লাহ্র অজ্ঞাতসারে কোন নারী গর্ভ ধারণ করে না এবং প্রসবও করে না। কোন দীর্ঘায়ু ব্যক্তির আয়ু বৃদ্ধি করা হয় না এবং তাহার আয়ু হ্রাস করা হয় না, কিন্তু তাহা তো রহিয়াছে 'কিতাবে'।[১৪০৬] ইহা আল্লাহ্র জন্য সহজ।

١٢- وَمَا يَسْتَوِي الْبَحْرٰنِ ۖ هٰذَا عَذْبٌ فُرَاتٌ سَآئِغٌ شَرَابُهٗ وَهٰذَا مِلْحٌ اُجَاجٌ ؕ وَمِنْ كُلٍّ تَاْكُلُوْنَ لَحْمًا طَرِيًّا وَّتَسْتَخْرِجُوْنَ حِلْيَةً تَلْبَسُوْنَهَا ۚ وَتَرَى الْفُلْكَ فِيْهِ مَوَاخِرَ لِتَبْتَغُوْا مِنْ فَضْلِهٖ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُوْنَ ○

১২। দরিয়া দুইটি একরূপ নহেঃ একটির পানি সুমিষ্ট ও সুপেয়, অপরটির পানি লোনা, খর। প্রত্যেকটি হইতে তোমরা তাজা গোশ্ত[১৪০৭] আহার কর এবং আহরণ কর অলংকার যাহা তোমরা পরিধান কর, এবং তোমরা দেখ উহার বুক চিরিয়া নৌযান চলাচল করে যাহাতে তোমরা তাঁহার অনুগ্রহ অনুসন্ধান করিতে পার এবং যাহাতে তোমরা কৃতজ্ঞতা প্রকাশ কর।

١٣- يُوْلِجُ الَّيْلَ فِي النَّهَارِ وَيُوْلِجُ النَّهَارَ فِي الَّيْلِ ۙ وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ ۖ كُلٌّ يَّجْرِيْ لِاَجَلٍ مُّسَمًّى ؕ ذٰلِكُمُ اللّٰهُ رَبُّكُمْ لَهُ الْمُلْكُ ؕ وَالَّذِيْنَ تَدْعُوْنَ مِنْ دُوْنِهٖ مَا يَمْلِكُوْنَ مِنْ قِطْمِيْرٍ ○

১৩। তিনি রাত্রিকে দিবসে প্রবিষ্ট করান এবং দিবসকে প্রবিষ্ট করান রাত্রিতে, তিনি সূর্য ও চন্দ্রকে করিয়াছেন নিয়মাধীন; প্রত্যেকে পরিভ্রমণ করে এক নির্দিষ্ট কাল পর্যন্ত। তিনিই আল্লাহ্ তোমাদের প্রতিপালক। আধিপত্য তাঁহারই। এবং তোমরা আল্লাহ্র পরিবর্তে যাহাদিগকে ডাক তাহারা তো খর্জুর আঁটির[১৪০৮] আবরণেরও অধিকারী নহে।

১৪০৬। এখানে كتاب অর্থ لوح محفوظ -সংরক্ষিত ফলক।
১৪০৭। অর্থাৎ মৎস্যাহার।
১৪০৮। قطمير শব্দের অর্থ খেজুরের আঁটির পর্দা অর্থাৎ তুচ্ছাতিতুচ্ছ বস্তু।

১৪। তোমরা তাহাদিগকে আহ্বান করিলে তাহারা তোমাদের আহ্বান শুনিবে না এবং শুনিলেও তোমাদের আহ্বানে সাড়া দিবে না। তোমরা তাহাদিগকে যে শরীক করিয়াছ তাহা উহারা কিয়ামতের দিন অস্বীকার করিবে। সর্বজ্ঞের[১৪০৯] ন্যায় কেহই তোমাকে অবহিত করিতে পারে না।

١٤- اِنْ تَدْعُوْهُمْ لَا يَسْمَعُوْا دُعَآءَكُمْ ۚ وَلَوْ سَمِعُوْا مَا اسْتَجَابُوْا لَكُمْ ۗ وَيَوْمَ الْقِيٰمَةِ يَكْفُرُوْنَ بِشِرْكِكُمْ ۗ وَلَا يُنَبِّئُكَ مِثْلُ خَبِيْرٍ ۝

[৩]

১৫। হে মানুষ! তোমরা তো আল্লাহ্‌র মুখাপেক্ষী; কিন্তু আল্লাহ্‌, তিনি অভাবমুক্ত, প্রশংসার্হ।

١٥- يٰۤاَيُّهَا النَّاسُ اَنْتُمُ الْفُقَرَآءُ اِلَى اللّٰهِ ۚ وَاللّٰهُ هُوَ الْغَنِيُّ الْحَمِيْدُ ۝

১৬। তিনি ইচ্ছা করিলে তোমাদিগকে অপসৃত করিতে পারেন এবং এক নূতন সৃষ্টি আনয়ন করিতে পারেন।

١٦- اِنْ يَّشَاْ يُذْهِبْكُمْ وَيَاْتِ بِخَلْقٍ جَدِيْدٍ ۝

১৭। ইহা আল্লাহ্‌র পক্ষে কঠিন নহে।

١٧- وَمَا ذٰلِكَ عَلَى اللّٰهِ بِعَزِيْزٍ ۝

১৮। কোন বহনকারী অন্যের বোঝা বহন করিবে না;[১৪১০] কোন ভারাক্রান্ত ব্যক্তি যদি কাহাকেও ইহা বহন করিতে আহ্বান করে তবে উহার কিছুই বহন করা হইবে না—নিকট আত্মীয় হইলেও। তুমি কেবল তাহাদিগকেই সতর্ক করিতে পার যাহারা তাহাদের প্রতিপালককে না দেখিয়া ভয় করে এবং সালাত কায়েম করে। যে কেহ নিজকে পরিশোধন করে সে তো পরিশোধন করে নিজেরই কল্যাণের জন্য। আল্লাহ্‌রই দিকে প্রত্যাবর্তন।

١٨- وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِّزْرَ اُخْرٰى ۗ وَاِنْ تَدْعُ مُثْقَلَةٌ اِلٰى حِمْلِهَا لَا يُحْمَلْ مِنْهُ شَيْءٌ وَّلَوْ كَانَ ذَا قُرْبٰى ۗ اِنَّمَا تُنْذِرُ الَّذِيْنَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ بِالْغَيْبِ وَاَقَامُوا الصَّلٰوةَ ۗ وَمَنْ تَزَكّٰى فَاِنَّمَا يَتَزَكّٰى لِنَفْسِهٖ ۗ وَاِلَى اللّٰهِ الْمَصِيْرُ ۝

১৯। সমান নহে অন্ধ ও চক্ষুষ্মান,

١٩- وَمَا يَسْتَوِى الْاَعْمٰى وَالْبَصِيْرُ ۝

২০। আর না অন্ধকার ও আলো,

٢٠- وَلَا الظُّلُمٰتُ وَلَا النُّوْرُ ۝

১৪০৯। অর্থাৎ আল্লাহ্‌র ন্যায়, কারণ তিনিই একমাত্র সর্বজ্ঞ।
১৪১০। পাপে ভারাক্রান্ত ব্যক্তি তাহার পাপের বোঝা বহন করিতে কাহাকেও ডাকিলে কেহই উহা বহন করিবে না।

২১। আর না ছায়া ও রৌদ্র,

۲۱- وَلَا الظِّلُّ وَلَا الْحَرُوْرُ ۝

২২। এবং সমান নহে জীবিত ও মৃত। আল্লাহ্ই যাহাকে ইচ্ছা শ্রবণ করান; তুমি শুনাইতে সমর্থ হইবে না যাহারা কবরে রহিয়াছে তাহাদিগকে।[১৪১১]

۲۲- وَمَا يَسْتَوِي الْاَحْيَآءُ وَلَا الْاَمْوَاتُ ؕ اِنَّ اللّٰهَ يُسْمِعُ مَنْ يَّشَآءُ ۚ وَمَآ اَنْتَ بِمُسْمِعٍ مَّنْ فِي الْقُبُوْرِ ۝

২৩। তুমি একজন সতর্ককারী মাত্র।

۲۳- اِنْ اَنْتَ اِلَّا نَذِيْرٌ ۝

২৪। আমি তো তোমাকে সত্যসহ প্রেরণ করিয়াছি সুসংবাদদাতা ও সতর্ককারীরূপে; এমন কোন সম্প্রদায় নাই যাহার নিকট সতর্ককারী প্রেরিত হয় নাই।

۲٤- اِنَّآ اَرْسَلْنٰكَ بِالْحَقِّ بَشِيْرًا وَّنَذِيْرًا ؕ وَاِنْ مِّنْ اُمَّةٍ اِلَّا خَلَا فِيْهَا نَذِيْرٌ ۝

২৫। ইহারা যদি তোমার প্রতি মিথ্যা আরোপ করে তবে ইহাদের পূর্ববর্তীগণও তো মিথ্যা আরোপ করিয়াছিল—তাহাদের নিকট আসিয়াছিল তাহাদের রাসূলগণ সুস্পষ্ট নিদর্শন, গ্রন্থাদি[১৪১২] ও দীপ্তিমান কিতাবসহ।

۲٥- وَاِنْ يُّكَذِّبُوْكَ فَقَدْ كَذَّبَ الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِهِمْ ۚ جَآءَتْهُمْ رُسُلُهُمْ بِالْبَيِّنٰتِ وَبِالزُّبُرِ وَبِالْكِتٰبِ الْمُنِيْرِ ۝

২৬। অতঃপর আমি কাফিরদিগকে শাস্তি দিয়াছিলাম। কী ভয়ংকর আমার শাস্তি!

۲٦- ثُمَّ اَخَذْتُ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا فَكَيْفَ كَانَ نَكِيْرِ ۝ ع

[৪]

২৭। তুমি কি দেখ না, আল্লাহ্ আকাশ হইতে বৃষ্টিপাত করেন; এবং আমি ইহা দ্বারা বিচিত্র বর্ণের ফলমূল উদ্‌গত করি। আর পাহাড়ের মধ্যে আছে বিচিত্র বর্ণের পথ—শুভ্র, লাল ও নিকষ কাল।

۲۷- اَلَمْ تَرَ اَنَّ اللّٰهَ اَنْزَلَ مِنَ السَّمَآءِ مَآءً ۚ فَاَخْرَجْنَا بِهٖ ثَمَرٰتٍ مُّخْتَلِفًا اَلْوَانُهَا ؕ وَمِنَ الْجِبَالِ جُدَدٌۢ بِيْضٌ وَّحُمْرٌ مُّخْتَلِفٌ اَلْوَانُهَا وَغَرَابِيْبُ سُوْدٌ ۝

২৮। এইভাবে রং বেরং-এর মানুষ, জন্তু ও আন'আম রহিয়াছে। আল্লাহ্‌র বান্দাদের মধ্যে যাহারা জ্ঞানী[১৪১৩] তাহারাই তাঁহাকে ভয় করে; আল্লাহ্ পরাক্রমশালী, ক্ষমাশীল।

۲۸- وَمِنَ النَّاسِ وَالدَّوَآبِّ وَالْاَنْعَامِ مُخْتَلِفٌ اَلْوَانُهٗ كَذٰلِكَ ؕ اِنَّمَا يَخْشَى اللّٰهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمٰٓؤُا ؕ اِنَّ اللّٰهَ عَزِيْزٌ غَفُوْرٌ ۝

১৪১১। কাফির মৃত ব্যক্তিতুল্য, যেমন মৃত ব্যক্তিকে ডাকিলে জবাব দেয় না, তেমনি কাফিরও সত্যের ডাকে সাড়া দেয় না।

১৪১২। অর্থাৎ ছোট ছোট আসমানী কিতাব (সাহীফাঃ)।

১৪১৩। জ্ঞানী—যাঁহারা আল্লাহ্‌র পরিচয় লাভ করিয়াছেন।—সাফওয়াতুত-তাফাসীর

Contents

٢٩- اِنَّ الَّذِیْنَ یَتْلُوْنَ کِتٰبَ اللّٰهِ وَ اَقَامُوا الصَّلٰوۃَ وَ اَنْفَقُوْا مِمَّا رَزَقْنٰهُمْ سِرًّا وَّ عَلَانِیَۃً یَّرْجُوْنَ تِجَارَۃً لَّنْ تَبُوْرَ ۙ

২৯। যাহারা আল্লাহ্‌র কিতাব তিলাওয়াত করে, সালাত কায়েম করে, আমি তাহাদিগকে যে রিয্‌ক দিয়াছি তাহা হইতে গোপনে ও প্রকাশ্যে ব্যয় করে, তাহারাই আশা করে এমন ব্যবসায়ের, যাহার ক্ষয় নাই।

٣٠- لِیُوَفِّیَهُمْ اُجُوْرَهُمْ وَ یَزِیْدَهُمْ مِّنْ فَضْلِهٖ ؕ اِنَّهٗ غَفُوْرٌ شَکُوْرٌ ○

৩০। এইজন্য যে, আল্লাহ্ তাহাদের কর্মের পূর্ণ প্রতিফল দিবেন এবং তিনি নিজ অনুগ্রহে তাহাদিগকে আরও বেশী দিবেন। তিনি তো ক্ষমাশীল, গুণগ্রাহী।

٣١- وَالَّذِیْۤ اَوْحَیْنَاۤ اِلَیْکَ مِنَ الْکِتٰبِ هُوَ الْحَقُّ مُصَدِّقًا لِّمَا بَیْنَ یَدَیْهِ ؕ اِنَّ اللّٰهَ بِعِبَادِهٖ لَخَبِیْرٌۢ بَصِیْرٌ ۝٣١

৩১। আমি তোমার প্রতি যে কিতাব অবতীর্ণ করিয়াছি তাহা সত্য, ইহা পূর্ববর্তী কিতাবের সমর্থক। নিশ্চয় আল্লাহ্ তাঁহার বান্দাদের সমস্ত কিছু জানেন ও দেখেন।

٣٢- ثُمَّ اَوْرَثْنَا الْکِتٰبَ الَّذِیْنَ اصْطَفَیْنَا مِنْ عِبَادِنَا ۚ فَمِنْهُمْ ظَالِمٌ لِّنَفْسِهٖ ۚ وَمِنْهُمْ مُّقْتَصِدٌ ۚ وَمِنْهُمْ سَابِقٌۢ بِالْخَیْرٰتِ بِاِذْنِ اللّٰهِ ؕ ذٰلِکَ هُوَ الْفَضْلُ الْکَبِیْرُ ۙ

৩২। অতঃপর আমি কিতাবের অধিকারী করিলাম আমার বান্দাদের মধ্য হইতে যাহাদিগকে আমি মনোনীত করিয়াছি; তবে তাহাদের কেহ নিজের প্রতি অত্যাচারী, কেহ মধ্যপন্থী এবং কেহ আল্লাহ্‌র ইচ্ছায় কল্যাণকর কাজে অগ্রগামী। ইহাই মহাঅনুগ্রহ—

٣٣- جَنّٰتُ عَدْنٍ یَّدْخُلُوْنَهَا یُحَلَّوْنَ فِیْهَا مِنْ اَسَاوِرَ مِنْ ذَهَبٍ وَّلُؤْلُؤًا ۚ وَلِبَاسُهُمْ فِیْهَا حَرِیْرٌ ○

৩৩। স্থায়ী জান্নাত, যাহাতে তাহারা প্রবেশ করিবে, সেথায় তাহাদিগকে স্বর্ণ নির্মিত কংকন ও মুক্তা দ্বারা অলংকৃত করা হইবে এবং সেখানে তাহাদের পোশাক-পরিচ্ছদ হইবে রেশমের।

٣٤- وَ قَالُوا الْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِیْۤ اَذْهَبَ عَنَّا الْحَزَنَ ؕ اِنَّ رَبَّنَا لَغَفُوْرٌ شَکُوْرُ ۙ

৩৪। এবং তাহারা বলিবে, সকল 'প্রশংসা আল্লাহ্‌র, যিনি আমাদের দুঃখ-দুর্দশা দূরীভূত করিয়াছেন; আমাদের প্রতিপালক তো ক্ষমাশীল, গুণগ্রাহী;

৩৫। 'যিনি নিজ অনুগ্রহে আমাদিগকে স্থায়ী আবাস দিয়াছেন যেখানে ক্লেশ আমাদিগকে স্পর্শ করে না এবং ক্লান্তিও স্পর্শ করে না।'

٣٥- الَّذِيْٓ اَحَلَّنَا دَارَ الْمُقَامَةِ مِنْ فَضْلِهٖ ۚ لَا يَمَسُّنَا فِيْهَا نَصَبٌ وَّلَا يَمَسُّنَا فِيْهَا لُغُوْبٌ ○

৩৬। কিন্তু যাহারা কুফরী করে তাহাদের জন্য আছে জাহান্নামের আগুন। উহাদের মৃত্যুর আদেশ দেওয়া হইবে না যে, উহারা মরিবে এবং উহাদিগ হইতে জাহান্নামের শাস্তিও লাঘব করা হইবে না। এইভাবে আমি প্রত্যেক অকৃতজ্ঞকে শাস্তি দিয়া থাকি।

٣٦- وَالَّذِيْنَ كَفَرُوْا لَهُمْ نَارُ جَهَنَّمَ ۚ لَا يُقْضٰى عَلَيْهِمْ فَيَمُوْتُوْا وَلَا يُخَفَّفُ عَنْهُمْ مِّنْ عَذَابِهَا ۗ كَذٰلِكَ نَجْزِيْ كُلَّ كَفُوْرٍ ○

৩৭। সেথায় তাহারা আর্তনাদ করিয়া বলিবে, 'হে আমাদের প্রতিপালক! আমাদিগকে নিষ্কৃতি দাও, আমরা সৎকর্ম করিব, পূর্বে যাহা করিতাম তাহা করিব না।' আল্লাহ্ বলিবেন, 'আমি কি তোমাদিগকে এতো দীর্ঘ জীবন দান করি নাই যে, তখন কেহ সতর্ক হইতে চাহিলে সতর্ক হইতে পারিতে? তোমাদের নিকট তো সতর্ককারীও আসিয়াছিল। সুতরাং শাস্তি আস্বাদন কর; যালিমদের কোন সাহায্যকারী নাই।'

٣٧- وَهُمْ يَصْطَرِخُوْنَ فِيْهَا ۚ رَبَّنَآ اَخْرِجْنَا نَعْمَلْ صَالِحًا غَيْرَ الَّذِيْ كُنَّا نَعْمَلُ ۗ اَوَلَمْ نُعَمِّرْكُمْ مَّا يَتَذَكَّرُ فِيْهِ مَنْ تَذَكَّرَ وَجَآءَكُمُ النَّذِيْرُ ۗ فَذُوْقُوْا فَمَا لِلظّٰلِمِيْنَ مِنْ نَّصِيْرٍ ○

[৫]

৩৮। নিশ্চয় আল্লাহ্ আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীর অদৃশ্য বিষয় অবগত আছেন। অন্তরে যাহা রহিয়াছে সে সম্বন্ধে তিনি সবিশেষ অবহিত।

٣٨- اِنَّ اللّٰهَ عٰلِمُ غَيْبِ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ ۗ اِنَّهٗ عَلِيْمٌۢ بِذَاتِ الصُّدُوْرِ ○

৩৯। তিনিই তোমাদিগকে পৃথিবীতে প্রতিনিধি করিয়াছেন। সুতরাং কেহ কুফরী করিলে তাহার কুফরীর জন্য সে নিজেই দায়ী হইবে। কাফিরদের কুফরী কেবল উহাদের প্রতিপালকের ক্রোধই বৃদ্ধি করে

٣٩- هُوَ الَّذِيْ جَعَلَكُمْ خَلٰٓئِفَ فِي الْاَرْضِ ۗ فَمَنْ كَفَرَ فَعَلَيْهِ كُفْرُهٗ ۗ وَلَا يَزِيْدُ الْكٰفِرِيْنَ كُفْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ اِلَّا مَقْتًا ۚ

وَلَا يَزِيْدُ الْكٰفِرِيْنَ كُفْرُهُمْ اِلَّا خَسَارًا ○

এবং কাফিরদের কুফরী উহাদের ক্ষতিই বৃদ্ধি করে।

٤٠- قُلْ اَرَءَيْتُمْ شُرَكَآءَكُمُ الَّذِيْنَ تَدْعُوْنَ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ ۭ اَرُوْنِيْ مَاذَا خَلَقُوْا مِنَ الْاَرْضِ اَمْ لَهُمْ شِرْكٌ فِي السَّمٰوٰتِ ۚ اَمْ اٰتَيْنٰهُمْ كِتٰبًا فَهُمْ عَلٰى بَيِّنَتٍ مِّنْهُ ۚ بَلْ اِنْ يَّعِدُ الظّٰلِمُوْنَ بَعْضُهُمْ بَعْضًا اِلَّا غُرُوْرًا ○

৪০। বল, 'তোমরা আল্লাহ্‌র পরিবর্তে যাহাদিগকে ডাক সেই সকল শরীকের কথা ভাবিয়া দেখিয়াছ কি? তাহারা পৃথিবীতে কিছু সৃষ্টি করিয়া থাকিলে আমাকে দেখাও; অথবা আকাশমণ্ডলীর সৃষ্টিতে উহাদের কোন অংশ আছে কি? না কি আমি উহাদিগকে এমন কোন কিতাব দিয়াছি যাহার প্রমাণের উপর ইহারা নির্ভর করে?' বস্তুত যালিমরা একে অপরকে মিথ্যা প্রতিশ্রুতি দিয়া থাকে।

٤١- اِنَّ اللّٰهَ يُمْسِكُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ اَنْ تَزُوْلَا ۚ وَلَئِنْ زَالَتَآ اِنْ اَمْسَكَهُمَا مِنْ اَحَدٍ مِّنْۢ بَعْدِهٖ ۭ اِنَّهٗ كَانَ حَلِيْمًا غَفُوْرًا ○

৪১। আল্লাহ্‌ই আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীকে সংরক্ষণ করেন, যাহাতে উহারা স্থানচ্যুত না হয়, উহারা স্থানচ্যুত হইলে তিনি ব্যতীত কে উহাদিগকে রক্ষা করিবে? তিনি তো অতি সহনশীল, ক্ষমাপরায়ণ।

٤٢- وَاَقْسَمُوْا بِاللّٰهِ جَهْدَ اَيْمَانِهِمْ لَئِنْ جَآءَهُمْ نَذِيْرٌ لَّيَكُوْنُنَّ اَهْدٰى مِنْ اِحْدَى الْاُمَمِ ۚ فَلَمَّا جَآءَهُمْ نَذِيْرٌ مَّا زَادَهُمْ اِلَّا نُفُوْرَا ۙ ○

৪২। ইহারা দৃঢ়তার সহিত আল্লাহ্‌র শপথ করিয়া বলিত যে, ইহাদের নিকট কোন সতর্ককারী আসিলে ইহারা অন্য সকল সম্প্রদায় অপেক্ষা সৎপথের অধিকতর অনুসারী হইবে; কিন্তু ইহাদের নিকট যখন সতর্ককারী আসিল তখন তাহা কেবল উহাদের বিমুখতাই বৃদ্ধি করিল—

٤٣- اسْتِكْبَارًا فِي الْاَرْضِ وَمَكْرَ السَّيِّئِ ۭ وَلَا يَحِيْقُ الْمَكْرُ السَّيِّئُ اِلَّا بِاَهْلِهٖ ۭ

৪৩। পৃথিবীতে ঔদ্ধত্য প্রকাশ এবং কূট ষড়যন্ত্রের কারণে। কূট ষড়যন্ত্র উহার উদ্যোক্তাদিগকেই পরিবেষ্টন করে। তবে

فَهَلْ يَنْظُرُوْنَ اِلَّا سُنَّتَ الْاَوَّلِيْنَ ۚ فَلَنْ تَجِدَ لِسُنَّتِ اللّٰهِ تَبْدِيْلًا ۚ وَلَنْ تَجِدَ لِسُنَّتِ اللّٰهِ تَحْوِيْلًا ○

কি ইহারা প্রতীক্ষা করিতেছে পূর্ববর্তীদের প্রতি প্রযুক্ত বিধানের?[১৪১৪] কিন্তু তুমি আল্লাহ্‌র বিধানের কখনও কোন পরিবর্তন পাইবে না এবং আল্লাহ্‌র বিধানের কোন ব্যতিক্রমও দেখিবে না।

٤٤- اَوَلَمْ يَسِيْرُوْا فِى الْاَرْضِ فَيَنْظُرُوْا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِهِمْ وَكَانُوْٓا اَشَدَّ مِنْهُمْ قُوَّةً ۭ وَمَا كَانَ اللّٰهُ لِيُعْجِزَهٗ مِنْ شَيْءٍ فِى السَّمٰوٰتِ وَلَا فِى الْاَرْضِ ۭ اِنَّهٗ كَانَ عَلِيْمًا قَدِيْرًا ○

৪৪। ইহারা কি পৃথিবীতে পরিভ্রমণ করে নাই? তাহা হইলে ইহাদের পূর্ববর্তীদের পরিণাম কী হইয়াছিল তাহা দেখিতে পাইত। উহারা তো ইহাদের অপেক্ষা অধিকতর বলশালী ছিল। আল্লাহ্ এমন নহেন যে, আকাশমণ্ডলী এবং পৃথিবীর কোন কিছুই তাঁহাকে অক্ষম করিতে পারে; তিনি সর্বজ্ঞ, সর্বশক্তিমান।

٤٥- وَلَوْ يُؤَاخِذُ اللّٰهُ النَّاسَ بِمَا كَسَبُوْا مَا تَرَكَ عَلٰى ظَهْرِهَا مِنْ دَآبَّةٍ وَّلٰكِنْ يُّؤَخِّرُهُمْ اِلٰٓى اَجَلٍ مُّسَمًّى ۚ فَاِذَا جَآءَ اَجَلُهُمْ فَاِنَّ اللّٰهَ كَانَ بِعِبَادِهٖ بَصِيْرًا ۝٤٥

৪৫। আল্লাহ্ মানুষকে তাহাদের কৃতকর্মের জন্য শাস্তি দিলে ভূপৃষ্ঠে কোন জীব-জন্তুকেই রেহাই দিতেন না, কিন্তু তিনি এক নির্দিষ্ট কাল পর্যন্ত তাহাদিগকে অবকাশ দিয়া থাকেন। অতঃপর তাহাদের নির্দিষ্ট কাল আসিয়া গেলে আল্লাহ্ তো আছেন তাঁহার বান্দাদের সম্যক দ্রষ্টা।

১৪১৪। অর্থাৎ নির্দিষ্ট সময়ে শাস্তি আগমনের? পূর্ববর্তী অবাধ্য জাতিসমূহের উপরও যথাসময়ে আযাব আসিয়াছে।

৩৬-সূরা ইয়াসীন

৮৩ আয়াত, ৫ রুকূ', মক্কী

।। দয়াময়, পরম দয়ালু আল্লাহ্‌র নামে ।।

১। ইয়াসীন,

١- يٰسٓ ۝

২। শপথ জ্ঞানগর্ভ কুরআনের,

٢- وَالْقُرْاٰنِ الْحَكِيْمِ ۝

৩। তুমি অবশ্যই রাসূলদের অন্তর্ভুক্ত;

٣- اِنَّكَ لَمِنَ الْمُرْسَلِيْنَ ۝

৪। তুমি সরল পথে প্রতিষ্ঠিত।

٤- عَلٰى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيْمٍ ۝

৫। কুরআন অবতীর্ণ পরাক্রমশালী, পরম দয়ালু আল্লাহ্‌র নিকট হইতে,

٥- تَنْزِيْلَ الْعَزِيْزِ الرَّحِيْمِ ۝

৬। যাহাতে তুমি সতর্ক করিতে পার এমন এক জাতিকে যাহাদের পিতৃপুরুষদিগকে সতর্ক করা হয় নাই, যাহার ফলে উহারা গাফিল।

٦- لِتُنْذِرَ قَوْمًا مَّآ اُنْذِرَ اٰبَآؤُهُمْ فَهُمْ غٰفِلُوْنَ ۝

৭। উহাদের অধিকাংশের জন্য সেই বাণী অবধারিত হইয়াছে; সুতরাং উহারা ঈমান আনিবে না[১৪১৫]।

٧- لَقَدْ حَقَّ الْقَوْلُ عَلٰٓى اَكْثَرِهِمْ فَهُمْ لَا يُؤْمِنُوْنَ ۝

৮। আমি উহাদের গলদেশে চিবুক পর্যন্ত বেড়ি পরাইয়াছি, ফলে উহারা ঊর্ধ্বমুখী হইয়া গিয়াছে।

٨- اِنَّا جَعَلْنَا فِيْٓ اَعْنَاقِهِمْ اَغْلٰلًا فَهِيَ اِلَى الْاَذْقَانِ فَهُمْ مُّقْمَحُوْنَ ۝

৯। আমি উহাদের সম্মুখে প্রাচীর ও পশ্চাতে প্রাচীর স্থাপন করিয়াছি এবং উহাদিগকে আবৃত করিয়াছি[১৪১৬]; ফলে উহারা দেখিতে পায় না।

٩- وَجَعَلْنَا مِنْۢ بَيْنِ اَيْدِيْهِمْ سَدًّا وَّمِنْ خَلْفِهِمْ سَدًّا فَاَغْشَيْنٰهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُوْنَ ۝

১৪১৫। দ্র. ২ ঃ ৬ ও ৭ আয়াতদ্বয় ও উহাদের টীকা।
১৪১৬। তাহাদের দৃষ্টির উপর আবরণ রহিয়াছে। দ্র. ৭ ঃ ১৭৯ আয়াত।

Contents

১০- وَسَوَآءٌ عَلَيْهِمْ ءَاَنْذَرْتَهُمْ اَمْ لَمْ تُنْذِرْهُمْ لَا يُؤْمِنُوْنَ ○

১০। তুমি উহাদিগকে সতর্ক কর বা না কর, উহাদের পক্ষে উভয়ই সমান; উহারা ঈমান আনিবে না।

১১- اِنَّمَا تُنْذِرُ مَنِ اتَّبَعَ الذِّكْرَ وَخَشِيَ الرَّحْمٰنَ بِالْغَيْبِ ۚ فَبَشِّرْهُ بِمَغْفِرَةٍ وَّاَجْرٍ كَرِيْمٍ ○

১১। তুমি কেবল তাহাকেই সতর্ক করিতে পার যে উপদেশ মানিয়া চলে এবং না দেখিয়া দয়াময় আল্লাহ্‌কে ভয় করে। অতএব তাহাকে তুমি ক্ষমা ও মহাপুরস্কারের সংবাদ দাও।

১২- اِنَّا نَحْنُ نُحْيِ الْمَوْتٰى وَنَكْتُبُ مَا قَدَّمُوْا وَاٰثَارَهُمْ ۗ وَكُلَّ شَيْءٍ اَحْصَيْنٰهُ فِيْٓ اِمَامٍ مُّبِيْنٍ ○

১২। আমিই মৃতকে করি জীবিত এবং লিখিয়া রাখি যাহা উহারা অগ্রে প্রেরণ করে ও যাহা উহারা পশ্চাতে রাখিয়া যায়, আমি তো প্রত্যেক জিনিস স্পষ্ট কিতাবে সংরক্ষিত রাখিয়াছি।

[২]

১৩- وَاضْرِبْ لَهُمْ مَّثَلًا اَصْحٰبَ الْقَرْيَةِ ۘ اِذْ جَآءَهَا الْمُرْسَلُوْنَ ○

১৩। উহাদের নিকট বর্ণনা কর এক জনপদের অধিবাসীদের দৃষ্টান্ত; যখন তাহাদের নিকট আসিয়াছিল রাসূলগণ।

১৪- اِذْ اَرْسَلْنَآ اِلَيْهِمُ اثْنَيْنِ فَكَذَّبُوْهُمَا فَعَزَّزْنَا بِثَالِثٍ فَقَالُوْٓا اِنَّآ اِلَيْكُمْ مُّرْسَلُوْنَ ○

১৪। যখন উহাদের নিকট পাঠাইয়াছিলাম দুইজন রাসূল, তখন উহারা তাহাদিগকে মিথ্যাবাদী বলিয়াছিল, অতঃপর আমি তাহাদিগকে শক্তিশালী করিয়াছিলাম তৃতীয় একজন দ্বারা। তাহারা বলিয়াছিল, 'আমরা তো তোমাদের নিকট প্রেরিত হইয়াছি।'

১৫- قَالُوْا مَآ اَنْتُمْ اِلَّا بَشَرٌ مِّثْلُنَا ۙ وَمَآ اَنْزَلَ الرَّحْمٰنُ مِنْ شَيْءٍ ۙ اِنْ اَنْتُمْ اِلَّا تَكْذِبُوْنَ ○

১৫। উহারা বলিল, 'তোমরা আমাদের মতই মানুষ, দয়াময় আল্লাহ্ তো কিছুই অবতীর্ণ করেন নাই। তোমরা কেবল মিথ্যাই বলিতেছ।'

১৬- قَالُوْا رَبُّنَا يَعْلَمُ اِنَّآ اِلَيْكُمْ لَمُرْسَلُوْنَ ○

১৬। তাহারা বলিল, 'আমাদের প্রতিপালক জানেন—আমরা অবশ্যই তোমাদের নিকট প্রেরিত হইয়াছি।

١٧- وَمَا عَلَيْنَآ اِلَّا الْبَلٰغُ الْمُبِيْنُ ○

১৭। 'স্পষ্টভাবে প্রচার করাই আমাদের দায়িত্ব।'

١٨- قَالُوْٓا اِنَّا تَطَيَّرْنَا بِكُمْ ۚ لَئِنْ لَّمْ تَنْتَهُوْا لَنَرْجُمَنَّكُمْ وَلَيَمَسَّنَّكُمْ مِّنَّا عَذَابٌ اَلِيْمٌ ○

১৮। উহারা বলিল, 'আমরা তো তোমাদিগকে অমঙ্গলের কারণ মনে করি, যদি তোমরা বিরত না হও তোমাদিগকে অবশ্যই প্রস্তরাঘাতে হত্যা করিব এবং আমাদের পক্ষ হইতে তোমাদের উপর মর্মন্তুদ শাস্তি অবশ্যই আপতিত হইবে।'

١٩- قَالُوْا طَآئِرُكُمْ مَّعَكُمْ ؕ اَئِنْ ذُكِّرْتُمْ ؕ بَلْ اَنْتُمْ قَوْمٌ مُّسْرِفُوْنَ ○

১৯। তাহারা বলিল, 'তোমাদের অমঙ্গল তোমাদেরই সাথে;[১৪১৭] ইহা কি এইজন্য যে, আমরা তোমাদিগকে উপদেশ দিতেছি? বস্তুত তোমরা এক সীমালংঘনকারী সম্প্রদায়।'

٢٠- وَجَآءَ مِنْ اَقْصَا الْمَدِيْنَةِ رَجُلٌ يَّسْعٰى قَالَ يٰقَوْمِ اتَّبِعُوا الْمُرْسَلِيْنَ ○

২০। নগরীর প্রান্ত হইতে এক ব্যক্তি[১৪১৮] ছুটিয়া আসিল, সে বলিল, 'হে আমার সম্প্রদায়! তোমরা রাসূলদের অনুসরণ কর;

٢١- اتَّبِعُوْا مَنْ لَّا يَسْـَٔلُكُمْ اَجْرًا وَّهُمْ مُّهْتَدُوْنَ ○

২১। 'অনুসরণ কর তাহাদের, যাহারা তোমাদের নিকট কোন প্রতিদান চাহে না এবং যাহারা সৎপথপ্রাপ্ত।

১৪১৭। কুফরীর জন্য তাহাদের এই অমঙ্গল, উপদেশ দেওয়ার জন্য নহে। উপদেশ গ্রহণ করিলে তাহাদের মঙ্গলই হইত।

১৪১৮। রিওয়ায়াতে আছে, এই লোকটির নাম হাবীব, শহরের দূর এক প্রান্তে বাস করিতেন ও 'ইবাদতে মগ্ন থাকিতেন। নবী বিপদে পড়িতে পারেন জানিয়া তাঁহাকে সমর্থন দিতে দৌড়াইয়া আসিয়াছিলেন।

ত্রয়োবিংশতিতম পারা

الجزء ٢٣

٢٢- وَمَا لِيَ لَآ أَعْبُدُ الَّذِيْ فَطَرَنِيْ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُوْنَ ○

২২। 'আমার কি যুক্তি আছে যে, যিনি আমাকে সৃষ্টি করিয়াছেন এবং যাঁহার নিকট তোমরা প্রত্যাবর্তিত হইবে আমি তাঁহার 'ইবাদত করিব না?

٢٣- ءَأَتَّخِذُ مِنْ دُوْنِهٖٓ اٰلِهَةً إِنْ يُّرِدْنِ الرَّحْمٰنُ بِضُرٍّ لَّا تُغْنِ عَنِّيْ شَفَاعَتُهُمْ شَيْـًٔا وَّلَا يُنْقِذُوْنِ ○

২৩। 'আমি কি তাঁহার পরিবর্তে অন্য ইলাহ্ গ্রহণ করিব? দয়াময় আল্লাহ্ আমাকে ক্ষতিগ্রস্ত করিতে চাহিলে উহাদের সুপারিশ আমার কোন কাজে আসিবে না এবং উহারা আমাকে উদ্ধার করিতেও পারিবে না।

٢٤- إِنِّيْٓ إِذًا لَّفِيْ ضَلٰلٍ مُّبِيْنٍ ○

২৪। 'এইরূপ করিলে আমি অবশ্যই স্পষ্ট বিভ্রান্তিতে পড়িব।

٢٥- إِنِّيْٓ اٰمَنْتُ بِرَبِّكُمْ فَاسْمَعُوْنِ ○

২৫। 'আমি তো তোমাদের প্রতিপালকের উপর ঈমান আনিয়াছি, অতএব তোমরা আমার কথা শোন।'

٢٦- قِيْلَ ادْخُلِ الْجَنَّةَ قَالَ يٰلَيْتَ قَوْمِيْ يَعْلَمُوْنَ ○

২৬। তাহাকে বলা হইল, 'জান্নাতে প্রবেশ কর।'[১৪১৯] সে বলিয়া উঠিল, 'হায়! আমার সম্প্রদায় যদি জানিতে পারিত—

٢٧- بِمَا غَفَرَ لِيْ رَبِّيْ وَجَعَلَنِيْ مِنَ الْمُكْرَمِيْنَ ○

২৭। 'কিরূপে আমার প্রতিপালক আমাকে ক্ষমা করিয়াছেন এবং আমাকে সম্মানিত করিয়াছেন।'

٢٨- وَمَآ أَنْزَلْنَا عَلٰى قَوْمِهٖ مِنْ بَعْدِهٖ مِنْ جُنْدٍ مِّنَ السَّمَآءِ وَمَا كُنَّا مُنْزِلِيْنَ ○

২৮। আমি তাহার মৃত্যুর পর তাহার সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে আকাশ হইতে কোন বাহিনী প্রেরণ করি নাই এবং প্রেরণের প্রয়োজনও ছিল না।

٢٩- إِنْ كَانَتْ إِلَّا صَيْحَةً وَّاحِدَةً فَإِذَا هُمْ خٰمِدُوْنَ ○

২৯। উহা ছিল কেবলমাত্র এক মহানাদ। ফলে উহারা নিথর নিস্তব্ধ হইয়া গেল।

১৪১৯। আল্লাহ্‌র নবীকে সমর্থন করায় বিধর্মীরা তাঁহাকে হত্যা করে।

٣٠- يٰحَسْرَةً عَلَى الْعِبَادِۚ مَا يَأْتِيْهِمْ مِّنْ رَّسُوْلٍ اِلَّا كَانُوْا بِهٖ يَسْتَهْزِءُوْنَ ○

وقف غفران

৩০। পরিতাপ বান্দাদের জন্য; উহাদের নিকট যখনই কোন রাসূল আসিয়াছে তখনই উহারা তাহাকে ঠাট্টা-বিদ্রূপ করিয়াছে।

٣١- اَلَمْ يَرَوْا كَمْ اَهْلَكْنَا قَبْلَهُمْ مِّنَ الْقُرُوْنِ اَنَّهُمْ اِلَيْهِمْ لَا يَرْجِعُوْنَ ○

৩১। উহারা কি লক্ষ্য করে না উহাদের পূর্বে কত মানবগোষ্ঠী আমি ধ্বংস করিয়াছি যাহারা উহাদের মধ্যে ফিরিয়া আসিবে না?

٣٢- وَاِنْ كُلٌّ لَّمَّا جَمِيْعٌ لَّدَيْنَا مُحْضَرُوْنَ ○ ع

৩২। এবং অবশ্যই উহাদের সকলকে একত্রে আমার নিকট উপস্থিত করা হইবে।

[৩]

٣٣- وَاٰيَةٌ لَّهُمُ الْاَرْضُ الْمَيْتَةُ ۖ اَحْيَيْنٰهَا وَاَخْرَجْنَا مِنْهَا حَبًّا فَمِنْهُ يَاْكُلُوْنَ ○

৩৩। উহাদের জন্য একটি নিদর্শন মৃত ধরিত্রী, যাহাকে আমি সঞ্জীবিত করি এবং উহা হইতে উৎপন্ন করি শস্য যাহা উহারা আহার করে।

٣٤- وَجَعَلْنَا فِيْهَا جَنّٰتٍ مِّنْ نَّخِيْلٍ وَّاَعْنَابٍ وَّفَجَّرْنَا فِيْهَا مِنَ الْعُيُوْنِ ○

৩৪। উহাতে আমি সৃষ্টি করি খর্জুর ও আঙুরের উদ্যান এবং উহাতে উৎসারিত করি প্রস্রবণ,

٣٥- لِيَاْكُلُوْا مِنْ ثَمَرِهٖ ۙ وَمَا عَمِلَتْهُ اَيْدِيْهِمْ ۚ اَفَلَا يَشْكُرُوْنَ ○

৩৫। যাহাতে উহারা আহার করিতে পারে উহার ফলমূল হইতে, অথচ উহাদের হস্ত উহা সৃষ্টি করে নাই। তবুও কি উহারা কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিবে না?

٣٦- سُبْحٰنَ الَّذِيْ خَلَقَ الْاَزْوَاجَ كُلَّهَا مِمَّا تُنْۢبِتُ الْاَرْضُ وَمِنْ اَنْفُسِهِمْ وَمِمَّا لَا يَعْلَمُوْنَ ○

৩৬। পবিত্র ও মহান তিনি, যিনি উদ্ভিদ মানুষ এবং উহারা যাহাদিগকে জানে না তাহাদের প্রত্যেককে সৃষ্টি করিয়াছেন জোড়া জোড়া করিয়া।

٣٧- وَاٰيَةٌ لَّهُمُ الَّيْلُ ۖ نَسْلَخُ مِنْهُ النَّهَارَ فَاِذَا هُمْ مُّظْلِمُوْنَ ○

৩৭। উহাদের জন্য এক নিদর্শন রাত্রি, উহা হইতে আমি দিবালোক অপসারিত করি, তখন উহারা অন্ধকারাচ্ছন্ন হইয়া পড়ে।

Contents

٣٨- وَالشَّمْسُ تَجْرِيْ لِمُسْتَقَرٍّ لَّهَا ؕ ذٰلِكَ تَقْدِيْرُ الْعَزِيْزِ الْعَلِيْمِ ۝

৩৮। আর সূর্য ভ্রমণ করে উহার নির্দিষ্ট গন্তব্যের দিকে, ইহা পরাক্রমশালী, সর্বজ্ঞের নিয়ন্ত্রণ।

٣٩- وَالْقَمَرَ قَدَّرْنٰهُ مَنَازِلَ حَتّٰى عَادَ كَالْعُرْجُوْنِ الْقَدِيْمِ ۝

৩৯। এবং চন্দ্রের জন্য আমি নির্দিষ্ট করিয়াছি বিভিন্ন মন্‌যিল;[১৪২০] অবশেষে উহা শুষ্ক বক্র, পুরাতন খর্জুর শাখার আকার ধারণ করে।

٤٠- لَا الشَّمْسُ يَنْۢبَغِيْ لَهَاۤ اَنْ تُدْرِكَ الْقَمَرَ وَلَا الَّيْلُ سَابِقُ النَّهَارِ ؕ وَكُلٌّ فِيْ فَلَكٍ يَّسْبَحُوْنَ ۝

৪০। সূর্যের পক্ষে সম্ভব নয় চন্দ্রের নাগাল পাওয়া এবং রজনীর পক্ষে সম্ভব নয় দিবসকে অতিক্রম করা; এবং প্রত্যেকে নিজ নিজ কক্ষপথে সন্তরণ করে।

٤١- وَاٰيَةٌ لَّهُمْ اَنَّا حَمَلْنَا ذُرِّيَّتَهُمْ فِي الْفُلْكِ الْمَشْحُوْنِ ۝

৪১। উহাদের জন্য এক নিদর্শন এই যে, আমি উহাদের বংশধরদিগকে[১৪২১] বোঝাই নৌযানে আরোহণ করাইয়াছিলাম;

٤٢- وَخَلَقْنَا لَهُمْ مِّنْ مِّثْلِهٖ مَا يَرْكَبُوْنَ ۝

৪২। এবং উহাদের জন্য অনুরূপ যানবাহন সৃষ্টি করিয়াছি যাহাতে উহারা আরোহণ করে।

٤٣- وَاِنْ نَّشَاْ نُغْرِقْهُمْ فَلَا صَرِيْخَ لَهُمْ وَلَا هُمْ يُنْقَذُوْنَ ۝

৪৩। আমি ইচ্ছা করিলে উহাদিগকে নিমজ্জিত করিতে পারি; সে অবস্থায় উহাদের কোন সাহায্যকারী থাকিবে না এবং উহারা পরিত্রাণও পাইবে না—

٤٤- اِلَّا رَحْمَةً مِّنَّا وَمَتَاعًا اِلٰى حِيْنٍ ۝

৪৪। আমার অনুগ্রহ না হইলে এবং কিছু কালের জন্য জীবনোপভোগ করিতে না দিলে।

٤٥- وَاِذَا قِيْلَ لَهُمُ اتَّقُوْا مَا بَيْنَ اَيْدِيْكُمْ وَمَا خَلْفَكُمْ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُوْنَ ۝

৪৫। যখন উহাদিগকে বলা হয়, 'যাহা তোমাদের সম্মুখে ও তোমাদের পশ্চাতে আছে সে সম্বন্ধে সাবধান হও যাহাতে তোমরা অনুগ্রহভাজন হইতে পার,'

১৪২০। ১০ ঃ ৫ আয়াতের টীকা দ্র.।
১৪২১। ভিন্নমতে ذرية শব্দটি 'পিতৃপুরুষ' অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে।

٤٦- وَمَا تَأْتِيهِم مِّنْ آيَةٍ مِّنْ آيَاتِ رَبِّهِمْ إِلَّا كَانُوا عَنْهَا مُعْرِضِينَ ۝

৪৬। এবং যখনই উহাদের প্রতিপালকের নিদর্শনাবলীর কোন নিদর্শন উহাদের নিকট আসে, তখনই উহারা তাহা হইতে মুখ ফিরাইয়া লয়।

٤٧- وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ أَنفِقُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ ۙ قَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلَّذِينَ آمَنُوا أَنُطْعِمُ مَن لَّوْ يَشَاءُ اللَّهُ أَطْعَمَهُ ۖ إِنْ أَنتُمْ إِلَّا فِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ ۝

৪৭। যখন উহাদিগকে বলা হয়, 'আল্লাহ্ তোমাদিগকে যে জীবনোপকরণ দিয়াছেন তাহা হইতে ব্যয় কর' তখন কাফিরগণ মু'মিনদিগকে বলে, 'যাহাকে আল্লাহ্ ইচ্ছা করিলে খাওয়াইতে পারিতেন আমরা কি তাহাকে খাওয়াইব? তোমরা তো স্পষ্ট বিভ্রান্তিতে রহিয়াছ।'

٤٨- وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هَٰذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ ۝

৪৮। উহারা বলে, 'তোমরা যদি সত্যবাদী হও তবে বল, এই প্রতিশ্রুতি কখন পূর্ণ হইবে?'

٤٩- مَا يَنظُرُونَ إِلَّا صَيْحَةً وَاحِدَةً تَأْخُذُهُمْ وَهُمْ يَخِصِّمُونَ ۝

৪৯। ইহারা তো অপেক্ষায় আছে এক মহানাদের যাহা ইহাদিগকে আঘাত করিবে ইহাদের বাক-বিতণ্ডাকালে।

٥٠- فَلَا يَسْتَطِيعُونَ تَوْصِيَةً وَلَا إِلَىٰ أَهْلِهِمْ يَرْجِعُونَ ۝

৫০। তখন উহারা ওসিয়াত করিতে সমর্থ হইবে না এবং নিজেদের পরিবার-পরিজনের নিকট ফিরিয়া আসিতেও পারিবে না।

[৪]

٥١- وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَإِذَا هُم مِّنَ الْأَجْدَاثِ إِلَىٰ رَبِّهِمْ يَنسِلُونَ ۝

৫১। যখন শিংগায় ফুৎকার দেওয়া হইবে তখনই তাহারা কবর হইতে ছুটিয়া আসিবে তাহাদের প্রতিপালকের দিকে।

٥٢- قَالُوا يَا وَيْلَنَا مَن بَعَثَنَا مِن مَّرْقَدِنَا ۜ هَٰذَا مَا وَعَدَ الرَّحْمَٰنُ وَصَدَقَ الْمُرْسَلُونَ ۝

وقف لازم
وقف غفران

৫২। উহারা বলিবে, 'হায়! দুর্ভোগ আমাদের! কে আমাদিগকে আমাদের নিদ্রাস্থল হইতে উঠাইল? দয়াময় আল্লাহ্ তো ইহারই প্রতিশ্রুতি দিয়াছিলেন এবং রাসূলগণ সত্যই বলিয়াছিলেন।'

٥٣- إِنْ كَانَتْ إِلَّا صَيْحَةً وَّاحِدَةً فَإِذَا هُمْ جَمِيعٌ لَّدَيْنَا مُحْضَرُونَ ۝

৫৩। ইহা হইবে কেবল এক মহানাদ; তখনই ইহাদের সকলকে উপস্থিত করা হইবে আমার সম্মুখে,

٥٤- فَالْيَوْمَ لَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا وَّلَا تُجْزَوْنَ إِلَّا مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ۝

৫৪। আজ কাহারও প্রতি কোন যুলুম করা হইবে না এবং তোমরা যাহা করিতে কেবল তাহারই প্রতিফল দেওয়া হইবে।

٥٥- إِنَّ أَصْحٰبَ الْجَنَّةِ الْيَوْمَ فِي شُغُلٍ فٰكِهُونَ ۝

৫৫। এই দিন জান্নাতবাসিগণ আনন্দে মগ্ন থাকিবে,

٥٦- هُمْ وَأَزْوَاجُهُمْ فِي ظِلٰلٍ عَلَى الْأَرَآئِكِ مُتَّكِئُونَ ۝

৫৬। তাহারা এবং তাহাদের স্ত্রীগণ সুশীতল ছায়ায় সুসজ্জিত আসনে হেলান দিয়া বসিবে।

٥٧- لَهُمْ فِيهَا فٰكِهَةٌ وَّلَهُمْ مَّا يَدَّعُونَ ۝

৫৭। সেথায় থাকিবে তাহাদের জন্য ফলমূল এবং তাহাদের জন্য বাঞ্ছিত সমস্ত কিছু,

٥٨- سَلٰمٌ قَوْلًا مِّنْ رَّبٍّ رَّحِيمٍ ۝

৫৮। সালাম, পরম দয়ালু প্রতিপালকের পক্ষ হইতে সম্ভাষণ।

٥٩- وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ ۝

৫৯। আর 'হে অপরাধিগণ! তোমরা আজ পৃথক হইয়া যাও।'

٦٠- أَلَمْ أَعْهَدْ إِلَيْكُمْ يٰبَنِيْٓ اٰدَمَ أَنْ لَّا تَعْبُدُوا الشَّيْطٰنَ ۚ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ ۝

৬০। হে বনী আদম! আমি কি তোমাদিগকে নির্দেশ দিই নাই যে, তোমরা শয়তানের দাসত্ব করিও না, কারণ সে তোমাদের প্রকাশ্য শত্রু?

٦١- وَّأَنِ اعْبُدُونِي ۚ هٰذَا صِرَاطٌ مُّسْتَقِيمٌ ۝

وقف غفران

৬১। আর আমারই 'ইবাদত কর, ইহাই সরল পথ।

٦٢- وَلَقَدْ أَضَلَّ مِنْكُمْ جِبِلًّا كَثِيرًا ۖ أَفَلَمْ تَكُونُوا تَعْقِلُونَ ۝

৬২। শয়তান্ তো তোমাদের বহু দলকে বিভ্রান্ত করিয়াছিল, তবুও কি তোমরা বুঝ নাই?

٦٣- هٰذِهٖ جَهَنَّمُ الَّتِيْ كُنْتُمْ تُوْعَدُوْنَ ○

৬৩। ইহাই সেই জাহান্নাম, যাহার প্রতিশ্রুতি তোমাদিগকে দেওয়া হইয়াছিল।

٦٤- اِصْلَوْهَا الْيَوْمَ بِمَا كُنْتُمْ تَكْفُرُوْنَ ○

৬৪। আজ তোমরা ইহাতে প্রবেশ কর; কারণ তোমরা ইহাকে অবিশ্বাস করিয়াছিলে।

٦٥- اَلْيَوْمَ نَخْتِمُ عَلٰٓى اَفْوَاهِهِمْ وَتُكَلِّمُنَآ اَيْدِيْهِمْ وَتَشْهَدُ اَرْجُلُهُمْ بِمَا كَانُوْا يَكْسِبُوْنَ ○

৬৫। আমি আজ ইহাদের মুখ মোহর করিয়া দিব, ইহাদের হস্ত কথা বলিবে আমার সহিত এবং ইহাদের চরণ সাক্ষ্য দিবে ইহাদের কৃতকর্মের।

٦٦- وَلَوْ نَشَآءُ لَطَمَسْنَا عَلٰٓى اَعْيُنِهِمْ فَاسْتَبَقُوا الصِّرَاطَ فَاَنّٰى يُبْصِرُوْنَ ○

৬৬। আমি ইচ্ছা করিলে অবশ্যই ইহাদের চক্ষুগুলিকে লোপ করিয়া দিতাম, তখন ইহারা পথ চলিতে চাহিলে কি করিয়া দেখিতে পাইত!

٦٧- وَلَوْ نَشَآءُ لَمَسَخْنٰهُمْ عَلٰى مَكَانَتِهِمْ فَمَا اسْتَطَاعُوْا مُضِيًّا وَّلَا يَرْجِعُوْنَ ○

৬৭। এবং আমি ইচ্ছা করিলে অবশ্যই স্ব স্ব স্থানে ইহাদের আকৃতি পরিবর্তন করিয়া দিতাম, ফলে ইহারা চলিতে পারিত না এবং ফিরিয়াও আসিতে পারিত না।

[৫]

٦٨- وَمَنْ نُّعَمِّرْهُ نُنَكِّسْهُ فِي الْخَلْقِ ؕ اَفَلَا يَعْقِلُوْنَ ○

৬৮। আমি যাহাকে দীর্ঘ জীবন দান করি প্রকৃতিগতভাবে তাহার অবনতি ঘটাই।[১৪২২] তবুও কি উহারা বুঝে না?

٦٩- وَمَا عَلَّمْنٰهُ الشِّعْرَ وَمَا يَنْۢبَغِيْ لَهٗ ؕ اِنْ هُوَ اِلَّا ذِكْرٌ وَّقُرْاٰنٌ مُّبِيْنٌ ○

৬৯। আমি রাসূলকে কাব্য রচনা[১৪২৩] করিতে শিখাই নাই এবং ইহা তাহার পক্ষে শোভনীয় নহে। ইহা তো কেবল এক উপদেশ এবং সুস্পষ্ট কুরআন;

٧٠- لِّيُنْذِرَ مَنْ كَانَ حَيًّا وَّيَحِقَّ الْقَوْلُ عَلَى الْكٰفِرِيْنَ ○

৭০। যাহাতে সে[১৪২৪] সতর্ক করিতে পারে জীবিতগণকে এবং যাহাতে কাফিরদের বিরুদ্ধে শাস্তির কথা সত্য হইতে পারে।

১৪২২। نكس শব্দের আভিধানিক অর্থ উল্টা করিয়া ফেলিয়া দিল। এ স্থলে ইহার অর্থ দৈহিক ও মানসিক শক্তির অবনতি ঘটাইল।

১৪২৩। কবিদের সম্পর্কে দ্র. ২৬ ঃ ২২৪-২৬ আয়াতসমূহ।

১৪২৪। অর্থাৎ রাসূলুল্লাহ্ (সাঃ)।

٧١- أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّا خَلَقْنَا لَهُم مِّمَّا عَمِلَتْ أَيْدِينَا أَنْعَامًا فَهُمْ لَهَا مَالِكُونَ ○

৭১। উহারা কি লক্ষ্য করে না যে, আমার হাতে সৃষ্ট বস্তুসমূহের মধ্যে উহাদের জন্য আমি সৃষ্টি করিয়াছি 'আন'আম' এবং উহারাই এইগুলির অধিকারী?

٧٢- وَذَلَّلْنَاهَا لَهُمْ فَمِنْهَا رَكُوبُهُمْ وَمِنْهَا يَأْكُلُونَ ○

৭২। এবং আমি এইগুলিকে তাহাদের বশীভূত করিয়া দিয়াছি। এইগুলির কতক তাহাদের বাহন এবং উহাদের কতক তাহারা আহার করে।

٧٣- وَلَهُمْ فِيهَا مَنَافِعُ وَمَشَارِبُ ۖ أَفَلَا يَشْكُرُونَ ○

৭৩। তাহাদের জন্য এইগুলিতে আছে বহু উপকারিতা আর আছে পানীয় বস্তু। তবুও কি তাহারা কৃতজ্ঞ হইবে না?

٧٤- وَاتَّخَذُوا مِن دُونِ اللَّهِ آلِهَةً لَّعَلَّهُمْ يُنصَرُونَ ○

৭৪। তাহারা তো আল্লাহ্‌র পরিবর্তে অন্য ইলাহ্ গ্রহণ করিয়াছে এই আশায় যে, তাহারা সাহায্যপ্রাপ্ত হইবে।

٧٥- لَا يَسْتَطِيعُونَ نَصْرَهُمْ وَهُمْ لَهُمْ جُندٌ مُّحْضَرُونَ ○

৭৫। কিন্তু এইসব ইলাহ্ তাহাদিগকে সাহায্য করিতে সক্ষম নহে; তাহাদিগকে[১৪২৫] উহাদের বাহিনীরূপে উপস্থিত করা হইবে।

٧٦- فَلَا يَحْزُنكَ قَوْلُهُمْ ۘ إِنَّا نَعْلَمُ مَا يُسِرُّونَ وَمَا يُعْلِنُونَ ○

وقف لازم

৭৬। অতএব তাহাদের কথা তোমাকে যেন দুঃখ না দেয়। আমি তো জানি যাহা তাহারা গোপন করে এবং যাহা তাহারা ব্যক্ত করে।

٧٧- أَوَلَمْ يَرَ الْإِنسَانُ أَنَّا خَلَقْنَاهُ مِن نُّطْفَةٍ فَإِذَا هُوَ خَصِيمٌ مُّبِينٌ ○

৭৭। মানুষ কি দেখে না যে, আমি তাহাকে সৃষ্টি করিয়াছি শুক্রবিন্দু হইতে? অথচ পরে সে হইয়া পড়ে প্রকাশ্য বিতণ্ডাকারী।

٧٨- وَضَرَبَ لَنَا مَثَلًا وَنَسِيَ خَلْقَهُ ۖ قَالَ مَن يُحْيِي الْعِظَامَ وَهِيَ رَمِيمٌ ○

৭৮। এবং সে আমার সম্বন্ধে উপমা রচনা করে, অথচ সে নিজের সৃষ্টির কথা ভুলিয়া যায়। সে বলে, 'কে অস্থিতে প্রাণ সঞ্চার করিবে যখন উহা পচিয়া গলিয়া যাইবে?'

১৪২৫। উহাদের বাতিল মা'বূদদিগকে জাহান্নামে উপস্থিত করা হইবে।—নাসাফী

٧٩- قُلْ يُحْيِيهَا الَّذِىٓ اَنْشَاَهَآ اَوَّلَ مَرَّةٍ ؕ وَهُوَ بِكُلِّ خَلْقٍ عَلِيمٌ ○

৭৯। বল, 'উহার মধ্যে প্রাণ সঞ্চার করিবেন তিনিই যিনি ইহা প্রথমবার সৃষ্টি করিয়াছেন এবং তিনি প্রত্যেকটি সৃষ্টি সম্বন্ধে সম্যক পরিজ্ঞাত।'

٨٠- الَّذِى جَعَلَ لَكُمْ مِّنَ الشَّجَرِ الْاَخْضَرِ نَارًا فَاِذَآ اَنْتُمْ مِّنْهُ تُوقِدُونَ ○

৮০। তিনি তোমাদের জন্য সবুজ বৃক্ষ হইতে অগ্নি উৎপাদন করেন এবং তোমরা উহা হইতে প্রজ্বলিত কর।

٨١- اَوَلَيْسَ الَّذِى خَلَقَ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ بِقٰدِرٍ عَلٰٓى اَنْ يَّخْلُقَ مِثْلَهُمْ ؕ بَلٰى ۚ وَهُوَ الْخَلّٰقُ الْعَلِيمُ ○

৮১। যিনি আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবী সৃষ্টি করিয়াছেন তিনি কি তাহাদের অনুরূপ সৃষ্টি করিতে সমর্থ নহেন? হাঁ, নিশ্চয়ই তিনি মহাস্রষ্টা, সর্বজ্ঞ।

٨٢- اِنَّمَآ اَمْرُهٗٓ اِذَآ اَرَادَ شَيْـًٔا اَنْ يَّقُولَ لَهٗ كُنْ فَيَكُونُ ○

৮২। তাঁহার ব্যাপার শুধু এই, তিনি যখন কোন কিছুর ইচ্ছা করেন, তিনি উহাকে বলেন, 'হও', ফলে উহা হইয়া যায়।

٨٣- فَسُبْحٰنَ الَّذِى بِيَدِهٖ مَلَكُوتُ كُلِّ شَىْءٍ وَّاِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ○

৮৩। অতএব পবিত্র ও মহান তিনি, যাঁহার হস্তেই প্রত্যেক বিষয়ের সর্বময় কর্তৃত্ব; আর তাঁহারই নিকট তোমরা প্রত্যাবর্তিত হইবে।

৪৬—

৩৭-সূরা সাফ্‌ফাত

১৮২ আয়াত, ৫ রুকূ‘, মক্‌কী

।। দয়াময়, পরম দয়ালু আল্লাহ্‌র নামে ।।

১। শপথ তাহাদের যাহারা সারিবদ্ধভাবে দণ্ডায়মান[১৪২৬]

١-وَالصّٰٓفّٰتِ صَفًّا ۙ

২। ও যাহারা কঠোর পরিচালক[১৪২৭]

٢-فَالزّٰجِرٰتِ زَجْرًا ۙ

৩। এবং যাহারা 'যিক্‌র'[১৪২৮] আবৃত্তিতে রত-

٣-فَالتّٰلِيٰتِ ذِكْرًا ۙ

৪। নিশ্চয়ই তোমাদের ইলাহ্ এক,

٤-اِنَّ اِلٰهَكُمْ لَوَاحِدٌ ۗ

৫। যিনি আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবী এবং উহাদের অন্তর্বর্তী সমস্ত কিছুর প্রভু এবং প্রভু সকল উদয়স্থলের।[১৪২৯]

٥-رَبُّ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا وَرَبُّ الْمَشَارِقِ ۗ

৬। আমি নিকটবর্তী আকাশকে নক্ষত্ররাজির সুষমা দ্বারা সুশোভিত করিয়াছি,

٦-اِنَّا زَيَّنَّا السَّمَآءَ الدُّنْيَا بِزِيْنَةِ ۨالْكَوَاكِبِ ۙ

৭। এবং রক্ষা করিয়াছি প্রত্যেক বিদ্রোহী শয়তান হইতে।

٧-وَحِفْظًا مِّنْ كُلِّ شَيْطٰنٍ مَّارِدٍ ۚ

৮। ফলে উহারা ঊর্ধ্ব জগতের কিছু শ্রবণ করিতে পারে না এবং উহাদের প্রতি নিক্ষিপ্ত হয় সকল দিক হইতে—

٨-لَا يَسَّمَّعُوْنَ اِلَى الْمَلَاِ الْاَعْلٰى وَيُقْذَفُوْنَ مِنْ كُلِّ جَانِبٍ ۖ

৯। বিতাড়নের জন্য এবং উহাদের জন্য আছে অবিরাম শাস্তি।

٩-دُحُوْرًا وَّلَهُمْ عَذَابٌ وَّاصِبٌ ۙ

১০। তবে কেহ হঠাৎ কিছু শুনিয়া ফেলিলে জ্বলন্ত উল্কাপিণ্ড তাহার পশ্চাদ্ধাবন করে।

١٠-اِلَّا مَنْ خَطِفَ الْخَطْفَةَ فَاَتْبَعَهٗ شِهَابٌ ثَاقِبٌ ○

১৪২৬। তাঁহারা হইলেন ফিরিশ্‌তাগণ অথবা যুদ্ধক্ষেত্রের মুজাহিদগণ অথবা নামাযে দণ্ডায়মান মুসল্লীগণ।

১৪২৭। মেঘমালার পরিচালক। ভিন্নমতে, শয়তানকে বিতাড়নকারী।

১৪২৮। অর্থাৎ আল-কুরআন বা তাসবীহ্‌।

১৪২৯। দ্র. ৭০ : ৪০ আয়াত।

١١- فَاسْتَفْتِهِمْ اَهُمْ اَشَدُّ خَلْقًا اَمْ مَّنْ خَلَقْنَا ؕ اِنَّا خَلَقْنٰهُمْ مِّنْ طِيْنٍ لَّازِبٍ ○

১১। উহাদিগকে[১৪৩০] জিজ্ঞাসা কর, উহারা সৃষ্টিতে দৃঢ়তর, না আমি অন্য যাহা কিছু সৃষ্টি করিয়াছি তাহা? উহাদিগকে আমি সৃষ্টি করিয়াছি আঠাল মৃত্তিকা হইতে।

١٢- بَلْ عَجِبْتَ وَيَسْخَرُوْنَ ○

১২। তুমি তো বিস্ময় বোধ করিতেছ,[১৪৩১] আর উহারা করিতেছে বিদ্রূপ।

١٣- وَاِذَا ذُكِّرُوْا لَا يَذْكُرُوْنَ ○

১৩। এবং যখন উহাদিগকে উপদেশ দেওয়া হয় উহারা তাহা গ্রহণ করে না।

١٤- وَاِذَا رَاَوْا اٰيَةً يَّسْتَسْخِرُوْنَ ○

১৪। উহারা কোন নিদর্শন দেখিলে উপহাস করে

١٥- وَقَالُوْٓا اِنْ هٰذَآ اِلَّا سِحْرٌ مُّبِيْنٌ ○

১৫। এবং বলে, 'ইহা তো এক সুস্পষ্ট জাদু ব্যতীত আর কিছুই নহে।

١٦- ءَاِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا وَّعِظَامًا ءَاِنَّا لَمَبْعُوْثُوْنَ ○

১৬। 'আমরা যখন মরিয়া যাইব এবং মৃত্তিকা ও অস্থিতে পরিণত হইব, তখনও কি আমাদিগকে উত্থিত করা হইবে?

١٧- اَوَ اٰبَآؤُنَا الْاَوَّلُوْنَ ○

১৭। 'এবং আমাদের পূর্বপুরুষদিগকেও?'

١٨- قُلْ نَعَمْ وَاَنْتُمْ دَاخِرُوْنَ ○

১৮। বল, 'হাঁ, এবং তোমরা হইবে লাঞ্ছিত।'

١٩- فَاِنَّمَا هِيَ زَجْرَةٌ وَّاحِدَةٌ فَاِذَا هُمْ يَنْظُرُوْنَ ○

১৯। উহা একটি মাত্র প্রচণ্ড শব্দ—আর তখনই উহারা প্রত্যক্ষ করিবে।

٢٠- وَقَالُوْا يٰوَيْلَنَا هٰذَا يَوْمُ الدِّيْنِ ○

২০। এবং উহারা বলিবে, 'দুর্ভোগ আমাদের! ইহাই তো কর্মফল দিবস।'

٢١- هٰذَا يَوْمُ الْفَصْلِ الَّذِيْ كُنْتُمْ بِهٖ تُكَذِّبُوْنَ ○ ع

২১। ইহাই ফয়সালার দিন যাহা তোমরা অস্বীকার করিতে।

১৪৩০। অর্থাৎ কাফিরদিগকে।
১৪৩১। তাহারা সত্যকে অস্বীকার করিতেছে দেখিয়া রাসূলুল্লাহ্ (সাঃ) বিস্ময় বোধ করিতেন।

[২]

২২। ফিরিশ্‌তাদিগকে বলা হইবে,[১৪৩২] 'একত্র কর যালিম ও উহাদের সহচরগণকে এবং উহাদিগকে যাহাদের 'ইবাদত করিত তাহারা—

٢٢- اُحْشُرُوا الَّذِيْنَ ظَلَمُوْا وَاَزْوَاجَهُمْ وَمَا كَانُوْا يَعْبُدُوْنَ ۙ

২৩। আল্লাহ্‌র পরিবর্তে এবং উহাদিগকে পরিচালিত কর জাহান্নামের পথে,

٢٣- مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ فَاهْدُوْهُمْ اِلٰى صِرَاطِ الْجَحِيْمِ ○

২৪। 'অতঃপর উহাদিগকে থামাও, কারণ উহাদিগকে প্রশ্ন করা হইবে ঃ

٢٤- وَقِفُوْهُمْ اِنَّهُمْ مَّسْـُٔوْلُوْنَ ۙ

২৫। 'তোমাদের কী হইল যে, তোমরা একে অপরের সাহায্য করিতেছ না?'

٢٥- مَا لَكُمْ لَا تَنَاصَرُوْنَ ○

২৬। বস্তুত সেই দিন উহারা আত্মসমর্পণ করিবে

٢٦- بَلْ هُمُ الْيَوْمَ مُسْتَسْلِمُوْنَ ○

২৭। এবং উহারা একে অপরের সামনাসামনি হইয়া জিজ্ঞাসাবাদ করিবে—

٢٧- وَاَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلٰى بَعْضٍ يَّتَسَآءَلُوْنَ ○

২৮। উহারা বলিবে,[১৪৩৩] 'তোমরা তো তোমাদের শক্তি[১৪৩৪] লইয়া আমাদের নিকট আসিতে।'

٢٨- قَالُوْٓا اِنَّكُمْ كُنْتُمْ تَاْتُوْنَنَا عَنِ الْيَمِيْنِ ○

২৯। তাহারা[১৪৩৫] বলিবে, 'তোমরা তো বিশ্বাসীই ছিলে না,

٢٩- قَالُوْا بَلْ لَّمْ تَكُوْنُوْا مُؤْمِنِيْنَ ۚ

৩০। 'এবং তোমাদের উপর আমাদের কোন কর্তৃত্ব ছিল না; বস্তুত তোমরাই ছিলে সীমালংঘনকারী সম্প্রদায়।

٣٠- وَمَا كَانَ لَنَا عَلَيْكُمْ مِّنْ سُلْطٰنٍ ۚ بَلْ كُنْتُمْ قَوْمًا طٰغِيْنَ ○

১৪৩২। এ স্থলে 'ফিরিশ্‌তাদিগকে বলা হইবে' কথাটি উহ্য আছে।

১৪৩৩। অর্থাৎ কাফিরদের মধ্যে যাহারা দুর্বল শ্রেণীর ও শক্তিশালী পথভ্রষ্টদের অনুসারী, উহারা বলিবে।

১৪৩৪। يمين দক্ষিণ হস্ত বা দিক, এখানে শক্তি অর্থে ব্যবহৃত, কারণ দক্ষিণ হস্তই সাধারণত শক্তির আধার। ভিন্ন অর্থে কল্যাণ ও স্বাচ্ছন্দ্য—অর্থাৎ তোমরা তো কল্যাণ ও স্বাচ্ছন্দ্যের আশ্বাস লইয়া আসিতে।

১৪৩৫। অর্থাৎ শক্তিশালী নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিরা।

৩১। 'আমাদের বিরুদ্ধে আমাদের প্রতিপালকের কথা সত্য হইয়াছে, আমাদিগকে অবশ্যই শাস্তি আস্বাদন করিতে হইবে।

٣١- فَحَقَّ عَلَيْنَا قَوْلُ رَبِّنَآ ۖ إِنَّا لَذَآئِقُونَ ○

৩২। 'আমরা তোমাদিগকে বিভ্রান্ত করিয়াছিলাম, কারণ আমরা নিজেরাও ছিলাম বিভ্রান্ত।'

٣٢- فَأَغْوَيْنَٰكُمْ إِنَّا كُنَّا غَٰوِينَ ○

৩৩। উহারা সকলেই সেই দিন শাস্তির শরীক হইবে।

٣٣- فَإِنَّهُمْ يَوْمَئِذٍ فِى الْعَذَابِ مُشْتَرِكُونَ ○

৩৪। অপরাধীদের প্রতি আমি এইরূপই করিয়া থাকি।

٣٤- إِنَّا كَذَٰلِكَ نَفْعَلُ بِالْمُجْرِمِينَ ○

৩৫। উহাদিগকে 'আল্লাহ্ ব্যতীত কোন ইলাহ্ নাই' বলা হইলে উহারা অহংকার করিত

٣٥- إِنَّهُمْ كَانُوٓا إِذَا قِيلَ لَهُمْ لَآ إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ يَسْتَكْبِرُونَ ○

৩৬। এবং বলিত, 'আমরা কি এক উন্মাদ কবির কথায় আমাদের ইলাহ্‌গণকে বর্জন করিব?'

٣٦- وَيَقُولُونَ أَئِنَّا لَتَارِكُوٓا ءَالِهَتِنَا لِشَاعِرٍ مَّجْنُونٍ ○

৩৭। বরং সে[১৪৩৬] তো সত্য লইয়া আসিয়াছে এবং সে রাসূলদিগকে সত্য বলিয়া স্বীকার করিয়াছে।

٣٧- بَلْ جَآءَ بِالْحَقِّ وَصَدَّقَ الْمُرْسَلِينَ ○

৩৮। তোমরা অবশ্যই মর্মন্তুদ শাস্তির আস্বাদ গ্রহণ করিবে

٣٨- إِنَّكُمْ لَذَآئِقُوا الْعَذَابِ الْأَلِيمِ ○

৩৯। এবং তোমরা যাহা করিতে তাহারই প্রতিফল পাইবে—

٣٩- وَمَا تُجْزَوْنَ إِلَّا مَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ ○

৪০। তবে তাহারা নয় যাহারা আল্লাহ্‌র একনিষ্ঠ বান্দা।

٤٠- إِلَّا عِبَادَ اللَّهِ الْمُخْلَصِينَ ○

১৪৩৬। এ স্থলে جاء ক্রিয়াপদের কর্তা হযরত 'মুহাম্মাদ' (সাঃ)।—কাশ্‌শাফ, জালালায়ন

৪১। তাহাদের জন্য আছে নির্ধারিত রিয্‌ক—

٤١- أُولَٰٓئِكَ لَهُمْ رِزْقٌ مَّعْلُومٌ ۝

৪২। ফলমূল; আর তাহারা হইবে সম্মানিত,

٤٢- فَوَٰكِهُ ۖ وَهُم مُّكْرَمُونَ ۝

৪৩। সুখদ-কাননে

٤٣- فِى جَنَّٰتِ ٱلنَّعِيمِ ۝

৪৪। তাহারা মুখামুখি হইয়া আসনে আসীন হইবে।

٤٤- عَلَىٰ سُرُرٍ مُّتَقَٰبِلِينَ ۝

৪৫। তাহাদিগকে ঘুরিয়া ঘুরিয়া পরিবেশন করা হইবে বিশুদ্ধ সুরাপূর্ণ পাত্রে

٤٥- يُطَافُ عَلَيْهِم بِكَأْسٍ مِّن مَّعِينٍ ۝

৪৬। শুভ্র উজ্জ্বল, যাহা হইবে পানকারীদের জন্য সুস্বাদু।

٤٦- بَيْضَآءَ لَذَّةٍ لِّلشَّٰرِبِينَ ۝

৪৭। উহাতে ক্ষতিকর কিছু থাকিবে না এবং উহাতে তাহারা মাতালও হইবে না,

٤٧- لَا فِيهَا غَوْلٌ وَلَا هُمْ عَنْهَا يُنزَفُونَ ۝

৪৮। তাহাদের সঙ্গে থাকিবে আনতনয়না, আয়তলোচনা হূরীগণ।

٤٨- وَعِندَهُمْ قَٰصِرَٰتُ ٱلطَّرْفِ عِينٌ ۝

৪৯। তাহারা যেন সুরক্ষিত ডিম্ব।[১৪৩৭]

٤٩- كَأَنَّهُنَّ بَيْضٌ مَّكْنُونٌ ۝

৫০। তাহারা একে অপরের সামনাসামনি হইয়া জিজ্ঞাসাবাদ করিবে।

٥٠- فَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ يَتَسَآءَلُونَ ۝

৫১। তাহাদের কেহ বলিবে, 'আমার ছিল এক সংগী;

٥١- قَالَ قَآئِلٌ مِّنْهُمْ إِنِّى كَانَ لِى قَرِينٌ ۝

৫২। 'সে বলিত, 'তুমি কি ইহাতে বিশ্বাসী যে,

٥٢- يَقُولُ أَءِنَّكَ لَمِنَ ٱلْمُصَدِّقِينَ ۝

৫৩। 'আমরা যখন মরিয়া যাইব এবং আমরা মৃত্তিকা ও অস্থিতে পরিণত হইব তখনও কি আমাদিগকে প্রতিফল দেওয়া হইবে?'

٥٣- أَءِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا وَعِظَٰمًا أَءِنَّا لَمَدِينُونَ ۝

১৪৩৭। بيض ডিম্ব, আরবরা সযত্নে পালিত সুন্দরী নারীর উজ্জ্বল গৌরকান্তিকে উট পাখীর ডানার নীচে সযত্নে রক্ষিত ডিম্বের সঙ্গে তুলনা করিত।—কুরতুবী

৫৪। আল্লাহ্ বলিবেন, 'তোমরা কি তাহাকে দেখিতে চাও?'

٥٤- قَالَ هَلْ اَنْتُمْ مُّطَّلِعُوْنَ ۝

৫৫। অতঃপর সে ঝুঁকিয়া দেখিবে এবং উহাকে দেখিতে পাইবে জাহান্নামের মধ্যস্থলে;

٥٥- فَاطَّلَعَ فَرَاٰهُ فِيْ سَوَآءِ الْجَحِيْمِ ۝

৫৬। বলিবে, 'আল্লাহ্‌র কসম! তুমি তো আমাকে প্রায় ধ্বংসই করিয়াছিলে,

٥٦- قَالَ تَاللّٰهِ اِنْ كِدْتَّ لَتُرْدِيْنِ ۝

৫৭। 'আমার প্রতিপালকের অনুগ্রহ না থকিলে আমিও তো হাযিরকৃত[১৪৩৮] ব্যক্তিদের মধ্যে শামিল হইতাম।

٥٧- وَلَوْلَا نِعْمَةُ رَبِّيْ لَكُنْتُ مِنَ الْمُحْضَرِيْنَ ۝

৫৮। 'আমাদের তো আর মৃত্যু হইবে না[১৪৩৯]

٥٨- اَفَمَا نَحْنُ بِمَيِّتِيْنَ ۝

৫৯। 'প্রথম মৃত্যুর পর এবং আমাদিগকে শাস্তিও দেওয়া হইবে না!'

٥٩- اِلَّا مَوْتَتَنَا الْاُوْلٰى وَمَا نَحْنُ بِمُعَذَّبِيْنَ ۝

৬০। ইহা তো মহাসাফল্য।

٦٠- اِنَّ هٰذَا لَهُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيْمُ ۝

৬১। এইরূপ সাফল্যের জন্য সাধকদের উচিত সাধনা করা,

٦١- لِمِثْلِ هٰذَا فَلْيَعْمَلِ الْعٰمِلُوْنَ ۝

৬২। আপ্যায়নের জন্য কি ইহাই শ্রেয় না যাক্কুম বৃক্ষ?

٦٢- اَذٰلِكَ خَيْرٌ نُّزُلًا اَمْ شَجَرَةُ الزَّقُّوْمِ ۝

৬৩। যালিমদের জন্য আমি ইহা সৃষ্টি করিয়াছি পরীক্ষাস্বরূপ,

٦٣- اِنَّا جَعَلْنٰهَا فِتْنَةً لِّلظّٰلِمِيْنَ ۝

৬৪। এই বৃক্ষ উদ্‌গত হয় জাহান্নামের তলদেশ হইতে,

٦٤- اِنَّهَا شَجَرَةٌ تَخْرُجُ فِيْٓ اَصْلِ الْجَحِيْمِ ۝

৬৫। ইহার মোচা যেন শয়তানের মাথা[১৪৪০]

٦٥- طَلْعُهَا كَاَنَّهٗ رُءُوْسُ الشَّيٰطِيْنِ ۝

১৪৩৮। محضر যাহাকে উপস্থিত করা হইয়াছে অর্থাৎ শাস্তির জন্য যাহাকে জাহান্নামে উপস্থিত বা আটক করা হইয়াছে।
১৪৩৯। প্রশ্নবোধক অব্যয়, এখানে নিশ্চয়তাসূচক অর্থ প্রদান করিতেছে।
১৪৪০। শয়তান অত্যন্ত কুৎসিত, তাই জাহান্নামের এই বৃক্ষটিকে শয়তানের মস্তকের সহিত তুলনা করা হইয়াছে। অতি কদাকার সাপকেও আরবীতে শয়তান বলা হয়।

٦٦- فَإِنَّهُمْ لَآكِلُونَ مِنْهَا فَمَالِئُونَ مِنْهَا الْبُطُونَ ۝

৬৬। উহারা ইহা হইতে ভক্ষণ করিবে এবং উদর পূর্ণ করিবে ইহা দ্বারা।

٦٧- ثُمَّ إِنَّ لَهُمْ عَلَيْهَا لَشَوْبًا مِّنْ حَمِيمٍ ۝

৬৭। তদুপরি উহাদের জন্য থাকিবে ফুটন্ত পানির মিশ্রণ।১৪৪১

٦٨- ثُمَّ إِنَّ مَرْجِعَهُمْ لَإِلَى الْجَحِيمِ ۝

৬৮। আর উহাদের গন্তব্য হইবে অবশ্যই প্রজ্বলিত অগ্নির দিকে।

٦٩- إِنَّهُمْ أَلْفَوْا آبَاءَهُمْ ضَالِّينَ ۝

৬৯। উহারা উহাদের পিতৃপুরুষগণকে পাইয়াছিল বিপথগামী

٧٠- فَهُمْ عَلَىٰ آثَارِهِمْ يُهْرَعُونَ ۝

৭০। এবং তাহাদের পদাঙ্ক অনুসরণে ধাবিত হইয়াছিল।

٧١- وَلَقَدْ ضَلَّ قَبْلَهُمْ أَكْثَرُ الْأَوَّلِينَ ۝

৭১। উহাদের পূর্বেও পূর্ববর্তীদের অধিকাংশ বিপথগামী হইয়াছিল,

٧٢- وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا فِيهِم مُّنذِرِينَ ۝

৭২। এবং আমি উহাদের মধ্যে সতর্ককারী প্রেরণ করিয়াছিলাম।

٧٣- فَانظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُنذَرِينَ ۝

৭৩। সুতরাং লক্ষ্য কর যাহাদিগকে সতর্ক করা হইয়াছিল, তাহাদের পরিণাম কী হইয়াছিল!

٧٤- إِلَّا عِبَادَ اللَّهِ الْمُخْلَصِينَ ۝ ع

৭৪। তবে আল্লাহ্‌র একনিষ্ঠ বান্দাদের কথা স্বতন্ত্র।

[৩]

٧٥- وَلَقَدْ نَادَانَا نُوحٌ فَلَنِعْمَ الْمُجِيبُونَ ۝

৭৫। নূহ্‌ আমাকে আহ্বান করিয়াছিল, আর আমি কত উত্তম সাড়াদানকারী।

٧٦- وَنَجَّيْنَاهُ وَأَهْلَهُ مِنَ الْكَرْبِ الْعَظِيمِ ۝

৭৬। তাহাকে এবং তাহার পরিবারবর্গকে আমি উদ্ধার করিয়াছিলাম মহাসংকট হইতে।

১৪৪১। পুঁজ মিশ্রিত গরম পানি।

৭৭। তাহার[১৪৪২] বংশধরদিগকেই আমি বিদ্যমান রাখিয়াছি বংশপরম্পরায়,

٧٧- وَجَعَلْنَا ذُرِّيَّتَهُ هُمُ الْبٰقِيْنَ ۝

৭৮। আমি ইহা পরবর্তীদের স্মরণে রাখিয়াছি।

٧٨- وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْاٰخِرِيْنَ ۝

৭৯। সমগ্র বিশ্বের মধ্যে নূহের প্রতি শান্তি বর্ষিত হউক!

٧٩- سَلٰمٌ عَلٰى نُوْحٍ فِي الْعٰلَمِيْنَ ۝

৮০। এইভাবেই আমি সৎকর্মপরায়ণদিগকে পুরস্কৃত করিয়া থাকি,

٨٠- اِنَّا كَذٰلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِيْنَ ۝

৮১। সে ছিল আমার মু'মিন বান্দাদের অন্যতম।

٨١- اِنَّهٗ مِنْ عِبَادِنَا الْمُؤْمِنِيْنَ ۝

৮২। অন্য সকলকে আমি নিমজ্জিত করিয়াছিলাম।

٨٢- ثُمَّ اَغْرَقْنَا الْاٰخَرِيْنَ ۝

৮৩। আর ইব্‌রাহীম তো তাহার অনুগামীদের অন্তর্ভুক্ত।

٨٣- وَاِنَّ مِنْ شِيْعَتِهٖ لَاِبْرٰهِيْمَ ۝

৮৪। স্মরণ কর, সে তাহার প্রতিপালকের নিকট উপস্থিত হইয়াছিল বিশুদ্ধচিত্তে;

٨٤- اِذْ جَآءَ رَبَّهٗ بِقَلْبٍ سَلِيْمٍ ۝

৮৫। যখন সে তাহার পিতা ও তাহার সম্প্রদায়কে জিজ্ঞাসা করিয়াছিল, 'তোমরা কিসের পূজা করিতেছ?

٨٥- اِذْ قَالَ لِاَبِيْهِ وَقَوْمِهٖ مَاذَا تَعْبُدُوْنَ ۝

৮৬। 'তোমরা কি আল্লাহ্‌র পরিবর্তে অলীক ইলাহ্‌গুলিকে চাও?

٨٦- اَئِفْكًا اٰلِهَةً دُوْنَ اللّٰهِ تُرِيْدُوْنَ ۝

৮৭। 'জগতসমূহের প্রতিপালক সম্বন্ধে তোমাদের ধারণা কী?'

٨٧- فَمَا ظَنُّكُمْ بِرَبِّ الْعٰلَمِيْنَ ۝

৮৮। অতঃপর সে[১৪৪৩] তারকারাজির দিকে একবার তাকাইল

٨٨- فَنَظَرَ نَظْرَةً فِي النُّجُوْمِ ۝

১৪৪২। হযরত নূহ (আ)-এর।
১৪৪৩। 'সে' অর্থাৎ হযরত ইব্‌রাহীম (আ)।

Contents

৮৯। এবং বলিল, 'আমি অসুস্থ।'	٨٩- فَقَالَ اِنِّيْ سَقِيْمٌ ○
৯০। অতঃপর উহারা তাহাকে পশ্চাতে রাখিয়া চলিয়া গেল।	٩٠- فَتَوَلَّوْا عَنْهُ مُدْبِرِيْنَ ○
৯১। পরে সে সন্তর্পণে উহাদের দেবতাগুলির নিকট গেল এবং বলিল, 'তোমরা খাদ্য গ্রহণ করিতেছ না কেন?'	٩١- فَرَاغَ اِلٰٓى اٰلِهَتِهِمْ فَقَالَ اَلَا تَاْكُلُوْنَ ○
৯২। 'তোমাদের কী হইয়াছে যে, তোমরা কথা বল না?'	٩٢- مَا لَكُمْ لَا تَنْطِقُوْنَ ○
৯৩। অতঃপর সে উহাদের উপর সবলে আঘাত হানিল।	٩٣- فَرَاغَ عَلَيْهِمْ ضَرْبًاۢ بِالْيَمِيْنِ ○
৯৪। তখন ঐ লোকগুলি তাহার দিকে ছুটিয়া আসিল।	٩٤- فَاَقْبَلُوْٓا اِلَيْهِ يَزِفُّوْنَ ○
৯৫। সে বলিল, 'তোমরা নিজেরা যাহাদিগকে খোদাই করিয়া নির্মাণ কর তোমরা কি তাহাদেরই পূজা কর?	٩٥- قَالَ اَتَعْبُدُوْنَ مَا تَنْحِتُوْنَ ○
৯৬। 'প্রকৃতপক্ষে আল্লাহ্‌ই সৃষ্টি করিয়াছেন তোমাদিগকে এবং তোমরা যাহা তৈরি কর তাহাও।'	٩٦- وَاللّٰهُ خَلَقَكُمْ وَمَا تَعْمَلُوْنَ ○
৯৭। উহারা বলিল, 'ইহার জন্য এক ইমারত[১৪৪৪] নির্মাণ কর, অতঃপর ইহাকে জ্বলন্ত অগ্নিতে নিক্ষেপ কর।'	٩٧- قَالُوا ابْنُوْا لَهٗ بُنْيَانًا فَاَلْقُوْهُ فِي الْجَحِيْمِ ○
৯৮। উহারা তাহার বিরুদ্ধে চক্রান্তের সঙ্কল্প করিয়াছিল; কিন্তু আমি উহাদিগকে অতিশয় হেয় করিয়া দিলাম।	٩٨- فَاَرَادُوْا بِهٖ كَيْدًا فَجَعَلْنٰهُمُ الْاَسْفَلِيْنَ ○

১৪৪৪। চতুর্দিক পাকা প্রাচীরযুক্ত ইমারত যাহাতে অগ্নি প্রজ্বলিত করা হইয়াছিল।

٩٩- وَقَالَ إِنِّيْ ذَاهِبٌ إِلَىٰ رَبِّيْ سَيَهْدِيْنِ ○

৯৯। সে[১৪৪৫] বলিল, 'আমি আমার প্রতিপালকের দিকে চলিলাম, তিনি আমাকে অবশ্যই সৎপথে পরিচালিত করিবেন,

١٠٠- رَبِّ هَبْ لِيْ مِنَ الصّٰلِحِيْنَ ○

১০০। 'হে আমার প্রতিপালক! আমাকে এক সৎকর্মপরায়ণ সন্তান দান কর।'

١٠١- فَبَشَّرْنٰهُ بِغُلٰمٍ حَلِيْمٍ ○

১০১। অতঃপর আমি তাহাকে এক স্থিরবুদ্ধি পুত্রের সুসংবাদ দিলাম।

١٠٢- فَلَمَّا بَلَغَ مَعَهُ السَّعْيَ قَالَ يٰبُنَيَّ إِنِّيْ أَرٰى فِي الْمَنَامِ أَنِّيْ أَذْبَحُكَ فَانْظُرْ مَاذَا تَرٰى ۚ قَالَ يٰأَبَتِ افْعَلْ مَا تُؤْمَرُ ز سَتَجِدُنِيْ إِنْ شَاءَ اللّٰهُ مِنَ الصّٰبِرِيْنَ ○

১০২। অতঃপর সে যখন তাহার পিতার সংগে কাজ করিবার মত বয়সে উপনীত হইল তখন ইব্‌রাহীম বলিল, 'বৎস! আমি স্বপ্নে দেখি যে, তোমাকে আমি যবেহ্ করিতেছি, এখন তোমার অভিমত কি বল?' সে বলিল, 'হে আমার পিতা! আপনি যাহা আদিষ্ট হইয়াছেন তাহাই করুন। আল্লাহ্‌র ইচ্ছায় আপনি আমাকে ধৈর্যশীল পাইবেন।'

١٠٣- فَلَمَّا أَسْلَمَا وَتَلَّهُ لِلْجَبِيْنِ ○

১০৩। যখন তাহারা উভয়ে আনুগত্য[১৪৪৬] প্রকাশ করিল এবং ইব্‌রাহীম তাহার পুত্রকে কাত করিয়া শায়িত করিল,

١٠٤- وَنَادَيْنٰهُ أَنْ يّٰإِبْرٰهِيْمُ ○

১০৪। তখন আমি তাহাকে আহ্‌বান করিয়া বলিলাম, 'হে ইব্‌রাহীম!

١٠٥- قَدْ صَدَّقْتَ الرُّءْيَا ۚ إِنَّا كَذٰلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِيْنَ ○

১০৫। 'তুমি তো স্বপ্নাদেশ সত্যই পালন করিলে!'—এইভাবেই আমি সৎকর্ম-পরায়ণদিগকে পুরস্কৃত করিয়া থাকি।

١٠٦- إِنَّ هٰذَا لَهُوَ الْبَلٰٓؤُا الْمُبِيْنُ ○

১০৬। নিশ্চয়ই ইহা ছিল এক স্পষ্ট পরীক্ষা।

১৪৪৫। 'সে' অর্থাৎ হযরত ইব্‌রাহীম (আ)।

১৪৪৬। পিতা কুরবানী করিতে ও পুত্র কুরবানী হইতে যাইতেছেন। এইভাবে তাঁহারা উভয়ে আনুগত্য প্রকাশ করিয়াছিলেন।

١٠٧- وَفَدَيْنٰهُ بِذِبْحٍ عَظِيْمٍ ○

১০৭। আমি তাহাকে মুক্ত করিলাম এক কুরবানীর১৪৪৭ বিনিময়ে।

١٠٨- وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْاٰخِرِيْنَ ○

১০৮। আমি ইহা পরবর্তীদের স্মরণে রাখিয়াছি।১৪৪৮

١٠٩- سَلٰمٌ عَلٰٓى اِبْرٰهِيْمَ ○

১০৯। ইব্‌রাহীমের উপর শান্তি বর্ষিত হউক।

١١٠- كَذٰلِكَ نَجْزِى الْمُحْسِنِيْنَ ○

১১০। এইভাবে আমি সৎকর্মপরায়ণদিগকে পুরস্কৃত করিয়া থাকি।

١١١- اِنَّهٗ مِنْ عِبَادِنَا الْمُؤْمِنِيْنَ ○

১১১। সে ছিল আমার মু'মিন বান্দাদের অন্যতম;

١١٢- وَبَشَّرْنٰهُ بِاِسْحٰقَ نَبِيًّا مِّنَ الصّٰلِحِيْنَ ○

১১২। আমি তাহাকে সুসংবাদ দিয়াছিলাম ইস্‌হাকের, সে ছিল এক নবী, সৎকর্মপরায়ণদের অন্যতম,

١١٣- وَبٰرَكْنَا عَلَيْهِ وَعَلٰٓى اِسْحٰقَ ؕ وَمِنْ ذُرِّيَّتِهِمَا مُحْسِنٌ وَّظَالِمٌ لِّنَفْسِهٖ مُبِيْنٌ ○ ع

১১৩। আমি তাহাকে বরকত দান করিয়াছিলাম এবং ইস্‌হাককেও; তাহাদের বংশধরদের মধ্যে কতক সৎকর্মপরায়ণ এবং কতক নিজেদের প্রতি স্পষ্ট অত্যাচারী।

[৪]

١١٤- وَلَقَدْ مَنَنَّا عَلٰى مُوْسٰى وَهٰرُوْنَ ○

১১৪। আমি অনুগ্রহ করিয়াছিলাম মূসা ও হারূনের প্রতি,

١١٥- وَنَجَّيْنٰهُمَا وَقَوْمَهُمَا مِنَ الْكَرْبِ الْعَظِيْمِ ○

১১৫। এবং তাহাদিগকে এবং তাহাদের সম্প্রদায়কে আমি উদ্ধার করিয়াছিলাম মহাসংকট হইতে।

١١٦- وَنَصَرْنٰهُمْ فَكَانُوْا هُمُ الْغٰلِبِيْنَ ○

১১৬। আমি সাহায্য করিয়াছিলাম তাহাদিগকে, ফলে তাহারাই হইয়াছিল বিজয়ী।

১৪৪৭। উহা ছিল একটি দুম্বা যাহা বেহেশ্‌ত হইতে পাঠাইয়া দেওয়া হইয়াছিল।
১৪৪৮। 'ঈদুল আযহাতে কুরবানী করার রীতি প্রবর্তিত করিয়া।

Contents

১১৭। আমি উভয়কে দিয়াছিলাম বিশদ কিতাব।

١١٧- وَاٰتَيۡنٰهُمَا الۡكِتٰبَ الۡمُسۡتَبِيۡنَ ○

১১৮। এবং তাহাদিগকে আমি পরিচালিত করিয়াছিলাম সরল পথে।

١١٨- وَهَدَيۡنٰهُمَا الصِّرَاطَ الۡمُسۡتَقِيۡمَ ○

১১৯। আমি তাহাদের উভয়কে পরবর্তীদের স্মরণে রাখিয়াছি।[১৪৪৯]

١١٩- وَتَرَكۡنَا عَلَيۡهِمَا فِى الۡاٰخِرِيۡنَ ○

১২০। মূসা ও হারূনের প্রতি শান্তি বর্ষিত হউক।

١٢٠- سَلٰمٌ عَلٰى مُوۡسٰى وَهٰرُوۡنَ ○

১২১। এইভাবে আমি সৎকর্মপরায়ণদিগকে পুরস্কৃত করিয়া থাকি।

١٢١- اِنَّا كَذٰلِكَ نَجۡزِى الۡمُحۡسِنِيۡنَ ○

১২২। তাহারা উভয়েই ছিল আমার মু'মিন বান্দাদের অন্তর্ভুক্ত।

١٢٢- اِنَّهُمَا مِنۡ عِبَادِنَا الۡمُؤۡمِنِيۡنَ ○

১২৩। ইল্‌য়াসও ছিল রাসূলদের একজন।

١٢٣- وَاِنَّ اِلۡيَاسَ لَمِنَ الۡمُرۡسَلِيۡنَ ○

১২৪। স্মরণ কর, সে তাহার সম্প্রদায়কে বলিয়াছিল, 'তোমরা কি সাবধান হইবে না?

١٢٤- اِذۡ قَالَ لِقَوۡمِهٖۤ اَلَا تَتَّقُوۡنَ ○

১২৫। 'তোমরা কি বা'আলকে[১৪৫০] ডাকিবে এবং পরিত্যাগ করিবে শ্রেষ্ঠ স্রষ্টা—

١٢٥- اَتَدۡعُوۡنَ بَعۡلًا وَّتَذَرُوۡنَ اَحۡسَنَ الۡخَالِقِيۡنَ ○

১২৬। 'আল্লাহ্‌কে, যিনি প্রতিপালক তোমাদের—প্রতিপালক তোমাদের প্রাক্তন পূর্বপুরুষদের।'

١٢٦- اللّٰهَ رَبَّكُمۡ وَرَبَّ اٰبَآئِكُمُ الۡاَوَّلِيۡنَ ○

১২৭। কিন্তু উহারা তাহাকে মিথ্যাবাদী বলিয়াছিল, কাজেই উহাদিগকে অবশ্যই শাস্তির জন্য উপস্থিত করা হইবে।

١٢٧- فَكَذَّبُوۡهُ فَاِنَّهُمۡ لَمُحۡضَرُوۡنَ ○

১২৮। তবে আল্লাহ্‌র একনিষ্ঠ বান্দাদের কথা স্বতন্ত্র।

١٢٨- اِلَّا عِبَادَ اللّٰهِ الۡمُخۡلَصِيۡنَ ○

১৪৪৯। তাঁহাদের সুখ্যাতি পৃথিবীতে বাকী রাখিয়া।

১৪৫০। بعل একটি দেবমূর্তি, শাম (সিরিয়া)-এর বাক (بك) নামক স্থানে উহার পূজা হইত। পরে স্থানটির নাম হয় بعلبك।

١٢٩- وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْاٰخِرِيْنَ ۝

১২৯। আমি ইহা পরবর্তীদের স্মরণে রাখিয়াছি।

١٣٠- سَلٰمٌ عَلٰٓى اِلْ يَاسِيْنَ ۝

১৩০। ইল্‌য়াসীনের[১৪৫১] উপর শান্তি বর্ষিত হউক।

١٣١- اِنَّا كَذٰلِكَ نَجْزِى الْمُحْسِنِيْنَ ۝

১৩১। এইভাবে আমি সৎকর্মপরায়ণদিগকে পুরস্কৃত করিয়া থাকি।

١٣٢- اِنَّهٗ مِنْ عِبَادِنَا الْمُؤْمِنِيْنَ ۝

১৩২। সে ছিল আমার মু'মিন বান্দাদের অন্যতম।

١٣٣- وَاِنَّ لُوْطًا لَّمِنَ الْمُرْسَلِيْنَ ۝

১৩৩। লূতও ছিল রাসূলদের একজন।

١٣٤- اِذْ نَجَّيْنٰهُ وَاَهْلَهٗٓ اَجْمَعِيْنَ ۝

১৩৪। আমি তাহাকে ও তাহার পরিবারের সকলকে উদ্ধার করিয়াছিলাম—

١٣٥- اِلَّا عَجُوْزًا فِى الْغٰبِرِيْنَ ۝

১৩৫। এক বৃদ্ধা ব্যতীত, যে ছিল পশ্চাতে অবস্থানকারীদের অন্তর্ভুক্ত।

١٣٦- ثُمَّ دَمَّرْنَا الْاٰخَرِيْنَ ۝

১৩৬। অতঃপর অবশিষ্টদিগকে আমি সম্পূর্ণভাবে ধ্বংস করিয়াছিলাম।

١٣٧- وَاِنَّكُمْ لَتَمُرُّوْنَ عَلَيْهِمْ مُّصْبِحِيْنَ ۝

১৩৭। তোমরা তো উহাদের ধ্বংসাবশেষগুলি[১৪৫২] অতিক্রম করিয়া থাক সকালে ও

١٣٨- وَبِالَّيْلِ ۗ اَفَلَا تَعْقِلُوْنَ ۝ ع

১৩৮। সন্ধ্যায়। তবুও কি তোমরা অনুধাবন করিবে না?

[৫]

١٣٩- وَاِنَّ يُوْنُسَ لَمِنَ الْمُرْسَلِيْنَ ۝

১৩৯। ইউনুসও ছিল রাসূলদের একজন।

١٤٠- اِذْ اَبَقَ اِلَى الْفُلْكِ الْمَشْحُوْنِ ۝

১৪০। স্মরণ কর, যখন সে পলায়ন করিয়া বোঝাই নৌযানে পৌঁছিল,[১৪৫৩]

১৪৫১। হযরত ইল্‌য়াসীন (আ)-এর আর একটি নাম ইল্‌য়াস। অন্যমতে الياس -এর বহুবচন الياسين অর্থ ইল্‌য়াস ও তাঁহার অনুসারিগণ।

১৪৫২। এ স্থলে عليهم 'উহাদের উপর' দ্বারা 'উহাদের ধ্বংসাবশেষগুলির উপর' বুঝাইতেছে।-কুরতুবী

১৪৫৩। হযরত ইউনুস (আ) তাঁহার উম্মতকে 'আযাবের ভয় দেখাইয়াছিলেন। তাহা সত্ত্বেও উম্মত হিদায়াত গ্রহণে নিস্পৃহতা দেখায়। ইহাতে তিনি মর্মাহত হন, কাহারও মতে প্রতিশ্রুত 'আযাব আসিতে বিলম্ব হওয়ায় কতকটা বিক্ষুব্ধ হন এবং কাহাকেও কিছু না বলিয়া দেশত্যাগ করেন। পলায়ন পথে যাহা ঘটে তাহার কিছু বর্ণনা এই আয়াতগুলিতে রহিয়াছে। দ্র. ২১ ঃ ৮৭ আয়াত ও উহার টীকা।

١٤١- فَسَاهَمَ فَكَانَ مِنَ الْمُدْحَضِيْنَ ۝

১৪১। অতঃপর সে লটারীতে যোগদান করিল এবং পরাভূত হইল।[১৪৫৪]

١٤٢- فَالْتَقَمَهُ الْحُوْتُ وَهُوَ مُلِيْمٌ ۝

১৪২। পরে এক বৃহদাকার মৎস্য তাহাকে গিলিয়া ফেলিল, তখন সে নিজেকে ধিক্কার দিতে লাগিল।

١٤٣- فَلَوْلَآ اَنَّهٗ كَانَ مِنَ الْمُسَبِّحِيْنَ ۝

১৪৩। সে যদি আল্লাহ্‌র পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা না করিত,

١٤٤- لَلَبِثَ فِيْ بَطْنِهٖٓ اِلٰى يَوْمِ يُبْعَثُوْنَ ۝

১৪৪। তাহা হইলে তাহাকে উত্থান দিবস পর্যন্ত থাকিতে হইত উহার উদরে।

١٤٥- فَنَبَذْنٰهُ بِالْعَرَآءِ وَهُوَ سَقِيْمٌ ۝

১৪৫। অতঃপর ইউনুসকে আমি নিক্ষেপ করিলাম এক তৃণহীন প্রান্তরে এবং সে ছিল রুগ্ন।

١٤٦- وَاَنْۢبَتْنَا عَلَيْهِ شَجَرَةً مِّنْ يَّقْطِيْنٍ ۝

১৪৬। পরে আমি তাহার উপর এক লাউ গাছ উদ্‌গত করিলাম,[১৪৫৫]

١٤٧- وَ اَرْسَلْنٰهُ اِلٰى مِائَةِ اَلْفٍ اَوْ يَزِيْدُوْنَ ۝

১৪৭। তাহাকে আমি এক লক্ষ বা ততোধিক লোকের প্রতি প্রেরণ করিয়াছিলাম।

١٤٨- فَاٰمَنُوْا فَمَتَّعْنٰهُمْ اِلٰى حِيْنٍ ۝

১৪৮। এবং তাহারা ঈমান আনিয়াছিল; ফলে আমি তাহাদিগকে কিছু কালের জন্য জীবনোপভোগ করিতে দিলাম।

١٤٩- فَاسْتَفْتِهِمْ اَلِرَبِّكَ الْبَنَاتُ وَلَهُمُ الْبَنُوْنَ ۝

১৪৯। এখন উহাদিগকে[১৪৫৬] জিজ্ঞাসা কর, 'তোমার প্রতিপালকের জন্যই কি রহিয়াছে কন্যা সন্তান এবং উহাদের জন্য পুত্র সন্তান?'

١٥٠- اَمْ خَلَقْنَا الْمَلٰٓئِكَةَ اِنَاثًا وَّهُمْ شٰهِدُوْنَ ۝

১৫০। অথবা আমি কি ফিরিশ্‌তাদিগকে নারীরূপে সৃষ্টি করিয়াছিলাম আর উহারা প্রত্যক্ষ করিতেছিল?

১৪৫৪। হযরত ইউনুস (আ)-কে নদীপথে গমন করিতে হইয়াছিল। কিছু দূর যাওয়ার পর ঝড় উঠে, তখন নৌকাটি ডুবিবার উপক্রম হইলে, এক মতে আটকাইয়া গেলে যাত্রীরা তাহাদের মধ্যে কোন পলাতক ব্যক্তি আছে এই ধারণায় লটারীর (سهم) তীর নিক্ষেপ করার (তীরের দ্বারা ভাগ্য নির্ণয় করা) মাধ্যমে সেই ব্যক্তিকে চিহ্নিত করিতে চাহিল। লটারীতে ইউনুস (আ)-এর নাম উঠিলে তাহারা তাঁহাকে নদীতে ফেলিয়া দেয়।

১৪৫৫। ছায়া দিবার জন্য।

১৪৫৬। অর্থাৎ মক্কার কাফিরদিগকে।

Contents

১৫১। দেখ উহারা তো মনগড়া কথা বলে যে,

١٥١- اَلَآ اِنَّهُمْ مِّنْ اِفْكِهِمْ لَيَقُوْلُوْنَ ۙ

১৫২। 'আল্লাহ্ সন্তান জন্ম দিয়াছেন।' উহারা নিশ্চয়ই মিথ্যাবাদী।

١٥٢- وَلَدَ اللّٰهُ ۙ وَاِنَّهُمْ لَكٰذِبُوْنَ ○

১৫৩। তিনি কি পুত্র সন্তানের পরিবর্তে কন্যা সন্তান পসন্দ করিতেন?

١٥٣- اَصْطَفَى الْبَنَاتِ عَلَى الْبَنِيْنَ ۗ

১৫৪। তোমাদের কী হইয়াছে, তোমরা কিরূপ বিচার কর?

١٥٤- مَا لَكُمْ ۟ كَيْفَ تَحْكُمُوْنَ ○

১৫৫। তবে কি তোমরা উপদেশ গ্রহণ করিবে না?

١٥٥- اَفَلَا تَذَكَّرُوْنَ ۚ

১৫৬। তোমাদের কী সুস্পষ্ট দলীল-প্রমাণ আছে?

١٥٦- اَمْ لَكُمْ سُلْطٰنٌ مُّبِيْنٌ ۙ

১৫৭। তোমরা সত্যবাদী হইলে তোমাদের কিতাব উপস্থিত কর।

١٥٧- فَاْتُوْا بِكِتٰبِكُمْ اِنْ كُنْتُمْ صٰدِقِيْنَ ○

১৫৮। উহারা আল্লাহ্ ও জিন্ন জাতির মধ্যে আত্মীয়তার সম্পর্ক[১৪৫৭] স্থির করিয়াছে, অথচ জিন্নেরা জানে তাহাদিগকেও উপস্থিত করা হইবে শাস্তির জন্য।

١٥٨- وَجَعَلُوْا بَيْنَهٗ وَبَيْنَ الْجِنَّةِ نَسَبًا ۭ وَلَقَدْ عَلِمَتِ الْجِنَّةُ اِنَّهُمْ لَمُحْضَرُوْنَ ۙ

১৫৯। উহারা যাহা বলে তাহা হইতে আল্লাহ্ পবিত্র, মহান—

١٥٩- سُبْحٰنَ اللّٰهِ عَمَّا يَصِفُوْنَ ۙ

১৬০। আল্লাহ্‌র একনিষ্ঠ বান্দাগণ ব্যতীত,

١٦٠- اِلَّا عِبَادَ اللّٰهِ الْمُخْلَصِيْنَ ○

১৬১। তোমরা এবং তোমরা যাহাদের 'ইবাদত কর উহারা—

١٦١- فَاِنَّكُمْ وَمَا تَعْبُدُوْنَ ۙ

১৬২। তোমরা কাহাকেও আল্লাহ্ সম্বন্ধে বিভ্রান্ত করিতে পারিবে না—

١٦٢- مَآ اَنْتُمْ عَلَيْهِ بِفٰتِنِيْنَ ۙ

১৪৫৭। জিন্ন ও আল্লাহ্‌র মধ্যে বৈবাহিক সম্পর্ক।-বায়দাবী

١٦٣- اِلَّا مَنْ هُوَ صَالِ الْجَحِيْمِ ○

১৬৩। কেবল প্রজ্বলিত অগ্নিতে প্রবেশকারীকে ব্যতীত।

١٦٤- وَمَا مِنَّآ اِلَّا لَهٗ مَقَامٌ مَّعْلُوْمٌ ○

১৬৪। 'আমাদের প্রত্যেকের জন্যই নির্ধারিত স্থান রহিয়াছে,[১৪৫৮]

١٦٥- وَّاِنَّا لَنَحْنُ الصَّآفُّوْنَ ○

১৬৫। 'আমরা তো সারিবদ্ধভাবে দণ্ডায়মান

١٦٦- وَاِنَّا لَنَحْنُ الْمُسَبِّحُوْنَ ○

১৬৬। 'এবং আমরা অবশ্যই তাঁহার পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণাকারী।'

١٦٧- وَاِنْ كَانُوْا لَيَقُوْلُوْنَ ○

১৬৭। উহারাই তো বলিয়া আসিয়াছে,[১৪৫৯]

١٦٨- لَوْ اَنَّ عِنْدَنَا ذِكْرًا مِّنَ الْاَوَّلِيْنَ ○

১৬৮। 'পূর্ববর্তীদের কিতাবের মত যদি আমাদের কোন কিতাব থাকিত,

١٦٩- لَكُنَّا عِبَادَ اللّٰهِ الْمُخْلَصِيْنَ ○

১৬৯। 'আমরা অবশ্যই আল্লাহ্‌র একনিষ্ঠ বান্দা হইতাম।'

١٧٠- فَكَفَرُوْا بِهٖ فَسَوْفَ يَعْلَمُوْنَ ○

১৭০। কিন্তু উহারা কুরআন প্রত্যাখ্যান করিল এবং শীঘ্রই উহারা জানিতে পারিবে;[১৪৬০]

١٧١- وَلَقَدْ سَبَقَتْ كَلِمَتُنَا لِعِبَادِنَا الْمُرْسَلِيْنَ ○

১৭১। আমার প্রেরিত বান্দাদের সম্পর্কে আমার এই বাক্য পূর্বেই স্থির হইয়াছে যে,

١٧٢- اِنَّهُمْ لَهُمُ الْمَنْصُوْرُوْنَ ○

১৭২। অবশ্যই তাহারা সাহায্যপ্রাপ্ত হইবে,

١٧٣- وَاِنَّ جُنْدَنَا لَهُمُ الْغٰلِبُوْنَ ○

১৭৩। এবং আমার বাহিনীই হইবে বিজয়ী।

١٧٤- فَتَوَلَّ عَنْهُمْ حَتّٰى حِيْنٍ ○

১৭৪। অতএব কিছু কালের জন্য তুমি উহাদিগকে উপেক্ষা কর।

১৪৫৮। ইহা ফিরিশতাদের উক্তি।
১৪৫৯। এ স্থলে يقولون ক্রিয়ার কর্তা কাফিরগণ।
১৪৬০। উহার পরিণাম।

১৭৫। তুমি উহাদিগকে পর্যবেক্ষণ কর, শীঘ্রই উহারা প্রত্যক্ষ করিবে।	١٧٥- وَّ اَبۡصِرۡهُمۡ فَسَوۡفَ یُبۡصِرُوۡنَ ۞
১৭৬। উহারা কি তবে আমার শাস্তি ত্বরান্বিত করিতে চাহে?	١٧٦- اَفَبِعَذَابِنَا یَسۡتَعۡجِلُوۡنَ ۞
১৭৭। তাহাদের আঙিনায় যখন শাস্তি নামিয়া আসিবে তখন সতর্কীকৃতদের প্রভাত হইবে কত মন্দ!	١٧٧- فَاِذَا نَزَلَ بِسَاحَتِهِمۡ فَسَآءَ صَبَاحُ الۡمُنۡذَرِیۡنَ ۞
১৭৮। অতএব কিছু কালের জন্য তুমি উহাদিগকে উপেক্ষা কর।	١٧٨- وَتَوَلَّ عَنۡهُمۡ حَتّٰی حِیۡنٍ ۞
১৭৯। তুমি উহাদিগকে পর্যবেক্ষণ কর, শীঘ্রই উহারা প্রত্যক্ষ করিবে।১৪৬১	١٧٩- وَّ اَبۡصِرۡ فَسَوۡفَ یُبۡصِرُوۡنَ ۞
১৮০। উহারা যাহা আরোপ করে তাহা হইতে পবিত্র ও মহান তোমার প্রতিপালক, যিনি সকল ক্ষমতার অধিকারী।	١٨٠- سُبۡحٰنَ رَبِّکَ رَبِّ الۡعِزَّۃِ عَمَّا یَصِفُوۡنَ ۞
১৮১। শান্তি বর্ষিত হউক রাসূলদের প্রতি!	١٨١- وَ سَلٰمٌ عَلَی الۡمُرۡسَلِیۡنَ ۞
১৮২। আর সকল প্রশংসা জগতসমূহের প্রতিপালক আল্লাহ্‌রই প্রাপ্য।	١٨٢- وَ الۡحَمۡدُ لِلّٰہِ رَبِّ الۡعٰلَمِیۡنَ ۞

১৪৬১। (১৭৫ ও ১৭৯ আয়াতে) সত্য ও কুফরীর পরিণাম।

৩৮-সূরা সাদ

৮৮ আয়াত, ৫ রুকূ‘, মক্কী

।। দয়াময়, পরম দয়ালু আল্লাহ্‌র নামে ।।

١-صٓ وَالْقُرْاٰنِ ذِى الذِّكْرِ ۞

১। সাদ, শপথ উপদেশপূর্ণ কুরআনের! তুমি অবশ্যই সত্যবাদী।[১৪৬২]

٢-بَلِ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا فِىْ عِزَّةٍ وَّشِقَاقٍ ۞

২। কিন্তু কাফিরগণ ঔদ্ধত্য ও বিরোধিতায় ডুবিয়া আছে।

٣- كَمْ اَهْلَكْنَا مِنْ قَبْلِهِمْ مِّنْ قَرْنٍ فَنَادَوْا وَّلَاتَ حِيْنَ مَنَاصٍ ۞

৩। ইহাদের পূর্বে আমি কত জনগোষ্ঠী ধ্বংস করিয়াছি; তখন উহারা আর্ত চীৎকার করিয়াছিল। কিন্তু তখন পরিত্রাণের কোনই উপায় ছিল না।

٤-وَعَجِبُوْٓا اَنْ جَآءَهُمْ مُّنْذِرٌ مِّنْهُمْ ز وَقَالَ الْكٰفِرُوْنَ هٰذَا سٰحِرٌ كَذَّابٌ ۞

৪। ইহারা বিস্ময় বোধ করিতেছে যে, ইহাদের নিকট ইহাদেরই মধ্য হইতে একজন সতর্ককারী আসিল এবং কাফিররা বলে, ‘এ তো এক জাদুকর, মিথ্যাবাদী।’

٥- اَجَعَلَ الْاٰلِهَةَ اِلٰهًا وَّاحِدًا ۖ اِنَّ هٰذَا لَشَىْءٌ عُجَابٌ ۞

৫। ‘সে কি বহু ইলাহ্‌কে এক ইলাহ্ বানাইয়া লইয়াছে? ইহা তো এক অত্যাশ্চর্য ব্যাপার!’

٦- وَانْطَلَقَ الْمَلَاُ مِنْهُمْ اَنِ امْشُوْا وَاصْبِرُوْا عَلٰٓى اٰلِهَتِكُمْ ۖ اِنَّ هٰذَا لَشَىْءٌ يُّرَادُ ۞

৬। উহাদের প্রধানেরা সরিয়া পড়ে এই বলিয়া, ‘তোমরা চলিয়া যাও এবং তোমাদের দেবতাগুলির পূজায় তোমরা অবিচলিত থাক। নিশ্চয়ই এই ব্যাপারটি উদ্দেশ্যমূলক।’[১৪৬৩]

٧-مَا سَمِعْنَا بِهٰذَا فِى الْمِلَّةِ الْاٰخِرَةِ ۖ اِنْ هٰذَآ اِلَّا اخْتِلَاقٌ ۞

৭। ‘আমরা তো অন্য ধর্মাদর্শে[১৪৬৪] এরূপ কথা শুনি নাই; ইহা এক মনগড়া উক্তি মাত্র।

১৪৬২। এ স্থলে ‘তুমি অবশ্যই সত্যবাদী’ বা ‘ইহা সত্য’ বা ‘তাহারা মিথ্যাবাদী’ এই জাতীয় কথা উহ্য আছে। –বায়দাবী

১৪৬৩। রাসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-এর এই ধর্মপ্রচার রোধ করার উদ্দেশ্যে, তৎকালীন নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিরা ইসলাম হইতে লোকদের ফিরাইয়া রাখিতে এই ধরনের অপপ্রচার করিত।

১৪৬৪। অন্য ধর্মাদর্শ দ্বারা অন্যান্য ধর্ম বা তাহাদের বাপ-দাদার ধর্ম বা খৃষ্টধর্মকে বুঝাইতেছে।

Contents

٨-ءَاُنْزِلَ عَلَيْهِ الذِّكْرُ مِنْ بَيْنِنَا ط بَلْ هُمْ فِيْ شَكٍّ مِّنْ ذِكْرِيْ ج بَلْ لَّمَّا يَذُوْقُوْا عَذَابِ ۝

৮। 'আমাদের মধ্য হইতে কি তাহারই উপর কুরআন অবতীর্ণ হইল?' প্রকৃতপক্ষে উহারা তো আমার কুরআনে সন্দিহান, উহারা এখনও আমার শাস্তি আস্বাদন করে নাই।

٩-اَمْ عِنْدَهُمْ خَزَآئِنُ رَحْمَةِ رَبِّكَ الْعَزِيْزِ الْوَهَّابِ ۝

৯। উহাদের নিকট কি আছে তোমার প্রতিপালকের অনুগ্রহের ভাণ্ডার, যিনি পরাক্রমশালী, মহান দাতা?

١٠-اَمْ لَهُمْ مُّلْكُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا قف فَلْيَرْتَقُوْا فِي الْاَسْبَابِ ۝

১০। উহাদের কি কর্তৃত্ব আছে আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবী এবং উহাদের অন্তর্বর্তী সমস্ত কিছুর উপর? থাকিলে, উহারা সিঁড়ি বাহিয়া আরোহণ করুক!

١١-جُنْدٌ مَّا هُنَالِكَ مَهْزُوْمٌ مِّنَ الْاَحْزَابِ ۝

১১। বহু দলের[১৪৬৫] এই বাহিনীও সেক্ষেত্রে অবশ্যই পরাজিত হইবে।

١٢-كَذَّبَتْ قَبْلَهُمْ قَوْمُ نُوْحٍ وَّعَادٌ وَّفِرْعَوْنُ ذُو الْاَوْتَادِ ۝

১২। ইহাদের পূর্বেও রাসূলদিগকে অস্বীকার করিয়াছিল নূহের সম্প্রদায়, 'আদ ও বহু শিবিরের[১৪৬৬] অধিপতি ফির'আওন,

١٣-وَثَمُوْدُ وَقَوْمُ لُوْطٍ وَّاَصْحٰبُ لْئَيْكَةِ ط اُولٰٓئِكَ الْاَحْزَابُ ۝

১৩। ছামূদ, লূত সম্প্রদায় ও 'আয়কা'র অধিবাসী;[১৪৬৭] উহারা ছিল এক-একটি বিশাল বাহিনী।

١٤-اِنْ كُلٌّ اِلَّا كَذَّبَ الرُّسُلَ فَحَقَّ عِقَابِ ۝

১৪। উহাদের প্রত্যেকেই রাসূলগণকে অস্বীকার করিয়াছে। ফলে উহাদের ক্ষেত্রে আমার শাস্তি হইয়াছে বাস্তব।

[২]

١٥-وَمَا يَنْظُرُ هٰٓؤُلَآءِ اِلَّا صَيْحَةً وَّاحِدَةً مَّا لَهَا مِنْ فَوَاقٍ ۝

১৫। ইহারা তো অপেক্ষা করিতেছে একটি মাত্র প্রচণ্ড নিনাদের, যাহাতে কোন বিরাম থাকিবে না।

১৪৬৫। মতের পার্থক্যের কারণে কাফিরদের বহু দল, কিন্তু সত্যের বিরুদ্ধে সংগ্রামে তাহারা এক সম্মিলিত বাহিনী।

১৪৬৬। اوتاد শব্দটি وتد -এর বহুবচন, যাহার অর্থ কীলক, এ স্থলে ইহার ভাবার্থ-সৈনিকদের শিবির যাহা বড় বড় কীলক দ্বারা ভূমিতে স্থাপন করা হয়।

১৪৬৭। ১৫ ঃ ৭৮ আয়াতের টীকা দ্র.।

১৬। ইহারা বলে, 'হে আমাদের প্রতিপালক! বিচারদিবসের পূর্বেই আমাদের প্রাপ্য[১৪৬৮] আমাদিগকে শীঘ্র দিয়া দাও না!'

١٦- وَقَالُوا رَبَّنَا عَجِّلْ لَّنَا قِطَّنَا قَبْلَ يَوْمِ الْحِسَابِ ۝

১৭। ইহারা যাহা বলে তাহাতে তুমি ধৈর্য ধারণ কর এবং স্মরণ কর, আমার শক্তিশালী বান্দা দাউদের কথা; সে ছিল অতিশয় আল্লাহ্[১৪৬৯] অভিমুখী।

١٧- اِصْبِرْ عَلٰى مَا يَقُوْلُوْنَ وَاذْكُرْ عَبْدَنَا دَاوٗدَ ذَا الْاَيْدِ ۚ اِنَّهٗٓ اَوَّابٌ ۝

১৮। আমি নিয়োজিত করিয়াছিলাম পর্বতমালাকে, যেন ইহারা সকাল-সন্ধ্যায় তাহার সহিত আমার পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা করে,

١٨- اِنَّا سَخَّرْنَا الْجِبَالَ مَعَهٗ يُسَبِّحْنَ بِالْعَشِيِّ وَالْاِشْرَاقِ ۝

১৯। এবং সমবেত বিহংগকুলকেও; সকলেই ছিল তাঁহার অভিমুখী।[১৪৭০]

١٩- وَالطَّيْرَ مَحْشُوْرَةً ۚ كُلٌّ لَّهٗٓ اَوَّابٌ ۝

২০। আমি তাহার রাজ্যকে সুদৃঢ় করিয়াছিলাম এবং তাহাকে দিয়াছিলাম প্রজ্ঞা ও ফয়সালাকারী বাগ্মিতা।

٢٠- وَشَدَدْنَا مُلْكَهٗ وَاٰتَيْنٰهُ الْحِكْمَةَ وَفَصْلَ الْخِطَابِ ۝

২১। তোমার নিকট বিবদমান লোকদের বৃত্তান্ত পৌঁছিয়াছে কি? যখন উহারা প্রাচীর ডিঙাইয়া আসিল 'ইবাদতখানায়,

٢١- وَهَلْ اَتٰىكَ نَبَؤُا الْخَصْمِ ۘ اِذْ تَسَوَّرُوا الْمِحْرَابَ ۝

২২। এবং দাউদের নিকট পৌঁছিল, তখন তাহাদের কারণে সে ভীত হইয়া পড়িল। উহারা বলিল, 'ভীত হইবেন না, আমরা দুই বিবদমান পক্ষ—আমাদের একে অপরের উপর যুলুম করিয়াছে; অতএব আমাদের মধ্যে ন্যায়বিচার করুন; অবিচার করিবেন না এবং আমাদিগকে সঠিক পথনির্দেশ করুন।

٢٢- اِذْ دَخَلُوْا عَلٰى دَاوٗدَ فَفَزِعَ مِنْهُمْ قَالُوْا لَا تَخَفْ ۚ خَصْمٰنِ بَغٰى بَعْضُنَا عَلٰى بَعْضٍ فَاحْكُمْ بَيْنَنَا بِالْحَقِّ وَلَا تُشْطِطْ وَاهْدِنَآ اِلٰى سَوَآءِ الصِّرَاطِ ۝

১৪৬৮। قطّ লিপি, এখানে অংশ বা প্রাপ্য।
১৪৬৯। এ স্থলে 'আল্লাহ্' কথাটি উহ্য আছে।
১৪৭০। অর্থাৎ অনুগত।

Contents

٢٣- اِنَّ هٰذَآ اَخِيْ قف لَهٗ تِسْعٌ وَّتِسْعُوْنَ نَعْجَةً وَّلِيَ نَعْجَةٌ وَّاحِدَةٌ قف فَقَالَ اَكْفِلْنِيْهَا وَعَزَّنِيْ فِي الْخِطَابِ ○

২৩। 'এই ব্যক্তি আমার ভাই, ইহার আছে নিরানব্বইটি দুম্বা এবং আমার আছে মাত্র একটি দুম্বা। তবুও সে বলে, 'আমার যিম্মায় এইটি দিয়া দাও', এবং কথায় সে আমার প্রতি কঠোরতা প্রদর্শন করিয়াছে।

٢٤- قَالَ لَقَدْ ظَلَمَكَ بِسُؤَالِ نَعْجَتِكَ اِلٰى نِعَاجِهٖ ط وَاِنَّ كَثِيْرًا مِّنَ الْخُلَطَآءِ لَيَبْغِيْ بَعْضُهُمْ عَلٰى بَعْضٍ اِلَّا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ وَقَلِيْلٌ مَّا هُمْ ط وَظَنَّ دَاوٗدُ اَنَّمَا فَتَنّٰهُ فَاسْتَغْفَرَ رَبَّهٗ وَخَرَّ رَاكِعًا وَّاَنَابَ ○ السجدة

২৪। দাউদ বলিল, 'তোমার দুম্বাটিকে তাহার দুম্বাগুলির সংগে যুক্ত করিবার দাবি করিয়া সে তোমার প্রতি যুল্‌ম করিয়াছে। শরীকদের অনেকে একে অন্যের উপর তো অবিচার করিয়া থাকে—করে না কেবল মু'মিন ও সৎকর্মপরায়ণ ব্যক্তিগণ এবং তাহারা সংখ্যায় স্বল্প।' দাউদ বুঝিতে পারিল, আমি তাহাকে পরীক্ষা করিলাম।[১৪৭১] অতঃপর সে তাহার প্রতিপালকের নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করিল এবং নত হইয়া লুটাইয়া পড়িল ও তাঁহার অভিমুখী হইল।

সিজদা

٢٥- فَغَفَرْنَا لَهٗ ذٰلِكَ ط وَاِنَّ لَهٗ عِنْدَنَا لَزُلْفٰى وَحُسْنَ مَاٰبٍ ○

২৫। অতঃপর আমি তাহার ত্রুটি ক্ষমা করিলাম। আমার নিকট তাহার জন্য রহিয়াছে নৈকট্যের মর্যাদা ও শুভ পরিণাম।

٢٦- يٰدَاوٗدُ اِنَّا جَعَلْنٰكَ خَلِيْفَةً فِي الْاَرْضِ فَاحْكُمْ بَيْنَ النَّاسِ بِالْحَقِّ وَلَا تَتَّبِعِ الْهَوٰى فَيُضِلَّكَ عَنْ سَبِيْلِ اللّٰهِ ط اِنَّ الَّذِيْنَ يَضِلُّوْنَ عَنْ سَبِيْلِ اللّٰهِ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيْدٌۢ بِمَا نَسُوْا يَوْمَ الْحِسَابِ ○ ع

২৬। 'হে দাউদ![১৪৭২] আমি তোমাকে পৃথিবীতে প্রতিনিধি করিয়াছি, অতএব তুমি লোকদের মধ্যে সুবিচার কর এবং খেয়াল-খুশীর অনুসরণ করিও না, কেননা ইহা তোমাকে আল্লাহ্‌র পথ হইতে বিচ্যুত করিবে।' যাহারা আল্লাহ্‌র পথ হইতে ভ্রষ্ট হয় তাহাদের জন্য রহিয়াছে কঠিন শাস্তি, কারণ তাহারা বিচারদিবসকে বিস্মৃত হইয়া আছে।

১৪৭১। ইবাদতখানায় হঠাৎ দুই ব্যক্তি প্রবেশ করায় স্বাভাবিকভাবেই হযরত দাউদ (আ)-এর ক্রুদ্ধ হওয়ার কথা, কিন্তু তিনি ধৈর্য ধারণ করিলেন। অন্যদিকে তিনি সর্বদাই ন্যায়বিচার করিতে সচেষ্ট থাকিতেন। সেই দুই ব্যক্তির বিচারে অত্যাচারীকে কিছু না বলিয়া অত্যাচারিতকে সম্বোধন করায় হয়ত বা কিছুটা পক্ষপাতিত্ব প্রদর্শন করা হইয়াছে মনে করিয়া দাউদ (আ) ক্ষমা প্রার্থনা করিলেন।

১৪৭২। আল্লাহ্ তা'আলা দাউদ (আ)-কে সম্বোধন করিয়া কথাগুলি বলিয়াছেন।

[৩]

২৭। আমি আকাশ, পৃথিবী এবং এতদুভয়ের মধ্যবর্তী কোন কিছুই অনর্থক সৃষ্টি করি নাই।১৪৭৩ অনর্থক সৃষ্টি করার ধারণা উহাদের যাহারা কাফির, সুতরাং কাফিরদের জন্য রহিয়াছে জাহান্নামের দুর্ভোগ।

٢٧-وَمَا خَلَقْنَا السَّمَآءَ وَالْاَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا بَاطِلًا ۚ ذٰلِكَ ظَنُّ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا ۚ فَوَيْلٌ لِّلَّذِيْنَ كَفَرُوْا مِنَ النَّارِ ۞

২৮। যাহারা ঈমান আনে ও সৎকর্ম করে এবং যাহারা পৃথিবীতে বিপর্যয় সৃষ্টি করিয়া বেড়ায়, আমি কি তাহাদিগকে সমান গণ্য করিব? আমি কি মুত্তাকীদিগকে অপরাধীদের সমান গণ্য করিব?

٢٨-اَمْ نَجْعَلُ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ كَالْمُفْسِدِيْنَ فِى الْاَرْضِ ۫ اَمْ نَجْعَلُ الْمُتَّقِيْنَ كَالْفُجَّارِ ۞

২৯। এক কল্যাণময় কিতাব, ইহা আমি তোমার প্রতি অবতীর্ণ করিয়াছি, যাহাতে মানুষ ইহার আয়াতসমূহ অনুধাবন করে এবং বোধশক্তি সম্পন্ন ব্যক্তিগণ গ্রহণ করে উপদেশ।

٢٩- كِتٰبٌ اَنْزَلْنٰهُ اِلَيْكَ مُبٰرَكٌ لِّيَدَّبَّرُوْٓا اٰيٰتِهٖ وَلِيَتَذَكَّرَ اُولُوا الْاَلْبَابِ ۞

৩০। আমি দাউদকে দান করিলাম সুলায়মান। সে ছিল উত্তম বান্দা এবং সে ছিল অতিশয় আল্লাহ্[১৪৭৪] অভিমুখী।

٣٠-وَوَهَبْنَا لِدَاوٗدَ سُلَيْمٰنَ ۚ نِعْمَ الْعَبْدُ ۚ اِنَّهٗٓ اَوَّابٌ ۞

৩১। যখন অপরাহ্নে তাহার সম্মুখে ধাবনোদ্যত উৎকৃষ্ট অশ্বরাজিকে উপস্থিত করা হইল,

٣١-اِذْ عُرِضَ عَلَيْهِ بِالْعَشِيِّ الصّٰفِنٰتُ الْجِيَادُ ۞

৩২। তখন সে বলিল, 'আমি তো আমার প্রতিপালকের স্মরণ হইতে বিমুখ হইয়া ঐশ্বর্য প্রীতিতে মগ্ন হইয়া পড়িয়াছি, এদিকে সূর্য অস্তমিত হইয়া গিয়াছে;

٣٢-فَقَالَ اِنِّيْٓ اَحْبَبْتُ حُبَّ الْخَيْرِ عَنْ ذِكْرِ رَبِّيْ ۚ حَتّٰى تَوَارَتْ بِالْحِجَابِ ۞

৩৩। 'এইগুলিকে পুনরায় আমার সম্মুখে আনয়ন কর।' অতঃপর সে উহাদের পদ ও গলদেশ ছেদন করিতে লাগিল।১৪৭৫

٣٣-رُدُّوْهَا عَلَيَّ ۚ فَطَفِقَ مَسْحًۢا بِالسُّوْقِ وَالْاَعْنَاقِ ۞

১৪৭৩। দ্র. ২৩ ঃ ১১৫ ও ৫১ ঃ ৫৬ আয়াতদ্বয়।

১৪৭৪। এ স্থলে 'আল্লাহ্' শব্দটি উহ্য আছে।

১৪৭৫। হযরত সুলায়মান (আ) জিহাদের জন্য সযত্নে পালিত অশ্বগুলিকে এক অপরাহ্নে পরিদর্শন করিতেছিলেন। এই কাজে ব্যস্ত থাকায় তাঁহার সেই সময়ের নির্ধারিত ওজীফা (নফল ইবাদত) বাদ পড়িয়া যায়। স্মরণ হওয়ামাত্র তিনি অনুতপ্ত হন এবং স্বাভাবিকভাবেই অশ্বগুলির প্রতি তাহার মন রুষ্ট হয়। তিনি সেইগুলিকে পুনরায় আনাইয়া উহাদের কিছু সংখ্যককে তাঁহার শরী'আতের বিধানমত কুরবানী করেন।

٣٤- وَلَقَدْ فَتَنَّا سُلَيْمٰنَ وَاَلْقَيْنَا عَلٰى كُرْسِيِّهٖ جَسَدًا ثُمَّ اَنَابَ ○

৩৪। আমি তো সুলায়মানকে পরীক্ষা করিলাম এবং তাহার আসনের উপর রাখিলাম একটি ধড়;[১৪৭৬] অতঃপর সুলায়মান আমার অভিমুখী হইল।

٣٥- قَالَ رَبِّ اغْفِرْ لِيْ وَهَبْ لِيْ مُلْكًا لَّا يَنْۢبَغِيْ لِاَحَدٍ مِّنْۢ بَعْدِيْ ۚ اِنَّكَ اَنْتَ الْوَهَّابُ ○

৩৫। সে বলিল, 'হে আমার প্রতিপালক! আমাকে ক্ষমা কর এবং আমাকে দান কর এমন এক রাজ্য যাহার অধিকারী আমি ছাড়া কেহ না হয়। তুমি তো পরম দাতা।'

٣٦- فَسَخَّرْنَا لَهُ الرِّيْحَ تَجْرِيْ بِاَمْرِهٖ رُخَآءً حَيْثُ اَصَابَ ○

৩৬। তখন আমি তাহার অধীন করিয়া দিলাম বায়ুকে, যাহা তাহার আদেশে, সে যেখানে ইচ্ছা করিত সেথায় মৃদুমন্দভাবে প্রবাহিত হইত,

٣٧- وَالشَّيٰطِيْنَ كُلَّ بَنَّآءٍ وَّغَوَّاصٍ ○

৩৭। এবং শয়তানদিগকে,[১৪৭৭] যাহারা সকলেই ছিল প্রাসাদ-নির্মাণকারী ও ডুবুরী,

٣٨- وَّاٰخَرِيْنَ مُقَرَّنِيْنَ فِى الْاَصْفَادِ ○

৩৮। এবং শৃঙ্খলে আবদ্ধ আরও অনেককে।

٣٩- هٰذَا عَطَآؤُنَا فَامْنُنْ اَوْ اَمْسِكْ بِغَيْرِ حِسَابٍ ○

৩৯। 'এইসব আমার অনুগ্রহ, ইহা হইতে তুমি অন্যকে দিতে অথবা নিজে রাখিতে পার। ইহার জন্য তোমাকে হিসাব দিতে হইবে না।'

٤٠- وَاِنَّ لَهٗ عِنْدَنَا لَزُلْفٰى وَحُسْنَ مَاٰبٍ ○

৪০। এবং আমার নিকট রহিয়াছে তাহার জন্য নৈকট্যের মর্যাদা ও শুভ পরিণাম।

ع

[৪]

وقف لازم

٤١- وَاذْكُرْ عَبْدَنَآ اَيُّوْبَ ۘ اِذْ نَادٰى رَبَّهٗٓ اَنِّيْ مَسَّنِيَ الشَّيْطٰنُ بِنُصْبٍ وَّعَذَابٍ ○

৪১। স্মরণ কর, আমার বান্দা আইউবকে, যখন সে তাহার প্রতিপালককে আহবান করিয়া বলিয়াছিল, 'শয়তান তো আমাকে যন্ত্রণা ও কষ্টে ফেলিয়াছে',[১৪৭৮]

১৪৭৬। একদা হযরত সুলায়মান (আ) তাঁহার সকল স্ত্রীর সংগে সংগত হওয়ার কামনা করেন ও বলেন, 'এইভাবে যেই সকল সন্তান জন্মাইবে তাহারা জিহাদে শরীক হইবে,' কিন্তু মুখে তিনি 'ইনশাআল্লাহ্' না বলায় শুধু একজন স্ত্রীর গর্ভেই হস্ত-পদহীন একটি সন্তান জন্মে। ধাত্রী সেই মাংসপিণ্ডসম সন্তানটিকে দরবারে আনিয়া তাঁহার সিংহাসনের উপর রাখিয়া দেয়। সুলায়মান (আ) তখন তাঁহার ভুল বুঝিতে পারিয়া আল্লাহ্র নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করেন।

১৪৭৭। অর্থাৎ জিন্নদিগকে।

১৪৭৮। মন্দ কাজ কোন-না-কোনভাবে শয়তানের প্ররোচনার প্রতিফল। তাই আইউব (আ) তাঁহার কষ্ট ও যন্ত্রণার জন্য শয়তানকে দায়ী করিয়াছেন। অথচ ২১ ঃ ৮৩ আয়াতে শুধু আছে, 'আমি দুঃখ-কষ্টে পড়িয়াছি।' অথবা অসুস্থ থাকার সময় শয়তান তাঁহার ধৈর্যচ্যুতি ঘটাইতে চেষ্টা করিলে তিনি মানসিক কষ্ট পান এবং আল্লাহ্র নিকট এই দু'আ করেন।

৪২। আমি তাহাকে বলিলাম,[১৪৭৯] 'তুমি তোমার পদ দ্বারা ভূমিতে আঘাত কর, এই তো গোসলের সুশীতল পানি আর পানীয়।'

٤٢- اُرْكُضْ بِرِجْلِكَ ۚ هٰذَا مُغْتَسَلٌۢ بَارِدٌ وَّ شَرَابٌ ○

৪৩। আমি তাহাকে দান করিলাম তাহার পরিজনবর্গ ও তাহাদের মত আরও, আমার অনুগ্রহস্বরূপ এবং বোধশক্তি সম্পন্ন লোকদের জন্য উপদেশস্বরূপ।

٤٣- وَ وَهَبْنَا لَهٗۤ اَهْلَهٗ وَمِثْلَهُمْ مَّعَهُمْ رَحْمَةً مِّنَّا وَ ذِكْرٰى لِاُولِى الْاَلْبَابِ ○

৪৪। আমি তাহাকে আদেশ করিলাম,[১৪৮০] 'একমুষ্টি তৃণ লও ও উহা দ্বারা আঘাত কর এবং শপথ ভংগ করিও না।' আমি তো তাহাকে পাইলাম ধৈর্যশীল। কত উত্তম বান্দা সে! সে ছিল আমার অভিমুখী।

٤٤- وَخُذْ بِيَدِكَ ضِغْثًا فَاضْرِبْ بِّهٖ وَلَا تَحْنَثْ ؕ اِنَّا وَجَدْنٰهُ صَابِرًا ؕ نِعْمَ الْعَبْدُ ؕ اِنَّهٗۤ اَوَّابٌ ○

৪৫। স্মরণ কর, আমার বান্দা ইব্‌রাহীম, ইস্‌হাক ও ইয়া'কূবের কথা, উহারা ছিল শক্তিশালী ও সূক্ষ্মদর্শী।

٤٥- وَاذْكُرْ عِبٰدَنَاۤ اِبْرٰهِيْمَ وَاِسْحٰقَ وَيَعْقُوْبَ اُولِى الْاَيْدِىْ وَالْاَبْصَارِ ○

৪৬। আমি তাহাদিগকে অধিকারী করিয়াছিলাম এক বিশেষ গুণের, উহা ছিল পরলোকের স্মরণ।

٤٦- اِنَّاۤ اَخْلَصْنٰهُمْ بِخَالِصَةٍ ذِكْرَى الدَّارِ ۚ○

৪৭। অবশ্যই তাহারা ছিল আমার মনোনীত[১৪৮১] উত্তম বান্দাদের অন্তর্ভুক্ত।

٤٧- وَاِنَّهُمْ عِنْدَنَا لَمِنَ الْمُصْطَفَيْنَ الْاَخْيَارِ ۗ○

৪৮। স্মরণ কর, ইসমাঈল, আল-ইয়াসা'আ ও যুল-কিফ্‌লের কথা, ইহারা প্রত্যেকেই ছিল সজ্জন।

٤٨- وَاذْكُرْ اِسْمٰعِيْلَ وَالْيَسَعَ وَذَا الْكِفْلِ ؕ وَكُلٌّ مِّنَ الْاَخْيَارِ ۗ○

৪৯। ইহা এক স্মরণীয় বর্ণনা। মুত্তাকীদের জন্য রহিয়াছে উত্তম আবাস—

٤٩- هٰذَا ذِكْرٌ ؕ وَاِنَّ لِلْمُتَّقِيْنَ لَحُسْنَ مَاٰبٍ ۙ○

১৪৭৯। এ স্থলে 'আমি তাহাকে বলিলাম' কথাটি উহ্য আছে।

১৪৮০। হযরত আইউব (আ)-এর স্ত্রী অপরিহার্য প্রয়োজনে বাহিরে গমন করিয়াছিলেন এবং ফিরিতে তাঁহার দেরী হওয়ায় আইউব (আ) তাঁহাকে এক শত বেত্রাঘাত করার কসম করেন। তাঁহার স্ত্রী নিরপরাধ হওয়ায় কসম পূর্ণ করার একটি উপায় আল্লাহ্ তাঁহাকে জানাইয়া দেন। ইহা আইউব (আ)-এর জন্য বিশেষ ব্যবস্থা ছিল। শরী'আতে কসম পূর্ণ করার জন্য কোন হীলা বা কৌশলের আশ্রয় গ্রহণ বৈধ নহে।

১৪৮১। اصطفى (নির্বাচিত বা মনোনীত করা) হইতে কর্মবাচক বিশেষ্য مصطفى - اسم مفعول উহার বহুবচন مصطفين

٥٠- جَنّٰتِ عَدْنٍ مُّفَتَّحَةً لَّهُمُ الْاَبْوَابُ ۝

৫০। চিরস্থায়ী জান্নাত, যাহার দ্বার তাহাদের জন্য উন্মুক্ত।

٥١- مُتَّكِـِٕيْنَ فِيْهَا يَدْعُوْنَ فِيْهَا بِفَاكِهَةٍ كَثِيْرَةٍ وَّشَرَابٍ ۝

৫১। সেথায় তাহারা আসীন হইবে হেলান দিয়া, সেথায় তাহারা বহুবিধ ফলমূল ও পানীয় চাহিবে।

٥٢- وَعِنْدَهُمْ قٰصِرٰتُ الطَّرْفِ اَتْرَابٌ ۝

৫২। এবং তাহাদের পার্শ্বে থাকিবে আনতনয়না সমবয়স্কাগণ।

٥٣- هٰذَا مَا تُوْعَدُوْنَ لِيَوْمِ الْحِسَابِ ۝

৫৩। ইহা হিসাব দিবসের জন্য তোমাদিগকে প্রদত্ত প্রতিশ্রুতি।

٥٤- اِنَّ هٰذَا لَرِزْقُنَا مَا لَهٗ مِنْ نَّفَادٍ ۝

৫৪। ইহা তো আমার দেওয়া রিয্ক যাহা নিঃশেষ হইবে না,

٥٥- هٰذَا ۗ وَاِنَّ لِلطّٰغِيْنَ لَشَرَّ مَاٰبٍ ۝

৫৫। ইহাই[১৪৮২]। আর সীমালংঘনকারীদের জন্য রহিয়াছে নিকৃষ্টতম পরিণাম—

٥٦- جَهَنَّمَ ۚ يَصْلَوْنَهَا ۚ فَبِئْسَ الْمِهَادُ ۝

৫৬। জাহান্নাম, সেথায় উহারা প্রবেশ করিবে, কত নিকৃষ্ট বিশ্রামস্থল!

٥٧- هٰذَا ۙ فَلْيَذُوْقُوْهُ حَمِيْمٌ وَّغَسَّاقٌ ۝

৫৭। ইহা সীমালংঘনকারীদের জন্য।[১৪৮৩] সুতরাং উহারা আস্বাদন করুক ফুটন্ত পানি ও পুঁজ।

٥٨- وَّاٰخَرُ مِنْ شَكْلِهٖۤ اَزْوَاجٌ ۝

৫৮। আরও আছে এইরূপ বিভিন্ন ধরনের শাস্তি।

٥٩- هٰذَا فَوْجٌ مُّقْتَحِمٌ مَّعَكُمْ ۚ لَا مَرْحَبًا بِهِمْ ۗ اِنَّهُمْ صَالُوا النَّارِ ۝

৫৯। 'এই তো এক বাহিনী,[১৪৮৪] তোমাদের সংগে প্রবেশ করিতেছে।' 'উহাদের জন্য নাই অভিনন্দন, ইহারা তো জাহান্নামে জ্বলিবে।'

১৪৮২। ইহাই মুত্তাকীদের পরিণাম।
১৪৮৩। এ স্থলে 'সীমালংঘনকারীদের জন্য' কথাটি উহ্য আছে।
১৪৮৪। জাহান্নামের অধিবাসীদের পরস্পরের মধ্যে এই কথোপকথন হইবে—যাহা ৫৯-৬৩ আয়াতসমূহে বর্ণিত।

٦٠- قَالُوْا بَلْ اَنْتُمْ لَا مَرْحَبًا بِكُمْ ۖ اَنْتُمْ قَدَّمْتُمُوْهُ لَنَا ۚ فَبِئْسَ الْقَرَارُ ۝

৬০। অনুসারীরা বলিবে, 'বরং তোমরাও, তোমাদের জন্যও অভিনন্দন নাই। তোমরাই তো পূর্বে উহা আমাদের জন্য ব্যবস্থা করিয়াছ। কত নিকৃষ্ট এই আবাসস্থল!'

٦١- قَالُوْا رَبَّنَا مَنْ قَدَّمَ لَنَا هٰذَا فَزِدْهُ عَذَابًا ضِعْفًا فِي النَّارِ ۝

৬১। উহারা বলিবে, 'হে আমাদের প্রতিপালক! যে ইহা আমাদের সম্মুখীন করিয়াছে, জাহান্নামে তাহার শাস্তি তুমি দ্বিগুণ বর্ধিত কর।'

٦٢- وَقَالُوْا مَا لَنَا لَا نَرٰى رِجَالًا كُنَّا نَعُدُّهُمْ مِّنَ الْاَشْرَارِ ۝

৬২। উহারা আরও বলিবে, 'আমাদের কী হইল যে, আমরা যে সকল লোককে মন্দ বলিয়া গণ্য করিতাম তাহাদিগকে দেখিতে পাইতেছি না।

٦٣- اَتَّخَذْنٰهُمْ سِخْرِيًّا اَمْ زَاغَتْ عَنْهُمُ الْاَبْصَارُ ۝

৬৩। 'তবে কি আমরা উহাদিগকে অহেতুক ঠাট্টা-বিদ্রূপের পাত্র মনে করিতাম; না উহাদের ব্যাপারে আমাদের দৃষ্টি বিভ্রম ঘটিয়াছে?'

٦٤- اِنَّ ذٰلِكَ لَحَقٌّ تَخَاصُمُ اَهْلِ النَّارِ ۝

৬৪। ইহা নিশ্চিত সত্য—জাহান্নামীদের এই বাদ-প্রতিবাদ।

[৫]

٦٥- قُلْ اِنَّمَا اَنَا مُنْذِرٌ ۖ وَّمَا مِنْ اِلٰهٍ اِلَّا اللّٰهُ الْوَاحِدُ الْقَهَّارُ ۝

৬৫। বল, 'আমি তো একজন সতর্ককারী মাত্র এবং কোন ইলাহ্ নাই আল্লাহ্ ব্যতীত, যিনি এক, যিনি প্রবল প্রতাপশালী,

٦٦- رَبُّ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا الْعَزِيْزُ الْغَفَّارُ ۝

৬৬। 'যিনি আকাশমণ্ডলী, পৃথিবী ও উহাদের মধ্যবর্তী সমস্ত কিছুর প্রতিপালক, যিনি পরাক্রমশালী, যিনি মহাক্ষমাশীল।'

٦٧- قُلْ هُوَ نَبَؤٌا عَظِيْمٌ ۝

৬৭। বল, 'ইহা এক মহাসংবাদ,

٦٨- اَنْتُمْ عَنْهُ مُعْرِضُوْنَ ۝

৬৮। 'যাহা হইতে তোমরা মুখ ফিরাইয়া লইতেছ।

٦٩- مَا كَانَ لِيَ مِنْ عِلْمٍۭ بِالْمَلَاِ الْاَعْلٰىٓ اِذْ يَخْتَصِمُوْنَ ۝

৬৯। 'ঊর্ধ্বলোকে তাহাদের[১৪৮৫] বাদানুবাদ সম্পর্কে আমার কোন জ্ঞান ছিল না।

٧٠- اِنْ يُّوْحٰٓى اِلَيَّ اِلَّآ اَنَّمَآ اَنَا نَذِيْرٌ مُّبِيْنٌ ۝

৭০। 'আমার নিকট তো এই ওহী আসিয়াছে যে, আমি একজন স্পষ্ট সতর্ককারী।'

٧١- اِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلٰٓئِكَةِ اِنِّيْ خَالِقٌۢ بَشَرًا مِّنْ طِيْنٍ ۝

৭১। স্মরণ কর, তোমার প্রতিপালক ফিরিশ্‌তাদিগকে বলিয়াছিলেন, 'আমি মানুষ সৃষ্টি করিতেছি কর্দম হইতে,

٧٢- فَاِذَا سَوَّيْتُهٗ وَنَفَخْتُ فِيْهِ مِنْ رُّوْحِيْ فَقَعُوْا لَهٗ سٰجِدِيْنَ ۝

৭২। 'যখন আমি উহাকে সুষম করিব এবং উহাতে আমার রূহ সঞ্চার করিব, তখন তোমরা উহার প্রতি সিজ্‌দাবনত হইও।'

٧٣- فَسَجَدَ الْمَلٰٓئِكَةُ كُلُّهُمْ اَجْمَعُوْنَ ۝

৭৩। তখন ফিরিশ্‌তারা সকলেই সিজ্‌দাবনত হইল—

٧٤- اِلَّآ اِبْلِيْسَ ؕ اِسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكٰفِرِيْنَ ۝

৭৪। কেবল ইবলীস ব্যতীত, সে অহংকার করিল এবং কাফিরদের অন্তর্ভুক্ত হইল।

٧٥- قَالَ يٰٓاِبْلِيْسُ مَا مَنَعَكَ اَنْ تَسْجُدَ لِمَا خَلَقْتُ بِيَدَيَّ ؕ اَسْتَكْبَرْتَ اَمْ كُنْتَ مِنَ الْعَالِيْنَ ۝

৭৫। তিনি বলিলেন, 'হে ইবলীস! আমি যাহাকে নিজ হাতে সৃষ্টি করিয়াছি, তাহার প্রতি সিজ্‌দাবনত হইতে তোমাকে কিসে বাধা দিল? তুমি কি ঔদ্ধত্য প্রকাশ করিলে, না তুমি উচ্চ মর্যাদাসম্পন্ন?'

٧٦- قَالَ اَنَا خَيْرٌ مِّنْهُ ؕ خَلَقْتَنِيْ مِنْ نَّارٍ وَّخَلَقْتَهٗ مِنْ طِيْنٍ ۝

৭৬। সে বলিল, 'আমি উহা হইতে শ্রেষ্ঠ। আপনি আমাকে আগুন হইতে সৃষ্টি করিয়াছেন এবং উহাকে সৃষ্টি করিয়াছেন কর্দম হইতে।'

٧٧- قَالَ فَاخْرُجْ مِنْهَا فَاِنَّكَ رَجِيْمٌ ۝

৭৭। তিনি বলিলেন, 'তুমি এখান হইতে বাহির হইয়া যাও, নিশ্চয়ই তুমি বিতাড়িত।

٧٨- وَّاِنَّ عَلَيْكَ لَعْنَتِيْٓ اِلٰى يَوْمِ الدِّيْنِ ۝

৭৮। 'এবং তোমার উপর আমার লা'নত স্থায়ী হইবে, কর্মফল দিবস পর্যন্ত।'

১৪৮৫। অর্থাৎ ফিরিশ্‌তাদের।

٧٩- قَالَ رَبِّ فَأَنْظِرْنِيْٓ إِلٰى يَوْمِ يُبْعَثُوْنَ ○

৭৯। সে বলিল, 'হে আমার প্রতিপালক! আপনি আমাকে অবকাশ দিন উত্থান দিবস পর্যন্ত।'

٨٠- قَالَ فَإِنَّكَ مِنَ الْمُنْظَرِيْنَ ○

৮০। তিনি বলিলেন, 'তুমি অবকাশপ্রাপ্তদের অন্তর্ভুক্ত হইলে–

٨١- إِلٰى يَوْمِ الْوَقْتِ الْمَعْلُوْمِ ○

৮১। 'অবধারিত সময় উপস্থিত হওয়ার দিন পর্যন্ত।'

٨٢- قَالَ فَبِعِزَّتِكَ لَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِيْنَ ○

৮২। সে বলিল, 'আপনার ক্ষমতার শপথ! আমি উহাদের সকলকেই পথভ্রষ্ট করিব,

٨٣- إِلَّا عِبَادَكَ مِنْهُمُ الْمُخْلَصِيْنَ ○

৮৩। 'তবে উহাদের মধ্যে আপনার একনিষ্ঠ বান্দাদিগকে নহে।'

٨٤- قَالَ فَالْحَقُّ وَالْحَقَّ أَقُوْلُ ○

৮৪। তিনি বলিলেন, 'তবে ইহাই সত্য, আর আমি সত্যই বলি–

٨٥- لَأَمْلَئَنَّ جَهَنَّمَ مِنْكَ وَمِمَّنْ تَبِعَكَ مِنْهُمْ أَجْمَعِيْنَ ○

৮৫। 'তোমার দ্বারা ও তোমার অনুসারীদের দ্বারা আমি জাহান্নাম পূর্ণ করিবই।'

٨٦- قُلْ مَآ أَسْئَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ وَّمَآ أَنَا مِنَ الْمُتَكَلِّفِيْنَ ○

৮৬। বল, 'আমি ইহার[১৪৮৬] জন্য তোমাদের নিকট কোন প্রতিদান চাহি না এবং যাহারা মিথ্যা দাবি করে আমি তাহাদের অন্তর্ভুক্ত নহি।'

٨٧- إِنْ هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِّلْعٰلَمِيْنَ ○

৮৭। ইহা[১৪৮৭] তো বিশ্বজগতের জন্য উপদেশ মাত্র।

٨٨- وَلَتَعْلَمُنَّ نَبَاَهٗ بَعْدَ حِيْنٍ ○

৮৮। ইহার সংবাদ[১৪৮৮] তোমরা অবশ্যই জানিবে, কিয়ৎকাল পরে।

১৪৮৬। অর্থাৎ আল্লাহ্‌র দীনের দিকে আহ্বানের জন্য।
১৪৮৭। এ স্থলে 'ইহা' অর্থ আল-কুরআন।
১৪৮৮। আল-কুরআনে বর্ণিত পুরস্কার ও শাস্তির সত্যতা পরেই জানিবে।

৩৯- সূরা যুমার

৭৫ আয়াত, ৮ রুকূ‘, মক্কী

।। দয়াময়, পরম দয়ালু আল্লাহ্‌র নামে ।।

১। এই কিতাব অবতীর্ণ পরাক্রমশালী প্রজ্ঞাময় আল্লাহ্‌র নিকট হইতে।

২। আমি তোমার নিকট এই কিতাব সত্যসহ অবতীর্ণ করিয়াছি। সুতরাং আল্লাহ্‌র ‘ইবাদত কর তাঁহার আনুগত্যে বিশুদ্ধচিত্ত হইয়া।

৩। জানিয়া রাখ, অবিমিশ্র আনুগত্য আল্লাহ্‌রই প্রাপ্য। যাহারা আল্লাহ্‌র পরিবর্তে অন্যকে অভিভাবকরূপে গ্রহণ করে তাহারা বলে,[১৪৮৯] ‘আমরা তো ইহাদের পূজা এইজন্যই করি যে, ইহারা আমাদিগকে আল্লাহ্‌র সান্নিধ্যে আনিয়া দিবে।’ উহারা যে বিষয়ে নিজেদের মধ্যে মতভেদ করিতেছে আল্লাহ্ তাহার ফয়সালা করিয়া দিবেন। যে মিথ্যাবাদী ও কাফির, আল্লাহ্ তাহাকে সৎপথে পরিচালিত করেন না।

৪। আল্লাহ্ সন্তান গ্রহণ করিতে চাহিলে তিনি তাঁহার সৃষ্টির মধ্যে যাহাকে ইচ্ছা বাছিয়া লইতেন। পবিত্র ও মহান তিনি! তিনি আল্লাহ্, এক, প্রবল পরাক্রমশালী।

৫। তিনি যথাযথভাবে আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবী সৃষ্টি করিয়াছেন। তিনি রাত্রি দ্বারা দিবসকে আচ্ছাদিত করেন এবং রাত্রিকে আচ্ছাদিত করেন দিবস দ্বারা। সূর্য ও চন্দ্রকে তিনি করিয়াছেন নিয়মাধীন।
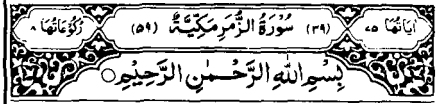
١-تَنْزِيْلُ الْكِتٰبِ مِنَ اللّٰهِ
الْعَزِيْزِ الْحَكِيْمِ ○

٢-اِنَّآ اَنْزَلْنَآ اِلَيْكَ الْكِتٰبَ بِالْحَقِّ
فَاعْبُدِ اللّٰهَ مُخْلِصًا لَّهُ الدِّيْنَ ○

٣-اَلَا لِلّٰهِ الدِّيْنُ الْخَالِصُ ط
وَالَّذِيْنَ اتَّخَذُوْا مِنْ دُوْنِهٖٓ اَوْلِيَآءَ م
مَا نَعْبُدُهُمْ اِلَّا لِيُقَرِّبُوْنَآ اِلَى اللّٰهِ زُلْفٰى ط
اِنَّ اللّٰهَ يَحْكُمُ بَيْنَهُمْ
فِيْ مَا هُمْ فِيْهِ يَخْتَلِفُوْنَ ۵
اِنَّ اللّٰهَ لَا يَهْدِيْ
مَنْ هُوَ كٰذِبٌ كَفَّارٌ ○

٤-لَوْ اَرَادَ اللّٰهُ اَنْ يَّتَّخِذَ وَلَدًا
لَّاصْطَفٰى مِمَّا يَخْلُقُ مَا يَشَآءُ لا
سُبْحٰنَهٗ ط
هُوَ اللّٰهُ الْوَاحِدُ الْقَهَّارُ ○

٥-خَلَقَ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ بِالْحَقِّ ج
يُكَوِّرُ الَّيْلَ عَلَى النَّهَارِ وَيُكَوِّرُ النَّهَارَ
عَلَى الَّيْلِ وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ ط

১৪৮৯। ‘তাহারা বলে’ কথাটি এ স্থলে উহ্য আছে।

كُلٌّ يَّجْرِيْ لِاَجَلٍ مُّسَمًّى ؕ اَلَا هُوَ الْعَزِيْزُ الْغَفَّارُ ۝

প্রত্যেকেই পরিক্রমণ করে এক নির্দিষ্ট কাল পর্যন্ত। জানিয়া রাখ, তিনি পরাক্রমশালী, ক্ষমাশীল।

٦- خَلَقَكُمْ مِّنْ نَّفْسٍ وَّاحِدَةٍ ثُمَّ جَعَلَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَاَنْزَلَ لَكُمْ مِّنَ الْاَنْعَامِ ثَمٰنِيَةَ اَزْوَاجٍ ؕ يَخْلُقُكُمْ فِيْ بُطُوْنِ اُمَّهٰتِكُمْ خَلْقًا مِّنْۢ بَعْدِ خَلْقٍ فِيْ ظُلُمٰتٍ ثَلٰثٍ ؕ ذٰلِكُمُ اللّٰهُ رَبُّكُمْ لَهُ الْمُلْكُ ؕ لَاۤ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ ۚ فَاَنّٰى تُصْرَفُوْنَ ۝

৬। তিনি তোমাদিগকে সৃষ্টি করিয়াছেন একই ব্যক্তি হইতে। অতঃপর তিনি তাহা হইতে তাহার স্ত্রী সৃষ্টি করিয়াছেন।[১৪৯০] তিনি তোমাদিগকে দিয়াছেন আট প্রকার আন'আম।[১৪৯১] তিনি তোমাদিগকে তোমাদের মাতৃ-গর্ভের ত্রিবিধ অন্ধকারে[১৪৯২] পর্যায়ক্রমে সৃষ্টি করিয়াছেন। তিনিই আল্লাহ্; তোমাদের প্রতিপালক; সর্বময় কর্তৃত্ব তাঁহারই; তিনি ব্যতীত কোন ইলাহ্ নাই। তবে তোমরা মুখ ফিরাইয়া কোথায় চলিয়াছ?

٧- اِنْ تَكْفُرُوْا فَاِنَّ اللّٰهَ غَنِيٌّ عَنْكُمْ قف وَلَا يَرْضٰى لِعِبَادِهِ الْكُفْرَ ۚ وَاِنْ تَشْكُرُوْا يَرْضَهُ لَكُمْ ؕ وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِّزْرَ اُخْرٰى ؕ ثُمَّ اِلٰى رَبِّكُمْ مَّرْجِعُكُمْ فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُوْنَ ؕ اِنَّهُ عَلِيْمٌۢ بِذَاتِ الصُّدُوْرِ ۝

৭। তোমরা অকৃতজ্ঞ হইলে আল্লাহ্ তোমাদের মুখাপেক্ষী নহেন, তিনি তাঁহার বান্দাদের অকৃতজ্ঞতা পসন্দ করেন না। যদি তোমরা কৃতজ্ঞ হও, তিনি তোমাদের জন্য ইহাই পসন্দ করেন। একের ভার অন্যে বহন করিবে না। অতঃপর তোমাদের প্রতিপালকের নিকট তোমাদের প্রত্যাবর্তন এবং তোমরা যাহা করিতে তিনি তোমাদিগকে তাহা অবহিত করিবেন। অন্তরে যাহা আছে তিনি তাহা সম্যক অবগত।

٨- وَاِذَا مَسَّ الْاِنْسَانَ ضُرٌّ دَعَا رَبَّهُ مُنِيْبًا اِلَيْهِ

৮। মানুষকে যখন দুঃখ-দৈন্য স্পর্শ করে তখন সে একনিষ্ঠভাবে তাহার প্রতিপালককে ডাকে। পরে যখন

১৪৯০। انزل -অবতীর্ণ করিয়াছে, এখানে 'সৃষ্টি করিয়াছে' অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে।
১৪৯১। ৫ ঃ ১ আয়াতের টীকা দ্র.।
১৪৯২। মাতৃ জঠর, জরায়ু ও ঝিল্লির আচ্ছাদন -এই তিন অন্ধকারে ভ্রূণ অবস্থান করে।

ثُمَّ إِذَا خَوَّلَهُ نِعْمَةً مِّنْهُ
نَسِيَ مَا كَانَ يَدْعُوٓا إِلَيْهِ مِن قَبْلُ
وَجَعَلَ لِلَّهِ أَندَادًا لِّيُضِلَّ عَن سَبِيلِهِۦ ۚ
قُلْ تَمَتَّعْ بِكُفْرِكَ قَلِيلًا ۖ
إِنَّكَ مِنْ أَصْحَٰبِ ٱلنَّارِ ۝

তিনি তাহার প্রতি অনুগ্রহ করেন তখন সে বিস্মৃত হইয়া যায় তাহার পূর্বে যাহার জন্য সে ডাকিয়াছিল তাঁহাকে এবং সে আল্লাহ্‌র সমকক্ষ দাঁড় করায়, অপরকে তাঁহার পথ হইতে বিভ্রান্ত করিবার জন্য। বল, 'কুফরীর জীবন অবস্থায় তুমি কিছু কাল উপভোগ করিয়া লও। বস্তুত তুমি জাহান্নামীদের অন্যতম।'

٩- أَمَّنْ هُوَ قَٰنِتٌ ءَانَآءَ ٱلَّيْلِ
سَاجِدًا وَقَآئِمًا يَحْذَرُ ٱلْءَاخِرَةَ
وَيَرْجُوا۟ رَحْمَةَ رَبِّهِۦ ۗ
قُلْ هَلْ يَسْتَوِى ٱلَّذِينَ يَعْلَمُونَ
وَٱلَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ ۗ
إِنَّمَا يَتَذَكَّرُ أُو۟لُوا۟ ٱلْأَلْبَٰبِ ۝

৯। যে ব্যক্তি রাত্রির বিভিন্ন যামে সিজ্‌দাবনত হইয়া ও দাঁড়াইয়া আনুগত্য প্রকাশ করে, আখিরাতকে ভয় করে এবং তাঁহার প্রতিপালকের অনুগ্রহ প্রত্যাশা করে, সে কি তাহার সমান, যে তাহা করে না?[১৪৯৩] বল, 'যাহারা জানে এবং যাহারা জানে না, তাহারা কি সমান?' বোধশক্তি সম্পন্ন লোকেরাই কেবল উপদেশ গ্রহণ করে।

[২]

١٠- قُلْ يَٰعِبَادِ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ ٱتَّقُوا۟ رَبَّكُمْ ۚ
لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا۟ فِى هَٰذِهِ ٱلدُّنْيَا
حَسَنَةٌ ۗ وَأَرْضُ ٱللَّهِ وَٰسِعَةٌ ۗ
إِنَّمَا يُوَفَّى ٱلصَّٰبِرُونَ أَجْرَهُم بِغَيْرِ حِسَابٍ ۝

১০। বল,[১৪৯৪] 'হে আমার মু'মিন বান্দাগণ! তোমরা তোমাদের প্রতিপালককে ভয় কর। যাহারা এই দুনিয়াতে কল্যাণকর কাজ করে তাহাদের জন্য আছে কল্যাণ। আর আল্লাহ্‌র যমীন প্রশস্ত, ধৈর্যশীলদিগকে তো অপরিমিত পুরস্কার দেওয়া হইবে।'

١١- قُلْ إِنِّىٓ أُمِرْتُ أَنْ أَعْبُدَ ٱللَّهَ
مُخْلِصًا لَّهُ ٱلدِّينَ ۝

১১। বল, 'আমি তো আদিষ্ট হইয়াছি, আল্লাহর আনুগত্যে একনিষ্ঠ হইয়া তাঁহার 'ইবাদত করিতে;

١٢- وَأُمِرْتُ لِأَنْ أَكُونَ أَوَّلَ ٱلْمُسْلِمِينَ ۝

১২। 'আর আদিষ্ট হইয়াছি, আমি যেন আত্মসমর্পণকারীদের অগ্রণী হই।'

১৪৯৩। 'সে কি তাহার সমান যে তাহা করে না', এই কথাটি মূল আরবীতে উহ্য আছে। —নাসাফী
১৪৯৪। অর্থাৎ বল আমার এই কথা।

Contents

১৩। বল, 'আমি যদি আমার প্রতিপালকের অবাধ্য হই, তবে আমি ভয় করি মহাদিবসের শাস্তির।'

١٣- قُلْ اِنِّیْۤ اَخَافُ اِنْ عَصَیْتُ رَبِّیْ عَذَابَ یَوْمٍ عَظِیْمٍ ○

১৪। বল, 'আমি 'ইবাদত করি আল্লাহ্‌রই তাঁহার প্রতি আমার আনুগত্যকে একনিষ্ঠ রাখিয়া।

١٤- قُلِ اللّٰهَ اَعْبُدُ مُخْلِصًا لَّهٗ دِیْنِیْ ○

১৫। 'আর তোমরা আল্লাহ্‌র পরিবর্তে যাহার ইচ্ছা তাহার 'ইবাদত কর।' বল, 'ক্ষতিগ্রস্ত তাহারাই যাহারা কিয়ামতের দিন নিজেদের ও নিজেদের পরিজনবর্গের ক্ষতিসাধন করে। জানিয়া রাখ, ইহাই সুস্পষ্ট ক্ষতি।'

١٥- فَاعْبُدُوْا مَا شِئْتُمْ مِّنْ دُوْنِهٖ ؕ قُلْ اِنَّ الْخٰسِرِیْنَ الَّذِیْنَ خَسِرُوْۤا اَنْفُسَهُمْ وَ اَهْلِیْهِمْ یَوْمَ الْقِیٰمَةِ ؕ اَلَا ذٰلِكَ هُوَ الْخُسْرَانُ الْمُبِیْنُ ○

১৬। তাহাদের জন্য থাকিবে তাহাদের উর্ধ্বদিকে অগ্নির আচ্ছাদন এবং নিম্নদিকেও আচ্ছাদন। এতদ্বারা আল্লাহ্ তাঁহার বান্দাদিগকে সতর্ক করেন। হে আমার বান্দাগণ! তোমরা আমাকে ভয় কর।

١٦- لَهُمْ مِّنْ فَوْقِهِمْ ظُلَلٌ مِّنَ النَّارِ وَ مِنْ تَحْتِهِمْ ظُلَلٌ ؕ ذٰلِكَ یُخَوِّفُ اللّٰهُ بِهٖ عِبَادَهٗ ؕ یٰعِبَادِ فَاتَّقُوْنِ ○

১৭। যাহারা তাগূতের[১৪৯৫] পূজা হইতে দূরে থাকে এবং আল্লাহ্‌র অভিমুখী হয়, তাহাদের জন্য আছে সুসংবাদ। অতএব সুসংবাদ দাও আমার বান্দাদিগকে—

١٧- وَ الَّذِیْنَ اجْتَنَبُوا الطَّاغُوْتَ اَنْ یَّعْبُدُوْهَا وَ اَنَابُوْۤا اِلَى اللّٰهِ لَهُمُ الْبُشْرٰی ۚ فَبَشِّرْ عِبَادِ ○

১৮। যাহারা মনোযোগ সহকারে কথা শুনে এবং উহার মধ্যে যাহা উত্তম তাহা গ্রহণ করে। উহাদিগকে আল্লাহ্ সৎপথে পরিচালিত করেন এবং উহারাই বোধশক্তি সম্পন্ন।

١٨- الَّذِیْنَ یَسْتَمِعُوْنَ الْقَوْلَ فَیَتَّبِعُوْنَ اَحْسَنَهٗ ؕ اُولٰٓئِكَ الَّذِیْنَ هَدٰىهُمُ اللّٰهُ وَ اُولٰٓئِكَ هُمْ اُولُوا الْاَلْبَابِ ○

১৯। যাহার উপর দণ্ডাদেশ অবধারিত হইয়াছে; তুমি কি রক্ষা করিতে পারিবে[১৪৯৬] সেই ব্যক্তিকে, যে জাহান্নামে আছে?

١٩- اَفَمَنْ حَقَّ عَلَیْهِ كَلِمَةُ الْعَذَابِ ؕ اَفَاَنْتَ تُنْقِذُ مَنْ فِی النَّارِ ○

১৪৯৫। ২ ঃ ২৫৬ আয়াতের টীকা দ্রষ্টব্য।

১৪৯৬। রাসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-কে বলা হইয়াছে যে, তুমি কাহারও মালিক নও এবং কাহারও ব্যাপারে তোমার কোন ক্ষমতা নাই। অতএব কাহাকেও শাস্তি হইতে রক্ষা করা তোমার কাজ নয়। দ্র. ৫ ঃ ৯৯।-বায়দাবী

Contents

২০। لٰكِنِ الَّذِيْنَ اتَّقَوْا رَبَّهُمْ لَهُمْ غُرَفٌ مِّنْ فَوْقِهَا غُرَفٌ مَّبْنِيَّةٌ ۙ تَجْرِيْ مِنْ تَحْتِهَا الْاَنْهٰرُ ۬ؕ وَعْدَ اللّٰهِ ؕ لَا يُخْلِفُ اللّٰهُ الْمِيْعَادَ ○

২০। তবে যাহারা তাহাদের প্রতিপালককে ভয় করে, তাহাদের জন্য আছে বহু প্রাসাদ যাহার উপর নির্মিত আরও প্রাসাদ, যাহার পাদদেশে নদী প্রবাহিত; ইহা আল্লাহ্‌র ওয়াদা, আল্লাহ্ ওয়াদা খেলাফ করেন না।

২১। اَلَمْ تَرَ اَنَّ اللّٰهَ اَنْزَلَ مِنَ السَّمَآءِ مَآءً فَسَلَكَهٗ يَنَابِيْعَ فِي الْاَرْضِ ثُمَّ يُخْرِجُ بِهٖ زَرْعًا مُّخْتَلِفًا اَلْوَانُهٗ ثُمَّ يَهِيْجُ فَتَرٰىهُ مُصْفَرًّا ثُمَّ يَجْعَلُهٗ حُطَامًا ؕ اِنَّ فِيْ ذٰلِكَ لَذِكْرٰى لِاُولِي الْاَلْبَابِ ○

২১। তুমি কি দেখ না, আল্লাহ্ আকাশ হইতে বারি বর্ষণ করেন, অতঃপর উহা ভূমিতে নির্ঝররূপে প্রবাহিত করেন এবং তদ্দ্বারা বিবিধ বর্ণের ফসল উৎপন্ন করেন, অতঃপর ইহা শুকাইয়া যায়। ফলে তোমরা ইহা পীতবর্ণ দেখিতে পাও, অবশেষে তিনি উহা খড়-কুটায় পরিণত করেন? ইহাতে অবশ্যই উপদেশ রহিয়াছে বোধশক্তিসম্পন্নদের জন্য।

[৩]

২২। اَفَمَنْ شَرَحَ اللّٰهُ صَدْرَهٗ لِلْاِسْلَامِ فَهُوَ عَلٰى نُوْرٍ مِّنْ رَّبِّهٖ ؕ فَوَيْلٌ لِّلْقٰسِيَةِ قُلُوْبُهُمْ مِّنْ ذِكْرِ اللّٰهِ ؕ اُولٰٓئِكَ فِيْ ضَلٰلٍ مُّبِيْنٍ ○

২২। আল্লাহ্ ইসলামের জন্য যাহার বক্ষ উন্মুক্ত করিয়া দিয়াছেন[১৪৯৭] এবং যে তাহার প্রতিপালক প্রদত্ত আলোতে রহিয়াছে, সে কি তাহার সমান যে এরূপ নহে?[১৪৯৮] দুর্ভোগ সেই কঠোর হৃদয় ব্যক্তিদের জন্য যাহারা আল্লাহ্‌র স্মরণে পরাঙ্মুখ! উহারা স্পষ্ট বিভ্রান্তিতে আছে।

২৩। اَللّٰهُ نَزَّلَ اَحْسَنَ الْحَدِيْثِ كِتٰبًا مُّتَشَابِهًا مَّثَانِيَ ۖ تَقْشَعِرُّ مِنْهُ جُلُوْدُ الَّذِيْنَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ ۚ ثُمَّ تَلِيْنُ جُلُوْدُهُمْ وَقُلُوْبُهُمْ اِلٰى ذِكْرِ اللّٰهِ ؕ ذٰلِكَ هُدَى اللّٰهِ

২৩। আল্লাহ্ অবতীর্ণ করিয়াছেন উত্তম বাণী সম্বলিত কিতাব যাহা সুসমঞ্জস এবং যাহা পুনঃ পুনঃ আবৃত্তি করা হয়। ইহাতে, যাহারা তাহাদের প্রতিপালককে ভয় করে, তাহাদের গাত্র রোমাঞ্চিত হয়, অতঃপর তাহাদের দেহমন বিনম্র হইয়া আল্লাহ্‌র স্মরণে ঝুঁকিয়া পড়ে। ইহাই আল্লাহ্‌র পথনির্দেশ, তিনি উহা দ্বারা

১৪৯৭। বক্ষ উন্মুক্তকরণ কিভাবে হয় রাসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-কে ইব্‌ন মাসউদ (রা) এই প্রশ্ন করিলে তিনি বলিয়াছিলেন, 'অন্তরে নূর (আলোক) প্রবেশ করিলে বক্ষ উন্মুক্ত হয়।' উহার নিদর্শন কি তাহা জানিতে চাহিলে তিনি বলিয়াছিলেন, 'উহার নিদর্শন স্থায়ী জীবন دار الخلود -এর প্রতি আগ্রহ প্রকাশ পাওয়া এবং উহাতে স্থির থাকা; আর অস্থায়ী জীবন دار الغرور -এর প্রতি নির্লিপ্ততা বৃদ্ধি পাওয়া এবং মৃত্যুর স্মরণ মনে জাগ্রত থাকা।'

১৪৯৮। এ স্থলে 'সে কি তাহার সমান যে এরূপ নহে' কথাটি উহ্য আছে।

يَهْدِىْ بِهٖ مَنْ يَّشَآءُ ؕ وَمَنْ يُّضْلِلِ اللّٰهُ فَمَا لَهٗ مِنْ هَادٍ ○

যাহাকে ইচ্ছা পথ প্রদর্শন করেন। আল্লাহ্ যাহাকে বিভ্রান্ত করেন তাহার কোন পথপ্রদর্শক নাই।

٢٤- اَفَمَنْ يَّتَّقِىْ بِوَجْهِهٖ سُوْٓءَ الْعَذَابِ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ ؕ وَقِيْلَ لِلظّٰلِمِيْنَ ذُوْقُوْا مَا كُنْتُمْ تَكْسِبُوْنَ ○

২৪। যে ব্যক্তি কিয়ামতের দিন তাহার মুখমণ্ডল দ্বারা কঠিন শাস্তি ঠেকাইতে চাহিবে, সে কি তাহার মত যে নিরাপদ?[১৪৯৯] যালিমদিগকে বলা হইবে, 'তোমরা যাহা অর্জন করিতে তাহার শাস্তি আস্বাদন কর।'

٢٥- كَذَّبَ الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَاَتٰىهُمُ الْعَذَابُ مِنْ حَيْثُ لَا يَشْعُرُوْنَ ○

২৫। উহাদের পূর্ববর্তিগণও অস্বীকার করিয়াছিল, ফলে শাস্তি এমনভাবে উহাদিগকে গ্রাস করিল যে, উহারা ধারণাও করিতে পারে নাই।

٢٦- فَاَذَاقَهُمُ اللّٰهُ الْخِزْىَ فِى الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا ۚ وَلَعَذَابُ الْاٰخِرَةِ اَكْبَرُ ۘ لَوْ كَانُوْا يَعْلَمُوْنَ ○

২৬। ফলে আল্লাহ্ উহাদিগকে পার্থিব জীবনে লাঞ্ছনা ভোগ করাইলেন এবং আখিরাতের শাস্তি তো কঠিনতর। যদি ইহারা জানিত!

٢٧- وَلَقَدْ ضَرَبْنَا لِلنَّاسِ فِىْ هٰذَا الْقُرْاٰنِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ لَّعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُوْنَ ○ۚ

২৭। আমি এই কুরআনে মানুষের জন্য সর্বপ্রকার দৃষ্টান্ত উপস্থিত করিয়াছি, যাহাতে উহারা উপদেশ গ্রহণ করে,

٢٨- قُرْاٰنًا عَرَبِيًّا غَيْرَ ذِىْ عِوَجٍ لَّعَلَّهُمْ يَتَّقُوْنَ ○

২৮। আরবী ভাষায় এই কুরআন বক্রতামুক্ত, যাহাতে মানুষ সাবধানতা অবলম্বন করে।

٢٩- ضَرَبَ اللّٰهُ مَثَلًا رَّجُلًا فِيْهِ شُرَكَآءُ مُتَشٰكِسُوْنَ وَرَجُلًا سَلَمًا لِّرَجُلٍ ؕ هَلْ يَسْتَوِيٰنِ مَثَلًا ؕ اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ ۚ بَلْ اَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُوْنَ ○

২৯। আল্লাহ্ একটি দৃষ্টান্ত পেশ করিতেছেন ঃ এক ব্যক্তির প্রভু অনেক, যাহারা পরস্পর বিরুদ্ধভাবাপন্ন এবং আর এক ব্যক্তির প্রভু কেবল একজন; এই দুইজনের অবস্থা কি সমান? প্রশংসা আল্লাহ্রই প্রাপ্য; কিন্তু উহাদের অধিকাংশই ইহা জানে না।

٣٠- اِنَّكَ مَيِّتٌ وَّاِنَّهُمْ مَّيِّتُوْنَ ○ۚ

৩০। তুমি তো মরণশীল এবং উহারাও মরণশীল।

٣١- ثُمَّ اِنَّكُمْ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ عِنْدَ رَبِّكُمْ تَخْتَصِمُوْنَ ○ۚ

৩১। অতঃপর কিয়ামত দিবসে তোমরা তো পরস্পর তোমাদের প্রতিপালকের সম্মুখে বাক-বিতণ্ডা করিবে।

১৪৯৯। এ স্থলে 'সে কি তাহার মত যে নিরাপদ' কথাটি উহ্য আছে। কিয়ামতের দিন হাত-পা বাঁধা থাকিবে বলিয়া উহারা মুখ দিয়া উহাদের উপর আপতিত শাস্তি ঠেকাইতে চেষ্টা করিবে।

চতুর্বিংশতিতম পারা

[৪]

৩২। যে ব্যক্তি আল্লাহ্ সম্বন্ধে মিথ্যা বলে এবং সত্য আসিবার পর উহা অস্বীকার করে তাহার অপেক্ষা অধিক যালিম আর কে? কাফিরদের আবাসস্থল কি জাহান্নাম নহে?

٣٢- فَمَنْ اَظْلَمُ مِمَّنْ كَذَبَ عَلَى اللّٰهِ وَكَذَّبَ بِالصِّدْقِ اِذْ جَآءَهٗ ؕ اَلَيْسَ فِىْ جَهَنَّمَ مَثْوًى لِّلْكٰفِرِيْنَ ○

৩৩। যাহারা সত্য আনিয়াছে এবং যাহারা সত্যকে সত্য বলিয়া মানিয়াছে তাহারাই তো মুত্তাকী।[১৫০০]

٣٣- وَالَّذِىْ جَآءَ بِالصِّدْقِ وَصَدَّقَ بِهٖٓ اُولٰٓئِكَ هُمُ الْمُتَّقُوْنَ ○

৩৪। ইহাদের বাঞ্ছিত সমস্ত কিছুই আছে ইহাদের প্রতিপালকের নিকট। ইহাই সৎকর্মপরায়ণদের পুরস্কার।

٣٤- لَهُمْ مَّا يَشَآءُوْنَ عِنْدَ رَبِّهِمْ ؕ ذٰلِكَ جَزٰٓؤُا الْمُحْسِنِيْنَ ○

৩৫। যাহাতে ইহারা যেসব মন্দ কর্ম করিয়াছিল আল্লাহ্ তাহা ক্ষমা করিয়া দেন এবং ইহাদিগকে ইহাদের সৎকর্মের জন্য পুরস্কৃত করেন।

٣٥- لِيُكَفِّرَ اللّٰهُ عَنْهُمْ اَسْوَاَ الَّذِىْ عَمِلُوْا وَيَجْزِيَهُمْ اَجْرَهُمْ بِاَحْسَنِ الَّذِىْ كَانُوْا يَعْمَلُوْنَ ○

৩৬। আল্লাহ্ কি তাঁহার বান্দার জন্য যথেষ্ট নহেন? অথচ তাহারা তোমাকে আল্লাহ্‌র পরিবর্তে অপরের ভয় দেখায়। আল্লাহ্ যাহাকে পথভ্রষ্ট করেন তাহার জন্য কোন পথপ্রদর্শক নাই।

٣٦- اَلَيْسَ اللّٰهُ بِكَافٍ عَبْدَهٗ ؕ وَيُخَوِّفُوْنَكَ بِالَّذِيْنَ مِنْ دُوْنِهٖ ؕ وَمَنْ يُّضْلِلِ اللّٰهُ فَمَا لَهٗ مِنْ هَادٍ ○

৩৭। এবং যাহাকে আল্লাহ্ হিদায়াত করেন তাহার জন্য কোন পথভ্রষ্টকারী নাই; আল্লাহ্ কি পরাক্রমশালী, দণ্ডবিধায়ক নহেন?

٣٧- وَمَنْ يَّهْدِ اللّٰهُ فَمَا لَهٗ مِنْ مُّضِلٍّ ؕ اَلَيْسَ اللّٰهُ بِعَزِيْزٍ ذِى انْتِقَامٍ ○

৩৮। তুমি যদি ইহাদিগকে জিজ্ঞাসা কর, আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবী কে সৃষ্টি করিয়াছেন? উহারা অবশ্যই বলিবে, 'আল্লাহ্।' বল, 'তোমরা ভাবিয়া দেখিয়াছ কি, আল্লাহ্ আমার অনিষ্ট চাহিলে তোমরা আল্লাহ্‌র পরিবর্তে যাহাদিগকে

٣٨- وَلَئِنْ سَاَلْتَهُمْ مَّنْ خَلَقَ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ لَيَقُوْلُنَّ اللّٰهُ ؕ قُلْ اَفَرَءَيْتُمْ مَّا تَدْعُوْنَ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ اِنْ اَرَادَنِىَ اللّٰهُ بِضُرٍّ

১৫০০। রাসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-এর অনুসারীরা মুত্তাকী।

هَلْ هُنَّ كٰشِفٰتُ ضُرِّهٖٓ اَوْ اَرَادَنِىْ بِرَحْمَةٍ
هَلْ هُنَّ مُمْسِكٰتُ رَحْمَتِهٖ ؕ
قُلْ حَسْبِىَ اللّٰهُ ؕ
عَلَيْهِ يَتَوَكَّلُ الْمُتَوَكِّلُوْنَ ○

ডাক তাহারা কি সেই অনিষ্ট দূর করিতে পারিবে? অথবা তিনি আমার প্রতি অনুগ্রহ করিতে চাহিলে তাহারা কি সেই অনুগ্রহকে রোধ করিতে পারিবে?' বল, 'আমার জন্য আল্লাহ্ই যথেষ্ট।' নির্ভরকারিগণ আল্লাহ্রই উপর নির্ভর করে।

٣٩- قُلْ يٰقَوْمِ اعْمَلُوْا عَلٰى مَكَانَتِكُمْ اِنِّىْ عَامِلٌ ۚ
فَسَوْفَ تَعْلَمُوْنَ ۙ

৩৯। বল, 'হে আমার সম্প্রদায়! তোমরা স্ব স্ব অবস্থায় কাজ করিতে থাক, আমিও আমার কাজ করিতেছি। শীঘ্রই জানিতে পারিবে-

٤٠- مَنْ يَّاْتِيْهِ عَذَابٌ يُّخْزِيْهِ
وَيَحِلُّ عَلَيْهِ عَذَابٌ مُّقِيْمٌ ○

৪০। 'কাহার উপর আসিবে লাঞ্ছনাদায়ক শাস্তি আর আপতিত হইবে তাহার উপর স্থায়ী শাস্তি।'

٤١- اِنَّآ اَنْزَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتٰبَ لِلنَّاسِ بِالْحَقِّ ۚ
فَمَنِ اهْتَدٰى فَلِنَفْسِهٖ ۚ
وَمَنْ ضَلَّ فَاِنَّمَا يَضِلُّ عَلَيْهَا ۚ
وَمَآ اَنْتَ عَلَيْهِمْ بِوَكِيْلٍ ۟ ع

৪১। আমি তোমার প্রতি সত্যসহ কিতাব অবতীর্ণ করিয়াছি মানুষের জন্য; অতঃপর যে সৎপথ অবলম্বন করে সে তাহা করে নিজেরই কল্যাণের জন্য এবং যে বিপথগামী হয় সে তো বিপথগামী হয় নিজেরই ধ্বংসের জন্য এবং তুমি উহাদের তত্ত্বাবধায়ক নহ।

[৫]

٤٢- اَللّٰهُ يَتَوَفَّى الْاَنْفُسَ حِيْنَ مَوْتِهَا
وَالَّتِىْ لَمْ تَمُتْ فِىْ مَنَامِهَا ۚ
فَيُمْسِكُ الَّتِىْ قَضٰى عَلَيْهَا الْمَوْتَ
وَيُرْسِلُ الْاُخْرٰٓى اِلٰٓى اَجَلٍ مُّسَمًّى ؕ
اِنَّ فِىْ ذٰلِكَ
لَاٰيٰتٍ لِّقَوْمٍ يَّتَفَكَّرُوْنَ ○

৪২। আল্লাহ্ই প্রাণ হরণ করেন জীবসমূহের তাহাদের মৃত্যুর সময় এবং যাহাদের মৃত্যু আসে নাই তাহাদের প্রাণও নিদ্রার সময়। অতঃপর তিনি যাহার জন্য মৃত্যুর সিদ্ধান্ত করেন তাহার প্রাণ তিনি রাখিয়া দেন এবং অপরগুলি ফিরাইয়া দেন, এক নির্দিষ্ট সময়ের জন্য।[১৫০১] ইহাতে অবশ্যই নিদর্শন রহিয়াছে চিন্তাশীল সম্প্রদায়ের জন্য।

১৫০১। ইব্ন 'আব্বাস (রা) বলেন, আদম সন্তানের রূহ ও নাফ্স রহিয়াছে, একটি অপরটির সঙ্গে সম্পৃক্ত। রূহ দ্বারা শ্বাস-প্রশ্বাস ও নড়া-চড়ার কাজ সাধিত হয়। আর নাফ্স অনুভূতি ও বোধশক্তির উৎস। নিদ্রাকালে শুধু নাফ্স হরণ করা হয়।-মাদারিক

৪৩। তবে কি উহারা আল্লাহ্ ব্যতীত অপরকে সুপারিশকারী ধরিয়াছে? বল, 'উহাদের কোন ক্ষমতা না থাকিলেও এবং উহারা না বুঝিলেও?'

٤٣- اَمِ اتَّخَذُوْا مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ شُفَعَآءَ ؕ قُلْ اَوَلَوْ كَانُوْا لَا يَمْلِكُوْنَ شَيْـًٔا وَّلَا يَعْقِلُوْنَ ○

৪৪। বল, 'সকল সুপারিশ আল্লাহ্রই ইখতিয়ারে, আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীর সার্বভৌম কর্তৃত্ব আল্লাহ্রই, অতঃপর তাঁহারই নিকট তোমরা প্রত্যানীত হইবে।'

٤٤- قُلْ لِّلّٰهِ الشَّفَاعَةُ جَمِيْعًا ؕ لَهٗ مُلْكُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ ؕ ثُمَّ اِلَيْهِ تُرْجَعُوْنَ ○

৪৫। শুধু এক আল্লাহ্র কথা বলা হইলে যাহারা আখিরাতে বিশ্বাস করে না তাহাদের অন্তর বিতৃষ্ণায় সংকুচিত হয় এবং আল্লাহ্র পরিবর্তে উপাস্যগুলির উল্লেখ করা হইলে তাহারা আনন্দে উল্লসিত হয়।

٤٥- وَاِذَا ذُكِرَ اللّٰهُ وَحْدَهُ اشْمَاَزَّتْ قُلُوْبُ الَّذِيْنَ لَا يُؤْمِنُوْنَ بِالْاٰخِرَةِ ۚ وَاِذَا ذُكِرَ الَّذِيْنَ مِنْ دُوْنِهٖۤ اِذَا هُمْ يَسْتَبْشِرُوْنَ ○

৪৬। বল, 'হে আল্লাহ্, আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীর স্রষ্টা, দৃশ্য ও অদৃশ্যের পরিজ্ঞাতা, তোমার বান্দাগণ যে বিষয়ে মতবিরোধ করে, তুমি তাহাদের মধ্যে উহার ফয়সালা করিয়া দিবে।'

٤٦- قُلِ اللّٰهُمَّ فَاطِرَ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ عٰلِمَ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ اَنْتَ تَحْكُمُ بَيْنَ عِبَادِكَ فِيْ مَا كَانُوْا فِيْهِ يَخْتَلِفُوْنَ ○

৪৭। যাহারা যুলুম করিয়াছে যদি তাহাদের থাকে, দুনিয়ায় যাহা আছে তাহা সম্পূর্ণ এবং ইহার সমপরিমাণ সম্পদও, তবে কিয়ামতের দিন কঠিন শাস্তি হইতে মুক্তিপণস্বরূপ সেই সকলই তাহারা দিয়া দিবে এবং তাহাদের জন্য আল্লাহ্র নিকট হইতে এমন কিছু প্রকাশিত হইবে যাহা উহারা কল্পনাও করে নাই।

٤٧- وَلَوْ اَنَّ لِلَّذِيْنَ ظَلَمُوْا مَا فِي الْاَرْضِ جَمِيْعًا وَّمِثْلَهٗ مَعَهٗ لَافْتَدَوْا بِهٖ مِنْ سُوْٓءِ الْعَذَابِ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ ؕ وَبَدَا لَهُمْ مِّنَ اللّٰهِ مَا لَمْ يَكُوْنُوْا يَحْتَسِبُوْنَ ○

৪৮। উহাদের কৃতকর্মের মন্দ ফল উহাদের নিকট প্রকাশ হইয়া পড়িবে এবং উহারা যাহা লইয়া ঠাট্টা-বিদ্রূপ করিত তাহা উহাদিগকে পরিবেষ্টন করিবে।

٤٨- وَبَدَا لَهُمْ سَيِّاٰتُ مَا كَسَبُوْا وَحَاقَ بِهِمْ مَّا كَانُوْا بِهٖ يَسْتَهْزِءُوْنَ ○

Contents

٤٩- فَإِذَا مَسَّ الْإِنسَانَ ضُرٌّ دَعَانَا ز ثُمَّ إِذَا خَوَّلْنَٰهُ نِعْمَةً مِّنَّا لا قَالَ إِنَّمَا أُوتِيتُهُ عَلَىٰ عِلْمٍ ط بَلْ هِيَ فِتْنَةٌ وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ○

৪৯। মানুষকে বিপদ-আপদ স্পর্শ করিলে সে আমাকে আহ্বান করে; অতঃপর যখন আমি আমার কোন নিয়ামত দ্বারা তাহাকে অনুগৃহীত করি তখন সে বলে, 'আমাকে তো ইহা দেওয়া হইয়াছে আমার জ্ঞানের কারণে।' বস্তুত ইহা এক পরীক্ষা, কিন্তু উহাদের অধিকাংশই বুঝে না।

٥٠- قَدْ قَالَهَا الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ فَمَا أَغْنَىٰ عَنْهُم مَّا كَانُوا يَكْسِبُونَ ○

৫০। ইহাদের পূর্ববর্তিগণও ইহাই বলিত, কিন্তু উহাদের কৃতকর্ম উহাদের কোন কাজে আসে নাই।

٥١- فَأَصَابَهُمْ سَيِّـَٔاتُ مَا كَسَبُوا ط وَالَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْ هَٰٓؤُلَآءِ سَيُصِيبُهُمْ سَيِّـَٔاتُ مَا كَسَبُوا لا وَمَا هُم بِمُعْجِزِينَ ○

৫১। উহাদের কৃতকর্মের মন্দ ফল উহাদের উপর আপতিত হইয়াছে, উহাদের মধ্যে যাহারা যুলুম করে উহাদের উপরও উহাদের কৃতকর্মের মন্দ ফল আপতিত হইবে এবং উহারা ব্যর্থও করিতে পারিবে না।১৫০২

٥٢- أَوَلَمْ يَعْلَمُوٓا أَنَّ اللَّهَ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَن يَشَآءُ وَيَقْدِرُ ط إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَءَايَٰتٍ لِّقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ ○ ع

৫২। ইহারা কি জানে না, আল্লাহ যাহার জন্য ইচ্ছা রিযক প্রশস্ত করেন অথবা যাহার জন্য ইচ্ছা সীমিত করেন? ইহাতে অবশ্যই নিদর্শন রহিয়াছে মু'মিন সম্প্রদায়ের জন্য।

[৬]

٥٣- قُلْ يَٰعِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰٓ أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِن رَّحْمَةِ اللَّهِ ط إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا ط إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ ○

৫৩। বল,১৫০৩ 'হে আমার বান্দাগণ! তোমরা যাহারা নিজেদের প্রতি অবিচার করিয়াছ—আল্লাহ্র অনুগ্রহ হইতে নিরাশ হইও না; আল্লাহ সমুদয় পাপ ক্ষমা করিয়া দিবেন। তিনি তো ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।'

٥٤- وَأَنِيبُوٓا إِلَىٰ رَبِّكُمْ وَأَسْلِمُوا لَهُ مِن قَبْلِ أَن يَأْتِيَكُمُ الْعَذَابُ ثُمَّ لَا تُنصَرُونَ ○

৫৪। তোমরা তোমাদের প্রতিপালকের অভিমুখী হও এবং তাঁহার নিকট আত্মসমর্পণ কর তোমাদের নিকট শাস্তি আসিবার পূর্বে; তৎপর তোমাদিগকে সাহায্য করা হইবে না।

১৫০২। কর্মফলের শাস্তিকে ব্যর্থ করিতে বা প্রতিহত করিতে পারিবে না।
১৫০৩। অর্থাৎ বল আমার এই কথা।

٥٥- وَاتَّبِعُوْٓا اَحْسَنَ مَآ اُنْزِلَ اِلَيْكُمْ مِّنْ رَّبِّكُمْ مِّنْ قَبْلِ اَنْ يَّاْتِيَكُمُ الْعَذَابُ بَغْتَةً وَّاَنْتُمْ لَا تَشْعُرُوْنَ ۝

৫৫। অনুসরণ কর তোমাদের প্রতি তোমাদের প্রতিপালকের নিকট হইতে উত্তম যাহা অবতীর্ণ করা হইয়াছে তাহার, তোমাদের উপর অতর্কিতভাবে তোমাদের অজ্ঞাতসারে শাস্তি আসিবার পূর্বে-

٥٦- اَنْ تَقُوْلَ نَفْسٌ يّٰحَسْرَتٰى عَلٰى مَا فَرَّطْتُّ فِيْ جَنْۢبِ اللّٰهِ وَاِنْ كُنْتُ لَمِنَ السّٰخِرِيْنَ ۝

৫৬। যাহাতে কাহাকেও বলিতে না হয়, 'হায়! আল্লাহ্‌র প্রতি আমার কর্তব্যে আমি যে শৈথিল্য করিয়াছি তাহার জন্য আফসোস! আমি তো ঠাট্টাকারীদের অন্তর্ভুক্ত ছিলাম।'

٥٧- اَوْ تَقُوْلَ لَوْ اَنَّ اللّٰهَ هَدٰىنِيْ لَكُنْتُ مِنَ الْمُتَّقِيْنَ ۝

৫৭। অথবা কেহ যেন না বলে, 'আল্লাহ্ আমাকে পথ প্রদর্শন করিলে আমি তো অবশ্যই মুত্তাকীদের অন্তর্ভুক্ত হইতাম।'

٥٨- اَوْ تَقُوْلَ حِيْنَ تَرَى الْعَذَابَ لَوْ اَنَّ لِيْ كَرَّةً فَاَكُوْنَ مِنَ الْمُحْسِنِيْنَ ۝

৫৮। অথবা শাস্তি প্রত্যক্ষ করিলে যেন কাহাকেও বলিতে না হয়, 'আহা, যদি একবার পৃথিবীতে আমার প্রত্যাবর্তন ঘটিত তবে আমি সৎকর্মপরায়ণ হইতাম!'

٥٩- بَلٰى قَدْ جَآءَتْكَ اٰيٰتِيْ فَكَذَّبْتَ بِهَا وَاسْتَكْبَرْتَ وَكُنْتَ مِنَ الْكٰفِرِيْنَ ۝

৫৯। প্রকৃত ব্যাপার তো এই[১৫০৪] যে, আমার নিদর্শন তোমার নিকট আসিয়াছিল, কিন্তু তুমি এইগুলিকে মিথ্যা বলিয়াছিলে ও অহংকার করিয়াছিলে; আর তুমি তো ছিলে কাফিরদের একজন।

٦٠- وَيَوْمَ الْقِيٰمَةِ تَرَى الَّذِيْنَ كَذَبُوْا عَلَى اللّٰهِ وُجُوْهُهُمْ مُّسْوَدَّةٌ ؕ اَلَيْسَ فِيْ جَهَنَّمَ مَثْوًى لِّلْمُتَكَبِّرِيْنَ ۝

৬০। যাহারা আল্লাহ্‌র প্রতি মিথ্যা আরোপ করে, তুমি কিয়ামতের দিন তাহাদের মুখ কালো দেখিবে। উদ্ধতদের আবাসস্থল কি জাহান্নাম নহে?

১৫০৪। কথাগুলি আল্লাহ্ কিয়ামতে বলিবেন।

Contents

৬১। আল্লাহ্ মুত্তাকীদিগকে উদ্ধার করিবেন তাহাদের সাফল্যসহ; তাহাদিগকে অমঙ্গল স্পর্শ করিবে না এবং তাহারা দুঃখিতও হইবে না।

٦١- وَيُنَجِّي اللّٰهُ الَّذِيْنَ اتَّقَوْا بِمَفَازَتِهِمْ ۫ لَا يَمَسُّهُمُ السُّوْٓءُ وَلَا هُمْ يَحْزَنُوْنَ ۝

৬২। আল্লাহ্ সমস্ত কিছুর স্রষ্টা এবং তিনি সমস্ত কিছুর কর্মবিধায়ক।

٦٢- اَللّٰهُ خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ ۫ وَّهُوَ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ وَّكِيْلٌ ۝

৬৩। আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীর কুঞ্জি তাঁহারই নিকট। আর যাহারা আল্লাহ্‌র আয়াতকে অস্বীকার করে তাহারাই তো ক্ষতিগ্রস্ত।

٦٣- لَهٗ مَقَالِيْدُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ ۭ وَالَّذِيْنَ كَفَرُوْا بِاٰيٰتِ اللّٰهِ اُولٰٓئِكَ هُمُ الْخٰسِرُوْنَ ۝ ع

[৭]

৬৪। বল, 'হে অজ্ঞ ব্যক্তিরা! তোমরা কি আমাকে আল্লাহ্ ব্যতীত অন্যের 'ইবাদত করিতে বলিতেছ?'

٦٤- قُلْ اَفَغَيْرَ اللّٰهِ تَاْمُرُوْٓنِّيْٓ اَعْبُدُ اَيُّهَا الْجٰهِلُوْنَ ۝

৬৫। তোমার প্রতি ও তোমার পূর্ববর্তীদের প্রতি অবশ্যই ওহী হইয়াছে, 'তুমি আল্লাহ্‌র শরীক স্থির করিলে তোমার কর্ম তো নিষ্ফল হইবে এবং অবশ্য তুমি হইবে ক্ষতিগ্রস্ত।

٦٥- وَلَقَدْ اُوْحِيَ اِلَيْكَ وَاِلَى الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِكَ ۚ لَئِنْ اَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُوْنَنَّ مِنَ الْخٰسِرِيْنَ ۝

৬৬। 'অতএব তুমি আল্লাহ্‌রই 'ইবাদত কর এবং কৃতজ্ঞ হও।'

٦٦- بَلِ اللّٰهَ فَاعْبُدْ وَكُنْ مِّنَ الشّٰكِرِيْنَ ۝

৬৭। উহারা আল্লাহ্‌র যথোচিত সম্মান করে না। কিয়ামতের দিন সমস্ত পৃথিবী থাকিবে তাঁহার হাতের মুষ্টিতে এবং আকাশমণ্ডলী থাকিবে ভাঁজ করা অবস্থায় তাঁহার দক্ষিণ হস্তে।১৫০৫ পবিত্র ও মহান তিনি, উহারা যাহাকে শরীক করে তিনি তাহার ঊর্ধ্বে।

٦٧- وَمَا قَدَرُوا اللّٰهَ حَقَّ قَدْرِهٖ ۖ وَالْاَرْضُ جَمِيْعًا قَبْضَتُهٗ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ وَالسَّمٰوٰتُ مَطْوِيّٰتٌۢ بِيَمِيْنِهٖ ۭ سُبْحٰنَهٗ وَتَعٰلٰى عَمَّا يُشْرِكُوْنَ ۝

১৫০৫। قبضة মুষ্টি, রূপক অর্থে অধিকার; يمين -দক্ষিণ, রূপক অর্থে শক্তি; ক্ষমতা। বিশ্বজগত সর্বদা আল্লাহ্‌র অধিকারে ও আয়ত্তাধীনে আছে; কিন্তু কিয়ামতে কাহারও ইহার বা ইহার কোন কিছুর উপর কোনভাবে মালিকানার দাবি চলিবে না; যেমন এই দুনিয়ায় চলে। আর সেই দিন আল্লাহ্‌র মালিকানার বিষয়টি বাস্তবে প্রত্যক্ষ করা যাইবে।

৬৮। এবং শিংগায় ফুৎকার দেওয়া হইবে,[১৫০৬] ফলে যাহাদিগকে আল্লাহ্ ইচ্ছা করেন তাহারা ব্যতীত আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীর সকলে মূর্ছিত হইয়া পড়িবে। অতঃপর আবার শিংগায় ফুৎকার দেওয়া হইবে, তৎক্ষণাৎ উহারা দণ্ডায়মান হইয়া তাকাইতে থাকিবে।

٦٨- وَنُفِخَ فِي الصُّوْرِ فَصَعِقَ مَنْ فِي السَّمٰوٰتِ وَمَنْ فِي الْاَرْضِ اِلَّا مَنْ شَآءَ اللّٰهُ ؕ ثُمَّ نُفِخَ فِيْهِ اُخْرٰى فَاِذَا هُمْ قِيَامٌ يَّنْظُرُوْنَ ○

৬৯। বিশ্ব উহার প্রতিপালকের জ্যোতিতে উদ্ভাসিত হইবে, আমলনামা পেশ করা হইবে এবং নবীগণকে ও সাক্ষিগণকে উপস্থিত করা হইবে এবং সকলের মধ্যে ন্যায়বিচার করা হইবে ও তাহাদের প্রতি যুলুম করা হইবে না।

٦٩- وَاَشْرَقَتِ الْاَرْضُ بِنُوْرِ رَبِّهَا وَوُضِعَ الْكِتٰبُ وَجِایْٓءَ بِالنَّبِيّٖنَ وَالشُّهَدَآءِ وَقُضِيَ بَيْنَهُمْ بِالْحَقِّ وَهُمْ لَا يُظْلَمُوْنَ ○

৭০। প্রত্যেকের কৃতকর্মের পূর্ণ প্রতিফল দেওয়া হইবে। উহারা যাহা করে সে সম্পর্কে আল্লাহ্ সবিশেষ অবহিত।

٧٠- وَوُفِّيَتْ كُلُّ نَفْسٍ مَّا عَمِلَتْ وَهُوَ اَعْلَمُ بِمَا يَفْعَلُوْنَ ○ ع

[৮]

৭১। কাফিরদিগকে জাহান্নামের দিকে দলে দলে হাঁকাইয়া লইয়া যাওয়া হইবে। যখন উহারা জাহান্নামের নিকট উপস্থিত হইবে তখন ইহার প্রবেশদ্বারগুলি খুলিয়া দেওয়া হইবে এবং জাহান্নামের রক্ষীরা উহাদিগকে বলিবে, 'তোমাদের নিকট কি তোমাদের মধ্য হইতে রাসূল আসে নাই যাহারা তোমাদের নিকট তোমাদের প্রতিপালকের আয়াত আবৃত্তি করিত এবং এই দিনের সাক্ষাত সম্বন্ধে তোমাদিগকে সতর্ক করিত?' উহারা বলিবে, 'অবশ্যই আসিয়াছিল।' বস্তুত কাফিরদের প্রতি শাস্তির কথা বাস্তবায়িত হইয়াছে।

٧١- وَسِيْقَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْٓا اِلٰى جَهَنَّمَ زُمَرًا ؕ حَتّٰٓى اِذَا جَآءُوْهَا فُتِحَتْ اَبْوَابُهَا وَقَالَ لَهُمْ خَزَنَتُهَآ اَلَمْ يَاْتِكُمْ رُسُلٌ مِّنْكُمْ يَتْلُوْنَ عَلَيْكُمْ اٰيٰتِ رَبِّكُمْ وَيُنْذِرُوْنَكُمْ لِقَآءَ يَوْمِكُمْ هٰذَا ؕ قَالُوْا بَلٰى وَلٰكِنْ حَقَّتْ كَلِمَةُ الْعَذَابِ عَلَى الْكٰفِرِيْنَ ○

১৫০৬। ইহা শিঙ্গার প্রথমবারের ফুৎকার। এই ফুৎকারে সকল সৃষ্ট জীব মৃত্যুবরণ করিবে। এই মৃত্যু হইতে আল্লাহ্র ইচ্ছায় কাহারা রক্ষা পাইবে তাহা প্রকাশ করা হয় নাই।

٧٢- قِيْلَ ادْخُلُوْٓا اَبْوَابَ جَهَنَّمَ خٰلِدِيْنَ فِيْهَا ۚ فَبِئْسَ مَثْوَى الْمُتَكَبِّرِيْنَ ○

৭২। উহাদিগকে বলা হইবে, 'জাহান্নামের দ্বারসমূহে প্রবেশ কর উহাতে স্থায়ীভাবে অবস্থিতির জন্য। কত নিকৃষ্ট উদ্ধতদের আবাসস্থল!'

٧٣- وَسِيْقَ الَّذِيْنَ اتَّقَوْا رَبَّهُمْ اِلَى الْجَنَّةِ زُمَرًا ۖ حَتّٰٓى اِذَا جَآءُوْهَا وَفُتِحَتْ اَبْوَابُهَا وَقَالَ لَهُمْ خَزَنَتُهَا سَلٰمٌ عَلَيْكُمْ طِبْتُمْ فَادْخُلُوْهَا خٰلِدِيْنَ ○

৭৩। যাহারা তাহাদের প্রতিপালককে ভয় করিত তাহাদিগকে দলে দলে জান্নাতের দিকে লইয়া যাওয়া হইবে। যখন তাহারা জান্নাতের নিকট উপস্থিত হইবে ও ইহার দ্বারসমূহ খুলিয়া দেওয়া হইবে এবং জান্নাতের রক্ষীরা তাহাদিগকে বলিবে, 'তোমাদের প্রতি 'সালাম', তোমরা সুখী হও এবং জান্নাতে প্রবেশ কর স্থায়ীভাবে অবস্থিতির জন্য।'

٧٤- وَقَالُوا الْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِيْ صَدَقَنَا وَعْدَهٗ وَاَوْرَثَنَا الْاَرْضَ نَتَبَوَّاُ مِنَ الْجَنَّةِ حَيْثُ نَشَآءُ ۚ فَنِعْمَ اَجْرُ الْعٰمِلِيْنَ ○

৭৪। তাহারা প্রবেশ করিয়া বলিবে, 'প্রশংসা আল্লাহ্‌র, যিনি আমাদের প্রতি তাঁহার প্রতিশ্রুতি পূর্ণ করিয়াছেন এবং আমাদিগকে অধিকারী করিয়াছেন এই ভূমির; আমরা জান্নাতে যেথায় ইচ্ছা বসবাস করিব।' সদাচারীদের পুরস্কার কত উত্তম!

٧٥- وَتَرَى الْمَلٰٓئِكَةَ حَآفِّيْنَ مِنْ حَوْلِ الْعَرْشِ يُسَبِّحُوْنَ بِحَمْدِ رَبِّهِمْ وَقُضِيَ بَيْنَهُمْ بِالْحَقِّ وَقِيْلَ الْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ ○ ع ٨

৭৫। এবং তুমি ফিরিশ্‌তাদিগকে দেখিতে পাইবে যে, উহারা 'আর্‌শের চতুষ্পার্শ্বে ঘিরিয়া উহাদের প্রতিপালকের সপ্রশংস পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা করিতেছে। আর তাহাদের[১৫০৭] বিচার করা হইবে ন্যায়ের সহিত। বলা হইবে, সকল প্রশংসা জগতসমূহের প্রতিপালক আল্লাহ্‌র প্রাপ্য।

১৫০৭। অর্থাৎ মানুষ ও জিন্ন জাতির।-বায়দাবী।

৪০-সূরা মু'মিন

৮৫ আয়াত, ৯ রুকূ', মক্কী

।। দয়াময়, পরম দয়ালু আল্লাহ্‌র নামে ।।

১। হা-মীম।

২। এই কিতাব অবতীর্ণ হইয়াছে পরাক্রমশালী সর্বজ্ঞ আল্লাহ্‌র নিকট হইতে-

৩। যিনি পাপ ক্ষমা করেন, তাওবা কবূল করেন, যিনি শাস্তি দানে কঠোর, শক্তিশালী। তিনি ব্যতীত কোন ইলাহ্ নাই। প্রত্যাবর্তন তাঁহারই নিকট।

৪। কেবল কাফিররাই আল্লাহ্‌র নিদর্শন সম্বন্ধে বিতর্ক করে; সুতরাং দেশে দেশে তাহাদের অবাধ বিচরণ যেন তোমাকে বিভ্রান্ত না করে।

৫। ইহাদের পূর্বে নূহের সম্প্রদায় এবং তাহাদের পরে অন্যান্য দলও অস্বীকার করিয়াছিল। প্রত্যেক সম্প্রদায় নিজ নিজ রাসূলকে আবদ্ধ করিবার অভিসন্ধি করিয়াছিল এবং উহারা অসার তর্কে লিপ্ত হইয়াছিল, উহা দ্বারা সত্যকে ব্যর্থ করিয়া দিবার জন্য। ফলে আমি উহাদিগকে পাকড়াও করিলাম এবং কত কঠোর ছিল আমার শাস্তি!

৬। এইভাবে কাফিরদের ক্ষেত্রে সত্য হইল তোমার প্রতিপালকের বাণী—ইহারা জাহান্নামী।

৭। যাহারা 'আর্‌শ[১৫০৮] ধারণ করিয়া আছে এবং যাহারা ইহার চতুষ্পার্শ্ব ঘিরিয়া আছে, তাহারা তাহাদের প্রতিপালকের।

١- حٰمٓ ○
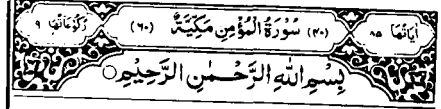
٢- تَنْزِيْلُ الْكِتٰبِ مِنَ اللّٰهِ الْعَزِيْزِ الْعَلِيْمِ ○

٣- غَافِرِ الذَّنْۢبِ وَقَابِلِ التَّوْبِ شَدِيْدِ الْعِقَابِ ذِى الطَّوْلِ ؕ لَآ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ ؕ اِلَيْهِ الْمَصِيْرُ ○

٤- مَا يُجَادِلُ فِيْٓ اٰيٰتِ اللّٰهِ اِلَّا الَّذِيْنَ كَفَرُوْا فَلَا يَغْرُرْكَ تَقَلُّبُهُمْ فِى الْبِلَادِ ○

٥- كَذَّبَتْ قَبْلَهُمْ قَوْمُ نُوْحٍ وَّالْاَحْزَابُ مِنْۢ بَعْدِهِمْ ۪ وَهَمَّتْ كُلُّ اُمَّةٍۭ بِرَسُوْلِهِمْ لِيَاْخُذُوْهُ وَجٰدَلُوْا بِالْبَاطِلِ لِيُدْحِضُوْا بِهِ الْحَقَّ فَاَخَذْتُهُمْ ۫ فَكَيْفَ كَانَ عِقَابِ ○

٦- وَكَذٰلِكَ حَقَّتْ كَلِمَتُ رَبِّكَ عَلَى الَّذِيْنَ كَفَرُوْٓا اَنَّهُمْ اَصْحٰبُ النَّارِ ○

وقف لازم — وقف النبي صلى الله عليه وسلم

٧- اَلَّذِيْنَ يَحْمِلُوْنَ الْعَرْشَ وَمَنْ حَوْلَهٗ

১৫০৮। ৭ : ৫৪ আয়াতের টীকা দ্র.।

يُسَبِّحُوْنَ بِحَمْدِ رَبِّهِمْ وَيُؤْمِنُوْنَ بِهٖ وَيَسْتَغْفِرُوْنَ لِلَّذِيْنَ اٰمَنُوْا ۚ رَبَّنَا وَسِعْتَ كُلَّ شَيْءٍ رَّحْمَةً وَّعِلْمًا فَاغْفِرْ لِلَّذِيْنَ تَابُوْا وَاتَّبَعُوْا سَبِيْلَكَ وَقِهِمْ عَذَابَ الْجَحِيْمِ ○

পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা করে প্রশংসার সহিত এবং তাহাতে বিশ্বাস স্থাপন করে এবং মু'মিনদের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করিয়া বলে, 'হে আমাদের প্রতিপালক! তোমার দয়া ও জ্ঞান সর্বব্যাপী। অতএব যাহারা তাওবা করে ও তোমার পথ অবলম্বন করে তুমি তাহাদিগকে ক্ষমা কর এবং জাহান্নামের শাস্তি হইতে রক্ষা কর।'

٨- رَبَّنَا وَاَدْخِلْهُمْ جَنّٰتِ عَدْنِ ِۨ الَّتِيْ وَعَدْتَّهُمْ وَمَنْ صَلَحَ مِنْ اٰبَآئِهِمْ وَاَزْوَاجِهِمْ وَ ذُرِّيّٰتِهِمْ ۗ اِنَّكَ اَنْتَ الْعَزِيْزُ الْحَكِيْمُ ○

৮। 'হে আমাদের প্রতিপালক! তুমি তাহাদিগকে দাখিল কর স্থায়ী জান্নাতে, যাহার প্রতিশ্রুতি তুমি তাহাদিগকে দিয়াছ এবং তাহাদের পিতামাতা, পতি-পত্নী ও সন্তান-সন্ততিদের মধ্যে যাহারা সৎকর্ম করিয়াছে তাহাদিগকেও। তুমি তো পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়।

٩- وَقِهِمُ السَّيِّاٰتِ ۗ وَمَنْ تَقِ السَّيِّاٰتِ يَوْمَئِذٍ فَقَدْ رَحِمْتَهٗ ۗ وَذٰلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيْمُ ○ ع

৯। 'এবং তুমি তাহাদিগকে শাস্তি হইতে রক্ষা কর। সেই দিন তুমি যাহাকে শাস্তি হইতে রক্ষা করিবে, তাহাকে তো অনুগ্রহই করিবে; ইহাই তো মহাসাফল্য!'

[২]

١٠- اِنَّ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا يُنَادَوْنَ لَمَقْتُ اللّٰهِ اَكْبَرُ مِنْ مَّقْتِكُمْ اَنْفُسَكُمْ اِذْ تُدْعَوْنَ اِلَى الْاِيْمَانِ فَتَكْفُرُوْنَ ○

১০। নিশ্চয় কাফিরগণকে উচ্চ কণ্ঠে বলা হইবে, 'তোমাদের নিজেদের প্রতি তোমাদের ক্ষোভ অপেক্ষা আল্লাহ্র অপ্রসন্নতা ছিল অধিক—যখন তোমাদিগকে ঈমানের প্রতি আহ্বান করা হইয়াছিল আর তোমরা তাহা অস্বীকার করিয়াছিলে।'

١١- قَالُوْا رَبَّنَآ اَمَتَّنَا اثْنَتَيْنِ وَاَحْيَيْتَنَا اثْنَتَيْنِ

১১। উহারা বলিবে, 'হে আমাদের প্রতিপালক! তুমি আমাদিগকে প্রাণহীন অবস্থায় দুইবার রাখিয়াছ এবং দুইবার

فَاعْتَرَفْنَا بِذُنُوْبِنَا فَهَلْ اِلٰى خُرُوْجٍ مِّنْ سَبِيْلٍ ○

আমাদিগকে প্রাণ দিয়াছ।[১৫০৯] আমরা আমাদের অপরাধ স্বীকার করিতেছি; এখন নিষ্ক্রমণের কোন পথ মিলিবে কি?'

١٢- ذٰلِكُمْ بِاَنَّهٗٓ اِذَا دُعِيَ اللّٰهُ وَحْدَهٗ كَفَرْتُمْ ۚ وَاِنْ يُّشْرَكْ بِهٖ تُؤْمِنُوْا ۭ فَالْحُكْمُ لِلّٰهِ الْعَلِيِّ الْكَبِيْرِ ○

১২। 'তোমাদের এই শাস্তি তো এইজন্য যে, যখন এক আল্লাহ্‌কে ডাকা হইত তখন তোমরা তাঁহাকে অস্বীকার করিতে এবং আল্লাহ্‌র শরীক স্থির করা হইলে তোমরা তাহা বিশ্বাস করিতে।' বস্তুত সমুচ্চ, মহান আল্লাহ্‌রই সমস্ত কর্তৃত্ব।

١٣- هُوَ الَّذِيْ يُرِيْكُمْ اٰيٰتِهٖ وَيُنَزِّلُ لَكُمْ مِّنَ السَّمَآءِ رِزْقًا ۭ وَمَا يَتَذَكَّرُ اِلَّا مَنْ يُّنِيْبُ ○

১৩। তিনিই তোমাদিগকে তাঁহার নিদর্শনাবলী দেখান এবং আকাশ হইতে প্রেরণ করেন তোমাদের জন্য রিয্‌ক, আল্লাহ্-অভিমুখী ব্যক্তিই উপদেশ গ্রহণ করে।

١٤- فَادْعُوا اللّٰهَ مُخْلِصِيْنَ لَهُ الدِّيْنَ وَلَوْ كَرِهَ الْكٰفِرُوْنَ ○

১৪। সুতরাং আল্লাহ্‌কে ডাক তাঁহার আনুগত্যে একনিষ্ঠ হইয়া, যদিও কাফিররা ইহা অপসন্দ করে।

١٥- رَفِيْعُ الدَّرَجٰتِ ذُو الْعَرْشِ ۚ يُلْقِي الرُّوْحَ مِنْ اَمْرِهٖ عَلٰى مَنْ يَّشَآءُ مِنْ عِبَادِهٖ لِيُنْذِرَ يَوْمَ التَّلَاقِ ○

১৫। তিনি সমুচ্চ মর্যাদার অধিকারী, 'আর্‌শের অধিপতি, তিনি তাঁহার বান্দাদের মধ্যে যাহার প্রতি ইচ্ছা ওহী প্রেরণ করেন স্বীয় আদেশসহ, যাহাতে সে সতর্ক করিতে পারে কিয়ামত দিবস[১৫১০] সম্পর্কে।

١٦- يَوْمَ هُمْ بٰرِزُوْنَ ۚ لَا يَخْفٰى عَلَى اللّٰهِ مِنْهُمْ شَيْءٌ ۭ لِمَنِ الْمُلْكُ الْيَوْمَ ۭ لِلّٰهِ الْوَاحِدِ الْقَهَّارِ ○

১৬। যেদিন মানুষ বাহির হইয়া পড়িবে[১৫১১] সেদিন আল্লাহ্‌র নিকট উহাদের কিছুই গোপন থাকিবে না। আজ কর্তৃত্ব কাহার? আল্লাহ্‌রই, যিনি এক, পরাক্রমশালী।

১৫০৯। দুই মৃত্যুর একটি হইল দুনিয়ার এই মৃত্যু, আর একটি জন্মের পূর্বের যখন অস্তিত্ব ছিল না। দুই জীবনের একটি দুনিয়ার জীবন আর একটি কিয়ামতের পুনরুত্থান। দ্র. ২ ঃ ২৮ আয়াত।

১৫১০। تلاق সাক্ষাত। কিয়ামত দিবসে সকল মানুষ একত্র হইবে এবং পরস্পর পরস্পরের সাক্ষাত লাভ করিবে অথবা মানুষ সেই দিন আমলনামায় তাহার ভাল-মন্দ কর্মগুলির সাক্ষাত পাইবে।

১৫১১। ....তাহাদের কবর হইতে। দ্র. ৩৬ ঃ ৫১ ও ৫২ আয়াতদ্বয়।

১৭। আজ প্রত্যেককে তাহার কৃতকর্মের ফল দেওয়া হইবে; আজ কোন যুলুম করা হইবে না। আল্লাহ্ হিসাব গ্রহণে তৎপর।

١٧- اَلْيَوْمَ تُجْزٰى كُلُّ نَفْسٍۭ بِمَا كَسَبَتْ ؕ لَا ظُلْمَ الْيَوْمَ ؕ اِنَّ اللّٰهَ سَرِيْعُ الْحِسَابِ ○

১৮। উহাদিগকে সতর্ক করিয়া দাও আসন্ন দিন সম্পর্কে, যখন দুঃখ-কষ্টে উহাদের প্রাণ কণ্ঠাগত হইবে। যালিমদের জন্য কোন অন্তরংগ বন্ধু নাই, যাহার সুপারিশ গ্রাহ্য হইবে এমন কোন সুপারিশকারীও নাই।

١٨- وَاَنْذِرْهُمْ يَوْمَ الْاٰزِفَةِ اِذِ الْقُلُوْبُ لَدَى الْحَنَاجِرِ كٰظِمِيْنَ ؕ مَا لِلظّٰلِمِيْنَ مِنْ حَمِيْمٍ وَّلَا شَفِيْعٍ يُّطَاعُ ○

১৯। চক্ষুর অপব্যবহার ও অন্তরে যাহা গোপন আছে সে সম্বন্ধে তিনি অবহিত।

١٩- يَعْلَمُ خَآئِنَةَ الْاَعْيُنِ وَمَا تُخْفِى الصُّدُوْرُ ○

২০। আল্লাহ্ই বিচার করেন সঠিকভাবে। আল্লাহ্‌র পরিবর্তে উহারা যাহাদিগকে ডাকে তাহারা বিচার করিতে অক্ষম। আল্লাহ্ সর্বশ্রোতা, সর্বদ্রষ্টা।

٢٠- وَاللّٰهُ يَقْضِىْ بِالْحَقِّ ؕ وَالَّذِيْنَ يَدْعُوْنَ مِنْ دُوْنِهٖ لَا يَقْضُوْنَ بِشَىْءٍ ؕ اِنَّ اللّٰهَ هُوَ السَّمِيْعُ الْبَصِيْرُ ○ ع

[৩]

২১। ইহারা কি পৃথিবীতে ভ্রমণ করে না? করিলে দেখিত—ইহাদের পূর্ববর্তীদের পরিণাম কী হইয়াছিল। পৃথিবীতে উহারা ছিল ইহাদের অপেক্ষা শক্তিতে এবং কীর্তিতে প্রবলতর। অতঃপর আল্লাহ্ উহাদিগকে শাস্তি দিয়াছিলেন উহাদের অপরাধের জন্য এবং আল্লাহ্‌র শাস্তি হইতে উহাদিগকে রক্ষা করিবার কেহ ছিল না।

٢١- اَوَلَمْ يَسِيْرُوْا فِى الْاَرْضِ فَيَنْظُرُوْا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِيْنَ كَانُوْا مِنْ قَبْلِهِمْ ؕ كَانُوْا هُمْ اَشَدَّ مِنْهُمْ قُوَّةً وَّاٰثَارًا فِى الْاَرْضِ فَاَخَذَهُمُ اللّٰهُ بِذُنُوْبِهِمْ ؕ وَمَا كَانَ لَهُمْ مِّنَ اللّٰهِ مِنْ وَّاقٍ ○

২২। ইহা এইজন্য যে, উহাদের নিকট উহাদের রাসূলগণ নিদর্শনসহ আসিলে উহারা তাহাদিগকে প্রত্যাখ্যান করিয়াছিল। ফলে আল্লাহ্ উহাদিগকে শাস্তি দিলেন। তিনি তো শক্তিশালী, শাস্তিদানে কঠোর।

٢٢- ذٰلِكَ بِاَنَّهُمْ كَانَتْ تَّاْتِيْهِمْ رُسُلُهُمْ بِالْبَيِّنٰتِ فَكَفَرُوْا فَاَخَذَهُمُ اللّٰهُ ؕ اِنَّهٗ قَوِىٌّ شَدِيْدُ الْعِقَابِ ○

Contents

٢٣- وَلَقَدْ اَرْسَلْنَا مُوْسٰى بِاٰيٰتِنَا وَسُلْطٰنٍ مُّبِيْنٍ ۝

২৩। আমি আমার নিদর্শন ও স্পষ্ট প্রমাণসহ মূসাকে প্রেরণ করিয়াছিলাম,

٢٤- اِلٰى فِرْعَوْنَ وَهَامٰنَ وَقَارُوْنَ فَقَالُوْا سٰحِرٌ كَذَّابٌ ۝

২৪। ফির'আওন, হামান ও কারূনের নিকট। কিন্তু উহারা বলিয়াছিল, 'এই লোকটা তো এক জাদুকর, চরম মিথ্যাবাদী।'

٢٥- فَلَمَّا جَآءَهُمْ بِالْحَقِّ مِنْ عِنْدِنَا قَالُوا اقْتُلُوْٓا اَبْنَآءَ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا مَعَهٗ وَاسْتَحْيُوْا نِسَآءَهُمْ ؕ وَمَا كَيْدُ الْكٰفِرِيْنَ اِلَّا فِيْ ضَلٰلٍ ۝

২৫। অতঃপর মূসা আমার নিকট হইতে সত্য লইয়া উহাদের নিকট উপস্থিত হইলে উহারা[১৫১২] বলিল, 'মূসার সহিত যাহারা ঈমান আনিয়াছে, তাহাদের পুত্র-সন্তানদিগকে হত্যা কর এবং তাহাদের নারীদিগকে জীবিত রাখ।' কিন্তু কাফিরদের ষড়যন্ত্র ব্যর্থ হইবেই।

٢٦- وَقَالَ فِرْعَوْنُ ذَرُوْنِيْٓ اَقْتُلْ مُوْسٰى وَلْيَدْعُ رَبَّهٗ ۚ اِنِّيْٓ اَخَافُ اَنْ يُّبَدِّلَ دِيْنَكُمْ اَوْ اَنْ يُّظْهِرَ فِى الْاَرْضِ الْفَسَادَ ۝

২৬। ফির'আওন বলিল, 'আমাকে ছাড়িয়া দাও আমি মূসাকে হত্যা করি এবং সে তাহার প্রতিপালকের শরণাপন্ন হউক। আমি আশংকা করি যে, সে তোমাদের দীনের পরিবর্তন ঘটাইবে অথবা সে পৃথিবীতে বিপর্যয় সৃষ্টি করিবে।'

٢٧- وَقَالَ مُوْسٰٓى اِنِّيْ عُذْتُ بِرَبِّيْ وَرَبِّكُمْ مِّنْ كُلِّ مُتَكَبِّرٍ لَّا يُؤْمِنُ بِيَوْمِ الْحِسَابِ ۝

২৭। মূসা বলিল, 'যাহারা বিচার দিবসে বিশ্বাস করে না, সেই সকল উদ্ধত ব্যক্তি হইতে আমি আমার ও তোমাদের প্রতিপালকের শরণাপন্ন হইয়াছি।'

[৪]

٢٨- وَقَالَ رَجُلٌ مُّؤْمِنٌ ۖ مِّنْ اٰلِ فِرْعَوْنَ يَكْتُمُ اِيْمَانَهٗٓ اَتَقْتُلُوْنَ رَجُلًا اَنْ يَّقُوْلَ رَبِّيَ اللّٰهُ وَقَدْ جَآءَكُمْ بِالْبَيِّنٰتِ مِنْ رَّبِّكُمْ ؕ وَاِنْ يَّكُ كَاذِبًا فَعَلَيْهِ كَذِبُهٗ ۚ

২৮। ফির'আওন বংশের এক ব্যক্তি,[১৫১৩] যে মু'মিন ছিল এবং নিজ ঈমান গোপন রাখিত, বলিল, 'তোমরা কি এক ব্যক্তিকে এইজন্য হত্যা করিবে যে, সে বলে, 'আমার প্রতিপালক আল্লাহ্,' অথচ সে তোমাদের প্রতিপালকের নিকট হইতে সুস্পষ্ট প্রমাণসহ তোমাদের নিকট আসিয়াছে? সে মিথ্যাবাদী হইলে তাহার মিথ্যাবাদিতার জন্য সে দায়ী হইবে,

১৫১২। এ স্থলে 'উহারা' দ্বারা ফির'আওন, হামান ও কারূনকে বুঝাইতেছে।
১৫১৩। ইনি ছিলেন ফির'আওনের জ্ঞাতি ভাই।-খাযিন

وَاِنْ يَّكُ صَادِقًا يُّصِبْكُمْ بَعْضُ الَّذِىْ يَعِدُكُمْ ؕ اِنَّ اللّٰهَ لَا يَهْدِىْ مَنْ هُوَ مُسْرِفٌ كَذَّابٌ ○

আর যদি সে সত্যবাদী হয়, সে তোমাদিগকে যে শাস্তির কথা বলে, তাহার কিছু তো তোমাদের উপর আপতিত হইবেই।' নিশ্চয় আল্লাহ্ সীমালংঘনকারী ও মিথ্যাবাদীকে সৎপথে পরিচালিত করেন না।

٢٩- يٰقَوْمِ لَكُمُ الْمُلْكُ الْيَوْمَ ظٰهِرِيْنَ فِى الْاَرْضِ ز فَمَنْ يَّنْصُرُنَا مِنْۢ بَاْسِ اللّٰهِ اِنْ جَآءَنَا ؕ قَالَ فِرْعَوْنُ مَاۤ اُرِيْكُمْ اِلَّا مَاۤ اَرٰى وَمَاۤ اَهْدِيْكُمْ اِلَّا سَبِيْلَ الرَّشَادِ ○

২৯। 'হে আমার সম্প্রদায়! আজ কর্তৃত্ব তোমাদের, দেশে তোমরাই প্রবল; কিন্তু আমাদের উপর আল্লাহ্র শাস্তি আসিয়া পড়িলে কে আমাদিগকে সাহায্য করিবে?' ফির'আওন বলিল, 'আমি যাহা বুঝি, আমি তোমাদিগকে তাহাই বলিতেছি। আমি তোমাদিগকে কেবল সৎপথই দেখাইয়া থাকি।'

٣٠- وَقَالَ الَّذِىْۤ اٰمَنَ يٰقَوْمِ اِنِّىْۤ اَخَافُ عَلَيْكُمْ مِّثْلَ يَوْمِ الْاَحْزَابِ ○ۙ

৩০। মু'মিন ব্যক্তিটি বলিল, 'হে আমার সম্প্রদায়! আমি তোমাদের জন্য পূর্ববর্তী সম্প্রদায়সমূহের শাস্তির দিনের অনুরূপ দুর্দিনের আশংকা করি—

٣١- مِثْلَ دَاْبِ قَوْمِ نُوْحٍ وَّعَادٍ وَّثَمُوْدَ وَالَّذِيْنَ مِنْۢ بَعْدِهِمْ ؕ وَمَا اللّٰهُ يُرِيْدُ ظُلْمًا لِّلْعِبَادِ ○

৩১। 'যেমন ঘটিয়াছিল নূহ, 'আদ, ছামূদ এবং তাহাদের পূর্ববর্তীদের ব্যাপারে। আল্লাহ্ তো বান্দাদের প্রতি কোন যুলুম করিতে চাহেন না।

٣٢- وَيٰقَوْمِ اِنِّىْۤ اَخَافُ عَلَيْكُمْ يَوْمَ التَّنَادِ ○ۙ

৩২। 'হে আমার সম্প্রদায়! আমি তোমাদের জন্য আশংকা করি আর্তনাদ দিবসের,১৫১৪

٣٣- يَوْمَ تُوَلُّوْنَ مُدْبِرِيْنَ ۚ مَا لَكُمْ مِّنَ اللّٰهِ مِنْ عَاصِمٍ ۚ وَمَنْ يُّضْلِلِ اللّٰهُ فَمَا لَهٗ مِنْ هَادٍ ○

৩৩। 'যেদিন তোমরা পশ্চাৎ ফিরিয়া পলায়ন করিতে চাহিবে। আল্লাহ্র শাস্তি হইতে তোমাদিগকে রক্ষা করিবার কেহ থাকিবে না। আল্লাহ্ যাহাকে পথভ্রষ্ট করেন তাহার জন্য কোন পথপ্রদর্শক নাই।'

১৫১৪। تناد আহ্বান করা। কিয়ামত দিবসে ভীত-সন্ত্রস্ত মানুষ আর্তনাদ করিতে থাকিবে, তাই উহা আর্তনাদ দিবস (يوم التناد)।

٣٤- وَلَقَدْ جَآءَكُمْ يُوْسُفُ مِنْ قَبْلُ بِالْبَيِّنٰتِ فَمَا زِلْتُمْ فِىْ شَكٍّ مِّمَّا جَآءَكُمْ بِهٖ ؕ حَتّٰۤى اِذَا هَلَكَ قُلْتُمْ لَنْ يَّبْعَثَ اللّٰهُ مِنْۢ بَعْدِهٖ رَسُوْلًا ؕ كَذٰلِكَ يُضِلُّ اللّٰهُ مَنْ هُوَ مُسْرِفٌ مُّرْتَابُ ۚ

৩৪। পূর্বেও তোমাদের নিকট ইউসুফ আসিয়াছিল স্পষ্ট নিদর্শনসহ; কিন্তু সে তোমাদের নিকট যাহা লইয়া আসিয়াছিল তোমরা তাহাতে বারবার সন্দেহ পোষণ করিতে। পরিশেষে যখন ইউসুফের মৃত্যু হইল তখন তোমরা বলিয়াছিলে, 'তাহার পরে আল্লাহ্ আর কোন রাসূল প্রেরণ করিবেন না।' এইভাবে আল্লাহ্ বিভ্রান্ত করেন সীমালংঘনকারী ও সংশয়বাদীদিগকে—

٣٥- الَّذِيْنَ يُجَادِلُوْنَ فِىْۤ اٰيٰتِ اللّٰهِ بِغَيْرِ سُلْطٰنٍ اَتٰىهُمْ ؕ كَبُرَ مَقْتًا عِنْدَ اللّٰهِ وَعِنْدَ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا ؕ كَذٰلِكَ يَطْبَعُ اللّٰهُ عَلٰى كُلِّ قَلْبِ مُتَكَبِّرٍ جَبَّارٍ

৩৫। যাহারা নিজেদের নিকট কোন দলীল-প্রমাণ না থাকিলেও আল্লাহ্‌র নিদর্শন সম্পর্কে বিতণ্ডায় লিপ্ত হয়। তাহাদের এই কর্ম আল্লাহ্ এবং মু'মিনদের দৃষ্টিতে অতিশয় ঘৃণার্হ। এইভাবে আল্লাহ্ প্রত্যেক উদ্ধত ও স্বৈরাচারী ব্যক্তির হৃদয়কে মোহর করিয়া দেন।

٣٦- وَقَالَ فِرْعَوْنُ يٰهَامٰنُ ابْنِ لِىْ صَرْحًا لَّعَلِّىْۤ اَبْلُغُ الْاَسْبَابَ ۙ

৩৬। ফির'আওন বলিল, 'হে হামান! আমার জন্য তুমি নির্মাণ কর এক সুউচ্চ প্রাসাদ যাহাতে আমি পাই অবলম্বন—

٣٧- اَسْبَابَ السَّمٰوٰتِ فَاَطَّلِعَ اِلٰۤى اِلٰهِ مُوْسٰى وَاِنِّىْ لَاَظُنُّهٗ كَاذِبًا ؕ وَكَذٰلِكَ زُيِّنَ لِفِرْعَوْنَ سُوْٓءُ عَمَلِهٖ وَصُدَّ عَنِ السَّبِيْلِ ؕ وَمَا كَيْدُ فِرْعَوْنَ اِلَّا فِىْ تَبَابٍ

৩৭। 'অবলম্বন আসমানে আরোহণের, যেন দেখিতে পাই মূসার ইলাহ্‌কে; তবে আমি তো উহাকে মিথ্যাবাদীই মনে করি।' এইভাবে ফির'আওনের নিকট শোভনীয় করা হইয়াছিল তাহার মন্দ কর্মকে এবং তাহাকে নিবৃত্ত করা হইয়াছিল সরল পথ হইতে এবং ফির'আওনের ষড়যন্ত্র ব্যর্থ হইয়াছিল সম্পূর্ণরূপে।

[৫]

٣٨- وَقَالَ الَّذِىْۤ اٰمَنَ يٰقَوْمِ اتَّبِعُوْنِ اَهْدِكُمْ سَبِيْلَ الرَّشَادِ

৩৮। মু'মিন ব্যক্তিটি বলিল, 'হে আমার সম্প্রদায়! তোমরা আমার অনুসরণ কর, আমি তোমাদিগকে সঠিক পথে পরিচালিত করিব।

৩৯। 'হে আমার সম্প্রদায়! এই পার্থিব জীবন তো অস্থায়ী উপভোগের বস্তু এবং আখিরাতই হইতেছে চিরস্থায়ী আবাস।

٣٩- يٰقَوْمِ اِنَّمَا هٰذِهِ الْحَيٰوةُ الدُّنْيَا مَتَاعٌ ز وَّاِنَّ الْاٰخِرَةَ هِىَ دَارُ الْقَرَارِ ○

৪০। 'কেহ মন্দ কর্ম করিলে সে কেবল তাহার কর্মের অনুরূপ শাস্তি পাইবে এবং পুরুষ কিংবা নারীর মধ্যে যাহারা মু'মিন হইয়া সৎকর্ম করে তাহারা দাখিল হইবে জান্নাতে, সেথায় তাহাদিগকে দেওয়া হইবে অপরিমিত জীবনোপকরণ।

٤٠- مَنْ عَمِلَ سَيِّئَةً فَلَا يُجْزٰٓى اِلَّا مِثْلَهَا ج وَمَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِّنْ ذَكَرٍ اَوْ اُنْثٰى وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَاُولٰٓئِكَ يَدْخُلُوْنَ الْجَنَّةَ يُرْزَقُوْنَ فِيْهَا بِغَيْرِ حِسَابٍ ○

৪১। 'হে আমার সম্প্রদায়! কি আশ্চর্য! আমি তোমাদিগকে আহ্বান করিতেছি মুক্তির দিকে, আর তোমরা আমাকে ডাকিতেছ অগ্নির দিকে!

٤١- وَيٰقَوْمِ مَا لِىْٓ اَدْعُوْكُمْ اِلَى النَّجٰوةِ وَتَدْعُوْنَنِىْٓ اِلَى النَّارِ ○

৪২। 'তোমরা আমাকে বলিতেছ আল্লাহ্কে অস্বীকার করিতে এবং তাঁহার সমকক্ষ দাঁড় করাইতে, যাহার সম্পর্কে আমার কোন জ্ঞান নাই; পক্ষান্তরে আমি তোমাদিগকে আহ্বান করিতেছি পরাক্রমশালী, ক্ষমাশীল আল্লাহ্র দিকে।

٤٢- تَدْعُوْنَنِىْ لِاَكْفُرَ بِاللّٰهِ وَاُشْرِكَ بِهٖ مَا لَيْسَ لِىْ بِهٖ عِلْمٌ ز وَّاَنَا اَدْعُوْكُمْ اِلَى الْعَزِيْزِ الْغَفَّارِ ○

৪৩। নিঃসন্দেহে তোমরা আমাকে আহ্বান করিতেছ এমন একজনের দিকে যে দুনিয়া ও আখিরাতে কোথাও আহ্বানযোগ্য নহে।[১৫১৫] বস্তুত আমাদের প্রত্যাবর্তন তো আল্লাহ্র নিকট এবং সীমালংঘনকারীরাই জাহান্নামের অধিবাসী।

٤٣- لَا جَرَمَ اَنَّمَا تَدْعُوْنَنِىْٓ اِلَيْهِ لَيْسَ لَهٗ دَعْوَةٌ فِى الدُّنْيَا وَلَا فِى الْاٰخِرَةِ وَاَنَّ مَرَدَّنَآ اِلَى اللّٰهِ وَاَنَّ الْمُسْرِفِيْنَ هُمْ اَصْحٰبُ النَّارِ ○

৪৪। 'আমি তোমাদিগকে যাহা বলিতেছি, তোমরা তাহা অচিরেই স্মরণ করিবে এবং আমি আমার ব্যাপার আল্লাহ্তে অর্পণ করিতেছি; আল্লাহ্ তাঁহার বান্দাদের প্রতি সবিশেষ দৃষ্টি রাখেন।'

٤٤- فَسَتَذْكُرُوْنَ مَآ اَقُوْلُ لَكُمْ ط وَاُفَوِّضُ اَمْرِىْٓ اِلَى اللّٰهِ ط اِنَّ اللّٰهَ بَصِيْرٌ بِالْعِبَادِ ○

১৫১৫। অর্থাৎ 'ইবাদতের যোগ্য নহে।

৪৫। অতঃপর আল্লাহ্ তাহাকে উহাদের ষড়যন্ত্রের অনিষ্ট হইতে রক্ষা করিলেন[১৫১৬] এবং কঠিন শাস্তি পরিবেষ্টন করিল ফির'আওন সম্প্রদায়কে।

٤٥-فَوَقٰىهُ اللّٰهُ سَيِّاٰتِ مَا مَكَرُوْا وَحَاقَ بِاٰلِ فِرْعَوْنَ سُوْٓءُ الْعَذَابِ ۚ

৪৬। উহাদিগকে উপস্থিত করা হয় আগুনের সম্মুখে[১৫১৭] সকাল ও সন্ধ্যায় এবং যেদিন কিয়ামত ঘটিবে সেদিন বলা হইবে, 'ফিরআওন-সম্প্রদায়কে নিক্ষেপ কর কঠিন শাস্তিতে।'

٤٦-اَلنَّارُ يُعْرَضُوْنَ عَلَيْهَا غُدُوًّا وَّعَشِيًّا ۚ وَيَوْمَ تَقُوْمُ السَّاعَةُ ۗ اَدْخِلُوْٓا اٰلَ فِرْعَوْنَ اَشَدَّ الْعَذَابِ ۝

৪৭। যখন উহারা জাহান্নামে পরস্পর বিতর্কে লিপ্ত হইবে তখন দুর্বলেরা দাম্ভিকদিগকে বলিবে, 'আমরা তো তোমাদেরই অনুসারী ছিলাম, এখন কি তোমরা আমাদিগ হইতে জাহান্নামের আগুনের কিয়দংশ নিবারণ করিবে?'

٤٧-وَ اِذْ يَتَحَآجُّوْنَ فِى النَّارِ فَيَقُوْلُ الضُّعَفٰٓؤُا لِلَّذِيْنَ اسْتَكْبَرُوْٓا اِنَّا كُنَّا لَكُمْ تَبَعًا فَهَلْ اَنْتُمْ مُّغْنُوْنَ عَنَّا نَصِيْبًا مِّنَ النَّارِ ۝

৪৮। দাম্ভিকেরা বলিবে, 'আমরা সকলেই তো জাহান্নামে আছি, নিশ্চয় আল্লাহ্ বান্দাদের বিচার তো করিয়া ফেলিয়াছেন।'

٤٨-قَالَ الَّذِيْنَ اسْتَكْبَرُوْٓا اِنَّا كُلٌّ فِيْهَآ ۙ اِنَّ اللّٰهَ قَدْ حَكَمَ بَيْنَ الْعِبَادِ ۝

৪৯। অগ্নিবাসীরা জাহান্নামের প্রহরীদিগকে বলিবে, 'তোমাদের প্রতিপালকের নিকট প্রার্থনা কর তিনি যেন আমাদিগ হইতে লাঘব করেন এক দিনের শাস্তি।'

٤٩-وَقَالَ الَّذِيْنَ فِى النَّارِ لِخَزَنَةِ جَهَنَّمَ ادْعُوْا رَبَّكُمْ يُخَفِّفْ عَنَّا يَوْمًا مِّنَ الْعَذَابِ ۝

৫০। তাহারা বলিবে, 'তোমাদের নিকট কি স্পষ্ট নিদর্শনসহ তোমাদের রাসূলগণ আসে নাই?' জাহান্নামীরা বলিবে, 'অবশ্যই আসিয়াছিল।' প্রহরীরা বলিবে, 'তবে তোমরাই প্রার্থনা কর; আর কাফিরদের প্রার্থনা ব্যর্থই হয়।

٥٠-قَالُوْٓا اَوَلَمْ تَكُ تَاْتِيْكُمْ رُسُلُكُمْ بِالْبَيِّنٰتِ ۗ قَالُوْا بَلٰى ۗ قَالُوْا فَادْعُوْا ۚ وَمَا دُعٰٓؤُا الْكٰفِرِيْنَ اِلَّا فِىْ ضَلٰلٍ ۝ ع

১৫১৬। হযরত মূসা (আ)-কে, ভিন্নমতে ফির'আওন সম্প্রদায়ের যে ব্যক্তিটি ঈমান আনিয়াছিল তাহাকে।
১৫১৭। অর্থাৎ বারযাখে (দ্র. ২৩ ঃ ১০০)। এই আয়াতে কবর 'আযাবের ইংগিত রহিয়াছে।

[৬]

৫১। নিশ্চয়ই আমি আমার রাসূলদিগকে ও মু'মিনদিগকে সাহায্য করিব পার্থিব জীবনে এবং যেই দিন সাক্ষিগণ দণ্ডায়মান হইবে।১৫১৮

٥١- اِنَّا لَنَنْصُرُ رُسُلَنَا وَ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا فِي الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا وَيَوْمَ يَقُوْمُ الْاَشْهَادُ ۙ○

৫২। যেদিন যালিমদের 'ওযর-আপত্তি কোন কাজে আসিবে না, আর উহাদের জন্য রহিয়াছে লা'নত এবং উহাদের জন্য রহিয়াছে নিকৃষ্ট আবাস।

٥٢- يَوْمَ لَا يَنْفَعُ الظّٰلِمِيْنَ مَعْذِرَتُهُمْ وَلَهُمُ اللَّعْنَةُ وَلَهُمْ سُوْٓءُ الدَّارِ ○

৫৩। আমি অবশ্যই মূসাকে দান করিয়াছিলাম পথনির্দেশ এবং বনী ইসরাঈলকে উত্তরাধিকারী করিয়াছিলাম সেই কিতাবের,

٥٣- وَلَقَدْ اٰتَيْنَا مُوْسَى الْهُدٰى وَ اَوْرَثْنَا بَنِيْٓ اِسْرَآءِيْلَ الْكِتٰبَ ۙ○

৫৪। পথনির্দেশ ও উপদেশস্বরূপ বোধশক্তি-সম্পন্ন লোকদের জন্য।

٥٤- هُدًى وَّ ذِكْرٰى لِاُولِي الْاَلْبَابِ ○

৫৫। অতএব তুমি ধৈর্য ধারণ কর; নিশ্চয়ই আল্লাহ্‌র প্রতিশ্রুতি সত্য, তুমি তোমার ত্রুটির জন্য ক্ষমা প্রার্থনা কর এবং তোমার প্রতিপালকের সপ্রশংস পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা কর সকাল ও সন্ধ্যায়।

٥٥- فَاصْبِرْ اِنَّ وَعْدَ اللّٰهِ حَقٌّ وَّاسْتَغْفِرْ لِذَنْۢبِكَ وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ بِالْعَشِيِّ وَ الْاِبْكَارِ ○

৫৬। যাহারা নিজেদের নিকট কোন দলীল না থাকিলেও আল্লাহ্‌র নিদর্শন সম্পর্কে বিতর্কে লিপ্ত হয়, উহাদের অন্তরে আছে কেবল অহংকার, যাহারা এই ব্যাপারে সফলকাম হইবে না। অতএব আল্লাহ্‌র শরণাপন্ন হও; তিনি তো সর্বশ্রোতা, সর্বদ্রষ্টা।

٥٦- اِنَّ الَّذِيْنَ يُجَادِلُوْنَ فِيْٓ اٰيٰتِ اللّٰهِ بِغَيْرِ سُلْطٰنٍ اَتٰىهُمْ ۙ اِنْ فِيْ صُدُوْرِهِمْ اِلَّا كِبْرٌ مَّا هُمْ بِبَالِغِيْهِ ۚ فَاسْتَعِذْ بِاللّٰهِ ؕ اِنَّهٗ هُوَ السَّمِيْعُ الْبَصِيْرُ ○

৫৭। মানব সৃজন অপেক্ষা আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীর সৃষ্টি তো কঠিনতর, কিন্তু অধিকাংশ মানুষ ইহা জানে না।

٥٧- لَخَلْقُ السَّمٰوٰتِ وَ الْاَرْضِ اَكْبَرُ مِنْ خَلْقِ النَّاسِ وَلٰكِنَّ اَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُوْنَ ○

১৫১৮। অর্থাৎ কিয়ামত দিবসে (দ্র : ২ : ১৪৩, ৪ : ৪১, ৪১ : ২০ ও ৩৬ : ৬৫ আয়াতসমূহ)

Contents

٥٨- وَمَا يَسْتَوِي الْأَعْمٰى وَالْبَصِيرُ ۙ وَالَّذِينَ اٰمَنُوا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ وَلَا الْمُسِيٓءُ ۚ قَلِيلًا مَّا تَتَذَكَّرُونَ ○

৫৮। সমান নহে অন্ধ ও চক্ষুষ্মান এবং যাহারা ঈমান আনে ও সৎকর্ম করে এবং যাহারা দুষ্কৃতিপরায়ণ। তোমরা অল্পই উপদেশ গ্রহণ করিয়া থাক।

٥٩- اِنَّ السَّاعَةَ لَاٰتِيَةٌ لَّا رَيْبَ فِيهَا وَلٰكِنَّ اَكْثَرَ النَّاسِ لَا يُؤْمِنُونَ ○

৫৯। কিয়ামত অবশ্যম্ভাবী, ইহাতে কোন সন্দেহ নাই; কিন্তু অধিকাংশ লোক বিশ্বাস করে না।

٦٠- وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِيٓ اَسْتَجِبْ لَكُمْ ۚ اِنَّ الَّذِينَ يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِي سَيَدْخُلُونَ جَهَنَّمَ دٰخِرِينَ ○

৬০। তোমাদের প্রতিপালক বলেন, 'তোমরা আমাকে ডাক, আমি তোমাদের ডাকে সাড়া দিব। যাহারা অহংকারবশে আমার 'ইবাদতে বিমুখ, উহারা অবশ্যই জাহান্নামে প্রবেশ করিবে লাঞ্ছিত হইয়া।'

[৭]

٦١- اَللّٰهُ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الَّيْلَ لِتَسْكُنُوا فِيهِ وَالنَّهَارَ مُبْصِرًا ۚ اِنَّ اللّٰهَ لَذُو فَضْلٍ عَلَى النَّاسِ وَلٰكِنَّ اَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَشْكُرُونَ ○

৬১। আল্লাহ্ই তোমাদের বিশ্রামের জন্য সৃষ্টি করিয়াছেন রাত্রিকে এবং আলোকোজ্জ্বল করিয়াছেন দিবসকে। আল্লাহ্ তো মানুষের প্রতি অনুগ্রহশীল, কিন্তু অধিকাংশ মানুষ কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে না।

٦٢- ذٰلِكُمُ اللّٰهُ رَبُّكُمْ خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ ۘ لَآ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ ۚ فَاَنّٰى تُؤْفَكُونَ ○

৬২। তিনিই আল্লাহ্, তোমাদের প্রতিপালক, সব কিছুর স্রষ্টা; তিনি ব্যতীত কোন ইলাহ্ নাই; সুতরাং তোমাদিগকে কোথায় ফিরাইয়া নেওয়া হইতেছে?

٦٣- كَذٰلِكَ يُؤْفَكُ الَّذِينَ كَانُوا بِاٰيٰتِ اللّٰهِ يَجْحَدُونَ ○

৬৩। এইভাবেই বিপথগামী করা হয় তাহাদিগকে যাহারা আল্লাহ্র নিদর্শনাবলীকে অস্বীকার করে।

٦٤- اَللّٰهُ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْاَرْضَ قَرَارًا وَّالسَّمَآءَ بِنَآءً وَّصَوَّرَكُمْ فَاَحْسَنَ صُوَرَكُمْ

৬৪। আল্লাহ্ই তোমাদের জন্য পৃথিবীকে করিয়াছেন বাসোপযোগী এবং আকাশকে করিয়াছেন ছাদ এবং তিনি তোমাদের আকৃতি গঠন করিয়াছেন এবং তোমাদের আকৃতি করিয়াছেন সুন্দর এবং

وَرَزَقَكُمْ مِّنَ الطَّيِّبٰتِ ۭ ذٰلِكُمُ اللّٰهُ رَبُّكُمْ ۚ فَتَبٰرَكَ اللّٰهُ رَبُّ الْعٰلَمِيْنَ ○

তোমাদিগকে দান করিয়াছেন উৎকৃষ্ট রিয্ক; তিনিই আল্লাহ্, তোমাদের প্রতিপালক। জগতসমূহের প্রতিপালক আল্লাহ্ কত মহান!

٦٥- هُوَ الْحَيُّ لَآ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ فَادْعُوْهُ مُخْلِصِيْنَ لَهُ الدِّيْنَ ۭ اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ ○

৬৫। তিনি চিরঞ্জীব, তিনি ব্যতীত কোন ইলাহ্ নাই। সুতরাং তোমরা তাঁহাকেই ডাক, তাঁহার আনুগত্যে একনিষ্ঠ হইয়া। সকল প্রশংসা জগতসমূহের প্রতিপালক আল্লাহ্‌রই।

٦٦- قُلْ اِنِّيْ نُهِيْتُ اَنْ اَعْبُدَ الَّذِيْنَ تَدْعُوْنَ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ لَمَّا جَآءَنِيَ الْبَيِّنٰتُ مِنْ رَّبِّيْ ۡ وَاُمِرْتُ اَنْ اُسْلِمَ لِرَبِّ الْعٰلَمِيْنَ ○

৬৬। বল, 'তোমরা আল্লাহ্ ব্যতীত যাহাদিগকে আহ্বান কর, তাহাদের 'ইবাদত করিতে আমাকে নিষেধ করা হইয়াছে যখন আমার প্রতিপালকের নিকট হইতে আমার নিকট সুস্পষ্ট নিদর্শন আসিয়াছে। এবং আমি আদিষ্ট হইয়াছি জগতসমূহের প্রতিপালকের নিকট আত্মসমর্পণ করিতে।

٦٧- هُوَ الَّذِيْ خَلَقَكُمْ مِّنْ تُرَابٍ ثُمَّ مِنْ نُّطْفَةٍ ثُمَّ مِنْ عَلَقَةٍ ثُمَّ يُخْرِجُكُمْ طِفْلًا ثُمَّ لِتَبْلُغُوْٓا اَشُدَّكُمْ ثُمَّ لِتَكُوْنُوْا شُيُوْخًا ۚ وَمِنْكُمْ مَّنْ يُّتَوَفّٰى مِنْ قَبْلُ وَلِتَبْلُغُوْٓا اَجَلًا مُّسَمًّى وَّلَعَلَّكُمْ تَعْقِلُوْنَ ○

৬৭। 'তিনিই তোমাদিগকে সৃষ্টি করিয়াছেন মৃত্তিকা হইতে, পরে শুক্রবিন্দু হইতে, তারপর 'আলাকাঃ[১৫১৯] হইতে, তারপর তোমাদিগকে বাহির করেন শিশুরূপে, অতঃপর যেন তোমরা উপনীত হও তোমাদের যৌবনে, তারপর হইয়া যাও বৃদ্ধ। আর তোমাদের মধ্যে কাহারও মৃত্যু ঘটে ইহার পূর্বেই! যাহাতে তোমরা নির্ধারিত কাল প্রাপ্ত হও এবং যেন তোমরা অনুধাবন করিতে পার।

٦٨- هُوَ الَّذِيْ يُحْيٖ وَيُمِيْتُ ۚ فَاِذَا قَضٰٓى اَمْرًا فَاِنَّمَا يَقُوْلُ لَهُ كُنْ فَيَكُوْنُ ○ ع

৬৮। 'তিনিই জীবন দান করেন ও মৃত্যু ঘটান এবং যখন তিনি কিছু করা স্থির করেন তখন তিনি উহার জন্য বলেন, 'হও', আর উহা হইয়া যায়।'

১৫১৯। দ্র. ২২ ঃ ৫ আয়াতের টীকা।

[৮]

٦٩- اَلَمْ تَرَ اِلَى الَّذِيْنَ يُجَادِلُوْنَ فِىْٓ اٰيٰتِ اللّٰهِ ؕ اَنّٰى يُصْرَفُوْنَ ۛ

৬৯। তুমি কি লক্ষ্য কর না উহাদিগকে যাহারা আল্লাহ্‌র নিদর্শন সম্পর্কে বিতর্ক করে? কিভাবে উহাদিগকে বিপথগামী করা হইতেছে?'

٧٠- اَلَّذِيْنَ كَذَّبُوْا بِالْكِتٰبِ وَبِمَآ اَرْسَلْنَا بِهٖ رُسُلَنَا ۛ فَسَوْفَ يَعْلَمُوْنَ ۙ

৭০। যাহারা অস্বীকার করে কিতাব ও যাহা সহ আমার রাসূলগণকে প্রেরণ করিয়াছিলাম তাহা; শীঘ্রই উহারা জানিতে পারিবে—

٧١- اِذِ الْاَغْلٰلُ فِىْٓ اَعْنَاقِهِمْ وَالسَّلٰسِلُ ؕ يُسْحَبُوْنَ ۙ

৭১। যখন উহাদের গলদেশে বেড়ি ও শৃংখল থাকিবে, উহাদিগকে টানিয়া লইয়া যাওয়া হইবে

٧٢- فِى الْحَمِيْمِ ۙ ثُمَّ فِى النَّارِ يُسْجَرُوْنَ ۚ

৭২। ফুটন্ত পানিতে, অতঃপর উহাদিগকে দগ্ধ করা হইবে অগ্নিতে।

٧٣- ثُمَّ قِيْلَ لَهُمْ اَيْنَ مَا كُنْتُمْ تُشْرِكُوْنَ ۙ

৭৩। পরে উহাদিগকে বলা হইবে, 'কোথায় তাহারা যাহাদিগকে তোমরা শরীক করিতে,

٧٤- مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ ؕ قَالُوْا ضَلُّوْا عَنَّا بَلْ لَّمْ نَكُنْ نَّدْعُوْا مِنْ قَبْلُ شَيْـًٔا ؕ كَذٰلِكَ يُضِلُّ اللّٰهُ الْكٰفِرِيْنَ ○

৭৪। 'আল্লাহ্ ব্যতীত?' উহারা বলিবে, 'উহারা তো আমাদের নিকট হইতে উধাও হইয়াছে; বস্তুত পূর্বে আমরা এমন কিছুকে আহ্বান করি নাই।' এইভাবে আল্লাহ্ কাফিরদিগকে বিভ্রান্ত করেন।

٧٥- ذٰلِكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَفْرَحُوْنَ فِى الْاَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَبِمَا كُنْتُمْ تَمْرَحُوْنَ ۚ

৭৫। ইহা এই কারণে যে, তোমরা পৃথিবীতে অযথা উল্লাস করিতে এবং এইজন্য যে, তোমরা দম্ভ করিতে।

٧٦- اُدْخُلُوْٓا اَبْوَابَ جَهَنَّمَ خٰلِدِيْنَ فِيْهَا ۚ فَبِئْسَ مَثْوَى الْمُتَكَبِّرِيْنَ ○

৭৬। তোমরা জাহান্নামের বিভিন্ন দরজা দিয়া প্রবেশ কর উহাতে স্থায়ীভাবে অবস্থিতির জন্য, আর কতই না নিকৃষ্ট উদ্ধতদের আবাসস্থল!

٧٧- فَاصْبِرْ إِنَّ وَعْدَ اللّٰهِ حَقٌّ ۚ فَإِمَّا نُرِيَنَّكَ بَعْضَ الَّذِي نَعِدُهُمْ أَوْ نَتَوَفَّيَنَّكَ فَإِلَيْنَا يُرْجَعُونَ ○

৭৭। সুতরাং তুমি ধৈর্য ধারণ কর। নিশ্চয় আল্লাহ্‌র প্রতিশ্রুতি সত্য। আমি উহাদিগকে যে প্রতিশ্রুতি প্রদান করি[১৫২০] তাহার কিছু যদি তোমাকে দেখাইয়াই দেই অথবা তোমার মৃত্যু ঘটাই—উহাদের প্রত্যাবর্তন তো আমারই নিকট।

٧٨- وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّنْ قَبْلِكَ مِنْهُمْ مَّنْ قَصَصْنَا عَلَيْكَ وَمِنْهُمْ مَّنْ لَّمْ نَقْصُصْ عَلَيْكَ ۗ وَمَا كَانَ لِرَسُولٍ أَنْ يَّأْتِيَ بِآيَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللّٰهِ ۚ فَإِذَا جَاءَ أَمْرُ اللّٰهِ قُضِيَ بِالْحَقِّ وَخَسِرَ هُنَالِكَ الْمُبْطِلُونَ ○

৭৮। আমি তো তোমার পূর্বে অনেক রাসূল প্রেরণ করিয়াছিলাম। আমি তাহাদের কাহারও কাহারও কথা তোমার নিকট বিবৃত করিয়াছি এবং কাহারও কাহারও কথা তোমার নিকট বিবৃত করি নাই। আল্লাহ্‌র অনুমতি ব্যতীত কোন নিদর্শন[১৫২১] উপস্থিত করা কোন রাসূলের কাজ নহে। আল্লাহ্‌র আদেশ আসিলে ন্যায়সংগতভাবে ফয়সালা হইয়া যাইবে। তখন মিথ্যাশ্রয়ীরা ক্ষতিগ্রস্ত হইবে।

[৯]

٧٩- اَللّٰهُ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَنْعَامَ لِتَرْكَبُوا مِنْهَا وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ ○

৭৯। আল্লাহ্‌ই তোমাদের জন্য আন'আম[১৫২২] সৃষ্টি করিয়াছেন, যাহাতে উহাদের কতকের উপর তোমরা আরোহণ কর এবং কতক তোমরা আহার কর।

٨٠- وَلَكُمْ فِيهَا مَنَافِعُ وَلِتَبْلُغُوا عَلَيْهَا حَاجَةً فِي صُدُورِكُمْ وَعَلَيْهَا وَعَلَى الْفُلْكِ تُحْمَلُونَ ○

৮০। ইহাতে তোমাদের জন্য রহিয়াছে প্রচুর উপকার। তোমরা অন্তরে যাহা প্রয়োজন বোধ কর, ইহা দ্বারা যেন তাহা পূর্ণ করিতে পার, আর ইহাদের উপর ও নৌযানের উপর তোমাদিগকে বহন করা হয়।

٨١- وَيُرِيكُمْ آيَاتِهِ ۖ فَأَيَّ آيَاتِ اللّٰهِ تُنْكِرُونَ ○

৮১। তিনি তোমাদিগকে তাঁহার নিদর্শনাবলী দেখাইয়া থাকেন। সুতরাং তোমরা আল্লাহ্‌র কোন্ কোন্ নিদর্শনকে অস্বীকার করিবে?

১৫২০। শাস্তি প্রদানের। রাসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-এর জীবদ্দশায় কাফিরদের শাস্তি হউক অথবা নাই হউক, তাহাদের সকলকে আল্লাহ্‌র নিকট যাইতে হইবে।
১৫২১। নিদর্শন ঃ মু'জিযা।
১৫২২। দ্র. ৫ ঃ ১ আয়াতের টীকা।

٨٢- اَفَلَمْ يَسِيْرُوْا فِي الْاَرْضِ فَيَنْظُرُوْا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِهِمْ ؕ كَانُوْٓا اَكْثَرَ مِنْهُمْ وَاَشَدَّ قُوَّةً وَّ اٰثَارًا فِي الْاَرْضِ فَمَآ اَغْنٰى عَنْهُمْ مَّا كَانُوْا يَكْسِبُوْنَ ○

৮২। উহারা কি পৃথিবীতে ভ্রমণ করে নাই ও দেখে নাই উহাদের পূর্ববর্তীদের কী পরিণাম হইয়াছিল? পৃথিবীতে তাহারা ছিল উহাদের অপেক্ষা সংখ্যায় অধিক এবং শক্তিতে ও কীর্তিতে অধিক প্রবল। তাহারা যাহা করিত তাহা তাহাদের কোন কাজে আসে নাই।

٨٣- فَلَمَّا جَآءَتْهُمْ رُسُلُهُمْ بِالْبَيِّنٰتِ فَرِحُوْا بِمَا عِنْدَهُمْ مِّنَ الْعِلْمِ وَحَاقَ بِهِمْ مَّا كَانُوْا بِهٖ يَسْتَهْزِءُوْنَ ○

৮৩। উহাদের নিকট যখন স্পষ্ট নিদর্শনসহ উহাদের রাসূল আসিত তখন উহারা নিজেদের জ্ঞানের দম্ভ করিত। উহারা যাহা লইয়া ঠাট্টা-বিদ্রূপ করিত তাহাই উহাদিগকে বেষ্টন করিল।

٨٤- فَلَمَّا رَاَوْا بَاْسَنَا قَالُوْٓا اٰمَنَّا بِاللّٰهِ وَحْدَهٗ وَكَفَرْنَا بِمَا كُنَّا بِهٖ مُشْرِكِيْنَ ○

৮৪। অতঃপর উহারা যখন আমার শাস্তি প্রত্যক্ষ করিল তখন বলিল, 'আমরা এক আল্লাহ্‌তেই ঈমান আনিলাম এবং আমরা তাঁহার সহিত যাহাদিগকে শরীক করিতাম তাহাদিগকে প্রত্যাখ্যান করিলাম।'

٨٥- فَلَمْ يَكُ يَنْفَعُهُمْ اِيْمَانُهُمْ لَمَّا رَاَوْا بَاْسَنَا ؕ سُنَّتَ اللّٰهِ الَّتِيْ قَدْ خَلَتْ فِيْ عِبَادِهٖ ۚ وَخَسِرَ هُنَالِكَ الْكٰفِرُوْنَ ○ ع

৮৫। উহারা যখন আমার শাস্তি প্রত্যক্ষ করিল তখন উহাদের ঈমান উহাদের কোন উপকারে আসিল না। আল্লাহ্‌র এই বিধান পূর্ব হইতেই তাঁহার বান্দাদের মধ্যে চলিয়া আসিতেছে এবং সেই ক্ষেত্রে কাফিররা ক্ষতিগ্রস্ত হয়।

৪১-সূরা হা-মীম, আস্-সাজ্দাঃ
৫৪ আয়াত, ৬ রুকূ', মক্কী

।। দয়াময়, পরম দয়ালু আল্লাহ্র নামে ।।

১। হা মীম।

١- حٰمٓ ۝

২। ইহা দয়াময়, পরম দয়ালুর নিকট হইতে অবতীর্ণ।

٢- تَنْزِيْلٌ مِّنَ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ۝

৩। এক কিতাব, বিশদভাবে বিবৃত হইয়াছে ইহার আয়াতসমূহ, আরবী ভাষায় কুরআন, জ্ঞানী সম্প্রদায়ের জন্য,

٣- كِتٰبٌ فُصِّلَتْ اٰيٰتُهٗ قُرْاٰنًا عَرَبِيًّا لِّقَوْمٍ يَّعْلَمُوْنَ ۝

৪। সুসংবাদদাতা ও সতর্ককারী। কিন্তু অধিকাংশ লোক মুখ ফিরাইয়া লইয়াছে, সুতরাং উহারা শুনিবে না।

٤- بَشِيْرًا وَّنَذِيْرًا ۚ فَاَعْرَضَ اَكْثَرُهُمْ فَهُمْ لَا يَسْمَعُوْنَ ۝

৫। উহারা বলে, 'তুমি যাহার প্রতি আমাদিগকে আহ্বান করিতেছ সে বিষয়ে আমাদের অন্তর আবরণ-আচ্ছাদিত, আমাদের কর্ণে আছে বধিরতা এবং তোমার ও আমাদের মধ্যে আছে অন্তরাল; সুতরাং তুমি তোমার কাজ কর এবং আমরা আমাদের কাজ করি।'

٥- وَقَالُوْا قُلُوْبُنَا فِيْٓ اَكِنَّةٍ مِّمَّا تَدْعُوْنَآ اِلَيْهِ وَفِيْٓ اٰذَانِنَا وَقْرٌ وَّمِنْۢ بَيْنِنَا وَبَيْنِكَ حِجَابٌ فَاعْمَلْ اِنَّنَا عٰمِلُوْنَ ۝

৬। বল, 'আমি তো তোমাদের মত একজন মানুষই, আমার প্রতি ওহী হয় যে, তোমাদের ইলাহ্ একমাত্র ইলাহ্। অতএব তোমরা তাঁহারই পথ দৃঢ়ভাবে অবলম্বন কর এবং তাঁহারই নিকট ক্ষমা প্রার্থনা কর। দুর্ভোগ অংশীবাদীদের জন্য—

٦- قُلْ اِنَّمَآ اَنَا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ يُوْحٰٓى اِلَيَّ اَنَّمَآ اِلٰهُكُمْ اِلٰهٌ وَّاحِدٌ فَاسْتَقِيْمُوْٓا اِلَيْهِ وَاسْتَغْفِرُوْهُ ۗ وَوَيْلٌ لِّلْمُشْرِكِيْنَ ۝

৭। যাহারা যাকাত প্রদান করে না এবং উহারা আখিরাতেও অবিশ্বাসী।

٧- الَّذِيْنَ لَا يُؤْتُوْنَ الزَّكٰوةَ وَهُمْ بِالْاٰخِرَةِ هُمْ كٰفِرُوْنَ ۝

Contents

٨- اِنَّ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ لَهُمْ اَجْرٌ غَيْرُ مَمْنُوْنٍ ۟ ع

৮। যাহারা ঈমান আনে ও সৎকর্ম করে, তাহাদের জন্য রহিয়াছে নিরবচ্ছিন্ন পুরস্কার।

[২]

٩- قُلْ اَئِنَّكُمْ لَتَكْفُرُوْنَ بِالَّذِيْ خَلَقَ الْاَرْضَ فِيْ يَوْمَيْنِ وَتَجْعَلُوْنَ لَهٗۤ اَنْدَادًا ؕ ذٰلِكَ رَبُّ الْعٰلَمِيْنَ ۟

৯। বল, ‘তোমরা কি তাঁহাকে অস্বীকার করিবেই যিনি পৃথিবী সৃষ্টি করিয়াছেন দুই দিনে এবং তোমরা কি তাঁহার সমকক্ষ দাঁড় করাইতেছ? তিনি তো জগতসমূহের প্রতিপালক!

١٠- وَجَعَلَ فِيْهَا رَوَاسِيَ مِنْ فَوْقِهَا وَبٰرَكَ فِيْهَا وَقَدَّرَ فِيْهَاۤ اَقْوَاتَهَا فِيْۤ اَرْبَعَةِ اَيَّامٍ ؕ سَوَآءً لِّلسَّآئِلِيْنَ ۟

১০। তিনি স্থাপন করিয়াছেন অটল পর্বতমালা ভূপৃষ্ঠে এবং উহাতে রাখিয়াছেন কল্যাণ এবং চারি দিনের[১৫২৩] মধ্যে ইহাতে ব্যবস্থা করিয়াছেন খাদ্যের সমভাবে যাচ্‌নাকারীদের জন্য।

١١- ثُمَّ اسْتَوٰۤى اِلَى السَّمَآءِ وَهِيَ دُخَانٌ فَقَالَ لَهَا وَلِلْاَرْضِ ائْتِيَا طَوْعًا اَوْ كَرْهًا ؕ قَالَتَاۤ اَتَيْنَا طَآئِعِيْنَ ۟

১১। অতঃপর তিনি আকাশের দিকে মনোনিবেশ করেন যাহা ছিল ধূম্রপুঞ্জবিশেষ। অনন্তর তিনি উহাকে ও পৃথিবীকে বলিলেন, ‘তোমরা উভয়ে আস[১৫২৪] ইচ্ছায় অথবা অনিচ্ছায়।’ উহারা বলিল, ‘আমরা আসিলাম অনুগত হইয়া।’

١٢- فَقَضٰىهُنَّ سَبْعَ سَمٰوٰتٍ فِيْ يَوْمَيْنِ وَاَوْحٰى فِيْ كُلِّ سَمَآءٍ اَمْرَهَا ؕ وَزَيَّنَّا السَّمَآءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيْحَ ۖ وَحِفْظًا ؕ ذٰلِكَ تَقْدِيْرُ الْعَزِيْزِ الْعَلِيْمِ ۟

১২। অতঃপর তিনি আকাশমণ্ডলকে দুই দিনে সপ্তাকাশে পরিণত করিলেন এবং প্রত্যেক আকাশে উহার বিধান ব্যক্ত করিলেন, এবং আমি নিকটবর্তী আকাশকে সুশোভিত করিলাম প্রদীপমালা দ্বারা এবং করিলাম সুরক্ষিত। ইহা পরাক্রমশালী, সর্বজ্ঞ আল্লাহ্‌র ব্যবস্থাপনা।

১৫২৩। দ্র. ৭ ঃ ৫৪; ১০ ঃ ৩; ১১ ঃ ৭; ২৫ ঃ ৫৯; ৫৭ ঃ ৪ আয়াতসমূহ।

১৫২৪। আল্লাহ্‌র বিধানের অনুগত হইয়া।

١٣- فَإِنْ أَعْرَضُوا فَقُلْ أَنذَرْتُكُمْ صٰعِقَةً مِّثْلَ صٰعِقَةِ عَادٍ وَّثَمُودَ ۝

১৩। তবুও ইহারা যদি মুখ ফিরাইয়া লয় তবে বল, 'আমি তো তোমাদিগকে সতর্ক করিতেছি এক ধ্বংসকর শাস্তির, 'আদ ও ছামূদের শাস্তির অনুরূপ।'

١٤- إِذْ جَاءَتْهُمُ الرُّسُلُ مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ وَمِنْ خَلْفِهِمْ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا اللّٰهَ ۖ قَالُوا لَوْ شَاءَ رَبُّنَا لَأَنزَلَ مَلٰٓئِكَةً فَإِنَّا بِمَا أُرْسِلْتُم بِهِ كٰفِرُونَ ۝

১৪। যখন উহাদের নিকট রাসূলগণ আসিয়াছিল উহাদের সম্মুখ ও পশ্চাৎ হইতে[১৫২৫] এবং বলিয়াছিল,[১৫২৬] 'তোমরা আল্লাহ্ ব্যতীত কাহারও 'ইবাদত করিও না।' তখন উহারা বলিয়াছিল, 'আমাদের প্রতিপালকের এইরূপ ইচ্ছা হইলে তিনি অবশ্যই ফিরিশ্‌তা প্রেরণ করিতেন। অতএব তোমরা যাহা-সহ প্রেরিত হইয়াছ, আমরা তাহা প্রত্যাখ্যান করিলাম।'

١٥- فَأَمَّا عَادٌ فَاسْتَكْبَرُوا فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَقَالُوا مَنْ أَشَدُّ مِنَّا قُوَّةً ۖ أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّ اللّٰهَ الَّذِي خَلَقَهُمْ هُوَ أَشَدُّ مِنْهُمْ قُوَّةً ۖ وَكَانُوا بِاٰيٰتِنَا يَجْحَدُونَ ۝

১৫। আর 'আদ সম্প্রদায়ের ব্যাপার এই যে, উহারা পৃথিবীতে অযথা দম্ভ করিত এবং বলিত, 'আমাদের অপেক্ষা শক্তিশালী কে আছে?' উহারা কি তবে লক্ষ্য করে নাই যে, আল্লাহ্, যিনি উহাদিগকে সৃষ্টি করিয়াছেন, তিনি উহাদের অপেক্ষা শক্তিশালী? অথচ উহারা আমার নিদর্শনাবলীকে অস্বীকার করিত।

١٦- فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِيحًا صَرْصَرًا فِي أَيَّامٍ نَّحِسَاتٍ لِّنُذِيقَهُمْ عَذَابَ الْخِزْيِ فِي الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا ۖ وَلَعَذَابُ الْاٰخِرَةِ أَخْزٰى وَهُمْ لَا يُنصَرُونَ ۝

১৬। অতঃপর আমি উহাদিগকে পার্থিব জীবনে লাঞ্ছনাদায়ক শাস্তি আস্বাদন করাইবার জন্য উহাদের বিরুদ্ধে প্রেরণ করিয়াছিলাম ঝঞ্ঝাবায়ু অশুভ দিনে। আখিরাতের শাস্তি তো অধিকতর লাঞ্ছনাদায়ক এবং উহাদিগকে সাহায্য করা হইবে না।

١٧- وَأَمَّا ثَمُودُ فَهَدَيْنٰهُمْ فَاسْتَحَبُّوا الْعَمٰى عَلَى الْهُدٰى

১৭। আর ছামূদ সম্প্রদায়ের ব্যাপার তো এই যে, আমি উহাদিগকে পথনির্দেশ করিয়াছিলাম, কিন্তু উহারা সৎপথের পরিবর্তে ভ্রান্তপথ অবলম্বন করিয়াছিল।

১৫২৫। অর্থাৎ সকল দিক হইতে। তাহাদের নিকট একাধিক রাসূল আসিয়াছিল, আর তাঁহারা সকলেই তাওহীদের প্রচার করিয়াছিলেন।

১৫২৬। 'বলিয়াছিল' কথাটি এ স্থলে উহ্য আছে।

Contents

فَاَخَذَتْهُمْ صٰعِقَةُ الْعَذَابِ الْهُوْنِ بِمَا كَانُوْا يَكْسِبُوْنَ ۝

অতঃপর উহাদিগকে লাঞ্ছনাদায়ক শাস্তির বজ্র আঘাত হানিল উহাদের কৃতকর্মের পরিণামস্বরূপ।

١٨- وَنَجَّيْنَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَكَانُوْا يَتَّقُوْنَ ۝ ع

১৮। আমি রক্ষা করিলাম তাহাদিগকে, যাহারা ঈমান আনিয়াছিল এবং যাহারা তাকওয়া অবলম্বন করিত।

[৩]

١٩- وَيَوْمَ يُحْشَرُ اَعْدَآءُ اللّٰهِ اِلَى النَّارِ فَهُمْ يُوْزَعُوْنَ ۝

১৯। যেদিন আল্লাহ্‌র শত্রুদিগকে জাহান্নামের দিকে সমবেত করা হইবে সেদিন উহাদিগকে বিন্যস্ত করা হইবে বিভিন্ন দলে,

٢٠- حَتّٰٓى اِذَا مَا جَآءُوْهَا شَهِدَ عَلَيْهِمْ سَمْعُهُمْ وَاَبْصَارُهُمْ وَجُلُوْدُهُمْ بِمَا كَانُوْا يَعْمَلُوْنَ ۝

২০। পরিশেষে যখন উহারা জাহান্নামের সন্নিকটে পৌঁছিবে তখন উহাদের কর্ণ, চক্ষু ও ত্বক উহাদের কৃতকর্ম সম্বন্ধে সাক্ষ্য দিবে, উহাদের বিরুদ্ধে।

٢١- وَقَالُوْا لِجُلُوْدِهِمْ لِمَ شَهِدْتُّمْ عَلَيْنَا ؕ قَالُوْٓا اَنْطَقَنَا اللّٰهُ الَّذِيْٓ اَنْطَقَ كُلَّ شَيْءٍ وَّهُوَ خَلَقَكُمْ اَوَّلَ مَرَّةٍ وَّاِلَيْهِ تُرْجَعُوْنَ ۝

২১। জাহান্নামীরা উহাদের ত্বককে জিজ্ঞাসা করিবে, 'তোমরা আমাদের বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দিতেছ কেন?' উত্তরে উহারা বলিবে, 'আল্লাহ্, যিনি আমাদিগকে বাকশক্তি দিয়াছেন তিনি সমস্ত কিছুকে বাকশক্তি দিয়াছেন। তিনি তোমাদিগকে সৃষ্টি করিয়াছেন প্রথমবার এবং তাঁহারই নিকটে তোমরা প্রত্যাবর্তিত হইবে।'

٢٢- وَمَا كُنْتُمْ تَسْتَتِرُوْنَ اَنْ يَّشْهَدَ عَلَيْكُمْ سَمْعُكُمْ وَلَآ اَبْصَارُكُمْ وَلَا جُلُوْدُكُمْ وَلٰكِنْ ظَنَنْتُمْ اَنَّ اللّٰهَ لَا يَعْلَمُ كَثِيْرًا مِّمَّا تَعْمَلُوْنَ ۝

২২। 'তোমরা কিছু গোপন করিতে না এই বিশ্বাসে যে, তোমাদের কর্ণ, চক্ষু ও ত্বক তোমাদের বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দিবে না— উপরন্তু তোমরা মনে করিতে যে, তোমরা যাহা করিতে তাহার অনেক কিছুই আল্লাহ্ জানেন না।

Contents

২৩। ‘তোমাদের প্রতিপালক সম্বন্ধে তোমাদের এই ধারণাই তোমাদের ধ্বংস আনিয়াছে। ফলে তোমরা হইয়াছ ক্ষতিগ্রস্ত।’

٢٣- وَ ذٰلِكُمْ ظَنُّكُمُ الَّذِيْ ظَنَنْتُمْ بِرَبِّكُمْ اَرْدٰىكُمْ فَاَصْبَحْتُمْ مِّنَ الْخٰسِرِيْنَ ○

২৪। এখন উহারা ধৈর্য ধারণ করিলেও জাহান্নামই হইবে উহাদের আবাস এবং উহারা অনুগ্রহ চাহিলেও উহারা অনুগ্রহ প্রাপ্ত হইবে না।

٢٤- فَاِنْ يَّصْبِرُوْا فَالنَّارُ مَثْوًى لَّهُمْ ۚ وَاِنْ يَّسْتَعْتِبُوْا فَمَا هُمْ مِّنَ الْمُعْتَبِيْنَ ○

২৫। আমি উহাদের জন্য নির্ধারণ করিয়া দিয়াছিলাম সহচর,[১৫২৭] যাহারা উহাদের সম্মুখে ও পশ্চাতে যাহা আছে[১৫২৮] তাহা উহাদের দৃষ্টিতে শোভন করিয়া দেখাইয়াছিল এবং উহাদের ব্যাপারেও উহাদের পূর্ববর্তী জিন্ন ও মানুষদের ন্যায় শাস্তির বাণী বাস্তব হইয়াছে। উহারা তো ছিল ক্ষতিগ্রস্ত।

٢٥- وَ قَيَّضْنَا لَهُمْ قُرَنَآءَ فَزَيَّنُوْا لَهُمْ مَّا بَيْنَ اَيْدِيْهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَ حَقَّ عَلَيْهِمُ الْقَوْلُ فِيْٓ اُمَمٍ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِمْ مِّنَ الْجِنِّ وَالْاِنْسِ ۚ اِنَّهُمْ كَانُوْا خٰسِرِيْنَ ○

[৪]

২৬। কাফিররা বলে, ‘তোমরা এই কুরআন শ্রবণ করিও না এবং উহা আবৃত্তিকালে[১৫২৯] শোরগোল সৃষ্টি কর যাহাতে তোমরা জয়ী হইতে পার।’

٢٦- وَقَالَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا لَا تَسْمَعُوْا لِهٰذَا الْقُرْاٰنِ وَالْغَوْا فِيْهِ لَعَلَّكُمْ تَغْلِبُوْنَ ○

২৭। আমি অবশ্যই কাফিরদিগকে কঠিন শাস্তি আস্বাদন করাইব এবং নিশ্চয়ই আমি উহাদিগকে উহাদের নিকৃষ্ট কার্যকলাপের প্রতিফল দিব।

٢٧- فَلَنُذِيْقَنَّ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا عَذَابًا شَدِيْدًا ۙ وَّلَنَجْزِيَنَّهُمْ اَسْوَاَ الَّذِيْ كَانُوْا يَعْمَلُوْنَ ○

২৮। জাহান্নাম, ইহাই আল্লাহ্র শত্রুদের প্রতিফল; সেথায় উহাদের জন্য রহিয়াছে স্থায়ী আবাস, আমার নিদর্শনাবলী অস্বীকৃতির প্রতিফলস্বরূপ।

٢٨- ذٰلِكَ جَزَآءُ اَعْدَآءِ اللّٰهِ النَّارُ ۚ لَهُمْ فِيْهَا دَارُ الْخُلْدِ ۚ جَزَآءًۢ بِمَا كَانُوْا بِاٰيٰتِنَا يَجْحَدُوْنَ ○

১৫২৭। দ্র. ৪ ঃ ৩৮ ও ৪৩ ঃ ৩৬ আয়াতদ্বয়।
১৫২৮। বর্তমান ও ভবিষ্যতের কার্যকলাপকে।
১৫২৯। এ স্থলে ‘উহা আবৃত্তিকালে’ কথাটি উহ্য আছে।

٢٩- وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا رَبَّنَا أَرِنَا الَّذَيْنِ أَضَلَّانَا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنْسِ نَجْعَلْهُمَا تَحْتَ أَقْدَامِنَا لِيَكُونَا مِنَ الْأَسْفَلِينَ ○

২৯। কাফিররা বলিবে, 'হে আমাদের প্রতিপালক! যেসব জিন্ন ও মানব আমাদিগকে পথভ্রষ্ট করিয়াছিল উহাদের উভয়কে দেখাইয়া দাও, আমরা উভয়কে পদদলিত করিব, যাহাতে উহারা লাঞ্ছিত হয়।'

٣٠- إِنَّ الَّذِينَ قَالُوا رَبُّنَا اللَّهُ ثُمَّ اسْتَقَامُوا تَتَنَزَّلُ عَلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةُ أَلَّا تَخَافُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَبْشِرُوا بِالْجَنَّةِ الَّتِي كُنْتُمْ تُوعَدُونَ ○

৩০। যাহারা বলে, 'আমাদের প্রতিপালক আল্লাহ্', অতঃপর অবিচলিত থাকে, তাহাদের নিকট অবতীর্ণ হয় ফিরিশ্‌তা এবং বলে, 'তোমরা ভীত হইও না, চিন্তিত হইও না এবং তোমাদিগকে যে জান্নাতের প্রতিশ্রুতি দেওয়া হইয়াছিল তাহার জন্য আনন্দিত হও।

٣١- نَحْنُ أَوْلِيَاؤُكُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي الْآخِرَةِ ۚ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنْفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ ۝

৩১। 'আমরাই তোমাদের বন্ধু দুনিয়ার জীবনে ও আখিরাতে। সেথায় তোমাদের জন্য রহিয়াছে যাহা কিছু তোমাদের মন চাহে এবং সেথায় তোমাদের জন্য রহিয়াছে যাহা তোমরা ফরমায়েশ কর।'

٣٢- نُزُلًا مِنْ غَفُورٍ رَحِيمٍ ۝ ع ١٨

৩২। ইহা ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু আল্লাহ্‌র পক্ষ হইতে আপ্যায়ন।

[৫]

٣٣- وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ ○

৩৩। কথায় কে উত্তম ঐ ব্যক্তি অপেক্ষা যে আল্লাহ্‌র প্রতি মানুষকে আহ্বান করে, সৎকর্ম করে এবং বলে, 'আমি তো অনুগতদের অন্তর্ভুক্ত।'

٣٤- وَلَا تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّئَةُ ۚ ادْفَعْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ ○

৩৪। ভাল ও মন্দ সমান হইতে পারে না। মন্দ প্রতিহত কর উৎকৃষ্ট দ্বারা; ফলে তোমার সহিত যাহার শত্রুতা আছে, সে হইয়া যাইবে অন্তরংগ বন্ধুর মত।

৩৫-وَمَا يُلَقّٰهَآ اِلَّا الَّذِيْنَ صَبَرُوْا ۚ وَمَا يُلَقّٰهَآ اِلَّا ذُوْ حَظٍّ عَظِيْمٍ ○

৩৫। এই গুণের অধিকারী করা হয় কেবল তাহাদিগকেই, যাহারা ধৈর্যশীল, এই গুণের অধিকারী করা হয় কেবল তাহাদিগকেই, যাহারা মহাভাগ্যবান।

৩৬-وَاِمَّا يَنْزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطٰنِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللّٰهِ ۗ اِنَّهٗ هُوَ السَّمِيْعُ الْعَلِيْمُ ○

৩৬। যদি শয়তানের কুমন্ত্রণা তোমাকে প্ররোচিত করে তবে আল্লাহ্‌র শরণ লইবে, তিনি তো সর্বশ্রোতা, সর্বজ্ঞ।

৩৭-وَمِنْ اٰيٰتِهِ الَّيْلُ وَالنَّهَارُ وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرُ ۗ لَا تَسْجُدُوْا لِلشَّمْسِ وَلَا لِلْقَمَرِ وَاسْجُدُوْا لِلّٰهِ الَّذِيْ خَلَقَهُنَّ اِنْ كُنْتُمْ اِيَّاهُ تَعْبُدُوْنَ ○

৩৭। তাঁহার নিদর্শনাবলীর মধ্যে রহিয়াছে রজনী ও দিবস, সূর্য ও চন্দ্র। তোমরা সূর্যকে সিজ্‌দা করিও না, চন্দ্রকেও নহে; সিজ্‌দা কর আল্লাহ্‌কে, যিনি এইগুলি সৃষ্টি করিয়াছেন, যদি তোমরা প্রকৃতই তাঁহার 'ইবাদত কর।

৩৮-فَاِنِ اسْتَكْبَرُوْا فَالَّذِيْنَ عِنْدَ رَبِّكَ يُسَبِّحُوْنَ لَهٗ بِالَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَهُمْ لَا يَسْـَٔمُوْنَ ○ السجدة

৩৮। উহারা অহংকার করিলেও যাহারা তোমার প্রতিপালকের সান্নিধ্যে রহিয়াছে তাহারা তো দিবস ও রজনীতে তাঁহার পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা করে এবং তাহারা ক্লান্তি বোধ করে না। সাজ্‌দা

৩৯-وَمِنْ اٰيٰتِهٖٓ اَنَّكَ تَرَى الْاَرْضَ خَاشِعَةً فَاِذَآ اَنْزَلْنَا عَلَيْهَا الْمَآءَ اهْتَزَّتْ وَرَبَتْ ۗ اِنَّ الَّذِيْٓ اَحْيَاهَا لَمُحْيِ الْمَوْتٰى ۗ اِنَّهٗ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ ○

৩৯। এবং তাঁহার একটি নিদর্শন এই যে, তুমি ভূমিকে দেখিতে পাও শুষ্ক ঊষর, অতঃপর যখন আমি উহাতে বারি বর্ষণ করি তখন উহা আন্দোলিত ও স্ফীত হয়।[১৫৩০] যিনি ভূমিকে জীবিত করেন তিনিই তো মৃতের জীবনদানকারী। নিশ্চয় তিনি সর্ববিষয়ে সর্বশক্তিমান।

৪০-اِنَّ الَّذِيْنَ يُلْحِدُوْنَ فِيْٓ اٰيٰتِنَا لَا يَخْفَوْنَ عَلَيْنَا ۗ اَفَمَنْ يُّلْقٰى فِى النَّارِ خَيْرٌ اَمْ مَّنْ يَّاْتِيْٓ اٰمِنًا يَّوْمَ الْقِيٰمَةِ ۚ اِعْمَلُوْا مَا شِئْتُمْ ۙ اِنَّهٗ بِمَا تَعْمَلُوْنَ بَصِيْرٌ ○

৪০। যাহারা আমার আয়াতসমূহকে বিকৃত করে তাহারা আমার অগোচর নহে। শ্রেষ্ঠ কে—যে ব্যক্তি জাহান্নামে নিক্ষিপ্ত হইবে সে, না যে কিয়ামতের দিন নিরাপদে থাকিবে সে? তোমাদের যাহা ইচ্ছা কর; তোমরা যাহা কর তিনি তাহার সম্যক দ্রষ্টা।

১৫৩০। প্রাণবন্ত হইয়া উঠে ও শস্য-শ্যামলা হয়।

৪১। যাহারা উহাদের নিকট কুরআন আসিবার পর উহা প্রত্যাখ্যান করে তাহাদিগকে কঠিন শাস্তি দেওয়া হইবে[১৫৩১]; ইহা অবশ্যই এক মহিমময় গ্রন্থ—

٤١- اِنَّ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا بِالذِّكْرِ لَمَّا جَآءَهُمْ ۚ وَاِنَّهٗ لَكِتٰبٌ عَزِيْزٌ ۙ

৪২। কোন মিথ্যা ইহাতে অনুপ্রবেশ করিতে পারে না—অগ্র হইতেও নহে, পশ্চাত হইতেও নহে। ইহা প্রজ্ঞাময়, প্রশংসার্হ আল্লাহ্‌র নিকট হইতে অবতীর্ণ।

٤٢- لَّا يَاْتِيْهِ الْبَاطِلُ مِنْۢ بَيْنِ يَدَيْهِ وَلَا مِنْ خَلْفِهٖ ؕ تَنْزِيْلٌ مِّنْ حَكِيْمٍ حَمِيْدٍ ۝

৪৩। তোমার সম্বন্ধে তো তাহাই বলা হয়, যাহা বলা হইত তোমার পূর্ববর্তী রাসূলগণ সম্পর্কে। তোমার প্রতিপালক অবশ্যই ক্ষমাশীল এবং কঠিন শাস্তিদাতা।

٤٣- مَا يُقَالُ لَكَ اِلَّا مَا قَدْ قِيْلَ لِلرُّسُلِ مِنْ قَبْلِكَ ؕ اِنَّ رَبَّكَ لَذُوْ مَغْفِرَةٍ وَّذُوْ عِقَابٍ اَلِيْمٍ ۝

৪৪। আমি যদি 'আজমী ভাষায়[১৫৩২] কুরআন অবতীর্ণ করিতাম তবে উহারা অবশ্যই বলিত, 'ইহার আয়াতগুলি বিশদভাবে বিবৃত[১৫৩৩] হয় নাই কেন?' কি আশ্চর্য যে, ইহার ভাষা 'আজমী, অথচ রাসূল আরবীয়![১৫৩৪] বল, 'মু'মিনদের জন্য ইহা পথনির্দেশ ও ব্যাধির প্রতিকার।' কিন্তু যাহারা অবিশ্বাসী তাহাদের কর্ণে রহিয়াছে বধিরতা এবং কুরআন হইবে ইহাদের জন্য অন্ধত্ব। ইহারা এমন যে, ইহাদিগকে যেন আহ্বান করা হয় বহুদূর হইতে।

٤٤- وَلَوْ جَعَلْنٰهُ قُرْاٰنًا اَعْجَمِيًّا لَّقَالُوْا لَوْلَا فُصِّلَتْ اٰيٰتُهٗ ؕ ءَاَعْجَمِيٌّ وَّعَرَبِيٌّ ؕ قُلْ هُوَ لِلَّذِيْنَ اٰمَنُوْا هُدًى وَّشِفَآءٌ ؕ وَالَّذِيْنَ لَا يُؤْمِنُوْنَ فِيْۤ اٰذَانِهِمْ وَقْرٌ وَّهُوَ عَلَيْهِمْ عَمًى ؕ اُولٰٓئِكَ يُنَادَوْنَ مِنْ مَّكَانٍۭ بَعِيْدٍ ۝ ع

১৫৩১। 'তাহাদিগকে কঠিন শাস্তি দেওয়া হইবে' কথাটি এ স্থলে উহ্য আছে।
১৫৩২। আরবী ভাষা ব্যতীত অন্য যে কোন ভাষাকে 'আজমী' ভাষা বলে।
১৫৩৩। বিশদভাবে বোধগম্য ভাষায়।
১৫৩৪। 'ভাষা' ও 'রাসূল' এই দুইটি শব্দ এ স্থলে উহ্য আছে।

[৬]

৪৫। আমি তো মূসাকে কিতাব দিয়াছিলাম, অতঃপর ইহাতে মতভেদ ঘটিয়াছিল। তোমার প্রতিপালকের পক্ষ হইতে পূর্ব সিদ্ধান্ত[১৫৩৫] না থাকিলে উহাদের মীমাংসা হইয়া যাইত। উহারা অবশ্যই ইহার সম্বন্ধে বিভ্রান্তিকর সন্দেহে রহিয়াছে।

٤٥- وَلَقَدْ اٰتَيْنَا مُوْسَى الْكِتٰبَ فَاخْتُلِفَ فِيْهِ ؕ وَلَوْلَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِنْ رَّبِّكَ لَقُضِيَ بَيْنَهُمْ ؕ وَاِنَّهُمْ لَفِيْ شَكٍّ مِّنْهُ مُرِيْبٍ ○

৪৬। যে সৎকর্ম করে সে নিজের কল্যাণের জন্যই উহা করে এবং কেহ মন্দ কর্ম করিলে উহার প্রতিফল সে-ই ভোগ করিবে। তোমার প্রতিপালক তাঁহার বান্দাদের প্রতি যুলুম করেন না।

٤٦- مَنْ عَمِلَ صَالِحًا فَلِنَفْسِهٖ وَمَنْ اَسَآءَ فَعَلَيْهَا ؕ وَمَا رَبُّكَ بِظَلَّامٍ لِّلْعَبِيْدِ ○

১৫৩৫। আখিরাতে পূর্ণ শাস্তি প্রদানের সিদ্ধান্ত।

পঞ্চবিংশতিতম পারা

الجزء ٢٥

৪৭। কিয়ামতের জ্ঞান কেবল আল্লাহ্‌তেই ন্যস্ত,১৫৩৬ তাঁহার অজ্ঞাতসারে কোন ফল আবরণ হইতে বাহির হয় না, কোন নারী গর্ভ ধারণ করে না এবং সন্তানও প্রসব করে না। যেদিন আল্লাহ্ উহাদিগকে ডাকিয়া বলিবেন, 'আমার শরীকেরা কোথায়?' তখন উহারা বলিবে, 'আমরা আপনার নিকট নিবেদন করি যে, এই ব্যাপারে আমরা কিছুই জানি না।'১৫৩৭

٤٧- إِلَيْهِ يُرَدُّ عِلْمُ السَّاعَةِ ۭ وَمَا تَخْرُجُ مِنْ ثَمَرٰتٍ مِّنْ أَكْمَامِهَا وَمَا تَحْمِلُ مِنْ أُنْثٰى وَلَا تَضَعُ إِلَّا بِعِلْمِهٖ ۭ وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ أَيْنَ شُرَكَآءِى ۙ قَالُوٓا اٰذَنّٰكَ ۙ مَا مِنَّا مِنْ شَهِيدٍ ۝

৪৮। পূর্বে উহারা যাহাদিগকে আহ্বান করিত তাহারা উধাও হইয়া যাইবে এবং অংশীবাদীরা উপলব্ধি করিবে যে, উহাদের নিষ্কৃতির কোন উপায় নাই।

٤٨- وَضَلَّ عَنْهُمْ مَّا كَانُوا يَدْعُونَ مِنْ قَبْلُ وَظَنُّوا مَا لَهُمْ مِّنْ مَّحِيصٍ ۝

৪৯। মানুষ ধন-সম্পদ প্রার্থনায় কোন ক্লান্তি বোধ করে না, কিন্তু যখন তাহাকে দুঃখ-দৈন্য স্পর্শ করে তখন সে নিরাশ ও হতাশ হইয়া পড়ে;

٤٩- لَا يَسْـَٔمُ الْإِنْسَانُ مِنْ دُعَآءِ الْخَيْرِ ۫ وَإِنْ مَّسَّهُ الشَّرُّ فَيَـُٔوسٌ قَنُوطٌ ۝

৫০। দুঃখ-দৈন্য স্পর্শ করিবার পর যদি আমি তাহাকে অনুগ্রহের আস্বাদন দেই তখন সে অবশ্যই বলিয়া থাকে, 'ইহা আমার প্রাপ্য এবং আমি মনে করি না যে, কিয়ামত সংঘটিত হইবে, আর আমি যদি আমার প্রতিপালকের নিকট প্রত্যাবর্তিত হইও তাঁহার নিকট তো আমার জন্য কল্যাণই থাকিবে।' আমি কাফিরদিগকে উহাদের কৃতকর্ম সম্বন্ধে অবশ্যই অবহিত করিব এবং উহাদিগকে আস্বাদন করাইবই কঠোর শাস্তি।

٥٠- وَلَئِنْ أَذَقْنٰهُ رَحْمَةً مِّنَّا مِنْ بَعْدِ ضَرَّآءَ مَسَّتْهُ لَيَقُولَنَّ هٰذَا لِى ۙ وَمَآ أَظُنُّ السَّاعَةَ قَآئِمَةً ۙ وَّلَئِنْ رُّجِعْتُ إِلٰى رَبِّىٓ إِنَّ لِى عِنْدَهٗ لَلْحُسْنٰى ۚ فَلَنُنَبِّئَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بِمَا عَمِلُوا ۫ وَلَنُذِيقَنَّهُمْ مِّنْ عَذَابٍ غَلِيظٍ ۝

৫১। যখন আমি মানুষের প্রতি অনুগ্রহ করি তখন সে মুখ ফিরাইয়া লয় ও দূরে সরিয়া যায় এবং তাহাকে অনিষ্ট স্পর্শ করিলে সে তখন দীর্ঘ প্রার্থনায় রত হয়।

٥١- وَإِذَآ أَنْعَمْنَا عَلَى الْإِنْسَانِ أَعْرَضَ وَنَاٰ بِجَانِبِهٖ ۚ وَإِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ فَذُو دُعَآءٍ عَرِيضٍ ۝

১৫৩৬। অর্থাৎ কিয়ামত কখন হইবে ইহার সঠিক জ্ঞান আল্লাহ্‌রই নিকট আছে।

১৫৩৭। শাব্দিক অর্থ 'আমাদের মধ্যে সাক্ষী নাই'।

Contents

৫২। বল, 'তোমরা ভাবিয়া দেখিয়াছ কি, যদি এই কুরআন[১৫৩৮] আল্লাহ্‌র নিকট হইতে অবতীর্ণ হইয়া থাকে আর তোমরা ইহা প্রত্যাখ্যান কর তবে যে ব্যক্তি ঘোর বিরুদ্ধাচরণে লিপ্ত আছে, তাহার অপেক্ষা অধিক বিভ্রান্ত আর কে?'

٥٢- قُلْ اَرَءَيْتُمْ اِنْ كَانَ مِنْ عِنْدِ اللّٰهِ ثُمَّ كَفَرْتُمْ بِهٖ مَنْ اَضَلُّ مِمَّنْ هُوَ فِيْ شِقَاقٍۭ بَعِيْدٍ ○

৫৩। আমি উহাদের জন্য আমার নিদর্শনাবলী ব্যক্ত করিব, বিশ্ব জগতে এবং উহাদের নিজেদের মধ্যে; ফলে উহাদের নিকট সুস্পষ্ট হইয়া উঠিবে যে, উহাই[১৫৩৯] সত্য। ইহা কি তোমার প্রতিপালক সম্পর্কে যথেষ্ট নহে যে, তিনি সর্ববিষয়ে অবহিত?

٥٣- سَنُرِيْهِمْ اٰيٰتِنَا فِي الْاٰفَاقِ وَفِيْٓ اَنْفُسِهِمْ حَتّٰى يَتَبَيَّنَ لَهُمْ اَنَّهُ الْحَقُّ ؕ اَوَلَمْ يَكْفِ بِرَبِّكَ اَنَّهٗ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيْدٌ ○

৫৪। জানিয়া রাখ, ইহারা ইহাদের প্রতিপালকের সহিত সাক্ষাতকারে সন্দিহান, জানিয়া রাখ, সব কিছুকে আল্লাহ্‌ পরিবেষ্টন করিয়া রহিয়াছেন।

٥٤- اَلَآ اِنَّهُمْ فِيْ مِرْيَةٍ مِّنْ لِّقَاۗءِ رَبِّهِمْ ؕ اَلَآ اِنَّهٗ بِكُلِّ شَيْءٍ مُّحِيْطٌ ○ ع

১৫৩৮। এ স্থলে 'এই কুরআন' কথাটি উহ্য আছে।
১৫৩৯। অর্থাৎ আল-কুরআন।

৪২-সূরা শূরা

৫৩ আয়াত, ৫ রুকূ', মক্কী

।। দয়াময়, পরম দয়ালু আল্লাহ্‌র নামে ।।

١- حٰمٓ ○

১। হা-মীম।

٢- عٓسٓقٓ ○

২। 'আইন-সীন-কাফ্।

٣- كَذٰلِكَ يُوْحِيْٓ اِلَيْكَ وَاِلَى الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِكَ ۙ اللّٰهُ الْعَزِيْزُ الْحَكِيْمُ ○

৩। এইভাবেই তোমার প্রতি এবং তোমার পূর্ববর্তীদের প্রতি প্রত্যাদেশ করেন পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময় আল্লাহ্।

٤- لَهٗ مَا فِي السَّمٰوٰتِ وَمَا فِي الْاَرْضِ ؕ وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيْمُ ○

৪। আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীতে যাহা কিছু আছে তাহা তাঁহারই। তিনি সমুন্নত, মহান।

٥- تَكَادُ السَّمٰوٰتُ يَتَفَطَّرْنَ مِنْ فَوْقِهِنَّ وَالْمَلٰٓئِكَةُ يُسَبِّحُوْنَ بِحَمْدِ رَبِّهِمْ وَيَسْتَغْفِرُوْنَ لِمَنْ فِي الْاَرْضِ ؕ اَلَآ اِنَّ اللّٰهَ هُوَ الْغَفُوْرُ الرَّحِيْمُ ○

৫। আকাশমণ্ডলী উর্ধ্বদেশ হইতে ভাঙ্গিয়া পড়িবার উপক্রম হয়[১৫৪০] এবং ফিরিশ্‌তাগণ তাহাদের প্রতিপালকের সপ্রশংস পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা করে এবং মর্তবাসীদের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করে, জানিয়া রাখ, আল্লাহ্, তিনি তো ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।

٦- وَالَّذِيْنَ اتَّخَذُوْا مِنْ دُوْنِهٖٓ اَوْلِيَآءَ اللّٰهُ حَفِيْظٌ عَلَيْهِمْ ۖ وَمَآ اَنْتَ عَلَيْهِمْ بِوَكِيْلٍ ○

৬। যাহারা আল্লাহ্‌র পরিবর্তে অপরকে অভিভাবকরূপে গ্রহণ করে, আল্লাহ্ তাহাদের প্রতি সম্যক দৃষ্টি রাখেন। তুমি তাহাদের কর্মবিধায়ক নহ।

٧- وَكَذٰلِكَ اَوْحَيْنَآ اِلَيْكَ قُرْاٰنًا عَرَبِيًّا لِّتُنْذِرَ اُمَّ الْقُرٰى وَمَنْ حَوْلَهَا

৭। এইভাবে আমি তোমার প্রতি কুরআন অবতীর্ণ করিয়াছি আরবী ভাষায়, যাহাতে তুমি সতর্ক করিতে পার মক্কা ও উহার চতুর্দিকের জনগণকে[১৫৪১] এবং সতর্ক

১৫৪০। দ্র. ১৯ ঃ ৯০ ও ৮২ ঃ ১ আয়াতদ্বয়।

১৫৪১। ام القرى -নগরসমূহের মাতা মক্কা। সম্মান ও মর্যাদায় ইহা সকল স্থান হইতে শ্রেষ্ঠ এবং হিদায়াতের আলো এই নগর হইতে বিকীর্ণ হইয়াছে, তাই এই নামে অভিহিত। اهل অধিবাসী শব্দটি ইহার পূর্বে উহ্য আছে,- এই নগরের ও উহার চতুর্দিকের অর্থাৎ সমগ্র বিশ্বের অধিবাসীদের সতর্ক করিতে....। দ্র. ৬ ঃ ৯২ আয়াত ও উহার টীকা।

وَتُنْذِرَ يَوْمَ الْجَمْعِ لَا رَيْبَ فِيْهِ ۚ
فَرِيْقٌ فِي الْجَنَّةِ
وَفَرِيْقٌ فِي السَّعِيْرِ ۝

করিতে পার কিয়ামত দিবস[১৫৪২] সম্পর্কে, যাহাতে কোন সন্দেহ নাই। সেদিন একদল জান্নাতে প্রবেশ করিবে এবং একদল জাহান্নামে প্রবেশ করিবে।

٨- وَلَوْ شَآءَ اللّٰهُ لَجَعَلَهُمْ اُمَّةً وَّاحِدَةً
وَّلٰكِنْ يُّدْخِلُ مَنْ يَّشَآءُ فِيْ رَحْمَتِهٖ ۚ
وَالظّٰلِمُوْنَ مَا لَهُمْ
مِّنْ وَّلِيٍّ وَّلَا نَصِيْرٍ ۝

৮। আল্লাহ্ ইচ্ছা করিলে মানুষকে একই উম্মাত[১৫৪৩] করিতে পারিতেন; বস্তুত তিনি যাহাকে ইচ্ছা তাহাকে স্বীয় অনুগ্রহের অধিকারী করেন; আর যালিমরা, উহাদের কোন অভিভাবক নাই, কোন সাহায্যকারীও নাই।

٩- اَمِ اتَّخَذُوْا مِنْ دُوْنِهٖٓ اَوْلِيَآءَ ۚ
فَاللّٰهُ هُوَ الْوَلِيُّ وَهُوَ يُحْيِ الْمَوْتٰى ۡ
وَهُوَ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ ۝

৯। উহারা কি আল্লাহ্‌র পরিবর্তে অপরকে অভিভাবকরূপে গ্রহণ করিয়াছে, কিন্তু আল্লাহ্, অভিভাবক তো তিনিই, এবং তিনি মৃতকে জীবিত করেন। তিনি সর্ব বিষয়ে সর্বশক্তিমান।

[২]

١٠- وَمَا اخْتَلَفْتُمْ فِيْهِ مِنْ شَيْءٍ
فَحُكْمُهٗٓ اِلَى اللّٰهِ ۗ ذٰلِكُمُ اللّٰهُ رَبِّيْ
عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ ۖ وَاِلَيْهِ اُنِيْبُ ۝

১০। তোমরা যে বিষয়েই মতভেদ কর না কেন—উহার মীমাংসা তো আল্লাহ্‌রই নিকট। তিনিই আল্লাহ্—আমার প্রতিপালক; তাঁহারই উপর আমি নির্ভর করি আর তাঁহারই অভিমুখী আমি।

١١- فَاطِرُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ ۚ
جَعَلَ لَكُمْ مِّنْ اَنْفُسِكُمْ اَزْوَاجًا
وَّمِنَ الْاَنْعَامِ اَزْوَاجًا ۚ
يَذْرَؤُكُمْ فِيْهِ ۚ لَيْسَ كَمِثْلِهٖ شَيْءٌ ۚ
وَهُوَ السَّمِيْعُ الْبَصِيْرُ ۝

১১। তিনি আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীর সৃষ্টিকর্তা, তিনি তোমাদের মধ্য হইতে তোমাদের জোড়া সৃষ্টি করিয়াছেন এবং আন‘আমের[১৫৪৪] মধ্য হইতে সৃষ্টি করিয়াছেন উহাদের জোড়া। এইভাবে তিনি তোমাদের বংশ বিস্তার করেন; কোন কিছুই তাঁহার সদৃশ নহে, তিনি সর্বশ্রোতা, সর্বদ্রষ্টা।

১৫৪২। يوم الجمع-একত্র করার দিবস, কিয়ামতে সকলকেই একত্র করা হইবে।
১৫৪৩। দ্র. ৫ ঃ ৪৮ ও ১৬ ঃ ৯৩ আয়াতদ্বয়।
১৫৪৪। দ্র. ৫ ঃ ১ আয়াতের টীকা।

১২। আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীর কুঞ্জি তাঁহারই নিকট। তিনি যাহার জন্য ইচ্ছা তাহার রিযৃক বর্ধিত করেন এবং সঙ্কুচিত করেন। তিনি সর্ববিষয়ে সবিশেষ অবহিত।

١٢- لَهٗ مَقَالِيْدُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ ج يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَّشَآءُ وَيَقْدِرُ ط اِنَّهٗ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيْمٌ ○

১৩। তিনি তোমাদের জন্য বিধিবদ্ধ করিয়াছেন দীন যাহার নির্দেশ দিয়াছিলেন তিনি নূহ্‌কে, আর যাহা আমি ওহী করিয়াছি[১৫৪৫] তোমাকে এবং যাহার নির্দেশ দিয়াছিলাম ইব্‌রাহীম, মূসা ও ‘ঈসাকে, এই বলিয়া যে, তোমরা দীনকে প্রতিষ্ঠিত কর এবং উহাতে মতভেদ করিও না। তুমি মুশরিকদিগকে যাহার প্রতি আহ্‌বান করিতেছ তাহা উহাদের নিকট দুর্বহ মনে হয়। আল্লাহ্ যাহাকে ইচ্ছা দীনের প্রতি আকৃষ্ট করেন এবং যে তাঁহার অভিমুখী, তাহাকে দীনের দিকে পরিচালিত করেন।

١٣- شَرَعَ لَكُمْ مِّنَ الدِّيْنِ مَا وَصّٰى بِهٖ نُوْحًا وَّالَّذِيْٓ اَوْحَيْنَآ اِلَيْكَ وَمَا وَصَّيْنَا بِهٖٓ اِبْرٰهِيْمَ وَمُوْسٰى وَعِيْسٰٓى اَنْ اَقِيْمُوا الدِّيْنَ وَلَا تَتَفَرَّقُوْا فِيْهِ ط كَبُرَ عَلَى الْمُشْرِكِيْنَ مَا تَدْعُوْهُمْ اِلَيْهِ ط اَللّٰهُ يَجْتَبِيْٓ اِلَيْهِ مَنْ يَّشَآءُ وَيَهْدِيْٓ اِلَيْهِ مَنْ يُّنِيْبُ ○

১৪। উহাদের নিকট জ্ঞান আসিবার পর কেবলমাত্র পারস্পরিক বিদ্বেষবশত উহারা নিজেদের মধ্যে মতভেদ ঘটায়। এক নির্ধারিত কাল পর্যন্ত অবকাশ সম্পর্কে তোমার প্রতিপালকের পূর্ব সিদ্ধান্ত না থাকিলে উহাদের বিষয়ে ফয়সালা হইয়া যাইত। উহাদের পর যাহারা কিতাবের উত্তরাধিকারী হইয়াছে, তাহারা সেই সম্পর্কে বিভ্রান্তিকর সন্দেহে রহিয়াছে।

١٤- وَمَا تَفَرَّقُوْٓا اِلَّا مِنْ بَعْدِ مَا جَآءَهُمُ الْعِلْمُ بَغْيًا بَيْنَهُمْ ط وَلَوْلَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِنْ رَّبِّكَ اِلٰٓى اَجَلٍ مُّسَمًّى لَّقُضِيَ بَيْنَهُمْ ط وَاِنَّ الَّذِيْنَ اُوْرِثُوا الْكِتٰبَ مِنْ بَعْدِهِمْ لَفِيْ شَكٍّ مِّنْهُ مُرِيْبٍ ○

১৫। সুতরাং তুমি উহার দিকে আহ্‌বান কর ও উহাতেই দৃঢ় প্রতিষ্ঠিত থাক যেইভাবে তুমি আদিষ্ট হইয়াছ এবং উহাদের খেয়াল-খুশীর অনুসরণ করিও না। বল, ‘আল্লাহ্ যে কিতাব অবতীর্ণ

١٥- فَلِذٰلِكَ فَادْعُ ج وَاسْتَقِمْ كَمَآ اُمِرْتَ ج وَلَا تَتَّبِعْ اَهْوَآءَهُمْ ج وَقُلْ اٰمَنْتُ بِمَآ اَنْزَلَ اللّٰهُ مِنْ كِتٰبٍ ج

১৫৪৫। একই বাক্যে একই কর্তার জন্য প্রথমে উত্তম ও পরে তৃতীয় পুরুষ অথবা প্রথমে তৃতীয় ও পরে উত্তম পুরুষের ব্যবহার আরবী ভাষায় প্রচলিত ও অনেক ক্ষেত্রে ভাষার সৌন্দর্য বলিয়া গণ্য। ইহাকে الـتـفـات বলা হয়। আল-কুরআনে অনেক আয়াতে ইহার ব্যবহার দেখিতে পাওয়া যায়। দ্র. ৫ ঃ ১২ আয়াত ও উহার টীকা।

وَأُمِرْتُ لِأَعْدِلَ بَيْنَكُمُ ۖ
اللَّهُ رَبُّنَا وَرَبُّكُمْ ۖ
لَنَا أَعْمَالُنَا وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ ۖ
لَا حُجَّةَ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمُ ۖ
اللَّهُ يَجْمَعُ بَيْنَنَا ۖ
وَإِلَيْهِ الْمَصِيرُ ۝

করিয়াছেন আমি তাহাতে বিশ্বাস করি এবং আমি আদিষ্ট হইয়াছি তোমাদের মধ্যে ন্যায়বিচার করিতে। আল্লাহ্ই আমাদের প্রতিপালক এবং তোমাদেরও প্রতিপালক। আমাদের কর্ম আমাদের এবং তোমাদের কর্ম তোমাদের; আমাদের ও তোমাদের মধ্যে বিবাদ-বিসম্বাদ নাই। আল্লাহ্ই আমাদিগকে একত্র করিবেন এবং প্রত্যাবর্তন তাঁহারই নিকট।'

١٦- وَالَّذِينَ يُحَاجُّونَ فِي اللَّهِ
مِنْ بَعْدِ مَا اسْتُجِيبَ لَهُ حُجَّتُهُمْ
دَاحِضَةٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ
وَعَلَيْهِمْ غَضَبٌ
وَلَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ ۝

১৬। আল্লাহ্‌কে স্বীকার করিবার পর যাহারা আল্লাহ্ সম্পর্কে বিতর্ক করে তাহাদের যুক্তি-তর্ক তাহাদের প্রতিপালকের দৃষ্টিতে অসার এবং উহারা তাঁহার ক্রোধের পাত্র এবং উহাদের জন্য রহিয়াছে কঠিন শাস্তি।

١٧- اللَّهُ الَّذِي أَنْزَلَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ
وَالْمِيزَانَ ۗ وَمَا يُدْرِيكَ
لَعَلَّ السَّاعَةَ قَرِيبٌ ۝

১৭। আল্লাহ্ই অবতীর্ণ করিয়াছেন সত্যসহ কিতাব এবং তূলাদণ্ড।[১৫৪৬] তুমি কী জান-সম্ভবত কিয়ামত আসন্ন?

١٨- يَسْتَعْجِلُ بِهَا الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِهَا ۚ
وَالَّذِينَ آمَنُوا مُشْفِقُونَ مِنْهَا ۙ
وَيَعْلَمُونَ أَنَّهَا الْحَقُّ ۗ
أَلَا إِنَّ الَّذِينَ يُمَارُونَ
فِي السَّاعَةِ لَفِي ضَلَالٍ بَعِيدٍ ۝

১৮। যাহারা ইহা বিশ্বাস করে না তাহারাই ইহা ত্বরান্বিত করিতে চাহে। আর যাহারা বিশ্বাসী তাহারা উহাকে ভয় করে এবং জানে উহা সত্য। জানিয়া রাখ, কিয়ামত সম্পর্কে যাহারা বাক-বিতণ্ডা করে তাহারা ঘোর বিভ্রান্তিতে রহিয়াছে।

١٩- اللَّهُ لَطِيفٌ بِعِبَادِهِ يَرْزُقُ مَنْ يَشَاءُ ۖ
وَهُوَ الْقَوِيُّ الْعَزِيزُ ۝

১৯। আল্লাহ্ তাঁহার বান্দাদের প্রতি অতি দয়ালু; তিনি যাহাকে ইচ্ছা রিয্ক দান করেন। তিনি প্রবল পরাক্রমশালী।

১৫৪৬। শরী'আত তূলাদণ্ড বিশেষ, উহা দ্বারা ন্যায়-অন্যায় ও ভাল-মন্দ পরিমাপ করা যায়, নির্ণয় করা যায়। ভিন্নমতে তূলাদণ্ড হইল 'আদ্ল, ন্যায়বিচার, যাহার নীতিমালা আল-কুরআনে বর্ণিত হইয়াছে।

[৩]

২০-مَنْ كَانَ يُرِيْدُ حَرْثَ الْاٰخِرَةِ نَزِدْ لَهٗ فِيْ حَرْثِهٖ ۚ وَمَنْ كَانَ يُرِيْدُ حَرْثَ الدُّنْيَا نُؤْتِهٖ مِنْهَا وَمَا لَهٗ فِي الْاٰخِرَةِ مِنْ نَّصِيْبٍ ○

২০। যে কেহ আখিরাতের ফসল কামনা করে তাহার জন্য আমি তাহার ফসল বর্ধিত করিয়া দেই এবং যে কেহ দুনিয়ার ফসল কামনা করে আমি তাহাকে উহারই কিছু দেই, আখিরাতে তাহার জন্য কিছুই থাকিবে না।

২১-اَمْ لَهُمْ شُرَكٰٓؤُا شَرَعُوْا لَهُمْ مِّنَ الدِّيْنِ مَا لَمْ يَاْذَنْۢ بِهِ اللّٰهُ ؕ وَلَوْلَا كَلِمَةُ الْفَصْلِ لَقُضِيَ بَيْنَهُمْ ؕ وَاِنَّ الظّٰلِمِيْنَ لَهُمْ عَذَابٌ اَلِيْمٌ ○

২১। ইহাদের কি এমন কতকগুলি দেবতা আছে যাহারা ইহাদের জন্য বিধান দিয়াছে এমন দীনের, যাহার অনুমতি আল্লাহ্ দেন নাই? ফয়সালার ঘোষণা[১৫৪৭] না থাকিলে ইহাদের বিষয়ে তো সিদ্ধান্ত হইয়াই যাইত। নিশ্চয়ই যালিমদের জন্য রহিয়াছে মর্মন্তুদ শাস্তি।

২২-تَرَى الظّٰلِمِيْنَ مُشْفِقِيْنَ مِمَّا كَسَبُوْا وَهُوَ وَاقِعٌۢ بِهِمْ ؕ وَالَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ فِيْ رَوْضٰتِ الْجَنّٰتِ ۚ لَهُمْ مَّا يَشَآءُوْنَ عِنْدَ رَبِّهِمْ ؕ ذٰلِكَ هُوَ الْفَضْلُ الْكَبِيْرُ ○

২২। তুমি যালিমদিগকে ভীত-সন্ত্রস্ত দেখিবে উহাদের কৃতকর্মের জন্য; আর ইহা[১৫৪৮] আপতিত হইবেই উহাদের উপর। যাহারা ঈমান আনে ও সৎকর্ম করে তাহারা থাকিবে জান্নাতের মনোরম স্থানে। তাহারা যাহা কিছু চাহিবে তাহাদের প্রতিপালকের নিকট তাহাই পাইবে। ইহাই তো মহাঅনুগ্রহ।

২৩-ذٰلِكَ الَّذِيْ يُبَشِّرُ اللّٰهُ عِبَادَهُ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ ؕ قُلْ لَّآ اَسْـَٔلُكُمْ عَلَيْهِ اَجْرًا اِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبٰى ؕ وَمَنْ يَّقْتَرِفْ حَسَنَةً نَّزِدْ لَهٗ فِيْهَا حُسْنًا ؕ اِنَّ اللّٰهَ غَفُوْرٌ شَكُوْرٌ ○

২৩। এই সুসংবাদই আল্লাহ্ দেন তাঁহার বান্দাদিগকে যাহারা ঈমান আনে ও সৎকর্ম করে। বল, 'আমি ইহার বিনিময়ে তোমাদের নিকট হইতে আত্মীয়ের সৌহার্দ্য ব্যতীত অন্য কোন প্রতিদান চাহি না।' যে উত্তম কাজ করে আমি তাহার জন্য ইহাতে কল্যাণ বর্ধিত করি। আল্লাহ্ ক্ষমাশীল, গুণগ্রাহী।

১৫৪৭। অর্থাৎ কিয়ামতে বিচারের পর যে ফায়সালা হইবে উহার ঘোষণা।
১৫৪৮। অর্থাৎ কৃতকর্মের শাস্তি।

Contents

২৪। উহারা কি বলে যে, সে[১৫৪৯] আল্লাহ্ সম্পর্কে মিথ্যা উদ্ভাবন করিয়াছে, যদি তাহাই হইত তবে আল্লাহ্ ইচ্ছা করিলে তোমার হৃদয় মোহর করিয়া দিতেন। আল্লাহ্ মিথ্যাকে মুছিয়া দেন এবং নিজ বাণী দ্বারা সত্যকে প্রতিষ্ঠিত করেন। অন্তরে যাহা আছে সে বিষয়ে তিনি তো সবিশেষ অবহিত।

٢٤- اَمْ يَقُوْلُوْنَ افْتَرٰى عَلَى اللّٰهِ كَذِبًا ۚ فَاِنْ يَّشَاِ اللّٰهُ يَخْتِمْ عَلٰى قَلْبِكَ ؕ وَيَمْحُ اللّٰهُ الْبَاطِلَ وَيُحِقُّ الْحَقَّ بِكَلِمٰتِهٖ ؕ اِنَّهٗ عَلِيْمٌۢ بِذَاتِ الصُّدُوْرِ ۝

২৫। তিনিই তাঁহার বান্দাদের তাওবা কবূল করেন ও পাপ মোচন করেন এবং তোমরা যাহা কর তিনি তাহা জানেন।

٢٥- وَهُوَ الَّذِيْ يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهٖ وَيَعْفُوْا عَنِ السَّيِّاٰتِ وَيَعْلَمُ مَا تَفْعَلُوْنَ ۝

২৬। তিনি মু'মিন ও সৎকর্মপরায়ণদের আহ্বানে সাড়া দেন এবং তাহাদের প্রতি তাঁহার অনুগ্রহ বর্ধিত করেন; কাফিরদের জন্য রহিয়াছে কঠিন শাস্তি।

٢٦- وَيَسْتَجِيْبُ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ وَيَزِيْدُهُمْ مِّنْ فَضْلِهٖ ؕ وَالْكٰفِرُوْنَ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيْدٌ ۝

২৭। আল্লাহ্ তাঁহার সকল বান্দাকে জীবনোপকরণে প্রাচুর্য দিলে তাহারা পৃথিবীতে অবশ্যই বিপর্যয় সৃষ্টি করিত; কিন্তু তিনি তাঁহার ইচ্ছামত পরিমাণেই নাযিল করিয়া থাকেন। তিনি তাঁহার বান্দাদিগকে সম্যক জানেন ও দেখেন।

٢٧- وَلَوْ بَسَطَ اللّٰهُ الرِّزْقَ لِعِبَادِهٖ لَبَغَوْا فِي الْاَرْضِ وَلٰكِنْ يُّنَزِّلُ بِقَدَرٍ مَّا يَشَآءُ ؕ اِنَّهٗ بِعِبَادِهٖ خَبِيْرٌۢ بَصِيْرٌ ۝

২৮। উহারা যখন হতাশাগ্রস্ত হইয়া পড়ে তখনই তিনি বৃষ্টি প্রেরণ করেন এবং তাঁহার করুণা বিস্তার করেন। তিনিই তো অভিভাবক, প্রশংসার্হ।

٢٨- وَهُوَ الَّذِيْ يُنَزِّلُ الْغَيْثَ مِنْۢ بَعْدِ مَا قَنَطُوْا وَيَنْشُرُ رَحْمَتَهٗ ؕ وَهُوَ الْوَلِيُّ الْحَمِيْدُ ۝

২৯। তাঁহার অন্যতম নিদর্শন আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীর সৃষ্টি এবং এই দুইয়ের মধ্যে তিনি যে সকল জীব-জন্তু ছড়াইয়া দিয়াছেন সেইগুলি। তিনি যখন ইচ্ছা তখনই উহাদিগকে সমবেত করিতে সক্ষম।

٢٩- وَمِنْ اٰيٰتِهٖ خَلْقُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ وَمَا بَثَّ فِيْهِمَا مِنْ دَآبَّةٍ ؕ وَهُوَ عَلٰى جَمْعِهِمْ اِذَا يَشَآءُ قَدِيْرٌ ۝

১৫৪৯। অর্থাৎ হযরত মুহাম্মাদ (সাঃ)।

Contents

[৪]

٣٠- وَمَآ اَصَابَكُمۡ مِّنۡ مُّصِيۡبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتۡ اَيۡدِيۡكُمۡ وَيَعۡفُوۡا عَنۡ كَثِيۡرٍ ۝

৩০। তোমাদের যে বিপদ-আপদ ঘটে তাহা তো তোমাদের কৃতকর্মেরই ফল এবং তোমাদের অনেক অপরাধ তো তিনি ক্ষমা করিয়া দেন।

٣١- وَمَآ اَنۡتُمۡ بِمُعۡجِزِيۡنَ فِى الۡاَرۡضِ ۚۖ وَمَا لَكُمۡ مِّنۡ دُوۡنِ اللّٰهِ مِنۡ وَّلِىٍّ وَّلَا نَصِيۡرٍ ۝

৩১। তোমরা পৃথিবীতে আল্লাহ্‌র অভিপ্রায়কে[১৫৫০] ব্যর্থ করিতে পারিবে না এবং আল্লাহ্ ব্যতীত তোমাদের কোন অভিভাবক নাই, সাহায্যকারীও নাই।

٣٢- وَمِنۡ اٰيٰتِهِ الۡجَوَارِ فِى الۡبَحۡرِ كَالۡاَعۡلَامِ ۝

৩২। তাঁহার অন্যতম নিদর্শন পর্বতসদৃশ সমুদ্রে চলমান নৌযানসমূহ।

٣٣- اِنۡ يَّشَاۡ يُسۡكِنِ الرِّيۡحَ فَيَظۡلَلۡنَ رَوَاكِدَ عَلٰى ظَهۡرِهٖ ؕ اِنَّ فِىۡ ذٰلِكَ لَاٰيٰتٍ لِّكُلِّ صَبَّارٍ شَكُوۡرٍ ۝

৩৩। তিনি ইচ্ছা করিলে বায়ুকে স্তব্ধ করিয়া দিতে পারেন; ফলে নৌযানসমূহ নিশ্চল হইয়া পড়িবে সমুদ্র পৃষ্ঠে। নিশ্চয়ই ইহাতে নিদর্শন রহিয়াছে ধৈর্যশীল ও কৃতজ্ঞ ব্যক্তির জন্য।

٣٤- اَوۡ يُوۡبِقۡهُنَّ بِمَا كَسَبُوۡا وَيَعۡفُ عَنۡ كَثِيۡرٍ ۝

৩৪। অথবা তিনি তাহাদের কৃতকর্মের জন্য সেইগুলিকে বিধ্বস্ত করিয়া দিতে পারেন এবং অনেককে তিনি ক্ষমাও করেন;

٣٥- وَّيَعۡلَمَ الَّذِيۡنَ يُجَادِلُوۡنَ فِىۡۤ اٰيٰتِنَا ؕ مَا لَهُمۡ مِّنۡ مَّحِيۡصٍ ۝

৩৫। আর আমার নিদর্শন সম্পর্কে যাহারা বিতর্ক করে তাহারা যেন জানিতে পারে যে, তাহাদের কোন নিষ্কৃতি নাই।

٣٦- فَمَآ اُوۡتِيۡتُمۡ مِّنۡ شَىۡءٍ فَمَتَاعُ الۡحَيٰوةِ الدُّنۡيَا ۚ وَمَا عِنۡدَ اللّٰهِ خَيۡرٌ وَّاَبۡقٰى لِلَّذِيۡنَ اٰمَنُوۡا وَعَلٰى رَبِّهِمۡ يَتَوَكَّلُوۡنَ ۝

৩৬। বস্তুত তোমাদিগকে যাহা কিছু দেওয়া হইয়াছে তাহা পার্থিব জীবনের ভোগ, কিন্তু আল্লাহ্‌র নিকট যাহা আছে তাহা উত্তম ও স্থায়ী তাহাদের জন্য, যাহারা ঈমান আনে ও তাহাদের প্রতিপালকের উপর নির্ভর করে,

٣٧- وَالَّذِيۡنَ يَجۡتَنِبُوۡنَ كَبٰٓئِرَ الۡاِثۡمِ وَالۡفَوَاحِشَ وَاِذَا مَا غَضِبُوۡا هُمۡ يَغۡفِرُوۡنَ ۝

৩৭। যাহারা গুরুতর পাপ ও অশ্লীল কার্য হইতে বাঁচিয়া থাকে এবং ক্রোধাবিষ্ট হইলে ক্ষমা করিয়া দেয়,

১৫৫০। এ স্থলে 'আল্লাহ্‌র অভিপ্রায়কে' কথাটি উহ্য আছে।

٣٨-وَالَّذِيْنَ اسْتَجَابُوْا لِرَبِّهِمْ وَاَقَامُوا
الصَّلٰوةَ ص
وَاَمْرُهُمْ شُوْرٰى بَيْنَهُمْ ص
وَمِمَّا رَزَقْنٰهُمْ يُنْفِقُوْنَ ۚ

৩৮। যাহারা তাহাদের প্রতিপালকের আহ্বানে সাড়া দেয়, সালাত কায়েম করে, নিজেদের মধ্যে পরামর্শের মাধ্যমে নিজেদের কর্ম সম্পাদন করে এবং তাহাদিগকে আমি যে রিয্ক দিয়াছি তাহা হইতে ব্যয় করে

٣٩-وَالَّذِيْنَ اِذَآ اَصَابَهُمُ الْبَغْيُ هُمْ
يَنْتَصِرُوْنَ ○

৩৯। এবং যাহারা অত্যাচারিত হইলে প্রতিশোধ গ্রহণ করে।

٤٠-وَجَزٰٓؤُا سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِّثْلُهَا ج
فَمَنْ عَفَا وَاَصْلَحَ
فَاَجْرُهٗ عَلَى اللّٰهِ ط
اِنَّهٗ لَا يُحِبُّ الظّٰلِمِيْنَ ○

৪০। মন্দের প্রতিফল অনুরূপ মন্দ এবং যে ক্ষমা করিয়া দেয় ও আপোস-নিষ্পত্তি করে তাহার পুরস্কার আল্লাহ্‌র নিকট আছে। আল্লাহ্‌ যালিমদিগকে পসন্দ করেন না।

٤١-وَلَمَنِ انْتَصَرَ بَعْدَ ظُلْمِهٖ
فَاُولٰٓئِكَ مَا عَلَيْهِمْ مِّنْ سَبِيْلٍ ۚ

৪১। তবে অত্যাচারিত হইবার পর যাহারা প্রতিবিধান করে তাহাদের বিরুদ্ধে কোন ব্যবস্থা গ্রহণ করা হইবে না;

٤٢-اِنَّمَا السَّبِيْلُ عَلَى الَّذِيْنَ
يَظْلِمُوْنَ النَّاسَ
وَيَبْغُوْنَ فِى الْاَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ ط
اُولٰٓئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ اَلِيْمٌ ○

৪২। কেবল তাহাদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা অবলম্বন করা হইবে যাহারা মানুষের উপর অত্যাচার করে এবং পৃথিবীতে অন্যায়ভাবে বিদ্রোহাচরণ করিয়া বেড়ায়, উহাদের জন্য মর্মন্তুদ শাস্তি।

٤٣-وَلَمَنْ صَبَرَ وَغَفَرَ
اِنَّ ذٰلِكَ لَمِنْ
عَزْمِ الْاُمُوْرِ ۚ ع ٥

৪৩। অবশ্য যে ধৈর্য ধারণ করে এবং ক্ষমা করিয়া দেয়, উহা তো হইবে দৃঢ় সংকল্পেরই কাজ।

[৫]

٤٤-وَمَنْ يُّضْلِلِ اللّٰهُ فَمَا لَهٗ
مِنْ وَّلِيٍّ مِّنْۢ بَعْدِهٖ ط
وَتَرَى الظّٰلِمِيْنَ لَمَّا رَاَوُا الْعَذَابَ
يَقُوْلُوْنَ هَلْ اِلٰى مَرَدٍّ مِّنْ سَبِيْلٍ ۚ

৪৪। আল্লাহ্‌ যাহাকে পথভ্রষ্ট করেন তৎপর তাহার জন্য কোন অভিভাবক নাই। যালিমরা যখন শাস্তি প্রত্যক্ষ করিবে তখন তুমি উহাদিগকে বলিতে শুনিবে, 'প্রত্যাবর্তনের কোন উপায় আছে কি?'

٤٥- وَتَرٰىهُمْ يُعْرَضُوْنَ عَلَيْهَا خٰشِعِيْنَ مِنَ الذُّلِّ يَنْظُرُوْنَ مِنْ طَرْفٍ خَفِيٍّ ۗ وَقَالَ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْٓا اِنَّ الْخٰسِرِيْنَ الَّذِيْنَ خَسِرُوْٓا اَنْفُسَهُمْ وَاَهْلِيْهِمْ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ ۗ اَلَآ اِنَّ الظّٰلِمِيْنَ فِيْ عَذَابٍ مُّقِيْمٍ ○

৪৫। তুমি উহাদিগকে দেখিতে পাইবে যে, উহাদিগকে জাহান্নামের সম্মুখে উপস্থিত করা হইতেছে; তাহারা অপমানে অবনত অবস্থায় অর্ধনিমীলিত নেত্রে তাকাইতেছে। মু'মিনরা কিয়ামতের দিন বলিবে, 'ক্ষতিগ্রস্ত তাহারাই যাহারা নিজেদের ও নিজেদের পরিজনবর্গের ক্ষতিসাধন করিয়াছে।' জানিয়া রাখ, যালিমরা অবশ্যই ভোগ করিবে স্থায়ী শাস্তি।

٤٦- وَمَا كَانَ لَهُمْ مِّنْ اَوْلِيَآءَ يَنْصُرُوْنَهُمْ مِّنْ دُوْنِ اللّٰهِ ۗ وَمَنْ يُّضْلِلِ اللّٰهُ فَمَا لَهٗ مِنْ سَبِيْلٍ ○

৪৬। আল্লাহ্ ব্যতীত উহাদিগকে সাহায্য করিবার জন্য উহাদের কোন অভিভাবক থাকিবে না এবং আল্লাহ্ যাহাকে পথভ্রষ্ট করেন তাহার কোন গতি নাই।

٤٧- اِسْتَجِيْبُوْا لِرَبِّكُمْ مِّنْ قَبْلِ اَنْ يَّاْتِيَ يَوْمٌ لَّا مَرَدَّ لَهٗ مِنَ اللّٰهِ ۗ مَا لَكُمْ مِّنْ مَّلْجَاٍ يَّوْمَئِذٍ وَّمَا لَكُمْ مِّنْ نَّكِيْرٍ ○

৪৭। তোমাদের প্রতিপালকের আহ্বানে সাড়া দাও আল্লাহ্র পক্ষ হইতে সেই দিবস আসিবার পূর্বে, যাহা অপ্রতিরোধ্য; যেদিন তোমাদের কোন আশ্রয়স্থল থাকিবে না এবং তোমাদের জন্য উহা নিরোধ করিবার কেহ থাকিবে না।

٤٨- فَاِنْ اَعْرَضُوْا فَمَآ اَرْسَلْنٰكَ عَلَيْهِمْ حَفِيْظًا ۗ اِنْ عَلَيْكَ اِلَّا الْبَلٰغُ ۗ وَاِنَّآ اِذَآ اَذَقْنَا الْاِنْسَانَ مِنَّا رَحْمَةً فَرِحَ بِهَا ۚ وَاِنْ تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ ۢبِمَا قَدَّمَتْ اَيْدِيْهِمْ فَاِنَّ الْاِنْسَانَ كَفُوْرٌ ○

৪৮। উহারা যদি মুখ ফিরাইয়া লয়, তবে তোমাকে তো আমি ইহাদের রক্ষক করিয়া পাঠাই নাই।[১৫৫১] তোমার কাজ তো কেবল বাণী পৌঁছাইয়া দেওয়া। আমি মানুষকে যখন অনুগ্রহ আস্বাদন করাই তখন সে ইহাতে উৎফুল্ল হয় এবং যখন উহাদের কৃতকর্মের জন্য উহাদের বিপদ-আপদ ঘটে[১৫৫২] তখন মানুষ হইয়া পড়ে অকৃতজ্ঞ।

১৫৫১। রাসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-কে সম্বোধন করিয়া বলা হইয়াছে।
১৫৫২। ব্যক্তিগত বা সামাজিক কর্মদোষে সাধারণতঃ বিপদ-আপদ ঘটে; দ্র. ৩০ ঃ ৪১ আয়াত।

Contents

৪৯। আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীর আধিপত্য আল্লাহ্‌রই। তিনি যাহা ইচ্ছা তাহাই সৃষ্টি করেন। তিনি যাহাকে ইচ্ছা কন্যা সন্তান দান করেন এবং যাহাকে ইচ্ছা পুত্র সন্তান দান করেন,

٤٩- لِلّٰهِ مُلْكُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ ؕ يَخْلُقُ مَا يَشَآءُ ؕ يَهَبُ لِمَنْ يَّشَآءُ اِنَاثًا وَّيَهَبُ لِمَنْ يَّشَآءُ الذُّكُوْرَ ۙ

৫০। অথবা দান করেন পুত্র ও কন্যা উভয়ই এবং যাহাকে ইচ্ছা তাহাকে করিয়া দেন বন্ধ্যা; তিনি সর্বজ্ঞ, সর্বশক্তিমান।

٥٠- اَوْ يُزَوِّجُهُمْ ذُكْرَانًا وَّاِنَاثًا ۚ وَيَجْعَلُ مَنْ يَّشَآءُ عَقِيْمًا ؕ اِنَّهٗ عَلِيْمٌ قَدِيْرٌ ۝

৫১। মানুষের এমন মর্যাদা নাই যে, আল্লাহ্‌ তাহার সহিত কথা বলিবেন ওহীর মাধ্যম ব্যতিরেকে, অথবা পর্দার অন্তরাল ব্যতিরেকে, অথবা এমন দূত প্রেরণ ব্যতিরেকে, যেই দূত তাঁহার অনুমতিক্রমে তিনি যাহা চাহেন তাহা ব্যক্ত করেন, তিনি সমুন্নত, প্রজ্ঞাময়।

٥١- وَمَا كَانَ لِبَشَرٍ اَنْ يُّكَلِّمَهُ اللّٰهُ اِلَّا وَحْيًا اَوْ مِنْ وَّرَآئِ حِجَابٍ اَوْ يُرْسِلَ رَسُوْلًا فَيُوْحِيَ بِاِذْنِهٖ مَا يَشَآءُ ؕ اِنَّهٗ عَلِيٌّ حَكِيْمٌ ۝

৫২। এইভাবে আমি তোমার প্রতি প্রত্যাদেশ করিয়াছি রূহ[১৫৫৩] তথা আমার নির্দেশ; তুমি তো জানিতে না কিতাব কি এবং ঈমান কি! পক্ষান্তরে আমি ইহাকে করিয়াছি আলো যাহা দ্বারা আমি আমার বান্দাদের মধ্যে যাহাকে ইচ্ছা পথনির্দেশ করি; তুমি তো প্রদর্শন কর কেবল সরল পথ—

٥٢- وَكَذٰلِكَ اَوْحَيْنَآ اِلَيْكَ رُوْحًا مِّنْ اَمْرِنَا ؕ مَا كُنْتَ تَدْرِيْ مَا الْكِتٰبُ وَلَا الْاِيْمَانُ وَلٰكِنْ جَعَلْنٰهُ نُوْرًا نَّهْدِيْ بِهٖ مَنْ نَّشَآءُ مِنْ عِبَادِنَا ؕ وَاِنَّكَ لَتَهْدِيْٓ اِلٰى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيْمٍ ۙ

৫৩। সেই আল্লাহ্‌র পথ যিনি আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীতে যাহা কিছু আছে তাহার মালিক। জানিয়া রাখ, সকল বিষয়ের পরিণাম আল্লাহ্‌রই দিকে প্রত্যাবর্তন করে।

٥٣- صِرَاطِ اللّٰهِ الَّذِيْ لَهٗ مَا فِي السَّمٰوٰتِ وَمَا فِي الْاَرْضِ ؕ اَلَآ اِلَى اللّٰهِ تَصِيْرُ الْاُمُوْرُ ۝ ع

১৫৫৩। روح প্রাণ, আত্মা, এখানে রূপক অর্থে ওহী অথবা আল-কুরআন, এই উভয়ই মানুষের অন্তর্জগতকে জীবিত ও শক্তিশালী করে।

৪৩-সূরা যুখ্রুফ

৮৯ আয়াত, ৭ রুকূ', মক্কী

।। দয়াময়, পরম দয়ালু আল্লাহ্‌র নামে ।।

১। হা-মীম।

مٓ ١- حٰمٓ ۚ

২। শপথ সুস্পষ্ট কিতাবের;

٢-وَالْكِتٰبِ الْمُبِيْنِ ۙ

৩। আমি ইহা অবতীর্ণ করিয়াছি আরবী ভাষায় কুরআন, যাহাতে তোমরা বুঝিতে পার।

٣- اِنَّا جَعَلْنٰهُ قُرْءٰنًا عَرَبِيًّا لَّعَلَّكُمْ تَعْقِلُوْنَ ۚ

৪। ইহা তো রহিয়াছে আমার নিকট উম্মুল কিতাবে;[১৫৫৪] ইহা মহান, জ্ঞানগর্ভ।

٤- وَاِنَّهٗ فِىْٓ اُمِّ الْكِتٰبِ لَدَيْنَا لَعَلِىٌّ حَكِيْمٌ ۗ

৫। আমি কি তোমাদিগ হইতে এই উপদেশবাণী সম্পূর্ণরূপে প্রত্যাহার করিয়া লইব এই কারণে যে, তোমরা সীমালংঘনকারী সম্প্রদায়?

٥-اَفَنَضْرِبُ عَنْكُمُ الذِّكْرَ صَفْحًا اَنْ كُنْتُمْ قَوْمًا مُّسْرِفِيْنَ ○

৬। পূর্ববর্তীদের নিকট আমি বহু নবী প্রেরণ করিয়াছিলাম।

٦- وَكَمْ اَرْسَلْنَا مِنْ نَّبِىٍّ فِى الْاَوَّلِيْنَ ○

৭। এবং যখনই উহাদের নিকট কোন নবী আসিয়াছে উহারা তাহাকে ঠাট্টা-বিদ্রূপ করিয়াছে।

٧- وَمَا يَاْتِيْهِمْ مِّنْ نَّبِىٍّ اِلَّا كَانُوْا بِهٖ يَسْتَهْزِءُوْنَ ○

৮। যাহারা ইহাদের অপেক্ষা শক্তিতে প্রবল ছিল, তাহাদিগকে আমি ধ্বংস করিয়াছিলাম; আর এইভাবে চলিয়া আসিয়াছে পূর্ববর্তীদের অনুরূপ দৃষ্টান্ত।

٨- فَاَهْلَكْنَآ اَشَدَّ مِنْهُمْ بَطْشًا وَّمَضٰى مَثَلُ الْاَوَّلِيْنَ ○

১৫৫৪। أم الكتاب মূল গ্রন্থ অর্থাৎ লাওহ মাহ্‌ফূজ (সংরক্ষিত ফলক)।

Contents

٩- وَلَئِنْ سَاَلْتَهُمْ
مَّنْ خَلَقَ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ
لَيَقُوْلُنَّ خَلَقَهُنَّ
الْعَزِيْزُ الْعَلِيْمُ ۙ

৯। তুমি যদি উহাদিগকে জিজ্ঞাসা কর, 'কে আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবী সৃষ্টি করিয়াছে?' উহারা অবশ্যই বলিবে, 'এইগুলি তো সৃষ্টি করিয়াছেন পরাক্রমশালী সর্বজ্ঞ আল্লাহ্',

١٠- الَّذِيْ جَعَلَ لَكُمُ الْاَرْضَ مَهْدًا
وَّجَعَلَ لَكُمْ فِيْهَا سُبُلًا
لَّعَلَّكُمْ تَهْتَدُوْنَ ۚ

১০। যিনি তোমাদের জন্য পৃথিবীকে করিয়াছেন শয্যা এবং উহাতে করিয়াছেন তোমাদের চলিবার পথ, যাহাতে তোমরা সঠিক পথ পাইতে পার;

١١- وَالَّذِيْ نَزَّلَ مِنَ السَّمَآءِ مَآءًۢ بِقَدَرٍ ۚ
فَاَنْشَرْنَا بِهٖ بَلْدَةً مَّيْتًا ۚ
كَذٰلِكَ تُخْرَجُوْنَ ○

১১। এবং যিনি আকাশ হইতে বারি বর্ষণ করেন পরিমিতভাবে। অতঃপর আমি তদ্দ্বারা সঞ্জীবিত করি নির্জীব জনপদকে। এইভাবেই তোমাদিগকে বাহির করা হইবে।

١٢- وَالَّذِيْ خَلَقَ الْاَزْوَاجَ
كُلَّهَا وَجَعَلَ لَكُمْ
مِّنَ الْفُلْكِ وَالْاَنْعَامِ مَا تَرْكَبُوْنَ ۙ

১২। আর যিনি সকল প্রকারের জোড়া যুগল সৃষ্টি করেন এবং যিনি তোমাদের জন্য সৃষ্টি করেন এমন নৌযান ও আন'আম, যাহাতে তোমরা আরোহণ কর,

١٣- لِتَسْتَوٗا عَلٰى ظُهُوْرِهٖ
ثُمَّ تَذْكُرُوْا نِعْمَةَ رَبِّكُمْ
اِذَا اسْتَوَيْتُمْ عَلَيْهِ وَتَقُوْلُوْا
سُبْحٰنَ الَّذِيْ سَخَّرَ لَنَا هٰذَا
وَمَا كُنَّا لَهٗ مُقْرِنِيْنَ ۙ

১৩। যাহাতে তোমরা উহাদের পৃষ্ঠে স্থির হইয়া বসিতে পার, তারপর তোমাদের প্রতিপালকের অনুগ্রহ স্মরণ কর যখন তোমরা উহার উপর স্থির হইয়া বস; এবং বল, 'পবিত্র ও মহান তিনি, যিনি ইহাদিগকে[১৫৫৫] আমাদের বশীভূত করিয়া দিয়াছেন, যদিও আমরা সমর্থ ছিলাম না ইহাদিগকে বশীভূত করিতে।

١٤- وَاِنَّآ اِلٰى رَبِّنَا لَمُنْقَلِبُوْنَ ○

১৪। 'আমরা আমাদের প্রতিপালকের নিকট অবশ্যই প্রত্যাবর্তন করিব।'

١٥- وَجَعَلُوْا لَهٗ مِنْ عِبَادِهٖ جُزْءًا ؕ
اِنَّ الْاِنْسَانَ لَكَفُوْرٌ مُّبِيْنٌ ۙ ع

১৫। উহারা তাঁহার বান্দাদের মধ্য হইতে তাঁহার অংশ সাব্যস্ত করিয়াছে। মানুষ তো স্পষ্টই অকৃতজ্ঞ।

১৫৫৫। মূল আরবীতে একবচন থাকিলেও জাতিবাচক অর্থ নির্দেশ করে বলিয়া অনুবাদে বহুবচন ব্যবহার করা হইয়াছে।

৫১—

[২]

١٦- أَمِ اتَّخَذَ مِمَّا يَخْلُقُ بَنٰتٍ وَّأَصْفٰكُمْ بِالْبَنِيْنَ ○

১৬। তিনি কি তাঁহার সৃষ্টি হইতে নিজের জন্য কন্যা সন্তান গ্রহণ করিয়াছেন এবং তোমাদিগকে বিশিষ্ট করিয়াছেন পুত্র সন্তান দ্বারা?

١٧- وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِمَا ضَرَبَ لِلرَّحْمٰنِ مَثَلًا ظَلَّ وَجْهُهٗ مُسْوَدًّا وَّهُوَ كَظِيْمٌ ○

১৭। দয়াময় আল্লাহ্‌র প্রতি উহারা[১৫৫৬] যাহা আরোপ করে উহাদের কাহাকেও সেই সন্তানের সংবাদ[১৫৫৭] দেওয়া হইলে তাহার মুখমণ্ডল কালো হইয়া যায় এবং সে দুঃসহ মর্ম যাতনায় ক্লিষ্ট হয়।

١٨- أَوَمَنْ يُّنَشَّؤُا فِي الْحِلْيَةِ وَهُوَ فِي الْخِصَامِ غَيْرُ مُبِيْنٍ ○

১৮। উহারা কি আল্লাহ্‌র প্রতি আরোপ করে[১৫৫৮] এমন সন্তান, যে অলঙ্কারে মণ্ডিত হইয়া লালিত-পালিত হয় এবং তর্ক-বিতর্ককালে স্পষ্ট বক্তব্যে অসমর্থ?

١٩- وَجَعَلُوا الْمَلٰٓئِكَةَ الَّذِيْنَ هُمْ عِبٰدُ الرَّحْمٰنِ إِنٰثًا ۚ أَشَهِدُوْا خَلْقَهُمْ ۚ سَتُكْتَبُ شَهَادَتُهُمْ وَيُسْـَٔلُوْنَ ○

১৯। উহারা দয়াময় আল্লাহ্‌র বান্দা ফিরিশ্‌তাদিগকে নারী গণ্য করিয়াছে; ইহাদের সৃষ্টি কি উহারা প্রত্যক্ষ করিয়াছিল? উহাদের উক্তি অবশ্য লিপিবদ্ধ করা হইবে এবং উহাদিগকে জিজ্ঞাসা করা হইবে।

٢٠- وَقَالُوْا لَوْ شَآءَ الرَّحْمٰنُ مَا عَبَدْنٰهُمْ ۚ مَا لَهُمْ بِذٰلِكَ مِنْ عِلْمٍ ۚ إِنْ هُمْ إِلَّا يَخْرُصُوْنَ ○

২০। উহারা বলে, 'দয়াময় আল্লাহ্ ইচ্ছা করিলে আমরা ইহাদের পূজা করিতাম না।' এ বিষয়ে উহাদের কোন জ্ঞান নাই; উহারা তো কেবল মনগড়া বলিতেছে।

٢١- أَمْ اٰتَيْنٰهُمْ كِتٰبًا مِّنْ قَبْلِهٖ فَهُمْ بِهٖ مُسْتَمْسِكُوْنَ ○

২১। আমি কি উহাদিগকে কুরআনের পূর্বে কোন কিতাব দান করিয়াছি যাহা উহারা দৃঢ়ভাবে ধারণ করিয়া আছে?

٢٢- بَلْ قَالُوْٓا إِنَّا وَجَدْنَآ اٰبَآءَنَا عَلٰٓى أُمَّةٍ وَّإِنَّا عَلٰٓى اٰثٰرِهِمْ مُّهْتَدُوْنَ ○

২২। বরং উহারা বলে, 'আমরা তো আমাদের পূর্বপুরুষদিগকে পাইয়াছি এক মতাদর্শের অনুসারী এবং আমরা তাহাদেরই পদাঙ্ক অনুসরণ করিতেছি।'

১৫৫৬। অর্থাৎ অংশীবাদীরা।
১৫৫৭। কন্যা সন্তান জন্মিয়াছে এই সংবাদ।
১৫৫৮। এ স্থলে 'উহারা কি আল্লাহ্‌র প্রতি আরোপ করে' কথাটি উহ্য আছে।

২৩। এইভাবে তোমার পূর্বে কোন জনপদে যখনই আমি কোন সতর্ককারী প্রেরণ করিয়াছি তখন উহার সমৃদ্ধিশালী ব্যক্তিরা বলিত, 'আমরা তো আমাদের পূর্বপুরুষদিগকে পাইয়াছি এক মতাদর্শের অনুসারী এবং আমরা তাহাদেরই পদাংক অনুসরণ করিতেছি।'

٢٣- وَكَذٰلِكَ مَآ اَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ فِيْ قَرْيَةٍ مِّنْ نَّذِيْرٍ اِلَّا قَالَ مُتْرَفُوْهَآ ۙ اِنَّا وَجَدْنَآ اٰبَآءَنَا عَلٰٓى اُمَّةٍ وَّاِنَّا عَلٰٓى اٰثٰرِهِمْ مُّقْتَدُوْنَ ○

২৪। সেই সতর্ককারী বলিত, 'তোমরা তোমাদের পূর্বপুরুষগণকে যে পথে পাইয়াছ, আমি যদি তোমাদের জন্য তদপেক্ষা উৎকৃষ্ট পথনির্দেশ আনয়ন করি তবুও কি তোমরা তাহাদের পদাংক অনুসরণ করিবে?'[১৫৫৯] তাহারা বলিত, 'তোমরা যাহা সহ প্রেরিত হইয়াছ আমরা তাহা প্রত্যাখ্যান করি।'

٢٤- قٰلَ اَوَلَوْ جِئْتُكُمْ بِاَهْدٰى مِمَّا وَجَدْتُّمْ عَلَيْهِ اٰبَآءَكُمْ ؕ قَالُوْٓا اِنَّا بِمَآ اُرْسِلْتُمْ بِهٖ كٰفِرُوْنَ ○

২৫। অতঃপর আমি উহাদিগ হইতে প্রতিশোধ লইলাম। দেখ, মিথ্যাচারীদের পরিণাম কি হইয়াছে!

٢٥- فَانْتَقَمْنَا مِنْهُمْ فَانْظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُكَذِّبِيْنَ ○ ع

[৩]

২৬। স্মরণ কর, ইবরাহীম তাহার পিতা এবং সম্প্রদায়কে বলিয়াছিল, 'তোমরা যাহাদের পূজা কর তাহাদের সহিত আমার কোন সম্পর্ক নাই;

٢٦- وَاِذْ قَالَ اِبْرٰهِيْمُ لِاَبِيْهِ وَقَوْمِهٖٓ اِنَّنِيْ بَرَآءٌ مِّمَّا تَعْبُدُوْنَ ○

২৭। 'সম্পর্ক আছে শুধু তাঁহারই সহিত, যিনি আমাকে সৃষ্টি করিয়াছেন এবং তিনিই আমাকে সৎপথে পরিচালিত করিবেন।'

٢٧- اِلَّا الَّذِيْ فَطَرَنِيْ فَاِنَّهٗ سَيَهْدِيْنِ ○

২৮। এই ঘোষণাকে সে স্থায়ী বাণীরূপে রাখিয়া গিয়াছে তাহার পরবর্তীদের জন্য, যাহাতে উহারা প্রত্যাবর্তন করে।[১৫৬০]

٢٨- وَجَعَلَهَا كَلِمَةًۢ بَاقِيَةً فِيْ عَقِبِهٖ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُوْنَ ○

১৫৫৯। 'তবুও কি তোমরা তাহাদের পদাংক অনুসরণ করিবে' কথাটি এ স্থলে উহ্য আছে।
১৫৬০। আল্লাহ্‌র প্রদর্শিত সৎপথে।

٢٩- بَلْ مَتَّعْتُ هٰٓؤُلَآءِ وَ اٰبَآءَهُمْ
حَتّٰى جَآءَهُمُ الْحَقُّ
وَرَسُوْلٌ مُّبِيْنٌ ۝

২৯। বরঞ্চ আমিই উহাদিগকে এবং উহাদের পূর্বপুরুষদিগকে দিয়াছিলাম ভোগের সামগ্রী, অবশেষে উহাদের নিকট আসিল সত্য এবং স্পষ্ট বর্ণনাকারী রাসূল।

٣٠- وَلَمَّا جَآءَهُمُ الْحَقُّ
قَالُوْا هٰذَا سِحْرٌ
وَّاِنَّا بِهٖ كٰفِرُوْنَ ۝

৩০। যখন উহাদের নিকট সত্য আসিল, উহারা বলিল, 'ইহা তো জাদু এবং আমরা ইহা প্রত্যাখ্যান করি।'

٣١- وَقَالُوْا لَوْلَا نُزِّلَ هٰذَا الْقُرْاٰنُ
عَلٰى رَجُلٍ مِّنَ الْقَرْيَتَيْنِ عَظِيْمٍ ۝

৩১। এবং ইহারা বলে, 'এই কুরআন কেন নাযিল করা হইল না দুই জনপদের[১৫৬১] কোন প্রতিপত্তিশালী ব্যক্তির উপর?'

٣٢- اَهُمْ يَقْسِمُوْنَ رَحْمَتَ رَبِّكَ ؕ
نَحْنُ قَسَمْنَا بَيْنَهُمْ مَّعِيْشَتَهُمْ
فِى الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا وَ رَفَعْنَا بَعْضَهُمْ
فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجٰتٍ لِّيَتَّخِذَ بَعْضُهُمْ
بَعْضًا سُخْرِيًّا ؕ
وَرَحْمَتُ رَبِّكَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُوْنَ ۝

৩২। ইহারা কি তোমার প্রতিপালকের করুণা[১৫৬২] বণ্টন করে? আমিই উহাদের মধ্যে উহাদের জীবিকা বণ্টন করি, পার্থিব জীবনে এবং একজনকে অপরের উপর মর্যাদায় উন্নত করি যাহাতে একে অপরের দ্বারা কাজ করাইয়া লইতে পারে; এবং উহারা যাহা জমা করে তাহা হইতে তোমার প্রতিপালকের অনুগ্রহ উৎকৃষ্টতর।

٣٣- وَلَوْلَآ اَنْ يَّكُوْنَ النَّاسُ اُمَّةً وَّاحِدَةً
لَّجَعَلْنَا لِمَنْ يَّكْفُرُ بِالرَّحْمٰنِ
لِبُيُوْتِهِمْ سُقُفًا مِّنْ فِضَّةٍ
وَّمَعَارِجَ عَلَيْهَا يَظْهَرُوْنَ ۝

৩৩। সত্য প্রত্যাখ্যানে মানুষ এক মতাবলম্বী হইয়া পড়িবে, এই আশংকা না থাকিলে দয়াময় আল্লাহ্‌কে যাহারা অস্বীকার করে, উহাদিগকে আমি দিতাম উহাদের গৃহের জন্য রৌপ্য-নির্মিত ছাদ ও সিঁড়ি যাহাতে উহারা আরোহণ করে,

٣٤- وَلِبُيُوْتِهِمْ اَبْوَابًا وَّ سُرُرًا
عَلَيْهَا يَتَّكِـُٔوْنَ ۝

৩৪। এবং উহাদের গৃহের জন্য দরজা ও পালঙ্ক—যাহাতে উহারা হেলান দিয়া বিশ্রাম করিতে পারে,

১৫৬১। অর্থাৎ মক্কা ও তাইফ-এর।
১৫৬২। 'করুণা' দ্বারা এখানে নুবূওয়াতকে বুঝান হইয়াছে। মানুষের জন্য নুবূওয়াত আল্লাহ্‌র বড় করুণা।

٣٥- وَزُخْرُفًا ۚ
وَاِنْ كُلُّ ذٰلِكَ
لَمَّا مَتَاعُ الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا ۚ
وَالْاٰخِرَةُ عِنْدَ رَبِّكَ لِلْمُتَّقِيْنَ ۝

৩৫। এবং স্বর্ণ নির্মিতও। আর এই সকলই তো শুধু পার্থিব জীবনের ভোগ-সম্ভার। মুত্তাকীদের জন্য তোমার প্রতিপালকের নিকট রহিয়াছে আখিরাতের কল্যাণ।

[৪]

٣٦- وَمَنْ يَّعْشُ عَنْ ذِكْرِ
الرَّحْمٰنِ نُقَيِّضْ لَهٗ
شَيْطٰنًا فَهُوَ لَهٗ قَرِيْنٌ ۝

৩৬। যে ব্যক্তি দয়াময় আল্লাহ্র স্মরণে বিমুখ হয় আমি তাহার জন্য নিয়োজিত করি এক শয়তান, অতঃপর সেই হয় তাহার সহচর।

٣٧- وَاِنَّهُمْ لَيَصُدُّوْنَهُمْ عَنِ السَّبِيْلِ
وَيَحْسَبُوْنَ اَنَّهُمْ مُّهْتَدُوْنَ ۝

৩৭। শয়তানেরাই মানুষকে সৎপথ হইতে বিরত রাখে, অথচ মানুষ মনে করে তাহারা সৎপথে পরিচালিত হইতেছে।

٣٨- حَتّٰٓى اِذَا جَآءَنَا قَالَ
يٰلَيْتَ بَيْنِيْ وَبَيْنَكَ بُعْدَ الْمَشْرِقَيْنِ
فَبِئْسَ الْقَرِيْنُ ۝

৩৮। অবশেষে যখন সে আমার নিকট উপস্থিত হইবে, তখন সে শয়তানকে বলিবে, 'হায়! আমার ও তোমার মধ্যে যদি পূর্ব ও পশ্চিমের ব্যবধান থাকিত!' কত নিকৃষ্ট সহচর সে!

٣٩- وَلَنْ يَّنْفَعَكُمُ الْيَوْمَ اِذْ ظَّلَمْتُمْ
اَنَّكُمْ فِى الْعَذَابِ مُشْتَرِكُوْنَ ۝

৩৯। আর আজ তোমাদের এই অনুতাপ[১৫৬৩] তোমাদের কোন কাজেই আসিবে না,[১৫৬৪] যেহেতু তোমরা সীমালংঘন করিয়াছিলে; তোমরা তো সকলেই শাস্তিতে শরীক।

٤٠- اَفَاَنْتَ تُسْمِعُ الصُّمَّ
اَوْ تَهْدِى الْعُمْىَ
وَمَنْ كَانَ فِىْ ضَلٰلٍ مُّبِيْنٍ ۝

৪০। তুমি কি শুনাইতে পারিবে বধিরকে অথবা যে অন্ধ ও যে ব্যক্তি স্পষ্ট বিভ্রান্তিতে আছে, তাহাকে কি পারিবে সৎপথে পরিচালিত করিতে?

٤١- فَاِمَّا نَذْهَبَنَّ بِكَ
فَاِنَّا مِنْهُمْ مُّنْتَقِمُوْنَ ۝

৪১। আমি যদি তোমাকে লইয়া যাই, তবু আমি উহাদিগকে শাস্তি দিব;

১৫৬৩। 'তোমাদের এই অনুতাপ' কথাটি এ স্থলে উহ্য আছে।
১৫৬৪। দ্র. ২৬ ঃ ৮৮; ৩০ ঃ ৫৭ ও ৪০ ঃ ৫২ আয়াতসমূহ।

Contents

٤٢- اَوْ نُرِيَنَّكَ الَّذِىْ وَعَدْنٰهُمْ فَاِنَّا عَلَيْهِمْ مُّقْتَدِرُوْنَ ○

৪২। অথবা আমি উহাদিগকে যে শাস্তির ভীতি প্রদর্শন করিয়াছি, আমি তোমাকে তাহা প্রত্যক্ষ করাই, বস্তুত উহাদের উপর আমার তো পূর্ণ ক্ষমতা রহিয়াছে।

٤٣- فَاسْتَمْسِكْ بِالَّذِىْٓ اُوْحِىَ اِلَيْكَ ۚ اِنَّكَ عَلٰى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيْمٍ ○

৪৩। সুতরাং তোমার প্রতি যাহা ওহী করা হইয়াছে তাহা দৃঢ়ভাবে অবলম্বন কর। তুমি সরল পথেই রহিয়াছ।

٤٤- وَاِنَّهٗ لَذِكْرٌ لَّكَ وَلِقَوْمِكَ ۚ وَسَوْفَ تُسْـَٔلُوْنَ ○

৪৪। কুরআন তো তোমার ও তোমার সম্প্রদায়ের জন্য সম্মানের বস্তু; তোমাদিগকে অবশ্যই এ বিষয়ে প্রশ্ন করা হইবে।১৫৬৫

٤٥- وَسْـَٔلْ مَنْ اَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رُّسُلِنَآ اَجَعَلْنَا مِنْ دُوْنِ الرَّحْمٰنِ اٰلِهَةً يُّعْبَدُوْنَ ○

৪৫। তোমার পূর্বে আমি যে সকল রাসূল প্রেরণ করিয়াছিলাম তাহাদিগকে তুমি জিজ্ঞাসা কর, আমি কি দয়াময় আল্লাহ্ ব্যতীত কোন দেবতা স্থির করিয়াছিলাম যাহার 'ইবাদত করা যায়?

[৫]

٤٦- وَلَقَدْ اَرْسَلْنَا مُوْسٰى بِاٰيٰتِنَآ اِلٰى فِرْعَوْنَ وَمَلَا۟ئِهٖ فَقَالَ اِنِّىْ رَسُوْلُ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ ○

৪৬। মূসাকে তো আমি আমার নিদর্শনসহ ফির'আওন ও তাহার পারিষদবর্গের নিকট পাঠাইয়াছিলাম। সে বলিয়াছিল, 'আমি তো জগতসমূহের প্রতিপালকের প্রেরিত।'

٤٧- فَلَمَّا جَآءَهُمْ بِاٰيٰتِنَآ اِذَا هُمْ مِّنْهَا يَضْحَكُوْنَ ○

৪৭। সে উহাদের নিকট আমার নিদর্শনসহ আসিবামাত্র উহারা তাহা লইয়া হাসি-ঠাট্টা করিতে লাগিল।

٤٨- وَمَا نُرِيْهِمْ مِّنْ اٰيَةٍ اِلَّا هِىَ اَكْبَرُ مِنْ اُخْتِهَا ۫ وَاَخَذْنٰهُمْ بِالْعَذَابِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُوْنَ ○

৪৮। আমি উহাদিগকে এমন কোন নিদর্শন দেখাই নাই যাহা উহার অনুরূপ নিদর্শন অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ নহে। আমি উহাদিগকে শাস্তি দিলাম যাহাতে উহারা প্রত্যাবর্তন করে।

১৫৬৫। আল-কুরআনে বর্ণিত আদেশ-নিষেধ পালন করা হইয়াছে কি না সেই সম্বন্ধে।

٤٩- وَقَالُوْا يٰۤاَيُّهَ السّٰحِرُ ادْعُ لَنَا رَبَّكَ بِمَا عَهِدَ عِنْدَكَ ۚ اِنَّنَا لَمُهْتَدُوْنَ ○

৪৯। উহারা বলিয়াছিল, 'হে জাদুকর! তোমার প্রতিপালকের নিকট তুমি আমাদের জন্য তাহা প্রার্থনা কর যাহা তিনি তোমার সহিত অংগীকার করিয়াছেন, তাহা হইলে আমরা অবশ্যই সৎপথ অবলম্বন করিব।'

٥٠- فَلَمَّا كَشَفْنَا عَنْهُمُ الْعَذَابَ اِذَا هُمْ يَنْكُثُوْنَ ○

৫০। অতঃপর যখন আমি উহাদিগ হইতে শাস্তি বিদূরিত করিলাম তখনই উহারা অঙ্গীকার ভঙ্গ করিয়া বসিল।

٥١- وَنَادٰى فِرْعَوْنُ فِيْ قَوْمِهٖ قَالَ يٰقَوْمِ اَلَيْسَ لِيْ مُلْكُ مِصْرَ وَهٰذِهِ الْاَنْهٰرُ تَجْرِيْ مِنْ تَحْتِيْ ۚ اَفَلَا تُبْصِرُوْنَ ○

৫১। ফির'আওন তাহার সম্প্রদায়ের মধ্যে এই বলিয়া ঘোষণা করিল, 'হে আমার সম্প্রদায়! মিসর রাজ্য কি আমার নহে? আর এই নদীগুলি আমার পাদদেশে প্রবাহিত; তোমরা ইহা দেখ না?

٥٢- اَمْ اَنَا خَيْرٌ مِّنْ هٰذَا الَّذِيْ هُوَ مَهِيْنٌ ۙ وَّلَا يَكَادُ يُبِيْنُ ○

৫২। 'আমি তো শ্রেষ্ঠ এই ব্যক্তি হইতে, যে হীন এবং স্পষ্ট কথা বলিতেও অক্ষম!

٥٣- فَلَوْلَاۤ اُلْقِيَ عَلَيْهِ اَسْوِرَةٌ مِّنْ ذَهَبٍ اَوْ جَآءَ مَعَهُ الْمَلٰٓئِكَةُ مُقْتَرِنِيْنَ ○

৫৩। 'মূসাকে কেন দেওয়া হইল না স্বর্ণ-বলয় অথবা তাহার সংগে কেন আসিল না ফিরিশ্‌তাগণ দলবদ্ধভাবে?'

٥٤- فَاسْتَخَفَّ قَوْمَهٗ فَاَطَاعُوْهُ ۚ اِنَّهُمْ كَانُوْا قَوْمًا فٰسِقِيْنَ ○

৫৪। এইভাবে সে তাহার সম্প্রদায়কে হতবুদ্ধি করিয়া দিল, ফলে উহারা তাহার কথা মানিয়া লইল। উহারা তো ছিল এক সত্যত্যাগী সম্প্রদায়।

٥٥- فَلَمَّاۤ اٰسَفُوْنَا انْتَقَمْنَا مِنْهُمْ فَاَغْرَقْنٰهُمْ اَجْمَعِيْنَ ○

৫৫। যখন উহারা আমাকে ক্রোধান্বিত করিল আমি উহাদিগকে শাস্তি দিলাম এবং নিমজ্জিত করিলাম উহাদের সকলকে।

٥٦- فَجَعَلْنٰهُمْ سَلَفًا وَّمَثَلًا لِّلْاٰخِرِيْنَ ○ ع

৫৬। তৎপর পরবর্তীদের জন্য আমি উহাদিগকে করিয়া রাখিলাম অতীত ইতিহাস ও দৃষ্টান্ত।

[৬]

৫৭। যখন মারইয়াম-তনয়ের দৃষ্টান্ত উপস্থিত করা হয়, তখন তোমার সম্প্রদায় তাহাতে শোরগোল আরম্ভ করিয়া দেয়,[১৫৬৬]

٥٧- وَلَمَّا ضُرِبَ ابْنُ مَرْيَمَ مَثَلًا إِذَا قَوْمُكَ مِنْهُ يَصِدُّوْنَ ○

৫৮। এবং বলে, 'আমাদের উপাস্যগুলি শ্রেষ্ঠ না 'ঈসা?' ইহারা কেবল বাক-বিতণ্ডার উদ্দেশ্যেই তোমাকে এই কথা বলে। বস্তুত ইহারা তো এক বিতণ্ডাকারী সম্প্রদায়।

٥٨- وَقَالُوْٓا ءَاٰلِهَتُنَا خَيْرٌ اَمْ هُوَ ؕ مَا ضَرَبُوْهُ لَكَ اِلَّا جَدَلًا ؕ بَلْ هُمْ قَوْمٌ خَصِمُوْنَ ○

৫৯। সে তো ছিল আমারই এক বান্দা, যাহাকে আমি অনুগ্রহ করিয়াছিলাম এবং করিয়াছিলাম বনী ইসরাঈলের জন্য দৃষ্টান্ত।

٥٩- اِنْ هُوَ اِلَّا عَبْدٌ اَنْعَمْنَا عَلَيْهِ وَجَعَلْنٰهُ مَثَلًا لِّبَنِيْٓ اِسْرَآءِيْلَ ○

৬০। আমি ইচ্ছা করিলে তোমাদের মধ্য হইতে[১৫৬৭] ফিরিশ্‌তা সৃষ্টি করিতে পারিতাম, যাহারা পৃথিবীতে উত্তরাধিকারী হইত।

٦٠- وَلَوْ نَشَآءُ لَجَعَلْنَا مِنْكُمْ مَّلٰٓئِكَةً فِى الْاَرْضِ يَخْلُفُوْنَ ○

৬১। 'ঈসা তো কিয়ামতের নিশ্চিত নিদর্শন;[১৫৬৮] সুতরাং তোমরা কিয়ামতে সন্দেহ করিও না এবং আমাকে অনুসরণ কর। ইহাই সরল পথ।

٦١- وَاِنَّهٗ لَعِلْمٌ لِّلسَّاعَةِ فَلَا تَمْتَرُنَّ بِهَا وَاتَّبِعُوْنِ ؕ هٰذَا صِرَاطٌ مُّسْتَقِيْمٌ ○

৬২। শয়তান যেন তোমাদিগকে কিছুতেই নিবৃত্ত না করে,[১৫৬৯] সে তো তোমাদের প্রকাশ্য শত্রু।

٦٢- وَلَا يَصُدَّنَّكُمُ الشَّيْطٰنُ ۚ اِنَّهٗ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِيْنٌ ○

১৫৬৬। আরবের মুশরিকরা বলিত যে, আল-কুরআনে উক্ত হইয়াছে ঃ আল্লাহ্‌র পরিবর্তে যাহাদের 'ইবাদত করা হয় তাহারা জাহান্নামের ইন্ধন' (২১ ঃ ৯৮), খৃষ্টানগণ 'ঈসা (আ)-কে আল্লাহ্‌র শরীক করে এবং তাঁহার উপাসনা করে (৫ ঃ ৭৩ ও ৯ ঃ ২৯), ফলে আমাদের উপাস্যগুলির সংগে 'ঈসা (আ)-ও জাহান্নামে যাইবে এবং সে এই হিসাবে আমাদের উপাস্যগুলি হইতে শ্রেষ্ঠ নয়।' উহাদের এই ধরনের উক্তির জবাব এই আয়াতগুলিতে দেওয়া হইয়াছে।

১৫৬৭। ভিন্নমতে ইহার অর্থ 'তোমাদের পরিবর্তে'।-বায়দাবী

১৫৬৮। কিয়ামতের পূর্বে হযরত 'ঈসা (আ) পুনরায় দুনিয়ায় আসিবেন। তাঁহার দুনিয়ায় পুনরাগমন কিয়ামতের অন্যতম নিদর্শন।

১৫৬৯। সত্য সরল পথ হইতে।

٦٣-وَلَمَّا جَآءَ عِيسٰى بِالْبَيِّنٰتِ قَالَ قَدْ جِئْتُكُمْ بِالْحِكْمَةِ وَلِاُبَيِّنَ لَكُمْ بَعْضَ الَّذِىْ تَخْتَلِفُوْنَ فِيْهِ ۚ فَاتَّقُوا اللّٰهَ وَاَطِيْعُوْنِ ○

৬৩। 'ঈসা যখন স্পষ্ট নিদর্শনসহ আসিল তখন সে বলিয়াছিল, 'আমি তো তোমাদের নিকট আসিয়াছি প্রজ্ঞাসহ এবং তোমরা যে কতক বিষয়ে মতভেদ করিতেছ, তাহা স্পষ্ট করিয়া দিবার জন্য। সুতরাং তোমরা আল্লাহ্‌কে ভয় কর এবং আমার অনুসরণ কর।

٦٤-اِنَّ اللّٰهَ هُوَ رَبِّىْ وَرَبُّكُمْ فَاعْبُدُوْهُ ۗ هٰذَا صِرَاطٌ مُّسْتَقِيْمٌ ○

৬৪। 'আল্লাহ্‌ই তো আমার প্রতিপালক এবং তোমাদেরও প্রতিপালক, অতএব তোমরা তাঁহার 'ইবাদত কর; ইহাই সরল পথ।'

٦٥- فَاخْتَلَفَ الْاَحْزَابُ مِنْۢ بَيْنِهِمْ ۚ فَوَيْلٌ لِّلَّذِيْنَ ظَلَمُوْا مِنْ عَذَابِ يَوْمٍ اَلِيْمٍ ○

৬৫। অতঃপর উহাদের বিভিন্ন দল মতানৈক্য সৃষ্টি করিল, সুতরাং যালিমদের জন্য দুর্ভোগ মর্মন্তুদ দিবসের শাস্তির!

٦٦-هَلْ يَنْظُرُوْنَ اِلَّا السَّاعَةَ اَنْ تَاْتِيَهُمْ بَغْتَةً وَّهُمْ لَا يَشْعُرُوْنَ ○

৬৬। উহারা তো উহাদের অজ্ঞাতসারে আকস্মিকভাবে কিয়ামত আসিবারই অপেক্ষা করিতেছে।

٦٧-اَلْاَخِلَّآءُ يَوْمَئِذٍۢ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ اِلَّا الْمُتَّقِيْنَ ○ۧ

৬৭। বন্ধুরা সেই দিন হইয়া পড়িবে একে অপরের শত্রু, মুত্তাকীরা ব্যতীত।

[৭]

٦٨- يٰعِبَادِ لَا خَوْفٌ عَلَيْكُمُ الْيَوْمَ وَلَآ اَنْتُمْ تَحْزَنُوْنَ ○ۚ

৬৮। হে আমার বান্দাগণ! আজ তোমাদের কোন ভয় নাই এবং তোমরা দুঃখিতও হইবে না।

٦٩-اَلَّذِيْنَ اٰمَنُوْا بِاٰيٰتِنَا وَكَانُوْا مُسْلِمِيْنَ ○ۚ

৬৯। যাহারা আমার আয়াতে বিশ্বাস করিয়াছিল এবং আত্মসমর্পণ করিয়াছিল—

٧٠-اُدْخُلُوا الْجَنَّةَ اَنْتُمْ وَاَزْوَاجُكُمْ تُحْبَرُوْنَ ○

৭০। তোমরা এবং তোমাদের সহধর্মিণিগণ সানন্দে জান্নাতে প্রবেশ কর।

٧١- يُطَافُ عَلَيْهِم بِصِحَافٍ مِّن ذَهَبٍ وَّأَكْوَابٍ ۚ وَفِيهَا مَا تَشْتَهِيهِ الْأَنفُسُ وَتَلَذُّ الْأَعْيُنُ ۚ وَأَنتُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ۝

৭১। স্বর্ণের থালা ও পানপাত্র লইয়া তাহাদিগকে প্রদক্ষিণ করা হইবে; সেথায় রহিয়াছে সমস্ত কিছু, যাহা অন্তর চাহে এবং যাহাতে নয়ন তৃপ্ত হয়। সেথায় তোমরা স্থায়ী হইবে।

٧٢- وَتِلْكَ الْجَنَّةُ الَّتِي أُورِثْتُمُوهَا بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ ۝

৭২। ইহাই জান্নাত, তোমাদিগকে যাহার অধিকারী করা হইয়াছে, তোমাদের কর্মের ফলস্বরূপ।

٧٣- لَكُمْ فِيهَا فَاكِهَةٌ كَثِيرَةٌ مِّنْهَا تَأْكُلُونَ ۝

৭৩। সেথায় তোমাদের জন্য রহিয়াছে প্রচুর ফলমূল, তাহা হইতে তোমরা আহার করিবে।

٧٤- إِنَّ الْمُجْرِمِينَ فِي عَذَابِ جَهَنَّمَ خَالِدُونَ ۝

৭৪। নিশ্চয় অপরাধীরা জাহান্নামের শাস্তিতে থাকিবে স্থায়ীভাবে;

٧٥- لَا يُفَتَّرُ عَنْهُمْ وَهُمْ فِيهِ مُبْلِسُونَ ۝

৭৫। উহাদের শাস্তি লাঘব করা হইবে না এবং উহারা উহাতে হতাশ হইয়া পড়িবে।

٧٦- وَمَا ظَلَمْنَاهُمْ وَلَٰكِن كَانُوا هُمُ الظَّالِمِينَ ۝

৭৬। আমি উহাদের প্রতি যুলুম করি নাই, বরং উহারা নিজেরাই ছিল যালিম।

٧٧- وَنَادَوْا يَا مَالِكُ لِيَقْضِ عَلَيْنَا رَبُّكَ ۖ قَالَ إِنَّكُم مَّاكِثُونَ ۝

৭৭। উহারা চীৎকার করিয়া বলিবে, 'হে মালিক,[১৫৭০] তোমার প্রতিপালক যেন আমাদিগকে নিঃশেষ করিয়া দেন।' সে বলিবে, 'তোমরা তো এইভাবেই থাকিবে।'

٧٨- لَقَدْ جِئْنَاكُم بِالْحَقِّ وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَكُمْ لِلْحَقِّ كَارِهُونَ ۝

৭৮। আল্লাহ্ বলিবেন, 'আমি তো তোমাদের নিকট সত্য পৌঁছাইয়াছিলাম, কিন্তু তোমাদের অধিকাংশই ছিল সত্যবিমুখ।'

٧٩- أَمْ أَبْرَمُوا أَمْرًا فَإِنَّا مُبْرِمُونَ ۝

৭৯। উহারা কি কোন ব্যাপারে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিয়াছে? বরং আমিই তো চূড়ান্ত সিদ্ধান্তকারী।

১৫৭০। জাহান্নামের অধিকর্তার নাম 'মালিক'।

٨٠- أَمْ يَحْسَبُونَ أَنَّا لَا نَسْمَعُ سِرَّهُمْ وَنَجْوٰىهُمْ ۭ بَلٰى وَرُسُلُنَا لَدَيْهِمْ يَكْتُبُونَ ۝

৮০। উহারা কি মনে করে যে, আমি উহাদের গোপন বিষয় ও মন্ত্রণার খবর রাখি না? অবশ্যই রাখি। আমার ফিরিশ্‌তাগণ তো উহাদের নিকট থাকিয়া সবকিছু লিপিবদ্ধ করে।

٨١- قُلْ إِنْ كَانَ لِلرَّحْمٰنِ وَلَدٌ ۖ فَأَنَا أَوَّلُ الْعٰبِدِيْنَ ۝

৮১। বল, 'দয়াময় আল্লাহ্‌র কোন সন্তান থাকিলে আমি হইতাম তাহার উপাসকগণের অগ্রণী;

٨٢- سُبْحٰنَ رَبِّ السَّمٰوٰتِ وَالْأَرْضِ رَبِّ الْعَرْشِ عَمَّا يَصِفُونَ ۝

৮২। 'উহারা যাহা আরোপ করে তাহা হইতে আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীর অধিপতি এবং 'আরশের অধিকারী পবিত্র মহান।'

٨٣- فَذَرْهُمْ يَخُوضُوا وَيَلْعَبُوا حَتّٰى يُلٰقُوا يَوْمَهُمُ الَّذِي يُوعَدُونَ ۝

৮৩। অতএব উহাদিগকে যে দিবসের কথা বলা হইয়াছে তাহার সম্মুখীন হওয়ার পূর্ব পর্যন্ত তুমি উহাদিগকে বাক-বিতণ্ডা ও ক্রীড়া-কৌতুক করিতে দাও।

٨٤- وَهُوَ الَّذِي فِي السَّمَاءِ إِلٰهٌ وَّفِي الْأَرْضِ إِلٰهٌ ۭ وَهُوَ الْحَكِيمُ الْعَلِيمُ ۝

৮৪। তিনিই ইলাহ্ নভোমণ্ডলে, তিনিই ইলাহ্ ভূতলে এবং তিনি প্রজ্ঞাময়, সর্বজ্ঞ।

٨٥- وَتَبٰرَكَ الَّذِي لَهُ مُلْكُ السَّمٰوٰتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا ۚ وَعِنْدَهُ عِلْمُ السَّاعَةِ ۚ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ۝

৮৫। কত মহান তিনি যিনি আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবী এবং উহাদের মধ্যবর্তী সমস্ত কিছুর সার্বভৌম অধিপতি! কিয়ামতের জ্ঞান কেবল তাঁহারই আছে এবং তাঁহারই নিকট তোমরা প্রত্যাবর্তিত হইবে।

٨٦- وَلَا يَمْلِكُ الَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ الشَّفَاعَةَ إِلَّا مَنْ شَهِدَ بِالْحَقِّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ ۝

৮৬। আল্লাহ্‌র পরিবর্তে উহারা যাহাদিগকে ডাকে, সুপারিশের ক্ষমতা তাহাদের নাই, তবে যাহারা সত্য উপলব্ধি করিয়া উহার সাক্ষ্য দেয়, তাহারা ব্যতীত।

٨٧- وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَهُمْ لَيَقُولُنَّ اللّٰهُ فَأَنّٰى يُؤْفَكُونَ ۝

৮৭। যদি তুমি উহাদিগকে জিজ্ঞাসা কর, কে উহাদিগকে সৃষ্টি করিয়াছে, উহারা অবশ্যই বলিবে, 'আল্লাহ্।' তবুও উহারা কোথায় ফিরিয়া যাইতেছে?

৮৮। আমি অবগত আছি[১৫৭১] রাসূলের এই উক্তিঃ 'হে আমার প্রতিপালক! এই সম্প্রদায় তো ঈমান আনিবে না।'

٨٨- وَقِيْلِهٖ يٰرَبِّ اِنَّ هٰٓؤُلَآءِ قَوْمٌ لَّا يُؤْمِنُوْنَ ۘ

৮৯। সুতরাং তুমি উহাদিগকে উপেক্ষা কর এবং বল, 'সালাম'; উহারা শীঘ্রই জানিতে পারিবে।

٨٩- فَاصْفَحْ عَنْهُمْ وَقُلْ سَلٰمٌ ؕ فَسَوْفَ يَعْلَمُوْنَ ۧ

৪৪-সূরা দুখান

৫৯ আয়াত, ৩ রুকূ', মক্কী

।। দয়াময়, পরম দয়ালু আল্লাহ্‌র নামে ।।

১। হা-মীম।

١- حٰمٓ ۚ

২। শপথ সুস্পষ্ট কিতাবের।

٢- وَالْكِتٰبِ الْمُبِيْنِ ۙ

৩। আমি তো ইহা অবতীর্ণ করিয়াছি এক মুবারক রজনীতে;[১৫৭২] আমি তো সতর্ককারী।

٣- اِنَّآ اَنْزَلْنٰهُ فِيْ لَيْلَةٍ مُّبٰرَكَةٍ اِنَّا كُنَّا مُنْذِرِيْنَ ۝

৪। এই রজনীতে প্রত্যেক প্রজ্ঞাপূর্ণ বিষয় স্থিরীকৃত হয়,

٤- فِيْهَا يُفْرَقُ كُلُّ اَمْرٍ حَكِيْمٍ ۙ

৫। আমার আদেশক্রমে, আমি তো রাসূল প্রেরণ করিয়া থাকি

٥- اَمْرًا مِّنْ عِنْدِنَا ؕ اِنَّا كُنَّا مُرْسِلِيْنَ ۚ

৬। তোমার প্রতিপালকের অনুগ্রহস্বরূপ; তিনি তো সর্বশ্রোতা, সর্বজ্ঞ—

٦- رَحْمَةً مِّنْ رَّبِّكَ ؕ اِنَّهٗ هُوَ السَّمِيْعُ الْعَلِيْمُ ۙ

৭। যিনি আকাশমণ্ডলী, পৃথিবী ও উহাদের মধ্যবর্তী সমস্ত কিছুর প্রতিপালক, যদি তোমরা নিশ্চিত বিশ্বাসী হও।

٧- رَبِّ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا ۘ اِنْ كُنْتُمْ مُّوْقِنِيْنَ ۝

১৫৭১। এ স্থলে 'আমি অবগত আছি' কথাটি উহ্য আছে।
১৫৭২। দ্র. ২ ঃ ১৮৫ ও ৯৭ ঃ ১ আয়াতদ্বয়।

Contents

৮। তিনি ব্যতীত কোন ইলাহ্ নাই, তিনি জীবন দান করেন এবং তিনিই মৃত্যু ঘটান; তিনি তোমাদের প্রতিপালক এবং তোমাদের পূর্বপুরুষদেরও প্রতিপালক।

٨- لَآ إِلٰهَ إِلَّا هُوَ يُحْيٖ وَيُمِيتُ ۖ رَبُّكُمْ وَرَبُّ اٰبَآئِكُمُ الْاَوَّلِيْنَ ○

৯। বস্তুত উহারা সন্দেহের বশবর্তী হইয়া হাসি-ঠাট্টা করিতেছে।

٩- بَلْ هُمْ فِيْ شَكٍّ يَّلْعَبُوْنَ ○

১০। অতএব তুমি অপেক্ষা কর সেই দিনের যেদিন স্পষ্ট ধূম্রাচ্ছন্ন হইবে আকাশ,

١٠- فَارْتَقِبْ يَوْمَ تَاْتِي السَّمَآءُ بِدُخَانٍ مُّبِيْنٍ ○

১১। এবং উহা আবৃত করিয়া ফেলিবে মানব জাতিকে। ইহা হইবে মর্মন্তুদ শাস্তি।

١١- يَّغْشَى النَّاسَ ۖ هٰذَا عَذَابٌ اَلِيْمٌ ○

১২। তখন উহারা বলিবে,[১৫৭৩] 'হে আমাদের প্রতিপালক! আমাদিগ হইতে শাস্তি দূর কর, অবশ্যই আমরা ঈমান আনিব।'

١٢- رَبَّنَا اكْشِفْ عَنَّا الْعَذَابَ اِنَّا مُؤْمِنُوْنَ ○

১৩। উহারা কি করিয়া উপদেশ গ্রহণ করিবে? উহাদের নিকট তো আসিয়াছে স্পষ্ট ব্যাখ্যাতা এক রাসূল;

١٣- اَنّٰى لَهُمُ الذِّكْرٰى وَقَدْ جَآءَهُمْ رَسُوْلٌ مُّبِيْنٌ ○

১৪। অতঃপর উহারা তাহাকে অমান্য করিয়া বলে, 'সে শিক্ষাপ্রাপ্ত এক পাগল!'

١٤- ثُمَّ تَوَلَّوْا عَنْهُ وَقَالُوْا مُعَلَّمٌ مَّجْنُوْنٌ ○

১৫। আমি কিছু কালের জন্য শাস্তি রহিত করিব—তোমরা তো তোমাদের পূর্বাবস্থায় ফিরিয়া যাইবে।[১৫৭৪]

١٥- اِنَّا كَاشِفُوا الْعَذَابِ قَلِيْلًا اِنَّكُمْ عَآئِدُوْنَ ○

১৬। যেদিন আমি তোমাদিগকে প্রবলভাবে পাকড়াও করিব, সেদিন নিশ্চয় আমি তোমাদিগকে শাস্তি দিবই।

١٦- يَوْمَ نَبْطِشُ الْبَطْشَةَ الْكُبْرٰى ۚ اِنَّا مُنْتَقِمُوْنَ ○

১৫৭৩। এ স্থলে 'তখন উহারা বলিবে' কথাটি উহ্য আছে।

১৫৭৪। হিজরতের পর মক্কায় দুর্ভিক্ষ দেখা দিয়াছিল, ইয়ামামার শায়খ মক্কায় খাদ্যশস্য প্রেরণ বন্ধ করিয়া দেওয়ায় দুর্ভিক্ষ আরও তীব্রতর হয়। তখন আবূ সুফয়ান রাসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-কে দু'আ করিতে অনুরোধ করায় তিনি দু'আ করিয়াছিলেন। ফলে দুর্ভিক্ষের অবসান হয়। সেই ঘটনার প্রতি আয়াতে ইংগিত রহিয়াছে।

১৭। ইহাদের পূর্বে আমি তো ফির্'আওন সম্প্রদায়কে পরীক্ষা করিয়াছিলাম এবং উহাদের নিকটও আসিয়াছিল এক সম্মানিত রাসূল,

١٧- وَلَقَدْ فَتَنَّا قَبْلَهُمْ قَوْمَ فِرْعَوْنَ وَجَآءَهُمْ رَسُوْلٌ كَرِيْمٌ ۙ

১৮। সে বলিল, 'আল্লাহ্‌র বান্দাদিগকে আমার নিকট প্রত্যর্পণ কর। আমি তোমাদের জন্য এক বিশ্বস্ত রাসূল।

١٨- اَنْ اَدُّوْٓا اِلَيَّ عِبَادَ اللّٰهِ ؕ اِنِّيْ لَكُمْ رَسُوْلٌ اَمِيْنٌ ۙ

১৯। 'এবং তোমরা আল্লাহ্‌র বিরুদ্ধে ঔদ্ধত্য প্রকাশ করিও না, আমি তোমাদের নিকট উপস্থিত করিতেছি স্পষ্ট প্রমাণ।

١٩- وَّاَنْ لَّا تَعْلُوْا عَلَى اللّٰهِ ۚ اِنِّيْٓ اٰتِيْكُمْ بِسُلْطٰنٍ مُّبِيْنٍ ۚ

২০। 'তোমরা যাহাতে আমাকে প্রস্তরাঘাতে হত্যা করিতে না পার, তজ্জন্য আমি আমার প্রতিপালক ও তোমাদের প্রতিপালকের শরণ লইতেছি।

٢٠- وَاِنِّيْ عُذْتُ بِرَبِّيْ وَرَبِّكُمْ اَنْ تَرْجُمُوْنِ ۚ

২১। 'যদি তোমরা আমার কথায় বিশ্বাস স্থাপন না কর, তবে তোমরা আমা হইতে দূরে থাক।'

٢١- وَاِنْ لَّمْ تُؤْمِنُوْا لِيْ فَاعْتَزِلُوْنِ ○

২২। অতঃপর মূসা তাহার প্রতিপালকের নিকট নিবেদন করিল, 'ইহারা তো এক অপরাধী সম্প্রদায়।'

٢٢- فَدَعَا رَبَّهٗٓ اَنَّ هٰٓؤُلَآءِ قَوْمٌ مُّجْرِمُوْنَ ۚ

২৩। আমি বলিয়াছিলাম,[১৫৭৫] 'তুমি আমার বান্দাদিগকে লইয়া রজনী যোগে বাহির হইয়া পড়, তোমাদের পশ্চাদ্ধাবন করা হইবে।'

٢٣- فَاَسْرِ بِعِبَادِيْ لَيْلًا اِنَّكُمْ مُّتَّبَعُوْنَ ۙ

২৪। সমুদ্রকে স্থির থাকিতে দাও,[১৫৭৬] উহারা এমন এক বাহিনী যাহা নিমজ্জিত হইবে।

٢٤- وَاتْرُكِ الْبَحْرَ رَهْوًا ؕ اِنَّهُمْ جُنْدٌ مُّغْرَقُوْنَ ○

الثلثة

১৫৭৫। এ স্থলে 'আমি বলিয়াছিলাম' কথাটি উহ্য আছে।

১৫৭৬। বনী ইসরাঈলসহ হযরত মূসা (আ) যখন সমুদ্র অতিক্রম করিতেছিলেন তখন তাঁহাদের জন্য সমুদ্রকে দ্বিধাবিভক্ত করা হইয়াছিল—২ ঃ ৫০। তাঁহাদের সমুদ্র অতিক্রম করার পর মূসা (আ)-কে বলা হইয়াছিল, সমুদ্রকে সেই অবস্থায় থাকিতে দাও, যাহাতে ফির'আওন ও তাহার বাহিনী উহাতে প্রবেশ করে—৭ ঃ ১৩৬।

Contents

২৫। উহারা পশ্চাতে রাখিয়া গিয়াছিল কত উদ্যান ও প্রস্রবণ;

٢٥- كَمْ تَرَكُوْا مِنْ جَنّٰتٍ وَّ عُيُوْنٍ ۙ

২৬। কত শস্যক্ষেত্র ও সুরম্য প্রাসাদ,

٢٦- وَّ زُرُوْعٍ وَّ مَقَامٍ كَرِيْمٍ ۙ

২৭। কত বিলাস-উপকরণ, উহাতে তাহারা আনন্দ পাইত।

٢٧- وَّ نَعْمَةٍ كَانُوْا فِيْهَا فٰكِهِيْنَ ۙ

২৮। এইরূপই ঘটিয়াছিল এবং আমি এই সমুদয়ের উত্তরাধিকারী করিয়াছিলাম ভিন্ন সম্প্রদায়কে।

٢٨- كَذٰلِكَ ۟ وَ اَوْرَثْنٰهَا قَوْمًا اٰخَرِيْنَ ○

২৯। আকাশ এবং পৃথিবী কেহই উহাদের জন্যে অশ্রুপাত করে নাই এবং উহাদিগকে অবকাশও দেওয়া হয় নাই।

٢٩- فَمَا بَكَتْ عَلَيْهِمُ السَّمَآءُ وَ الْاَرْضُ وَمَا كَانُوْا مُنْظَرِيْنَ ۟

[২]

৩০। আমি তো উদ্ধার করিয়াছিলাম বনী ইসরাঈলকে লাঞ্ছনাদায়ক শাস্তি হইতে

٣٠- وَلَقَدْ نَجَّيْنَا بَنِيْٓ اِسْرَآءِيْلَ مِنَ الْعَذَابِ الْمُهِيْنِ ۙ

৩১। ফির্‘আওনের; সে তো ছিল পরাক্রান্ত সীমালংঘনকারীদের মধ্যে।

٣١- مِنْ فِرْعَوْنَ ؕ اِنَّهٗ كَانَ عَالِيًا مِّنَ الْمُسْرِفِيْنَ ○

৩২। আমি জানিয়া শুনিয়াই উহাদিগকে বিশ্বে[১৫৭৭] শ্রেষ্ঠত্ব দিয়াছিলাম,

٣٢- وَلَقَدِ اخْتَرْنٰهُمْ عَلٰى عِلْمٍ عَلَى الْعٰلَمِيْنَ ۚ

৩৩। এবং উহাদিগকে দিয়াছিলাম নিদর্শনাবলী, যাহাতে ছিল সুস্পষ্ট পরীক্ষা;

٣٣- وَ اٰتَيْنٰهُمْ مِّنَ الْاٰيٰتِ مَا فِيْهِ بَلٰٓؤٌا مُّبِيْنٌ ○

৩৪। উহারা[১৫৭৮] বলিয়াই থাকে,

٣٤- اِنَّ هٰٓؤُلَآءِ لَيَقُوْلُوْنَ ۙ

৩৫। ‘আমাদের প্রথম মৃত্যু ব্যতীত আর কিছুই নাই এবং আমরা আর উত্থিত হইব না।

٣٥- اِنْ هِيَ اِلَّا مَوْتَتُنَا الْاُوْلٰى وَمَا نَحْنُ بِمُنْشَرِيْنَ ○

১৫৭৭। অর্থাৎ তৎকালীন বিশ্বে-দ্র. ২ ঃ ৪৭।
১৫৭৮। এ স্থলে هٰؤُلَاءِ দ্বারা রাসূলের সমকালীন কাফিরদিগকে বুঝাইতেছে।

٣٦- فَاْتُوْا بِاٰبَآئِنَآ اِنْ كُنْتُمْ صٰدِقِيْنَ ○

৩৬। 'অতএব তোমরা যদি সত্যবাদী হও তবে আমাদের পূর্বপুরুষদিগকে উপস্থিত কর।'

٣٧- اَهُمْ خَيْرٌ اَمْ قَوْمُ تُبَّعٍ ۙ وَّالَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِهِمْ ؕ اَهْلَكْنٰهُمْ ۫ اِنَّهُمْ كَانُوْا مُجْرِمِيْنَ ○

৩৭। শ্রেষ্ঠ কি উহারা, না তুব্বা'[১৫৭৯] সম্প্রদায় ও ইহাদের পূর্ববর্তীরা? আমি উহাদিগকে ধ্বংস করিয়াছিলাম, অবশ্যই উহারা ছিল অপরাধী।

٣٨- وَمَا خَلَقْنَا السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا لٰعِبِيْنَ ○

৩৮। আমি আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবী এবং উহাদের মধ্যে কোন কিছুই ক্রীড়াচ্ছলে সৃষ্টি করি নাই;

٣٩- مَا خَلَقْنٰهُمَآ اِلَّا بِالْحَقِّ وَلٰكِنَّ اَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُوْنَ ○

৩৯। আমি এই দুইটি অযথা সৃষ্টি করি নাই, কিন্তু উহাদের অধিকাংশই ইহা জানে না।

٤٠- اِنَّ يَوْمَ الْفَصْلِ مِيْقَاتُهُمْ اَجْمَعِيْنَ ۙ○

৪০। নিশ্চয়ই সকলের জন্য নির্ধারিত রহিয়াছে উহাদের বিচার দিবস।

٤١- يَوْمَ لَا يُغْنِيْ مَوْلًى عَنْ مَّوْلًى شَيْئًا وَّلَا هُمْ يُنْصَرُوْنَ ۙ○

৪১। সেদিন এক বন্ধু অপর বন্ধুর কোন কাজে আসিবে না এবং উহারা সাহায্যও পাইবে না।

٤٢- اِلَّا مَنْ رَّحِمَ اللّٰهُ ؕ اِنَّهٗ هُوَ الْعَزِيْزُ الرَّحِيْمُ ○ ع

৪২। তবে আল্লাহ্ যাহার প্রতি দয়া করেন তাহার কথা স্বতন্ত্র। তিনি তো পরাক্রমশালী, পরম দয়ালু।

[৩]

٤٣- اِنَّ شَجَرَتَ الزَّقُّوْمِ ۙ○

৪৩। নিশ্চয়ই যাক্কূম বৃক্ষ হইবে—

٤٤- طَعَامُ الْاَثِيْمِ ○

৪৪। পাপীর খাদ্য;

٤٥- كَالْمُهْلِ ۛ يَغْلِيْ فِي الْبُطُوْنِ ۙ○

৪৫। গলিত তাম্রের মত, উহাদের উদরে ফুটিতে থাকিবে

٤٦- كَغَلْيِ الْحَمِيْمِ ○

৪৬। ফুটন্ত পানির মত।

১৫৭৯। تُبَّع ইয়ামানের এক শক্তিশালী রাজবংশের উপাধি। রাসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-এর আবির্ভাবের প্রায় সাত-আট শত বৎসর পূর্বে তাহারা রাজত্ব করিয়াছিল।

৪৭। উহাকে ধর এবং টানিয়া লইয়া যাও জাহান্নামের মধ্যস্থলে,১৫৮০

٤٧- خُذُوْهُ فَاعْتِلُوْهُ اِلٰى سَوَآءِ الْجَحِيْمِ ۝

৪৮। অতঃপর উহার মস্তকের উপর ফুটন্ত পানি ঢালিয়া শাস্তি দাও-

٤٨- ثُمَّ صُبُّوْا فَوْقَ رَاْسِهٖ مِنْ عَذَابِ الْحَمِيْمِ ۝

৪৯। এবং বলা হইবে১৫৮১ 'আস্বাদ গ্রহণ কর, তুমি তো ছিলে সম্মানিত, অভিজাত!

٤٩- ذُقْ ۚ اِنَّكَ اَنْتَ الْعَزِيْزُ الْكَرِيْمُ ۝

৫০। 'ইহা তো উহাই, যে বিষয়ে তোমরা সন্দেহ করিতে।'

٥٠- اِنَّ هٰذَا مَا كُنْتُمْ بِهٖ تَمْتَرُوْنَ ۝

৫১। মুত্তাকীরা থাকিবে নিরাপদ স্থানে-

٥١- اِنَّ الْمُتَّقِيْنَ فِيْ مَقَامٍ اَمِيْنٍ ۝

৫২। উদ্যান ও ঝর্ণার মাঝে,

٥٢- فِيْ جَنّٰتٍ وَّعُيُوْنٍ ۝

৫৩। তাহারা পরিধান করিবে মিহি ও পুরু রেশমী বস্ত্র এবং মুখামুখি হইয়া বসিবে।

٥٣- يَّلْبَسُوْنَ مِنْ سُنْدُسٍ وَّاِسْتَبْرَقٍ مُّتَقٰبِلِيْنَ ۝

৫৪। এইরূপই ঘটিবে; আমি উহাদিগকে সঙ্গিণী দান করিব আয়তলোচনা হূর,

٥٤- كَذٰلِكَ ۗ وَزَوَّجْنٰهُمْ بِحُوْرٍ عِيْنٍ ۝

৫৫। সেথায় তাহারা প্রশান্ত চিত্তে বিবিধ ফলমূল আনিতে বলিবে।

٥٥- يَدْعُوْنَ فِيْهَا بِكُلِّ فَاكِهَةٍ اٰمِنِيْنَ ۝

৫৬। প্রথম মৃত্যুর পর তাহারা সেথায় আর মৃত্যু আস্বাদন করিবে না। আর তাহাদিগকে জাহান্নামের শাস্তি হইতে রক্ষা করিবেন-

٥٦- لَا يَذُوْقُوْنَ فِيْهَا الْمَوْتَ اِلَّا الْمَوْتَةَ الْاُوْلٰى ۚ وَوَقٰىهُمْ عَذَابَ الْجَحِيْمِ ۝

৫৭। তোমার প্রতিপালক নিজ অনুগ্রহে। ইহাই তো মহাসাফল্য।

٥٧- فَضْلًا مِّنْ رَّبِّكَ ۚ ذٰلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيْمُ ۝

৫৮। আমি তো তোমার ভাষায় কুরআনকে সহজ করিয়া দিয়াছি, যাহাতে উহারা উপদেশ গ্রহণ করে।

٥٨- فَاِنَّمَا يَسَّرْنٰهُ بِلِسَانِكَ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُوْنَ ۝

৫৯। সুতরাং তুমি প্রতীক্ষা কর, উহারাও প্রতীক্ষমাণ।

٥٩- فَارْتَقِبْ اِنَّهُمْ مُّرْتَقِبُوْنَ ۝ ع

১৫৮০। জাহান্নামের প্রহরী ফিরিশ্‌তাদিগকে এই নির্দেশ দেওয়া হইবে।

১৫৮১। এ স্থলে 'বলা হইবে' কথাটি উহ্য আছে।

৪৫-সূরা জাছিয়াঃ

৩৭ আয়াত, ৪ রুকূ', মক্কী

।। দয়াময়, পরম দয়ালু আল্লাহ্‌র নামে ।।

১। হা-মীম।

١- حٰمٓ ۚ

২। এই কিতাব পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময় আল্লাহ্‌র নিকট হইতে অবতীর্ণ।

٢- تَنْزِيْلُ الْكِتٰبِ مِنَ اللّٰهِ الْعَزِيْزِ الْحَكِيْمِ ۝

৩। নিশ্চয়ই আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীতে নিদর্শন রহিয়াছে মু'মিনদের জন্য।

٣- اِنَّ فِي السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ لَاٰيٰتٍ لِّلْمُؤْمِنِيْنَ ۝

৪। তোমাদের সৃজনে এবং জীব-জন্তুর বিস্তারে নিদর্শন রহিয়াছে নিশ্চিত বিশ্বাসীদের জন্য;

٤- وَفِيْ خَلْقِكُمْ وَمَا يَبُثُّ مِنْ دَآبَّةٍ اٰيٰتٌ لِّقَوْمٍ يُّوْقِنُوْنَ ۝

৫। নিদর্শন রহিয়াছে চিন্তাশীল সম্প্রদায়ের জন্য, রাত্রি ও দিবসের পরিবর্তনে এবং আল্লাহ্ আকাশ হইতে যে বারি[১৫৮২] বর্ষণ দ্বারা ধরিত্রীকে উহার মৃত্যুর পর পুনর্জীবিত করেন তাহাতে ও বায়ুর পরিবর্তনে।

٥- وَاخْتِلَافِ الَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَمَآ اَنْزَلَ اللّٰهُ مِنَ السَّمَآءِ مِنْ رِّزْقٍ فَاَحْيَا بِهِ الْاَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا وَتَصْرِيْفِ الرِّيٰحِ اٰيٰتٌ لِّقَوْمٍ يَّعْقِلُوْنَ ۝

৬। এইগুলি আল্লাহ্‌র আয়াত, যাহা আমি[১৫৮৩] তোমার নিকট তিলাওয়াত করিতেছি যথাযথভাবে। সুতরাং আল্লাহ্‌র এবং তাঁহার আয়াতের পরিবর্তে উহারা আর কোন্ বাণীতে বিশ্বাস করিবে?

٦- تِلْكَ اٰيٰتُ اللّٰهِ نَتْلُوْهَا عَلَيْكَ بِالْحَقِّ ۚ فَبِاَيِّ حَدِيْثٍۭ بَعْدَ اللّٰهِ وَاٰيٰتِهٖ يُؤْمِنُوْنَ ۝

৭। দুর্ভোগ প্রত্যেক ঘোর মিথ্যাবাদী পাপীর,

٧- وَيْلٌ لِّكُلِّ اَفَّاكٍ اَثِيْمٍ ۝

৮। যে আল্লাহ্‌র আয়াতসমূহের তিলাওয়াত শোনে অথচ ঔদ্ধত্যের সাথে অটল থাকে[১৫৮৪] যেন সে উহা শোনে নাই। উহাকে সংবাদ দাও মর্মন্তুদ শাস্তির;

٨- يَّسْمَعُ اٰيٰتِ اللّٰهِ تُتْلٰى عَلَيْهِ ثُمَّ يُصِرُّ مُسْتَكْبِرًا كَاَنْ لَّمْ يَسْمَعْهَا ۚ فَبَشِّرْهُ بِعَذَابٍ اَلِيْمٍ ۝

১৫৮২। বৃষ্টির ফলে উৎপন্ন শস্য রিয্‌ক, তাই বৃষ্টির জন্য رزق শব্দ ব্যবহার করা হইয়াছে।
১৫৮৩। আমি আল্লাহ্।
১৫৮৪। কুফরীর উপরে।

Contents

٩- وَإِذَا عَلِمَ مِنْ اٰيٰتِنَا شَيْـًٔا اتَّخَذَهَا هُزُوًا ؕ اُولٰٓئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ مُّهِيْنٌ ○

৯। যখন আমার কোন আয়াত সে অবগত হয় তখন উহা লইয়া পরিহাস করে। উহাদের জন্য রহিয়াছে লাঞ্ছনাদায়ক শাস্তি।

١٠- مِنْ وَّرَآئِهِمْ جَهَنَّمُ ۚ وَلَا يُغْنِيْ عَنْهُمْ مَّا كَسَبُوْا شَيْـًٔا وَّلَا مَا اتَّخَذُوْا مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ اَوْلِيَآءَ ۚ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيْمٌ ○

১০। উহাদের পশ্চাতে রহিয়াছে জাহান্নাম; উহাদের কৃতকর্ম উহাদের কোন কাজে আসিবে না, উহারা আল্লাহ্‌র পরিবর্তে যাহাদিগকে অভিভাবক স্থির করিয়াছে উহারাও নহে। উহাদের জন্য রহিয়াছে মহাশাস্তি।

١١- هٰذَا هُدًى ۚ وَالَّذِيْنَ كَفَرُوْا بِاٰيٰتِ رَبِّهِمْ لَهُمْ عَذَابٌ مِّنْ رِّجْزٍ اَلِيْمٌ ○

১১। এই কুরআন সৎপথের দিশারী; যাহারা তাহাদের প্রতিপালকের নিদর্শনাবলী প্রত্যাখ্যান করে, উহাদের জন্য রহিয়াছে অতিশয় মর্মন্তুদ শাস্তি।

[২]

١٢- اَللّٰهُ الَّذِيْ سَخَّرَ لَكُمُ الْبَحْرَ لِتَجْرِيَ الْفُلْكُ فِيْهِ بِاَمْرِهٖ وَلِتَبْتَغُوْا مِنْ فَضْلِهٖ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُوْنَ ○

১২। আল্লাহ্‌ই তো সমুদ্রকে তোমাদের কল্যাণে নিয়োজিত করিয়াছেন, যাহাতে তাঁহার আদেশে উহাতে নৌযানসমূহ চলাচল করিতে পারে ও যাহাতে তোমরা তাঁহার অনুগ্রহ অনুসন্ধান করিতে পার এবং যেন তোমরা তাঁহার প্রতি কৃতজ্ঞ হও।

١٣- وَسَخَّرَ لَكُمْ مَّا فِي السَّمٰوٰتِ وَمَا فِي الْاَرْضِ جَمِيْعًا مِّنْهُ ؕ اِنَّ فِيْ ذٰلِكَ لَاٰيٰتٍ لِّقَوْمٍ يَّتَفَكَّرُوْنَ ○

১৩। আর তিনি তোমাদের কল্যাণে নিয়োজিত করিয়াছেন আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীর সমস্ত কিছু নিজ অনুগ্রহে, চিন্তাশীল সম্প্রদায়ের জন্য ইহাতে তো রহিয়াছে নিদর্শন।

١٤- قُلْ لِّلَّذِيْنَ اٰمَنُوْا يَغْفِرُوْا لِلَّذِيْنَ لَا يَرْجُوْنَ اَيَّامَ اللّٰهِ لِيَجْزِيَ قَوْمًا بِمَا كَانُوْا يَكْسِبُوْنَ ○

১৪। মু'মিনদিগকে বল, 'তাহারা যেন ক্ষমা করে উহাদিগকে, যাহারা আল্লাহ্‌র দিবসগুলির[১৫৮৫] প্রত্যাশা করে না। ইহা এইজন্য যে, আল্লাহ্ প্রত্যেক সম্প্রদায়কে তাহার কৃতকর্মের জন্য প্রতিদান দিবেন।'

১৫৮৫। যেই দিনগুলিতে আল্লাহ্ নেককারদের পুরস্কার ও বদকারের শাস্তি দেন। উহা দুনিয়া ও আখিরাতের উভয় স্থানেই হইতে পারে। ايام অর্থ ঘটনাসমূহও হয়, আল্লাহ্‌র নির্ধারিত ব্যবস্থায় মুক্তি অথবা শাস্তি প্রদানের যে সকল ঘটনা ঘটে। ইহাদের কিছু এই দুনিয়ায় হয় এবং চূড়ান্তভাবে আখিরাতে হইবে।

১৫। যে সৎকর্ম করে সে তাহার কল্যাণের জন্যই উহা করে এবং কেহ মন্দ কর্ম করিলে উহার প্রতিফল সে-ই ভোগ করিবে, অতঃপর তোমরা তোমাদের প্রতিপালকের নিকট প্রত্যাবর্তিত হইবে।

١٥- مَنْ عَمِلَ صَالِحًا فَلِنَفْسِهٖ ۚ وَمَنْ اَسَآءَ فَعَلَيْهَا ز ثُمَّ اِلٰى رَبِّكُمْ تُرْجَعُوْنَ ○

১৬। আমি তো বনী ইসরাঈলকে কিতাব, কর্তৃত্ব ও নুবূওয়াত দান করিয়াছিলাম এবং উহাদিগকে উত্তম জীবনোপকরণ দিয়াছিলাম এবং দিয়াছিলাম শ্রেষ্ঠত্ব বিশ্বজগতের উপর।

١٦- وَلَقَدْ اٰتَيْنَا بَنِيْٓ اِسْرَآءِيْلَ الْكِتٰبَ وَالْحُكْمَ وَالنُّبُوَّةَ وَرَزَقْنٰهُمْ مِّنَ الطَّيِّبٰتِ وَفَضَّلْنٰهُمْ عَلَى الْعٰلَمِيْنَ ○

১৭। আমি উহাদিগকে সুস্পষ্ট প্রমাণ দান করিয়াছিলাম দীন সম্পর্কে। উহাদের নিকট জ্ঞান আসিবার পর উহারা শুধু পরস্পর বিদ্বেষবশত বিরোধিতা করিয়াছিল। উহারা যে বিষয়ে মতবিরোধ করিত, তোমার প্রতিপালক কিয়ামতের দিন উহাদের মধ্যে সে বিষয়ে ফয়সালা করিয়া দিবেন।

١٧- وَاٰتَيْنٰهُمْ بَيِّنٰتٍ مِّنَ الْاَمْرِ ۚ فَمَا اخْتَلَفُوْٓا اِلَّا مِنْۢ بَعْدِ مَا جَآءَهُمُ الْعِلْمُ ۙ بَغْيًۢا بَيْنَهُمْ ۗ اِنَّ رَبَّكَ يَقْضِيْ بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ فِيْمَا كَانُوْا فِيْهِ يَخْتَلِفُوْنَ ○

১৮। ইহার পর আমি তোমাকে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছি দীনের বিশেষ বিধানের উপর; সুতরাং তুমি উহার অনুসরণ কর, অজ্ঞদের খেয়াল-খুশীর অনুসরণ করিও না।

١٨- ثُمَّ جَعَلْنٰكَ عَلٰى شَرِيْعَةٍ مِّنَ الْاَمْرِ فَاتَّبِعْهَا وَلَا تَتَّبِعْ اَهْوَآءَ الَّذِيْنَ لَا يَعْلَمُوْنَ ○

১৯। আল্লাহ্‌র মুকাবিলায় উহারা তোমার কোনই উপকার করিতে পারিবে না; যালিমরা একে অপরের বন্ধু; আর আল্লাহ্ তো মুত্তাকীদের বন্ধু।

١٩- اِنَّهُمْ لَنْ يُّغْنُوْا عَنْكَ مِنَ اللّٰهِ شَيْـًٔا ۗ وَاِنَّ الظّٰلِمِيْنَ بَعْضُهُمْ اَوْلِيَآءُ بَعْضٍ ۚ وَاللّٰهُ وَلِيُّ الْمُتَّقِيْنَ ○

২০। এই কুরআন মানবজাতির জন্য সুস্পষ্ট দলীল এবং নিশ্চিত বিশ্বাসী সম্প্রদায়ের জন্য পথনির্দেশ ও রহমত।

٢٠- هٰذَا بَصَآئِرُ لِلنَّاسِ وَهُدًى وَّرَحْمَةٌ لِّقَوْمٍ يُّوْقِنُوْنَ ○

Contents

২১-اَمْ حَسِبَ الَّذِيْنَ اجْتَرَحُوا السَّيِّاٰتِ اَنْ نَّجْعَلَهُمْ كَالَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَ عَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ ۙ سَوَآءً مَّحْيَاهُمْ وَ مَمَاتُهُمْ ؕ سَآءَ مَا يَحْكُمُوْنَ ۝

২১। দুষ্কৃতিকারীরা কি মনে করে যে, আমি জীবন ও মৃত্যুর দিক দিয়া উহাদিগকে তাহাদের সমান গণ্য করিব, যাহারা ঈমান আনে ও সৎকর্ম করে? উহাদের সিদ্ধান্ত কত মন্দ!

[৩]

২২-وَ خَلَقَ اللّٰهُ السَّمٰوٰتِ وَ الْاَرْضَ بِالْحَقِّ وَ لِتُجْزٰى كُلُّ نَفْسٍۭ بِمَا كَسَبَتْ وَ هُمْ لَا يُظْلَمُوْنَ ۝

২২। আল্লাহ্ আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবী সৃষ্টি করিয়াছেন যথাযথভাবে এবং যাহাতে প্রত্যেক ব্যক্তিকে তাহার কর্মানুযায়ী ফল দেওয়া যাইতে পারে আর তাহাদের প্রতি যুলুম করা হইবে না।

২৩-اَفَرَءَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ اِلٰهَهٗ هَوٰىهُ وَ اَضَلَّهُ اللّٰهُ عَلٰى عِلْمٍ وَّ خَتَمَ عَلٰى سَمْعِهٖ وَ قَلْبِهٖ وَ جَعَلَ عَلٰى بَصَرِهٖ غِشٰوَةً ؕ فَمَنْ يَّهْدِيْهِ مِنْۢ بَعْدِ اللّٰهِ ؕ اَفَلَا تَذَكَّرُوْنَ ۝

২৩। তুমি কি লক্ষ্য করিয়াছ তাহাকে, যে তাহার খেয়াল-খুশীকে নিজ ইলাহ্ বানাইয়া লইয়াছে? আল্লাহ্ জানিয়া শুনিয়াই উহাকে বিভ্রান্ত করিয়াছেন এবং উহার কর্ণ ও হৃদয় মোহর করিয়া দিয়াছেন এবং উহার চক্ষুর উপর রাখিয়াছেন আবরণ।[১৫৮৬] অতএব আল্লাহ্র পরে কে তাহাকে পথনির্দেশ করিবে? তবুও কি তোমরা উপদেশ গ্রহণ করিবে না?

২৪-وَ قَالُوْا مَا هِيَ اِلَّا حَيَاتُنَا الدُّنْيَا نَمُوْتُ وَ نَحْيَا وَ مَا يُهْلِكُنَآ اِلَّا الدَّهْرُ ۚ وَ مَا لَهُمْ بِذٰلِكَ مِنْ عِلْمٍ ۚ اِنْ هُمْ اِلَّا يَظُنُّوْنَ ۝

২৪। উহারা বলে, 'একমাত্র পার্থিব জীবনই আমাদের জীবন, আমরা মরি ও বাঁচি[১৫৮৭] আর কাল-ই আমাদিগকে ধ্বংস করে।' বস্তুত এই ব্যাপারে উহাদের কোন জ্ঞান নাই, উহারা তো কেবল মনগড়া কথা বলে।

২৫-وَ اِذَا تُتْلٰى عَلَيْهِمْ اٰيٰتُنَا بَيِّنٰتٍ

২৫। উহাদের নিকট যখন আমার সুস্পষ্ট আয়াত আবৃত্তি করা হয় তখন উহাদের

১৫৮৬। দ্র. ২ ঃ ৭ আয়াত ও উহার টীকা।

১৫৮৭। কাফিররা বলে, আমাদের জীবিত থাকা ও মৃত্যুবরণ করা, উহা তো এই পৃথিবীতেই হয়। এই পৃথিবীতে মৃত্যু হইলে সকল শেষ, আবার জীবিত হওয়া অথবা পুনরুত্থান এই সকল কথা অবান্তর ও অবিশ্বাস্য—দ্র. ৪৪ ঃ ৩৫ আয়াত।

مَّا كَانَ حُجَّتَهُمْ إِلَّآ أَن قَالُوا ائْتُوا بِـَٔابَآئِنَآ إِن كُنتُمْ صٰدِقِينَ ○

কোন যুক্তি থাকে না কেবল এই উক্তি ছাড়া যে, তোমরা সত্যবাদী হইলে আমাদের পূর্বপুরুষদিগকে উপস্থিত কর।

٢٦- قُلِ اللّٰهُ يُحْيِيكُمْ ثُمَّ يُمِيتُكُمْ ثُمَّ يَجْمَعُكُمْ إِلٰى يَوْمِ الْقِيٰمَةِ لَا رَيْبَ فِيهِ وَلٰكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ ○

২৬। বল, 'আল্লাহ্ই তোমাদিগকে জীবন দান করেন ও তোমাদের মৃত্যু ঘটান। অতঃপর তিনি তোমাদিগকে কিয়ামত দিবসে একত্র করিবেন, যাহাতে কোন সন্দেহ নাই। কিন্তু অধিকাংশ মানুষ তাহা জানে না।'

[৪]

٢٧- وَلِلّٰهِ مُلْكُ السَّمٰوٰتِ وَالْأَرْضِ ۚ وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ يَوْمَئِذٍ يَخْسَرُ الْمُبْطِلُونَ ○

২৭। আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীর আধিপত্য আল্লাহ্রই, যেদিন কিয়ামত সংঘটিত হইবে সেদিন মিথ্যাশ্রয়ীরা হইবে ক্ষতিগ্রস্ত,

٢٨- وَتَرٰى كُلَّ أُمَّةٍ جَاثِيَةً ۚ كُلُّ أُمَّةٍ تُدْعٰىٓ إِلٰى كِتٰبِهَا ۚ الْيَوْمَ تُجْزَوْنَ مَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ ○

২৮। এবং প্রত্যেক সম্প্রদায়কে দেখিবে ভয়ে নতজানু, প্রত্যেক সম্প্রদায়কে তাহার 'আমলনামার প্রতি আহ্বান করা হইবে ও বলা হইবে,[১৫৮৮] 'আজ তোমাদিগকে তাহারই প্রতিফল দেওয়া হইবে যাহা তোমরা করিতে।

٢٩- هٰذَا كِتٰبُنَا يَنطِقُ عَلَيْكُم بِالْحَقِّ ۚ إِنَّا كُنَّا نَسْتَنسِخُ مَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ ○

২৯। 'এই আমার লিপি,[১৫৮৯] ইহা তোমাদের বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দিবে সত্যভাবে। তোমরা যাহা করিতে তাহা আমি লিপিবদ্ধ করিয়াছিলাম।'

٣٠- فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ فَيُدْخِلُهُمْ رَبُّهُمْ فِي رَحْمَتِهِ ۚ ذٰلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْمُبِينُ ○

৩০। যাহারা ঈমান আনে ও সৎকর্ম করে, তাহাদের প্রতিপালক তাহাদিগকে দাখিল করিবেন স্বীয় রহমতে। ইহাই মহাসাফল্য।

১৫৮৮। এ স্থলে 'বলা হইবে' কথাটি উহ্য আছে।
১৫৮৯। ইহা বান্দার 'আমলনামা كتابنا যাহা আল্লাহ্র নির্দেশে লিপিবদ্ধ হইয়াছে।

৩১। পক্ষান্তরে যাহারা কুফরী করে তাহাদিগকে বলা হইবে,[১৫৯০] 'তোমাদের নিকট কি আমার আয়াতসমূহ পাঠ করা হয় নাই? কিন্তু তোমরা ঔদ্ধত্য প্রকাশ করিয়াছিলে এবং তোমরা ছিলে এক অপরাধী সম্প্রদায়।'

٣١- وَاَمَّا الَّذِيْنَ كَفَرُوْا قف اَفَلَمْ تَكُنْ اٰيٰتِىْ تُتْلٰى عَلَيْكُمْ فَاسْتَكْبَرْتُمْ وَكُنْتُمْ قَوْمًا مُّجْرِمِيْنَ ○

৩২। যখন বলা হয়, 'আল্লাহ্‌র প্রতিশ্রুতি তো সত্য, এবং কিয়ামত—ইহাতে কোন সন্দেহ নাই, তখন তোমরা বলিয়া থাক, 'আমরা জানি না কিয়ামত কী; আমরা মনে করি ইহা একটি ধারণা মাত্র এবং আমরা এই বিষয়ে নিশ্চিত নহি।'

٣٢- وَاِذَا قِيْلَ اِنَّ وَعْدَ اللّٰهِ حَقٌّ وَّالسَّاعَةُ لَا رَيْبَ فِيْهَا قُلْتُمْ مَّا نَدْرِىْ مَا السَّاعَةُ ٧ اِنْ نَّظُنُّ اِلَّا ظَنًّا وَّمَا نَحْنُ بِمُسْتَيْقِنِيْنَ ○

৩৩। উহাদের মন্দ কর্মগুলি উহাদের নিকট প্রকাশ হইয়া পড়িবে এবং যাহা লইয়া উহারা ঠাট্টা-বিদ্রূপ করিত তাহা উহাদিগকে পরিবেষ্টন করিবে।

٣٣- وَبَدَا لَهُمْ سَيِّاٰتُ مَا عَمِلُوْا وَحَاقَ بِهِمْ مَّا كَانُوْا بِهٖ يَسْتَهْزِءُوْنَ ○

৩৪। আর বলা হইবে, 'আজ আমি তোমাদিগকে বিস্মৃত হইব যেমন তোমরা এই দিবসের সাক্ষাতকারকে বিস্মৃত হইয়াছিলে। তোমাদের আবাসস্থল হইবে জাহান্নাম এবং তোমাদের কোন সাহায্যকারী থাকিবে না।

٣٤- وَقِيْلَ الْيَوْمَ نَنْسٰكُمْ كَمَا نَسِيْتُمْ لِقَآءَ يَوْمِكُمْ هٰذَا وَمَاْوٰكُمُ النَّارُ وَمَا لَكُمْ مِّنْ نّٰصِرِيْنَ ○

৩৫। 'ইহা এইজন্য যে, তোমরা আল্লাহ্‌র নিদর্শনাবলীকে বিদ্রূপ করিয়াছিলে এবং পার্থিব জীবন তোমাদিগকে প্রতারিত করিয়াছিল।' সুতরাং সেই দিন উহাদিগকে জাহান্নাম হইতে বাহির করা হইবে না এবং আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টি লাভের সুযোগ দেওয়া হইবে না।

٣٥- ذٰلِكُمْ بِاَنَّكُمُ اتَّخَذْتُمْ اٰيٰتِ اللّٰهِ هُزُوًا وَّغَرَّتْكُمُ الْحَيٰوةُ الدُّنْيَا ۚ فَالْيَوْمَ لَا يُخْرَجُوْنَ مِنْهَا وَلَا هُمْ يُسْتَعْتَبُوْنَ ○

১৫৯০। এ স্থলে 'তাহাদিগকে বলা হইবে' কথাটি উহ্য আছে।

৩৬। প্রশংসা আল্লাহ্‌রই, যিনি আকাশমণ্ডলীর প্রতিপালক, পৃথিবীর প্রতিপালক এবং জগতসমূহের প্রতিপালক।

٣٦- فَلِلّٰهِ الْحَمْدُ رَبِّ السَّمٰوٰتِ وَرَبِّ الْاَرْضِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ ۝

৩৭। আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীতে গৌরব-গরিমা তাঁহারই এবং তিনি পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়।

٣٧- وَلَهُ الْكِبْرِيَآءُ فِى السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ ۖ وَهُوَ الْعَزِيْزُ الْحَكِيْمُ ۝ ع

ষষ্ঠবিংশতিতম পারা

৪৬-সূরা আহ্কাফ

৩৫ আয়াত, ৪ রুকূ', মক্কী
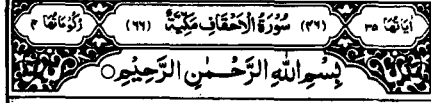
।। দয়াময়; পরম দয়ালু আল্লাহ্র নামে।।

١- حٰمٓ ۝

১। হা মীম।

٢- تَنْزِيْلُ الْكِتٰبِ مِنَ اللّٰهِ الْعَزِيْزِ الْحَكِيْمِ ۝

২। এই কিতাব পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময় আল্লাহ্র নিকট হইতে অবতীর্ণ;

٣- مَا خَلَقْنَا السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَآ اِلَّا بِالْحَقِّ وَاَجَلٍ مُّسَمًّى ؕ وَالَّذِيْنَ كَفَرُوْا عَمَّآ اُنْذِرُوْا مُعْرِضُوْنَ ۝

৩। আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবী এবং উহাদের মধ্যবর্তী সমস্ত কিছুই আমি যথাযথভাবে নির্দিষ্ট কালের জন্য সৃষ্টি করিয়াছি। কিন্তু কাফিররা, উহাদিগকে যে বিষয়ে সতর্ক করা হইয়াছে তাহা হইতে মুখ ফিরাইয়া লয়।

٤- قُلْ اَرَءَيْتُمْ مَّا تَدْعُوْنَ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ اَرُوْنِيْ مَاذَا خَلَقُوْا مِنَ الْاَرْضِ اَمْ لَهُمْ شِرْكٌ فِي السَّمٰوٰتِ ؕ اِيْتُوْنِيْ بِكِتٰبٍ مِّنْ قَبْلِ هٰذَآ اَوْ اَثٰرَةٍ مِّنْ عِلْمٍ اِنْ كُنْتُمْ صٰدِقِيْنَ ۝

৪। বল, 'তোমরা আল্লাহ্র পরিবর্তে যাহাদিগকে ডাক তাহাদের কথা ভাবিয়া দেখিয়াছ কি? ইহারা পৃথিবীতে কী সৃষ্টি করিয়াছে আমাকে দেখাও অথবা আকাশমণ্ডলীতে উহাদের কোন অংশীদারিত্ব আছে কি? পূর্ববর্তী কোন কিতাব অথবা পরম্পরাগত কোন জ্ঞান থাকিলে তাহা তোমরা আমার নিকট উপস্থিত কর[১৫৯১] যদি তোমরা সত্যবাদী হও।'

٥- وَمَنْ اَضَلُّ مِمَّنْ يَّدْعُوْا مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ مَنْ لَّا يَسْتَجِيْبُ لَهٗٓ اِلٰى يَوْمِ الْقِيٰمَةِ وَهُمْ عَنْ دُعَآئِهِمْ غٰفِلُوْنَ ۝

৫। সেই ব্যক্তি অপেক্ষা অধিক বিভ্রান্ত কে যে আল্লাহ্র পরিবর্তে এমন কিছুকে ডাকে যাহা কিয়ামত দিবস পর্যন্তও উহাকে সাড়া দিবে না? এবং এইগুলি উহাদের প্রার্থনা সম্বন্ধে অবহিতও নহে।

১৫৯১। তোমাদের দাবির সমর্থনে।

٦- وَإِذَا حُشِرَ النَّاسُ كَانُوا لَهُمْ أَعْدَآءً
وَّكَانُوا بِعِبَادَتِهِمْ كٰفِرِيْنَ ○

৬। যখন কিয়ামতের দিন মানুষকে একত্র করা হইবে তখন ঐগুলি[১৫৯২] হইবে উহাদের শত্রু এবং ঐগুলি উহাদের 'ইবাদত অস্বীকার করিবে।

٧- وَإِذَا تُتْلٰى عَلَيْهِمْ اٰيٰتُنَا بَيِّنٰتٍ
قَالَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا لِلْحَقِّ
لَمَّا جَآءَهُمْ ۙ هٰذَا سِحْرٌ مُّبِيْنٌ ○

৭। যখন উহাদের নিকট আমার সুস্পষ্ট আয়াতসমূহ আবৃত্তি করা হয় এবং উহাদের নিকট সত্য উপস্থিত হয়, তখন কাফিররা বলে, 'ইহা তো সুস্পষ্ট জাদু।'

٨- أَمْ يَقُوْلُوْنَ افْتَرٰىهُ ۖ
قُلْ إِنِ افْتَرَيْتُهُ فَلَا تَمْلِكُوْنَ لِيْ مِنَ
اللّٰهِ شَيْـًٔا ۖ هُوَ أَعْلَمُ بِمَا تُفِيْضُوْنَ فِيْهِ ۖ
كَفٰى بِهِ شَهِيْدًا بَيْنِيْ وَبَيْنَكُمْ ۖ
وَهُوَ الْغَفُوْرُ الرَّحِيْمُ ○

৮। তবে কি উহারা বলে যে, 'সে[১৫৯৩] ইহা উদ্ভাবন করিয়াছে।' বল, 'যদি আমি ইহা উদ্ভাবন করিয়া থাকি, তবে তোমরা তো আল্লাহ্র শাস্তি হইতে আমাকে কিছুতেই রক্ষা করিতে পারিবে না। তোমরা যে বিষয়ে আলোচনায় লিপ্ত আছ, সে সম্বন্ধে আল্লাহ্ সবিশেষ অবহিত। আমার ও তোমাদের মধ্যে সাক্ষী হিসাবে তিনিই যথেষ্ট এবং তিনি ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।'

٩- قُلْ مَا كُنْتُ بِدْعًا مِّنَ الرُّسُلِ
وَمَآ أَدْرِيْ مَا يُفْعَلُ بِيْ وَلَا بِكُمْ ۖ
إِنْ أَتَّبِعُ إِلَّا مَا يُوْحٰٓى
إِلَيَّ وَمَآ أَنَا إِلَّا نَذِيْرٌ مُّبِيْنٌ ○

৯। বল, 'আমি কোন নূতন রাসূল নহি। আমি জানি না, আমার ও তোমাদের ব্যাপারে কী করা হইবে; আমি আমার প্রতি যাহা ওহী করা হয় কেবল তাহারই অনুসরণ করি। আর আমি তো এক স্পষ্ট সতর্ককারী মাত্র।'

١٠- قُلْ أَرَءَيْتُمْ إِنْ كَانَ مِنْ عِنْدِ اللّٰهِ
وَكَفَرْتُمْ بِهِ وَشَهِدَ شَاهِدٌ
مِّنْۢ بَنِيْٓ إِسْرَآءِيْلَ عَلٰى مِثْلِهِ

১০। বল, 'তোমরা ভাবিয়া দেখিয়াছ কি যদি এই কুরআন আল্লাহ্র নিকট হইতে অবতীর্ণ হইয়া থাকে আর তোমরা ইহাতে অবিশ্বাস কর, অথচ বনী ইসরাঈলের একজন ইহার অনুরূপ কিতাব[১৫৯৪] সম্পর্কে সাক্ষ্য দিয়াছে এবং

১৫৯২। অর্থাৎ দেবতাগুলি।
১৫৯৩। অর্থাৎ হযরত মুহাম্মাদ (সাঃ)।
১৫৯৪। অর্থাৎ তাওরাতের সত্যতা সম্পর্কে।

Contents

فَاٰمَنَ وَاسْتَكْبَرْتُمْ ؕ
اِنَّ اللّٰهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظّٰلِمِيْنَ ۝ ع

ইহাতে বিশ্বাস স্থাপন করিল; আর তোমরা ঔদ্ধত্য প্রকাশ কর, তাহা হইলে তোমাদের পরিণাম কি হইবে?[১৫৯৫] নিশ্চয়ই আল্লাহ্ যালিমদিগকে সৎপথে পরিচালিত করেন না।

[২]

١١- وَقَالَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا لِلَّذِيْنَ اٰمَنُوْا
لَوْ كَانَ خَيْرًا مَّا سَبَقُوْنَآ اِلَيْهِ ؕ
وَاِذْ لَمْ يَهْتَدُوْا بِهٖ فَسَيَقُوْلُوْنَ
هٰذَآ اِفْكٌ قَدِيْمٌ ۝

১১। মু'মিনদের সম্পর্কে কাফিররা বলে, 'যদি ইহা ভাল হইত তবে তাহারা ইহার দিকে আমাদিগকে অতিক্রম করিয়া যাইতে পারিত না।[১৫৯৬] আর যখন উহারা ইহা দ্বারা সৎপথপ্রাপ্ত হয় নাই। তখন তাহারা অবশ্য বলিবে, 'ইহা তো এক পুরাতন মিথ্যা।'

١٢- وَمِنْ قَبْلِهٖ كِتٰبُ مُوْسٰٓى
اِمَامًا وَّرَحْمَةً ؕ وَهٰذَا كِتٰبٌ مُّصَدِّقٌ
لِّسَانًا عَرَبِيًّا لِّيُنْذِرَ الَّذِيْنَ ظَلَمُوْا ۖ
وَبُشْرٰى لِلْمُحْسِنِيْنَ ۚ

১২। ইহার পূর্বে ছিল মূসার কিতাব আদর্শ ও অনুগ্রহ স্বরূপ। আর এই কিতাব ইহার সমর্থক, আরবী ভাষায়, যেন ইহা যালিমদিগকে সতর্ক করে এবং যাহারা সৎকর্ম করে তাহাদিগকে সুসংবাদ দেয়।

١٣- اِنَّ الَّذِيْنَ قَالُوْا رَبُّنَا اللّٰهُ ثُمَّ اسْتَقَامُوْا
فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُوْنَ ۚ

১৩। যাহারা বলে, 'আমাদের প্রতিপালক তো আল্লাহ্' অতঃপর অবিচলিত থাকে, তাহাদের কোন ভয় নাই এবং তাহারা দুঃখিতও হইবে না।

١٤- اُولٰٓئِكَ اَصْحٰبُ الْجَنَّةِ خٰلِدِيْنَ فِيْهَا ۚ
جَزَآءً ۢ بِمَا كَانُوْا يَعْمَلُوْنَ ۝

১৪। তাহারাই জান্নাতের অধিবাসী, সেথায় তাহারা স্থায়ী হইবে, তাহারা যাহা করিত তাহার পুরস্কার স্বরূপ।

١٥- وَوَصَّيْنَا الْاِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ
اِحْسَانًا ؕ حَمَلَتْهُ اُمُّهٗ كُرْهًا
وَّوَضَعَتْهُ كُرْهًا ؕ
وَحَمْلُهٗ وَفِصٰلُهٗ ثَلٰثُوْنَ شَهْرًا ؕ
حَتّٰىٓ اِذَا بَلَغَ اَشُدَّهٗ وَبَلَغَ اَرْبَعِيْنَ سَنَةً ۙ

১৫। আমি মানুষকে তাহার মাতা-পিতার প্রতি সদয় ব্যবহারের নির্দেশ দিয়াছি। তাহার জননী তাহাকে গর্ভে ধারণ করে কষ্টের সহিত এবং প্রসব করে কষ্টের সহিত, তাহাকে গর্ভে ধারণ করিতে ও তাহার স্তন্য ছাড়াইতে লাগে ত্রিশ মাস, ক্রমে সে যখন পূর্ণ শক্তিপ্রাপ্ত হয় এবং চল্লিশ

১৫৯৫। 'তাহা হইলে তোমাদের পরিণাম কি হইবে' এই কথাগুলি মূল আরবীতে উহ্য আছে।-জালালায়ন, নাসাফী
১৫৯৬। অর্থাৎ আমরাই কুরআনকে অগ্রে গ্রহণ করিতাম।

قَالَ رَبِّ اَوْزِعْنِيْٓ اَنْ اَشْكُرَ نِعْمَتَكَ
الَّتِيْٓ اَنْعَمْتَ عَلَيَّ وَعَلٰى وَالِدَيَّ
وَاَنْ اَعْمَلَ صَالِحًا تَرْضٰىهُ
وَاَصْلِحْ لِيْ فِيْ ذُرِّيَّتِيْ ۚ
اِنِّيْ تُبْتُ اِلَيْكَ وَاِنِّيْ
مِنَ الْمُسْلِمِيْنَ ○

বৎসরে উপনীত হয়, তখন বলে, 'হে আমার প্রতিপালক! তুমি আমাকে সামর্থ্য দাও, যাহাতে আমি তোমার প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিতে পারি, আমার প্রতি ও আমার পিতা-মাতার প্রতি তুমি যে অনুগ্রহ করিয়াছ, তাহার জন্য এবং যাহাতে আমি সৎকার্য করিতে পারি যাহা তুমি পসন্দ কর; আমার জন্য আমার সন্তান-সন্ততিদিগকে সৎকর্মপরায়ণ কর, আমি তোমারই অভিমুখী হইলাম এবং আমি অবশ্যই আত্মসমর্পণকারীদের অন্তর্ভুক্ত।

١٦- اُولٰٓئِكَ الَّذِيْنَ نَتَقَبَّلُ عَنْهُمْ اَحْسَنَ
مَا عَمِلُوْا وَنَتَجَاوَزُ عَنْ سَيِّاٰتِهِمْ
فِيْٓ اَصْحٰبِ الْجَنَّةِ ۭ
وَعْدَ الصِّدْقِ الَّذِيْ كَانُوْا يُوْعَدُوْنَ ○

১৬। 'আমি ইহাদেরই সুকৃতিগুলি গ্রহণ করিয়া থাকি এবং মন্দ কর্মগুলি ক্ষমা করি, তাহারা জান্নাতবাসীদের অন্তর্ভুক্ত। ইহাদিগকে যে প্রতিশ্রুতি দেওয়া হইয়াছে তাহা সত্য।

١٧- وَالَّذِيْ قَالَ لِوَالِدَيْهِ اُفٍّ لَّكُمَآ
اَتَعِدَانِنِيْٓ اَنْ اُخْرَجَ وَقَدْ خَلَتِ الْقُرُوْنُ
مِنْ قَبْلِيْ ۚ
وَهُمَا يَسْتَغِيْثٰنِ اللّٰهَ وَيْلَكَ اٰمِنْ ۗ
اِنَّ وَعْدَ اللّٰهِ حَقٌّ ۚ
فَيَقُوْلُ مَا هٰذَآ اِلَّآ اَسَاطِيْرُ الْاَوَّلِيْنَ ○

১৭। আর এমন লোক আছে, যে তাহার মাতা-পিতাকে বলে, 'আফসোস তোমাদের জন্য! তোমরা কি আমাকে এই ভয় দেখাইতে চাও যে, আমি পুনরুত্থিত হইব যদিও আমার পূর্বে বহু পুরুষ গত হইয়াছে?' তখন তাহার মাতা-পিতা আল্লাহ্‌র নিকট ফরিয়াদ করিয়া বলে, 'দুর্ভোগ তোমার জন্য! তুমি বিশ্বাস স্থাপন কর, আল্লাহ্‌র প্রতিশ্রুতি অবশ্যই সত্য। কিন্তু সে বলে, 'ইহা তো অতীত কালের উপকথা ব্যতীত কিছুই নয়।'

١٨- اُولٰٓئِكَ الَّذِيْنَ حَقَّ عَلَيْهِمُ الْقَوْلُ
فِيْٓ اُمَمٍ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِمْ مِّنَ الْجِنِّ
وَالْاِنْسِ ۭ اِنَّهُمْ كَانُوْا خٰسِرِيْنَ ○

১৮। ইহাদের পূর্বে যে জিন্ন ও মানব সম্প্রদায় গত হইয়াছে তাহাদের মত ইহাদের প্রতিও আল্লাহ্‌র উক্তি সত্য হইয়াছে। ইহারাই তো ক্ষতিগ্রস্ত।

١٩- وَلِكُلٍّ دَرَجٰتٌ مِّمَّا عَمِلُوْا ۚ
وَلِيُوَفِّيَهُمْ اَعْمَالَهُمْ

১৯। প্রত্যেকের মর্যাদা তাহার কর্মানুযায়ী, ইহা এইজন্য যে, আল্লাহ্ প্রত্যেকের কর্মের পূর্ণ প্রতিফল দিবেন এবং

وَهُمْ لَا يُظْلَمُوْنَ ○

তাহাদের প্রতি অবিচার করা হইবে না।

٢٠- وَيَوْمَ يُعْرَضُ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا عَلَى النَّارِ ؕ اَذْهَبْتُمْ طَيِّبٰتِكُمْ فِىْ حَيَاتِكُمُ الدُّنْيَا وَاسْتَمْتَعْتُمْ بِهَا ۚ فَالْيَوْمَ تُجْزَوْنَ عَذَابَ الْهُوْنِ بِمَا كُنْتُمْ تَسْتَكْبِرُوْنَ فِى الْاَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَبِمَا كُنْتُمْ تَفْسُقُوْنَ ○ ع

২০। যেদিন কাফিরদিগকে জাহান্নামের সন্নিকটে উপস্থিত করা হইবে সেদিন উহাদিগকে বলা হইবে, 'তোমরা তোমাদের পার্থিব জীবনেই সুখ-সম্ভার পাইয়াছ এবং সেইগুলি উপভোগও করিয়াছ। সুতরাং আজ তোমাদিগকে দেওয়া হইবে অবমাননাকর শাস্তি। কারণ তোমরা পৃথিবীতে অন্যায়ভাবে ঔদ্ধত্য প্রকাশ করিয়াছিলে এবং তোমরা ছিলে সত্যদ্রোহী।'

[৩]

٢١- وَاذْكُرْ اَخَا عَادٍ ؕ اِذْ اَنْذَرَ قَوْمَهٗ بِالْاَحْقَافِ وَقَدْ خَلَتِ النُّذُرُ مِنْۢ بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهٖۤ اَلَّا تَعْبُدُوْۤا اِلَّا اللّٰهَ ؕ اِنِّىْۤ اَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيْمٍ ○

২১। স্মরণ কর, 'আদ্ সম্প্রদায়ের ভ্রাতার[১৫৯৭] কথা, যাহার পূর্বে এবং পরেও সতর্ককারীরা আসিয়াছিল। সে তাহার আহ্‌কাফ্‌বাসী[১৫৯৮] সম্প্রদায়কে সতর্ক করিয়াছিল এই বলিয়া, 'তোমরা আল্লাহ্ ব্যতীত কাহারও 'ইবাদত করিও না। আমি তো তোমাদের জন্য মহাদিবসের শাস্তির আশংকা করিতেছি।'

٢٢- قَالُوْۤا اَجِئْتَنَا لِتَاْفِكَنَا عَنْ اٰلِهَتِنَا ۚ فَاْتِنَا بِمَا تَعِدُنَاۤ اِنْ كُنْتَ مِنَ الصّٰدِقِيْنَ ○

২২। উহারা বলিয়াছিল, 'তুমি কি আমাদিগকে আমাদের দেব-দেবীগুলির পূজা হইতে নিবৃত্ত করিতে আসিয়াছ? তুমি সত্যবাদী হইলে আমাদিগকে যাহার ভয় দেখাইতেছ তাহা আনয়ন কর।'

٢٣- قَالَ اِنَّمَا الْعِلْمُ عِنْدَ اللّٰهِ ۖ وَاُبَلِّغُكُمْ مَّاۤ اُرْسِلْتُ بِهٖ وَلٰكِنِّىْۤ اَرٰىكُمْ قَوْمًا تَجْهَلُوْنَ ○

২৩। সে বলিল, 'ইহার জ্ঞান তো কেবল আল্লাহ্‌রই নিকট আছে। আমি যাহা লইয়া প্রেরিত হইয়াছি কেবল তাহাই তোমাদের নিকট প্রচার করি, কিন্তু আমি দেখিতেছি, তোমরা এক মূঢ় সম্প্রদায়।'

১৫৯৭। অর্থাৎ হূদ (আ)-এর কথা।-দ্র. ৭ ঃ ৬৫।

১৫৯৮। আহ্‌কাফ, ইয়েমেনের অন্তর্গত একটি বালুকাময় উপত্যকার নাম।-বায়দাবী

٢٤- فَلَمَّا رَاَوْهُ عَارِضًا مُّسْتَقْبِلَ اَوْدِيَتِهِمْ ۙ قَالُوْا هٰذَا عَارِضٌ مُّمْطِرُنَا ؕ بَلْ هُوَ مَا اسْتَعْجَلْتُمْ بِهٖ ؕ رِيْحٌ فِيْهَا عَذَابٌ اَلِيْمٌ ۙ

২৪। 'অতঃপর যখন উহারা উহাদের উপত্যকার দিকে মেঘ আসিতে দেখিল তখন বলিতে লাগিল, 'উহা তো মেঘ আমাদিগকে বৃষ্টি দান করিবে।' হূদ বলিল,[১৫৯৯] 'ইহাই তো তাহা, যাহা তোমরা ত্বরান্বিত করিতে চাহিয়াছ, এক ঝড়, ইহাতে রহিয়াছে মর্মন্তুদ শাস্তি।

٢٥- تُدَمِّرُ كُلَّ شَيْءٍۭ بِاَمْرِ رَبِّهَا فَاَصْبَحُوْا لَا يُرٰٓى اِلَّا مَسٰكِنُهُمْ ؕ كَذٰلِكَ نَجْزِي الْقَوْمَ الْمُجْرِمِيْنَ ۝

২৫। 'আল্লাহ্‌র নির্দেশে ইহা সমস্ত কিছুকে ধ্বংস করিয়া দিবে।' অতঃপর উহাদের পরিণাম এই হইল যে, উহাদের বসতিগুলি ছাড়া আর কিছুই রহিল না। এইভাবে আমি অপরাধী সম্প্রদায়কে প্রতিফল দিয়া থাকি।

٢٦- وَلَقَدْ مَكَّنّٰهُمْ فِيْمَآ اِنْ مَّكَّنّٰكُمْ فِيْهِ وَجَعَلْنَا لَهُمْ سَمْعًا وَّاَبْصَارًا وَّاَفْـِٕدَةً ۖز فَمَآ اَغْنٰى عَنْهُمْ سَمْعُهُمْ وَلَآ اَبْصَارُهُمْ وَلَآ اَفْـِٕدَتُهُمْ مِّنْ شَيْءٍ اِذْ كَانُوْا يَجْحَدُوْنَ ۙ بِاٰيٰتِ اللّٰهِ وَحَاقَ بِهِمْ مَّا كَانُوْا بِهٖ يَسْتَهْزِءُوْنَ ۝ ع

২৬। আমি উহাদিগকে যে প্রতিষ্ঠা দিয়াছিলাম তোমাদিগকে তাহা দেই নাই; আমি উহাদিগকে দিয়াছিলাম কর্ণ, চক্ষু ও হৃদয়; কিন্তু উহাদের কর্ণ, চক্ষু ও হৃদয় উহাদের কোন কাজে আসে নাই; কেননা উহারা আল্লাহ্‌র আয়াতসমূহকে অস্বীকার করিয়াছিল। যাহা লইয়া উহারা ঠাট্টা-বিদ্রূপ করিত, উহাই উহাদিগকে পরিবেষ্টন করিল।

[৪]

٢٧- وَلَقَدْ اَهْلَكْنَا مَا حَوْلَكُمْ مِّنَ الْقُرٰى وَصَرَّفْنَا الْاٰيٰتِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُوْنَ ۝

২৭। আমি তো ধ্বংস করিয়াছিলাম তোমাদের চতুষ্পার্শ্ববর্তী জনপদসমূহ; আমি উহাদিগকে বিভিন্নভাবে আমার নিদর্শনাবলী বিবৃত করিয়াছিলাম, যাহাতে উহারা ফিরিয়া আসে।

১৫৯৯। এই স্থলে 'হূদ বলিল' কথাটি উহ্য আছে।

٢٨- فَلَوْلَا نَصَرَهُمُ الَّذِينَ اتَّخَذُوا مِنْ دُونِ اللّٰهِ قُرْبَانًا اٰلِهَةً ؕ بَلْ ضَلُّوا عَنْهُمْ ۚ وَذٰلِكَ اِفْكُهُمْ وَمَا كَانُوا يَفْتَرُونَ ○

২৮। উহারা আল্লাহ্‌র সান্নিধ্য লাভের জন্য আল্লাহ্‌র পরিবর্তে যাহাদিগকে ইলাহ্‌রূপে গ্রহণ করিয়াছিল তাহারা উহাদিগকে সাহায্য করিল না কেন? বস্তুত উহাদের ইলাহ্‌গুলি উহাদের নিকট হইতে অন্তর্হিত হইয়া পড়িল। উহাদের মিথ্যা ও অলীক উদ্ভাবনের পরিণাম এইরূপই।

٢٩- وَاِذْ صَرَفْنَآ اِلَيْكَ نَفَرًا مِّنَ الْجِنِّ يَسْتَمِعُونَ الْقُرْاٰنَ ۚ فَلَمَّا حَضَرُوهُ قَالُوْٓا اَنْصِتُوا ۚ فَلَمَّا قُضِيَ وَلَّوْا اِلٰى قَوْمِهِمْ مُّنْذِرِينَ ○

২৯। স্মরণ কর, আমি তোমার প্রতি আকৃষ্ট করিয়াছিলাম একদল জিন্নকে, যাহারা কুরআন পাঠ শুনিতেছিল। যখন উহারা তাহার নিকট উপস্থিত হইল, উহারা বলিল, 'চুপ করিয়া শ্রবণ কর।' যখন কুরআন পাঠ সমাপ্ত হইল উহারা উহাদের সম্প্রদায়ের নিকট ফিরিয়া গেল সতর্ককারীরূপে।

٣٠- قَالُوا يٰقَوْمَنَآ اِنَّا سَمِعْنَا كِتٰبًا اُنْزِلَ مِنْ بَعْدِ مُوسٰى مُصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهِ يَهْدِيْٓ اِلَى الْحَقِّ وَاِلٰى طَرِيقٍ مُّسْتَقِيمٍ ○

৩০। উহারা বলিয়াছিল, 'হে আমাদের সম্প্রদায়! আমরা এমন এক কিতাবের পাঠ শ্রবণ করিয়াছি যাহা অবতীর্ণ হইয়াছে মূসার পরে, ইহা উহার পূর্ববর্তী কিতাবকে সমর্থন করে এবং সত্য ও সরল পথের দিকে পরিচালিত করে।

٣١- يٰقَوْمَنَآ اَجِيبُوا دَاعِيَ اللّٰهِ وَاٰمِنُوا بِهٖ يَغْفِرْ لَكُمْ مِّنْ ذُنُوبِكُمْ وَيُجِرْكُمْ مِّنْ عَذَابٍ اَلِيمٍ ○

৩১। 'হে আমাদের সম্প্রদায়! আল্লাহ্‌র দিকে আহ্‌বানকারীর প্রতি সাড়া দাও এবং তাহার প্রতি বিশ্বাস স্থাপন কর, আল্লাহ্ তোমাদের পাপ ক্ষমা করিবেন এবং মর্মন্তুদ শাস্তি হইতে তোমাদিগকে রক্ষা করিবেন।'

٣٢- وَمَنْ لَّا يُجِبْ دَاعِيَ اللّٰهِ فَلَيْسَ بِمُعْجِزٍ فِي الْاَرْضِ وَلَيْسَ لَهٗ مِنْ دُونِهٖٓ اَوْلِيَآءُ ؕ

৩২। কেহ যদি আল্লাহ্‌র দিকে আহ্‌বানকারীর প্রতি সাড়া না দেয় তবে সে পৃথিবীতে আল্লাহ্‌র অভিপ্রায় ব্যর্থ করিতে পারিবে না এবং আল্লাহ্ ব্যতীত তাহাদের কোন

أُولَٰٓئِكَ فِي ضَلَٰلٍ مُّبِينٍ ○

সাহায্যকারী থাকিবে না। উহারাই সুস্পষ্ট বিভ্রান্তিতে রহিয়াছে।

٣٣- أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّ اللَّهَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَٰوَٰتِ وَالْأَرْضَ وَلَمْ يَعْيَ بِخَلْقِهِنَّ بِقَٰدِرٍ عَلَىٰٓ أَن يُحْـِۧيَ الْمَوْتَىٰ ۚ بَلَىٰٓ إِنَّهُۥ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ○

৩৩। উহারা কি অনুধাবন করে না যে, আল্লাহ্, যিনি আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবী সৃষ্টি করিয়াছেন এবং এই সকলের সৃষ্টিতে কোন ক্লান্তি বোধ করেন নাই, তিনি মৃতের জীবন দান করিতেও সক্ষম? বস্তুত তিনি সর্ববিষয়ে সর্বশক্তিমান।

٣٤- وَيَوْمَ يُعْرَضُ الَّذِينَ كَفَرُوا عَلَى النَّارِ أَلَيْسَ هَٰذَا بِالْحَقِّ ۖ قَالُوا بَلَىٰ وَرَبِّنَا ۚ قَالَ فَذُوقُوا الْعَذَابَ بِمَا كُنتُمْ تَكْفُرُونَ ○

৩৪। যেই দিন কাফিরদিগকে উপস্থিত করা হইবে জাহান্নামের নিকট, সেই দিন উহাদিগকে বলা হইবে, 'ইহা কি সত্য নহে?' উহারা বলিবে, 'আমাদের প্রতিপালকের শপথ! ইহা সত্য।' তখন তাহাদিগকে বলা হইবে, 'শাস্তি আস্বাদন কর, কারণ তোমরা ছিলে সত্য প্রত্যাখ্যানকারী।'

٣٥- فَاصْبِرْ كَمَا صَبَرَ أُولُوا الْعَزْمِ مِنَ الرُّسُلِ وَلَا تَسْتَعْجِل لَّهُمْ ۚ كَأَنَّهُمْ يَوْمَ يَرَوْنَ مَا يُوعَدُونَ لَمْ يَلْبَثُوٓا إِلَّا سَاعَةً مِّن نَّهَارٍ ۚ بَلَٰغٌ ۚ فَهَلْ يُهْلَكُ إِلَّا الْقَوْمُ الْفَٰسِقُونَ ○

৩৫। অতএব তুমি ধৈর্য ধারণ কর যেমন ধৈর্য ধারণ করিয়াছিল দৃঢ়প্রতিজ্ঞ রাসূলগণ। আর তুমি উহাদের জন্য ত্বরা করিও না। উহাদিগকে যেই বিষয়ে সতর্ক করা হইয়াছে তাহা যেই দিন উহারা প্রত্যক্ষ করিবে, সেই দিন উহাদের মনে হইবে, উহারা যেন দিবসের এক দণ্ডের বেশী পৃথিবীতে অবস্থান করে নাই। ইহা এক ঘোষণা, পাপাচারী সম্প্রদায়কেই ধ্বংস করা হইবে।

৪৭-সূরা মুহাম্মাদ

৩৮ আয়াত, ৪ রুকূ‘, মাদানী

।। দয়াময়, পরম দয়ালু আল্লাহ্‌র নামে।।

١-الَّذِيْنَ كَفَرُوْا وَصَدُّوْا عَنْ سَبِيْلِ اللّٰهِ اَضَلَّ اَعْمَالَهُمْ ○
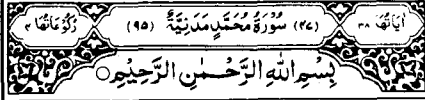
১। যাহারা কুফরী করে এবং অপরকে আল্লাহ্‌র পথ হইতে নিবৃত্ত করে তিনি তাহাদের কর্ম ব্যর্থ করিয়া দেন।

٢-وَالَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ وَاٰمَنُوْا بِمَا نُزِّلَ عَلٰى مُحَمَّدٍ وَّهُوَ الْحَقُّ مِنْ رَّبِّهِمْ ۙ كَفَّرَ عَنْهُمْ سَيِّاٰتِهِمْ وَاَصْلَحَ بَالَهُمْ ○

২। যাহারা ঈমান আনে, সৎকর্ম করে এবং মুহাম্মাদের প্রতি যাহা অবতীর্ণ হইয়াছে তাহাতে বিশ্বাস করে, আর উহাই তাহাদের প্রতিপালক হইতে প্রেরিত সত্য, তিনি তাহাদের মন্দ কর্মগুলি বিদূরিত করিবেন এবং তাহাদের অবস্থা ভাল করিবেন।

٣-ذٰلِكَ بِاَنَّ الَّذِيْنَ كَفَرُوا اتَّبَعُوا الْبَاطِلَ وَاَنَّ الَّذِيْنَ اٰمَنُوا اتَّبَعُوا الْحَقَّ مِنْ رَّبِّهِمْ ؕ كَذٰلِكَ يَضْرِبُ اللّٰهُ لِلنَّاسِ اَمْثَالَهُمْ ○

৩। ইহা এইজন্য যে, যাহারা কুফরী করে তাহারা মিথ্যার অনুসরণ করে এবং যাহারা ঈমান আনে তাহারা তাহাদের প্রতিপালক প্রেরিত সত্যের অনুসরণ করে। এইভাবে আল্লাহ মানুষের জন্য তাহাদের দৃষ্টান্ত প্রদান করেন।

٤-فَاِذَا لَقِيْتُمُ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا فَضَرْبَ الرِّقَابِ ؕ حَتّٰٓى اِذَآ اَثْخَنْتُمُوْهُمْ فَشُدُّوا الْوَثَاقَ ۙ فَاِمَّا مَنًّا بَعْدُ وَاِمَّا فِدَآءً حَتّٰى تَضَعَ الْحَرْبُ اَوْزَارَهَا ۚ ذٰلِكَ ۚ وَلَوْ يَشَآءُ اللّٰهُ لَانْتَصَرَ مِنْهُمْ ۙ وَلٰكِنْ لِّيَبْلُوَا بَعْضَكُمْ

৪। অতএব যখন তোমরা কাফিরদের সহিত যুদ্ধে মুকাবিলা[১৬০০] কর তখন তাহাদের গর্দানে আঘাত কর, পরিশেষে যখন তোমরা উহাদিগকে সম্পূর্ণরূপে পরাভূত করিবে তখন উহাদিগকে কষিয়া বাঁধিবে; অতঃপর হয় অনুকম্পা, নয় মুক্তিপণ। তোমরা জিহাদ চালাইবে[১৬০১] যতক্ষণ না যুদ্ধ ইহার অস্ত্র নামাইয়া ফেলে। ইহাই বিধান। ইহা এইজন্য যে, আল্লাহ ইচ্ছা করিলে উহাদিগকে শাস্তি দিতে পারিতেন, কিন্তু তিনি চাহেন তোমাদের

১৬০০। لقى সাক্ষাত করা, এখানে যুদ্ধক্ষেত্রে সাক্ষাত করা অর্থাৎ যুদ্ধে মুকাবিলা করা।

১৬০১। ‘তোমরা জিহাদ চালাইবে’ এই কথাটি মূল আরবীতে উহ্য আছে।-তাফসীর কাবীর

بِبَعۡضٍ ؕ وَالَّذِيۡنَ قُتِلُوۡا فِىۡ سَبِيۡلِ اللّٰهِ فَلَنۡ يُّضِلَّ اَعۡمَالَهُمۡ ○

একজনকে অপরের দ্বারা পরীক্ষা করিতে।১৬০২ যাহারা আল্লাহ্‌র পথে নিহত হয় তিনি কখনও তাহাদের কর্ম বিনষ্ট হইতে দেন না।

٥- سَيَهۡدِيۡهِمۡ وَيُصۡلِحُ بَالَهُمۡ ○

৫। তিনি তাহাদিগকে সৎপথে পরিচালিত করেন এবং তাহাদের অবস্থা ভাল করিয়া দেন।

٦- وَيُدۡخِلُهُمُ الۡجَنَّةَ عَرَّفَهَا لَهُمۡ ○

৬। তিনি তাহাদিগকে দাখিল করিবেন জান্নাতে, যাহার কথা তিনি তাহাদিগকে জানাইয়াছিলেন।

٧- يٰۤاَيُّهَا الَّذِيۡنَ اٰمَنُوۡۤا اِنۡ تَنۡصُرُوا اللّٰهَ يَنۡصُرۡكُمۡ وَيُثَبِّتۡ اَقۡدَامَكُمۡ ○

৭। হে মু'মিনগণ! যদি তোমরা আল্লাহ্‌কে সাহায্য কর, আল্লাহ্ তোমাদিগকে সাহায্য করিবেন এবং তোমাদের অবস্থান১৬০৩ দৃঢ় করিবেন।

٨- وَالَّذِيۡنَ كَفَرُوۡا فَتَعۡسًا لَّهُمۡ وَاَضَلَّ اَعۡمَالَهُمۡ ○

৮। যাহারা কুফরী করিয়াছে তাহাদের জন্য রহিয়াছে দুর্ভোগ এবং তিনি তাহাদের কর্ম ব্যর্থ করিয়া দিবেন।

٩- ذٰلِكَ بِاَنَّهُمۡ كَرِهُوۡا مَاۤ اَنۡزَلَ اللّٰهُ فَاَحۡبَطَ اَعۡمَالَهُمۡ ○

৯। ইহা এইজন্য যে, আল্লাহ্ যাহা অবতীর্ণ করিয়াছেন উহারা তাহা অপসন্দ করে। সুতরাং আল্লাহ্ উহাদের কর্ম নিষ্ফল করিয়া দিবেন।

١٠- اَفَلَمۡ يَسِيۡرُوۡا فِى الۡاَرۡضِ فَيَنۡظُرُوۡا كَيۡفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِيۡنَ مِنۡ قَبۡلِهِمۡ ؕ دَمَّرَ اللّٰهُ عَلَيۡهِمۡ ۫ وَلِلۡكٰفِرِيۡنَ اَمۡثَالُهَا ○

১০। উহারা কি পৃথিবীতে পরিভ্রমণ করে নাই এবং দেখে নাই উহাদের পূর্ববর্তীদের পরিণাম কি হইয়াছে? আল্লাহ্ উহাদিগকে ধ্বংস করিয়াছেন এবং কাফিরদের জন্য রহিয়াছে অনুরূপ পরিণাম।

١١- ذٰلِكَ بِاَنَّ اللّٰهَ مَوۡلَى الَّذِيۡنَ اٰمَنُوۡا وَاَنَّ الۡكٰفِرِيۡنَ لَا مَوۡلٰى لَهُمۡ ○ ع ٥

১১। ইহা এইজন্য যে, আল্লাহ্ তো মু'মিনদের অভিভাবক এবং কাফিরদের তো কোন অভিভাবকই নাই।

১৬০২। মনোনীত দীন প্রতিষ্ঠায়।

১৬০৩। قدم -এর বহুবচন اقدام। -পদ, পদক্ষেপ, পদ অর্থাৎ অবস্থান।

[২]

১২। যাহারা ঈমান আনে ও সৎকর্ম করে আল্লাহ্ তাহাদিগকে দাখিল করিবেন জান্নাতে যাহার নিম্নদেশে নদী প্রবাহিত; কিন্তু যাহারা কুফরী করে উহারা ভোগ-বিলাসে মত্ত থাকে এবং জন্তু-জানোয়ারের মত উদর পূর্তি করে; আর জাহান্নামই উহাদের নিবাস।

١٢- اِنَّ اللّٰهَ يُدْخِلُ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ جَنّٰتٍ تَجْرِيْ مِنْ تَحْتِهَا الْاَنْهٰرُ ؕ وَالَّذِيْنَ كَفَرُوْا يَتَمَتَّعُوْنَ وَيَاْكُلُوْنَ كَمَا تَاْكُلُ الْاَنْعَامُ وَالنَّارُ مَثْوًى لَّهُمْ ۝

১৩। উহারা তোমার যে জনপদ হইতে তোমাকে বিতাড়িত করিয়াছে তাহা অপেক্ষা অতি শক্তিশালী কত জনপদ ছিল ; আমি উহাদিগকে ধ্বংস করিয়াছি এবং উহাদিগকে সাহায্যকারী কেহ ছিল না।

١٣- وَكَاَيِّنْ مِّنْ قَرْيَةٍ هِيَ اَشَدُّ قُوَّةً مِّنْ قَرْيَتِكَ الَّتِيْٓ اَخْرَجَتْكَ ۚ اَهْلَكْنٰهُمْ فَلَا نَاصِرَ لَهُمْ ۝

১৪। যে ব্যক্তি তাহার প্রতিপালক প্রেরিত সুস্পষ্ট প্রমাণের উপর প্রতিষ্ঠিত, সে কি তাহার ন্যায় যাহার নিকট নিজের মন্দ কর্মগুলি শোভন প্রতীয়মান হয় এবং যাহারা নিজ খেয়াল-খুশীর অনুসরণ করে?

١٤- اَفَمَنْ كَانَ عَلٰى بَيِّنَةٍ مِّنْ رَّبِّهٖ كَمَنْ زُيِّنَ لَهٗ سُوْٓءُ عَمَلِهٖ وَاتَّبَعُوْٓا اَهْوَآءَهُمْ ۝

১৫। মুত্তাকীদিগকে যে জান্নাতের প্রতিশ্রুতি দেওয়া হইয়াছে তাহার দৃষ্টান্ত ঃ উহাতে আছে নির্মল পানির নহর, আছে দুধের নহর যাহার স্বাদ অপরিবর্তনীয়, আছে পানকারীদের জন্য সুস্বাদু সুরার নহর, আছে পরিশোধিত মধুর নহর এবং সেথায় উহাদের জন্য থাকিবে বিবিধ ফলমূল আর তাহাদের প্রতিপালকের পক্ষ হইতে ক্ষমা। মুত্তাকীরা কি তাহাদের ন্যায় যাহারা জাহান্নামে স্থায়ী হইবে এবং যাহাদিগকে পান করিতে দেওয়া হইবে ফুটন্ত পানি যাহা উহাদের নাড়িভুঁড়ি ছিন্ন-বিচ্ছিন্ন করিয়া দিবে?

١٥- مَثَلُ الْجَنَّةِ الَّتِيْ وُعِدَ الْمُتَّقُوْنَ ؕ فِيْهَآ اَنْهٰرٌ مِّنْ مَّآءٍ غَيْرِ اٰسِنٍ ۚ وَاَنْهٰرٌ مِّنْ لَّبَنٍ لَّمْ يَتَغَيَّرْ طَعْمُهٗ ۚ وَاَنْهٰرٌ مِّنْ خَمْرٍ لَّذَّةٍ لِّلشّٰرِبِيْنَ ۚ وَاَنْهٰرٌ مِّنْ عَسَلٍ مُّصَفًّى ؕ وَلَهُمْ فِيْهَا مِنْ كُلِّ الثَّمَرٰتِ وَمَغْفِرَةٌ مِّنْ رَّبِّهِمْ ؕ كَمَنْ هُوَ خَالِدٌ فِي النَّارِ وَسُقُوْا مَآءً حَمِيْمًا فَقَطَّعَ اَمْعَآءَهُمْ ۝

Contents

١٦- وَمِنْهُمْ مَّنْ يَّسْتَمِعُ اِلَيْكَ ۚ
حَتّٰٓى اِذَا خَرَجُوْا مِنْ عِنْدِكَ
قَالُوْا لِلَّذِيْنَ اُوْتُوا الْعِلْمَ مَاذَا قَالَ اٰنِفًا ۗ
اُولٰٓئِكَ الَّذِيْنَ طَبَعَ اللّٰهُ عَلٰى قُلُوْبِهِمْ
وَاتَّبَعُوْٓا اَهْوَآءَهُمْ ۝

১৬। উহাদের মধ্যে কতক তোমার কথা শ্রবণ করে, অতঃপর তোমার নিকট হইতে বাহির হইয়া যাহারা জ্ঞানপ্রাপ্ত তাহাদিগকে বলে, 'এইমাত্র সে কী বলিল ?' ইহাদের অন্তর আল্লাহ্ মোহর করিয়া দিয়াছেন এবং উহারা নিজেদের খেয়াল-খুশীরই অনুসরণ করে।

١٧- وَالَّذِيْنَ اهْتَدَوْا
زَادَهُمْ هُدًى وَّاٰتٰىهُمْ تَقْوٰىهُمْ ۝

১৭। যাহারা সৎপথ অবলম্বন করে আল্লাহ্ তাহাদের সৎপথে চলিবার শক্তি বৃদ্ধি করেন এবং তাহাদিগকে মুত্তাকী হইবার শক্তিদান করেন।

١٨- فَهَلْ يَنْظُرُوْنَ اِلَّا السَّاعَةَ
اَنْ تَاْتِيَهُمْ بَغْتَةً ۚ
فَقَدْ جَآءَ اَشْرَاطُهَا ۚ
فَاَنّٰى لَهُمْ اِذَا جَآءَتْهُمْ ذِكْرٰىهُمْ ۝

১৮। উহারা কি কেবল এইজন্য অপেক্ষা করিতেছে যে, কিয়ামত উহাদের নিকট আসিয়া পড়ুক আকস্মিকভাবে? কিয়ামতের লক্ষণসমূহ তো আসিয়াই পড়িয়াছে! কিয়ামত আসিয়া পড়িলে উহারা উপদেশ গ্রহণ করিবে কেমন করিয়া!

١٩- فَاعْلَمْ اَنَّهٗ لَآ اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَاسْتَغْفِرْ
لِذَنْۢبِكَ وَلِلْمُؤْمِنِيْنَ وَالْمُؤْمِنٰتِ ۗ
وَاللّٰهُ يَعْلَمُ مُتَقَلَّبَكُمْ وَمَثْوٰىكُمْ ۝ ع

১৯। সুতরাং জানিয়া রাখ, আল্লাহ্ ব্যতীত অন্য কোন ইলাহ্ নাই, ক্ষমা প্রার্থনা কর তোমার এবং মু'মিন নর-নারীদের ত্রুটির জন্য। আল্লাহ্ তোমাদের গতিবিধি এবং অবস্থান সম্বন্ধে সম্যক অবগত আছেন।

[৩]

٢٠- وَيَقُوْلُ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَوْلَا
نُزِّلَتْ سُوْرَةٌ ۚ فَاِذَآ اُنْزِلَتْ سُوْرَةٌ
مُّحْكَمَةٌ وَّذُكِرَ فِيْهَا الْقِتَالُ ۙ رَاَيْتَ
الَّذِيْنَ فِيْ قُلُوْبِهِمْ مَّرَضٌ يَّنْظُرُوْنَ
اِلَيْكَ نَظَرَ الْمَغْشِيِّ عَلَيْهِ
مِنَ الْمَوْتِ ۗ فَاَوْلٰى لَهُمْ ۝

২০। মু'মিনরা বলে, 'একটি সূরা অবতীর্ণ হয় না কেন?' অতঃপর যদি দ্ব্যর্থহীন কোন সূরা অবতীর্ণ হয় এবং উহাতে যুদ্ধের কোন নির্দেশ থাকে তুমি দেখিবে যাহাদের অন্তরে ব্যাধি আছে তাহারা মৃত্যুভয়ে বিহ্বল মানুষের মত তোমার দিকে তাকাইতেছে। শোচনীয় পরিণাম উহাদের।

٢١- طَاعَةٌ وَّ قَوْلٌ مَّعْرُوْفٌ قف فَاِذَا عَزَمَ الْاَمْرُ قف فَلَوْ صَدَقُوا اللّٰهَ لَكَانَ خَيْرًا لَّهُمْ ۚ

২১। আনুগত্য ও ন্যায়সংগত বাক্য উহাদের জন্য উত্তম ছিল[১৬০৪]; সুতরাং চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত হইলে, যদি উহারা আল্লাহ্‌র প্রতি প্রদত্ত অঙ্গীকার পূরণ করিত তবে তাহাদের জন্য ইহা অবশ্যই মঙ্গলজনক হইত।

٢٢- فَهَلْ عَسَيْتُمْ اِنْ تَوَلَّيْتُمْ اَنْ تُفْسِدُوْا فِى الْاَرْضِ وَ تُقَطِّعُوْٓا اَرْحَامَكُمْ ○

২২। তবে ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হইলে সম্ভবত তোমরা পৃথিবীতে বিপর্যয় সৃষ্টি করিবে এবং আত্মীয়তার বন্ধন ছিন্ন করিবে।

٢٣- اُولٰٓئِكَ الَّذِيْنَ لَعَنَهُمُ اللّٰهُ فَاَصَمَّهُمْ وَاَعْمٰٓى اَبْصَارَهُمْ ○

২৩। আল্লাহ্ ইহাদিগকেই লা'নত করেন আর করেন বধির ও দৃষ্টিশক্তিহীন।

٢٤- اَفَلَا يَتَدَبَّرُوْنَ الْقُرْاٰنَ اَمْ عَلٰى قُلُوْبٍ اَقْفَالُهَا ○

২৪। তবে কি উহারা কুরআন সম্বন্ধে অভিনিবেশ সহকারে চিন্তা করে না? না উহাদের অন্তর তালাবদ্ধ?

٢٥- اِنَّ الَّذِيْنَ ارْتَدُّوْا عَلٰٓى اَدْبَارِهِمْ مِّنْۢ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمُ الْهُدَى ۙ الشَّيْطٰنُ سَوَّلَ لَهُمْ ۗ وَاَمْلٰى لَهُمْ ○

২৫। যাহারা নিজেদের নিকট সৎপথ ব্যক্ত হইবার পর উহা পরিত্যাগ করে, শয়তান উহাদের কাজকে শোভন করিয়া দেখায় এবং উহাদিগকে মিথ্যা আশা দেয়।

٢٦- ذٰلِكَ بِاَنَّهُمْ قَالُوْا لِلَّذِيْنَ كَرِهُوْا مَا نَزَّلَ اللّٰهُ سَنُطِيْعُكُمْ فِىْ بَعْضِ الْاَمْرِ ۚ وَاللّٰهُ يَعْلَمُ اِسْرَارَهُمْ ○

২৬। ইহা এইজন্য যে, আল্লাহ্ যাহা অবতীর্ণ করিয়াছেন, তাহা যাহারা অপসন্দ করে তাহাদিগকে উহারা বলে, 'আমরা কোন কোন বিষয়ে তোমাদের আনুগত্য করিব।' আল্লাহ্ উহাদের গোপন অভিসন্ধি অবগত আছেন।

٢٧- فَكَيْفَ اِذَا تَوَفَّتْهُمُ الْمَلٰٓئِكَةُ يَضْرِبُوْنَ وُجُوْهَهُمْ وَاَدْبَارَهُمْ ○

২৭। ফিরিশ্‌তারা যখন উহাদের মুখমণ্ডলে ও পৃষ্ঠদেশে আঘাত করিতে করিতে প্রাণ হরণ করিবে, তখন উহাদের দশা কেমন হইবে!

১৬০৪। এ স্থলে 'উহাদের জন্য উত্তম ছিল' কথাটি উহ্য আছে।

Contents

٢٨- ذٰلِكَ بِاَنَّهُمُ اتَّبَعُوْا مَاۤ اَسْخَطَ اللّٰهَ وَكَرِهُوْا رِضْوَانَهٗ فَاَحْبَطَ اَعْمَالَهُمْ ۝

২৮। ইহা এইজন্য যে, উহারা তাহার অনুসরণ করে, যাহা আল্লাহ্‌র অসন্তোষ জন্মায় এবং তাঁহার সন্তুষ্টিকে অপ্রিয় গণ্য করে; তিনি ইহাদের কর্ম নিষ্ফল করিয়া দেন।

[৪]

٢٩- اَمْ حَسِبَ الَّذِيْنَ فِيْ قُلُوْبِهِمْ مَّرَضٌ اَنْ لَّنْ يُّخْرِجَ اللّٰهُ اَضْغَانَهُمْ ۝

২৯। যাহাদের অন্তরে ব্যাধি আছে তাহারা কি মনে করে যে, আল্লাহ কখনো উহাদের বিদ্বেষভাব প্রকাশ করিয়া দিবেন না?

٣٠- وَلَوْ نَشَآءُ لَاَرَيْنٰكَهُمْ فَلَعَرَفْتَهُمْ بِسِيْمٰهُمْ ؕ وَلَتَعْرِفَنَّهُمْ فِيْ لَحْنِ الْقَوْلِ ؕ وَاللّٰهُ يَعْلَمُ اَعْمَالَكُمْ ۝

৩০। আমি ইচ্ছা করিলে তোমাকে উহাদের পরিচয় দিতাম। ফলে তুমি উহাদের লক্ষণ দেখিয়া উহাদিগকে চিনিতে পারিতে, তবে তুমি অবশ্যই কথার ভংগিতে উহাদিগকে চিনিতে পারিবে। আল্লাহ্ তোমাদের কর্ম সম্পর্কে অবগত।

٣١- وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ حَتّٰى نَعْلَمَ الْمُجٰهِدِيْنَ مِنْكُمْ وَالصّٰبِرِيْنَ ۙ وَنَبْلُوَا اَخْبَارَكُمْ ۝

৩১। আমি অবশ্যই তোমাদিগকে পরীক্ষা করিব, যতক্ষণ না আমি জানিয়া লই তোমাদের মধ্যে জিহাদকারী ও ধৈর্যশীলদিগকে এবং আমি তোমাদের ব্যাপারে পরীক্ষা করি।

٣٢- اِنَّ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا وَصَدُّوْا عَنْ سَبِيْلِ اللّٰهِ وَشَآقُّوا الرَّسُوْلَ مِنْۢ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمُ الْهُدٰى ۙ لَنْ يَّضُرُّوا اللّٰهَ شَيْـًٔا ؕ وَسَيُحْبِطُ اَعْمَالَهُمْ ۝

৩২। যাহারা কুফরী করে এবং মানুষকে আল্লাহ্‌র পথ হইতে নিবৃত্ত করে এবং নিজেদের নিকট পথের দিশা ব্যক্ত হইবার পর রাসূলের বিরোধিতা করে, উহারা আল্লাহ্‌র কোনই ক্ষতি করিতে পারিবে না। তিনি তো তাহাদের কর্ম ব্যর্থ করিবেন।

٣٣- يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْۤا اَطِيْعُوا اللّٰهَ وَاَطِيْعُوا الرَّسُوْلَ وَلَا تُبْطِلُوْۤا اَعْمَالَكُمْ ۝

৩৩। হে মু'মিনগণ! তোমরা আল্লাহ্‌র আনুগত্য কর এবং রাসূলের আনুগত্য কর, আর তোমাদের কর্ম বিনষ্ট করিও না।

٣٤- اِنَّ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا وَصَدُّوْا عَنْ سَبِيْلِ اللّٰهِ ثُمَّ مَاتُوْا وَهُمْ كُفَّارٌ فَلَنْ يَّغْفِرَ اللّٰهُ لَهُمْ ○

৩৪। যাহারা কুফরী করে ও আল্লাহ্‌র পথ হইতে মানুষকে নিবৃত্ত করে, অতঃপর কাফির অবস্থায় মৃত্যুবরণ করে, আল্লাহ্‌ তাহাদিগকে কিছুতেই ক্ষমা করিবেন না।

٣٥- فَلَا تَهِنُوْا وَتَدْعُوْٓا اِلَى السَّلْمِ ۖ وَاَنْتُمُ الْاَعْلَوْنَ ۖ وَاللّٰهُ مَعَكُمْ وَلَنْ يَّتِرَكُمْ اَعْمَالَكُمْ ○

৩৫। সুতরাং তোমরা হীনবল হইও না এবং সন্ধির প্রস্তাব করিও না, তোমরাই প্রবল; আল্লাহ তোমাদের সংগে আছেন, তিনি তোমাদের কর্মফল কখনও ক্ষুণ্ন করিবেন না।

٣٦- اِنَّمَا الْحَيٰوةُ الدُّنْيَا لَعِبٌ وَّلَهْوٌ ۭ وَاِنْ تُؤْمِنُوْا وَتَتَّقُوْا يُؤْتِكُمْ اُجُوْرَكُمْ وَلَا يَسْـَٔلْكُمْ اَمْوَالَكُمْ ○

৩৬। পার্থিব জীবন তো কেবল ক্রীড়া-কৌতুক, যদি তোমরা ঈমান আন, তাকওয়া অবলম্বন কর, আল্লাহ্‌ তোমাদিগকে তোমাদের পুরস্কার দিবেন এবং তিনি তোমাদের ধন-সম্পদ চাহেন না।

٣٧- اِنْ يَّسْـَٔلْكُمُوْهَا فَيُحْفِكُمْ تَبْخَلُوْا وَيُخْرِجْ اَضْغَانَكُمْ ○

৩৭। তোমাদের নিকট হইতে তিনি তাহা চাহিলে ও তজ্জন্য তোমাদের উপর চাপ দিলে তোমরা তো কার্পণ্য করিবে এবং তখন তিনি তোমাদের বিদ্বেষভাব প্রকাশ করিয়া দিবেন।

٣٨- هٰٓاَنْتُمْ هٰٓؤُلَآءِ تُدْعَوْنَ لِتُنْفِقُوْا فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ ۚ فَمِنْكُمْ مَّنْ يَّبْخَلُ ۚ وَمَنْ يَّبْخَلْ فَاِنَّمَا يَبْخَلُ عَنْ نَّفْسِهٖ ۭ وَاللّٰهُ الْغَنِيُّ وَاَنْتُمُ الْفُقَرَآءُ ۚ وَاِنْ تَتَوَلَّوْا يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ ۙ ثُمَّ لَا يَكُوْنُوْٓا اَمْثَالَكُمْ ○

৩৮। দেখ, তোমরাই তো তাহারা যাহাদিগকে আল্লাহ্‌র পথে ব্যয় করিতে বলা হইতেছে অথচ তোমাদের অনেকে কৃপণতা করিতেছে। যাহারা কার্পণ্য করে তাহারা তো কার্পণ্য করে নিজেদেরই প্রতি। আল্লাহ্‌ অভাবমুক্ত এবং তোমরা অভাবগ্রস্ত। যদি তোমরা বিমুখ হও, তিনি অন্য জাতিকে তোমাদের স্থলবর্তী করিবেন ; তাহারা তোমাদের মত হইবে না।

Contents

৪৮- সূরা ফাত্‌হ্

২৯ আয়াত, ৪ রুকূ‘, মাদানী

।। দয়াময়, পরম দয়ালু আল্লাহ্‌র নামে ।।

١- إِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُّبِيْنًا ۙ

১। নিশ্চয়ই আমি তোমাদিগকে দিয়াছি সুস্পষ্ট বিজয়,১৬০৫

٢- لِّيَغْفِرَ لَكَ اللّٰهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْۢبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ وَيُتِمَّ نِعْمَتَهٗ عَلَيْكَ وَيَهْدِيَكَ صِرَاطًا مُّسْتَقِيْمًا ۙ

২। যেন আল্লাহ্ তোমার অতীত ও ভবিষ্যত ত্রুটিসমূহ মার্জনা করেন এবং তোমার প্রতি তাঁহার অনুগ্রহ পূর্ণ করেন ও তোমাকে সরল পথে পরিচালিত করেন,

٣- وَّيَنْصُرَكَ اللّٰهُ نَصْرًا عَزِيْزًا ۝

৩। এবং আল্লাহ্ তোমাকে বলিষ্ঠ সাহায্য দান করেন।

٤- هُوَ الَّذِيْٓ أَنْزَلَ السَّكِيْنَةَ فِيْ قُلُوْبِ الْمُؤْمِنِيْنَ لِيَزْدَادُوْٓا إِيْمَانًا مَّعَ إِيْمَانِهِمْ ۗ وَلِلّٰهِ جُنُوْدُ السَّمٰوٰتِ وَالْأَرْضِ ۚ وَكَانَ اللّٰهُ عَلِيْمًا حَكِيْمًا ۙ

৪। তিনিই মু'মিনদের অন্তরে প্রশান্তি১৬০৬ দান করেন যেন তাহারা তাহাদের ঈমানের সহিত ঈমান দৃঢ় করিয়া লয়, আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীর বাহিনীসমূহ আল্লাহ্‌রই এবং আল্লাহ্ সর্বজ্ঞ, প্রজ্ঞাময়।

٥- لِّيُدْخِلَ الْمُؤْمِنِيْنَ وَالْمُؤْمِنٰتِ جَنّٰتٍ تَجْرِيْ مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهٰرُ خٰلِدِيْنَ فِيْهَا وَيُكَفِّرَ عَنْهُمْ سَيِّاٰتِهِمْ ۚ وَكَانَ ذٰلِكَ عِنْدَ اللّٰهِ فَوْزًا عَظِيْمًا ۙ

৫। ইহা এইজন্য যে, তিনি মু'মিন পুরুষ ও মু'মিন নারীদিগকে দাখিল করিবেন১৬০৭ জান্নাতে যাহার নিম্নদেশে নদী প্রবাহিত, যেথায় তাহারা স্থায়ী হইবে এবং তিনি তাহাদের পাপ মোচন করিবেন; ইহাই আল্লাহ্‌র দৃষ্টিতে মহাসাফল্য।

১৬০৫। ৬ হিঃ/৬২৮ খৃঃ সালে প্রায় ১৪০০ সাহাবীকে সংগে লইয়া রাসূলুল্লাহ্ (সাঃ) 'উমরা করিতে মক্কাভিমুখে রওয়ানা হন। মক্কার মুশরিকরা তাঁহাদিগকে 'উমরা করিতে বাধা দিবে, এই আশংকায় তাঁহারা মক্কার তিন মাইল উত্তরে হুদায়বিয়ায় শিবির স্থাপন করেন। অতঃপর আলাপ-আলোচনার মাধ্যমে মক্কাবাসীদের সংগে সন্ধি হয়। সন্ধির শর্তগুলি মুসলিমদের জন্য আপাতঃদৃষ্টিতে অবমাননাকর মনে হইলেও রাসূলুল্লাহ্ (সাঃ) শান্তির খাতিরে তাহা মানিয়া লইয়াছিলেন। সন্ধির শর্তানুযায়ী 'উমরা না করিয়াই তাঁহারা মদীনায় প্রত্যাবর্তন করেন। পথিমধ্যে সূরাটি অবতীর্ণ হয়। অধিকাংশ তাফসীরকারের মতে এই সন্ধিকে আল্লাহ্ স্পষ্ট বিজয় বলিয়া ঘোষণা করিয়াছেন।

১৬০৬। প্রশান্তি প্রদানের ফলেই প্রবল উস্কানি সত্ত্বেও মুসলিমগণ শান্ত ছিলেন এবং এমন সংকটময় মুহূর্তে ধীরস্থিরভাবে দৃঢ়তার সহিত জিহাদের বায়'আত (৪৮ ঃ ১৮) গ্রহণ করিয়াছিলেন। ইহা তাঁহাদের ঈমানের দৃঢ়তার প্রকৃষ্ট প্রমাণ।

১৬০৭। কর্মের মাধ্যমে ঈমানের পরিচয় যাহারা দিলেন আখিরাতে তাঁহাদের জন্য কি পুরস্কার রহিয়াছে তাহা এই আয়াতে বর্ণিত হইয়াছে।

٦- وَّيُعَذِّبَ الْمُنٰفِقِيْنَ وَالْمُنٰفِقٰتِ وَالْمُشْرِكِيْنَ وَالْمُشْرِكٰتِ الظَّآنِّيْنَ بِاللّٰهِ ظَنَّ السَّوْءِ ؕ عَلَيْهِمْ دَآئِرَةُ السَّوْءِ ۚ وَغَضِبَ اللّٰهُ عَلَيْهِمْ وَلَعَنَهُمْ وَاَعَدَّ لَهُمْ جَهَنَّمَ ؕ وَسَآءَتْ مَصِيْرًا ○

৬। আর তিনি মুনাফিক পুরুষ ও মুনাফিক নারী, মুশরিক পুরুষ ও মুশরিক নারী যাহারা আল্লাহ্ সম্বন্ধে মন্দ ধারণা পোষণ করে তাহাদিগকে শাস্তি দিবেন। অমঙ্গল চক্র উহাদের জন্য, আল্লাহ্ উহাদের প্রতি রুষ্ট হইয়াছেন এবং উহাদিগকে লা'নত করিয়াছেন এবং উহাদের জন্য জাহান্নাম প্রস্তুত রাখিয়াছেন, উহা কত নিকৃষ্ট আবাস!

٧- وَلِلّٰهِ جُنُوْدُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ ؕ وَكَانَ اللّٰهُ عَزِيْزًا حَكِيْمًا ○

৭। আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীর বাহিনীসমূহ আল্লাহ্‌রই এবং আল্লাহ্ পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়।

٨- اِنَّآ اَرْسَلْنٰكَ شَاهِدًا وَّمُبَشِّرًا وَّنَذِيْرًا ○

৮। আমি তোমাকে প্রেরণ করিয়াছি সাক্ষীরূপে, সুসংবাদাতা ও সতর্ককারীরূপে,

٩- لِّتُؤْمِنُوْا بِاللّٰهِ وَرَسُوْلِهٖ وَتُعَزِّرُوْهُ وَتُوَقِّرُوْهُ ؕ وَتُسَبِّحُوْهُ بُكْرَةً وَّاَصِيْلًا ○

৯। যাহাতে তোমরা আল্লাহ্ ও তাঁহার রাসূলের প্রতি ঈমান আন এবং রাসূলকে শক্তি যোগাও ও তাহাকে সম্মান কর; সকাল-সন্ধ্যায় আল্লাহ্‌র পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা কর।

١٠- اِنَّ الَّذِيْنَ يُبَايِعُوْنَكَ اِنَّمَا يُبَايِعُوْنَ اللّٰهَ ؕ يَدُ اللّٰهِ فَوْقَ اَيْدِيْهِمْ ۚ فَمَنْ نَّكَثَ فَاِنَّمَا يَنْكُثُ عَلٰى نَفْسِهٖ ۚ وَمَنْ اَوْفٰى بِمَا عٰهَدَ عَلَيْهُ اللّٰهَ فَسَيُؤْتِيْهِ اَجْرًا عَظِيْمًا ○ ع

১০। যাহারা তোমার হাতে বায়'আত করে তাহারা তো আল্লাহ্‌রই হাতে বায়'আত করে।১৬০৮ আল্লাহ্‌র হাত তাহাদের হাতের উপর।১৬০৯ অতঃপর যে উহা ভঙ্গ করে, উহা ভঙ্গ করিবার পরিণাম তাহারই এবং যে আল্লাহ্‌র সহিত অঙ্গীকার পূর্ণ করে তিনি অবশ্যই তাহাকে মহাপুরস্কার দেন।

[২]

١١- سَيَقُوْلُ لَكَ الْمُخَلَّفُوْنَ

১১। যে সকল মরুবাসী পশ্চাতে রহিয়া গিয়াছে তাহারা তোমাকে বলিবে,

১৬০৮। بيع -বিক্রয় করা। পারিভাষিক অর্থ কাহারও হস্ত ধারণ করিয়া কোন বিষয়ে অংগীকার করা। উহা সাধারণত আনুগত্যের বা কোন বিশ্বাস ও কার্যের অংগীকার হইয়া থাকে। রাসূলুল্লাহ্ (সাঃ) এই পদ্ধতিতে সাহাবীদের নিকট হইতে ইসলামের, জিহাদের অথবা উত্তম কর্মের অংগীকার গ্রহণ করিতেন।

১৬০৯। ইহার অনেকগুলি ব্যাখ্যার কয়েকটি হইল ঃ (১) আল্লাহ্ রাসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-এর হস্তে সাহাবীগণের বায়'আত গ্রহণের বিষয়টি অবগত আছেন; (২) রাসূলুল্লাহ্ (সাঃ) আল্লাহ্‌র পক্ষ হইতে এই বায়'আত গ্রহণ করিয়াছেন; (৩) আল্লাহ্‌র করুণা ও কৃপা রাসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-এর উপর আছে, সুতরাং যাহারা বায়'আতের জন্য রাসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-এর হস্ত ধারণ করিয়াছেন তাঁহাদের জন্যও করুণা ও কৃপা রহিয়াছে; (৪) আল্লাহ্ তাঁহাদের এই বায়'আত গ্রহণের সাক্ষী।

مِنَ الْاَعْرَابِ شَغَلَتْنَآ اَمْوَالُنَا وَاَهْلُوْنَا فَاسْتَغْفِرْ لَنَا ۚ يَقُوْلُوْنَ بِاَلْسِنَتِهِمْ مَّا لَيْسَ فِيْ قُلُوْبِهِمْ ۗ قُلْ فَمَنْ يَّمْلِكُ لَكُمْ مِّنَ اللّٰهِ شَيْئًا اِنْ اَرَادَ بِكُمْ ضَرًّا اَوْ اَرَادَ بِكُمْ نَفْعًا ۗ بَلْ كَانَ اللّٰهُ بِمَا تَعْمَلُوْنَ خَبِيْرًا ۝

'আমাদের ধন-সম্পদ ও পরিবার-পরিজন আমাদিগকে ব্যস্ত রাখিয়াছে, অতএব আমাদের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করুন।' উহারা মুখে তাহা বলে যাহা উহাদের অন্তরে নাই। উহাদিগকে বল, 'আল্লাহ্ তোমাদের কাহারও কোন ক্ষতি কিংবা মঙ্গল সাধনের ইচ্ছা করিলে কে তাঁহাকে নিবৃত্ত করিতে পারে? বস্তুত তোমরা যাহা কর সে বিষয়ে আল্লাহ্ সম্যক অবহিত।

١٢- بَلْ ظَنَنْتُمْ اَنْ لَّنْ يَّنْقَلِبَ الرَّسُوْلُ وَالْمُؤْمِنُوْنَ اِلٰٓى اَهْلِيْهِمْ اَبَدًا وَّزُيِّنَ ذٰلِكَ فِيْ قُلُوْبِكُمْ وَظَنَنْتُمْ ظَنَّ السَّوْءِ ۚ وَكُنْتُمْ قَوْمًا بُوْرًا ۝

১২। না, তোমরা ধারণা করিয়াছিলে যে, রাসূল ও মু'মিনগণ তাহাদের পরিবার-পরিজনের নিকট কখনই ফিরিয়া আসিতে পারিবে না এবং এই ধারণা তোমাদের অন্তরে প্রীতিকর মনে হইয়াছিল; তোমরা মন্দ ধারণা করিয়াছিলে, তোমরা তো ধ্বংসমুখী এক সম্প্রদায়!

١٣- وَمَنْ لَّمْ يُؤْمِنْ بِاللّٰهِ وَرَسُوْلِهٖ فَاِنَّآ اَعْتَدْنَا لِلْكٰفِرِيْنَ سَعِيْرًا ۝

১৩। যাহারা আল্লাহ্ ও তাঁহার রাসূলের প্রতি ঈমান আনে না, আমি সেই সব কাফিরের জন্য জ্বলন্ত অগ্নি প্রস্তুত রাখিয়াছি।

١٤- وَلِلّٰهِ مُلْكُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ ۚ يَغْفِرُ لِمَنْ يَّشَآءُ وَيُعَذِّبُ مَنْ يَّشَآءُ ۗ وَكَانَ اللّٰهُ غَفُوْرًا رَّحِيْمًا ۝

১৪। আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীর সর্বময় কর্তৃত্ব আল্লাহ্‌রই, তিনি যাহাকে ইচ্ছা ক্ষমা করেন এবং যাহাকে ইচ্ছা শাস্তি দেন। তিনি ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।

١٥- سَيَقُوْلُ الْمُخَلَّفُوْنَ اِذَا انْطَلَقْتُمْ اِلٰى مَغَانِمَ لِتَاْخُذُوْهَا ذَرُوْنَا نَتَّبِعْكُمْ ۚ يُرِيْدُوْنَ اَنْ يُّبَدِّلُوْا كَلٰمَ اللّٰهِ ۗ قُلْ لَّنْ تَتَّبِعُوْنَا

১৫। তোমরা যখন যুদ্ধলব্ধ সম্পদ সংগ্রহের জন্য যাইবে তখন যাহারা পশ্চাতে রহিয়া গিয়াছিল, তাহারা বলিবে, 'আমাদিগকে তোমাদের সংগে যাইতে দাও।' উহারা আল্লাহ্‌র প্রতিশ্রুতি[১৬১০] পরিবর্তন করিতে চায়। বল, 'তোমরা কিছুতেই আমাদের সংগী হইতে পারিবে না।

১৬১০। كلم বাণী, আদেশ। এখানে 'প্রতিশ্রুতি' অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে।

كَذٰلِكُمْ قَالَ اللّٰهُ مِنْ قَبْلُ ۚ فَسَيَقُوْلُوْنَ بَلْ تَحْسُدُوْنَنَا ۭ بَلْ كَانُوْا لَا يَفْقَهُوْنَ اِلَّا قَلِيْلًا ۝

আল্লাহ্ পূর্বেই এইরূপ ঘোষণা করিয়াছেন।' উহারা অবশ্যই বলিবে, 'তোমরা তো আমাদের প্রতি বিদ্বেষ পোষণ করিতেছ।' বস্তুত উহাদের বোধশক্তি সামান্য।

১৬- قُلْ لِّلْمُخَلَّفِيْنَ مِنَ الْاَعْرَابِ سَتُدْعَوْنَ اِلٰى قَوْمٍ اُولِيْ بَاْسٍ شَدِيْدٍ تُقَاتِلُوْنَهُمْ اَوْ يُسْلِمُوْنَ ۚ فَاِنْ تُطِيْعُوْا يُؤْتِكُمُ اللّٰهُ اَجْرًا حَسَنًا ۚ وَاِنْ تَتَوَلَّوْا كَمَا تَوَلَّيْتُمْ مِّنْ قَبْلُ يُعَذِّبْكُمْ عَذَابًا اَلِيْمًا ۝

১৬। যেসব মরুবাসী পশ্চাতে রহিয়া গিয়াছিল তাহাদিগকে বল, 'তোমরা আহূত হইবে এক প্রবল-পরাক্রান্ত জাতির বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিতে; তোমরা উহাদের সহিত যুদ্ধ করিবে যতক্ষণ না উহারা আত্মসমর্পণ করে।[১৬১১] তোমরা এই নির্দেশ পালন করিলে আল্লাহ্ তোমাদিগকে উত্তম পুরস্কার দান করিবেন। আর তোমরা যদি পূর্বানুরূপ পৃষ্ঠ প্রদর্শন কর, তিনি তোমাদিগকে মর্মন্তুদ শাস্তি দিবেন।

১৭- لَيْسَ عَلَى الْاَعْمٰى حَرَجٌ وَّلَا عَلَى الْاَعْرَجِ حَرَجٌ وَّلَا عَلَى الْمَرِيْضِ حَرَجٌ ۭ وَمَنْ يُّطِعِ اللّٰهَ وَرَسُوْلَهٗ يُدْخِلْهُ جَنّٰتٍ تَجْرِيْ مِنْ تَحْتِهَا الْاَنْهٰرُ ۚ وَمَنْ يَّتَوَلَّ يُعَذِّبْهُ عَذَابًا اَلِيْمًا ۝

১৭। অন্ধের জন্য কোন অপরাধ নাই, খঞ্জের জন্য কোন অপরাধ নাই এবং পীড়িতের জন্য কোন অপরাধ নাই;[১৬১২] এবং যে কেহ আল্লাহ্ ও তাঁহার রাসূলের আনুগত্য করিবে আল্লাহ্ তাহাকে দাখিল করিবেন জান্নাতে, যাহার নিম্নদেশে নদী প্রবাহিত; কিন্তু যে ব্যক্তি পৃষ্ঠ প্রদর্শন করিবে তিনি তাহাকে মর্মন্তুদ শাস্তি দিবেন।

[৩]

১৮- لَقَدْ رَضِيَ اللّٰهُ عَنِ الْمُؤْمِنِيْنَ اِذْ يُبَايِعُوْنَكَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ فَعَلِمَ مَا فِيْ قُلُوْبِهِمْ فَاَنْزَلَ السَّكِيْنَةَ

১৮। আল্লাহ্ তো মু'মিনগণের উপর সন্তুষ্ট হইলেন যখন তাহারা বৃক্ষতলে তোমার নিকট বায়'আত গ্রহণ করিল,[১৬১৩] তাহাদের অন্তরে যাহা ছিল তাহা তিনি অবগত ছিলেন; তাহাদিগকে তিনি দান

১৬১১। ইসলাম গ্রহণ করিয়া অথবা জিয়য়া প্রদান করিয়া।

১৬১২। জিহাদে অংশগ্রহণ না করায়।

১৬১৩। হুদায়বিয়ায় যখন মুসলিমগণ অবস্থান করিতেছিলেন, তখন মক্কার মুশরিকদের সংগে আলোচনার জন্য 'উছমান (রা)-কে মক্কায় প্রেরণ করা হইয়াছিল। তাঁহাকে মক্কার মুশরিকরা আটক করিয়া রাখিলে গুজব রটে যে, তাঁহাকে হত্যা করা হইয়াছে। ইহা শ্রবণে মুসলিমগণ রাসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-এর আহ্বানে জিহাদের বায়'আত গ্রহণ করেন। এই বায়'আত ইতিহাসে বায়'আতুর রিদওয়ান নামে খ্যাত। এই আয়াতে উক্ত বায়'আতের উল্লেখ করা হইয়াছে।

Contents

عَلَيْهِمْ وَ اَثَابَهُمْ فَتْحًا قَرِيْبًا ۙ

করিলেন প্রশান্তি এবং তাহাদিগকে পুরস্কার দিলেন আসন্ন বিজয়[১৬১৪]

١٩- وَّمَغَانِمَ كَثِيْرَةً يَّاْخُذُوْنَهَا ؕ وَ كَانَ اللّٰهُ عَزِيْزًا حَكِيْمًا ۝

১৯। ও বিপুল পরিমাণ যুদ্ধে লভ্য সম্পদ, যাহা উহারা হস্তগত করিবে; আল্লাহ্ পরাক্রম-শালী, প্রজ্ঞাময়।

٢٠- وَعَدَكُمُ اللّٰهُ مَغَانِمَ كَثِيْرَةً تَاْخُذُوْنَهَا فَعَجَّلَ لَكُمْ هٰذِهٖ وَكَفَّ اَيْدِيَ النَّاسِ عَنْكُمْ ۚ وَلِتَكُوْنَ اٰيَةً لِّلْمُؤْمِنِيْنَ وَيَهْدِيَكُمْ صِرَاطًا مُّسْتَقِيْمًا ۙ

২০। আল্লাহ্ তোমাদিগকে প্রতিশ্রুতি দিয়াছেন যুদ্ধে লভ্য বিপুল সম্পদের যাহার অধিকারী হইবে তোমরা। তিনি ইহা তোমাদের জন্য ত্বরান্বিত করিয়াছেন এবং তিনি তোমাদিগ হইতে মানুষের হস্ত নিবারিত করিয়াছেন যেন ইহা হয় মু'মিনদের জন্য এক নিদর্শন এবং আল্লাহ্ তোমাদিগকে পরিচালিত করেন সরল পথে;

٢١- وَّاُخْرٰى لَمْ تَقْدِرُوْا عَلَيْهَا قَدْ اَحَاطَ اللّٰهُ بِهَا ؕ وَ كَانَ اللّٰهُ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرًا ۝

২১। এবং আরও রহিয়াছে যাহা এখনও তোমাদের অধিকারে আসে নাই,[১৬১৫] উহা তো আল্লাহ্ আয়ত্তে রাখিয়াছেন। আল্লাহ্ সর্ববিষয়ে সর্বশক্তিমান।

٢٢- وَلَوْ قٰتَلَكُمُ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا لَوَلَّوُا الْاَدْبَارَ ثُمَّ لَا يَجِدُوْنَ وَلِيًّا وَّلَا نَصِيْرًا ۝

২২। কাফিররা তোমাদের মুকাবিলা করিলে উহারা অবশ্যই পৃষ্ঠ প্রদর্শন করিত, তখন উহারা কোন অভিভাবক ও সাহায্যকারী পাইত না।

٢٣- سُنَّةَ اللّٰهِ الَّتِيْ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلُ ۖۚ وَلَنْ تَجِدَ لِسُنَّةِ اللّٰهِ تَبْدِيْلًا ۝

২৩। ইহাই আল্লাহ্‌র বিধান—প্রাচীন কাল হইতে চলিয়া আসিয়াছে, তুমি আল্লাহ্‌র বিধানে কোন পরিবর্তন পাইবে না।

٢٤- وَهُوَ الَّذِيْ كَفَّ اَيْدِيَهُمْ عَنْكُمْ وَ اَيْدِيَكُمْ عَنْهُمْ بِبَطْنِ مَكَّةَ

২৪। তিনি মক্কা উপত্যকায় উহাদের হস্ত তোমাদিগ হইতে এবং তোমাদের হস্ত উহাদিগ হইতে নিবারিত

১৬১৪। আসন্ন খায়বার বিজয় ও 'গানীমাত' লাভের সুসংবাদ এখানে দেওয়া হইয়াছে। ইহাই সেই 'প্রতিশ্রুতি' উপরের ১৫ আয়াতে যাহার উল্লেখ করা হইয়াছে। পরবর্তী ১৯ ও ২০ আয়াতদ্বয় দ্র.।

১৬১৫। মুসলিমদের জন্য ভবিষ্যতে আরও বহু বিজয়ের সুসংবাদ দেওয়া হইয়াছে।

مِنْۢ بَعْدِ اَنْ اَظْفَرَكُمْ عَلَيْهِمْ ؕ وَكَانَ اللّٰهُ بِمَا تَعْمَلُوْنَ بَصِيْرًا ○

করিয়াছেন[১৬১৬] উহাদের উপর তোমাদিগকে বিজয়ী করিবার পর, তোমরা যাহা কিছু কর আল্লাহ্ তাহা দেখেন।

٢٥- هُمُ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا وَصَدُّوْكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَالْهَدْيَ مَعْكُوْفًا اَنْ يَّبْلُغَ مَحِلَّهٗ ؕ وَلَوْلَا رِجَالٌ مُّؤْمِنُوْنَ وَنِسَآءٌ مُّؤْمِنٰتٌ لَّمْ تَعْلَمُوْهُمْ اَنْ تَطَـُٔوْهُمْ فَتُصِيْبَكُمْ مِّنْهُمْ مَّعَرَّةٌۢ بِغَيْرِ عِلْمٍ ۚ لِيُدْخِلَ اللّٰهُ فِيْ رَحْمَتِهٖ مَنْ يَّشَآءُ ۚ لَوْ تَزَيَّلُوْا لَعَذَّبْنَا الَّذِيْنَ كَفَرُوْا مِنْهُمْ عَذَابًا اَلِيْمًا ○

২৫। উহারাই তো কুফরী করিয়াছিল এবং নিবৃত্ত করিয়াছিল তোমাদিগকে মসজিদুল-হারাম হইতে ও বাধা দিয়াছিল কুরবানীর জন্য আবদ্ধ পশুগুলিকে যথাস্থানে পৌঁছিতে। তোমাদিগকে যুদ্ধের আদেশ দেওয়া হইত[১৬১৭] যদি না থাকিত এমন কতক মু'মিন নর ও নারী যাহাদিগকে তোমরা জান না, তোমরা তাহাদিগকে পদদলিত করিতে অজ্ঞাতসারে, ফলে তাহাদের কারণে তোমরা ক্ষতিগ্রস্ত হইতে। যুদ্ধের নির্দেশ দেওয়া হয় নাই এইজন্য যে,[১৬১৮] তিনি যাহাকে ইচ্ছা নিজ অনুগ্রহ দান করিবেন। যদি উহারা পৃথক হইত, আমি উহাদের মধ্যে কাফিরদিগকে মর্মন্তুদ শাস্তি দিতাম।

٢٦- اِذْ جَعَلَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا فِيْ قُلُوْبِهِمُ الْحَمِيَّةَ حَمِيَّةَ الْجَاهِلِيَّةِ فَاَنْزَلَ اللّٰهُ سَكِيْنَتَهٗ عَلٰى رَسُوْلِهٖ وَعَلَى الْمُؤْمِنِيْنَ وَاَلْزَمَهُمْ كَلِمَةَ التَّقْوٰى وَكَانُوْۤا اَحَقَّ بِهَا وَاَهْلَهَا ؕ وَكَانَ اللّٰهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيْمًا ○ ع

২৬। যখন কাফিররা তাহাদের অন্তরে পোষণ করিত গোত্রীয় অহমিকা—[১৬১৯] অজ্ঞতার যুগের অহমিকা, তখন আল্লাহ্ তাঁহার রাসূল ও মু'মিনদিগকে স্বীয় প্রশান্তি দান করিলেন; আর তাহাদিগকে তাকওয়ার বাক্যে সুদৃঢ় করিলেন, এবং তাহারাই ছিল ইহার অধিকতর যোগ্য ও উপযুক্ত। আল্লাহ্ সমস্ত বিষয়ে সম্যক জ্ঞান রাখেন।

১৬১৬। মুশরিকদের কয়েকটি দল হুদায়বিয়ায় আসিয়া মুসলিমদের উত্ত্যক্ত করে। এমনকি একজন মুসলিমকে শহীদও করে। সাহাবীগণ উহাদের বন্দী করিয়া রাসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-এর নিকট আনিলে তিনি তাহাদিগকে ক্ষমা করিয়া দেন। এই আয়াতে এই ধরনের ঘটনার প্রতি ইংগিত করা হইয়াছে।

১৬১৭। 'তোমাদিগকে যুদ্ধের আদেশ দেওয়া হইত' বাক্যটি এ স্থলে উহ্য আছে।

১৬১৮। 'যুদ্ধের আদেশ দেওয়া হয় নাই এইজন্য' বাক্যটি এ স্থলে উহ্য আছে।

১৬১৯। حمية-জিদ, গোঁয়ার্তুমি, হঠকারিতা। হুদায়বিয়ায় যাহা ঘটিয়াছিল তাহা ছিল মক্কার মুশরিকদের অহেতুক হঠকারিতার বহিঃপ্রকাশ। তাহারা পবিত্র মাসে (২ ঃ ১৯৪ ও ২১৭) মুসলিমগণকে 'উমরা পালন করার জন্য মক্কায় যাইতে দেয় নাই। সন্ধির আলোচনার সময় সন্ধিপত্রে 'তাস্মিয়া' ও محمد رسول الله صم লিখিতে দেয় নাই। সন্ধির শর্তগুলির ব্যাপারেও যুক্তিহীনভাবে জিদ দেখাইয়াছে। কিন্তু রাসূলুল্লাহ্ (সাঃ) ও সাহাবীগণ আগাগোড়া চরম ধৈর্য ও সহিষ্ণুতা প্রদর্শন করিয়াছেন।

[৪]

২৭-لَقَدْ صَدَقَ اللّٰهُ رَسُوْلَهُ الرُّءْيَا بِالْحَقِّ ۚ
لَتَدْخُلُنَّ الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ اِنْ شَآءَ اللّٰهُ
اٰمِنِيْنَ ۙ مُحَلِّقِيْنَ رُءُوْسَكُمْ وَ مُقَصِّرِيْنَ ۙ
لَا تَخَافُوْنَ ؕ فَعَلِمَ مَا لَمْ تَعْلَمُوْا
فَجَعَلَ مِنْ دُوْنِ ذٰلِكَ فَتْحًا قَرِيْبًا ○

২৭। নিশ্চয়ই আল্লাহ্ তাঁহার রাসূলকে স্বপ্নটি যথাযথভাবে বাস্তবায়িত করিয়া দেখাইয়াছেন, আল্লাহ্‌র ইচ্ছায় তোমরা অবশ্যই মস্‌জিদুল-হারামে প্রবেশ করিবে নিরাপদে—তোমাদের কেহ কেহ মস্তক মুণ্ডিত করিবে আর কেহ কেহ কেশ কর্তন করিবে। তোমাদের কোন ভয় থাকিবে না। আল্লাহ্ জানেন তোমরা যাহা জান না। ইহা ছাড়াও তিনি তোমাদিগকে দিয়াছেন এক সদ্য বিজয়।১৬২০

২৮-هُوَ الَّذِيْٓ اَرْسَلَ رَسُوْلَهُ بِالْهُدٰى
وَدِيْنِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّيْنِ كُلِّهِ ؕ
وَكَفٰى بِاللّٰهِ شَهِيْدًا ○

২৮। তিনিই তাঁহার রাসূলকে পথনির্দেশ ও সত্য দীনসহ প্রেরণ করিয়াছেন, অপর সমস্ত দীনের উপর ইহাকে জয়যুক্ত করিবার জন্য। আর সাক্ষী হিসাবে আল্লাহ্‌ই যথেষ্ট।

২৯-مُحَمَّدٌ رَّسُوْلُ اللّٰهِ ؕ
وَالَّذِيْنَ مَعَهٗٓ اَشِدَّآءُ عَلَى الْكُفَّارِ
رُحَمَآءُ بَيْنَهُمْ تَرٰىهُمْ رُكَّعًا سُجَّدًا
يَّبْتَغُوْنَ فَضْلًا مِّنَ اللّٰهِ وَرِضْوَانًا ز
سِيْمَاهُمْ فِيْ وُجُوْهِهِمْ مِّنْ اَثَرِ السُّجُوْدِ ؕ
ذٰلِكَ مَثَلُهُمْ فِي التَّوْرٰىةِ ۛۚ
وَمَثَلُهُمْ فِي الْاِنْجِيْلِ ۛۚ
كَزَرْعٍ اَخْرَجَ شَطْـَٔهٗ فَاٰزَرَهٗ
فَاسْتَغْلَظَ فَاسْتَوٰى عَلٰى سُوْقِهٖ
يُعْجِبُ الزُّرَّاعَ لِيَغِيْظَ بِهِمُ الْكُفَّارَ ؕ
وَعَدَ اللّٰهُ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ
مِنْهُمْ مَّغْفِرَةً وَّاَجْرًا عَظِيْمًا ○

২৯। মুহাম্মাদ আল্লাহ্‌র রাসূল; তাহার সহচরগণ কাফিরদের প্রতি কঠোর এবং নিজেদের মধ্যে পরস্পরের প্রতি সহানুভূতিশীল; আল্লাহ্‌র অনুগ্রহ ও সন্তুষ্টি কামনায় তুমি তাহাদিগকে রুকূ' ও সিজ্‌দায় অবনত দেখিবে। তাহাদের লক্ষণ তাহাদের মুখমণ্ডলে সিজ্‌দার প্রভাবে পরিস্ফুট থাকিবে; তওরাতে তাহাদের বর্ণনা এইরূপ এবং ইঞ্জীলেও তাহাদের বর্ণনা এইরূপই। তাহাদের দৃষ্টান্ত একটি চারাগাছ, যাহা হইতে নির্গত হয় কিশলয়, অতঃপর ইহা শক্ত ও পুষ্ট হয় এবং পরে কাণ্ডের উপর দাঁড়ায় দৃঢ়ভাবে যাহা চাষীর জন্য আনন্দদায়ক। এইভাবে আল্লাহ্ মু'মিনদের সমৃদ্ধি দ্বারা কাফিরদের অন্তর্জ্বালা সৃষ্টি করেন। যাহারা ঈমান আনে ও সৎকর্ম করে আল্লাহ্ তাহাদিগকে প্রতিশ্রুতি দিয়াছেন ক্ষমা ও মহাপুরস্কারের।

১৬২০। অর্থাৎ আসন্ন খায়বারের বিজয় (হিঃ ৭৯/৬২৮ খৃঃ)।

Contents

৪৯- সূরা হুজুরাত

১৮ আয়াত, ২ রুকূ', মাদানী

।। দয়াময়, পরম দয়ালু আল্লাহ্‌র নামে ।।
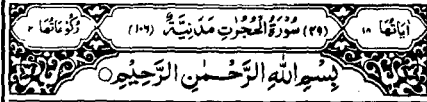
১। হে মু'মিনগণ! আল্লাহ্ ও তাঁহার রাসূলের সমক্ষে তোমরা কোন বিষয়ে অগ্রণী হইও না এবং আল্লাহ্‌কে ভয় কর; আল্লাহ্ সর্বশ্রোতা, সর্বজ্ঞ।

١- يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تُقَدِّمُوْا بَيْنَ يَدَيِ اللّٰهِ وَرَسُوْلِهٖ وَاتَّقُوا اللّٰهَ ؕ اِنَّ اللّٰهَ سَمِيْعٌ عَلِيْمٌ ○

২। হে মু'মিনগণ! তোমরা নবীর কণ্ঠস্বরের উপর নিজেদের কণ্ঠস্বর উঁচু করিও না এবং নিজেদের মধ্যে যেভাবে উচ্চস্বরে কথা বল তাহার সহিত সেইরূপ উচ্চস্বরে কথা বলিও না; কারণ ইহাতে তোমাদের কর্ম নিষ্ফল হইয়া যাইবে তোমাদের অজ্ঞাতসারে।

٢- يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تَرْفَعُوْۤا اَصْوَاتَكُمْ فَوْقَ صَوْتِ النَّبِيِّ وَلَا تَجْهَرُوْا لَهٗ بِالْقَوْلِ كَجَهْرِ بَعْضِكُمْ لِبَعْضٍ اَنْ تَحْبَطَ اَعْمَالُكُمْ وَاَنْتُمْ لَا تَشْعُرُوْنَ ○

৩। যাহারা আল্লাহ্‌র রাসূলের সম্মুখে নিজেদের কণ্ঠস্বর নীচু করে, আল্লাহ্ তাহাদের অন্তরকে তাকওয়ার জন্য পরীক্ষা করিয়া লইয়াছেন। তাহাদের জন্য রহিয়াছে ক্ষমা ও মহাপুরস্কার।

٣- اِنَّ الَّذِيْنَ يَغُضُّوْنَ اَصْوَاتَهُمْ عِنْدَ رَسُوْلِ اللّٰهِ اُولٰٓئِكَ الَّذِيْنَ امْتَحَنَ اللّٰهُ قُلُوْبَهُمْ لِلتَّقْوٰى ؕ لَهُمْ مَّغْفِرَةٌ وَّاَجْرٌ عَظِيْمٌ ○

৪। যাহারা ঘরের বাহির হইতে তোমাকে উচ্চস্বরে ডাকে,[১৬২১] তাহাদের অধিকাংশই নির্বোধ,

٤- اِنَّ الَّذِيْنَ يُنَادُوْنَكَ مِنْ وَّرَآءِ الْحُجُرٰتِ اَكْثَرُهُمْ لَا يَعْقِلُوْنَ ○

৫। তুমি বাহির হইয়া উহাদের নিকট আসা পর্যন্ত যদি উহারা ধৈর্য ধারণ করিত, তাহাই উহাদের জন্য উত্তম হইত। আল্লাহ্ ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।

٥- وَلَوْ اَنَّهُمْ صَبَرُوْا حَتّٰى تَخْرُجَ اِلَيْهِمْ لَكَانَ خَيْرًا لَّهُمْ ؕ وَاللّٰهُ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ ○

১৬২১। حجرات বহু বচন, حجرة একবচন, কক্ষ, কুটির। বানূ তামীমের একটি প্রতিনিধি দল রাসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-এর সহিত সাক্ষাত করিতে আসে। তখন রাসূলুল্লাহ্ (সাঃ) নিজ প্রকোষ্ঠে অবস্থান করিতেছিলেন। তাহারা কক্ষের পিছন হইতে তাঁহাকে চীৎকার করিয়া ডাকিতে থাকে। আয়াতটি এই ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে অবতীর্ণ হয়। ইহাতে এবং এই সূরার আরও কিছু আয়াতে উম্মতকে সামাজিক শিষ্টাচার শিক্ষা দেওয়া হইয়াছে।

৬। হে মু'মিনগণ! যদি কোন পাপাচারী তোমাদের নিকট কোন বার্তা আনয়ন করে, তোমরা তাহা পরীক্ষা করিয়া দেখিবে, পাছে অজ্ঞতাবশত তোমরা কোন সম্প্রদায়কে ক্ষতিগ্রস্ত করিয়া বস, এবং পরে তোমাদের কৃতকর্মের জন্য তোমাদিগকে অনুতপ্ত হইতে হয়।

٦- يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْٓا اِنْ جَآءَكُمْ فَاسِقٌۢ بِنَبَاٍ فَتَبَيَّنُوْٓا اَنْ تُصِيْبُوْا قَوْمًاۢ بِجَهَالَةٍ فَتُصْبِحُوْا عَلٰى مَا فَعَلْتُمْ نٰدِمِيْنَ ○

৭। তোমরা জানিয়া রাখ যে, তোমাদের মধ্যে আল্লাহ্‌র রাসূল রহিয়াছেন; তিনি বহু বিষয়ে তোমাদের কথা শুনিলে তোমরাই কষ্ট পাইতে।[১৬২২] কিন্তু আল্লাহ্ তোমাদের নিকট ঈমানকে প্রিয় করিয়াছেন এবং উহাকে তোমাদের হৃদয়গ্রাহী করিয়াছেন, কুফরী, পাপাচার ও অবাধ্যতাকে করিয়াছেন তোমাদের নিকট অপ্রিয়। উহারাই সৎপথ অবলম্বনকারী,

٧- وَاعْلَمُوْٓا اَنَّ فِيْكُمْ رَسُوْلَ اللّٰهِ ۭ لَوْ يُطِيْعُكُمْ فِيْ كَثِيْرٍ مِّنَ الْاَمْرِ لَعَنِتُّمْ وَلٰكِنَّ اللّٰهَ حَبَّبَ اِلَيْكُمُ الْاِيْمَانَ وَزَيَّنَهٗ فِيْ قُلُوْبِكُمْ وَكَرَّهَ اِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوْقَ وَالْعِصْيَانَ ۭ اُولٰۗىِٕكَ هُمُ الرّٰشِدُوْنَ ○

৮। আল্লাহ্‌র দান ও অনুগ্রহস্বরূপ; আল্লাহ্ সর্বজ্ঞ, প্রজ্ঞাময়।

٨- فَضْلًا مِّنَ اللّٰهِ وَنِعْمَةً ۭ وَاللّٰهُ عَلِيْمٌ حَكِيْمٌ ○

৯। মু'মিনদের দুই দল দ্বন্দ্বে লিপ্ত হইলে তোমরা তাহাদের মধ্যে মীমাংসা করিয়া দিবে; আর তাহাদের একদল অপর দলের বিরুদ্ধে বাড়াবাড়ি করিলে যাহারা বাড়াবাড়ি করে তাহাদের বিরুদ্ধে তোমরা যুদ্ধ করিবে যতক্ষণ না তাহারা আল্লাহ্‌র নির্দেশের দিকে ফিরিয়া আসে–যদি তাহারা ফিরিয়া আসে তাহাদের মধ্যে ন্যায়ের সহিত ফয়সালা করিবে এবং সুবিচার করিবে। নিশ্চয় আল্লাহ্ সুবিচারকারীদিগকে ভালবাসেন।

٩- وَاِنْ طَاۗىِٕفَتٰنِ مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ اقْتَتَلُوْا فَاَصْلِحُوْا بَيْنَهُمَا ۚ فَاِنْۢ بَغَتْ اِحْدٰىهُمَا عَلَى الْاُخْرٰى فَقَاتِلُوا الَّتِيْ تَبْغِيْ حَتّٰى تَفِيْۗءَ اِلٰٓى اَمْرِ اللّٰهِ ۚ فَاِنْ فَاۗءَتْ فَاَصْلِحُوْا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَاَقْسِطُوْا ۭ اِنَّ اللّٰهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِيْنَ ○

১৬২২। দ্রঃ.২৩ ঃ ৭১ আয়াত।

Contents

١٠- إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ ۝ ع

১০। মু'মিনগণ পরস্পর ভাই ভাই; সুতরাং তোমরা ভ্রাতৃগণের মধ্যে শান্তি স্থাপন কর আর আল্লাহ্‌কে ভয় কর যাহাতে তোমরা অনুগ্রহ প্রাপ্ত হও।

[২]

١١- يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا يَسْخَرْ قَوْمٌ مِّن قَوْمٍ عَسَىٰ أَن يَكُونُوا خَيْرًا مِّنْهُمْ وَلَا نِسَاءٌ مِّن نِّسَاءٍ عَسَىٰ أَن يَكُنَّ خَيْرًا مِّنْهُنَّ ۚ وَلَا تَلْمِزُوا أَنفُسَكُمْ وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ ۖ بِئْسَ الِاسْمُ الْفُسُوقُ بَعْدَ الْإِيمَانِ ۚ وَمَن لَّمْ يَتُبْ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ ۝

১১। হে মু'মিনগণ! কোন পুরুষ যেন অপর কোন পুরুষকে উপহাস না করে; কেননা যাহাকে উপহাস করা হয় সে উপহাসকারী অপেক্ষা উত্তম হইতে পারে এবং কোন নারী অপর কোন নারীকেও যেন উপহাস না করে; কেননা যাহাকে উপহাস করা হয় সে উপহাসকারিণী অপেক্ষা উত্তম হইতে পারে। তোমরা একে অপরের প্রতি দোষারোপ করিও না এবং তোমরা একে অপরকে মন্দ নামে ডাকিও না; ঈমানের পর মন্দ নাম অতি মন্দ। যাহারা তওবা না করে তাহারাই যালিম।

١٢- يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اجْتَنِبُوا كَثِيرًا مِّنَ الظَّنِّ إِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ إِثْمٌ ۖ وَلَا تَجَسَّسُوا وَلَا يَغْتَب بَّعْضُكُم بَعْضًا ۚ أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ إِنَّ اللَّهَ تَوَّابٌ رَّحِيمٌ ۝

১২। হে মু'মিনগণ! তোমরা অধিকাংশ অনুমান হইতে দূরে থাক; কারণ অনুমান কোন কোন ক্ষেত্রে পাপ এবং তোমরা একে অপরের গোপনীয় বিষয় সন্ধান করিও না এবং একে অপরের পশ্চাতে নিন্দা করিও না। তোমাদের মধ্যে কি কেহ তাহার মৃত ভ্রাতার গোশত খাইতে চাহিবে?[১৬২৩] বস্তুত তোমরা তো ইহাকে ঘৃণ্যই মনে কর। তোমরা আল্লাহ্‌কে ভয় কর; আল্লাহ্ তাওবা গ্রহণকারী, পরম দয়ালু।

١٣- يَاأَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُم مِّن ذَكَرٍ وَأُنثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا ۚ

১৩। হে মানুষ! আমি তোমাদিগকে সৃষ্টি করিয়াছি এক পুরুষ ও এক নারী হইতে, পরে তোমাদিগকে বিভক্ত করিয়াছি বিভিন্ন জাতি ও গোত্রে, যাহাতে তোমরা একে অপরের সহিত পরিচিত হইতে

১৬২৩। পরনিন্দা মৃত ভ্রাতার গোশ্‌ত ভক্ষণ করার ন্যায় অতি ঘৃণ্য অপরাধ।

إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِندَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ ○

পার। তোমাদের মধ্যে আল্লাহ্‌র নিকট সেই ব্যক্তিই অধিক মর্যাদাসম্পন্ন যে তোমাদের মধ্যে অধিক মুত্তাকী। নিশ্চয়ই আল্লাহ্ সকল কিছু জানেন, সমস্ত খবর রাখেন।

١٤- قَالَتِ الْأَعْرَابُ آمَنَّا ۖ قُل لَّمْ تُؤْمِنُوا وَلَٰكِن قُولُوا أَسْلَمْنَا وَلَمَّا يَدْخُلِ الْإِيمَانُ فِي قُلُوبِكُمْ ۖ وَإِن تُطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ لَا يَلِتْكُم مِّنْ أَعْمَالِكُمْ شَيْئًا ۚ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ○

১৪। বেদুঈনরা বলে, 'আমরা ঈমান আনিলাম'। বল, 'তোমরা ঈমান আন নাই, বরং তোমরা বল, 'আমরা আত্মসমর্পণ করিয়াছি', কারণ ঈমান এখনও তোমাদের অন্তরে প্রবেশ করে নাই।[১৬২৪] যদি তোমরা আল্লাহ্ ও তাঁহার রাসূলের আনুগত্য কর তবে তোমাদের কর্মফল সামান্য পরিমাণও লাঘব করা হইবে না। আল্লাহ্ তো ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।'

١٥- إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ ثُمَّ لَمْ يَرْتَابُوا وَجَاهَدُوا بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ۚ أُولَٰئِكَ هُمُ الصَّادِقُونَ ○

১৫। তাহারাই মু'মিন যাহারা আল্লাহ্ ও তাঁহার রাসূলের প্রতি ঈমান আনে, পরে সন্দেহ পোষণ করে না এবং জীবন ও সম্পদ দ্বারা আল্লাহ্‌র পথে জিহাদ করে, তাহারাই সত্যনিষ্ঠ।

١٦- قُلْ أَتُعَلِّمُونَ اللَّهَ بِدِينِكُمْ ۖ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ ۚ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ○

১৬। বল, 'তোমরা কি তোমাদের দীন সম্পর্কে আল্লাহ্‌কে অবহিত করিতেছ? অথচ আল্লাহ জানেন যাহা কিছু আছে আকাশমণ্ডলীতে এবং যাহা কিছু আছে পৃথিবীতে। আল্লাহ্ সর্ববিষয়ে সম্যক অবহিত।'

١٧- يَمُنُّونَ عَلَيْكَ أَنْ أَسْلَمُوا ۖ قُل لَّا تَمُنُّوا عَلَيَّ إِسْلَامَكُم ۖ بَلِ اللَّهُ يَمُنُّ عَلَيْكُمْ أَنْ هَدَاكُمْ لِلْإِيمَانِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ ○

১৭। উহারা আত্মসমর্পণ করিয়া তোমাকে ধন্য করিয়াছে মনে করে। বল, 'তোমাদের আত্মসমর্পণ আমাকে ধন্য করিয়াছে মনে করিও না, বরং আল্লাহ্ই ঈমানের দিকে পরিচালিত করিয়া তোমাদিগকে ধন্য করিয়াছেন, যদি তোমরা সত্যবাদী হও।'

١٨- إِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ غَيْبَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ ۚ وَاللَّهُ بَصِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ ○

১৮। আল্লাহ্ আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীর অদৃশ্য বিষয় সম্পর্কে অবগত আছেন। তোমরা যাহা কর আল্লাহ্ তাহা দেখেন।

১৬২৪। কিছু মরুবাসী মুসলিমদের বিজয় দর্শনে প্রভাবিত হয় ও আনুগত্য স্বীকার করে। আর তাহারা বলিতে থাকে, 'আমরা ঈমান আনিয়াছি।' অথচ ঈমানের চাহিদা আল্লাহ্ ও আল্লাহ্‌র রাসূলের নির্দেশ নিষ্ঠার সহিত পালন, তাহা তাহারা পূরণ করে নাই।

৫০- সূরা কাফ্

৪৫ আয়াত, ৩ রুকূ' মক্কী

।। দয়াময়, পরম দয়ালু আল্লাহ্‌র নামে ।।

١- قٓ ۚ
وَالْقُرْاٰنِ الْمَجِيْدِ ۞

১। কাফ্, শপথ সম্মানিত কুরআনের[১৬২৫]

٢- بَلْ عَجِبُوْٓا اَنْ جَآءَهُمْ مُّنْذِرٌ مِّنْهُمْ فَقَالَ الْكٰفِرُوْنَ هٰذَا شَيْءٌ عَجِيْبٌ ۞

২। বরং তাহারা বিস্ময় বোধ করে যে, উহাদের মধ্যে একজন সতর্ককারী আবির্ভূত হইয়াছে, আর কাফিররা বলে, 'ইহা তো এক আশ্চর্য ব্যাপার!

٣- ءَاِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا ۚ ذٰلِكَ رَجْعٌۢ بَعِيْدٌ ۞

৩। 'আমাদের মৃত্যু হইলে এবং আমরা মৃত্তিকায় পরিণত হইলে আমরা কি পুনরুত্থিত হইব?[১৬২৬] সুদূরপরাহত সেই প্রত্যাবর্তন।'

٤- قَدْ عَلِمْنَا مَا تَنْقُصُ الْاَرْضُ مِنْهُمْ ۚ وَعِنْدَنَا كِتٰبٌ حَفِيْظٌ ۞

৪। আমি তো জানি মৃত্তিকা ক্ষয় করে উহাদের কতটুকু এবং আমার নিকট আছে রক্ষিত কিতাব।[১৬২৭]

٥- بَلْ كَذَّبُوْا بِالْحَقِّ لَمَّا جَآءَهُمْ فَهُمْ فِيْٓ اَمْرٍ مَّرِيْجٍ ۞

৫। বস্তুত উহাদের নিকট সত্য আসিবার পর উহারা তাহা প্রত্যাখ্যান করিয়াছে। ফলে, উহারা সংশয়ে দোদুল্যমান।

٦- اَفَلَمْ يَنْظُرُوْٓا اِلَى السَّمَآءِ فَوْقَهُمْ كَيْفَ بَنَيْنٰهَا وَزَيَّنّٰهَا وَمَا لَهَا مِنْ فُرُوْجٍ ۞

৬। উহারা কি উহাদের ঊর্ধ্বস্থিত আকাশের দিকে তাকাইয়া দেখে না, আমি কিভাবে উহা নির্মাণ করিয়াছি ও উহাকে সুশোভিত করিয়াছি এবং উহাতে কোন ফাটলও নাই?

১৬২৫। এ স্থলে কসমের জবাব انك لمنذر। 'তুমি অবশ্যই সতর্ককারী' উহ্য আছে।

১৬২৬। 'আমরা কি পুনরুত্থিত হইব' কথাটি এ স্থলে উহ্য আছে।

১৬২৭। অর্থাৎ লাওহ মাহ্‌ফূজ, যাহাতে মৃত্তিকা মৃতদেহের কতটুকু ক্ষয় করিয়াছে তাহাও আছে লিপিবদ্ধ। এতদ্ব্যতীত আল্লাহ্‌র জ্ঞান তো অণু-পরমাণুরও খবর রাখে। সুতরাং মৃত্তিকায় পরিণত হইলেও দেহের পুনঃ সৃষ্টি তাঁহার জন্য অতি সহজ।

৭। আমি বিস্তৃত করিয়াছি ভূমিকে ও তাহাতে স্থাপন করিয়াছি পর্বতমালা এবং উহাতে উদ্‌গত করিয়াছি নয়ন প্রীতিকর সর্বপ্রকার উদ্ভিদ্,

٧- وَالْاَرْضَ مَدَدْنٰهَا وَاَلْقَيْنَا فِيْهَا رَوَاسِىَ وَاَنْۢبَتْنَا فِيْهَا مِنْ كُلِّ زَوْجٍۢ بَهِيْجٍ ۙ

৮। আল্লাহ্‌র অনুরাগী প্রত্যেক ব্যক্তির জন্য জ্ঞান ও উপদেশস্বরূপ।

٨- تَبْصِرَةً وَّذِكْرٰى لِكُلِّ عَبْدٍ مُّنِيْبٍ ○

৯। আকাশ হইতে আমি বর্ষণ করি কল্যাণকর বৃষ্টি এবং তদ্দ্বারা আমি সৃষ্টি করি উদ্যান ও পরিপক্ক শস্যরাজি,

٩- وَنَزَّلْنَا مِنَ السَّمَآءِ مَآءً مُّبٰرَكًا فَاَنْۢبَتْنَا بِهٖ جَنّٰتٍ وَّحَبَّ الْحَصِيْدِ ۙ

১০। ও সমুন্নত খর্জুর বৃক্ষ যাহাতে আছে গুচ্ছ গুচ্ছ খেজুর—

١٠- وَالنَّخْلَ بٰسِقٰتٍ لَّهَا طَلْعٌ نَّضِيْدٌ ۙ

১১। আমার বান্দাদের জীবিকাস্বরূপ। বৃষ্টি দ্বারা আমি সঞ্জীবিত করি মৃত ভূমিকে; এইভাবে উত্থান ঘটিবে।

١١- رِّزْقًا لِّلْعِبَادِ ۙ وَاَحْيَيْنَا بِهٖ بَلْدَةً مَّيْتًا ؕ كَذٰلِكَ الْخُرُوْجُ ○

১২। উহাদের পূর্বেও সত্য প্রত্যাখ্যান করিয়াছিল নূহের সম্প্রদায়, রাস্‌স[১৬২৮] ও ছামূদ সম্প্রদায়,

١٢- كَذَّبَتْ قَبْلَهُمْ قَوْمُ نُوْحٍ وَّاَصْحٰبُ الرَّسِّ وَثَمُوْدُ ۙ

১৩। 'আদ, ফির'আওন ও লূত্ সম্প্রদায়

١٣- وَعَادٌ وَّفِرْعَوْنُ وَاِخْوَانُ لُوْطٍ ۙ

১৪। এবং আয়কার অধিবাসী ও তুব্বা' সম্প্রদায়; উহারা সকলেই রাসূলদিগকে মিথ্যাবাদী বলিয়াছিল, ফলে উহাদের উপর আমার শাস্তি আপতিত হইয়াছে।

١٤- وَّاَصْحٰبُ الْاَيْكَةِ وَقَوْمُ تُبَّعٍ ؕ كُلٌّ كَذَّبَ الرُّسُلَ فَحَقَّ وَعِيْدِ ○

১৫। আমি কি প্রথমবার সৃষ্টি করিয়াই ক্লান্ত হইয়া পড়িয়াছি! বস্তুত: পুনঃ সৃষ্টির বিষয়ে উহারা সন্দেহে পতিত।

١٥- اَفَعَيِيْنَا بِالْخَلْقِ الْاَوَّلِ ؕ بَلْ هُمْ فِىْ لَبْسٍ مِّنْ خَلْقٍ جَدِيْدٍ ۙ

ع ١٥

১৬২৮। দ্র. ২৫ ঃ ৩৮ আয়াত ও উহার টীকা।

[২]

١٦- وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْاِنْسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهٖ نَفْسُهٗ ۚ وَنَحْنُ اَقْرَبُ اِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيْدِ ○

১৬। আমিই মানুষকে সৃষ্টি করিয়াছি এবং তাহার প্রবৃত্তি তাহাকে যে কুমন্ত্রণা দেয় তাহা আমি জানি। আমি তাহার গ্রীবাস্থিত ধমনী অপেক্ষাও নিকটতর।

١٧- اِذْ يَتَلَقَّى الْمُتَلَقِّيٰنِ عَنِ الْيَمِيْنِ وَعَنِ الشِّمَالِ قَعِيْدٌ ○

১৭। স্মরণ রাখিও, 'দুই গ্রহণকারী' ফিরিশ্‌তা[১৬২৯] তাহার দক্ষিণে ও বামে বসিয়া তাহার কর্ম লিপিবদ্ধ করে;

١٨- مَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ اِلَّا لَدَيْهِ رَقِيْبٌ عَتِيْدٌ ○

১৮। মানুষ যে কথাই উচ্চারণ করে তাহার জন্য তৎপর প্রহরী তাহার নিকটেই রহিয়াছে।

١٩- وَجَآءَتْ سَكْرَةُ الْمَوْتِ بِالْحَقِّ ۗ ذٰلِكَ مَا كُنْتَ مِنْهُ تَحِيْدُ ○

১৯। মৃত্যুযন্ত্রণা সত্যই আসিবে; ইহা হইতেই তোমরা অব্যাহতি চাহিয়া আসিয়াছ।

٢٠- وَنُفِخَ فِي الصُّوْرِ ۗ ذٰلِكَ يَوْمُ الْوَعِيْدِ ○

২০। আর শিঙ্গায় ফুৎকার দেওয়া হইবে, উহাই শাস্তির দিন।

٢١- وَجَآءَتْ كُلُّ نَفْسٍ مَّعَهَا سَآئِقٌ وَّشَهِيْدٌ ○

২১। সেদিন প্রত্যেক ব্যক্তি উপস্থিত হইবে, তাহার সঙ্গে থাকিবে চালক ও সাক্ষী।[১৬৩০]

٢٢- لَقَدْ كُنْتَ فِيْ غَفْلَةٍ مِّنْ هٰذَا فَكَشَفْنَا عَنْكَ غِطَآءَكَ فَبَصَرُكَ الْيَوْمَ حَدِيْدٌ ○

২২। তুমি এই দিবস সম্বন্ধে উদাসীন ছিলে, এখন আমি তোমার সম্মুখ হইতে পর্দা উন্মোচন করিয়াছি। অদ্য তোমার দৃষ্টি প্রখর।

٢٣- وَقَالَ قَرِيْنُهٗ هٰذَا مَا لَدَيَّ عَتِيْدٌ ○

২৩। তাহার সঙ্গী ফিরিশ্‌তা বলিবে, 'এই তো আমার নিকট 'আমলনামা প্রস্তুত।'

٢٤- اَلْقِيَا فِيْ جَهَنَّمَ كُلَّ كَفَّارٍ عَنِيْدٍ ○

২৪। আদেশ করা হইবে,[১৬৩১] তোমরা উভয়ে নিক্ষেপ কর জাহান্নামে প্রত্যেক উদ্ধত কাফিরকে—

১৬২৯। ইঁহারা দুই ফিরিশ্‌তা, মানুষের সংগে সংগে থাকেন। ডানে যিনি আছেন তিনি পুণ্যের এবং বামে যিনি আছেন তিনি পাপের কর্ম লিপিবদ্ধ করেন। দ্র. ৮২ ঃ ১০-১২ আয়াত।

১৬৩০। চালক ও সাক্ষী তাঁহারা দুইজন ফিরিশ্‌তা।

১৬৩১। 'আদেশ করা হইবে' কথাটি এ স্থলে উহ্য রহিয়াছে।

২৫। কল্যাণকর কাজে প্রবল বাধাদানকারী, সীমালংঘনকারী ও সন্দেহ পোষণকারী।

٢٥- مَّنَّاعٍ لِّلْخَيْرِ مُعْتَدٍ مُّرِيبٍ ۙ

২৬। যে ব্যক্তি আল্লাহ্র সঙ্গে অন্য ইলাহ্ গ্রহণ করিত তাহাকে কঠিন শাস্তিতে নিক্ষেপ কর।

٢٦- الَّذِي جَعَلَ مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ فَأَلْقِيَاهُ فِي الْعَذَابِ الشَّدِيدِ ○

২৭। তাহার সহচর শয়তান বলিবে, 'হে আমাদের প্রতিপালক! আমি তাহাকে অবাধ্য করি নাই। বস্তুত সেই ছিল ঘোর বিভ্রান্ত।

٢٧- قَالَ قَرِينُهُ رَبَّنَا مَا أَطْغَيْتُهُ وَلَٰكِن كَانَ فِي ضَلَالٍ بَعِيدٍ ○

২৮। আল্লাহ্ বলিবেন, 'আমার সম্মুখে বাক-বিতণ্ডা করিও না; তোমাদিগকে আমি তো পূর্বেই সতর্ক করিয়াছি।

٢٨- قَالَ لَا تَخْتَصِمُوا لَدَيَّ وَقَدْ قَدَّمْتُ إِلَيْكُم بِالْوَعِيدِ ○

২৯। 'আমার কথার রদবদল হয় না এবং আমি আমার বান্দাদের প্রতি কোন অবিচার করি না।'

٢٩- مَا يُبَدَّلُ الْقَوْلُ لَدَيَّ وَمَا أَنَا بِظَلَّامٍ لِّلْعَبِيدِ ۟ ع

[৩]

৩০। সেই দিন আমি জাহান্নামকে জিজ্ঞাসা করিব, 'তুমি কি পূর্ণ হইয়া গিয়াছ?' জাহান্নাম বলিবে, 'আরও আছে কি?'

٣٠- يَوْمَ نَقُولُ لِجَهَنَّمَ هَلِ امْتَلَأْتِ وَتَقُولُ هَلْ مِن مَّزِيدٍ ○

৩১। আর জান্নাতকে নিকটস্থ করা হইবে মুত্তাকীদের—কোন দূরত্ব থাকিবে না।

٣١- وَأُزْلِفَتِ الْجَنَّةُ لِلْمُتَّقِينَ غَيْرَ بَعِيدٍ ○

৩২। ইহারই প্রতিশ্রুতি তোমাদিগকে দেওয়া হইয়াছিল—প্রত্যেক আল্লাহ্-অভিমুখী, হিফাযতকারীর[১৫৩২] জন্য—

٣٢- هَٰذَا مَا تُوعَدُونَ لِكُلِّ أَوَّابٍ حَفِيظٍ ۚ

৩৩। যাহারা না দেখিয়া দয়াময় আল্লাহ্কে ভয় করে এবং বিনীত চিত্তে উপস্থিত হয়—

٣٣- مَّنْ خَشِيَ الرَّحْمَٰنَ بِالْغَيْبِ وَجَاءَ بِقَلْبٍ مُّنِيبٍ ۙ

১৫৩২। গুনাহ্ হইতে নিজেকে রক্ষাকারী।

٣٤- ادْخُلُوهَا بِسَلَامٍ ۖ ذَٰلِكَ يَوْمُ الْخُلُودِ ○

৩৪। তাহাদিগকে বলা হইবে, 'শান্তির সহিত তোমরা উহাতে প্রবেশ কর; ইহা অনন্ত জীবনের দিন।'

٣٥- لَهُم مَّا يَشَاءُونَ فِيهَا وَلَدَيْنَا مَزِيدٌ ○

৩৫। এখানে তাহারা যাহা কামনা করিবে তাহাই পাইবে এবং আমার নিকট রহিয়াছে তাহারও অধিক।

٣٦- وَكَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُم مِّن قَرْنٍ هُمْ أَشَدُّ مِنْهُم بَطْشًا فَنَقَّبُوا فِي الْبِلَادِ ۖ هَلْ مِن مَّحِيصٍ ○

৩৬। আমি তাহাদের পূর্বে আরও কত মানবগোষ্ঠীকে ধ্বংস করিয়াছি যাহারা ছিল উহাদের অপেক্ষা শক্তিতে প্রবল, উহারা দেশে দেশে ঘুরিয়া বেড়াইত; উহাদের কোন পলায়নস্থল রহিল কি?

٣٧- إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَذِكْرَىٰ لِمَن كَانَ لَهُ قَلْبٌ أَوْ أَلْقَى السَّمْعَ وَهُوَ شَهِيدٌ ○

৩৭। ইহাতে উপদেশ রহিয়াছে তাহার জন্য যাহার আছে অন্তঃকরণ[১৬৩৩] অথবা যে শ্রবণ করে নিবিষ্ট চিত্তে।

٣٨- وَلَقَدْ خَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ وَمَا مَسَّنَا مِن لُّغُوبٍ ○

৩৮। আমি আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবী এবং উহাদের অন্তর্বর্তী সমস্ত কিছু সৃষ্টি করিয়াছি ছয় দিনে;[১৬৩৪] আমাকে কোন ক্লান্তি স্পর্শ করে নাই।

٣٩- فَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا يَقُولُونَ وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَقَبْلَ الْغُرُوبِ ○

৩৯। অতএব উহারা যাহা বলে তাহাতে তুমি ধৈর্য ধারণ কর এবং তোমার প্রতিপালকের সপ্রশংস পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা কর সূর্যোদয়ের পূর্বে ও সূর্যাস্তের পূর্বে,

১৬৩৩। যাহার আছে বোধশক্তি সম্পন্ন, বিশুদ্ধ ও বিনীত অন্তকরণ। দ্র. ২৬ ঃ ৮৯; ৩৭ ঃ ৮৪ ও ৫০ ঃ ৩৩ আয়াতসমূহ।

১৬৩৪। দ্র. ৭ ঃ ৫৪; ১০ ঃ ৩; ১১ ঃ ৭ ও ৫৭ ঃ ৪ আয়াতসমূহ।

٤٠- وَمِنَ الَّيْلِ فَسَبِّحْهُ وَاَدْبَارَ السُّجُوْدِ ○

৪০। তাঁহার পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা কর রাত্রির একাংশে এবং সালাতের পরেও।[১৬৩৫]

٤١- وَاسْتَمِعْ يَوْمَ يُنَادِ الْمُنَادِ مِنْ مَّكَانٍ قَرِيْبٍ ○

৪১। শোন, যেদিন এক ঘোষণাকারী নিকটবর্তী স্থান হইতে আহ্বান করিবে,[১৬৩৬]

٤٢- يَّوْمَ يَسْمَعُوْنَ الصَّيْحَةَ بِالْحَقِّ ؕ ذٰلِكَ يَوْمُ الْخُرُوْجِ ○

৪২। যেদিন মানুষ অবশ্যই শুনিতে পাইবে মহানাদ, সেই দিনই বাহির হইবার দিন।[১৬৩৭]

٤٣- اِنَّا نَحْنُ نُحْيٖ وَنُمِيْتُ وَاِلَيْنَا الْمَصِيْرُ ○

৪৩। আমিই জীবন দান করি, মৃত্যু ঘটাই এবং সকলের প্রত্যাবর্তন আমারই দিকে।

٤٤- يَوْمَ تَشَقَّقُ الْاَرْضُ عَنْهُمْ سِرَاعًا ؕ ذٰلِكَ حَشْرٌ عَلَيْنَا يَسِيْرٌ ○

৪৪। যেদিন তাহাদের উপরস্থ যমীন বিদীর্ণ হইবে এবং মানুষ ত্রস্ত-ব্যস্ত হইয়া ছুটাছুটি করিবে, এই সমবেত সমাবেশকরণ আমার জন্য সহজ।

٤٥ نَحْنُ اَعْلَمُ بِمَا يَقُوْلُوْنَ وَمَاۤ اَنْتَ عَلَيْهِمْ بِجَبَّارٍ ۫ فَذَكِّرْ بِالْقُرْاٰنِ مَنْ يَّخَافُ وَعِيْدِ ○

৪৫। উহারা যাহা বলে তাহা আমি জানি, তুমি উহাদের উপর জবরদস্তিকারী নহ; সুতরাং যে আমার শাস্তিকে ভয় করে তাহাকে উপদেশ দান কর কুরআনের সাহায্যে।

১৬৩৫। সিজ্‌দা সালাতের একটি রুক্‌ন। সিজ্‌দা দ্বারা এখানে সালাত বুঝান হইয়াছে।
১৬৩৬। সেই ঘোষণা সকলেই শুনিতে পাইবে। প্রত্যেকের মনে হইবে অতি নিকট হইতে কেহ ঘোষণা করিতেছে।
১৬৩৭। অর্থাৎ কবর হইতে বাহির হইবার।

৫১- সূরা যারিয়াত

৬০ আয়াত, ৩ রুকূ', মক্কী

।। দয়াময়, পরম দয়ালু আল্লাহ্‌র নামে ।।

১। শপথ ধূলিঝঞ্ঝার,

١- وَالذّٰرِيٰتِ ذَرْوًا ۙ

২। শপথ বোঝাবহনকারী মেঘপুঞ্জের,

٢- فَالْحٰمِلٰتِ وِقْرًا ۙ

৩। শপথ স্বচ্ছন্দগতি নৌযানের,

٣- فَالْجٰرِيٰتِ يُسْرًا ۙ

৪। শপথ কর্মবণ্টনকারী ফিরিশ্‌তাগণের—

٤- فَالْمُقَسِّمٰتِ اَمْرًا ۙ

৫। তোমাদিগকে প্রদত্ত প্রতিশ্রুতি অবশ্যই সত্য।

٥- اِنَّمَا تُوْعَدُوْنَ لَصَادِقٌ ۙ

৬। কর্মফল দিবস অবশ্যম্ভাবী।

٦- وَّ اِنَّ الدِّيْنَ لَوَاقِعٌ ؕ

৭। শপথ বহু পথবিশিষ্ট আকাশের,

٧- وَالسَّمَآءِ ذَاتِ الْحُبُكِ ۙ

৮। তোমরা তো পরস্পরবিরোধী কথায় লিপ্ত।

٨- اِنَّكُمْ لَفِيْ قَوْلٍ مُّخْتَلِفٍ ۙ

৯। যে ব্যক্তি সত্যভ্রষ্ট সেই উহা[১৬৩৮] পরিত্যাগ করে,

٩- يُّؤْفَكُ عَنْهُ مَنْ اُفِكَ ؕ

১০। অভিশপ্ত হউক মিথ্যাচারীরা,

١٠- قُتِلَ الْخَرّٰصُوْنَ ۙ

১১। যাহারা অজ্ঞ ও উদাসীন!

١١- الَّذِيْنَ هُمْ فِيْ غَمْرَةٍ سَاهُوْنَ ۙ

১২। উহারা জিজ্ঞাসা করে,[১৬৩৯] 'কর্মফল দিবস কবে হইবে?'

١٢- يَسْـَٔلُوْنَ اَيَّانَ يَوْمُ الدِّيْنِ ؕ

১৩। বল, 'সেই দিন যখন উহাদিগকে শাস্তি দেওয়া হইবে অগ্নিতে।'
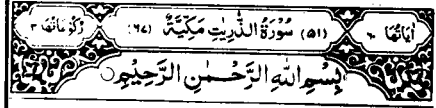
١٣- يَوْمَ هُمْ عَلَى النَّارِ يُفْتَنُوْنَ ۝

১৬৩৮। এ স্থলে ه সর্বনাম দ্বারা 'কুরআন' বা কর্মফল দিবস বুঝায়।
১৬৩৯। পরিহাসভরে উহারা জিজ্ঞাসা করে।

Contents

١٤- ذُوْقُوْا فِتْنَتَكُمْ ۖ هٰذَا الَّذِيْ كُنْتُمْ بِهٖ تَسْتَعْجِلُوْنَ ۝

১৪। 'তোমরা তোমাদের শাস্তি আস্বাদন কর, তোমরা এই শাস্তিই ত্বরান্বিত করিতে চাহিয়াছিলে।'

١٥- اِنَّ الْمُتَّقِيْنَ فِيْ جَنّٰتٍ وَّعُيُوْنٍ ۝

১৫। সেদিন নিশ্চয় মুত্তাকীরা থাকিবে প্রস্রবণ বিশিষ্ট জান্নাতে,

١٦- اٰخِذِيْنَ مَآ اٰتٰىهُمْ رَبُّهُمْ ۖ اِنَّهُمْ كَانُوْا قَبْلَ ذٰلِكَ مُحْسِنِيْنَ ۝

১৬। উপভোগ করিবে তাহা যাহা তাহাদের প্রতিপালক তাহাদিগকে দিবেন; কারণ পার্থিব জীবনে তাহারা ছিল সৎকর্মপরায়ণ,

١٧- كَانُوْا قَلِيْلًا مِّنَ الَّيْلِ مَا يَهْجَعُوْنَ ۝

১৭। তাহারা রাত্রির সামান্য অংশই অতিবাহিত করিত নিদ্রায়,

١٨- وَبِالْاَسْحَارِ هُمْ يَسْتَغْفِرُوْنَ ۝

১৮। রাত্রির শেষ প্রহরে তাহারা ক্ষমা প্রার্থনা করিত,

١٩- وَفِيْٓ اَمْوَالِهِمْ حَقٌّ لِّلسَّآئِلِ وَالْمَحْرُوْمِ ۝

১৯। এবং তাহাদের ধন-সম্পদে রহিয়াছে অভাবগ্রস্ত ও বঞ্চিতের হক।

٢٠- وَفِي الْاَرْضِ اٰيٰتٌ لِّلْمُوْقِنِيْنَ ۝

২০। নিশ্চিত বিশ্বাসীদের জন্য নিদর্শন রহিয়াছে ধরিত্রীতে

٢١- وَفِيْٓ اَنْفُسِكُمْ ۖ اَفَلَا تُبْصِرُوْنَ ۝

২১। এবং তোমাদের মধ্যেও। তোমরা কি অনুধাবন করিবে না?

٢٢- وَفِي السَّمَآءِ رِزْقُكُمْ وَمَا تُوْعَدُوْنَ ۝

২২। আকাশে রহিয়াছে তোমাদের রিয্ক ও প্রতিশ্রুত সমস্ত কিছু।

٢٣- فَوَرَبِّ السَّمَآءِ وَالْاَرْضِ اِنَّهٗ لَحَقٌّ مِّثْلَ مَآ اَنَّكُمْ تَنْطِقُوْنَ ۝ ع

২৩। আকাশ ও পৃথিবীর প্রতিপালকের শপথ! অবশ্যই তোমাদের বাক্-স্ফূর্তির মতই এই সকল সত্য।

[২]

٢٤- هَلْ اَتٰىكَ حَدِيْثُ ضَيْفِ اِبْرٰهِيْمَ الْمُكْرَمِيْنَ ۝

২৪। তোমার নিকট ইব্রাহীমের সম্মানিত মেহমানদের বৃত্তান্ত আসিয়াছে কি?

২৫। যখন উহারা তাহার নিকট উপস্থিত হইয়া বলিল, 'সালাম।' উত্তরে সে বলিল, 'সালাম'। ইহারা তো অপরিচিত লোক।

٢٥- اِذْ دَخَلُوْا عَلَيْهِ فَقَالُوْا سَلٰمًا ۖ
قَالَ سَلٰمٌ ۚ
قَوْمٌ مُّنْكَرُوْنَ ۝

২৬। অতঃপর ইব্‌রাহীম তাহার স্ত্রীর নিকট গেল এবং একটি মাংসল গো-বৎস ভাজা লইয়া আসিল[১৬৪০]

٢٦- فَرَاغَ اِلٰٓى اَهْلِهٖ
فَجَآءَ بِعِجْلٍ سَمِيْنٍ ۝

২৭। ও তাহাদের সামনে রাখিল এবং বলিল, 'তোমরা খাইতেছ না কেন?'

٢٧- فَقَرَّبَهٗٓ اِلَيْهِمْ قَالَ اَلَا تَاْكُلُوْنَ ۝

২৮। ইহাতে উহাদের সম্পর্কে তাহার মনে ভীতির সঞ্চার হইল। উহারা বলিল, 'ভীত হইও না।' অতঃপর উহারা তাহাকে এক জ্ঞানী পুত্র সন্তানের সুসংবাদ দিল।

٢٨- فَاَوْجَسَ مِنْهُمْ خِيْفَةً ۖ
قَالُوْا لَا تَخَفْ ۖ
وَبَشَّرُوْهُ بِغُلٰمٍ عَلِيْمٍ ۝

২৯। তখন তাহার স্ত্রী চীৎকার করিতে করিতে সম্মুখে আসিল এবং গাল চাপড়াইয়া বলিল, 'এই বৃদ্ধা-বন্ধ্যার সন্তান হইবে?'[১৬৪১]

٢٩- فَاَقْبَلَتِ امْرَاَتُهٗ فِيْ صَرَّةٍ
فَصَكَّتْ وَجْهَهَا وَقَالَتْ عَجُوْزٌ عَقِيْمٌ ۝

৩০। তাহারা বলিল, 'তোমার প্রতিপালক এইরূপই বলিয়াছেন; তিনি প্রজ্ঞাময়, সর্বজ্ঞ।'

٣٠- قَالُوْا كَذٰلِكِ ۙ قَالَ رَبُّكِ ۖ
اِنَّهٗ هُوَ الْحَكِيْمُ الْعَلِيْمُ ۝

১৬৪০। দ্র. ১১ ঃ ৬৯ আয়াত।
১৬৪১। দ্র. ১১ ঃ ৭১-৭৩ আয়াতসমূহ।

সপ্তবিংশতিতম পারা

٣١- قَالَ فَمَا خَطْبُكُمْ أَيُّهَا الْمُرْسَلُونَ ○

৩১। ইব্‌রাহীম বলিল, 'হে ফিরিশ্‌তাগণ! তোমাদের বিশেষ কাজ কী?'

٣٢- قَالُوا إِنَّا أُرْسِلْنَا إِلَىٰ قَوْمٍ مُّجْرِمِينَ ○

৩২। উহারা বলিল, 'আমাদিগকে এক অপরাধী সম্প্রদায়ের[১৬৪২] প্রতি প্রেরণ করা হইয়াছে।

٣٣- لِنُرْسِلَ عَلَيْهِمْ حِجَارَةً مِّن طِينٍ ○

৩৩। 'উহাদের উপর নিক্ষেপ করিবার জন্য মাটির শক্ত ঢেলা,

٣٤- مُّسَوَّمَةً عِندَ رَبِّكَ لِلْمُسْرِفِينَ ○

৩৪। 'যাহা সীমালংঘনকারীদের জন্য চিহ্নিত তোমার প্রতিপালকের নিকট হইতে।'

٣٥- فَأَخْرَجْنَا مَن كَانَ فِيهَا مِنَ الْمُؤْمِنِينَ ○

৩৫। সেথায় যেসব মু'মিন ছিল আমি তাহাদিগকে উদ্ধার করিয়াছিলাম,

٣٦- فَمَا وَجَدْنَا فِيهَا غَيْرَ بَيْتٍ مِّنَ الْمُسْلِمِينَ ○

৩৬। আর সেথায় আমি একটি পরিবার[১৬৪৩] ব্যতীত কোন আত্মসমর্পণকারী পাই নাই।

٣٧- وَتَرَكْنَا فِيهَا آيَةً لِّلَّذِينَ يَخَافُونَ الْعَذَابَ الْأَلِيمَ ○

৩৭। যাহারা মর্মন্তুদ শাস্তিকে ভয় করে আমি তাহাদের জন্য উহাতে একটি নিদর্শন রাখিয়াছি।

٣٨- وَفِي مُوسَىٰ إِذْ أَرْسَلْنَاهُ إِلَىٰ فِرْعَوْنَ بِسُلْطَانٍ مُّبِينٍ ○

৩৮। এবং নিদর্শন রাখিয়াছি মূসার বৃত্তান্তে, যখন আমি তাহাকে স্পষ্ট প্রমাণসহ ফির'আওনের নিকট প্রেরণ করিয়াছিলাম,

٣٩- فَتَوَلَّىٰ بِرُكْنِهِ وَقَالَ سَاحِرٌ أَوْ مَجْنُونٌ ○

৩৯। তখন সে ক্ষমতার দম্ভে মুখ ফিরাইয়া লইল এবং বলিল, 'এই ব্যক্তি হয় এক জাদুকর, না হয় এক উন্মাদ।'

১৬৪২। হযরত লূত (আ)-এর সম্প্রদায়ের নিকট তাঁহারা প্রেরিত হইয়াছিলেন।
১৬৪৩। হযরত লূত (আ)-এর পরিবার।

٤٠- فَاَخَذْنٰهُ وَجُنُوْدَهٗ
فَنَبَذْنٰهُمْ فِي الْيَمِّ وَهُوَ مُلِيْمٌ ۝

৪০। সুতরাং আমি তাহাকে ও তাহার দলবলকে শাস্তি দিলাম এবং উহাদের সমুদ্রে নিক্ষেপ করিলাম, সে তো ছিল তিরস্কারযোগ্য।

٤١- وَفِيْ عَادٍ
اِذْ اَرْسَلْنَا عَلَيْهِمُ الرِّيْحَ الْعَقِيْمَ ۝

৪১। এবং নিদর্শন রহিয়াছে 'আদের ঘটনায়, যখন আমি তাহাদের বিরুদ্ধে প্রেরণ করিয়াছিলাম অকল্যাণকর বায়ু ;

٤٢- مَا تَذَرُ مِنْ شَيْءٍ اَتَتْ عَلَيْهِ
اِلَّا جَعَلَتْهُ كَالرَّمِيْمِ ۝

৪২। ইহা যাহা কিছুর উপর দিয়া বহিয়া গিয়াছিল তাহাকেই চূর্ণ-বিচূর্ণ করিয়া দিয়াছিল,

٤٣- وَفِيْ ثَمُوْدَ اِذْ قِيْلَ لَهُمْ
تَمَتَّعُوْا حَتّٰى حِيْنٍ ۝

৪৩। আরও নিদর্শন রহিয়াছে ছামূদের বৃত্তান্তে, যখন তাহাদিগকে বলা হইয়াছিল, 'ভোগ করিয়া লও স্বল্পকাল।'

٤٤- فَعَتَوْا عَنْ اَمْرِ رَبِّهِمْ
فَاَخَذَتْهُمُ الصّٰعِقَةُ
وَهُمْ يَنْظُرُوْنَ ۝

৪৪। কিন্তু উহারা উহাদের প্রতিপালকের আদেশ অমান্য করিল; ফলে উহাদের প্রতি বজ্রাঘাত হইল এবং উহারা উহা দেখিতেছিল।

٤٥- فَمَا اسْتَطَاعُوْا مِنْ قِيَامٍ
وَّمَا كَانُوْا مُنْتَصِرِيْنَ ۝

৪৫। উহারা উঠিয়া দাঁড়াইতে পারিল না এবং উহা প্রতিরোধ করিতেও পারিল না।

٤٦- وَقَوْمَ نُوْحٍ مِّنْ قَبْلُ ط
اِنَّهُمْ كَانُوْا قَوْمًا فٰسِقِيْنَ ۝ ع

৪৬। আমি ধ্বংস করিয়াছিলাম[১৬৪৪] ইহাদের পূর্বে নূহের সম্প্রদায়কে, উহারা তো ছিল সত্যত্যাগী সম্প্রদায়।

[৩]

٤٧- وَالسَّمَآءَ بَنَيْنٰهَا بِاَيْىدٍ
وَّاِنَّا لَمُوْسِعُوْنَ ۝

৪৭। আমি আকাশ নির্মাণ করিয়াছি আমার ক্ষমতাবলে এবং আমি অবশ্যই মহাসম্প্রসারণকারী।

১৬৪৪। এই স্থলে 'আমি ধ্বংস করিয়াছিলাম' কথাটি উহ্য আছে।

Contents

٤٨- وَالْاَرْضَ فَرَشْنٰهَا فَنِعْمَ الْمٰهِدُوْنَ ○

৪৮। আর ভূমি, আমি উহাকে বিছাইয়া দিয়াছি, আমি কত সুন্দর প্রসারণকারী।

٤٩- وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُوْنَ ○

৪৯। আর প্রত্যেক বস্তু আমি সৃষ্টি করিয়াছি জোড়ায় জোড়ায়, যাহাতে তোমরা উপদেশ গ্রহণ কর।

٥٠- فَفِرُّوْٓا اِلَى اللّٰهِ ۗ اِنِّيْ لَكُمْ مِّنْهُ نَذِيْرٌ مُّبِيْنٌ ۚ○

৫০। অতএব তোমরা আল্লাহ্‌র দিকে ধাবিত হও, আমি তোমাদের প্রতি আল্লাহ্ প্রেরিত স্পষ্ট সতর্ককারী।

٥١- وَلَا تَجْعَلُوْا مَعَ اللّٰهِ اِلٰهًا اٰخَرَ ۗ اِنِّيْ لَكُمْ مِّنْهُ نَذِيْرٌ مُّبِيْنٌ ۚ○

৫১। তোমরা আল্লাহ্‌র সংগে কোন ইলাহ্ স্থির করিও না; আমি তোমাদের প্রতি আল্লাহ্ প্রেরিত স্পষ্ট সতর্ককারী।

٥٢- كَذٰلِكَ مَآ اَتَى الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِهِمْ مِّنْ رَّسُوْلٍ اِلَّا قَالُوْا سَاحِرٌ اَوْ مَجْنُوْنٌ ۚ○

৫২। এইভাবে উহাদের পূর্ববর্তীদের নিকট যখনই কোন রাসূল আসিয়াছে উহারা তাহাকে বলিয়াছে, 'তুমি তো এক জাদুকর, না হয় এক উন্মাদ!'

٥٣- اَتَوَاصَوْا بِهٖ ۚ بَلْ هُمْ قَوْمٌ طَاغُوْنَ ۚ○

৫৩। উহারা কি একে অপরকে এই যন্ত্রণাই দিয়া আসিয়াছে? বস্তুত উহারা সীমালংঘনকারী সম্প্রদায়।

٥٤- فَتَوَلَّ عَنْهُمْ فَمَآ اَنْتَ بِمَلُوْمٍ ۫○

৫৪। অতএব তুমি উহাদিগকে উপেক্ষা কর, ইহাতে তুমি অভিযুক্ত হইবে না।

٥٥- وَّذَكِّرْ فَاِنَّ الذِّكْرٰى تَنْفَعُ الْمُؤْمِنِيْنَ ○

৫৫। তুমি উপদেশ দিতে থাক, কারণ উপদেশ মু'মিনদেরই উপকারে আসে।

٥٦- وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْاِنْسَ اِلَّا لِيَعْبُدُوْنِ ○

৫৬। আমি সৃষ্টি করিয়াছি জিন্ন এবং মানুষকে এইজন্য যে, তাহারা আমারই 'ইবাদত করিবে।

٥٧- مَآ اُرِيْدُ مِنْهُمْ مِّنْ رِّزْقٍ وَّمَآ اُرِيْدُ اَنْ يُّطْعِمُوْنِ ○

৫৭। আমি উহাদের নিকট হইতে জীবিকা চাহি না এবং ইহাও চাহি না যে, উহারা আমার আহার্য যোগাইবে।

Contents

٥٨- اِنَّ اللّٰهَ هُوَ الرَّزَّاقُ ذُو الْقُوَّةِ الْمَتِيْنُ ○

৫৮। আল্লাহ্ই তো রিয্ক দান করেন এবং তিনি প্রবল, পরাক্রান্ত।

٥٩- فَاِنَّ لِلَّذِيْنَ ظَلَمُوْا ذَنُوْبًا مِّثْلَ ذَنُوْبِ اَصْحٰبِهِمْ فَلَا يَسْتَعْجِلُوْنَ ○

৫৯। যালিমদের প্রাপ্য তাহাই যাহা অতীতে উহাদের সমমতাবলম্বীরা ভোগ করিয়াছে। সুতরাং উহারা ইহার জন্য আমার নিকট যেন ত্বরা না করে।

٦٠- فَوَيْلٌ لِّلَّذِيْنَ كَفَرُوْا مِنْ يَّوْمِهِمُ الَّذِيْ يُوْعَدُوْنَ ○

৬০। কাফিরদের জন্য দুর্ভোগ তাহাদের সেই দিনের, যেই দিনের বিষয়ে উহাদিগকে সতর্ক করা হইয়াছে।

৫২-সূরা তূর

৪৯ আয়াত, ২ রুকূ', মক্কী

।। দয়াময়, পরম দয়ালু আল্লাহ্র নামে ।।

١- وَالطُّوْرِ ○

১। শপথ তূর পর্বতের,

٢- وَكِتٰبٍ مَّسْطُوْرٍ ○

২। শপথ কিতাবের, যাহা লিখিত আছে

٣- فِيْ رَقٍّ مَّنْشُوْرٍ ○

৩। উন্মুক্ত পত্রে;

٤- وَّالْبَيْتِ الْمَعْمُوْرِ ○

৪। শপথ বায়তুল মা'মূরের[১৬৪৫],

٥- وَالسَّقْفِ الْمَرْفُوْعِ ○

৫। শপথ সমুন্নত আকাশের,

٦- وَالْبَحْرِ الْمَسْجُوْرِ ○

৬। এবং শপথ উদ্বেলিত সমুদ্রের—

٧- اِنَّ عَذَابَ رَبِّكَ لَوَاقِعٌ ○

৭। তোমার প্রতিপালকের শাস্তি তো অবশ্যম্ভাবী,
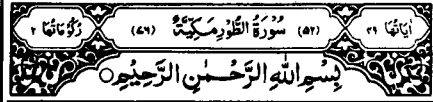
১৬৪৫। বায়তুল মা'মূরের শাব্দিক অর্থ 'এমন গৃহ যেখানে সর্বদা জনসমাগম হয়।' কেহ কেহ মনে করেন, ইহা দ্বারা ফিরিশ্তাদের 'ইবাদত করিবার স্থান বুঝায়।-জালালায়ন, কুরতুবী ইত্যাদি

Contents

৮- مَا لَهُ مِنْ دَافِعٍ ۝

৮। ইহার নিবারণকারী কেহ নাই।

৯- يَوْمَ تَمُورُ السَّمَاءُ مَوْرًا ۝

৯। যেদিন আকাশ আন্দোলিত হইবে প্রবলভাবে

১০- وَتَسِيرُ الْجِبَالُ سَيْرًا ۝

১০। এবং পর্বত চলিবে দ্রুত;

১১- فَوَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِلْمُكَذِّبِينَ ۝

১১। দুর্ভোগ সেই দিন সত্য অস্বীকারকারীদের,

১২- الَّذِينَ هُمْ فِي خَوْضٍ يَلْعَبُونَ ۝

১২। যাহারা ক্রীড়াচ্ছলে অসার কার্যকলাপে লিপ্ত থাকে।

১৩- يَوْمَ يُدَعُّونَ إِلَىٰ نَارِ جَهَنَّمَ دَعًّا ۝

১৩। যেদিন উহাদিগকে ধাক্কা মারিতে মারিতে লইয়া যাওয়া হইবে জাহান্নামের অগ্নির দিকে১৬৪৬

১৪- هَٰذِهِ النَّارُ الَّتِي كُنْتُمْ بِهَا تُكَذِّبُونَ ۝

১৪। 'ইহাই সেই অগ্নি যাহাকে তোমরা মিথ্যা মনে করিতে।'

১৫- أَفَسِحْرٌ هَٰذَا أَمْ أَنْتُمْ لَا تُبْصِرُونَ ۝

১৫। ইহা কি জাদু? না কি তোমরা দেখিতে পাইতেছ না?

১৬- اصْلَوْهَا فَاصْبِرُوا أَوْ لَا تَصْبِرُوا ۚ سَوَاءٌ عَلَيْكُمْ ۖ إِنَّمَا تُجْزَوْنَ مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ۝

১৬। তোমরা ইহাতে প্রবেশ কর, অতঃপর তোমরা ধৈর্য ধারণ কর অথবা ধৈর্য ধারণ না কর, উভয়ই তোমাদের জন্য সমান। তোমরা যাহা করিতে তাহারই প্রতিফল তোমাদিগকে দেওয়া হইতেছে।

১৭- إِنَّ الْمُتَّقِينَ فِي جَنَّاتٍ وَنَعِيمٍ ۝

১৭। মুত্তাকীরা তো থাকিবে জান্নাতে ও আরাম-আয়েশে,

১৮- فَاكِهِينَ بِمَا آتَاهُمْ رَبُّهُمْ ۚ وَوَقَاهُمْ رَبُّهُمْ عَذَابَ الْجَحِيمِ ۝

১৮। তাহাদের প্রতিপালক তাহাদিগকে যাহা দিবেন তাহারা তাহা উপভোগ করিবে এবং তাহাদের রব তাহাদিগকে রক্ষা করিবেন জাহান্নামের 'আযাব হইতে,

১৬৪৬। সেই দিন তাহাদিগকে বলা হইবে ইহাই.....।

Contents

১৯- كُلُوا وَاشْرَبُوا هَنِيٓـًٔا بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ○

১৯। 'তোমরা যাহা করিতে তাহার প্রতিফল স্বরূপ তোমরা তৃপ্তির সহিত পানাহার করিতে থাক।'

২০- مُتَّكِـِٔينَ عَلٰى سُرُرٍ مَّصْفُوفَةٍ ۚ وَزَوَّجْنٰهُمْ بِحُورٍ عِينٍ ○

২০। তাহারা বসিবে শ্রেণীবদ্ধভাবে সজ্জিত আসনে হেলান দিয়া; আমি তাহাদের মিলন ঘটাইব আয়তলোচনা হূরের সংগে;

২১- وَالَّذِينَ اٰمَنُوا وَاتَّبَعَتْهُمْ ذُرِّيَّتُهُمْ بِاِيْمَانٍ اَلْحَقْنَا بِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَمَآ اَلَتْنٰهُمْ مِّنْ عَمَلِهِمْ مِّنْ شَيْءٍ ۚ كُلُّ امْرِئٍۢ بِمَا كَسَبَ رَهِينٌ ○

২১। এবং যাহারা ঈমান আনে আর তাহাদের সন্তান-সন্ততি ঈমানে তাহাদের অনুগামী হয়, তাহাদের সহিত মিলিত করিব তাহাদের সন্তান-সন্ততিকে এবং তাহাদের কর্মফল আমি কিছুমাত্র হ্রাস করিব না; প্রত্যেক ব্যক্তি নিজ কৃতকর্মের জন্য দায়ী।

২২- وَاَمْدَدْنٰهُمْ بِفَاكِهَةٍ وَّلَحْمٍ مِّمَّا يَشْتَهُونَ ○

২২। আমি তাহাদিগকে দিব ফলমূল এবং গোশ্‌ত যাহা তাহারা পসন্দ করে।

২৩- يَتَنَازَعُونَ فِيهَا كَاْسًا لَّا لَغْوٌ فِيهَا وَلَا تَاْثِيمٌ ○

২৩। সেথায় তাহারা পরস্পরের মধ্যে আদান-প্রদান করিতে থাকিবে পানপাত্র, যাহা হইতে পান করিলে কেহ অসার কথা বলিবে না এবং পাপ কর্মেও লিপ্ত হইবে না।

২৪- وَيَطُوفُ عَلَيْهِمْ غِلْمَانٌ لَّهُمْ كَاَنَّهُمْ لُؤْلُؤٌ مَّكْنُونٌ ○

২৪। তাহাদের সেবায় নিয়োজিত থাকিবে কিশোরেরা, সুরক্ষিত মুক্তাসদৃশ।

২৫- وَاَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلٰى بَعْضٍ يَّتَسَآءَلُونَ ○

২৫। তাহারা একে অপরের দিকে ফিরিয়া জিজ্ঞাসা করিবে,

২৬- قَالُوٓا اِنَّا كُنَّا قَبْلُ فِيٓ اَهْلِنَا مُشْفِقِينَ ○

২৬। এবং বলিবে, 'পূর্বে আমরা পরিবার-পরিজনের মধ্যে[১৬৪৭] শঙ্কিত অবস্থায় ছিলাম।

১৬৪৭। পার্থিব জীবনে অর্থাৎ দুনিয়ায় সর্বদা।

২৭। 'অতঃপর আমাদের প্রতি আল্লাহ্ অনুগ্রহ করিয়াছেন এবং আমাদিগকে অগ্নিশাস্তি হইতে রক্ষা করিয়াছেন।

٢٧- فَمَنَّ اللّٰهُ عَلَيْنَا وَ وَقٰىنَا عَذَابَ السَّمُوْمِ ۝

২৮। 'আমরা পূর্বেও আল্লাহ্‌কে আহ্বান করিতাম, তিনি তো কৃপাময়, পরম দয়ালু।'

٢٨- اِنَّا كُنَّا مِنْ قَبْلُ نَدْعُوْهُ ؕ اِنَّهٗ هُوَ الْبَرُّ الرَّحِيْمُ ۝

[২]

২৯। অতএব তুমি উপদেশ দান করিতে থাক, তোমার প্রতিপালকের অনুগ্রহে তুমি গণক নহ, উন্মাদও নহ।

٢٩- فَذَكِّرْ فَمَآ اَنْتَ بِنِعْمَتِ رَبِّكَ بِكَاهِنٍ وَّلَا مَجْنُوْنٍ ۝

৩০। উহারা কি বলিতে চাহে সে একজন কবি? আমরা তাহার মৃত্যুর প্রতীক্ষা করিতেছি।'

٣٠- اَمْ يَقُوْلُوْنَ شَاعِرٌ نَّتَرَبَّصُ بِهٖ رَيْبَ الْمَنُوْنِ ۝

৩১। বল, 'তোমরা প্রতীক্ষা কর, আমিও তোমাদের সহিত প্রতীক্ষা করিতেছি।'

٣١- قُلْ تَرَبَّصُوْا فَاِنِّيْ مَعَكُمْ مِّنَ الْمُتَرَبِّصِيْنَ ۝

৩২। তবে কি উহাদের বুদ্ধি উহাদিগকে এই বিষয়ে প্ররোচিত করে, না উহারা এক সীমালংঘনকারী সম্প্রদায়?

٣٢- اَمْ تَاْمُرُهُمْ اَحْلَامُهُمْ بِهٰذَآ اَمْ هُمْ قَوْمٌ طَاغُوْنَ ۝

৩৩। উহারা কি বলে, 'এই কুরআন তাহার নিজের রচনা?' বরং উহারা অবিশ্বাসী।

٣٣- اَمْ يَقُوْلُوْنَ تَقَوَّلَهٗ ۚ بَلْ لَّا يُؤْمِنُوْنَ ۝

৩৪। উহারা যদি সত্যবাদী হয় তবে ইহার সদৃশ কোন রচনা উপস্থিত করুক না!

٣٤- فَلْيَاْتُوْا بِحَدِيْثٍ مِّثْلِهٖٓ اِنْ كَانُوْا صٰدِقِيْنَ ۝

৩৫। উহারা কি স্রষ্টা ব্যতীত সৃষ্টি হইয়াছে, না উহারা নিজেরাই স্রষ্টা?

٣٥- اَمْ خُلِقُوْا مِنْ غَيْرِ شَيْءٍ اَمْ هُمُ الْخٰلِقُوْنَ ۝

৩৬। না কি উহারা আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবী সৃষ্টি করিয়াছে? বরং উহারা তো অবিশ্বাসী।

٣٦- اَمْ خَلَقُوا السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ ۚ بَلْ لَّا يُوْقِنُوْنَ ۝

Contents

٣٧- اَمْ عِنْدَهُمْ خَزَآئِنُ رَبِّكَ اَمْ هُمُ الْمُصَيْطِرُوْنَ ۝

৩৭। তোমার প্রতিপালকের ভাণ্ডার কি উহাদের নিকট রহিয়াছে, না উহারা এই সমুদয়ের নিয়ন্তা?

٣٨- اَمْ لَهُمْ سُلَّمٌ يَّسْتَمِعُوْنَ فِيْهِ ۚ فَلْيَأْتِ مُسْتَمِعُهُمْ بِسُلْطٰنٍ مُّبِيْنٍ ۝

৩৮। না কি উহাদের কোন সিঁড়ি আছে যাহাতে আরোহণ করিয়া[১৬৪৮] উহারা শ্রবণ করে? থাকিলে উহাদের সেই শ্রোতা সুস্পষ্ট প্রমাণ উপস্থিত করুক।

٣٩- اَمْ لَهُ الْبَنٰتُ وَلَكُمُ الْبَنُوْنَ ۝

৩৯। তবে কি কন্যা সন্তান তাঁহার জন্য এবং পুত্র সন্তান তোমাদের জন্য?

٤٠- اَمْ تَسْـَٔلُهُمْ اَجْرًا فَهُمْ مِّنْ مَّغْرَمٍ مُّثْقَلُوْنَ ۝

৪০। তবে কি তুমি উহাদের নিকট পারিশ্রমিক চাহিতেছ যে, উহারা ইহাকে একটি দুর্বহ বোঝা মনে করে?

٤١- اَمْ عِنْدَهُمُ الْغَيْبُ فَهُمْ يَكْتُبُوْنَ ۝

৪১। না কি অদৃশ্য বিষয়ে উহাদের কোন জ্ঞান আছে যে, উহারা এই বিষয়ে কিছু লিখে?

٤٢- اَمْ يُرِيْدُوْنَ كَيْدًا ۚ فَالَّذِيْنَ كَفَرُوْا هُمُ الْمَكِيْدُوْنَ ۝

৪২। অথবা উহারা কি কোন ষড়যন্ত্র করিতে চাহে? পরিণামে কাফিররাই হইবে ষড়যন্ত্রের শিকার।

٤٣- اَمْ لَهُمْ اِلٰهٌ غَيْرُ اللّٰهِ ۚ سُبْحٰنَ اللّٰهِ عَمَّا يُشْرِكُوْنَ ۝

৪৩। না কি আল্লাহ্ ব্যতীত উহাদের অন্য কোন ইলাহ্ আছে? উহারা যাহাকে শরীক স্থির করে আল্লাহ্ তাহা হইতে পবিত্র!

٤٤- وَاِنْ يَّرَوْا كِسْفًا مِّنَ السَّمَآءِ سَاقِطًا يَّقُوْلُوْا سَحَابٌ مَّرْكُوْمٌ ۝

৪৪। উহারা আকাশের কোন খণ্ড ভাঙ্গিয়া পড়িতে দেখিলে বলিবে, 'ইহা তো এক পুঞ্জীভূত মেঘ।'

১৬৪৮। এই স্থলে 'যাহাতে আরোহণ করিয়া' কথাটি উহ্য আছে।

٤٥-فَذَرْهُمْ حَتّٰى يُلٰقُوْا يَوْمَهُمُ الَّذِىْ فِيْهِ يُصْعَقُوْنَ ۝

৪৫। উহাদের উপেক্ষা করিয়া চল সেই দিন পর্যন্ত যেদিন উহারা বজ্রাঘাতে হতচেতন হইবে।

٤٦-يَوْمَ لَا يُغْنِىْ عَنْهُمْ كَيْدُهُمْ شَيْـًٔا وَّلَا هُمْ يُنْصَرُوْنَ ۝

৪৬। সেদিন উহাদের ষড়যন্ত্র কোন কাজে আসিবে না এবং উহাদিগকে সাহায্যও করা হইবে না।

٤٧-وَاِنَّ لِلَّذِيْنَ ظَلَمُوْا عَذَابًا دُوْنَ ذٰلِكَ وَلٰكِنَّ اَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُوْنَ ۝

৪৭। ইহা ছাড়া আরও শাস্তি রহিয়াছে যালিমদের জন্য। কিন্তু উহাদের অধিকাংশই তাহা জানে না।

٤٨-وَاصْبِرْ لِحُكْمِ رَبِّكَ فَاِنَّكَ بِاَعْيُنِنَا وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ حِيْنَ تَقُوْمُ ۝

৪৮। ধৈর্য ধারণ কর তোমার প্রতিপালকের নির্দেশের অপেক্ষায়; তুমি আমার চক্ষুর সামনেই রহিয়াছ। তুমি তোমার প্রতিপালকের সপ্রশংস পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা কর যখন তুমি শয্যা ত্যাগ কর,

٤٩-وَمِنَ الَّيْلِ فَسَبِّحْهُ وَاِدْبَارَ النُّجُوْمِ ۝ ع

৪৯। এবং তাঁহার পবিত্রতা ঘোষণা কর রাত্রিকালে ও তারকার অস্তগমনের পর।

৫৩-সূরা নাজ্ম

৬২ আয়াত, ৩ রুকূ‘, মক্কী

।। দয়াময়, পরম দয়ালু আল্লাহ্‌র নামে ।।

١-وَالنَّجْمِ اِذَا هَوٰى ۙ

১। শপথ নক্ষত্রের, যখন উহা হয় অস্তমিত,

٢-مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوٰى ۚ

২। তোমাদের সংগী বিভ্রান্ত নয়, বিপথগামীও নয়,

٣-وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوٰى ۗ

৩। এবং সে মনগড়া কথাও বলে না।

٤-اِنْ هُوَ اِلَّا وَحْيٌ يُّوْحٰى ۙ

৪। ইহা[১৬৪৯] তো ওহী, যাহা তাহার প্রতি প্রত্যাদেশ হয়,

٥-عَلَّمَهٗ شَدِيْدُ الْقُوٰى ۙ

৫। তাহাকে শিক্ষা দান করে শক্তিশালী,[১৬৫০]

٦-ذُوْ مِرَّةٍ ؕ فَاسْتَوٰى ۙ

৬। প্রজ্ঞাসম্পন্ন,[১৬৫১] সে নিজ আকৃতিতে স্থির হইয়াছিল,

٧-وَهُوَ بِالْاُفُقِ الْاَعْلٰى ۗ

৭। তখন সে ঊর্ধ্বদিগন্তে,[১৬৫২]

٨-ثُمَّ دَنَا فَتَدَلّٰى ۙ

৮। অতঃপর সে তাহার নিকটবর্তী হইল, অতি নিকটবর্তী,

٩-فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ اَوْ اَدْنٰى ۚ

৯। ফলে তাহাদের মধ্যে দুই ধনুকের ব্যবধান রহিল[১৬৫৩] অথবা উহারও কম।

١٠-فَاَوْحٰى اِلٰى عَبْدِهٖ مَا اَوْحٰى ۗ

১০। তখন আল্লাহ্ তাঁহার বান্দার প্রতি যাহা ওহী করিবার তাহা ওহী করিলেন।
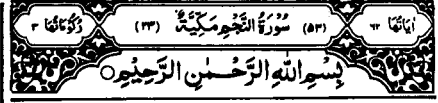
১৬৪৯। ইহা অর্থাৎ কুরআন।

১৬৫০। شديد القوى দ্বারা জিব্‌রাঈলকে বুঝাইতেছে।—কাশশাফ, জালালায়ন

১৬৫১। ذو مرة প্রকৃতিগতভাবে শক্তিশালী, আকৃতিতে অপরূপ সুন্দর, জ্ঞান ও বুদ্ধিতে পূর্ণতাপ্রাপ্ত।

১৬৫২। রাসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-এর নুবূওয়াতের প্রথমদিকে জিব্‌রাঈল (আ)-কে তাঁহার পূর্ণ অবয়বে তিনি একবার দর্শন করিয়াছিলেন বলিয়া হাদীছে উল্লেখ আছে।

১৬৫৩। রাসূলুল্লাহ্ (সাঃ) ও জিব্‌রাঈল (আ) উভয়ে একে অন্যের সন্নিকট হইয়াছিলেন, তাহাই এইখানে ব্যক্ত করা হইয়াছে।

Contents

১১। যাহা সে দেখিয়াছে, তাহার অন্তঃকরণ তাহা অস্বীকার করে নাই;	١١- مَا كَذَبَ الْفُؤَادُ مَا رَاٰى ○
১২। সে যাহা দেখিয়াছে তোমরা কি সে বিষয়ে তাহার সংগে বিতর্ক করিবে?	١٢- اَفَتُمٰرُوْنَهٗ عَلٰى مَا يَرٰى ○
১৩। নিশ্চয়ই সে তাহাকে[১৬৫৪] আরেকবার দেখিয়াছিল	١٣- وَلَقَدْ رَاٰهُ نَزْلَةً اُخْرٰى ○
১৪। প্রান্তবর্তী বদরী বৃক্ষের নিকট,	١٤- عِنْدَ سِدْرَةِ الْمُنْتَهٰى ○
১৫। যাহার নিকট অবস্থিত বাসোদ্যান।[১৬৫৫]	١٥- عِنْدَهَا جَنَّةُ الْمَاْوٰى ○
১৬। যখন বৃক্ষটি, যদ্দ্বারা আচ্ছাদিত হইবার তদ্দ্বারা ছিল আচ্ছাদিত,[১৬৫৬]	١٦- اِذْ يَغْشَى السِّدْرَةَ مَا يَغْشٰى ○
১৭। তাহার দৃষ্টি বিভ্রম হয় নাই, দৃষ্টি লক্ষ্যচ্যুতও হয় নাই।	١٧- مَا زَاغَ الْبَصَرُ وَمَا طَغٰى ○
১৮। সে তো তাহার প্রতিপালকের মহান নিদর্শনাবলী দেখিয়াছিল;	١٨- لَقَدْ رَاٰى مِنْ اٰيٰتِ رَبِّهِ الْكُبْرٰى ○
১৯। তোমরা কি ভাবিয়া দেখিয়াছ 'লাত' ও উয্‌যা'[১৬৫৭] সম্বন্ধে	١٩- اَفَرَءَيْتُمُ اللّٰتَ وَالْعُزّٰى ○
২০। এবং তৃতীয় আরেকটি 'মানাত'[১৬৫৭] সম্বন্ধে?	٢٠- وَمَنٰوةَ الثَّالِثَةَ الْاُخْرٰى ○
২১। তবে কি তোমাদের জন্য পুত্র সন্তান এবং আল্লাহ্‌র জন্য কন্যা সন্তান?[১৬৫৭]	٢١- اَلَكُمُ الذَّكَرُ وَلَهُ الْاُنْثٰى ○
২২। এই প্রকার বণ্টন তো অসংগত।	٢٢- تِلْكَ اِذًا قِسْمَةٌ ضِيْزٰى ○

১৬৫৪। রাসূলুল্লাহ্ (সাঃ) দ্বিতীয়বার মি'রাজ-এ জিব্‌রাঈল (আ)-কে দেখিয়াছিলেন তাঁহার পূর্ণ অবয়বে ষষ্ঠ বা সপ্তম আসমানে কুল বৃক্ষের নিকটে।

১৬৫৫। مَاْوٰى অবস্থানের জায়গা। বেহেশ্‌ত মু'মিনদের বাসস্থান—বাগানবাড়ী, তাই উহা বাসোদ্যান।

১৬৫৬। কুল বৃক্ষটি আল্লাহ্‌র নূর দ্বারা আচ্ছাদিত।

১৬৫৭। প্রাচীন আরবের মুশরিকদের তিনটি দেবীর নাম তাহারা ইহাদিগকে আল্লাহ্‌র কন্যা বলিয়া বিশ্বাস করিত।

২৩। এইগুলি কতক নাম মাত্র যাহা তোমাদের পূর্বপুরুষগণ ও তোমরা রাখিয়াছ, যাহার সমর্থনে আল্লাহ্ কোন দলীল প্রেরণ করেন নাই। তাহারা তো অনুমান এবং নিজেদের প্রবৃত্তিরই অনুসরণ করে, অথচ তাহাদের নিকট তাহাদের প্রতিপালকের পথনির্দেশ আসিয়াছে।

٢٣- اِنْ هِيَ اِلَّآ اَسْمَآءٌ سَمَّيْتُمُوْهَآ اَنْتُمْ وَاٰبَآؤُكُمْ مَّآ اَنْزَلَ اللّٰهُ بِهَا مِنْ سُلْطٰنٍ ؕ اِنْ يَّتَّبِعُوْنَ اِلَّا الظَّنَّ وَمَا تَهْوَى الْاَنْفُسُ ۚ وَلَقَدْ جَآءَهُمْ مِّنْ رَّبِّهِمُ الْهُدٰى ۝

২৪। মানুষ যাহা চায় তাহাই কি সে পায়?

٢٤- اَمْ لِلْاِنْسَانِ مَا تَمَنّٰى ۝

২৫। বস্তুত ইহকাল ও পরকাল আল্লাহ্‌রই।

٢٥- فَلِلّٰهِ الْاٰخِرَةُ وَالْاُوْلٰى ۝ ع

[২]

২৬। আকাশে কত ফিরিশতা রহিয়াছে; উহাদের সুপারিশ কিছুমাত্র ফলপ্রসূ হইবে না, তবে আল্লাহ্‌র অনুমতির পর; যাহার জন্য তিনি ইচ্ছা করেন ও যাহার প্রতি তিনি সন্তুষ্ট।

٢٦- وَكَمْ مِّنْ مَّلَكٍ فِي السَّمٰوٰتِ لَا تُغْنِيْ شَفَاعَتُهُمْ شَيْـًٔا اِلَّا مِنْ بَعْدِ اَنْ يَّاْذَنَ اللّٰهُ لِمَنْ يَّشَآءُ وَيَرْضٰى ۝

২৭। যাহারা আখিরাতে বিশ্বাস করে না তাহারাই নারীবাচক নাম দিয়া থাকে ফিরিশ্‌তাদিগকে;

٢٧- اِنَّ الَّذِيْنَ لَا يُؤْمِنُوْنَ بِالْاٰخِرَةِ لَيُسَمُّوْنَ الْمَلٰٓئِكَةَ تَسْمِيَةَ الْاُنْثٰى ۝

২৮। অথচ এই বিষয়ে উহাদের কোন জ্ঞান নাই, উহারা তো কেবল অনুমানেরই অনুসরণ করে; কিন্তু সত্যের মুকাবিলায় অনুমানের কোনই মূল্য নাই।

٢٨- وَمَا لَهُمْ بِهٖ مِنْ عِلْمٍ ؕ اِنْ يَّتَّبِعُوْنَ اِلَّا الظَّنَّ ۚ وَاِنَّ الظَّنَّ لَا يُغْنِيْ مِنَ الْحَقِّ شَيْـًٔا ۝

২৯। অতএব যে আমার স্মরণে বিমুখ তুমি তাহাকে উপেক্ষা করিয়া চল; সে তো কেবল পার্থিব জীবনই কামনা করে।

٢٩- فَاَعْرِضْ عَنْ مَّنْ تَوَلّٰى ۙ عَنْ ذِكْرِنَا وَلَمْ يُرِدْ اِلَّا الْحَيٰوةَ الدُّنْيَا ۝

৩০। উহাদের জ্ঞানের দৌড় এই পর্যন্ত। তোমার প্রতিপালকই ভাল জানেন কে তাঁহার পথ হইতে বিচ্যুত, তিনিই ভাল জানেন কে সৎপথপ্রাপ্ত।

٣٠- ذٰلِكَ مَبْلَغُهُمْ مِّنَ الْعِلْمِ ؕ اِنَّ رَبَّكَ هُوَ اَعْلَمُ بِمَنْ ضَلَّ عَنْ سَبِيْلِهٖ ۙ وَهُوَ اَعْلَمُ بِمَنِ اهْتَدٰى ۝

৩১। আকাশমণ্ডলীতে যাহা কিছু আছে ও পৃথিবীতে যাহা কিছু আছে তাহা আল্লাহ্‌রই। যাহারা মন্দ কর্ম করে তাহাদিগকে তিনি দেন মন্দ ফল এবং যাহারা সৎকর্ম করে তাহাদিগকে দেন উত্তম পুরস্কার।

٣١- وَلِلّٰهِ مَا فِى السَّمٰوٰتِ وَمَا فِى الْاَرْضِ ۙ لِيَجْزِىَ الَّذِيْنَ اَسَآءُوْا بِمَا عَمِلُوْا وَيَجْزِىَ الَّذِيْنَ اَحْسَنُوْا بِالْحُسْنٰى ۚ

৩২। উহারাই বিরত থাকে গুরুতর পাপ ও অশ্লীল কার্য হইতে, ছোটখাট অপরাধ করিলেও। তোমার প্রতিপালকের ক্ষমা অপরিসীম; আল্লাহ্ তোমাদের সম্পর্কে সম্যক অবগত—যখন তিনি তোমাদিগকে সৃষ্টি করিয়াছিলেন মৃত্তিকা হইতে এবং যখন তোমরা মাতৃগর্ভে ভ্রূণরূপে ছিলে। অতএব তোমরা আত্ম-প্রশংসা করিও না, তিনিই সম্যক জানেন মুত্তাকী কে।

٣٢- اَلَّذِيْنَ يَجْتَنِبُوْنَ كَبٰٓئِرَ الْاِثْمِ وَالْفَوَاحِشَ اِلَّا اللَّمَمَ ۭ اِنَّ رَبَّكَ وَاسِعُ الْمَغْفِرَةِ ۭ هُوَ اَعْلَمُ بِكُمْ اِذْ اَنْشَاَكُمْ مِّنَ الْاَرْضِ وَاِذْ اَنْتُمْ اَجِنَّةٌ فِىْ بُطُوْنِ اُمَّهٰتِكُمْ ۚ فَلَا تُزَكُّوْٓا اَنْفُسَكُمْ ۭ هُوَ اَعْلَمُ بِمَنِ اتَّقٰى ۧ

[৩]

৩৩। তুমি কি দেখিয়াছ সেই ব্যক্তিকে যে মুখ ফিরাইয়া লয়;১৬৫৮

٣٣- اَفَرَءَيْتَ الَّذِىْ تَوَلّٰى ۙ

৩৪। এবং দান করে সামান্যই, পরে বন্ধ করিয়া দেয়?

٣٤- وَاَعْطٰى قَلِيْلًا وَّاَكْدٰى

৩৫। তাহার কি অদৃশ্যের জ্ঞান আছে যে, সে প্রত্যক্ষ করে?

٣٥- اَعِنْدَهٗ عِلْمُ الْغَيْبِ فَهُوَ يَرٰى

৩৬। তাহাকে কি অবগত করা হয় নাই যাহা আছে মূসার কিতাবে,

٣٦- اَمْ لَمْ يُنَبَّاْ بِمَا فِىْ صُحُفِ مُوْسٰى ۙ

৩৭। এবং ইব্‌রাহীমের কিতাবে, যে পালন করিয়াছিল তাহার দায়িত্ব?

٣٧- وَاِبْرٰهِيْمَ الَّذِىْ وَفّٰٓى ۙ

৩৮। উহা এই যে, কোন বহনকারী অপরের বোঝা বহন করিবে না,

٣٨- اَلَّا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِّزْرَ اُخْرٰى ۙ

১৬৫৮। কুরায়শ সরদার ওলীদ ইব্‌ন মুগীরা এক সময়ে ইসলামের দিকে কিছুটা আকৃষ্ট হইয়াছিল। পরে প্রলোভনে পড়িয়া তাহার হৃদয় কঠিন হইয়া যায়। ৩৩ ও ৩৪ নং আয়াতে তাহার প্রতি ইঙ্গিত রহিয়াছে।

৩৯। আর এই যে, মানুষ তাহাই পায় যাহা সে করে,	٣٩- وَاَنْ لَّيْسَ لِلْاِنْسَانِ اِلَّا مَا سَعٰى ۙ
৪০। আর এই যে, তাহার কর্ম অচিরেই দেখান হইবে—	٤٠- وَاَنَّ سَعْيَهٗ سَوْفَ يُرٰى ۙ
৪১। অতঃপর তাহাকে দেওয়া হইবে পূর্ণ প্রতিদান,	٤١- ثُمَّ يُجْزٰىهُ الْجَزَآءَ الْاَوْفٰى ۙ
৪২। আর এই যে, সমস্ত কিছুর সমাপ্তি তো তোমার প্রতিপালকের নিকট,	٤٢- وَاَنَّ اِلٰى رَبِّكَ الْمُنْتَهٰى ۙ
৪৩। আর এই যে, তিনিই হাসান, তিনিই কাঁদান,	٤٣- وَاَنَّهٗ هُوَ اَضْحَكَ وَاَبْكٰى ۙ
৪৪। আর এই যে, তিনিই মারেন, তিনিই বাঁচান,	٤٤- وَاَنَّهٗ هُوَ اَمَاتَ وَاَحْيَا ۙ
৪৫। আর এই যে, তিনিই সৃষ্টি করেন যুগল—পুরুষ ও নারী	٤٥- وَاَنَّهٗ خَلَقَ الزَّوْجَيْنِ الذَّكَرَ وَالْاُنْثٰى ۙ
৪৬। শুক্রবিন্দু হইতে, যখন উহা স্খলিত হয়,	٤٦- مِنْ نُّطْفَةٍ اِذَا تُمْنٰى ۙ
৪৭। আর এই যে, পুনরুত্থান ঘটাইবার দায়িত্ব তাঁহারই,	٤٧- وَاَنَّ عَلَيْهِ النَّشْاَةَ الْاُخْرٰى ۙ
৪৮। আর এই যে, তিনিই অভাবমুক্ত করেন ও সম্পদ দান করেন,	٤٨- وَاَنَّهٗ هُوَ اَغْنٰى وَاَقْنٰى ۙ
৪৯। আর এই যে, তিনি শি'রা[১৬৫৯] নক্ষত্রের মালিক।	٤٩- وَاَنَّهٗ هُوَ رَبُّ الشِّعْرٰى ۙ
৫০। আর এই যে, তিনিই প্রাচীন 'আদ সম্প্রদায়কে ধ্বংস করিয়াছিলেন	٥٠- وَاَنَّهٗۤ اَهْلَكَ عَادَا۟ الْاُوْلٰى ۙ

১৬৫৯। শি'রা একটি নক্ষত্রের নাম, ইহাকে একটি সম্প্রদায় পূজা করিত। বাংলায় 'লুব্ধক', ইংরেজীতে Sirius.

৫১। এবং ছামূদ সম্প্রদায়কেও; কাহাকেও তিনি বাকী রাখেন নাই—	٥١- وَثَمُودَا۟ فَمَآ أَبْقَىٰ ۝
৫২। আর ইহাদের পূর্বে নূহের সম্প্রদায়কেও, উহারা ছিল অতিশয় যালিম ও অবাধ্য।	٥٢- وَقَوْمَ نُوحٍ مِّن قَبْلُ ۖ إِنَّهُمْ كَانُوا۟ هُمْ أَظْلَمَ وَأَطْغَىٰ ۝
৫৩। উল্টানো আবাসভূমিকে[১৬৬০] নিক্ষেপ করিয়াছিলেন	٥٣- وَٱلْمُؤْتَفِكَةَ أَهْوَىٰ ۝
৫৪। উহাকে আচ্ছন্ন করিল কী সর্বগ্রাসী শাস্তি!	٥٤- فَغَشَّىٰهَا مَا غَشَّىٰ ۝
৫৫। তবে তুমি তোমার প্রতিপালকের কোন্ অনুগ্রহ সম্পর্কে সন্দেহ পোষণ করিবে?	٥٥- فَبِأَىِّ ءَالَآءِ رَبِّكَ تَتَمَارَىٰ ۝
৫৬। অতীতের সতর্ককারীদের[১৬৬১] ন্যায় এই নবীও এক সতর্ককারী।	٥٦- هَٰذَا نَذِيرٌ مِّنَ ٱلنُّذُرِ ٱلْأُولَىٰٓ ۝
৫৭। কিয়ামত আসন্ন,	٥٧- أَزِفَتِ ٱلْءَازِفَةُ ۝
৫৮। আল্লাহ্ ব্যতীত কেহই ইহা ব্যক্ত করিতে সক্ষম নহে।	٥٨- لَيْسَ لَهَا مِن دُونِ ٱللَّهِ كَاشِفَةٌ ۝
৫৯। তোমরা কি এই কথায় বিস্ময় বোধ করিতেছ!	٥٩- أَفَمِنْ هَٰذَا ٱلْحَدِيثِ تَعْجَبُونَ ۝
৬০। এবং হাসি-ঠাট্টা করিতেছ! ক্রন্দন করিতেছ না?	٦٠- وَتَضْحَكُونَ وَلَا تَبْكُونَ ۝
৬১। তোমরা তো উদাসীন,	٦١- وَأَنتُمْ سَٰمِدُونَ ۝
সাজদা ৬২। অতএব আল্লাহ্‌কে সিজ্‌দা কর এবং তাঁহার 'ইবাদত কর।	٦٢- فَٱسْجُدُوا۟ لِلَّهِ وَٱعْبُدُوا۟ ۩ ۝

১৬৬০। হযরত লূত (আ)-এর সম্প্রদায়ের জনপদ সাদূমকে উল্টাইয়া দেওয়া হইয়াছিল। দ্র. ৭ ঃ ৮৪, ১১ ঃ ৮১ ও ১৫ ঃ ৭৪ আয়াতসমূহ।

১৬৬১। هذا نذير এই সতর্ককারী' দ্বারা এই নবী অর্থাৎ হযরত মুহাম্মাদ (সাঃ)-কে বুঝাইতেছে।

৫৪- সূরা কামার

৫৫ আয়াত, ৩ রুকূ‘, মক্কী

।। দয়াময়, পরম দয়ালু আল্লাহ্‌র নামে ।।

١-اِقْتَرَبَتِ السَّاعَةُ وَانْشَقَّ الْقَمَرُ ○

১। কিয়ামত নিকটবর্তী হইয়াছে, আর চন্দ্র বিদীর্ণ হইয়াছে,[১৬৬২]

٢-وَاِنْ يَّرَوْا اٰيَةً يُّعْرِضُوْا وَيَقُوْلُوْا سِحْرٌ مُّسْتَمِرٌّ ○

২। উহারা কোন নিদর্শন দেখিলে মুখ ফিরাইয়া লয় এবং বলে, ‘ইহা তো চিরাচরিত জাদু।’

٣-وَكَذَّبُوْا وَاتَّبَعُوْٓا اَهْوَآءَهُمْ وَكُلُّ اَمْرٍ مُّسْتَقِرٌّ ○

৩। উহারা সত্য প্রত্যাখ্যান করে এবং নিজ খেয়াল-খুশীর অনুসরণ করে, আর প্রত্যেক ব্যাপারই লক্ষ্যে পৌছিবে।

٤-وَلَقَدْ جَآءَهُمْ مِّنَ الْاَنْۢبَآءِ مَا فِيْهِ مُزْدَجَرٌ ○

৪। উহাদের নিকট আসিয়াছে সুসংবাদ, যাহাতে আছে সাবধান বাণী;

٥-حِكْمَةٌۢ بَالِغَةٌ فَمَا تُغْنِ النُّذُرُ ○

৫। ইহা পরিপূর্ণ জ্ঞান, তবে এই সতর্কবাণী উহাদের কোন উপকারে আসে নাই।

٦-فَتَوَلَّ عَنْهُمْ م يَوْمَ يَدْعُ الدَّاعِ اِلٰى شَيْءٍ نُّكُرٍ ○

৬। অতএব তুমি উহাদের উপেক্ষা কর। যেদিন আহ্বানকারী আহ্বান করিবে এক ভয়াবহ পরিণামের দিকে,

٧-خُشَّعًا اَبْصَارُهُمْ يَخْرُجُوْنَ مِنَ الْاَجْدَاثِ كَاَنَّهُمْ جَرَادٌ مُّنْتَشِرٌ ○

৭। অপমানে অবনমিত নেত্রে সেদিন উহারা কবর হইতে বাহির হইবে বিক্ষিপ্ত পঙ্গপালের ন্যায়,

٨-مُّهْطِعِيْنَ اِلَى الدَّاعِ ط يَقُوْلُ الْكٰفِرُوْنَ هٰذَا يَوْمٌ عَسِرٌ ○

৮। উহারা আহ্বানকারীর দিকে ছুটিয়া আসিবে ভীত-বিহ্বল হইয়া। কাফিররা বলিবে, ‘কঠিন এই দিন।’

১৬৬২। হিজরতের পাঁচ বৎসর পূর্বে হজ্জের মৌসুমে মিনায় যখন লোকের সমাগম ছিল কাফিররা তখন রাসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-এর নিকট মু‘জিযা চাহিলে তিনি আল্লাহ্‌র হুকুমে চন্দ্রের দিকে ইশারা করেন। চন্দ্র দুই খণ্ড হইয়া এক খণ্ড পশ্চিমে আর এক খণ্ড পূর্বে গিয়া স্থির হয়। কিছুক্ষণ পর আবার খণ্ড দুইটি মিলিত হইয়া চন্দ্র আবার পূর্ব আকার ধারণ করে। ইহাই শাক্কুল কামার-এর মু‘জিযা। এইখানে এই ঘটনার প্রতি ইঙ্গিত রহিয়াছে :—বুখারী ও মুসলিম

٩- كَذَّبَتْ قَبْلَهُمْ قَوْمُ نُوْحٍ فَكَذَّبُوْا عَبْدَنَا وَقَالُوْا مَجْنُوْنٌ وَّازْدُجِرَ ○

৯। ইহাদের পূর্বে নূহের সম্প্রদায়ও অস্বীকার করিয়াছিল—অস্বীকার করিয়াছিল আমার বান্দাকে আর বলিয়াছিল, 'এ তো এক পাগল।' আর তাহাকে ভীতি প্রদর্শন করা হইয়াছিল।

١٠- فَدَعَا رَبَّهٗٓ اَنِّيْ مَغْلُوْبٌ فَانْتَصِرْ ○

১০। তখন সে তাহার প্রতিপালককে আহ্বান করিয়া বলিয়াছিল, 'আমি তো অসহায়, অতএব তুমি প্রতিবিধান কর।'

١١- فَفَتَحْنَآ اَبْوَابَ السَّمَآءِ بِمَآءٍ مُّنْهَمِرٍ ○

১১। ফলে আমি উন্মুক্ত করিয়া দিলাম আকাশের দ্বার প্রবল বারি বর্ষণে,

١٢- وَّفَجَّرْنَا الْاَرْضَ عُيُوْنًا فَالْتَقَى الْمَآءُ عَلٰٓى اَمْرٍ قَدْ قُدِرَ ○

১২। এবং মৃত্তিকা হইতে উৎসারিত করিলাম প্রস্রবণ; অতঃপর সকল পানি[১৬৬৩] মিলিত হইল এক পরিকল্পনা অনুসারে।

١٣- وَحَمَلْنٰهُ عَلٰى ذَاتِ اَلْوَاحٍ وَّدُسُرٍ ○

১৩। তখন নূহকে আরোহণ করাইলাম কাষ্ঠ ও কীলক নির্মিত[১৬৬৪] এক নৌযানে,[১৬৬৫]

١٤- تَجْرِيْ بِاَعْيُنِنَا جَزَآءً لِّمَنْ كَانَ كُفِرَ ○

১৪। যাহা চলিত আমার প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে; ইহা পুরস্কার তাহার জন্য, যে প্রত্যাখ্যাত হইয়াছিল।

١٥- وَلَقَدْ تَّرَكْنٰهَآ اٰيَةً فَهَلْ مِنْ مُّدَّكِرٍ ○

১৫। আমি ইহাকে রাখিয়া দিয়াছি এক নিদর্শনরূপে; অতএব উপদেশ গ্রহণকারী কেহ আছে কি?

١٦- فَكَيْفَ كَانَ عَذَابِيْ وَنُذُرِ ○

১৬। কী কঠোর ছিল আমার শাস্তি ও সতর্কবাণী!

١٧- وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْاٰنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِنْ مُّدَّكِرٍ ○

১৭। কুরআন আমি সহজ করিয়া দিয়াছি উপদেশ গ্রহণের জন্য; অতএব উপদেশ গ্রহণকারী কেহ আছে কি?

১৬৬৩। উভয় উৎস হইতে প্রাপ্ত সকল পানি।

১৬৬৪। ذَاتِ اَلْوَاحٍ وَّ دُسُرٍ -এর শাব্দিক অর্থ কাষ্ঠ ও কীলক দ্বারা নির্মিত কিছু।

১৬৬৫। এই স্থলে 'নৌযান' শব্দটি উহ্য আছে।

١٨- كَذَّبَتْ عَادٌ فَكَيْفَ كَانَ عَذَابِىْ وَنُذُرِ ○

১৮। 'আদ সম্প্রদায় সত্য অস্বীকার করিয়াছিল, ফলে কিরূপ ছিল আমার শাস্তি ও সতর্কবাণী!

١٩- اِنَّآ اَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِيْحًا صَرْصَرًا فِىْ يَوْمِ نَحْسٍ مُّسْتَمِرٍّ ○

১৯। উহাদের উপর আমি প্রেরণ করিয়াছিলাম ঝঞ্ঝাবায়ু নিরবচ্ছিন্ন দুর্ভাগ্যের দিনে,

٢٠- تَنْزِعُ النَّاسَ كَاَنَّهُمْ اَعْجَازُ نَخْلٍ مُّنْقَعِرٍ ○

২০। মানুষকে উহা উৎখাত করিয়াছিল উন্মূলিত খর্জুর কাণ্ডের ন্যায়।

٢١- فَكَيْفَ كَانَ عَذَابِىْ وَنُذُرِ ○

২১। কী কঠোর আমার শাস্তি ও সতর্কবাণী!

٢٢- وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْاٰنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِنْ مُّدَّكِرٍ ○ ع

২২। কুরআন আমি সহজ করিয়া দিয়াছি উপদেশ গ্রহণের জন্য; অতএব উপদেশ গ্রহণকারী কেহ আছে কি?

[২]

٢٣- كَذَّبَتْ ثَمُوْدُ بِالنُّذُرِ ○

২৩। ছামূদ সম্প্রদায় সতর্ককারীদিগকে অস্বীকার করিয়াছিল,

٢٤- فَقَالُوْٓا اَبَشَرًا مِّنَّا وَاحِدًا نَّتَّبِعُهٗٓ اِنَّآ اِذًا لَّفِىْ ضَلٰلٍ وَّسُعُرٍ ○

২৪। তাহারা বলিয়াছিল, 'আমরা কি আমাদেরই এক ব্যক্তির অনুসরণ করিব? তবে তো আমরা পথভ্রষ্টতায় এবং উন্মত্ততায় পতিত হইব।

٢٥- ءَاُلْقِىَ الذِّكْرُ عَلَيْهِ مِنْۢ بَيْنِنَا بَلْ هُوَ كَذَّابٌ اَشِرٌ ○

২৫। 'আমাদের মধ্যে কি উহারই প্রতি প্রত্যাদেশ হইয়াছে? না, সে তো একজন মিথ্যাবাদী, দাম্ভিক।'

٢٦- سَيَعْلَمُوْنَ غَدًا مَّنِ الْكَذَّابُ الْاَشِرُ ○

২৬। আগামী কল্য[১৬৬৬] উহারা জানিবে, কে মিথ্যাবাদী, দাম্ভিক।

১৬৬৬। অতি সত্বরই তাহারা জানিবে।

২৭। আমি উহাদের পরীক্ষার জন্য পাঠাইয়াছি এক উষ্ট্রী,[১৬৬৭] অতএব তুমি উহাদের আচরণ লক্ষ্য কর এবং ধৈর্যশীল হও।

٢٧- اِنَّا مُرۡسِلُوا النَّاقَةِ فِتۡنَةً لَّهُمۡ فَارۡتَقِبۡهُمۡ وَ اصۡطَبِرۡ ۫

২৮। এবং উহাদিগকে জানাইয়া দাও যে, উহাদের মধ্যে পানি বণ্টন নির্ধারিত এবং পানির অংশের জন্য প্রত্যেকে উপস্থিত হইবে পালাক্রমে।

٢٨- وَ نَبِّئۡهُمۡ اَنَّ الۡمَآءَ قِسۡمَةٌۢ بَیۡنَهُمۡ ۚ كُلُّ شِرۡبٍ مُّحۡتَضَرٌ ۫

২৯। অতঃপর উহারা উহাদের এক সংগীকে আহ্বান করিল, সে উহাকে[১৬৬৮] ধরিয়া হত্যা করিল।

٢٩- فَنَادَوۡا صَاحِبَهُمۡ فَتَعَاطٰی فَعَقَرَ ۫

৩০। কিরূপ কঠোর ছিল আমার শাস্তি ও সতর্কবাণী!

٣٠- فَكَیۡفَ كَانَ عَذَابِیۡ وَ نُذُرِ ۫

৩১। আমি উহাদিগকে আঘাত হানিয়াছিলাম এক মহানাদ দ্বারা; ফলে উহারা হইয়া গেল খোয়াড় প্রস্তুতকারীর[১৬৬৯] বিখণ্ডিত শুষ্ক শাখা-প্রশাখার ন্যায়।

٣١- اِنَّاۤ اَرۡسَلۡنَا عَلَیۡهِمۡ صَیۡحَةً وَّاحِدَةً فَكَانُوۡا كَهَشِیۡمِ الۡمُحۡتَظِرِ ۫

৩২। আমি কুরআন সহজ করিয়া দিয়াছি উপদেশ গ্রহণের জন্য; অতএব উপদেশ গ্রহণকারী কেহ আছে কি?

٣٢- وَ لَقَدۡ یَسَّرۡنَا الۡقُرۡاٰنَ لِلذِّكۡرِ فَهَلۡ مِنۡ مُّدَّكِرٍ ۫

৩৩। লূত সম্প্রদায় অস্বীকার করিয়াছিল সতর্ককারীদিগকে,

٣٣- كَذَّبَتۡ قَوۡمُ لُوۡطٍۭ بِالنُّذُرِ ۫

৩৪। আমি উহাদের উপর প্রেরণ করিয়াছিলাম প্রস্তর বহনকারী প্রচণ্ড ঝটিকা, কিন্তু লূত পরিবারের উপর নহে; তাহাদিগকে আমি উদ্ধার করিয়াছিলাম রাত্রির শেষাংশে

٣٤- اِنَّاۤ اَرۡسَلۡنَا عَلَیۡهِمۡ حَاصِبًا اِلَّاۤ اٰلَ لُوۡطٍ ؕ نَجَّیۡنٰهُمۡ بِسَحَرٍ ۙ

১৬৬৭। দ্র. ৭ ঃ ৭৩; ২৬ ঃ ১৫৫-৫৮ আয়াতসমূহ।

১৬৬৮। অর্থাৎ উষ্ট্রীকে।

১৬৬৯। هشيم -এর অর্থ শুষ্ক তৃণ ও শুষ্ক বৃক্ষ-শাখা ; তৃণাদির ও বৃক্ষাদির শুষ্ক খণ্ডকেও هشيم বলা হয়। المحتظر এর অর্থ গৃহপালিত পশুর খোয়াড় নির্মাণকারী। আরববাসীরা শুষ্ক শাখা-পল্লব দ্বারা ছাগল-ভেড়ার খোয়াড় ও বেড়া নির্মাণ করিয়া থাকে।—সাফওয়াতুল বায়ান

Contents

৩৫। আমার বিশেষ অনুগ্রহস্বরূপ; যাহারা কৃতজ্ঞ, আমি এইভাবেই তাহাদিগকে পুরস্কৃত করিয়া থাকি।

٣٥- نِّعْمَةً مِّنْ عِنْدِنَا ۚ كَذٰلِكَ نَجْزِىْ مَنْ شَكَرَ ○

৩৬। লূত উহাদেরকে সতর্ক করিয়াছিল আমার কঠোর শাস্তি সম্পর্কে; কিন্তু উহারা সতর্কবাণী সম্বন্ধে বিতণ্ডা শুরু করিল।

٣٦- وَلَقَدْ اَنْذَرَهُمْ بَطْشَتَنَا فَتَمَارَوْا بِالنُّذُرِ ○

৩৭। উহারা লূতের নিকট হইতে তাহার মেহমানদিগকে অসদুদ্দেশ্যে দাবি করিল, তখন আমি উহাদের দৃষ্টিশক্তি লোপ করিয়া দিলাম এবং আমি বলিলাম, 'আস্বাদন কর আমার শাস্তি এবং সতর্কবাণীর পরিণাম।১৬৭০

٣٧- وَلَقَدْ رَاوَدُوْهُ عَنْ ضَيْفِهٖ فَطَمَسْنَآ اَعْيُنَهُمْ فَذُوْقُوْا عَذَابِىْ وَنُذُرِ ○

৩৮। প্রত্যুষে বিরামহীন শাস্তি তাহাদিগকে আঘাত করিল।

٣٨- وَلَقَدْ صَبَّحَهُمْ بُكْرَةً عَذَابٌ مُّسْتَقِرٌّ ○

৩৯। এবং আমি বলিলাম, 'আস্বাদন কর আমার শাস্তি এবং সতর্কবাণীর পরিণাম।'১৬৭০

٣٩- فَذُوْقُوْا عَذَابِىْ وَنُذُرِ ○

৪০। আমি কুরআন সহজ করিয়া দিয়াছি উপদেশ গ্রহণের জন্য; অতএব উপদেশ গ্রহণকারী কেহ আছে কি?

٤٠- وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْاٰنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِنْ مُّدَّكِرٍ ○ ع

[৩]

৪১। ফির'আওন সম্প্রদায়ের নিকটও আসিয়াছিল সতর্ককারী;

٤١- وَلَقَدْ جَآءَ اٰلَ فِرْعَوْنَ النُّذُرُ ○

৪২। কিন্তু উহারা আমার সকল নিদর্শন প্রত্যাখ্যান করিল, অতঃপর পরাক্রমশালী ও সর্বশক্তিমানরূপে আমি উহাদিগকে সুকঠিন শাস্তি দিলাম।

٤٢- كَذَّبُوْا بِاٰيٰتِنَا كُلِّهَا فَاَخَذْنٰهُمْ اَخْذَ عَزِيْزٍ مُّقْتَدِرٍ ○

১৬৭০। অগ্রাহ্য করিবার মন্দ পরিণাম।

৪৩। তোমাদের মধ্যকার কাফিরগণ কি উহাদের অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ?[১৬৭১] না কি তোমাদের অব্যাহতির কোন সনদ রহিয়াছে পূর্ববর্তী কিতাবে?

٤٣- اَكُفَّارُكُمْ خَيْرٌ مِّنْ اُولٰٓئِكُمْ اَمْ لَكُمْ بَرَآءَةٌ فِى الزُّبُرِ ۝

৪৪। ইহারা কি বলে, 'আমরা এক সংঘবদ্ধ অপরাজেয় দল?'

٤٤- اَمْ يَقُوْلُوْنَ نَحْنُ جَمِيْعٌ مُّنْتَصِرٌ ۝

৪৫। এই দল তো শীঘ্রই পরাজিত হইবে[১৬৭২] এবং পৃষ্ঠ প্রদর্শন করিবে,

٤٥- سَيُهْزَمُ الْجَمْعُ وَيُوَلُّوْنَ الدُّبُرَ ۝

৪৬। অধিকন্তু কিয়ামত উহাদের শাস্তির নির্ধারিত কাল এবং কিয়ামত হইবে কঠিনতর ও তিক্ততর;

٤٦- بَلِ السَّاعَةُ مَوْعِدُهُمْ وَالسَّاعَةُ اَدْهٰى وَاَمَرُّ ۝

৪৭। নিশ্চয়ই অপরাধীরা বিভ্রান্ত ও বিকারগ্রস্ত।

٤٧- اِنَّ الْمُجْرِمِيْنَ فِىْ ضَلٰلٍ وَّسُعُرٍ ۝

৪৮। যেদিন উহাদের উপুড় করিয়া টানিয়া লইয়া যাওয়া হইবে জাহান্নামের দিকে; সেই দিন বলা হইবে, 'জাহান্নামের যন্ত্রণা আস্বাদন কর।'

٤٨- يَوْمَ يُسْحَبُوْنَ فِى النَّارِ عَلٰى وُجُوْهِهِمْ ذُوْقُوْا مَسَّ سَقَرَ ۝

৪৯। আমি প্রত্যেক কিছু সৃষ্টি করিয়াছি নির্ধারিত পরিমাপে,

٤٩- اِنَّا كُلَّ شَىْءٍ خَلَقْنٰهُ بِقَدَرٍ ۝

৫০। আমার আদেশ তো একটি কথায় নিষ্পন্ন, চক্ষুর পলকের মত।

٥٠- وَمَآ اَمْرُنَآ اِلَّا وَاحِدَةٌ كَلَمْحٍ بِالْبَصَرِ ۝

৫১। আমি ধ্বংস করিয়াছি তোমাদের মত দলগুলিকে; অতএব উহা হইতে উপদেশ গ্রহণকারী কেহ আছে কি?

٥١- وَلَقَدْ اَهْلَكْنَآ اَشْيَاعَكُمْ فَهَلْ مِنْ مُّدَّكِرٍ ۝

৫২। উহাদের সমস্ত কার্যকলাপ আছে 'আমলনামায়,

٥٢- وَكُلُّ شَىْءٍ فَعَلُوْهُ فِى الزُّبُرِ ۝

১৬৭১। সমসাময়িক কাফিররা পূর্ববর্তী কাফিরদের অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ নয়। পূর্ববর্তীদের ন্যায় তাহাদের উপরও 'আযাব আসিবে।

১৬৭২। এই আয়াতে বদরে মুসলিমদের বিজয়ের ভবিষ্যদ্বাণী করা হইয়াছে।

٥٣- وَكُلُّ صَغِيْرٍ وَّكَبِيْرٍ مُّسْتَطَرٌ ۝

৫৩। আছে ক্ষুদ্র ও বৃহৎ সমস্ত কিছুই লিপিবদ্ধ।

٥٤- اِنَّ الْمُتَّقِيْنَ فِيْ جَنّٰتٍ وَّ نَهَرٍ ۝

৫৪। মুত্তাকীরা থাকিবে স্রোতস্বিনী বিধৌত জান্নাতে,

٥٥- فِيْ مَقْعَدِ صِدْقٍ عِنْدَ مَلِيْكٍ مُّقْتَدِرٍ ۝

৫৫। যোগ্য আসনে, সর্বময় কর্তৃত্বের অধিকারী আল্লাহ্‌র সান্নিধ্যে।

৫৫- সূরা রাহ্‌মান

৭৮ আয়াত, ৩ রুকূ', মাদানী

।। দয়াময়, পরম দয়ালু আল্লাহ্‌র নামে ।।
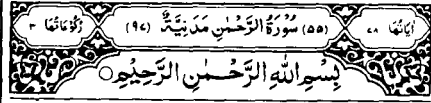
١- اَلرَّحْمٰنُ ۝

১। দয়াময় আল্লাহ্‌,

٢- عَلَّمَ الْقُرْاٰنَ ۝

২। তিনিই শিক্ষা দিয়াছেন কুরআন,

٣- خَلَقَ الْاِنْسَانَ ۝

৩। তিনিই সৃষ্টি করিয়াছেন মানুষ,

٤- عَلَّمَهُ الْبَيَانَ ۝

৪। তিনিই তাহাকে শিখাইয়াছেন ভাব প্রকাশ করিতে,

٥- اَلشَّمْسُ وَالْقَمَرُ بِحُسْبَانٍ ۝

৫। সূর্য ও চন্দ্র আবর্তন করে নির্ধারিত কক্ষপথে,

٦- وَّالنَّجْمُ وَالشَّجَرُ يَسْجُدٰنِ ۝

৬। তৃণলতা ও বৃক্ষাদি তাঁহারই সিজ্‌দায় রত রহিয়াছে,

٧- وَالسَّمَآءَ رَفَعَهَا وَوَضَعَ الْمِيْزَانَ ۝

৭। তিনি আকাশকে করিয়াছেন সমুন্নত এবং স্থাপন করিয়াছেন মানদণ্ড,

٨- اَلَّا تَطْغَوْا فِي الْمِيْزَانِ ۝

৮। যাহাতে তোমরা সীমালংঘন না কর মানদণ্ডে।

৯। ওজনের ন্যায্য মান প্রতিষ্ঠিত কর এবং ওজনে কম দিও না।	٩- وَأَقِيمُوا الْوَزْنَ بِالْقِسْطِ وَلَا تُخْسِرُوا الْمِيزَانَ ○
১০। তিনি পৃথিবীকে স্থাপন করিয়াছেন সৃষ্ট জীবের জন্য;	١٠- وَالْأَرْضَ وَضَعَهَا لِلْأَنَامِ ○
১১। ইহাতে রহিয়াছে ফলমূল এবং খর্জুর বৃক্ষ যাহার ফল আবরণযুক্ত,১৬৭৩	١١- فِيهَا فَاكِهَةٌ وَالنَّخْلُ ذَاتُ الْأَكْمَامِ ○
১২। এবং খোসা বিশিষ্ট দানা ও সুগন্ধ ফুল।	١٢- وَالْحَبُّ ذُو الْعَصْفِ وَالرَّيْحَانُ ○
১৩। অতএব তোমরা উভয়ে তোমাদের১৬৭৪ প্রতিপালকের কোন্ অনুগ্রহ অস্বীকার করিবে?	١٣- فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ ○
১৪। মানুষকে তিনি সৃষ্টি করিয়াছেন পোড়া মাটির মত শুষ্ক মৃত্তিকা হইতে,	١٤- خَلَقَ الْإِنْسَانَ مِنْ صَلْصَالٍ كَالْفَخَّارِ ○
১৫। এবং জিন্নকে সৃষ্টি করিয়াছেন নির্ধূম অগ্নি শিখা হইতে।	١٥- وَخَلَقَ الْجَانَّ مِنْ مَارِجٍ مِنْ نَارٍ ○
১৬। সুতরাং তোমরা উভয়ে তোমাদের প্রতিপালকের কোন্ অনুগ্রহ অস্বীকার করিবে?	١٦- فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ ○
১৭। তিনিই দুই উদয়াচল ও দুই অস্তাচলের নিয়ন্তা।১৬৭৫	١٧- رَبُّ الْمَشْرِقَيْنِ وَرَبُّ الْمَغْرِبَيْنِ ○
১৮। সুতরাং তোমরা উভয়ে তোমাদের প্রতিপালকের কোন্ অনুগ্রহ অস্বীকার করিবে?	١٨- فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ ○
১৯। তিনি প্রবাহিত করেন দুই দরিয়া যাহারা পরস্পর মিলিত হয়,	١٩- مَرَجَ الْبَحْرَيْنِ يَلْتَقِيَانِ ○

১৬৭৩। اكمام। শব্দটি كُمّ -এর বহুবচন; ইহার অর্থ ফলগুচ্ছের বহিরাবরণ; ইহা দ্বারা 'নূতন ফল' বুঝাইতেছে।
১৬৭৪। অর্থাৎ মানুষ ও জিন্ন।
১৬৭৫। সূর্য ও চন্দ্রের উদয় অস্তের স্থান। একমতে গ্রীষ্ম ও শীতকালের উদয় ও অস্তাচল।

٢٠- بَيْنَهُمَا بَرْزَخٌ لَّا يَبْغِيٰنِ ۚ

২০। কিন্তু উহাদের মধ্যে রহিয়াছে এক অন্তরাল যাহা উহারা অতিক্রম করিতে পারে না।

٢١- فَبِاَيِّ اٰلَآءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبٰنِ ○

২১। সুতরাং তোমরা উভয়ে তোমাদের প্রতিপালকের কোন্ অনুগ্রহ অস্বীকার করিবে?

٢٢- يَخْرُجُ مِنْهُمَا اللُّؤْلُؤُ وَالْمَرْجَانُ ۚ

২২। উভয় দরিয়া হইতে উৎপন্ন হয় মুক্তা ও প্রবাল।

٢٣- فَبِاَيِّ اٰلَآءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبٰنِ ○

২৩। সুতরাং তোমরা উভয়ে তোমাদের প্রতিপালকের কোন্ অনুগ্রহ অস্বীকার করিবে?

٢٤- وَلَهُ الْجَوَارِ الْمُنْشَئٰتُ
فِي الْبَحْرِ كَالْاَعْلَامِ ۚ

২৪। সমুদ্রে বিচরণশীল পর্বতপ্রমাণ নৌযানসমূহ তাঁহারই নিয়ন্ত্রণাধীন;

ع ٢٥- فَبِاَيِّ اٰلَآءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبٰنِ ۚ

২৫। সুতরাং তোমরা উভয়ে তোমাদের প্রতিপালকের কোন্ অনুগ্রহ অস্বীকার করিবে?

[২]

٢٦- كُلُّ مَنْ عَلَيْهَا فَانٍ ۚ

২৬। ভূপৃষ্ঠে যাহা কিছু আছে সমস্তই নশ্বর,

٢٧- وَّيَبْقٰى وَجْهُ رَبِّكَ
ذُو الْجَلٰلِ وَالْاِكْرَامِ ۚ

২৭। অবিনশ্বর কেবল তোমার প্রতিপালকের সত্তা, যিনি মহিমময়, মহানুভব;

٢٨- فَبِاَيِّ اٰلَآءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبٰنِ ○

২৮। সুতরাং তোমরা উভয়ে তোমাদের প্রতিপালকের কোন্ অনুগ্রহ অস্বীকার করিবে?

٢٩- يَسْـَٔلُهُ مَنْ فِي السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ ۭ
كُلَّ يَوْمٍ هُوَ فِيْ شَاْنٍ ۚ

২৯। আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীতে যাহারা আছে সকলেই তাঁহার নিকট প্রার্থী, তিনি প্রত্যহ গুরুত্বপূর্ণ কার্যে রত।

٣٠- فَبِاَيِّ اٰلَآءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبٰنِ ○

৩০। সুতরাং তোমরা উভয়ে তোমাদের প্রতিপালকের কোন্ অনুগ্রহ অস্বীকার করিবে?

Contents

৩১। হে মানুষ ও জিন্ন! আমি শীঘ্রই তোমাদের প্রতি মনোনিবেশ করিব,১৬৭৬

٣١-سَنَفْرُغُ لَكُمْ اَيُّهَ الثَّقَلٰنِ ۚ

৩২। সুতরাং তোমরা উভয়ে তোমাদের প্রতিপালকের কোন্ অনুগ্রহ অস্বীকার করিবে?

٣٢-فَبِاَيِّ اٰلَاۗءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبٰنِ ○

৩৩। হে জিন্ন ও মনুষ্য সম্প্রদায়! আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীর সীমা তোমরা যদি অতিক্রম করিতে পার অতিক্রম কর, কিন্তু তোমরা অতিক্রম করিতে পারিবে না সনদ ব্যতিরেকে।

٣٣-يٰمَعْشَرَ الْجِنِّ وَالْاِنْسِ اِنِ اسْتَطَعْتُمْ اَنْ تَنْفُذُوْا مِنْ اَقْطَارِ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ فَانْفُذُوْاؕ لَا تَنْفُذُوْنَ اِلَّا بِسُلْطٰنٍ ۚ

৩৪। সুতরাং তোমরা উভয়ে তোমাদের প্রতিপালকের কোন্ অনুগ্রহ অস্বীকার করিবে?

٣٤-فَبِاَيِّ اٰلَاۗءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبٰنِ ○

৩৫। তোমাদের প্রতি প্রেরিত হইবে অগ্নি শিখা ও ধূম্রপুঞ্জ, তখন তোমরা প্রতিরোধ করিতে পারিবে না।

٣٥-يُرْسَلُ عَلَيْكُمَا شُوَاظٌ مِّنْ نَّارٍ ۙ وَّنُحَاسٌ فَلَا تَنْتَصِرٰنِ ۚ

৩৬। সুতরাং তোমরা উভয়ে তোমাদের প্রতিপালকের কোন্ অনুগ্রহ অস্বীকার করিবে?

٣٦-فَبِاَيِّ اٰلَاۗءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبٰنِ ○

৩৭। যেই দিন আকাশ বিদীর্ণ হইবে সেই দিন উহা রক্ত-রঙ্গে রঞ্জিত চর্মের রূপ ধারণ করিবে;

٣٧- فَاِذَا انْشَقَّتِ السَّمَاۗءُ فَكَانَتْ وَرْدَةً كَالدِّهَانِ ۚ

৩৮। সুতরাং তোমরা উভয়ে তোমাদের প্রতিপালকের কোন্ অনুগ্রহ অস্বীকার করিবে?

٣٨-فَبِاَيِّ اٰلَاۗءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبٰنِ ○

৩৯। সেই দিন না মানুষকে তাহার অপরাধ সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করা হইবে, না জিন্নকে!

٣٩- فَيَوْمَئِذٍ لَّا يُسْـَٔلُ عَنْ ذَنْۢبِهٖۤ اِنْسٌ وَّلَا جَاۗنٌّ ۚ

১৬৭৬। হিসাব-নিকাশের জন্য।

٤٠- فَبِاَيِّ اٰلَآءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبٰنِ ○

৪০। সুতরাং তোমরা উভয়ে তোমাদের প্রতিপালকের কোন্ অনুগ্রহ অস্বীকার করিবে?

٤١- يُعْرَفُ الْمُجْرِمُوْنَ بِسِيْمٰهُمْ فَيُؤْخَذُ بِالنَّوَاصِيْ وَالْاَقْدَامِ ○

৪১। অপরাধীদের পরিচয় পাওয়া যাইবে উহাদের লক্ষণ হইতে, উহাদিগকে পাকড়াও করা হইবে মাথার ঝুঁটি ও পা ধরিয়া।

٤٢- فَبِاَيِّ اٰلَآءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبٰنِ ○

৪২। সুতরাং তোমরা উভয়ে তোমাদের প্রতিপালকের কোন্ অনুগ্রহ অস্বীকার করিবে?

٤٣- هٰذِهٖ جَهَنَّمُ الَّتِيْ يُكَذِّبُ بِهَا الْمُجْرِمُوْنَ ○

৪৩। ইহাই সেই জাহান্নাম, যাহা অপরাধীরা অবিশ্বাস করিত,

٤٤- يَطُوْفُوْنَ بَيْنَهَا وَبَيْنَ حَمِيْمٍ اٰنٍ ○

৪৪। উহারা জাহান্নামের অগ্নি ও ফুটন্ত পানির মধ্যে ছুটাছুটি করিবে।

٤٥- فَبِاَيِّ اٰلَآءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبٰنِ ○

৪৫। সুতরাং তোমরা উভয়ে তোমাদের প্রতিপালকের কোন্ অনুগ্রহ অস্বীকার করিবে?

[৩]

٤٦- وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهٖ جَنَّتٰنِ ○

৪৬। আর যে আল্লাহ্‌র সম্মুখে উপস্থিত হওয়ার ভয় রাখে, তাহার জন্য রহিয়াছে দুইটি উদ্যান।

٤٧- فَبِاَيِّ اٰلَآءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبٰنِ ○

৪৭। সুতরাং তোমরা উভয়ে তোমাদের প্রতিপালকের কোন্ অনুগ্রহ অস্বীকার করিবে?

٤٨- ذَوَاتَآ اَفْنَانٍ ○

৪৮। উভয়ই বহু শাখা-পল্লববিশিষ্ট।

٤٩- فَبِاَيِّ اٰلَآءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبٰنِ ○

৪৯। সুতরাং তোমরা উভয়ে তোমাদের প্রতিপালকের কোন্ অনুগ্রহ অস্বীকার করিবে?

٥٠- فِيْهِمَا عَيْنٰنِ تَجْرِيٰنِ ۚ

৫০। উভয় উদ্যানে রহিয়াছে প্রবহমান দুই প্রস্রবণ;

٥١- فَبِاَيِّ اٰلَآءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبٰنِ ۝

৫১। সুতরাং তোমরা উভয়ে তোমাদের প্রতিপালকের কোন্ অনুগ্রহ অস্বীকার করিবে?

٥٢- فِيْهِمَا مِنْ كُلِّ فَاكِهَةٍ زَوْجٰنِ ۚ

৫২। উভয় উদ্যানে রহিয়াছে প্রত্যেক ফল দুই দুই প্রকার।

٥٣- فَبِاَيِّ اٰلَآءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبٰنِ ۝

৫৩। সুতরাং তোমরা উভয়ে তোমাদের প্রতিপালকের কোন্ অনুগ্রহ অস্বীকার করিবে?

٥٤- مُتَّكِـِٔيْنَ عَلٰى فُرُشٍۢ بَطَآئِنُهَا مِنْ اِسْتَبْرَقٍ ۗ وَجَنَا الْجَنَّتَيْنِ دَانٍ ۚ

৫৪। সেথায় উহারা হেলান দিয়া বসিবে পুরু রেশমের আস্তর বিশিষ্ট ফরাশে, দুই উদ্যানের ফল হইবে নিকটবর্তী।

٥٥- فَبِاَيِّ اٰلَآءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبٰنِ ۝

৫৫। সুতরাং তোমরা উভয়ে তোমাদের প্রতিপালকের কোন্ অনুগ্রহ অস্বীকার করিবে?

٥٦- فِيْهِنَّ قٰصِرٰتُ الطَّرْفِ ۙ لَمْ يَطْمِثْهُنَّ اِنْسٌ قَبْلَهُمْ وَلَا جَآنٌّ ۚ

৫৬। সেই সকলের মাঝে রহিয়াছে বহু আনত নয়না, যাহাদিগকে পূর্বে কোন মানুষ অথবা জিন্ন স্পর্শ করে নাই।

٥٧- فَبِاَيِّ اٰلَآءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبٰنِ ۚ

৫৭। সুতরাং তোমরা উভয়ে তোমাদের প্রতিপালকের কোন্ অনুগ্রহ অস্বীকার করিবে?

٥٨- كَاَنَّهُنَّ الْيَاقُوْتُ وَالْمَرْجَانُ ۚ

৫৮। তাহারা যেন পদ্মরাগ ও প্রবাল।

٥٩- فَبِاَيِّ اٰلَآءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبٰنِ ۝

৫৯। সুতরাং তোমরা উভয়ে তোমাদের প্রতিপালকের কোন্ অনুগ্রহ অস্বীকার করিবে?

٦٠- هَلْ جَزَآءُ الْاِحْسَانِ اِلَّا الْاِحْسَانُ ۚ

৬০। উত্তম কাজের জন্য উত্তম পুরস্কার ব্যতীত কী হইতে পারে?

٦١- فَبِاَيِّ اٰلَآءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبٰنِ ○

৬১। সুতরাং তোমরা উভয়ে তোমাদের প্রতিপালকের কোন্ অনুগ্রহ অস্বীকার করিবে?

٦٢- وَ مِنْ دُوْنِهِمَا جَنَّتٰنِ ۚ○

৬২। এই উদ্যানদ্বয় ব্যতীত আরও দুইটি উদ্যান রহিয়াছে।

٦٣- فَبِاَيِّ اٰلَآءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبٰنِ ۙ○

৬৩। সুতরাং তোমরা উভয়ে তোমাদের প্রতিপালকের কোন্ অনুগ্রহ অস্বীকার করিবে?

٦٤- مُدْهَآمَّتٰنِ ۚ○

৬৪। ঘন সবুজ এই উদ্যান দুইটি।

٦٥- فَبِاَيِّ اٰلَآءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبٰنِ ۚ○

৬৫। সুতরাং তোমরা উভয়ে তোমাদের প্রতিপালকের কোন্ অনুগ্রহ অস্বীকার করিবে?

٦٦- فِيْهِمَا عَيْنٰنِ نَضَّاخَتٰنِ ۚ○

৬৬। উভয় উদ্যানে আছে উচ্ছলিত দুই প্রস্রবণ।

٦٧- فَبِاَيِّ اٰلَآءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبٰنِ ○

৬৭। সুতরাং তোমরা উভয়ে তোমাদের প্রতিপালকের কোন্ অনুগ্রহ অস্বীকার করিবে?

٦٨- فِيْهِمَا فَاكِهَةٌ وَّ نَخْلٌ وَّ رُمَّانٌ ۚ○

৬৮। সেথায় রহিয়াছে ফলমূল—খর্জ্জুর ও আনার।

٦٩- فَبِاَيِّ اٰلَآءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبٰنِ ۚ○

৬৯। সুতরাং তোমরা উভয়ে তোমাদের প্রতিপালকের কোন্ অনুগ্রহ অস্বীকার করিবে?

٧٠- فِيْهِنَّ خَيْرٰتٌ حِسَانٌ ۚ○

৭০। সেই উদ্যানসমূহের মাঝে রহিয়াছে সুশীলা, সুন্দরিগণ।

٧١- فَبِاَيِّ اٰلَآءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبٰنِ ۚ○

৭১। সুতরাং তোমরা উভয়ে তোমাদের প্রতিপালকের কোন্ অনুগ্রহ অস্বীকার করিবে?

٧٢- حُوْرٌ مَّقْصُوْرٰتٌ فِي الْخِيَامِ ۚ○

৭২। তাহারা হূর, তাঁবুতে সুরক্ষিতা।

৭৩- فَبِاَيِّ اٰلَآءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبٰنِ ۝

৭৩। সুতরাং তোমরা উভয়ে তোমাদের প্রতিপালকের কোন্ অনুগ্রহ অস্বীকার করিবে?

৭৪- لَمْ يَطْمِثْهُنَّ اِنْسٌ قَبْلَهُمْ وَلَا جَآنٌّ ۝

৭৪। ইহাদিগকে ইতিপূর্বে কোন মানুষ অথবা জিন্ন স্পর্শ করে নাই।

৭৫- فَبِاَيِّ اٰلَآءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبٰنِ ۝

৭৫। সুতরাং তোমরা উভয়ে তোমাদের প্রতিপালকের কোন্ অনুগ্রহ অস্বীকার করিবে?

৭৬- مُتَّكِـِٕيْنَ عَلٰى رَفْرَفٍ خُضْرٍ وَّ عَبْقَرِيٍّ حِسَانٍ ۝

৭৬। উহারা হেলান দিয়া বসিবে সবুজ তাকিয়ায় ও সুন্দর গালিচার উপরে।

৭৭- فَبِاَيِّ اٰلَآءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبٰنِ ۝

৭৭। সুতরাং তোমরা উভয়ে তোমাদের প্রতিপালকের কোন্ অনুগ্রহ অস্বীকার করিবে?

৭৮- تَبٰرَكَ اسْمُ رَبِّكَ ذِي الْجَلٰلِ وَ الْاِكْرَامِ ۝ ع

৭৮। কত মহান তোমার প্রতিপালকের নাম যিনি মহিমময় ও মহানুভব!

৫৬- সূরা ওয়াকি‘আঃ

৯৬ আয়াত, ৩ রুকূ‘, মক্কী

।। দয়াময়, পরম দয়ালু আল্লাহ্‌র নামে ।।

১- اِذَا وَقَعَتِ الْوَاقِعَةُ ۝

১। যখন কিয়ামত ঘটিবে,

২- لَيْسَ لِوَقْعَتِهَا كَاذِبَةٌ ۝

২। ইহার সংঘটন অস্বীকার করিবার কেহ থাকিবে না।

৩- خَافِضَةٌ رَّافِعَةٌ ۝

৩। ইহা কাহাকেও করিবে নীচ, কাহাকেও করিবে সমুন্নত;
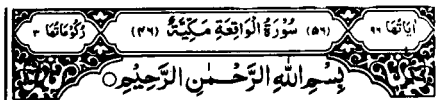
৪। যখন প্রবল কম্পনে প্রকম্পিত হইবে পৃথিবী	٤- اِذَا رُجَّتِ الْاَرْضُ رَجًّا ۙ
৫। এবং পর্বতমালা চূর্ণ-বিচূর্ণ হইয়া পড়িবে,	٥- وَّبُسَّتِ الْجِبَالُ بَسًّا ۙ
৬। ফলে উহা পর্যবসিত হইবে উৎক্ষিপ্ত ধূলিকণায়;	٦- فَكَانَتْ هَبَآءً مُّنْۢبَثًّا ۙ
৭। এবং তোমরা বিভক্ত হইয়া পড়িবে তিন শ্রেণীতে—	٧- وَّكُنْتُمْ اَزْوَاجًا ثَلٰثَةً ۗ
৮। ডান দিকের দল; কত ভাগ্যবান ডান দিকের দল!	٨- فَاَصْحٰبُ الْمَيْمَنَةِ ۙ مَآ اَصْحٰبُ الْمَيْمَنَةِ ۗ
৯। এবং বাম দিকের দল; কত হতভাগ্য বাম দিকের দল!	٩- وَاَصْحٰبُ الْمَشْـَٔمَةِ ۙ مَآ اَصْحٰبُ الْمَشْـَٔمَةِ ۗ
১০। আর অগ্রবর্তিগণই তো অগ্রবর্তী,	١٠- وَالسّٰبِقُوْنَ السّٰبِقُوْنَ ۚ
১১। উহারাই নৈকট্যপ্রাপ্ত—	١١- اُولٰٓئِكَ الْمُقَرَّبُوْنَ ۚ
১২। নি'আমতপূর্ণ উদ্যানে;	١٢- فِيْ جَنّٰتِ النَّعِيْمِ
১৩। বহু সংখ্যক হইবে পূর্ববর্তীদের মধ্য হইতে;	١٣- ثُلَّةٌ مِّنَ الْاَوَّلِيْنَ ۙ
১৪। এবং অল্প সংখ্যক হইবে পরবর্তীদের মধ্য হইতে।	١٤- وَقَلِيْلٌ مِّنَ الْاٰخِرِيْنَ ۗ
১৫। স্বর্ণ-খচিত আসনে	١٥- عَلٰى سُرُرٍ مَّوْضُوْنَةٍ ۙ
১৬। উহারা হেলান দিয়া বসিবে, পরস্পর মুখামুখি হইয়া।	١٦- مُّتَّكِـِٕيْنَ عَلَيْهَا مُتَقٰبِلِيْنَ
১৭। তাহাদের সেবায় ঘোরাফিরা করিবে চির-কিশোরেরা	١٧- يَطُوْفُ عَلَيْهِمْ وِلْدَانٌ مُّخَلَّدُوْنَ ۙ

Contents

١٨- بِأَكْوَابٍ وَّأَبَارِيقَ ۙ وَكَأْسٍ مِّنْ مَّعِينٍ ۙ

১৮। পানপাত্র, কূঁজা ও প্রস্রবণ নিঃসৃত সুরাপূর্ণ পেয়ালা লইয়া।

١٩- لَّا يُصَدَّعُونَ عَنْهَا وَلَا يُنْزِفُونَ ۙ

১৯। সেই সুরা পানে তাহাদের শিরঃপীড়া হইবে না, তাহারা জ্ঞানহারাও হইবে না—

٢٠- وَفَاكِهَةٍ مِّمَّا يَتَخَيَّرُونَ ۙ

২০। এবং তাহাদের পসন্দমত ফলমূল,

٢١- وَلَحْمِ طَيْرٍ مِّمَّا يَشْتَهُونَ ۗ

২১। আর তাহাদের ঈপ্সিত পাখীর গোশ্‌ত লইয়া,

٢٢- وَحُورٌ عِينٌ ۙ

২২। আর তাহাদের জন্য থাকিবে[১৬৭৭] আয়তলোচনা হূর,

٢٣- كَأَمْثَالِ اللُّؤْلُؤِ الْمَكْنُونِ ۚ

২৩। সুরক্ষিত মুক্তাসদৃশ,

٢٤- جَزَآءًۢ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ

২৪। তাহাদের কর্মের পুরস্কারস্বরূপ।

٢٥- لَا يَسْمَعُونَ فِيهَا لَغْوًا وَّلَا تَأْثِيمًا ۙ

২৫। সেথায় তাহারা শুনিবে না কোন অসার অথবা পাপবাক্য,

٢٦- إِلَّا قِيلًا سَلٰمًا سَلٰمًا

২৬। 'সালাম' আর 'সালাম' বাণী ব্যতীত।

٢٧- وَأَصْحٰبُ الْيَمِينِ ۙ مَآ أَصْحٰبُ الْيَمِينِ ۙ

২৭। আর ডান দিকের দল, কত ভাগ্যবান ডান দিকের দল!

٢٨- فِي سِدْرٍ مَّخْضُودٍ ۙ

২৮। তাহারা থাকিবে এমন উদ্যানে, সেখানে আছে কণ্টকহীন কুলবৃক্ষ,

٢٩- وَّطَلْحٍ مَّنْضُودٍ ۙ

২৯। কাঁদি ভরা কদলী বৃক্ষ,

٣٠- وَّظِلٍّ مَّمْدُودٍ ۙ

৩০। সম্প্রসারিত ছায়া,

٣١- وَّمَآءٍ مَّسْكُوبٍ ۙ

৩১। সদা প্রবহমান পানি,

٣٢- وَّفَاكِهَةٍ كَثِيرَةٍ ۙ

৩২। ও প্রচুর ফলমূল,

১৬৭৭। এই স্থলে 'তাহাদের জন্য থাকিবে' কথাটি উহ্য আছে।

Contents

٣٣- لَّا مَقْطُوعَةٍ وَّلَا مَمْنُوعَةٍ ۙ

৩৩। যাহা শেষ হইবে না ও যাহা নিষিদ্ধও হইবে না।

٣٤- وَّ فُرُشٍ مَّرْفُوعَةٍ ۙ

৩৪। আর সমুচ্চ শয্যাসমূহ;

٣٥- إِنَّآ أَنْشَأْنٰهُنَّ إِنْشَآءً ۙ

৩৫। উহাদিগকে[১৬৭৮] আমি সৃষ্টি করিয়াছি বিশেষরূপে—

٣٦- فَجَعَلْنٰهُنَّ أَبْكَارًا ۙ

৩৬। উহাদিগকে করিয়াছি কুমারী,

٣٧- عُرُبًا أَتْرَابًا ۙ

৩৭। সোহাগিনী ও সমবয়স্কা,

٣٨- لِّأَصْحٰبِ الْيَمِينِ ۙ ع

৩৮। ডানদিকের লোকদের জন্য।

[২]

٣٩- ثُلَّةٌ مِّنَ الْأَوَّلِينَ ۙ

৩৯। তাহাদের অনেকে হইবে পূর্ববর্তীদের মধ্য হইতে,

٤٠- وَثُلَّةٌ مِّنَ الْاٰخِرِينَ ۙ

৪০। এবং অনেকে হইবে পরবর্তীদের মধ্য হইতে।

٤١- وَأَصْحٰبُ الشِّمَالِ ۙ مَآ أَصْحٰبُ الشِّمَالِ ۙ

৪১। আর বাম দিকের দল, কত হতভাগ্য বাম দিকের দল!

٤٢- فِي سَمُومٍ وَّحَمِيمٍ ۙ

৪২। উহারা থাকিবে অত্যুষ্ণ বায়ু ও উত্তপ্ত পানিতে,

٤٣- وَّظِلٍّ مِّنْ يَّحْمُومٍ ۙ

৪৩। কৃষ্ণবর্ণ ধূম্রের ছায়ায়,

٤٤- لَّا بَارِدٍ وَّلَا كَرِيمٍ ۝

৪৪। যাহা শীতল নয়, আরামদায়কও নয়।

٤٥- إِنَّهُمْ كَانُوا قَبْلَ ذٰلِكَ مُتْرَفِينَ ۚ

৪৫। ইতিপূর্বে উহারা তো মগ্ন ছিল ভোগ-বিলাসে

٤٦- وَكَانُوا يُصِرُّونَ عَلَى الْحِنْثِ الْعَظِيمِ ۚ

৪৬। এবং উহারা অবিরাম লিপ্ত ছিল ঘোরতর পাপকর্মে।

১৬৭৮। অর্থাৎ হূরদিগকে।

৪৭। আর উহারা বলিত, 'মরিয়া অস্থি ও মৃত্তিকায় পরিণত হইলেও কি উত্থিত হইব আমরা?

٤٧- وَكَانُوا يَقُولُونَ ۙ أَئِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا وَّعِظَامًا ءَاِنَّا لَمَبْعُوثُونَ ۙ

৪৮। 'এবং আমাদের পূর্বপুরুষগণও?'

٤٨- اَوَ اٰبَآؤُنَا الْاَوَّلُوْنَ ○

৪৯। বল, 'অবশ্যই পূর্ববর্তিগণ ও পরবর্তিগণ—

٤٩- قُلْ اِنَّ الْاَوَّلِيْنَ وَالْاٰخِرِيْنَ ۙ

৫০। সকলকে একত্র করা হইবে এক নির্ধারিত দিনের নির্দিষ্ট সময়ে।

٥٠- لَمَجْمُوْعُوْنَ ۙ اِلٰى مِيْقَاتِ يَوْمٍ مَّعْلُوْمٍ ○

৫১। অতঃপর হে বিভ্রান্ত অস্বীকারকারীরা!

٥١- ثُمَّ اِنَّكُمْ اَيُّهَا الضَّآلُّوْنَ الْمُكَذِّبُوْنَ ۙ

৫২। তোমরা অবশ্যই আহার করিবে যাক্কূম বৃক্ষ[১৬৭৯] হইতে,

٥٢- لَاٰكِلُوْنَ مِنْ شَجَرٍ مِّنْ زَقُّوْمٍ ۙ

৫৩। এবং উহা দ্বারা তোমরা উদর পূর্ণ করিবে,

٥٣- فَمَالِـُٔوْنَ مِنْهَا الْبُطُوْنَ ۚ

৫৪। পরে তোমরা পান করিবে উহার উপর অত্যুষ্ণ পানি—

٥٤- فَشٰرِبُوْنَ عَلَيْهِ مِنَ الْحَمِيْمِ ۚ

৫৫। আর পান করিবে তৃষ্ণার্ত উষ্ট্রের ন্যায়।

٥٥- فَشٰرِبُوْنَ شُرْبَ الْهِيْمِ ۗ

৫৬। কিয়ামতের দিন ইহাই হইবে উহাদের আপ্যায়ন।

٥٦- هٰذَا نُزُلُهُمْ يَوْمَ الدِّيْنِ ۗ

৫৭। আমিই তোমাদিগকে সৃষ্টি করিয়াছি, তবে কেন তোমরা বিশ্বাস করিতেছ না?[১৬৮০]

٥٧- نَحْنُ خَلَقْنٰكُمْ فَلَوْلَا تُصَدِّقُوْنَ ○

৫৮। তোমরা কি ভাবিয়া দেখিয়াছ তোমাদের বীর্যপাত সম্বন্ধে?

٥٨- اَفَرَءَيْتُمْ مَّا تُمْنُوْنَ ۗ

৫৯। উহা কি তোমরা সৃষ্টি কর, না আমি সৃষ্টি করি?

٥٩- ءَاَنْتُمْ تَخْلُقُوْنَهٗۤ اَمْ نَحْنُ الْخٰلِقُوْنَ ○

১৬৭৯। দ্র. ৪৪ ঃ ৪৩ ও ৪৪ আয়াতদ্বয়।
১৬৮০। অর্থাৎ পুনরুত্থানে বিশ্বাস করিতেছ না।—জালালায়ন

Contents

٦٠- نَحْنُ قَدَّرْنَا بَيْنَكُمُ الْمَوْتَ وَمَا نَحْنُ بِمَسْبُوْقِيْنَ ۝

৬০। আমি তোমাদের মধ্যে মৃত্যু নির্ধারিত করিয়াছি এবং আমি অক্ষম নহি—

٦١- عَلٰٓى اَنْ نُّبَدِّلَ اَمْثَالَكُمْ وَنُنْشِئَكُمْ فِيْ مَا لَا تَعْلَمُوْنَ ۝

৬১। তোমাদের স্থলে তোমাদের সদৃশ আনয়ন করিতে এবং তোমাদিগকে এমন এক আকৃতিতে সৃষ্টি করিতে যাহা তোমরা জান না।

٦٢- وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ النَّشْاَةَ الْاُوْلٰى فَلَوْلَا تَذَكَّرُوْنَ ۝

৬২। তোমরা তো অবগত হইয়াছ প্রথম সৃষ্টি সম্বন্ধে, তবে তোমরা অনুধাবন কর না কেন?

٦٣- اَفَرَءَيْتُمْ مَّا تَحْرُثُوْنَ ۝

৬৩। তোমরা যে বীজ বপন কর সে সম্পর্কে চিন্তা করিয়াছ কি?

٦٤- ءَاَنْتُمْ تَزْرَعُوْنَهٗٓ اَمْ نَحْنُ الزّٰرِعُوْنَ ۝

৬৪। তোমরা কি উহাকে অঙ্কুরিত কর, না আমি অঙ্কুরিত করি?

٦٥- لَوْ نَشَآءُ لَجَعَلْنٰهُ حُطَامًا فَظَلْتُمْ تَفَكَّهُوْنَ ۝

৬৫। আমি ইচ্ছা করিলে ইহাকে খড়-কুটায় পরিণত করিতে পারি, তখন হতবুদ্ধি হইয়া পড়িবে তোমরা;

٦٦- اِنَّا لَمُغْرَمُوْنَ ۝

৬৬। 'আমরা তো দায়গ্রস্ত হইয়া পড়িয়াছি,'

٦٧- بَلْ نَحْنُ مَحْرُوْمُوْنَ ۝

৬৭। বরং 'আমরা হৃত-সর্বস্ব হইয়া পড়িয়াছি।'

٦٨- اَفَرَءَيْتُمُ الْمَآءَ الَّذِيْ تَشْرَبُوْنَ ۝

৬৮। তোমরা যে পানি পান কর তাহা সম্পর্কে কি তোমরা চিন্তা করিয়াছ?

٦٩- ءَاَنْتُمْ اَنْزَلْتُمُوْهُ مِنَ الْمُزْنِ اَمْ نَحْنُ الْمُنْزِلُوْنَ ۝

৬৯। তোমরা কি উহা মেঘ হইতে নামাইয়া আন, না আমি উহা বর্ষণ করি?

٧٠- لَوْ نَشَآءُ جَعَلْنٰهُ اُجَاجًا فَلَوْلَا تَشْكُرُوْنَ ۝

৭০। আমি ইচ্ছা করিলে উহা লবণাক্ত করিয়া দিতে পারি। তবুও কেন তোমরা কৃতজ্ঞতা প্রকাশ কর না?

Contents

٧١- اَفَرَءَيْتُمُ النَّارَ الَّتِىْ تُوْرُوْنَ ۝

৭১। তোমরা যে অগ্নি প্রজ্বলিত কর তাহা লক্ষ্য করিয়া দেখিয়াছ কি?

٧٢- ءَاَنْتُمْ اَنْشَاْتُمْ شَجَرَتَهَآ اَمْ نَحْنُ الْمُنْشِـُٔوْنَ ۝

৭২। তোমরাই কি উহার বৃক্ষ সৃষ্টি কর, না আমি সৃষ্টি করি?[১৬৮১]

٧٣- نَحْنُ جَعَلْنٰهَا تَذْكِرَةً وَّمَتَاعًا لِّلْمُقْوِيْنَ ۝

৭৩। আমি ইহাকে[১৬৮২] করিয়াছি নিদর্শন এবং মরুচারীদের প্রয়োজনীয় বস্তু।

٧٤- فَسَبِّحْ بِاسْمِ رَبِّكَ الْعَظِيْمِ ۝

৭৪। সুতরাং তুমি তোমার মহান প্রতিপালকের নামের পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা কর।

[৩]

٧٥- فَلَآ اُقْسِمُ بِمَوٰقِعِ النُّجُوْمِ ۝

৭৫। আমি শপথ করিতেছি[১৬৮৩] নক্ষত্ররাজির অস্তাচলের,

٧٦- وَاِنَّهٗ لَقَسَمٌ لَّوْ تَعْلَمُوْنَ عَظِيْمٌ ۝

৭৬। অবশ্যই ইহা এক মহাশপথ, যদি তোমরা জানিতে—

٧٧- اِنَّهٗ لَقُرْاٰنٌ كَرِيْمٌ ۝

৭৭। নিশ্চয়ই ইহা সম্মানিত কুরআন,

٧٨- فِىْ كِتٰبٍ مَّكْنُوْنٍ ۝

৭৮। যাহা আছে সুরক্ষিত কিতাবে।[১৬৮৪]

٧٩- لَّا يَمَسُّهٗٓ اِلَّا الْمُطَهَّرُوْنَ ۝

৭৯। যাহারা পূত-পবিত্র তাহারা ব্যতীত অন্য কেহ তাহা স্পর্শ করে না।

٨٠- تَنْزِيْلٌ مِّنْ رَّبِّ الْعٰلَمِيْنَ ۝

৮০। ইহা জগতসমূহের প্রতিপালকের নিকট হইতে অবতীর্ণ।

٨١- اَفَبِهٰذَا الْحَدِيْثِ اَنْتُمْ مُّدْهِنُوْنَ ۝

৮১। তবুও কি তোমরা এই বাণীকে তুচ্ছ গণ্য করিবে?

٨٢- وَتَجْعَلُوْنَ رِزْقَكُمْ اَنَّكُمْ تُكَذِّبُوْنَ ۝

৮২। এবং তোমরা মিথ্যারোপকেই তোমাদের উপজীব্য করিয়া লইয়াছ!

১৬৮১। দ্র. ৩৬ ঃ ৮০ আয়াত।
১৬৮২। অর্থাৎ অগ্নিকে।
১৬৮৩। ' لا ' না। এখানে ইহা 'না' অর্থ নয়, তাকীদের অর্থ দিতেছে।
১৬৮৪। এই স্থলে كتاب مكنون 'সংরক্ষিত কিতাব' দ্বারা 'লওহ মাহফূজ' বা সংরক্ষিত ফলককে বুঝায়।

٨٣- فَلَوْلَآ اِذَا بَلَغَتِ الْحُلْقُوْمَ ○

৮৩। পরন্তু কেন নয়—প্রাণ যখন কণ্ঠাগত হয়

٨٤- وَ اَنْتُمْ حِيْنَئِذٍ تَنْظُرُوْنَ ○

৮৪। এবং তখন তোমরা তাকাইয়া থাক

٨٥- وَنَحْنُ اَقْرَبُ اِلَيْهِ مِنْكُمْ وَلٰكِنْ لَّا تُبْصِرُوْنَ ○

৮৫। আর আমি তোমাদের অপেক্ষা তাহার নিকটতর, কিন্তু তোমরা দেখিতে পাও না।

٨٦- فَلَوْلَآ اِنْ كُنْتُمْ غَيْرَ مَدِيْنِيْنَ ○

৮৬। তোমরা যদি কর্তৃত্বাধীন না হও,

٨٧- تَرْجِعُوْنَهَآ اِنْ كُنْتُمْ صٰدِقِيْنَ ○

৮৭। তবে তোমরা উহা[১৬৮৫] ফিরাও না কেন? যদি তোমরা সত্যবাদী হও!

٨٨- فَاَمَّآ اِنْ كَانَ مِنَ الْمُقَرَّبِيْنَ ○

৮৮। যদি সে নৈকট্যপ্রাপ্তদের একজন হয়,

٨٩- فَرَوْحٌ وَّ رَيْحَانٌ ۵ وَّ جَنَّتُ نَعِيْمٍ ○

৮৯। তবে তাহার জন্য রহিয়াছে আরাম, উত্তম জীবনোপকরণ ও সুখদ উদ্যান,

٩٠- وَ اَمَّآ اِنْ كَانَ مِنْ اَصْحٰبِ الْيَمِيْنِ ○

৯০। আর যদি সে ডান দিকের একজন হয়,

٩١- فَسَلٰمٌ لَّكَ مِنْ اَصْحٰبِ الْيَمِيْنِ ○

৯১। তবে তাহাকে বলা হইবে, 'হে দক্ষিণ পার্শ্ববর্তী! তোমার প্রতি শান্তি।'

٩٢- وَ اَمَّآ اِنْ كَانَ مِنَ الْمُكَذِّبِيْنَ الضَّآلِّيْنَ ○

৯২। কিন্তু সে যদি সত্য অস্বীকারকারী ও বিভ্রান্তদের অন্যতম হয়,

٩٣- فَنُزُلٌ مِّنْ حَمِيْمٍ ○

৯৩। তবে রহিয়াছে আপ্যায়ন অত্যুষ্ণ পানির দ্বারা,

٩٤- وَّ تَصْلِيَةُ جَحِيْمٍ ○

৯৪। এবং দহন জাহান্নামের;

٩٥- اِنَّ هٰذَا لَهُوَ حَقُّ الْيَقِيْنِ ○

৯৫। ইহা তো ধ্রুব সত্য।

٩٦- فَسَبِّحْ بِاسْمِ رَبِّكَ الْعَظِيْمِ ○

৯৬। অতএব তুমি তোমার মহান প্রতিপালকের নামের পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা কর।।

১৬৮৫। উহা অর্থাৎ প্রাণ।

৫৭- সূরা হাদীদ

২৯ আয়াত, ৪ রুকূ', মাদানী

।। দয়াময়, পরম দয়ালু আল্লাহ্‌র নামে ।।

১। আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীতে যাহা কিছু আছে সবই আল্লাহ্‌র পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা করে। তিনি পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়।

١- سَبَّحَ لِلّٰهِ مَا فِي السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ ۚ وَهُوَ الْعَزِيْزُ الْحَكِيْمُ ○

২। আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীর সর্বময় কর্তৃত্ব তাঁহারই; তিনি জীবন দান করেন ও মৃত্যু ঘটান; তিনি সর্ববিষয়ে সর্বশক্তিমান।

٢- لَهٗ مُلْكُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ ۚ يُحْيٖ وَيُمِيْتُ ۚ وَهُوَ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ ○

৩। তিনিই আদি, তিনিই অন্ত; তিনিই ব্যক্ত ও তিনিই গুপ্ত এবং তিনি সর্ববিষয়ে সম্যক অবহিত।

٣- هُوَ الْاَوَّلُ وَالْاٰخِرُ وَالظَّاهِرُ وَالْبَاطِنُ ۚ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيْمٌ ○

৪। তিনিই ছয় দিবসে আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবী সৃষ্টি করিয়াছেন;[১৬৮৬] অতঃপর 'আরশে সমাসীন হইয়াছেন। তিনি জানেন যাহা কিছু ভূমিতে প্রবেশ করে ও যাহা কিছু উহা হইতে বাহির হয় এবং আকাশ হইতে যাহা কিছু নামে ও আকাশে যাহা কিছু উত্থিত হয়। তোমরা যেখানেই থাক না কেন—তিনি তোমাদের সঙ্গে আছেন, তোমরা যাহা কিছু কর আল্লাহ্ তাহা দেখেন।

٤- هُوَ الَّذِيْ خَلَقَ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ فِيْ سِتَّةِ اَيَّامٍ ثُمَّ اسْتَوٰى عَلَى الْعَرْشِ ۗ يَعْلَمُ مَا يَلِجُ فِي الْاَرْضِ وَمَا يَخْرُجُ مِنْهَا وَمَا يَنْزِلُ مِنَ السَّمَاءِ وَمَا يَعْرُجُ فِيْهَا ۗ وَهُوَ مَعَكُمْ اَيْنَ مَا كُنْتُمْ ۗ وَاللّٰهُ بِمَا تَعْمَلُوْنَ بَصِيْرٌ ○

৫। আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীর সর্বময় কর্তৃত্ব তাঁহারই এবং আল্লাহ্‌রই দিকে সমস্ত বিষয় প্রত্যাবর্তিত হইবে।

٥- لَهٗ مُلْكُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ ۗ وَاِلَى اللّٰهِ تُرْجَعُ الْاُمُوْرُ ○

৬। তিনিই রাত্রিকে প্রবেশ করান দিবসে এবং দিবসকে প্রবেশ করান রাত্রিতে, এবং তিনি অন্তর্যামী।

٦- يُوْلِجُ الَّيْلَ فِي النَّهَارِ وَيُوْلِجُ النَّهَارَ فِي الَّيْلِ ۗ وَهُوَ عَلِيْمٌ بِذَاتِ الصُّدُوْرِ ○

১৬৮৬। দ্র. ৭ ঃ ৫৪; ১০ ঃ ৩; ১১ ঃ ৭; ২৫ ঃ ৫৯; ৩২ ঃ ৪ আয়াতসমূহ।

٧- اٰمِنُوْا بِاللّٰهِ وَرَسُوْلِهٖ وَاَنْفِقُوْا مِمَّا جَعَلَكُمْ مُّسْتَخْلَفِيْنَ فِيْهِ ؕ فَالَّذِيْنَ اٰمَنُوْا مِنْكُمْ وَاَنْفَقُوْا لَهُمْ اَجْرٌ كَبِيْرٌ ○

৭। তোমরা আল্লাহ্ ও তাঁহার রাসূলের প্রতি ঈমান আন এবং আল্লাহ্ তোমাদিগকে যাহা কিছুর উত্তরাধিকারী করিয়াছেন তাহা হইতে ব্যয় কর।[১৬৮৭] তোমাদের মধ্যে যাহারা ঈমান আনে ও ব্যয় করে, তাহাদের জন্য আছে মহাপুরস্কার।

٨- وَمَا لَكُمْ لَا تُؤْمِنُوْنَ بِاللّٰهِ ۚ وَالرَّسُوْلُ يَدْعُوْكُمْ لِتُؤْمِنُوْا بِرَبِّكُمْ وَقَدْ اَخَذَ مِيْثَاقَكُمْ اِنْ كُنْتُمْ مُّؤْمِنِيْنَ ○

৮। তোমাদের কি হইল যে, তোমরা আল্লাহ্‌তে ঈমান আন না? অথচ রাসূল তোমাদিগকে তোমাদের প্রতিপালকের প্রতি ঈমান আনিতে আহ্বান করিতেছে এবং আল্লাহ্ তোমাদের নিকট হইতে অংগীকার গ্রহণ করিয়াছেন,[১৬৮৮] যদি তোমরা বিশ্বাসী হও।

٩- هُوَ الَّذِىْ يُنَزِّلُ عَلٰى عَبْدِهٖۤ اٰيٰتٍۢ بَيِّنٰتٍ لِّيُخْرِجَكُمْ مِّنَ الظُّلُمٰتِ اِلَى النُّوْرِ ؕ وَاِنَّ اللّٰهَ بِكُمْ لَرَءُوْفٌ رَّحِيْمٌ ○

৯। তিনিই তাঁহার বান্দার প্রতি সুস্পষ্ট আয়াত অবতীর্ণ করেন, তোমাদিগকে অন্ধকার হইতে আলোকে আনিবার জন্য। আল্লাহ্ তো তোমাদের প্রতি করুণাময়, পরম দয়ালু।

١٠- وَمَا لَكُمْ اَلَّا تُنْفِقُوْا فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ وَلِلّٰهِ مِيْرَاثُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ ؕ لَا يَسْتَوِىْ مِنْكُمْ مَّنْ اَنْفَقَ مِنْ قَبْلِ الْفَتْحِ وَقٰتَلَ ؕ اُولٰٓئِكَ اَعْظَمُ دَرَجَةً مِّنَ الَّذِيْنَ اَنْفَقُوْا مِنْۢ بَعْدُ وَقٰتَلُوْا ؕ وَكُلًّا وَّعَدَ اللّٰهُ الْحُسْنٰى ؕ وَاللّٰهُ بِمَا تَعْمَلُوْنَ خَبِيْرٌ ○

১০। তোমরা আল্লাহ্‌র পথে কেন ব্যয় করিবে না? আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীর মালিকানা তো আল্লাহ্‌রই। তোমাদের মধ্যে যাহারা মক্কা বিজয়ের পূর্বে ব্যয় করিয়াছে ও যুদ্ধ করিয়াছে, তাহারা এবং পরবর্তীরা সমান নহে। তাহারা মর্যাদায় শ্রেষ্ঠ উহাদের অপেক্ষা, যাহারা পরবর্তী কালে ব্যয় করিয়াছে ও যুদ্ধ করিয়াছে। তবে আল্লাহ্ উভয়ের কল্যাণের প্রতিশ্রুতি দিয়াছেন। তোমরা যাহা কর আল্লাহ্ তাহা সবিশেষ অবহিত।

১৬৮৭। শরী'আতের বিধান অনুসারে।
১৬৮৮। দ্র. ৭ ঃ ১৭২ আয়াত।

[২]

১১। কে আছে যে আল্লাহ্‌কে দিবে উত্তম ঋণ? তাহা হইলে তিনি বহু গুণে ইহাকে বৃদ্ধি করিবেন তাহার জন্য এবং তাহার জন্য রহিয়াছে সম্মানজনক পুরস্কার।

١١- مَنْ ذَا الَّذِىْ يُقْرِضُ اللّٰهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضٰعِفَهٗ لَهٗ وَلَهٗٓ اَجْرٌ كَرِيْمٌ ۝

১২। সেদিন তুমি দেখিবে মু'মিন নর-নারী-গণকে তাহাদের সম্মুখভাগে ও দক্ষিণ পার্শ্বে তাহাদের জ্যোতি ছুটিতে থাকিবে।[১৬৮৯] বলা হইবে, 'আজ তোমাদের জন্য সুসংবাদ জান্নাতের, যাহার পাদদেশে নদী প্রবাহিত, সেথায় তোমরা স্থায়ী হইবে, ইহাই মহাসাফল্য।'

١٢- يَوْمَ تَرَى الْمُؤْمِنِيْنَ وَ الْمُؤْمِنٰتِ يَسْعٰى نُوْرُهُمْ بَيْنَ اَيْدِيْهِمْ وَبِاَيْمَانِهِمْ بُشْرٰىكُمُ الْيَوْمَ جَنّٰتٌ تَجْرِىْ مِنْ تَحْتِهَا الْاَنْهٰرُ خٰلِدِيْنَ فِيْهَا ؕ ذٰلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيْمُ ۝

১৩। সেদিন মুনাফিক পুরুষ ও মুনাফিক নারীরা মু'মিনদিগকে বলিবে, 'তোমরা আমাদের জন্য একটু থাম, যাহাতে আমরা তোমাদের জ্যোতির কিছু গ্রহণ করিতে পারি। বলা হইবে, 'তোমরা তোমাদের পিছনে ফিরিয়া যাও ও আলোর সন্ধান কর।' অতঃপর উভয়ের মাঝামাঝি স্থাপিত হইবে একটি প্রাচীর যাহাতে একটি দরজা থাকিবে, উহার অভ্যন্তরে থাকিবে রহমত এবং বহির্ভাগে থাকিবে শাস্তি।

١٣- يَوْمَ يَقُوْلُ الْمُنٰفِقُوْنَ وَ الْمُنٰفِقٰتُ لِلَّذِيْنَ اٰمَنُوا انْظُرُوْنَا نَقْتَبِسْ مِنْ نُّوْرِكُمْ ۚ قِيْلَ ارْجِعُوْا وَرَآءَكُمْ فَالْتَمِسُوْا نُوْرًا ؕ فَضُرِبَ بَيْنَهُمْ بِسُوْرٍ لَّهٗ بَابٌ ؕ بَاطِنُهٗ فِيْهِ الرَّحْمَةُ وَظَاهِرُهٗ مِنْ قِبَلِهِ الْعَذَابُ ۝

১৪। মুনাফিকরা মু'মিনদিগকে ডাকিয়া জিজ্ঞাসা করিবে, 'আমরা কি তোমাদের সংগে ছিলাম না?' তাহারা বলিবে, 'হাঁ, কিন্তু তোমরা নিজেরাই নিজদিগকে বিপদগ্রস্ত করিয়াছ। তোমরা প্রতীক্ষা করিয়াছিলে,[১৬৯০] সন্দেহ পোষণ করিয়াছিলে এবং অলীক আকাঙ্ক্ষা তোমাদিগকে মোহাচ্ছন্ন করিয়া রাখিয়াছিল, অবশেষে আল্লাহ্‌র হুকুম আসিল। আর মহাপ্রতারক[১৬৯১] তোমাদিগকে প্রতারিত করিয়াছিল আল্লাহ্ সম্পর্কে।'

١٤- يُنَادُوْنَهُمْ اَلَمْ نَكُنْ مَّعَكُمْ ؕ قَالُوْا بَلٰى وَلٰكِنَّكُمْ فَتَنْتُمْ اَنْفُسَكُمْ وَتَرَبَّصْتُمْ وَارْتَبْتُمْ وَغَرَّتْكُمُ الْاَمَانِىُّ حَتّٰى جَآءَ اَمْرُ اللّٰهِ وَغَرَّكُمْ بِاللّٰهِ الْغَرُوْرُ ۝

১৬৮৯। কিয়ামতে পুল্‌সিরাত অতিক্রম করার সময় চতুর্দিক অন্ধকারাচ্ছন্ন থাকিবে। তখন ঈমান ও 'আমল আলোরূপে মু'মিনদের সংগে সংগে থাকিবে। এই আলো মর্যাদা অনুযায়ী বেশী বা কম হইবে।

১৬৯০। আমাদের অমঙ্গলের।

১৬৯১। অর্থাৎ শয়তান।

Contents

١٥- فَالْيَوْمَ لَا يُؤْخَذُ مِنْكُمْ فِدْيَةٌ وَّلَا مِنَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا ۚ مَأْوٰىكُمُ النَّارُ ۚ هِيَ مَوْلٰىكُمْ ۚ وَبِئْسَ الْمَصِيْرُ ○

১৫। 'আজ তোমাদের নিকট হইতে কোন মুক্তিপণ গ্রহণ করা হইবে না এবং যাহারা কুফরী করিয়াছিল তাহাদের নিকট হইতেও নহে। জাহান্নামই তোমাদের আবাসস্থল, ইহাই তোমাদের যোগ্য; কত নিকৃষ্ট এই পরিণাম!'

١٦- أَلَمْ يَأْنِ لِلَّذِيْنَ اٰمَنُوْٓا أَنْ تَخْشَعَ قُلُوْبُهُمْ لِذِكْرِ اللّٰهِ وَمَا نَزَلَ مِنَ الْحَقِّ ۙ وَلَا يَكُوْنُوْا كَالَّذِيْنَ أُوْتُوا الْكِتٰبَ مِنْ قَبْلُ فَطَالَ عَلَيْهِمُ الْأَمَدُ فَقَسَتْ قُلُوْبُهُمْ ۚ وَكَثِيْرٌ مِّنْهُمْ فٰسِقُوْنَ ○

১৬। যাহারা ঈমান আনে তাহাদের হৃদয় ভক্তি-বিগলিত হইবার সময় কি আসে নাই, আল্লাহ্‌র স্মরণে এবং যে সত্য অবতীর্ণ হইয়াছে তাহাতে? এবং পূর্বে যাহাদিগকে কিতাব দেওয়া হইয়াছিল তাহাদের মত যেন উহারা না হয়—বহু কাল অতিক্রান্ত হইয়া গেলে যাহাদের অন্তঃকরণ কঠিন হইয়া পড়িয়াছিল। উহাদের অধিকাংশই সত্যত্যাগী।

١٧- اِعْلَمُوْٓا أَنَّ اللّٰهَ يُحْيِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا ۚ قَدْ بَيَّنَّا لَكُمُ الْاٰيٰتِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُوْنَ ○

১৭। জানিয়া রাখ, আল্লাহ্‌ই ধরিত্রীকে উহার মৃত্যুর পর পুনর্জীবিত করেন। আমি নিদর্শনগুলি তোমাদের জন্য বিশদভাবে ব্যক্ত করিয়াছি যাহাতে তোমরা বুঝিতে পার।

١٨- إِنَّ الْمُصَّدِّقِيْنَ وَالْمُصَّدِّقٰتِ وَأَقْرَضُوا اللّٰهَ قَرْضًا حَسَنًا يُّضٰعَفُ لَهُمْ وَلَهُمْ أَجْرٌ كَرِيْمٌ ○

১৮। দানশীল পুরুষগণ ও দানশীল নারীগণ এবং যাহারা আল্লাহ্‌কে উত্তম ঋণ দান করে[১৬৯২] তাহাদিগকে দেওয়া হইবে বহু গুণ বেশী এবং তাহাদের জন্য রহিয়াছে সম্মানজনক পুরস্কার।

١٩- وَالَّذِيْنَ اٰمَنُوْا بِاللّٰهِ وَرُسُلِهٖٓ أُولٰٓئِكَ هُمُ الصِّدِّيْقُوْنَ ۖ وَالشُّهَدَآءُ عِنْدَ رَبِّهِمْ ۚ

১৯। যাহারা আল্লাহ্‌ ও তাঁহার রাসূলে ঈমান আনে, তাহারাই তাহাদের প্রতিপালকের নিকট সিদ্দীক[১৬৯৩] ও শহীদ।

১৬৯২। দ্র. ২ ঃ ২৪৫ আয়াত ও উহার টীকা এবং ৫ ঃ ১২ ও ৭৩ ঃ ২০ আয়াতদ্বয়।

১৬৯৩। صدّيق শব্দের অর্থ সত্যনিষ্ঠ যাহার কথায় ও কাজে সামঞ্জস্য আছে এবং শরী'আতের বিধিনিষেধ যথাযথভাবে পালন করিয়া অতি উচ্চ মর্যাদা লাভ করিয়াছে। -রাগিব, লিসানুল আরাব

لَهُمْ اَجْرُهُمْ وَ نُوْرُهُمْ ؕ وَالَّذِيْنَ كَفَرُوْا وَكَذَّبُوْا بِاٰيٰتِنَآ اُولٰٓئِكَ اَصْحٰبُ الْجَحِيْمِ ۝

তাহাদের জন্য রহিয়াছে তাহাদের প্রাপ্য পুরস্কার ও জ্যোতি এবং যাহারা কুফরী করিয়াছে ও আমার নিদর্শন অস্বীকার করিয়াছে, উহারাই জাহান্নামের অধিবাসী।

[৩]

২০- اِعْلَمُوْٓا اَنَّمَا الْحَيٰوةُ الدُّنْيَا لَعِبٌ وَّلَهْوٌ وَّزِيْنَةٌ وَّتَفَاخُرٌۢ بَيْنَكُمْ وَتَكَاثُرٌ فِى الْاَمْوَالِ وَالْاَوْلَادِ ؕ كَمَثَلِ غَيْثٍ اَعْجَبَ الْكُفَّارَ نَبَاتُهٗ ثُمَّ يَهِيْجُ فَتَرٰىهُ مُصْفَرًّا ثُمَّ يَكُوْنُ حُطَامًا ؕ وَفِى الْاٰخِرَةِ عَذَابٌ شَدِيْدٌ ۙ وَّمَغْفِرَةٌ مِّنَ اللّٰهِ وَرِضْوَانٌ ؕ وَمَا الْحَيٰوةُ الدُّنْيَآ اِلَّا مَتَاعُ الْغُرُوْرِ ۝

২০। তোমরা জানিয়া রাখ, পার্থিব জীবন তো ক্রীড়া-কৌতুক, জাঁকজমক, পারস্পরিক শ্লাঘা, ধন-সম্পদ ও সন্তান-সন্ততিতে প্রাচুর্য লাভের প্রতিযোগিতা ব্যতীত আর কিছু নয়। উহার উপমা বৃষ্টি, যদ্দ্বারা উৎপন্ন শস্য-সম্ভার কৃষকদিগকে[১৬৯৪] চমৎকৃত করে, অতঃপর উহা শুকাইয়া যায়, ফলে তুমি উহা পীতবর্ণ দেখিতে পাও, অবশেষে উহা খড়-কুটায় পরিণত হয়। পরকালে রহিয়াছে কঠিন শাস্তি এবং আল্লাহ্‌র ক্ষমা ও সন্তুষ্টি। পার্থিব জীবন প্রতারণার সামগ্রী ব্যতীত কিছুই নয়।

২১- سَابِقُوْٓا اِلٰى مَغْفِرَةٍ مِّنْ رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا كَعَرْضِ السَّمَآءِ وَالْاَرْضِ ۙ اُعِدَّتْ لِلَّذِيْنَ اٰمَنُوْا بِاللّٰهِ وَرُسُلِهٖ ؕ ذٰلِكَ فَضْلُ اللّٰهِ يُؤْتِيْهِ مَنْ يَّشَآءُ ؕ وَاللّٰهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيْمِ ۝

২১। তোমরা অগ্রণী হও তোমাদের প্রতিপালকের ক্ষমা ও সেই জান্নাত লাভের প্রয়াসে যাহা প্রশস্ততায় আকাশ ও পৃথিবীর মত, যাহা প্রস্তুত করা হইয়াছে তাহাদের জন্য যাহারা আল্লাহ্ ও তাঁহার রাসূলগণে ঈমান আনে। ইহা আল্লাহ্‌র অনুগ্রহ, যাহাকে ইচ্ছা তিনি ইহা দান করেন; আল্লাহ্ মহাঅনুগ্রহশীল।

২২- مَآ اَصَابَ مِنْ مُّصِيْبَةٍ فِى الْاَرْضِ وَلَا فِىْٓ اَنْفُسِكُمْ اِلَّا فِىْ كِتٰبٍ مِّنْ قَبْلِ اَنْ نَّبْرَاَهَا ؕ اِنَّ ذٰلِكَ عَلَى اللّٰهِ يَسِيْرٌ ۝

২২। পৃথিবীতে অথবা ব্যক্তিগতভাবে তোমাদের উপর যে বিপর্যয় আসে আমি উহা সংঘটিত করিবার পূর্বেই উহা লিপিবদ্ধ থাকে; আল্লাহ্‌র পক্ষে ইহা খুবই সহজ।

১৬৯৪। كفر আবৃত করা। ইহা হইতে كافر অর্থ কৃষক, যেহেতু সে মাটি দ্বারা বীজ ঢাকিয়া দেয়। বহুবচনে كفار।

٢٣- لِّكَيْلَا تَأْسَوْا عَلٰى مَا فَاتَكُمْ وَلَا تَفْرَحُوْا بِمَآ اٰتٰىكُمْ ؕ وَاللّٰهُ لَا يُحِبُّ كُلَّ مُخْتَالٍ فَخُوْرِ ۨ ۙ

২৩। ইহা এইজন্য যে, তোমরা যাহা হারাইয়াছ তাহাতে যেন তোমরা বিমর্ষ না হও, এবং যাহা তিনি তোমাদিগকে দিয়াছেন তাহার জন্য হর্ষোৎফুল্ল না হও। আল্লাহ্ পসন্দ করেন না উদ্ধত ও অহংকারীদিগকে—

٢٤- الَّذِيْنَ يَبْخَلُوْنَ وَيَأْمُرُوْنَ النَّاسَ بِالْبُخْلِ ؕ وَمَنْ يَّتَوَلَّ فَاِنَّ اللّٰهَ هُوَ الْغَنِيُّ الْحَمِيْدُ ○

২৪। যাহারা কার্পণ্য করে ও মানুষকে কার্পণ্যের নির্দেশ দেয় এবং যে মুখ ফিরাইয়া লয় সে জানিয়া রাখুক আল্লাহ্ তো অভাবমুক্ত, প্রশংসার্হ।

٢٥- لَقَدْ اَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيِّنٰتِ وَاَنْزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتٰبَ وَالْمِيْزَانَ لِيَقُوْمَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ ۚ وَاَنْزَلْنَا الْحَدِيْدَ فِيْهِ بَاْسٌ شَدِيْدٌ وَّمَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَلِيَعْلَمَ اللّٰهُ مَنْ يَّنْصُرُهٗ وَرُسُلَهٗ بِالْغَيْبِ ؕ اِنَّ اللّٰهَ قَوِيٌّ عَزِيْزٌ ○

২৫। নিশ্চয়ই আমি আমার রাসূলগণকে প্রেরণ করিয়াছি স্পষ্ট প্রমাণসহ এবং তাহাদের সংগে দিয়াছি কিতাব ও ন্যায়নীতি, যাহাতে মানুষ সুবিচার প্রতিষ্ঠা করে। আমি লৌহও দিয়াছি যাহাতে রহিয়াছে প্রচণ্ড শক্তি ও রহিয়াছে মানুষের জন্য বহুবিধ কল্যাণ। ইহা এইজন্য যে, আল্লাহ্ প্রকাশ করিয়া দেন কে প্রত্যক্ষ না করিয়াও তাঁহাকে ও তাঁহার রাসূলগণকে সাহায্য করে। আল্লাহ্ শক্তিমান, পরাক্রমশালী।

[৪]

٢٦- وَلَقَدْ اَرْسَلْنَا نُوْحًا وَّاِبْرٰهِيْمَ وَجَعَلْنَا فِيْ ذُرِّيَّتِهِمَا النُّبُوَّةَ وَالْكِتٰبَ فَمِنْهُمْ مُّهْتَدٍ ۚ وَكَثِيْرٌ مِّنْهُمْ فٰسِقُوْنَ ○

২৬। আমি নূহ এবং ইব্রাহীমকে রাসূলরূপে প্রেরণ করিয়াছিলাম এবং আমি তাহাদের বংশধরগণের জন্য স্থির করিয়াছিলাম নুবুওয়াত ও কিতাব, কিন্তু উহাদের অল্পই সৎপথ অবলম্বন করিয়াছিল এবং অধিকাংশই ছিল সত্যত্যাগী।

٢٧- ثُمَّ قَفَّيْنَا عَلٰٓى اٰثَارِهِمْ بِرُسُلِنَا وَقَفَّيْنَا بِعِيْسَى ابْنِ مَرْيَمَ

২৭। অতঃপর আমি তাহাদের পশ্চাতে অনুগামী করিয়াছিলাম আমার রাসূলগণকে এবং অনুগামী করিয়াছিলাম

وَ اٰتَيْنٰهُ الْاِنْجِيْلَ ۙ وَ جَعَلْنَا فِيْ قُلُوْبِ الَّذِيْنَ اتَّبَعُوْهُ رَاْفَةً وَّرَحْمَةً ؕ وَرَهْبَانِيَّةَ ۨ ابْتَدَعُوْهَا مَا كَتَبْنٰهَا عَلَيْهِمْ اِلَّا ابْتِغَآءَ رِضْوَانِ اللّٰهِ فَمَا رَعَوْهَا حَقَّ رِعَايَتِهَا ۚ فَاٰتَيْنَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا مِنْهُمْ اَجْرَهُمْ ۚ وَكَثِيْرٌ مِّنْهُمْ فٰسِقُوْنَ ○

মার্‌ইয়াম-তনয় 'ঈসাকে, আর তাহাকে দিয়াছিলাম ইঞ্জীল এবং তাহার অনুসারীদের অন্তরে দিয়াছিলাম করুণা ও দয়া। আর সন্ন্যাসবাদ—ইহা তো উহারা নিজেরাই আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টি লাভের জন্য প্রবর্তন করিয়াছিল। আমি উহাদের ইহার বিধান দেই নাই; অথচ ইহাও উহারা যথাযথভাবে পালন করে নাই। উহাদের মধ্যে যাহারা ঈমান আনিয়াছিল, উহাদিগকে আমি দিয়াছিলাম পুরস্কার এবং উহাদের অধিকাংশই সত্যত্যাগী।

٢٨- يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوا اتَّقُوا اللّٰهَ وَ اٰمِنُوْا بِرَسُوْلِهٖ يُؤْتِكُمْ كِفْلَيْنِ مِنْ رَّحْمَتِهٖ وَ يَجْعَلْ لَّكُمْ نُوْرًا تَمْشُوْنَ بِهٖ وَ يَغْفِرْ لَكُمْ ؕ وَ اللّٰهُ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ ۙ○

২৮। হে মু'মিনগণ! আল্লাহ্‌কে ভয় কর এবং তাঁহার রাসূলের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন কর। তিনি তাঁহার অনুগ্রহে তোমাদিগকে দিবেন দ্বিগুণ পুরস্কার এবং তিনি তোমাদিগকে দিবেন আলো, যাহার সাহায্যে তোমরা চলিবে এবং তিনি তোমাদিগকে ক্ষমা করিবেন; আল্লাহ্ ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।

٢٩- لِّئَلَّا يَعْلَمَ اَهْلُ الْكِتٰبِ اَلَّا يَقْدِرُوْنَ عَلٰى شَيْءٍ مِّنْ فَضْلِ اللّٰهِ وَ اَنَّ الْفَضْلَ بِيَدِ اللّٰهِ يُؤْتِيْهِ مَنْ يَّشَآءُ ؕ وَ اللّٰهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيْمِ ○ ع

২৯। ইহা এইজন্য যে, কিতাবীগণ যেন জানিতে পারে, আল্লাহ্‌র সামান্যতম অনুগ্রহের উপরও উহাদের কোন অধিকার নাই। অনুগ্রহ আল্লাহ্‌রই ইখ্‌তিয়ারে, যাহাকে ইচ্ছা তাহাকে তিনি তাহা দান করেন। আল্লাহ্ মহা-অনুগ্রহশীল।

অষ্টাবিংশতিতম পারা

৫৮-সূরা মুজাদালা

২২ আয়াত, ৩ রুকূ', মাদানী

।। দয়াময়, পরম দয়ালু আল্লাহ্‌র নামে ।।
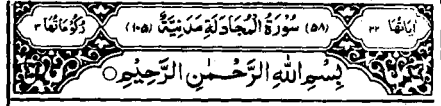
১। আল্লাহ্ অবশ্যই শুনিয়াছেন সেই নারীর কথা, যে তাহার স্বামীর বিষয়ে তোমার সহিত বাদানুবাদ করিতেছে এবং আল্লাহ্‌র নিকটও ফরিয়াদ করিতেছে।[১৬৯৫] আল্লাহ্ তোমাদের কথোপকথন শোনেন, আল্লাহ্ সর্বশ্রোতা, সর্বদ্রষ্টা।

١- قَدْ سَمِعَ اللّٰهُ قَوْلَ الَّتِىْ
تُجَادِلُكَ فِىْ زَوْجِهَا
وَتَشْتَكِىْٓ اِلَى اللّٰهِ ۖ
وَاللّٰهُ يَسْمَعُ تَحَاوُرَكُمَا ؕ
اِنَّ اللّٰهَ سَمِيْعٌۢ بَصِيْرٌ ۝

২। তোমাদের মধ্যে যাহারা নিজেদের স্ত্রীগণের সহিত যিহার[১৬৯৬] করে, তাহারা জানিয়া রাখুক—তাহাদের স্ত্রীগণ তাহাদের মাতা নহে, যাহারা তাহাদিগকে জন্মদান করে কেবল তাহারাই তাহাদের মাতা; উহারা তো অসঙ্গত ও অসত্য কথাই বলে। নিশ্চয়ই আল্লাহ্ পাপ মোচনকারী ও ক্ষমাশীল।

٢- اَلَّذِيْنَ يُظٰهِرُوْنَ مِنْكُمْ مِّنْ نِّسَآئِهِمْ
مَّا هُنَّ اُمَّهٰتِهِمْ ؕ
اِنْ اُمَّهٰتُهُمْ اِلَّا الّٰٓـئِىْ وَلَدْنَهُمْ ؕ
وَاِنَّهُمْ لَيَقُوْلُوْنَ مُنْكَرًا مِّنَ الْقَوْلِ وَزُوْرًا ؕ
وَاِنَّ اللّٰهَ لَعَفُوٌّ غَفُوْرٌ ۝

৩। যাহারা নিজেদের স্ত্রীগণের সহিত যিহার করে এবং পরে উহাদের উক্তি প্রত্যাহার করে, তবে একে অপরকে স্পর্শ করিবার পূর্বে একটি দাস মুক্ত করিতে হইবে, ইহা দ্বারা তোমাদিগকে উপদেশ দেওয়া যাইতেছে। তোমরা যাহা কর আল্লাহ্ তাহার খবর রাখেন।

٣- وَالَّذِيْنَ يُظٰهِرُوْنَ مِنْ نِّسَآئِهِمْ
ثُمَّ يَعُوْدُوْنَ لِمَا قَالُوْا
فَتَحْرِيْرُ رَقَبَةٍ مِّنْ قَبْلِ اَنْ يَّتَمَآسَّا ؕ
ذٰلِكُمْ تُوْعَظُوْنَ بِهٖ ؕ
وَاللّٰهُ بِمَا تَعْمَلُوْنَ خَبِيْرٌ ۝

১৬৯৫। আওস ইব্‌ন সামিত (রা) নামে এক সাহাবী তাঁহার স্ত্রীকে এমন কথা বলিয়াছিলেন যাহাতে যিহার সাব্যস্ত হয়। তাঁহার স্ত্রী রাসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-এর নিকট গিয়া ঘটনাটি বর্ণনা করেন ও সিদ্ধান্ত চাহেন। উত্তরে রাসূলুল্লাহ্ (সাঃ) বলেন, 'এই ব্যাপারে আমার নিকট এখনও নির্দেশ আসে নাই, তবে মনে হয় তাহার জন্য তুমি অবৈধ হইয়াছ।' স্ত্রীলোকটি ইহা শুনিয়া কান্নাকাটি করিতে থাকে। এই পরিপ্রেক্ষিতে আয়াতগুলি অবতীর্ণ হয়।

১৬৯৬। ظهر শব্দটির অর্থ পৃষ্ঠদেশ, জাহিলী যুগে আরব সমাজে যদি কোন ব্যক্তি তাহার স্ত্রীকে বলিত, 'তুমি আমার জন্য আমার মাতার পৃষ্ঠসদৃশ' তাহা হইলে স্বামী-স্ত্রীর সম্পর্ক ছিন্ন হইয়া যাইত, তাহারা এইভাবে বিবাহ বন্ধন ছিন্ন করাকে যিহার বলে (যদিও ইসলামে ইহা দ্বারা বিবাহ বন্ধন ছিন্ন হয় না, তবে কাফ্‌ফারা আদায় করিতে হয়)।

٤- فَمَنْ لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ
مِنْ قَبْلِ اَنْ يَّتَمَآسَّا ۚ
فَمَنْ لَّمْ يَسْتَطِعْ فَاِطْعَامُ سِتِّيْنَ مِسْكِيْنًا ۚ
ذٰلِكَ لِتُؤْمِنُوْا بِاللّٰهِ وَرَسُوْلِهٖ ۚ
وَتِلْكَ حُدُوْدُ اللّٰهِ ۚ
وَلِلْكٰفِرِيْنَ عَذَابٌ اَلِيْمٌ ○

৪। কিন্তু যাহার এ সামর্থ্য থাকিবে না, একে অপরকে স্পর্শ করিবার পূর্বে তাহাকে একাদিক্রমে দুই মাস সিয়াম পালন করিতে হইবে; যে তাহাতেও অসমর্থ, সে ষাটজন অভাবগ্রস্তকে খাওয়াইবে; ইহা এইজন্য যে, তোমরা যেন আল্লাহ্ ও তাঁহার রাসূলে বিশ্বাস স্থাপন কর। এইগুলি আল্লাহ্‌র নির্ধারিত বিধান; কাফিরদের জন্য রহিয়াছে মর্মন্তুদ শাস্তি।

٥- اِنَّ الَّذِيْنَ يُحَآدُّوْنَ اللّٰهَ وَرَسُوْلَهٗ
كُبِتُوْا كَمَا كُبِتَ الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِهِمْ
وَقَدْ اَنْزَلْنَآ اٰيٰتٍۢ بَيِّنٰتٍ ۚ
وَلِلْكٰفِرِيْنَ عَذَابٌ مُّهِيْنٌ ۚ○

৫। যাহারা আল্লাহ্ ও তাঁহার রাসূলের বিরুদ্ধাচরণ করে, তাহাদিগকে অপদস্থ করা হইবে যেমন অপদস্থ করা হইয়াছে তাহাদের পূর্ববর্তীদিগকে; আমি সুস্পষ্ট আয়াত অবতীর্ণ করিয়াছি; কাফিরদের জন্য রহিয়াছে লাঞ্ছনাদায়ক শাস্তি—

٦- يَوْمَ يَبْعَثُهُمُ اللّٰهُ جَمِيْعًا
فَيُنَبِّئُهُمْ بِمَا عَمِلُوْا ۚ
اَحْصٰهُ اللّٰهُ وَنَسُوْهُ ۚ
وَاللّٰهُ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيْدٌ ۚ○

৬। সেই দিন, যেদিন উহাদের সকলকে একত্রে উত্থিত করা হইবে এবং উহাদিগকে জানাইয়া দেওয়া হইবে যাহা উহারা করিত; আল্লাহ্ উহার হিসাব রাখিয়াছেন, আর উহারা তাহা বিস্মৃত হইয়াছে। আল্লাহ্ সর্ববিষয়ে সম্যক দ্রষ্টা।

[২]

٧- اَلَمْ تَرَ اَنَّ اللّٰهَ يَعْلَمُ
مَا فِي السَّمٰوٰتِ وَمَا فِي الْاَرْضِ ۚ
مَا يَكُوْنُ مِنْ نَّجْوٰى ثَلٰثَةٍ اِلَّا هُوَ
رَابِعُهُمْ وَلَا خَمْسَةٍ اِلَّا هُوَ سَادِسُهُمْ
وَلَآ اَدْنٰى مِنْ ذٰلِكَ وَلَآ اَكْثَرَ
اِلَّا هُوَ مَعَهُمْ اَيْنَ مَا كَانُوْا ۚ
ثُمَّ يُنَبِّئُهُمْ بِمَا عَمِلُوْا يَوْمَ الْقِيٰمَةِ ۚ
اِنَّ اللّٰهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيْمٌ ○

৭। তুমি কি লক্ষ্য কর না, আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীতে যাহা কিছু আছে আল্লাহ্ তাহা জানেন? তিন ব্যক্তির মধ্যে এমন কোন গোপন পরামর্শ হয় না যাহাতে চতুর্থ জন হিসাবে তিনি উপস্থিত থাকেন না এবং পাঁচ ব্যক্তির মধ্যেও হয় না যাহাতে ষষ্ঠ জন হিসাবে তিনি উপস্থিত থাকেন না। উহারা এতদপেক্ষা কম হউক বা বেশী হউক তিনি তো তাহাদের সংগেই আছেন উহারা যেখানেই থাকুক না কেন। অতঃপর উহারা যাহা করে, তিনি উহাদিগকে কিয়ামতের দিন তাহা জানাইয়া দিবেন। নিশ্চয়ই আল্লাহ্ সর্ববিষয়ে সম্যক অবগত।

৮- اَلَمْ تَرَ اِلَى الَّذِيْنَ نُهُوْا عَنِ النَّجْوٰى ثُمَّ يَعُوْدُوْنَ لِمَا نُهُوْا عَنْهُ وَيَتَنٰجَوْنَ بِالْاِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَمَعْصِيَتِ الرَّسُوْلِ ۫ وَاِذَا جَآءُوْكَ حَيَّوْكَ بِمَا لَمْ يُحَيِّكَ بِهِ اللّٰهُ ۙ وَيَقُوْلُوْنَ فِيْٓ اَنْفُسِهِمْ لَوْلَا يُعَذِّبُنَا اللّٰهُ بِمَا نَقُوْلُ ؕ حَسْبُهُمْ جَهَنَّمُ ۚ يَصْلَوْنَهَا ۚ فَبِئْسَ الْمَصِيْرُ ○

৮। তুমি কি তাহাদিগকে লক্ষ্য কর না, যাহাদিগকে গোপন পরামর্শ করিতে নিষেধ করা হইয়াছিল? অতঃপর উহারা যাহা নিষিদ্ধ তাহারই পুনরাবৃত্তি করে এবং পাপাচরণ, সীমালংঘন ও রাসূলের বিরুদ্ধাচরণের জন্য কানাকানি করে। উহারা যখন তোমার নিকট আসে তখন উহারা তোমাকে এমন কথা দ্বারা অভিবাদন করে যদ্দ্বারা আল্লাহ্ তোমাকে অভিবাদন করেন নাই।[১৬৯৭] উহারা মনে মনে বলে, 'আমরা যাহা বলি তাহার জন্য আল্লাহ্ আমাদিগকে শাস্তি দেন না কেন?' জাহান্নামই উহাদের জন্য যথেষ্ট, যেথায় উহারা প্রবেশ করিবে, কত নিকৃষ্ট সেই আবাস!

৯- يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْٓا اِذَا تَنَاجَيْتُمْ فَلَا تَتَنَاجَوْا بِالْاِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَمَعْصِيَتِ الرَّسُوْلِ وَتَنَاجَوْا بِالْبِرِّ وَالتَّقْوٰى ؕ وَاتَّقُوا اللّٰهَ الَّذِيْٓ اِلَيْهِ تُحْشَرُوْنَ ○

৯। হে মু'মিনগণ! তোমরা যখন গোপন পরামর্শ কর, সে পরামর্শ যেন পাপাচরণ, সীমালংঘন ও রাসূলের বিরুদ্ধাচরণ সম্পর্কে না হয়। তোমরা কল্যাণকর কাজ ও তাকওয়া অবলম্বনের পরামর্শ করিও, এবং ভয় কর আল্লাহ্‌কে যাঁহার নিকট তোমাদিগকে সমবেত করা হইবে।

১০- اِنَّمَا النَّجْوٰى مِنَ الشَّيْطٰنِ لِيَحْزُنَ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَلَيْسَ بِضَآرِّهِمْ شَيْـًٔا اِلَّا بِاِذْنِ اللّٰهِ ؕ وَعَلَى اللّٰهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُوْنَ ○

১০। শয়তানের প্ররোচনায় হয় এই গোপন পরামর্শ মু'মিনদিগকে দুঃখ দেওয়ার জন্য। তবে আল্লাহ্‌র ইচ্ছা ব্যতীত শয়তান তাহাদের সামান্যতম ক্ষতি সাধনেও সক্ষম নহে। মু'মিনদের কর্তব্য আল্লাহ্‌র উপর নির্ভর করা।

১১- يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْٓا اِذَا قِيْلَ لَكُمْ تَفَسَّحُوْا فِى الْمَجٰلِسِ فَافْسَحُوْا يَفْسَحِ اللّٰهُ لَكُمْ ۚ

১১। হে মু'মিনগণ! যখন তোমাদিগকে বলা হয়, মজলিসে স্থান প্রশস্ত করিয়া দাও, তখন তোমরা স্থান করিয়া দিও, আল্লাহ্ তোমাদের জন্য স্থান প্রশস্ত করিয়া দিবেন

১৬৯৭। রাসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-এর মজলিসে ইয়াহূদী ও মুনাফিকরা ফিসফিস করিয়া পরস্পর পরামর্শ করিত এবং প্রায়ই মুসলিমদের প্রতি ব্যঙ্গোক্তি করিত। ইহাতে মুসলিমগণ মনে কষ্ট পাইতেন, এমনকি রাসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-কে অভিবাদন করিত السام عليك (তোমার মৃত্যু হউক) বলিয়া। উহাদিগকে পূর্বেই এই সকল অপকর্ম হইতে বিরত থাকিতে বলা হইয়াছিল। এই আয়াতগুলি এই ধরনের ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে অবতীর্ণ হয়। আরও দ্র. ১২ নং আয়াত।

وَاِذَا قِيْلَ انْشُزُوْا فَانْشُزُوْا
يَرْفَعِ اللّٰهُ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا مِنْكُمْ ۙ
وَالَّذِيْنَ اُوْتُوا الْعِلْمَ دَرَجٰتٍ ؕ
وَاللّٰهُ بِمَا تَعْمَلُوْنَ خَبِيْرٌ ○

এবং যখন বলা হয়, 'উঠিয়া যাও', তোমরা উঠিয়া যাইও। তোমাদের মধ্যে যাহারা ঈমান আনিয়াছে এবং যাহাদিগকে জ্ঞান দান করা হইয়াছে আল্লাহ্ তাহাদিগকে মর্যাদায় উন্নত করিবেন; তোমরা যাহা কর আল্লাহ্ সে সম্পর্কে সবিশেষ অবহিত।

١٢- يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْۤا
اِذَا نَاجَيْتُمُ الرَّسُوْلَ فَقَدِّمُوْا
بَيْنَ يَدَيْ نَجْوٰىكُمْ صَدَقَةً ؕ
ذٰلِكَ خَيْرٌ لَّكُمْ وَاَطْهَرُ ؕ فَاِنْ لَّمْ تَجِدُوْا
فَاِنَّ اللّٰهَ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ ○

১২। হে মু'মিনগণ! তোমরা রাসূলের সহিত চুপি চুপি কথা বলিতে চাহিলে তাহার পূর্বে সাদাকা প্রদান করিবে,[১৬৯৮] ইহাই তোমাদের জন্য শ্রেয় ও পরিশোধক; যদি তাহাতে অক্ষম হও, আল্লাহ্ ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।

١٣- ءَاَشْفَقْتُمْ اَنْ تُقَدِّمُوْا
بَيْنَ يَدَيْ نَجْوٰىكُمْ صَدَقٰتٍ ؕ
فَاِذْ لَمْ تَفْعَلُوْا وَتَابَ اللّٰهُ عَلَيْكُمْ
فَاَقِيْمُوا الصَّلٰوةَ وَاٰتُوا الزَّكٰوةَ
وَاَطِيْعُوا اللّٰهَ وَرَسُوْلَهٗ ؕ
وَاللّٰهُ خَبِيْرٌۢ بِمَا تَعْمَلُوْنَ ○ ع

১৩। তোমরা কি চুপে চুপে কথা বলিবার পূর্বে সাদাকা প্রদানকে কষ্টকর মনে কর! যখন তোমরা সাদাকা দিতে পারিলে না, আর আল্লাহ্ তোমাদিগকে ক্ষমা করিয়া দিলেন, তখন তোমরা সালাত কায়েম কর, যাকাত প্রদান কর এবং আল্লাহ্ ও তাঁহার রাসূলের আনুগত্য কর।[১৬৯৯] তোমরা যাহা কর আল্লাহ্ তাহা সম্যক অবগত।

[৩]

١٤- اَلَمْ تَرَ اِلَى الَّذِيْنَ
تَوَلَّوْا قَوْمًا غَضِبَ اللّٰهُ عَلَيْهِمْ ؕ
مَا هُمْ مِّنْكُمْ وَلَا مِنْهُمْ ۙ
وَيَحْلِفُوْنَ عَلَى الْكَذِبِ وَهُمْ يَعْلَمُوْنَ ○

১৪। তুমি কি তাহাদের প্রতি লক্ষ্য কর নাই যাহারা, আল্লাহ্ যে সম্প্রদায়ের প্রতি রুষ্ট, তাহাদের সহিত বন্ধুত্ব করে? উহারা তোমাদের দলভুক্ত নহে, তাহাদের দলভুক্তও নহে[১৭০০] এবং উহারা জানিয়া শুনিয়া মিথ্যা শপথ করে।

১৬৯৮। মুনাফিকরা সময়ে অসময়ে অতি সাধারণ ব্যাপারে নিজেদের গুরুত্ব প্রদর্শন করিবার উদ্দেশ্যে রাসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-এর কানে কানে কথা বলিত। ইহাতে সময়ের অপচয় ছাড়াও রাসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-এর কষ্ট হইত এবং অন্যদেরও অসুবিধা হইত। তাই রাসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-এর সহিত কানে কানে কথা বলিতে হইলে প্রথমে সাদাকা করার নির্দেশ দেওয়া হইয়াছিল। মুসলিমগণ এই নির্দেশের ফলে সতর্ক হন এবং মুনাফিকরা সাদাকা করার ভয়ে ইহা হইতে বিরত থাকে। পরবর্তী কালে এই হুকুমটি রহিত হয়।—দ্র. আয়াত নং ১৩

১৬৯৯। আল্লাহ্‌র প্রতি শুকরিয়া জ্ঞাপনের উদ্দেশ্যে।

১৭০০। এই স্থলে كم দ্বারা মু'মিনদিগকে এবং هم দ্বারা ইয়াহূদীদিগকে বুঝাইতেছে। -বায়দাবী, কাশ্‌শাফ ইত্যাদি

১৫। আল্লাহ্ উহাদের জন্য প্রস্তুত রাখিয়াছেন কঠিন শাস্তি। উহারা যাহা করে তাহা কত মন্দ!

١٥- أَعَدَّ اللّٰهُ لَهُمْ عَذَابًا شَدِيدًا ۚ إِنَّهُمْ سَآءَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ○

১৬। উহারা উহাদের শপথগুলিকে ঢাল স্বরূপ ব্যবহার করে, আর উহারা আল্লাহ্র পথ হইতে নিবৃত্ত করে; অতএব উহাদের জন্য রহিয়াছে লাঞ্ছনাদায়ক শাস্তি।

١٦- اِتَّخَذُوْٓا اَيْمَانَهُمْ جُنَّةً فَصَدُّوْا عَنْ سَبِيْلِ اللّٰهِ فَلَهُمْ عَذَابٌ مُّهِيْنٌ ○

১৭। আল্লাহ্র শাস্তির মুকাবিলায় উহাদের ধন-সম্পদ ও সন্তান-সন্ততি উহাদের কোন কাজে আসিবে না; উহারাই জাহান্নামের অধিবাসী, সেথায় উহারা স্থায়ী হইবে।

١٧- لَنْ تُغْنِيَ عَنْهُمْ اَمْوَالُهُمْ وَلَآ اَوْلَادُهُمْ مِّنَ اللّٰهِ شَيْـًٔا ۚ اُولٰٓئِكَ اَصْحٰبُ النَّارِ ۚ هُمْ فِيْهَا خٰلِدُوْنَ ○

১৮। যে দিন আল্লাহ্ পুনরুত্থিত করিবেন উহাদের সকলকে, তখন উহারা আল্লাহ্র নিকট সেইরূপ শপথ করিবে যেইরূপ শপথ তোমাদের নিকট করে এবং উহারা মনে করে যে, ইহাতে উহারা ভাল কিছুর উপর রহিয়াছে। সাবধান! উহারাই তো প্রকৃত মিথ্যাবাদী।

١٨- يَوْمَ يَبْعَثُهُمُ اللّٰهُ جَمِيْعًا فَيَحْلِفُوْنَ لَهٗ كَمَا يَحْلِفُوْنَ لَكُمْ وَيَحْسَبُوْنَ اَنَّهُمْ عَلٰى شَيْءٍ ۚ اَلَآ اِنَّهُمْ هُمُ الْكٰذِبُوْنَ ○

১৯। শয়তান উহাদের উপর প্রভাব বিস্তার করিয়াছে; ফলে উহাদিগকে ভুলাইয়া দিয়াছে আল্লাহ্র স্মরণ। উহারা শয়তানেরই দল। সাবধান! শয়তানের দল অবশ্যই ক্ষতিগ্রস্ত।

١٩- اِسْتَحْوَذَ عَلَيْهِمُ الشَّيْطٰنُ فَاَنْسٰىهُمْ ذِكْرَ اللّٰهِ ۚ اُولٰٓئِكَ حِزْبُ الشَّيْطٰنِ ۚ اَلَآ اِنَّ حِزْبَ الشَّيْطٰنِ هُمُ الْخٰسِرُوْنَ ○

২০। যাহারা আল্লাহ্ ও তাঁহার রাসূলের বিরুদ্ধাচরণ করে, তাহারা হইবে চরম লাঞ্ছিতদের অন্তর্ভুক্ত।

٢٠- اِنَّ الَّذِيْنَ يُحَآدُّوْنَ اللّٰهَ وَرَسُوْلَهٗٓ اُولٰٓئِكَ فِى الْاَذَلِّيْنَ ○

২১। আল্লাহ্ সিদ্ধান্ত করিয়াছেন, আমি অবশ্যই বিজয়ী হইব এবং আমার রাসূলগণও। নিশ্চয় আল্লাহ্ শক্তিমান, পরাক্রমশালী।

٢١- كَتَبَ اللّٰهُ لَاَغْلِبَنَّ اَنَا وَرُسُلِيْ ۚ اِنَّ اللّٰهَ قَوِيٌّ عَزِيْزٌ ○

২২। তুমি পাইবে না আল্লাহ্‌ ও আখিরাতে বিশ্বাসী এমন কোন সম্প্রদায়, যাহারা ভালবাসে আল্লাহ্‌ ও তাঁহার রাসূলের বিরুদ্ধাচারিগণকে—হউক না এই বিরুদ্ধাচারীরা তাহাদের পিতা, পুত্র, ভ্রাতা অথবা ইহাদের জ্ঞাতি-গোত্র। ইহাদের অন্তরে আল্লাহ্‌ সুদৃঢ় করিয়াছেন ঈমান এবং তাহাদিগকে শক্তিশালী করিয়াছেন তাঁহার পক্ষ হইতে রূহ[১৭০১] দ্বারা। তিনি ইহাদিগকে দাখিল করিবেন জান্নাতে, যাহার পাদদেশে নদী প্রবাহিত; সেথায় ইহারা স্থায়ী হইবে; আল্লাহ্‌ ইহাদের প্রতি সন্তুষ্ট হইয়াছেন এবং ইহারাও তাঁহার প্রতি সন্তুষ্ট, ইহারাই আল্লাহ্‌র দল। জানিয়া রাখ, আল্লাহ্‌র দলই সফলকাম হইবে।

٢٢- لَا تَجِدُ قَوْمًا يُّؤْمِنُوْنَ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ يُوَآدُّوْنَ مَنْ حَآدَّ اللّٰهَ وَرَسُوْلَهٗ وَلَوْ كَانُوْٓا اٰبَآءَهُمْ اَوْ اَبْنَآءَهُمْ اَوْ اِخْوَانَهُمْ اَوْ عَشِيْرَتَهُمْ ؕ اُولٰٓئِكَ كَتَبَ فِيْ قُلُوْبِهِمُ الْاِيْمَانَ وَاَيَّدَهُمْ بِرُوْحٍ مِّنْهُ ؕ وَيُدْخِلُهُمْ جَنّٰتٍ تَجْرِيْ مِنْ تَحْتِهَا الْاَنْهٰرُ خٰلِدِيْنَ فِيْهَا ؕ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمْ وَرَضُوْا عَنْهُ ؕ اُولٰٓئِكَ حِزْبُ اللّٰهِ ؕ اَلَآ اِنَّ حِزْبَ اللّٰهِ هُمُ الْمُفْلِحُوْنَ ۝

৫৯-সূরা হাশ্‌র

২৪ আয়াত, ৩ রুকূ', মাদানী

।। দয়াময়, পরম দয়ালু আল্লাহ্‌র নামে।।

১। আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীতে যাহা কিছু আছে সমস্তই তাঁহার পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা করে; তিনি পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়।

١- سَبَّحَ لِلّٰهِ مَا فِي السَّمٰوٰتِ وَمَا فِي الْاَرْضِ ۚ وَهُوَ الْعَزِيْزُ الْحَكِيْمُ ۝

২। তিনিই কিতাবীদের মধ্যে যাহারা কাফির তাহাদিগকে প্রথমবার সমবেতভাবে তাহাদের আবাসভূমি হইতে বিতাড়িত
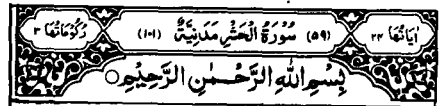
٢- هُوَ الَّذِيْٓ اَخْرَجَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا مِنْ اَهْلِ الْكِتٰبِ مِنْ دِيَارِهِمْ

১৭০১। রূহ অর্থাৎ হিদায়াতের আলো যাহা দ্বারা অন্তর শক্তিশালী হয় অথবা জিব্‌রাঈল (আ)।

لِاَوَّلِ الْحَشْرِ ؕ مَا ظَنَنْتُمْ اَنْ يَّخْرُجُوْا وَظَنُّوْۤا اَنَّهُمْ مَّانِعَتُهُمْ حُصُوْنُهُمْ مِّنَ اللّٰهِ فَاَتٰىهُمُ اللّٰهُ مِنْ حَيْثُ لَمْ يَحْتَسِبُوْا ۗ وَقَذَفَ فِيْ قُلُوْبِهِمُ الرُّعْبَ يُخْرِبُوْنَ بُيُوْتَهُمْ بِاَيْدِيْهِمْ وَاَيْدِى الْمُؤْمِنِيْنَ ۗ فَاعْتَبِرُوْا يٰۤاُولِى الْاَبْصَارِ ۝

করিয়াছিলেন।[১৭০২] তোমরা কল্পনাও কর নাই যে, উহারা নির্বাসিত হইবে এবং উহারা মনে করিয়াছিল উহাদের দুর্গগুলি উহাদিগকে রক্ষা করিবে আল্লাহ্‌ হইতে; কিন্তু আল্লাহ্‌র শাস্তি এমন এক দিক হইতে আসিল যাহা ছিল উহাদের ধারণাতীত এবং উহাদের অন্তরে তাহা ত্রাসের সঞ্চার করিল। উহারা ধ্বংস করিয়া ফেলিল নিজেদের বাড়ী-ঘর নিজেদের হাতে এবং মু'মিনদের হাতেও; অতএব হে চক্ষুষ্মান ব্যক্তিগণ! তোমরা উপদেশ গ্রহণ কর।

٣- وَلَوْلَاۤ اَنْ كَتَبَ اللّٰهُ عَلَيْهِمُ الْجَلَآءَ لَعَذَّبَهُمْ فِى الدُّنْيَا ؕ وَلَهُمْ فِى الْاٰخِرَةِ عَذَابُ النَّارِ ۝

৩। আল্লাহ্‌ উহাদের নির্বাসনের সিদ্ধান্ত না করিলে উহাদিগকে পৃথিবীতে অন্য শাস্তি দিতেন; পরকালে উহাদের জন্য রহিয়াছে জাহান্নামের শাস্তি।

٤- ذٰلِكَ بِاَنَّهُمْ شَآقُّوا اللّٰهَ وَرَسُوْلَهٗ ۚ وَمَنْ يُّشَآقِّ اللّٰهَ فَاِنَّ اللّٰهَ شَدِيْدُ الْعِقَابِ ۝

৪। ইহা এইজন্য যে, উহারা আল্লাহ্‌ ও তাঁহার রাসূলের বিরুদ্ধাচরণ করিয়াছিল, এবং কেহ আল্লাহ্‌র বিরুদ্ধাচরণ করিলে আল্লাহ্‌ তো শাস্তিদানে কঠোর।

٥- مَا قَطَعْتُمْ مِّنْ لِّيْنَةٍ اَوْ تَرَكْتُمُوْهَا قَآئِمَةً عَلٰۤى اُصُوْلِهَا فَبِاِذْنِ اللّٰهِ وَلِيُخْزِىَ الْفٰسِقِيْنَ ۝

৫। তোমরা যে খর্জুর বৃক্ষগুলি কর্তন করিয়াছ[১৭০৩] এবং যেগুলি কাণ্ডের উপর স্থির রাখিয়া দিয়াছ, তাহা তো আল্লাহ্‌রই অনুমতিক্রমে; এবং এইজন্য যে, আল্লাহ্‌ পাপাচারীদিগকে লাঞ্ছিত করিবেন।

٦- وَمَاۤ اَفَآءَ اللّٰهُ عَلٰى رَسُوْلِهٖ مِنْهُمْ فَمَاۤ اَوْجَفْتُمْ عَلَيْهِ مِنْ خَيْلٍ وَّلَا رِكَابٍ

৬। আল্লাহ্‌ ইয়াহূদীদের নিকট হইতে তাঁহার রাসূলকে যে ফায়[১৭০৪] দিয়াছেন, তাহার জন্য তোমরা অশ্বে কিংবা উষ্ট্রে আরোহণ

وقف النبي صلى الله عليه وسلم

১৭০২। তৎকালে মদীনা হইতে দুই মাইল পূর্বে বানূ নাদীর নামক ইয়াহূদী গোত্র মযবূত দুর্গে বাস করিত। তাহারা ইতিহাস বিখ্যাত 'মদীনা সনদ'-এ স্বাক্ষর প্রদান করিয়া মুসলিমদের সঙ্গে শান্তিতে বসবাস করার অংগীকার করিয়াছিল। কিন্তু কিছু দিন পরেই তাহারা ইসলাম ও মুসলমানদের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হয়, কুরায়শদিগকে মুসলিমদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিতে উস্কানি দেয়, এমনকি রাসূলুল্লাহ্‌ (সাঃ)-কে হত্যা করার পরিকল্পনা করে। বাধ্য হইয়া রাসূলুল্লাহ্‌ (সাঃ) প্রথমে তাহাদিগকে মদীনা হইতে চলিয়া যাইতে নির্দেশ দেন। এই আদেশ অমান্য করায় তিনি তাহাদের দুর্গ অবরোধ করেন (হিঃ ৪/খৃঃ ৬২৫)। তাহারা আত্মসমর্পণ করে ও মদীনা হইতে বহিষ্কৃত হয়। এই সূরায় তাহাদের সম্বন্ধে বর্ণনা রহিয়াছে।

১৭০৩। অবরোধকালে যুদ্ধের কৌশল হিসাবে মুসলিমগণ ইয়াহূদীদের কিছু খর্জুর বৃক্ষ কর্তন করিয়াছিলেন।

১৭০৪। ৩৩ ঃ ৫০ আয়াতে فَىْءٌ সম্বন্ধে টীকা দ্র.।

وَّلٰكِنَّ اللّٰهَ يُسَلِّطُ رُسُلَهٗ عَلٰى مَنْ يَّشَآءُ ؕ
وَاللّٰهُ عَلٰى كُلِّ شَیْءٍ قَدِيْرٌ ○

করিয়া যুদ্ধ কর নাই; আল্লাহ্ তো যাহার উপর ইচ্ছা তাহার রাসূলদিগকে কর্তৃত্ব দান করেন; আল্লাহ্ সর্ববিষয়ে সর্বশক্তিমান।

৭- مَآ اَفَآءَ اللّٰهُ عَلٰى رَسُوْلِهٖ
مِنْ اَهْلِ الْقُرٰى
فَلِلّٰهِ وَلِلرَّسُوْلِ وَلِذِى الْقُرْبٰى وَالْيَتٰمٰى
وَ الْمَسٰكِيْنِ وَابْنِ السَّبِيْلِ ۙ
كَیْ لَا يَكُوْنَ دُوْلَةًۢ بَيْنَ الْاَغْنِيَآءِ مِنْكُمْ ؕ
وَمَآ اٰتٰكُمُ الرَّسُوْلُ فَخُذُوْهُ ۚ
وَمَا نَهٰكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوْا ۚ
وَاتَّقُوا اللّٰهَ ؕ اِنَّ اللّٰهَ شَدِيْدُ الْعِقَابِ ○

وقف لازم

৭। আল্লাহ্ জনপদবাসীদের নিকট হইতে তাঁহার রাসূলকে যাহা কিছু দিয়াছেন তাহা আল্লাহ্‌র, তাঁহার রাসূলের, রাসূলের স্বজনগণের, ইয়াতীমদের, অভাবগ্রস্ত ও পথচারীদের, যাহাতে তোমাদের মধ্যে যাহারা বিত্তবান কেবল তাহাদের মধ্যেই ঐশ্বর্য আবর্তন না করে। রাসূল তোমাদিগকে যাহা দেয় তাহা তোমরা গ্রহণ কর এবং যাহা হইতে তোমাদিগকে নিষেধ করে তাহা হইতে বিরত থাক এবং তোমরা আল্লাহ্‌কে ভয় কর; আল্লাহ্ তো শাস্তি দানে কঠোর।

৮- لِلْفُقَرَآءِ الْمُهٰجِرِيْنَ
الَّذِيْنَ اُخْرِجُوْا مِنْ دِيَارِهِمْ وَاَمْوَالِهِمْ
يَبْتَغُوْنَ فَضْلًا مِّنَ اللّٰهِ وَ رِضْوَانًا
وَّيَنْصُرُوْنَ اللّٰهَ وَرَسُوْلَهٗ ؕ
اُولٰٓئِكَ هُمُ الصّٰدِقُوْنَ ○

৮। এই সম্পদ অভাবগ্রস্ত মুহাজিরগণের জন্য যাহারা নিজেদের ঘরবাড়ী ও সম্পত্তি হইতে উৎখাত হইয়াছে। তাহারা আল্লাহ্‌র অনুগ্রহ ও সন্তুষ্টি কামনা করে এবং আল্লাহ্ ও তাঁহার রাসূলের সাহায্য করে। উহারাই তো সত্যাশ্রয়ী।

৯- وَالَّذِيْنَ تَبَوَّؤُ الدَّارَ
وَالْاِيْمَانَ مِنْ قَبْلِهِمْ
يُحِبُّوْنَ مَنْ هَاجَرَ اِلَيْهِمْ وَلَا يَجِدُوْنَ
فِیْ صُدُوْرِهِمْ حَاجَةً مِّمَّآ
اُوْتُوْا وَ يُؤْثِرُوْنَ عَلٰٓى اَنْفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ
بِهِمْ خَصَاصَةٌ ۛ وَمَنْ يُّوْقَ شُحَّ نَفْسِهٖ
فَاُولٰٓئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُوْنَ ○

৯। আর তাহাদের জন্যও, মুহাজিরদের আগমনের পূর্বে যাহারা এই নগরীতে বসবাস করিয়াছে ও ঈমান আনিয়াছে, তাহারা মুহাজিরদিগকে ভালবাসে এবং মুহাজিরদিগকে যাহা দেওয়া হইয়াছে তাহার জন্য তাহারা অন্তরে আকাঙ্ক্ষা পোষণ করে না, আর তাহারা তাহাদিগকে নিজেদের উপর অগ্রাধিকার দেয় নিজেরা অভাবগ্রস্ত হইলেও। যাহাদিগকে অন্তরের কার্পণ্য হইতে মুক্ত রাখা হইয়াছে, তাহারাই সফলকাম।

Contents

١٠- وَالَّذِيْنَ جَآءُوْ مِنْۢ بَعْدِهِمْ
يَقُوْلُوْنَ رَبَّنَا
اغْفِرْ لَنَا وَلِاِخْوَانِنَا الَّذِيْنَ سَبَقُوْنَا
بِالْاِيْمَانِ وَلَا تَجْعَلْ فِيْ قُلُوْبِنَا غِلًّا
لِّلَّذِيْنَ اٰمَنُوْا
رَبَّنَآ اِنَّكَ رَءُوْفٌ رَّحِيْمٌ ○

১০। যাহারা উহাদের পরে আসিয়াছে, তাহারা বলে, 'হে আমাদের প্রতিপালক! আমাদিগকে এবং ঈমানে অগ্রণী আমাদের ভ্রাতাগণকে ক্ষমা কর এবং মু'মিনদের বিরুদ্ধে আমাদের অন্তরে বিদ্বেষ রাখিও না। হে আমাদের প্রতিপালক! তুমি তো দয়ার্দ্র, পরম দয়ালু।'

[২]

١١- اَلَمْ تَرَ اِلَى الَّذِيْنَ نَافَقُوْا يَقُوْلُوْنَ
لِاِخْوَانِهِمُ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا مِنْ اَهْلِ الْكِتٰبِ
لَئِنْ اُخْرِجْتُمْ لَنَخْرُجَنَّ مَعَكُمْ
وَلَا نُطِيْعُ فِيْكُمْ اَحَدًا اَبَدًا ۙ
وَّاِنْ قُوْتِلْتُمْ
لَنَنْصُرَنَّكُمْ ؕ
وَاللّٰهُ يَشْهَدُ اِنَّهُمْ لَكٰذِبُوْنَ ○

১১। তুমি কি মুনাফিকদিগকে দেখ নাই? উহারা কিতাবীদের মধ্যে যাহারা কুফরী করিয়াছে উহাদের সেই সব সংগীকে বলে, 'তোমরা যদি বহিষ্কৃত হও, আমরা অবশ্যই তোমাদের সংগে দেশত্যাগী হইব এবং আমরা তোমাদের ব্যাপারে কখনও কাহারও কথা মানিব না এবং যদি তোমরা আক্রান্ত হও আমরা অবশ্যই তোমাদিগকে সাহায্য করিব[১৭০৫]।' কিন্তু আল্লাহ্ সাক্ষ্য দিতেছেন যে, উহারা অবশ্যই মিথ্যাবাদী।

١٢- لَئِنْ اُخْرِجُوْا لَا يَخْرُجُوْنَ مَعَهُمْ ۚ
وَلَئِنْ قُوْتِلُوْا لَا يَنْصُرُوْنَهُمْ ۚ
وَلَئِنْ نَّصَرُوْهُمْ لَيُوَلُّنَّ الْاَدْبَارَ
ثُمَّ لَا يُنْصَرُوْنَ ○

১২। বস্তুত উহারা বহিষ্কৃত হইলে মুনাফিকগণ তাহাদের সহিত দেশত্যাগ করিবে না এবং উহারা আক্রান্ত হইলে ইহারা উহাদিগকে সাহায্য করিবে না এবং ইহারা সাহায্য করিতে আসিলেও অবশ্যই পৃষ্ঠপ্রদর্শন করিবে; অতঃপর তাহারা কোন সাহায্যই পাইবে না।

١٣- لَاَنْتُمْ اَشَدُّ رَهْبَةً
فِيْ صُدُوْرِهِمْ مِّنَ اللّٰهِ ؕ
ذٰلِكَ بِاَنَّهُمْ قَوْمٌ لَّا يَفْقَهُوْنَ ○

১৩। প্রকৃতপক্ষে ইহাদের অন্তরে আল্লাহ্ অপেক্ষা তোমাদের ভয়ই অধিকতর। ইহা এইজন্য যে, ইহারা এক অবুঝ সম্প্রদায়।

১৭০৫। মুনাফিকরা ইয়াহুদীদিগকে, বিশেষত বানূ নাদীরকে সাহায্য করার প্রতিশ্রুতি দিয়াছিল, কিন্তু তাহারা প্রতিশ্রুতি পালন করে নাই।

١٤- لَا يُقَاتِلُوْنَكُمْ جَمِيْعًا
اِلَّا فِيْ قُرًى مُّحَصَّنَةٍ اَوْ مِنْ وَّرَآءِ جُدُرٍ ؕ
بَأْسُهُمْ بَيْنَهُمْ شَدِيْدٌ ؕ
تَحْسَبُهُمْ جَمِيْعًا وَّقُلُوْبُهُمْ شَتّٰى ؕ
ذٰلِكَ بِاَنَّهُمْ قَوْمٌ لَّا يَعْقِلُوْنَ ۟

১৪। ইহারা সকলে সংঘবদ্ধভাবেও তোমাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিতে সমর্থ হইবে না, কিন্তু কেবল সুরক্ষিত জনপদের অভ্যন্তরে অথবা দুর্গ-প্রাচীরের অন্তরালে থাকিয়া; পরস্পরের মধ্যে উহাদের যুদ্ধ প্রচণ্ড। তুমি মনে কর উহারা ঐক্যবদ্ধ, কিন্তু উহাদের মনের মিল নাই; ইহা এইজন্য যে, ইহারা এক নির্বোধ সম্প্রদায়।

١٥- كَمَثَلِ الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِهِمْ قَرِيْبًا
ذَاقُوْا وَبَالَ اَمْرِهِمْ ۚ
وَلَهُمْ عَذَابٌ اَلِيْمٌ ۟

১৫। ইহারা সেই লোকদের মত, যাহারা ইহাদের অব্যবহিত পূর্বে নিজেদের কৃতকর্মের শাস্তি আস্বাদন করিয়াছে,[১৭০৬] ইহাদের জন্য রহিয়াছে মর্মন্তুদ শাস্তি।

١٦- كَمَثَلِ الشَّيْطٰنِ
اِذْ قَالَ لِلْاِنْسَانِ اكْفُرْ ۚ
فَلَمَّا كَفَرَ قَالَ اِنِّيْ بَرِيْٓءٌ مِّنْكَ
اِنِّيْٓ اَخَافُ اللّٰهَ رَبَّ الْعٰلَمِيْنَ ۝

১৬। ইহারা শয়তানের মত, সে মানুষকে বলে, 'কুফরী কর'; অতঃপর যখন সে কুফরী করে তখন সে বলে, 'তোমার সহিত আমার কোন সম্পর্ক নাই, আমি তো জগতসমূহের প্রতিপালক আল্লাহ্‌কে ভয় করি।'

١٧- فَكَانَ عَاقِبَتَهُمَآ اَنَّهُمَا فِي النَّارِ
خَالِدَيْنِ فِيْهَا ؕ
وَذٰلِكَ جَزٰٓؤُا الظّٰلِمِيْنَ ۟ ع

১৭। ফলে উভয়ের পরিণাম হইবে জাহান্নাম। সেথায় ইহারা স্থায়ী হইবে এবং ইহাই যালিমদের কর্মফল।

[৩]

١٨- يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوا اتَّقُوا اللّٰهَ
وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ لِغَدٍ ۚ
وَاتَّقُوا اللّٰهَ ؕ اِنَّ اللّٰهَ خَبِيْرٌۢ بِمَا تَعْمَلُوْنَ ۝

১৮। হে মু'মিনগণ! তোমরা আল্লাহ্‌কে ভয় কর; প্রত্যেকেই ভাবিয়া দেখুক আগামী কল্যের জন্য সে কী অগ্রিম পাঠাইয়াছে। আর তোমরা আল্লাহ্‌কে ভয় কর; তোমরা যাহা কর আল্লাহ্ সে সম্পর্কে অবহিত।

১৭০৬। তাহারা হইল ইয়াহূদী বানূ কায়নুকা, যাহাদিগকে তাহাদের বিবিধ অপকর্মের জন্য বদর যুদ্ধের পরপরই মদীনা হইতে বহিষ্কার করা হইয়াছিল।

١٩- وَلَا تَكُوْنُوْا كَالَّذِيْنَ نَسُوا اللّٰهَ فَاَنْسٰهُمْ اَنْفُسَهُمْ ط اُولٰٓئِكَ هُمُ الْفٰسِقُوْنَ ۝

১৯। আর তোমরা তাহাদের মত হইও না যাহারা আল্লাহ্‌কে ভুলিয়া গিয়াছে; ফলে আল্লাহ্ উহাদিগকে আত্মবিস্মৃত করিয়াছেন। উহারাই তো পাপাচারী।

٢٠- لَا يَسْتَوِيْٓ اَصْحٰبُ النَّارِ وَاَصْحٰبُ الْجَنَّةِ ط اَصْحٰبُ الْجَنَّةِ هُمُ الْفَآئِزُوْنَ ۝

২০। জাহান্নামের অধিবাসী এবং জান্নাতের অধিবাসী সমান নহে। জান্নাতবাসীরাই সফলকাম।

٢١- لَوْ اَنْزَلْنَا هٰذَا الْقُرْاٰنَ عَلٰى جَبَلٍ لَّرَاَيْتَهٗ خَاشِعًا مُّتَصَدِّعًا مِّنْ خَشْيَةِ اللّٰهِ ط وَتِلْكَ الْاَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُوْنَ ۝

২১। যদি আমি এই কুরআন পর্বতের উপর অবতীর্ণ করিতাম তবে তুমি উহাকে আল্লাহ্‌র ভয়ে বিনীত এবং বিদীর্ণ দেখিতে। আমি এই সমস্ত দৃষ্টান্ত বর্ণনা করি মানুষের জন্য, যাহাতে তাহারা চিন্তা করে।

٢٢- هُوَ اللّٰهُ الَّذِيْ لَآ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ ج عٰلِمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ ج هُوَ الرَّحْمٰنُ الرَّحِيْمُ ۝

২২। তিনিই আল্লাহ্, তিনি ব্যতীত কোন ইলাহ্ নাই, তিনি অদৃশ্য ও দৃশ্যের পরিজ্ঞাতা; তিনি দয়াময়, পরম দয়ালু।

٢٣- هُوَ اللّٰهُ الَّذِيْ لَآ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ ج اَلْمَلِكُ الْقُدُّوْسُ السَّلٰمُ الْمُؤْمِنُ الْمُهَيْمِنُ الْعَزِيْزُ الْجَبَّارُ الْمُتَكَبِّرُ ط سُبْحٰنَ اللّٰهِ عَمَّا يُشْرِكُوْنَ ۝

২৩। তিনিই আল্লাহ্, তিনি ব্যতীত কোন ইলাহ্ নাই। তিনিই অধিপতি, তিনিই পবিত্র, তিনিই শান্তি, তিনিই নিরাপত্তা বিধায়ক, তিনিই রক্ষক, তিনিই পরাক্রমশালী, তিনিই প্রবল, তিনিই অতীব মহিমান্বিত। উহারা যাহাকে শরীক স্থির করে আল্লাহ্ তাহা হইতে পবিত্র, মহান।

٢٤- هُوَ اللّٰهُ الْخَالِقُ الْبَارِئُ الْمُصَوِّرُ لَهُ الْاَسْمَآءُ الْحُسْنٰى ط يُسَبِّحُ لَهٗ مَا فِي السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ ج وَهُوَ الْعَزِيْزُ الْحَكِيْمُ ۝ ع

২৪। তিনিই আল্লাহ্ সৃজনকর্তা, উদ্ভাবন কর্তা, রূপদাতা, তাঁহারই সকল উত্তম নাম। আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীতে যাহা কিছু আছে, সমস্তই তাঁহার পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা করে। তিনি পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়।

৬০-সূরা মুমতাহিনা

১৩ আয়াত, ২ রুকূ', মাদানী

।। দয়াময়, পরম দয়ালু আল্লাহ্‌র নামে ।।

١- يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تَتَّخِذُوْا عَدُوِّيْ وَعَدُوَّكُمْ اَوْلِيَآءَ تُلْقُوْنَ اِلَيْهِمْ بِالْمَوَدَّةِ وَقَدْ كَفَرُوْا بِمَا جَآءَكُمْ مِّنَ الْحَقِّ ۚ يُخْرِجُوْنَ الرَّسُوْلَ وَاِيَّاكُمْ اَنْ تُؤْمِنُوْا بِاللّٰهِ رَبِّكُمْ ۗ اِنْ كُنْتُمْ خَرَجْتُمْ جِهَادًا فِيْ سَبِيْلِيْ وَابْتِغَآءَ مَرْضَاتِيْ ۖ تُسِرُّوْنَ اِلَيْهِمْ بِالْمَوَدَّةِ ۖ وَاَنَا اَعْلَمُ بِمَآ اَخْفَيْتُمْ وَمَآ اَعْلَنْتُمْ ۗ وَمَنْ يَّفْعَلْهُ مِنْكُمْ فَقَدْ ضَلَّ سَوَآءَ السَّبِيْلِ ○

১। হে মু'মিনগণ! তোমরা আমার শত্রু ও তোমাদের শত্রুকে বন্ধুরূপে গ্রহণ করিও না, তোমরা কি উহাদের প্রতি বন্ধুত্বের বার্তা প্রেরণ করিতেছ, অথচ উহারা, তোমাদের নিকট যে সত্য আসিয়াছে, তাহা প্রত্যাখ্যান করিয়াছে, রাসূলকে এবং তোমাদিগকে বহিষ্কার করিয়াছে এই কারণে যে, তোমরা তোমাদের প্রতিপালক আল্লাহ্‌তে বিশ্বাস কর। যদি তোমরা আমার পথে জিহাদের উদ্দেশ্যে এবং আমার সন্তুষ্টি লাভের জন্য বহির্গত হইয়া থাক, তবে কেন তোমরা উহাদের সহিত গোপনে বন্ধুত্ব করিতেছ?[১৭০৭] তোমরা যাহা গোপন কর এবং তোমরা যাহা প্রকাশ কর তাহা আমি সম্যক অবগত। তোমাদের মধ্যে যে কেহ ইহা করে সে তো বিচ্যুত হয় সরল পথ হইতে।

٢- اِنْ يَّثْقَفُوْكُمْ يَكُوْنُوْا لَكُمْ اَعْدَآءً وَّيَبْسُطُوْٓا اِلَيْكُمْ اَيْدِيَهُمْ وَاَلْسِنَتَهُمْ بِالسُّوْٓءِ وَوَدُّوْا لَوْ تَكْفُرُوْنَ ○

২। তোমাদিগকে কাবু করিতে পারিলে উহারা হইবে তোমাদের শত্রু এবং হস্ত ও রসনা দ্বারা তোমাদের অনিষ্ট সাধন করিবে এবং কামনা করিবে যে, তোমরাও কুফরী কর।

১৭০৭। মক্কা অভিযানের প্রস্তুতি চলাকালে হাতিব ইব্‌ন আবী বালতা'আ (রা) এই অভিযানের সংবাদ এক চিঠিতে গোপনে মক্কাবাসীদিগকে লিখিয়াছিলেন। তাঁহার আদি বাসস্থান ছিল ইয়েমেনে, তাঁহার পরিবার তখনও ছিল মক্কায়। সেখানে তাঁহার আত্মীয়-স্বজন না থাকায় তিনি পরিবারের নিরাপত্তা সম্পর্কে শংকিত হইয়া এই কাজ করিয়াছিলেন। রাসূলুল্লাহ্ (সাঃ) ওহী মারফত ইহা জানিতে পারিয়া চিঠিটি উদ্ধার করাইয়া আনেন। হাতিব (রা) তাঁহার অন্যায় স্বীকার করিয়া মাফ চাহিলে তাঁহাকে মাফ করিয়া দেওয়া হয়। কারণ তিনি ছিলেন বদর যুদ্ধে অংশগ্রহণকারী সাহাবী এবং তাঁহার মন্দ অভিপ্রায়ও ছিল না।

٣- لَنْ تَنْفَعَكُمْ اَرْحَامُكُمْ وَلَآ اَوْلَادُكُمْ ۚ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ ۚ يَفْصِلُ بَيْنَكُمْ ۗ وَاللّٰهُ بِمَا تَعْمَلُوْنَ بَصِيْرٌ ○

৩। তোমাদের আত্মীয়-স্বজন ও সন্তান-সন্ততি কিয়ামতের দিন কোন কাজে আসিবে না। আল্লাহ্ তোমাদের মধ্যে ফয়সালা করিয়া দিবেন; তোমরা যাহা কর তিনি তাহা দেখেন।

٤- قَدْ كَانَتْ لَكُمْ اُسْوَةٌ حَسَنَةٌ فِيْٓ اِبْرٰهِيْمَ وَالَّذِيْنَ مَعَهٗ ۚ اِذْ قَالُوْا لِقَوْمِهِمْ اِنَّا بُرَءٰٓؤُا مِنْكُمْ وَمِمَّا تَعْبُدُوْنَ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ كَفَرْنَا بِكُمْ وَبَدَا بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةُ وَالْبَغْضَآءُ اَبَدًا حَتّٰى تُؤْمِنُوْا بِاللّٰهِ وَحْدَهٗٓ اِلَّا قَوْلَ اِبْرٰهِيْمَ لِاَبِيْهِ لَاَسْتَغْفِرَنَّ لَكَ وَمَآ اَمْلِكُ لَكَ مِنَ اللّٰهِ مِنْ شَيْءٍ ۗ رَبَّنَا عَلَيْكَ تَوَكَّلْنَا وَاِلَيْكَ اَنَبْنَا وَاِلَيْكَ الْمَصِيْرُ ○

৪। তোমাদের জন্য ইব্রাহীম ও তাহার অনুসারীদের মধ্যে রহিয়াছে উত্তম আদর্শ। যখন তাহারা তাহাদের সম্প্রদায়কে বলিয়াছিল, 'তোমাদের সঙ্গে এবং তোমরা আল্লাহ্‌র পরিবর্তে যাহার 'ইবাদত কর তাহার সঙ্গে আমাদের কোন সম্পর্ক নাই। আমরা তোমাদিগকে মানি না। তোমাদের ও আমাদের মধ্যে সৃষ্টি হইল শত্রুতা ও বিদ্বেষ চিরকালের জন্য; যদি না তোমরা এক আল্লাহ্‌তে ঈমান আন।' তবে ব্যতিক্রম তাহার পিতার প্রতি ইব্রাহীমের উক্তি ঃ 'আমি নিশ্চয়ই তোমার জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করিব; এবং তোমার ব্যাপারে আল্লাহ্‌র নিকট আমি কোন অধিকার রাখি না।' ইব্রাহীম ও তাহার অনুসারিগণ বলিয়াছিল, 'হে আমাদের প্রতিপালক! আমরা তোমারই উপর নির্ভর করিয়াছি, তোমারই অভিমুখী হইয়াছি এবং প্রত্যাবর্তন তো তোমারই নিকট।

٥- رَبَّنَا لَا تَجْعَلْنَا فِتْنَةً لِّلَّذِيْنَ كَفَرُوْا وَاغْفِرْ لَنَا رَبَّنَا ۚ اِنَّكَ اَنْتَ الْعَزِيْزُ الْحَكِيْمُ ○

৫। 'হে আমাদের প্রতিপালক! তুমি আমাদিগকে কাফিরদের পীড়নের পাত্র করিও না। হে আমাদের প্রতিপালক! তুমি আমাদিগকে ক্ষমা কর; তুমি তো পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়।'

٦- لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِيْهِمْ اُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِّمَنْ كَانَ يَرْجُوا اللّٰهَ وَالْيَوْمَ الْاٰخِرَ ۗ وَمَنْ يَّتَوَلَّ

৬। তোমরা যাহারা আল্লাহ্ ও আখিরাতের প্রত্যাশা কর নিশ্চয় তাহাদের জন্য রহিয়াছে উত্তম আদর্শ তাহাদের মধ্যে।[১৭০৮] কেহ মুখ ফিরাইয়া লইলে

১৭০৮। হযরত ইব্রাহীম (আ) ও তাঁহার অনুসারীদের মধ্যে।

فَإِنَّ اللّٰهَ هُوَ الْغَنِيُّ الْحَمِيْدُ ○ ع

সে জানিয়া রাখুক, নিশ্চয় আল্লাহ্, তিনি তো অভাবমুক্ত, প্রশংসার্হ।

[২]

٧- عَسَى اللّٰهُ أَنْ يَّجْعَلَ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَ الَّذِيْنَ عَادَيْتُمْ مِّنْهُمْ مَّوَدَّةً ط وَاللّٰهُ قَدِيْرٌ ط وَاللّٰهُ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ ○

৭। যাহাদের সহিত তোমাদের শত্রুতা রহিয়াছে সম্ভবত আল্লাহ্ তাহাদের ও তোমাদের মধ্যে বন্ধুত্ব সৃষ্টি করিয়া দিবেন; আল্লাহ্ সর্বশক্তিমান এবং আল্লাহ্ ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।

٨- لَا يَنْهٰىكُمُ اللّٰهُ عَنِ الَّذِيْنَ لَمْ يُقَاتِلُوْكُمْ فِي الدِّيْنِ وَلَمْ يُخْرِجُوْكُمْ مِّنْ دِيَارِكُمْ أَنْ تَبَرُّوْهُمْ وَتُقْسِطُوْٓا إِلَيْهِمْ ط إِنَّ اللّٰهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِيْنَ ○

৮। দীনের ব্যাপারে যাহারা তোমাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে নাই এবং তোমাদিগকে স্বদেশ হইতে বহিষ্কার করে নাই তাহাদের প্রতি মহানুভবতা প্রদর্শন ও ন্যায়বিচার করিতে আল্লাহ্ তোমাদিগকে নিষেধ করেন না। আল্লাহ্ তো ন্যায়পরায়ণদিগকে ভালবাসেন।

٩- إِنَّمَا يَنْهٰىكُمُ اللّٰهُ عَنِ الَّذِيْنَ قٰتَلُوْكُمْ فِي الدِّيْنِ وَأَخْرَجُوْكُمْ مِّنْ دِيَارِكُمْ وَظٰهَرُوْا عَلٰٓى إِخْرَاجِكُمْ أَنْ تَوَلَّوْهُمْ ج وَمَنْ يَّتَوَلَّهُمْ فَأُولٰٓئِكَ هُمُ الظّٰلِمُوْنَ ○

৯। আল্লাহ্ কেবল তাহাদের সহিত বন্ধুত্ব করিতে নিষেধ করেন যাহারা দীনের ব্যাপারে তোমাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিয়াছে, তোমাদিগকে স্বদেশ হইতে বহিষ্কার করিয়াছে এবং তোমাদের বহিষ্করণে সাহায্য করিয়াছে। উহাদের সহিত যাহারা বন্ধুত্ব করে তাহারা তো যালিম।

١٠- يٰٓأَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْٓا إِذَا جَآءَكُمُ الْمُؤْمِنٰتُ مُهٰجِرٰتٍ فَامْتَحِنُوْهُنَّ ط اَللّٰهُ أَعْلَمُ بِإِيْمَانِهِنَّ ج فَإِنْ عَلِمْتُمُوْهُنَّ مُؤْمِنٰتٍ فَلَا تَرْجِعُوْهُنَّ إِلَى الْكُفَّارِ ط لَا هُنَّ حِلٌّ لَّهُمْ وَلَا هُمْ يَحِلُّوْنَ لَهُنَّ ط

১০। হে মু'মিনগণ! তোমাদের নিকট মু'মিন নারীরা হিজরত করিয়া আসিলে তাহাদিগকে পরীক্ষা করিও[১৭০৯]; আল্লাহ্ তাহাদের ঈমান সম্বন্ধে সম্যক অবগত আছেন। যদি তোমরা জানিতে পার যে, তাহারা মু'মিন তবে তাহাদিগকে কাফিরদের নিকট ফেরত পাঠাইও না। মু'মিন নারীগণ কাফিরদের জন্য বৈধ নহে এবং কাফিরগণ মু'মিন নারীদের জন্য বৈধ নহে। কাফিররা যাহা ব্যয়

১৭০৯। হুদায়বিয়ার সন্ধির পরে মুসলিম নারীদের মক্কা হইতে মদীনায় চলিয়া যাইতে কাফিররা বাধা দেয় নাই। তাঁহারা আসিলে তাঁহাদের ঈমান সম্পর্কে পরীক্ষা করিতে বলা হইয়াছে।

وَاٰتُوْهُمْ مَّآ اَنْفَقُوْا ؕ وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ اَنْ تَنْكِحُوْهُنَّ اِذَآ اٰتَيْتُمُوْهُنَّ اُجُوْرَهُنَّ ؕ وَلَا تُمْسِكُوْا بِعِصَمِ الْكَوَافِرِ وَسْـَٔلُوْا مَآ اَنْفَقْتُمْ وَلْيَسْـَٔلُوْا مَآ اَنْفَقُوْا ؕ ذٰلِكُمْ حُكْمُ اللّٰهِ ؕ يَحْكُمُ بَيْنَكُمْ ؕ وَاللّٰهُ عَلِيْمٌ حَكِيْمٌ ○

করিয়াছে তাহা উহাদিগকে ফিরাইয়া দিও। অতঃপর তোমরা তাহাদিগকে বিবাহ করিলে তোমাদের কোন অপরাধ হইবে না যদি তোমরা তাহাদিগকে তাহাদের মাহর দাও। তোমরা কাফির নারীদের সহিত দাম্পত্য সম্পর্ক বজায় রাখিও না। তোমরা যাহা ব্যয় করিয়াছ তাহা ফেরত চাহিবে এবং কাফিররা ফেরত চাহিবে যাহা তাহারা ব্যয় করিয়াছে। ইহাই আল্লাহ্‌র বিধান; তিনি তোমাদের মধ্যে ফয়সালা করিয়া থাকেন। আল্লাহ্ সর্বজ্ঞ, প্রজ্ঞাময়।

١١- وَاِنْ فَاتَكُمْ شَيْءٌ مِّنْ اَزْوَاجِكُمْ اِلَى الْكُفَّارِ فَعَاقَبْتُمْ فَاٰتُوا الَّذِيْنَ ذَهَبَتْ اَزْوَاجُهُمْ مِّثْلَ مَآ اَنْفَقُوْا ؕ وَاتَّقُوا اللّٰهَ الَّذِيْٓ اَنْتُمْ بِهٖ مُؤْمِنُوْنَ ○

১১। তোমাদের স্ত্রীদের মধ্যে যদি কেহ হাতছাড়া হইয়া কাফিরদের নিকট রহিয়া যায় এবং তোমাদের যদি সুযোগ আসে তখন যাহাদের স্ত্রীগণ হাতছাড়া হইয়া গিয়াছে তাহাদিগকে, তাহারা যাহা ব্যয় করিয়াছে তাহার সমপরিমাণ অর্থ প্রদান করিবে, ভয় কর আল্লাহ্‌কে, যাঁহাতে তোমরা বিশ্বাসী।

١٢- يٰٓاَيُّهَا النَّبِيُّ اِذَا جَآءَكَ الْمُؤْمِنٰتُ يُبَايِعْنَكَ عَلٰٓى اَنْ لَّا يُشْرِكْنَ بِاللّٰهِ شَيْـًٔا وَّلَا يَسْرِقْنَ وَلَا يَزْنِيْنَ وَلَا يَقْتُلْنَ اَوْلَادَهُنَّ وَلَا يَاْتِيْنَ بِبُهْتَانٍ يَّفْتَرِيْنَهٗ بَيْنَ اَيْدِيْهِنَّ وَاَرْجُلِهِنَّ وَلَا يَعْصِيْنَكَ فِيْ مَعْرُوْفٍ فَبَايِعْهُنَّ وَاسْتَغْفِرْ لَهُنَّ اللّٰهَ ؕ اِنَّ اللّٰهَ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ ○

১২। হে নবী! মু'মিন নারীগণ যখন তোমার নিকট আসিয়া বায়'আত করে এই মর্মে যে, তাহারা আল্লাহ্‌র সহিত কোন শরীক স্থির করিবে না, চুরি করিবে না, ব্যভিচার করিবে না, নিজেদের সন্তান হত্যা করিবে না, তাহারা সজ্ঞানে[১৭১০] কোন অপবাদ রচনা করিয়া রটাইবে না এবং সৎকার্যে তোমাকে অমান্য করিবে না তখন তাহাদের বায়'আত গ্রহণ করিও এবং তাহাদের জন্য আল্লাহ্‌র নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করিও। আল্লাহ্ তো ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।

১৭১০। بين أيديهن و أرجلهن নিজেদের হস্তপদের সম্মুখে অর্থাৎ জানিয়া শুনিয়া।

١٣- يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تَتَوَلَّوْا قَوْمًا غَضِبَ اللّٰهُ عَلَيْهِمْ قَدْ يَئِسُوْا مِنَ الْاٰخِرَةِ كَمَا يَئِسَ الْكُفَّارُ مِنْ اَصْحٰبِ الْقُبُوْرِ ۝

১৩। হে মু'মিনগণ! আল্লাহ্ যে সম্প্রদায়ের প্রতি রুষ্ট তোমরা তাহাদের সহিত বন্ধুত্ব করিও না, উহারা তো পরকাল সম্পর্কে হতাশ হইয়া পড়িয়াছে যেমন হতাশ হইয়াছে কাফিররা কবরস্থদের বিষয়ে।১৭১১

৬১-সূরা সাফ্ফ

১৪ আয়াত, ২ রুকূ', মাদানী

।। দয়াময়, পরম দয়ালু আল্লাহ্‌র নামে ।।

١- سَبَّحَ لِلّٰهِ مَا فِي السَّمٰوٰتِ وَمَا فِي الْاَرْضِ ۚ وَهُوَ الْعَزِيْزُ الْحَكِيْمُ ۝

১। আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীতে যাহা কিছু আছে সমস্তই আল্লাহ্‌র পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা করে। তিনি পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়।

٢- يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لِمَ تَقُوْلُوْنَ مَا لَا تَفْعَلُوْنَ ۝

২। হে মু'মিনগণ! তোমরা যাহা কর না তাহা তোমরা কেন বল?

٣- كَبُرَ مَقْتًا عِنْدَ اللّٰهِ اَنْ تَقُوْلُوْا مَا لَا تَفْعَلُوْنَ ۝

৩। তোমরা যাহা কর না তোমাদের তাহা বলা আল্লাহ্‌র দৃষ্টিতে অতিশয় অসন্তোষজনক।

٤- اِنَّ اللّٰهَ يُحِبُّ الَّذِيْنَ يُقَاتِلُوْنَ فِيْ سَبِيْلِهٖ صَفًّا كَاَنَّهُمْ بُنْيَانٌ مَّرْصُوْصٌ ۝

৪। যাহারা আল্লাহ্‌র পথে সংগ্রাম করে সারিবদ্ধভাবে সুদৃঢ় প্রাচীরের মত, আল্লাহ্ তাহাদিগকে ভালবাসেন।

٥- وَاِذْ قَالَ مُوْسٰى لِقَوْمِهٖ يٰقَوْمِ لِمَ تُؤْذُوْنَنِيْ وَقَدْ تَّعْلَمُوْنَ اَنِّيْ رَسُوْلُ اللّٰهِ اِلَيْكُمْ ؕ

৫। স্মরণ কর, মূসা তাহার সম্প্রদায়কে বলিয়াছিল, 'হে আমার সম্প্রদায়! তোমরা আমাকে কেন কষ্ট দিতেছ যখন তোমরা জান যে, আমি তোমাদের নিকট আল্লাহ্‌র রাসূল। অতঃপর উহারা যখন

১৭১১। কাফিররা আখিরাতের অস্বীকারকারী। মৃত্যুই জীবনের শেষ—তাহারা এই বিশ্বাস করে বলিয়া সমাধিস্থ ব্যক্তিদের পুনরুত্থান ও তাহাদের সংগে উহাদের পুনর্মিলনের আশা করে না।

فَلَمَّا زَاغُوْٓا اَزَاغَ اللّٰهُ قُلُوْبَهُمْ ؕ وَاللّٰهُ لَا يَهْدِى الْقَوْمَ الْفٰسِقِيْنَ ○

বক্র পথ অবলম্বন করিল তখন আল্লাহ্ উহাদের হৃদয়কে বক্র করিয়া দিলেন। আল্লাহ্ পাপাচারী সম্প্রদায়কে হিদায়াত করেন না।

٦- وَاِذْ قَالَ عِيْسَى ابْنُ مَرْيَمَ يٰبَنِىْٓ اِسْرَآءِيْلَ اِنِّىْ رَسُوْلُ اللّٰهِ اِلَيْكُمْ مُّصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَىَّ مِنَ التَّوْرٰىةِ وَمُبَشِّرًا بِرَسُوْلٍ يَّاْتِىْ مِنْۢ بَعْدِى اسْمُهٗٓ اَحْمَدُ ؕ فَلَمَّا جَآءَهُمْ بِالْبَيِّنٰتِ قَالُوْا هٰذَا سِحْرٌ مُّبِيْنٌ ○

৬। স্মরণ কর, মার্‌ইয়াম-তনয় 'ঈসা বলিয়াছিল, 'হে বনী ইস্‌রাঈল! আমি তোমাদের নিকট আল্লাহ্‌র রাসূল এবং আমার পূর্ব হইতে তোমাদের নিকট যে তাওরাত রহিয়াছে আমি তাহার সমর্থক এবং আমার পরে আহ্‌মদ[১৭১২] নামে যে রাসূল আসিবে আমি তাহার সুসংবাদদাতা। পরে সে যখন স্পষ্ট নিদর্শনসহ উহাদের নিকট আসিল তখন উহারা বলিতে লাগিল, 'ইহা তো এক স্পষ্ট জাদু।'

٧- وَمَنْ اَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرٰى عَلَى اللّٰهِ الْكَذِبَ وَهُوَ يُدْعٰٓى اِلَى الْاِسْلَامِ ؕ وَاللّٰهُ لَا يَهْدِى الْقَوْمَ الظّٰلِمِيْنَ ○

৭। যে ব্যক্তি ইসলামের দিকে আহূত হইয়াও আল্লাহ্ সম্বন্ধে মিথ্যা রচনা করে তাহার অপেক্ষা অধিক যালিম আর কে? আল্লাহ্ যালিম সম্প্রদায়কে সৎপথে পরিচালিত করেন না।

٨- يُرِيْدُوْنَ لِيُطْفِـُٔوْا نُوْرَ اللّٰهِ بِاَفْوَاهِهِمْ وَاللّٰهُ مُتِمُّ نُوْرِهٖ وَلَوْ كَرِهَ الْكٰفِرُوْنَ ○

৮। উহারা আল্লাহ্‌র নূর ফুৎকারে নিভাইতে চাহে কিন্তু আল্লাহ্ তাঁহার নূর পূর্ণরূপে উদ্ভাসিত করিবেন, যদিও কাফিররা উহা অপসন্দ করে।

٩- هُوَ الَّذِىْٓ اَرْسَلَ رَسُوْلَهٗ بِالْهُدٰى وَدِيْنِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهٗ عَلَى الدِّيْنِ كُلِّهٖ وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُوْنَ ○ ع

৯। তিনিই তাঁহার রাসূলকে প্রেরণ করিয়াছেন হিদায়াত ও সত্য দীনসহ সকল দীনের উপর উহাকে বিজয়ী করার জন্য, যদিও মুশরিকগণ উহা অপসন্দ করে।

১৭১২। হযরত মুহাম্মাদ (সাঃ)-এর অপর নাম আহ্‌মাদ।

[২]

١٠- يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا
هَلْ اَدُلُّكُمْ عَلٰى تِجَارَةٍ
تُنْجِيْكُمْ مِّنْ عَذَابٍ اَلِيْمٍ ○

১০। হে মু'মিনগণ! আমি কি তোমাদিগকে এমন এক বাণিজ্যের সন্ধান দিব যাহা তোমাদিগকে রক্ষা করিবে মর্মন্তুদ শাস্তি হইতে?

١١- تُؤْمِنُوْنَ بِاللّٰهِ وَرَسُوْلِهٖ وَتُجَاهِدُوْنَ
فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ بِاَمْوَالِكُمْ وَاَنْفُسِكُمْ ؕ
ذٰلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ
اِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُوْنَ ○

১১। উহা এই যে, তোমরা আল্লাহ্ ও তাঁহার রাসূলে বিশ্বাস স্থাপন করিবে এবং তোমাদের ধন-সম্পদ ও জীবন দ্বারা আল্লাহ্র পথে জিহাদ করিবে। ইহাই তোমাদের জন্য শ্রেয় যদি তোমরা জানিতে!

١٢- يَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوْبَكُمْ وَيُدْخِلْكُمْ
جَنّٰتٍ تَجْرِيْ مِنْ تَحْتِهَا الْاَنْهٰرُ
وَمَسٰكِنَ طَيِّبَةً فِيْ جَنّٰتِ عَدْنٍ ؕ
ذٰلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيْمُ ○

১২। আল্লাহ্ তোমাদের পাপ ক্ষমা করিয়া দিবেন এবং তোমাদিগকে দাখিল করিবেন জান্নাতে যাহার পাদদেশে নদী প্রবাহিত, এবং স্থায়ী জান্নাতের উত্তম বাসগৃহে। ইহাই মহাসাফল্য।

١٣- وَاُخْرٰى تُحِبُّوْنَهَا ؕ
نَصْرٌ مِّنَ اللّٰهِ وَفَتْحٌ قَرِيْبٌ ؕ
وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِيْنَ ○

১৩। এবং তিনি দান করিবেন[১৭১৩] তোমাদের বাঞ্ছিত আরও একটি অনুগ্রহ ঃ আল্লাহ্র সাহায্য ও আসন্ন বিজয়; মু'মিনদিগকে সুসংবাদ দাও।

١٤- يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا كُوْنُوْۤا
اَنْصَارَ اللّٰهِ كَمَا قَالَ عِيْسَى ابْنُ مَرْيَمَ
لِلْحَوَارِيّٖنَ مَنْ اَنْصَارِيْۤ اِلَى اللّٰهِ ؕ
قَالَ الْحَوَارِيُّوْنَ نَحْنُ اَنْصَارُ اللّٰهِ
فَاٰمَنَتْ طَّآئِفَةٌ مِّنْۢ بَنِيْۤ اِسْرَآءِيْلَ
وَكَفَرَتْ طَّآئِفَةٌ ۚ
فَاَيَّدْنَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا عَلٰى عَدُوِّهِمْ
فَاَصْبَحُوْا ظٰهِرِيْنَ ○ ع

১৪। হে মু'মিনগণ! তোমরা আল্লাহ্র দীনের সাহায্যকারী হও, যেমন মার্‌ইয়াম-তনয় 'ঈসা হাওয়ারীগণকে[১৭১৪] বলিয়াছিল, 'আল্লাহ্র পথে কে আমার সাহায্যকারী হইবে?' হাওয়ারীগণ বলিয়াছিল, 'আমরাই আল্লাহ্র পথে সাহায্যকারী।' অতঃপর বনী ইস্‌রাঈলের একদল ঈমান আনিল এবং একদল কুফরী করিল। তখন আমি যাহারা ঈমান আনিয়াছিল, তাহাদের শত্রুদের মুকাবিলায় তাহাদিগকে শক্তিশালী করিলাম, ফলে তাহারা বিজয়ী হইল।

১৭১৩। 'তিনি দান করিবেন' বাক্যটি এই স্থলে উহ্য আছে।
১৭১৪। দ্র. ৩ ঃ ৫২ আয়াতের টীকা এবং ৫ ঃ ১১১ ও ১১২ আয়াতদ্বয়।

৬২-সূরা জুমু‘আ

১১ আয়াত, ২ রুকূ‘, মাদানী

।। দয়াময়, পরম দয়ালু আল্লাহ্‌র নামে ।।
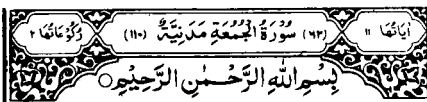
১। আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীতে যাহা কিছু আছে সমস্তই পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা করে আল্লাহ্‌র, যিনি অধিপতি, মহাপবিত্র, পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়।

১- يُسَبِّحُ لِلّٰهِ مَا فِي السَّمٰوٰتِ وَمَا فِي الْاَرْضِ الْمَلِكِ الْقُدُّوْسِ الْعَزِيْزِ الْحَكِيْمِ ○

২। তিনিই উম্মীদের মধ্যে একজন রাসূল পাঠাইয়াছেন তাহাদের মধ্য হইতে, যে তাহাদের নিকট আবৃত্তি করে তাঁহার আয়াতসমূহ; তাহাদিগকে পবিত্র করে এবং শিক্ষা দেয় কিতাব ও হিকমত; ইতিপূর্বে তো ইহারা ছিল ঘোর বিভ্রান্তিতে;

٢- هُوَ الَّذِيْ بَعَثَ فِي الْاُمِّيّٖنَ رَسُوْلًا مِّنْهُمْ يَتْلُوْا عَلَيْهِمْ اٰيٰتِهٖ وَيُزَكِّيْهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتٰبَ وَالْحِكْمَةَ ق وَاِنْ كَانُوْا مِنْ قَبْلُ لَفِيْ ضَلٰلٍ مُّبِيْنٍ ○

৩। এবং তাহাদের অন্যান্যের জন্যও যাহারা এখনও তাহাদের সহিত মিলিত হয় নাই। আল্লাহ্ পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়।

٣- وَّاٰخَرِيْنَ مِنْهُمْ لَمَّا يَلْحَقُوْا بِهِمْ ط وَهُوَ الْعَزِيْزُ الْحَكِيْمُ ○

৪। ইহা আল্লাহ্‌রই অনুগ্রহ, যাহাকে ইচ্ছা তিনি ইহা দান করেন। আল্লাহ্ তো মহা অনুগ্রহশীল।

٤- ذٰلِكَ فَضْلُ اللّٰهِ يُؤْتِيْهِ مَنْ يَّشَآءُ ط وَاللّٰهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيْمِ ○

৫। যাহাদিগকে তাওরাতের দায়িত্বভার অর্পণ করা হইয়াছিল, কিন্তু তাহারা উহা বহন করে নাই,[১৭১৫] তাহাদের দৃষ্টান্ত পুস্তক বহনকারী গর্দভ! কত নিকৃষ্ট সে সম্প্রদায়ের দৃষ্টান্ত যাহারা আল্লাহ্‌র আয়াতসমূহকে অস্বীকার করে! আল্লাহ্ যালিম সম্প্রদায়কে সৎপথে পরিচালিত করেন না।

٥- مَثَلُ الَّذِيْنَ حُمِّلُوا التَّوْرٰىةَ ثُمَّ لَمْ يَحْمِلُوْهَا كَمَثَلِ الْحِمَارِ يَحْمِلُ اَسْفَارًا ط بِئْسَ مَثَلُ الْقَوْمِ الَّذِيْنَ كَذَّبُوْا بِاٰيٰتِ اللّٰهِ ط وَاللّٰهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظّٰلِمِيْنَ ○

১৭১৫। অর্থাৎ অনুসরণ করে নাই।

٦- قُلْ يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ هَادُوْۤا
اِنْ زَعَمْتُمْ اَنَّكُمْ اَوْلِيَآءُ لِلّٰهِ
مِنْ دُوْنِ النَّاسِ
فَتَمَنَّوُا الْمَوْتَ اِنْ كُنْتُمْ صٰدِقِيْنَ ○

৬। বল, ‘হে ইয়াহূদীগণ! যদি তোমরা মনে কর যে, তোমরাই আল্লাহ্‌র বন্ধু, অন্য কোন মানবগোষ্ঠী নহে; তবে তোমরা মৃত্যু কামনা কর,[১৭১৬] যদি তোমরা সত্যবাদী হও।’

٧- وَلَا يَتَمَنَّوْنَهٗۤ اَبَدًۢا
بِمَا قَدَّمَتْ اَيْدِيْهِمْ ۗ
وَاللّٰهُ عَلِيْمٌۢ بِالظّٰلِمِيْنَ ○

৭। কিন্তু উহারা উহাদের হস্ত যাহা অগ্রে প্রেরণ করিয়াছে উহার কারণে কখনও মৃত্যু কামনা করিবে না। আল্লাহ্ যালিমদের সম্পর্কে সম্যক অবগত।

٨- قُلْ اِنَّ الْمَوْتَ الَّذِيْ تَفِرُّوْنَ مِنْهُ
فَاِنَّهٗ مُلٰقِيْكُمْ
ثُمَّ تُرَدُّوْنَ اِلٰى عٰلِمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ
ع فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُوْنَ ○

৮। বল, ‘তোমরা যে মৃত্যু হইতে পলায়ন কর সেই মৃত্যু তোমাদের সহিত অবশ্যই সাক্ষাত করিবে। অতঃপর তোমরা প্রত্যানীত হইবে অদৃশ্য ও দৃশ্যের পরিজ্ঞাতা আল্লাহ্‌র নিকট এবং তোমাদিগকে জানাইয়া দেওয়া হইবে যাহা তোমরা করিতে।’

[২]

٩- يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْۤا اِذَا نُوْدِيَ
لِلصَّلٰوةِ مِنْ يَّوْمِ الْجُمُعَةِ
فَاسْعَوْا اِلٰى ذِكْرِ اللّٰهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ ۗ
ذٰلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ اِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُوْنَ ○

৯। হে মু’মিনগণ! জুমু‘আর দিনে যখন সালাতের জন্য আহ্বান করা হয় তখন তোমরা আল্লাহ্‌র স্মরণে ধাবিত হও এবং ক্রয়-বিক্রয় ত্যাগ কর, ইহাই তোমাদের জন্য শ্রেয় যদি তোমরা উপলব্ধি কর।

١٠- فَاِذَا قُضِيَتِ الصَّلٰوةُ فَانْتَشِرُوْا
فِي الْاَرْضِ وَابْتَغُوْا مِنْ فَضْلِ اللّٰهِ
وَاذْكُرُوا اللّٰهَ كَثِيْرًا لَّعَلَّكُمْ تُفْلِحُوْنَ ○

১০। সালাত সমাপ্ত হইলে তোমরা পৃথিবীতে ছড়াইয়া পড়িবে এবং আল্লাহ্‌র অনুগ্রহ সন্ধান করিবে ও আল্লাহ্‌কে অধিক স্মরণ করিবে যাহাতে তোমরা সফলকাম হও।

১৭১৬। ইয়াহূদীরা দাবি করিত যে, ‘আখিরাতের বাসস্থান (২ ঃ ৯৪) অর্থাৎ জান্নাত তাহাদের জন্যই নির্দিষ্ট। যদি তাহাদের এবংবিধ দাবি সত্য হইত তবে জান্নাত লাভ করিবার জন্য তাহারা মৃত্যু কামনা করিত। কিন্তু তাহারা তাহা করে না।

Contents

১১। যখন তাহারা দেখিল ব্যবসায় ও কৌতুক তখন তাহারা তোমাকে দাঁড়ান অবস্থায় রাখিয়া উহার দিকে ছুটিয়া গেল।১৭১৭ বল, 'আল্লাহ্‌র নিকট যাহা আছে তাহা ক্রীড়া-কৌতুক ও ব্যবসায় অপেক্ষা উৎকৃষ্ট।' আল্লাহ্ সর্বশ্রেষ্ঠ রিয্‌কদাতা।

١١- وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً أَوْ لَهْوًا انْفَضُّوا إِلَيْهَا وَتَرَكُوكَ قَائِمًا ۚ قُلْ مَا عِنْدَ اللَّهِ خَيْرٌ مِنَ اللَّهْوِ وَمِنَ التِّجَارَةِ ۚ وَاللَّهُ خَيْرُ الرَّازِقِينَ ○

৬৩-সূরা মুনাফিকূন

১১ আয়াত, ২ রুকূ', মাদানী

।। দয়াময়, পরম দয়ালু আল্লাহ্‌র নামে।।

১। যখন মুনাফিকরা তোমার নিকট আসে তাহারা বলে, আমরা সাক্ষ্য দিতেছি যে, আপনি নিশ্চয়ই আল্লাহ্‌র রাসূল।' আল্লাহ্ জানেন যে, তুমি নিশ্চয়ই তাঁহার রাসূল এবং আল্লাহ্ সাক্ষ্য দিতেছেন যে, মুনাফিকগণ অবশ্যই মিথ্যাবাদী।

١- إِذَا جَاءَكَ الْمُنَافِقُونَ قَالُوا نَشْهَدُ إِنَّكَ لَرَسُولُ اللَّهِ ۘ وَاللَّهُ يَعْلَمُ إِنَّكَ لَرَسُولُهُ ۚ وَاللَّهُ يَشْهَدُ إِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَكَاذِبُونَ ○

২। উহারা উহাদের শপথগুলিকে ঢালরূপে ব্যবহার করে আর উহারা আল্লাহ্‌র পথ হইতে মানুষকে নিবৃত্ত করে। উহারা যাহা করিতেছে তাহা কত মন্দ!

٢- اتَّخَذُوا أَيْمَانَهُمْ جُنَّةً فَصَدُّوا عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ ۚ إِنَّهُمْ سَاءَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ○

৩। ইহা এইজন্য যে, উহারা ঈমান আনিবার পর কুফরী করিয়াছে। ফলে উহাদের হৃদয় মোহর করিয়া দেওয়া হইয়াছে; পরিণামে উহারা বুঝে না।

٣- ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ آمَنُوا ثُمَّ كَفَرُوا فَطُبِعَ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ فَهُمْ لَا يَفْقَهُونَ ○

১৭১৭। একবার মদীনায় খাদ্যশস্যের ভীষণ অভাব দেখা দেয়। সেই সময়ে এক জুমু'আর সালাতে যখন রাসূলুল্লাহ্ (সাঃ) খুত্‌বা দিতেছিলেন, তখন খাদ্যশস্য আমদানীকারক একটি ব্যবসায়ী দল তথায় আগমন করিলে মুসল্লীগণের মধ্যে অনেকে খাদ্যশস্য ক্রয় করার উদ্দেশ্যে মসজিদ হইতে বাহিরে যান। অবশ্য তখনও খুত্‌বা সংক্রান্ত সব হুকুম সকলের জানা ছিল না। এই ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে আয়াতটি অবতীর্ণ হয়।

٤-وَاِذَا رَاَيْتَهُمْ تُعْجِبُكَ اَجْسَامُهُمْ ط وَاِنْ يَّقُوْلُوْا تَسْمَعْ لِقَوْلِهِمْ ط كَاَنَّهُمْ خُشُبٌ مُّسَنَّدَةٌ ط يَحْسَبُوْنَ كُلَّ صَيْحَةٍ عَلَيْهِمْ ط هُمُ الْعَدُوُّ فَاحْذَرْهُمْ ط قٰتَلَهُمُ اللّٰهُ ز اَنّٰى يُؤْفَكُوْنَ ○

৪। তুমি যখন উহাদের দিকে তাকাও উহাদের দেহাকৃতি তোমার নিকট প্রীতিকর মনে হয় এবং উহারা যখন কথা বলে, তুমি সাগ্রহে উহাদের কথা শ্রবণ কর যদিও উহারা দেওয়ালে ঠেকান কাঠের স্তম্ভ সদৃশ; উহারা যে কোন শোরগোলকে মনে করে উহাদেরই বিরুদ্ধে। উহারাই শত্রু, অতএব উহাদের সম্পর্কে সতর্ক হও; আল্লাহ্ উহাদিগকে ধ্বংস করুন! বিভ্রান্ত হইয়া উহারা কোথায় চলিয়াছে!

٥-وَ اِذَا قِيْلَ لَهُمْ تَعَالَوْا يَسْتَغْفِرْ لَكُمْ رَسُوْلُ اللّٰهِ لَوَّوْا رُءُوْسَهُمْ وَرَاَيْتَهُمْ يَصُدُّوْنَ وَهُمْ مُّسْتَكْبِرُوْنَ ○

৫। যখন উহাদিগকে বলা হয়, 'তোমরা আইস, আল্লাহ্র রাসূল তোমাদের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করিবেন' তখন উহারা মাথা ফিরাইয়া লয়[১৭১৮] এবং তুমি উহাদিগকে দেখিতে পাও, উহারা দম্ভভরে ফিরিয়া যায়।

٦-سَوَآءٌ عَلَيْهِمْ اَسْتَغْفَرْتَ لَهُمْ اَمْ لَمْ تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ ط لَنْ يَّغْفِرَ اللّٰهُ لَهُمْ ط اِنَّ اللّٰهَ لَا يَهْدِى الْقَوْمَ الْفٰسِقِيْنَ ○

৬। তুমি উহাদের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা কর অথবা না কর, উভয়ই উহাদের জন্য সমান। আল্লাহ্ উহাদিগকে কখনও ক্ষমা করিবেন না। আল্লাহ্ পাপাচারী সম্প্রদায়কে সৎপথে পরিচালিত করেন না।

٧-هُمُ الَّذِيْنَ يَقُوْلُوْنَ لَا تُنْفِقُوْا عَلٰى مَنْ عِنْدَ رَسُوْلِ اللّٰهِ حَتّٰى يَنْفَضُّوْا ط وَلِلّٰهِ خَزَآئِنُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ وَلٰكِنَّ الْمُنٰفِقِيْنَ لَا يَفْقَهُوْنَ ○

৭। উহারাই বলে, 'তোমরা আল্লাহ্র রাসূলের সহচরদের জন্য ব্যয় করিও না, যাহাতে উহারা সরিয়া পড়ে।' আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীর ধন-ভাণ্ডার তো আল্লাহ্রই; কিন্তু মুনাফিকগণ তাহা বুঝে না।

٨-يَقُوْلُوْنَ لَئِنْ رَّجَعْنَآ اِلَى الْمَدِيْنَةِ لَيُخْرِجَنَّ الْاَعَزُّ مِنْهَا الْاَذَلَّ ط

৮। উহারা বলে, 'আমরা মদীনায় প্রত্যাবর্তন করিলে তথা হইতে প্রবল অবশ্যই দুর্বলকে[১৭১৯] বহিষ্কার করিবে।' কিন্তু

১৭১৮। لَوَّوْا رُءُوْسَهُمْ ইহা একটি আরবী বাগধারা, যাহার অর্থ 'মুখ ফিরাইয়া লইল।'
১৭১৯। এ স্থলে 'প্রবল' দ্বারা মুনাফিক এবং 'দুর্বল' দ্বারা মু'মিনকে বুঝাইয়াছে।

وَلِلّٰهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُوْلِهٖ وَلِلْمُؤْمِنِيْنَ
وَلٰكِنَّ الْمُنٰفِقِيْنَ لَا يَعْلَمُوْنَ ۝

শক্তি তো আল্লাহ্‌রই, আর তাঁহার রাসূল ও মু'মিনদের। তবে মুনাফিকগণ ইহা জানে না।

[২]

٩- يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تُلْهِكُمْ
اَمْوَالُكُمْ وَلَاۤ اَوْلَادُكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللّٰهِ ۚ
وَمَنْ يَّفْعَلْ ذٰلِكَ
فَاُولٰٓئِكَ هُمُ الْخٰسِرُوْنَ ۝

৯। 'হে মু'মিনগণ! তোমাদের ঐশ্বর্য ও সন্তান-সন্ততি যেন তোমাদিগকে আল্লাহ্‌র স্মরণে উদাসীন না করে, যাহারা উদাসীন হইবে তাহারাই তো ক্ষতিগ্রস্ত।

١٠- وَاَنْفِقُوْا مِنْ مَّا رَزَقْنٰكُمْ
مِّنْ قَبْلِ اَنْ يَّاْتِيَ اَحَدَكُمُ الْمَوْتُ
فَيَقُوْلَ رَبِّ لَوْلَاۤ اَخَّرْتَنِيْۤ
اِلٰۤى اَجَلٍ قَرِيْبٍ ۙ
فَاَصَّدَّقَ وَاَكُنْ مِّنَ الصّٰلِحِيْنَ ۝

১০। আমি তোমাদিগকে যে রিয্‌ক দিয়াছি তোমরা তাহা হইতে ব্যয় করিবে তোমাদের কাহারও মৃত্যু আসিবার পূর্বে। অন্যথায় মৃত্যু আসিলে সে বলিবে, 'হে আমার প্রতিপালক! আমাকে আরও কিছু কালের জন্য অবকাশ দিলে আমি সাদাকা দিতাম এবং সৎকর্মপরায়ণদের অন্তর্ভুক্ত হইতাম!'

١١- وَلَنْ يُّؤَخِّرَ اللّٰهُ نَفْسًا
اِذَا جَآءَ اَجَلُهَا ۗ
وَاللّٰهُ خَبِيْرٌۢ بِمَا تَعْمَلُوْنَ ۝

১১। কিন্তু যখন কাহারও নির্ধারিত কাল উপস্থিত হইবে, তখন আল্লাহ্ তাহাকে কিছুতেই অবকাশ দিবেন না। তোমরা যাহা কর আল্লাহ্ সে সম্বন্ধে সবিশেষ অবহিত।

৬৪-সূরা তাগাবুন

১৮ আয়াত, ২ রুকূ', মাদানী

।। দয়াময়, পরম দয়ালু আল্লাহ্‌র নামে ।।

১। আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীতে যাহা কিছু আছে সমস্তই আল্লাহ্‌র পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা করে, আধিপত্য তাঁহারই এবং প্রশংসা তাঁহারই; তিনি সর্ববিষয়ে সর্বশক্তিমান।	١- يُسَبِّحُ لِلّٰهِ مَا فِي السَّمٰوٰتِ وَمَا فِي الْاَرْضِ ۚ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ ؗ وَهُوَ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ ○
২। তিনিই তোমাদিগকে সৃষ্টি করিয়াছেন, অতঃপর তোমাদের মধ্যে কেহ হয় কাফির এবং তোমাদের মধ্যে কেহ হয় মু'মিন। তোমরা যাহা কর আল্লাহ্ তাহার সম্যক দ্রষ্টা।	٢- هُوَ الَّذِيْ خَلَقَكُمْ فَمِنْكُمْ كَافِرٌ وَّمِنْكُمْ مُّؤْمِنٌ ؕ وَاللّٰهُ بِمَا تَعْمَلُوْنَ بَصِيْرٌ ○
৩। তিনি সৃষ্টি করিয়াছেন আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবী যথাযথভাবে এবং তোমাদিগকে আকৃতি দান করিয়াছেন—তোমাদের আকৃতি করিয়াছেন সুশোভন, এবং প্রত্যাবর্তন তো তাঁহারই নিকট।	٣- خَلَقَ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ بِالْحَقِّ وَصَوَّرَكُمْ فَاَحْسَنَ صُوَرَكُمْ ۚ وَاِلَيْهِ الْمَصِيْرُ ○
৪। আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীতে যাহা কিছু আছে সমস্তই তিনি জানেন এবং তিনি জানেন তোমরা যাহা গোপন কর ও তোমরা যাহা প্রকাশ কর এবং তিনি অন্তর্যামী।	٤- يَعْلَمُ مَا فِي السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ وَيَعْلَمُ مَا تُسِرُّوْنَ وَمَا تُعْلِنُوْنَ ؕ وَاللّٰهُ عَلِيْمٌۢ بِذَاتِ الصُّدُوْرِ ○
৫। তোমাদের নিকট কি পৌঁছে নাই পূর্ববর্তী কাফিরদের বৃত্তান্ত? উহারা উহাদের কর্মের মন্দ ফল আস্বাদন করিয়াছিল এবং উহাদের জন্য রহিয়াছে মর্মন্তুদ শাস্তি।[১৭২০]	٥- اَلَمْ يَاْتِكُمْ نَبَؤُا الَّذِيْنَ كَفَرُوْا مِنْ قَبْلُ ؗ فَذَاقُوْا وَبَالَ اَمْرِهِمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ اَلِيْمٌ ○
৬। উহা এইজন্য যে, উহাদের নিকট উহাদের রাসূলগণ স্পষ্ট নিদর্শনসহ	٦- ذٰلِكَ بِاَنَّهٗ كَانَتْ تَّاْتِيْهِمْ رُسُلُهُمْ بِالْبَيِّنٰتِ

১৭২০। সেই শাস্তি আখিরাতে হইবে।

فَقَالُوْٓا اَبَشَرٌ يَّهْدُوْنَنَا ز
فَكَفَرُوْا وَتَوَلَّوْا وَّاسْتَغْنَى اللّٰهُ ط
وَاللّٰهُ غَنِيٌّ حَمِيْدٌ ○

আসিত তখন উহারা বলিত, 'মানুষই কি আমাদিগকে পথের সন্ধান দিবে?' অতঃপর উহারা কুফরী করিল ও মুখ ফিরাইয়া লইল। কিন্তু ইহাতে আল্লাহ্‌র কিছু আসে যায় না; আল্লাহ্ অভাবমুক্ত, প্রশংসার্হ।

٧-زَعَمَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْٓا اَنْ لَّنْ يُّبْعَثُوْا ط
قُلْ بَلٰى وَرَبِّيْ لَتُبْعَثُنَّ ثُمَّ
لَتُنَبَّؤُنَّ بِمَا عَمِلْتُمْ ط
وَذٰلِكَ عَلَى اللّٰهِ يَسِيْرٌ ○

৭। কাফিররা ধারণা করে যে, উহারা কখনও পুনরুত্থিত হইবে না। বল, 'নিশ্চয়ই হইবে, আমার প্রতিপালকের শপথ! তোমরা অবশ্যই পুনরুত্থিত হইবে। অতঃপর তোমরা যাহা করিতে তোমাদিগকে সে সম্বন্ধে অবশ্যই অবহিত করা হইবে। ইহা আল্লাহ্‌র পক্ষে সহজ।'

٨-فَاٰمِنُوْا بِاللّٰهِ وَرَسُوْلِهٖ
وَالنُّوْرِ الَّذِيْٓ اَنْزَلْنَا ط
وَاللّٰهُ بِمَا تَعْمَلُوْنَ خَبِيْرٌ ○

৮। অতএব তোমরা আল্লাহ্, তাঁহার রাসূল ও যে জ্যোতি[১৭২১] আমি অবতীর্ণ করিয়াছি তাহাতে বিশ্বাস স্থাপন কর। তোমাদের কৃতকর্ম সম্পর্কে আল্লাহ্ সবিশেষ অবহিত।

٩-يَوْمَ يَجْمَعُكُمْ لِيَوْمِ الْجَمْعِ
ذٰلِكَ يَوْمُ التَّغَابُنِ ط
وَمَنْ يُّؤْمِنْۢ بِاللّٰهِ وَيَعْمَلْ صَالِحًا
يُّكَفِّرْ عَنْهُ سَيِّاٰتِهٖ
وَيُدْخِلْهُ جَنّٰتٍ تَجْرِيْ مِنْ تَحْتِهَا
الْاَنْهٰرُ خٰلِدِيْنَ فِيْهَآ اَبَدًا ط
ذٰلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيْمُ ○

৯। স্মরণ কর, যেদিন তিনি তোমাদিগকে সমবেত করিবেন সমাবেশ দিবসে সেদিন হইবে লাভ-লোকসানের দিন। যে ব্যক্তি আল্লাহে বিশ্বাস করে ও সৎকর্ম করে তিনি তাহার পাপ মোচন করিবেন এবং তাহাকে দাখিল করিবেন জান্নাতে, যাহার পাদদেশে নদী প্রবাহিত, সেথায় তাহারা হইবে চিরস্থায়ী। ইহাই মহাসাফল্য।

١٠-وَالَّذِيْنَ كَفَرُوْا وَكَذَّبُوْا بِاٰيٰتِنَآ
اُولٰٓئِكَ اَصْحٰبُ النَّارِ خٰلِدِيْنَ فِيْهَا ط
وَبِئْسَ الْمَصِيْرُ ○

১০। কিন্তু যাহারা কুফরী করে এবং আমার নিদর্শনসমূহকে অস্বীকার করে তাহারাই জাহান্নামের অধিবাসী, সেথায় তাহারা স্থায়ী হইবে। কত মন্দ সে প্রত্যাবর্তনস্থল!

১৭২১। এ স্থলে النور 'জ্যোতি' অর্থ কুরআন।-কাশ্‌শাফ

[২]

مَآ اَصَابَ مِنْ مُّصِيْبَةٍ اِلَّا بِاِذْنِ اللّٰهِ ؕ وَمَنْ يُّؤْمِنْۢ بِاللّٰهِ يَهْدِ قَلْبَهٗ ؕ وَاللّٰهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيْمٌ ○

১১। আল্লাহ্‌র অনুমতি ব্যতিরেকে কোন বিপদই আপতিত হয় না এবং যে আল্লাহ্‌কে বিশ্বাস করে তিনি তাহার অন্তরকে সুপথে পরিচালিত করেন। আল্লাহ্ সর্ববিষয়ে সম্যক অবহিত।

١٢- وَاَطِيْعُوا اللّٰهَ وَاَطِيْعُوا الرَّسُوْلَ ۚ فَاِنْ تَوَلَّيْتُمْ فَاِنَّمَا عَلٰى رَسُوْلِنَا الْبَلٰغُ الْمُبِيْنُ ○

১২। তোমরা আল্লাহ্‌র আনুগত্য কর এবং রাসূলের আনুগত্য কর; যদি তোমরা মুখ ফিরাইয়া লও, তবে আমার রাসূলের দায়িত্ব কেবল স্পষ্টভাবে প্রচার করা।

١٣- اَللّٰهُ لَآ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ ؕ وَعَلَى اللّٰهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُوْنَ ○

১৩। আল্লাহ্, তিনি ব্যতীত কোন ইলাহ্ নাই; সুতরাং মু'মিনগণ আল্লাহ্‌র উপর নির্ভর করুক।

١٤- يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْٓا اِنَّ مِنْ اَزْوَاجِكُمْ وَاَوْلَادِكُمْ عَدُوًّا لَّكُمْ فَاحْذَرُوْهُمْ ۚ وَاِنْ تَعْفُوْا وَتَصْفَحُوْا وَتَغْفِرُوْا فَاِنَّ اللّٰهَ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ ○

১৪। 'হে মু'মিনগণ! তোমাদের স্ত্রী ও সন্তান-সন্ততিগণের মধ্যে কেহ কেহ তোমাদের শত্রু;[১৭২২] অতএব তাহাদের সম্পর্কে তোমরা সতর্ক থাকিও। তোমরা যদি উহাদিগকে মার্জনা কর, উহাদের দোষ-ত্রুটি উপেক্ষা কর এবং উহাদিগকে ক্ষমা কর, তবে জানিয়া রাখ, আল্লাহ্ ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।

١٥- اِنَّمَآ اَمْوَالُكُمْ وَاَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ ؕ وَاللّٰهُ عِنْدَهٗٓ اَجْرٌ عَظِيْمٌ ○

১৫। তোমাদের সম্পদ ও সন্তান-সন্ততি তো পরীক্ষা বিশেষ; আর আল্লাহ্, তাঁহারই নিকট রহিয়াছে মহাপুরস্কার।[১৭২৩]

١٦- فَاتَّقُوا اللّٰهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ وَاسْمَعُوْا وَاَطِيْعُوْا وَاَنْفِقُوْا خَيْرًا لِّاَنْفُسِكُمْ ؕ وَمَنْ يُّوْقَ شُحَّ نَفْسِهٖ فَاُولٰٓئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُوْنَ ○

১৬। তোমরা আল্লাহ্‌কে যথাসাধ্য ভয় কর, এবং শোন, আনুগত্য কর ও ব্যয় কর তোমাদের নিজেদেরই কল্যাণের জন্য; যাহারা অন্তরের কার্পণ্য হইতে মুক্ত, তাহারাই সফলকাম।

১৭২২। তাহাদের প্রতি অতিরিক্ত স্নেহ-মমতার কারণে প্রায়ই পার্থিব জীবনের প্রতি অধিক আকৃষ্ট হয়, অধিক উপার্জন ও অধিক সঞ্চয়ের আকাঙ্ক্ষা জন্মে; ফলে আখিরাতের প্রতি অবহেলা প্রদর্শন করে। সেইজন্য তাহাদের ব্যাপারেও সংযম অবলম্বন করিতে ও বাড়াবাড়ি না করিতে বলা হইয়াছে।

১৭২৩। তোমাদের জন্য।

১৭। যদি তোমরা আল্লাহ্‌কে উত্তম ঋণ দান কর তিনি তোমাদের জন্য উহা বহু গুণ বৃদ্ধি করিবেন এবং তিনি তোমাদিগকে ক্ষমা করিবেন। আল্লাহ্ গুণগ্রাহী, ধৈর্যশীল।

١٧- اِنْ تُقْرِضُوا اللّٰهَ قَرْضًا حَسَنًا يُّضٰعِفْهُ لَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ؕ وَاللّٰهُ شَكُوْرٌ حَلِيْمٌ ۙ

১৮। তিনি দৃশ্য ও অদৃশ্যের পরিজ্ঞাতা, পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়।

١٨- عٰلِمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ الْعَزِيْزُ الْحَكِيْمُ ۝

৬৫-সূরা তালাক

১২ আয়াত, ২ রুকূ', মাদানী

।। দয়াময়, পরম দয়ালু আল্লাহ্‌র নামে ।।

১। হে নবী![১৭২৪] তোমরা যখন তোমাদের স্ত্রীগণকে তালাক দিতে ইচ্ছা কর উহাদিগকে তালাক দিও 'ইদ্দাতের প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া এবং তোমরা 'ইদ্দাতের হিসাব রাখিও এবং তোমাদের প্রতিপালক আল্লাহ্‌কে ভয় করিও।[১৭২৫] তোমরা উহাদিগকে উহাদের বাসগৃহ হইতে বহিষ্কার করিও না এবং উহারাও যেন বাহির না হয়, যদি না উহারা লিপ্ত হয় স্পষ্ট অশ্লীলতায়। এইগুলি আল্লাহ্‌র নির্ধারিত সীমা; যে আল্লাহ্‌র সীমা লংঘন করে সে নিজেরই উপর অত্যাচার করে। তুমি জান না, হয়তো আল্লাহ্ ইহার পর কোন উপায় করিয়া দিবেন।

١- يٰۤاَيُّهَا النَّبِيُّ اِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَآءَ فَطَلِّقُوْهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ وَاَحْصُوا الْعِدَّةَ ۚ وَاتَّقُوا اللّٰهَ رَبَّكُمْ ۚ لَا تُخْرِجُوْهُنَّ مِنْۢ بُيُوْتِهِنَّ وَلَا يَخْرُجْنَ اِلَّاۤ اَنْ يَّاْتِيْنَ بِفَاحِشَةٍ مُّبَيِّنَةٍ ؕ وَتِلْكَ حُدُوْدُ اللّٰهِ ؕ وَمَنْ يَّتَعَدَّ حُدُوْدَ اللّٰهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهٗ ؕ لَا تَدْرِيْ لَعَلَّ اللّٰهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذٰلِكَ اَمْرًا ۝

১৭২৪। অর্থাৎ হে নবী! উম্মতকে বলিয়া দাও।

১৭২৫। তালাকের ব্যাপারেও শরী'আতের বিধান পালন করিয়া চলিবে। যথা-যতদূর সম্ভব তালাক হইতে বিরত থাকিবে। মাসিক ঋতু চলাকালে তালাক দিবে না, একসঙ্গে এক সময়ে তিন তালাক দিবে না। তালাকপ্রাপ্তা স্ত্রীকে ইদ্দাত পালনকালে ঘর হইতে বাহির করিয়া দিবে না, ইত্যাদি।

٢- فَاِذَا بَلَغْنَ اَجَلَهُنَّ فَاَمْسِكُوْهُنَّ بِمَعْرُوْفٍ اَوْ فَارِقُوْهُنَّ بِمَعْرُوْفٍ وَّاَشْهِدُوْا ذَوَىْ عَدْلٍ مِّنْكُمْ وَ اَقِيْمُوا الشَّهَادَةَ لِلّٰهِ ؕ ذٰلِكُمْ يُوْعَظُ بِهٖ مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ ۬ وَمَنْ يَّتَّقِ اللّٰهَ يَجْعَلْ لَّهٗ مَخْرَجًا ۙ

২। উহাদের 'ইদ্দাত পূরণের কাল আসন্ন হইলে তোমরা হয় যথাবিধি উহাদিগকে রাখিয়া দিবে, না হয় উহাদিগকে যথাবিধি পরিত্যাগ করিবে[১৭২৬] এবং তোমাদের মধ্য হইতে দুইজন ন্যায়পরায়ণ লোককে সাক্ষী রাখিবে; আর তোমরা আল্লাহ্‌র জন্য সঠিক সাক্ষ্য দিবে। ইহা দ্বারা তোমাদের মধ্যে যে কেহ আল্লাহ্ ও আখিরাতে বিশ্বাস করে তাহাকে উপদেশ দেওয়া হইতেছে। যে কেহ আল্লাহ্‌কে ভয় করে আল্লাহ্ তাহার পথ করিয়া দিবেন,

٣- وَّ يَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ ؕ وَمَنْ يَّتَوَكَّلْ عَلَى اللّٰهِ فَهُوَ حَسْبُهٗ ؕ اِنَّ اللّٰهَ بَالِغُ اَمْرِهٖ ؕ قَدْ جَعَلَ اللّٰهُ لِكُلِّ شَىْءٍ قَدْرًا ○

৩। এবং তাহাকে তাহার ধারণাতীত উৎস হইতে দান করিবেন রিয্‌ক। যে ব্যক্তি আল্লাহ্‌র উপর নির্ভর করে তাহার জন্য আল্লাহ্‌ই যথেষ্ট। আল্লাহ্ তাঁহার ইচ্ছা পূরণ করিবেনই; আল্লাহ্ সমস্ত কিছুর জন্য স্থির করিয়াছেন নির্দিষ্ট মাত্রা।

٤- وَالّٰٓـِٔىْ يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيْضِ مِنْ نِّسَآئِكُمْ اِنِ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلٰثَةُ اَشْهُرٍ ۙ وَّالّٰٓـِٔىْ لَمْ يَحِضْنَ ؕ وَ اُولَاتُ الْاَحْمَالِ اَجَلُهُنَّ اَنْ يَّضَعْنَ حَمْلَهُنَّ ؕ وَمَنْ يَّتَّقِ اللّٰهَ يَجْعَلْ لَّهٗ مِنْ اَمْرِهٖ يُسْرًا ○

৪। তোমাদের যে সকল স্ত্রীর আর ঋতুমতী হইবার আশা নাই তাহাদের 'ইদ্দাত সম্পর্কে তোমরা সন্দেহ করিলে তাহাদের 'ইদ্দাতকাল হইবে তিন মাস এবং যাহারা এখনও রজঃস্বলা হয় নাই তাহাদেরও; আর গর্ভবতী নারীদের 'ইদ্দাতকাল সন্তান প্রসব পর্যন্ত। আল্লাহ্‌কে যে ভয় করে আল্লাহ্ তাহার সমস্যা সমাধান সহজ করিয়া দিবেন।

٥- ذٰلِكَ اَمْرُ اللّٰهِ اَنْزَلَهٗٓ اِلَيْكُمْ ؕ وَمَنْ يَّتَّقِ اللّٰهَ يُكَفِّرْ عَنْهُ سَيِّاٰتِهٖ وَيُعْظِمْ لَهٗٓ اَجْرًا ○

৫। ইহা আল্লাহ্‌র বিধান যাহা তিনি তোমাদের প্রতি অবতীর্ণ করিয়াছেন। আল্লাহ্‌কে যে ভয় করে তিনি তাহার পাপ মোচন করিবেন এবং তাহাকে দিবেন মহাপুরস্কার।

১৭২৬। রাজ'ঈ তালাকে 'ইদ্দাত শেষ হইবার পূর্বে স্ত্রীকে পুনরায় গ্রহণ করিতে পারে; আর যদি 'ইদ্দাত শেষ হইয়া যায়, তবে তাহাকে সামর্থ্যানুযায়ী যথাযোগ্য মর্যাদার সহিত বিদায় করিবে।

৬। তোমরা তোমাদের সামর্থ্য অনুযায়ী যেইরূপ গৃহে বাস কর তাহাদিগকেও সেইরূপ গৃহে বাস করিতে দিবে; তাহাদিগকে উত্ত্যক্ত করিবে না সঙ্কটে ফেলিবার জন্য; তাহারা গর্ভবতী হইয়া থাকিলে সন্তান প্রসব পর্যন্ত তাহাদের জন্য ব্যয় করিবে। যদি তাহারা তোমাদের সন্তানদিগকে স্তন্য দান করে তবে তাহাদিগকে পারিশ্রমিক দিবে[১৭২৭] এবং সন্তানের কল্যাণ সম্পর্কে তোমরা সঙ্গতভাবে নিজেদের মধ্যে পরামর্শ করিবে। তোমরা যদি নিজ নিজ দাবিতে অনমনীয় হও তাহা হইলে অন্য নারী তাহার পক্ষে স্তন্য দান করিবে।

٦- اَسْكِنُوْهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ
مِّنْ وُّجْدِكُمْ وَلَا تُضَآرُّوْهُنَّ لِتُضَيِّقُوْا
عَلَيْهِنَّ ۭ وَاِنْ كُنَّ اُولَاتِ حَمْلٍ فَاَنْفِقُوْا
عَلَيْهِنَّ حَتّٰى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ ۚ
فَاِنْ اَرْضَعْنَ لَكُمْ فَاٰتُوْهُنَّ اُجُوْرَهُنَّ ۚ
وَاْتَمِرُوْا بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوْفٍ ۚ
وَاِنْ تَعَاسَرْتُمْ
فَسَتُرْضِعُ لَهٗۤ اُخْرٰى ۝

৭। বিত্তবান নিজ সামর্থ্য অনুযায়ী ব্যয় করিবে এবং যাহার জীবনোপকরণ সীমিত সে আল্লাহ্ যাহা দান করিয়াছেন তাহা হইতে ব্যয় করিবে। আল্লাহ্ যাহাকে যে সামর্থ্য দিয়াছেন তদপেক্ষা গুরুতর বোঝা তিনি তাহার উপর চাপান না। আল্লাহ্ কষ্টের পর দিবেন স্বস্তি।

٧- لِيُنْفِقْ ذُوْ سَعَةٍ مِّنْ سَعَتِهٖ ۭ
وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهٗ فَلْيُنْفِقْ
مِمَّآ اٰتٰىهُ اللّٰهُ ۭ لَا يُكَلِّفُ اللّٰهُ نَفْسًا
اِلَّا مَآ اٰتٰىهَا ۭ
ع سَيَجْعَلُ اللّٰهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُّسْرًا ۝

[২]

৮। কত জনপদ উহাদের প্রতিপালক ও তাঁহার রাসূলগণের নির্দেশের বিরুদ্ধাচরণ করিয়াছিল। ফলে আমি উহাদের নিকট হইতে কঠোর হিসাব লইয়াছিলাম এবং উহাদিগকে দিয়াছিলাম কঠিন শাস্তি।

٨- وَكَاَيِّنْ مِّنْ قَرْيَةٍ عَتَتْ
عَنْ اَمْرِ رَبِّهَا وَرُسُلِهٖ
فَحَاسَبْنٰهَا حِسَابًا شَدِيْدًا ۙ
وَّعَذَّبْنٰهَا عَذَابًا نُّكْرًا ۝

৯। অতঃপর উহারা উহাদের কৃতকর্মের শাস্তি আস্বাদন করিল; ক্ষতিই হইল উহাদের কর্মের পরিণাম।

٩- فَذَاقَتْ وَبَالَ اَمْرِهَا
وَكَانَ عَاقِبَةُ اَمْرِهَا خُسْرًا ۝

১৭২৭। তালাকপ্রাপ্তা নারী সন্তানকে দুধ পান করাইতে বাধ্য নয়, যদি সে পান করায় তবে পারিশ্রমিক লইতে পারে। তবে তাহাদের এমন মনোভাব অবলম্বন করা উচিত নয় যাহাতে সন্তান মাতৃস্তন্য হইতে বঞ্চিত হয়।

١٠- اَعَدَّ اللّٰهُ لَهُمْ عَذَابًا شَدِيْدًا ۙ
فَاتَّقُوا اللّٰهَ يٰۤاُولِى الْاَلْبَابِ ۚۖ
الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا ۚ
قَدْ اَنْزَلَ اللّٰهُ اِلَيْكُمْ ذِكْرًا ۙ

১০। আল্লাহ্ উহাদের জন্য কঠোর শাস্তি প্রস্তুত রাখিয়াছেন। অতএব তোমরা আল্লাহ্‌কে ভয় কর, হে বোধসম্পন্ন ব্যক্তিগণ! যাহারা ঈমান আনিয়াছ। নিশ্চয় আল্লাহ্ তোমাদের প্রতি অবতীর্ণ করিয়াছেন উপদেশ—

١١- رَّسُوْلًا يَّتْلُوْا عَلَيْكُمْ اٰيٰتِ اللّٰهِ
مُبَيِّنٰتٍ لِّيُخْرِجَ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا
وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ مِنَ الظُّلُمٰتِ
اِلَى النُّوْرِ ۚ وَمَنْ يُّؤْمِنْۢ بِاللّٰهِ
وَيَعْمَلْ صَالِحًا يُّدْخِلْهُ جَنّٰتٍ
تَجْرِىْ مِنْ تَحْتِهَا الْاَنْهٰرُ خٰلِدِيْنَ
فِيْهَآ اَبَدًا ۚ قَدْ اَحْسَنَ اللّٰهُ لَهٗ رِزْقًا ۙ

১১। এক রাসূল, যে তোমাদের নিকট আল্লাহ্‌র সুস্পষ্ট আয়াতসমূহ আবৃত্তি করে, যাহারা মু'মিন ও সৎকর্মপরায়ণ তাহাদিগকে অন্ধকার হইতে আলোতে আনিবার জন্য। যে কেহ আল্লাহে বিশ্বাস করে ও সৎকর্ম করে তিনি তাহাকে দাখিল করিবেন জান্নাতে, যাহার পাদদেশে নদী প্রবাহিত, সেথায় তাহারা চিরস্থায়ী হইবে; আল্লাহ্ তাহাকে উত্তম রিয্‌ক দিবেন।

١٢- اَللّٰهُ الَّذِىْ خَلَقَ سَبْعَ
سَمٰوٰتٍ وَّمِنَ الْاَرْضِ مِثْلَهُنَّ ؕ
يَتَنَزَّلُ الْاَمْرُ بَيْنَهُنَّ لِتَعْلَمُوْۤا
اَنَّ اللّٰهَ عَلٰى كُلِّ شَىْءٍ قَدِيْرٌ ۙ
وَّاَنَّ اللّٰهَ قَدْ اَحَاطَ
بِكُلِّ شَىْءٍ عِلْمًا ۙ

১২। আল্লাহ্‌ই সৃষ্টি করিয়াছেন সপ্ত আকাশ এবং উহাদের অনুরূপ পৃথিবীও, উহাদের[১৭২৮] মধ্যে নামিয়া আসে তাঁহার নির্দেশ; যাহাতে তোমরা বুঝিতে পার যে, আল্লাহ্ সর্ববিষয়ে সর্বশক্তিমান এবং জ্ঞানে আল্লাহ্ সবকিছুকে পরিবেষ্টন করিয়া আছেন।

১৭২৮। অর্থাৎ সপ্ত আকাশে ও পৃথিবীতে।

৬৬-সূরা তাহ্‌রীম

১২ আয়াত, ২ রুকূ', মাদানী

।। দয়াময়, পরম দয়ালু আল্লাহ্‌র নামে ।।

١- يٰۤاَيُّهَا النَّبِيُّ لِمَ تُحَرِّمُ مَاۤ اَحَلَّ اللّٰهُ لَكَ ۚ تَبْتَغِيْ مَرْضَاتَ اَزْوَاجِكَ ؕ وَاللّٰهُ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ ○
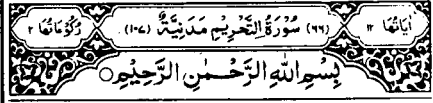
১। হে নবী! আল্লাহ্ তোমার জন্য যাহা বৈধ করিয়াছেন তুমি তাহা নিষিদ্ধ করিতেছ কেন? তুমি তোমার স্ত্রীদের সন্তুষ্টি চাহিতেছ;[১৭২৯] আল্লাহ্ ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।

٢- قَدْ فَرَضَ اللّٰهُ لَكُمْ تَحِلَّةَ اَيْمَانِكُمْ ۚ وَاللّٰهُ مَوْلٰىكُمْ ۚ وَهُوَ الْعَلِيْمُ الْحَكِيْمُ ○

২। আল্লাহ্ তোমাদের কসম হইতে মুক্তি লাভের ব্যবস্থা করিয়াছেন,[১৭৩০] আল্লাহ্ তোমাদের কর্মবিধায়ক, তিনি সর্বজ্ঞ, প্রজ্ঞাময়।

٣- وَاِذْ اَسَرَّ النَّبِيُّ اِلٰى بَعْضِ اَزْوَاجِهٖ حَدِيْثًا ۚ فَلَمَّا نَبَّاَتْ بِهٖ وَاَظْهَرَهُ اللّٰهُ عَلَيْهِ عَرَّفَ بَعْضَهٗ وَاَعْرَضَ عَنْۢ بَعْضٍ ۚ فَلَمَّا نَبَّاَهَا بِهٖ قَالَتْ مَنْ اَنْۢبَاَكَ هٰذَا ؕ قَالَ نَبَّاَنِيَ الْعَلِيْمُ الْخَبِيْرُ ○

৩। স্মরণ কর—নবী তাহার স্ত্রীদের একজনকে গোপনে একটি কথা বলিয়াছিল। অতঃপর যখন সে উহা অন্যকে বলিয়া দিয়াছিল এবং আল্লাহ্ নবীকে উহা জানাইয়া দিয়াছিলেন, তখন নবী এই বিষয়ে কিছু ব্যক্ত করিল এবং কিছু অব্যক্ত রাখিল। যখন নবী উহা তাহার সেই স্ত্রীকে জানাইল তখন সে বলিল, 'কে আপনাকে ইহা অবহিত করিল?' নবী বলিল, 'আমাকে অবহিত করিয়াছেন তিনি, যিনি সর্বজ্ঞ, সম্যক অবগত।'

٤- اِنْ تَتُوْبَاۤ اِلَى اللّٰهِ فَقَدْ صَغَتْ قُلُوْبُكُمَا ۚ

৪। যদি তোমরা উভয়ে অনুতপ্ত হইয়া আল্লাহ্‌র দিকে প্রত্যাবর্তন কর তবে ভাল, কারণ তোমাদের হৃদয় তো ঝুঁকিয়া পড়িয়াছে। কিন্তু তোমরা যদি

১৭২৯। রাসূলুল্লাহ্ (সাঃ) তাঁহার কোন স্ত্রীর মনোতুষ্টির জন্য ভবিষ্যতে মধু পান না করার কসম করেন। হালাল খাদ্যকে গ্রহণ না করার কসম করা রাসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-এর জন্য শোভন নহে। ইহাতে তাঁহার উম্মতের মধ্যে বিভ্রান্তির সৃষ্টি হইতে পারে। সম্ভবত এই কারণে কসম ভংগ করিতে তাঁহাকে এই আয়াতে নির্দেশ দেওয়া হইয়াছে, যদিও হালাল খাদ্য বর্জন করা অথবা বর্জন করিবার কসম করা শরী'আতের বিধানে নিষিদ্ধ নহে।

১৭৩০। দ্র. ৫ ঃ ৮৯ আয়াত।

وَاِنْ تَظٰهَرَا عَلَيْهِ فَاِنَّ اللّٰهَ هُوَ مَوْلٰىهُ وَجِبْرِيْلُ وَصَالِحُ الْمُؤْمِنِيْنَ ۚ وَالْمَلٰٓئِكَةُ بَعْدَ ذٰلِكَ ظَهِيْرٌ ○

নবীর বিরুদ্ধে একে অপরের পোষকতা কর তবে জানিয়া রাখ, আল্লাহ্‌ই তাহার বন্ধু এবং জিব্‌রাঈল ও সৎকর্মপরায়ণ মু'মিনগণও, তাহা ছাড়া অন্যান্য ফিরিশ্‌তাও তাহার সাহায্যকারী।

٥-عَسٰى رَبُّهٗٓ اِنْ طَلَّقَكُنَّ اَنْ يُّبْدِلَهٗٓ اَزْوَاجًا خَيْرًا مِّنْكُنَّ مُسْلِمٰتٍ مُّؤْمِنٰتٍ قٰنِتٰتٍ تٰٓئِبٰتٍ عٰبِدٰتٍ سٰٓئِحٰتٍ ثَيِّبٰتٍ وَّاَبْكَارًا ○

৫। যদি নবী তোমাদের সকলকে পরিত্যাগ করে তবে তাহার প্রতিপালক সম্ভবত তোমাদের স্থলে তাহাকে দিবেন তোমাদের অপেক্ষা উৎকৃষ্টতর স্ত্রী—যাহারা হইবে আত্মসমর্পণকারী, বিশ্বাসী, অনুগত, তওবাকারী, 'ইবাদতকারী, সিয়াম পালনকারী, অকুমারী এবং কুমারী।

٦- يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا قُوْٓا اَنْفُسَكُمْ وَاَهْلِيْكُمْ نَارًا وَّقُوْدُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلٰٓئِكَةٌ غِلَاظٌ شِدَادٌ لَّا يَعْصُوْنَ اللّٰهَ مَآ اَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُوْنَ مَا يُؤْمَرُوْنَ ○

৬। হে মু'মিনগণ! তোমরা নিজদিগকে এবং তোমাদের পরিবার-পরিজনকে রক্ষা কর অগ্নি হইতে, যাহার ইন্ধন হইবে মানুষ ও প্রস্তর, যাহাতে নিয়োজিত আছে নির্মমহৃদয়, কঠোরস্বভাব ফিরিশ্‌তাগণ, যাহারা অমান্য করে না তাহা, যাহা আল্লাহ্‌ তাহাদিগকে আদেশ করেন। আর তাহারা যাহা করিতে আদিষ্ট হয় তাহাই করে।

٧- يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ كَفَرُوْا لَا تَعْتَذِرُوا الْيَوْمَ ۭ اِنَّمَا تُجْزَوْنَ مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُوْنَ ○ ع

৭। হে কাফিরগণ! আজ তোমরা দোষ স্খালনের চেষ্টা করিও না। তোমরা যাহা করিতে তোমাদিগকে তাহারই প্রতিফল দেওয়া হইবে।

[২]

٨- يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا تُوْبُوْٓا اِلَى اللّٰهِ تَوْبَةً نَّصُوْحًا ۭ عَسٰى رَبُّكُمْ اَنْ يُّكَفِّرَ عَنْكُمْ سَيِّاٰتِكُمْ وَيُدْخِلَكُمْ جَنّٰتٍ تَجْرِيْ مِنْ تَحْتِهَا الْاَنْهٰرُ

৮। হে মু'মিনগণ! তোমরা আল্লাহ্‌র নিকট তাওবা কর—বিশুদ্ধ তাওবা; সম্ভবত তোমাদের প্রতিপালক তোমাদের মন্দ কর্মগুলি মোচন করিয়া দিবেন এবং তোমাদিগকে দাখিল করিবেন জান্নাতে, যাহার পাদদেশে নদী প্রবাহিত। সেই দিন

Contents

يَوْمَ لَا يُخْزِى اللّٰهُ النَّبِىَّ
وَ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا مَعَهٗ ۚ
نُوْرُهُمْ يَسْعٰى بَيْنَ اَيْدِيْهِمْ
وَبِاَيْمَانِهِمْ يَقُوْلُوْنَ رَبَّنَآ اَتْمِمْ لَنَا
نُوْرَنَا وَاغْفِرْ لَنَا ۚ
اِنَّكَ عَلٰى كُلِّ شَىْءٍ قَدِيْرٌ ۝

আল্লাহ্ লজ্জা দিবেন না নবীকে এবং তাহার মু'মিন সংগীদিগকে, তাহাদের জ্যোতি তাহাদের সম্মুখে ও দক্ষিণ পার্শ্বে ধাবিত হইবে। তাহারা বলিবে, 'হে আমাদের প্রতিপালক! আমাদের জ্যোতিকে পূর্ণতা দান কর এবং আমাদিগকে ক্ষমা কর, নিশ্চয় তুমি সর্ব বিষয়ে সর্বশক্তিমান।'

٩- يٰٓاَيُّهَا النَّبِىُّ جَاهِدِ الْكُفَّارَ
وَ الْمُنٰفِقِيْنَ وَ اغْلُظْ عَلَيْهِمْ ۭ
وَ مَاْوٰىهُمْ جَهَنَّمُ ۭ وَبِئْسَ الْمَصِيْرُ ۝

৯। হে নবী! কাফির ও মুনাফিকদের বিরুদ্ধে জিহাদ কর এবং উহাদের প্রতি কঠোর হও। উহাদের আশ্রয়স্থল জাহান্নাম, উহা কত নিকৃষ্ট প্রত্যাবর্তনস্থল!

١٠- ضَرَبَ اللّٰهُ مَثَلًا لِّلَّذِيْنَ كَفَرُوا امْرَاَتَ
نُوْحٍ وَّ امْرَاَتَ لُوْطٍ ۭ
كَانَتَا تَحْتَ عَبْدَيْنِ مِنْ عِبَادِنَا
صَالِحَيْنِ فَخَانَتٰهُمَا فَلَمْ يُغْنِيَا
عَنْهُمَا مِنَ اللّٰهِ شَيْـًٔا
وَّ قِيْلَ ادْخُلَا النَّارَ مَعَ الدّٰخِلِيْنَ ۝

১০। আল্লাহ্ কাফিরদের জন্য নূহের স্ত্রী ও লূতের স্ত্রীর দৃষ্টান্ত দিতেছেন, উহারা ছিল আমার বান্দাদের মধ্যে দুই সৎকর্মপরায়ণ বান্দার অধীন। কিন্তু উহারা তাহাদের প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা করিয়াছিল। ফলে নূহ ও লূত উহাদিগকে আল্লাহ্‌র শাস্তি হইতে রক্ষা করিতে পারিল না এবং উহাদিগকে বলা হইল, 'তোমরা উভয়ে প্রবেশকারীদের সহিত জাহান্নামে প্রবেশ কর।'

١١- وَضَرَبَ اللّٰهُ مَثَلًا لِّلَّذِيْنَ
اٰمَنُوا امْرَاَتَ فِرْعَوْنَ ۘ
اِذْ قَالَتْ رَبِّ ابْنِ لِىْ عِنْدَكَ بَيْتًا
فِى الْجَنَّةِ وَنَجِّنِىْ
مِنْ فِرْعَوْنَ وَعَمَلِهٖ
وَنَجِّنِىْ مِنَ الْقَوْمِ الظّٰلِمِيْنَ ۝

১১। আল্লাহ্ মু'মিনদের জন্য দিতেছেন ফির'আওন পত্নীর দৃষ্টান্ত, যে প্রার্থনা করিয়াছিল ঃ 'হে আমার প্রতিপালক! তোমার সন্নিধানে জান্নাতে আমার জন্য একটি গৃহ নির্মাণ করিও এবং আমাকে উদ্ধার কর ফির'আওন ও তাহার দুষ্কৃতি হইতে এবং আমাকে উদ্ধার কর যালিম সম্প্রদায় হইতে।'

১২। আরও দৃষ্টান্ত দিতেছেন 'ইমরান-তনয়া মার্‌ইয়ামের—যে তাহার সতীত্ব রক্ষা করিয়াছিল, ফলে আমি তাহার মধ্যে রূহ ফুঁকিয়া দিয়াছিলাম এবং সে তাহার প্রতিপালকের বাণী ও তাঁহার কিতাব-সমূহ সত্য বলিয়া গ্রহণ করিয়াছিল, সে ছিল অনুগতদের অন্যতম।

١٢- وَمَرْيَمَ ابْنَتَ عِمْرٰنَ الَّتِيْٓ اَحْصَنَتْ فَرْجَهَا فَنَفَخْنَا فِيْهِ مِنْ رُّوْحِنَا وَصَدَّقَتْ بِكَلِمٰتِ رَبِّهَا وَكُتُبِهٖ وَكَانَتْ مِنَ الْقٰنِتِيْنَ ۝

Contents

উনত্রিংশতিতম পারা

৬৭-সূরা মুল্‌ক

৩০ আয়াত, ২ রুকূ', মক্কী

।। দয়াময়, পরম দয়ালু আল্লাহ্‌র নামে ।।

১। মহামহিমান্বিত তিনি, সর্বময় কর্তৃত্ব যাঁহার করায়ত্ত; তিনি সর্ববিষয়ে সর্বশক্তিমান।

١- تَبٰرَكَ الَّذِىْ بِيَدِهِ الْمُلْكُ ز وَهُوَ عَلٰى كُلِّ شَىْءٍ قَدِيْرُ ۨ

২। যিনি সৃষ্টি করিয়াছেন মৃত্যু ও জীবন, তোমাদিগকে পরীক্ষা করিবার জন্য—কে তোমাদের মধ্যে কর্মে উত্তম? তিনি পরাক্রমশালী, ক্ষমাশীল,

٢- الَّذِىْ خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَيٰوةَ لِيَبْلُوَكُمْ اَيُّكُمْ اَحْسَنُ عَمَلاً ط وَهُوَ الْعَزِيْزُ الْغَفُوْرُ ۨ

৩। যিনি সৃষ্টি করিয়াছেন স্তরে স্তরে সপ্তাকাশ। দয়াময় আল্লাহ্‌র সৃষ্টিতে তুমি কোন খুঁত দেখিতে পাইবে না; তুমি আবার তাকাইয়া দেখ, কোন ত্রুটি দেখিতে পাও কি?

٣- الَّذِىْ خَلَقَ سَبْعَ سَمٰوٰتٍ طِبَاقًا ط مَا تَرٰى فِىْ خَلْقِ الرَّحْمٰنِ مِنْ تَفٰوُتٍ ط فَارْجِعِ الْبَصَرَ هَلْ تَرٰى مِنْ فُطُوْرٍ ۝

৪। অতঃপর তুমি বারবার দৃষ্টি ফিরাও, সেই দৃষ্টি ব্যর্থ ও ক্লান্ত হইয়া তোমার দিকে ফিরিয়া আসিবে।

٤- ثُمَّ ارْجِعِ الْبَصَرَ كَرَّتَيْنِ يَنْقَلِبْ اِلَيْكَ الْبَصَرُ خَاسِئًا وَّهُوَ حَسِيْرٌ ۝

৫। আমি নিকটবর্তী আকাশকে সুশোভিত করিয়াছি প্রদীপমালা দ্বারা এবং উহাদিগকে করিয়াছি শয়তানের প্রতি নিক্ষেপের উপকরণ এবং উহাদের জন্য প্রস্তুত রাখিয়াছি জ্বলন্ত অগ্নির শাস্তি।

٥- وَلَقَدْ زَيَّنَّا السَّمَآءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيْحَ وَجَعَلْنٰهَا رُجُوْمًا لِّلشَّيٰطِيْنِ وَاَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابَ السَّعِيْرِ ۝

৬। যাহারা তাহাদের প্রতিপালককে অস্বীকার করে তাহাদের জন্য রহিয়াছে জাহান্নামের শাস্তি; উহা কত মন্দ প্রত্যাবর্তনস্থল!

٦- وَلِلَّذِيْنَ كَفَرُوْا بِرَبِّهِمْ عَذَابُ جَهَنَّمَ ط وَبِئْسَ الْمَصِيْرُ ۝

Contents

৭। যখন উহারা তন্মধ্যে নিক্ষিপ্ত হইবে তখন উহারা জাহান্নামের বিকট শব্দ শুনিবে, আর উহা হইবে উদ্বেলিত।

٧- اِذَآ اُلۡقُوۡا فِيۡهَا سَمِعُوۡا لَهَا شَهِيۡقًا وَّهِىَ تَفُوۡرُ ۙ

৮। রোষে জাহান্নাম যেন ফাটিয়া পড়িবে, যখনই উহাতে কোন দলকে নিক্ষেপ করা হইবে, উহাদিগকে রক্ষীরা[১৭৩১] জিজ্ঞাসা করিবে, 'তোমাদের নিকট কি কোন সতর্ককারী আসে নাই?'

٨- تَكَادُ تَمَيَّزُ مِنَ الۡغَيۡظِ ؕ كُلَّمَاۤ اُلۡقِىَ فِيۡهَا فَوۡجٌ سَاَلَهُمۡ خَزَنَتُهَاۤ اَلَمۡ يَاۡتِكُمۡ نَذِيۡرٌ ۝

৯। উহারা বলিবে, 'অবশ্যই আমাদের নিকট সতর্ককারী আসিয়াছিল, আমরা উহাদিগকে মিথ্যাবাদী গণ্য করিয়াছিলাম এবং বলিয়াছিলাম, 'আল্লাহ্ কিছুই অবতীর্ণ করেন নাই, তোমরা তো মহাবিভ্রান্তিতে রহিয়াছ।'

٩- قَالُوۡا بَلٰى قَدۡ جَآءَنَا نَذِيۡرٌ ۙ فَكَذَّبۡنَا وَقُلۡنَا مَا نَزَّلَ اللّٰهُ مِنۡ شَىۡءٍ ۖۚ اِنۡ اَنۡتُمۡ اِلَّا فِىۡ ضَلٰلٍ كَبِيۡرٍ ۝

১০। এবং উহারা আরও বলিবে, 'যদি আমরা শুনিতাম[১৭৩২] অথবা বিবেক-বুদ্ধি প্রয়োগ করিতাম, তাহা হইলে আমরা জাহান্নামবাসী হইতাম না।'

١٠- وَقَالُوۡا لَوۡ كُنَّا نَسۡمَعُ اَوۡ نَعۡقِلُ مَا كُنَّا فِىۡۤ اَصۡحٰبِ السَّعِيۡرِ ۝

১১। উহারা উহাদের অপরাধ স্বীকার করিবে। ধ্বংস জাহান্নামীদের জন্য।

١١- فَاعۡتَرَفُوۡا بِذَنۡۢبِهِمۡ ۚ فَسُحۡقًا لِّاَصۡحٰبِ السَّعِيۡرِ ۝

১২। যাহারা দৃষ্টির অগোচরে তাহাদের প্রতিপালককে ভয় করে তাহাদের জন্য রহিয়াছে ক্ষমা ও মহাপুরস্কার।

١٢- اِنَّ الَّذِيۡنَ يَخۡشَوۡنَ رَبَّهُمۡ بِالۡغَيۡبِ لَهُمۡ مَّغۡفِرَةٌ وَّاَجۡرٌ كَبِيۡرٌ ۝

১৩। তোমরা তোমাদের কথা গোপনেই বল অথবা প্রকাশ্যে বল, তিনি তো অন্তর্যামী।

١٣- وَاَسِرُّوۡا قَوۡلَكُمۡ اَوِ اجۡهَرُوۡا بِهٖ ؕ اِنَّهٗ عَلِيۡمٌۢ بِذَاتِ الصُّدُوۡرِ ۝

১৪। যিনি সৃষ্টি করিয়াছেন, তিনি কি জানেন না? তিনি সূক্ষ্মদর্শী, সম্যক অবগত।

١٤- اَلَا يَعۡلَمُ مَنۡ خَلَقَ ؕ وَهُوَ اللَّطِيۡفُ الۡخَبِيۡرُ ۙ ع

১৭৩১। خازن এর বহুবচন خزنة অর্থ প্রহরী, রক্ষী, জাহান্নামের প্রহরী خازن নামে অভিহিত হইয়াছে। দ্র. ৩৯ ঃ ৭১ ও ৪০ ঃ ৪৯ আয়াতদ্বয়।

১৭৩২। তাহাদের উপদেশ।

Contents

[২]

১৫। তিনিই তো তোমাদের জন্য ভূমিকে সুগম করিয়া দিয়াছেন; অতএব তোমরা উহার দিগ-দিগন্তে বিচরণ কর এবং তাঁহার প্রদত্ত জীবনোপকরণ হইতে আহার্য গ্রহণ কর; পুনরুত্থান তো তাঁহারই নিকট।১৭৩৩

١٥- هُوَ الَّذِىْ جَعَلَ لَكُمُ الْاَرْضَ ذَلُوْلًا فَامْشُوْا فِىْ مَنَاكِبِهَا وَكُلُوْا مِنْ رِّزْقِهٖ ؕ وَاِلَيْهِ النُّشُوْرُ ○

১৬। তোমরা কি ইহা হইতে নির্ভয় হইয়াছ যে, যিনি আকাশে রহিয়াছেন তিনি তোমাদিগকে সহ ভূমিকে ধসাইয়া দিবেন, অনন্তর উহা আকস্মিকভাবে থর থর করিয়া কাঁপিতে থাকিবে?

١٦- ءَاَمِنْتُمْ مَّنْ فِى السَّمَآءِ اَنْ يَّخْسِفَ بِكُمُ الْاَرْضَ فَاِذَا هِىَ تَمُوْرُ ○

১৭। অথবা তোমরা কি ইহা হইতে নির্ভয় হইয়াছ যে, আকাশে যিনি রহিয়াছেন তিনি তোমাদের উপর কঙ্করবর্ষী ঝঞ্ঝা প্রেরণ করিবেন? তখন তোমরা জানিতে পারিবে কিরূপ ছিল আমার সতর্কবাণী!

١٧- اَمْ اَمِنْتُمْ مَّنْ فِى السَّمَآءِ اَنْ يُّرْسِلَ عَلَيْكُمْ حَاصِبًا ؕ فَسَتَعْلَمُوْنَ كَيْفَ نَذِيْرِ ○

১৮। ইহাদের পূর্ববর্তিগণও অস্বীকার করিয়াছিল; ফলে কিরূপ হইয়াছিল আমার শাস্তি।

١٨- وَلَقَدْ كَذَّبَ الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَكَيْفَ كَانَ نَكِيْرِ ○

১৯। উহারা কি লক্ষ্য করে না উহাদের ঊর্ধ্বদেশে বিহঙ্গকুলের প্রতি, যাহারা পক্ষ বিস্তার করে ও সঙ্কুচিত করে? দয়াময় আল্লাহ্ই উহাদিগকে স্থির রাখেন। তিনি সর্ববিষয়ে সম্যক দ্রষ্টা।

١٩- اَوَلَمْ يَرَوْا اِلَى الطَّيْرِ فَوْقَهُمْ صٰٓفّٰتٍ وَّيَقْبِضْنَ ؔۘ مَا يُمْسِكُهُنَّ اِلَّا الرَّحْمٰنُ ؕ اِنَّهٗ بِكُلِّ شَىْءٍۢ بَصِيْرٌ ⑲

২০। দয়াময় আল্লাহ্ ব্যতীত তোমাদের এমন কোন সৈন্যবাহিনী আছে কি, যাহারা তোমাদিগকে সাহায্য করিবে? কাফিররা তো রহিয়াছে প্রবঞ্চনার মধ্যে।

٢٠- اَمَّنْ هٰذَا الَّذِىْ هُوَ جُنْدٌ لَّكُمْ يَنْصُرُكُمْ مِّنْ دُوْنِ الرَّحْمٰنِ ؕ اِنِ الْكٰفِرُوْنَ اِلَّا فِىْ غُرُوْرٍ ⑳

১৭৩৩। অর্থাৎ পুনরুত্থানের পর প্রত্যাবর্তন তাঁহারই নিকট।

২১। এমন কে আছে, যে তোমাদিগকে জীবনোপকরণ দান করিবে, তিনি যদি তাঁহার জীবনোপকরণ বন্ধ করিয়া দেন? বস্তুত উহারা অবাধ্যতা ও সত্য বিমুখতায় অবিচল রহিয়াছে।

٢١- اَمَّنْ هٰذَا الَّذِیْ یَرْزُقُكُمْ اِنْ اَمْسَكَ رِزْقَهٗ ۚ بَلْ لَّجُّوْا فِیْ عُتُوٍّ وَّ نُفُوْرٍ ○

২২। যে ব্যক্তি ঝুঁকিয়া মুখে ভর দিয়া চলে, সে-ই কি ঠিক পথে চলে, না কি সেই ব্যক্তি যে ঋজু হইয়া সরল পথে চলে?

٢٢- اَفَمَنْ یَّمْشِیْ مُكِبًّا عَلٰی وَجْهِهٖۤ اَهْدٰۤی اَمَّنْ یَّمْشِیْ سَوِیًّا عَلٰی صِرَاطٍ مُّسْتَقِیْمٍ ○

২৩। বল, 'তিনিই তোমাদিগকে সৃষ্টি করিয়াছেন এবং তোমাদিগকে দিয়াছেন শ্রবণশক্তি, দৃষ্টিশক্তি ও অন্তঃকরণ। তোমরা অল্পই কৃতজ্ঞতা প্রকাশ কর।'

٢٣- قُلْ هُوَ الَّذِیْۤ اَنْشَاَكُمْ وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْاَبْصَارَ وَالْاَفْـِٕدَةَ ؕ قَلِیْلًا مَّا تَشْكُرُوْنَ ○

২৪। বল, 'তিনিই পৃথিবীতে তোমাদের ছড়াইয়া দিয়াছেন এবং তাঁহারই নিকট তোমাদিগকে সমবেত করা হইবে।'

٢٤- قُلْ هُوَ الَّذِیْ ذَرَاَكُمْ فِی الْاَرْضِ وَاِلَیْهِ تُحْشَرُوْنَ ○

২৫। আর উহারা বলে, 'তোমরা যদি সত্যবাদী হও তবে বল, এই প্রতিশ্রুতি কখন বাস্তবায়িত হইবে?'

٢٥- وَیَقُوْلُوْنَ مَتٰی هٰذَا الْوَعْدُ اِنْ كُنْتُمْ صٰدِقِیْنَ ○

২৬। বল, 'ইহার জ্ঞান কেবল আল্লাহ্‌রই নিকট আছে, আমি তো স্পষ্ট সতর্ককারী মাত্র।'

٢٦- قُلْ اِنَّمَا الْعِلْمُ عِنْدَ اللّٰهِ ۪ وَاِنَّمَاۤ اَنَا نَذِیْرٌ مُّبِیْنٌ ○

২৭। উহারা যখন তাহা[১৭৩৪] আসন্ন দেখিবে তখন কাফিরদের মুখমণ্ডল ম্লান হইয়া পড়িবে এবং বলা হইবে, 'ইহাই তো তোমরা চাহিতেছিলে।'

٢٧- فَلَمَّا رَاَوْهُ زُلْفَةً سِیْٓـَٔتْ وُجُوْهُ الَّذِیْنَ كَفَرُوْا وَقِیْلَ هٰذَا الَّذِیْ كُنْتُمْ بِهٖ تَدَّعُوْنَ ○

২৮। বল, 'তোমরা ভাবিয়া দেখিয়াছ কি— যদি আল্লাহ্ আমাকে ও আমার সঙ্গীদিগকে ধ্বংস করেন অথবা আমাদের প্রতি দয়া প্রদর্শন করেন, তবে কাফিরদিগকে কে রক্ষা করিবে মর্মন্তুদ শাস্তি হইতে?

٢٨- قُلْ اَرَءَیْتُمْ اِنْ اَهْلَكَنِیَ اللّٰهُ وَمَنْ مَّعِیَ اَوْ رَحِمَنَا ۙ فَمَنْ یُّجِیْرُ الْكٰفِرِیْنَ مِنْ عَذَابٍ اَلِیْمٍ ○

১৭৩৪। অর্থাৎ কিয়ামতের শাস্তি।

٢٩- قُلْ هُوَ الرَّحْمٰنُ اٰمَنَّا بِهٖ وَعَلَيْهِ تَوَكَّلْنَا ۚ فَسَتَعْلَمُوْنَ مَنْ هُوَ فِيْ ضَلٰلٍ مُّبِيْنٍ ○

২৯। বল, 'তিনিই দয়াময়, আমরা তাঁহাতে বিশ্বাস করি ও তাঁহারই উপর নির্ভর করি, শীঘ্রই তোমরা জানিতে পারিবে কে স্পষ্ট বিভ্রান্তিতে রহিয়াছে।'

٣٠- قُلْ اَرَءَيْتُمْ اِنْ اَصْبَحَ مَآؤُكُمْ غَوْرًا فَمَنْ يَّاْتِيْكُمْ بِمَآءٍ مَّعِيْنٍ ○ ع

৩০। বল, 'তোমরা ভাবিয়া দেখিয়াছ কি যদি পানি ভূগর্ভে তোমাদের নাগালের বাহিরে চলিয়া যায়, তখন কে তোমাদিগকে আনিয়া দিবে প্রবহমান পানি?'

৬৮-সূরা কালাম

৫২ আয়াত, ২ রুকূ', মক্কী

।। দয়াময়, পরম দয়ালু আল্লাহ্‌র নামে ।।

١- نٓ وَالْقَلَمِ وَمَا يَسْطُرُوْنَ ○

১। নূন—শপথ কলমের এবং উহারা ১৭৩৫ যাহা লিপিবদ্ধ করে তাহার,

٢- مَآ اَنْتَ بِنِعْمَةِ رَبِّكَ بِمَجْنُوْنٍ ○

২। তোমার প্রতিপালকের অনুগ্রহে তুমি উন্মাদ নহ।

٣- وَاِنَّ لَكَ لَاَجْرًا غَيْرَ مَمْنُوْنٍ ○

৩। তোমার জন্য অবশ্যই রহিয়াছে নিরবচ্ছিন্ন পুরস্কার,

٤- وَاِنَّكَ لَعَلٰى خُلُقٍ عَظِيْمٍ ○

৪। তুমি অবশ্যই মহান চরিত্রে অধিষ্ঠিত।

٥- فَسَتُبْصِرُ وَيُبْصِرُوْنَ ○

৫। শীঘ্রই তুমি দেখিবে এবং উহারাও দেখিবে—

٦- بِاَيِّكُمُ الْمَفْتُوْنُ ○

৬। তোমাদের মধ্যে কে বিকারগ্রস্ত।
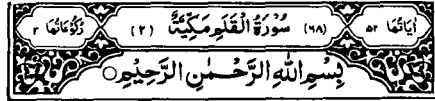
১৭৩৫। অর্থাৎ ফিরিশ্‌তা; ভিন্নমতে মানুষ।

٧- اِنَّ رَبَّكَ هُوَ اَعْلَمُ بِمَنْ ضَلَّ عَنْ سَبِيْلِهٖ ۖ وَهُوَ اَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِيْنَ ۞

৭। তোমার প্রতিপালক তো সম্যক অবগত আছেন কে তাঁহার পথ হইতে বিচ্যুত হইয়াছে এবং তিনি সম্যক জানেন তাহাদিগকে, যাহারা সৎপথপ্রাপ্ত।

٨- فَلَا تُطِعِ الْمُكَذِّبِيْنَ ○

৮। সুতরাং তুমি মিথ্যাচারীদের অনুসরণ করিও না।

٩- وَدُّوْا لَوْ تُدْهِنُ فَيُدْهِنُوْنَ ○

৯। উহারা চায় যে, তুমি নমনীয় হও, তাহা হইলে উহারাও নমনীয় হইবে,

١٠- وَلَا تُطِعْ كُلَّ حَلَّافٍ مَّهِيْنٍ ○

১০। এবং অনুসরণ করিও না তাহার—যে কথায় কথায় শপথ করে, যে লাঞ্ছিত,[১৭৩৬]

١١- هَمَّازٍ مَّشَّآءٍۢ بِنَمِيْمٍ ○

১১। পশ্চাতে নিন্দাকারী, যে একের কথা অপরের নিকট লাগাইয়া বেড়ায়,

١٢- مَّنَّاعٍ لِّلْخَيْرِ مُعْتَدٍ اَثِيْمٍ ○

১২। যে কল্যাণের কার্যে বাধা দান করে, যে সীমালংঘনকারী, পাপিষ্ঠ,

١٣- عُتُلٍّۭ بَعْدَ ذٰلِكَ زَنِيْمٍ ○

১৩। রূঢ় স্বভাব এবং তদুপরি কুখ্যাত;

١٤- اَنْ كَانَ ذَا مَالٍ وَّبَنِيْنَ ○

১৪। এইজন্য যে, সে ধন-সম্পদ ও সন্তান-সন্ততিতে সমৃদ্ধিশালী।

١٥- اِذَا تُتْلٰى عَلَيْهِ اٰيٰتُنَا قَالَ اَسَاطِيْرُ الْاَوَّلِيْنَ ○

১৫। উহার নিকট আমার আয়াতসমূহ আবৃত্তি করা হইলে সে বলে, 'ইহা তো সেকালের উপকথা মাত্র।'

١٦- سَنَسِمُهٗ عَلَى الْخُرْطُوْمِ ○

১৬। আমি উহার শুঁড় দাগাইয়া দিব।[১৭৩৭]

١٧- اِنَّا بَلَوْنٰهُمْ كَمَا بَلَوْنَاۤ اَصْحٰبَ الْجَنَّةِ ۚ اِذْ اَقْسَمُوْا لَيَصْرِمُنَّهَا مُصْبِحِيْنَ ○

১৭। আমি উহাদিগকে পরীক্ষা করিয়াছি, যেভাবে পরীক্ষা করিয়াছিলাম উদ্যান-অধিপতিগণকে, যখন উহারা শপথ করিয়াছিল যে, উহারা প্রত্যূষে আহরণ করিবে বাগানের ফল,

১৭৩৬। ১০-১৫ আয়াতসমূহ কুরায়শ সরদার ওলীদ ইব্‌ন মুগীরা সম্পর্কে অবতীর্ণ হইয়াছে বলিয়া রিওয়ায়াত পাওয়া যায়।—আসবাবুন নুযূল। প্রকৃতপক্ষে জাহিলী যুগের অনেকেরই এই চরিত্র ছিল।

১৭৩৭। خرطوم হাতির শুঁড়। বিদ্রূপাত্মকভাবে 'নাসিকা'-র অর্থে ব্যবহার করা হইয়াছে।

১৮। এবং তাহারা 'ইন্‌শাআল্লাহ্' বলে নাই।

١٨- وَلَا يَسْتَثْنُوْنَ ○

১৯। অতঃপর তোমার প্রতিপালকের নিকট হইতে এক বিপর্যয় হানা দিল সেই উদ্যানে, যখন উহারা ছিল নিদ্রিত।

١٩- فَطَافَ عَلَيْهَا طَآئِفٌ مِّنْ رَّبِّكَ وَهُمْ نَآئِمُوْنَ ○

২০। ফলে উহা দগ্ধ হইয়া কৃষ্ণবর্ণ ধারণ করিল।

٢٠- فَاَصْبَحَتْ كَالصَّرِيْمِ ○

২১। প্রত্যূষে উহারা একে অপরকে ডাকিয়া বলিল,

٢١- فَتَنَادَوْا مُصْبِحِيْنَ ○

২২। 'তোমরা যদি ফল আহরণ করিতে চাও তবে সকাল সকাল বাগানে চল।'

٢٢- اَنِ اغْدُوْا عَلٰى حَرْثِكُمْ اِنْ كُنْتُمْ صٰرِمِيْنَ ○

২৩। অতঃপর উহারা চলিল নিম্নস্বরে কথা বলিতে বলিতে,

٢٣- فَانْطَلَقُوْا وَهُمْ يَتَخَافَتُوْنَ ○

২৪। 'অদ্য যেন তোমাদের নিকটে কোন অভাবগ্রস্ত ব্যক্তি উহাতে প্রবেশ করিতে না পারে।'

٢٤- اَنْ لَّا يَدْخُلَنَّهَا الْيَوْمَ عَلَيْكُمْ مِّسْكِيْنٌ ○

২৫। অতঃপর উহারা নিবৃত্ত করিতে[১৭৩৮] সক্ষম—এই বিশ্বাস লইয়া প্রভাতকালে বাগানে যাত্রা করিল।

٢٥- وَّغَدَوْا عَلٰى حَرْدٍ قٰدِرِيْنَ ○

২৬। অতঃপর উহারা যখন বাগানের অবস্থা প্রত্যক্ষ করিল, তখন বলিল, 'আমরা তো দিশা হারাইয়া ফেলিয়াছি।

٢٦- فَلَمَّا رَاَوْهَا قَالُوْٓا اِنَّا لَضَآلُّوْنَ ○

২৭। 'বরং আমরা তো বঞ্চিত।'

٢٧- بَلْ نَحْنُ مَحْرُوْمُوْنَ ○

২৮। উহাদের শ্রেষ্ঠ ব্যক্তি বলিল, 'আমি কি তোমাদিগকে বলি নাই? এখনও তোমরা আল্লাহ্‌র পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা করিতেছ না কেন?'

٢٨- قَالَ اَوْسَطُهُمْ اَلَمْ اَقُلْ لَّكُمْ لَوْلَا تُسَبِّحُوْنَ ○

১৭৩৮। অর্থাৎ নিবৃত্ত করিতে অভাবগ্রস্তদিগকে।

Contents

২৯। তখন উহারা বলিল, 'আমরা আমাদের প্রতিপালকের পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা করিতেছি, আমরা তো সীমালংঘনকারী ছিলাম।'

٢٩- قَالُوْا سُبْحٰنَ رَبِّنَآ اِنَّا كُنَّا ظٰلِمِيْنَ ○

৩০। অতঃপর উহারা একে অপরের প্রতি দোষারোপ করিতে লাগিল।

٣٠- فَاَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلٰى بَعْضٍ يَّتَلَاوَمُوْنَ ○

৩১। উহারা বলিল, 'হায়, দুর্ভোগ আমাদের! আমরা তো ছিলাম সীমালংঘনকারী।

٣١- قَالُوْا يٰوَيْلَنَآ اِنَّا كُنَّا طٰغِيْنَ ○

৩২। সম্ভবতঃ আমাদের প্রতিপালক ইহা হইতে আমাদিগকে উৎকৃষ্টতর বিনিময় দিবেন; আমরা আমাদের প্রতিপালকের অভিমুখী হইলাম।'

٣٢- عَسٰى رَبُّنَآ اَنْ يُّبْدِلَنَا خَيْرًا مِّنْهَآ اِنَّآ اِلٰى رَبِّنَا رٰغِبُوْنَ ○

৩৩। শাস্তি এইরূপই হইয়া থাকে এবং আখিরাতের শাস্তি কঠিনতর। যদি উহারা জানিত!

٣٣- كَذٰلِكَ الْعَذَابُ ؕ وَلَعَذَابُ الْاٰخِرَةِ اَكْبَرُ ۘ لَوْ كَانُوْا يَعْلَمُوْنَ ۟

وقف لازم - ع

[২]

৩৪। মুত্তাকীদের জন্য অবশ্যই রহিয়াছে ভোগ-বিলাসপূর্ণ জান্নাত তাহাদের প্রতিপালকের নিকট।

٣٤- اِنَّ لِلْمُتَّقِيْنَ عِنْدَ رَبِّهِمْ جَنّٰتِ النَّعِيْمِ ○

৩৫। আমি কি আত্মসমর্পণকারীদিগকে অপরাধীদের সদৃশ গণ্য করিব?

٣٥- اَفَنَجْعَلُ الْمُسْلِمِيْنَ كَالْمُجْرِمِيْنَ ۟

৩৬। তোমাদের কী হইয়াছে, তোমরা এ কেমন সিদ্ধান্ত দিতেছ?

٣٦- مَا لَكُمْ ۫ كَيْفَ تَحْكُمُوْنَ ۟

৩৭। তোমাদের নিকট কী কোন কিতাব আছে যাহাতে তোমরা অধ্যয়ন কর—

٣٧- اَمْ لَكُمْ كِتٰبٌ فِيْهِ تَدْرُسُوْنَ ۟

٣٨- اِنَّ لَكُمۡ فِيۡهِ لَمَا تَخَيَّرُوۡنَ ۚ

৩৮। যে, তোমাদের জন্য উহাতে রহিয়াছে যাহা তোমরা পসন্দ কর?

٣٩- اَمۡ لَكُمۡ اَيۡمَانٌ عَلَيۡنَا بَالِغَةٌ اِلٰى يَوۡمِ الۡقِيٰمَةِ ۙ اِنَّ لَكُمۡ لَمَا تَحۡكُمُوۡنَ ۚ

৩৯। তোমাদের কি আমার সহিত কিয়ামত পর্যন্ত বলবৎ এমন কোন অঙ্গীকার রহিয়াছে যে, তোমরা নিজেদের জন্য যাহা স্থির করিবে তাহাই পাইবে?

٤٠- سَلۡهُمۡ اَيُّهُمۡ بِذٰلِكَ زَعِيۡمٌ ۚ

৪০। তুমি উহাদিগকে জিজ্ঞাসা কর উহাদের মধ্যে এই দাবির যিম্মাদার কে?

٤١- اَمۡ لَهُمۡ شُرَكَآءُ ۚ فَلۡيَاۡتُوۡا بِشُرَكَآئِهِمۡ اِنۡ كَانُوۡا صٰدِقِيۡنَ ○

৪১। উহাদের কি কোন দেব-দেবী আছে? থাকিলে উহারা উহাদের দেব-দেবীগুলিকে উপস্থিত করুক—যদি উহারা সত্যবাদী হয়।

٤٢- يَوۡمَ يُكۡشَفُ عَنۡ سَاقٍ وَّيُدۡعَوۡنَ اِلَى السُّجُوۡدِ فَلَا يَسۡتَطِيۡعُوۡنَ ۙ

৪২। স্মরণ কর, সেই দিনের কথা যেদিন পায়ের গোছা উন্মোচিত করা হইবে,[১৭৩৯] সেই দিন উহাদিগকে আহ্বান করা হইবে সিজ্‌দা করিবার জন্য, কিন্তু উহারা সক্ষম হইবে না;

٤٣- خَاشِعَةً اَبۡصَارُهُمۡ تَرۡهَقُهُمۡ ذِلَّةٌ ؕ وَقَدۡ كَانُوۡا يُدۡعَوۡنَ اِلَى السُّجُوۡدِ وَهُمۡ سٰلِمُوۡنَ ○

৪৩। উহাদের দৃষ্টি অবনত, হীনতা উহাদিগকে আচ্ছন্ন করিবে অথচ যখন উহারা নিরাপদ ছিল তখন তো উহাদিগকে আহ্বান করা হইয়াছিল সিজ্‌দা করিতে।

٤٤- فَذَرۡنِىۡ وَمَنۡ يُّكَذِّبُ بِهٰذَا الۡحَدِيۡثِ ؕ سَنَسۡتَدۡرِجُهُمۡ مِّنۡ حَيۡثُ لَا يَعۡلَمُوۡنَ ۙ

৪৪। ছাড়িয়া দাও আমাকে এবং যাহারা এই বাণীকে প্রত্যাখ্যান করে তাহাদিগকে, আমি উহাদিগকে ক্রমে ক্রমে ধরিব[১৭৪০] এমনভাবে যে, উহারা জানিতে পারিবে না।

১৭৩৯। يكشف عن ساق -এর শাব্দিক অর্থ হাঁটু পর্যন্ত পা উন্মোচিত হইবে। ইহা একটি আরবী বাগধারা, ইহার অর্থ شدة الامر অর্থাৎ চরম সংকট। -লিসানুল 'আরাব, কাশ্‌শাফ, কুরতুবী। হাদীসে বর্ণিত আছে যে, কিয়ামতের দিন যখন আল্লাহ্‌র জ্যোতি বিকীর্ণ হইবে, তখন উহাদিগকে সিজ্‌দা করিতে বলা হইলে উহারা সিজ্‌দা করিতে পারিবে না।-ইব্‌ন কাছীর

১৭৪০। অর্থাৎ ধ্বংসের দিকে লইয়া যাইবার জন্য ধরিব।

৪৫। আর আমি উহাদিগকে সময় দিয়া থাকি, নিশ্চয় আমার কৌশল অত্যন্ত বলিষ্ঠ।

٤٥- وَأُمْلِيْ لَهُمْ ۚ إِنَّ كَيْدِيْ مَتِيْنٌ ○

৪৬। তুমি কি উহাদের নিকট পারিশ্রমিক চাহিতেছ যে, তাহা উহাদের কাছে দুর্বহ দণ্ড মনে হয়?

٤٦- أَمْ تَسْئَلُهُمْ أَجْرًا فَهُمْ مِّنْ مَّغْرَمٍ مُّثْقَلُوْنَ ○

৪৭। উহাদের কি অদৃশ্যের জ্ঞান আছে যে, উহারা তাহা লিখিয়া রাখে!

٤٧- أَمْ عِنْدَهُمُ الْغَيْبُ فَهُمْ يَكْتُبُوْنَ ○

৪৮। অতএব তুমি ধৈর্য ধারণ কর তোমার প্রতিপালকের নির্দেশের অপেক্ষায়, তুমি মৎস্য-সহচরের[১৭৪১] ন্যায় অধৈর্য হইও না, সে বিষাদ আচ্ছন্ন অবস্থায় কাতর প্রার্থনা করিয়াছিল।

٤٨- فَاصْبِرْ لِحُكْمِ رَبِّكَ وَلَا تَكُنْ كَصَاحِبِ الْحُوْتِ ۘ إِذْ نَادٰى وَهُوَ مَكْظُوْمٌ ○

৪৯। তাহার প্রতিপালকের অনুগ্রহ তাহার নিকট না পৌঁছিলে সে লাঞ্ছিত হইয়া নিক্ষিপ্ত হইত উন্মুক্ত প্রান্তরে।

٤٩- لَوْلَآ أَنْ تَدٰرَكَهٗ نِعْمَةٌ مِّنْ رَّبِّهٖ لَنُبِذَ بِالْعَرَآءِ وَهُوَ مَذْمُوْمٌ ○

৫০। পুনরায় তাহার প্রতিপালক তাহাকে মনোনীত করিলেন এবং তাহাকে সৎকর্মপরায়ণদের অন্তর্ভুক্ত করিলেন।

٥٠- فَاجْتَبٰهُ رَبُّهٗ فَجَعَلَهٗ مِنَ الصّٰلِحِيْنَ ○

৫১। কাফিররা যখন কুরআন শ্রবণ করে তখন উহারা যেন উহাদের তীক্ষ্ণ দৃষ্টি দ্বারা তোমাকে আছড়াইয়া ফেলিবে এবং বলে, 'এ তো এক পাগল।'

٥١- وَإِنْ يَّكَادُ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا لَيُزْلِقُوْنَكَ بِأَبْصَارِهِمْ لَمَّا سَمِعُوا الذِّكْرَ وَيَقُوْلُوْنَ إِنَّهٗ لَمَجْنُوْنٌ ○

৫২। কুরআন তো বিশ্বজগতের জন্য উপদেশ।

٥٢- وَمَا هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِّلْعٰلَمِيْنَ ○

১৭৪১। صاحب الحوت -এর অর্থ মৎস্যের সহচর বা মৎস্য-গ্রাসে পতিত। ইউনুস (আ)-কে মাছ ভক্ষণ করিয়াছিল বলিয়া তাঁহাকে এইরূপ বলা হইয়াছে।

৬৯-সূরা হাক্কাঃ

৫২ আয়াত, ২ রুকূ', মক্কী

।। দয়াময়, পরম দয়ালু আল্লাহ্‌র নামে।।

১। সেই অবশ্যম্ভাবী ঘটনা,

١- اَلْحَاۤقَّةُ ○

২। কী সেই অবশ্যম্ভাবী ঘটনা?

٢- مَا الْحَاۤقَّةُ ○

৩। আর তুমি কি জান সেই অবশ্যম্ভাবী ঘটনা কী?

٣- وَمَاۤ اَدْرٰىكَ مَا الْحَاۤقَّةُ ○

৪। 'আদ ও ছামূদ সম্প্রদায় অস্বীকার করিয়াছিল মহাপ্রলয়।

٤- كَذَّبَتْ ثَمُوْدُ وَعَادٌۢ بِالْقَارِعَةِ ○

৫। আর ছামূদ সম্প্রদায়, উহাদিগকে ধ্বংস করা হইয়াছিল এক প্রলয়ংকর বিপর্যয় দ্বারা।

٥- فَاَمَّا ثَمُوْدُ فَاُهْلِكُوْا بِالطَّاغِيَةِ ○

৬। আর 'আদ সম্প্রদায়, উহাদিগকে ধ্বংস করা হইয়াছিল এক প্রচণ্ড ঝঞ্ঝাবায়ু দ্বারা,

٦- وَاَمَّا عَادٌ فَاُهْلِكُوْا بِرِيْحٍ صَرْصَرٍ عَاتِيَةٍ ○

৭। যাহা তিনি উহাদের উপর প্রবাহিত করিয়াছিলেন সপ্তরাত্রি ও অষ্টদিবস বিরামহীনভাবে; তখন তুমি[১৭৪২] উক্ত সম্প্রদায়কে দেখিতে—উহারা সেথায় লুটাইয়া পড়িয়া আছে সারশূন্য খর্জুর কাণ্ডের ন্যায়।

٧- سَخَّرَهَا عَلَيْهِمْ سَبْعَ لَيَالٍ وَّثَمٰنِيَةَ اَيَّامٍ ۙ حُسُوْمًا ۙ فَتَرَى الْقَوْمَ فِيْهَا صَرْعٰى ۙ كَاَنَّهُمْ اَعْجَازُ نَخْلٍ خَاوِيَةٍ ○

৮। অতঃপর উহাদের কাহাকেও তুমি বিদ্যমান দেখিতে পাও কি?

٨- فَهَلْ تَرٰى لَهُمْ مِّنْ بَاقِيَةٍ ○

৯। ফির'আওন, তাহার পূর্ববর্তীরা এবং উল্টাইয়া দেওয়া জনপদ পাপাচারে লিপ্ত ছিল।[১৭৪৩]

٩- وَجَآءَ فِرْعَوْنُ وَمَنْ قَبْلَهٗ وَالْمُؤْتَفِكٰتُ بِالْخَاطِئَةِ ○

১৭৪২। সেখানে উপস্থিত থাকিলে দেখিতে।
১৭৪৩। লূত সম্প্রদায়

١٠- فَعَصَوْا رَسُوْلَ رَبِّهِمْ فَاَخَذَهُمْ اَخْذَةً رَّابِيَةً ○

১০। উহারা উহাদের প্রতিপালকের রাসূলকে অমান্য করিয়াছিল, ফলে তিনি উহাদিগকে শাস্তি দিলেন—কঠোর শাস্তি।

١١- اِنَّا لَمَّا طَغَا الْمَآءُ حَمَلْنٰكُمْ فِي الْجَارِيَةِ ○

১১। যখন জলোচ্ছ্বাস হইয়াছিল তখন আমি তোমাদিগকে[১৭৪৪] আরোহণ করাইয়াছিলাম নৌযানে,

١٢- لِنَجْعَلَهَا لَكُمْ تَذْكِرَةً وَّتَعِيَهَآ اُذُنٌ وَّاعِيَةٌ ○

১২। আমি ইহা করিয়াছিলাম তোমাদের শিক্ষার জন্য এবং এইজন্য যে, শ্রুতিধর কর্ণ ইহা সংরক্ষণ করে।

١٣- فَاِذَا نُفِخَ فِي الصُّوْرِ نَفْخَةٌ وَّاحِدَةٌ ○

১৩। যখন শিঙ্গায় ফুৎকার দেওয়া হইবে—একটি মাত্র ফুৎকার,

١٤- وَّحُمِلَتِ الْاَرْضُ وَالْجِبَالُ فَدُكَّتَا دَكَّةً وَّاحِدَةً ○

১৪। পর্বতমালা সমেত পৃথিবী উৎক্ষিপ্ত হইবে এবং মাত্র এক ধাক্কায় উহারা চূর্ণ-বিচূর্ণ হইয়া যাইবে।

١٥- فَيَوْمَئِذٍ وَّقَعَتِ الْوَاقِعَةُ ○

১৫। সেদিন সংঘটিত হইবে মহাপ্রলয়,

١٦- وَانْشَقَّتِ السَّمَآءُ فَهِيَ يَوْمَئِذٍ وَّاهِيَةٌ ○

১৬। এবং আকাশ বিদীর্ণ হইয়া যাইবে আর সেই দিন উহা বিশ্লিষ্ট হইয়া পড়িবে।

١٧- وَّالْمَلَكُ عَلٰٓى اَرْجَآئِهَا وَيَحْمِلُ عَرْشَ رَبِّكَ فَوْقَهُمْ يَوْمَئِذٍ ثَمٰنِيَةٌ ○

১৭। ফিরিশ্‌তাগণ আকাশের প্রান্তদেশে থাকিবে এবং সেই দিন আটজন ফিরিশ্‌তা তোমার প্রতিপালকের 'আর্‌শকে ধারণ করিবে তাহাদের ঊর্ধ্বে।

١٨- يَوْمَئِذٍ تُعْرَضُوْنَ لَا تَخْفٰى مِنْكُمْ خَافِيَةٌ ○

১৮। সেই দিন উপস্থিত করা হইবে তোমাদিগকে এবং তোমাদের কিছুই গোপন থাকিবে না।

١٩- فَاَمَّا مَنْ اُوْتِيَ كِتٰبَهٗ بِيَمِيْنِهٖ فَيَقُوْلُ هَآؤُمُ اقْرَءُوْا كِتٰبِيَهْ ○

১৯। তখন যাহাকে তাহার 'আমলনামা তাহার দক্ষিণ হস্তে দেওয়া হইবে, সে বলিবে, 'লও, আমার 'আমলনামা, পড়িয়া দেখ;

১৭৪৪। অর্থাৎ তোমাদের পূর্ববর্তীদিগকে।

Contents

٢٠- إِنِّي ظَنَنتُ أَنِّي مُلَٰقٍ حِسَابِيَهْ ۝

২০। 'আমি জানিতাম যে, আমাকে আমার হিসাবের সম্মুখীন হইতে হইবে।'

٢١- فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَّاضِيَةٍ ۝

২১। সুতরাং সে যাপন করিবে সন্তোষজনক জীবন;

٢٢- فِي جَنَّةٍ عَالِيَةٍ ۝

২২। সুউচ্চ জান্নাতে

٢٣- قُطُوفُهَا دَانِيَةٌ ۝

২৩। যাহার ফলরাশি অবনমিত থাকিবে নাগালের মধ্যে।

٢٤- كُلُوا وَاشْرَبُوا هَنِيٓـًٔا بِمَآ أَسْلَفْتُمْ فِي الْأَيَّامِ الْخَالِيَةِ ۝

২৪। তাহাদিগকে বলা হইবে, 'পানাহার কর তৃপ্তির সহিত, তোমরা অতীত দিনে যাহা করিয়াছিলে তাহার বিনিময়ে।'

٢٥- وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَٰبَهُ بِشِمَالِهِ فَيَقُولُ يَٰلَيْتَنِي لَمْ أُوتَ كِتَٰبِيَهْ ۝

২৫। কিন্তু যাহার 'আমলনামা তাহার বাম হস্তে দেওয়া হইবে, সে বলিবে, 'হায়! আমাকে যদি দেওয়াই না হইত আমার 'আমলনামা,

٢٦- وَلَمْ أَدْرِ مَا حِسَابِيَهْ ۝

২৬। 'এবং আমি যদি না জানিতাম আমার হিসাব!

٢٧- يَٰلَيْتَهَا كَانَتِ الْقَاضِيَةَ ۝

২৭। 'হায়! আমার মৃত্যুই যদি আমার শেষ হইত!

٢٨- مَآ أَغْنَىٰ عَنِّي مَالِيَهْ ۝

২৮। 'আমার ধন-সম্পদ আমার কোন কাজেই আসিল না।

٢٩- هَلَكَ عَنِّي سُلْطَٰنِيَهْ ۝

২৯। 'আমার ক্ষমতাও বিনষ্ট হইয়াছে।'

٣٠- خُذُوهُ فَغُلُّوهُ ۝

৩০। ফিরিশ্‌তাদিগকে বলা হইবে,[১৭৪৫] 'ধর উহাকে, উহার গলদেশে বেড়ি পরাইয়া দাও।

٣١- ثُمَّ الْجَحِيمَ صَلُّوهُ ۝

৩১। 'অতঃপর উহাকে নিক্ষেপ কর জাহান্নামে।

১৭৪৫। 'ফিরিশ্‌তাদিগকে বলা হইবে' কথাটি এই স্থলে উহ্য আছে।

٣٢- ثُمَّ فِي سِلْسِلَةٍ ذَرْعُهَا سَبْعُونَ ذِرَاعًا فَاسْلُكُوهُ ۝

৩২। 'পুনরায় তাহাকে শৃঙ্খলিত কর সত্তর হস্ত দীর্ঘ এক শৃঙ্খলে',

٣٣- إِنَّهُ كَانَ لَا يُؤْمِنُ بِاللَّهِ الْعَظِيمِ ۝

৩৩। সে মহান আল্লাহ্‌র প্রতি বিশ্বাসী ছিল না,

٣٤- وَلَا يَحُضُّ عَلَىٰ طَعَامِ الْمِسْكِينِ ۝

৩৪। এবং অভাবগ্রস্তকে অন্নদানে উৎসাহিত করিত না,

٣٥- فَلَيْسَ لَهُ الْيَوْمَ هَاهُنَا حَمِيمٌ ۝

৩৫। অতএব এই দিন সেথায় তাহার কোন সুহৃদ থাকিবে না,

٣٦- وَلَا طَعَامٌ إِلَّا مِنْ غِسْلِينٍ ۝

৩৬। এবং কোন খাদ্য থাকিবে না ক্ষত নিঃসৃত স্রাব ব্যতীত,

٣٧- لَا يَأْكُلُهُ إِلَّا الْخَاطِئُونَ ۝ ع

৩৭। যাহা অপরাধী ব্যতীত কেহ খাইবে না।

[২]

٣٨ فَلَا أُقْسِمُ بِمَا تُبْصِرُونَ ۝

৩৮। আমি কসম করিতেছি[১৭৪৬] উহার, যাহা তোমরা দেখিতে পাও,

٣٩- وَمَا لَا تُبْصِرُونَ ۝

৩৯। এবং যাহা তোমরা দেখিতে পাও না;

٤٠- إِنَّهُ لَقَوْلُ رَسُولٍ كَرِيمٍ ۝

৪০। নিশ্চয়ই এই কুরআন এক সম্মানিত রাসূলের[১৭৪৭] বাহিত বার্তা।

٤١- وَمَا هُوَ بِقَوْلِ شَاعِرٍ قَلِيلًا مَا تُؤْمِنُونَ ۝

৪১। ইহা কোন কবির রচনা নহে; তোমরা অল্পই বিশ্বাস কর,

٤٢- وَلَا بِقَوْلِ كَاهِنٍ قَلِيلًا مَا تَذَكَّرُونَ ۝

৪২। ইহা কোন গণকের কথাও নহে, তোমরা অল্পই অনুধাবন কর।

٤٣- تَنْزِيلٌ مِنْ رَبِّ الْعٰلَمِينَ ۝

৪৩। ইহা জগতসমূহের প্রতিপালকের নিকট হইতে অবতীর্ণ।

১৭৪৬। ৫৬ ঃ ৭৫ আয়াতের টীকা দ্র.।
১৭৪৭। রাসূল দ্বারা এখানে জিবরাঈল (আ)-কে বুঝায়।

Contents

٤٤- وَلَوْ تَقَوَّلَ عَلَيْنَا بَعْضَ الْاَقَاوِيْلِ ۙ

৪৪। সে[১৭৪৮] যদি আমার নামে কোন কথা রচনা করিয়া চালাইতে চেষ্টা করিত,

٤٥- لَاَخَذْنَا مِنْهُ بِالْيَمِيْنِ ۙ

৪৫। আমি অবশ্যই তাহার দক্ষিণ হস্ত ধরিয়া ফেলিতাম,

٤٦- ثُمَّ لَقَطَعْنَا مِنْهُ الْوَتِيْنَ ۖ

৪৬। এবং কাটিয়া দিতাম তাহার জীবন-ধমনী,

٤٧- فَمَا مِنْكُمْ مِّنْ اَحَدٍ عَنْهُ حٰجِزِيْنَ ۝

৪৭। অতঃপর তোমাদের মধ্যে এমন কেহই নাই, যে তাহাকে রক্ষা করিতে পারে।

٤٨- وَاِنَّهٗ لَتَذْكِرَةٌ لِّلْمُتَّقِيْنَ ۝

৪৮। এই কুরআন মুত্তাকীদের জন্য অবশ্যই এক উপদেশ।

٤٩- وَاِنَّا لَنَعْلَمُ اَنَّ مِنْكُمْ مُّكَذِّبِيْنَ ۝

৪৯। আমি অবশ্যই জানি যে, তোমাদের মধ্যে মিথ্যা আরোপকারী রহিয়াছে।

٥٠- وَاِنَّهٗ لَحَسْرَةٌ عَلَى الْكٰفِرِيْنَ ۝

৫০। এবং এই কুরআন নিশ্চয়ই কাফিরদের অনুশোচনার কারণ হইবে,[১৭৪৯]

٥١- وَاِنَّهٗ لَحَقُّ الْيَقِيْنِ ۝

৫১। অবশ্যই ইহা নিশ্চিত সত্য।

٥٢- فَسَبِّحْ بِاسْمِ رَبِّكَ الْعَظِيْمِ ۧ

৫২। অতএব তুমি মহান প্রতিপালকের নামের পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা কর।

১৭৪৮। এই স্থলে 'সে' অর্থ রাসূল।
১৭৪৯। কুরআনে বর্ণিত শাস্তি যখন প্রত্যক্ষ করিবে তখন কুরআনকে অস্বীকার করার জন্য তাহারা অনুতপ্ত হইবে।

৭০-সূরা মা‘আরিজ

৪৪ আয়াত, ২ রুকূ‘, মক্কী

।। দয়াময়, পরম দয়ালু আল্লাহ্‌র নামে ।।

١- سَاَلَ سَآئِلٌۢ بِعَذَابٍ وَّاقِعٍ ۝

১। এক ব্যক্তি চাহিল সংঘটিত হউক শাস্তি যাহা অবধারিত—

٢- لِّلْكٰفِرِيْنَ لَيْسَ لَهٗ دَافِعٌ ۝

২। কাফিরদের জন্য, ইহা প্রতিরোধ করিবার কেহ নাই।

٣- مِّنَ اللّٰهِ ذِى الْمَعَارِجِ ۝

৩। ইহা আসিবে আল্লাহ্‌র নিকট হইতে, যিনি সমুচ্চ মর্যাদার[১৭৫০] অধিকারী।

٤- تَعْرُجُ الْمَلٰٓئِكَةُ وَالرُّوْحُ اِلَيْهِ فِىْ يَوْمٍ كَانَ مِقْدَارُهٗ خَمْسِيْنَ اَلْفَ سَنَةٍ ۝

৪। ফিরিশ্‌তা এবং রূহ আল্লাহ্‌র দিকে ঊর্ধ্বগামী হয় এমন এক দিনে, যাহার পরিমাণ পার্থিব পঞ্চাশ হাজার বৎসর।

٥- فَاصْبِرْ صَبْرًا جَمِيْلًا ۝

৫। সুতরাং তুমি ধৈর্য ধারণ কর পরম ধৈর্য।

٦- اِنَّهُمْ يَرَوْنَهٗ بَعِيْدًا ۝

৬। উহারা ঐ দিনকে[১৭৫১] মনে করে সুদূর,

٧- وَّ نَرٰىهُ قَرِيْبًا ۝

৭। কিন্তু আমি দেখিতেছি ইহা আসন্ন।

٨- يَوْمَ تَكُوْنُ السَّمَآءُ كَالْمُهْلِ ۝

৮। সেদিন আকাশ হইবে গলিত ধাতুর মত

٩- وَتَكُوْنُ الْجِبَالُ كَالْعِهْنِ ۝

৯। এবং পর্বতসমূহ হইবে রঙ্গীন পশমের মত,

١٠- وَلَا يَسْـَٔلُ حَمِيْمٌ حَمِيْمًا ۝

১০। এবং সুহৃদ সুহৃদের তত্ত্ব লইবে না,

١١- يُّبَصَّرُوْنَهُمْ ؕ يَوَدُّ الْمُجْرِمُ لَوْ يَفْتَدِىْ مِنْ عَذَابِ يَوْمِئِذٍۢ بِبَنِيْهِ ۝

১১। উহাদিগকে করা হইবে একে অপরের দৃষ্টিগোচর। অপরাধী সেই দিনের শাস্তির বদলে দিতে চাহিবে তাহার সন্তান-সন্ততিকে,

---

১৭৫০। معارج -এর বহুবচন সোপান। এখানে উচ্চ মর্যাদার অর্থে ব্যবহৃত। ভিন্নমতে আসমানে আরোহণ করার সোপান। –জালালায়ন

১৭৫১। অর্থাৎ কিয়ামত দিবসকে।

Contents

১২। তাহার স্ত্রী ও ভ্রাতাকে,	١٢- وَصَاحِبَتِهٖ وَاَخِيْهِ ۙ
১৩। তাহার জ্ঞাতি-গোষ্ঠীকে, যাহারা তাহাকে আশ্রয় দিত	١٣- وَفَصِيْلَتِهِ الَّتِىْ تُـْٔوِيْهِ ۙ
১৪। এবং পৃথিবীর সকলকে, যাহাতে এই মুক্তিপণ তাহাকে মুক্তি দেয়।	١٤- وَمَنْ فِى الْاَرْضِ جَمِيْعًا ۙ ثُمَّ يُنْجِيْهِ ۙ
১৫। না, কখনই নয়,[১৭৫২] ইহা তো লেলিহান অগ্নি,	١٥- كَلَّا ؕ اِنَّهَا لَظٰى ۙ
১৬। যাহা গাত্র হইতে চামড়া খসাইয়া দিবে।	١٦- نَزَّاعَةً لِّلشَّوٰى ۚۖ
১৭। জাহান্নাম সেই ব্যক্তিকে ডাকিবে, যে সত্যের প্রতি পৃষ্ঠ প্রদর্শন করিয়াছিল ও মুখ ফিরাইয়া লইয়াছিল।	١٧- تَدْعُوْا مَنْ اَدْبَرَ وَتَوَلّٰى ۙ
১৮। যে সম্পদ পুঞ্জীভূত এবং সংরক্ষিত করিয়া রাখিয়াছিল।	١٨- وَجَمَعَ فَاَوْعٰى ○
১৯। মানুষ তো সৃজিত হইয়াছে অতিশয় অস্থিরচিত্তরূপে।	١٩- اِنَّ الْاِنْسَانَ خُلِقَ هَلُوْعًا ۙ
২০। যখন বিপদ তাহাকে স্পর্শ করে সে হয় হা-হুতাশকারী।	٢٠- اِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ جَزُوْعًا ۙ
২১। আর যখন কল্যাণ তাহাকে স্পর্শ করে সে হয় অতি কৃপণ;	٢١- وَّاِذَا مَسَّهُ الْخَيْرُ مَنُوْعًا ۙ
২২। তবে সালাত আদায়কারী ব্যতীত,	٢٢- اِلَّا الْمُصَلِّيْنَ ۙ
২৩। যাহারা তাহাদের সালাতে সদা প্রতিষ্ঠিত,	٢٣- الَّذِيْنَ هُمْ عَلٰى صَلَاتِهِمْ دَآئِمُوْنَ ۙ
২৪। আর যাহাদের সম্পদে নির্ধারিত হক রহিয়াছে	٢٤- وَالَّذِيْنَ فِىْٓ اَمْوَالِهِمْ حَقٌّ مَّعْلُوْمٌ ۙ

১৭৫২। এইগুলি তাহাকে রক্ষা করিবে না।

Contents

٢٥- لِّلسَّآئِلِ وَالْمَحْرُوْمِ ۝

২৫। যাচ্‌ঞাকারী ও বঞ্চিতের,

٢٦- وَالَّذِيْنَ يُصَدِّقُوْنَ بِيَوْمِ الدِّيْنِ ۝

২৬। এবং যাহারা কর্মফল দিবসকে সত্য বলিয়া জানে।

٢٧- وَالَّذِيْنَ هُمْ مِّنْ عَذَابِ رَبِّهِمْ مُّشْفِقُوْنَ ۝

২৭। আর যাহারা তাহাদের প্রতিপালকের শাস্তি সম্পর্কে ভীত-সন্ত্রস্ত—

٢٨- اِنَّ عَذَابَ رَبِّهِمْ غَيْرُ مَاْمُوْنٍ ۝

২৮। নিশ্চয় তাহাদের প্রতিপালকের শাস্তি হইতে নিঃশংক থাকা যায় না—

٢٩- وَالَّذِيْنَ هُمْ لِفُرُوْجِهِمْ حٰفِظُوْنَ ۝

২৯। এবং যাহারা নিজেদের যৌন অংগকে সংযত রাখে,

٣٠- اِلَّا عَلٰٓى اَزْوَاجِهِمْ اَوْ مَا مَلَكَتْ اَيْمَانُهُمْ فَاِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُوْمِيْنَ ۝

৩০। তাহাদের পত্নী অথবা অধিকারভুক্ত দাসী ব্যতীত, ইহাতে তাহারা নিন্দনীয় হইবে না—

٣١- فَمَنِ ابْتَغٰى وَرَآءَ ذٰلِكَ فَاُولٰٓئِكَ هُمُ الْعٰدُوْنَ ۝

৩১। তবে কেহ ইহাদিগকে ছাড়া অন্যকে কামনা করিলে তাহারা হইবে সীমালংঘনকারী—

٣٢- وَالَّذِيْنَ هُمْ لِاَمٰنٰتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ رٰعُوْنَ ۝

৩২। এবং যাহারা আমানত ও প্রতিশ্রুতি রক্ষা করে,

٣٣- وَالَّذِيْنَ هُمْ بِشَهٰدٰتِهِمْ قَآئِمُوْنَ ۝

৩৩। আর যাহারা তাহাদের সাক্ষ্যদানে অটল,

٣٤- وَالَّذِيْنَ هُمْ عَلٰى صَلَاتِهِمْ يُحَافِظُوْنَ ۝

৩৪। এবং নিজেদের সালাতে যত্নবান—

٣٥- اُولٰٓئِكَ فِىْ جَنّٰتٍ مُّكْرَمُوْنَ ۝ ع

৩৫। তাহারাই সম্মানিত হইবে জান্নাতে।

[২]

٣٦- فَمَالِ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا قِبَلَكَ مُهْطِعِيْنَ ۝

৩৬। কাফিরদের হইল কি যে, উহারা তোমার দিকে ছুটিয়া আসিতেছে[১৭৫৩]

১৭৫৩। রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর কুরআন তিলাওয়াত এবং উহাতে জান্নাত ও জাহান্নামের বর্ণনা শুনিয়া কাফিররা দৌড়াইয়া আসিত, উদ্দেশ্য ছিল কুরআনে বর্ণিত বিষয় লইয়া ঠাট্টা-বিদ্রূপ করা। সুতরাং তাহারা কখনও জান্নাতের আশা করিতে পারে না।

৩৭। দক্ষিণ ও বাম দিক হইতে, দলে দলে।

٣٧- عَنِ الْيَمِيْنِ وَعَنِ الشِّمَالِ عِزِيْنَ ○

৩৮। উহাদের প্রত্যেকে কি এই প্রত্যাশা করে যে, তাহাকে দাখিল করা হইবে প্রাচুর্যময় জান্নাতে?

٣٨- اَيَطْمَعُ كُلُّ امْرِئٍ مِّنْهُمْ
اَنْ يُّدْخَلَ جَنَّةَ نَعِيْمٍ ۙ○

৩৯। কখনো না, আমি উহাদিগকে যাহা হইতে সৃষ্টি করিয়াছি তাহা উহারা জানে।

٣٩- كَلَّا ۭ اِنَّا خَلَقْنٰهُمْ مِّمَّا يَعْلَمُوْنَ ○

৪০। আমি শপথ করিতেছি উদয়াচল সমূহ এবং 'অস্তাচল সমূহের অধিপতির —নিশ্চয়ই আমি সক্ষম

٤٠- فَلَآ اُقْسِمُ بِرَبِّ الْمَشٰرِقِ
وَالْمَغٰرِبِ اِنَّا لَقٰدِرُوْنَ ۙ○

৪১। উহাদের অপেক্ষা উৎকৃষ্টতর মানবগোষ্ঠীকে উহাদের স্থলবর্তী করিতে এবং ইহাতে আমি অক্ষম নহি।

٤١- عَلٰٓى اَنْ نُّبَدِّلَ خَيْرًا مِّنْهُمْ ۙ
وَمَا نَحْنُ بِمَسْبُوْقِيْنَ ○

৪২। অতএব উহাদিকে বাক-বিতণ্ডা ও ক্রীড়া-কৌতুকে মত্ত থাকিতে দাও, যে দিবস সম্পর্কে তাহাদিগকে সতর্ক করা হইয়াছিল, তাহার সম্মুখীন হওয়ার পূর্ব পর্যন্ত।

٤٢- فَذَرْهُمْ يَخُوْضُوْا وَيَلْعَبُوْا
حَتّٰى يُلٰقُوْا
يَوْمَهُمُ الَّذِيْ يُوْعَدُوْنَ ۙ○

৪৩। সেদিন উহারা কবর হইতে বাহির হইবে দ্রুতবেগে, মনে হইবে উহারা কোন কোন উপাসনালয়ের দিকে ধাবিত হইতেছে

٤٣- يَوْمَ يَخْرُجُوْنَ
مِنَ الْاَجْدَاثِ سِرَاعًا
كَاَنَّهُمْ اِلٰى نُصُبٍ يُّوْفِضُوْنَ ۙ○

৪৪। অবনত নেত্রে; হীনতা উহাদিগকে আচ্ছন্ন করিবে; ইহাই সেই দিন, যাহার বিষয়ে সতর্ক করা হইয়াছিল উহাদিগকে।

٤٤- خَاشِعَةً اَبْصَارُهُمْ تَرْهَقُهُمْ ذِلَّةٌ ۭ
ذٰلِكَ الْيَوْمُ الَّذِيْ
كَانُوْا يُوْعَدُوْنَ ۧ○ ع

৭১-সূরা নূহ্

২৮ আয়াত, ২ রুকূ', মক্কী

।।দয়াময়, পরম দয়ালু আল্লাহ্‌র নামে ।।

١- اِنَّاۤ اَرْسَلْنَا نُوْحًا اِلٰى قَوْمِهٖۤ اَنْ اَنْذِرْ قَوْمَكَ مِنْ قَبْلِ اَنْ يَّاْتِيَهُمْ عَذَابٌ اَلِيْمٌ ○

১। নূহ্‌কে আমি প্রেরণ করিয়াছিলাম তাহার সম্প্রদায়ের প্রতি এই নির্দেশসহ ঃ তুমি তোমার সম্প্রদায়কে সতর্ক কর তাহাদের প্রতি মর্মন্তুদ শাস্তি আসিবার পূর্বে।

٢- قَالَ يٰقَوْمِ اِنِّيْ لَكُمْ نَذِيْرٌ مُّبِيْنٌ ○

২। সে বলিয়াছিল, 'হে আমার সম্প্রদায়! আমি তো তোমাদের জন্য স্পষ্ট সতর্ককারী—

٣- اَنِ اعْبُدُوا اللّٰهَ وَاتَّقُوْهُ وَاَطِيْعُوْنِ ○

৩। 'এই বিষয়ে যে, 'তোমরা আল্লাহ্‌র 'ইবাদত কর ও তাঁহাকে ভয় কর এবং আমার আনুগত্য কর;

٤- يَغْفِرْ لَكُمْ مِّنْ ذُنُوْبِكُمْ وَيُؤَخِّرْكُمْ اِلٰۤى اَجَلٍ مُّسَمًّى ؕ اِنَّ اَجَلَ اللّٰهِ اِذَا جَآءَ لَا يُؤَخَّرُ ۘ لَوْ كُنْتُمْ تَعْلَمُوْنَ ○

৪। 'তিনি তোমাদের পাপ ক্ষমা করিবেন এবং তিনি তোমাদিগকে অবকাশ দিবেন এক নির্দিষ্টকাল পর্যন্ত। নিশ্চয় আল্লাহ্ কর্তৃক নির্ধারিত কাল উপস্থিত হইলে উহা বিলম্বিত হয় না; যদি তোমরা ইহা জানিতে!'

٥- قَالَ رَبِّ اِنِّيْ دَعَوْتُ قَوْمِيْ لَيْلًا وَّنَهَارًا ○

৫। সে বলিয়াছিল, 'হে আমার প্রতিপালক! আমি তো আমার সম্প্রদায়কে দিবারাত্রি আহ্বান করিয়াছি,

٦- فَلَمْ يَزِدْهُمْ دُعَآءِيْۤ اِلَّا فِرَارًا ○

৬। 'কিন্তু আমার আহ্বান উহাদের পলায়ন প্রবণতাই বৃদ্ধি করিয়াছে।

٧- وَاِنِّيْ كُلَّمَا دَعَوْتُهُمْ لِتَغْفِرَ لَهُمْ جَعَلُوْۤا اَصَابِعَهُمْ فِيْۤ اٰذَانِهِمْ وَاسْتَغْشَوْا ثِيَابَهُمْ وَاَصَرُّوْا وَاسْتَكْبَرُوا اسْتِكْبَارًا ○

৭। 'আমি যখনই উহাদিগকে আহ্বান করি যাহাতে তুমি উহাদিগকে ক্ষমা কর, উহারা কানে অংগুলী দেয়, বস্ত্রাবৃত করে নিজদিগকে ও জিদ করিতে থাকে এবং অতিশয় ঔদ্ধত্য প্রকাশ করে।

Contents

٨- ثُمَّ اِنِّيْ دَعَوْتُهُمْ جِهَارًا ۙ

৮। 'অতঃপর আমি উহাদিগকে আহ্বান করিয়াছি প্রকাশ্যে

٩- ثُمَّ اِنِّيْٓ اَعْلَنْتُ لَهُمْ وَاَسْرَرْتُ لَهُمْ اِسْرَارًا ۙ

৯। 'পরে আমি উচ্চৈস্বরে প্রচার করিয়াছি ও উপদেশ দিয়াছি গোপনে।'

١٠- فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوْا رَبَّكُمْ اِنَّهٗ كَانَ غَفَّارًا ۙ

১০। বলিয়াছি, 'তোমাদের প্রতিপালকের ক্ষমা প্রার্থনা কর, তিনি তো মহাক্ষমাশীল,

١١- يُّرْسِلِ السَّمَآءَ عَلَيْكُمْ مِّدْرَارًا ۙ

১১। 'তিনি তোমাদের জন্য প্রচুর বৃষ্টিপাত করিবেন,

١٢- وَّيُمْدِدْكُمْ بِاَمْوَالٍ وَّبَنِيْنَ وَيَجْعَلْ لَّكُمْ جَنّٰتٍ وَّيَجْعَلْ لَّكُمْ اَنْهٰرًا ؕ

১২। 'তিনি তোমাদিগকে সমৃদ্ধ করিবেন ধন-সম্পদ ও সন্তান-সন্ততিতে এবং তোমাদের জন্য স্থাপন করিবেন উদ্যান ও প্রবাহিত করিবেন নদী-নালা।

١٣- مَا لَكُمْ لَا تَرْجُوْنَ لِلّٰهِ وَقَارًا ۚ

১৩। 'তোমাদের কী হইয়াছে যে, তোমরা আল্লাহ্‌র শ্রেষ্ঠত্ব স্বীকার করিতে চাহিতেছ না!

١٤- وَقَدْ خَلَقَكُمْ اَطْوَارًا

১৪। 'অথচ তিনিই তোমাদিগকে সৃষ্টি করিয়াছেন পর্যায়ক্রমে,[১৭৫৪]

١٥- اَلَمْ تَرَوْا كَيْفَ خَلَقَ اللّٰهُ سَبْعَ سَمٰوٰتٍ طِبَاقًا ۙ

১৫। 'তোমরা কি লক্ষ্য কর নাই আল্লাহ্ কিভাবে সৃষ্টি করিয়াছেন সপ্তস্তরে বিন্যস্ত আকাশমণ্ডলী?

١٦- وَّجَعَلَ الْقَمَرَ فِيْهِنَّ نُوْرًا وَّجَعَلَ الشَّمْسَ سِرَاجًا

১৬। 'এবং সেথায় চন্দ্রকে স্থাপন করিয়াছেন আলোরূপে ও সূর্যকে স্থাপন করিয়াছেন প্রদীপরূপে;

١٧- وَاللّٰهُ اَنْۢبَتَكُمْ مِّنَ الْاَرْضِ نَبَاتًا ۙ

১৭। 'তিনি তোমাদিগকে উদ্ভূত করিয়াছেন মৃত্তিকা হইতে

১৭৫৪ : দ্র. ২২:৫, ৪০:৬৭ আয়াত সমূহ।

১৮। 'অতঃপর উহাতে তিনি তোমাদিগকে প্রত্যাবৃত্ত করিবেন ও পরে পুনরুত্থিত করিবেন,

١٨- ثُمَّ يُعِيدُكُمْ فِيهَا وَيُخْرِجُكُمْ إِخْرَاجًا ۝

১৯। 'এবং আল্লাহ্ তোমাদের জন্য ভূমিকে করিয়াছেন বিস্তৃত—

١٩- وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ بِسَاطًا ۝

২০। 'যাহাতে তোমরা চলাফেরা করিতে পার প্রশস্ত পথে।'

٢٠- لِّتَسْلُكُوا مِنْهَا سُبُلًا فِجَاجًا ۝

[২]

২১। নূহ্ বলিয়াছিল, 'হে আমার প্রতিপালক! আমার সম্প্রদায় তো আমাকে অমান্য করিয়াছে এবং অনুসরণ করিয়াছে এমন লোকের যাহার ধন-সম্পদ ও সন্তান-সন্ততি তাহার ক্ষতি ব্যতীত আর কিছুই বৃদ্ধি করে নাই।'

٢١- قَالَ نُوحٌ رَّبِّ إِنَّهُمْ عَصَوْنِي وَاتَّبَعُوا مَن لَّمْ يَزِدْهُ مَالُهُ وَوَلَدُهُ إِلَّا خَسَارًا ۝

২২। আর উহারা ভয়ানক ষড়যন্ত্র করিয়াছিল;

٢٢- وَمَكَرُوا مَكْرًا كُبَّارًا ۝

২৩। এবং বলিয়াছিল, 'তোমরা কখনও পরিত্যাগ করিও না তোমাদের দেব-দেবীকে; পরিত্যাগ করিও না ওয়াদ্, সুওয়া'আ, ইয়াগূছ, ইয়া'উক ও নাস্র-কে।[১৭৫৫]

٢٣- وَقَالُوا لَا تَذَرُنَّ آلِهَتَكُمْ وَلَا تَذَرُنَّ وَدًّا وَلَا سُوَاعًا وَلَا يَغُوثَ وَيَعُوقَ وَنَسْرًا ۝

২৪। 'উহারা অনেককে বিভ্রান্ত করিয়াছে; সুতরাং যালিমদের বিভ্রান্তি ব্যতীত আর কিছুই বৃদ্ধি করিও না।'

٢٤- وَقَدْ أَضَلُّوا كَثِيرًا وَلَا تَزِدِ الظَّالِمِينَ إِلَّا ضَلَالًا ۝

২৫। উহাদের অপরাধের জন্য উহাদিগকে নিমজ্জিত করা হইয়াছিল এবং পরে উহাদিগকে দাখিল করা হইয়াছিল অগ্নিতে, অতঃপর উহারা কাহাকেও আল্লাহ্‌র মুকাবিলায় পায় নাই সাহায্যকারী।

٢٥- مِّمَّا خَطِيئَاتِهِمْ أُغْرِقُوا فَأُدْخِلُوا نَارًا فَلَمْ يَجِدُوا لَهُم مِّن دُونِ اللَّهِ أَنصَارًا ۝

১৭৫৫। নূহ (আ)-এর কওমের দেব-দেবীর নাম।

٢٦- وَقَالَ نُوحٌ رَّبِّ لَا تَذَرْ عَلَى الْأَرْضِ مِنَ الْكٰفِرِينَ دَيَّارًا ○

২৬। নূহ্ আরও বলিয়াছিল, 'হে আমার প্রতিপালক! পৃথিবীতে কাফিরগণের মধ্য হইতে কোন গৃহবাসীকে অব্যাহতি দিও না।

٢٧- اِنَّكَ اِنْ تَذَرْهُمْ يُضِلُّوْا عِبَادَكَ وَلَا يَلِدُوْٓا اِلَّا فَاجِرًا كَفَّارًا ○

২৭। 'তুমি উহাদিগকে অব্যাহতি দিলে উহারা তোমার বান্দাদিগকে বিভ্রান্ত করিবে এবং জন্ম দিতে থাকিবে কেবল দুষ্কৃতিকারী ও কাফির।

٢٨- رَبِّ اغْفِرْ لِيْ وَلِوَالِدَيَّ وَلِمَنْ دَخَلَ بَيْتِيَ مُؤْمِنًا وَّلِلْمُؤْمِنِيْنَ وَالْمُؤْمِنٰتِ ؕ وَلَا تَزِدِ الظّٰلِمِيْنَ اِلَّا تَبَارًا ○

২৮। 'হে আমার প্রতিপালক! তুমি ক্ষমা কর আমাকে, আমার পিতামাতাকে এবং যাহারা মু'মিন হইয়া আমার গৃহে প্রবেশ করে তাহাদিগকে এবং মু'মিন পুরুষ ও মু'মিন নারীদিগকে; আর যালিমদের শুধু ধ্বংসই বৃদ্ধি কর।'

৭২-সূরা জিন্ন্

২৮ আয়াত, ২ রুকূ', মক্কী

।। দয়াময়, পরম দয়ালু আল্লাহ্‌র নামে।।

آيَاتُهَا ٢٨ (٧٢) سُوْرَةُ الْجِنِّ مَكِّيَّةٌ (٤٠) رُكُوْعَاتُهَا ٢

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ○

١- قُلْ اُوْحِيَ اِلَيَّ اَنَّهُ اسْتَمَعَ نَفَرٌ مِّنَ الْجِنِّ فَقَالُوْٓا اِنَّا سَمِعْنَا قُرْاٰنًا عَجَبًا ○

১। বল, 'আমার প্রতি ওহী প্রেরিত হইয়াছে যে, জিন্নদের একটি দল মনোযোগ সহকারে শ্রবণ করিয়াছে এবং বলিয়াছে, 'আমরা তো এক বিস্ময়কর কুরআন শ্রবণ করিয়াছি,[১৭৫৬]

٢- يَّهْدِيْٓ اِلَى الرُّشْدِ فَاٰمَنَّا بِهٖ ؕ وَلَنْ نُّشْرِكَ بِرَبِّنَآ اَحَدًا ○

২। 'যাহা সঠিক পথনির্দেশ করে; ফলে আমরা ইহাতে বিশ্বাস স্থাপন করিয়াছি। আমরা কখনও আমাদের প্রতিপালকের কোন শরীক স্থির করিব না,

১৭৫৬। জিন্নের একটি দল আল-কুরআন শুনিয়া তাহাদের সংগীদিগকে এই কথাগুলি বলিয়াছে।

٣- وَّاَنَّهٗ تَعٰلٰى جَدُّ رَبِّنَا مَا اتَّخَذَ صَاحِبَةً وَّلَا وَلَدًا ۙ
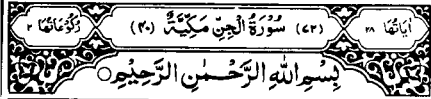
৩। 'এবং নিশ্চয়ই সমুচ্চ আমাদের প্রতিপালকের মর্যাদা; তিনি গ্রহণ করেন নাই কোন পত্নী এবং না কোন সন্তান।

٤- وَّاَنَّهٗ كَانَ يَقُوْلُ سَفِيْهُنَا عَلَى اللّٰهِ شَطَطًا ۙ

৪। 'এবং আরও এই যে, আমাদের মধ্যকার নির্বোধেরা আল্লাহ্‌র সম্বন্ধে অতি অবাস্তব উক্তি করিত।

٥- وَّ اَنَّا ظَنَنَّآ اَنْ لَّنْ تَقُوْلَ الْاِنْسُ وَالْجِنُّ عَلَى اللّٰهِ كَذِبًا ۙ

৫। 'অথচ আমরা মনে করিতাম মানুষ এবং জিন্ন আল্লাহ্ সম্বন্ধে কখনও মিথ্যা আরোপ করিবে না।

٦- وَّاَنَّهٗ كَانَ رِجَالٌ مِّنَ الْاِنْسِ يَعُوْذُوْنَ بِرِجَالٍ مِّنَ الْجِنِّ فَزَادُوْهُمْ رَهَقًا ۙ

৬। 'আরও এই যে, কতিপয় মানুষ কতক জিন্নের শরণ লইত, ফলে উহারা জিন্নদের আত্মম্ভরিতা বাড়াইয়া দিত।'

٧- وَّاَنَّهُمْ ظَنُّوْا كَمَا ظَنَنْتُمْ اَنْ لَّنْ يَّبْعَثَ اللّٰهُ اَحَدًا ۙ

৭। আরও এই যে, জিন্নেরা বলিয়াছিল, 'তোমাদের মত মানুষও মনে করে যে, মৃত্যুর পর আল্লাহ্ কাহাকেও পুনরুত্থিত করিবেন না।

٨- وَّاَنَّا لَمَسْنَا السَّمَآءَ فَوَجَدْنٰهَا مُلِئَتْ حَرَسًا شَدِيْدًا وَّ شُهُبًا ۙ

৮। 'এবং আমরা চাহিয়াছিলাম আকাশের তথ্য সংগ্রহ করিতে কিন্তু আমরা দেখিতে পাইলাম কঠোর প্রহরী ও উল্কাপিণ্ড[১৭৫৭] দ্বারা আকাশ পরিপূর্ণ;

٩- وَّاَنَّا كُنَّا نَقْعُدُ مِنْهَا مَقَاعِدَ لِلسَّمْعِ ؕ فَمَنْ يَّسْتَمِعِ الْاٰنَ يَجِدْ لَهٗ شِهَابًا رَّصَدًا ۙ

৯। 'আর পূর্বে আমরা আকাশের বিভিন্ন ঘাঁটিতে সংবাদ শুনিবার জন্য বসিতাম কিন্তু এখন কেহ সংবাদ শুনিতে চাহিলে সে তাহার উপর নিক্ষেপের জন্য প্রস্তুত জ্বলন্ত উল্কাপিণ্ডের সম্মুখীন হয়।

١٠- وَّاَنَّا لَا نَدْرِيْٓ اَشَرٌّ اُرِيْدَ بِمَنْ فِى الْاَرْضِ اَمْ اَرَادَ بِهِمْ رَبُّهُمْ رَشَدًا ۙ

১০। 'আমরা জানি না জগদ্বাসীর অমংগলই অভিপ্রেত, না তাহাদের প্রতিপালক তাহাদের মংগল চাহেন।[১৭৫৮]

১৭৫৭ ঃ দ্র. ১৫ ঃ ১৭-১৮ এবং ৩৭ ঃ ৯-১০ আয়াতসমূহ।

১৭৫৮। মানুষ কুরআনের হিদায়াত কবূল করিয়া মংগল লাভ করিবে, না উহা প্রত্যাখ্যান করিয়া ধ্বংস হইয়া যাইবে, তাহা জিন্নেরা জানে না। ইহাতে বুঝা যায় জিন্নদের ভবিষ্যতের জ্ঞান নাই।

١١- وَّاَنَّا مِنَّا الصّٰلِحُوْنَ وَ مِنَّا دُوْنَ ذٰلِكَ ؕ كُنَّا طَرَآئِقَ قِدَدًا ۙ

১১। 'এবং আমাদের কতক সৎকর্মপরায়ণ এবং কতক ইহার ব্যতিক্রম, আমরা ছিলাম বিভিন্ন পথের অনুসারী;

١٢- وَّاَنَّا ظَنَنَّاۤ اَنْ لَّنْ نُّعْجِزَ اللّٰهَ فِى الْاَرْضِ وَلَنْ نُّعْجِزَهٗ هَرَبًا ۙ

১২। 'এখন আমরা বুঝিয়াছি যে, আমরা পৃথিবীতে আল্লাহ্‌কে পরাভূত করিতে পারিব না এবং পলায়ন করিয়াও তাঁহাকে ব্যর্থ করিতে পারিব না।

١٣- وَّاَنَّا لَمَّا سَمِعْنَا الْهُدٰۤى اٰمَنَّا بِهٖ ؕ فَمَنْ يُّؤْمِنْۢ بِرَبِّهٖ فَلَا يَخَافُ بَخْسًا وَّلَا رَهَقًا ۙ

১৩। 'আমরা যখন পথনির্দেশক বাণী শুনিলাম তাহাতে বিশ্বাস স্থাপন করিলাম। যে ব্যক্তি তাহার প্রতিপালকের প্রতি ঈমান আনে তাহার কোন ক্ষতি ও কোন অন্যায়ের আশংকা থাকিবে না।

١٤- وَّاَنَّا مِنَّا الْمُسْلِمُوْنَ وَمِنَّا الْقٰسِطُوْنَ ؕ فَمَنْ اَسْلَمَ فَاُولٰٓئِكَ تَحَرَّوْا رَشَدًا ○

১৪। 'আমাদের কতক আত্মসমর্পণকারী এবং কতক সীমালংঘনকারী; যাহারা আত্মসমর্পণ করে তাহারা সুচিন্তিতভাবে সত্য পথ বাছিয়া লয়।

١٥- وَاَمَّا الْقٰسِطُوْنَ فَكَانُوْا لِجَهَنَّمَ حَطَبًا ۙ

১৫। 'অপরপক্ষে সীমালংঘনকারী তো জাহান্নামেরই ইন্ধন।'

١٦- وَّاَنْ لَّوِ اسْتَقَامُوْا عَلَى الطَّرِيْقَةِ لَاَسْقَيْنٰهُمْ مَّآءً غَدَقًا ۙ

১৬। উহারা যদি সত্যপথে প্রতিষ্ঠিত থাকিত উহাদিগকে আমি প্রচুর বারি বর্ষণের মাধ্যমে সমৃদ্ধ করিতাম,

١٧- لِّنَفْتِنَهُمْ فِيْهِ ؕ وَمَنْ يُّعْرِضْ عَنْ ذِكْرِ رَبِّهٖ يَسْلُكْهُ عَذَابًا صَعَدًا ۙ

১৭। যদ্দ্বারা আমি উহাদিগকে পরীক্ষা করিতাম। যে ব্যক্তি তাহার প্রতিপালকের স্মরণ হইতে বিমুখ হয় তিনি তাহাকে দুঃসহ শাস্তিতে প্রবেশ করাইবেন।

١٨- وَّاَنَّ الْمَسٰجِدَ لِلّٰهِ فَلَا تَدْعُوْا مَعَ اللّٰهِ اَحَدًا ۙ

১৮। এবং এই যে মসজিদসমূহ[১৭৫৯] আল্লাহ্‌রই জন্য। সুতরাং আল্লাহ্‌র সহিত তোমরা অন্য কাহাকেও ডাকিও না।

১৭৫৯। ভিন্নমতে المسجد। অর্থ এইখানে সেই সকল অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ যাহা সিজ্‌দার সময় ভূমি স্পর্শ করে।—ইবন কাছীর। সিজ্‌দা আল্লাহ্‌র হক, আল্লাহ্ ব্যতীত অন্য কাহাকেও সিজ্‌দা করা হারাম।

১৯। আর এই যে, যখন আল্লাহ্‌র বান্দা[১৭৬০] তাঁহাকে ডাকিবার জন্য দণ্ডায়মান হইল তখন তাহারা তাহার নিকট ভিড় জমাইল।[১৭৬১]

١٩- وَّاَنَّهٗ لَمَّا قَامَ عَبْدُ اللّٰهِ يَدْعُوْهُ كَادُوْا يَكُوْنُوْنَ عَلَيْهِ لِبَدًا ۟

[২]

২০। বল, 'আমি আমার প্রতিপালককেই ডাকি এবং তাঁহার সংগে কাহাকেও শরীক করি না।'

٢٠- قُلْ اِنَّمَآ اَدْعُوْا رَبِّيْ وَلَآ اُشْرِكُ بِهٖٓ اَحَدًا ۝

২১। বল, 'আমি তোমাদের ইষ্ট-অনিষ্টের মালিক নহি।'

٢١- قُلْ اِنِّيْ لَآ اَمْلِكُ لَكُمْ ضَرًّا وَّلَا رَشَدًا ۝

২২। বল, 'আল্লাহ্‌র শাস্তি হইতে কেহই আমাকে রক্ষা করিতে পারিবে না এবং আল্লাহ্ ব্যতীত আমি কোন আশ্রয়ও পাইব না,

٢٢- قُلْ اِنِّيْ لَنْ يُّجِيْرَنِيْ مِنَ اللّٰهِ اَحَدٌ ۙ وَّلَنْ اَجِدَ مِنْ دُوْنِهٖ مُلْتَحَدًا ۙ

২৩। 'কেবল আল্লাহ্‌র পক্ষ হইতে পৌঁছান এবং তাঁহার বাণী প্রচারই আমার দায়িত্ব। যাহারা আল্লাহ্ ও তাঁহার রাসূলকে অমান্য করে তাহাদের জন্য রহিয়াছে জাহান্নামের অগ্নি, সেথায় তাহারা চিরস্থায়ী হইবে।

٢٣- اِلَّا بَلٰغًا مِّنَ اللّٰهِ وَرِسٰلٰتِهٖ ؕ وَمَنْ يَّعْصِ اللّٰهَ وَرَسُوْلَهٗ فَاِنَّ لَهٗ نَارَ جَهَنَّمَ خٰلِدِيْنَ فِيْهَآ اَبَدًا ۟

২৪। যখন উহারা প্রতিশ্রুত শাস্তি প্রত্যক্ষ করিবে, বুঝিতে পারিবে, কে সাহায্যকারীর দিক দিয়া দুর্বল এবং কে সংখ্যায় স্বল্প।

٢٤- حَتّٰٓى اِذَا رَاَوْا مَا يُوْعَدُوْنَ فَسَيَعْلَمُوْنَ مَنْ اَضْعَفُ نَاصِرًا وَّاَقَلُّ عَدَدًا ۝

২৫। বল, 'আমি জানি না তোমাদিগকে যে প্রতিশ্রুতি দেওয়া হইয়াছে তাহা কি আসন্ন, না আমার প্রতিপালক ইহার জন্য কোন দীর্ঘ মেয়াদ স্থির করিবেন।'

٢٥- قُلْ اِنْ اَدْرِيْٓ اَقَرِيْبٌ مَّا تُوْعَدُوْنَ اَمْ يَجْعَلُ لَهٗ رَبِّيْٓ اَمَدًا ۝

১৭৬০। অর্থাৎ রাসূলুল্লাহ্ (সাঃ)।

১৭৬১। মু'মিনগণ আসিতেন রাসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-কে সালাতের অবস্থায় দেখিতে ও তাঁহার তিলাওয়াত শুনিতে; আর কাফিররা আসিত হাসি-ঠাট্টা করার উদ্দেশ্যে।

٢٦-عٰلِمُ الْغَيْبِ فَلَا يُظْهِرُ عَلٰى غَيْبِهٖٓ اَحَدًا ۙ

২৬। তিনি অদৃশ্যের পরিজ্ঞাতা, তিনি তাঁহার অদৃশ্যের জ্ঞান কাহারও নিকট প্রকাশ করেন না,

٢٧-اِلَّا مَنِ ارْتَضٰى مِنْ رَّسُوْلٍ فَاِنَّهٗ يَسْلُكُ مِنْۢ بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهٖ رَصَدًا ۙ

২৭। তাঁহার মনোনীত রাসূল ব্যতীত। সেই ক্ষেত্রে আল্লাহ্ রাসূলের অগ্রে এবং পশ্চাতে প্রহরী নিয়োজিত করেন,

٢٨-لِّيَعْلَمَ اَنْ قَدْ اَبْلَغُوْا رِسٰلٰتِ رَبِّهِمْ وَاَحَاطَ بِمَا لَدَيْهِمْ وَاَحْصٰى كُلَّ شَيْءٍ عَدَدًا ۚ
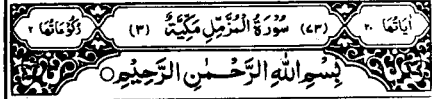
২৮। রাসূলগণ তাহাদের প্রতিপালকের বাণী পৌঁছাইয়া দিয়াছেন কি না জানিবার জন্য। রাসূলগণের নিকট যাহা আছে তাহা তাঁহার জ্ঞানগোচর এবং তিনি সমস্ত কিছুর বিস্তারিত হিসাব রাখেন।

৭৩-সূরা মুয্যাম্মিল

২০ আয়াত, ২ রুকূ', মক্কী

।। দয়াময়, পরম দয়ালু আল্লাহ্‌র নামে ।।

١-يٰٓاَيُّهَا الْمُزَّمِّلُ ۙ

১। হে বস্ত্রাবৃত![1762]

٢-قُمِ الَّيْلَ اِلَّا قَلِيْلًا ۙ

২। রাত্রি জাগরণ কর,[1763] কিছু অংশ ব্যতীত,

٣-نِّصْفَهٗٓ اَوِ انْقُصْ مِنْهُ قَلِيْلًا ۙ

৩। অর্ধ রাত্রি কিংবা তদপেক্ষা অল্প

٤-اَوْ زِدْ عَلَيْهِ وَرَتِّلِ الْقُرْاٰنَ تَرْتِيْلًا ۙ

৪। অথবা তদপেক্ষা বেশী। আর কুরআন আবৃত্তি কর ধীরে ধীরে ও সুস্পষ্টভাবে;

٥-اِنَّا سَنُلْقِيْ عَلَيْكَ قَوْلًا ثَقِيْلًا ○

৫। আমি তোমার প্রতি অবতীর্ণ করিতেছি গুরুভার বাণী।

১৭৬২। প্রথম যখন ওহী নাযিল হইয়াছিল তখন রাসূলুল্লাহ্ (সাঃ) এই অভিনব অভিজ্ঞতায় কিছুটা শংকিত হইয়াছিলেন এবং বাড়ী ফিরিয়া আসিয়া বলিয়াছিলেন, زملوني আমাকে বস্ত্র দ্বারা আবৃত কর। এই ঘটনার কিছু দিন পরেই অবতীর্ণ এই সূরাটিতে আল্লাহ্ তাঁহাকে مزمل বলিয়া সম্বোধন করেন। পরবর্তী সূরাতেও একই ধরনের সম্বোধন (مدثر বস্ত্রাচ্ছাদিত)-এর পুনরাবৃত্তি হইয়াছে।

১৭৬৩। 'ইবাদতের জন্য।

৬। অবশ্য দলনে[১৭৬৪] রাত্রিকালের উত্থান প্রবলতর এবং বাকস্ফুরণে সঠিক।

٦- اِنَّ نَاشِئَةَ الَّيْلِ هِيَ اَشَدُّ وَطْأً وَّاَقْوَمُ قِيْلًا ۝

৭। দিবাভাগে তোমার জন্য রহিয়াছে দীর্ঘ কর্মব্যস্ততা।

٧- اِنَّ لَكَ فِي النَّهَارِ سَبْحًا طَوِيْلًا ۝

৮। সুতরাং তুমি তোমার প্রতিপালকের নাম স্মরণ কর এবং একনিষ্ঠভাবে তাঁহাতে মগ্ন হও।

٨- وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ وَتَبَتَّلْ اِلَيْهِ تَبْتِيْلًا ۝

৯। তিনি পূর্ব ও পশ্চিমের অধিকর্তা, তিনি ব্যতীত কোন ইলাহ্ নাই; অতএব তাঁহাকেই গ্রহণ কর কর্মবিধায়করূপে।

٩- رَبُّ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ لَآ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ فَاتَّخِذْهُ وَكِيْلًا ۝

১০। লোকে যাহা বলে, তাহাতে তুমি ধৈর্য ধারণ কর এবং সৌজন্য সহকারে উহাদিগকে পরিহার করিয়া চল।

١٠- وَاصْبِرْ عَلٰى مَا يَقُوْلُوْنَ وَاهْجُرْهُمْ هَجْرًا جَمِيْلًا ۝

১১। ছাড়িয়া দাও আমাকে এবং বিলাস সামগ্রীর অধিকারী সত্য অস্বীকারকারীদিগকে; আর কিছু কালের জন্য উহাদিগকে অবকাশ দাও,

١١- وَذَرْنِيْ وَالْمُكَذِّبِيْنَ اُولِي النَّعْمَةِ وَمَهِّلْهُمْ قَلِيْلًا ۝

১২। আমার নিকট আছে শৃংখল ও প্রজ্বলিত অগ্নি,

١٢- اِنَّ لَدَيْنَآ اَنْكَالًا وَّجَحِيْمًا ۝

১৩। আর আছে এমন খাদ্য, যাহা গলায় আটকাইয়া যায় এবং মর্মন্তুদ শাস্তি।

١٣- وَّطَعَامًا ذَا غُصَّةٍ وَّعَذَابًا اَلِيْمًا ۝

১৪। সেই দিবসে পৃথিবী ও পর্বতমালা প্রকম্পিত হইবে এবং পর্বতসমূহ বহমান বালুকারাশিতে পরিণত হইবে।

١٤- يَوْمَ تَرْجُفُ الْاَرْضُ وَالْجِبَالُ وَكَانَتِ الْجِبَالُ كَثِيْبًا مَّهِيْلًا ۝

১৫। আমি তোমাদের নিকট পাঠাইয়াছি এক রাসূল তোমাদের জন্য সাক্ষীস্বরূপ যেমন রাসূল পাঠাইয়াছিলাম ফির'আওনের নিকট,

١٥- اِنَّآ اَرْسَلْنَآ اِلَيْكُمْ رَسُوْلًا ۥ شَاهِدًا عَلَيْكُمْ كَمَآ اَرْسَلْنَآ اِلٰى فِرْعَوْنَ رَسُوْلًا ۝

১৭৬৪। রাত্রিতে নিদ্রা হইতে 'ইবাদতের উদ্দেশ্যে জাগ্রত হওয়া বড় কঠিন। প্রবৃত্তিকে প্রদমিত করিয়াই তাহা সম্ভব। তখন যাহা কিছু বলা হয় বা আবৃত্তি করা হয়, তাহা হৃদয় হইতে উৎসারিত হয়। আর সেই সময় পূর্ণ মনোযোগের সহিত 'ইবাদত করা যায়।

১৬। কিন্তু ফির'আওন সেই রাসূলকে অমান্য করিয়াছিল, ফলে আমি তাহাকে কঠিন শাস্তি দিয়াছিলাম।

١٦- فَعَصٰى فِرْعَوْنُ الرَّسُوْلَ فَاَخَذْنٰهُ اَخْذًا وَّبِيْلًا ۝

১৭। অতএব যদি তোমরা কুফরী কর তবে কি করিয়া আত্মরক্ষা করিবে সেই দিন যেই দিনটি কিশোরকে পরিণত করিবে বৃদ্ধে,

١٧- فَكَيْفَ تَتَّقُوْنَ اِنْ كَفَرْتُمْ يَوْمًا يَّجْعَلُ الْوِلْدَانَ شِيْبًا ۝

১৮। যেই দিন আকাশ হইবে বিদীর্ণ। তাঁহার প্রতিশ্রুতি অবশ্যই বাস্তবায়িত হইবে।

١٨- السَّمَآءُ مُنْفَطِرٌۢ بِهٖ ؕ كَانَ وَعْدُهٗ مَفْعُوْلًا ۝

১৯। নিশ্চয় ইহা এক উপদেশ, অতএব যে চাহে সে তাহার প্রতিপালকের পথ অবলম্বন করুক!

١٩- اِنَّ هٰذِهٖ تَذْكِرَةٌ ۚ فَمَنْ شَآءَ اتَّخَذَ اِلٰى رَبِّهٖ سَبِيْلًا ۝ ع

[২]

২০। তোমার প্রতিপালক তো জানেন যে, তুমি জাগরণ কর কখনও রাত্রির প্রায় দুই-তৃতীয়াংশ, কখনও অর্ধাংশ এবং কখনও এক-তৃতীয়াংশ এবং জাগে তোমার সংগে যাহারা আছে তাহাদের একটি দলও এবং আল্লাহ্ই নির্ধারণ করেন দিবস ও রাত্রির পরিমাণ। তিনি জানেন যে, তোমরা ইহা পুরাপুরি পালন করিতে পারিবে না, অতএব আল্লাহ্ তোমাদের প্রতি ক্ষমাপরবশ হইয়াছেন। কাজেই কুরআনের যতটুকু আবৃত্তি করা তোমাদের জন্য সহজ, ততটুকু আবৃত্তি কর,[১৭৬৫] আল্লাহ্ জানেন যে, তোমাদের মধ্যে কেহ কেহ অসুস্থ হইয়া পড়িবে, কেহ কেহ আল্লাহ্র অনুগ্রহ সন্ধানে দেশভ্রমণ করিবে এবং কেহ কেহ আল্লাহ্র পথে সংগ্রামে লিপ্ত হইবে।

٢٠- اِنَّ رَبَّكَ يَعْلَمُ اَنَّكَ تَقُوْمُ اَدْنٰى مِنْ ثُلُثَيِ الَّيْلِ وَنِصْفَهٗ وَثُلُثَهٗ وَطَآئِفَةٌ مِّنَ الَّذِيْنَ مَعَكَ ؕ وَاللّٰهُ يُقَدِّرُ الَّيْلَ وَالنَّهَارَ ؕ عَلِمَ اَنْ لَّنْ تُحْصُوْهُ فَتَابَ عَلَيْكُمْ فَاقْرَءُوْا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْاٰنِ ؕ عَلِمَ اَنْ سَيَكُوْنُ مِنْكُمْ مَّرْضٰى ۙ وَاٰخَرُوْنَ يَضْرِبُوْنَ فِي الْاَرْضِ يَبْتَغُوْنَ مِنْ فَضْلِ اللّٰهِ ۙ وَاٰخَرُوْنَ يُقَاتِلُوْنَ فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ ۖ

১৭৬৫। রাসূলুল্লাহ্ (সাঃ) ও তাঁহার কিছু সাহাবী (রা) প্রায় সারারাত সালাত ও তিলাওয়াতে নিবিষ্ট থাকিতেন। ফলে তাঁহাদের পা ফুলিয়া যাইত। এই আয়াতে তাঁহাদিগকে যতটুকু সহজ ততটুকু 'ইবাদত করিতে বলা হইয়াছে।

فَاقْرَءُوْا مَا تَيَسَّرَ مِنْهُ وَاَقِيْمُوا الصَّلٰوةَ وَاٰتُوا الزَّكٰوةَ وَاَقْرِضُوا اللّٰهَ قَرْضًا حَسَنًا ۚ وَمَا تُقَدِّمُوْا لِاَنْفُسِكُمْ مِّنْ خَيْرٍ تَجِدُوْهُ عِنْدَ اللّٰهِ هُوَ خَيْرًا وَّاَعْظَمَ اَجْرًا ۚ وَاسْتَغْفِرُوا اللّٰهَ ۚ اِنَّ اللّٰهَ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ ۝

কাজেই তোমরা কুরআন হইতে যতটুকু সহজসাধ্য আবৃত্তি কর। অতএব সালাত কায়েম কর, যাকাত প্রদান কর এবং আল্লাহ্‌কে দাও উত্তম ঋণ। তোমরা তোমাদের নিজেদের মঙ্গলের জন্য ভাল যাহা কিছু অগ্রিম প্রেরণ করিবে তোমরা তাহা পাইবে আল্লাহ্‌র নিকট। উহা উৎকৃষ্টতর এবং পুরস্কার হিসাবে মহত্তর। আর তোমরা ক্ষমা প্রার্থনা কর আল্লাহ্‌র নিকট; নিশ্চয়ই আল্লাহ্ ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।

৭৪-সূরা মুদ্দাছ্ছির

৫৬ আয়াত, ২ রুকূ', মক্কী

।। দয়াময়, পরম দয়ালু আল্লাহ্‌র নামে ।।

١- يٰۤاَيُّهَا الْمُدَّثِّرُ ۝

১। হে বস্ত্রাচ্ছাদিত![১৭৬৬]

٢- قُمْ فَاَنْذِرْ ۝

২। উঠ, আর সতর্ক কর,

٣- وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ ۝

৩। এবং তোমার প্রতিপালকের শ্রেষ্ঠত্ব ঘোষণা কর।

٤- وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ ۝

৪। তোমার পরিচ্ছদ পবিত্র রাখ,

٥- وَالرُّجْزَ فَاهْجُرْ ۝

৫। পৌত্তলিকতা[১৭৬৭] পরিহার করিয়া চল,

٦- وَلَا تَمْنُنْ تَسْتَكْثِرُ ۝

৬। অধিক পাওয়ার প্রত্যাশায় দান করিও না।
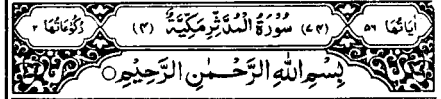
১৭৬৬। দ্র. ৭৩ ঃ ১ আয়াত ও উহার টীকা।
১৭৬৭। رجز -পৌত্তলিকতা, শির্‌ক, অপবিত্রতা। শির্‌ক নিকৃষ্ট অপবিত্রতা।

৭। এবং তোমার প্রতিপালকের উদ্দেশ্যে ধৈর্য ধারণ কর। | ٧- وَلِرَبِّكَ فَاصْبِرْ ۝

৮। যেদিন শিংগায় ফুৎকার দেওয়া হইবে | ٨- فَإِذَا نُقِرَ فِي النَّاقُورِ ۝

৯। সেই দিন হইবে এক সংকটের দিন— | ٩- فَذٰلِكَ يَوْمَئِذٍ يَّوْمٌ عَسِيرٌ ۝

১০। যাহা কাফিরদের জন্য সহজ নহে। | ١٠- عَلَى الْكٰفِرِينَ غَيْرُ يَسِيرٍ ۝

১১। ছাড়িয়া দাও আমাকে এবং[১৭৬৮] যাহাকে আমি সৃষ্টি করিয়াছি একাকী। | ١١- ذَرْنِي وَمَنْ خَلَقْتُ وَحِيدًا ۝

১২। আমি তাহাকে দিয়াছি বিপুল ধন-সম্পদ | ١٢- وَّجَعَلْتُ لَهٗ مَالًا مَّمْدُودًا ۝

১৩। এবং নিত্য সঙ্গী পুত্রগণ, | ١٣- وَّبَنِينَ شُهُودًا ۝

১৪। এবং তাহাকে দিয়াছি স্বচ্ছন্দ জীবনের প্রচুর উপকরণ— | ١٤- وَّمَهَّدْتُّ لَهٗ تَمْهِيدًا ۝

১৫। ইহার পরও সে কামনা করে যে, আমি তাহাকে আরও অধিক দেই। | ١٥- ثُمَّ يَطْمَعُ أَنْ أَزِيدَ ۝

১৬। না, তাহা হইবে না, সে তো আমার নিদর্শনসমূহের উদ্ধত বিরুদ্ধাচারী। | ١٦- كَلَّا ۖ إِنَّهٗ كَانَ لِاٰيٰتِنَا عَنِيدًا ۝

১৭। আমি অচিরেই তাহাকে চড়াইব শাস্তির পাহাড়ে।[১৭৬৯] | ١٧- سَأُرْهِقُهٗ صَعُودًا ۝

১৮। সে তো চিন্তা করিল এবং সিদ্ধান্ত করিল। | ١٨- إِنَّهٗ فَكَّرَ وَقَدَّرَ ۝

১৯। অভিশপ্ত হউক সে! কেমন করিয়া সে এই সিদ্ধান্ত করিল! | ١٩- فَقُتِلَ كَيْفَ قَدَّرَ ۝

২০। আরও অভিশপ্ত হউক সে! কেমন করিয়া সে এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইল! | ٢٠- ثُمَّ قُتِلَ كَيْفَ قَدَّرَ ۝

১৭৬৮। এই রুকূ',-এর ১১ আয়াত হইতে পরবর্তী আয়াতগুলি কুরায়শ সরদার ওলীদ ইব্‌ন মুগীরা সম্পর্কে অবতীর্ণ হইয়াছে বলিয়া রিওয়ায়াতে আছে। তবে এই চরিত্রের সকল মানুষের প্রতিই এইগুলি প্রযোজ্য। দ্র. ৬৮ ঃ ১০-১৫ আয়াতসমূহ।

১৭৬৯। 'ছা'উদ' জাহান্নামের একটি পাহাড়, যেখানে শাস্তিপ্রাপ্তকে চড়িতে বাধ্য করা হইবে।

২১। সে আবার চাহিয়া দেখিল। | ٢١- ثُمَّ نَظَرَ ۝

২২। অতঃপর সে ভ্রূকুঞ্চিত করিল ও মুখ বিকৃত করিল। | ٢٢- ثُمَّ عَبَسَ وَبَسَرَ ۝

২৩। অতঃপর সে পিছন ফিরিল এবং দম্ভ প্রকাশ করিল। | ٢٣- ثُمَّ اَدْبَرَ وَاسْتَكْبَرَ ۝

২৪। এবং ঘোষণা করিল, 'ইহা তো লোক পরম্পরায় প্রাপ্ত জাদু ভিন্ন আর কিছু নহে, | ٢٤- فَقَالَ اِنْ هٰذَآ اِلَّا سِحْرٌ يُّؤْثَرُ ۝

২৫। 'ইহা তো মানুষেরই কথা।' | ٢٥- اِنْ هٰذَآ اِلَّا قَوْلُ الْبَشَرِ ۝

২৬। আমি তাহাকে নিক্ষেপ করিব সাকার-এ, | ٢٦- سَاُصْلِيْهِ سَقَرَ ۝

২৭। তুমি কি জান সাকার কী? | ٢٧- وَمَآ اَدْرٰىكَ مَا سَقَرُ ۝

২৮। উহা উহাদিগকে জীবিতাবস্থায় রাখিবে না এবং মৃত অবস্থায়ও ছাড়িয়া দিবে না। | ٢٨- لَا تُبْقِيْ وَلَا تَذَرُ ۝

২৯। ইহা তো গাত্রচর্ম দগ্ধ করিবে, | ٢٩- لَوَّاحَةٌ لِّلْبَشَرِ ۝

৩০। সাকার-এর তত্ত্বাবধানে রহিয়াছে উনিশজন প্রহরী। | ٣٠- عَلَيْهَا تِسْعَةَ عَشَرَ ۝

৩১। আমি ফিরিশ্‌তাদিগকে করিয়াছি জাহান্নামের প্রহরী;১৭৭০ কাফিরদের পরীক্ষাস্বরূপই আমি উহাদের এই সংখ্যা উল্লেখ করিয়াছি যাহাতে কিতাবীদের দৃঢ় প্রত্যয় জন্মে, বিশ্বাসীদের বিশ্বাস বর্ধিত হয় এবং বিশ্বাসীরা ও কিতাবীগণ সন্দেহ পোষণ না করে। ইহার ফলে, যাহাদের অন্তরে ব্যাধি আছে তাহারা ও কাফিররা বলিবে, 'আল্লাহ্ এই অভিনব উক্তি দ্বারা কি বুঝাইতে চাহিয়াছেন?' এইভাবে

٣١- وَمَا جَعَلْنَآ اَصْحٰبَ النَّارِ اِلَّا مَلٰٓئِكَةً ۙ وَّمَا جَعَلْنَا عِدَّتَهُمْ اِلَّا فِتْنَةً لِّلَّذِيْنَ كَفَرُوْا ۙ لِيَسْتَيْقِنَ الَّذِيْنَ اُوْتُوا الْكِتٰبَ وَيَزْدَادَ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْٓا اِيْمَانًا وَّلَا يَرْتَابَ الَّذِيْنَ اُوْتُوا الْكِتٰبَ وَالْمُؤْمِنُوْنَ ۙ وَلِيَقُوْلَ الَّذِيْنَ فِيْ قُلُوْبِهِمْ مَّرَضٌ وَّالْكٰفِرُوْنَ مَاذَآ اَرَادَ اللّٰهُ بِهٰذَا مَثَلًا ۭ

১৭৭০ صاحب-এর বহুবচন اصحاب -অর্থ সংগী, সহচর, এখানে প্রহরী অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে।

Contents

كَذٰلِكَ يُضِلُّ اللّٰهُ مَنْ يَّشَآءُ وَيَهْدِيْ مَنْ يَّشَآءُ ۭ وَمَا يَعْلَمُ جُنُوْدَ رَبِّكَ اِلَّا هُوَ ۭ وَمَا هِيَ اِلَّا ذِكْرٰى لِلْبَشَرِ ۝

আল্লাহ্ যাহাকে ইচ্ছা পথভ্রষ্ট করেন এবং যাহাকে ইচ্ছা পথনির্দেশ করেন। তোমার প্রতিপালকের বাহিনী সম্পর্কে একমাত্র তিনিই জানেন। জাহান্নামের এই বর্ণনা তো মানুষের জন্য সাবধান বাণী।

[২]

٣٢- كَلَّا وَالْقَمَرِ ۝

৩২। কখনই না,[১৭৭১] চন্দ্রের শপথ,

٣٣- وَالَّيْلِ اِذْ اَدْبَرَ ۝

৩৩। শপথ রাত্রির, যখন উহার অবসান ঘটে,

٣٤- وَالصُّبْحِ اِذَآ اَسْفَرَ ۝

৩৪। শপথ প্রভাতকালের, যখন উহা হয় আলোকোজ্জ্বল—

٣٥- اِنَّهَا لَاِحْدَى الْكُبَرِ ۝

৩৫। এই জাহান্নাম ভয়াবহ বিপদসমূহের অন্যতম,

٣٦- نَذِيْرًا لِّلْبَشَرِ ۝

৩৬। মানুষের জন্য সতর্ককারী—

٣٧- لِمَنْ شَآءَ مِنْكُمْ اَنْ يَّتَقَدَّمَ اَوْ يَتَاَخَّرَ ۝

৩৭। তোমাদের মধ্যে যে অগ্রসর হইতে চাহে কিংবা যে পিছাইয়া পড়িতে চাহে তাহার জন্য।

٣٨- كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ رَهِيْنَةٌ ۝

৩৮। প্রত্যেক ব্যক্তি নিজ কৃতকর্মের দায়ে আবদ্ধ,

٣٩- اِلَّآ اَصْحٰبَ الْيَمِيْنِ ۝

৩৯। তবে দক্ষিণ পার্শ্বস্থ ব্যক্তিগণ নহে,

٤٠- فِيْ جَنّٰتٍ ۛ يَتَسَآءَلُوْنَ ۝

৪০। তাহারা থাকিবে উদ্যানে এবং তাহারা জিজ্ঞাসাবাদ করিবে—

٤١- عَنِ الْمُجْرِمِيْنَ ۝

৪১। অপরাধীদের সম্পর্কে,

٤٢- مَا سَلَكَكُمْ فِيْ سَقَرَ ۝

৪২। 'তোমাদিগকে কিসে সাকার-এ নিক্ষেপ করিয়াছে?'

১৭৭১। অর্থাৎ উহারা ইহাতে কর্ণপাত করিবে না।

٤٣- قَالُوْا لَمْ نَكُ مِنَ الْمُصَلِّيْنَ ۙ

৪৩। উহারা বলিবে, 'আমরা মুসল্লীদের অন্তর্ভুক্ত ছিলাম না,

٤٤- وَلَمْ نَكُ نُطْعِمُ الْمِسْكِيْنَ ۙ

৪৪। 'আমরা অভাবগ্রস্তকে আহার্য দান করিতাম না,

٤٥- وَكُنَّا نَخُوْضُ مَعَ الْخَآئِضِيْنَ ۙ

৪৫। এবং আমরা বিভ্রান্ত আলোচনাকারীদের সহিত বিভ্রান্তিমূলক আলোচনায় নিমগ্ন থাকিতাম।

٤٦- وَكُنَّا نُكَذِّبُ بِيَوْمِ الدِّيْنِ ۙ

৪৬। 'আমরা কর্মফল দিবস অস্বীকার করিতাম,

٤٧- حَتّٰىٓ اَتٰىنَا الْيَقِيْنُ ؕ

৪৭। 'আমাদের নিকট মৃত্যুর আগমন পর্যন্ত।'

٤٨- فَمَا تَنْفَعُهُمْ شَفَاعَةُ الشّٰفِعِيْنَ ؕ

৪৮। ফলে সুপারিশকারীদের সুপারিশ উহাদের কোন কাজে আসিবে না।

٤٩- فَمَا لَهُمْ عَنِ التَّذْكِرَةِ مُعْرِضِيْنَ ۙ

৪৯। উহাদের কী হইয়াছে যে, উহারা মুখ ফিরাইয়া লয় উপদেশ হইতে?

٥٠- كَاَنَّهُمْ حُمُرٌ مُّسْتَنْفِرَةٌ ۙ

৫০। উহারা যেন ভীত-ত্রস্ত গর্দভ—

٥١- فَرَّتْ مِنْ قَسْوَرَةٍ ؕ

৫১। যাহা সিংহের সম্মুখ হইতে পলায়নপর।

٥٢- بَلْ يُرِيْدُ كُلُّ امْرِئٍ مِّنْهُمْ اَنْ يُّؤْتٰى صُحُفًا مُّنَشَّرَةً ۙ

৫২। বস্তুত উহাদের প্রত্যেকেই কামনা করে যে, তাহাকে একটি উন্মুক্ত গ্রন্থ দেওয়া হউক।

٥٣- كَلَّا ؕ بَلْ لَّا يَخَافُوْنَ الْاٰخِرَةَ ؕ

৫৩। না, ইহা হইবার নহে; বরং উহারা তো আখিরাতের ভয় পোষণ করে না।

٥٤- كَلَّآ اِنَّهٗ تَذْكِرَةٌ ۚ

৫৪। না, ইহা হইবার নহে, কুরআনই সকলের জন্য উপদেশবাণী।

٥٥- فَمَنْ شَآءَ ذَكَرَهٗ ؕ

৫৫। অতএব যাহার ইচ্ছা সে ইহা হইতে উপদেশ গ্রহণ করুক।

৫৬। আল্লাহ্‌র ইচ্ছা ব্যতিরেকে কেহ উপদেশ গ্রহণ করিবে না, একমাত্র তিনিই ভয়ের যোগ্য এবং তিনিই ক্ষমা করিবার অধিকারী।

٥٦-وَمَا يَذْكُرُوْنَ اِلَّآ اَنْ يَّشَآءَ اللّٰهُ ۚ هُوَ اَهْلُ التَّقْوٰى وَاَهْلُ الْمَغْفِرَةِ ۝

৭৫-সূরা কিয়ামাহ

৪০ আয়াত, ২ রুকূ', মক্কী

।। দয়াময়, পরম দয়ালু আল্লাহ্‌র নামে ।।

১। আমি শপথ করিতেছি[১৭৭২] কিয়ামত দিবসের,

١-لَآ اُقْسِمُ بِيَوْمِ الْقِيٰمَةِ ۝

২। আরও শপথ করিতেছি তিরস্কারকারী আত্মার।[১৭৭৩]

٢-وَلَآ اُقْسِمُ بِالنَّفْسِ اللَّوَّامَةِ ۝

৩। মানুষ কি মনে করে যে, আমি তাহার অস্থিসমূহ একত্র করিতে পারিব না?

٣-اَيَحْسَبُ الْاِنْسَانُ اَلَّنْ نَّجْمَعَ عِظَامَهٗ ۝

৪। বস্তুত আমি উহার অঙ্গুলীর অগ্রভাগ পর্যন্ত পুনর্বিন্যস্ত করিতে সক্ষম।

٤-بَلٰى قٰدِرِيْنَ عَلٰٓى اَنْ نُّسَوِّيَ بَنَانَهٗ ۝

৫। তবুও মানুষ তাহার ভবিষ্যতেও পাপাচার করিতে চাহে।

٥-بَلْ يُرِيْدُ الْاِنْسَانُ لِيَفْجُرَ اَمَامَهٗ ۝

৬। সে প্রশ্ন করে, 'কখন কিয়ামত দিবস আসিবে?'

٦-يَسْـَٔلُ اَيَّانَ يَوْمُ الْقِيٰمَةِ ۝

৭। যখন চক্ষু স্থির হইয়া যাইবে,

٧-فَاِذَا بَرِقَ الْبَصَرُ ۝

১৭৭২। দ্র. ৫৬ ঃ ৭৫ আয়াত ও উহার টীকা।
১৭৭৩। 'তোমরা পুনরুত্থিত হইবে' এই ধরনের একটি কথা কসমের জবাব হিসাবে এখানে উহ্য ধরা হয়।

৮। এবং চন্দ্র হইয়া পড়িবে জ্যোতিহীন,	٨- وَخَسَفَ الْقَمَرُ ۙ
৯। যখন সূর্য ও চন্দ্রকে একত্র করা হইবে—	٩- وَجُمِعَ الشَّمْسُ وَالْقَمَرُ ۙ
১০। সেদিন— মানুষ বলিবে, 'আজ পালাইবার স্থান কোথায়?'	١٠- يَقُوْلُ الْاِنْسَانُ يَوْمَئِذٍ اَيْنَ الْمَفَرُّ ۚ
১১। না, কোন আশ্রয়স্থল নাই।	١١- كَلَّا لَا وَزَرَ ۙ
১২। সেদিন ঠাঁই হইবে তোমার প্রতিপালকেরই নিকট।	١٢- اِلٰى رَبِّكَ يَوْمَئِذِ ۣالْمُسْتَقَرُّ ۙ
১৩। সেদিন মানুষকে অবহিত করা হইবে সে কী অগ্রে পাঠাইয়াছে ও কী পশ্চাতে রাখিয়া গিয়াছে।	١٣- يُنَبَّؤُا الْاِنْسَانُ يَوْمَئِذٍۢ بِمَا قَدَّمَ وَاَخَّرَ ۙ
১৪। বস্তুত মানুষ নিজের সম্বন্ধে সম্যক অবগত,	١٤- بَلِ الْاِنْسَانُ عَلٰى نَفْسِهٖ بَصِيْرَةٌ ۙ
১৫। যদিও সে নানা অজুহাতের অবতারণা করে।	١٥- وَّلَوْ اَلْقٰى مَعَاذِيْرَهٗ ۙ
১৬। তাড়াতাড়ি ওহী আয়ত্ত করিবার জন্য তুমি তোমার জিহ্বা উহার সহিত সঞ্চালন করিও না।[১৭৭৪]	١٦- لَا تُحَرِّكْ بِهٖ لِسَانَكَ لِتَعْجَلَ بِهٖ ۙ
১৭। ইহা সংরক্ষণ ও পাঠ করাইবার দায়িত্ব আমারই।	١٧- اِنَّ عَلَيْنَا جَمْعَهٗ وَقُرْاٰنَهٗ ۚۖ
১৮। সুতরাং যখন আমি উহা পাঠ করি তুমি সেই পাঠের অনুসরণ কর,	١٨- فَاِذَا قَرَاْنٰهُ فَاتَّبِعْ قُرْاٰنَهٗ ۚ
১৯। অতঃপর ইহার বিশদ ব্যাখ্যার দায়িত্ব আমারই।	١٩- ثُمَّ اِنَّ عَلَيْنَا بَيَانَهٗ ۙ

১৭৭৪। প্রথম প্রথম ওহী নাযিল হওয়ার সময় জিবরাঈল (আ) কুরআনের আয়াত আবৃত্তি করিতে থাকিলে রাসূলুল্লাহ্ (সাঃ) সংগে সংগে আবৃত্তি করিতেন, যাহাতে উহা ভুলিয়া না যান। ইহাতে তাঁহার বিশেষ কষ্ট হইত। তাঁহাকে মনোযোগ সহকারে শুনিয়া যাইতে বলা হইয়াছে। সংরক্ষণের দায়িত্ব আল্লাহ্ স্বয়ং গ্রহণ করিয়াছেন।

٢٠- كَلَّا بَلْ تُحِبُّوْنَ الْعَاجِلَةَ ۝

২০। না, তোমরা প্রকৃতপক্ষে পার্থিব জীবনকে ভালবাস;[১৭৭৫]

٢١- وَتَذَرُوْنَ الْاٰخِرَةَ ۝

২১। এবং আখিরাতকে উপেক্ষা কর।

٢٢ وُجُوْهٌ يَّوْمَئِذٍ نَّاضِرَةٌ ۝

২২। সেদিন কোন কোন মুখমণ্ডল উজ্জ্বল হইবে,

٢٣- اِلٰى رَبِّهَا نَاظِرَةٌ ۝

২৩। তাহারা তাহাদের প্রতিপালকের দিকে তাকাইয়া থাকিবে।

٢٤- وَ وُجُوْهٌ يَّوْمَئِذٍ بَاسِرَةٌ ۝

২৪। কোন কোন মুখমণ্ডল হইয়া পড়িবে বিবর্ণ,

٢٥- تَظُنُّ اَنْ يُّفْعَلَ بِهَا فَاقِرَةٌ ۝

২৫। আশংকা করিবে যে, এক ধ্বংসকারী বিপর্যয় তাহাদের উপর আপতিত হইবে।

٢٦- كَلَّآ اِذَا بَلَغَتِ التَّرَاقِيَ ۝

২৬। কখনো নয়,[১৭৭৬] যখন প্রাণ কণ্ঠাগত হইবে,

٢٧- وَقِيْلَ مَنْ ۜ رَاقٍ ۝

২৭। এবং বলা হইবে, 'কে তাহাকে রক্ষা করিবে?'[১৭৭৭]

٢٨- وَّظَنَّ اَنَّهُ الْفِرَاقُ ۝

২৮। তখন তাহার প্রত্যয় হইবে যে, ইহা বিদায়ক্ষণ।

٢٩- وَالْتَفَّتِ السَّاقُ بِالسَّاقِ ۝

২৯। এবং পায়ের সংগে পা জড়াইয়া যাইবে।

٣٠- اِلٰى رَبِّكَ يَوْمَئِذِ الْمَسَاقُ ۝ ع

৩০। সেই দিন তোমার প্রভুর নিকট সমস্ত কিছু প্রত্যানীত হইবে।

[২]

٣١- فَلَا صَدَّقَ وَلَا صَلّٰى ۝

৩১। সে বিশ্বাস করে নাই এবং সালাত আদায় করে নাই।[১৭৭৮]

১৭৭৫। ইহা পূর্ববর্তী ১৫ আয়াতের সংগে সম্পর্কিত।
১৭৭৬। ইহা আয়াত নং ২০ ও ২১-এর সাথে সম্পর্কিত।
১৭৭৭। رقى -ঝাড়ফুঁক করা, ঝাড়ফুঁক দ্বারা অসুখ-বিসুখ ও বিপদ-আপদ হইতে রক্ষা করা। এখানে শাস্তি হইতে রক্ষা করা অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে।
১৭৭৮। 'সে' অর্থ আবূ জাহল।

Contents

৩২। বরং সে সত্য প্রত্যাখ্যান করিয়াছিল ও মুখ ফিরাইয়া লইয়াছিল।

٣٢- وَلٰكِنْ كَذَّبَ وَتَوَلّٰى ۙ

৩৩। অতঃপর সে তাহার পরিবার-পরিজনের নিকট ফিরিয়া গিয়াছিল দম্ভভরে,

٣٣- ثُمَّ ذَهَبَ اِلٰٓى اَهْلِهٖ يَتَمَطّٰى ؕ

৩৪। দুর্ভোগ তোমার জন্য, দুর্ভোগ![১৭৭৯]

٣٤- اَوْلٰى لَكَ فَاَوْلٰى ۙ

৩৫। আবার দুর্ভোগ তোমার জন্য, দুর্ভোগ!

٣٥- ثُمَّ اَوْلٰى لَكَ فَاَوْلٰى ؕ

৩৬। মানুষ কি মনে করে যে, তাহাকে নিরর্থক ছাড়িয়া দেওয়া হইবে?[১৭৮০]

٣٦- اَيَحْسَبُ الْاِنْسَانُ اَنْ يُّتْرَكَ سُدًى ؕ

৩৭। সে কি স্খলিত শুক্রবিন্দু ছিল না?

٣٧- اَلَمْ يَكُ نُطْفَةً مِّنْ مَّنِيٍّ يُّمْنٰى ۙ

৩৮। অতঃপর সে 'আলাকায়[১৭৮১] পরিণত হয়। তারপর আল্লাহ্ তাহাকে আকৃতি দান করেন ও সুঠাম করেন।

٣٨- ثُمَّ كَانَ عَلَقَةً فَخَلَقَ فَسَوّٰى ۙ

৩৯। অতঃপর তিনি তাহা হইতে সৃষ্টি করেন যুগল—নর ও নারী।

٣٩- فَجَعَلَ مِنْهُ الزَّوْجَيْنِ الذَّكَرَ وَالْاُنْثٰى ؕ

৪০। তবুও কি সেই স্রষ্টা মৃতকে পুনর্জীবিত করিতে সক্ষম নহে?

٤٠- اَلَيْسَ ذٰلِكَ بِقٰدِرٍ عَلٰٓى اَنْ يُّحْـِۧىَ الْمَوْتٰى ؕ ع

১৭৭৯। আবূ জাহ্ল।
১৭৮০। দ্র. ২৩ ঃ ১১৫ আয়াত।
১৭৮১। দ্র. ২২ ঃ ৫ আয়াত ও উহার টীকা এবং ২৩ ঃ ১৪ ও ৯৬ ঃ ২ আয়াতদ্বয়।

৭৬-সূরা দাহ্‌র বা ইন্‌সান

৩১ আয়াত, ২ রুকূ', মাদানী

।। দয়াময়, পরম দয়ালু আল্লাহ্‌র নামে ।।

১। কালপ্রবাহে মানুষের উপর তো এমন এক সময় আসিয়াছিল যখন সে উল্লেখযোগ্য কিছু ছিল না।

١-هَلْ أَتٰى عَلَى الْإِنْسَانِ حِيْنٌ مِّنَ الدَّهْرِ لَمْ يَكُنْ شَيْئًا مَّذْكُوْرًا ○

২। আমি তো মানুষকে সৃষ্টি করিয়াছি মিলিত শুক্রবিন্দু হইতে, তাহাকে পরীক্ষা করিবার জন্য; এইজন্য আমি তাহাকে করিয়াছি শ্রবণ ও দৃষ্টিশক্তি সম্পন্ন।

٢-إِنَّا خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ مِنْ نُّطْفَةٍ أَمْشَاجٍ ۖ نَّبْتَلِيْهِ فَجَعَلْنٰهُ سَمِيْعًا بَصِيْرًا ○

৩। আমি তাহাকে পথের নির্দেশ দিয়াছি, হয় সে কৃতজ্ঞ হইবে, না হয় সে অকৃতজ্ঞ হইবে।

٣-إِنَّا هَدَيْنٰهُ السَّبِيْلَ إِمَّا شَاكِرًا وَّإِمَّا كَفُوْرًا ○

৪। আমি অকৃতজ্ঞদের জন্য প্রস্তুত রাখিয়াছি শৃংখল, বেড়ি ও লেলিহান অগ্নি।

٤-إِنَّا أَعْتَدْنَا لِلْكٰفِرِيْنَ سَلٰسِلَا۟ وَأَغْلٰلًا وَّسَعِيْرًا ○

৫। সৎকর্মশীলেরা পান করিবে এমন পানীয় যাহার মিশ্রণ কাফূর—

٥-إِنَّ الْأَبْرَارَ يَشْرَبُوْنَ مِنْ كَأْسٍ كَانَ مِزَاجُهَا كَافُوْرًا ۚ○

৬। এমন একটি প্রস্রবণ যাহা হইতে আল্লাহ্‌র বান্দাগণ পান করিবে, তাহারা এই প্রস্রবণকে যথা ইচ্ছা প্রবাহিত করিবে।

٦-عَيْنًا يَّشْرَبُ بِهَا عِبَادُ اللّٰهِ يُفَجِّرُوْنَهَا تَفْجِيْرًا ○

৭। তাহারা কর্তব্য[১৭৮২] পালন করে এবং সেই দিনের ভয় করে, যেই দিনের বিপত্তি হইবে ব্যাপক।

٧-يُوْفُوْنَ بِالنَّذْرِ وَيَخَافُوْنَ يَوْمًا كَانَ شَرُّهٗ مُسْتَطِيْرًا ○

১৭৮২। نذر মানত। মানত করিলে তাহা পূর্ণ করা ওয়াজিব, যাহা ওয়াজিব তাহাই কর্তব্য। এই বিবেচনায় এখানে نذر অর্থ কর্তব্য করা হইয়াছে।

٨- وَيُطْعِمُوْنَ الطَّعَامَ عَلٰى حُبِّهٖ مِسْكِيْنًا وَّيَتِيْمًا وَّاَسِيْرًا ○

৮। আহার্যের প্রতি আসক্তি সত্ত্বেও তাহারা অভাবগ্রস্ত, ইয়াতীম ও বন্দীকে আহার্য দান করে,

٩- اِنَّمَا نُطْعِمُكُمْ لِوَجْهِ اللّٰهِ لَا نُرِيْدُ مِنْكُمْ جَزَآءً وَّلَا شُكُوْرًا ○

৯। এবং বলে,[১৭৮৩] 'কেবল আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশ্যে আমরা তোমাদিগকে আহার্য দান করি, আমরা তোমাদের নিকট হইতে প্রতিদান চাহি না, কৃতজ্ঞতাও নহে।

١٠- اِنَّا نَخَافُ مِنْ رَّبِّنَا يَوْمًا عَبُوْسًا قَمْطَرِيْرًا ○

১০। 'আমরা আশংকা করি আমাদের প্রতিপালকের নিকট হইতে এক ভীতিপ্রদ ভয়ংকর দিনের।'

١١- فَوَقٰهُمُ اللّٰهُ شَرَّ ذٰلِكَ الْيَوْمِ وَلَقّٰهُمْ نَضْرَةً وَّسُرُوْرًا ○

১১। পরিণামে আল্লাহ্ তাহাদিগকে রক্ষা করিবেন সেই দিবসের অনিষ্ট হইতে এবং তাহাদিগকে দিবেন উৎফুল্লতা ও আনন্দ,

١٢- وَجَزٰهُمْ بِمَا صَبَرُوْا جَنَّةً وَّحَرِيْرًا ○

১২। আর তাহাদের ধৈর্যশীলতার পুরস্কারস্বরূপ তাহাদিগকে দিবেন উদ্যান ও রেশমী বস্ত্র।

١٣- مُّتَّكِـِٕيْنَ فِيْهَا عَلَى الْاَرَآئِكِ لَا يَرَوْنَ فِيْهَا شَمْسًا وَّلَا زَمْهَرِيْرًا ○

১৩। সেথায় তাহারা সমাসীন হইবে সুসজ্জিত আসনে, তাহারা সেখানে অতিশয় গরম অথবা অতিশয় শীত বোধ করিবে না।

١٤- وَدَانِيَةً عَلَيْهِمْ ظِلٰلُهَا وَذُلِّلَتْ قُطُوْفُهَا تَذْلِيْلًا ○

১৪। সন্নিহিত বৃক্ষছায়া তাহাদের উপর থাকিবে এবং উহার ফলমূল সম্পূর্ণরূপে তাহাদের আয়ত্তাধীন করা হইবে।

١٥- وَيُطَافُ عَلَيْهِمْ بِاٰنِيَةٍ مِّنْ فِضَّةٍ وَّاَكْوَابٍ كَانَتْ قَوَارِيْرَا ○

১৫। তাহাদিগকে পরিবেশন করা হইবে রৌপ্যপাত্রে এবং স্ফটিকের মত স্বচ্ছ পানপাত্রে—

১৭৮৩। 'এবং বলে' কথাটি এখানে উহ্য আছে।

١٦- قَوَارِيرَا۟ مِن فِضَّةٍ قَدَّرُوهَا تَقْدِيرًا ○

১৬। রজতশুভ্র **স্ফটিক** পাত্রে, পরিবেশন-কারীরা যথাযথ পরিমাণে উহা পূর্ণ করিবে।

١٧- وَيُسْقَوْنَ فِيهَا كَأْسًا كَانَ مِزَاجُهَا زَنجَبِيلًا ○

১৭। সেথায় তাহাদিগকে পান করিতে দেওয়া হইবে যান্‌জাবীল[১৭৮৪] মিশ্রিত পানীয়,

١٨- عَيْنًا فِيهَا تُسَمَّىٰ سَلْسَبِيلًا ○

১৮। জান্নাতের এমন এক প্রস্রবণের যাহার নাম সালসাবীল।

١٩- وَيَطُوفُ عَلَيْهِمْ وِلْدَانٌ مُّخَلَّدُونَ إِذَا رَأَيْتَهُمْ حَسِبْتَهُمْ لُؤْلُؤًا مَّنثُورًا ○

১৯। তাহাদিগকে পরিবেশন করিবে চিরকিশোরগণ, যখন তুমি উহাদিগকে দেখিবে তখন মনে করিবে উহারা যেন বিক্ষিপ্ত মুক্তা,

٢٠- وَإِذَا رَأَيْتَ ثَمَّ رَأَيْتَ نَعِيمًا وَمُلْكًا كَبِيرًا ○

২০। তুমি যখন সেথায় দেখিবে, দেখিতে পাইবে ভোগ-বিলাসের উপকরণ এবং বিশাল রাজ্য।

٢١- عَالِيَهُمْ ثِيَابُ سُندُسٍ خُضْرٌ وَإِسْتَبْرَقٌ وَحُلُّوٓا أَسَاوِرَ مِن فِضَّةٍ وَسَقَاهُمْ رَبُّهُمْ شَرَابًا طَهُورًا ○

২১। তাহাদের আবরণ হইবে সূক্ষ্ম সবুজ রেশম ও স্থূল রেশম, তাহারা অলংকৃত হইবে রৌপ্য নির্মিত কংকনে, আর তাহাদের প্রতিপালক তাহাদিগকে পান করাইবেন বিশুদ্ধ পানীয়।

٢٢- إِنَّ هَٰذَا كَانَ لَكُمْ جَزَآءً وَكَانَ سَعْيُكُم مَّشْكُورًا ○

২২। অবশ্য, ইহাই তোমাদের পুরস্কার এবং তোমাদের কর্মপ্রচেষ্টা স্বীকৃত।

[২]

٢٣- إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْقُرْآنَ تَنزِيلًا ○

২৩। আমি তোমার প্রতি কুরআন অবতীর্ণ করিয়াছি ক্রমে ক্রমে।

٢٤- فَاصْبِرْ لِحُكْمِ رَبِّكَ وَلَا تُطِعْ مِنْهُمْ آثِمًا أَوْ كَفُورًا ○

২৪। সুতরাং ধৈর্যের সহিত তুমি তোমার প্রতিপালকের নির্দেশের প্রতীক্ষা কর এবং উহাদের মধ্যে যে পাপিষ্ঠ অথবা কাফির তাহার আনুগত্য করিও না।

১৭৮৪। زنجبيل আদ্রক।

Contents

٢٥- وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ بُكْرَةً وَّاَصِيْلًا ۝

২৫। এবং তোমার প্রতিপালকের নাম স্মরণ কর সকালে ও সন্ধ্যায়,

٢٦- وَمِنَ الَّيْلِ فَاسْجُدْ لَهٗ وَسَبِّحْهُ لَيْلًا طَوِيْلًا ۝

২৬। এবং রাত্রির কিয়দংশে তাঁহার প্রতি সিজ্‌দাবনত হও[১৭৮৫] আর রাত্রির দীর্ঘ সময় তাঁহার পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা কর।

٢٧- اِنَّ هٰٓؤُلَآءِ يُحِبُّوْنَ الْعَاجِلَةَ وَيَذَرُوْنَ وَرَآءَهُمْ يَوْمًا ثَقِيْلًا ۝

২৭। উহারা[১৭৮৬] ভালবাসে পার্থিব জীবনকে এবং উহারা পরবর্তী কঠিন দিবসকে উপেক্ষা করিয়া চলে।

٢٨- نَحْنُ خَلَقْنٰهُمْ وَشَدَدْنَآ اَسْرَهُمْ ۚ وَاِذَا شِئْنَا بَدَّلْنَآ اَمْثَالَهُمْ تَبْدِيْلًا ۝

২৮। আমি উহাদিগকে সৃষ্টি করিয়াছি এবং উহাদের গঠন সুদৃঢ় করিয়াছি। আমি যখন ইচ্ছা করিব উহাদের পরিবর্তে উহাদের অনুরূপ এক জাতিকে প্রতিষ্ঠিত করিব।

٢٩- اِنَّ هٰذِهٖ تَذْكِرَةٌ ۚ فَمَنْ شَآءَ اتَّخَذَ اِلٰى رَبِّهٖ سَبِيْلًا ۝

২৯। ইহা এক উপদেশ, অতএব যাহার ইচ্ছা সে তাহার প্রতিপালকের দিকে পথ অবলম্বন করুক।

٣٠- وَمَا تَشَآءُوْنَ اِلَّآ اَنْ يَّشَآءَ اللّٰهُ ۭ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ عَلِيْمًا حَكِيْمًا ۝

৩০। তোমরা ইচ্ছা করিবে না যদি না আল্লাহ্‌ ইচ্ছা করেন। আল্লাহ্‌ সর্বজ্ঞ, প্রজ্ঞাময়।

٣١- يُّدْخِلُ مَنْ يَّشَآءُ فِيْ رَحْمَتِهٖ ۭ وَالظّٰلِمِيْنَ اَعَدَّ لَهُمْ عَذَابًا اَلِيْمًا ۝

৩১। তিনি যাহাকে ইচ্ছা তাঁহার অনুগ্রহের অন্তর্ভুক্ত করেন, কিন্তু যালিমরা— উহাদের জন্য তো তিনি প্রস্তুত রাখিয়াছেন মর্মন্তুদ শাস্তি।

১৭৮৫। অর্থাৎ সালাত আদায় কর, দ্র. ১৭ ঃ ৭৯ আয়াত।
১৭৮৬। অর্থাৎ কাফিররা।

৭৭-সূরা মুরসালাত

৫০ আয়াত, ২ রুকূ', মক্কী

।। দয়াময়, পরম দয়ালু আল্লাহ্‌র নামে ।।

١- وَالْمُرْسَلٰتِ عُرْفًا ۙ

১। শপথ কল্যাণস্বরূপ প্রেরিত বায়ুর,

٢- فَالْعٰصِفٰتِ عَصْفًا ۙ

২। আর প্রলয়ংকরী ঝটিকার,

٣- وَّالنّٰشِرٰتِ نَشْرًا ۙ

৩। শপথ সঞ্চালনকারী বায়ুর

٤- فَالْفٰرِقٰتِ فَرْقًا ۙ

৪। আর মেঘপুঞ্জ বিচ্ছিন্নকারী বায়ুর,

٥- فَالْمُلْقِيٰتِ ذِكْرًا ۙ

৫। এবং শপথ তাহাদের যাহারা মানুষের অন্তরে পৌঁছাইয়া দেয় উপদেশ—

٦- عُذْرًا اَوْ نُذْرًا ۙ

৬। ওযর-আপত্তি রহিতকরণ ও সতর্ক করার জন্য[১৭৮৭]

٧- اِنَّمَا تُوْعَدُوْنَ لَوَاقِعٌ ۗ

৭। নিশ্চয়ই তোমাদিগকে যে প্রতিশ্রুতি দেওয়া হইয়াছে তাহা অবশ্যম্ভাবী।

٨- فَاِذَا النُّجُوْمُ طُمِسَتْ ۙ

৮। যখন নক্ষত্ররাজির আলো নির্বাপিত হইবে,

٩- وَاِذَا السَّمَآءُ فُرِجَتْ ۙ

৯। যখন আকাশ বিদীর্ণ হইবে

١٠- وَاِذَا الْجِبَالُ نُسِفَتْ ۙ

১০। এবং যখন পর্বতমালা উন্মূলিত ও বিক্ষিপ্ত হইবে

١١- وَاِذَا الرُّسُلُ اُقِّتَتْ ۗ

১১। এবং রাসূলগণকে নিরূপিত সময়ে উপস্থিত করা হইবে,

١٢- لِاَيِّ يَوْمٍ اُجِّلَتْ ۗ

১২। এই সমুদয় স্থগিত রাখা হইয়াছে কোন্ দিবসের জন্য?
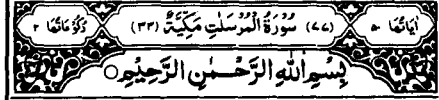
١٣- لِيَوْمِ الْفَصْلِ ۚ

১৩। বিচার দিবসের জন্য।

১৭৮৭। যাহাতে কাফিররা আপত্তি করিতে না পারে এবং মু'মিনগণ সতর্ক হইতে পারে।

Contents

১৪। বিচার দিবস সম্বন্ধে তুমি কী জান?	١٤- وَمَآ أَدْرٰىكَ مَا يَوْمُ الْفَصْلِ ۝
১৫। সেই দিন দুর্ভোগ অস্বীকারকারীদের জন্য।	١٥- وَيْلٌ يَّوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِيْنَ ۝
১৬। আমি কি পূর্ববর্তীদিগকে ধ্বংস করি নাই?	١٦- أَلَمْ نُهْلِكِ الْأَوَّلِيْنَ ۝
১৭। অতঃপর আমি পরবর্তীদিগকে উহাদের অনুগামী করিব।	١٧- ثُمَّ نُتْبِعُهُمُ الْاٰخِرِيْنَ ۝
১৮। অপরাধীদের প্রতি আমি এইরূপই করিয়া থাকি।	١٨- كَذٰلِكَ نَفْعَلُ بِالْمُجْرِمِيْنَ ۝
১৯। সেই দিন দুর্ভোগ অস্বীকারকারীদের জন্য।	١٩- وَيْلٌ يَّوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِيْنَ ۝
২০। আমি কি তোমাদিগকে তুচ্ছ পানি হইতে সৃষ্টি করি নাই?	٢٠- أَلَمْ نَخْلُقْكُّمْ مِّنْ مَّآءٍ مَّهِيْنٍ ۝
২১। অতঃপর আমি উহা রাখিয়াছি নিরাপদ আধারে,	٢١- فَجَعَلْنٰهُ فِيْ قَرَارٍ مَّكِيْنٍ ۝
২২। এক নির্দিষ্ট কাল পর্যন্ত,	٢٢- إِلٰى قَدَرٍ مَّعْلُوْمٍ ۝
২৩। অতঃপর আমি ইহাকে গঠন করিয়াছি পরিমিতভাবে, আমি কত নিপুণ স্রষ্টা!	٢٣- فَقَدَرْنَا ۖ فَنِعْمَ الْقٰدِرُوْنَ ۝
২৪। সেই দিন দুর্ভোগ অস্বীকারকারীদের জন্য।	٢٤- وَيْلٌ يَّوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِيْنَ ۝
২৫। আমি কি ভূমিকে সৃষ্টি করি নাই ধারণকারীরূপে,	٢٥- أَلَمْ نَجْعَلِ الْأَرْضَ كِفَاتًا ۝
২৬। জীবিত ও মৃতের জন্য?[১৭৮৮]	٢٦- أَحْيَآءً وَّأَمْوَاتًا ۝

১৭৮৮। মানুষ জীবিত অবস্থায় পৃথিবীতে বাস করে এবং মৃত্যুর পরে তাহার দেহ কবরে মাটির নীচে স্থান লাভ করে। যাহাদের কবর দেওয়া হয় না তাহারাও কোন না কোনভাবে মাটিতেই আসিয়া মিশে। এই অর্থেই পৃথিবী ধারণকারী।

Contents

٢٧- وَّجَعَلْنَا فِيْهَا رَوَاسِىَ شٰمِخٰتٍ وَّاَسْقَيْنٰكُمْ مَّآءً فُرَاتًا ۝

২৭। আমি উহাতে স্থাপন করিয়াছি সুদৃঢ় উচ্চ পর্বতমালা এবং তোমাদিগকে দিয়াছি সুপেয় পানি।

٢٨- وَيْلٌ يَّوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِيْنَ ۝

২৮। সেই দিন দুর্ভোগ অস্বীকারকারীদের জন্য।

٢٩- اِنْطَلِقُوْٓا اِلٰى مَا كُنْتُمْ بِهٖ تُكَذِّبُوْنَ ۝

২৯। তোমরা যাহাকে অস্বীকার করিতে, চল তাহারই দিকে।

٣٠- اِنْطَلِقُوْٓا اِلٰى ظِلٍّ ذِىْ ثَلٰثِ شُعَبٍ ۝

৩০। চল তিন শাখাবিশিষ্ট[১৭৮৯] ছায়ার দিকে,

٣١- لَّا ظَلِيْلٍ وَّلَا يُغْنِىْ مِنَ اللَّهَبِ ۝

৩১। যে ছায়া শীতল নহে এবং যাহা রক্ষা করে না অগ্নিশিখা হইতে,

٣٢- اِنَّهَا تَرْمِىْ بِشَرَرٍ كَالْقَصْرِ ۝

৩২। ইহা উৎক্ষেপ করিবে বৃহৎ স্ফুলিংগ অট্টালিকাতুল্য,

٣٣- كَاَنَّهٗ جِمٰلَتٌ صُفْرٌ ۝

৩৩। উহা পীতবর্ণ উষ্ট্রশ্রেণী সদৃশ,

٣٤- وَيْلٌ يَّوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِيْنَ ۝

৩৪। সেই দিন দুর্ভোগ অস্বীকারকারীদের জন্য।

٣٥- هٰذَا يَوْمُ لَا يَنْطِقُوْنَ ۝

৩৫। ইহা এমন একদিন যেদিন কাহারও বাকস্ফূর্তি হইবে না,

٣٦- وَلَا يُؤْذَنُ لَهُمْ فَيَعْتَذِرُوْنَ ۝

৩৬। এবং তাহাদিগকে অনুমতি দেওয়া হইবে না ওযর পেশ করার।

٣٧- وَيْلٌ يَّوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِيْنَ ۝

৩৭। সেই দিন দুর্ভোগ অস্বীকারকারীদের জন্য।

٣٨- هٰذَا يَوْمُ الْفَصْلِ جَمَعْنٰكُمْ وَالْاَوَّلِيْنَ ۝

৩৮। 'ইহাই ফয়সালার দিন, আমি একত্র করিয়াছি তোমাদিগকে এবং পূর্ববর্তীদিগকে।'

٣٩- فَاِنْ كَانَ لَكُمْ كَيْدٌ فَكِيْدُوْنِ ۝

৩৯। তোমাদের কোন কৌশল থাকিলে তাহা প্রয়োগ কর আমার বিরুদ্ধে।

১৭৮৯। কিয়ামত দিবসে জাহান্নাম হইতে ধূম্র নির্গত হইয়া আসিবে, উহা তিন ভাগে বিভক্ত হইয়া কাফিরদিগকে বেষ্টন করিয়া রাখিবে। এই আয়াতে সেই ধূম্রের প্রতি ইংগিত করা হইয়াছে।-জালালায়ন

৪০। সেই দিন দুর্ভোগ অস্বীকারকারীদের জন্য।

٤٠-وَيۡلٌ يَّوۡمَئِذٍ لِّلۡمُكَذِّبِيۡنَ ۝

[২]

৪১। মুত্তাকীরা থাকিবে ছায়ায় ও প্রস্রবণ বহুল স্থানে,

٤١-اِنَّ الۡمُتَّقِيۡنَ فِيۡ ظِلٰلٍ وَّ عُيُوۡنٍ ۝

৪২। তাহাদের বাঞ্ছিত ফলমূলের প্রাচুর্যের মধ্যে।

٤٢-وَّ فَوَاكِهَ مِمَّا يَشۡتَهُوۡنَ ۝

৪৩। 'তোমাদের কর্মের পুরস্কারস্বরূপ তোমরা তৃপ্তির সহিত পানাহার কর।'

٤٣-كُلُوۡا وَ اشۡرَبُوۡا هَنِيۡٓـًٔا
بِمَا كُنۡتُمۡ تَعۡمَلُوۡنَ ۝

৪৪। এইভাবে আমি সৎকর্মপরায়ণদিগকে পুরস্কৃত করিয়া থাকি।

٤٤-اِنَّا كَذٰلِكَ نَجۡزِي الۡمُحۡسِنِيۡنَ ۝

৪৫। সেই দিন দুর্ভোগ অস্বীকারকারীদের জন্য।

٤٥-وَيۡلٌ يَّوۡمَئِذٍ لِّلۡمُكَذِّبِيۡنَ ۝

৪৬। তোমরা আহার কর এবং ভোগ করিয়া লও অল্প কিছু দিন, তোমরা তো অপরাধী।

٤٦-كُلُوۡا وَ تَمَتَّعُوۡا قَلِيۡلًا
اِنَّكُمۡ مُّجۡرِمُوۡنَ ۝

৪৭। সেই দিন দুর্ভোগ অস্বীকারকারীদের জন্য।

٤٧-وَيۡلٌ يَّوۡمَئِذٍ لِّلۡمُكَذِّبِيۡنَ ۝

৪৮। যখন উহাদিগকে বলা হয়, 'আল্লাহ্‌র প্রতি নত হও' উহারা নত হয় না।[১৭৯০]

٤٨-وَ اِذَا قِيۡلَ لَهُمُ ارۡكَعُوۡا
لَا يَرۡكَعُوۡنَ ۝

৪৯। সেই দিন দুর্ভোগ অস্বীকারকারীদের জন্য।

٤٩-وَيۡلٌ يَّوۡمَئِذٍ لِّلۡمُكَذِّبِيۡنَ ۝

৫০। সুতরাং উহারা কুরআনের[১৭৯১] পরিবর্তে আর কোন্‌ কথায় বিশ্বাস স্থাপন করিবে!

٥٠-فَبِاَيِّ حَدِيۡثٍۭ بَعۡدَهٗ
يُؤۡمِنُوۡنَ ۝

১৭৯০। অর্থাৎ সালাত আদায় করে না।
১৭৯১। এখানে ه সর্বনামটি আল-কুরআনের পরিবর্তে ব্যবহৃত হইয়াছে।

ত্রিংশতিতম পারা

৭৮-সূরা নাবা’

৪০ আয়াত, ২ রুকূ‘, মক্কী

।। দয়াময়, পরম দয়ালু আল্লাহ্‌র নামে ।।

١-عَمَّ يَتَسَآءَلُوْنَ ۚ

১। উহারা একে অপরের নিকট কী বিষয়ে জিজ্ঞাসাবাদ করিতেছে?[১৭৯২]

٢-عَنِ النَّبَاِ الْعَظِيْمِ ۙ

২। সেই মহাসংবাদ বিষয়ে,

٣-الَّذِىْ هُمْ فِيْهِ مُخْتَلِفُوْنَ ۚ

৩। যেই বিষয়ে উহাদের মধ্যে মতানৈক্য আছে।

٤-كَلَّا سَيَعْلَمُوْنَ ۙ

৪। কখনও না,[১৭৯৩] উহাদের ধারণা অবাস্তব, উহারা শীঘ্র জানিতে পারিবে;

٥-ثُمَّ كَلَّا سَيَعْلَمُوْنَ ۝

৫। আবার বলি কখনও না, উহারা অচিরেই জানিবে।

٦-اَلَمْ نَجْعَلِ الْاَرْضَ مِهٰدًا ۙ

৬। আমি কি করি নাই ভূমিকে শয্যা

٧-وَّالْجِبَالَ اَوْتَادًا ۙ

৭। ও পর্বতসমূহকে কীলক?

٨-وَّ خَلَقْنٰكُمْ اَزْوَاجًا ۙ

৮। আমি সৃষ্টি করিয়াছি তোমাদিগকে জোড়ায় জোড়ায়,

٩-وَّجَعَلْنَا نَوْمَكُمْ سُبَاتًا ۙ

৯। তোমাদের নিদ্রাকে করিয়াছি বিশ্রাম,

١٠-وَّجَعَلْنَا الَّيْلَ لِبَاسًا ۙ

১০। করিয়াছি রাত্রিকে আবরণ,

١١-وَّجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا ۪

১১। এবং করিয়াছি দিবসকে জীবিকা আহরণের সময়,
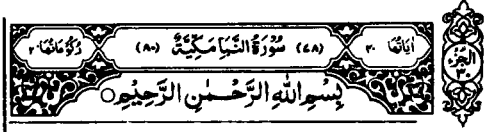
১৭৯২। ভিন্ন অর্থে ‘সংবাদ জানিতে চাহিতেছে’।

১৭৯৩। كلا শব্দটি একাধারে পূর্ববর্তী বাক্যের বক্তব্য নাকচ করে এবং উহার পরবর্তী বাক্যের বক্তব্য সমর্থন করে। এ স্থলে শব্দটির পূর্ববর্তী বক্তব্য ‘যে বিষয়ে উহাদের মধ্যে মতানৈক্য আছে’ এবং পরবর্তী বাক্য ‘উহারা জানিতে পারিবে’; এ কারণে এই স্থলে শব্দটির অর্থ পরিষ্কারভাবে ব্যক্ত করিবার জন্য ‘কখনও না, উহাদের ধারণা অবাস্তব’ এই কথা বলা হইয়াছে।

১২। আর আমি নির্মাণ করিয়াছি তোমাদের ঊর্ধ্বদেশে সুস্থিত সপ্ত আকাশ[১৭৯৪]

১২- وَّبَنَيْنَا فَوْقَكُمْ سَبْعًا شِدَادًا ۙ

১৩। এবং সৃষ্টি করিয়াছি প্রোজ্জ্বল দীপ।

১৩- وَّجَعَلْنَا سِرَاجًا وَّهَّاجًا ۙ

১৪। এবং বর্ষণ করিয়াছি মেঘমালা হইতে প্রচুর বারি,

১৪- وَّاَنْزَلْنَا مِنَ الْمُعْصِرٰتِ مَآءً ثَجَّاجًا ۙ

১৫। যাহাতে তদ্দ্বারা আমি উৎপন্ন করি শস্য. উদ্ভিদ,

১৫- لِّنُخْرِجَ بِهٖ حَبًّا وَّنَبَاتًا ۙ

১৬। ও ঘন সন্নিবিষ্ট উদ্যান।

১৬- وَّجَنّٰتٍ اَلْفَافًا ۗ

১৭। নিশ্চয় নির্ধারিত আছে বিচার দিবস;

১৭- اِنَّ يَوْمَ الْفَصْلِ كَانَ مِيْقَاتًا ۙ

১৮। সেই দিন শিংগায় ফুৎকার দেওয়া হইবে এবং তোমরা দলে দলে সমাগত হইবে,

১৮- يَّوْمَ يُنْفَخُ فِى الصُّوْرِ فَتَاْتُوْنَ اَفْوَاجًا ۙ

১৯। আকাশ উন্মুক্ত করা হইবে,[১৭৯৫] ফলে উহা হইবে বহু দ্বারবিশিষ্ট।

১৯- وَّفُتِحَتِ السَّمَآءُ فَكَانَتْ اَبْوَابًا ۙ

২০। এবং চলমান করা হইবে পর্বতসমূহকে, ফলে সেইগুলি হইয়া যাইবে মরীচিকা,

২০- وَّسُيِّرَتِ الْجِبَالُ فَكَانَتْ سَرَابًا ۗ

২১। নিশ্চয় জাহান্নাম ওঁৎ পাতিয়া রহিয়াছে:

২১- اِنَّ جَهَنَّمَ كَانَتْ مِرْصَادًا ۙ

২২। সীমালংঘনকারীদের প্রত্যাবর্তনস্থল।

২২- لِّلطّٰغِيْنَ مَاٰبًا ۙ

২৩। সেথায় উহারা যুগ যুগ ধরিয়া অবস্থান করিবে,

২৩- لّٰبِثِيْنَ فِيْهَآ اَحْقَابًا ۚ

২৪। সেথায় উহারা আস্বাদন করিবে না শৈত্য, না কোন পানীয়—

২৪- لَا يَذُوْقُوْنَ فِيْهَا بَرْدًا وَّلَا شَرَابًا ۙ

২৫। ফুটন্ত পানি ও পুঁজ ব্যতীত;

২৫- اِلَّا حَمِيْمًا وَّغَسَّاقًا ۙ

২৬। ইহাই উপযুক্ত প্রতিফল।

২৬- جَزَآءً وِّفَاقًا ۗ

১৭৯৪। এই স্থলে আরবীতে 'আকাশ' শব্দটি উহ্য আছে।
১৭৯৫। দ্র. ৮২ ঃ ১ ও ৮৪ ঃ ১ আয়াতদ্বয়।

২৭। উহারা কখনও হিসাবের আশংকা করিত না,

٢٧- اِنَّهُمْ كَانُوْا لَا يَرْجُوْنَ حِسَابًا ۙ

২৮। এবং উহারা দৃঢ়তার সহিত আমার নিদর্শনাবলী অস্বীকার করিয়াছিল।

٢٨- وَّ كَذَّبُوْا بِاٰيٰتِنَا كِذَّابًا ۙ

২৯। সব কিছুই আমি সংরক্ষণ করিয়াছি লিখিতভাবে।

٢٩- وَ كُلَّ شَيْءٍ اَحْصَيْنٰهُ كِتٰبًا ۙ

৩০। অতঃপর তোমরা আস্বাদ গ্রহণ কর, আমি তো তোমাদের শাস্তিই শুধু বৃদ্ধি করিব।

٣٠- فَذُوْقُوْا

فَلَنْ نَّزِيْدَكُمْ اِلَّا عَذَابًا ۙ ع

[২]

৩১। মুত্তাকীদের জন্য তো আছে সাফল্য,

٣١- اِنَّ لِلْمُتَّقِيْنَ مَفَازًا ۙ

৩২। উদ্যান, দ্রাক্ষা,

٣٢- حَدَآئِقَ وَ اَعْنَابًا ۙ

৩৩। সমবয়স্কা উদ্‌ভিন্ন যৌবনা তরুণী

٣٣- وَّ كَوَاعِبَ اَتْرَابًا ۙ

৩৪। এবং পূর্ণ পানপাত্র।

٣٤- وَّ كَاْسًا دِهَاقًا ۙ

৩৫। সেথায় তাহারা শুনিবে না অসার ও মিথ্যা বাক্য;

٣٥- لَا يَسْمَعُوْنَ فِيْهَا لَغْوًا وَّلَا كِذّٰبًا ۙ

৩৬। ইহা পুরস্কার, যথোচিত দান তোমার প্রতিপালকের,

٣٦- جَزَآءً مِّنْ رَّبِّكَ عَطَآءً حِسَابًا ۙ

৩৭। যিনি প্রতিপালক আকাশমণ্ডলী, পৃথিবী ও উহাদের অন্তর্বর্তী সমস্ত কিছুর, যিনি দয়াময়; তাঁহার নিকট আবেদন-নিবেদনের শক্তি তাহাদের থাকিবে না।

٣٧- رَّبِّ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ

وَمَا بَيْنَهُمَا الرَّحْمٰنِ

لَا يَمْلِكُوْنَ مِنْهُ خِطَابًا ۙ

৩৮। সেই দিন রূহ[১৭৯৬] ও ফিরিশ্‌তাগণ সারিবদ্ধভাবে দাঁড়াইবে; দয়াময় যাহাকে

٣٨- يَوْمَ يَقُوْمُ الرُّوْحُ وَالْمَلٰٓئِكَةُ

১৭৯৬। কুরআনে উল্লিখিত روح -শব্দটি বিভিন্ন স্থানে বিভিন্ন অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে। এই স্থলে الروح দ্বারা ফিরিশ্‌তাদের মধ্যে যে সর্বাপেক্ষা শক্তিশালী ও মর্যাদাসম্পন্ন তাঁহাকেই বুঝাইতেছে। কেহ কেহ الروح- কে 'জিবরাঈল' অর্থে ব্যবহার করিয়াছেন। দ্র. ৭০ ঃ ৪ ও ৯৭ ঃ ৪ আয়াতদ্বয়।

صَفًّا ۖ لَّا يَتَكَلَّمُونَ إِلَّا مَنْ أَذِنَ لَهُ الرَّحْمٰنُ وَقَالَ صَوَابًا ○

অনুমতি দিবেন সে ব্যতীত অন্যেরা কথা বলিবে না এবং সে যথার্থ বলিবে।

٣٩- ذٰلِكَ الْيَوْمُ الْحَقُّ ۚ فَمَنْ شَآءَ اتَّخَذَ إِلٰى رَبِّهٖ مَاٰبًا ○

৩৯। এই দিবস সুনিশ্চিত; অতএব যাহার ইচ্ছা সে তাহার প্রতিপালকের শরণাপন্ন হউক।

٤٠- إِنَّآ أَنْذَرْنٰكُمْ عَذَابًا قَرِيْبًا ۖ يَّوْمَ يَنْظُرُ الْمَرْءُ مَا قَدَّمَتْ يَدٰهُ وَيَقُوْلُ الْكٰفِرُ يٰلَيْتَنِيْ كُنْتُ تُرٰبًا ○ ع

৪০। আমি তোমাদিগকে আসন্ন শাস্তি সম্পর্কে সতর্ক করিলাম; সেই দিন মানুষ তাহার কৃতকর্ম প্রত্যক্ষ করিবে এবং কাফির বলিবে, 'হায়, আমি যদি মাটি হইতাম!'[১৭৯৭]

৭৯-সূরা নাযি'আত

৪৬ আয়াত, ২ রুকূ', মক্কী

।। দয়াময়, পরম দয়ালু আল্লাহ্‌র নামে ।।

١- وَالنّٰزِعٰتِ غَرْقًا ○

১। শপথ তাহাদের যাহারা নির্মমভাবে উৎপাটন করে,[১৭৯৮]

٢- وَّالنّٰشِطٰتِ نَشْطًا ○

২। এবং যাহারা মৃদুভাবে বন্ধনমুক্ত করিয়া দেয়[১৭৯৯]

٣- وَّالسّٰبِحٰتِ سَبْحًا ○

৩। এবং যাহারা তীব্র গতিতে সন্তরণ করে,

٤- فَالسّٰبِقٰتِ سَبْقًا ○

৪। আর যাহারা দ্রুতবেগে অগ্রসর হয়,
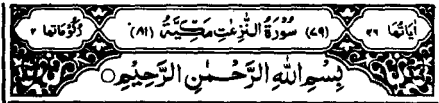
১৭৯৭। এই স্থলে 'মাটি হইতাম'-এর অর্থ 'মানুষ না হইয়া মাটি হইতাম।'
১৭৯৮। কাফিরদের প্রাণ।
১৭৯৯। অর্থাৎ মু'মিনদের প্রাণ সহজে বাহির করে।

Contents

٥- فَالْمُدَبِّرٰتِ اَمْرًا ۝

৫। অতঃপর যাহারা সকল কর্ম নির্বাহ করে।[১৮০০]

٦- يَوْمَ تَرْجُفُ الرَّاجِفَةُ ۝

৬। সেই দিন প্রথম শিংগাধ্বনি[১৮০১] প্রকম্পিত করিবে,

٧- تَتْبَعُهَا الرَّادِفَةُ ۝

৭। উহাকে অনুসরণ করিবে পরবর্তী শিংগাধ্বনি,[১৮০২]

٨- قُلُوْبٌ يَّوْمَئِذٍ وَّاجِفَةٌ ۝

৮। কত হৃদয় সেই দিন সন্ত্রস্ত হইবে,

٩- اَبْصَارُهَا خَاشِعَةٌ ۝

৯। উহাদের দৃষ্টি ভীতি-বিহ্বলতায় নত হইবে।

١٠- يَقُوْلُوْنَ ءَاِنَّا لَمَرْدُوْدُوْنَ فِى الْحَافِرَةِ ۝

১০। তাহারা বলে, 'আমরা কি পূর্বাবস্থায় প্রত্যাবর্তিত হইবই—

١١- ءَاِذَا كُنَّا عِظَامًا نَّخِرَةً ۝

১১। গলিত অস্থিতে পরিণত হওয়ার পরও?'

١٢- قَالُوْا تِلْكَ اِذًا كَرَّةٌ خَاسِرَةٌ ۝

১২। তাহারা বলে, 'তাহাই যদি হয় তবে তো ইহা সর্বনাশা প্রত্যাবর্তন।'

١٣- فَاِنَّمَا هِىَ زَجْرَةٌ وَّاحِدَةٌ ۝

১৩। ইহা তো কেবল এক বিকট আওয়াজ,

١٤- فَاِذَا هُمْ بِالسَّاهِرَةِ ۝

১৪। তখনই ময়দানে উহাদের আবির্ভাব হইবে।

١٥- هَلْ اَتٰىكَ حَدِيْثُ مُوْسٰى ۝

১৫। তোমার নিকট মূসার বৃত্তান্ত পৌঁছিয়াছে কি?

١٦- اِذْ نَادٰىهُ رَبُّهٗ بِالْوَادِ الْمُقَدَّسِ طُوًى ۝

১৬। যখন তাহার প্রতিপালক পবিত্র উপত্যকা তুওয়া-য় তাহাকে আহ্বান করিয়া বলিয়াছিলেন,

১৮০০। শপথ (قسم) করা হইলে উহার একটি জবাব থাকিবেই। এখানে 'তোমরা পুনরুত্থিত হইবেই' অথবা 'কিয়ামত দিবস আসিবেই' এই ধরনের একটি জবাব উহ্য আছে।

১৮০১। الراجفة অর্থ প্রকম্পন, ভূমিকম্পন ইত্যাদি। এখানে الراجفة 'প্রথম শিংগাধ্বনি' অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে।

১৮০২। الرادفة অর্থ অনুগামী; এখানে 'দ্বিতীয় শিংগাধ্বনি' অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে।

১৭। 'ফির'আওনের নিকট যাও, সে তো সীমালংঘন করিয়াছে,'

١٧- اِذْهَبْ اِلٰى فِرْعَوْنَ اِنَّهٗ طَغٰى ۝

১৮। এবং বল, 'তোমার কি আগ্রহ আছে যে, তুমি পবিত্র হও—

١٨- فَقُلْ هَلْ لَّكَ اِلٰٓى اَنْ تَزَكّٰى ۝

১৯। 'আর আমি তোমাকে তোমার প্রতিপালকের দিকে পথপ্রদর্শন করি যাহাতে তুমি তাঁহাকে ভয় কর?'

١٩- وَاَهْدِيَكَ اِلٰى رَبِّكَ فَتَخْشٰى ۝

২০। অতঃপর সে উহাকে[১৮০৩] মহানিদর্শন দেখাইল।

٢٠- فَاَرٰىهُ الْاٰيَةَ الْكُبْرٰى ۝

২১। কিন্তু সে অস্বীকার করিল এবং অবাধ্য হইল।[১৮০৪]

٢١- فَكَذَّبَ وَعَصٰى ۝

২২। অতঃপর সে পশ্চাৎ ফিরিয়া প্রতিবিধানে সচেষ্ট হইল।

٢٢- ثُمَّ اَدْبَرَ يَسْعٰى ۝

২৩। সে সকলকে সমবেত করিল এবং উচ্চৈঃস্বরে ঘোষণা করিল,

٢٣- فَحَشَرَ فَنَادٰى ۝

২৪। আর বলিল, 'আমিই তোমাদের শ্রেষ্ঠ প্রতিপালক।'

٢٤- فَقَالَ اَنَا رَبُّكُمُ الْاَعْلٰى ۝

২৫। অতঃপর আল্লাহ্ উহাকে আখিরাতে ও দুনিয়ায় কঠিন শাস্তিতে পাকড়াও করিলেন।

٢٥- فَاَخَذَهُ اللّٰهُ نَكَالَ الْاٰخِرَةِ وَالْاُوْلٰى ۝

২৬। যে ভয় করে তাহার জন্য অবশ্যই ইহাতে শিক্ষা রহিয়াছে।

٢٦- اِنَّ فِيْ ذٰلِكَ لَعِبْرَةً لِّمَنْ يَّخْشٰى ۝ ع

[২]

২৭। তোমাদিগকে সৃষ্টি করা কঠিনতর, না আকাশ সৃষ্টি? তিনিই ইহা নির্মাণ করিয়াছেন;

٢٧- ءَاَنْتُمْ اَشَدُّ خَلْقًا اَمِ السَّمَآءُ ؕ بَنٰهَا ۝

১৮০৩। ফির'আওনকে।
১৮০৪। হযরত মূসা (আ)-এর প্রচারিত দীনকে অস্বীকার করিল এবং তাঁহার অবাধ্য হইল।

٢٨- رَفَعَ سَمْكَهَا فَسَوّٰىهَا ۝

২৮। তিনি ইহার ছাদকে সুউচ্চ করিয়াছেন ও সুবিন্যস্ত করিয়াছেন।

٢٩- وَ اَغْطَشَ لَيْلَهَا وَ اَخْرَجَ ضُحٰىهَا ۝

২৯। আর তিনি ইহার রাত্রিকে করিয়াছেন অন্ধকারাচ্ছন্ন এবং প্রকাশ করিয়াছেন ইহার সূর্যালোক;

٣٠- وَالْاَرْضَ بَعْدَ ذٰلِكَ دَحٰىهَا ۝

৩০। এবং পৃথিবীকে ইহার পর বিস্তৃত করিয়াছেন।

٣١- اَخْرَجَ مِنْهَا مَآءَهَا وَمَرْعٰىهَا ۝

৩১। তিনি উহা হইতে বহির্গত করিয়াছেন উহার পানি ও তৃণ,

٣٢- وَالْجِبَالَ اَرْسٰىهَا ۝

৩২। এবং পর্বতকে তিনি দৃঢ়ভাবে প্রোথিত করিয়াছেন;

٣٣- مَتَاعًا لَّكُمْ وَلِاَنْعَامِكُمْ ۝

৩৩। এই সমস্ত[১৮০৫] তোমাদের ও তোমাদের আন'আমের[১৮০৬] ভোগের জন্য।

٣٤- فَاِذَا جَآءَتِ الطَّآمَّةُ الْكُبْرٰى ۝

৩৪। অতঃপর যখন মহাসংকট উপস্থিত হইবে

٣٥- يَوْمَ يَتَذَكَّرُ الْاِنْسَانُ مَا سَعٰى ۝

৩৫। মানুষ যাহা করিয়াছে তাহা সে সেই দিন স্মরণ করিবে,

٣٦- وَبُرِّزَتِ الْجَحِيْمُ لِمَنْ يَّرٰى ۝

৩৬। এবং প্রকাশ করা হইবে জাহান্নাম দর্শকদের জন্য

٣٧- فَاَمَّا مَنْ طَغٰى ۝

৩৭। অনন্তর যে সীমালংঘন করে

٣٨- وَاٰثَرَ الْحَيٰوةَ الدُّنْيَا ۝

৩৮। এবং পার্থিব জীবনকে অগ্রাধিকার দেয়।

٣٩- فَاِنَّ الْجَحِيْمَ هِيَ الْمَاْوٰى ۝

৩৯। জাহান্নামই হইবে তাহার আবাস।

১৮০৫। 'এই সমস্ত' শব্দ দুইটি আরবীতে উহ্য আছে।
১৮০৬। আন'আম দ্বারা উট, গরু, মেষ, ছাগল হরিণ, নীলগাই, মহিষ ইত্যাদি অহিংস্র ও রোমন্থনকারী জন্তুকে বুঝায়; ঘোড়া, গাধা ইহার অন্তর্ভুক্ত নহে।

Contents

٤٠- وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ ۝

৪০। পক্ষান্তরে যে স্বীয় প্রতিপালকের সম্মুখে উপস্থিত হওয়ার ভয় রাখে এবং প্রবৃত্তি হইতে নিজকে বিরত রাখে

٤١- فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ ۝

৪১। জান্নাতই হইবে তাহার আবাস।

٤٢- يَسْـَٔلُونَكَ عَنِ السَّاعَةِ أَيَّانَ مُرْسٰهَا ۝

৪২। উহারা তোমাকে জিজ্ঞাসা করে 'কিয়ামত সম্পর্কে, 'উহা কখন ঘটিবে?'[১৮০৭]

٤٣- فِيمَ أَنْتَ مِنْ ذِكْرٰهَا ۝

৪৩। ইহার আলোচনার সহিত তোমার কী সম্পর্ক!

٤٤- إِلَىٰ رَبِّكَ مُنْتَهٰهَا ۝

৪৪। ইহার পরম জ্ঞান আছে তোমার প্রতিপালকেরই নিকট;

٤٥- إِنَّمَا أَنْتَ مُنْذِرُ مَنْ يَخْشٰهَا ۝

৪৫। যে উহার ভয় রাখে তুমি কেবল তাহার সতর্ককারী।

٤٦- كَأَنَّهُمْ يَوْمَ يَرَوْنَهَا لَمْ يَلْبَثُوا إِلَّا عَشِيَّةً أَوْ ضُحٰهَا ۝

৪৬। যেই দিন উহারা ইহা প্রত্যক্ষ করিবে সেই দিন উহাদের মনে হইবে[১৮০৮] যেন উহারা পৃথিবীতে মাত্র এক সন্ধ্যা অথবা এক প্রভাত অবস্থান করিয়াছে!

১৮০৭। দ্র. ৩১ ঃ ৩৪ আয়াত।

১৮০৮। 'উহাদের মনে হইবে' এই বাক্যটি আরবীতে উহ্য আছে।

৮০-সূরা 'আবাসা

৪২ আয়াত, ১ রুকূ', মক্কী

।। দয়াময়, পরম দয়ালু আল্লাহ্‌র নামে ।।
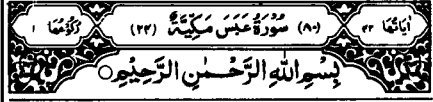
١- عَبَسَ وَتَوَلّٰٓى ۙ

১। সে[১৮০৯] ভ্রূকুঞ্চিত করিল এবং মুখ ফিরাইয়া লইল,

٢- اَنْ جَآءَهُ الْاَعْمٰى ۙ

২। কারণ তাহার নিকট অন্ধ[১৮১০] লোকটি আসিল।

٣- وَمَا يُدْرِيْكَ لَعَلَّهٗ يَزَّكّٰٓى ۙ

৩। তুমি কেমন করিয়া জানিবে—সে হয়ত পরিশুদ্ধ হইত,

٤- اَوْ يَذَّكَّرُ فَتَنْفَعَهُ الذِّكْرٰى ۙ

৪। অথবা উপদেশ গ্রহণ করিত, ফলে উপদেশ তাহার উপকারে আসিত।

٥- اَمَّا مَنِ اسْتَغْنٰى ۙ

৫। পক্ষান্তরে যে পরোয়া করে না,

٦- فَاَنْتَ لَهٗ تَصَدّٰى ۙ

৬। তুমি তাহার প্রতি মনোযোগ দিয়াছ।

٧- وَمَا عَلَيْكَ اَلَّا يَزَّكّٰى ۙ

৭। অথচ সে নিজে পরিশুদ্ধ না হইলে তোমার কোন দায়িত্ব নাই,

٨- وَاَمَّا مَنْ جَآءَكَ يَسْعٰى ۙ

৮। অন্যপক্ষে যে তোমার নিকট ছুটিয়া আসিল,

٩- وَهُوَ يَخْشٰى ۙ

৯। আর সে সশংকচিত্ত,

١٠- فَاَنْتَ عَنْهُ تَلَهّٰى ۚ

১০। তুমি তাহাকে উপেক্ষা করিলে;

১৮০৯। এখানে 'সে' দ্বারা রাসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-কে বুঝাইতেছে।

১৮১০। একদা রাসূলুল্লাহ্ (সাঃ) কুরায়শ সরদারদের সহিত আলোচনায় রত ছিলেন। এমতাবস্থায় 'আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন উম্মি মাক্‌তূম নামক এক অন্ধ সাহাবী সেথায় উপস্থিত হইয়া রাসূলকে দীন সম্পর্কে শিক্ষা দিবার জন্য অনুরোধ করেন। ইহাতে কুরায়শদের সহিত তাঁহার আলোচনায় ব্যাঘাত সৃষ্টি হয়, এইজন্য তিনি বিরক্তি প্রকাশ করেন। এই সূরা তখনই অবতীর্ণ হয়। ইহার পর রাসূলুল্লাহ্ (সাঃ) যখনই 'আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন উম্মি মাকতূমকে দেখিতেন, তখনই বলিতেন, 'স্বাগতম জানাই তাঁহাকে, যাঁহার সম্বন্ধে আমার প্রতিপালক আমাকে ভর্ৎসনা করিয়াছেন।' মহানবী (সাঃ) এই অন্ধ সাহাবীকে দুইবার মদীনার সাময়িক শাসনকর্তা নিযুক্ত করেন।

১১। না, ইহা ঠিক নহে, ইহা তো উপদেশবাণী,	١١- كَلَّآ إِنَّهَا تَذْكِرَةٌ ⑪
১২। যে ইচ্ছা করিবে সে ইহা স্মরণ রাখিবে,	١٢- فَمَنْ شَآءَ ذَكَرَهُ ۝
১৩। উহা[১৮১১] আছে মর্যাদা সম্পন্ন লিপিসমূহে[১৮১২]	١٣- فِي صُحُفٍ مُّكَرَّمَةٍ ۝
১৪। যাহা উন্নত, পবিত্র,	١٤- مَّرْفُوعَةٍ مُّطَهَّرَةٍ ۝
১৫, ১৬। মহান, পূত-চরিত্র লিপিকর হস্তে লিপিবদ্ধ।[১৮১৩]	١٥- بِأَيْدِي سَفَرَةٍ ۝ ١٦- كِرَامٍ بَرَرَةٍ ۝
১৭। মানুষ[১৮১৪] ধ্বংস হউক! সে কত অকৃতজ্ঞ!	١٧- قُتِلَ الْإِنْسَانُ مَآ أَكْفَرَهُ ۝
১৮। তিনি উহাকে কোন বস্তু হইতে সৃষ্টি করিয়াছেন?	١٨- مِنْ أَيِّ شَيْءٍ خَلَقَهُ ۝
১৯। শুক্রবিন্দু হইতে, তিনি উহাকে সৃষ্টি করেন, পরে উহার পরিমিত বিকাশ সাধন করেন,	١٩- مِن نُّطْفَةٍ ۖ خَلَقَهُ فَقَدَّرَهُ ۝
২০। অতঃপর উহার জন্য পথ সহজ করিয়া দেন;	٢٠- ثُمَّ السَّبِيلَ يَسَّرَهُ ۝
২১। তৎপর উহার মৃত্যু ঘটান এবং উহাকে কবরস্থ করেন।	٢١- ثُمَّ أَمَاتَهُ فَأَقْبَرَهُ ۝
২২। ইহার পর যখন ইচ্ছা তিনি উহাকে পুনর্জীবিত করিবেন।	٢٢- ثُمَّ إِذَا شَآءَ أَنْشَرَهُ ۝
২৩। না, কখনও না, তিনি উহাকে যাহা আদেশ করিয়াছেন, সে এখনও উহা পুরাপুরি করে নাই।	٢٣- كَلَّا لَمَّا يَقْضِ مَآ أَمَرَهُ ۝

১৮১১। 'উহা' শব্দটি মূল আরবীতে উহ্য আছে এবং ইহা দ্বারা পূর্বোক্ত উপদেশবাণী বুঝায়।

১৮১২। صحيفة এর বহুবচন صحف শাব্দিক অর্থ লিপিবদ্ধ পৃষ্ঠাসমূহ; গ্রন্থ অর্থেও ইহা ব্যবহৃত হয়।—লিসানুল 'আরাব।

১৮১৩। 'লিপিবদ্ধ' শব্দটি মূল আরবীতে উহ্য আছে।

১৮১৪। 'মানুষ' দ্বারা এখানে কাফির বুঝায়।

٢٤- فَلْيَنْظُرِ الْاِنْسَانُ اِلٰى طَعَامِهٖٓ ۙ

২৪। মানুষ তাহার খাদ্যের প্রতি লক্ষ্য করুক!

٢٥- اَنَّا صَبَبْنَا الْمَآءَ صَبًّا ۙ

২৫। আমিই প্রচুর বারি বর্ষণ করি,

٢٦- ثُمَّ شَقَقْنَا الْاَرْضَ شَقًّا ۙ

২৬। অতঃপর আমি ভূমি প্রকৃষ্টরূপে বিদারিত করি;

٢٧- فَاَنْۢبَتْنَا فِيْهَا حَبًّا ۙ

২৭। এবং উহাতে আমি উৎপন্ন করি শস্য;

٢٨- وَّعِنَبًا وَّقَضْبًا ۙ

২৮। দ্রাক্ষা, শাক-সব্জি,

٢٩- وَّزَيْتُوْنًا وَّنَخْلًا ۙ

২৯। যায়তূন,[১৮১৫] খর্জুর,

٣٠- وَّحَدَآئِقَ غُلْبًا ۙ

৩০। বহুবৃক্ষ বিশিষ্ট উদ্যান,

٣١- وَّفَاكِهَةً وَّاَبًّا ۙ

৩১। ফল এবং গবাদি খাদ্য,

٣٢- مَّتَاعًا لَّكُمْ وَلِاَنْعَامِكُمْ ؕ

৩২। ইহা তোমাদের ও তোমাদের আন'আমের[১৮১৬] ভোগের জন্য।

٣٣- فَاِذَا جَآءَتِ الصَّآخَّةُ ؗ

৩৩। যখন কিয়ামত[১৮১৭] উপস্থিত হইবে,

٣٤- يَوْمَ يَفِرُّ الْمَرْءُ مِنْ اَخِيْهِ ۙ

৩৪। সেই দিন মানুষ পলায়ন করিবে তাহার ভ্রাতা হইতে,

٣٥- وَاُمِّهٖ وَاَبِيْهِ ۙ

৩৫। এবং তাহার মাতা, তাহার পিতা,

٣٦- وَصَاحِبَتِهٖ وَبَنِيْهِ ؕ

৩৬। তাহার পত্নী ও তাহার সন্তান হইতে,

٣٧- لِكُلِّ امْرِئٍ مِّنْهُمْ يَوْمَئِذٍ شَاْنٌ يُّغْنِيْهِ ؕ

৩৭। সেই দিন উহাদের প্রত্যেকের হইবে এমন গুরুতর অবস্থা যাহা তাহাকে সম্পূর্ণরূপে ব্যস্ত রাখিবে।

٣٨- وُجُوْهٌ يَّوْمَئِذٍ مُّسْفِرَةٌ ۙ

৩৮। অনেক মুখমণ্ডল সেই দিন হইবে উজ্জ্বল,

১৮১৫। দ্র. ৬ ঃ ৯৯ আয়াত ও উহার টীকা এবং ২৩ ঃ ২০ আয়াত।
১৮১৬। দ্র..১৮০৬ টীকা।
১৮১৭। الصَّآخَّةُ। এই শব্দটির আভিধানিক অর্থ কর্ণবিদারী মহানাদ, কিন্তু কুরআনুল করীমে এই শব্দটি 'কিয়ামত' অর্থে ব্যবহৃত।-লিসানুল 'আরাব, তাফসীর মানার

٣٩- ضَاحِكَةٌ مُّسْتَبْشِرَةٌ ۝

৩৯। সহাস্য ও প্রফুল্ল,

٤٠- وَوُجُوهٌ يَّوْمَئِذٍ عَلَيْهَا غَبَرَةٌ ۝

৪০। এবং অনেক মুখমণ্ডল সেই দিন হইবে ধূলিধূসর

٤١- تَرْهَقُهَا قَتَرَةٌ ۝

৪১। সেইগুলিকে আচ্ছন্ন করিবে কালিমা।

٤٢- أُولَٰٓئِكَ هُمُ الْكَفَرَةُ الْفَجَرَةُ ۝

৪২। ইহারাই কাফির ও পাপাচারী।

৮১-সূরা তাকভীর[১৮১৮]

২৯ আয়াত, ১ রুকূ', মক্কী

।। দয়াময়, পরম দয়ালু আল্লাহ্‌র নামে ।।

١- إِذَا الشَّمْسُ كُوِّرَتْ ۝

১। সূর্যকে যখন নিষ্প্রভ করা হইবে,

٢- وَإِذَا النُّجُومُ انْكَدَرَتْ ۝

২। যখন নক্ষত্ররাজি খসিয়া পড়িবে,

٣- وَإِذَا الْجِبَالُ سُيِّرَتْ ۝

৩। পর্বতসমূহকে যখন চলমান করা হইবে,

٤- وَإِذَا الْعِشَارُ عُطِّلَتْ ۝

৪। যখন পূর্ণ-গর্ভা উষ্ট্রী উপেক্ষিত হইবে,

٥- وَإِذَا الْوُحُوشُ حُشِرَتْ ۝

৫। যখন বন্য পশু একত্র করা হইবে,

٦- وَإِذَا الْبِحَارُ سُجِّرَتْ ۝

৬। সমুদ্র যখন স্ফীত করা হইবে,

٧- وَإِذَا النُّفُوسُ زُوِّجَتْ ۝

৭। দেহে যখন আত্মা পুনঃসংযোজিত হইবে,

٨- وَإِذَا الْمَوْءُدَةُ سُئِلَتْ ۝

৮। যখন জীবন্ত সমাধিস্থ কন্যাকে জিজ্ঞাসা করা হইবে,[১৮১৯]
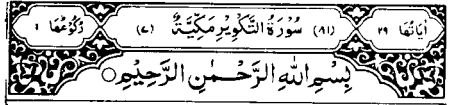
১৮১৮। تكوير গুটান। সূর্য গুটান হইলে সকল দিক অন্ধকারাচ্ছন্ন হইবে।
১৮১৯। অর্থাৎ তাহাদের সাক্ষ্য গ্রহণ করা হইবে।

٩- بِأَيِّ ذَنۢبٍ قُتِلَتْ ۝

৯। কী অপরাধে উহাকে হত্যা করা হইয়াছিল?

١٠- وَإِذَا الصُّحُفُ نُشِرَتْ ۝

১০। যখন 'আমলনামা[১৮২০] উন্মোচিত হইবে,

١١- وَإِذَا السَّمَآءُ كُشِطَتْ ۝

১১। যখন আকাশের আবরণ অপসারিত হইবে,

١٢- وَإِذَا الْجَحِيمُ سُعِّرَتْ ۝

১২। জাহান্নামের অগ্নি যখন উদ্দীপিত করা হইবে,

١٣- وَإِذَا الْجَنَّةُ أُزْلِفَتْ ۝

১৩। এবং জান্নাত যখন সমীপবর্তী করা হইবে,

١٤- عَلِمَتْ نَفْسٌ مَّآ أَحْضَرَتْ ۝

১৪। তখন প্রত্যেক ব্যক্তিই জানিবে সে কী লইয়া আসিয়াছে।

١٥- فَلَآ أُقْسِمُ بِالْخُنَّسِ ۝

১৫। আমি শপথ করি পশ্চাদপসরণকারী নক্ষত্রের,

١٦- الْجَوَارِ الْكُنَّسِ ۝

১৬। যাহা প্রত্যাগমন করে ও অদৃশ্য হয়,

١٧- وَالَّيْلِ إِذَا عَسْعَسَ ۝

১৭। শপথ নিশার যখন উহার অবসান হয়

١٨- وَالصُّبْحِ إِذَا تَنَفَّسَ ۝

১৮। আর ঊষায় যখন উহার আবির্ভাব হয়,

١٩- إِنَّهُۥ لَقَوْلُ رَسُولٍ كَرِيمٍ ۝

১৯। নিশ্চয়ই এই কুরআন[১৮২১] সম্মানিত বার্তাবহের আনীত বাণী[১৮২২]

٢٠- ذِى قُوَّةٍ عِندَ ذِى الْعَرْشِ مَكِينٍ ۝

২০। যে সামর্থ্যশালী, 'আর্শের[১৮২৩] মালিকের নিকট মর্যাদা সম্পন্ন,

٢١- مُّطَاعٍ ثَمَّ أَمِينٍ ۝

২১। যাহাকে সেথায় মান্য করা হয়[১৮২৪], যে বিশ্বাসভাজন।

১৮২০। এখানে الصحف দ্বারা মানুষের জীবনের যাবতীয় কর্ম যাহাতে সংরক্ষিত হয় অর্থাৎ 'আমলনামা বুঝাইতেছে।
১৮২১। এখানে ه সর্বনাম দ্বারা আল্-কুরআন বুঝাইতেছে।
১৮২২। قول -এর অর্থ বাণী, আল-কুরআন আল্লাহ্‌র বাণী, ফিরিশ্‌তারও নহে, রাসূলেরও নহে। ফিরিশ্‌তার মাধ্যমে রাসূল আল্লাহ্‌র বাণী প্রাপ্ত হন।
১৮২৩। দ্র. ৭ ঃ ৫৪ আয়াতের টীকা।
১৮২৪। অর্থাৎ সেখানে ফিরিশ্‌তাগণ তাঁহার নির্দেশ পালন করেন।

২২। আর তোমাদের সাথী[১৮২৫] উন্মাদ নহে,	٢٢- وَمَا صَاحِبُكُمْ بِمَجْنُوْنٍ ۝
২৩। সে[১৮২৬] তো তাহাকে[১৮২৭] স্পষ্ট দিগন্তে দেখিয়াছে,	٢٣- وَلَقَدْ رَاٰهُ بِالْاُفُقِ الْمُبِيْنِ ۝
২৪। সে অদৃশ্য বিষয় সম্পর্কে কৃপণ নহে।[১৮২৮]	٢٤- وَمَا هُوَ عَلَى الْغَيْبِ بِضَنِيْنٍ ۝
২৫। এবং ইহা অভিশপ্ত শয়তানের বাক্য নহে।	٢٥- وَمَا هُوَ بِقَوْلِ شَيْطٰنٍ رَّجِيْمٍ ۝
২৬। সুতরাং তোমরা কোথায় চলিয়াছ?	٢٦- فَاَيْنَ تَذْهَبُوْنَ ۝
২৭। ইহা তো শুধু বিশ্বজগতের জন্য উপদেশ,	٢٧- اِنْ هُوَ اِلَّا ذِكْرٌ لِّلْعٰلَمِيْنَ ۝
২৮। তোমাদের মধ্যে যে সরল পথে চলিতে চাহে, তাহার জন্য।	٢٨- لِمَنْ شَآءَ مِنْكُمْ اَنْ يَّسْتَقِيْمَ ۝
২৯। তোমরা ইচ্ছা করিবে না, যদি জগতসমূহের প্রতিপালক আল্লাহ্ ইচ্ছা না করেন।	٢٩- وَمَا تَشَآءُوْنَ اِلَّآ اَنْ يَّشَآءَ اللّٰهُ رَبُّ الْعٰلَمِيْنَ ۝ ع

১৮২৫। এখানে 'সাথী' অর্থে হযরত মুহাম্মাদ (সাঃ)।
১৮২৬। এই স্থলে 'সে' অর্থ হযরত মুহাম্মাদ (সাঃ)।
১৮২৭। এখানে তাহাকে অর্থ উল্লিখিত ফিরিশ্‌তাকে।
১৮২৮। ওহীর বিষয় প্রকাশ ও প্রচারে।

৮২-সূরা ইন্‌ফিতার

১৯ আয়াত, ১ রুকূ', মক্কী

।। দয়াময়, পরম দয়ালু আল্লাহ্‌র নামে ।।

১। আকাশ যখন বিদীর্ণ হইবে,

২। যখন নক্ষত্রমণ্ডলী বিক্ষিপ্তভাবে ঝরিয়া পড়িবে,

৩। সমুদ্র যখন উদ্বেলিত হইবে,

৪। এবং যখন কবর উন্মোচিত হইবে,

৫। তখন প্রত্যেকে জানিবে, সে কী অগ্রে পাঠাইয়াছে ও কী পশ্চাতে রাখিয়া গিয়াছে।

৬। হে মানুষ! কিসে তোমাকে তোমার মহান প্রতিপালক সম্বন্ধে বিভ্রান্ত করিল?

৭। যিনি তোমাকে সৃষ্টি করিয়াছেন, অতঃপর তোমাকে সুঠাম করিয়াছেন এবং সুসমঞ্জস করিয়াছেন,

৮। যেই আকৃতিতে চাহিয়াছেন, তিনি তোমাকে গঠন করিয়াছেন।

৯। না, কখনও না,[১৮২৯] তোমরা তো শেষ বিচারকে অস্বীকার করিয়া থাক;

১০। অবশ্যই আছে তোমাদের জন্য তত্ত্বাবধায়কগণ;

১১। সম্মানিত লিপিকরবৃন্দ;
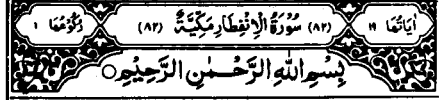
١- اِذَا السَّمَآءُ انْفَطَرَتْ ۝

٢- وَاِذَا الْكَوَاكِبُ انْتَثَرَتْ ۝

٣- وَاِذَا الْبِحَارُ فُجِّرَتْ ۝

٤- وَاِذَا الْقُبُوْرُ بُعْثِرَتْ ۝

٥- عَلِمَتْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ وَاَخَّرَتْ ۝

٦- يٰۤاَيُّهَا الْاِنْسَانُ مَا غَرَّكَ بِرَبِّكَ الْكَرِيْمِ ۝

٧- الَّذِىْ خَلَقَكَ فَسَوّٰىكَ فَعَدَلَكَ ۝

٨- فِىْۤ اَىِّ صُوْرَةٍ مَّا شَآءَ رَكَّبَكَ ۝

٩- كَلَّا بَلْ تُكَذِّبُوْنَ بِالدِّيْنِ ۝

١٠- وَاِنَّ عَلَيْكُمْ لَحٰفِظِيْنَ ۝

١١- كِرَامًا كَاتِبِيْنَ ۝

১৮২৯। এই স্থলে كلا -এর নেতিবাচক অর্থ উপরের ৬ নম্বর আয়াতের 'কিসে তোমাকে বিভ্রান্ত করিল' এই বাক্যের সহিত সম্পর্কযুক্ত এবং ইহা দ্বারা বুঝায় যে, এই বিভ্রান্তি ঠিক নহে

Contents

১২। তাহারা জানে তোমরা যাহা কর।	١٢- يَعْلَمُوْنَ مَا تَفْعَلُوْنَ ○
১৩। পুণ্যবানগণ তো থাকিবে পরম স্বাচ্ছন্দ্যে;	١٣- اِنَّ الْاَبْرَارَ لَفِيْ نَعِيْمٍ ○
১৪। এবং পাপাচারীরা তো থাকিবে জাহান্নামে;	١٤- وَاِنَّ الْفُجَّارَ لَفِيْ جَحِيْمٍ ○
১৫। উহারা কর্মফল দিবসে উহাতে প্রবেশ করিবে;	١٥- يَّصْلَوْنَهَا يَوْمَ الدِّيْنِ ○
১৬। এবং উহারা উহা হইতে অন্তর্হিত হইতে পারিবে না।	١٦- وَمَا هُمْ عَنْهَا بِغَآئِبِيْنَ ○
১৭। কর্মফল দিবস সম্বন্ধে তুমি কী জান?	١٧- وَمَآ اَدْرٰىكَ مَا يَوْمُ الدِّيْنِ ○
১৮। আবার বলি, কর্মফল দিবস সম্বন্ধে তুমি কী জান?	١٨- ثُمَّ مَآ اَدْرٰىكَ مَا يَوْمُ الدِّيْنِ ○
১৯। সেই দিন একের অপরের জন্য কিছু করিবার সামর্থ্য থাকিবে না; এবং সেই দিন সমস্ত কর্তৃত্ব হইবে আল্লাহ্‌র।	١٩- يَوْمَ لَا تَمْلِكُ نَفْسٌ لِّنَفْسٍ شَيْـًٔا ۭ وَالْاَمْرُ يَوْمَئِذٍ لِّلّٰهِ ○

৮৩-সূরা মুতাফ্‌ফিফীন

৩৬ আয়াত, ১ রুকূ‘, মক্কী

।। দয়াময়, পরম দয়ালু আল্লাহ্‌র নামে ।।

১। দুর্ভোগ তাহাদের জন্য যাহারা মাপে কম দেয়,	١- وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِيْنَ ○
২। যাহারা লোকের নিকট হইতে মাপিয়া লইবার সময় পূর্ণমাত্রায় গ্রহণ করে,	٢- الَّذِيْنَ اِذَا اكْتَالُوْا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُوْنَ ○
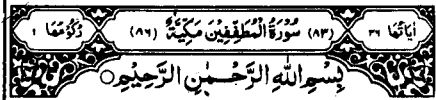
٣- وَاِذَا كَالُوْهُمْ اَوْ وَّزَنُوْهُمْ يُخْسِرُوْنَ ۝

৩। এবং যখন তাহাদের জন্য মাপিয়া অথবা ওজন করিয়া দেয়, তখন কম দেয়।

٤- اَلَا يَظُنُّ اُولٰٓئِكَ اَنَّهُمْ مَّبْعُوْثُوْنَ ۝

৪। উহারা কি চিন্তা করে না যে, উহারা পুনরুত্থিত হইবে

٥- لِيَوْمٍ عَظِيْمٍ ۝

৫। মহাদিবসে?

٦- يَّوْمَ يَقُوْمُ النَّاسُ لِرَبِّ الْعٰلَمِيْنَ ۝

৬। যেদিন দাঁড়াইবে সমস্ত মানুষ জগতসমূহের প্রতিপালকের সম্মুখে!

٧- كَلَّآ اِنَّ كِتٰبَ الْفُجَّارِ لَفِيْ سِجِّيْنٍ ۝

৭। কখনও না,[১৮৩০] পাপাচারীদের 'আমলনামা[১৮৩১] তো সিজ্জীনে[১৮৩২] আছে।

٨- وَمَآ اَدْرٰىكَ مَا سِجِّيْنٌ ۝

৮। সিজ্জীন[১৮৩৩] সম্পর্কে তুমি কী জান?

٩- كِتٰبٌ مَّرْقُوْمٌ ۝

৯। উহা চিহ্নিত 'আমলনামা।

١٠- وَيْلٌ يَّوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِيْنَ ۝

১০। সেই দিন দুর্ভোগ হইবে অস্বীকারকারীদের,

١١- الَّذِيْنَ يُكَذِّبُوْنَ بِيَوْمِ الدِّيْنِ ۝

১১। যাহারা কর্মফল দিবসকে অস্বীকার করে,

١٢- وَمَا يُكَذِّبُ بِهٖٓ اِلَّا كُلُّ مُعْتَدٍ اَثِيْمٍ ۝

১২। কেবল প্রত্যেক পাপিষ্ঠ সীমালংঘনকারী ইহা অস্বীকার করে;

١٣- اِذَا تُتْلٰى عَلَيْهِ اٰيٰتُنَا قَالَ اَسَاطِيْرُ الْاَوَّلِيْنَ ۝

১৩। উহার নিকট আমার আয়াতসমূহ আবৃত্তি করা হইলে সে বলে, 'ইহা পূর্ববর্তীদের উপকথা।'

١٤- كَلَّا بَلْ ٚ رَانَ عَلٰى قُلُوْبِهِمْ مَّا كَانُوْا يَكْسِبُوْنَ ۝

১৪। কখনও নয়; বরং উহাদের কৃতকর্মই উহাদের হৃদয়ে জঙ্ ধরাইয়াছে।

১৮৩০। এই স্থলে كلا-এর নেতিবাচক অর্থ, সূরার ১-৩ নম্বর আয়াতে উল্লিখিত 'মাপে প্রবঞ্চনা করা ও পুনরুত্থান সম্পর্কে চিন্তা না করা' ইত্যাদির সহিত সম্পর্কযুক্ত।

১৮৩১। এখানে كتاب দ্বারা মানুষের জীবনের যাবতীয় কর্ম যাহাতে সংরক্ষিত হয় অর্থাৎ কর্মবিররণী বা 'আমলনামা বুঝাইতেছে।

১৮৩২। سجين কারাগার, মূল سجن যেখানে কাফিরদের রূহ ও 'আমলনামা রাখা হয় সে স্থান।

১৮৩৩। অর্থাৎ সিজ্জীনে রক্ষিত 'কিতাব'।

١٥- كَلَّآ إِنَّهُمْ عَن رَّبِّهِمْ يَوْمَئِذٍ لَّمَحْجُوبُونَ ۝

১৫। না, অবশ্যই সেই দিন উহারা উহাদের প্রতিপালক হইতে অন্তরিত থাকিবে;

١٦- ثُمَّ إِنَّهُمْ لَصَالُوا الْجَحِيمِ ۝

১৬। অতঃপর উহারা তো জাহান্নামে প্রবেশ করিবে;

١٧- ثُمَّ يُقَالُ هَٰذَا الَّذِي كُنتُم بِهِ تُكَذِّبُونَ ۝

১৭। তৎপর বলা হইবে, 'ইহাই তাহা যাহা তোমরা অস্বীকার করিতে।'

١٨- كَلَّآ إِنَّ كِتَٰبَ الْأَبْرَارِ لَفِي عِلِّيِّينَ ۝

১৮। অবশ্যই পুণ্যবানদের 'আমলনামা 'ইল্লিয়্যীনে[১৮৩৪],

١٩- وَمَآ أَدْرَىٰكَ مَا عِلِّيُّونَ ۝

১৯। 'ইল্লিয়্যীন সম্পর্কে[১৮৩৫] তুমি কী জান?

٢٠- كِتَٰبٌ مَّرْقُومٌ ۝

২০। উহা চিহ্নিত 'আমলনামা।

٢١- يَشْهَدُهُ الْمُقَرَّبُونَ ۝

২১। যাহারা আল্লাহ্‌র সান্নিধ্যপ্রাপ্ত[১৮৩৬] তাহারা উহা দেখে।

٢٢- إِنَّ الْأَبْرَارَ لَفِي نَعِيمٍ ۝

২২। পুণ্যবানগণ তো থাকিবে পরম স্বাচ্ছন্দ্যে,

٢٣- عَلَى الْأَرَآئِكِ يَنظُرُونَ ۝

২৩। তাহারা সুসজ্জিত আসনে বসিয়া অবলোকন করিবে।

٢٤- تَعْرِفُ فِي وُجُوهِهِمْ نَضْرَةَ النَّعِيمِ ۝

২৪। তুমি তাহাদের মুখমণ্ডলে স্বাচ্ছন্দ্যের দীপ্তি দেখিতে পাইবে,

٢٥- يُسْقَوْنَ مِن رَّحِيقٍ مَّخْتُومٍ ۝

২৫। তাহাদিগকে মোহর করা বিশুদ্ধ পানীয় হইতে পান করান হইবে;

٢٦- خِتَٰمُهُ مِسْكٌ ۚ وَفِي ذَٰلِكَ فَلْيَتَنَافَسِ الْمُتَنَٰفِسُونَ ۝

২৬। উহার মোহর মিস্‌কের, এ বিষয়ে প্রতিযোগীরা প্রতিযোগিতা করুক।

٢٧- وَمِزَاجُهُ مِن تَسْنِيمٍ ۝

২৭। উহার মিশ্রণ হইবে তাস্‌নীমের,[১৮৩৭]

১৮৩৪। سجين - علين এর বিপরীত। মু'মিনদের রূহ ও 'আমলনামা যেখানে রক্ষিত হয় সেই স্থান।

১৮৩৫। অর্থাৎ 'ইল্লিয়্যীন-এ রক্ষিত 'কিতাব'।

১৮৩৬ المقربون।অর্থ যাহারা আল্লাহ্‌র সান্নিধ্যপ্রাপ্ত অর্থাৎ ফিরিশ্‌তাগণ।

১৮৩৭। 'তাসনীম' শব্দটির আভিধানিক অর্থ জান্নাতের পানি যাহা উচ্চে অবস্থিত ঝর্ণা হইতে নিঃসৃত হয়।-লিসানুল 'আরাব

২৮। ইহা একটি প্রস্রবণ, যাহা হইতে সান্নিধ্যপ্রাপ্তরা পান করে।	٢٨- عَيْنًا يَّشْرَبُ بِهَا الْمُقَرَّبُوْنَ ۝
২৯। যাহারা অপরাধী তাহারা তো মু'মিনদিগকে উপহাস করিত	٢٩- اِنَّ الَّذِيْنَ اَجْرَمُوْا كَانُوْا مِنَ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا يَضْحَكُوْنَ ۝
৩০। এবং উহারা যখন মু'মিনদের নিকট দিয়া যাইত তখন চক্ষু টিপিয়া ইশারা করিত।	٣٠- وَاِذَا مَرُّوْا بِهِمْ يَتَغَامَزُوْنَ ۝
৩১। এবং যখন উহাদের আপনজনের নিকট ফিরিয়া আসিত তখন উহারা ফিরিত উৎফুল্ল হইয়া,	٣١- وَاِذَا انْقَلَبُوْٓا اِلٰٓى اَهْلِهِمُ انْقَلَبُوْا فَكِهِيْنَ ۝
৩২। এবং যখন উহাদিগকে দেখিত তখন বলিত, 'ইহারাই তো পথভ্রষ্ট।'	٣٢- وَاِذَا رَاَوْهُمْ قَالُوْٓا اِنَّ هٰٓؤُلَآءِ لَضَآلُّوْنَ ۝
৩৩। উহাদিগকে তো তাহাদের[১৮৩৮] তত্ত্বাবধায়ক করিয়া পাঠান হয় নাই।	٣٣- وَمَآ اُرْسِلُوْا عَلَيْهِمْ حٰفِظِيْنَ ۝
৩৪। আজ মু'মিনগণ উপহাস করিতেছে কাফিরদিগকে,	٣٤- فَالْيَوْمَ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا مِنَ الْكُفَّارِ يَضْحَكُوْنَ ۝
৩৫। সুসজ্জিত আসন হইতে উহাদিগকে[১৮৩৯] অবলোকন করিয়া।	٣٥- عَلَى الْاَرَآئِكِ ۙ يَنْظُرُوْنَ ۝
৩৬। কাফিররা উহাদের কৃতকর্মের ফল পাইল তো?	٣٦- هَلْ ثُوِّبَ الْكُفَّارُ مَا كَانُوْا يَفْعَلُوْنَ ۝

১৮৩৮। এই স্থলে 'তাহাদের' অর্থ মু'মিনদের।
১৮৩৯। 'উহাদিগকে' কথাটি মূল আরবীতে উহ্য আছে।

৮৪-সূরা ইন্‌শিকাক্

২৫ আয়াত, ১ রুকূ', মক্কী

।। দয়াময়, পরম দয়ালু আল্লাহ্‌র নামে ।।

১। যখন আকাশ বিদীর্ণ হইবে,

١- اِذَا السَّمَآءُ انْشَقَّتْ ۙ

২। ও তাহার প্রতিপালকের আদেশ পালন করিবে এবং ইহাই তাহার করণীয়।

٢- وَاَذِنَتْ لِرَبِّهَا وَحُقَّتْ ۙ

৩। এবং পৃথিবীকে যখন সম্প্রসারিত করা হইবে।

٣- وَاِذَا الْاَرْضُ مُدَّتْ ۙ

৪। ও পৃথিবী তাহার অভ্যন্তরে যাহা আছে তাহা বাহিরে নিক্ষেপ করিবে ও শূন্যগর্ভ হইবে।

٤- وَاَلْقَتْ مَا فِيْهَا وَتَخَلَّتْ ۙ

৫। এবং তাহার প্রতিপালকের আদেশ পালন করিবে ইহাই তাহার করণীয়; তখন তোমরা পুনরুত্থিত হইবেই।[১৮৪০]

٥- وَاَذِنَتْ لِرَبِّهَا وَحُقَّتْ ۗ

৬। হে মানুষ! তুমি তোমার প্রতিপালকের নিকট পৌঁছা পর্যন্ত কঠোর সাধনা করিয়া থাক, পরে তুমি তাঁহার সাক্ষাত লাভ করিবে।

٦- يٰۤاَيُّهَا الْاِنْسَانُ اِنَّكَ كَادِحٌ اِلٰى رَبِّكَ كَدْحًا فَمُلٰقِيْهِ ۚ

৭। যাহাকে তাহার 'আমলনামা[১৮৪১] তাহার দক্ষিণ হস্তে দেওয়া হইবে

٧- فَاَمَّا مَنْ اُوْتِيَ كِتٰبَهٗ بِيَمِيْنِهٖ ۙ

৮। তাহার হিসাব-নিকাশ সহজেই লওয়া হইবে

٨- فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا يَّسِيْرًا ۙ

৯। এবং সে তাহার স্বজনদের নিকট প্রফুল্লচিত্তে ফিরিয়া যাইবে;

٩- وَّيَنْقَلِبُ اِلٰۤى اَهْلِهٖ مَسْرُوْرًا ۗ

১৮৪০। শর্ত থাকিলে তাহার একটি জবাব থাকিবেই; এই স্থলে لتبعثن অর্থাৎ 'তোমরা পুনরুত্থিত হইবেই' এই ধরনের একটি জবাব উহ্য আছে। দ্র. ৭৯ : ৫ আয়াত ও উহার টীকা।

১৮৪১। এখানে كتاب দ্বারা মানুষের জীবনের যাবতীয় কর্ম যাহাতে সংরক্ষিত হয় অর্থাৎ 'আমলনামা বুঝাইতেছে।

١٠- وَاَمَّا مَنْ اُوْتِيَ كِتٰبَهٗ وَرَآءَ ظَهْرِهٖ ۙ

১০। এবং যাহাকে তাহার 'আমলনামা তাহার পৃষ্ঠের পশ্চাৎদিক হইতে দেওয়া হইবে

١١- فَسَوْفَ يَدْعُوْا ثُبُوْرًا ۙ

১১। সে অবশ্য তাহার ধ্বংস আহ্‌বান করিবে;

١٢- وَّيَصْلٰى سَعِيْرًا ۙ

১২। এবং জ্বলন্ত অগ্নিতে প্রবেশ করিবে;

١٣- اِنَّهٗ كَانَ فِيْٓ اَهْلِهٖ مَسْرُوْرًا ۙ

১৩। সে তো তাহার স্বজনদের মধ্যে আনন্দে ছিল,

١٤- اِنَّهٗ ظَنَّ اَنْ لَّنْ يَّحُوْرَ ۚ

১৪। সে তো ভাবিত যে, সে কখনই ফিরিয়া যাইবে না;

١٥- بَلٰى ۚ اِنَّ رَبَّهٗ كَانَ بِهٖ بَصِيْرًا ۙ

১৫। নিশ্চয়ই ফিরিয়া যাইবে; তাহার প্রতিপালক তাহার উপর সবিশেষ দৃষ্টি রাখেন।

١٦- فَلَآ اُقْسِمُ بِالشَّفَقِ ۙ

১৬। আমি শপথ করি অস্তরাগের,

١٧- وَالَّيْلِ وَمَا وَسَقَ ۙ

১৭। এবং রাত্রির আর উহা যাহা কিছুর সমাবেশ ঘটায় তাহার,

١٨- وَالْقَمَرِ اِذَا اتَّسَقَ ۙ

১৮। এবং শপথ চন্দ্রের, যখন ইহা পূর্ণ হয়;

١٩- لَتَرْكَبُنَّ طَبَقًا عَنْ طَبَقٍ ۙ

১৯। নিশ্চয় তোমরা ধাপে ধাপে আরোহণ করিবে।[১৮৪২]

٢٠- فَمَا لَهُمْ لَا يُؤْمِنُوْنَ ۙ

২০। সুতরাং উহাদের কি হইল যে, উহারা ঈমান আনে না

٢١- وَاِذَا قُرِئَ عَلَيْهِمُ الْقُرْاٰنُ لَا يَسْجُدُوْنَ ۩ ۙ

২১। এবং উহাদের নিকট কুরআন পাঠ করা হইলে উহারা সিজ্‌দা করে না?

সিজ্‌দা

٢٢- بَلِ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا يُكَذِّبُوْنَ ۖ

২২। পরন্তু কাফিরগণ উহাকে[১৮৪৩] অস্বীকার করে।

১৮৪২। বুদ্ধি ও জ্ঞানে এবং আধ্যাত্মিক বিষয়ে ক্রমশঃ উন্নতি করিতে থাকিবে।
১৮৪৩। 'উহাকে' শব্দটি মূল আরবীতে উহ্য আছে।

٢٣- وَاللّٰهُ اَعْلَمُ بِمَا يُوْعُوْنَ ۞

২৩। এবং উহারা যাহা পোষণ করে আল্লাহ্ তাহা সবিশেষ অবগত।

٢٤- فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ اَلِيْمٍ ۞

২৪। সুতরাং উহাদিগকে মর্মন্তুদ শাস্তির সংবাদ দাও;

٢٥- اِلَّا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ لَهُمْ اَجْرٌ غَيْرُ مَمْنُوْنٍ ۞

২৫। কিন্তু যাহারা ঈমান আনে ও সৎকর্ম করে তাহাদের জন্য রহিয়াছে নিরবচ্ছিন্ন পুরস্কার।

৮৫-সূরা বুরূজ

২২ আয়াত, ১ রুকূ', মক্কী

।। দয়াময়, পরম দয়ালু আল্লাহ্র নামে।।

١- وَالسَّمَآءِ ذَاتِ الْبُرُوْجِ ۞

১। শপথ বুরূজ[১৮৪৪] বিশিষ্ট আকাশের,

٢- وَالْيَوْمِ الْمَوْعُوْدِ ۞

২। এবং প্রতিশ্রুত দিবসের,

٣- وَشَاهِدٍ وَّمَشْهُوْدٍ ۞

৩। শপথ দ্রষ্টা ও দৃষ্টের—[১৮৪৫]

٤- قُتِلَ اَصْحٰبُ الْاُخْدُوْدِ ۞

৪। ধ্বংস হইয়াছিল কুণ্ডের অধিপতিরা—[১৮৪৬]

٥- النَّارِ ذَاتِ الْوَقُوْدِ ۞

৫। ইন্ধনপূর্ণ যে কুণ্ডে ছিল অগ্নি,

٦- اِذْ هُمْ عَلَيْهَا قُعُوْدٌ ۞

৬। যখন উহারা ইহার পাশে উপবিষ্ট ছিল;

٧- وَّهُمْ عَلٰى مَا يَفْعَلُوْنَ بِالْمُؤْمِنِيْنَ شُهُوْدٌ ۞

৭। এবং উহারা মু'মিনদের সহিত যাহা করিতেছিল তাহা প্রত্যক্ষ করিতেছিল।

১৮৪৪। برج -এর বহুবচন بروج -গ্রহ-নক্ষত্রের কক্ষপথ, গ্রহ-নক্ষত্র। দ্র. ২৫ ঃ ৬১ আয়াত।

১৮৪৫। شاهد দ্বারা আল্লাহ্কে বুঝায়। তিনি সব জানেন ও দেখেন। مشهود দ্বারা বুঝায় মানুষকে, আল্লাহ্ সর্বদা তাহাদিগকে দেখিতেছেন। হাদীস অনুসারে شاهد জুমু'আর আর مشهود 'আরাফার দিবস।-তিরমিযী

১৮৪৬। প্রাচীন কালে এক কাফির বাদশাহ তাহার কিছু প্রজাকে এক আল্লাহ্তে বিশ্বাস করিত বলিয়া অগ্নিকুণ্ডে নিক্ষেপ করিয়া হত্যা করিয়াছিল। এক আল্লাহ্র প্রতি ঈমান আনাই তাহাদের একমাত্র অপরাধ ছিল। কথিত আছে ইয়েমেনের বাদশাহ যুনুয়াস সেই অত্যাচারী ব্যক্তি। উক্ত ঘটনার প্রতি এই সূরায় ইংগিত রহিয়াছে।

Contents

٨-وَمَا نَقَمُوْا مِنْهُمْ اِلَّآ اَنْ يُّؤْمِنُوْا بِاللّٰهِ الْعَزِيْزِ الْحَمِيْدِ ۙ

৮। উহারা তাহাদিগকে নির্যাতন করিয়াছিল শুধু এই কারণে যে, তাহারা বিশ্বাস করিত পরাক্রমশালী ও প্রশংসার্হ আল্লাহে—

٩-الَّذِيْ لَهٗ مُلْكُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ ؕ وَاللّٰهُ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيْدٌ ۙ

৯। আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীর সর্বময় কর্তৃত্ব যাঁহার; আর আল্লাহ্ সর্ববিষয়ে দ্রষ্টা।

١٠-اِنَّ الَّذِيْنَ فَتَنُوا الْمُؤْمِنِيْنَ وَالْمُؤْمِنٰتِ ثُمَّ لَمْ يَتُوْبُوْا فَلَهُمْ عَذَابُ جَهَنَّمَ وَلَهُمْ عَذَابُ الْحَرِيْقِ ۙ

১০। যাহারা বিশ্বাসী নরনারীকে বিপদাপন্ন করিয়াছে এবং পরে তাওবা করে নাই তাহাদের জন্য আছে জাহান্নামের শাস্তি, আছে দহন যন্ত্রণা।

١١-اِنَّ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ لَهُمْ جَنّٰتٌ تَجْرِيْ مِنْ تَحْتِهَا الْاَنْهٰرُ ۬ؕ ذٰلِكَ الْفَوْزُ الْكَبِيْرُ ۙ

১১। যাহারা ঈমান আনে ও সৎকর্ম করে তাহাদের জন্য আছে জান্নাত, যাহার পাদদেশে নদী প্রবাহিত; ইহাই মহাসাফল্য।

١٢-اِنَّ بَطْشَ رَبِّكَ لَشَدِيْدٌ ۙ

১২। তোমার প্রতিপালকের মার বড়ই কঠিন।

١٣-اِنَّهٗ هُوَ يُبْدِئُ وَيُعِيْدُ ۙ

১৩। তিনিই অস্তিত্ব দান করেন ও পুনরাবর্তন ঘটান,

١٤-وَهُوَ الْغَفُوْرُ الْوَدُوْدُ ۙ

১৪। এবং তিনি ক্ষমাশীল, প্রেমময়,

١٥-ذُو الْعَرْشِ الْمَجِيْدُ ۙ

১৫। 'আর্‌শের[১৮৪৭] অধিকারী ও সম্মানিত।

١٦-فَعَّالٌ لِّمَا يُرِيْدُ ۙ

১৬। তিনি যাহা ইচ্ছা তাহাই করেন।

١٧-هَلْ اَتٰىكَ حَدِيْثُ الْجُنُوْدِ ۙ

১৭। তোমার নিকট কি পৌঁছিয়াছে সৈন্যবাহিনীর বৃত্তান্ত—

١٨-فِرْعَوْنَ وَثَمُوْدَ ۙ

১৮। ফির'আওন ও ছামূদের?

١٩-بَلِ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا فِيْ تَكْذِيْبٍ ۙ

১৯। তবু কাফিররা মিথ্যা আরোপ করায় রত;

১৮৪৭। দ্র. ৭ ঃ ৫৪ আয়াতের টীকা।

٢٠- وَّاللّٰهُ مِنْ وَّرَآئِهِمْ مُّحِيْطٌ ۝

২০। এবং আল্লাহ্ উহাদের অলক্ষ্যে[১৮৪৮] উহাদিগকে পরিবেষ্টন করিয়া রহিয়াছেন।

٢١- بَلْ هُوَ قُرْاٰنٌ مَّجِيْدٌ ۝

২১। বস্তুত ইহা সম্মানিত কুরআন,

٢٢- فِيْ لَوْحٍ مَّحْفُوْظٍ ۝

২২। সংরক্ষিত ফলকে লিপিবদ্ধ।[১৮৪৯]

৮৬-সূরা তারিক

১৭ আয়াত, ১ রুকূ', মক্কী

।। দয়াময়, পরম দয়ালু আল্লাহ্র নামে ।।

١- وَالسَّمَآءِ وَالطَّارِقِ ۝

১। শপথ আকাশের এবং রাত্রিতে যাহা আবির্ভূত হয় তাহার;

٢- وَمَآ اَدْرٰىكَ مَا الطَّارِقُ ۝

২। তুমি কী জান রাত্রিতে যাহা আবির্ভূত হয় উহা কি?

٣- النَّجْمُ الثَّاقِبُ ۝

৩। উহা উজ্জ্বল নক্ষত্র!

٤- اِنْ كُلُّ نَفْسٍ لَّمَّا عَلَيْهَا حَافِظٌ ۝

৪। প্রত্যেক জীবের উপরই তত্ত্বাবধায়ক রহিয়াছে।

٥- فَلْيَنْظُرِ الْاِنْسَانُ مِمَّ خُلِقَ ۝

৫। সুতরাং মানুষ প্রণিধান করুক কী হইতে তাহাকে সৃষ্টি করা হইয়াছে!

٦- خُلِقَ مِنْ مَّآءٍ دَافِقٍ ۝

৬। তাহাকে সৃষ্টি করা হইয়াছে সবেগে স্খলিত পানি হইতে,

٧- يَّخْرُجُ مِنْۢ بَيْنِ الصُّلْبِ وَالتَّرَآئِبِ ۝

৭। ইহা নির্গত হয় মেরুদণ্ড ও পঞ্জরাস্থির মধ্য হইতে।

১৮৪৮। من ورائهم ইহার শাব্দিক অর্থ 'উহাদের পিছন হইতে'। ইহা একটি আরবী বাগধারা; এই স্থলে ইহার অর্থ অলক্ষ্যে।

১৮৪৯। 'লিপিবদ্ধ' শব্দটি মূল আরবীতে উহ্য আছে।

٨-اِنَّهٗ عَلٰى رَجْعِهٖ لَقَادِرٌ ۝	৮। নিশ্চয় তিনি[১৮৫০] তাহার[১৮৫১] প্রত্যানয়নে ক্ষমতাবান।
٩-يَوْمَ تُبْلَى السَّرَآئِرُ ۝	৯। যেই দিন গোপন বিষয় পরীক্ষিত হইবে
١٠-فَمَا لَهٗ مِنْ قُوَّةٍ وَّلَا نَاصِرٍ ۝	১০। সেই দিন তাহার কোন সামর্থ্য থাকিবে না, এবং সাহায্যকারীও নহে।
١١-وَالسَّمَآءِ ذَاتِ الرَّجْعِ ۝	১১। শপথ আসমানের, যাহা ধারণ করে বৃষ্টি,[১৮৫২]
١٢-وَالْاَرْضِ ذَاتِ الصَّدْعِ ۝	১২। এবং শপথ যমীনের, যাহা বিদীর্ণ হয়,[১৮৫৩]
١٣-اِنَّهٗ لَقَوْلٌ فَصْلٌ ۝	১৩। নিশ্চয় আল-কুরআন[১৮৫৪] মীমাংসাকারী বাণী।
١٤-وَّمَا هُوَ بِالْهَزْلِ ۝	১৪। এবং ইহা নিরর্থক নহে।
١٥-اِنَّهُمْ يَكِيْدُوْنَ كَيْدًا ۝	১৫। উহারা ভীষণ ষড়যন্ত্র করে,
١٦-وَّاَكِيْدُ كَيْدًا ۝	১৬। এবং আমিও ভীষণ কৌশল করি।
١٧-فَمَهِّلِ الْكٰفِرِيْنَ اَمْهِلْهُمْ رُوَيْدًا ۝ ع	১৭। অতএব কাফিরদিগকে অবকাশ দাও; উহাদিগকে অবকাশ দাও কিছু কালের জন্য।

১৮৫০। এখানে ه সর্বনাম দ্বারা আল্লাহ্‌কে বুঝাইতেছে।

১৮৫১। এই স্থলে 'তাহার' অর্থ মানুষের।

১৮৫২। رجع প্রত্যাবর্তন করা। বৃষ্টি বারবার আসে বলিয়া। رجع -এর অর্থ مطر (বৃষ্টি) করা হইয়াছে।

১৮৫৩। উদ্ভিদ উদ্গত হওয়ার সময় মাটি বিদীর্ণ হয়, ইহা ছাড়াও নানা কারণে মাটি বিদীর্ণ হইয়া থাকে।

১৮৫৪। এখানে ه সর্বনাম দ্বারা আল-কুরআন বুঝাইতেছে।

৮৭-সূরা আ'লা

১৯ আয়াত, ১ রুকূ', মক্কী

।। দয়াময়, পরম দয়ালু আল্লাহ্‌র নামে ।।

১। তুমি তোমার সুমহান প্রতিপালকের নামের পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা কর,

١- سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْاَعْلَى

২। যিনি সৃষ্টি করেন ও সুঠাম করেন।

٢- الَّذِيْ خَلَقَ فَسَوّٰى

৩। এবং যিনি পরিমিত বিকাশ সাধন করেন ও পথনির্দেশ করেন,

٣- وَالَّذِيْ قَدَّرَ فَهَدٰى

৪। এবং যিনি তৃণাদি উৎপন্ন করেন,

٤- وَالَّذِيْٓ اَخْرَجَ الْمَرْعٰى

৫। পরে উহাকে ধূসর আবর্জনায় পরিণত করেন।

٥- فَجَعَلَهٗ غُثَآءً اَحْوٰى

৬। নিশ্চয় আমি তোমাকে পাঠ করাইব, ফলে তুমি বিস্মৃত হইবে না,

٦- سَنُقْرِئُكَ فَلَا تَنْسٰٓى

৭। আল্লাহ্ যাহা ইচ্ছা করিবেন তাহা ব্যতীত। তিনি জানেন যাহা প্রকাশ্য ও যাহা গোপনীয়।

٧- اِلَّا مَا شَآءَ اللّٰهُ ۗ اِنَّهٗ يَعْلَمُ الْجَهْرَ وَمَا يَخْفٰى

৮। আমি তোমার জন্য সুগম করিয়া দিব সহজ পথ।

٨- وَنُيَسِّرُكَ لِلْيُسْرٰى

৯। উপদেশ যদি ফলপ্রসূ হয় তবে উপদেশ দাও;

٩- فَذَكِّرْ اِنْ نَّفَعَتِ الذِّكْرٰى

১০। যে ভয় করে সে উপদেশ গ্রহণ করিবে।

١٠- سَيَذَّكَّرُ مَنْ يَّخْشٰى

১১। আর উহা উপেক্ষা করিবে যে নিতান্ত হতভাগ্য,

١١- وَيَتَجَنَّبُهَا الْاَشْقَى

১২। যে মহাঅগ্নিতে প্রবেশ করিবে,

١٢- الَّذِيْ يَصْلَى النَّارَ الْكُبْرٰى

১৩। অতঃপর সেথায় সে মরিবেও না, বাঁচিবেও না।

١٣-ثُمَّ لَا يَمُوْتُ فِيْهَا وَلَا يَحْيٰى ۝

১৪। নিশ্চয় সাফল্য লাভ করিবে যে পবিত্রতা অর্জন করে।

١٤-قَدْ اَفْلَحَ مَنْ تَزَكّٰى ۝

১৫। এবং তাহার প্রতিপালকের নাম স্মরণ করে ও সালাত কায়েম করে।

١٥-وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهٖ فَصَلّٰى ۝

১৬। কিন্তু তোমরা পার্থিব জীবনকে প্রাধান্য দাও,

١٦-بَلْ تُؤْثِرُوْنَ الْحَيٰوةَ الدُّنْيَا ۝

১৭। অথচ আখিরাতই উৎকৃষ্টতর এবং স্থায়ী।

١٧-وَالْاٰخِرَةُ خَيْرٌ وَّاَبْقٰى ۝

১৮। ইহা তো আছে পূর্ববর্তী গ্রন্থে—১৮৫৫

١٨- اِنَّ هٰذَا لَفِى الصُّحُفِ الْاُوْلٰى ۝

১৯। ইব্‌রাহীম ও মূসার গ্রন্থে।

١٩-صُحُفِ اِبْرٰهِيْمَ وَ مُوْسٰى ۝

৮৮-সূরা গাশিয়াঃ

২৬ আয়াত, ১ রুকূ', মক্কী

।। দয়াময়, পরম দয়ালু আল্লাহ্‌র নামে ।।
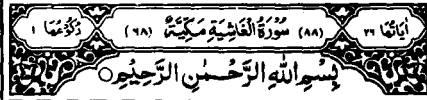
১। তোমার নিকট কি কিয়ামতের১৮৫৬ সংবাদ আসিয়াছে?

١-هَلْ اَتٰىكَ حَدِيْثُ الْغَاشِيَةِ ۝

২। সেই দিন অনেক মুখমণ্ডল অবনত,

٢-وُجُوْهٌ يَّوْمَئِذٍ خَاشِعَةٌ ۝

৩। ক্লিষ্ট, ক্লান্ত হইবে,

٣-عَامِلَةٌ نَّاصِبَةٌ ۝

৪। উহারা প্রবেশ করিবে জ্বলন্ত অগ্নিতে;

٤-تَصْلٰى نَارًا حَامِيَةً ۝

১৮৫৫। দ্র. ৮০ ঃ ১৩ আয়াত ও উহার টীকা।

১৮৫৬। غاشية শব্দটির আভিধানিক অর্থ 'যাহা আচ্ছন্ন করে'; যেহেতু কিয়ামত সকলকেই আচ্ছন্ন করিবে, এই কারণে এই স্থলে ইহার অর্থ কিয়ামত।-লিসানুল-'আরাব, মানার ইত্যাদি

৫। উহাদিগকে অত্যুষ্ণ প্রস্রবণ হইতে পান করান হইবে;	٥-تُسْقٰى مِنْ عَيْنٍ اٰنِيَةٍ ۝
৬। উহাদের জন্য খাদ্য থাকিবে না কন্টকময়[১৮৫৭] গুল্ম ব্যতীত,	٦-لَيْسَ لَهُمْ طَعَامٌ اِلَّا مِنْ ضَرِيْعٍ ۝
৭। যাহা উহাদিগকে পুষ্ট করিবে না এবং উহাদের ক্ষুধা নিবৃত্তি করিবে না।	٧-لَّا يُسْمِنُ وَلَا يُغْنِىْ مِنْ جُوْعٍ ۝
৮। অনেক মুখমণ্ডল সেই দিন হইবে আনন্দোজ্জ্বল,	٨-وُجُوْهٌ يَّوْمَئِذٍ نَّاعِمَةٌ ۝
৯। নিজেদের কর্ম-সাফল্যে পরিতৃপ্ত,	٩-لِّسَعْيِهَا رَاضِيَةٌ ۝
১০। সুমহান জান্নাতে—	١٠-فِىْ جَنَّةٍ عَالِيَةٍ ۝
১১। সেথায় তাহারা অসার বাক্য শুনিবে না,	١١-لَّا تَسْمَعُ فِيْهَا لَاغِيَةً ۝
১২। সেথায় থাকিবে বহমান প্রস্রবণ,	١٢-فِيْهَا عَيْنٌ جَارِيَةٌ ۝
১৩। উন্নত মর্যাদা সম্পন্ন শয্যা,	١٣-فِيْهَا سُرُرٌ مَّرْفُوْعَةٌ ۝
১৪। প্রস্তুত থাকিবে পানপাত্র,	١٤-وَّ اَكْوَابٌ مَّوْضُوْعَةٌ ۝
১৫। সারি সারি উপাধান,	١٥-وَّنَمَارِقُ مَصْفُوْفَةٌ ۝
১৬। এবং বিছান গালিচা;	١٦-وَّ زَرَابِىُّ مَبْثُوْثَةٌ ۝
১৭। তবে কি উহারা দৃষ্টিপাত করে না উটের দিকে, কিভাবে উহাকে সৃষ্টি করা হইয়াছে?	١٧-اَفَلَا يَنْظُرُوْنَ اِلَى الْاِبِلِ كَيْفَ خُلِقَتْ ۝
১৮। এবং আকাশের দিকে, কিভাবে উহাকে ঊর্ধ্বে প্রতিষ্ঠিত করা হইয়াছে?	١٨-وَاِلَى السَّمَآءِ كَيْفَ رُفِعَتْ ۝
১৯। এবং পর্বতমালার দিকে, কিভাবে উহাকে স্থাপন করা হইয়াছে?	١٩-وَاِلَى الْجِبَالِ كَيْفَ نُصِبَتْ ۝

১৮৫৭। ضريع আরবদেশের এক প্রকার কন্টকময় গুল্ম। ইহা যখন সবুজ থাকে তখন ইহাকে شبرك শিব্‌রাক বলা হয়, আর যখন শুকাইয়া যায় তখন উহাকে ضريع (দারী') বলা হয়। ইহা বিষাক্ত এবং কোন জন্তুই খায় না।

٢٠- وَاِلَى الْاَرْضِ كَيْفَ سُطِحَتْ ۞

২০। এবং ভূতলের দিকে, কিভাবে উহাকে বিস্তৃত করা হইয়াছে?

٢١- فَذَكِّرْ ۗ اِنَّمَآ اَنْتَ مُذَكِّرٌ ۞

২১। অতএব তুমি উপদেশ দাও; তুমি তো একজন উপদেশদাতা,

٢٢- لَسْتَ عَلَيْهِمْ بِمُصَيْطِرٍ ۞

২২। তুমি উহাদের কর্ম নিয়ন্ত্রক নহ।

٢٣- اِلَّا مَنْ تَوَلّٰى وَكَفَرَ ۞

২৩। তবে কেহ মুখ ফিরাইয়া লইলে ও কুফরী করিলে

٢٤- فَيُعَذِّبُهُ اللّٰهُ الْعَذَابَ الْاَكْبَرَ ۞

২৪। আল্লাহ্‌ উহাকে দিবেন মহাশাস্তি।

٢٥- اِنَّ اِلَيْنَآ اِيَابَهُمْ ۞

২৫। উহাদের প্রত্যাবর্তন আমারই নিকট;

٢٦- ثُمَّ اِنَّ عَلَيْنَا حِسَابَهُمْ ۞

২৬। অতঃপর উহাদের হিসাব-নিকাশ আমারই কাজ।

৮৯-সূরা ফাজ্‌র

৩০ আয়াত, ১ রুকূ‘, মক্কী

।। দয়াময়, পরম দয়ালু আল্লাহ্‌র নামে ।।

١- وَالْفَجْرِ ۞

১। শপথ ঊষার,

٢- وَلَيَالٍ عَشْرٍ ۞

২। শপথ দশ রজনীর,[১৮৫৮]

٣- وَّالشَّفْعِ وَالْوَتْرِ ۞

৩। শপথ জোড় ও বেজোড়ের[১৮৫৯]

٤- وَالَّيْلِ اِذَا يَسْرِ ۞

৪। এবং শপথ রজনীর যখন উহা গত হইতে থাকে—
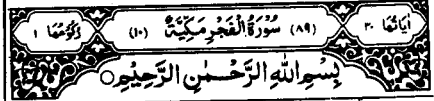
১৮৫৮। যুল-হিজ্জা মাসের প্রথম দশ দিন। এই দিনগুলির মুবারক হওয়ার বিষয়টি হাদীস সূত্রে জানা যায়।
১৮৫৯। সৃষ্টির সকল জোড় ও বেজোড় বস্তু। একটি হাদীছমতে জোড় হইল কুরবানীর ঈদের দিন আর বেজোড় হইল 'আরাফাতের দিন।-নাসাঈ

٥- هَلْ فِيْ ذٰلِكَ قَسَمٌ لِّذِيْ حِجْرٍ

৫। নিশ্চয়ই ইহার মধ্যে শপথ[১৮৬০] রহিয়াছে বোধসম্পন্ন ব্যক্তির জন্য।

٦- اَلَمْ تَرَ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِعَادٍ

৬। তুমি কি দেখ নাই তোমার প্রতিপালক কি করিয়াছিলেন 'আদ বংশের—

٧- اِرَمَ ذَاتِ الْعِمَادِ

৭। ইরাম[১৮৬১] গোত্রের প্রতি—যাহারা অধিকারী ছিল সুউচ্চ প্রাসাদের?—[১৮৬২]

٨- الَّتِيْ لَمْ يُخْلَقْ مِثْلُهَا فِي الْبِلَادِ

৮। যাহার সমতুল্য কোন দেশে নির্মিত হয় নাই;

٩- وَثَمُوْدَ الَّذِيْنَ جَابُوا الصَّخْرَ بِالْوَادِ

৯। এবং ছামূদের প্রতি?-যাহারা উপত্যকায়[১৮৬৩] পাথর কাটিয়া গৃহ নির্মাণ করিয়াছিল;[১৮৬৪]

١٠- وَفِرْعَوْنَ ذِي الْاَوْتَادِ

১০। এবং বহু সৈন্য-শিবিরের[১৮৬৫] অধিপতি ফির'আওনের প্রতি?

١١- الَّذِيْنَ طَغَوْا فِي الْبِلَادِ

১১। যাহারা দেশে সীমালংঘন করিয়াছিল,

١٢- فَاَكْثَرُوْا فِيْهَا الْفَسَادَ

১২। এবং সেথায় অশান্তি বৃদ্ধি করিয়াছিল।

١٣- فَصَبَّ عَلَيْهِمْ رَبُّكَ سَوْطَ عَذَابٍ

১৩। অতঃপর তোমার প্রতিপালক উহাদের উপর শাস্তির কশাঘাত হানিলেন।

١٤- اِنَّ رَبَّكَ لَبِالْمِرْصَادِ

১৪। তোমার প্রতিপালক অবশ্যই সতর্ক দৃষ্টি রাখেন।[১৮৬৬]

১৮৬০। কুরআনুল কারীমে 'কসম' অর্থাৎ 'শপথ' শব্দটি যে বিষয়ে শপথ করা হইয়াছে তাহার প্রতি গভীর মনোযোগ আকর্ষণ করিবার জন্য ব্যবহৃত হইয়াছে।

১৮৬১। ارم 'আদ জাতির পূর্বপুরুষদের একজন। এক মতে সাম ইব্‌ন নূহ-এর পুত্র।

১৮৬২। ভিন্ন অর্থে তাহারা ছিল স্তম্ভের মত দীর্ঘকায় অথবা শক্তিশালী।

১৮৬৩। এই স্থলে الواد দ্বারা বিশেষ উপত্যকা বুঝাইতেছে। উহা হইতেছে واد القرى বা কুরা উপত্যকা।

১৮৬৪। 'গৃহ নির্মাণ করিয়াছিল' এই কথাটি আরবীতে উহ্য আছে।

১৮৬৫। اوتاد শব্দটি وتد -এর বহুবচন, যাহার অর্থ কীলক। এই স্থলে ইহার ভাবার্থ সৈনিকদের শিবির, যাহা বড় বড় কীলক দ্বারা ভূমিতে স্থাপন করা হয়

১৮৬৬। مرصاد ঘাঁটি, যেখান হইতে শত্রুর গতিবিধি পর্যবেক্ষণ করা হয়, এই অর্থে আল্লাহ তাঁহার বান্দাদের কাজকর্মের পর্যবেক্ষক।

Contents

১৫। মানুষ তো এইরূপ যে, তাহার প্রতিপালক যখন তাহাকে পরীক্ষা করেন সম্মান ও অনুগ্রহ দান করিয়া, তখন সে বলে, 'আমার প্রতিপালক আমাকে সম্মানিত করিয়াছেন।'

١٥- فَأَمَّا الْإِنْسَانُ إِذَا مَا ابْتَلٰىهُ رَبُّهٗ فَأَكْرَمَهٗ وَنَعَّمَهٗ ۙ فَيَقُوْلُ رَبِّيْٓ أَكْرَمَنِ ۝

১৬। এবং যখন তাহাকে পরীক্ষা করেন তাহার রিয্‌ক সংকুচিত করিয়া, তখন সে বলে, 'আমার প্রতিপালক আমাকে হীন করিয়াছেন।'

١٦- وَأَمَّآ إِذَا مَا ابْتَلٰىهُ فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهٗ ۙ فَيَقُوْلُ رَبِّيْٓ أَهَانَنِ ۝

১৭। না, কখনও নহে। বরং তোমরা ইয়াতীমকে সম্মান কর না,

١٧- كَلَّا بَلْ لَّا تُكْرِمُوْنَ الْيَتِيْمَ ۝

১৮। এবং তোমরা অভাবগ্রস্তদিগকে খাদ্যদানে পরস্পরকে উৎসাহিত কর না,

١٨- وَلَا تَحٰٓضُّوْنَ عَلٰى طَعَامِ الْمِسْكِيْنِ ۝

১৯। এবং তোমরা উত্তরাধিকারীদের প্রাপ্য সম্পদ সম্পূর্ণরূপে ভক্ষণ করিয়া ফেল,

١٩- وَتَأْكُلُوْنَ التُّرَاثَ أَكْلًا لَّمًّا ۝

২০। এবং তোমরা ধন-সম্পদ অতিশয় ভালবাস;

٢٠- وَّتُحِبُّوْنَ الْمَالَ حُبًّا جَمًّا ۝

২১। ইহা সংগত নহে। পৃথিবীকে যখন চূর্ণ-বিচূর্ণ করা হইবে,

٢١- كَلَّآ إِذَا دُكَّتِ الْأَرْضُ دَكًّا دَكًّا ۝

২২। এবং যখন তোমার প্রতিপালক উপস্থিত হইবেন ও সারিবদ্ধভাবে ফিরিশ্‌তাগণও,

٢٢- وَّجَآءَ رَبُّكَ وَالْمَلَكُ صَفًّا صَفًّا ۝

২৩। সেই দিন জাহান্নামকে আনা হইবে এবং সেই দিন মানুষ উপলব্ধি করিবে, তখন এই উপলব্ধি তাহার কী কাজে আসিবে?

٢٣- وَجِايْٓءَ يَوْمَئِذٍ بِجَهَنَّمَ ۙ يَوْمَئِذٍ يَّتَذَكَّرُ الْإِنْسَانُ وَأَنّٰى لَهُ الذِّكْرٰى ۝

২৪। সে বলিবে, 'হায়! আমার এ জীবনের জন্য আমি যদি কিছু অগ্রিম পাঠাইতাম?'

٢٤- يَقُوْلُ يٰلَيْتَنِيْ قَدَّمْتُ لِحَيَاتِيْ ۝

২৫। সেই দিন তাঁহার শাস্তির মত শাস্তি কেহ দিতে পারিবে না,

٢٥- فَيَوْمَئِذٍ لَّا يُعَذِّبُ عَذَابَهٗٓ أَحَدٌ ۝

٢٦- وَّلَا يُوْثِقُ وَثَاقَهٗۤ اَحَدٌ ۝

২৬। এবং তাঁহার বন্ধনের মত বন্ধন কেহ করিতে পারিবে না।

٢٧- يٰۤاَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ ۝

২৭। হে প্রশান্ত চিত্ত![১৮৬৭]

٢٨- ارْجِعِيْۤ اِلٰى رَبِّكِ رَاضِيَةً مَّرْضِيَّةً ۝

২৮। তুমি তোমার প্রতিপালকের নিকট ফিরিয়া আইস সন্তুষ্ট ও সন্তোষভাজন হইয়া,

٢٩- فَادْخُلِيْ فِيْ عِبٰدِيْ ۝

২৯। আমার বান্দাদের অন্তর্ভুক্ত হও,

٣٠- وَادْخُلِيْ جَنَّتِيْ ۝ ع

৩০। আর আমার জান্নাতে প্রবেশ কর।

৯০-সূরা বালাদ

২০ আয়াত, ১ রুকূ', মক্কী

।। দয়াময়, পরম দয়ালু আল্লাহ্‌র নামে ।।

١- لَاۤ اُقْسِمُ بِهٰذَا الْبَلَدِ ۝

১। আমি শপথ করিতেছি এই নগরের[১৮৬৮]

٢- وَاَنْتَ حِلٌّۢ بِهٰذَا الْبَلَدِ ۝

২। আর তুমি এই নগরের অধিবাসী,

٣- وَوَالِدٍ وَّمَا وَلَدَ ۝

৩। শপথ জন্মদাতার ও যাহা সে জন্ম দিয়াছে।

٤- لَقَدْ خَلَقْنَا الْاِنْسَانَ فِيْ كَبَدٍ ۝

৪। আমি তো মানুষ সৃষ্টি করিয়াছি কৃষ্ট-ক্লেশের মধ্যে।[১৮৬৯]

٥- اَيَحْسَبُ اَنْ لَّنْ يَّقْدِرَ عَلَيْهِ اَحَدٌ ۝

৫। সে কি মনে করে যে, কখনও তাহার উপর কেহ ক্ষমতাবান হইবে না?

১৮৬৭। যে চিত্ত আল্লাহ্‌র স্মরণেই শান্তি লাভ করে। দ্র. ১৩ ঃ ২৮ আয়াত।

১৮৬৮। মক্কা শরীফের।

১৮৬৯। মানুষ কষ্ট করিয়া জীবন যাপন করে, কোন না কোন অসুবিধা তাহার লাগিয়াই থাকে।

৬। সে বলে, 'আমি প্রচুর অর্থ নিঃশেষ করিয়াছি।'[১৮৭০]	٦- يَقُوْلُ اَهْلَكْتُ مَالًا لُّبَدًا ۝
৭। সে কি মনে করে যে, তাহাকে কেহ দেখে নাই?	٧- اَيَحْسَبُ اَنْ لَّمْ يَرَهٗٓ اَحَدٌ ۝
৮। আমি কি তাহার জন্য সৃষ্টি করি নাই দুই চক্ষু?	٨- اَلَمْ نَجْعَلْ لَّهٗ عَيْنَيْنِ ۝
৯। আর জিহ্বা ও দুই ওষ্ঠ?	٩- وَلِسَانًا وَّشَفَتَيْنِ ۝
১০। আর আমি তাহাকে দুইটি পথ দেখাইয়াছি।	١٠- وَهَدَيْنٰهُ النَّجْدَيْنِ ۝
১১। সে তো বন্ধুর গিরিপথে[১৮৭১] প্রবেশ করে নাই।	١١- فَلَا اقْتَحَمَ الْعَقَبَةَ ۝
১২। তুমি কী জান—বন্ধুর গিরিপথ কী?	١٢- وَمَآ اَدْرٰىكَ مَا الْعَقَبَةُ ۝
১৩। ইহা হইতেছে ঃ দাসমুক্তি	١٣- فَكُّ رَقَبَةٍ ۝
১৪। অথবা দুর্ভিক্ষের দিনে আহার্যদান	١٤- اَوْ اِطْعٰمٌ فِيْ يَوْمٍ ذِيْ مَسْغَبَةٍ ۝
১৫। ইয়াতীম আত্মীয়কে,	١٥- يَّتِيْمًا ذَا مَقْرَبَةٍ ۝
১৬। অথবা দারিদ্র্য-নিষ্পেষিত নিঃস্বকে,[১৮৭২]	١٦- اَوْ مِسْكِيْنًا ذَا مَتْرَبَةٍ ۝
১৭। তদুপরি সে অন্তর্ভুক্ত হয় মু'মিনদের এবং তাহাদের, যাহারা পরস্পরকে উপদেশ দেয়, ধৈর্য ধারণের ও দয়া-দাক্ষিণ্যের;	١٧- ثُمَّ كَانَ مِنَ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ وَتَوَاصَوْا بِالْمَرْحَمَةِ ۝

১৮৭০। মক্কার সরদারগণ ইসলাম ও মুসলিমগণকে ধ্বংস করিবার জন্য প্রচুর অর্থ ব্যয় করিত। আর তাহারা ইহা লইয়া অহংকারও করিত।

১৮৭১। العقبة শব্দটির আভিধানিক অর্থ বন্ধুর গিরিপথ। এই স্থলে একটি বাগধারারূপে ব্যবহৃত হইয়াছে যাহার অর্থ 'কষ্টসাধ্য পথ'।

১৮৭২। ذا متربة -এর আভিধানিক অর্থ 'ধূলি-সম্বল' অর্থাৎ ধূলি ব্যতীত যাহার অন্য কোন অবলম্বন নাই। ইহা একটি আরবী বাগধারা, যাহার অর্থ দারিদ্র্য নিষ্পেষিত।

১৮। ইহারাই সৌভাগ্যশালী।১৮৭৩

১৯। আর যাহারা আমার নিদর্শন প্রত্যাখ্যান করিয়াছে, উহারাই হতভাগ্য।১৮৭৪

২০। উহারা পরিবেষ্টিত হইবে অবরুদ্ধ অগ্নিতে।

١٨- أُولَٰٓئِكَ أَصۡحَٰبُ ٱلۡمَيۡمَنَةِ ۝

١٩- وَٱلَّذِينَ كَفَرُواْ بِـَٔايَٰتِنَا هُمۡ أَصۡحَٰبُ ٱلۡمَشۡـَٔمَةِ ۝

٢٠- عَلَيۡهِمۡ نَارٞ مُّؤۡصَدَةُۢ ۝

৯১-সূরা শাম্‌স

১৫ আয়াত, ১ রুকূ', মক্কী

।। দয়াময়, পরম দয়ালু আল্লাহ্‌র নামে ।।

১। শপথ সূর্যের এবং উহার কিরণের,

২। শপথ চন্দ্রের, যখন উহা সূর্যের পর আবির্ভূত হয়,

৩। শপথ দিবসের, যখন সে উহাকে১৮৭৫ প্রকাশ করে,

৪। শপথ রজনীর, যখন সে উহাকে আচ্ছাদিত করে,

৫। শপথ আকাশের এবং যিনি উহা নির্মাণ করিয়াছেন তাঁহার,

৬। শপথ পৃথিবীর এবং যিনি উহাকে বিস্তৃত করিয়াছেন তাঁহার,

١- وَٱلشَّمۡسِ وَضُحَىٰهَا ۝

٢- وَٱلۡقَمَرِ إِذَا تَلَىٰهَا ۝

٣- وَٱلنَّهَارِ إِذَا جَلَّىٰهَا ۝

٤- وَٱلَّيۡلِ إِذَا يَغۡشَىٰهَا ۝

٥- وَٱلسَّمَآءِ وَمَا بَنَىٰهَا ۝

٦- وَٱلۡأَرۡضِ وَمَا طَحَىٰهَا ۝
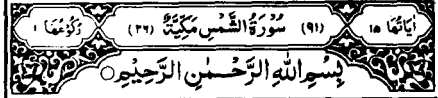
১৮৭৩ اصحاب الميمنة-এর শাব্দিক অর্থ দক্ষিণ পার্শ্বের সহচর। 'দক্ষিণ পার্শ্বের সহচর' এই বাগধারার ব্যাখ্যা কুরআনুল করীমে সূরা ওয়াকি'আঃ ২৭-৩৮ নম্বর আয়াতে করা হইয়াছে। এই ব্যাখ্যায় বলা হইয়াছে যে, জান্নাতের বিবিধ সুখ-সম্ভোগের অধিকারী যাহারা তাহারাই দক্ষিণ পার্শ্বের সহচর। এই কারণে ইহার অনুবাদ এই স্থলে 'সৌভাগ্যশালী' করা হইয়াছে।

১৮৭৪ اصحاب المشئمة-এর আভিধানিক অর্থ বাম পার্শ্বের সহচর, সূরা ওয়াকি'আঃ ৪২-৪৩ আয়াতে কুরআনুল করীম ইহার ব্যাখ্যা করিয়াছে। এই ব্যাখ্যায় বলা হইয়াছে যে, যাহারা জাহান্নামের নানাবিধ শাস্তিভোগ করে, তাহারাই বাম পার্শ্বের সহচর। এইজন্য এই স্থলে ইহার অনুবাদ করা হইয়াছে 'হতভাগ্য'।

১৮৭৫। এখানে 'উহা' অর্থ উদ্ভাসিত সূর্য।

৭। শপথ মানুষের এবং তাঁহার, যিনি উহাকে সুঠাম করিয়াছেন,

٧- وَنَفْسٍ وَّمَا سَوّٰىهَا ۝

৮। অতঃপর উহাকে উহার অসৎকর্ম ও উহার সৎকর্মের জ্ঞান দান করিয়াছেন।

٨- فَاَلْهَمَهَا فُجُوْرَهَا وَتَقْوٰىهَا ۝

৯। সে-ই সফলকাম হইবে, যে নিজেকে পবিত্র করিবে।

٩- قَدْ اَفْلَحَ مَنْ زَكّٰىهَا ۝

১০। এবং সে-ই ব্যর্থ হইবে, যে নিজকে কলুষাচ্ছন্ন করিবে।

١٠- وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسّٰىهَا ۝

১১। ছামূদ সম্প্রদায় অবাধ্যতাবশত অস্বীকার করিয়াছিল।[১৮৭৬]

١١- كَذَّبَتْ ثَمُوْدُ بِطَغْوٰىهَا ۝

১২। উহাদের মধ্যে যে সর্বাধিক হতভাগ্য, সে যখন তৎপর হইয়া উঠিল,

١٢- اِذِ انْۢبَعَثَ اَشْقٰىهَا ۝

১৩। তখন আল্লাহ্‌র রাসূল উহাদিগকে বলিল, 'আল্লাহ্‌র উষ্ট্রী ও উহাকে পানি পান করাইবার বিষয়ে সাবধান হও।'[১৮৭৭]

١٣- فَقَالَ لَهُمْ رَسُوْلُ اللّٰهِ نَاقَةَ اللّٰهِ وَسُقْيٰهَا ۝

১৪। কিন্তু উহারা রাসূলকে অস্বীকার করিল এবং উহাকে কাটিয়া ফেলিল। উহাদের পাপের জন্য উহাদের প্রতিপালক উহাদিগকে সমূলে ধ্বংস করিয়া একাকার করিয়া দিলেন।

١٤- فَكَذَّبُوْهُ فَعَقَرُوْهَا ۙ فَدَمْدَمَ عَلَيْهِمْ رَبُّهُمْ بِذَنْۢبِهِمْ فَسَوّٰىهَا ۝

১৫। এবং ইহার পরিণাম সম্পর্কে তিনি ভয় করেন না।

١٥- وَلَا يَخَافُ عُقْبٰهَا ۝

১৮৭৬। অর্থাৎ তাহাদের নবী হযরত সালিহ্ (আ)-এর প্রতি মিথ্যা আরোপ করিয়াছিল। দ্র. ২৬ ঃ ১৪১-১৫৮ আয়াতসমূহ।

১৮৭৭। 'সাবধান হও' কথাটি এই স্থলে উহ্য আছে।

৯২-সূরা লায়ল

২১ আয়াত, ১ রুকূ‘, মক্কী

।। দয়াময়, পরম দয়ালু আল্লাহ্‌র নামে ।।

১। শপথ রজনীর, যখন সে আচ্ছন্ন করে,[১৮৭৮]

١- وَالَّيْلِ اِذَا يَغْشٰى ۙ

২। শপথ দিবসের, যখন উহা উদ্ভাসিত হয়

٢- وَالنَّهَارِ اِذَا تَجَلّٰى ۙ

৩। এবং শপথ তাঁহার, যিনি নর ও নারী সৃষ্টি করিয়াছেন—

٣- وَمَا خَلَقَ الذَّكَرَ وَالْاُنْثٰٓى ۙ

৪। অবশ্যই তোমাদের কর্মপ্রচেষ্টা বিভিন্ন প্রকৃতির।

٤- اِنَّ سَعْيَكُمْ لَشَتّٰى ۗ

৫। সুতরাং কেহ দান করিলে, মুত্তাকী হইলে

٥- فَاَمَّا مَنْ اَعْطٰى وَاتَّقٰى ۙ

৬। এবং যাহা উত্তম তাহা সত্য বলিয়া গ্রহণ করিলে,

٦- وَصَدَّقَ بِالْحُسْنٰى ۙ

৭। আমি তাহার জন্য সুগম করিয়া দিব সহজ পথ।

٧- فَسَنُيَسِّرُهٗ لِلْيُسْرٰى ۗ

৮। এবং কেহ কার্পণ্য করিলে ও নিজকে স্বয়ংসম্পূর্ণ মনে করিলে,

٨- وَاَمَّا مَنْۢ بَخِلَ وَاسْتَغْنٰى ۙ

৯। আর যাহা উত্তম তাহা অস্বীকার করিলে,

٩- وَكَذَّبَ بِالْحُسْنٰى ۙ

১০। তাহার জন্য আমি সুগম করিয়া দিব কঠোর পথ।

١٠- فَسَنُيَسِّرُهٗ لِلْعُسْرٰى ۗ

১১। এবং তাহার সম্পদ তাহার কোন কাজে আসিবে না, যখন সে ধ্বংস হইবে।

١١- وَمَا يُغْنِيْ عَنْهُ مَالُهٗٓ اِذَا تَرَدّٰى ۗ

১২। আমার কাজ তো কেবল পথনির্দেশ করা,

١٢- اِنَّ عَلَيْنَا لَلْهُدٰى ۖ

১৩। আমি তো মালিক পরলোকের ও ইহলোকের।

١٣- وَاِنَّ لَنَا لَلْاٰخِرَةَ وَالْاُوْلٰى ○

১৮৭৮। এই পৃথিবীকে।

Contents

١٤-فَاَنْذَرْتُكُمْ نَارًا تَلَظّٰى ۝

১৪। আমি তোমাদিগকে লেলিহান অগ্নি সম্পর্কে সতর্ক করিয়া দিয়াছি।

١٥-لَا يَصْلٰهَآ اِلَّا الْاَشْقَى ۝

১৫। উহাতে প্রবেশ করিবে সে-ই, যে নিতান্ত হতভাগ্য,

١٦-الَّذِىْ كَذَّبَ وَتَوَلّٰى ۝

১৬। যে অস্বীকার করে ও মুখ ফিরাইয়া লয়।

١٧-وَسَيُجَنَّبُهَا الْاَتْقَى ۝

১৭। আর উহা হইতে দূরে রাখা হইবে পরম মুত্তাকীকে,

١٨-الَّذِىْ يُؤْتِىْ مَالَهٗ يَتَزَكّٰى ۝

১৮। যে স্বীয় সম্পদ দান করে আত্মশুদ্ধির জন্য,

١٩-وَمَا لِاَحَدٍ عِنْدَهٗ مِنْ نِّعْمَةٍ تُجْزٰٓى ۝

১৯। এবং তাহার প্রতি কাহারও অনুগ্রহের প্রতিদানে নহে,

٢٠-اِلَّا ابْتِغَآءَ وَجْهِ رَبِّهِ الْاَعْلٰى ۝

২০। কেবল তাহার মহান প্রতিপালকের সন্তুষ্টির প্রত্যাশায়;

٢١-وَلَسَوْفَ يَرْضٰى ۝ ع

২১। সে তো অচিরেই সন্তোষ লাভ করিবে।১৮৭৯

৯৩-সূরা দুহা

১১ আয়াত, ১ রুকূ‘, মক্কী

।। দয়াময়, পরম দয়ালু আল্লাহ্‌র নামে ।।

١-وَالضُّحٰى ۝

১। শপথ পূর্বাহ্নের,

٢-وَالَّيْلِ اِذَا سَجٰى ۝

২। শপথ রজনীর যখন উহা হয় নিঝুম,
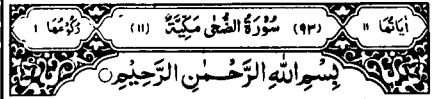
১৮৭৯। হাদীছ অনুসারে ১৭-২১ আয়াতগুলি আবূ বাক্‌র সিদ্দীক (রা) সম্পর্কে অবতীর্ণ হইয়াছে। সাধারণভাবে এই ধরনের চরিত্রের অধিকারীর জন্য ইহাতে সুসংবাদও রহিয়াছে।

٣- مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلٰى ۝	৩। তোমার প্রতিপালক তোমাকে পরিত্যাগ করেন নাই এবং তোমার প্রতি বিরূপও হন নাই।১৮৮০
٤- وَلَلْاٰخِرَةُ خَيْرٌ لَّكَ مِنَ الْاُوْلٰى ۝	৪। তোমার জন্য পরবর্তী সময় তো পূর্ববর্তী সময় অপেক্ষা শ্রেয়।
٥- وَلَسَوْفَ يُعْطِيْكَ رَبُّكَ فَتَرْضٰى ۝	৫। অচিরেই তোমার প্রতিপালক তোমাকে অনুগ্রহ দান করিবেন আর তুমি সন্তুষ্ট হইবে।
٦- اَلَمْ يَجِدْكَ يَتِيْمًا فَاٰوٰى ۝	৬। তিনি কি তোমাকে ইয়াতীম অবস্থায় পান নাই আর তোমাকে আশ্রয় দান করেন নাই?
٧- وَوَجَدَكَ ضَآلًّا فَهَدٰى ۝	৭। তিনি তোমাকে পাইলেন পথ সম্পর্কে অনবহিত,১৮৮১ অতঃপর তিনি পথের নির্দেশ দিলেন।
٨- وَوَجَدَكَ عَآئِلًا فَاَغْنٰى ۝	৮। তিনি তোমাকে পাইলেন নিঃস্ব অবস্থায়, অতঃপর অভাবমুক্ত করিলেন,
٩- فَاَمَّا الْيَتِيْمَ فَلَا تَقْهَرْ ۝	৯। সুতরাং তুমি ইয়াতীমের প্রতি কঠোর হইও না;
١٠- وَاَمَّا السَّآئِلَ فَلَا تَنْهَرْ ۝	১০। এবং প্রার্থীকে ভর্ৎসনা করিও না।
١١- وَاَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ ۝ ع	১১। তুমি তোমার প্রতিপালকের অনুগ্রহের কথা জানাইয়া দাও।১৮৮২

১৮৮০। ওহী লইয়া জিবরাঈল (আ)-এর আগমন কিছুদিন বন্ধ থাকিলে রাসূলুল্লাহ্ (সাঃ) অত্যন্ত চিন্তাযুক্ত হন। অন্যপক্ষে মক্কার মুশরিকরাও ইহা লইয়া তাহাকে ঠাট্টা-বিদ্রূপ করিতে থাকে। তখন তাঁহাকে সান্ত্বনা দিয়া এই সূরাটি অবতীর্ণ হয়।

১৮৮১। নুবুওয়াত ঘোষণার পূর্ব হইতেই রাসূলুল্লাহ্ (সাঃ) মানুষের অধঃপতন দেখিয়া বিচলিত হইতেন, মানুষকে রক্ষা করার উপায় খুঁজিতেন। তাঁহার সেই সময়ের মানসিক অবস্থা এই আয়াতে বর্ণিত হইয়াছে।

১৮৮২। অর্থাৎ নুবুওয়াত প্রাপ্তির বিষয় ঘোষণা এবং মানুষকে হিদায়াত করা। রাসূলুল্লাহ্ (সাঃ) তাঁহার প্রতি আরোপিত এই দায়িত্ব যথাযথভাবে কথায় ও কাজে পালন করিয়াছেন। এক মতে এই حدث শব্দ হইতেই রাসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-এর কথা, কাজ ও অনুমোদন পরিভাষাগতভাবে 'হাদীছ' নামে অভিহিত হইয়াছে।

৯৪-সূরা ইনশিরাহ্

৮ আয়াত, ১ রুকূ', মক্কী

।। দয়াময়, পরম দয়ালু আল্লাহ্র নামে ।।

১। আমি কি তোমার বক্ষ তোমার কল্যাণে[১৮৮৩] প্রশস্ত করিয়া দেই নাই?

١-اَلَمْ نَشْرَحْ لَكَ صَدْرَكَ ۝

২। আমি অপসারণ করিয়াছি তোমার ভার,

٢-وَوَضَعْنَا عَنْكَ وِزْرَكَ ۝

৩। যাহা ছিল তোমার জন্য অতিশয় কষ্টদায়ক[১৮৮৪]

٣-الَّذِيْٓ اَنْقَضَ ظَهْرَكَ ۝

৪। এবং আমি তোমার খ্যাতিকে উচ্চ মর্যাদা দান করিয়াছি।

٤-وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ ۝

৫। কষ্টের সাথেই তো স্বস্তি আছে,

٥-فَاِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا ۝

৬। অবশ্য কষ্টের সাথেই স্বস্তি আছে।

٦-اِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا ۝

৭। অতএব তুমি যখনই অবসর পাও একান্তে 'ইবাদত করিও[১৮৮৫]

٧-فَاِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ ۝

৮। এবং তোমার প্রতিপালকের প্রতি মনোনিবেশ করিও।
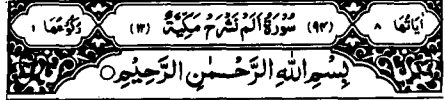
٨-وَاِلٰى رَبِّكَ فَارْغَبْ ۝

১৮৮৩। এখানে لك এর অনুবাদ 'তোমার কল্যাণে' করা হইয়াছে।

১৮৮৪। انقض ظهرك। তোমার পৃষ্ঠ ভাঙ্গিয়া দিয়াছিল, ইহা একটি আরবী বাগধারা, যাহার অর্থ অতিশয় কষ্টদায়ক।

১৮৮৫। দীনের প্রচারই ছিল রাসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-এর বড় 'ইবাদত, তাহা সত্ত্বেও প্রচারের কার্য হইতে অবসর পাইলে তাঁহাকে নির্জনে 'ইবাদত করিতে বলা হইয়াছে।

৯৫-সূরা তীন

৮ আয়াত, ১ রুকূ', মক্কী

।। দয়াময়, পরম দয়ালু আল্লাহ্‌র নামে ।।

١- وَالتِّيْنِ وَالزَّيْتُوْنِ ۙ

১। শপথ 'তীন'[১৮৮৬] ও 'যায়তূন'[১৮৮৭]-এর,

٢- وَطُوْرِ سِيْنِيْنَ ۙ

২। শপথ 'সিনাই' পর্বতের[১৮৮৮]

٣- وَهٰذَا الْبَلَدِ الْاَمِيْنِ ۙ

৩। এবং শপথ এই নিরাপদ নগরীর,[১৮৮৯]

٤- لَقَدْ خَلَقْنَا الْاِنْسَانَ فِيْٓ اَحْسَنِ تَقْوِيْمٍ ۟

৪। আমি তো সৃষ্টি করিয়াছি মানুষকে সুন্দরতম গঠনে,[১৮৯০]

٥- ثُمَّ رَدَدْنٰهُ اَسْفَلَ سٰفِلِيْنَ ۙ

৫। অতঃপর আমি উহাকে হীনতাগ্রস্তদের হীনতমে পরিণত করি—[১৮৯১]

٦- اِلَّا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ فَلَهُمْ اَجْرٌ غَيْرُ مَمْنُوْنٍ ۟

৬। কিন্তু তাহাদিগকে নহে যাহারা মু'মিন ও সৎকর্মপরায়ণ; ইহাদের জন্য তো আছে নিরবচ্ছিন্ন পুরস্কার।

٧- فَمَا يُكَذِّبُكَ بَعْدُ بِالدِّيْنِ ۟

৭। সুতরাং ইহার পর কিসে তোমাকে[১৮৯২] কর্মফল সম্বন্ধে অবিশ্বাসী করে?

٨- اَلَيْسَ اللّٰهُ بِاَحْكَمِ الْحٰكِمِيْنَ ۟ ع

৮। আল্লাহ্ কি বিচারকদের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ বিচারক নহেন?

১৮৮৬। এক জাতীয় বৃক্ষ ও উহার ফল উভয়কেই তীন বলা হয়, এই জাতীয় বৃক্ষ বহু প্রকারের এবং ইহার ফলের মধ্যে বহু ক্ষুদ্রাকৃতির বীজ থাকে। এইগুলির মধ্যে কতক ফল মানুষ খাইয়া থাকে। এই বৃক্ষ সাধারণত গ্রীষ্মপ্রধান দেশে জন্মে। -লিসানুল 'আরাব

১৮৮৭। দ্র. ৬ ঃ ৯৯ আয়াত ও উহার টীকা।

১৮৮৮। দ্র. ২৩ ঃ ২০ আয়াত।

১৮৮৯। নিরাপদ নগরী হইল মক্কা।

১৮৯০। দৈহিক ও মানসিক দিক দিয়া।

১৮৯১। তাহারা কর্মদোষে অবনতির নিম্নস্তরে পৌছে।

১৮৯২। এখানে 'তোমাকে' দ্বারা অবিশ্বাসী মানুষকে বুঝাইতেছে, নবীকে নহে।

৯৬-সূরা 'আলাক
১৯ আয়াত, ১ রুকূ', মক্কী

।। দয়াময়, পরম দয়ালু আল্লাহ্‌র নামে ।।

১-اِقْرَاْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِىْ خَلَقَ ۚ

১। পাঠ কর তোমার প্রতিপালকের নামে, যিনি সৃষ্টি করিয়াছেন—

٢-خَلَقَ الْاِنْسَانَ مِنْ عَلَقٍ ۚ

২। সৃষ্টি করিয়াছেন মানুষকে 'আলাক'[১৮৯৩] হইতে।

٣-اِقْرَاْ وَرَبُّكَ الْاَكْرَمُ ۙ

৩। পাঠ কর, আর তোমার প্রতিপালক মহামহিমান্বিত,

٤-الَّذِىْ عَلَّمَ بِالْقَلَمِ ۙ

৪। যিনি কলমের সাহায্যে শিক্ষা দিয়াছেন—

٥-عَلَّمَ الْاِنْسَانَ مَا لَمْ يَعْلَمْ ۗ

৫। শিক্ষা দিয়াছেন মানুষকে, যাহা সে জানিত না।[১৮৯৪]

٦-كَلَّآ اِنَّ الْاِنْسَانَ لَيَطْغٰٓى ۙ

৬। বস্তুত মানুষ তো সীমালংঘন করিয়াই থাকে,

٧-اَنْ رَّاٰهُ اسْتَغْنٰى ۗ

৭। কারণ সে নিজকে অভাবমুক্ত মনে করে।

٨-اِنَّ اِلٰى رَبِّكَ الرُّجْعٰى ۗ

৮। তোমার প্রতিপালকের নিকট প্রত্যাবর্তন সুনিশ্চিত।

٩-اَرَءَيْتَ الَّذِىْ يَنْهٰى ۙ

৯। তুমি কি উহাকে দেখিয়াছ, যে বাধা দেয়[১৮৯৫]

١٠-عَبْدًا اِذَا صَلّٰى ۗ

১০। এক বান্দাকে—[১৮৯৬] যখন সে সালাত আদায় করে?

١١-اَرَءَيْتَ اِنْ كَانَ عَلَى الْهُدٰٓى ۙ

১১। তুমি লক্ষ্য করিয়াছ কি, যদি সে সৎপথে থাকে
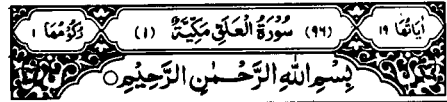
১৮৯৩। দ্র. ২২ : ৫ আয়াত ও উহার টীকা।

১৮৯৪। রাসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-এর ৪০ বৎসর বয়সে হেরা গুহায় এই সূরার প্রথম পাঁচটি আয়াত সর্বপ্রথম অবতীর্ণ হয়। ইহাই প্রথম ওহী।

১৮৯৫। সে ছিল আবূ জাহ্‌ল।

১৮৯৬। অর্থাৎ রাসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-কে।

১২। অথবা তাক্ওয়ার নির্দেশ দেয়,

١٢- اَوْ اَمَرَ بِالتَّقْوٰى ۝

১৩। তুমি লক্ষ্য করিয়াছ কি যদি সে মিথ্যা আরোপ করে ও মুখ ফিরাইয়া লয়,

١٣- اَرَءَيْتَ اِنْ كَذَّبَ وَتَوَلّٰى ۝

১৪। তবে সে কি জানে না যে, আল্লাহ্ দেখেন?

١٤- اَلَمْ يَعْلَمْ بِاَنَّ اللّٰهَ يَرٰى ۝

১৫। সাবধান, সে যদি বিরত না হয় তবে আমি তাহাকে অবশ্যই হেঁচড়াইয়া লইয়া যাইব, মস্তকের সম্মুখভাগের কেশগুচ্ছ ধরিয়া—

١٥- كَلَّا لَئِنْ لَّمْ يَنْتَهِ ۙ لَنَسْفَعًا بِالنَّاصِيَةِ ۝

১৬। মিথ্যাচারী, পাপিষ্ঠের কেশগুচ্ছ।

١٦- نَاصِيَةٍ كَاذِبَةٍ خَاطِئَةٍ ۝

১৭। অতএব সে তাহার পার্শ্বচরদিগকে আহ্বান করুক!

١٧- فَلْيَدْعُ نَادِيَهٗ ۝

১৮। আমিও আহ্বান করিব জাহান্নামের প্রহরীদিগকে।

١٨- سَنَدْعُ الزَّبَانِيَةَ ۝

১৯। সাবধান! তুমি উহার অনুসরণ করিও না এবং সিজ্দা কর ও আমার[১৮৯৭] নিকটবর্তী হও। সিজদা

١٩- كَلَّا ۭ لَا تُطِعْهُ وَاسْجُدْ وَاقْتَرِبْ ۝

৯৭-সূরা কাদ্র

৫ আয়াত, ১ রুকূ', মক্কী

।। দয়াময়, পরম দয়ালু আল্লাহ্র নামে ।।

১। নিশ্চয় আমি কুরআন অবতীর্ণ করিয়াছি[১৮৯৮] মহিমান্বিত রজনীতে;

١- اِنَّآ اَنْزَلْنٰهُ فِيْ لَيْلَةِ الْقَدْرِ ۝

২। আর মহিমান্বিত রজনী সম্বন্ধে তুমি কী জান?
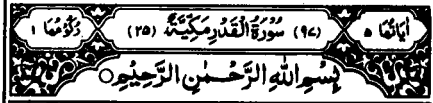
٢- وَمَآ اَدْرٰىكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ ۝

১৮৯৭। 'আমার' শব্দটি মূল আরবীতে উহ্য আছে।

১৮৯৮। কাদরের রাত্রে আল-কুরআনকে লাওহ্ মাহ্ফূজ হইতে প্রথম আসমানে নাযিল করা হয়। দ্র. ২ ঃ ১৮৫ ও ৪৪ ঃ ৩ আয়াতদ্বয়।

٣- لَيْلَةُ الْقَدْرِ ۙ خَيْرٌ مِّنْ اَلْفِ شَهْرٍ ۝

৩। মহিমান্বিত রজনী সহস্র মাস অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ।

٤- تَنَزَّلُ الْمَلٰٓئِكَةُ وَالرُّوْحُ فِيْهَا بِاِذْنِ رَبِّهِمْ ۚ مِنْ كُلِّ اَمْرٍ ۝

৪। সেই রাত্রিতে[১৮৯৯] ফিরিশ্‌তাগণ ও রূহ্[১৯০০] অবতীর্ণ হয় প্রত্যেক কাজে তাহাদের প্রতিপালকের অনুমতিক্রমে।

٥- سَلٰمٌ ۛ هِيَ حَتّٰى مَطْلَعِ الْفَجْرِ ۝

৫। শান্তিই শান্তি, সেই রজনী[১৯০১] উষার আবির্ভাব পর্যন্ত।

৯৮-সূরা বায়্যিনাঃ

৮ আয়াত, ১ রুকূ‘, মাদানী

।। দয়াময়, পরম দয়ালু আল্লাহ্‌র নামে ।।

١- لَمْ يَكُنِ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا مِنْ اَهْلِ الْكِتٰبِ وَالْمُشْرِكِيْنَ مُنْفَكِّيْنَ حَتّٰى تَاْتِيَهُمُ الْبَيِّنَةُ ۝
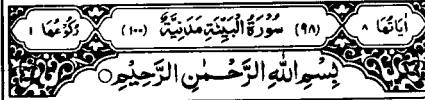
১। কিতাবীদের মধ্যে যাহারা কুফরী করিয়াছিল তাহারা এবং মুশরিকরা আপন মতে অবিচলিত ছিল যে পর্যন্ত না তাহাদের নিকট সুস্পষ্ট প্রমাণ আসিল—

٢- رَسُوْلٌ مِّنَ اللّٰهِ يَتْلُوْا صُحُفًا مُّطَهَّرَةً ۝

২। আল্লাহ্‌র নিকট হইতে এক রাসূল,[১৯০২] যে আবৃত্তি করে পবিত্র গ্রন্থ,

٣- فِيْهَا كُتُبٌ قَيِّمَةٌ ۝

৩। যাহাতে আছে সঠিক বিধান।

٤- وَمَا تَفَرَّقَ الَّذِيْنَ اُوْتُوا الْكِتٰبَ اِلَّا مِنْ بَعْدِ مَا جَآءَتْهُمُ الْبَيِّنَةُ ۝

৪। যাহাদিগকে কিতাব দেওয়া হইয়াছিল তাহারা তো বিভক্ত হইল তাহাদের নিকট সুস্পষ্ট প্রমাণ আসার পর।

১৮৯৯। এখানে ها সর্বনামটি রাত্রির জন্য ব্যবহৃত হইয়াছে।
১৯০০। দ্র. ৭৮ ঃ ৩৮ আয়াত ও উহার টীকা।
১৯০১। هى এই সর্বনাম দ্বারা রজনীকে বুঝাইতেছে।
১৯০২। অর্থাৎ হযরত মুহাম্মাদ (সাঃ)।

٥- وَمَآ أُمِرُوٓا۟ إِلَّا لِيَعْبُدُوا۟ ٱللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ ٱلدِّينَ ۙ حُنَفَآءَ وَيُقِيمُوا۟ ٱلصَّلَوٰةَ وَيُؤْتُوا۟ ٱلزَّكَوٰةَ ۚ وَذَٰلِكَ دِينُ ٱلْقَيِّمَةِ ۝

৫। তাহারা তো আদিষ্ট হইয়াছিল আল্লাহ্‌র আনুগত্যে বিশুদ্ধচিত্ত হইয়া একনিষ্ঠভাবে তাঁহার 'ইবাদত করিতে এবং সালাত কায়েম করিতে ও যাকাত দিতে, ইহাই সঠিক দীন।

٦- إِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا۟ مِنْ أَهْلِ ٱلْكِتَـٰبِ وَٱلْمُشْرِكِينَ فِى نَارِ جَهَنَّمَ خَـٰلِدِينَ فِيهَآ ۚ أُو۟لَـٰٓئِكَ هُمْ شَرُّ ٱلْبَرِيَّةِ ۝

৬। কিতাবীদের মধ্যে যাহারা কুফরী করে তাহারা এবং মুশরিকরা জাহান্নামের অগ্নিতে স্থায়ীভাবে অবস্থান করিবে; উহারাই সৃষ্টির অধম।

٧- إِنَّ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ وَعَمِلُوا۟ ٱلصَّـٰلِحَـٰتِ ۙ أُو۟لَـٰٓئِكَ هُمْ خَيْرُ ٱلْبَرِيَّةِ ۝

৭। যাহারা ঈমান আনে ও সৎকর্ম করে, তাহারাই সৃষ্টির শ্রেষ্ঠ।

٨- جَزَآؤُهُمْ عِندَ رَبِّهِمْ جَنَّـٰتُ عَدْنٍ تَجْرِى مِن تَحْتِهَا ٱلْأَنْهَـٰرُ خَـٰلِدِينَ فِيهَآ أَبَدًا ۖ رَّضِىَ ٱللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا۟ عَنْهُ ۚ ذَٰلِكَ لِمَنْ خَشِىَ رَبَّهُۥ ۝

৮। তাহাদের প্রতিপালকের নিকট আছে তাহাদের পুরস্কার—স্থায়ী জান্নাত, যাহার নিম্নদেশে নদী প্রবাহিত, সেথায় তাহারা চিরস্থায়ী হইবে। আল্লাহ্ তাহাদের প্রতি প্রসন্ন এবং তাহারাও তাঁহাতে সন্তুষ্ট। ইহা তাহার জন্য, যে তাহার প্রতিপালককে ভয় করে।

৯৯-সূরা যিল্‌যাল

৮ আয়াত, ১ রুকূ‘, মাদানী

।। দয়াময়, পরম দয়ালু আল্লাহ্‌র নামে ।।

١- اِذَا زُلْزِلَتِ الْاَرْضُ زِلْزَالَهَا ۙ

১। পৃথিবী যখন আপন কম্পনে প্রবলভাবে প্রকম্পিত হইবে,

٢- وَاَخْرَجَتِ الْاَرْضُ اَثْقَالَهَا ۙ

২। এবং পৃথিবী যখন তাহার ভার[১৯০৩] বাহির করিয়া দিবে,

٣- وَقَالَ الْاِنْسَانُ مَا لَهَا ۚ

৩। এবং মানুষ বলিবে, 'ইহার কী হইল?'

٤- يَوْمَئِذٍ تُحَدِّثُ اَخْبَارَهَا ۙ

৪। সেই দিন পৃথিবী তাহার বৃত্তান্ত বর্ণনা করিবে,

٥- بِاَنَّ رَبَّكَ اَوْحٰى لَهَا ۗ

৫। কারণ তোমার প্রতিপালক তাহাকে আদেশ করিবেন,

٦- يَوْمَئِذٍ يَّصْدُرُ النَّاسُ اَشْتَاتًا ۙ لِّيُرَوْا اَعْمَالَهُمْ ۗ

৬। সেই দিন মানুষ ভিন্ন ভিন্ন দলে বাহির হইবে, যাহাতে উহাদিগকে উহাদের কৃতকর্ম দেখান যায়,

٧- فَمَنْ يَّعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَّرَهٗ ۗ

৭। কেহ অণু পরিমাণ সৎকর্ম করিলে সে তাহা দেখিবে

٨- وَمَنْ يَّعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَّرَهٗ ۚ

৮। এবং কেহ অণু পরিমাণ অসৎকর্ম করিলে সে তাহাও দেখিবে।

১৯০৩। অর্থাৎ যাবতীয় মৃতদেহ ও খনিজ পদার্থ। -জালালায়ন

১০০-সূরা 'আদিয়াত
১১ আয়াত, ১ রুকূ', মক্কী

।। দয়াময়, পরম দয়ালু আল্লাহ্‌র নামে ।।

১। শপথ উর্ধ্বশ্বাসে ধাবমান অশ্বরাজির,

١- وَالْعٰدِيٰتِ ضَبْحًا ۝

২। যাহারা ক্ষুরাঘাতে অগ্নি-স্ফুলিংগ বিচ্ছুরিত করে,

٢- فَالْمُوْرِيٰتِ قَدْحًا ۝

৩। যাহারা অভিযান করে প্রভাতকালে,

٣- فَالْمُغِيْرٰتِ صُبْحًا ۝

৪। এবং সেই সময়ে ধূলি উৎক্ষিপ্ত করে;

٤- فَاَثَرْنَ بِهٖ نَقْعًا ۝

৫। অতঃপর শত্রুদলের অভ্যন্তরে ঢুকিয়া পড়ে।

٥- فَوَسَطْنَ بِهٖ جَمْعًا ۝

৬। মানুষ অবশ্যই তাহার প্রতিপালকের প্রতি অকৃতজ্ঞ

٦- اِنَّ الْاِنْسَانَ لِرَبِّهٖ لَكَنُوْدٌ ۝

৭। এবং সে অবশ্যই এই বিষয়ে অবহিত,

٧- وَاِنَّهٗ عَلٰى ذٰلِكَ لَشَهِيْدٌ ۝

৮। এবং অবশ্যই সে ধন-সম্পদের আসক্তিতে প্রবল।

٨- وَاِنَّهٗ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيْدٌ ۝

৯। তবে কি সে সেই সম্পর্কে অবহিত নহে যখন কবরে যাহা আছে তাহা উত্থিত হইবে

٩- اَفَلَا يَعْلَمُ اِذَا بُعْثِرَ مَا فِى الْقُبُوْرِ ۝

১০। এবং অন্তরে যাহা আছে তাহা প্রকাশ করা হইবে?

١٠- وَحُصِّلَ مَا فِى الصُّدُوْرِ ۝

১১। সেই দিন উহাদের কী ঘটিবে, উহাদের প্রতিপালক অবশ্যই তাহা সবিশেষ অবহিত।
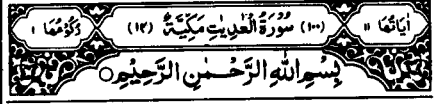
١١- اِنَّ رَبَّهُمْ بِهِمْ يَوْمَئِذٍ لَّخَبِيْرٌ ۝ ع

১০১-সূরা কারি'আঃ

১১ আয়াত, ১ রুকূ', মক্কী

।। দয়াময়, পরম দয়ালু আল্লাহ্‌র নামে ।।

١- اَلْقَارِعَةُ ۙ

১। মহাপ্রলয়,[১৯০৪]

٢- مَا الْقَارِعَةُ ۚ

২। মহাপ্রলয় কী?

٣- وَمَآ اَدْرٰىكَ مَا الْقَارِعَةُ ۗ

৩। মহাপ্রলয় সম্বন্ধে তুমি কী জান?

٤- يَوْمَ يَكُوْنُ النَّاسُ كَالْفَرَاشِ الْمَبْثُوْثِ ۙ
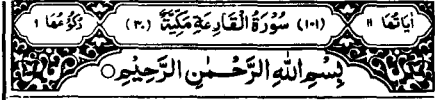
৪। সেই দিন মানুষ হইবে বিক্ষিপ্ত পতংগের মত

٥- وَتَكُوْنُ الْجِبَالُ كَالْعِهْنِ الْمَنْفُوْشِ ۗ

৫। এবং পর্বতসমূহ হইবে ধূনিত রংগিন পশমের মত।

٦- فَاَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِيْنُهٗ ۙ

৬। তখন যাহার পাল্লা ভারী হইবে,

٧- فَهُوَ فِيْ عِيْشَةٍ رَّاضِيَةٍ ۗ

৭। সে তো লাভ করিবে সন্তোষজনক জীবন।

٨- وَاَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِيْنُهٗ ۙ

৮। কিন্তু যাহার পাল্লা হাল্‌কা হইবে

٩- فَاُمُّهٗ هَاوِيَةٌ ۗ

৯। তাহার স্থান[১৯০৫] হইবে 'হাবিয়া'।[১৯০৬]

١٠- وَمَآ اَدْرٰىكَ مَا هِيَهْ ۗ

১০। তুমি কি জান উহা কী?

١١- نَارٌ حَامِيَةٌ ۧ ع

১১। উহা অতি উত্তপ্ত অগ্নি।

১৯০৪। قرع শব্দটির অর্থ সজোরে আঘাত করা যাহাতে ভীষণ শব্দ হয় এবং যে এইরূপ সজোরে আঘাত করে তাহাকে قارع বলা হয়। এই স্থলে এই শব্দটির অর্থ কিয়ামত বা মহাপ্রলয়। আরবী ভাষায় কিয়ামত শব্দটি স্ত্রীবাচক, এই কারণে এখানে قارع ব্যবহার না করিয়া قارعة (স্ত্রীবাচক) ব্যবহার করা হইয়াছে।

১৯০৫। اُمّ মাতা। এখানে বাসস্থান অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে।

১৯০৬। هاوية গভীর গর্ত। এক মতে ইহা জাহান্নামের নিম্নস্তর।

১০২-সূরা তাকাছুর

৮ আয়াত, ১ রুকূ‘, মক্কী

।। দয়াময়, পরম দয়ালু আল্লাহ্‌র নামে ।।

١- اَلْهٰكُمُ التَّكَاثُرُ ۝

১। প্রাচুর্যের প্রতিযোগিতা তোমাদিগকে মোহাচ্ছন্ন রাখে

٢- حَتّٰى زُرْتُمُ الْمَقَابِرَ ۝

২। যতক্ষণ না তোমরা কবরে উপনীত হও।

٣- كَلَّا سَوْفَ تَعْلَمُوْنَ ۝

৩। ইহা সংগত নহে,[১৯০৭] তোমরা শীঘ্রই ইহা জানিতে পারিবে;

٤- ثُمَّ كَلَّا سَوْفَ تَعْلَمُوْنَ ۝

৪। আবার বলি, ইহা সংগত নহে, তোমরা শীঘ্রই ইহা[১৯০৮] জানিতে পারিবে।

٥- كَلَّا لَوْ تَعْلَمُوْنَ عِلْمَ الْيَقِيْنِ ۝

৫। সাবধান! তোমাদের নিশ্চিত জ্ঞান থাকিলে অবশ্যই তোমরা মোহাচ্ছন্ন হইতে না।[১৯০৯]

٦- لَتَرَوُنَّ الْجَحِيْمَ ۝

৬। তোমরা তো জাহান্নাম দেখিবেই;

٧- ثُمَّ لَتَرَوُنَّهَا عَيْنَ الْيَقِيْنِ ۝

৭। আবার বলি তোমরা তো উহা দেখিবেই চাক্ষুষ প্রত্যয়ে,

٨- ثُمَّ لَتُسْـَٔلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيْمِ ۝

৮। ইহার পর অবশ্যই সেই দিন তোমাদিগকে নি‘মাত সম্বন্ধে প্রশ্ন করা হইবে।[১৯১০]
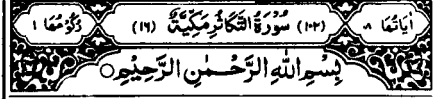
১৯০৭। সূরা নাবা-এর ৪ নং আয়াতের টীকা দ্র।

১৯০৮। উভয় স্থলে 'ইহা' শব্দটি উহ্য আছে।

১৯০৯। 'তোমরা মোহাচ্ছন্ন হইতে না' এই বাক্যটি মূল আরবীতে উহ্য আছে।

১৯১০। নি‘মাত কিভাবে ব্যবহার করা হইয়াছে সেই সম্বন্ধে জিজ্ঞাসাবাদ করা হইবে।

১০৩-সূরা 'আস্‌র
৩ আয়াত, ১ রুকূ', মক্কী

।। দয়াময়, পরম দয়ালু আল্লাহ্‌র নামে ।।

١- وَالْعَصْرِ ۙ

٢- اِنَّ الْاِنْسَانَ لَفِیْ خُسْرٍ ۙ

٣- اِلَّا الَّذِیْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ ۙ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ ۙ

১। মহাকালের[১৯১১] শপথ,

২। মানুষ অবশ্যই ক্ষতিগ্রস্ত,

৩। কিন্তু উহারা নহে, যাহারা ঈমান আনে ও সৎকর্ম করে এবং পরস্পরকে সত্যের উপদেশ দেয় ও ধৈর্যের উপদেশ দেয়।

১০৪-সূরা হুমাযাঃ
৯ আয়াত, ১ রুকূ', মক্কী

।। দয়াময়, পরম দয়ালু আল্লাহ্‌র নামে ।।

١- وَیْلٌ لِّكُلِّ هُمَزَةٍ لُّمَزَةِ ۙ

٢- الَّذِیْ جَمَعَ مَالًا وَّعَدَّدَهٗ ۙ

٣- یَحْسَبُ اَنَّ مَالَهٗۤ اَخْلَدَهٗ ۚ

٤- كَلَّا لَیُنْۢبَذَنَّ فِی الْحُطَمَةِ ۫

১। দুর্ভোগ প্রত্যেকের, যে পশ্চাতে ও সম্মুখে লোকের নিন্দা করে,

২। যে অর্থ জমায় ও উহা বার বার গণনা করে;

৩। সে ধারণা করে যে, তাহার অর্থ তাহাকে অমর করিয়া রাখিবে;

৪। কখনও না, সে অবশ্যই নিক্ষিপ্ত হইবে হুতামায়;
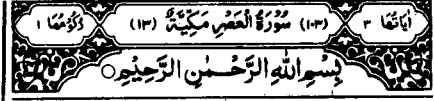
১৯১১। ভিন্নমতে 'আসর-এর সালাতের সময়

৫। তুমি কি জান হুতামা কী?

٥- وَمَآ أَدْرٰىكَ مَا الْحُطَمَةُ ۝

৬। ইহা আল্লাহ্‌র প্রজ্বলিত হুতাশন,

٦- نَارُ اللّٰهِ الْمُوْقَدَةُ ۝

৭। যাহা হৃদয়কে গ্রাস করিবে;

٧- الَّتِيْ تَطَّلِعُ عَلَى الْأَفْـِٕدَةِ ۝
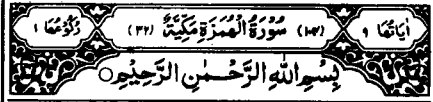
৮। নিশ্চয় ইহা উহাদিগকে পরিবেষ্টন করিয়া রাখিবে

٨- إِنَّهَا عَلَيْهِمْ مُّؤْصَدَةٌ ۝

৯। দীর্ঘায়িত স্তম্ভসমূহে।[১৯১২]

٩- فِيْ عَمَدٍ مُّمَدَّدَةٍ ۝

১০৫-সূরা ফীল[১৯১৩]

৫ আয়াত, ১ রুকূ', মক্কী

।। দয়াময়, পরম দয়ালু আল্লাহ্‌র নামে ।।

১। তুমি কি দেখ নাই তোমার প্রতিপালক হস্তী-অধিপতিদের প্রতি কী করিয়াছিলেন?

١- أَلَمْ تَرَ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِأَصْحٰبِ الْفِيْلِ ۝

২। তিনি কি উহাদের কৌশল ব্যর্থ করিয়া দেন নাই?

٢- أَلَمْ يَجْعَلْ كَيْدَهُمْ فِيْ تَضْلِيْلٍ ۝

৩। উহাদের বিরুদ্ধে তিনি ঝাঁকে ঝাঁকে পক্ষী প্রেরণ করেন,

٣- وَّأَرْسَلَ عَلَيْهِمْ طَيْرًا أَبَابِيْلَ ۝

৪। যাহারা উহাদের উপর প্রস্তর-কংকর নিক্ষেপ করে।

٤- تَرْمِيْهِمْ بِحِجَارَةٍ مِّنْ سِجِّيْلٍ ۝

৫। অতঃপর তিনি উহাদিগকে ভক্ষিত তৃণ সদৃশ করেন।

٥- فَجَعَلَهُمْ كَعَصْفٍ مَّأْكُوْلٍ ۝

১৯১২। আগুনের লেলিহান শিখা যাহা দেখিতে দীর্ঘ স্তম্ভের মত দেখায় অথবা প্রকৃতপক্ষেই দীর্ঘ স্তম্ভ।

১৯১৩। ৫২৫ খৃষ্টাব্দে আবিসিনিয়ার খৃষ্টান নৃপতি কর্তৃক ইয়েমেন বিজিত হয়। তাহাদের গভর্নর আবরাহা রাসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-এর জন্মের কয়েক সপ্তাহ পূর্বে কা'বা শরীফ ধ্বংস করিবার জন্য মক্কা অভিযানে গমন করে (৫৭০-৭১ খৃষ্টাব্দে)। তাহার বিশাল সৈন্যবাহিনীর সংগে হাতীও ছিল। তাই আবরাহার সৈন্যদল اصحب الفيل 'হাতীওয়ালা' এবং সেই বৎসর عام الفيل 'হস্তী বৎসর' নামে আরবে অভিহিত হইয়াছে। আল্লাহ্ এই বাহিনীকে তাহাদের মক্কার সীমান্তে পৌঁছার পূর্বেই ধ্বংস করিয়া দিয়াছেন।

১০৬-সূরা কুরায়শ

৪ আয়াত, ১ রুকূ‘, মক্কী

।। দয়াময়, পরম দয়ালু আল্লাহ্‌র নামে ।।

١- لِاِیْلٰفِ قُرَیْشٍ ۙ

১। যেহেতু কুরায়শের আসক্তি আছে,

٢- اٖلٰفِهِمْ رِحْلَةَ الشِّتَآءِ وَالصَّیْفِ ۚ

২। আসক্তি আছে তাহাদের শীত ও গ্রীষ্মে সফরের[১৯১৪]

٣- فَلْیَعْبُدُوْا رَبَّ هٰذَا الْبَیْتِ ۙ

৩। অতএব, উহারা ‘ইবাদত করুক এই গৃহের মালিকের,

٤- الَّذِیْۤ اَطْعَمَهُمْ مِّنْ جُوْعٍ ۙ وَّ اٰمَنَهُمْ مِّنْ خَوْفٍ ۠
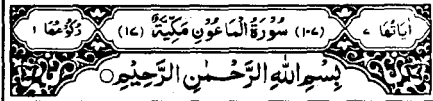
৪। যিনি উহাদিগকে ক্ষুধায় আহার দিয়াছেন এবং ভীতি হইতে উহাদিগকে নিরাপদ করিয়াছেন।[১৯১৫]

১০৭-সূরা মা‘উন

৭ আয়াত, ১ রুকূ‘, মক্কী

।। দয়াময়, পরম দয়ালু আল্লাহ্‌র নামে ।।

١- اَرَءَیْتَ الَّذِیْ یُكَذِّبُ بِالدِّیْنِ ۗ

১। তুমি কি দেখিয়াছ তাহাকে, যে দীনকে[১৯১৬] অস্বীকার করে?

٢- فَذٰلِكَ الَّذِیْ یَدُعُّ الْیَتِیْمَ ۙ

২। সে তো সে-ই, যে ইয়াতীমকে রূঢ়ভাবে তাড়াইয়া দেয়

٣- وَلَا یَحُضُّ عَلٰی طَعَامِ الْمِسْكِیْنِ ۗ

৩। এবং সে অভাবগ্রস্তকে খাদ্যদানে উৎসাহ দেয় না।

٤- فَوَیْلٌ لِّلْمُصَلِّیْنَ ۙ

৪। সুতরাং দুর্ভোগ সেই সালাত আদায়কারীদের,

১৯১৪। কুরায়শরা ছিল ব্যবসায়ী। তাহাদের ব্যবসায়ী কাফেলা গ্রীষ্মকালে সিরিয়া ও শীতকালে ইয়েমেনে গমন করিত।

১৯১৫। মক্কা একটি উষর এলাকা। সেখানে খাদ্য-সামগ্রী বাহির হইতে আনা হইত। কুরায়শরা কা'বার খাদিম থাকায় সকলের শ্রদ্ধার পাত্র ছিল। তাহাদের আমদানী ও রফতানী বাণিজ্যে কেহই বাধা দিত না। ফলে ক্ষুধা ও ভীতি হইতে তাহারা নিরাপদে ছিল।

১৯১৬। 'দীন' অর্থ ধর্ম, ন্যায়বিচার ও কর্মফল। এখানে কর্মফল।

٥- الَّذِيْنَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُوْنَ ۙ

৫। যাহারা তাহাদের সালাত সম্বন্ধে উদাসীন,

٦- الَّذِيْنَ هُمْ يُرَآءُوْنَ ۙ

৬। যাহারা লোক দেখানোর জন্য উহা[১৯১৭] করে,

٧- وَيَمْنَعُوْنَ الْمَاعُوْنَ ۚ

৭। এবং গৃহস্থালীর[১৯১৮] প্রয়োজনীয় ছোট-খাট সাহায্যদানে বিরত থাকে।

১০৮-সূরা কাওছার

৩ আয়াত, ১ রুকূ', মক্কী

।। দয়াময়, পরম দয়ালু আল্লাহ্‌র নামে ।।

١- اِنَّآ اَعْطَيْنٰكَ الْكَوْثَرَ ۚ

১। আমি অবশ্যই তোমাকে কাওছার[১৯১৯] দান করিয়াছি।

٢- فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ ۚ

২। সুতরাং তুমি তোমার প্রতিপালকের উদ্দেশ্যে সালাত আদায় কর এবং কুরবানী কর।

٣- اِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْاَبْتَرُ ۚ

৩। নিশ্চয় তোমার প্রতি বিদ্বেষ পোষণকারীই তো নির্বংশ।[১৯২০]
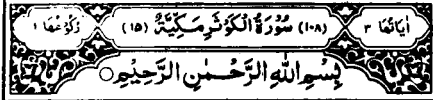
১৯১৭। 'উহা' অর্থে এ স্থলে সালাত আদায়।

১৯১৮। ماعون-এর এক অর্থ যাকাত।-হযরত আলী (রা)

১৯১৯। كوثر এই শব্দটির অর্থ সব কিছুর আধিক্য, বিশেষ অর্থে কল্যাণের প্রাচুর্য। জান্নাতের একটি বিশেষ প্রস্রবণকেও كوثر বলা হয়।-লিসানুল 'আরাব

১৯২০। ابتر লেজকাটা। রাসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-এর পুত্র ইব্‌রাহীম (রা)-এর ইন্তিকালের পর, তাঁহার কোন বংশধর নাই বলিয়া ইসলামের শত্রুরা তাঁহাকে ابتر 'লেজকাটা' বলিয়া ডাকে। তাহাদের ধারণা হয় যে, তাঁহার পর তাঁহার প্রচারিত দীনও আর বাকী থাকিবে না। সূরাটি এই পরিপ্রেক্ষিতে নাযিল হয়।

১০৯-সূরা কাফিরূন
৬ আয়াত, ১ রুকূ‘, মক্কী

।। দয়াময়, পরম দয়ালু আল্লাহ্‌র নামে ।।

١- قُلْ يٰۤاَيُّهَا الْكٰفِرُوْنَ ۙ

১। বল, ‘হে কাফিররা!

٢- لَاۤ اَعْبُدُ مَا تَعْبُدُوْنَ ۙ

২। ‘আমি তাহার ‘ইবাদত করি না যাহার ‘ইবাদত তোমরা কর[১৯২১]

٣- وَلَاۤ اَنْتُمْ عٰبِدُوْنَ مَاۤ اَعْبُدُ ۚ

৩। এবং তোমরাও তাঁহার ‘ইবাদতকারী নহ যাঁহার ‘ইবাদত আমি করি,

٤- وَلَاۤ اَنَا عَابِدٌ مَّا عَبَدْتُّمْ ۙ

৪। ‘এবং আমি ‘ইবাদতকারী নহি তাহার যাহার ‘ইবাদত তোমরা করিয়া আসিতেছ।

٥- وَلَاۤ اَنْتُمْ عٰبِدُوْنَ مَاۤ اَعْبُدُ ۗ

৫। ‘এবং তোমরাও তাঁহার ‘ইবাদতকারী নহ যাঁহার ‘ইবাদত আমি করি।

٦- لَكُمْ دِيْنُكُمْ وَلِيَ دِيْنِ ۠

৬। ‘তোমাদের দীন তোমাদের, আমার দীন আমার।’

১১০-সূরা নাস্‌র
৩ আয়াত, ১ রুকূ‘, মাদানী[১৯২২]

।। দয়াময়, পরম দয়ালু আল্লাহ্‌র নামে ।।

١- اِذَا جَآءَ نَصْرُ اللّٰهِ وَالْفَتْحُ ۙ

১। যখন আসিবে আল্লাহ্‌র সাহায্য ও বিজয়

٢- وَرَاَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُوْنَ فِيْ دِيْنِ اللّٰهِ اَفْوَاجًا ۙ

২। এবং তুমি মানুষকে দলে দলে আল্লাহ্‌র দীনে প্রবেশ করিতে দেখিবে[১৯২৩]

১৯২১। কিছু কাফির রাসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-এর নিকট একটি আপোস প্রস্তাব উত্থাপন করিয়াছিল এই মর্মে যে, আমরা আপনার মা‘বূদ-এর ‘ইবাদত করি এবং আপনি আমাদের দেবতার ‘ইবাদত করুন। এইভাবে একটি মিশ্রিত দীন কায়েম হউক। তাহারই জবাবে এই সূরাটি অবতীর্ণ হয়।

১৯২২। এই সূরা মক্কায় বিদায় হজ্জের সময় অবতীর্ণ হইয়াছিল, কিন্তু যে সমস্ত সূরা হিজরতের পরে অবতীর্ণ হইয়াছে সেগুলি স্থান নির্বিশেষে মাদানী সূরা, এই অর্থে এই সূরাও মাদানী।

১৯২৩। এই সূরাতে মক্কা বিজয়ের পর বিধর্মীরা যে দলে দলে ইসলাম গ্রহণ করিয়াছে, তাহা উল্লেখ করা হইয়াছে। ইসলামের এই বিজয়ের ফলে রাসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-এর দুনিয়ায় অবস্থানের প্রয়োজনও ফুরাইয়াছে। তাই বিশিষ্ট সাহাবীগণ এই সূরা নাযিল হওয়ার পর রাসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-এর ওফাত নিকটবর্তী বলিয়া বুঝিতে পারিয়াছিলেন।

Contents

٣- فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْهُ ؕ إِنَّهُ كَانَ تَوَّابًا ۟

৩। তখন তুমি তোমার প্রতিপালকের প্রশংসাসহ তাঁহার পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা করিও এবং তাঁহার নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করিও, তিনি তো তওবা কবূলকারী।

১১১-সূরা লাহাব

৫ আয়াত, ১ রুকূ', মক্কী

।। দয়াময়, পরম দয়ালু আল্লাহ্‌র নামে ।।
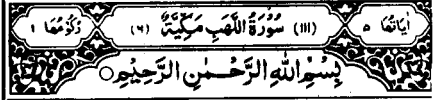
١- تَبَّتْ يَدَآ أَبِيْ لَهَبٍ وَّتَبَّ ۟

১। ধ্বংস হউক আবূ লাহাবের[১৯২৪] দুই হস্ত এবং ধ্বংস হউক সে নিজেও।

٢- مَآ أَغْنٰى عَنْهُ مَالُهٗ وَمَا كَسَبَ ۟

২। উহার ধন-সম্পদ ও উহার উপার্জন উহার কোন কাজে আসে নাই।

٣- سَيَصْلٰى نَارًا ذَاتَ لَهَبٍ ۟

৩। অচিরে সে প্রবেশ করিবে লেলিহান অগ্নিতে

٤- وَّامْرَاَتُهٗ ؕ حَمَّالَةَ الْحَطَبِ ۟

৪। এবং তাহার স্ত্রীও—যে ইন্ধন বহন করে,

٥- فِيْ جِيْدِهَا حَبْلٌ مِّنْ مَّسَدٍ ۟

৫। তাহার গলদেশে পাকান রজ্জু।

১৯২৪। রাসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-এর পিতৃব্য 'আবদুল 'উয্যা, আবূ লাহাব তাহার কুনিয়াত(ডাক নাম), দীনের প্রতি চরম বিদ্বেষ পোষণ করিত। তাহার স্ত্রী আবূ সুফয়ান-এর ভগ্নি উম্মু জামিলও ছিল ঐ প্রকৃতির। এই সূরায় তাহাদের পরিণতির কথা বলা হইয়াছে। আবূ লাহাব মহামারীতে ভীষণ দুরবস্থায় মারা যায়।

১১২-সূরা ইখ্লাস্

৪ আয়াত, ১ রুকূ‘, মক্কী

।। দয়াময়, পরম দয়ালু আল্লাহ্‌র নামে ।।

أياتها ٤ ‏(١١٢) سُوْرَةُ الْاِخْلَاصِ مَكِّيَّةٌ (٢٢) رُكُوْعُهَا ١

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

১। বল, ‘তিনিই আল্লাহ্, এক-অদ্বিতীয়,

২। ‘আল্লাহ্ কাহারও মুখাপেক্ষী নহেন, সকলেই তাঁহার মুখাপেক্ষী;

৩। ‘তিনি কাহাকেও জন্ম দেন নাই এবং তাঁহাকেও জন্ম দেওয়া হয় নাই,

৪। ‘এবং তাঁহার সমতুল্য কেহই নাই।’[১৯২৫]

١- قُلْ هُوَ اللّٰهُ اَحَدٌ

٢- اَللّٰهُ الصَّمَدُ

٣- لَمْ يَلِدْ ۙ وَلَمْ يُوْلَدْ

٤- وَلَمْ يَكُنْ لَّهٗ كُفُوًا اَحَدٌ

১১৩-সূরা ফালাক

৫ আয়াত, ১ রুকূ‘, মাদানী[১৯২৬]

।। দয়াময়, পরম দয়ালু আল্লাহ্‌র নামে ।।

اٰياتها ٥ ‏(١١٣) سُوْرَةُ الْفَلَقِ مَدَنِيَّةٌ (٢٠) رُكُوْعُهَا ١

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

১। বল, ‘আমি শরণ লইতেছি উষার স্রষ্টার[১৯২৭]

২। ‘তিনি যাহা সৃষ্টি করিয়াছেন তাহার অনিষ্ট হইতে,

৩। ‘অনিষ্ট হইতে রাত্রির অন্ধকারের, যখন উহা গভীর হয়

৪। ‘এবং অনিষ্ট হইতে সমস্ত নারীদের, যাহারা গ্রন্থিতে ফুৎকার দেয়[১৯২৮]

৫। ‘এবং অনিষ্ট হইতে হিংসুকের, যখন সে হিংসা করে।’
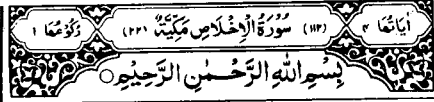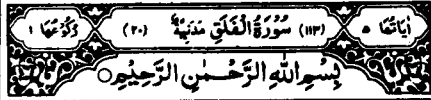
١- قُلْ اَعُوْذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ

٢- مِنْ شَرِّ مَا خَلَقَ

٣- وَمِنْ شَرِّ غَاسِقٍ اِذَا وَقَبَ

٤- وَمِنْ شَرِّ النَّفّٰثٰتِ فِى الْعُقَدِ

٥- وَمِنْ شَرِّ حَاسِدٍ اِذَا حَسَدَ

১৯২৫। এই সূরাটিতে তাওহীদ-এর পূর্ণ প্রকাশ ঘটিয়াছে বলিয়া ইহা মর্যাদায় অনন্য। হাদীছে উল্লেখ আছে, ইহা ফযীলতের দিক দিয়া আল-কুরআনের এক-তৃতীয়াংশ।

১৯২৬। কেহ কেহ ইহাকে মক্কী সূরা বলিয়াছেন।

১৯২৭। ‘রব্ব’ শব্দটির অর্থ প্রতিপালক, স্রষ্টা, সংরক্ষক ও বিবর্তক। এখানে ‘রব্ব’-এর অনুবাদ ‘স্রষ্টা’ করা হইয়াছে।

১৯২৮। অর্থাৎ জাদু করার উদ্দেশ্যে।

১১৪-সূরা নাস

৬ আয়াত, ১ রুকূ‘, মাদানী

।। দয়াময়, পরম দয়ালু আল্লাহ্‌র নামে ।।

١- قُلْ اَعُوْذُ بِرَبِّ النَّاسِ ۙ

১। বল, ‘আমি শরণ লইতেছি মানুষের প্রতিপালকের,

٢- مَلِكِ النَّاسِ ۙ

২। ‘মানুষের অধিপতির,

٣- اِلٰهِ النَّاسِ ۙ

৩। ‘মানুষের ইলাহের[১৯২৯] নিকট

٤- مِنْ شَرِّ الْوَسْوَاسِ ۙ الْخَنَّاسِ ۙ

৪। আত্মগোপনকারী[১৯৩০] কুমন্ত্রণাদাতার ‘অনিষ্ট হইতে,

٥- الَّذِىْ يُوَسْوِسُ فِىْ صُدُوْرِ النَّاسِ ۙ

৫। ‘যে কুমন্ত্রণা দেয় মানুষের অন্তরে,

٦- مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ ۚ

৬। ‘জিন্নের মধ্য হইতে এবং মানুষের মধ্য হইতে।’[১৯৩১]
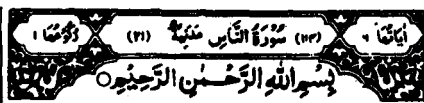
১৯২৯। ‘ইলাহ্’ এমন এক সত্তা যাহাকে মা‘বূদ হিসাবে গ্রহণ করা হইয়া থাকে।

১৯৩০। خَنَّاس যে বাধা দেয়, গুপ্ত থাকে এবং আল্লাহ্‌র যিক্‌র যেখানে হয় সেখান হইতে সরিয়া পড়ে। ইহা শয়তানের একটি গুণবাচক নাম।-জালালায়ন

১৯৩১। লাবীদ ইব্‌ন ‘আসিম নামক এক ইয়াহূদী তাহার কন্যাদের সহযোগিতায় রাসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-কে তাঁহার একটি কেশে এগারটি গ্রন্থি দিয়া জাদু করিয়াছিল। ইহার প্রভাবে রাসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-এর কষ্ট হইতেছিল, তখন ১১ আয়াত বিশিষ্ট সূরা ফালাক ও সূরা নাস-এই দুইটি সূরা নাযিল হয়। প্রতিটি আয়াত আবৃত্তি করিয়া ফুঁক দেওয়া হইলে এক একটি গ্রন্থি খুলিয়া যায় এবং জাদুর প্রভাব বিদূরিত হয়
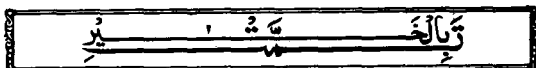
دُعَاءُ خَتْمِ الْقُرْاٰنِ

اَللّٰهُمَّ اٰنِسْ وَحْشَتِىْ فِىْ قَبْرِىْ ۝ اَللّٰهُمَّ ارْحَمْنِىْ بِالْقُرْاٰنِ الْعَظِيْمِ ۝ وَاجْعَلْهُ لِىْ اِمَامًا وَّنُوْرًا وَّهُدًى وَّرَحْمَةً ۝ اَللّٰهُمَّ ذَكِّرْنِىْ مِنْهُ مَا نَسِيْتُ وَعَلِّمْنِىْ مِنْهُ مَا جَهِلْتُ وَارْزُقْنِىْ تِلَاوَتَهٗ اٰنَاۤءَ اللَّيْلِ وَاٰنَاۤءَ النَّهَارِ وَاجْعَلْهُ لِىْ حُجَّةً يَّارَبَّ الْعٰلَمِيْنَ ۝

খতমে কুরআনের দু'আ

'হে আল্লাহ্! কবরে আমার নিঃসঙ্গতা স্বস্তিকর করিয়া দিও। হে আল্লাহ্! মহান কুরআনের ওসীলায় আমার প্রতি রহম কর এবং ইহাকে কর আমার জন্য ইমাম, নূর, হিদায়াত ও রহমত। হে আল্লাহ্! আমি ইহার যাহা ভুলিয়া গিয়াছি তাহা আমাকে স্মরণ করাইয়া দাও এবং আমি ইহার যাহা জানি না তাহা আমাকে শিখাইয়া দাও। দিবারাত্রি ইহার তিলাওয়াত আমার উপজীব্য করিয়া দাও। আর ইহাকে করিও আমার জন্য দলীলস্বরূপ, ইয়া রব্বাল আলামীন!'

ইফাবা — ২০০৭-২০০৮— প্র/৯৩৩৭(রা) — ১০,২৫০